অ জ্ঞান-শকুন্তলম্

মহাকবি কালিদাসকৃতম্

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

[বর্তমান সংস্করণে রয়েছে—ভূমিকা, মূল, প্রাকৃতানুবাদ, সন্ধিবিচ্ছেদ, অন্বয়, বাঙ্‌লা শব্দার্থ, বঙ্গানুবাদ, বিধুভূষণ গোস্বামীকৃত 'সরলা' টীকা (প্রতি অংকের শেষে), মনোরমা (ব্যাকরণগত আলোচনা), আশা (বিবিধ টীকা সংকলন), আলোচনা, বিষয়মুখী প্রশ্নোত্তর, সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা ভাষায় ব্যাখ্যা, ভাবসম্প্রসারণ, প্রশ্নোত্তর, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদি]

অনুবাদ ও সম্পাদনা—

ডঃ অনিলচন্দ্র বসু, এম. এ. (ডবল) পিএইচ্. ডি. কাব্যব্যাকরণতীর্থ,

(অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)

স্বপ্নবাসবদত্তম্, ভট্টিকাব্যম্ (দ্বিতীয়সর্গ), মনুসংহিতা (সপ্তম অধ্যায়), যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা (ব্যবহারাধ্যায়), কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ, নলচম্পূ, প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্, উচ্চমাধ্যমিক সংস্কৃত সহায়িকা ও দশরূপকম্ (সম্পূর্ণ) গ্রন্থের সম্পাদক ও রচয়িতা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও সাম্মানিক স্নাতক সংস্কৃতের ভূতপূর্ব পরীক্ষক, স্নাতক বোর্ড অব স্টাডিজ (সংস্কৃত)-এর ভূতপূর্ব সদস্য, আকাশবাণী, কলকাতার সংস্কৃতশিক্ষার ভূতপূর্ব আসর পরিচালক।

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী,

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক :
অভয় বর্মণ
সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলিকাতা—৭০০ ০০৬

মুদ্রাকর :
এস. এস. প্রিন্টার্স
৩, মুক্তারাম বাবু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৭

পূজ্যপাদ পরমাচার্য শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী,
এম. এ. (ডবল ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
পিএইচ. ডি. লিট্. মহোদয়ের
পাণিপদ্মে দীনজনের এ ভক্তি-অর্ঘ্য
সমর্পিত হ'ল।

।। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ।।

।। সূচীপত্র ।।

বিষয়		পৃষ্ঠাসংখ

॥ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ॥

॥ মুখবন্ধ ॥

মহাকবি কালিদাসরচিত বিশ্ববিশ্রুত নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মহাকবির অসাধারণ প্রতিভার অনবদ্য সৃষ্টি এ নাটকটি ভারতবর্ষের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েও স্নাতক (পাশ) ও (অনার্স) শ্রেণীতে বহুবছর ধরেই এ নাটকের পঠনপাঠন প্রচলিত রয়েছে। এ নাটকের বেশ কিছু উৎকৃষ্ট ইংরেজী সমস্করণ এখনো দুর্লভ নয়, তবে শিক্ষার্থীর উপযোগী পুরোপুরি বাঙ্লা সংস্করণ নিতান্তই স্বল্প।

গত কয়েক বছর আগে থেকেই স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বাঙ্লা ভাষায় উত্তর দেবার নিয়ম কার্যকর হয়েছে। অথচ যথেষ্ট সংখ্যায় এ নাটকের ছাত্রোপযোগী পুরোপুরি বাঙ্লা সংস্করণ না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের এখনো অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। বিশেষতঃ শিক্ষার্থীদের এবং সাধারণভাবে সংস্কৃতানুরাগী পাঠক সমাজের কথা বিবেচনা করে সংস্কৃত বুক ডিপোর কর্ণধার শ্রী অভয় কর্ণ বিধুভূষণ গোস্বামীকৃত "সরলা" টীকা সম্বলিত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকখানার একটি পুরোপুরি বাঙ্লা সংস্করণ প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়ে আমার কাছে প্রস্তাব দিলে আমি তাতে রাজী হই।

উনিশশ নব্বই ইংরেজীতে অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে আমি উক্ত সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে আরম্ভ করি। গত কয়েক বছরের আন্তরিক প্রয়াসে আমি এ দুরূহ কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হই। ফলস্বরূপ গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হল। যাঁদের কথা মনে রেখে পাণ্ডুলিপি নির্মাণে হাত দিই গ্রন্থটি যাতে তাঁদের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে সেজন্য এতে রয়েছে—বাঙ্লা মূল, সন্ধিবিচ্ছেদ, অন্বয়, বাঙ্লা শব্দার্থ, বঙ্গানুবাদ, "মনোরমা" (ব্যাকরণগত আলোচনা), "আশা" (বিবিধ টীকা সংকলন), আলোচনা এবং প্রতি অংকের শেষে বিধুভূষণ গোস্বামীকৃত "সরলা" টীকা।

তাছাড়া, এ গ্রন্থের ভূমিকায় রয়েছে—সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য, মহাকবি কালিদাস এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আলোচনা। যেমন, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি, কাব্যের শ্রেণী বিভাগ, সংস্কৃত নাটক ও ট্র্যাজেডি ইত্যাদি। মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে রয়েছে, যেমন—কালিদাসের কবিত্ব ও নাট্যপ্রতিভা, কালিদাসের জীবনদর্শন, কালিদাসের আদর্শচেতনা। ইত্যাদি। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ সম্বন্ধে রয়েছে যেমন,—নামকরণের তাৎপর্য, উপমা কালিদাসস্য, শকুন্তলায় দৈব ও অপ্রাকৃত, কালিদাসের উৎসানুসন্ধান, চতুর্থ ও পঞ্চম অংকের তুলনা, বাল্মীকি, ভাস ও কালিদাস ইত্যাদি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এগুলির কয়েকটি রচনা প্রবন্ধাকারে নানা পত্রপত্রিকায়, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়োজনমত পরিমার্জন, পরিশোধন করে তবে এ গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে।

আমার প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপক ডঃ নিখিলেশ চক্রবর্তী আমাকে বিধুভূষণ গোস্বামীকৃত টীকা সহ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর শেষ সংস্করণের একখানা পুস্তক দিয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই শ্রী অভয় কর্ণকে যাঁর আগ্রহাতিশয্যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হল।

এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কপি করে দিয়েছে নূপুর ঘোষ, শম্পা আচার্য এবং টুম্পা বসু। পরমস্নেহভাজন এ তিনজনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আর আশীর্বাদ জানাই পার্থ, অনির্বাণ, সম্বুদ্ধ এবং ঐশীকে। এরাও কোন না কোনোভাবে আমার কাজে সহযোগিতা করেছে।

পরিশেষে, যেসকল গ্রন্থ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি সে সকল গ্রন্থের প্রণেতা ও সম্পাদকগণের কাছে কৃতজ্ঞচিত্তে ঋণ স্বীকার করি। যাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হল, তাঁদের প্রয়োজন সিদ্ধ হলেই আমার শ্রম সার্থক হল বলে বিবেচনা করব। সকল প্রকার ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

অলমতিবিস্তরেণ।

অনিল চন্দ্র বসু

গ্রন্থকার । সম্পাদক

তৃতীয় সংস্করণের

মুখবন্ধ

আমার দ্বারা অনূদিত ও সম্পাদিত এবং সংস্কৃত বুক ডিপোর কর্ণধার শ্রীযুক্ত অভয় বর্মণের আগ্রহাতিশয্য ও অকুণ্ঠসহযোগিতায় প্রকাশিত "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" গ্রন্থটি মাত্র এক বৎসরের মধ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠা পাবে, তা প্রত্যাশা করিনি। এ গ্রন্থের সকল কপি ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হয়েছে। গ্রন্থটির পক্ষে এইটি কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সেজন্য আমি কৌতূহলী ছাত্র-ছাত্রী, সুধী অধ্যাপকমণ্ডলী এবং সংস্কৃতানুরাগী সহৃদয় পাঠকবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের সকলের, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ ও কৃতী অধ্যাপকদের কৃপাদৃষ্টি লাভ না করলে উক্ত গ্রন্থটি এরূপ সমাদর লাভ করতে পারত না।

উক্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নাট্যকার, মহাকবি কালিদাস, "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটক, এবং দৃশ্যকাব্য সম্পর্কে বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কখনো একথা বলা যাবেনা যে, প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠকবি কালিদাস এবং তাঁর রচিত বিশ্ববিশ্রুত নাটক "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" সম্বন্ধে সব কথা বলা হয়েছে। এরকম বলা যেমন অযৌক্তিক ও অসঙ্গত, তেমনি তা নিতান্ত হাস্যকরও বটে। যা বলা হয়েছে, বলা হয়নি তার চেয়েও বেশী। প্রথম সংস্করণে প্রমাদবশতঃ নাট্যক্রিয়ার স্থান ও কাল বিষয়ক স্থান পায়নি, দ্বিতীয় সংস্করণে তা যথাস্থানে মুদ্রিত হয়েছে।

প্রথম সংস্করণটি ত্রুটিমুক্ত বা পূর্ণাঙ্গ ছিল একথা বলতে পারিনা। তাই প্রথম সংস্করণে যে সকল ত্রুটি ও অভাব ছিল, এ সংস্করণে সে সকল ত্রুটি যথাযথ সংশোধন এবং অভাবসূমহ পূরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া, গ্রন্থের সামগ্রিক মানোন্নয়নের জন্য অভিজ্ঞ অধ্যাপকমণ্ডলীর প্রয়োজনীয় পরামর্শ সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করে, তদনুযায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে সযত্নে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে কোনরূপ কার্পণ্য বা শৈথিল্য প্রকাশ করা হয়নি। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করি যে, মাননীয় ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম এ, পি এইচ ডি-লিট, প্রাক্তন উপাচার্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং এ গ্রন্থের রসগ্রাহী বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেদিয়ে আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বিনয়নম্রচিত্তে তাঁকে নমস্কার জানাই এবং ভগবানের কাছে তাঁর নিরাময় দীর্ঘজীবন প্রর্থনা করি। পরিশেষে আশাকরি, এবারও দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রথম সংস্করণের মত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে। বিদগ্ধ অধ্যাপকমণ্ডলী, জিজ্ঞাসু ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এবং সহৃদয় পাঠক সাধারণের কাছে এ সংস্করণটি ও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে, স্বীয় নিরলস শ্রম সার্থক মনে করব।

'আশা'

নিশনরোড়, (ফ্রেন্ডস্ ক্লাব ময়দান সংলগ্ন) বিনীত গ্রন্থাকার

পোঃ-- রাণাঘাট, জেলা- নদীয়া।

॥ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-প্রশস্তি ॥

"Wouldst thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed
enraptured, feasted, fed,
Wouldst thou the earth and heaven,
itself in one sole name combined?
I name thee, O Sakuntala!
And all at once is said,"

ইউরোপের কবিগুরু গ্যেটেকৃত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ প্রশস্তির E. B.—Eastwick কৃত ইংরেজী অনুবাদ।

"বাসন্তং কুসুমং ফলং চ যুগপদ্ গ্রীষ্মস্য সর্বং চ তৎ
যৎকিঞ্চিন্মনসো রসায়নমহো সন্তর্পণং মোহনম্।
একীভূতমপূর্বমথবা স্বর্লোকভূলোকয়োঃ
ঐশ্বর্যং যদি কোঽপি কাঙ্ক্ষতি তদা শকুন্তলং সেব্যতম্ ।।"

মনীষী গ্যেটেকৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ প্রশস্তির তারাকুমার কবিরত্নকৃত সংস্কৃত অনুবাদ।

নববৎসরের কুঁড়ি, তারি একপাতে, বরষশেষের পক্কফল।
প্রাণ করে চুরি আর, তারি একসাথে প্রাণে এনে দেয় পুষ্টিবল ।।
আছে স্বর্গলোক আর, সেই এক ঠাঁই, বাঁধা যেথা আছে মহীতল।
হেন যদি কভু থাকে, তুমি তবে তাই, ওহে অভিজ্ঞান-শকুন্তল।।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্যেটেকৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ প্রশস্তির বঙ্গানুবাদ।

প্রস্তাবনা

সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হচ্ছে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। কালিদাস এই নাটকে তাঁর কবিপ্রতিভা এবং নাট্যপ্রতিভা নিঃশেষিত করে দিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব নিসর্গচেতনা, প্রেমচেতনা, পরিকল্পিত আদর্শ, পরিপূর্ণতার বোধ, সমস্ত কিছুকেই এই নাটকে তুলে·ধরার চেষ্টা করেছেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের আকর্ষণ তাই সকলের কাছেই প্রবল। প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব মীমাংসকেরা যেমন এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন তেমনি হয়েছেন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য মীমাংসকেরাও। স্যার উইলিয়াম জোনস্ শকুন্তলার যে ইংরাজী অনুবাদ করেন, সেই অনুবাদের সূত্র ধরেই পাশ্চাত্ত্যমানসে শকুন্তলা প্রবেশ করে এবং পাশ্চাত্ত্যের চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট করে নেয়। তাই একদিকে যেমন আমরা প্রাচ্য সমালোচকদের মুখে শুনি 'কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', তেমনি পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের মুখেও শুনিঃ *"Wouldst thou the young years' blossoms and the fruits of its dedine And all by which the soul is charmed enraptured, feasted, fed, Wouldst, thou, the earth and heaven itself in one sole name combined, I name, thee, O' Sakuntala, and all at once is said."*

কালিদাস প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ও আধ্যাত্মিক চেতনায় বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, আপাতদৃষ্টিতে যাকে তুচ্ছ বলে মনে করা যায়, তারমধ্যেও বৃহতের অধিষ্ঠান। তাই তারও মহত্ত্বকে স্বীকৃতি দিতেই হয়। কালিদাসের জীবনদর্শনে তাই কোনকিছুই তুচ্ছ বা ক্ষুদ্র নয়। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র এবং গৌরব আছে। এই যে সর্বভূতে বিষয়ের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষীকরণ এটাই কালিদাসকে প্রকৃতির প্রতিটি পদার্থের মধ্যে, এমনকি অচেতনের মধ্যেও চৈতন্যের অস্তিত্বকে দেখিয়ে দিয়েছে। এটাই হচ্ছে কালিদাসের বিজ্ঞানুভূতি। তাই শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় আমরা দেখতে পাইঃ—

"ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গলমোবিষ্কৃতং
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপভোগসুলভো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈ
র্দত্তান্যাভরণানি তৎকিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ।।"

কালিদাস মানবজীবনকে পূর্ণতার অভিমুখে অনাদি অনন্তকালের যাত্রাবলেই কল্পনা করেছেন। ঈশ্বর মানুষকে পূর্ণতার পথে যাত্রার জন্য সমস্ত উপকরণ দিয়েছেন। দেহ দিয়েছেন, মন দিয়েছেন. ইন্দ্রিয় দিয়েছেন, বিবেকবুদ্ধিও দিয়েছেন, আধ্যাত্মিক চেতনাও দিয়েছেন। মানুষ অবশ্য এই আধ্যাত্মিক চেতনার দীপ্তিকে সবসময় অনুভব করতে পারে না। এখানে তাকে বাধা দেয় তার ইন্দ্রিয়, তার দেহ বোধ, দেহের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে থাকার চেতনা। এই দেহ বোধকে অতিক্রম করতে না পারলে বিশ্বের সংগে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায় না। তাই অধ্যাত্মচেতনারও স্ফুরণ হয় না। ব্যক্তিচৈতন্যের লতায় যখন বিশ্বচৈতন্যের পুষ্পবিকাশ ঘটে, তখনই তো হয় আধ্যাত্মিক চেতনার আবির্ভাব। তখনই হয় মানুষেব আধ্যাত্মিক জন্ম। কালিদাস মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে মানুষ যতক্ষণ তার ক্ষুদ্র অহংতাকে দেহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবে, ততক্ষণ সে বিশ্বের সঙ্গে নিজের জীবন স্রোতকে মিশিয়ে দিতে পারবে না। ততক্ষণ তার - "সর্বভুতেষু চাতমানং সর্বভূতেষু চাত্মনি বীক্ষতে" এই অবস্থাও আসবে না। আর এটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতায় উন্নয়ন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা তাদের ব্যক্তিগত চেতনার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁরা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেননি। যখন উভয়ের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম ঘটেছে, তখন তাঁরা পরিপূর্ণতার সন্ধান পেয়েছেন। এটাই তো স্বাভাবিক। ব্যাপ্তিতেই তো আনন্দ, সংকীর্ণতায় মৃত্যু। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটককে দুটি সুনির্দ্দিষ্ট পর্বে বিভক্ত করতে পারা যায়। একটি প্রাক্ শাপদান পর্ব। যেটির বিস্তার ১-৪র্থ অংক। আর একটি উত্তর-শাপদান পর্ব। যেটির বিস্তার ৫ম অংক থেকে ৬ষ্ঠ অংক। প্রথম পর্বে ললিত দেহ সৌন্দর্য্য এবং সম্ভোগ স্পৃহার আলেখ্য। এখানে

আমরা যে শকুন্তলাকে পাই, তাঁর—

"অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিনৌ বাশূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥"

পঞ্চম অংক থেকে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় দুষ্যন্ত শকুন্তলা উভয়কেই তাই তাঁদের সংকীর্ণ দেহকে লঙঘন করার সামর্থ্য জুগিয়ে দেয়। তাইতো পৃথিবীর নরপতি দুষ্যন্তকে আমরা ৭ম অংকে ইন্দ্রের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করতে দেখি—

" অন্তর্গত প্রার্থনমন্তিকস্থং
জয়ন্তমুদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন।
আমৃষবৈক্ষো হরিচন্দনাঙ্কা
মান্দারমালা হরিণা পিনদ্ধা ॥"

শকুন্তলার পরিবর্ত্তিত রূপের আমরা সন্ধান পাই ৭ম অংকের সেই শ্লোকে, যেখানে দেখি—

" বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেনিঃ
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মমদীর্ঘং বিরহব্রতং বিভক্তি।।"

এই সমস্ত চিন্তা করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শকুন্তলা নাটক স্বভাব সৌন্দর্য্য থেকে মঙ্গল সৌন্দর্য্যের রাজ্যে যাত্রার নাটক। এটিকে দুটি সুনির্দ্দিষ্ট পর্বে বিভক্ত করা যায়, - একটি পর্ব্বের ব্যাপ্তি প্রথম অংক থেকে চতুর্থ অংক; আর একটির ব্যাপ্তি পঞ্চম থেকে সপ্তম অংক। রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে দুর্বাশার শাপকে আকস্মিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতো আকস্মিক নয়। প্রথম অংকের সেই যে—

"অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিনৌ বাহু।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।।"

দুষ্যন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাঁর মনে সম্ভোগ তৃষ্ণার বীজ বপন করে দিয়েছিল, তার মধ্যেই এই নিষ্ঠুর শাপের বীজ লুক্কায়িত। শকুন্তলার প্রণয়াকর্ষণের মধ্যেও এই সম্ভোগস্পৃহা লুকিয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, কাব্যের খাতিরে যাকে আকস্মিক বলে দেখানো হয়েছে, তার বীজ নায়ক-নায়িকার প্রণয়-প্রবৃত্তির স্বরূপের মধ্যেই অন্তর্নিহিত ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্য মীমাংসকেরা বলেন, - কাব্যতো কেবল আনন্দ দান করেই তার কাজ শেষ করে না। সে সুন্দরের ছায়াঘন পথের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষকে শাশ্বত কল্যাণের মন্দিরে পৌঁছে দেয় এবং যে মন্দিরে সে মানুষকে নিয়ে যায় যেখানে সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শকুন্তলা নাটক কাব্য নাট্যের এই মহান্ আদর্শকেই অনুসরণ করেছে। তাই মর্ত্যভূমির পঙ্কের মধ্যেও এ স্বর্গের পারিজাতের পুষ্পবিকাশ ঘটিয়েছে।

শকুন্তলা নাটকে কালিদাস চরিত্রচিত্রণের যে শৈলী অবলম্বন করেছেন, তাও অনন্য সাধারণ। প্রতিটি চরিত্রই যাতে তার ব্যক্তিত্বে ও বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, কালিদাস তার চেষ্টা করেছেন। সাধারণতঃ সংস্কৃত নাটকে নায়ক-নায়িকাদের প্রকৃতি এবং আচার আচরণ নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে। নাটকের বিষয়বস্তুটি জানলেই বলা যায় কোন পরিস্থিতিতে কোন চরিত্র কিরকম ব্যবহার করবেন। শকুন্তলা নাটককে কিন্তু এমনটি কোনভাবে বলা যায় না। প্রথম অংকের কণ্বাশ্রমের দুষ্যন্ত যেমন কিভাবে আশ্রমে প্রবেশ করবেন, কিভাবেই বা আশ্রম-ললনাদের সঙ্গে পরিচয় করবেন এমনটি পূর্বে বলা যায় না, তেমনি সপ্তম অংক সিংহশাবকের সঙ্গে ক্রীড়ারত সর্বদমনকে কি বলে নিজের পরিচয় দেবেন কিম্বা-

“ বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি ।।”

শকুন্তলার সম্মুখে প্রথমে আবির্ভূত হবেন, তাও বলা যায় না। দুষ্যন্ত মাধব্য কণ্ব, শাঙ্গরব, শারদ্বত এমনকি মৎস্যজীবির চরিত্রও কালিদাস যেভাবে অংকন করেছেন, তাতে প্রত্যেকেই স্বীয় চরিত্রগত বৈশিষ্টে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃত নাটককে দৃশ্য এবং শ্রব্য দু ধরনের কাব্যের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত করা হয়। অন্ততঃ ভরতমুণি নাটকের সৃষ্টির ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেই কথাই বলেছেন। বলেছেন ঃ "ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রবং চ যৎ ভবেৎ"। সাধারণতঃ সংস্কৃত নাটকগুলির একটি দুর্বলতা হচ্ছে যে তাতে শ্রব্য কব্যের ধর্মই বেশী থাকে, - দৃশ্যকাব্যের ধর্মগুলিসেখানে অনেকটাই অবহেলিত। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে কিন্তু এ দুর্বলতাটি খুঁজে পাওয়া যায় না। নাটকে কালিদাস যে শ্লোকগুলি সংযোজিত করেছেন, তারা কেবল বর্ণনাত্মকই নয়; নাটকীয় কাহিনীর গতিকেও তারা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং কোন পথে নাটকীয় কাহিনী চলবে তার ঈঙ্গিত দিয়ে দিচ্ছে। শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগ রক্ষা করে কালিদাস যে শকুন্তলা নাটকটি সৃষ্টি করেছেন তা তাই বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। অনেকে সেক্সপীয়ারের Tempest নাটকের সঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা করেন। বলেন দুটি নাটকেরই চরিত্রগুলির মধ্যে সাদৃশ্য আছে; নাটকীয় কাহিনীর প্রকারের মধ্যেও মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মনে করেছেন যে যে সাদৃশ্যটুকুর কথা বলা হয়, তা আপাতদৃশ্য । নাটক দুটির মর্মমূলে যদি প্রবেশ করা হয় তাহলে তাদের মধ্যে পার্থক্যই বেশী চোখে পড়বে। মিরান্ডা নির্জন দ্বীপে প্রতিপালিত হয়েছে বলে সংসার সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই । কোন সুখীগৃহ কোণের কথা তিনি চিন্তাও করতে পারেন না। শকুন্তলা কিন্তু আশ্রমবাসিনী হলেও লোকযাত্রা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নন। তাই প্রিয়ংবদা যখন বলেনঃ

"আর্য, ধর্মচরণে অপি পরবশঃ অয়ং জনঃ। গুরোঃ পুনঃ অস্যাঃ অনুরূপবরপ্রদানে সংকল্পঃ"। তখন শকুন্তলাকে রোষ প্রদর্শন করে বলতে শুনি-" অনসূয়ে গমিষ্যামি অহম"। Tempest নাটকেও প্রকৃতি নাটকীয়

কাহিনীর গতিকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু সেখানে সে কখনও বা পটভূমিকা রচনা করেই তার কাজ শেষ করেছে কখনও বা মানুষের দাসত্ব করেছে। শকুন্তলায় প্রকৃতি কিন্তু পটভূমিকাই রচনা করেনি কিম্বা মানুষের দাসত্ব-ই ও করেনি- সে দুষ্যন্ত শকুন্তলার মতোই জীবন্ত চরিত্র। সে ঘটনার গতিকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই চতুর্থ অংকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় আমরা সমগ্র প্রকৃতিকেই শকুন্তলাকে অভিনন্দন জানাতে দেখি ঃ

"ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গলামাবিষ্কৃতং
নিষধ্ব্যতশ্চরণোপভোগসুলভো লাক্ষারমঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলেরাপর্বভাগোত্থিতৈ—
র্দত্তান্যাভরণানি তৎকিসলয়োদ্ভেদ প্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ।।"

—শুধু আভরণাদি দান করেই প্রকৃতি ক্ষান্ত হয়নি। তাকে আমরা আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করতেও দেখি ঃ

"রম্যান্তরঃ সমলিনীহরিতৈঃ সরোভি
শ্চায়াদ্রুমৈনিয়মিতার্কময়ূখতাপ ঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়র জোমৃদুরেণুরম্যা ঃ
শান্তানুকূল পবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ।। "

তাই বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। একে জানতে গেলে কাব্য নাটকের আদর্শকে জানতে হয়, সৌন্দর্য্যের স্বরূপকে জানতে হয়, দেহ থেকে দেহাতীতে উত্তরণের সোপানগুলিকে অতিক্রম করার উপায়কে খুঁজে নিতে হয়, সত্য, শিব ও সুন্দরের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হতে হয় এবং সর্বোপরি চরিত্রচিত্রণের শৈলীর গভীরে প্রবেশ করতে হয়। আর শকুন্তলাতো কেবল দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যবিশেষ নয়- এতো একটি মহত্তম দর্শন। কালিদাস হয়তো এ নাটকে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে দেহের দেহলীতে সম্ভোগ-তৃষ্ণার জন্ম হলেও কল্যাণের মন্দিরে উপনীত হতে গেলে দেহাতীতের রাজ্যে সম্ভোগ তৃষ্ণাকে

মুক্তি দিতেই হবে। এই মুক্তির অবস্থাটাকেই তো আমাদের আলংকারিকেরা 'রস' বলে মনে করেছেন। যে অবস্থায় আত্মা নিজেই নিজের আস্বাদ গ্রহণ করেন । রসাস্বাদের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তটিতে চরিত্র ও কাহিনী সবকিছুই তো লীন হয়ে যায়। থাকে কেবল আস্বাদক আত্মা এবং আস্বাদ্য আত্মানন্দ। শকুন্তলা নাটকে এইভাবেই কালিদাস নাটকের কোমললতায় দর্শনের আপাতকটু ফলকে উপহার দিয়েছেন। কিম্বা এটাও বলা যেতে পারে যে দর্শনের কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে নাট্যের পুষ্পবিকাশ ঘটিয়েছেন। এই যে শকুন্তলা নাটক যা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য মীমাংসকদের প্রশংসাধন্য হয়ে এসেছে, তাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসের কবি ও নাট্য প্রতিভাকে বিশ্লেষণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এ দুরূহ কার্য্যটি এমন একজন করতে পারেন, যাঁর কাব্যে ও কাব্যতত্ত্বে এবং দর্শনে গভীর প্রবেশ এবং যাঁর প্রতিভা বহু বিষয়সপৃক্। অধ্যাপক ডঃ অনিল চন্দ্র বসু এরকমই একজন সাহিত্য সমালোচক। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য উভয় সাহিত্যে তাঁর নিঃশঙ্ক পদসঞ্চরণ। কাব্য নাটকের মর্মমূলে প্রবেশ করতে গেলে যে শৈলীর অবলম্বন করতে হয় সে সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। তাই একদিকে তিনি যেমন সংস্কৃত নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে ট্রাজেডির আলোচনার অবতারণা করেছেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় নন্দন তত্ত্বের মাপকাঠিতে সংস্কৃত নাটকের মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করেছেন; তেমনি কালিদাসের জীবন-দর্শন, আদর্শ-চেতনা, মঙ্গলবোধ, সৌন্দর্য্য দর্শন এসব অবলম্বন করেও গভীর যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন। শকুন্তলা নাটকের বিষয়বস্তু যে কেবল মহাভারত থেকে গৃহীত হয়েছে তা নয়; আরও অনেক মহাকাব্যের মধ্যে এর কাহিনীর বীজ লুক্কায়িত হয়ে আছে। অনিলচন্দ্র শকুন্তলার উপস্থাপনার মূল সামগ্রিকভাবে বিচার করে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। আবার আধুনিক নাট্যতত্ত্ব মীমাংসকের দৃষ্টিতে প্রাকৃত ও দৈবশক্তির মধ্যে কার প্রভাব অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে বেশী পড়েছে, তাও দেখাবার চেষ্টা করেছেন। সংস্করণটির শেষে যে ব্যাখ্যা ও প্রশ্নোত্তর সংগ্রহ দেওয়া হয়েছে তা বিদ্যার্থীদের বিশেষ সহায়ক হবে। এককথায় বলা চলে যে অধ্যাপক অনিল

চন্দ্র বসুর অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ সংস্করণটি একাধারে জিজ্ঞাসুপাঠক এবং অন্যদিকে কৌতূহলী বিদ্যার্থী উভয়েরই কৌতূহল চরিতার্থ করবে এবং উভয়েরই প্রশংসাধন্য হয়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে বাঙালীপাঠকের কাছে অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের যে সংস্করণগুলি প্রচলিত আছে তারমধ্যে অধ্যাপক ডঃ অনিল চন্দ্র বসু-র সম্পাদনায় প্রকাশিত শকুন্তলার সংস্করণটি সর্বশ্রেষ্ঠ। অনিল চন্দ্র বসু এই গ্রন্থটি বন্দ্যনীয়চরণ শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহোদয়ের চরণে সমর্পণ করছেন। মহানামব্রতজী একাধারে জ্ঞানী ও সাধক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক। বহু সাধকের বহুসাধনার ধারা তাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছে। মহানামব্রতজীর বহুসাধনার ধারা অনিলচন্দ্রকে সঞ্জীবিত করেছে বলেই তাঁর পক্ষে এই গ্রন্থটি রচনা সম্ভব হয়েছে।

আমি ডঃ অনিলচন্দ্র বসুকে অভিনন্দন জানাই এবং পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যনন্দন তত্ত্বের আলোকে প্রদীপ্ত তাঁর অভিজ্ঞানশকুন্তলমের সংস্করণটিকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাঙ্গণে সানন্দে বরণ করি।

"মাতৃ-মন্দির"
১২৮/১ সন্তোষপুর এভেন্যু
কলিকাতা - ৭০০০৭৫

রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

॥ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ॥

॥ ভূমিকা ॥

(ক) সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য

(১) সংস্কৃতদৃশ্যকাব্য—উৎসসন্ধানে।

(২) কাব্যের শ্রেণী বিভাগ.

(৩) নাটক-প্রসঙ্গে।

(৪) অংকে বর্জনীয় বিষয়সমূহ।

(৫) নাটিকার লক্ষণ বিচার।

(৬) "যদি নেপথ্যবিধানমবসিতম্"।

(৭) সংস্কৃত নাটক ও ট্র্যাজেডি।

(৮) প্রাচীন ভারতে প্রেক্ষাগৃহ।

(৯) যবনিকা ও অপটীক্ষেপ।

॥ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ॥

(১) সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য ঃ উৎসসন্ধানে ॥

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন। এর উৎস সন্ধান করতে হলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। ঘটনা যেমন ইতিহাসের পূর্ববর্তী ভাষা যেমন ব্যাকরণের পূর্ববর্তী, ঠিক তেমনি নাটক ও নাট্যশাস্ত্রের পূর্ববর্তী আদর্শের উপর শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, এবং যথেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠাই তার চরম লক্ষ্য। আচার্য ভরতরচিত নাট্যশাস্ত্রের বিধিনিষেধ থেকে সহজেই বোঝা যায়, কিরূপ উচ্চ আদর্শ সংস্কৃত নাটকের ভিত্তি। কেননা সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্র যে সকল আদর্শের অনুসরণে রচিত, সেগুলি এখন কালগর্ভে বিলুপ্ত। কে বলতে পারে, সে সকল আদর্শ কালগর্ভ থেকে মুক্তিলাভ করে কালে আবার আলোর মুখ দেখবে না?

কিন্তু আদর্শ একদিনে গঠিত হয় না। এজন্য স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয় যে, দৃশ্যকাব্যের আদি কোথায়? সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রের আনুমানিক কাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক। দৃশ্যকাব্যের উৎস সম্বন্ধে এ গ্রন্থের একটি পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং ব্রহ্মা দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ঋগ্বেদ থেকে বাণী, সামবেদ থেকে গীতি, যজুর্বেদ থেকে অনুভূতি ও রস গ্রহণ করে একখানি পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করেছিলেন। শিবের তাণ্ডবনৃত্য এবং পার্বতীর লাস্যনৃত্য এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার আদেশে নাট্যশালা নির্মাণ করেছিলেন। ভরত ও তাঁর শতশিষ্যের তত্ত্বাবধানে সে নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়েছিল একটি নাটক যার বিষয়বস্তু ছিল দেবগণের পরাভব এ আখ্যান থেকে আরো জানা যায় যে, ব্রহ্মা "ত্রিপুরদাহ" ও "অমৃতমন্থন" নামে দুখানি নাটক রচনা করেছিলেন।

আবার, সূক্ষ্মদর্শী মনীষীগণ বলেন, ঋগ্বেদের অন্তর্গত সংবাদসূক্তগুলিই নাট্যরচনার আদিম বা প্রাচীনতম রূপ। এরকম কুড়িটি সংবাদসূক্তের মধ্যে যম-যমী, পুরুরবা-উর্বশী, সরমা পণির প্রভৃতি সূক্তগুলি কথোপকথনাত্মক বলে অনেকে এগুলিকেই সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের উৎস বলে বিবেচনা করেন। অধ্যাপক কীথ (K/ith) এ মতে বিশ্বাসী এবং হার্টেল (Hart/l) এ মত মেনে নিয়ে "সুপর্ণাধ্যায়" নামে পরবর্তীকালের একটি বৈদিক রচনা সম্পূর্ণ নাটকের নিদর্শন বলে মত প্রকাশ করেছেন।

অধ্যাপক রীজওয়ের (Ridg/way) মত অনুসারে মৃত পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যে ক্রিয়ানুষ্ঠানের সঙ্গে ভারতীয় নাটকের উদ্ভব জড়িত রয়েছে। কিন্তু এ তত্ত্বটি ভারতীয় আর্যগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কেননা তাদের মৃত-সৎকার অনুষ্ঠান অত্যন্ত অনাড়ম্বর।

কোন কোন পণ্ডিতব্যক্তি কৃষ্ণপূজাকে সংস্কৃতনাটকের উদ্ভবের কারণ বলে মনে করেন। এ ভাবে সংস্কৃত নাটকে শৌরসেনী প্রাকৃতের যে ভূমিকা আছে তা' সহজেই ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু এ তত্ত্বটির সঙ্গে কালাসঙ্গতির প্রশ্ন জড়িত, কারণ এইটি প্রমাণসাপেক্ষ যে কৃষ্ণসংক্রান্ত নাটকগুলিই প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটক। একইভাবে প্রমাণ করা যায় যে, ভারতীয় নাটকের উদ্ভবে বিষ্ণু-পূজা, শিব-পূজা, রাম-পূজা সংক্রান্ত তত্ত্বও গ্রহণযোগ্য নয়।

কিছু পণ্ডিতব্যক্তি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেভাবে ইউরোপীয় নাটকের উদ্ভবের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেন, সে ভাবেই সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব নিরূপণ করতে চেষ্টা করেন। তাই যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, প্রথম সংস্কৃত নাটক যেহেতু "ইন্দ্রধ্বজ" উৎসবে অভিনীত হয়েছিল বলে কথিত আছে, সে হেতু সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব শীতের বিদায়ের পরে বসন্তের বিবিধ উৎসবের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। কিন্তু এ তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য, নয় কেননা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন যে, ইন্দ্রধ্বজ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বর্ষার শেষে।

বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান পদ্ধতির মধ্যে নাটকীয় আচরণ দেখা যায়। এগুলি নাটকের বীজ বলে অধ্যাপক কীথ (K/ith) মনে করেন। যেমন সোমযাগে সোমবিক্রেতাকে সোমক্রেতা দাম না দিয়ে প্রহার করত। এরকম প্রহার যজ্ঞের অঙ্গ রূপে বিবেচিত হত। মহাব্রত অনুষ্ঠানেও কিছু কিছু নাটকীয়তা আছে। যজুর্বেদে সমস্ত বৃত্তিজীবীরই উল্লেখ আছে, নেই শুধু নটের উল্লেখ। সেখানে "শৈলূষ" শব্দটি নটের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

প্রাচীন ভারতে বহুকাল আগে থেকেই জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য পুতুলনাচের ব্যবস্থা ছিল। অধ্যাপক পিশেল (Pisch/l) মনে করেন যে, "পুতুলনাচ" থেকেই এদেশে দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব। এর একটি প্রমাণ নাটকে ব্যবহৃত দুটি শব্দ— 'সূত্রধার' অর্থাৎ যিনি সূত্র ধরে থাকেন, এবং 'স্থাপক' অর্থাৎ যিনি পুতুলগুলিকে স্থাপন করেন। তাছাড়া, সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকস্থলে পুতুলের উল্লেখ আছে। সীতারূপে কথাবলা —এ ধরণের পুতুলের নিদর্শন পাওয়া যায় রাজশেখরের একটি নাট্যরচনায়। ছায়া-নাটকের আভাস পাওয়া যায় ভবভূতি রচিত উত্তররামচরিতের ছায়াসীতায়। কিন্তু এ মতও খণ্ডিত হয়েছে, কোন স্বীকৃতি পায়নি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওয়েবার (W/b/r) মনে করেন গ্রীসদেশ থেকেই ভারতীয়েরা দৃশ্যকাব্যের ধারণা প্রথম পেয়েছিল। এ মতের সমর্থনে গ্রীক ও ভারতীয় উভয়প্রকার দৃশ্যকাব্যের মধ্যে বহুসাদৃশ্য দেখা যায়। Windisch-এ সাদৃশ্যের কথা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমনের পর (খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক) থেকে গ্রীস দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় এবং ভারতে গ্রীকশাসনকর্তাদের সভাতে গ্রীকদৃশ্যকাব্য অভিনীত হত। এর থেকেই ভারতবাসীগণ দৃশ্যকাব্য রচনা করার প্রেরণা পেয়েছেন। এর প্রমাণস্বরূপ বলা হয় যে, সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত 'যবনিকা' কথাটি গ্রীকপ্রভাবের অকাট্য প্রমাণ। কেননা, এই 'যবন' শব্দ 'আয়োনিয়ান' (Ionian) শব্দেরই রূপান্তর এবং গ্রীস দেশের আয়োনিয়ান জাতির সঙ্গেই হিন্দুদের প্রথম পরিচয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, তখনকার গ্রীসীয় নাটকের অভিনয়ে যবনিকার ব্যবহার ছিল বলে কোথাও উল্লেখ নেই। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ সিলভাঁ লেভি বলেন, সম্ভবতঃ পারস্য দেশ থেকে আনীত কারুকার্যখচিত পর্দা 'যবনিকা' আখ্যা পেয়েছিল।

তাছাড়া, সংস্কৃত নাটকে অংকবিভাগ, প্রস্তাবনা, ভরতবাক্য, অভিনেতাদের প্রবেশ ও প্রস্থান পদ্ধতি, বিদূষক, প্রতিনায়ক এবং বিভিন্ন প্রকার মঞ্চনির্দেশ ইত্যাদি গ্রীকনাটকের প্রভাবজাত বলে মনে করা হয়। কিন্তু সংস্কৃত নাট্যরচনার অনেকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং গ্রীক নাটকের সঙ্গে অনেক বৈসাদৃশ্য থাকায় এমতও খণ্ডিত হয়েছে। লোভপ্রমুখ পণ্ডিতগণ এ মতের বিরোধিতা করেন। কারণ, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে গ্রীক নাটকের স্থান, কাল ও কার্যের ঐক্য (Unity of tim/, action and plac/) মানা হয়নি। যেমন উত্তররামচরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় অংকের ঘটনার মধ্যে বার বছরের ব্যবধান, ইত্যাদি। পরিশেষে বলা যেতে পারে, যে গ্রীকগণ বহুদিন ভারতে বাস করার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রীক সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। এতে পরস্পরের কাছে উভয়ের সভ্যতার কিছু গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, প্রত্যেক সভ্যতার নিজস্ব মৌলিকরূপ থাকে।

উপসংহারে বলা যায় যে, সকল দেশেই শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টি হয় সে জাতির অন্তর্নিহিত রসচেতনা, আনন্দপ্রেরণা থেকে। এর সঙ্গে সহায়ক হন দেশের রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়। ভারতবর্ষেও তাই ঘটেছে। এ কারণে আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে ভারতে দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে ভারতমানসের রসচেতনা ও রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনভাবে। উত্তরকালে নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতির পথে অন্য সাহিত্য থেকে কিছু প্রেরণা এলেও এসে থাকতে পারে, কিন্তু সেজন্য ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ভারতের মাটিতে স্বাধীন উৎপত্তির সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয় না। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য সৃষ্টির অনেক পরেই পরবর্তী কালের ইংরেজী সাহিত্যে এলিজাবেথীয় যুগের বিশেষভাবে শেক্সপীয়রের নাটকাবলীর সংগে সংস্কৃত নাটকের অদ্ভুত ধরণের সাদৃশ্য দেখা যায়।

এক্ষেত্রে কোনক্রমেই বলা চলে না যে, এক সাহিত্য অন্যসাহিত্যের কাছে ঋণী। উভয় ক্ষেত্রে নাট্যসাহিত্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই গড়ে উঠেছে ॥

(২) কাব্যের শ্রেণীবিভাগ ॥

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের ষষ্ঠপরিচ্ছেদে বলেছেন,—"দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতম্"—অর্থাৎ দৃশ্যত্ব ও শ্রব্যত্ব ভেদে কাব্য দু'প্রকার। "দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম্" অর্থাৎ দৃশ্যকাব্য হচ্ছে অভিনেয় অর্থাৎ অভিনয়ের যোগ্য। দৃশ্যকাব্য মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হলে সহৃদয় সামাজিকবৃন্দ তা' দেখে রস আস্বাদনে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। একে আবার রূপকও বলা হয়। কেন একে রূপক বলা হয় তা'র হেতু নিরূপণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে,— "তদ্ রূপারোপাত্তু রূপকম্" অর্থাৎ রূপের আরোপ করা হয় বলে এইটি 'রূপক' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। দৃশ্যকাব্যকে 'রূপক' বলা হয় এ কারণে যে, দৃশ্যকাব্যে নটনটীর উপর বাস্তবজগতের রাম, সীতা ইত্যাদির রূপ আরোপ করা হয়,—"তদ্ দৃশ্যং কাব্যং নটে রামাদি স্বরূপারোপাদ্ রূপকমিত্যুচ্যতে।" (সাঃ দঃ)

অভিনয় কি? এর উত্তরে সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে,—

"ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকারঃ স চতুর্বিধঃ।

আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈবমাহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা ॥ (৬/২) অর্থাৎ—অবস্থার অনুকরণকে বলে অভিনয়। অভিনয় আবার চার প্রকারের, যেমন—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। সহজ কথায় বল্‌তে গেলে, অঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা নটকর্তৃক রাম, যুধিষ্ঠির ইত্যাদির অবস্থার অনুকরণ হচ্ছে অভিনয়। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ আচার্য ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে দৃশ্যকাব্য বা রূপককে দশ ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন,—

নাটকং সপ্রকরণমঙ্কো ব্যায়োগ এব চ।

ভাণঃ সমবকারশ্চ বীথী প্রহসনং ডিমঃ ॥

ঈহামৃগশ্চ বিজ্ঞেয়ো দশমো নাট্যলক্ষণে। (১৮/২)

অর্থাৎ নাটক, প্রকরণ, অংক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমবকার, বীথী, প্রহসন, ডিম এবং ঈহামৃগ,—এ হ'ল দশপ্রকারের দৃশ্যকাব্য বা রূপক। আচার্য ধনঞ্জয় তাঁর 'দশরূপক' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশেও দৃশ্যকাব্যের অনুরূপ বিভাগ স্বীকার করেছেন। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথও উক্ত দশপ্রকারের রূপকের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি আবার আঠারো প্রকারের উপরূপকেরও উল্লেখ করেছেন।

"নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকম্।
প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খণং রাসকং তথা ॥
সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকং চ বিলাসিকা।
দুর্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতি চ ॥
অষ্টাদশ প্রাহুরূপকাণি মনীষিণঃ। (সাঃ দঃ)।

অর্থাৎ সাহিত্যদর্পণকার যে আঠারোটি উপরূপকের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হলো—নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লীশ, এবং ভাণিক। বাহুল্যভয়ে এবং অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে আমরা কেবল আমাদের আলোচনা রূপক বা দৃশ্যকাব্যের প্রথম ও প্রধান ভেদ "নাটক"-এর মধ্যেই সীমিত রাখতে চেষ্টা করব।

(৩) নাটক-প্রসঙ্গে ॥

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ নাটকের লক্ষণ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন,—

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্।
বিলাসর্দ্ধ্যাদিগুণবদ্‌যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ ॥
সুখদুঃখসমুদ্ভূতি নানারসনিরন্তরম্।
পঞ্চাধিকাদশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥
প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষি ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।
দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ ॥
এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।
অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্ব্বে কার্যঃ নির্বহণেঽদ্ভুতঃ ॥
চত্বারঃ পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্যব্যাপৃতপুরুষাঃ।
গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রং তু বন্ধনং তস্য কীর্তিতম্ ॥" (সাঃ দঃ ষষ্ঠ)

অর্থাৎ নাটকের কাহিনীবৃত্ত রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ইতিহাস প্রসিদ্ধ অথবা লোকবিশ্রুত হবে, সুতরাং কবিকল্পিত কাহিনী নাটকের উপজীব্য হবে না। নাটকে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহৃতি-এ পাঁচ প্রকার সন্ধি থাকবে। বিলাস, ঋদ্ধি প্রভৃতি গুণ থাকবে নাটকে, এতে সুখদুঃখের উৎপত্তি প্রদর্শিত হবে এবং নানা রসে নাটকপূর্ণ থাকবে। নাটকে অংকের সংখ্যা পাঁচের কম ও দশের বেশী হবে না। নাটকের নায়ক হবেন ধীরোদাত্ত গুণযুক্ত, প্রখ্যাতবংশজাত, রাজর্ষি ও প্রতাপবান্ ব্যক্তি। নায়ক

দিব্য অর্থাৎ দেবতা, দিব্যাদিব্য অর্থাৎ নরলীলায় প্রবৃত্ত দেবতা, অথবা অদিব্য অর্থাৎ মানুষ হবেন। এ অদিব্য নায়ক রাজর্ষির গুণবিশিষ্ট এবং প্রখ্যাতবংশজাত হবেন, যেমন দুষ্যন্ত প্রভৃতি। দিব্য নায়ক শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি এবং দিব্যাদিব্য নায়ক যেমন রামচন্দ্র প্রভৃতি। নাটকের প্রধান রস হবে শৃঙ্গার অথবা বীর, এবং এই একটি প্রধান বা মুখ্য রস ছাড়া অন্যান্য রস অপ্রধান বা গৌণরসরূপে থাকবে। নির্বহণ সন্ধিতে 'অদ্ভুত' রসের প্রয়োগ থাকবে। নায়ক ব্যতীত নাটকে আর চার বা পাঁচজন পুরুষ নাটকের প্রধানকার্য সাধনে সহায়তা করবে। নাটকের বন্ধন হবে গোপুচ্ছের মত। গোপুচ্ছের লোমগুলি যেমন শুরুতে স্থূল কিন্তু শেষে সূক্ষ্ম নাটকেও তেমনি প্রথমে বিচিত্র ঘটনা থাকলেও ক্রমশঃ তা' একটা নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে। সাহিত্যদর্পণকার অবশ্য "গোপুচ্ছাগ্র সমাগ্রম্"-এর অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে গোপুচ্ছে যেমন কিছু হ্রস্ব কিছু দীর্ঘ লোম থাকে, ঠিক তেমনি কিছু নাটকীয় কার্য মুখসন্ধিতেই শেষ হবে এবং কিছু প্রতিমুখ সন্ধিতে, কিছু তার পরে ইত্যাদি। তাছাড়া, নাটকের বৃত্তি হবে কৈশিকী, সত্ত্বতী অথবা ভারতী। শৃঙ্গারে কৈশিকী, বীরে সাত্ত্বতী, এবং শান্তে সাত্ত্বতী ও ভারতী বৃত্তির প্রয়োগ হবে ॥

উক্ত লক্ষণসমূহের আলোকে বিচার করলে আমরা মহাকবি কালিদাসরচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"- কে একটি অত্যুজ্জ্বল নাটকের দৃষ্টান্ত বলতে পারি। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের কাহিনীবৃত্তের কাঠামোটি মহর্ষি ব্যাসদেবকৃত মহাভারত থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও সার্থকনাট্যরূপ দেবার জন্য মহাকবি আপন প্রতিভা বলে এব কাঠামোতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও চরিত্রের সংযোজন করেছেন। হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্ত এবং আশ্রমবালা শকুন্তলার প্রণয়কাহিনী এ নাটকের প্রধান উপজীব্য। নায়ক দুষ্যন্ত ধীরোদাত্ত, রাজর্ষি, প্রখ্যাতবংশজাত ও প্রতাপবান্ এ নাটকের কাহিনীবৃত্ত মুখ, প্রতিমুখ ইত্যাদি পাঁচটি সন্ধিতে বিন্যস্ত। শৃঙ্গারই এ নাটকের মুখ্য রস, যদিও অন্যান্য রস গৌণ বা সহকারী রূপে এ নাটকে স্থান পেয়েছে। সপ্ত অংকে সমাপ্ত এ নাটকে মহর্ষি কণ্ব, শকুন্তলা, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ইত্যাদি চার পাঁচটি চরিত্র নাটকীয় মুখ্যকার্যসাধনে সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সুতরাং "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" একটি উৎকৃষ্ট নাটকের উদাহরণ।

"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটক। আদিরসাশ্রিত এই অদ্বিতীয় দৃশ্যকাব্যের বীজ উপ্ত হয়েছে সংসারের সকল প্রবৃত্তির চরমনিবৃত্তিস্থল ঋষির তপোবনে। শান্তির আশ্রমে জিঘাংসার নিষ্ঠুর অভিযানে ইহার আরম্ভ, সার্ব্বজনীন প্রেমের কল্যাণবন্ধনে ইহার শেষ। ইহার নায়ক রাজা হইয়াও ঋষি। ঋষি হইয়াও ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সংযমী হইয়াও শিথিলচরিত্র। ইহার নায়িকা স্বর্গগণিকার গর্ভজাত।

ক্ষত্রিয়তাপসকন্যা, ভূষণপ্রিয়া হইয়াও তাপসী। সকল আদিরসাশ্রিত নাটকের যেখানে শেষ, সেই মিলনে এই দৃশ্যকাব্যের সূচনা, অভিশাপে ইহার পুষ্টি, মঙ্গলের প্রতিষ্ঠায় ইহার পরিসমাপ্তি।"

(শকুন্তলায় নাট্যকলা/২৬)

(৪) নাটকের অংকে বর্জণীয় বিষয়সমূহ ॥

সংস্কৃত নাটকের অংকে অত্যন্ত লজ্জাকর, গর্হিত, নীতির পরিপন্থী এবং স্নায়ুর উপর যথেষ্ট চাপ পড়ে বা চাঞ্চল্যের কারণ হতে পারে—এরূপ বিষয়সমূহ প্রদর্শন করা অনুচিত। এরূপ কোন দৃশ্যের প্রদর্শন অংকে একেবারেই নিষিদ্ধ। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ এসব বিষয়ের উল্লেখ করে বলেন,—

"দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।

বিবাহো ভোজনং শাপোৎসার্গৌ মৃত্যু রতং তথা ॥

দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যমন্যদ্ব্রীড়াকরং চ যৎ

শয়নাধরপানাদি নগরাদ্যবরোধনম্ ॥

স্নানানুলেপনে চৈভির্বর্জিতো নাতিবিস্তরঃ। (সাঃ দঃ ১৬-১৮)

অর্থাৎ দূর থেকে আহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, দেশবিপ্লব প্রভৃতি, বিবাহ, ভোজন, শাপবর্ষণ, মলাদিত্যাগ, মৃত্যু, সুরতক্রীড়া, অধরদংশন, নখাঘাত, এরূপ অন্যান্য লজ্জাকর কার্য, শয়ন, অধরপান, নগরাদির অবরোধ, স্নান, অনুলেপন প্রভৃতি অংকে স্থান পাবে না। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, কোন কোন নাটকে এসব বিষয়ে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। যেমন—উত্তররামচরিতম্ নাটকে রামচন্দ্রের বক্ষে মস্তক রেখে সীতাকে শয়ন করতে দেখি. অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে নায়ক রাজা দুষ্যন্তের শকুন্তলাকে চুম্বনের প্রয়াস দেখি. এ নাটকের চতুর্থ অংকে পতিগৃহযাত্রার পূর্বে শকুন্তলার প্রসাধন দেখি। আবার, মহাকবি ভাসরচিত নাটকে আমরা দেখি মৃত্যুর দৃশ্য। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মত হলো যে, তখনও আচার্য ভরতের প্রদত্ত নাট্যশাস্ত্রের বিধিনিবেধ বিশেষ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। তাঁদের মতে নাটকীয় প্রয়োজনে যদি এগুলি কোথাও বর্ণনা করা হয় তা' হলে তা' দূষণীয় হবে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাহিত্য বা কলাবিদ্যা স্বাধীন হলেও উচ্ছৃঙ্খল নয়। তার গতি নিয়ন্ত্রিত, প্রকৃতি সংযত, সৌষ্ঠব ও সামঞ্জস্য তার জীবন। প্রাচীন যুগে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য এ সকল বিধিনিষেধের নিগড়ে শৃঙ্খলিত হলেও, তাতে নাট্যকলার

সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব বর্ধিত হয়। ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠনাট্যকার শেক্‌সপীয়রও তাঁর অতুলনীয় নাটকসমূহ কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে রচনা করেছিলেন। অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, তার অনেকগুলিতে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের নিয়ম প্রতিফলিত হতে দেখা যায় ॥

(৫) একটি উপরূপক 'নাটিকা'র লক্ষণবিচার ॥

যে আঠারো উপরূপকের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে একটি উপরূপক "নাটিকা"র আলোচনা করা যেতে পারে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ নাটিকার লক্ষণনিরূপণ করে বলেন,—

"নাটিকা ক্লৃপ্তবৃত্তা স্যাৎ স্ত্রীপ্রায়া চতুরঙ্কিকা।
প্রখ্যাতো ধীরললিতস্তত্র স্যান্নায়কো নৃপঃ ॥
স্যাদন্তরপুরসম্বন্ধা সঙ্গীতব্যাপৃতাথবা।
নবানুরাগা কন্যাত্র নায়িকা নৃপবংশজা ॥
সম্প্রবর্তেত নেতাস্যাং দেব্যাস্ত্রাসেন শংকিতঃ।
দেবী ভবেৎ পুনর্জ্যেষ্ঠা প্রগল্‌ভা নৃপবংশজা ॥
পদে পদে মানবতী তদ্বশঃ সঙ্গমো দ্বয়োঃ।
বৃত্তিঃস্যাৎ কৈশিকী স্বল্পবিমর্যাঃ সন্ধয়ঃ পুনঃ ॥

অর্থাৎ উপরূপক নাটিকার বর্ণনীয় বিষয় হবে কবিকল্পিত, সে কারণে নাটিকার কাহিনীবৃত্ত কখনো রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা হবেনা। নাটিকার নায়ক হবেন ধীরললিতলক্ষণযুক্ত প্রখ্যাত রাজা। এবং নায়িকা হবেন অন্তঃপুরবাসিনী, গীতনিপুণা, ও নবানুরাগা রাজকন্যা। নাটিকাতে নায়ক মহিষীর ভয়ে শঙ্কিত থাকবেন, এ মহিষী আবার বয়সে জ্যেষ্ঠা, প্রগল্‌ভা ও রাজবংশজাতা হবেন। তিনি হবেন পদে পদে মানবতী। নায়ক এবং নায়িকা, উভয়ের মিলন মহিষীর আয়ত্তাধীম থাকবে। নাটিকার বৃত্তি হবে কৈশিকী, এতে সকল সন্ধিই থাকবে। কিন্তু বিমর্ষ সন্ধি থাকবে অল্প। **শ্রীহর্ষ রচিত "রত্নাবলী" নাটিকার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ।**

প্রসঙ্গতঃ নাটক এবং নাটিকার যে পার্থক্য তা' এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন নাটকের বিষয়বস্তু হবে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ অথবা ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোন বৃত্তান্ত বা ঘটনা, কিন্তু নাটিকার বিষয়বস্তু হবে একেবারে কবিকল্পিত বৃত্তান্ত অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোন ঘটনা নাটিকার বিষয় হবে না। নাটিকায় থাকবে মোট চার অংক, কিন্তু নাটকে চার থেকে অধিক অংক থাকবে।

নাটকের নায়ক হবেন ধীরোদাত্ত, কিন্তু ধীরললিত নায়ক হবেন নাটিকায়। নাটিকাতে নায়ক সর্বদা মহিষীর ভয়ে শঙ্কিত থাকবেন, এ মহিষী আবার বয়সে হবে জ্যেষ্ঠা, প্রগলভা, ও রাজবংশজাতা। তিনি হবেন পদে পদে মানবতী। নায়ক এবং নায়িকা, উভয়ের মিলন মহিষীর আয়ত্তাধীন থাকবে। নাটকে এ গুলির স্থান নেই। নাটকের বৃত্তি হবে ভারতী **কৈশিকী অথবা সাত্ত্বতী** কিন্তু নাটিকার বৃত্তি হবে কৈশিকী। নাটকের মত নাটিকাতেও পাঁচটি সন্ধি থাকবে।

(৬) যদি নেপথ্যবিধানমবসিতম্ ॥

অঙ্গপ্রসাধন, রূপসজ্জা এবং পোশাক পরিধান প্রভৃতি অভিনয়ের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রঙ্গমঞ্চের আয়তন, অবস্থান, এবং দর্শকদের নিকট থেকে অভিনেতাদের দূরত্ব প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে অভিনেতাদের রূপসজ্জা ও পরিচ্ছদ পরিকল্পনা করা হত। যেহেতু প্রাচীন ভারতীয় **রঙ্গমঞ্চ বদ্ধ প্রেক্ষাগৃহের মধ্যেই স্থাপিত** ছিল, সেজন্য সেখানে কৃত্রিম আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা ছিল, এবং অভিনেতাদের নিকট থেকে দর্শকদের দূরত্বও ছিল কম। **নাট্যশাস্ত্রে অঙ্গসজ্জা এবং বস্ত্রসজ্জার নাম হয়েছে নেপথ্যবিধান**। এ নেপথ্যের আবার চারটি ভাগ, যথা—পুস্ত, অলংকার, অঙ্গরচনা ও সঞ্জীব। এদের মধ্যে অলংকার ও অঙ্গরচনাকেই আমরা খাঁটি রূপসজ্জা ও বস্ত্রসজ্জার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

অলংকার বলতে পুষ্পমালা, গাত্রাভরণ, ও বস্ত্রধারণ বোঝায়। পুরুষ এবং নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুযায়ী অলংকারের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। যেমন, পুরুষের ব্যবহার্য অলংকার হল চূড়ামণি, মুকুট, কুণ্ডল, মুক্তাবলী, অঙ্গুলীয়মুদ্রা, কেয়ূর, অঙ্গদ ইত্যাদি। আবার, শিখাপাশ, মুক্তাজাল, শীর্ষজাল, কুণ্ডল, কর্ণিকা, কর্ণমুদ্রা, কর্ণবলয়, কাঞ্চী, মেখলা, রশনা, নূপুর, কিঙ্কিণী, রত্নজাল ইত্যাদি নারীর ব্যবহার্য অলংকার। আচার্য ভরত বলেছেন যে, অভিনয়ের সময় স্বেচ্ছামত অলংকার পরিধান করলে চলবে না, কেননা, অলংকারবাহুল্য অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে।

নাট্যশাস্ত্রে আরো বলা হয়েছে যে, নাটকের চরিত্রগুলি কোন্ কোন্ অঞ্চলের এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীভুক্ত তা' তাদের ব্যবহৃত অলংকার ও পরিচ্ছদ থেকে বুঝতে হবে। যেমন মুক্তাশোভিত, চূড়াবাঁধা কেশদাম থাকবে বিদ্যাধরীদের, তাদের পরিধেয় বস্ত্র হবে শুভ্র। যক্ষনারী এবং অপ্সরাগণ রত্নালংকার ধারণ করবে, সিদ্ধাঙ্গনাদের বসন হবে পীতবর্ণ। রাক্ষসরমণীদের বস্ত্র হবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, আর স্বর্গীয় নারীগণ সবুজবসন পরিধান করবে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নারীদের বসনভূষণ সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে বিশদ আলোচনা করা হয়েচে। যেমন অবন্তী ও গৌড়ের রমণীদের কেশ হবে কুঞ্চিত, এবং শিখাপাশ ও বেণী থাকবে। উত্তরপূর্ব অঞ্চলের নারীদের শিখণ্ড থাকবে এবং মাথার কেশ পর্যন্ত তাদের সমগ্রদেহ সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন থাকবে। নাট্যশাস্ত্রে আরো বলা হয়েছে যে মানসিক অবস্থা বোঝাবার জন্যও বিশেষ বিশেষ ধরণের সাজসজ্জা করতে হবে। যে নারীর প্রেমাস্পদ বিদেশে গেছে তাকে মলিনবসন পরিধান করতে হবে, সে একবেণী ধারণ করবে মস্তকে। তার বসনের রঙ্ হবে শাদা, সে বেশী অলংকার পরবে না এবং গাত্রও মার্জনা করবেনা. ইত্যাদি।

নাট্যশাস্ত্রে চরিত্রের শ্রেণী ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন রঙের অনুলেপনের কথা বলা হয়েছে। দেব, যক্ষ ও অপ্সর চরিত্রগুলিকে গৌর অনুলেপিত করতে হবে। রুদ্র, সূর্য, ব্রহ্মা ও স্কন্দ প্রভৃতির রঙ্ হবে স্বর্ণময়। সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বরুণ, সমুদ্র, হিমালয়, গঙ্গা প্রভৃতির রঙ্ হবে শুভ্র। মঙ্গল হবে রক্তবর্ণের, এবং বুধ, হুতাশন প্রভৃতি পীত, নারায়ণ, বাসুকি প্রভৃতি শ্যামবর্ণে অনুলেপিত হবে। দৈত্যদানব, রাক্ষস পিশাচ, পর্বত দেবতা প্রভৃতির বর্ণ হবে শ্যাম। যক্ষ, গন্ধর্ব, ভূত, পন্নগ, বিদ্যাধর এবং বানর প্রভৃতির রঙ্ হবে ভিন্ন ভিন্ন।

ভারতীয় অভিনেতারা মুখোস ধারণ করতো কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। ভারতীয় অভিনয়ে মুখোসের তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কারণ, এ অভিনয় হতো বদ্ধ প্রেক্ষাগৃহে, এবং সেখানে দর্শকদের থেকে অভিনেতাদের তেমন দূরত্ব ছিলনা। সেখানে অভিনেতাদের ভাবাভিব্যক্তি ও গাত্রবর্ণ দর্শকদের দৃষ্টিগোচর হতো। সেজন্যেই অঙ্গপ্রলেপ ও অভিনয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে নাট্যশাস্ত্রে। অভিনয় উন্মুক্ত জগতে হতো, তখনই মুখোসের প্রয়োজন হত। সেজন্য আদিম, অসভ্য জাতিদের নাচগান থেকে এই মুখোসের ব্যবহার আধুনিক কালপর্যন্ত চলে এসেছে।

ভারতীয় অভিনেতাদের বস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে আচার্য ভরত বলেন,—অভিনেতাদের পরিধেয় পোষাক হবে তিন প্রকার,—শ্বেত, বিচিত্র ও মলিন। মন্দিরে যাবার সময়, কোন শুভ অনুষ্ঠানে, বিবাহোৎসবে, নরনারীগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করবে। দেব. দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস. রাজা ও বিলাসী চরিত্রের বসন হবে বিচিত্র। কঞ্চুকী, মন্ত্রী, সেনাপতি, পুরোহিত, বিদ্যাধর, বণিক্, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণ. ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির পোষাক হবে শুভ্র। পাগল, মাতাল এবং দুঃখপ্রাপ্ত লোকেরা মলিনবস্ত্র পরিধান করবে। পরিব্রাজক. মহাতপা মুনি, প্রভৃতি কাষায়বস্ত্র পরিধান করবে। মুনি ঋষি চরিত্র মাঝে মাঝে বৃক্ষের বল্কল্ ও পশুচর্ম ব্যবহার করতে পারে। অন্তঃ-

পুররক্ষিগণ কাষায় বস্ত্র পরিধান করবে। যোদ্ধাদের পোষাকের সঙ্গে উজ্জ্বল অস্ত্র, বর্ম প্রভৃতি সংযুক্ত থাকবে।

নাট্যশাস্ত্রে অভিনেতাদের বিভিন্ন অস্ত্র ও অন্যান্য বস্তু ব্যবহার সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। আচার্য ভরত বলেন যে, অভিনেতাদের আকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী তাদের ব্যবহার্য বস্তুগুলির পরিমাপ ও ওজন হওয়া উচিত। জীবিত প্রাণিদের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের নাম হল সঞ্জীব। রঙ্গমঞ্চে আনীত প্রাণিগণ চতুষ্পদ, দ্বিপদ অথবা অপদ হতে পারে। আচার্য ভরত বলেন যে, রঙ্গমঞ্চে যেসব বস্তু আনয়ন করা হয়, সেগুলি দু'শ্রেণীতে বিভক্ত,—লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী। লোকধর্মী বস্তু হলো সেগুলি, যেগুলি যথাযথভাবে মঞ্চে দেখানো সম্ভব। কিন্তু অনেক বস্তুই যথাযথভাবে মঞ্চে দেখানো সম্ভব নয়, যেমন—প্রসাদ, গৃহ, শকট ইত্যাদি। লাক্ষা, অভ্র, কাষ্ঠ, চর্ম, বস্ত্র ও বৃক্ষপত্র ইত্যাদি দিয়ে মঞ্চে ব্যবহার্য্য বস্তুগুলি নির্মিত হওয়া উচিত ও সঙ্গত।

(৭) সংস্কৃত নাটক ও ট্র্যাজেডি ॥

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে করুণরসের অভাব নেই, তবে মহাকবি ভাস রচিত "উরুভঙ্গ" দৃশ্যকাব্যটি ব্যতীত সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে ট্রাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটক আর নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। "উঁরুভঙ্গ" দৃশ্যকাব্যে ভীম ও দুর্যোধনের যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ভাগ্যের কাছে দুর্যোধনের আত্মসমর্পণ এবং দুর্যোধনের ভগ্ন উরুতে তাঁব শিশুপুত্রের আরোহণের কারুণ্যোদ্দীপক প্রচেষ্টা নাট্যকারের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন কবে। তদুপরি নাট্যকার এ দৃশ্যটিতে অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পত্নীকে উপস্থিত করে করুণ রসসৃষ্টির মাধ্যমে যে নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা' অস্বীকার করা যায় না। আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রোল্লিখিত নিয়মানুসারে, যেহেতু অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও অশোভন মৃত্যুদৃশ্যে এ দৃশ্যকাব্যটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে সেজন্য ভাসরচিত 'উরুভঙ্গ' একটি ট্রাজেডি বা বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য।

প্রতিভা কোন বন্ধনই স্বীকার করে না। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস, শূদ্রক, ভবভূতি প্রভৃতি প্রতিভাবান নাট্যকাবেব অভাব নেই । তথাপি সংস্কৃতে কেন যে বিয়োগান্ত নাটকের এত দৈন্য তা' বোঝা যায় না। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা আচার্য ভরত সংস্কৃতসাহিত্য থেকে ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটককে নির্বাসন দিয়েছেন, অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তিনি তার কোন কারণ নির্দেশ করেন নি। আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্র প্রণয়ণের পূর্বেও অশ্বঘোষ, কালিদাস প্রভৃতি নাট্যকারগণ নাটক রচনা করেছেন, কিন্তু

তাঁদের রচিত নাটকের একটিও ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটক নয়, তবে তাঁদের রচিত দুয়েকটি নাটক যে সার্থক ট্র্যাজেডি হতে পারতো এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এবার, মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এবং ভবভূতি রচিত-'উত্তররামচরিতম্'—এ দুটি নাটক বিচার করে দেখা যাক, কেন এ দুটো ট্র্যাজেডি হল না। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের নায়ক হলেন ধীরোদাত্ত, সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়, শৌর্যবীর্যে এক মহান্ রাজর্ষি দুষ্যন্ত। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে আশ্রমবালা শকুন্তলার সঙ্গে গান্ধর্ববিধিমতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার পর রাজর্ষি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তারই বিরহে অন্যমনা, আশ্রমধর্মে অনবহিতা শকুন্তলার উপর বর্ষিত হল ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ। নিয়তির অলঙ্ঘ্যবিধানে রাজর্ষি দুষ্যন্ত এ অভিশাপে অভিশপ্ত হলেন।

শকুন্তলা যখন দুষ্যন্তের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে রাজার পরিণীতা পত্নীরূপে তাঁকে অবরোধে স্থান দেবার জন্য প্রার্থনা জানালেন, রাজর্ষি দুষ্যন্ত অভিশাপের অমোঘ প্রভাবে তাঁর পূর্বপ্রণয় এবং পরিণয়ের কিছুই স্মরণ করতে পারলেন না। গ্রহণ বর্জনরূপ পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে তিনি বিপর্যস্ত হয়েছেন, এবং শেষপর্যন্ত শকুন্তলা রাজাকর্তৃক নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাতা হলেন। এখানে যদি এ নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটত, তাহলে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজেডির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারত। কিন্তু নাট্যকার শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের সাথে সাথে নাটকের যবনিকা না টেনে আরো দু'টি অংকপর্যন্ত অগ্রসর হয়ে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মিলনের মধ্য দিয়ে নাটক পরিসমাপ্ত করলেন। আরো লক্ষ্য করা যায় যে, বিক্ষুব্ধ চিত্তচাঞ্চল্য এবং বিপরীত চিত্তবৃত্তির সংঘাত নায়কের মনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। কেননা, অল্পক্ষণ পরেই অভিজ্ঞান দর্শনে দুষ্যন্তের মনের শাপান্ধকার কেটে গিয়ে মিলনের নবারুণরাগে তা' রঞ্জিত হয়েছে। সুতরাং দেখা গেল মহাকবির রচিত **"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"** একটি কমেডি, তবে এর স্থানে স্থানে নাট্যকার বিষাদময় করুণ দৃশ্যের অবতারণা করেছেন।

মহাকবি ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' নাটকেও ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা ছিল প্রচুর, কিন্তু শেষপর্যন্ত নাট্যকার তাকে 'কমেডি'তে রূপান্তরিত করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে ট্র্যাজেডির নায়কের সমস্ত গুণই বিদ্যমান ছিল। একদিকে প্রজাসাধারণের মনোরঞ্জন, অন্যদিকে সীতার নির্বাসন, একদিকে রাজার প্রজার প্রতি কর্তব্য, আর অন্যদিকে রামচন্দ্রের পত্নীপ্রেম,— এ দুটো পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে রামচন্দ্র কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন, এবং শেষপর্যন্ত প্রিয়তমা পত্নীকে নির্বাসন দিয়েছেন। রাজোচিত কর্তব্য প্রণয়ের উপর জয়ী হল। যদিও নাটকের প্রথম অংকেই ট্র্যাজেডির বীজ উপ্ত হয়েছিল, কিন্তু নাট্যকার তারপরের অংকগুলিতে তাকে আর বিরাট মহীরুহে পরিণত

হবার সুযোগ দেননি। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে আমরা যে ত্রুটি দেখতে পাই তা হলো—নায়ককে ক্রমে ক্রমে নিষ্ক্রিয় করে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর করে দেওয়া। 'উত্তররামচরিতম্' নাটকে কিন্তু তার বিপরীতটুকুর সন্ধান পাওয়া যায়। এ নাটকের দ্বিতীয় অংক থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত নায়ক রামচন্দ্রকে রক্ষা করার প্রচেষ্টাই প্রত্যক্ষ হয়েছে। এ নাটকেও কিছু কিছু বিষাদময়, করুণ দৃশ্যের অবতারণা থাকলেও, নাটকটি ট্র্যাজেডিতে পর্যবসিত হয়নি।

কেন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য থেকে ট্র্যাজেডি চির নির্বাসন লাভ করেছে, তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, তাঁর "বাঙ্‌লা সাহিত্যে নবযুগ" গ্রন্থে বলেছেন, যেন ট্র্যাজেডির গূঢ় রহস্য সেখানেই নিহিত, যেখানে আমরা পৌরুষের লাঞ্ছনা. জীবনের অপমান ও মনুষ্যত্বের অবমাননার কোন কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পাই না। কিন্তু আমরা ভারতবাসী বিশ্বাস করি "সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব।" আমাদের এ জীবনের কর্মফল ভোগ পূর্বজন্মকৃত সুকৃতি-দুষ্কৃতির উপর নির্ভর করে । এইটি আমাদের মনের বদ্ধমূল ধারণা। সুতরাং যখনই কোন বিপদ-আপদ আমাদের এ জীবনে ঘটে, তখনই আমরা তাকে পূর্বজন্মের কৃতকর্মের সঙ্গে যুক্ত করে দিই। এজন্যে আমাদের কর্মবাদের দেশে কারণহীন কোন কার্য ঘটবার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এ কারণেই ট্র্যাজেডির মূল রহস্যটি আর রহস্য বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় না, এবং তাই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ট্র্যাজেডির কোন স্থান নেই।

তাছাড়া, আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের অটুট ধর্মবিশ্বাস মজ্জাগত প্রকৃতি। পরম কারুণিক ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করবার কোন আগ্রহই আমাদের চিন্তার ভেতর স্থান পায়না। ভগবানের রাজ্যে কোথাও কোন অনর্থক অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা নেই। এ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আপাততঃ যাকে আমরা কার্যকারণহীন একটা দুঃখ বা অমঙ্গল বলে মনে করি, পরক্ষণেই তাকে আমরা আমাদের মোহগ্রস্ত মনের ভ্রান্তি বলে মেনে নিতে দ্বিধা করি না। সেজন্যে জীবনের ট্র্যাজেডির দিকটা ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকার ও কবিদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে পারেনি, এবং প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য থেকে ট্র্যাজেডি চিরনির্বাসন লাভ করেছে।

এ প্রসঙ্গে ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী তাঁর "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন,—সমালোচকগণ প্রায়শই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, সংস্কৃত নাটকে ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তভাবের অভাব লক্ষণীয়রূপে প্রতীয়মান। ইহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে এই কথা বলিয়া যে, যাহাকে "বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার" বলা হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত দুর্লভ, করুণ নাটকের অভাব ভালোভাবেই পূর্ণ করে। এই করুণ রস অতি সাধারণ নাটকসমূহের

একটিমাত্র শ্রেণীরই প্রধান রস। কিন্তু ইহাও সত্য যে, সংস্কৃত নাটকে কখনো বিয়োগান্ত কোনও বিপর্যয় দেখা যায় না এবং তাহার কারণ পাওয়া যাইবে এই চিন্তাধারার মধ্যে যে ইহার ফলে রসচ্যুতি ঘটে। তাই মৃত্যু, হত্যা, যুদ্ধ, বিপ্লব ও যে কোন অশোভন ঘটনা, যাহা নন্দন তাত্ত্বিক তৃপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটায়, তাহা মঞ্চে প্রদর্শন নিষিদ্ধ। সংস্কৃত নাটক সাধারণতঃ জীবনেব বাজপথ ধরিয়াই অগ্রসব হয়, এবং বিশ্বাস করে যে, কঠোর বাস্তব মনকে মহিমান্বিত করিতে পাবে না, ববং বোমান্টিক আবহাওয়াকে বিঘ্নিত করে। তাই বিয়োগান্ত পরিণতির স্থলে সেখানে সূক্ষ্মতর রসানুভূতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, এবং বিয়োগান্ত নাটক অপেক্ষাকৃত স্বল্প উন্নত রহিয়া গিয়াছে। অপর পক্ষে এ উক্তিটির মধ্যেও সত্য নিহিত আছে যে, সংস্কৃত নাটকে আনন্দময় মিলনের শর্ত আবোপের ফলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহাতে বিয়োগান্তভাবের মূল্য খর্ব হইয়াছে।" (৯৪-৯৫)।

পরিশেষে, আমরা বলতে পারি যে, ভারতবাসী কখনো জীবনের পরিণামে দুঃখযন্ত্রণা, গ্লানিবেদনা বা অগৌববকে চবম বলে স্বীকাব করেনি, জীবনের শেষে তাঁরা অনুসন্ধান করেছেন সর্বতাপহব এক মহিমময় প্রগাঢ় প্রশান্তিকে। মহাকবি কালিদাসের সকল কাব্য-নাটকে জীবনের সেই পূর্ণ প্রশান্তিই বাণীরূপ লাভ করেছে।

(৮) প্রাচীন ভারতে প্রেক্ষাগৃহ ॥

সংস্কৃত নাটকে যে সকল মঞ্চনির্দেশ থাকে সেগুলির যথাযথ অর্থ গ্রহণের জন্য প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাগৃহ, বঙ্গমণ্ডল, রঙ্গপীঠ বা বঙ্গমঞ্চ, নেপথ্যগৃহ, মঞ্চসজ্জা, আসনবিন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে উক্তবিষয়সমূহ সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নাট্যাভিনয় উপভোগ কববার উদ্দেশ্যে বহুক্ষেত্রে সাময়িকভাবে প্রেক্ষাগৃহ তৈবী করা হত। তবুও বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার প্রেক্ষাগৃহ ও প্রেক্ষাগৃহনির্মাণে এত বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে যে, তা থেকে অনুমান করা যায় সেকালে বহুক্ষেত্রেই সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত, সুসজ্জিত ও স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ ছিল। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত নাটক ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। এ অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাজন্যবর্গই ছিলেন প্রধান। সেজন্য আমরা লক্ষ্য করি যে মহাকবি কালিদাস রচিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" দৃশ্যকাব্যে যেমন রাজপ্রাসাদেব সঙ্গে যুক্ত প্রেক্ষাগৃহেব উল্লেখ রয়েছে, তেমনি মহাকবি বচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে সংগীতশালারও

উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ সেকালে প্রেক্ষাগৃহ এবং সংগীতশালার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল বলে মনে হয়না ।

সারদাতনয় তাঁর 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থে রাজপ্রাসাদে তিন প্রকার প্রেক্ষাগৃহের উল্লেখ করেছেন। নারদের সঙ্গীতমকরন্দে এক প্রকারের এবং বিষ্ণুধর্মোত্তরে দু'প্রকারের প্রেক্ষাগৃহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তবে প্রেক্ষাগৃহ সম্পর্কে ভরতনাট্যশাস্ত্রেই সর্বাপেক্ষা অধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের মতে প্রেক্ষাগৃহ তিন ধরণের, যথা রিক্রষ্ট, চতুরস্র, এবং ত্রস্র অর্থাৎ আয়ত, চতুষ্কোণ, ও ত্রিকোণ। পরিমাপের দিক থেকে বিচার করে এ তিন ধরণের প্রেক্ষাগৃহ বড়, মাঝারি এবং ছোট হতে পারে। বড় প্রেক্ষাগৃহের পরিমাপ ১০৮ হাত বা ৫৪ গজ, মাঝারি প্রেক্ষাগৃহেব মাপ ৬৪ হাত বা ৩২ গজ, এবং ৩২ হাত বা ১৬গজ পরিমাপ হল ছোট প্রেক্ষাগৃহের। দেবতাদের জন্য বড় প্রেক্ষাগৃহ, মাঝারি প্রেক্ষাগৃহ রাজাদের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য ছোট প্রেক্ষাগৃহ।

কোন্ প্রকারের প্রেক্ষাগৃহ অভিনয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রেক্ষাগৃহ বড় হলে নাটকের ভাব যথাযথভাবে ব্যক্ত করা কঠিন হতে পারে, আবার কোন কিছুর পাঠ বা আবৃত্তি সামাজিকের কানে অস্পষ্ট শোনাতে পারে। তাছাড়া, সহৃদয় সামাজিকগণ দূর থেকে স্পষ্ট করে নটনটীর মুখ দেখতে না পেলে তাঁরা বিভিন্ন রস ও ভাবের অভিব্যক্তি বুঝতে ব্যর্থ হবেন। আবার, একেবারে ছোট প্রেক্ষাগৃহ হলেও নানা অসুবিধার সৃষ্টি হবে। সেজন্য মাঝারি প্রেক্ষাগৃহই সবদিক থেকে প্রশস্ত বিবেচনা করা হয়। নাট্যশাস্ত্রকার আচার্য ভরতের মতে ৬৪ হাত লম্বা এবং ৩২ হাত চওড়া আয়ত প্রেক্ষাগৃহই নাট্যাভিনয়ের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত।

নাট্যশালা বা প্রেক্ষাগৃহ হবে দুভাগে বিভক্ত। ৬৪ হাত লম্বা এবং ৩২ হাত চওড়া আয়তক্ষেত্রকে দু'ভাগে বিভক্ত করলে ৩২ হাত x ৩২ হাত দুটি চতুষ্কোণ হবে । তার সম্মুখের অংশটুকু হবে সামাজিকদের জন্য রঙ্গমণ্ডল বা দর্শকসভা, এবং পেছনের অংশে থাকবে রঙ্গপীঠ বা রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গপীঠের পেছনে থাকবে নেপথ্যগৃহ। নেপথ্যগৃহের দু'পাশে মঞ্চের দিকে দুটি দরজা থাকবে। এ দুটি দরজায় থাকবে দু'খানা পর্দা। এর আড়ালে নট-নটীরা সাজসজ্জা করবে, নানা প্রকার দৈববাণীও এখান থেকেই ঘোষণা করা হবে। রঙ্গপীঠের পেছনের দু'দরজার মাঝখানে দেয়াল ঘেঁসে বসবে যন্ত্রবাদকেরা। রঙ্গপীঠ হবে আয়নার মত মসৃণ ও সমতল। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে নাট্যমণ্ডপ বা নাট্যশালা দ্বিভূমি হবে । দ্বিভূমির অর্থ এখানে দোতলা নয়, 'দ্বিভূমি' অর্থে এখানে রঙ্গপীঠ এবং রঙ্গমণ্ডলের পৃথক্ ভূমি বা ভিত্তিকে বোঝান হয়েছে ।

রঙ্গমণ্ডলে সামাজিকদের প্রবেশের জন্য তিনটি দরজা থাকবে তিনদিকে। বিভিন্ন স্তম্ভ দিয়ে রঙ্গমণ্ডল ভাগ করা থাকবে। যেমন, শাদা রঙের স্তম্ভ দিয়ে নির্দিষ্ট হবে

ব্রাহ্মণদের আসন, ক্ষত্রিয়দের আসন চিহ্নিত হবে লাল রঙের স্তম্ভ দিয়ে, উত্তর-পশ্চিম দিকে হলদে রঙের স্তম্ভ দিয়ে বৈশ্যদের আসন, এবং উত্তর-পূর্বে নীলরঙের স্তম্ভ দিয়েশূদ্রদের আসন নির্দিষ্ট থাকবে। আধুনিক কালের চেয়ার ও বেঞ্চের পরিবর্তে সেকালে সামাজিকদের আসন ছিল ইট, কাঠ নির্মিত এবং সোপানাকৃতি।

তাছাড়া, নাট্যশাস্ত্রকার ভরত সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ সুসজ্জিত ও অলংকৃত করার বিধানও দিয়েছেন। নাট্যশালার প্রাচীরে নরনারীর নর্মকেলির মনোরম চিত্র, এবং কাঠে খোদাই করা লতাপাতা ও পশুপাখীর মূর্তি থাকবে। কাঠের স্তম্ভগুলিতে থাকবে বিভিন্ন যক্ষীমূর্তি।

(৯) "যবনিকা" ও "অপটীক্ষেপ" ॥

পাশ্চাত্য পণ্ডিত W/b/r সংস্কৃত নাটকে গ্রীক্ প্রভাব সম্পর্কে সর্বপ্রথম তাঁর মত প্রকাশ করতে গিযে সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত "যবনী" ও "যবনিকা"—এ দুটি শব্দকেই গ্রীক প্রভাবেব প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। অধ্যাপক K/ith মনে করেন যে 'যবনিকা' শব্দ গ্রীকসম্বন্ধীয কোন বস্তুকে বুঝিয়েছে—এরূপ মনে করার কোন সঙ্গত কাবণ নেই। কেননা, ইজিপ্ট, সিরিয়া, ব্যাকট্রিয়া প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন দ্রব্যকেই তা' বোঝাতে পাবে। তাছাড়া, গ্রীকনাটকের অভিনয়ে মঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে এরূপ কোন পর্দা ব্যবহার করবার রীতি ছিল বলেও জানা যায় না।

আবার, সংস্কৃত নাটকে যে সকলস্থলে রাজাকে যবনী পরিবৃত অবস্থায় অংকন করা হয়েছে, তা' থেকে অনেকে মনে করেন যে এইটিও গ্রীক প্রভাবেরই নিদর্শন, এবং গ্রীক রমণীকেই "যবনী" বলা হয়েছে। অধ্যাপক K/ith-এর মতে সংস্কৃত নাটকে এরূপ ব্যবহার থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভারতের রাজন্যবর্গ গ্রীক সুন্দরীগণের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং গ্রীক বণিকেরাও উচ্চ লাভের আশায় বাণিজ্যের অন্যতম পণ্য হিসাবে গ্রীকযুবতীকে ভারতীয় রাজন্যবর্গের কাছে উপঢৌকন দিতেও প্রস্তুত থাকতেন। এর দ্বাবা সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যেব উপব গ্রীক দৃশ্যকাব্যের প্রভাব প্রমাণিত হয় না।

রঙ্গপীঠের পেছনের দিকে থাকবে নেপথ্য, নেপথ্যগৃহের থাকবে দুটি দরজা। পর্দা থাকবে দুটি দরজায়। নেপথ্যগৃহেব এ পর্দার নাম—পটী, অপটী, তিরস্করণী, যবনিকা ইত্যাদি। পূর্বেই উল্লেখ কবা হয়েছে যে এ যবনিকার সঙ্গে "যবন" শব্দের সম্পর্ক একেবারেই কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। । ডঃ সুকুমার সেনের মতে কথাটি আসলে 'যমনিকা' অর্থাৎ আড়াল করা চাদর।" ডঃ সেন এর ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন, "যম্" ধাতু থেকে।

সাধারণতঃ পাত্রপাত্রী মঞ্চে প্রবেশ কররার সময় পর্দা সরিয়ে দেওয়া হত, এবং একাজ করত দুজন সুন্দরী নটী। দ্রুত মঞ্চে প্রবেশ করতে হলে সম্ভবতঃ খুব জোরে পর্দা সরিয়ে দিতে হত, একেই বলা হত "অপটীক্ষেপ"। এ পর্দার রঙ্ হত সাধারণতঃ নাটকের স্থায়ী রসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। তবে কোন কোন মতে সকল ক্ষেত্রেই লালরঙ্ ব্যবহার করা চলত। আবার, সমগ্র রঙ্গমণ্ডল থেকে সমগ্র রঙ্গপীঠকে আড়াল করে রাখা হত একটি বড় পর্দা দিয়ে, যেটি আজকের ড্রপসিনের মত। পূর্বরঙ্গের প্রাথমিক গীতবাদ্যের পর এই পর্দা বা যবনিকা উঠতো। সামনের যবনিকা হবে খুব পুরু এবং সুন্দর। এর পেছনে থাকবে দুখানি খুব মিহি কুয়াশার মতো পর্দা। নাটকের অভিনয় শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই সামনের পুরু যবনিকা সরে যাবে, মিহি পর্দার পেছনে লাস্যনৃত্য হবে।

কিন্তু যবনিকা সরিয়ে নেওয়া হতো না গুটিয়ে নেওয়া হত,—সেবিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ অনুমান করেন গুটিয়ে নেওয়া হত। কেন না "মালবিকাগ্নিমিত্রম্" দৃশ্যকাব্যে রাজা "তিরস্করণী" সরিয়ে দেবার কথা বলেন নি, বলেছেন, "সংহার" অর্থাৎ "সংকোচ" করার কথা। পরবর্তী কালে সামনের যবনিকা যে একাধিক বার উঠত এবং নামত তা' অনুমান করা যায়। কেননা, এ যবনিকা দিয়ে একটি অংকের সমাপ্তি হত। মহাকবি কালিদাসের নাটকে একাধিক ক্ষেত্রে "আসনস্থো রাজা প্রবিশতি" এ নির্দেশ লক্ষ্য করা যায়। প্রশ্ন হল,—আসনে উপবিষ্ট হয়ে রাজা প্রবেশ করবেন কিরূপে? এর অর্থ হল, যবনিকা তোলার পর "আসনস্থ রাজা' দর্শকদের দৃষ্টিগোচর হলেন।

"অপটীক্ষেপ" ব্যাপারটি যে কি তা' নিশ্চিত রূপে জানা যায়নি। ডঃ সুকুমার সেন বলেন,—সেকালে নাটকের অভিনয়ে গ্রীনরুমের মতো কিছু ছিল না, 'নেপথ্য' গ্রীনরুম বা সাজঘর নয়। নটেরা বাইরে থেকে সাজ করে চাদর মুড়ি দিয়ে আসরে প্রবেশ করত। তারপর চাদর ফেলে দিয়ে সে অভিনয় জুড়ত। যদি অন্তরালে বা নেপথ্যে বলবার কিছু থাকত তাহলে চাদর মুড়ি দিয়েই (অপটীক্ষেপেণ) তা' সেরে নিত, তারপর চাদর ফেলে দিত।" (নট নাট্য নাটক/৪৭)। সুতরাং এখানে অপটীক্ষেপ সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়।

"আপটীক্ষেপ" সম্পর্কে অতি সম্প্রতি গবেষণা করেছেন ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে 'বিষ্কম্ভক' বা প্রবেশক স্বতন্ত্র দৃশ্য নয়। এরপরে মূল অংকে যদি দৃশ্য একই হয়, তাহলে আর বিষ্কম্ভক-প্রবেশকের পর যবনিকা ফেলা বা পটীক্ষেপের প্রয়োজন হয়না। এ ক্ষেত্রে নাট্য নির্দেশ "অপটীক্ষেপেণ প্রবিশতি"'র অর্থ পরিষ্কার। প্রাচীন নাটকে এরকম স্থলেই ঐ নাট্যনির্দেশ পাওয়া যায়। আবার অংকের মধ্যেও ঐ নির্দেশ আছে কয়েক স্থলে। সে সকল ক্ষেত্রে অপটীক্ষেপ না করেই দৃশ্যান্তরের সূচনা করতে হবে। পরবর্তী যুগে নির্দেশটি দেখা যায় প্রায় পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত। সেখানে তার অর্থ সম্ভ্রান্ত, সন্ত্রস্ত কোন পাত্রের প্রবেশ।

॥ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ॥

॥ ভূমিকা ॥

(খ) সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য

(১) কালিদাসেব জন্ম, জন্মভূমি ও জীবনবৃত্তান্ত।
(২) কালিদাসেব ধর্ম ও দর্শন।
(৩) মহাকবিব "কারণং কাব্যসম্পদঃ"।
(৪) কালিদাসেব শ্রব্যকাব্য পবিচিতি।
(৫) কালিদাসেব দৃশ্যকাব্য পরিচয।
(৬) মহাকবি কালিদাসেব আদর্শ চেতনা।
(৭) কালিদাসেব কবিত্ব ও কল্পনা শক্তি।
(৮) কালিদাসের নাট্য প্রতিভা প্রসঙ্গে।
(৯) কালিদাসেব বচনায় শিশুজগৎ
(১০) মহাকবিব দৃষ্টিতে তপোবন।
(১১) কালিদাসেব নাটকে হাস্যরস।
(১২) বাল্মীকি, ভাস ও কালিদাস।
(১৩) ভাস ও কালিদাস
(১৪) কালিদাস ও ভবভূতি।
(১৫) কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ।

(১) কালিদাসের জন্ম, জন্মভূমি ও জীবনবৃত্তান্ত ॥

"মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব ও জীবনবৃত্তান্ত নিবিড় তিমিরাবৃত। দূর থেকে সুদূর অতীতের পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া সত্যের সাক্ষাৎ লাভ ত দূরের কথা, তাহার সান্নিধ্যে উপনীত হওয়াও মানবশক্তির দুঃসাধ্য। ভারতের কোন্ শুভ মুহূর্তে, আর্যাবর্তের কোন্ পুণ্যক্ষেত্রে কোন্ পবিত্র কুল অলংকৃত করিয়া এই বিশ্ববিশ্রুতকবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অতীতের চিররুদ্ধ দ্বার উদঘাটন করিয়া কে তাহার সন্ধান দিবে? অনেক প্রাচীন কবি গ্রন্থমধ্যে নাম, ধাম ও বংশপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কালিদাস সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। সম্ভবতঃ দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন কবি বুঝিয়াছিলেন, কাল যাহা বিস্মৃতির কবল হইতে রক্ষা করে, তাহাই থাকে, নহিলে মানবের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল। কালিদাসমৃত, যে ভাষায় তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও অপ্রচলিত, কিন্তু কবির অমৃতময়ী রসধারা ভুবন প্লাবিত করিয়া এখনও প্রবাহিত। এই রসপ্রবাহে কবি আপনাকে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছেন। প্রকৃত কালিদাস তাঁহার রচনায় সজীব। আপনার ছায়াকে লঙ্ঘন করা মানুষের দুঃসাধ্য। রচনায় রচয়িতার প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, রুচি, মনের গঠন, চিন্তার ধারা, হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি বিপুল বারিধিবক্ষে বিশাল বিমানচ্ছায়ার ন্যায় প্রতিবিম্বিত হয়। কাল কালিদাসের নশ্বর অংশ ধ্বংস করিয়াছেন, কিন্তু ভারতমাতা তাঁহার জগৎপূজ্য নাম ও ভুবনমোহিনী রচনা কৃপণের ধনের ন্যায় পরম যত্নে বুকে করিয়া রাখিয়াছেন। কালিদাস শ্যাম ছিলেন কি গৌর, খর্ব ছিলেন কি দীর্ঘাকার, সুন্দর ছিলেন কি কুৎসিত, ব্রাহ্মণ ছিলেন কি অন্যবর্ণ, বঙ্গবাসী ছিলেন কি ভিন্নদেশী, অতীতের অতল গহ্বরে তাহা চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়াছে। কিন্তু কবির রচনাপাঠে ধ্যাননেত্রে তাঁহার যে মানসী মূর্তি ফুটিয়া উঠে তাহা কোনদিন বিলুপ্ত হইবার নয়, তাহা মৃত্যুঞ্জয়। সুখে দুঃখে, হর্ষে বিষাদে, আশায়, নিরাশায় শান্তি ও অশান্তির হিল্লোল তুলিয়া যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, রহিয়া গিয়াছে; কত রাজা ও রাজ্যের উত্থানপতন, অভ্যুদয় ও বিলয় হইয়াছে, কিন্তু মহাকবি কালিদাস কাব্যজগতের সিংহাসনে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।" (শকুন্তলায় নাট্যকলা)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় দেবেন্দ্রনাথ বসু রচিত "শকুন্তলায় নাট্যকলা" গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয় রচনা করতে গিয়ে একস্থানে বলেছেন, "**দেবেন্দ্রবাবু কালিদাসের স্থান ও কালনির্ণয় করিতে চেষ্টা না করিলেই ভাল করিতেন, কারণ ঐ দুটা জিনিস লইয়া আমাদের কান ঝালাপালা হইয়া গেল।**" শাস্ত্রীমশায়ের এ মন্তব্যটি বিদ্রূপ হলেও অসঙ্গত বা অযৌক্তিক নয়। মহাকবি কালিদাসের জন্ম, জীবন, স্থান ও কাল

সম্পর্কে অদ্যাবধি বিতর্কের অবসান হয়নি, সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এখনো দুর্লভ। শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্যের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ কয়ে বর্তমান সম্পাদক এ বিষয়ে নিরস্ত থাকলেন।

তবে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন রচিত "ভারতাত্মা কালিদাস" গ্রন্থ অনুসরণে দুয়েকটি তথ্য সহৃদয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার আগ্রহ রোধ করতে পারলেন না। (১) যেমন, মহাকবি যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে যুগের প্রতিচ্ছবি তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হবে,—এটাই অভিপ্রেত। সে যুগের সৌন্দর্য মাধুর্য তাঁর রচনায় অবশ্যই সুলভ, তাছাড়াও সে যুগের চিন্তাভাবনা, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, সমস্যা এবং সমাধানের পরিচয় ও তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল,—সে যুগ কোন্ যুগ? তা নিয়ে অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে বিবাদ অদ্যাপি মীমাংসিত হয়নি।

(২) তা'সত্ত্বেও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে গুপ্ত সাম্রাজ্যের চরম অভ্যুদয়ের যুগে কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন,—এ তথ্য আজকাল পণ্ডিত সমাজে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর জন্মভূমি যেখানেই হোক্ না কেন, অবন্তিজনপদের অন্তর্গত উজ্জয়িনীব প্রতি যে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই উজ্জয়িনী ছিল গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের অন্যতম রাজধানী। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের দৃষ্টি কখনো বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে নিবদ্ধ ছিল না। সে দৃষ্টি ব্যাপ্ত ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে, এবং তার চিরন্তনতায়।

(৩) মহাকবিব ব্যক্তি জীবনও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাঁর সুখ-দুঃখ, আশানৈরাশ্য, আনন্দবেদনা, কোনো কিছুরই ছাপ তিনি রাখেননি তাঁর কোন কাব্যে বা নাটকে। তাঁর রচনায দুঃখদৈন্য, দুর্দিনের কোন চিহ্ন নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,—

"জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা' উঠেছিল করে গেছ দান।"

নীলকণ্ঠ শিবের উপাসক মহাকবি কালিদাসের ব্যক্তিচরিত্রের যোগ্যতর বা মহত্তর পরিচয় আর কি হতে পারে? বস্তুতঃ কালিদাস কোন খণ্ড দেশের কবি নন, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের কবি, কোন খণ্ড কালের কবিও তিনি নন, তিনি চিরকালের কবি। তাঁর রচনায় ভারতবর্ষই প্রতিফলিত হয়েছে তার সমগ্রতা ও চিরন্তনতার রূপ নিয়ে। রামায়ণ মহাভারতে যেমন ভাবতবর্ষের নিত্যরূপটি চিরকালের মতোই বাঁধা পড়েছে, মহাকবি কালিদাসের কাব্য-নাটকেও তাই হয়েছে। .

(২) মহাকবি কালিদাসের ধর্ম ও দর্শন ॥

মহাকবি কালিদাস রচিত কাব্য ও নাটকগুলি আলোচনা করলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। কারণ, মহাকবি তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের নান্দীশ্লোকে অষ্টমূর্তিধর ঈশের আহ্বান করেছেন,—"**একৈশ্বর্যেস্থিতোঽপি প্রণতবহুফলে স্বয়ংকৃত্তিবাসা**" ইত্যাদি। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের প্রসিদ্ধ নান্দী শ্লোকেও সেই অষ্টমূর্তিধর মহাদেবেরই স্তব দেখতে পাওয়া যায়—"**যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবিঃ যা চ হোত্রী**" ইত্যাদি। আবার 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকের নান্দীতেও—"**স স্থানুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়মায়াস্তু বঃ** ইত্যাদি আবাহন পরিলক্ষিত হয়। কেবল নাটকের প্রস্তাবনা অংশে নয়, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের অন্তিম শ্লোক 'ভরতবাক্যে'ও মহাকবি কালিদাস আত্মভূ নীললোহিতের উদ্দেশ্যে পুনর্ভব থেকে মুক্তিলাভের প্রার্থনা জানিয়েছেন।

মহাকবির রচিত শ্রব্যকাব্যগুলি বিচার করলেও আমরা মহাকবির শিবভক্তির অজস্র নিদর্শন দেখতে পাই। যেমন 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে— "**বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ ॥**" পার্বতী ও পরমেশ্বরকে বিশ্বের জনকজননীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। আবার, "কুমারসম্ভবম্" মহাকাব্যের বিষয়বস্তু পার্বতী ও মহেশ্বরের প্রণয়লীলাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। মহাকবি রচিত "মেঘদূত" গীতিকাব্যেও কৈলাসের শুভ্র তুষার মৌলির বর্ণনা প্রসঙ্গে ত্র্যম্বকের রাশীভূত অট্টহাসের সঙ্গে উপমাই স্বভাবতঃ কবির মনে জেগেছে।

কিন্তু শিবভক্তির এসকল নিদর্শন সত্ত্বেও তাঁর রচনার নানাস্থানে বিষ্ণু উপাসনার প্রতি তাঁর পক্ষপাতও লক্ষণীয়। 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্য যেমন কালিদাসের শৈবধর্মের *প্রতি অনুরাগের পরিচায়ক, তেমনি 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যখানিও অনুরূপভাবে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরক্তির সাক্ষ্য বহন করছে।* 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের দশমসর্গের অন্তর্গত দেবগণকর্তৃক শেষশয্যাশায়ী আদিপুরুষ বিষ্ণুর স্তব এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ স্তবে পরমপুরুষ নারায়ণের প্রতি মহাকবির ভক্তি যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। আবার, 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের দ্বিতীয়সর্গে তারকাসুর কর্তৃক উৎপীড়িত দেবগণ যেভাবে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার স্তুতি করেছেন তাতে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, মহাকবি কালিদাস ***প্রজাপতি ব্রহ্মারই*** **উপাসক।**

বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতি সমপক্ষপাত ও ভক্তি কালিদাসের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কুমারসম্ভবের একটি শ্লোকে মহাকবির ধর্মমত সম্পর্কে এ উদার মনোভাবের কারণ বিবৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। যেমন,

"একৈব মূর্তির্বিভিদে ত্রিধা সা
সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্।
হিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিৎ
বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ ॥"

অর্থাৎ এ তিন দেব, এঁরা একই শরীর, কেবল তিনমূর্তিরূপে বিভিন্ন। এঁরা প্রত্যেকে প্রধানও বটে অপ্রধানও বটে। কখনো বিষ্ণু অপেক্ষা শিব প্রধান, কখনো শিব অপেক্ষা বিষ্ণু, কখনো ব্রহ্মা তাঁদের উভয়ের অপেক্ষা, কখনো বা তাঁরা উভয়ে শিব অপেক্ষা প্রধান বলে পরিগণিত হয়ে থাকেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরভেদে এ ত্রিমূর্তি যে বিশ্বসৃষ্টির আদি নিদান, অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মেরই প্রকারভেদমাত্র। সুতরাং মহাকবি তাঁর কাব্যে যে মূর্তিরই উপাসনা করুন না কেন, তিনি যে এর মাধ্যমে সেই আদি কারণ পরমাত্মা ব্রহ্মেরই উপাসনা করেছেন, সে বিষয়ে তাঁর মনে কোন সংশয় ছিলনা।

উল্লেখযোগ্য যে ধর্মবোধের দিক থেকে মহাকবির চিত্তে একটা সমন্বয়ী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে গুপ্তযুগেই এই সমন্বয় প্রতিভা জাতীয়জীবনের বিভিন্নস্তরে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। গুপ্তযুগের বিভিন্ন ধর্মমতে এই বিরোধলেশশূন্য সহাবস্থান এবং পরস্পর সহিষ্ণুতার চিত্র মহাকবির রচনায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

কালিদাসের দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, পূর্বমীমাংসা প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান সামান্য ছিল না। গীতার তিনি একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন, তিনি ভগবদ্‌গীতা যে গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করতেন তাঁর রচনা থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কুমারসম্ভবে শঙ্করের ধ্যানবর্ণনা ও রঘুবংশে রঘুর সন্ন্যাসজীবনের বর্ণনা করার সময় তিনি যে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের যোগী পুরুষের বর্ণনার সারাংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জন্মান্তর ও কর্মফল যে দু'টি দার্শনিক তত্ত্বকে ভিত্তি করে সনাতন বৈদিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা, সেগুলিকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মত মেনে নিয়েছেন। এ দু'টি তত্ত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল মজ্জাগত। পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল যে পরজন্মকে নিয়ন্ত্রণ করে, পূর্বজন্মের সংস্কার যে পরজন্মকে প্রভাবিত করে, তা' তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁব রচনা থেকে আরো জানতে পারা যায় যে, মানুষকে যাতে বারবার জন্মগ্রহণ ও মবণ বরণ করে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হতে না হয়, তারজন্য মোক্ষলাভ করতে পারলে তাকে পুনরায় জননীজঠরে শয়ন করতে হয়না। পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করার অবসান এবং পরজন্মের ও ইহজন্মের কর্মফল ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অপেক্ষা মানুষের মহত্তর কামনা আর কীই বা হতে পারে?

সেজন্য মহাকবি তাঁর "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের অন্ত্যে ভরতবাক্যে প্রার্থনা করেছেন,—

"মমাপি চ ক্ষপয়তু নীল-লোহিতঃ।

পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ ॥—অর্থাৎ সর্বশক্তিমান্ শঙ্কর আমাকে *পুনর্জন্ম গ্রহণ করার ক্লেশ থেকে মুক্তি দিন ॥*

(৩) মহাকবির "কারণং কাব্যসম্পদঃ" ॥

সংস্কৃত আলংকারিকগণের অধিকাংশই স্বীকার করেছেন যে, কাব্যের কারণ বা কবিত্বের হেতু—প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস। প্রাচীন আলংকারিক দণ্ডী বলেছেন,—

"নৈসর্গিকী প্রতিভা শ্রুতং চ বহুনির্মলম্।

অমন্দশ্চাভিযোগোঽস্যাঃ কারণং কাব্যসম্পদঃ" ॥

পরবর্তীকালে আচার্য মম্মট দণ্ডীর মত অনুসরণ করে কাব্যের কারণ সম্পর্কে বলেছেন,—

"শক্তির্নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ।

কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে" ॥

উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় থেকে সুস্পষ্ট জানা যায় যে, প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস—এ তিনটির কোনটিই এককভাবে কাব্যের হেতু নয়, এ তিনটির দণ্ডচক্রন্যায়ে মিলিতরূপই কাব্যের হেতু বা কারণ ("ত্রয়ঃ সমুদিতাঃ ন তু ব্যস্তাঃ তস্য কাব্যস্য উদ্ভবে নির্মাণে সমুল্লাসে চ হেতুঃ, ম তু হেতবঃ")। ("অত্র কারণতা ব্যাসক্তা, ন তু প্রত্যেকপর্যাপ্তা)।"

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ স্মরণে রেখে নিশ্চিতরূপে বলা যায়, মহাকবি কালিদাসের কাব্যকারণ বা কবিত্বহেতু — উক্ত প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস—এ তিনটির মিলিত রূপ। প্রথমেই প্রতিভার বিচার করা যেতে পারে। আচার্য দণ্ডী থেকে আরম্ভ করে সকল সাহিত্য মার্মিকেরা নানা ভাষায় প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আচার্য দণ্ডী যাকে বলেছেন,—প্রতিভানম্ অদ্ভুতম্, তাই হচ্ছে কবি-প্রতিভা। এই প্রতিভা যত্নসাধ্য নয়, এ হচ্ছে অযত্নলব্ধ সংস্কাররূপা। তিনি আরো বলেছেন,—সকলের প্রতিভা থাকে না,—"**ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ববাসনা গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতম্**"—অর্থাৎ যদি কারো জন্মান্তরগতসংস্কাররূপ' প্রতিভা না থাকে, তাহলে,—"**শ্রুতেন যত্নেন চ বাগ্ উপাসিতা ধ্রুবং করোতি কমপ্যনুগ্রহম্**"—অর্থাৎ বিস্তর শাস্ত্রজ্ঞান এবং প্রভূত যত্ন তাকে কাব্য নির্মাণে কিছুদূর মাত্র এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তার অধিক নয়।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও বলেছেন,—"**তস্য চ কারণং কবিগতা কেবলা প্রতিভা**"—অর্থাৎ প্রতিভাই একমাত্র কাব্য নির্মাণের হেতু। তাঁর মতে এ প্রতিভার কারণ দ্বিবিধ,

একটি দৃষ্ট অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস, এবং অপরটি দেবতা বা মহাপুরুষদের প্রসাদজন্য অদৃষ্ট। কোন কোন আলংকারিকের মতে উক্ত উভয় প্রকার প্রতিভার মধ্যে একটি অর্থাৎ দেবতা বা মহাপুরুষের প্রসাদজন্য প্রতিভা হল কবিত্বের সম্পাদক এবং অপরটি অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসজন্য প্রতিভা হল কবিত্বের উৎকর্ষ বিধায়ক। আচার্য আনন্দবর্ধনও প্রতিভাকে বলেছেন দৈবীশক্তি। তাঁর মতে,—"**সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু। নিঃষ্যন্দমানা মহতাং কবীনাম্**", অর্থাৎ প্রসন্না সরস্বতীই কবিশক্তিরূপে আবির্ভূতা হন।

উক্ত আলোচনার মানদণ্ডে বিচার করে বলা যায় যে, মহাকবি কালিদাস দেবতা বা মহাপুরুষদের প্রসাদজন্য প্রতিভার অধিকারী, তাঁর প্রতিভা ছিল অযত্নলব্ধা সংস্কাররূপা, এ প্রতিভা দৈবীশক্তি এবং এর আবির্ভাব যত্নসুলভ নয়। মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে যত কিংবদন্তী প্রচলিত হয়েছে, সেগুলির প্রায় সকল কিংবদন্তীতে বলা হয়েছে যে মহাকবি কালিদাস ছিলেন প্রথমজীবনে মহামূর্খ। যে শাখায় উপবেশন করেছেন, সে শাখা ছেদন করতে তিনি ব্যস্ত। ঘটনাচক্রে কোন এক রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ হলে, রাজকুমারী তাঁর মূর্খত্বের প্রমাণ পেয়ে তাঁকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেন। প্রাণত্যাগেব বাসনায় মূর্খ কালিদাস জলে ঝাঁপ দিলেন। এমন সময় দেবী সরস্বতী তাঁকে বর দেন যে তিনি জগতে অদ্বিতীয় কবি হবেন। দেবী সরস্বতীর কৃপায় কালিদাস দৈবীপ্রতিভার অধিকারী হলে তাঁর লেখনীমুখে নির্মিত হয় অসাধারণ মহাকাব্য, গীতিকাব্য এবং দৃশ্যকাব্য।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে মহাকবি কালিদাস প্রতিভা বা নবনব উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞার অধিকারী হয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে ছিলেন না। প্রতিভাবান্ কোন কবির পক্ষে আত্মতৃপ্ত হয়ে বসে থাকা কি সম্ভব? মহাকবি উত্তমরূপে অনুধাবন করেছিলেন যে, লৌকিক জীবনে যেমন সাফল্য অর্জনের জন্য দৈব ও পুরুষকার উভয়ই অপেক্ষিত তেমনি উপাদেয় কাব্যসৃষ্টির জন্য প্রতিভার ন্যায় ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। কবিশিক্ষা প্রসঙ্গে আলংকারিকেরাও এ নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিভা কবির দৈবস্থানীয় এবং ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস কবির পুরুষকার। ব্যুৎপত্তি বা বহুজ্ঞতা কবির পক্ষে আয়াসসাধ্য। লোকপর্যবেক্ষণ, নানাশাস্ত্রাধ্যয়ন, এবং পূর্বগামী মহাকবিগণের সঙ্গে পরিচয়—এই ব্যুৎপত্তি বা বহুজ্ঞতা অর্জনের উপায়স্বরূপ। তাই নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ব্যুৎপত্তি অর্জনের আয়াসবাহুল্য, বিবেচনা করে বলেছেন যে, কবিকে কী ভারই না বহন করতে হয়, কেননা এমন কোনও শিল্প নেই, এমন কোন শাস্ত্র নেই, এমন কোন কলা নেই, যা কবির কাব্যরচনায় উপযোগী না হতে পারে,—

"ন তচ্ছিল্পং ন তৎ শাস্ত্রং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহোভারো মহান্ কবেঃ ॥"

আচার্য বামনও ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য কবিকে কি কি শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে, কি কি উপায়ই বা অবলম্বন করতে হবে তার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,—**লোকো বিদ্যা প্রকীর্ণং চ কাব্যাঙ্গাণি।**" লোকবৃত্ত পরিজ্ঞানের জন্য দেশভ্রমণ, এবং শাস্ত্রজ্ঞানও কবির পক্ষে সমানভাবে উপযোগী। মহাকবি কালিদাসের বহু দেশ ভ্রমণের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল তা' তাঁর কাব্যনাটকপাঠে জানা যায়। যেমন—তাঁর 'মেঘদূত' গীতিকাব্যে বিরহী যক্ষপ্রদত্ত রামগিরি থেকে কৈলাসে যক্ষের রাজধানী 'অলকা' পর্যন্ত পথের বিবরণ, 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে পুষ্পক বিমানে বসে রামসীতার লংকা থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত সারা পথের বিবরণ, আবার রঘুর দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের প্রায় সকল দেশের বিবরণ এবং ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত রাজা ও রাজপুত্রদের নিজ নিজ রাজ্যের বিবরণ ইত্যাদি থেকে মহাকবির বহুদেশ ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আচার্য বামন কবির শিক্ষনীয় শাস্ত্রের তালিকা দিয়ে বলেছেন,—"**শব্দস্মৃত্যভিধান কোশচ্ছন্দোবিচিতিকলা কামশাস্ত্রদণ্ডনীতিপূর্বা বিদ্যা**"—মহাকবি কালিদাসের রচনায় উক্ত সকল শাস্ত্রজ্ঞানের যে পরিচয় রয়েছে তা' কালিদাসের অনুরাগী পাঠক মাত্রেরই সুবিদিত। তাছাড়া, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির গভীর জ্ঞান মহাকবির রচনায় নিতান্তই সুলভ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, এবং বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে, এমন কি কামশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র ও চিত্রাংকনশিল্পেও যে তাঁর বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় তাঁর রচনায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে তা' অনস্বীকার্য। এভাবে প্রতিভার সঙ্গে যদি ব্যুৎপত্তি বা বহুজ্ঞতার সংমিশ্রণ ঘটে তবেই কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। মহাকবি কালিদাসের মধ্যে আমরা তাই দেখতে পাই।

ব্যুৎপত্তির পর আসে অভ্যাস বা নিয়ত অনুশীলন। আচার্য রাজশেখর যে দ্বিবিধ প্রতিভার কথা বলেছেন, তার একটি হল সহজাত প্রতিভা বা নৈসর্গিকী প্রতিভা, এবং অপরটি হল আহার্য্যা প্রতিভা। সহজা প্রতিভা কিঞ্চিৎ অভ্যাসের দ্বারা স্ফুরিত হয়। কিন্তু আহার্য্যা প্রতিভাকে যথোচিত উদ্বুদ্ধ করতে নিয়ত অনুশীলনের প্রয়োজন। যেহেতু মহাকবি কালিদাসের প্রতিভা আহার্যা নয়, সেই হেতু তাঁর পক্ষে যথেষ্ট অনুশীলনের প্রয়োজন কতটুকু তাই বিচার্য। তথাপি মহাকবি তাঁর পূর্বসূরিগণের কাব্যনাটকের মধ্যে আদিকবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের যে নিবিড় ও নিয়ত অনুশীলন করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর রচনার মধ্যেই সুলভ। এ ভাবে নিরন্তর পুরাতন কবিগণের কাব্যানুশীলন ও রচনাভ্যাসের দ্বারা কবির শব্দনির্বাচন ও প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ত হয়ে থাকে।

(৪) মহাকবি কালিদাসের কাব্যপরিচিতি ॥

মহাকবি কালিদাসের রচিত মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের মধ্যে যেগুলি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে মহাকবির রচিত বলে স্বীকৃত সেগুলি হ'ল—গীতিকাব্য 'ঋতুসংহার' এবং 'মেঘদূত', মহাকাব্য—'রঘুবংশম্' ও 'কুমারসম্ভবম্'।

(ক) **ঋতুসংহার**—মহাকবি কালিদাস রচিত গীতিকাব্য। এ কাব্যে অত্যন্ত মনোজ্ঞরূপে ভারতবর্ষের ছ' ঋতুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'ঋতু সংহার' কথাটির অর্থ হল ছ' ঋতুর সমাহার বা সমষ্টি। মোটামুটিভাবে এ কাব্যে দেড়শ' শ্লোক রয়েছে। 'ঋতুসংহার' মহাকবি কালিদাসের প্রথম বয়সের কাব্য বলে মনে করা হয়। ভারতবর্ষের ছ' ঋতুর কেবল বহিরঙ্গ বর্ণনা এ কাব্যের উপজীব্য নয়, প্রতিটি ঋতুর আবির্ভাবে প্রকৃতিতে ও মানবমনে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, কিরূপ ভাবান্তর আসে, প্রেমিক-প্রেমিকা এবং দম্পতীর মনোরাজ্যে বিভিন্ন ঋতু যে বিচিত্র ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করে তাই এ কাব্যের মূল সুর। সুতরাং বলা যায়, প্রকৃতি ও মানবজগৎ যেন মিলে মিশে মনোরম রূপ পেয়েছে এ কাব্যে। মহাকবির অন্যান্য রচনার মধ্যে কবি প্রতিভার যে পরিচয় পাওয়া যায়, 'ঋতুসংহার' কাব্যে ততটা না থাকলেও, এ কাব্যে যা আছে তা যথেষ্ট শক্তিশালী কবির পক্ষেই সম্ভব। সেজন্য এ কাব্যটিকে মহাকবির রচনা বলে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠাবোধ করা অসঙ্গত ও অনুচিত।

(খ) **'মেঘদূত'**—মহাকবি কালিদাস রচিত সংস্কৃত গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। গীতিকাব্য হিসাবে 'মেঘদূত' অদ্বিতীয়, অতুলনীয় ও অনবদ্য। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে আকাশের বুকে নতুন মেঘের আবির্ভাব দেখে রামগিরিতে নির্বাসিত যক্ষ উৎসুক হয়ে তার দিকে তাকাল। এ মেঘই অলকাপুরীতে তার বিরহিনী প্রিয়তমার কাছে বার্তা নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু অচেতন মেঘের পক্ষে কি একাজ সম্ভব? বিরহ বেদনার তীব্রতায় চেতন-অচেতনের মধ্যে বিভেদ ভুলে গেল যক্ষ। মেঘকে যাত্রাপথের নির্দেশ দিয়ে যক্ষ বলল,—বন্ধু, পথ তোমার ক্লান্তিকর হবে না, পথে তুমি জল পাবে, ছায়া পাবে, আর পাবে চোখ জুড়ানো অজস্র প্রাকৃতিক দৃশ্য। শুনতে পাবে কিন্নরীদের মধুর সংগীত, স্বাগত জানাবে তোমায় ময়ূরেরা তাদের কেকাধ্বনিতে। এসব দেখতে দেখতে তুমি কৈলাসে যাবে পৌঁছে, আর এই কৈলাসের কোলেই তো অলকা। সেখানে কুবেরের গৃহের উত্তরেই আমার গৃহ, চিনতে তোমার কষ্ট হবে না, সে গৃহেই রয়েছে আমার প্রিয়তমা। বিরহ-বেদনায় বীণাবাদনের তার ব্যর্থ প্রয়াস। প্রিয়তমাকে দেবে আমার কুশল বার্তাটি। বলা বাহুল্য, এ কাব্যের প্রতিটি শ্লোক গভীর ভাবব্যঞ্জক। মন্দাক্রান্তা ছন্দের মন্থর চালে নাতিদীর্ঘ বিলম্বিত লয়ে এ কাব্যে হৃদয়ের কামনা থেকে থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে

উঠেছে। মহাকবি কালিদাসের প্রেমচেতনা কেবল সম্ভোগের সঙ্গে যুক্ত নয়, ভোগ বিরহের সঙ্গেও সমানভাবে যুক্ত। প্রেম সম্পর্কে কবির মনে যে একটি পূর্ণতার আদর্শ ছিল, মেঘদূত সে আদর্শেরই রূপ। এ কাব্যে মহাকবির প্রকৃতি চেতনাও এক বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে। এ কাব্যের 'পূর্বমেঘ' অংশে নিসর্গ বর্ণনাই প্রধান বিষয়, উত্তর মেঘ অংশে কুবেরপুরী অলকার বিলাস-বিভব এবং যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনা। একদল পাঠকের মতে পূর্ব মেঘ ভূমিকামাত্র, উত্তরমেঘেই কালিদাস তাঁর প্রতিভার চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। অপর দলের মতে উত্তরমেঘে কৃত্রিমতা কিছু বেশী। পূর্বমেঘই শ্রেষ্ঠ। তাতে কবি ইন্দ্রজালিকের ন্যায় যে রমণীয় দৃশ্য পরম্পরা দেখিয়েছেন, যাতে বিরহী যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও চেতন-অচেতনের ভেদজ্ঞান লোপ পায়,—তার তুলনা সর্বসাহিত্যে দুর্লভ।

(গ) **রঘুবংশম্**—মহাকবি কালিদাস রচিত সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। সূর্যবংশের নৃপতিগণের চরিত্রবর্ণনাই এ কাব্যের উপজীব্য। রাজা দিলীপ থেকে সুরু করে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত উনত্রিশজন নৃপতির জীবনালেখ্য এতে স্থান পেয়েছে। যেহেতু মহাকবির মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় ছিল রামচন্দ্রের চরিত্র এবং দিলীপ থেকে শুরু করে রামের পূর্ববর্তী নৃপতিগণের মধ্যে তিনি রঘুকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, সেজন্য এ কাব্যের নামকরণ করা হয়েছে 'রঘুবংশম্'। উনিশ সর্গে রচিত রঘুবংশের প্রথম দু'সর্গে আসে রাজা দিলীপের কথা। তৃতীয় সর্গে আছে রঘুর জন্ম, বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি। চতুর্থে আছে রঘুর দিগ্‌বিজয়। পঞ্চমে আছে কৌৎসের উপাখ্যান, ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভার বর্ণনা আছে ষষ্ঠসর্গে, সপ্তম সর্গে বর্ণিত হয়েছে অজের সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহ এবং যুদ্ধ প্রভৃতি। দশরথের কথা স্থান পেয়েছে নবম ও দশম সর্গে। একাদশ থেকে চতুর্দশ সর্গে রয়েছে রামচন্দ্রের কথা। তার মধ্যে একাদশে আছে রাম-লক্ষণের ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন, তাড়কানিধন, হরধনু ভঙ্গ ইত্যাদি। লংকাবিজয় পর্যন্ত রামের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে দ্বাদশ সর্গে। ত্রয়োদশে আছে রাবণবধের পর শ্রীরামচন্দ্রের পুষ্পক রথে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন। লোকাপবাদের ভয়ে সীতাকে নিষ্পাপ জেনেও প্রজাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাঁকে পুনরায় বনবাসে পাঠাবার বর্ণনা রয়েছে চতুর্দশ সর্গে। আশ্রমে লব ও কুশের জন্ম, সীতার পুনর্বার অগ্নিপরীক্ষা এবং পাতাল প্রবেশ ইত্যাদি পঞ্চদশ সর্গের বিষয়বস্তু। ষোড়শ সর্গে রয়েছে কুশের শাসন, অতিথির সপ্তদশে, অবশিষ্ট গৌণরাজাদের কথা রয়েছে অষ্টাদশ সর্গে। এবং অন্তিমসর্গ অর্থাৎ উনবিংশ সর্গে রয়েছে অগ্নিবর্ণের ভোগসর্বস্ব জীবনের আলেখ্য ॥

(ঘ) মহাকবি রচিত দ্বিতীয় মহাকাব্য হ'ল 'কুমারসম্ভবম্'। তারকাসুরের বধের নিমিত্ত কুমার কার্ত্তিকেয়ের সম্ভব বা জন্মই হ'ল কুমারসম্ভব মহাকাব্যের বিষয়বস্তু।

বিভিন্ন পুঁথিতে এ কাব্যের সতেরটি সর্গ দেখা গেলেও অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এ বিষয়ে একমত যে, 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের প্রথম সাত বা আট সর্গই মহাকবির রচনা, অবশিষ্ট নয় বা দশ সর্গ পরবর্তী কালের সংযোজন। তাঁদের যুক্তি হল যে প্রসিদ্ধ টীকাকারদের অনেকেই পরবর্তী সর্গগুলির কোন টীকা রচনা করেননি। তাছাড়া প্রাচীন আলংকারিকেরা প্রথম সাত সর্গ থেকে অনেক অনেক শ্লোক দৃষ্টান্ত রূপে উদ্ধার করলেও, শেষের সর্গগুলিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন। হরগৌরীর মিলন বর্ণনার অশ্লীলতার ছাপও এ ধারণাকে বদ্ধমূল করে। এ কাব্যের প্রথম সর্গে আছে গিরিরাজ হিমালয়ের বর্ণনা, দ্বিতীয় সর্গে রয়েছে তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতাদের ব্রহ্মার নিকট গমন, এবং কামদেবের সহায়তায় মহেশ্বরের যোগভঙ্গের প্রয়াস। এরপর অকাল বসন্তের বর্ণনায় মহাকবির কল্পনাশক্তি ও বর্ণন ক্ষমতা যেন চূড়ান্তভাবে বিকাশ লাভ করেছে। মহেশ্বরের মন হল চঞ্চল, ব্যাঘাত ঘটল তপস্যায়। সম্মুখে দেখলেন মদনকে, তাঁর তৃতীয় নেত্রের অনলেই ভস্মীভূত হলেন মদন। এ হলো তৃতীয় সর্গের উপজীব্য। চতুর্থ সর্গে রয়েছে মদনপত্নী রতির বিলাপ। পরবর্তী সর্গে আছে গিরিরাজ নন্দিনী পার্বতীর দুশ্চর তপস্যা এবং তারপর রয়েছে বিবাহের প্রস্তাব। অতঃপর পার্বতীর পরিণয়। এখানেই সপ্তম সর্গ সমাপ্তি। পরবর্তী সর্গসমূহে ক্রমশঃ সম্ভোগ এবং কার্তিকেয়ের জন্ম বর্ণিত হয়েছে।

(৫) মহাকবি কালিদাস রচিত দৃশ্যকাব্য পরিচয় ॥

মহাকবি রচিত দৃশ্যকাব্য হ'ল তিনটি—মালবিকাগ্নিমিত্রম্, বিক্রমোর্বশীয়ম্, এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলম্। (ক) পঞ্চাংক নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রম্। বিদিশারাজ অগ্নিমিত্রের অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্রের কাহিনীকে অবলম্বন করে এ নাটক রচিত। অপূর্বসুন্দরী মালবিকা রাজ অন্তঃপুরের পরিচারিকা। রাণী সবসময় মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের চোখের আড়ালে রাখবার চেষ্টা করেন। মালবিকার আসাধারণ সৌন্দর্যকে তিনি ভয় করেন। রাজা প্রথমে মালবিকার প্রতিকৃতি দেখে মুগ্ধ হন, ক্রমে মালবিকার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ সৃষ্টি হয়। একদা উদ্যানে মালবিকাকে দেখতে পেয়ে রাজা তাকে আলিঙ্গন করলেন। কনিষ্ঠা মহিষী ইরাবতী দূর থেকে তা' দেখতে পেয়ে অত্যন্ত রুষ্টা হলেন, এবং রাজাকে অপমান করলেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী ধারিণী অনর্থ নিবারণের জন্য মালবিকাকে রুদ্ধ করলেন। বিদূষকের কৌশলে রাজার সঙ্গে মালবিকার পুনর্মিলনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু ইরাবতীর জন্য এবারও এ মিলন ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, মালবিকা রাজকন্যা, দস্যুহস্তে পড়ে ঘটনাচক্রে বিদিশারাজের অন্তঃপুরে স্থান পেয়েছিলন সেবিকারূপে।

মিলনের সকল বাধা দূর হল, রাজা অগ্নিমিত্র ও মালবিকার মিলন ঘটল। অনেকের মতে এ নাটকটি কালিদাসের অপরিণত বয়সের রচনা। অনেকে মনে করেন মহাকবি ইচ্ছাকরেই তৎকালীন রাজ অন্তঃপুরের জীবনকে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে এ নাটক রচনা করেছেন। তবে নাটকটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, বিদূষকের চরিত্র এ নাটকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, এবং নাটকের ঈপ্সিত পরিণতি সম্পাদনে বিদূষক এ নাটকে যতখানি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ কবেছে, তেমনি মহাকবির অন্য কোন দৃশ্যকাব্যে দেখা যায় না।

(খ) **"বিক্রমোর্বশীয়ম্"**—মহাকবি কালিদাসের রচিত পাঁচ অংকেব দৃশ্যকাব্য **"ত্রোটক"**। রাজা পুরুরবাব সঙ্গে অপ্সরা উর্বশীর প্রণয়েব কাহিনী ঋগ্বেদের কাল থেকে চলে আসছে। পুরুরবা অসুরগণের হাত থেকে উর্বশীকে রক্ষা করেন এবং তার প্রতি আসক্ত হন। দেবরাজ ইন্দ্রের আহ্বানে উর্বশীকে স্বর্গে যেতে হয়। স্বর্গে লং ীস্বয়ংবর" নাটকের অভিনযে উর্বশীকে লক্ষ্মীর ভূমিকায অভিনয কবতে হয। রাজা পুরুরবার চিন্তায় অন্যমনা উর্বশী অভিনয়কালে **'পুরুষোত্তম'**-এর স্থলে **"পুরুরবা"** উচ্চারণ করে ফেলেন। ঋষি ভরতের অভিশাপে উর্বশীকে পৃথিবীতে ফিবে আসতে হয়। ইন্দ্রের কৃপায় তার অভিশাপ এটুকুমাত্র লঘু হলো যে, পুরুরবার ঔরসে সন্তানেব জন্মদান করে এক বছর পবে উর্বশী আবাব স্বর্গে ফিরে যেতে পারবেন। শেয দিকে কণ্বের আশ্রমে উর্বশীর লতারূপগ্রহণ, পুরুরবার প্রেমোন্মত্ততা এবং উর্বশীব পূর্বাবস্থা প্রাপ্তি,—এ নাটকের সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় অংশ। পুত্র "আয়ু"র জন্মেব পব উর্বশীর স্বর্গে গমনের দিন এল। দৈতগণের সঙ্গে যুদ্ধে পুরুরবা ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন। তার পুরস্কার স্বরূপ ইন্দ্র উর্বশীকে পুরুরবার সঙ্গে বসবাস কববাব অনুমতি দিলেন। উল্লেখ কবা যেতে পাবে যে, উর্বশীর বিরহে প্রেমোন্মত্ত পুরুরবার মর্মস্পর্শী বিলাপের যে কাব্যরূপ মহাকবি তাঁর সহৃদয পাঠকদের উপহার দিয়েছেন, তা' পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে বিচিত হবার যোগ্য।

(গ) **অভিজ্ঞান শকুন্তলম্**—এটি সপ্তাংক নাটক। রাজা দুষ্যন্তের মৃগয়াগমন, কণ্বমুনির আশ্রমে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা সখীদ্বয়ের সঙ্গে মহর্ষি কণ্বের পালিতাকন্যা শকুন্তলার দর্শন, ও ঘটনাচক্রে মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়ে গন্ধর্ববিধিমতে রাজাকর্তৃক শকুন্তলার পাণিগ্রহণ, শকুন্তলাকে রাজার নিজের নামাংকিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান, রাজার চিন্তায় অন্যমনস্কা শকুন্তলার আশ্রমাগত অতিথি দুর্বাসার প্রতি ঔদাসীন্য ও অবমাননা, তদীয় ... -প্রিয়ংবদা কর্তৃক ঋষি ... প্রেমিকের মনে শকুন্তলার ...তীর্থ থেকে প্রত্যাগত কণ্বকর্তৃক

অন্তঃসত্ত্বা দুহিতার বিবাহের অনুমোদন, শিষ্যদ্বয় ও গৌতমী সমভিব্যাহারে শকুন্তলার রাজা দুষ্যন্তের রাজপ্রসাদে গমন, অঙ্গুলিভ্রষ্ট হওয়ায় রাজাকে অঙ্গুরীয়ক প্রদর্শনে শকুন্তলার অক্ষমতা, রাজা কর্তৃক শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান, অপ্সরা মেনকা কর্তৃক মারীচাশ্রমে নীতা শকুন্তলার কঠোর বিরহব্রত পালন, লুপ্ত অঙ্গুরীয়ক পুনরুদ্ধার হলে তদ্দর্শনে রাজার শকুন্তলা স্মরণ, ও বিরহব্যথায় কালযাপন, দেবরাজ ইন্দ্রের আমন্ত্রণে রাজার স্বর্গে গমন, এবং সেখানে কার্য সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনের পথে নিতান্ত আকস্মিকভাবে মারিচের আশ্রমে শকুন্তলার পুত্র সর্বদমনের মাধ্যমে উভয়ের পুনর্মিলন—এই হলো সংক্ষেপে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের কাহিনীবৃত্ত। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নাট্যকৌশল এবং কাব্যসম্পদের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এ নাটকে। ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের আদিপর্ব থেকে মহাকবি বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন সত্যি, কিন্তু এ নাটক মহাকবি কালিদাসের কবিকল্পনার "অপরা সৃষ্টি"। কেবল নায়ক-নায়িকার প্রণয়কাহিনী বর্ণনা করাই মহাকবির উদ্দেশ্য নয়, তপস্যা, সংযম ও নিষ্ঠা না থাকলে যে দেহনিষ্ঠ কাম দেহাতীত প্রেমে পরিণত হতে পারে না, তাই মহাকবি এ নাটকে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

"কালিদাস অনাহূত প্রেমের সেই উন্মত্ত সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেন নাই, তাহাকে তরুণ লাবণ্যের উজ্জ্বল রঙেই আঁকিয়া, তুলিয়াছেন। কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বলতার মধ্যেই তিনি তাঁহার কাব্যকে শেষ করেন নাই। যে প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণামের দিকে তিনি কাব্যকে লইয়া গিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার কাব্যের চরম কথা।"

(প্রাচীন সাহিত্য)।

(৬) মহাকবি কালিদাসের আদর্শচেতনা ॥

ভারত-ইতিহাসের এক সুবর্ণযুগে জন্মগ্রহণ করে মহাকবি কালিদাস "আর্ট ফর আর্টস্ সেক" অর্থাৎ "শিল্পের জন্যই শিল্প"—এ মতবাদকে কাব্যরচনার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সৌন্দর্য সম্ভোগের কবিরূপে কাব্যরচনা তাঁর বিলাসমাত্র ছিল,—এমত যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা বাস্তবপক্ষে কবির উপর অবিচার করেন। প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠকবি প্রতিভাধর কালিদাস পাশ্চাত্য সাহিত্যের "আর্ট ফর আর্টস্ সেক" মতবাদের যে পক্ষপাতী ছিলেন না, তা তাঁর রচনার বিশদ আলোচনা করে জানা যায়।

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে যা আদর্শ রচনা হওয়া উচিত, অর্থাৎ অর্থাৎ "বহুজনহিতায়" বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শকেই মহাকবি যথোপযুক্ত কাহিনীর মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন, তাঁর বিভিন্ন কাব্য ও নাটকে। মহাকবি কখনো প্রেয়কে শ্রেয়ের উপরে

স্থান দেননি, তাঁর রচনায় শ্রেয় ও প্রেয়—একই বৃন্তে বিধৃত হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে,—"তাঁহাকে একই কালে সৌন্দর্য ভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য সৌন্দর্য বিলাসেই শেষ হইয়া যায় না, তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।"

মহাকবি রচিত কয়েকটি কাব্য ও নাটকের কাহিনী সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে আমরা মহাকবির আদর্শের পরিচয় লাভ করতে চেষ্টা করব। মহাকবির **"মেঘদূত" গীতিকাব্যে স্বাধিকার প্রমত্ত যক্ষ** তাঁর কর্তব্যে শৈথিল্যের জন্য দণ্ডরূপে কৈলাসস্থিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি অলকাপুরী থেকে নির্বাসিত হলেন বহুদূরে রামগিরি আশ্রমে। প্রিয়তমা পত্নীর বিরহে কাতর যক্ষ **"আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে"** পুষ্করবংশোদ্ভব নবীন মেঘকে দূত করে পাঠালেন বিরহিনী দয়িতার কাছে অলকাপুরীতে। একজন বিরহবিধুর প্রণয়ীর দূতরূপে এবং তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেঘের গতি যথাসম্ভব ত্বরিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু যক্ষ মেঘকে যাত্রাপথের নির্দেশ দিয়ে, রেবা, সিপ্রা, বেত্রবতী, প্রভৃতি নদনদী এবং বিদিশা, অবন্তী, দেবগিরি প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের উপর শীতলবারি বর্ষণ করে মন্থরগতিতে অতিক্রম করতে অনুরোধ করলেন।

এতে আপাতঃ অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হলেও এই অসামঞ্জস্যের উপরই বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর দ্বারা যক্ষ বোঝাতে চেয়েছেন যে, নিদাঘতাপে শুষ্কপ্রায় নদনদীর জলের প্রয়োজন না মিটলে এবং বিভিন্ন জনপদের বিরহক্লিষ্ট জনগণের বেদনা উপশমিত না হলে তাঁর নিজের বিরহযন্ত্রণারও লাঘব হতে পারে না। এই আদর্শই উপনিষদে বিশদভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে, এবং ভারতবর্ষের প্রকৃত জাতীয় কবিরূপে মহাকবি এ আদর্শকেই তাঁর রচনার মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন। ব্যষ্টির অস্তিত্ব তখনই হয় সার্থক, যখন ব্যষ্টির স্বার্থ সমষ্টির স্বার্থের জন্য বিসর্জিত হয়। ইহাই ভারতীয় আদর্শের বৈশিষ্ট্য এবং মহাকবি কালিদাসের আদর্শচেতনার ভিত্তি ॥

মহাকবির বিশ্ববিশ্রুত শকুন্তলানাটকেও এ আদর্শচেতনা লক্ষ্য করা যায়। **রাজর্ষি দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার সকল দুঃখযন্ত্রণার অবসান হলে** রাজ্যের ভবিষ্যদ্ ভাগ্যনিয়ন্তা রাজচক্রবর্তি লক্ষণযুক্ত পুত্রের জন্মগৌরবে । পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে আশ্রমের বাইরে এসে অশ্রুসজল নয়নে শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বকে জিজ্ঞাসা করলেন,—কখন তিনি আবার এ আশ্রমের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। তদুত্তরে মহর্ষি সহজভাবে তাকে বললেন,—**দৌষ্যন্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন রাজ্যের সিংহাসনে স্থাপন করে** এবং কুটম্ব-পরিবার রক্ষার গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করে । পুনরায় আশ্রমে

আগমন করবেন। আদর্শ ভারতীয় জননী হিসেবে এখানে শকুন্তলার চরিত্র সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

মহাকবির 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যেও একই আদর্শচেতনার পরিচয় পাই। গিরিরাজদুহিতা পার্বতীকে অলৌকিক সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী করে সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্য এই যে, অপূর্ব রূপসী পার্বতী এমন এক অদ্ভুত পুত্রের জন্মদান করবেন যাঁর প্রয়োজন তারকাসুর কর্তৃক উৎপীড়িত নিখিল বিশ্ব অনুভব করছে। মহাকবি যদি সত্যি "আর্ট ফর আর্টস্ সেক" মতবাদের পক্ষপাতী হতেন তা'হলে কেবল রূপরাশির বর্ণনাতেই তিনি তাঁর কল্পনার অফুরন্ত ভাণ্ডার নিঃশেষ করে ফেলতেন। কিন্তু তা' না করে আরো একটু অগ্রসর হয়ে কবি এই অপরূপ সুন্দরীকে দিয়ে কঠিনতম তপশ্চর্য্যা করিয়ে নিয়েছেন। কাব্যের প্রথমাংশে অকালবসন্তের অজস্র সমারোহের মধ্যে গিরিরাজনন্দিনী অপূর্ব রূপলাবণ্য নিয়ে কামদেব সমভিব্যাহারে তপস্যারত গিরিশের হৃদয় জয় করবার মানসে উপস্থিত হলেন । ফল হল বিপরীত, ত্রিলোচনের রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হলেন মদন এবং পার্বতী মহেশ্বর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হলেন। এর মাধ্যমে মহাকবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, কেবল কামের বশে বা মোহের আতিশয্যে কোন মঙ্গলকর্ম সুসম্পন্ন হতে পারে না এবং কোন মহৎ জীবনও চরিতার্থ হয় না । পার্বতী সেজন্য অনন্যোপায় হয়ে মহেশ্বরের হৃদয় জয় করতে দুশ্চর তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এখানে মহাদেবের পরাজয় হল, ধর্ম মহাদেবের মনকে পার্বতীর অভিমুখে আকর্ষণ করলেন, এবং ধর্মের দ্বারাই তাপস-তপস্বিনীর মিলন সাধিত হল। হরপার্বতীর পুণ্যমিলনে জন্মগ্রহণ করলেন উৎপীড়িত বিশ্বের শান্তিসংস্থাপক এবং তারকহন্তা বিখ্যাত সেনানী "কুমার"।

মহাকবি রচিত 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যেও আমরা উক্ত বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শের সন্ধান পাই। মহাকবি এ মহাকাব্যে আদর্শ রাজ্য ও আদর্শ রাজত্বের পরিকল্পনাকে রঘুবংশীয় নৃপতিগণের জীবন ও কার্য্যাবলীর মাধ্যমে রূপদান করেছেন। মহাকবির বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় যে, রাজ্যের প্রসার এবং সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য রঘুবংশের নৃপতিগণ স্ব স্ব রাজ্যসুখভোগ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হননি। সমষ্টির স্বার্থের জন্য ব্যষ্টির স্বার্থত্যাগই তাঁদের একমাত্র আদর্শ ছিল। মহাকবির মতে, মহাসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দুর অস্তিত্ব তাদের নিজেদের জন্য নয়, কিন্তু বিশালকায় মহাসমুদ্রের বিস্তৃতির জন্য। মহাসমুদ্রও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দুর সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয় ॥

(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে
অধ্যাপক মহেশ্বর দাস কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা অনুসরণে রচিত)

(৭) প্রসঙ্গ ঃ কালিদাসের কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি ॥

প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি কালিদাসের কবিখ্যাতি কেবল যে কালোত্তীর্ণ তা' নয়, দেশোত্তীর্ণও বটে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও মহাকবির কাব্যরসসুধা পান করে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মহাকবি তাঁর রচিত কাব্যনাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে কোন মৌলিক চিন্তার পরিচয় না দিলেও তিনি এ সকল কাহিনীর জীর্ণকংকালে নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে রক্তমাংসের সংযোজন করে সেগুলিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন, 'রঘুবংশম্' মহাকাব্য আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হলেও এতে রঘুর দিগ্‌বিজয়, ইন্দুমতীর স্বয়ংম্বরসভা, সীতাকে নিয়ে লংকা থেকে রামচন্দ্রের আকাশপথে আগমন, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল, সীতা বিসর্জনের পরে রামচন্দ্রের শোকাকুল অবস্থা প্রভৃতির বর্ণনায় কবিপ্রতিভার অভিব্যক্তি পদে পদে সহৃদয় পাঠককে মুগ্ধ করে।

মহাকবি রচিত 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের কাহিনী পৌরাণিক হলেও এতে নগাধিরাজ হিমালয়ের বর্ণনা, বসন্তসমাগমে প্রকৃতির বর্ণনা, মদনভস্ম ও রতিবিলাপ, পার্বতীর কঠোর তপস্যা ইত্যাদিতে কত যে অভিনবত্ব রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। 'মেঘদূত' গীতিকাব্যে ভাবটির জন্য মহাকবি হয়ত আদিকবি বাল্মীকির কাছে ঋণী। শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীব উদ্দেশ্যে হনুমানের মাধ্যমে লংকাপুরীতে যে সন্দেশ প্রেরণ করেছিলেন, তাই সম্ভবতঃ কবিকে 'মেঘদূত' রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু এ কাব্যের রস মহাকবির দিব্য প্রতিভার সৃষ্টি। 'ইহ খলু কবিঃ সীতাং প্রতি হনুমতা হারিতং সন্দেশং- হৃদয়েন সমুদ্বহন্ ...... সন্দেশং করোতি"—দক্ষিণাবর্তনাথ)

মহাকবি কালিদাসের উপমা সর্বজনপ্রশংসিত । উপমা প্রয়োগ করতে গিযে তিনি অলংকারশাস্ত্রোক্ত গতানুগতিক উপমাতে তৃপ্ত হননি। শকুন্তলাকে দেখে অবধি দুষ্যন্ত আর তপোবন ত্যাগ করতে পারছেন না। "গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ । চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥" শিবিবাভিমুখে তাঁর দেহ অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু চঞ্চল মন প্রতিকূলপবনতাড়িত পতাকার চীনদেশীয় পট্টবস্ত্রের মত পশ্চাদ্‌দিকে ধাবিত হচ্ছে। আবার, পূর্ব থেকে পশ্চিমদিক্ পর্যন্ত বিস্তৃত হিমালয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি কুমারসম্ভব কাব্যে বলেন,—"**স্থিতা পৃথিব্যাঃ ইব মানদণ্ডঃ**"। কী চমৎকার কল্পনা। এ কাব্যে যখন পার্বতী কপট ব্রহ্মচারীর মুখে শিবের নিন্দা শুনে স্থানত্যাগ করতে উদ্যত হলেন, তখন তাঁর কঠোর তপশ্চর্যার ফলস্বরূপ শিবকে অকস্মাৎ প্রত্যক্ষ করে তাঁর অবস্থা হলো,—"**ন যযৌ ন তস্থৌ**" অর্থাৎ নদী যেমন প্রবাহিত হতে হতে পথিমধ্যে পর্বতগাত্রে বাধা পেলে অগ্রসর হতে পাবেনা, আবার পশ্চাদপসরণও করতে পারেনা. পার্বতীরও অনুরূপ দশা হল।

সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদের মধ্যে মহাকবি কালিদাসের "মাত্রাবোধ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উত্তরকালের অনেক কবির মত তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের, কিংবা কল্পনার অসংযত প্রকাশের বিষয় অন্বেষণ করেন না। মহাকবি যেখানে বাহুল্যকে বর্জন করে 'পরিমিতি'র উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাঁর পরবর্তী মহাকবি ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভট্টি প্রভৃতি কবিগণ বাহুল্যকেই তাঁদের প্রকাশক্ষমতার চূড়ান্ত উৎকর্ষ বিবেচনা করেছেন। নৈসর্গিক কবিত্বশক্তির অভাবকে তাঁরা কৃত্রিম সাজসজ্জা ও কারুকার্য এবং বহুশাস্ত্রজ্ঞানের উৎকট অভিব্যক্তির মাধ্যমে পূরণ করতে প্রয়াস করেছেন।

ব্যঞ্জনাই মহাকবির রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সকল প্রকার বাহুল্য বর্জন করে তিনি কেবল স্বল্প কথায় তাঁর বক্তব্য ব্যঞ্জনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। যেমন, "কুমারসম্ভব" মহাকাব্যে পার্বতীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে অঙ্গিরা এসেছেন হিমালয়ের কাছে।—"এবংবাদিনিদেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী। লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী।"—অর্থাৎ দেবর্ষি এরূপ বলতে থাকলে পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা পার্বতী স্বভাবসুলভ লজ্জাবশতঃ অধোমুখে লীলাকমলের পত্রগণনায় ব্যস্ত হলেন। লীলাকমলের পত্রগণনার মাধ্যমে এখানে পার্বতীর পূর্বরাগের লজ্জা ব্যঞ্জনার সাহায্যে প্রকাশ পেয়েছে। শকুন্তলা সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাতে দুষ্যন্ত গৌরচন্দ্রিকা করলেন,—"মাধব্য তুমি চক্ষুর ফল পাওনি, যা' দেখবার তা' দেখনি।'

("মাধব্য, অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি যেন ত্বয়া দর্শনীয়ং ন দৃষ্টম্") মাধব্য বললেন,—কেন? মহারাজ ত আমার সম্মুখে রয়েছেন "(ননু ভবানগ্রতো মে বর্ততে"।) এককথায়, মাধব্য দুষ্যন্তের রাজোচিত সৌন্দর্যের যে ইঙ্গিত দিলেন, সহস্রবিশেষণ প্রয়োগেও তা' অধিকতর পরিস্ফুট হ'ত না। এখানে ভাবের ব্যঞ্জনায় মহাকবির বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে স্বয়ংবরসভায় ইন্দুমতী মাল্যহস্তে উপস্থিত হয়ে, আসনে উপবিষ্ট আগন্তুক রাজাদের মধ্যে যখন যাঁর সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছেন, তখন তিনি আশার আলোকে উদ্ভাসিত হচ্ছেন, আবার পরমুহূর্তেই প্রত্যাখ্যানজনিত নৈরাশ্যের তিমিরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন।—"সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিম্বরা সা" ইত্যাদি শ্লোকে সেই আশা-নিরাশার চিত্র যেন প্রত্যক্ষ, হয়ে উঠল।

ভাষার লালিত্যে, বর্ণনার স্বাভাবিকতা ও উপযোগিতায়, এবং ভাবের ব্যঞ্জনায় মহাকবি কালিদাস অননুকরণীয় এবং সংস্কৃতসাহিত্যে অদ্বিতীয়। মহাকবির উপমা যেমন চিত্তাকর্ষক, বর্ণনাও তেমনি স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম। দুষ্যন্ত যখন রথবেগ বর্ণনা করে বলেন,—"যদালোকে সূক্ষ্মংব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং, যদর্দ্ধে বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ। প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়োর্ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ ॥" অর্থাৎ সূক্ষ্ম যা' তা সহসা বিপুলতা প্রাপ্ত হচ্ছে, বিচ্ছিন্ন বস্তুসকল দেখতে

দেখতে সম্মিলিত হচ্ছে, বক্র কে মনে হচ্ছে ঋজু, আর মুহূর্তের জন্য কোন বস্তুই আমার পার্শ্বে বা দূরে থাকছে না। যিনি কখনো বেগবান্ অর্থাৎ তীব্রগতিশীল যানে বা বাহনে আরোহণ করেছেন, তিনি এ বর্ণনার স্বাভাবিকতা উপলব্ধি না করে পারেন না।

সংস্কৃত কবিগণ বর্ণনার পক্ষপাতী সত্য, কিন্তু মহাকবি কালিদাসের বর্ণনা অনেক স্থলেই নাটকের প্রয়োজনে সম্পন্ন হয়েছে। বল্কলের দৃঢ়বন্ধন শিথিল করে দেবার জন্য শকুন্তলা যখন সখীকে অনুরোধ করল, তখন প্রিয়ংবদা বলল,—"পয়োধরবিস্তারয়তৃআত্মনঃ যৌবনম্ উপালভস্ব", অর্থাৎ স্তনের বিস্তৃতি সম্পাদক তোমার যৌবনকে তিরস্কার কর। এখানে মহাকবির অপরিসীম বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাই। তাঁর প্রতিটি বর্ণনার মধ্যে নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় মেলে। কি বিশাললবণাম্বুরাশির বর্ণনা, কি তুষারমৌলি নগাধিরাজ হিমালয়ের বর্ণনা, কি স্নিগ্ধ, শান্ত, সংযত তপোবনের বর্ণনা, সর্বত্রই মহাকবির প্রতিভার স্পর্শ সুস্পষ্ট , বর্ণনা অত্যন্ত প্রাণবান ও বাস্তবানুগ।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলেছেন, "প্রয়োগেন অভিজ্বলিতঃ" অর্থাৎ সুপ্রযুক্ত শব্দ অগ্নিশিখার মতই জ্বলে উঠে । যখনই দেখি, কোন বিশেষ শব্দে আমাদের মনোলোকের অবারিত প্রকাশ হয়েছে, তখনই আমরা এই দীপ্ত শিখার অস্তিত্ব অনুভব করি। ভারতবর্ষের শ্রুতিস্মৃতি ও শব্দশাস্ত্রের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী মহাকবি কালিদাস শব্দার্থের রহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না । কবির মানসক্রিয়া সর্বাগ্রে ভাবরূপে একটা মূর্তি স্বীকার করে নেয়, সেই মূর্তিটাকেই কবি শব্দের কলাকৌশলে প্রমূর্ত করে তোলেন। তারপর সেই একই মূর্তি কবিচিত্ত থেকে পাঠকচিত্তে সংক্রামিত হয়। কালিদাসের কাব্যে এমন কোন নিস্তেজ শব্দপ্রয়োগ নেই যা' দর্শনেন্দ্রিয়কে কৌতুহলী না করে অবসন্ন করে আনে।

মহাকবির রচনায় রূপকল্পের (Imag/ry) প্রয়োগও বিশেষ 'প্রশংসার যোগ্য'। কল্পনা রূপ সৃষ্টি করে, তাই ইমেজারি (Imag/ry) -র মূলে থাকে ইমাজিনেশন (Imagination)। ভাব একটা রূপ হয়ে উঠে। কেবল রূপ হয়ে উঠলেই চলে না, সে রূপকে বাইরে প্রকাশ করতে হয়। সে এমন প্রকাশ যা' অপর হৃদয়ে সংক্রামিত হতে পারে। যেমন 'মেঘদূত' গীতিকাব্যে পূর্বমেঘে আমরা দেখি,—বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণা রেবা, চলোর্মি বেত্রবতী, বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতলোচনা উজ্জয়িনী, বেণীভূতা প্রতনুসলিলা সিন্ধু, পুষ্পকদম্বে রোমাঞ্চিত নীচৈগিরি এবং আরো অনেক। এগুলি পরাণে চঞ্চল এবং অনুভূতিতে সচেতন।

চরিত্রাংকনেও মহাকবির একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি প্রতিটি শ্রেণীর চ[illegible] একাধিকবার অংকন করে সহৃদয়পাঠককে তুলনামূলক অধ্যয়ন ও উৎকর্ষ

বিচারের সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই আমরা "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে পাই, সখী দুজন— অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শিষ্য দুজন—শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত। ঋষি তিনজন—কণ্ব, দুর্বাসা ও মারীচ, এমনকি আশ্রমও দুটি—মহর্ষি কণ্বের আশ্রম এবং ভগবান মারীচের তপোবন ইত্যাদি। প্রতিটি চরিত্র স্ব স্ব চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে একে অন্য থেকে স্বতন্ত্র। প্রকৃতির কবি কালিদাস সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা এ গ্রন্থেই সন্নিবিষ্ট রয়েছে। পুনরুক্তিদোষ পরিহারের জন্য পুনরায় আলোচনা থেকে বিরত থাকা হল ।

মহাকবি কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে আমরা ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। তবে বৈচিত্র্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বা ছন্দচাতুর্যের প্রয়োজনে তিনি বিবিধছন্দ প্রয়োগ করেননি। বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মহাকবি বিশেষ বিশেষ ছন্দ নির্বাচন করেছেন বলে মনে হয়। যেমন, "মেঘদূত" গীতিকাব্যে "মন্দাক্রান্তা" ছন্দের পরিবর্তে অন্য কোন ছন্দ বিরহতাপিত যক্ষের মুখে শোভন ও শ্রুতিসুখকর হ'ত কিনা তা' বিচার্য ॥

(৮) কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা প্রসঙ্গে ॥

মহাকবি কালিদাস তাঁর শ্রব্যকাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে যেমন মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেননি, তেমনি দৃশ্যকাব্য বা রূপকের কাহিনীবৃত্ত নির্বাচনেও একেবারে গতানুগতিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যেমন মহাকবি তাঁর 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের উপজীব্য গ্রহণ করেছেন মহর্ষি ব্যাসদেব কৃত মহাভারতের আদিপর্বস্থিত দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনী থেকে । উক্ত কাহিনীর জীর্ণ কংকালটি কেবল গ্রহণ করে তাতে আপন প্রতিভা বলে রক্তমাংস, মেদমজ্জা এবং সর্বোপরি প্রাণ সংযোগে তিনি এমন একটি সার্থক নাটক নির্মাণ করলেন, যা' সমগ্র বিশ্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ধন্য।

মহাকবি সার্থক চরিত্রসৃষ্টি এবং নাট্যবৃত্তের মসৃণ অগ্রগতি ও অভিপ্রেত পরিণতি লাভের উদ্দেশ্যে মহাভারতের কাহিনীতে যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাধন এবং অভিনব ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ করেছেন, তাতেই তাঁর নাট্য প্রতিভার পরিচয় মেলে। "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটক থেকে এখানে তার কিছু কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন,—

(১) 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন সংযোজন হ'ল ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ। মহাভারতের কাহিনীতে দুর্বাসার অভিশাপের কোন কথাই নেই। মহাভারতের দুষ্যন্ত মহর্ষি কণ্বের তপোবনে সকলের অগোচরে গান্ধর্বমতে শকুন্তলাকে বিবাহ করে পরে আত্ম-অবমাননার ভয়ে, কুমারসহ রাজসভায় আগতা

শকুন্তলাকে নানা ছল চাতুরীর সাহায্যে প্রত্যাখ্যান করলেন। এ আচরণ নিঃসন্দেহে ধীরোদাত্ত গুণান্বিত নায়কের যোগ্য নয়। মহাকবি বিশেষ দক্ষতাব সঙ্গে দুষ্যন্ত চরিত্রে সামঞ্জস্য দান করার প্রয়োজনেই ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের অবতারণা করেছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী মশায় যথার্থই বলেছেন,—"দুষ্যন্তকে কাপুরুষতার দায় থেকে বাঁচাইবার জন্য শাপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাপে রাজার চরিত্রটি খুব খুলিয়াছে।" (দুর্বাসার শাপ)

(২) নায়ক দুষ্যন্তকে মঞ্চে নায়িকা শকুন্তলার সমক্ষে উপস্থিত করতে মহাকবি যে নাটকীয় কৌশল অবলম্বন করেছেন তা' এক কথায় অনবদ্য, এবং তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সাবলীল রূপ পেয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ধরে রাজা নিজেকে বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রেখে দুই সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার সঙ্গে বৃক্ষের আলবালে জলসেচনরতা শকুন্তলার অসামান্য রূপলাবণ্য উপভোগ করছিলেন, কিন্তু নায়িকাসম্মুখে নিজেকে উপস্থিত করবার কোন সুযোগ পাচ্ছিলেন না। এমন সময় হঠাৎ কোন এক ভ্রমর শকুন্তলাকে আক্রমণ করলে, শকুন্তলা বারংবার বাধা দিয়েও তাকে নিরস্ত করতে না পেরে সখীদের পরামর্শে দেশের রাজা দুষ্যন্তের সাহায্য প্রার্থনা করল। এইটি সুবর্ণ সুযোগ বিবেচনা করে রাজা সহসা আশ্রমবালাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়ে বলেন যে, পুরুরাজ কর্তৃক তিনি আশ্রমে যজ্ঞকর্মাদি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা' দেখতে এসেছেন। দেখা গেল যে, যে অপূর্ব কৌশলে মহাকবি নাটকের নায়ক-নায়িকার প্রথম সম্মেলন ঘটিয়ে নাটকের বীজ বপন করলেন, সেরূপ রমণীয় অবস্থা এবং ঘটনার সৃষ্টি নাট্যসাহিত্যে কেবল বিরল নয়, দুর্লভও বটে।

(৩) প্রথম অংকের অন্তিমে শকুন্তলার সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সঙ্গে যখন রাজা শকুন্তলার বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন ছিলেন, তখন সহসা আশ্রমে বন্যগজের উৎপাত সম্পর্কে তাপসদের মুখে সতর্কবাণী শুনে রাজা আশ্রমবালাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে থাকলে, শকুন্তলা বলে উঠল,—'সখি, দাঁড়াও কুশাগ্রে আমার চরণ বিদ্ধ হয়েছে, কুরবক শাখায় আমার বল্কলবসন লগ্ন হয়েছে, একটু অপেক্ষা কর আমি তা' মুক্ত করে নিই' । এইটি চাতুরী, স্বভাবসরল শকুন্তলা আজ ছলনা শিখেছে, চরণক্ষত হয়েছে, বা বসন বৃক্ষশাখায় লগ্ন হয়েছে,—এরূপ ভাণ করে দয়িতকে ফিরে দেখা,—এইটি একটি অপূর্ব নাট্যকৌশল, যদিও বহুল প্রচলিত।

(৪) নাটকের প্রথম অংকের শেষে কণ্বাশ্রমের বেতসকুঞ্জে দীর্ঘক্ষণ ধরে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয়ব্যাপার চলে। ইতিমধ্যে প্রথম দর্শনেই নায়ক এবং নায়িকার মধ্যে পূর্বরাগের পালা সমাপ্ত হয়েছে, উভয়ের হৃদয়ে অনুরাগের বীজ অংকুরিত হয়েছে। এখন নায়ক-নায়িকার মধ্যে অনুরাগাকাঙ্ক্ষা প্রগাঢ় করে তোলার উদ্দেশ্যে, উভয়কে

উভয়ের প্রতি উন্মুখ করে তোলার জন্য উভয়ের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ অপরিহার্য। রসশাস্ত্র-অনুসারেও বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিরহ ব্যতিরেকে সম্ভোগ কখনো পুষ্টি লাভ করতে পারেনা।—"**বিনা বিপ্রলম্ভং সম্ভোগো ন পুষ্টিমশ্নুতে।**" সে উদ্দেশ্যে মহাকবি এখানে আশ্রমে "বন্যগজের উৎপাত" বৃত্তান্তটির অবতারণা করেছেন। আশ্রমবাসী তাপসদের মুখে সতর্কবাণী শুনে নায়ক-নায়িকার মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ সংঘটিত হল।

(৫) কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব-শারদ্বত এবং গৌতমী সমভিব্যাহারে শকুন্তলা যখন রাজসভায় এসে দাঁড়াল, শাপাচ্ছিন্ন রাজা দুষ্যন্ত তাকে চিনতে পারলেন না। মহাকবি রাজাকে কেবল শাপগ্রস্ত করে ক্ষান্ত হননি। কণ্বাশ্রমে রাজা ও আশ্রমবালা শকুন্তলার গান্ধর্বপরিণয়ের যারা চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল, সেই অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদাকে মহাকবি রাজসভা থেকে দূরে রেখেছেন। তদুপরি, মহাকবি তাঁর মানসকন্যাকে রাজসভায় এনেছেন ছদ্মবেশে রূপান্তরিত করে। যে সৌন্দর্যে রাজা বিমুগ্ধ হয়েছিলেন, যে "**মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী**"—তপোবনবালা তাঁর মনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে সে অকৃত্রিম সৌন্দর্য কণ্বাশ্রমের বনদেবতাগণ কর্তৃক প্রদত্ত বসনভূষণের আড়ম্বরে পরিবর্তিত করে তাঁর সুপ্তস্মৃতি জাগরণের সুদূর সম্ভাবনা পর্যন্ত কালিদাস কৌশলে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। শকুন্তলার রূপান্তর শাপগ্রস্ত রাজার স্মৃতিবিভ্রমের বাহ্য সহায় হয়েছে। সুনিপুণ নাট্যশিল্পীরূপে মহাকবির উল্লিখিত নাট্যকৌশল তাঁর নাট্যপ্রতিভার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তা' কোন্ নাট্যরসিক অস্বীকার করবে?

(৬) দুষ্যন্তকর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে মহাকবি কালিদাস মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে ফিরিয়ে নেননি, তাকে তিনি ভগবান্ মারীচের আশ্রমের নীরব, নিস্তব্ধ পরিবেশে উপস্থিত করেছেন। ব্যাপারটি আপাতঃদৃষ্টিতে খুব সামান্য মনে হলেও এর তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন,—"কবি নীরব থাকিয়া শকুন্তলার চারদিকের নীরবতা ও শূন্যতা আমাদের চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন। কবি যদি শকুন্তলাকে কণ্বাশ্রমের মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া এইরূপ চুপ করিয়াও থাকিতেন, তবু সেই আশ্রম কথা কহিত। সেখানকার তরুলতার ক্রন্দন, সখীজনের বিলাপ আপনি আমাদের অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইতে থাকিত। এই ধ্যানমগ্ন দুঃখের সম্মুখে কবি একাকী দাঁড়াইয়া আপন ওষ্ঠাধরের উপর তর্জ্জনী স্থাপন করিয়াছেন, এবং সেই নিষেধের সংকেতে সমস্ত প্রশ্নকে নীরব ও সমস্ত বিশ্বকে দূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।" (প্রাচীন সাহিত্য)। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এখানেই কালিদাসের কবিত্ব ও নাট্যপ্রতিভা সাফল্যের তুঙ্গ স্পর্শ করেছে।

(৭) মহর্ষি কণ্বের আশ্রম থেকে রাজধানী হস্তিনাপুরে ফিরে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার কোন খোঁজ নিচ্ছেন না। এ উপলক্ষে. বিলাপ. পরিতাপের কথা অনেক হতে

পারত, তথাপি শকুন্তলার মুখে মহাকবি একটি কথাও দেননি। তবে ঋষি দুর্বাসার প্রতি আতিথ্যে অনবধান লক্ষ্য করে আমরা শকুন্তলার অবস্থা যথাসম্ভব কল্পনা করতে পারি। আবার, প্রত্যাখ্যান দৃশ্যে ভয়, লজ্জা, অভিমান, অনুনয়, ভর্ৎসনা, বিলাপ সমস্তই আছে অথচ কত অল্পের মধ্যে। এ প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী নীরবতা কী ব্যাপক, কী গভীর। কণ্ব নীরব, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা নীরব, মালিনীতীর, তপোবন নীরব, সর্বাপেক্ষা নীরব শকুন্তলা। এ সব ক্ষেত্রে যে মহাকবির নাট্যপ্রতিভা বিশেষরূপে প্রকটিত হয়েছে তা' অস্বীকার করা যায় না। ('অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক অবলম্বনে)

(৯) কালিদাসের রচনায় "শিশুজগৎ" ॥

মহাকবির অংকিত নায়ক-নায়িকা এবং অপরাপর চরিত্রের মত শিশুর চরিত্রও হৃদয়গ্রাহী এবং অনিন্দ্যসুন্দর। যদিও কবির ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস রহস্যাবৃত তথাপি তাঁর রচনা পাঠ করে মনে হয়, বিবাহিত জীবন এবং শিশুচরিত্র রূপায়ণে তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করেছেন নানাভাবে। শিশুকে তিনি নিজের আন্তরিক অপত্যস্নেহে অভিষিক্ত করে চিত্রিত করেছেন, এবং স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়ের মত কবির হৃদয়ও শিশুর গাত্রস্পর্শে অশেষ আনন্দ অনুভব করেছে।

মহাকবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, দাম্পত্যপ্রণয় কখনো সার্থক ও পরার্থপর হতে পারে না, যদি তা' সন্তানরূপ আশীর্বাদে ধন্য না হয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উল্লেখ্যযোগ্য । বিশ্বকবি বলেছেন, **"নর নারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তা' বন্ধ্যা হয়, যদি তা' আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে, কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা অতিথি প্রতিবেশীর বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।"**

মাতৃত্বই নারী জীবনের সার্থকতার চরম লক্ষণ,—এ অভিমত পোষণ করতেন মহাকবি। এর উপর ভিত্তি করে মহাকবি তাঁর নাটক ও কাব্যের নায়ক-নায়িকার প্রণয়কে সন্তানের জন্মের দ্বারা সার্থক করে তুলেছেন। তাই আমরাও পেয়েছি মহাকবির লেখনীপ্রসূত **সর্বদমন, আয়ুস্, রঘু ও কুমার প্রভৃতি শিশু চরিত্র।** প্রতিটি শিশুচরিত্র চিত্রণে মহাকবি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি চরিত্রে অল্পবিস্তর **শিশুসুলভ চপলতা, নির্ভয়তা, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, অনুকরণপ্রিয়তা ও তন্ময়তা প্রকটিত হয়েছে।**

"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের সপ্তম অংকে ভগবান্ মারীচের আশ্রমে দুই তাপসীর সঙ্গে শিশু সর্বদমন প্রবেশ করেছে। নেপথ্যে শোনা যাচ্ছে সর্বদমনের প্রতি

সতর্কবাণী,—"**মা কৃখু চাবলং করেহি**" (**মা খলু চাপলং কুরু**)। "**কহং গদো জ্জেব অত্তনো পকিদিং**" (**কথং গতঃ এব আত্মনঃ প্রকৃতিম্**)। এ শিশু চঞ্চল, জেদীও বটে। মারীচাশ্রমের শুচিশুভ্র, শান্ত সমাহিত পরিবেশে মনে হবে এ শিশু একেবারে বেমানান। কিন্তু শিশুর পক্ষে এ আচরণ নিতান্তই স্বাভাবিক। সৌন্দর্যের পূজারী মহাকবি কালিদাসের পক্ষে, শৈশবের ধর্মকে উপেক্ষা করে শিশু সর্বদমনকে হঠাৎ ঋষিতুল্য কঠোর নিয়মানুগত করে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যা' সুন্দর, যা' স্বাভাবিক, ং। মনোহারী, তাকেই রূপায়িত করলেন তিনি।

পরিবেশ অনুকূল হোক্ বা প্রতিকূলই হোক্, শিশু শিশুই। মহাকবি কালিদাস স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করতে পারেননি। রাজা বিস্মিত হয়েছিলেন চঞ্চল, দুরন্ত সর্বদমনকে দেখে, আকৃষ্ট হয়েছিলেন সে শিশুর প্রতি। মানবশিশু সিংহশিশুর কেসর ধরে আকর্ষণ করছে সজোরে, তার দাঁত গুণতে চাইছে। এমন আচরণ, এমন ভঙ্গী নিশ্চয়ই অবাক্ করে, কিন্তু শিশুর পক্ষে এমন আপাতঃ অবিশ্বাস্য কাজে নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়া আশ্চর্যের নয়। কেননা, তখনো শিশুটির মধ্যে গড়ে ওঠেনি ভেদবুদ্ধি, বুঝতে শেখেনি সে রীতিনীতি, তার প্রকৃতিতেও যে ভয়হীনতা বিশেষরূপে বিদ্যমান,—তা'ও অস্বীকার করা যায় না।

যখন শিশু সর্বদমনকে বলা হল, "**এষা খলু কেসরিণী ত্বাং লঙ্ঘয়িষ্যতি যদি তস্যাঃ পুত্রকং ন মুঞ্চসি**"—অর্থাৎ যদি তুমি সিংহীশাবককে ছেড়ে না দাও তাহলে সে তোমায় আক্রমণ করবে, তখন সে স্মিত হাসি হেসে বলল, "অম্মহে বলিঅং ক্‌খু ভীদো মহি", অর্থাৎ আমি খুব ভয় পেয়েছি। অশান্ত শিশুর চাঞ্চল্যদর্শনে, শিশুমুখনিঃসৃত প্রবীণসুলভ বাক্যশ্রবণে রাজা দুষ্যন্ত আনন্দিত হন, সহৃদয় পাঠক এবং সামাজিকও অনাস্বাদিত অনুভূ   লাভ করেন। শিশুর স্বর্গীয় আনন্দময় আবির্ভাব সহজেই পাঠক ও সামাজিককে নিয়ে যায় পরমানন্দের সুখসাগরতীরে।

ভয়লেশহীন শিশু সর্বদমনের মধ্যে রয়েছে মায়ের জন্য অসীম আকুলতা, এবং এ আকুলতাই জানিয়ে দেয় যে. চিরদিনের চেনাজানা শিশুদের থেকে সে পৃথক নয়। মায়ের নামের আভাসমাত্র পেয়েই ('**শকুন্তলাবণ্যং প্রেক্ষস্ব**') শিশু সর্বদমনের প্রশ্ন,—"**কহিং বা মে অজ্জু**"?—অর্থাৎ কোথায় আমার মা। শিশুর সবকিছু তার মাকে ঘিরে। সর্বদমনও এর ব্যতিক্রম নয়। শিশুরকৌতূহলও অশেষ. অচেনা মানুষকে চিনে নিতে চায় সে, বুঝে নিতে চায় কেন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ এমন আপন হয়ে ওঠে। তাই শিশু সর্বদমনের বিস্ময়মিশ্রিত জিজ্ঞাসা,—"অজ্জুত্র, কো এসো? (মাতঃ, ক এসঃ?)

শিশু সর্বদমনের মধুরভাবভঙ্গী আকৃষ্ট করেছে রাজা দুষ্যন্তকে। তাঁর অন্তরে সঞ্চার করে দিয়েছে স্নেহরস। এ নিয়ে চলেছেন তিনি চাওয়া-পাওয়ার হৃদয়দোলায় আন্দোলিত

হয়ে। যদিও তিনি বাহুকে বলেছেন,—"মনোরথায় নাশংসে বাহো স্পন্দসে বৃথা", অর্থাৎ বাহু, তুমি বৃথাই স্পন্দিত হচ্ছ, কেননা, আমি অভিলাষপূরণের কোন আশা করিনা, তবু শিশুকে দেখে রাজার মনে আশা জাগ্‌ছে না, এমন নয়, "স্পৃহয়সি খলু দুর্ললিতায়াস্মৈ" অর্থাৎ এ দুরন্ত বালককে কাছে পেতে আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে। "দুরন্ত এ শিশুটিরে বড় ভাল লাগে / বিগলিত হিয়া মম স্নেহ অনুরাগে / ঈষৎ লক্ষিত দন্ত মুকুলের মত / অকারণে শিশু যবে হাসে অবিরত / অব্যক্ত অস্পষ্ট কিবা আধো আধো বাণী / ইচ্ছা হয় শিশুটিরে কোলে তুলে আনি / ধন্যপিতামাতা যত্নে বুকে লয় তুলি / বসন মলিন করে শিশু অঙ্গ ধূলি /" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

দুষ্যন্তের এই যে হৃদয়ের পরিবর্তন, এই যে নিত্যকালের স্নেহদানের জন্য অসীম বাসনা,—সবকিছু জাগিয়ে দেওয়ার জন্য শিশুর রমণীয় আহ্লাদজনক আচরণের প্রয়োজন ছিল।

শিশু সর্বদমনের ক্রীড়নকের জন্য তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ, "শকুন্তলাবণ্য" শুনেই জননী শকুন্তলার কথা স্মরণে আনা, শিশুসুলভ প্রশ্নে মায়ের কাছে দুষ্যন্তের পরিচয় জানতে চাওয়া, এই সব শিশুসুলভ হাসিখেলা শুধুই কি মন ভরানোর প্রয়াস? না নাটককে প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌছে দেবার জন্য একান্ত আবশ্যক? শিশু সর্বদমনেব কথা, কাজ, ভাব, ভঙ্গিমা,—শুধুই নয়নলোভন মনোহরণ চিত্রসৃষ্টির জন্য নয়, নাটকের সার্থকতার জন্য অপরিহার্য।

(১০) মহাকবির দৃষ্টিতে—"তপোবন" ॥

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষাদীক্ষা যে কটি উপাদানে সৃষ্ট তপোবন তাদের মধ্যে অন্যতম। যে তপোবনের শুচিশুভ্র পবিবেশেব মধ্যে একদিন ঋষিদেব উদাত্তকণ্ঠে বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল, যে তপোবন একদিন আসমুদ্র হিমাচলবিস্তৃত ভারতবর্ষে সভ্যতার আলোক বিকিরণ করেছিল, যে তপোবন একদিন ধর্ম ও দর্শনেব কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল, সুদূর অতীতের সেই তপোবনের প্রতি প্রাচীন ভারতীয় কবিগণ অনাবিল শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন, তাতে আর বিচিত্র কি।

প্রাচীন ভারতীয় কবিদের মধ্যে মহাকবি কালিদাসের তপোবনেব গৌরবোজ্জ্বল বর্ণনা সহৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি যতটুকু আকর্ষণ করে, অন্যান্য কবিদের তপোবনচিত্র ততটুকু নয়। রাজসভার কবি হয়েও কালিদাস তপোবনকে যেরূপ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন, অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন, সেরূপ আর কোন কবিই করেননি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহাকবি কালিদাসের সমস্ত কাব্য এবং নাটকের পটভূমিই তপোবন।

'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যে গৌরীগুরু হিমালয়ের তপোবনই ঘটনাস্থল। "মেঘদূত" গীতিকাব্যে প্রিয়াগতপ্রাণ যক্ষ নির্বাসিত হলেন অলকাপুরীর এক আশ্রম থেকে রামগিরির আশ্রমান্তরে। 'বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্' ত্রোটকে মহাকবি যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন একটা উপলক্ষে নায়ক পুরুরবাকে বনে আনতে পেরেছেন ততক্ষণ তাঁর মনে শান্তি নেই। 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যেও রয়েছে ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের তপোবনবর্ণনা।

মহাকবি রচিত বিশ্ববিশ্রুত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকেব সূচনা মহর্ষি কণ্বের মালিনীনদীতীরবর্তী তপোবনেব পটভূমিকায়, আব পবিসমাপ্তি ভগবান্ মাবীচের তপোবনের শান্ত-সংযত পরিবেশে। নাটকের কাহিনীবৃত্তে তপোবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ বিবেচনা কবে বিশ্বকবি মন্তব্য কবেছেন,—"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোন নাটকেব ভিতবে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যাক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধকবি, সংস্কৃতসাহিত্য ছাড়া আব কোথাও দেখা যায নাই।" (প্রাচীন সাহিত্য)।

প্রতিটি নাটক এবং প্রতিটি কাব্যবর্ণিত ঘটনাব ও বিষয়বস্তুব সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা কবে যথোপযুক্ত তপোবনের পরিবেশ বচনায় মহাকবি অদ্ভুত কৃতিত্বের পবিচয় দিয়েছেন। অপূর্বশিল্পকুশলী কালিদাস বিভিন্নচবিত্রেব বিচিত্রভাব ও চিন্তাধাবার সঙ্গে তপোবন প্রকৃতিব বিচিত্রভাব প্রকাশের নিবিড ভাবগত ঐক্যেব সৃষ্টি কবে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কেব নিগূঢ ইঙ্গিত দিযেছেন। কোন কোন বচনায কেবল তপোবনের শান্তসমাহিত পবিবেষ্টনী বচনা কবে কবি ক্ষান্ত হযেছেন, আবাব কোন কোন রচনায তপোবন প্রকৃতি এবং তপোবনবাসীব পাবস্পবিক প্রীতি, সহানুভূতি, ও সমবেদনাব মধুব সম্বন্ধ স্থাপন কবে সংবেদনশীল কবিচিত্তেব বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীব পরিচয় দিযেছেন।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে তপোবন দুটি,—একটি মহর্ষি কণ্বেব অপরটি ঋষিগুরু ভগবান্ মারীচেব। এ নাটকে বর্ণিত ঘটনা ও বিষযবস্তুব সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা কবে কবি দুটি পৃথক তপোবনচিত্র অংকন কবেছেন। কণ্বেব তপোবনেব স্থান মর্ত্যে, লোকালযেব নিকটবর্তী, নাগবিক কোলাহলে অশান্ত। আব মাবীচেব তপোবন স্বর্গ ও মর্ত্যের অন্তরালে নাগরিককোলাহলরিক্ত হেমকূট পর্বতেব শীর্ষদেশে। কণ্বের তপোবনের অধিবাসিগণ ঋষি হয়েও মানুষ আর মারীচের তপোবনেব অধিবাসীরা ঋষি হয়েও দেবতা। কণ্বের তপোবনের মনোবম প্রাকৃতিক পবিবেশে দেহের আকর্ষণ প্রবল, আর মাবীচের তপোবনের শান্ত, সংযত ও সমাহিত পরিবেশে হৃদয়ের আকর্ষণই বড়। কণ্বের তপোবনের নাযক-নায়িকা দৈহিক রূপের মোহে উন্নত, আব মাবীচেব তপোবনে তারা অন্তরের সৌন্দর্যে তৃপ্ত ও সমাহিত।

. মহর্ষি কণ্বের তপোবনের অঙ্গনভূমির বর্ণনা মহাকবির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির গুণে নিখুঁত ও বাস্তব হয়ে উঠেছে। যেমন,

"নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ,
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দ রেখাংকিতাঃ।।"

অর্থাৎ পারাবত অধ্যুষিত বৃক্ষকোটর থেকে নীবার ধান্য পতিত হয়ে তলদেশ আকীর্ণ করেছে। কোন কোন স্থানে তৈলাক্ত মসৃণ প্রস্তরখণ্ড ইঙ্গুদীফলভেদকরূপে সূচিত হচ্ছে। মানুষের প্রতি বিশ্বাসবশতঃ তপোবনের মৃগগুলি রথের শব্দ শুনেও পলায়ন করছে না, আর সিক্ত বল্কলবসন থেকে নিঃসৃত জলধারা তোয়াধারের পথ নির্দেশ করছে। এ আশ্রমে কর্তব্যকর্মে শৈথিল্য দেখা দিলে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়। দুষ্যন্তগতহৃদয়া শকুন্তলার আতিথ্যধর্ম পালনে গুরুতর ত্রুটি হয়েছিল বলে ঋষি দুর্বাসার অভিশাপে শকুন্তলা অভিশপ্তা হয়েছিলেন। এখানে দুর্বাসার অভিশাপ উপলক্ষ্য মাত্র, মহাকবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, "যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে। সেজন্যই সেই প্রেম অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভার হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে সে আপনাকে আপনি বহন করিয়া উঠিতে পারে না।" (রবীন্দ্রনাথ) আত্মকেন্দ্রিক এ মোহকে বিরহের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে না পারিলে, তাহা পরিণামে শুভফলদায়ক হতে পারেনা। তাই কবি দুষ্যন্তপরিত্যক্তা শকুন্তলাকে তপস্যার অনুকূল পরিবেশমণ্ডিত মহর্ষি মারীচের আশ্রমে নিয়ে গেলেন।

মহর্ষি মারীচের তপোবনে হিংসা, দ্বেষ, মোহ, আবেগ, বা চিত্তচাঞ্চল্যের স্থান নেই। হিংস্রপ্রাণীদের সঙ্গে এখানকার অধিবাসীদের এমনি সম্প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে যে, এ তপোবনের মানবশিশুও সিংহশাবকের সঙ্গে নির্ভয়ে ক্রীড়া করে। এখানকার তপশ্চর্যা বড়ই কঠিন, বড়ই আয়াসসাধ্য। তপস্যারত জনৈক ঋষির বর্ণনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, বৃক্ষকাণ্ডের মত নিশ্চল ঋষি উর্দ্ধমুখে সূর্যবিম্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গভীর তপস্যায় রত। দেহ তাঁর বল্মীকে অর্ধেক আচ্ছন্ন, এবং বক্ষোদেশ নির্মোকের দ্বারা বিজড়িত। স্কন্ধপর্যন্ত লম্বমান জটাজাল পক্ষিগণের নীড়ের দ্বারা আকীর্ণ।

আরো আশ্চর্যজনক এ আশ্রমের ঋষিদের সংযম-সাধন। এক একটি যেন সং যমের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। মর্ত্যের ঋষিগণ তপস্যার মাধ্যমে যা' লাভ করতে ইচ্ছা করেন, এ তপোবনের ঋষিগণ তা' অনায়াসে উপেক্ষা করেন। কবি বলেন যে, কল্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ

এ তপোবনে কেবলমাত্র বায়ুসেবন করে ঋষিগণ জীবনধারণ করেন। সুবর্ণপদ্মের রেণু মিশ্রিত পিঙ্গলবর্ণজলের দ্বারা তাঁরা অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। রত্নখচিত শিলাখণ্ডে উপবেশন করে তাঁরা ধ্যান করেন, এবং রূপসী অপ্সরাদের সান্নিধ্যেই তাঁরা সংযম সাধন করেন। চিত্তবিকারের সকল উপকরণে পরিপূর্ণ এ তপোবনে ঋষিদের চিত্ত নিয়ত অনুদ্বিগ্নও অবিচলিত থাকে। মহাকবি কালিদাস বিরহে শোকে অনুতপ্ত, তপস্যার অনলে পরিশুদ্ধচিত্ত রাজর্ষি দুষ্যন্ত ও তপোবনবালা শকুন্তলার মধ্যে পুনর্মিলন ভগবান্ মারীচের তপোবনের এই পবিত্র সংযত পরিবেশের মধ্যে সংঘটন করিয়ে ঘটনা, চরিত্র এবং তপোবনপ্রকৃতির মধ্যে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন।

বর্ণাশ্রম ধর্মে গভীর শ্রদ্ধাশীল মহাকবি কালিদাসের দিলীপ, রঘু, দুষ্যন্ত প্রভৃতি নৃপতিগণ একদিন প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করেন, এবং যথাসময়ে তাঁরা ভোগৈশ্বর্য পরিত্যাগ করে শান্ততৃপ্তমনে তপোবনে প্রবেশ করেন। বাস্তবিকপক্ষে নগর আর তপোবনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, নগরেরই পরিণাম তপোবন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাচীন সাহিত্যে এ বিষয়ের উল্লেখ করে বলেছেন,— "**একদিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন, এই দুইই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব।** সংসার মধ্যে ভারতবর্ষ বহুলোকের সহিত বহু সম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না,— তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব নাই,— দুইয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ, আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে।"

কালিদাসের প্রায় সকল কাব্যনাটকে তপোবনের কথা থাকলেও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকেই যে এর চূড়ান্ত প্রকাশ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ নাটকে তপোবন দু'টি, এবং সে দু'টি তপোবন শকুন্তলার সুখ দুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। এ দু'টি তপোবনেব একটি পৃথিবীতে, এবং স্বর্গলোকের সীমায় অপরটি। শকুন্তলার জন্য এ দুই ভিন্ন তপোবন সৃষ্টি করে মহাকবি যে অসামান্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ অনুপমভাষায় সেই কবিত্ব, কল্পনাশক্তি ও সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ করে বলেছেন, —"কণ্বাশ্রম হইতে যাত্রাকালে তপোবনের সহিত শকুন্তলার কেবল বাহ্যবিচ্ছেদমাত্র ঘটিয়াছিল, দুষ্যন্তভবন হইতে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল,—সে শকুন্তলা আর রহিল না, এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে তাহার পুরাতন সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিলে অসামঞ্জস্য উৎকট নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হইত। এখন এই দুঃখিনীর জন্য তাহার মহৎ দুঃখের উপযোগী বিরলতা আবশ্যক। সখীবিহীন নূতন তপোবনে কালিদাস শকুন্তলার বিরহ দুঃখের প্রত্যক্ষ অবতারণা করেন নাই। কবি নীরব থাকিয়া শকুন্তলার চারিদিকের নীরবতা ও শূন্যতা আমাদের চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন।" (প্রাচীনসাহিত্য। ৪৩)।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে তপোবনের উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য। নাটকের নায়িকা শকুন্তলা, তপোবনের সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম হয়ে গেছে যে, তপোবনের বাইরে তার স্বাভাবিকতা ও স্বাচ্ছন্দ্য অনেকখানিই নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে চেনাই দুরূহ হয়ে পড়ে। শকুন্তলার এই তপোবন সাপেক্ষতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের বৃহত্তর জীবনবোধের পরিচয় পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"কালিদাস তাঁহার নাটকে যে, বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই, তাহাকে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছেন,......লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ। "(প্রাচীন সাহিত্য।৩৩)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রোজ্জ্বল সুন্দর কবিমনের স্পর্শে মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলার বর্ণিত তপোবনের রূপ আরো সজীব ও সুন্দর হয়ে উঠেছে ।

(১১) কালিদাসের নাটকে "হাস্যরস" ॥

মহাকবি কালিদাস প্রণীত নাটকে হাস্যরসের অবতারণা এবং এ বিষয়ে কবির সাফল্য বিচারের পূর্বে হাস্যরসের স্বরূপ ও সংস্কৃত নাটকে এর সৃজনকৌশল সম্পর্কে ভাব দু'একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা জানি মানুষের মনে ইমোশান বা ভাবঅনন্ত। এই ভাবরূপ বহু চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে ভাব মনে বহুলরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে আলংকারিকেরা বলেন স্থায়ীভাব। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রতি, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ প্রভৃতি ন'টি স্থায়ীভাবের উল্লেখ আছে। 'হাস' এ ন'টির অন্যতম। **বিকৃত আকার, অদ্ভুত কার্য, অস্বাভাবিক বেশভূষা দর্শনে এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্য শ্রবণে** মানুষের মনে যে প্রসন্নতা সমন্বিত অবস্থার উদ্ভব হয় তাকে **'হাস'** বলে। এই হাসই আবার অঙ্গবৈকল্য, অদ্ভুত বাক্য, আশ্চর্যজনক সাজসজ্জা প্রভৃতি বিভাব (স্থায়ী ভাবের উদ্বোধক)। চক্ষুসংকোচন, বদনস্মেরতা, প্রভৃতি অনুভাব (যে সমস্ত স্বাভাবিক বিকার ও উপায়ে তা' বাইরে প্রকাশ হয়), এবং নিদ্রা, আলস্য প্রভৃতি ব্যভিচারি বা সঞ্চারিভাবের (এ ভাব মনে স্বতন্ত্র থাকে না, কোন না কোন স্থায়ীভাবের সম্পর্কেই যাতায়াত করে) সহযোগে হাস্যরসে পরিণত হয়।

ইংরেজী সাহিত্যে হাস্যরস বোঝাবার জন্য humour, fun, wit, satir/ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ সকল শব্দে হাস্যরসের প্রকারভেদ পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃত নাটকে প্রধানতঃ 'Wit' বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যজনিত হাস্যরসের অবতারণাই পবিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই 'Wit' বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য থেকে উৎপন্ন হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য হল যে, এইটি অতর্কিতে পাঠক বা শ্রোতার মনকে ধাঁধিঁয়ে তোলে, এবং এর স্রষ্টা স্বয়ং হাসেন না, পরকে হাসান। সংস্কৃত নাটকে হাস্যরস পবিবেশন করা হয় সাধারণতঃ **নায়কসখা**

বিদূষক বা বয়স্যের উক্তির মাধ্যমে। আলংকারিকেরা বিদূষকের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা' থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, অঙ্গবৈকল্য, অদ্ভুত কার্যকলাপ, বিচিত্র সাজসজ্জা এবং আশ্চর্যজনক বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রভৃতির সাহায্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করাই মুখ্যতঃ বিদূষক বা বয়স্যের কাজ।

মহাকবি কালিদাস তৎপ্রণীত 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্', 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' ও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'—নাটকত্রয়ে চিত্রিত বিদূষক চরিত্রের মাধ্যমে হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। মহাকবি যে কেবল জীবনের প্রধান ও গভীর সমস্যাকে উপযুক্ত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে তাঁর নাটকে রূপদান করেছেন তা' নয়, জীবনের লঘুহাস্যপরিহাসচঞ্চল দিকটাকেও তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। গভীররস ও ভাব তাঁর প্রধান উপজীব্য হলেও চিন্তাভারাক্রান্ত সহৃদয় পাঠক ও সামাজিকবৃন্দের হৃদয়ে হাস্যরসের উদ্রেক করে তাদের মুখে সাময়িক হাস্যের অনাবিল দীপ্তি ফুটিয়ে তুলতে মহাকবি প্রয়াস পেয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত নাটকত্রয়ের বিদূষকচরিত্রের মধ্য দিয়ে মহাকবির নাট্যপ্রতিভা যে সম্যক্ পরিণতি লাভ করেছে তারও একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মহাকবির লেখনীপ্রসূত প্রথম নাটক "মালবিকাগ্নিমিত্রম্"-এ বিদূষকের হাস্যরস পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়কে তত আকর্ষণ করেনা, যত করে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা। একটি সাধারণ চরিত্র বিদূষককে আশাতীত প্রাধান্য দিয়ে প্রায় প্রত্যেক অংকেই তার অবতারণা করা হয়েছে। সার্থক নাটকীয় পরিণতির জন্য তার সৃষ্টি অপরিহার্য বলে মনে হলেও, তাঁর মধ্য দিয়ে হাস্যরস পরিবেশন নিতান্ত গৌণ বলে প্রতীয়মান হয়।

মহাকবি স্বয়ং এ ত্রুটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই, তৎপ্রণীত দ্বিতীয় দৃশ্যকাব্য "বিক্রমোর্বশীয়ম্"-এ বিদূষক চরিত্রের প্রাধান্য অনেকাংশে খর্ব করেছিলেন। জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ ভোজ্যদ্রব্যের উল্লেখ করে হাস্যরসের সৃষ্টি করা বিদূষক চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ নাটকে অনুপযুক্ত অবসরে ভোজ্যদ্রব্যের উল্লেখ করে একাধিকবার হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন, "নিমন্ত্রণিকঃ পরমান্নেনেব রাজরহস্যেন স্ফুটন্ ন শক্নোমি আকীর্ণ আত্মনো জিহ্বাং রক্ষিতুম্"—অর্থাৎ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ যেমন পরমান্ন দর্শনে স্বীয় জিহ্বা সংযত রাখতে পারেনা, তদ্রূপ আমিও রাজরহস্যের দ্বারা আকুলিত হয়ে আপন জিহ্বাকে শাসনে রাখতে অক্ষম। অন্যত্র চন্দ্রকে মোদকের সঙ্গে তুলনা করে বিদূষক বললেন,—"খণ্ডমোদকসশ্রীক ইব উদিতো রাজা ঔষধীনাম্" অর্থাৎ ঔষধিপতি চন্দ্র মোদকখণ্ডের সৌন্দর্যে বিমণ্ডিত হয়ে উদিত হয়েছে। বিদূষক আরো বলেন, আমি যেমন দৈহিক গঠনে অদ্বিতীয়, উর্বশীও কি আমার মত সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়? বস্তুতঃ, বিদূষকের রূপ যে বানরের মত তা' চেটীর

উক্তি থেকে জানা যায়,—"এষ খলু আলিখিতো বানর ইব"। বিদূষক আরো বলেন যে, স্বর্গও তার কাম্য নয়, কারণ সেখানে পানাহারের সুযোগ নেই, কেবল অপলকদৃষ্টিতে অপ্সরাদের রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করে করে মৎস্যত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্বোক্ত নাটক থেকে এ নাটকের বিদূষকচরিত্রের প্রাধান্য খর্ব হয়েছে বটে, কিন্তু কবি তাঁর যথাযোগ্য স্থান এ নাটকেও নির্দেশ করে দিতে পারেন নি।

"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে মহাকবি কালিদাস অপর দুটি দৃশ্যকাব্যে অংকিত বিদূষক চরিত্রের ত্রুটিবিচ্যুতি বর্জ্জন করে আলোচ্য নাটকে সার্থক ও সঙ্গতিপূর্ণ বিদূষক চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। এ নাটকের দ্বিতীয় অংকে দুষ্যন্তসহচর মাধব্যের সঙ্গে সহৃদয় সামাজিকদের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। মৃগয়াশীল নৃপতির সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে বন থেকে বনান্তরে পরিভ্রমণ করতে করতে যে সকল বিপদের সম্মুখীন হয়ে দুরবস্থায় পড়তে হয়েছে তার হাস্যোদ্দীপক ফিরিস্তি সামাজিকদের কাছে পেশ করলেন' একে ত পানাহার ও নিদ্রার ব্যাঘাত, তদুপরি অনবরত অশ্বারোহণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থিগুলি হয়েছে শিথিল তার উপর এসে পড়েছে আর একটি বিপদ। রাজা আশ্রমে আশ্রমবালা শকুন্তলাকে দেখে তার প্রতি এতই আকৃষ্ট যে, তিনি আর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের নামও করেন না। বিদূষক এ অবস্থাকে রসগর্ভবাক্যে প্রকাশ করে বললেন,—"ততো গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ", অর্থাৎ "গোদের উপর বিষফোঁড়া"—ইংরেজীতে যাকে বলে,—"Misery added to meisery" এবং "One woe succeeding another".

বিদূষককে দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বনে দণ্ডায়মান দেখে রাজা এর কারণ জানতে চাইলে বিদূষক বললেন,—"স্বয়মক্ষি আকুলীকৃত্য অশ্রুকারণং পৃচ্ছসি? আপনি স্বয়ং চোখে গুঁতো দিয়ে অশ্রুর কারণ জিজ্ঞাসা করছেন? রাজা এর মর্ম সম্যক্ উপলব্ধি করতে অসমর্থ হলে মাধব্য পুনরায় বললেন,—"ভো বয়স্য, যদ্ বেতসঃ কুব্জলীলাং বিড়ম্বয়তি তৎ কিম্ আত্মনঃ প্রভাবেন ননু নদীবেগস্য" অর্থাৎ হে বন্ধু, বেতসলতা যে কুব্জলীলা অর্থাৎ বক্রত্ব অনুকরণ করে, তা' কি নিজের প্রভাবে না, নদীর স্রোতের প্রভাবে?" রাজা উত্তরে বললেন,—"নদীবেগস্তত্র কারণম্" অর্থাৎ নদীর স্রোতের বেগই তার কারণ। বিদূষকও এবার বিশদ করে বললেন, "মমাপি ভবান্"। অর্থাৎ আমার এ অঙ্গবৈকল্যের কারণও আপনি।

মহাকবির হাস্যরস শুচিশুভ্র, সংযত ও উপভোগ্য। এর মধ্যে কোথাও ব্যঙ্গের খোঁচা নেই, বিদ্রূপের কাঁটা নেই, সর্বত্রই তা' স্নিগ্ধতায় বিমণ্ডিত। কোথাও এ হাস্যরস অশ্লীল ভাঁড়ামিতে পরিণত হয়নি। তথাপি এও স্বীকার্য যে, তাঁর হাস্যরস কখনো চরম পরিণতি লাভ করতে পারেনি। কারণ, তাঁর হাস্যরস একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেজন্য কোন বিদগ্ধ সাহিত্যসমীক্ষক মন্তব্য করেছেন,—"Kalidasa's

perfect artistic sense which was his good genius throughout his life, and which enabled him to do perfectly what he could do and not try at all where he could not achieve perfection whispered to him to control and limit himself when he came to the land of laughter."

(১২) বাল্মীকি, ভাস ও কালিদাস ॥

মহাকবি কালিদাসের উপর তাঁর পূর্বসূরিগণের ও সমসাময়িক সাহিত্যিকপরিবেশের প্রভাব কতদূর কার্যকর হয়েছিল, বর্তমানে তা' নিরূপণ করা নিতান্ত দুষ্কর হলেও পূর্ব্বকবিগণের কল্পনা যে অতি অল্পপরিমাণে হলেও মহাকবির কবিপ্রতিভার ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রিত করেছিল তা' অনস্বীকার্য। তা' না হলে সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের তত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। মহাকবি কালিদাসের মহাকবিত্ব কতটুকু তাঁর নৈসর্গিক প্রতিভার দান, আর কতটুকুই বা পূর্ব্বকবিগণের কাব্যভাণ্ডার থেকে সমাহৃত ও সংস্কৃত তা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জানবার চেষ্টা করি, ততক্ষণ পর্যন্ত মহাকবি কালিদাসের অসাধারণ সৃষ্টিশক্তির যথার্থ মূল্যায়ন আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

যদিও মহাকবিগণের সহজ প্রতিভাই কাব্য নির্মাণের মূলে, তথাপি সে প্রতিভার সংস্কার ও উৎকর্ষের জন্য পূর্বকবিগণের রচিত কাব্যের অনুশীলন অপরিহার্য তা' প্রত্যেক সাহিত্যসমীক্ষক স্বীকার করেন। সুতরাং কালিদাসও যে তাঁর পূর্বসূরিগণের নিবন্ধসমূহ অনুশীলন করে তাঁর নৈসর্গিকপ্রতিভার সংস্কারসাধন করেছিলেন তা' অবশ্যই স্বীকার্য। ঋষিকবিদের রচিত রামায়ণ ও মহাভারত, মহাকাব্যদ্বয় ছিল সকল কবির উপজীব্য। এ মহাকাব্যদ্বয় ভারতীয় কবিসম্প্রদায়ের কবিত্ব ও কল্পনাকে চিরকাল উজ্জীবিত করে আসছে. এ দুটি মহাকাব্যের, বিশেষতঃ বল্মীকি রচিত রামায়ণের প্রভাব মহাকবি কালিদাসের কবি প্রতিভাকে যে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল তা' সম্প্রতি এখানে বিচার্য।

মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের বিষয়বস্তু যে আদিকবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ থেকে গ্রহণ করেছিলেন তা' মহাকাব্যের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়। তিনি তাঁর "মেঘদূত" গীতিকাব্যের বিষয়বস্তু নির্মাণে রামায়ণের কল্পনাদ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা' কবিকর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। তাছাড়া মহাকবি তাঁর বিশ্ববরেণ্য পূর্বসূরির কাছে নিজের সাহিত্যিক ঋণ স্বীকার করতে গিয়ে বলেছেন,—

"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশে অস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রে সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥" (রঘু /)

অর্থাৎ 'বজ্রসমুৎকীর্ণ রত্নের মধ্যে সূত্র যেরূপ অবাধে প্রবেশ করতে পারে, আমিও সেরূপ প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রণীত বাক্যরূপ দ্বারের সাহায্যে এই বংশে প্রবেশ করতে পারব।'

সুতরাং কালিদাস তাঁর শব্দসৌষ্ঠব, উপমানির্বাচন, এবং কল্পনাবিলাসের জন্য আদিকবির কাছে কতদূর ঋণী ছিলেন তা' যে সূক্ষ্ম বিচারের যোগ্য সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারেনা।

উপমার নবীনতা ও চমৎকারিতার জন্যই কালিদাসের কবিখ্যাতি বহুলপরিমাণে প্রতিষ্ঠিত। কালিদাসের উপমার অসীমতা ও চিরনবীনতা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই যে আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণই যে সে সকল উপমার উৎস তা' অস্বীকার করা যায় না। যেমন, "মেঘদূত" "গীতিকাব্যের "উত্তরমেঘ" খণ্ডে বিরহিনী প্রিয়তমার বর্ণনা প্রসঙ্গে নির্বাসিত যক্ষ মেঘকে উদ্দেশ্য করে বলছে,—

"তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥" (২/১৬)

আর্থাৎ প্রিয়তমা আমার বিরহে যেন সহচরবিরহিতা চক্রবাকীর মত, শিশির মথিতা পদ্মিনীর মত ম্লান অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

আদিকবি রচিত রামায়ণে বিরহিনী সীতাদেবীর বর্ণনায়ও ঠিক অনুরূপ উক্তি লক্ষ্য করা যায়,—

"হিমহতনলিনীব নষ্টশোভা ব্যসনপরম্পরয়া নিপীড্যমানা।
সহচররহিতেব চক্রবাকী জনকসুতা কৃপণাং দশাং প্রপন্না ॥"

এখানে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রামায়ণের এ শ্লোকটিই মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের উক্ত শ্লোকের উপজীব্য।

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে রয়েছে,

"স রামঃ পর্ণশালায়ামাসীনঃ সহ সীতয়া।
বিররাজ মহাবাহুশ্চিত্রয়া চন্দ্রমা ইব ॥" (১৭/৩-৪)

অর্থাৎ সীতার সঙ্গে বিজন অরণ্যে রামচন্দ্র পর্ণশালার মধ্যে আসীন, মনে হচ্ছে যেন, চন্দ্রমা চিত্রাতারকার সঙ্গে মিলিত হয়ে শোভা পাচ্ছে। পত্নী সুদক্ষিণাকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজ দিলীপের গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশের দৃশ্যটি বর্ণনা করতে গিয়ে মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে রামায়ণের উক্ত উপমাটি গ্রহণ করেছেন।

"কাঽপ্যভিখ্যা তয়োরাসীদ্ ব্রজতোঃ শুদ্ধবেষয়োঃ।
হিমনির্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব ॥ (১/৪৬)

অর্থাৎ, পবিত্রবেশ ধারণ করে তাঁরা যখন যাচ্ছিলেন, তখন চৈত্রীপূর্ণিমায় চিত্রানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় তাঁদের এক অনির্বচনীয় শোভা হয়েছিল।

বানররাজ বালি রামচন্দ্রকর্তৃক তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় ভূমিতে লুণ্ঠিত হল, তখন মুনিবেশধারী রামচন্দ্রকে বালি বল্‌ছে,—

"ন ত্বাং বিনিহতাত্মানং ধর্মধ্বজমধার্মিকম্।
জানে পাপসমাচারং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্ ॥ (কিষ্কিন্ধ্যা ১৭/২১)

অর্থাৎ তুমি ধর্মধ্বজ, অধার্মিক, পাপসমাচার, তৃণাচ্ছন্ন কূপের মত তুমি অবিশ্বসনীয়।

মহাকবি কালিদাস তাঁর "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের পঞ্চমাংকে রাজা দুষ্যন্তের প্রতি প্রত্যাখ্যানজনিত কোপবশতঃ শকুন্তলার উক্তিতে উক্ত উপমাটি প্রয়োগ করেছেন,—"কো দাণিং অণো ধম্মকঞ্চুক পবেসিণোতিনচ্ছণ্ণকূবোবমস্‌স তব অণুকিদং পড়িবজ্জিস্‌সদি।" ("ক ইদানীম্ অন্যঃ ধর্মকঞ্চুকপ্রবেশিনঃ তৃণাচ্ছন্নকূপোপমস্য তবানুকৃতিং প্রতিপৎস্যতে।") অর্থাৎ এমন অন্য আর কে আছে যে, ধর্মের পরিচ্ছদপরিহিত, তৃণের দ্বারা আচ্ছন্ন কূপের মত আপনার অনুকরণ করবে?

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন,—

"নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী ॥" (২৮/১২)

অর্থাৎ নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎলতাকে দেখে আমার রাবণাঙ্কস্থিতা তপস্বিনী সীতাকে মনে পড়ছে।

মহাকবি কালিদাস বচিত "বিক্রমোর্বশীয়ম্" দৃশ্যকাব্যের চতুর্থ অংকে উক্ত উপমাকে স্মরণে রেখে কবি উর্বশীবিরহিত রাজা পুরূরবার উন্মত্তের মত বিদ্যুৎপ্রভাকে উর্বশী মনে করে তার দিকে ধাবিত হবার দৃশ্যে সুচারুরূপে প্রয়োগ করেছেন,—

"নবজলধরসন্নদ্ধোঽয়ং ন দৃপ্তনিশাচরঃ
সুরধনুরিদং দূরাকৃষ্টং ন তস্য শরাসনম্।
অয়মপি পটুর্ধারাসারো ন বাণপরম্পরা
কনকনিকষস্নিগ্ধা বিদ্যুৎ প্রিয়া ন মমোর্বশী ॥"

অর্থাৎ, এ দেখ্‌ছি নবীন মেঘ, উদ্ধত রাক্ষস নয়। এ ইন্দ্রধনু, দূরাকৃষ্ট ধনু নয়। এও বৃষ্টির তীব্রধারা, শরবর্ষণ নয়, আর এ হল কষ্টিপাথরে টানা স্বর্ণরেখার মত উজ্জ্বল বিদ্যুৎ, প্রিয়া উর্বশী নয়।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বর্গত শ্রদ্ধেয় বিদগ্ধ ও কৃতী অধ্যক্ষ, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর "কাব্যকৌতুক" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার

মল্লিনাথের পূর্ববর্তী প্রথিতযশা টীকাকার দক্ষিণাবর্তনাথ, এবং পরবর্তী টীকাকার পূর্ণসরস্বতী তাঁদের "মেঘসন্দেশে"র টীকার কয়েকটি স্থলে কালিদাসের উপমার সঙ্গে রামায়ণ থেকে সদৃশ শ্লোক উদ্ধার করে প্রমাণ করেছেন যে, ঋষিকবির রামায়ণই মহাকবি কালিদাসের উপমা নির্বাচনের প্রধান উৎস (পৃষ্ঠা ৪১/৪২)। তাছাড়া, শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মশায় স্বয়ং টীকাকার দক্ষিণাবর্তনাথ ও পূর্ণসরস্বতী কর্তৃক প্রদর্শিত পথে অনুগমন করে আদিকবি বাল্মীকির উপমার সঙ্গে মহাকবি কালিদাসের বিভিন্ন কাব্য ও নাটকে বর্ণিত উপমার নিকট সাদৃশ্য প্রদর্শন করেছেন তার "কাব্যকৌতুক" গ্রন্থে।

কিন্তু কালিদাস আদিকবি বাল্মীকির কাছে কেবল উপমার জন্য নয়, কাব্যবস্তু পরিকল্পনা, ভাব ও বর্ণনার জন্যও তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ঋষি কবির কাছে ঋণী। কালিদাসের "মেঘদূত" গীতিকাব্যের বিষয়বস্তুই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জড়প্রকৃতির কাছে দৌত্যের আবেদন নিয়ে কোন সচেতন প্রাণী উপস্থিত হতে পারে এবং সে দৌত্যকে অবলম্বন করে কোন কাব্য রচিত হতে পারে তা' হয়তো কোন কবির কল্পনায় উদিত হয়নি। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যের পরিকল্পনা যে রামায়ণ থেকে পেয়েছিলেন তা' টীকাকার দক্ষিণাবর্তনাথ আভাসে উল্লেখ করেছেন,— **"ইহ খলু কবিঃ সীতাং প্রতি রামস্য হনূমৎসন্দেশং হৃদয়েন সমুদ্বহন্ তৎস্থানীয়নায়কাদ্যুৎপাদনেন সন্দেশং করোতি।"** (মেঘদূতটীকা)

মহাকবি রচিত "ঋতুসংহার" গীতিকাব্যে বর্ষাপ্রকৃতির বর্ণনার সঙ্গে পূর্বমেঘের বর্ণনার যদি তুলনা করা যায়, তবে একটি বিষয় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, উভয় বর্ণনাই আদিকবি বাল্মীকিকৃত রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাসমাগমে বিরহক্লিষ্ট রামচন্দ্রের বিলাপকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে। তাছাড়া, "মেঘদূত" গীতিকাব্যে কৈলাসস্থিত অলকাপুরীর যে কাল্পনিক চিত্র মহাকবি কালিদাস এঁকেছেন তা' সংস্কৃতসাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। অলকায় সকল ঋতুর যুগপৎ আবির্ভাব, সেখানে বৃক্ষরাজি নিত্যপুষ্পশোভিত, প্রদোষসমূহ নিত্যজ্যোৎস্নাসমুজ্জ্বল। সেখানে কেবল আনন্দজনিত অশ্রু, অনুরাগজনিত সন্তাপ, প্রণয়কলহজনিত বিরহ, যৌবনই একমাত্র বয়স। বলা বাহুল্য, অলকা সর্বজাতীয় ঐশ্বর্য ও সর্বজাতীয় সৌন্দর্যের সমবায় ক্ষেত্র। রামায়ণে বর্ণিত কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের "উত্তরকুরু" জনপদের বর্ণনাই যে মহাকবি কালিদাসের অলকা বর্ণনার মূল প্রেরণা, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

রামায়ণ ও মহাভারত,—এ উভয় মহাকাব্য এবং মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাবকাল,—এ উভয় সীমার মধ্যবর্তী কাল ব্যেপে প্রাচীন ভারতে কতদূর সাহিত্যিক বিকাশ ঘটেছিল তা' জানবার জন্য সংস্কৃতসাহিত্যানুরাগী পাঠকমাত্রেরই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। মহাকবি কালিদাস তাঁর প্রথিতযশা কবিত্রয়ের নাম সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম বর্তমানে

সংস্কৃতানুরাগীদের সুবিদিত। তিনি হলেন মহাকবি ভাস। ত্রিবান্দ্রমে "ভাসনাটকচক্র" আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে মহাকবি ভাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। কিন্তু অপর কবিদ্বয়, সৌমিল্ল ও কবিপুত্রের সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে আজও আমরা সুপরিচিত নই। মহাকবি কালিদাসের উপব এ দুজনের প্রভাব চিহ্নিত করতে অক্ষম হলেও, মহাকবি কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে মহাকবি ভাসের প্রভাব সম্পর্কে বেশ কিছু প্রমাণ এখানে তুলে ধরা য়েতে পারে। যেমন,—

(১) ভাসরচিত 'বালচরিতম্' দৃশ্যকাব্যে রয়েছে—"হৃদয়েনেহ তত্রাঙ্গৈর্দ্বিধাভূতেব গচ্ছতি।" অনুরূপ অর্থব্যঞ্জক শ্লোক রয়েছে মহাকবি কালিদাসরচিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকেব প্রথম অংকের অন্তিমে,— "গচ্ছতিপুরঃশরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ। চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"

(২) মহাকবি ভাসবিরচিত "স্বপ্নবাসবদত্তম্" দৃশ্যকাব্যে রয়েছে,—"বিস্রব্ধং হবিণাশ্চরন্তি অচকিতাঃ দেশাগতপ্রত্যয়াঃ"-এর সমার্থক উক্তি রয়েছে, মহাকবি কালিদাসবচিত "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটকের প্রথম অংকে,—"বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগাঃ।" ইত্যাদি।

(৩) কালিদাস বচিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের সপ্তম অংকে রয়েছে, "শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং চ সমাগতম্", অনুরূপ উক্তি লক্ষ্য করা যায় মহাকবি ভাসবচিত প্রতিমানাটকেব চতুর্থ অংকে,—"সত্যং শীলং চ ভক্তিশ্চ যেষু বিগ্রহবৎ স্থিতম্।" ইত্যাদি।

(৪) ভাসরচিত প্রতিমা নাটকে রয়েছে,—"সর্বশোভনীয়ং সুরূপং নাম," কালিদাস রচিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের প্রথম অংকে অনুরূপ অর্থবহ উক্তি রয়েছে, "কিমিব হি মধুবাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্" ইত্যাদি।

(৫) কালিদাসের "আভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের প্রথম অংকে রয়েছে—"ইদং কিলাব্যাজমনোহবং বপুঃ তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি" ইত্যাদি, মহাকবি ভাসরচিত প্রতিমা নাটকে একই অর্থবহ উক্তি লক্ষ্য করা যায়,—যোহস্যাঃ করঃ শ্রাম্যতি" ইত্যাদি।

(৬) "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের প্রথম অংকে রথের গতি বর্ণনা প্রসঙ্গে রয়েছে,—"যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাম্" ইত্যাদি। ভাস রচিত প্রতিমা নাটকেও রয়েছে অনুরূপ অর্থবহ উক্তি যথা,—'দ্রুমা ধাবন্তীব দ্রুত রথাগতিবিষয়াঃ ইত্যাদি।

(৭) ভাসকৃত প্রতিমা নাটকে আছে—"জহাতি সোহয়ং ন পুত্রকৃতকপদীম্" ইত্যাদি। মহাকবি কালিদাসকৃত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের চতুর্থ অংকেও সমার্থ ব্যঞ্জক উক্তি বয়েছে,—"মুঞ্চন্তি অশ্রূণীব লতাঃ" ইত্যাদি।

(৮) মহাকবি কালিদাসরচিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের প্রথম অংকে রয়েছে, "ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ" ইত্যাদি। অনুরূপ অর্থবহ শ্লোক লক্ষ্য করা যায় মহাকবি ভাস কৃত প্রতিমা নাটকের তৃতীয় অংকে,—'রজশ্চাশ্বোদ্ধৃতং পততি, ইত্যাদি।

প্রসঙ্গক্রমে, এখানে উল্লেখ করা যায় যে, মহাকবি কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী দিগ্‌নাগাচার্য আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের কাছে মহাকবি কালিদাসের ঋণের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন যে, কালিদাসের প্রধান সাহিত্যিক অপরাধ স্থূল চৌর্যাপরাধ, ইংরেজীতে যাকে বলে "Plagiarism"। কিন্তু আলংকারিক রাজশেখর তাঁর "কাব্য-মীমাংসায়" বলেছেন,—কোন্ কবিই না চৌর্যের অপরাধে অপরাধী?

"নাস্ত্যচৌরঃ কবিজনো নাস্ত্যচৌরো বণিগ্‌জনঃ।
স নন্দতি বিনা বাচ্যং যো জানাতি নিগূহিতুম্ ॥

অর্থাৎ এমন কোন কবি নেই যিনি চোর নন, এমন কোন বণিকও নেই যিনি চৌর্যমুক্ত। তবে তিনিই কেবল নিন্দার হাত থেকে বাঁচতে পারেন, যিনি গোপন করবার কৌশল জানেন। আচার্য রাজশেখর আরো বলেছেন,—

"শব্দার্থোক্তিষু যঃ পশ্যেদিহ কিঞ্চন নূতনম্।
উল্লিখেৎ কিঞ্চন প্রাচ্যং মন্যতাং স মহাকবিঃ ॥

অর্থাৎ তাঁকেই 'মহাকবি' বলে মনে করতে পারা যায়, যিনি শব্দার্থ-বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে নূতনত্ব উদ্ভাবন করে, প্রাচীন বিষয়বস্তু ও শব্দ সম্ভার তাঁর কাব্যে সন্নিবেশ করে থাকেন। আমাদের প্রবলপ্রত্যয় যে, এ বিষয়ে মহাকবি কালিদাসের তুল্য যোগ্যব্যক্তি নিতান্তই দুর্লভ। তিনিই এ বিষয়ে অন্যতম ও অতুলনীয়। মহাকবি কালিদাস তাঁর পূর্বসূরিগণের কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছেন তা' শতগুণে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মহাকবি স্বয়ং তাঁর 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে বলেছেন,—"সহস্রগুণম্ উৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ" অর্থাৎ সূর্যদেব যা'—গ্রহণ করেন তা সহস্রগুণে আবার প্রত্যর্পণ করেন।

বস্তুতঃ, কালিদাস পূর্বসূরিগণের কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছেন, সে সকল প্রাথমিক উপকরণ তাঁর দিব্য প্রতিভার স্পর্শে অলৌকিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে নবনবরূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই আচার্য আনন্দবর্ধন তাঁর "ধ্বন্যালোক" অলংকার গ্রন্থে বলেছেন,

"দৃষ্টপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।
সর্বে নবা ইবা ভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ ॥" (৪/৪)

সুতরাং, এ অবস্থায় কালিদাসের, "মহাকবি" আখ্যা ক্ষুণ্ণ হবার কোন অবকাশ আছে কিনা তা' বিচার্য।

(১৩) ভাস ও কালিদাস ।।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে মহাকবি ভাস মহাকবি কালিদাসেরও পূর্ববর্তী নাট্যকার। ১৮৯২ থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে মহামহোপাধ্যায় গণপতিশাস্ত্রী কর্তৃক দাক্ষিণাত্যের ত্রিবান্দ্রম থেকে তেরটি দৃশ্যকাব্যের একটি নাটকচক্র আবিষ্কৃত হবার পূর্ব পর্যন্ত মহাকবি 'ভাস' নামে মাত্র পরিচিত ছিলেন। তখনো তাঁর নাট্যকৃতি সম্বন্ধে জানবার কোন অবকাশ ছিল না। অন্যান্য সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের মত উক্ত তেরটি নাট্যকৃতিতে কোথাও নাট্যকারের নামের উল্লেখ ছিল না। শাস্ত্রীমশায় নাটকচক্রের তেরটি নাট্যকৃতির ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু ও নাট্যকৌশল প্রয়োগ রীতির তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে স্থির করলেন যে উক্ত তেরটি দৃশ্যকাব্যই একই ব্যক্তির রচনা এবং নানা যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধান্তে এলেন যে, সে ব্যক্তি মহাকবি ভাস ছাড়া অন্য কেউ নন।

মহাকবি ভাস যে কালিদাসেরও পূর্বসূরি, এ সত্য। মহাকবি কালিদাস স্বয়ং উল্লেখ করেছেন তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' দৃশ্যকাব্যে,—"প্রথিতযশসাং ভাসসৌমিল্লকবি পুত্রাদীনাম্" ইত্যাদি। মহাকবি বাণভট্টও হর্ষচরিতে বলেছেন,—"সূত্রধারকৃতারম্ভৈঃ নাটকৈঃ বহুভূমিকৈঃ" ইত্যাদি অর্থাৎ সূত্রধারের দ্বারা আরম্ভ করে, বহুচরিত্রের সমাবেশে নাটক রচনা করে ভাস খ্যাতি লাভ করেছেন। আচার্য দণ্ডী বলেছেন, নাটকের মধ্য দিয়ে ভাস তাঁর অসীম কবিত্ব শক্তির কবিত্ব পরিচয় দিয়েছেন এবং নাটকের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রাচীন আচার্যদের এ সকল প্রশংসাসূচক মন্তব্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভাস একজন অত্যন্ত শক্তিশালী সার্থক নাট্যকার ছিলেন। পূর্বসূরি ভাসের প্রভাব যে উত্তরসূরি কালিদাসের রচনায় পড়বে, এ বিষয়ে বিস্ময়ের কিছু নেই। এ বিষয়ে এ গ্রন্থের অন্যত্র দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে ভাসের নাটকের সঙ্গে কালিদাসের নাটকের তুলনামূলক আলোচনা অনভিপ্রেত নয়। নাটকের কাহিনীর উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে ভাস ও কালিদাসের মধ্যে প্রভেদ বিশেষ নেই। কেননা উভয়েই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বৃহৎকথা ইত্যাদি গতানুগতিক উৎস থেকে তাঁদের দৃশ্যকাব্যের কাহিনীবৃত্ত গঠনের উপযোগী কাঠামো গ্রহণ করেছেন। তবে মহাকবি কালিদাস একমাত্র 'প্রণয়'কে উপজীব্য করবার উদ্দেশ্যে কেবল প্রণয়মূলক কাহিনী গ্রহণ করলেও মহাকবি ভাসের কাহিনী নির্বাচনে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ভাসের রচিত দৃশ্যকাব্য পঞ্চরাত্রম্, উরুভঙ্গম্—প্রতিমা নাটকম্ ইত্যাদি তার নিদর্শন। অতএব বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও দৃশ্যকাব্যের সংখ্যা,—এ দুটি দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে ভাস কালিদাস থেকে অধিকতর কৃতিত্বের দাবীদার।

ভাসের দৃশ্যকাব্যগুলিতে দেখা যায় যে, নাট্যকার অনেকক্ষেত্রেই সুপ্রচলিত কাহিনীকে উপজীব্য করলেও নিজের কল্পনাবলে ও নাট্যনৈপুণ্যের সাহায্যে কাহিনীগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করে নতুন ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন। মহাকবি কালিদাসও তেমনি প্রচলিত ও সুবিদিত কাহিনীতে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে ও নিজের কল্পনার রঙে রসে এবং নাট্যপ্রতিভার যাদুস্পর্শে অভিনব ঘটনা ও চরিত্রের সৃষ্টি করে তাতে সংযোজন করেছেন। মহাকবি কালিদাস যেমন রাজা দুষ্যন্তের চরিত্রের সকল দোষত্রুটি ক্ষালন করে তাঁকে রাজার মত রাজা আদর্শরাজার চরিত্রে রূপান্তরিত করবার মানসে ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের অবতারণা করেছেন, হংসপদিকার গীতের সংযোজন করেছেন, তেমনি মহাকবি ভাস ও তাঁর নাট্যকৃতির কোথাও কোথাও অনুরূপ পরিবর্তন ও অভিনব সংযোজন করেছেন বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন মানসে।

'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকে স্বপ্নের দৃশ্যটি নাট্যকার ভাসের নাট্যকৌশলের একটি বিশেষ অবদান। এ উদ্ভাবনটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হলেও সার্থক হয়নি। কেননা এমন একটি সময়ে 'স্বপ্নদর্শন' ঘটনাটির অবতারণা করা হয়েছে, যখন তার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। আবার প্রতিমানাটকম্ নাটকে প্রতিমাগৃহের দৃশ্যটি নাট্যকারের অভিনব সৃষ্টি। কৈকেয়ীর চরিত্রকে মহনীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে নাট্যকার এখানে প্রশংসনীয় কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। তবে উদ্ভাবনের জন্য নাট্যকার যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা যে অত্যন্ত দুর্বল, তা বলাই বাহুল্য। এর দ্বারা কৈকেয়ীর চরিত্র মহনীয় হয়ে উঠেছে কিনা তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

অভিনয়ের উপযোগী ঘটনার গতিবেগসৃষ্টি নাট্যকার ভাসের নাটকের একটি বিশেষ গুণ। কালিদাস ভবভূতির নাটকের মত ভাসের নাটকে কাব্যগুণের তত উৎকর্ষ না থাকলেও নাটকীয়তার দিক থেকে ভাসের দৃশ্যকাব্যগুলি উচ্চপ্রশংসিত। নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত, কৌতুক ও কৌতূহলের পরিপাটি এবং ঘটনার বিন্যাসক্রম নাটকগুলিকে অত্যন্ত আস্বাদনীয় করে তুলেছে। ঘটনার দ্রুততার জন্য নাট্যকার খুব বেশী "নিষ্ক্রম্য-প্রবিশ্য" ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য নাটকের তুলনায় নাটকীয় বস্তুর দ্রুত অগ্রগতির উদ্দেশ্যে ভাস তাঁর দৃশ্যকাব্যে অধিকতর শ্লোকের প্রয়োগ করেছেন। নাট্যবস্তুর অগ্রগতির উদ্দেশ্যে অনেক স্থলে শ্লোকের একটি মাত্র চরণ প্রযুক্ত হয়েছে। ভাসের দৃশ্যকাব্যগুলির অন্যতম গুণ এই যে, পরবর্তী কালের সংস্কৃত নাটকের মত কাব্যোচ্ছ্বাসের চাপে এখানে নাটকীয় গতি কখনো নষ্ট হয়নি। মহাকবি কালিদাসের নাটকে অনেকস্থলে আমরা লক্ষ্য করি যে, ভাবাবেগের কবিত্বময় প্রকাশে নাটকীয় কাহিনীর গতি হয়েছে শ্লথ, মন্থর। দৃষ্টান্তরূপে আমরা অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ

অংকে বর্ণিত শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যটির উল্লেখ করতে পারি। তাঁর বিক্রমোর্বশীয়ম্” দৃশ্যকাব্যে নায়ক পুরুরবার বিলাপদৃশ্যেও অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

নাট্যকার ভাসের দৃশ্যকাব্যগুলিতে ব্যবহৃত ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল, সাবলীল, অনাড়ম্বর ও গতিশীল। অলংকার প্রয়োগের বাহুল্য নেই, নেই কৃত্রিমতার স্পর্শ। নাট্যকার ভাসের উপর এপিকের প্রভাব, বিশেষতঃ রামায়ণের প্রভাব অত্যধিক। এ প্রভাবের ফলে তাঁর বচনা প্রসাদগুণে মণ্ডিত। পরবর্তী নাট্যগ্রন্থগুলির মত তাঁর নাট্যগ্রন্থগুলিতে দীর্ঘসমাস এবং দুর্বোধ্য শব্দেব প্রয়োগ নেই। ভাস নাট্যগ্রন্থের প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে এপিকের বাগ্‌বিস্তাব তাঁর রচনায় দৃষ্ট হয় না। এ বিষয়ে তিনি সংযত এবং তাঁর মাত্রাবোধ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ভাসের দৃশ্যকাব্যগুলিতে ব্যবহৃত সংলাপও অত্যন্ত নাট্যগুণসমৃদ্ধ। সংলাপেব এমন সহজ-সরল ভঙ্গী নাট্যকার কালিদাসের দৃশ্যকাব্যগুলিতে দুর্লভ। ভাবের গভীরতা, অলংকারের বিন্যাস, কল্পনার বৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি “ব্যঞ্জনা”র প্রকাশ যেমন কালিদাসের ভাষাকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে, তেমনটি অবশ্য ভাসের ভাষায় অত্যন্ত বিরলদৃষ্ট।

কি গদ্য, কি পদ্য,—ভাসের উভযবিধ রচনাই অতি স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও আড়ম্বররিক্ত। উচ্ছ্বাসের আবেগে বর্ণনার বিস্তার, কিংবা পাণ্ডিত্য প্রকাশে শব্দালংকার বা অর্থালংকারের আতিশয্য কোথাও নেই, ভাষাও কৃত্রিমতাব ভাবে আক্রান্ত নয়, বরং বাস্তবতার স্পর্শে যেন অত্যন্ত সজীব। ভাসের দৃশ্যকাব্য থেকে এখানে দু'যেকটি শ্লোক উদ্ধার করা যেতে পাবে উপরোক্ত মন্তব্যের সমর্থনে—

(ক) “সুখমর্থো ভবেদ্ দাতুং সুখং প্রাণাঃ সুখং তপঃ।
সুখমন্যাদ্ ভবেৎ সর্বং দুঃখং ন্যাসস্য রক্ষণম্ ॥” (স্বপ্নবাসবদত্তে)

(খ) “গুণানাং বা বিশালানাং সৎকারাণাং চ নিত্যশঃ।
কর্তারঃ সুলভা লোকে বিজ্ঞাতারস্তু দুর্লভাঃ ॥ (প্রতিমা)

(গ) “মম মাতুশ্চ মাতুশ্চ মধ্যে ত্বং ন শোভসে।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে কুনদীব প্রবেশিতা ॥” (প্রতিমা) ইত্যাদি।

মহাকবি ভাস অল্পকথায় অনেক সারগর্ভ বাক্য প্রয়োগ করেছেন। প্রবাদ, প্রবচন ও নীতিবাক্যের বহুল প্রয়োগ ভাসের রচনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন—“তপোবনানি নাম অতিথিজনস্য স্বগেহম্”, দুঃখং ত্যক্তুং বদ্ধমূলোঽনুরাগঃ”, “প্রদ্বেষো বহুমানো বা সংকল্পাদুপজায়তে”—ইত্যাদি। মহাকবি কালিদাসও এ বিষয়ে কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর রচনায়ও এরূপ সারগর্ভ উক্তি যথেষ্ট সুলভ। যেমন ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ নাটকে

আমরা পাই," কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং ন্যাকৃতীনাম্, "সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ", "ভবিতব্যানাং দ্বারানি ভবন্তি সর্বত্র", "অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্" ইত্যাদি।

সহৃদয় সামাজিকদের মনে বিস্ময় সঞ্চারের উদ্দেশ্যে পতাকাস্থান নামক বিশেষ নাট্যকৌশলপ্রয়োগ মহাকবি ভাস রচিত দৃশ্যকাব্যসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেখানে একটি অর্থের চিন্তা করলে তৎসাদৃশ্যে অতর্কিতভাবে অন্য একটি অর্থের সূচনা হয় সেখানে তাকে পতাকাস্থান বলে ("যত্রার্থে চিন্তিতেঽন্যস্মিংস্তল্লিঙ্গোঽন্যঃ প্রযুজ্যতে। আগন্তুকেন ভাবেন পতাকাস্থানং তু তৎ")। যেমন ভাসের "প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণম্"— নাটকের দ্বিতীয় অংকে উজ্জয়িনীরাজ, বাসবদত্তার পিতা মহাসেন প্রদ্যোত ও তাঁর পত্নীর মধ্যে বাসবদত্তার পাণিপ্রার্থীদের গুণগ্রাম সম্পর্কে আলোচনার প্রাক্কালে রাজা মহাসেন যখন তাঁর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"এ সকল প্রার্থীদের মধ্যে তুমি কাকে যোগ্যতম বিবেচনা কর?" ঠিক সেই মুহূর্তে কাঞ্চুকীয় প্রবেশ করে বলেন,— "বৎসরাজঃ"। কাঞ্চুকীয় বৎসরাজকে বন্দী করার বার্তা জ্ঞাপন করতে এসে আনন্দের অতিশয্যে নিজেকে সংযত করতে ব্যর্থ হয়ে তৎক্ষণাৎ বলে ফেললেন,—"বৎসরাজঃ"। মহাকবি কালিদাসও "পতাকাস্থান" নামক এ নাট্যকৌশলটির প্রয়োগে কম সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। তাঁর 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের তৃতীয় অংকের অন্তিম অংশে একটি মনোজ্ঞ নিদর্শন আমরা পাই যখন বেতসকুঞ্জের মধ্যে রাজা দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা প্রেমালাপে গভীরভাবে মগ্ন, তখন কুঞ্জের পানে আশ্রমমাতা গৌতমীকে আসতে দেখেই তাঁদের সতর্ক করে দেবার উদ্দেশ্যে সখীদ্বয়ের উক্তি শকুন্তলার প্রতি—"চক্রবাকবধূকে, আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্, উপস্থিতা রজনী"। এখানে 'চক্রবাকবধূ' বলতে শকুন্তলা, 'সহচর' বলতে রাজা দুষ্যন্ত এবং 'রজনী' বলতে গৌতমীকে বোঝান হয়েছে।

চরিত্র চিত্রণে যেমন ভাস, তেমনি কালিদাস, উভয়েই সমান দক্ষ ছিলেন। কালিদাসের চরিত্রগুলি কোন না কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও চরিত্র বৈশিষ্ট্যে একে অন্য থেকে স্বতন্ত্র। ভাসের "স্বপ্নবাসবদত্তম্" নাটকের উদয়নপত্নী নায়িকা বাসবদত্তা যেন করুণ রসের প্রতিমূর্তি। পতির কল্যাণের জন্য সর্বত্যাগিনী এই সাধ্বী নারীটি নাটকের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সামাজিকদের চিত্তকে অধিকার করে থাকে। পদ্মাবতীর চরিত্রও ত্যাগের দ্বারা মহীয়ান। ভাবী স্বপত্নী জেনেও তিনি কখনো বাসবদত্তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেননি। মহাকবি কালিদাসের অংকিত শকুন্তলা চরিত্রের তুলনায় মহাকবি ভাসকর্তৃক নির্মিত বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী চরিত্র কোন অংশে ন্যূন নয়, তেমনি আবার দুষ্যন্তের পত্নীপ্রেমের চেয়ে রাজা উদয়নের পত্নীপ্রেম কোনরূপেই হেয় বলে মনে করা যায় না।

সংলাপ নাটকের প্রাণস্বরূপ। সংলাপের উপরই নাটকীয়তা অনেকাংশে নির্ভর করে। মহাকবি ভাসের রচিত সংলাপও সহজ সরল, প্রাণবান, সুচিন্তিত ও সুলিখিত, সীমিত ও পরিমিত। ছন্দের ব্যবহারেও মহাকবি ভাসের দৃশ্যকাব্যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য ছন্দের মধ্যে "বসন্ততিলক" ছন্দই মহাকবি ভাসের অত্যধিক প্রিয় ছিল। ছন্দের ব্যবহারে মহাকবি কালিদাসও উদাসীন ছিলেন না। তাঁর রচনায়ও ছন্দপ্রয়োগের বৈচিত্র্য আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। কাহিনীর গতিবেগসৃষ্টি, চরিত্রচিত্রণ-নৈপুণ্য, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ পৌরাণিক কাহিনীতে নাটকীয়তার সমাবেশ, মানবিক আবেদন, রচনাশৈলীর সারল্য এবং সর্বোপরি অভিনয়োপযোগী সংলাপনির্মাণ ইত্যাদি বিচার করে মহাকবি ভাসকে একজন শক্তিশালী নাট্যকারের মর্যাদায় অনায়াসে ভূষিত করা যায়।

(১৪) * কালিদাস ও ভবভূতি ॥

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে মহাকবি কালিদাসের পর শক্তিশালী নাট্যকাররূপে ভবভূতির খ্যাতি সুবিদিত। নাট্যকাররূপে তাই কালিদাসের সঙ্গে ভবভূতির তুলনা স্বাভাবিকভাবেই অভিপ্রেত। কবি হিসেবে উভয়কে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা যেতে পারে।, তবে নাট্যকাব রূপে মহাকবি কালিদাসের স্থান নিঃসংশয়ে ভবভূতির উপরে। কালিদাস রচনাকরেছেন তিনটি দৃশ্যকাব্য-মালবিকাগ্নিমিত্রম্, বিক্রমোর্বশীয়ম্ এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ আর মহাবীরচরিতম্, উত্তরামচরিতম্ এবং মালতীমাধবম্ এ তিনটি দৃশ্যকাব্য রচনা করেছেন ভবভূতি। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ যেমন কালিদাসের শ্রেষ্ঠ রচনা ("কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।"), তেমনি ভবভূতির শ্রেষ্ঠরচনা 'উত্তররামচরিতম্' ("উত্তরে রামচরিতে ভবভূতি বিশিষ্যতে")।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ও 'উত্তররামচরিতম্' এ দু'টি রূপক রচনায় বিষয়বস্তু নির্বাচনে উভয় নাট্যকারই গতানুগতিকতার পথ অনুসরণ করে যথাক্রমে মহাভারত ও রামায়ণের আশ্রয় নিয়েছেন। কালিদাস যেমন মহাভারতের দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কাহিনীর কাঠামোটিতে অনেক নতুন নতুন ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ সার্থক নাটকের রূপ দিয়েছেন, তেমনি ভবভূতিও রামাযণের রামসীতার কাহিনীতে নতুন সংযোজন এবং প্রয়োজনমত পরিবর্তন সাধন করে উচ্চাঙ্গের নাটক রচনা করেছেন। নাট্যকার ভবভূতি রামায়ণের মূল কাহিনীর কিছু কিছু পরিবর্তন করে নাট্যকাহিনীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য আলেখ্যদর্শন, রামের সঙ্গে জনস্থান অরণ্যে বনবাসকালের- প্রিয়সখী বাসন্তীর সাক্ষাৎকার, ছায়াসীতা দর্শন, লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ ইত্যাদি আকর্ষনীয় ঘটনার সংযোজন করেছেন। কালিদাসও তেমনি মহাভারতের কাহিনীতে দুর্বাসার অভিশাপ, হংসপদিকার গীত, সানুমতী ও মাতলির বৃত্তান্ত, এবং

অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত প্রভৃতি নতুন চরিত্রের সমাবেশে উপাদেয় বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন।

এ দুজন মহাকবিকেই সাধারণতঃ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে পুরোধা নাট্যকাররূপে মর্যাদা দেওয়া হয়। উভয়েই উচ্চশ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন মৌলিক কবি। কালিদাস তাঁর রচনায় ললিত, মধুর শব্দ এবং প্রসাদগুণে মণ্ডিতা বৈদর্ভী রীতি অবলম্বন করেছেন, আর ভবভূতি তাঁর রচনায় অনুবর্তন করেছেন গৌড়ী রীতির, ফলে ভবভূতির দীর্ঘ সমাসবহুল পদ ও দুরূহ শব্দ সহৃদয় পাঠকের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর্ মনে হয়। এরূপ অক্ষরডম্বর নাটকের পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী। তাঁর পদ্য অপেক্ষাকৃত কৃত্রিমতাযুক্ত। ভবভূতির প্রাকৃতেও অতিমাত্রায় কৃত্রিমতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রাকৃতেও সংস্কৃত গৌড়ীরীতির নিয়ম অনুসরণে দীর্ঘসমাসাদির প্রয়োগ করে তাকে কৃত্রিম করে তুলেছেন। কালিদাসের রচনাশৈলীর প্রধান গুণ হল "ব্যঞ্জনা"। তিনি কখনো বাহুল্যে প্রবেশ না করে, যে ভাবটুকু প্রকাশ করতে হবে তা সামান্য দুয়েকটি কথায় ব্যক্ত করেছেন। সর্বত্রই তিনি বাহুল্যবর্জন করে আশ্চর্য পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

কালিদাসের কল্পনাশক্তি ও ভাববৈচিত্র্য অসাধারণ, কিন্তু ভবভূতি এ দুটি বিষয়ে কালিদাসের সমকক্ষ নন। কিন্তু ভবভূতি যেমন অত্যধিক ভাবপ্রবণ ও আবেগবিহ্বল কালিদাস তেমনটি নন। কালিদাস প্রধানতঃ শৃঙ্গার রসের কবি, শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় তিনি যেমন সিদ্ধহস্ত, ভবভূতি সেরূপ নন। ভবভূতি প্রধানতঃ করুণরসের কবি, তবে করুণ রসের কবি হলেও বীরত্বপূর্ণ এবং বিস্ময়কর ঘটনার বর্ণনায় তিনি তার মহৎসূরিকেও অতিক্রম করে গেছেন। কালিদাস প্রধানতঃ শৃঙ্গাররসের কবি হলেও করুণ রসের বর্ণনায়ও তিনি কম দক্ষ নন অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ অংক অর্থাৎ শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রার দৃশ্যটিই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে শব্দের লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থের মাধ্যমে কালিদাসের রচনায় "রস" অভিব্যক্তি লাভ করে, আর ভবভূতির রচনায় 'রস' ব্যক্ত হয় শব্দের বাচ্যার্থের মাধ্যমে।

মানুষের আবেগ ও আদিম বৃত্তিগুলির রূপায়ণে কালিদাস সংযত। তাঁর নায়ক দুঃখে কাতর হন, কিন্তু মূর্চ্ছিত হন না, কিংবা বাগাড়ম্বরপূর্ণ মন্তব্য করেন না। যেমন রঘুবংশ মহাকাব্যের রামচন্দ্র নির্বাসিতা সীতার মর্মন্তুদ বার্তা শ্রবণে ব্যথিত হয়েছেন। তিনি সহসা তুষারবর্ষী পৌষমাসের চন্দ্রের মত বাষ্পাকুল হয়ে উঠলেন, লোকনিন্দার ভয়ে তিনি সীতাকে নির্বাসন দিয়েছেন, গৃহ থেকে, মন থেকে নয়,—

"বভূব রামঃ সহসা সবাষ্পস্তুষারবর্ষীব সহস্যচন্দ্রঃ।
কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ ॥" (১৪/৮৪)

এই একটি মাত্র শ্লোকে মহাকবি রামের করুণ অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি রামচন্দ্রের কাতরতার সবটুকু বর্ণনা করেননি, পাঠকের অনুভূতির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ভাবের গভীরতা যেমন অল্পকথায় অপরের হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করে, বাগাড়ম্বরে তেমনটি করে না। যেমন ভবভূতির উত্তররামচরিতে রামচন্দ্র মুহুর্মুহুঃ মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ছেন, কত না শোকব্যঞ্জক কথা বলছেন।

চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে বিচার করলে কালিদাস এবং ভবভূতি উভয়কেই সমপর্যায়ভুক্ত মনে করা যায়। রাজা দুষ্যন্ত, মহর্ষি কণ্ব, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা এবং শকুন্তলার চরিত্রচিত্রণে কালিদাস যেমন নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি ভবভূতিও রামচন্দ্র, সীতা এবং লবের চরিত্র অংকনে উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। রাজা হিসেবে রামের কর্তব্যপরায়ণতা ও স্বার্থত্যাগ, মানুষ হিসাবে সীতার জন্য তাঁর "পুটপাকপ্রতীকাশ", "অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথা", এবং অনুতাপানলের অন্তর্দাহ অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করেছেন ভবভূতি। উত্তররামচরিতে সীতার বিরহে শোকাতুর রামের আর্তনাদে,—পাথরও গলে যায়, বজ্রের মত কঠিন হৃদয়ও অভিভূত হয়,—"অপি গ্রাবা রোদিতি অপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্।" হৃদয়বিদারক করুণরসের কী চমৎকার বর্ণনা। তাই বলা হয়েছে—"কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনুতে।"

নাট্যকৌশল প্রয়োগের দিক থেকে কালিদাসকে শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পীর মর্যাদা দেওয়া হয় এবং তা সঙ্গত এবং সমীচীন। কেননা, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অংকে দুর্বাসার অভিশাপ, পঞ্চম অংকের আদিতে হংসপদিকার গীত, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা বিরহিতা শকুন্তলাকে রাজপ্রাসাদে প্রেরণ, রাজা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে পুনরায় কণ্বাশ্রমে ফিরিয়ে না আনা ইত্যাদি ঘটনা অবতারণার মাধ্যমে মহাকবি কালিদাস অদ্ভুত নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ভবভূতির নাট্যকৌশলও অনেকের কাছে প্রশংসনীয়। উত্তররামচরিতের প্রথমঅংকে আলেখ্যদর্শনে সীতার অরণ্যদর্শনের সংকল্প অতি স্বাভাবিকভাবেই রামকর্তৃক সীতা বিসর্জনের মাধ্যমে সীতার অরণ্যবাসের সুযোগ ঘটিয়ে দিল। তৃতীয় অংকে ছায়াময়ী সীতা রামের শোকের গভীরতা ও আন্তরিকতা অনুভব করলেন, ভবিষ্যতে রামের সঙ্গে তাঁর মিলনের পথ সুগম হল।

আবার, কেউ কেউ বলেছেন, ভবভূতির নাট্যকৃতিতে নাট্যকৌশলের চেয়ে কবিত্বশক্তি অধিকতর প্রশংসনীয়। কথাটি একেবারে অর্থহীন নয়। তাঁর রূপকের অনেকস্থলে কবিত্বের উজ্জ্বল স্ফুরণ দেখা যায়। কোন ভাবাবেগের বর্ণনায় বিশেষতঃ করুণ রসের এবং অনেক ক্ষেত্রে শৃঙ্গারাশ্রিত ভাবের প্রকাশে, যেমন উত্তররামচরিতের ছায়াসীতার দৃশ্যে পূর্বস্মৃতির উদয়ে রাম ও সীতার মনোভাবের কবিত্বময় প্রকাশ ঘটেছে। কালিদাসের ক্ষেত্রেও একথা মিথ্যা নয় যে, তাঁর দৃশ্যকাব্যের কোথাও কোথাও

[illegible] চেয়ে কাব্যগুণ স্ফুটতর প্রকাশ পেয়েছে। যেমন "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" [illegible]র চতুর্থ অংকে। তবে তা ভবভূতির মত নয়। প্রভূত নাটকীয়তা থাকা সত্ত্বেও ভবভূতির উত্তররামচরিতম্ গীতিকাব্যের সুরমূর্চ্ছনায় প্রতিধ্বনিত, মধুর করুণরসের গীতিমাধুর্যে অভিষিক্ত। তাই সমালোচকের দৃষ্টিতে ভবভূতি যতবড় নাট্যকার, তারচেয়ে বড় কবি। ভাবপ্রবণতা কবির পক্ষে গুণ বটে, নাট্যকারের পক্ষে নয়। কাব্যগুণে সমৃদ্ধ হওয়ায় ভবভূতির নাটকের গতি অনেকস্থলে ব্যাহত হয়েছে।

বর্ণনায় মাত্রাবোধের দিক থেকে ভবভূতি কালিদাসের চেয়ে হেয়। অনেক ক্ষেত্রে তিনি মাত্রাবোধ হারিয়ে অসংযমের পরিচয় দিয়েছেন। এইটি ভবভূতির রচনার একটি প্রধান ত্রুটি। তবে কালিদাস নিঃসন্দেহে ও ত্রুটি থেকে মুক্ত। বর্ণনায় তাঁর পরিমিতিবোধ খুবই প্রশংসনীয়। ভবভূতি তাঁর বিষয়বস্তুকে কেবল বিশদভাবে বর্ণনা করেন না, অনেক স্থলে তাঁর বর্ণনা মাত্রা অতিক্রম করে, কিন্তু কালিদাস কেবল দু'চার কথায় আভাস দেন। ভবভূতির "মালতীমাধব" প্রকরণে নায়ক মাধবের শোকোচ্ছ্বাস ও বিলাপ ইত্যাদির অবতারণা গ্রন্থখানাকে অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছিতরূপে দীর্ঘায়িত করেছে। উত্তররামচরিতের রামচরিত্রেও এ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। তাঁর নায়ক প্রায়ই মূর্চ্ছিত হন, সংজ্ঞালাভ করেন, পুনরায় মূর্চ্ছিত হন। এতে ধীরোদাও নায়কের পৌরুষ অক্ষুণ্ণ থাকে না। ভবভূতি অনেক বলতে পারেন, কিন্তু কালিদাস না বলেই বলার কাজ সেরে নেন।

ভবভূতির সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি এই যে, তিনি পাঠককে কখনো লঘু হাস্যরসের বৈচিত্র্যের আস্বাদ দেননি। কালিদাসের গ্রন্থে জীবনের সহজ স্বচ্ছন্দগতি, আমোদ আহ্লাদ প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু ভবভূতির রচনায় কেবল জীবনের দুঃখ দৈন্য, হতাশা-বিষাদ দিকে দিকে ফুটে উঠেছে। কালিদাসের রচনায় রুচিসম্মত এবং উপভোগ্য হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু ভবভূতির রচনাসমূহে হাস্যরস নেই বললেই হয়। কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা, মহান্ দাম্পত্যপ্রেম প্রভৃতির সার্থক রূপ দিতে গিয়ে তিনি জীবনের হাস্যরসিকতাময় লঘু অথচ বাস্তব দিকটিতে উপেক্ষা করেছেন।

প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায় ভবভূতি সিদ্ধ হস্ত। মহাকবি কালিদাসের প্রকৃতি বর্ণনার মাধুর্য বা লালিত্য হয়তো ভবভূতির প্রকৃতি বর্ণনায় নেই, কিন্তু প্রকৃতির বাস্তবরূপটি এমন করে আমাদের সম্মুখে কালিদাসও অনেকস্থলে তুলে ধরতে পারেন নি। কালিদাস কেবল প্রকৃতির মধুর ও কমনীয় রূপটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু ভবভূতির রচনায় প্রকৃতির রুক্ষ, কর্কশ এবং ভয়ঙ্কর রূপটিও ধরা পড়েছে। ভবভূতির প্রকৃতির ভীষণ ও ভীতিজনক রূপের বর্ণনায় ভাবের সঙ্গে ভাষার অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, দণ্ডকারণ্যের বর্ণনা,—

"কণ্ডুলদ্বিপগণ্ডপিণ্ডকষণোৎকম্পেন সম্পাতিভিঃ
ঘর্মস্রংসিতবন্ধনৈঃ স্বকুসুমৈরর্চন্তি গোদাবরীম্।
ছায়াপস্কিরমাণবিষ্কিরমুখব্যাকৃষ্টকীটত্বচঃ
কূজৎকান্তকপোতকুক্কুটকুলাঃ কূলে কুলায়দ্রুমাঃ ॥ (উত্তর/২/৯)

ভবভূতির উক্ত প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে নিম্নে উদ্ধৃত কালিদাসের প্রকৃতিবর্ণনার তুলনামূলক বিচার করলে উভযের প্রকৃতিবর্ণনাব মধ্যে পার্থক্য সহজেই সহৃদয় পাঠকের কাছে স্পষ্ট হযে উঠে।

"গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতম্
ছাযাবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং বোমন্থমভ্যস্যতু।
বিশ্রব্ধং ক্রিযতাং ববাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃপল্বলে
বিশ্রামং লভতামিদং চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ ॥" (শকু /২৬)।

(১৫) কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ॥

কালিদাস ও ববীন্দ্রনাথ,—মহাকবি বিশ্বকবি। কালিদাস প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি, আব অর্বাচীন ভাবতেব শ্রেষ্ঠ কবি ববীন্দ্রনাথ। উভযের সাহিত্যক্ষেত্র পৃথক্। একজনেব অবদান সংস্কৃতসাহিত্যে অতুলনীয, অপব জনের দান বাঙ্‌লাসাহিত্যে অনবদ্য। ববীন্দ্রনাথেব সর্বাধিক প্রিয কবি কালিদাস। উভযেব কবিধর্মেব একরূপতাই এর প্রধান কারণ। উভযেই খাঁটি ভাবতীয় কবি, নিবিড ঐক্য বয়েছে উভয়েব মধ্যে। কেবল উপজীব্যেব দিক্ থেকে উভয়েব মধ্যে প্রভেদ বযেছে। মহাকবি কালিদাস যেখানে প্রধানতঃ বামাযণ-মহাভাবত, পুবাণ-ইতিহাসেব কাহিনী নিয়ে কাব্য-নাটক নির্মাণ কবেছেন, সেখানে ববীন্দ্রনাথের প্রধান উপজীব্য হয়েছে বহু সমস্যাকণ্টকিত, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক জীবন।

জননী সংস্কৃতভাযাব কাছে তনযা বাঙ্‌লাভাষা যেমন ঋণী, তেমনি মহাকবি কালিদাসের কাছে ঋণী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। মহাকবি কালিদাসের কাছ থেকে বিশ্বকবির ঋণগ্রহণের যুক্তি দেখিযে অধ্যাপক প্রমথ বিশী বলেছেন,—"কালিদাসেব প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। বাল্যকাল হইতেই যে কালিদাসের কাব্য তিনি জানিতেন। ভারতীয় সাহিত্য সভ্যতাব দিগন্তরে যে সমস্ত মহাশিখর জাগ্রত, কালিদাস তাঁহাদেব উচ্চতম। বর্তমান ভারতেব শ্রেষ্ঠ কবি যে প্রাচীনভারতেব শ্রেষ্ঠ কবিকে অভিবাদন জানাইবেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই ॥" (ববীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ)।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যনিচয়ের সুনিপুণ বিশ্লেষণ করে দেখলে সন্ধানী পাঠকের দৃষ্টিতে যেমন পাশ্চাত্যসাহিত্যের প্রভাব ধরা দেয়, ঠিক তেমনি ধরা দেয় প্রাচ্যের সংস্কৃতসাহিত্যের অমোঘ প্রভাব। অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে আরো স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের কবিদের মধ্যে মহাকবি কালিদাসের প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। কালিদাসের কাব্যের ভাষা, অলংকার, এবং ছন্দের মাধুর্যেও তাঁর কবিপ্রাণ আগাগোড়া আবিষ্ট ছিল। ব্যাস-বাল্মীকির পর ভারতীয় কবিসমাজে কালিদাসকেই তাঁর সর্বোত্তম বলে মনে হয়েছে। এবং এ প্রত্যয়টি রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী কালের বহু বাঙালী লেখকের মনে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অপরের কাব্যিক ঐশ্বর্যসম্ভার সঞ্চয় করে, একান্তই আপনার করে নিয়ে কবিতায় রূপায়িত করার মধ্যে যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন, তার অধিকারী ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি মহাকবি কালিদাসের অমর রচনাসম্ভারের বর্তিকা হাতে করে অধুনা তিমিরাচ্ছন্ন প্রাচীন ভারতের গৌরবময় কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে প্রবেশ করে, সে বর্তিকার আলোয় উদ্ভাসিত সেকালের সৌন্দর্যসমৃদ্ধ জীবনযাত্রা, শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা সংস্কৃতি, নগরজনপদ, তপোবন ও রাজসভার অভিজ্ঞতা নৈপুণের সঙ্গে আহরণ করে আপন কবিতার মাধ্যমে সার্থক প্রকাশ করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য "মেঘদূত" বিশ্বকবির মনকে এমনি মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি উক্তকাব্যের ভাব, ভাষা আর বর্ণনার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে একাধিক কবিতা এবং প্রবন্ধ রচনা করেছেন। "বিচিত্র প্রবন্ধে"র অনেকগুলি প্রবন্ধে রয়েছে বর্ষার কথা, মেঘদূতের কথাতো আছেই। প্রাচীন সাহিত্যে আছে মেঘদূতের সমালোচনামূলক নিবন্ধ। "লিপিকা"র মধ্যে রয়েছে মেঘদূতের প্রবন্ধ, "পুনশ্চ" গদ্যকাব্যের মধ্যেও "বিচ্ছেদ" শীর্ষক কবিতাটিতে মেঘদূতের কথাই আছে। "পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী"র মধ্যেও মেঘদূতের প্রবন্ধ এসে পড়েছে। তাছাড়া রয়েছে অনেকগুলি কবিতা বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে, যেমন মেঘদূত, বর্ষামঙ্গল, একাল ও সেকাল, বর্ষার দিনে, স্বপ্ন, কালিদাসের প্রতি প্রভৃতি। 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতাটি বাঙ্‌লাভাষায় রচিত কালিদাসের মেঘদূতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যেতে পারে।

'কল্পনা' কাব্যের 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটিতে মহাকবি কালিদাসের 'ঋতুসংহার এবং 'মেঘদূত' উভয় কাব্যেরই ভাবানুবাদ এবং আক্ষরিক অনুবাদ রয়েছে। কবিতাটি পাঠ করলেই মহাকবি কালিদাসের উক্ত কাব্যদ্বয়ের সঙ্গে সুপরিচিত পাঠক পদে পদে শুনতে পাবেন ঋতুসংহার এবং মেঘদূত কাব্যের সুরের প্রতিধ্বনি। বিশ্বকবির এ

কবিতা পাঠ করতে গিয়ে আজকের নতুন ভারতের সহৃদয় পাঠক সুদূর অতীতের উজ্জয়িনীর নববর্ষা সমারোহ উৎসবে যোগ দিয়ে প্রচুর আমোদ উপভোগ করতে পারেন। 'কল্পনা'র 'স্বপ্ন' নামক কবিতায় বিশ্বকবি কালিদাসের কালের পরিবেষ্টনী ও পরিবেশ রচনা করবার জন্য 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার' ও 'রঘুবংশ' থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজের কবিতায় সংযোজন করেছেন, প্রায় প্রতি ছত্রেই কালিদাসের বর্ণনার অনুকরণে বর্ণনবিন্যাস করেছেন। কি কৌশলে মেঘদূতের উজ্জয়িনীর বিলাসিনীদের বর্ণনা আত্মসাৎ করে, নিজের কল্পনা রসে সিক্ত করে প্রকাশ করেছেন তার প্রমাণ মিলবে নীচের উদ্ধৃতাংশে,—

> "মুখে তার লোধ্ররেণু লীলাপদ্মহাতে
> কর্ণমূলে কুন্দকলি কুরবক সাথে,
> তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
> চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা ॥"

"প্রাচীন সাহিত্য" গ্রন্থে মহাকবির মেঘদূতের সমালোচনা করতে গিয়ে বিশ্বকবি তাঁরই উপাদানে সৃষ্টি করলেন এক অভিনব মেঘদূত যা' ভাবে, ভাষায় ও বাক্য-বিন্যাসে কালিদাসের মেঘদূতের পর্যায়ে নিঃসন্দেহে স্থান পাবার যোগ্য। "আবার সেই ভারত খণ্ডটুকুর নদী, গিরি নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর। অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য, কৈলাস, দেবগিরি, রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটি শোভা, সম্ভ্রম, শুভ্রতা আছে। এগুলির মধ্যে প্রবেশ করিবার যদি পথ থাকিত, তবে এখনকার চারদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত ॥" (প্রাচীনসাহিত্য)।

মহাকবি কালিদাসের প্রায় সকল কাব্য এবং নাটকের পটভূমি হ'ল তপোবন। মহাকবির বিভিন্ন রচনায় বিচিত্র এই তপোবন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অনাবিল হৃদয় জুড়ে বসেছিল। প্রাচীন ভারতের তপোবনের শান্ত, স্নিগ্ধ এবং পবিত্র পরিবেশ বিশ্বকবিকে এমনি মুগ্ধ করেছিল যে, সেই তপোবনেরই প্রতিচ্ছবি করে তিনি সৃষ্টি করলেন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম। বর্ণাশ্রমধর্ম এবং তপোবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশের অনুপ্রেরণা বিশ্বকবি পেয়েছিলেন মহাকবি কালিদাসের কাছ থেকে, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কালিদাসের 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত ঋষি বশিষ্ঠের তপোবন এবং 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের পটভূমিরূপে চিত্রিত মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের বর্ণনা থেকে উপকরণ আহরণ করে বিশ্বকবি তাঁর "চৈতালি" কাব্যের "তপোবন" শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেন।

—"শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন।
প্রশান্ত প্রভাতবায়ে ঋষিকন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষবল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।"

কে বলবে যে, উপরের উদ্ধৃত অংশটুকু কণ্বমুনির তপোবন বর্ণনার ছায়া অবলম্বনে রচিত নয়?

কেবল যে কালিদাসের তপোবন রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল তা' নয়, মহাকবির আদর্শ রাজচরিত্রও তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। মহাকবি কালিদাসের রাজাদের মত বিশ্বকবির রাজারাও রাজ্যশাসনকে তপস্যার মত গ্রহণ করে সার্থকতার সঙ্গে প্রজাপালন করে, বার্ধক্যে সকল ভোগ-ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে ধর্মাচরণের জন্য বনে গমন করেছেন,—

"ত্যজি রাজ্য সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্বকেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে"

এবং

"রাজা রাজ্য অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে,
গুরুর মন্ত্রণা লাগি।"

উপরের উদ্ধৃতাংশ দুটি সন্তানকামনায় নৃপতি দিলীপের বশিষ্ঠাশ্রমে যাত্রার চিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্যে ও নাটকে প্রকৃতি ও মানুষের যে একটা নিবিড় প্রীতি ও সৌহার্দের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তারও প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং বিশেষভাবে ছোট গল্পের মধ্যে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'একরাত্রি', সুভা, মহামায়া, কাবুলিওয়ালা প্রভৃতি ছোট গল্পে মানুষ ও ঘটনার সাথে প্রকৃতির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন, তা' কালিদাসের মেঘদূত, কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলার প্রভাবপুষ্ট বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের কালিদাসসমালোচনার বৈশিষ্ট্যের কথা বোঝাতে গিয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন,—"কালিদাসও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা উদ্বোধিত এবং পরিপুষ্ট করিয়াছেন। আবার রবীন্দ্রনাথও কালিদাসের কাব্যগুলির ভিতরে নিজের ভাবধারা

আরোপিত করিয়া নূতন অর্থ সঞ্চার করিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যে যে কথা ছিল অস্পষ্ট ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ তাহাকে সম্প্রসারণের দ্বারা গভীর করিয়া তুলিয়াছেন, যে কথা ছিল না কালিদাসের কাব্যে তাহাকে কালিদাসের পরিবেষ্টনীর ভিতরেই নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। অথবা একথাও বলা যাইতে পারে যে, প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস তাঁহার মনের তারে যে সুর বাঁধিয়াছিলেন তাহা এত যুগের বায়ুকম্পনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথের মনের তারে নূতন নূতন ঝংকার দিয়াছে। এ সুর অনেকখানিই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুর, কালিদাস শুধু অতীতের যবনিকার অন্তরাল হইতে নেপথ্যসঙ্গীত রচনা করিতেছেন। সেই নেপথ্য সঙ্গীতের সহিত গভীর সঙ্গতিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের সুরও একটা নূতন মহিমা লাভ করিয়াছে ॥" (ত্রয়ী /১৮৩)

॥ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ॥

॥ ভূমিকা ॥

(গ) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

(১) কাহিনীর উৎস সন্ধানে ও মূল থেকে ভিন্নতা বিচার।
(২) অংকভিত্তিক নাটকের কাহিনী বিশ্লেষণ।
(৩) নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা।
(৪) "ইদানীমেব দুহিতং শকুন্তলাম্......সোমতীর্থং গতঃ।"
(৫) "অস্মিন্ ক্ষণে বিস্মৃতং খলু ময়া।"
(৬) "সখে, পরিহাসবিজল্পিতং........বচঃ"।
(৭) দুর্বাসার অভিশাপ—তাৎপর্যবিশ্লেষণ।
(৮) হংসপদিকার গীতি—তাৎপর্যভাবনা।
(৯) ধনমিত্রের বৃত্তান্ত—সামগ্রিক বিচার।
(১০) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—দৈব ও অপ্রাকৃত।
(১১) "যদি কেহ তরুণ বৎসরের ফুল" ইত্যাদি।
(১২) কালিদাসের দৃষ্টিতে প্রকৃতি।
(১৩) "উপমা কালিদাসস্য"।
(১৪) চতুর্থ ও পঞ্চম অংকের তুলনা।
(১৫) সমাজ চিত্র বিশ্লেষণ।
(১৬) চরিত্রালোচনা।
(১৭) কালিদাসের চরিত্রানুসন্ধান।

(১) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ : কাহিনীর উৎস সন্ধানে।
: মূল থেকে ভিন্নতা বিচার।

মহাকবি কালিদাস রচিত বিশ্ববিশ্রুত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর বর্ণিত দুষ্যন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যানটি অত্যন্ত প্রাচীন। 'শতপথব্রাহ্মণ' থেকে বৌদ্ধ জাতক পর্যন্ত অনেক গ্রন্থেই এ কাহিনী পাওয়া যায়। তবে জাতকে দুষ্যন্তের পরিবর্তে রাজা ব্রহ্মদত্তের নামের উল্লেখ রয়েছে। মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, গরুড়পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থেও এ আখ্যান রয়েছে। বিষ্ণুপুরাণের আখ্যানে দুর্বাসার অভিশাপের কথা থাকলেও অঙ্গুরীয়কের উল্লেখ নেই। পদ্মপুরাণে বর্ণিত দুষ্যন্ত-শকুন্তলার আখ্যানের সঙ্গে নাটকে বর্ণিত কাহিনীর যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও এ পুরাণের আখ্যানকে উৎসরূপে বিবেচনা করা যায় না, কেননা, বিশেষজ্ঞদের মতে পদ্মপুরাণ পরবর্তী কালের রচনা। আমরা এখানে জাতক (কট্ঠহরিজাতক), মহাভারত ও পদ্মপুরাণে রচিত দুষ্যন্ত-শকুন্তলা আখ্যানের সঙ্গে এ নাটকে বর্ণিত কাহিনীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করে নাটকের কাহিনীতে অভিনব সংযোজনগুলির তাৎপর্য উল্লেখ করব।

(১) **কট্ঠহরিজাতক**—বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত উদ্যানবিহারে গিয়ে এক পরমাসুন্দরী নারীকে দেখে তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন এবং স্বনামাংকিত একটি অঙ্গুরীয়ক সে নারীকে দিয়ে, ভবিষ্যতে কন্যা প্রসব করলে সে অঙ্গুরীয়কের মূল্যে তার ভরণপোষণ এবং পুত্র জন্মগ্রহণ করলে অঙ্গুরীয়কটি নিয়ে তাঁর কাছে যেতে বল্লেন। পরে সে রমণী পুত্র বোধিসত্ত্বকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে রাজাকে তাদের গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে, রাজা লোকলজ্জার ভয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত অস্বীকার করলে নারী রাজাকে সে অঙ্গুরীয়ক প্রদর্শন করলেন। রাজা নারীকে অঙ্গুরীয়ক দেওয়ার কথা অস্বীকার করলে, সে নারী ধর্ম সাক্ষী করে বললেন, যদি বালক প্রকৃতই রাজার সন্তান হয় তাহলে তাকে আকাশে নিক্ষেপ করলেও সে আকাশেই ভেসে থাকবে আর মিথ্যা হলে বালকটি নীচে পড়ে মারা যাবে। উক্ত নারীর কথামতো তাই করা হ'ল, কিন্তু বালকটি নীচে পড়লো না দেখে রাজা বালকটি নিজের পুত্র এবং রমণীকে নিজের পরিণীতা পত্নী বলে স্বীকার করে নিলেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ব্যাসদেবকৃত মহাভারতে বর্ণিত আখ্যানের সঙ্গে জাতকের এ কাহিনীর সাদৃশ্য হল যে, জাতকের কাহিনীর মত মহাভারতেও পুত্রের সঙ্গে শকুন্তলার পতিগৃহে যাওয়া এবং লোকলজ্জার ভয়ে তাদের পরিণয় অস্বীকার করার পর দৈববাণী শ্রবণ করে তাকে গ্রহণ করার বিষয় রয়েছে ।

(২) **পদ্মপুরাণ**—পদ্মপুরাণে বর্ণিত দুষ্যন্ত-শকুন্তলা আখ্যানের সঙ্গে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের কাহিনীর যে অনেক সাদৃশ্য আছে তা' অস্বীকার করা যায় না। তবে বৈসাদৃশ্যও যে নেই তা' নয়। যেমন, পুরাণে শকুন্তলার সঙ্গে প্রিয়ংবদাও হস্তিনাপুরের রাজসভায় গমন করেছে। স্নানের পূর্বে শকুন্তলা প্রিয়ংবদার হস্তে অঙ্গুরীয়কটি দিলে তা' প্রিয়ংবদার হস্ত থেকেই সরস্বতী নদীতে পতিত হয়। প্রিয়ংবদা ভয়ে তা' প্রকাশ করেন না, এবং শকুন্তলাও এ ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। আবার, এ অমিলও পুরাণে লক্ষ্য করা যায় যে, রাজা দুষ্যন্ত সর্বদমনকে দেখে যখন অপত্যস্নেহ অনুভব করছিলেন, তখন ভগবান্ মারীচ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজাকে দুর্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্ত এবং সর্বদমন যে তাঁরই পুত্র তা' জানান। মহাকবি কালিদাস তাঁর নাটকের কাহিনী পদ্মপুরাণ থেকে গ্রহণ করেছেন বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করলেও তা' যথার্থ বলে গ্রহণ করা যায় না। কেননা, বর্তমান আকারের পদ্মপুরাণের মধ্যে এত প্রক্ষিপ্ত অংশ রয়েছে যে, এ পুরাণকে কালিদাসপরবর্তী বলে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। অনেকে আবার এ মতও প্রকাশ করেছেন যে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে পদ্মপুরাণেই 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের কাহিনীকে অনুসরণ করা হয়েছে।

(৩) **মহাভারত**—হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্ত একদা মৃগয়ায় বহির্গত হয়ে মহর্ষি কণ্বের তপোবনে উপস্থিত হলে, মহর্ষির পালিতা কন্যা শকুন্তলা রাজাকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানালেন। মহর্ষি তখন ফল আহরণের জন্য আশ্রমের বাইরে গিয়েছিলেন। রাজা প্রথমে শকুন্তলাকে নিজের পরিচয় দিলেন এবং শকুন্তলার পরিচয় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত জেনে রাজা শকুন্তলাকে পত্নীরূপে পেতে চাইলেন। রাজা গান্ধর্ববিধিমতে শকুন্তলাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করবার প্রস্তাব দিলে, শকুন্তলা রাজাকে মহর্ষির আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের কালপর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। রাজা অবিলম্বেই শকুন্তলাকে লাভ করতে চাইলে, ভবিষ্যতে তার পুত্রই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে, এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে শকুন্তলা গান্ধর্বপরিণয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। পরিণয়ান্তে রাজা শকুন্তলাকে সম্ভোগ করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের কালে শকুন্তলাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, অবিলম্বেই সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরে এলে শকুন্তলা লজ্জাবনতবদনে রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে তাঁর গান্ধর্বপরিণয়ের বৃত্তান্ত জানালেন। মহর্ষি সানন্দে এ বিবাহ অনুমোদন করলেন। আশ্রমে শকুন্তলা সর্বদমনের জন্মদান করলেন। সর্বদমনের বয়স যখন ছ'বছর তখন মহর্ষি কণ্ব সর্বদমনকে সহ শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করলেন। রাজা দুষ্যন্ত তখন লোকলজ্জা এবং লোকাপবাদের আশঙ্কায় শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর পরিণয় অস্বীকার করে, শকুন্তলাকে

কুলটা, দুশ্চরিত্রা ইত্যাদি অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় যথেচ্ছ ভর্ৎসনা করলেন। শকুন্তলা তখন দুষ্যন্তের মত মিথ্যাচারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান না বলে চলে যেতে উদ্যত হলে আকাশ থেকে দৈববাণীর মাধ্যমে রাজা জানতে পারলেন যে, সর্বদমন তাঁরই পুত্র এবং শকুন্তলা তাঁরই পরিণীতা ধর্মপত্নী। সানন্দে রাজা তখন শকুন্তলা এবং সর্বদমনকে গ্রহণ করলেন।

মহাভারতের এই দুষ্যন্ত-শকুন্তলার উপাখ্যানের সঙ্গে নাটকে বর্ণিত কাহিনীর তুলনা করে নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নাটকে বর্ণিত কাহিনীর কাঠামোটি মোটামুটি মহাভারত থেকে গ্রহণ করা হলেও একে সার্থক নাট্যরূপ দেবার উদ্দেশ্যে অনেক নতুন চরিত্র নির্মাণ এবং অভিনব ঘটনার সংযোজন করেছেন প্রতিভাবান কুশলী নাট্যকার মহাকবি কালিদাস। ঘটনা ও চরিত্রের দিক থেকে **যেখানে যেখানে পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাধিত হয়েছে, সেগুলি এবং অভিনব গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনগুলি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।**

(১) **মহাভারতে বর্ণিত দুষ্যন্ত-শকুন্তলার** উপখ্যানে মাত্র চারটি চরিত্রের ভূমিকা রয়েছে, যেমন, দুষ্যন্ত, শকুন্তলা, মহর্ষি কণ্ব, এবং সর্বদমন। কিন্তু নাট্যকার এই সরল অনাড়ম্বর কাহিনীকে সার্থক নাট্যরূপ দান করতে অনেক নতুন চরিত্র নির্মাণ ও সংযোজন করেছেন। যেমন নায়িকা শকুন্তলার দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, মহর্ষি কণ্বের দুই শিষ্য, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত, রাজার বয়স্য বিদূষক, গৌতমী, মাতলি ইত্যাদি।

(২) **মহাভারতের কাহিনীতে রয়েছে যে,** কণ্বাশ্রমে রাজা দুষ্যন্তের কাছে আশ্রমবালা শকুন্তলা স্বয়ং রাজাকে প্রেম নিবেদন করেছেন, কিন্তু নাটকে লক্ষ্য করা যায় যে, নায়ক এবং নায়িকা, দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা প্রথম দর্শনেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রণয়াকর্ষণ অনুভব করেছেন। কুশলী নাট্যকার শকুন্তলাকে প্রগল্‌ভা রূপে চিত্রিত করার চেয়ে বিনয়, নম্রতা, লজ্জা ইত্যাদি গুণে ভূষিত করাই অধিকতর শোভন বিবেচনা করে রাজার প্রতি প্রেমনিবেদনে শকুন্তলাকে একেবারে মৌন রেখেছেন।

(৩) মহাভারতে আছে রাজা দুষ্যন্ত যখন মহর্ষি কণ্বের তপোবনে প্রবেশ করেন, তখন মহর্ষি আশ্রমে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি ফল আহরণের উদ্দেশ্যে কিছুকালের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন মাত্র, আর সেই সামান্য অবকাশের সুযোগে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয়, পরিণয় ও সন্তানসম্ভাবনা,—এ সবই ঘটেছিল। কিন্তু সুদক্ষ নাট্যকার দেখলেন যে, এত স্বল্পক্ষণের মধ্যে দুটি অপরিচিত হৃদয়ের মিলন, প্রণয়, পরিণয় এবং সন্তানসম্ভাবনা ইত্যাদি অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। তাই সুদক্ষ নাট্যকার উক্ত ব্যাপারগুলিকে স্বাভাবিক ও সম্ভব এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে মহর্ষি কণ্বকে সোমতীর্থে প্রেরণ করেছেন। যেখানে যাওয়া-আসার জন্য কমপক্ষে বেশ কয়েকমাস সময়ের প্রয়োজন

এবং সে সময়ের মধ্যে পূর্বোক্ত ব্যাপারগুলি অনায়াসে ঘটতে পারে। তাছাড়া, নাট্যকার বলতে চেয়েছেন যে, শকুন্তলা মহাপ্রভাবশালী মহর্ষির পালিতাকন্যা হলেও তাঁর জীবনের পথ যে সকল সময় কুসুমাস্তীর্ণ থাকবে তা' নয়, ভবিষ্যতে কর্মফলরূপে তাঁকেও দুঃখভোগ করতে হবে না তা' কে বলতে পারে? এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহর্ষি কণ্ব হলেন কুলপতি যাঁর রয়েছে দশসহস্র শিষ্য। সুতরাং তিনি স্বয়ং ফল আহরণে যাবেন, একথাটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা বিবেচ্য।

(৪) মহাভারতের কাহিনীতে আছে যে, মহর্ষি কণ্ব ফলপুষ্পাদি আহরণ করে আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পর শকুন্তলাই স্বয়ং তাঁর কাছে প্রকাশ করেন যে, রাজা দুষ্যন্ত তাঁকে গান্ধর্ব বিধিমতে বিবাহ করেছেন, এবং তিনি তখন সন্তানসম্ভবা। মহর্ষি তা' সানন্দে অনুমোদন করেন। তারপর শকুন্তলা মহর্ষির আশ্রমে রাজচক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তান প্রসব করেন। পুত্র সর্বদমনের বয়স যখন ছ' বছর তখন একদিন মহর্ষি পুত্রসহ শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করেন। একমাত্র মহর্ষি কণ্ব ব্যতিরেকে আশ্রমের সকল তপস্বীই মধ্যাহ্নের তপ্ত রৌদ্রে রাজধানীর রাজপথ ধরে চলেছেন, পুরোভাগে একজন সুন্দরী ললনা, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। রাজপ্রাসাদে উপস্থিত শকুন্তলাকে রাজা চিনতে পারলেও লোকলজ্জা এবং লোকাপবাদের ভয়ে তিনি তাঁকে বিবাহিতা পত্নী বলে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরক্ষণেই দৈববাণীর মাধ্যমে যখন জানতে পারেন যে শকুন্তলা তাঁর পরিণীতা পত্নী এবং রাজচক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত সর্বদমন তাঁরই পুত্র, তখন তিনি তাঁদের গ্রহণ করেন।

কিন্তু মহাকবি কালিদাস এ ঘটনাকে অন্যভাবে রূপ দিয়েছেন নাটকে। শকুন্তলা স্বয়ং মহর্ষির কাছে দুষ্যন্তের সঙ্গে তাঁর প্রণয় ও পরিণয়ের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন নি, মহর্ষি দৈববাণীর মাধ্যমেই রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার গান্ধর্ববিধিমতে পরিণয় ও তাঁর সন্তানসম্ভাবনার বিষয় জানতে পারেন। নাটকে রাজা শকুন্তলার প্রতি বর্ষিত ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের প্রভাবে শকুন্তলাকে চিনতে না পেরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছায় লোকাপবাদের ভয়ে নয়। ঋষি দুর্বাসা প্রিয়ংবদার কাতর অনুনয়বিনয়ে কিছুটা শান্ত হয়ে, শকুন্তলার শাপমুক্তির উপায়রূপে উল্লেখ করেন যে, শকুন্তলা যদি রাজাকে কোন অভিজ্ঞান-আভরণ প্রদর্শন করতে পারেন তাহলে রাজা তাকে চিনতে পারবেন। রাজার স্বনামাংকিত অঙ্গুরীয়কটি শকুন্তলার কাছে অভিজ্ঞান-আভরণ, এবং সেইটি পতিগৃহ যাত্রাকালে শচীতীর্থে সূর্যবন্দনার সময় শকুন্তলার অঙ্গুলিভ্রষ্ট হয়ে জলে পতিত হয়। সেজন্য শকুন্তলা রাজাকে অভিজ্ঞান-আভরণ প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলে রাজা শকুন্তলাকে বিসর্জন দেন। অতঃপর প্রত্যাখ্যানের অবমাননা ও শোকে অভিভূতা শকুন্তলাকে কোন এক দিব্য জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তি মহর্ষি মারীচের আশ্রমে নিয়ে যান।

সেখানে শকুন্তলা যে রাজচক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত পুত্রের জন্মদান করেন সে হ'ল সর্বদমন। রাজার বিরহে শকুন্তলা মারীচের তপোবনে প্রোষিতভর্তৃকারূপে কাল যাপন করতে থাকলে একদা স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে নিতান্ত আকস্মিকভাবে পুত্র সর্বদমনের মাধ্যমে মারীচের আশ্রমে শকুন্তলার সঙ্গে রাজার পুনর্মিলন সংঘটিত হয়। মহাভারতের কাহিনীতে এসব একেবারেই অনুপস্থিত।

(৫) বস্তুতঃ নাটকে দুর্বাসার অভিশাপ মহাকবি কালিদাসের অমর প্রতিভার অনবদ্য সৃষ্টি, এবং এইটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। নাটকে এরূপ আর একটি অভিনব সংযোজন হল পঞ্চম অংকের সূচনায় হংসপদিকার গীতি। এইটিও মহাভারতের কাহিনীতে নেই। এ সকল অভিনব সংযোজন ও নতুন সৃষ্টির পেছনে যে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে তার দুয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন,—

(ক) ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ, এই মহাভারতের কাহিনীতে ছিলনা, কিন্তু এইটি অভিনব সংযোজন। মহাভারতের দুষ্যন্ত মহর্ষি কণ্বের তপোবনে সকলের অগোচরে গান্ধর্বমতে শকুন্তলাকে বিবাহ করে পরে আত্ম-অবমাননার ভয়ে কুমারসহ রাজসভায় আগতা শকুন্তলাকে নানা ছলচাতুর্যের সাহায্যে প্রত্যাখ্যান করলেন। এ আচরণ নিঃসন্দেহে ধীরোদাত্ত গুণান্বিত নায়কের যোগ্য নয়। মহাকবি বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে দুষ্যন্ত চরিত্রে সামঞ্জস্য দান করার প্রয়োজনেই ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের অবতারণা করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় যথার্থই বলেছেন,—"দুষ্যন্তকে কাপুরুষতার দায় থেকে বাঁচাইবার জন্য শাপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাপে রাজার চরিত্রটি খুব খুলিয়াছে।" (দুর্বাসার শাপ)

(খ) মহাকবি নাটকের বিশেষ প্রয়োজনে নতুন চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন। এমন দু'টি চরিত্র হল শকুন্তলার সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা। এরা মহাভারতের কাহিনীতে স্থান পায়নি। শকুন্তলার চরিত্র গঠনে একদিকে যেমন তপোবনপ্রকৃতি, তেমনি অন্যদিকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা নিগূঢ়ভাবে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। একা শকুন্তলা, শকুন্তলার এক তৃতীয়াংশ, তার অধিকাংশই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। বারো আনা প্রেমের কাজতো তারাই সম্পন্ন করেছে। এরা না থাকলে কেই বা রাজার সঙ্গে শকুন্তলার মিলন ঘটাত? কেই বা দুর্বাসার নিদারুণ অভিশাপের প্রতিকার বিষয়ে চিন্তা করত? শকুন্তলার অভিশাপমুক্তির উপায় তারা জানত বলেই পতিগৃহযাত্রাকালে তারা শকুন্তলাকে রাজা প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল। তপোবন প্রকৃতিকে বাদ দিলে যেমন শকুন্তলা চরিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যেত, তেমনি অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে বাদ দিলেও শকুন্তলাচরিত্র পূর্ণাবয়ব লাভ করতে পারত না। সুতরাং গতি এবং পরিণতির দিক থেকেও বিচার করে বলা যায় যে, এ দুটি চরিত্র সৃষ্টির পশ্চাতে যথেষ্ট নাটকীয় প্রয়োজন ছিল।

(২) "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের কাহিনী ঃ অংকভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ঃ

মহাকবি কালিদাস রচিত সপ্ত অংকে পরিসমাপ্ত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের
প্রথম অংক ঃ

"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা" ইত্যাদি শ্লোকে অষ্টমূর্তিধর 'ঈশ' কে প্রণাম জানিয়ে নাটকের সূচনা। তারপর প্রস্তাবনায় নটী ও সূত্রধারের মধ্যে পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে নাটকের নাম, নাট্যকারের নাম, বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত ইত্যাদি পরিবেশনের পর উভয়ের প্রস্থান। অতঃপর ধনুর্বাণ হস্তে রথে আরোহণ করে কোন এক মৃগকে অনুসরণ করতে করতে নাটকের নায়ক রাজা দুষ্যন্তের মঞ্চে প্রবেশ। মালিনীতীরবর্তী কণ্বাশ্রমের বৈখানসেরা রাজাকে আশ্রমমৃগের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে নিষেধ করলে রাজা তৎক্ষণাৎ সে কাজ থেকে বিরত হলেন। তাঁরা রাজাকে রাজচক্রবর্তী পুত্রলাভের আশীর্বাদ করে আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ জানালে, রাজা বিনীতবেশে আশ্রমে প্রবেশ করতে উদ্যোগী হলেন। এমন সময় রাজার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হলে, শান্তরস প্রধান ঋষির আশ্রমে বরস্ত্রীলাভের সম্ভাবনা কোথায়, তা' চিন্তা করতে করতে আশ্রমে প্রবেশ করেই, দক্ষিণের বৃক্ষবাটিকায় বৃক্ষের আলবালে জলসেচনরতা তিনজন আশ্রমকন্যাকে দেখে, তাদের অসামান্য রূপলাবণ্য উপভোগ করতে বৃক্ষের অন্তরালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে নিভৃতে অবস্থান করতে থাকলে, কোন এক ভ্রমর শকুন্তলাকে বারংবার আক্রমণ করতে লাগল। বাধা দিয়েও তাকে নিরস্ত করতে অসমর্থ হয়ে শকুন্তলা আত্মরক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলে, রাজা পরিত্রাতার ভূমিকায় আশ্রমবালাদের সমক্ষে সহসা আবির্ভূত হলেন, এবং পুরুবংশের রাজপ্রতিনিধি বলে আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন।

প্রথম দর্শনেই দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা পরস্পরেব প্রতি অনুরাগাকর্ষণ অনুভব করলেন, এবং তা' শকুন্তলার সখী দ্বয়ের অজ্ঞাত থাকল না। অনন্তর রাজা অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার কাছ থেকে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত, সে ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্যা কিনা, তাকে পাত্রের হস্তে অর্পণ করা হবে কিনা, ইত্যাদি তাঁর জ্ঞাতব্য যাবতীয তথ্য জেনে নিলেন, এবং শকুন্তলাকে পত্নী রূপে পাবার পথে আর কোন বাধা থাকল না মনে করে খুবই আশ্বস্ত হলেন। তাদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে সহসা আশ্রমে এক কোলাহল সৃষ্টি হল। জানলেন যে, মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্যন্তের সৈন্যসামন্ত দেখে ভয় পেয়ে কোন এক বন্যগজ আশ্রমে প্রবেশ করে সবকিছু বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। তপস্বিদের সতর্কবার্তা শুনে রাজা বিদায় নিয়ে চলে যেতে থাকলে, শকুন্তলা তার বস্ত্রাঞ্চল

কুরবকশাখায় লগ্ন হয়েছে—এ ছল করে রাজাকে দেখতে থাকলেন। রাজাও শকুন্তলার দুর্বার আকর্ষণে নগরে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে আশ্রমের অদূরেই শিবিরে গমন করলেন। আশ্রম ছেড়ে যেতে যেতে রাজা বললেন,—"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ্ সংস্থিতং চেতঃ। চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।" অর্থাৎ বাতাসের প্রতিকূলে নীয়মান ধ্বজের দণ্ড যেমন অগ্রে চলে, এবং পতাকা সংলগ্ন চীনাপট্টবস্ত্র বাতাসের বিপরীতে পশ্চাৎ দিকে চলে, ঠিক তেমনি রাজার দেহ চল্‌ছে অগ্রে অগ্রে, কিন্তু তাঁর চঞ্চল মন চল্‌ছে পশ্চাৎ দিকে, আশ্রমের পানে।

দ্বিতীয় অংক ঃ

রাতের অন্ধকার অপসারণ করে যেমন ঊষার প্রকাশ তেমনি প্রথমাংকের পর দ্বিতীয়াংকের অবতারণা। প্রকৃতপক্ষে এ দ্বিতীয়াংক প্রথমাংকেরই প্রবাহ, কেবল রাজা দুষ্যন্তের হৃদয়চিত্র এখানে অধিকতর পরিস্ফুট। মৃগয়াসক্ত রাজাকে সঙ্গদান করতে করতে বয়স্য বিদূষক একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আশ্রমে শকুন্তলাকে দেখে অবধি রাজার মনে স্বস্তি নেই, নয়নে নিদ্রা নেই। আশ্রমবালার আকর্ষণে তিনি আর আশ্রম ছেড়ে যেতে চাইছেন না। বিদূষকের অনুরোধে রাজা একদিনের জন্য মৃগয়া স্থগিত রাখলেন। তিনি বিদূষকের সঙ্গে শকুন্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্য এবং তার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত থাকলেন। কি উপায়ে পুনরায় আশ্রমে প্রবেশ করা যায়, তা' নিয়ে রাজা চিন্তা করতে থাকলে, সে সময় আশ্রম থেকে দুজন তাপস এসে রাজাকে আশ্রমে রাক্ষসের উপদ্রবের কথা জানিয়ে তাঁকে কয়েকদিনের জন্য আশ্রমে অবস্থান করতে অনুরোধ করলেন। ঋষিদের প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য রাজা আশ্রমে যেতে প্রস্তুত হলে, ঠিক সেই মুহূর্তে রাজধানী থেকে 'করভক' নামে এক দূত এসে রাজাকে জানায় যে, রাজমাতা **"পুত্রপিণ্ডপালন ব্রতে"** রাজাকে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত থাকতে বলেছেন। "ইতঃ তপস্বিকার্যম্ ইতোগুরুজনাজ্ঞা"—একদিকে ঋষিদের প্রতি কর্তব্য আর অন্যদিকে গুরুজনের আদেশ, দুটির কোনটিই লঙ্ঘন করা যায় না। রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। অনন্তর সবদিক বিবেচনা করে, বিদূষককে নিজের প্রতিনিধিরূপে রাজধানীতে প্রেরণ করে স্বয়ং রাক্ষস বিতাড়নের উদ্দেশ্যে আশ্রমে চলে গেলেন। রাজধানী যাবার অব্যবহিত পূর্বে রাজা বয়স্য বিদূষকের হাত ধরে বললেন, বন্ধু, শকুন্তলার বিষয়ে তোমাকে যা' বলেছি সবই "পরিহাস বিজল্পিতম্", এর মধ্যে এতটুকু সত্যতা নেই। তাই তুমি এতে গুরুত্ব আরোপ করো না। যদি চপল ও মুখর বিদূষক রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করে রাজমহিষীদের কাছে শকুন্তলাবৃত্তান্ত কথাচ্ছলে প্রকাশ করে দেয়—এ আশঙ্কায় রাজার এ মিথ্যাকথন। কেননা শকুন্তলাবৃত্তান্ত সকলের কাছে বিদিত হলে, পরবর্তীকালে রাজার পক্ষে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

তৃতীয় অংক ঃ

মহাপ্রভাব রাজা দুষ্যন্তের উপস্থিতিতে কণ্বাশ্রমে রাক্ষসদের উপদ্রবের সমাপ্তি ঘটল। এদিকে শকুন্তলা কামানলে পীড়িতা। অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা উশীরলেপন ও সনাল নলিনীপত্র নিয়ে শকুন্তলার পরিচর্যায় ব্যস্ত। মদনপীড়িত রাজা শকুন্তলার সন্ধানে বেরিয়ে মালিনীতীরে বেতসকুঞ্জে তাকে আবিষ্কার করে, নিজেকে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রেখে সখীদের মুখে শকুন্তলার অন্তরের কথা সব শুনলেন। সখীদ্বয় শুকোদরকোমলপদ্মপত্রে নখের আঁচড়ে প্রণয়লিপি রচনা করে রাজার কাছে প্রেরণ করবার পরামর্শ দিলে, শকুন্তলা তা' রচনা করে সখীদের শোনাতে গেলে, রাজা সেই মুহূর্তে তাদের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করলেন। সখীরা দুষ্যন্ত-শকুন্তলার একান্ত পারস্পরিক নিবিড় আলাপের অবকাশ করে দিলেন। অনন্তর শকুন্তলার দেহতাপ নিবারণের জন্য শান্তিবারি হস্তে গৌতমী সেখানে উপস্থিত হলে, রাজা কুঞ্জের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকলেন, এবং শকুন্তলাকে নিয়ে গৌতমী আশ্রমের পর্ণকুটিরে চলে গেলে, রাজা লতাগৃহ ত্যাগ করে বহির্গত হয়ে রাক্ষস বিতাড়নে আত্মনিয়োগ করলেন।

চতুর্থ অংক ঃ

এ অংকের বিষ্কম্ভকে শকুন্তলার সখীদ্বয় পুষ্প চয়ন করতে করতে সম্প্রতি গান্ধর্ব বিধিমতে পরিণীতা শকুন্তলাকে রাজা রাজধানীতে ফিরে গিয়ে স্মরণ করবেন কিনা— এ বিষয়ে আলোচনা করতে থাকলে, সুলভকোপ, প্রকৃতিবক্র ঋষি দুর্বাসা আশ্রমের পর্ণকুটির দ্বারে আবির্ভূত হলেন। পতিচিন্তায় নিমগ্না শকুন্তলা পূজনীয় অতিথির আগমন জানতে না পেরে অতিথিসৎকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজে শৈথিল্য প্রকাশ করলেন। শকুন্তলার অশালীন আচরণে অবমানিত ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে শকুন্তলার উপর অভিশাপ বর্ষণ করলেন,— শকুন্তলা যার কথা অনন্যচিত্তে চিন্তা করছেন, স্মরণ করিয়ে দিলেও সে ব্যক্তি তাকে চিনতে পারবে না যেমন প্রমত্ত ব্যক্তি তার পূর্বোচ্চারিত কথা পরমুহূর্তে স্মরণ করতে পারে না। তবে সখীদ্বয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শাপমুক্তির উপায় জানা গেল যে, শকুন্তলা কোন অভিজ্ঞান-আভরণ প্রদর্শন করতে পারলে রাজা দুষ্যন্ত তাকে চিনতে পারবেন। অভিবৃত্তান্ত শকুন্তলার অগোচরে থেকে গেল। কেবল অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ছাড়া তা' কেউ জানতে পারল না। মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ থেকে ফিরে এসেছেন। আশ্রমের অগ্নিশরণে প্রবেশ করতে গিয়েই তিনি ছন্দোবদ্ধ দৈববাণীর মাধ্যমে অবগত হলেন যে, শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে গান্ধর্ববিধিমতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে এবং সম্প্রতি সে সন্তান-সম্ভবা। শাস্ত্রনিষ্ণাত উদারচেতা মহর্ষি দুষ্যন্ত-শকুন্তলার এ বিবাহ সানন্দে অনুমোদন করে, শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণের জন্য যাবতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি সহসা সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিলেন। শকুন্তলার আসন্ন বিদায় স্মরণ করে মহর্ষি কণ্ব, দুইসখী অনসূয়া-

প্রিয়ংবদা, এমন কি আশ্রমের পশুপাখী পর্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ল। মহর্ষি আশ্রমের বনস্পতিদের কাছে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার অনুমতি চাইলে, কোকিলের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে তা' পাওয়া গেল। আশ্রমতরুদের প্রদত্ত আবরণ ও আভরণে সজ্জিত হয়ে, শকুন্তলা সমগ্র তপোবনকে শোকে নিমগ্ন করে অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও গৌতমী সমভিব্যাহারে আশ্রম ত্যাগ করে হস্তিনাপুরের পথে পা বাড়াল।

পঞ্চম অংক ঃ

সংগীতশালা থেকে রাজার পূর্বপ্রণয়িনী হংসপদিকার গীত শ্রবণ করে রাজা বয়স্য বিদূষককে প্রেরণ করলেন নাগরিকবৃত্তিতে তাঁকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে। সংগীতশ্রবণে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে এর কারণ অনুধাবনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। এমন সময় মহর্ষি কণ্বের আশ্রম থেকে ঋষিদের সঙ্গে দুজন নারী এসেছেন এবং তাঁরা রাজার সঙ্গে দেখা করতে চান, জানতে পেরে অগ্নিগৃহে যথোচিত সৎকারের পর রাজা দুষ্যন্ত তাঁদের আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। ঋষিগণ জানালেন যে, মহর্ষি রাজা এবং শকুন্তলার গান্ধর্ববিবাহ অনুমোদন করেছেন এবং সন্তানসম্ভবা ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে অন্তঃপুরে যথোচিত মর্যাদাসহকারে স্থান দিয়ে রাজা যেন মহর্ষির বাসনা চরিতার্থ করেন। দুর্বাসার অভিশাপে রাজার মন মোহাচ্ছন্ন ছিল বলে শকুন্তলাবৃত্তান্ত একেবারেই রাজার স্মরণপথে উদিত হল না। তাই পরস্ত্রী গ্রহণের ভয়ে তিনি শকুন্তলাকে তাঁর পূর্বপরিণীতা পত্নীরূপে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করলেন। শকুন্তলা তাঁর পূর্বপরিণয়ের প্রমাণস্বরূপ রাজার নামাংকিত অঙ্গুরীয়কটি প্রদর্শন করাতে গিয়ে দেখেন যে, সেটি তাঁর অঙ্গুলি থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এরপর আশ্রমে তাঁদের গোপনপ্রণয়ের আরো কিছু প্রমাণ প্রদর্শন করেও কোন ফল হল না। রাজা শকুন্তলাকে কুৎসিত ভর্ৎসনা করে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বিসর্জন দিলেন। অতঃপর রাজপুরোহিতের বিবেচনায় স্থির হয় যে, সন্তানপ্রসব পর্যন্ত শকুন্তলা রাজপুরোহিতের গৃহে থাকবেন এবং যদি তিনি [illegible] পুত্রের জন্মদান করেন, তাহলে রাজা তাঁকে ধর্মপত্নী বলে গ্রহণ করবেন, অন্যথা তাঁকে কণ্বের আশ্রমে প্রেরণ করা হবে। পথে ক্রন্দনরতা শকুন্তলাকে কোন এক জ্যোতির্ময়ী রমণীমূর্তি অপ্সরাতীর্থের দিকে নিয়ে গেলেন। চিন্তান্বিত বিপর্যস্ত রাজা প্রতীহারীকে বললেন তাঁকে শয়নগৃহের পথ দেখাতে, তিনি বড় ক্লান্ত।

ষষ্ঠ অংক ঃ

এ অংকের প্রবেশকে দেখা গেল, শক্রাবতারবাসী কোন এক ধীবর রাজার নামাংকিত অতি ভাস্বর এক অঙ্গুরীয়ক বাজারে বিক্রী করতে এলে রক্ষিপুরুষদের হাতে ধরা পড়ে। রক্ষিপুরুষেরা তাকে বন্দী করে বিচারের জন্য রাজার কাছে নিয়ে চলল।

রক্ষিপুরুষদের প্রশ্নের জবাবে সে বলে যে একটি বৃহৎ রোহিতমৎস্য তার জালে ধরা পড়লে, সে মাছটিকে বিক্রী করার উদ্দেশ্যে দ্বিখণ্ডিত করে। তখন সে মৎস্যটির উদরাভ্যন্তরে এ অঙ্গুরীয়ক দেখতে পায়। সেটিকে বিক্রী করতে এলে রক্ষিপুরুষেরা তাকে চোর সন্দেহে বন্দী করে। কিন্তু সে বলে যে, সে চোর নয়, সে জাল এবং বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরে, তা বিক্রী করে জীবিকাসংগ্রহ করে। ধীবরের কাছে রাজা অঙ্গুরীয়কটি পেয়ে তাকে অঙ্গুরীয়কের সমান মূল্যের পারিতোষিক দান করেন, এবং অঙ্গুরীয়কটি দেখে তাঁর পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হলে তিনি তাঁর পরিণীতা ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে অকারণ বিসর্জন দিয়েছেন বলে অনুতাপ ও অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হতে থাকেন। রাজা এখন শকুন্তলার শোকে কাতর হয়ে, প্রিয়তমার আলেখ্য অংকন করে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে সচেষ্ট। শকুন্তলাজননী মেনকার অনুরোধে তাঁর বান্ধবী সানুমতী রাজপ্রাসাদে এসে শকুন্তলার শোকে কাতর রাজার অসহায় দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করে সবই মেনকাকে জানাবেন স্থির করলেন। ইতিমধ্যে নিঃসন্তান নৌবণিক্ ধনমিত্রের নৌব্যসনে মৃত্যুর সংবাদ রাজার কানে পৌঁছলে, তিনি বললেন যে, যেহেতু বণিক্ ধনমিত্রের বহুধন, সেজন্য তাঁর বহুপত্নী থাকার সম্ভাবনা প্রবল। যদি অপুত্রক বণিকের কোন পত্নী সন্তান সম্ভবা থাকেন, তাহলে তাঁর গর্ভস্থ সন্তান মৃত বণিকের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকাব অর্জ্জন করবে। নিঃসন্তান রাজা তাঁর মৃত্যুর পর পুরুবংশেরও এ অবস্থা হবে বলে যেমন আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, তেমনি আবার তাঁর স্বর্গত পিতৃকুল তাঁর পর তাঁর অনপত্যতার কারণে পিণ্ড ও তর্পণবারি থেকে বঞ্চিত হবেন ভেবে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

এ অবসরে কোন এক অদৃশ্য ব্যক্তি বিদূষককে আক্রমণকালে, বিদূষক সাহায্যেব জন্য আর্তচিৎকার করতে থাকেন। রাজা তাঁর প্রিয় বয়স্যকে পরিত্রাণের জন্য অদৃশ্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলে, ইন্দ্রসারথি মাতলি তৎক্ষণাৎ আত্মপ্রকাশ করে বলেন যে, তিনি রাজাকে স্বর্গে যাবার জন্য দেবরাজের আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন। কিন্তু রাজাকে বিষণ্ণ ও বিপর্যস্ত দেখে তাঁর ক্ষাত্রতেজঃ উদ্দীপিত করবার উদ্দেশ্যে তাঁর বয়স্যকে এরূপ উৎপীড়ন করেছেন। অবশেষে রাজা অমাত্য পিশুনের হাতে রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করে মাতলির সঙ্গে রথারোহণে স্বর্গে গমন করলেন।

সপ্তম অংক ঃ

স্বর্গে কালনেমির বংশধর 'দুর্জয়' নামক দানবসঙ্ঘকে পরাস্ত করে ইন্দ্রসারথি মাতলির সঙ্গে রাজা দুষ্যন্ত রথারোহণে স্বর্গ থেকে অবতরণকালে পথে হেমকূটপর্বতে ভগবান্ মারীচের পবিত্র তপোবন দেখে সেখানে ভগবান্ মারীচকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রবেশ করলেন। মাতলি রাজার আগমন বার্তা জানাতে আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করলে, রাজা

সেসময় সিংহশিশুর উৎপীড়নরত এক সুন্দর মানবশিশুকে দেখে অন্তরে অপত্যস্নেহের সঞ্চার অনুভব করলেন। মানবশিশুটি তাপসীর হস্ত থেকে ক্রীড়নক নেবার উদ্দেশ্যে হস্তপ্রসারণ করলে রাজা শিশুটির হস্তে রাজচক্রবর্তীলক্ষণ দেখতে পেলেন। রাজা তাপসীদের কাছ থেকে আরো জানলেন যে, শিশুটি পুরুবংশজাত, এবং শিশুটির পিতা তাঁর ধর্মপত্নীকে অকারণে বিসর্জন দিয়েছেন। মানবশিশুটির হস্ত থেকে সিংহ-শিশুটিকে উদ্ধার করবার জন্য কোন এক তাপসী পর্ণকুটির থেকে একটি মৃত্তিকাময়ূর এনে শিশুটিকে বলল,—"শকুন্তলাবণ্যং প্রেক্ষস্ব",—'শকুন্ত' অর্থাৎ পাখীর সৌন্দর্য দেখ, তখন "আমার মা কোথায়"?—শিশুটির এ প্রশ্নে রাজার ধারণা হলো শকুন্তলা শিশুটির জননীর নাম, এবং তিনিই শিশুটির পিতা। সিংহশিশুর সঙ্গে সমর্দন হেতু সর্বদমনের প্রকোষ্ঠ থেকে রক্ষাবন্ধন স্খলিত হলে রাজা তা' তুলে নিলেন। তাপসীরা জানাল যে বালক বা বালকের মাতাপিতা ব্যতীত অন্য কেউ তা' স্পর্শ করলে কবচটি তখন সর্পের রূপ ধরে দংশন করবে। কিন্তু বাজার ক্ষেত্রে সেরকম কিছু অঘটন ঘটল না দেখে রাজা নিশ্চিন্ত হলেন যে, তিনিই বালক সর্বদমনের পিতা। এমন সময় মলিনবেশে শকুন্তলা সেখানে উপস্থিত হলে, রাজা শকুন্তলাকে অকারণে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। শকুন্তলা নিজের ভাগ্যের উপর দোষারোপ করলেন। অতঃপর সপুত্র শকুন্তলাকে অগ্রে করে ভগবান্ মারীচ ও [illegible] প্রণাম জানালে তাঁরা তাঁদের আশীর্বাদ করলেন, এবং দুর্বাসার অভিশাপই তাঁদের ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ বলে জানিয়ে দিলেন। মহর্ষি কণ্বকে এ শুভ সংবাদ জানাবার জন্য ভগবান্ মারীচ তাঁর শিষ্য গালবকে প্রেরণ করলেন। রাজা দুষ্যন্ত তাঁর ধর্মপত্নী শকুন্তলা এবং পুত্র সর্বদমনকে সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। এখানেই নাটকের পরিসাপ্তি।

(৩) "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" ঃ নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা।

যে কোন সৃষ্টিধর্মী রচনাব ক্ষেত্রে তার লেখকপ্রদত্ত নাম নামমাত্র হতে পারে না। তার নামের মধ্যে একটা বিশেষ তাৎপর্য নিহিত থাকে। কোন সাহিত্যকৃতির নামের মধ্য দিয়ে সহৃদয় পাঠকদের কাছে তার মূল বক্তব্য বিষয়ের একটা ধারণা প্রকাশ পায়। সংস্কৃত নাট্যকারগণ সাধারণতঃ তাঁদের মুখ্য বা কেন্দ্রীয় চরিত্র, কোন বিশেষ অর্থবহ ঘটনা বা উভয়ের সমন্বয়ে নাটকের নামকরণ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যপর্দণকার বিশ্বনাথ বলেন,—

"নাম কার্যং নাটকস্য গর্ভিতার্থপ্রকাশকম্।
নায়িকা-নায়কাখ্যানং সংজ্ঞাপ্রকরণাদিষু ॥"

অর্থাৎ যাতে নাটকেব অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ পায়, বা নাটকীয় আখ্যানের মূল বক্তব্য

প্রকাশিত হয়,—এরূপ কোন বিশেষ ঘটনার উপর নির্ভর করে নাটকের নামকরণ করা হয়, এবং প্রকরণ ইত্যাদি দৃশ্যকাব্যের নামকরণ করা হয় নায়ক বা নায়িকার নাম অনুসারে, যেমন মহাকবি ভবভূতি রচিত **'উত্তররামচরিতম্'** নাটকের নামকরণ করা হয়েছে, এ নাটকের গর্ভিতার্থ প্রকাশক শ্রীরামচন্দ্রের উত্তরজীবনের ঘটনার উপর নির্ভর করে। আবার, মহাকবি ভবভূতি রচিত **"মালতীমাধবম্"** প্রকরণের নামকরণ করা হয়েছে—এর নায়ক মাধব এবং নায়িকা মালতীর নাম-অনুসারে। মহাকবি ভাসরচিত **'স্বপ্নবাসবদত্তম্'** নাটকের নামকরণ করা হয়েছে এ নাটকের পঞ্চম অংকে বর্ণিত **'স্বপ্নদর্শন'**—এই গর্ভিতার্থ প্রকাশক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আবার, কোথাও কোথাও যে ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয় না তা' নয়। যেমন মহাকবি শূদ্রক রচিত **"মৃচ্ছকটিকম্"** প্রকরণের নামকরণ করা হয়েছে এ প্রকরণে বর্ণিত মৃত্তিকা নির্মিত শকট বিষয়ক গর্ভিতার্থপ্রকাশক ঘটনাকে কেন্দ্র করে, কিন্তু নায়ক বা নায়িকার নাম-অনুসারে নয়।

অনেকেই **"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"** নামকরণটি বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে যেখানে "অভিজ্ঞানাভরণ" পদটির 'আভরণ' কথাটিরই উল্লেখ নেই। যেমন,—অভিজ্ঞায়তে অনেন ইতি অভি—জ্ঞা + ল্যুট করণে,—অভিজ্ঞানম্। অভিজ্ঞানেন স্মৃতা, অভিজ্ঞানস্মৃতা, তৃতীয়াতৎপুরুষ। অভিজ্ঞানস্মৃতা শকুন্তলা, অভিজ্ঞানশকুন্তলা, শাকপার্থিবাদিবৎ উত্তরপদলোপী কর্মধা। অতঃপর 'নাটকম্'-এর সঙ্গে অভেদোপচারবশতঃ পদটি হবে ক্লীবলিঙ্গ, "হ্রস্বোনপুংসকে প্রাতিপদিকস্য" সূত্র অনুসারে অন্ত্যস্বরের হ্রস্বত্বে—"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"। এইটি সাধারণতঃ প্রচলিত ব্যাখ্যা, কিন্তু কোন কোন পণ্ডিতের মতে এ ব্যাখ্যা সমীচীন নয়। কেননা এতে নাটকের গর্ভিতার্থ প্রকাশ পায়না।

এ নাটকেব চতুর্থ অংকের বিষ্কম্ভক থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাজা দুষ্যন্তকে শকুন্তলা যদি কোন 'অভিজ্ঞানাভরণ' প্রদর্শন করতে পারে তাহলে ঋষি দুর্বাসার শাপের অবসান ঘটবে এবং রাজা শকুন্তলাকে তার পরিণীতা পত্নীরূপে চিনতে পারবেন, **"অভিজ্ঞানাভরণদর্শনেন শাপো নিবর্তিষ্যতে ইতি"**। অর্থাৎ যে কোন স্মারক বা অভিজ্ঞান প্রদর্শন করলেই শাপের অবসান হবে না, কেবল অভিজ্ঞান অলংকার অর্থাৎ স্মারক আভরণ প্রদর্শনেই শাপমোচন হবে। আশ্রমবালা শকুন্তলাই রাজার কাছে অভিজ্ঞান, কিন্তু তাকে দেখেও শাপের অবসান হয়নি, কারণ সে অভিজ্ঞান হলেও 'আভরণ' নয়। এখানে "অভিজ্ঞানাভরণ" বলতে রাজা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের কালে শকুন্তলার অঙ্গুলিতে স্বনামাংকিত ভাস্বর যে অঙ্গুরীয়কটি পরিয়ে দিয়েছেলেন, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাজাকে আশ্রমে ঘটিত তাঁদের পূর্বপ্রণয় স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য শকুন্তলা আরো দুয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছে। যেমন আশ্রমের লতাকুঞ্জে "দীর্ঘাপাঙ্গ" মৃগশিশুর জলপানের কাহিনীটি, কিন্তু তাতেও রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পারলেন না। কেননা, এগুলি স্মারক বা অভিজ্ঞান হলেও এগুলির কোনটাই 'আভরণ' নয়।

এখানে 'স্মারক আভরণ' বলতে কেবল রাজা প্রদত্ত শকুন্তলার অঙ্গুলিতে পরিহিত রাজার নামাংকিত ভাস্বর সেই অঙ্গুরীয়কটিকেই বুঝিয়েছে। কিন্তু চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে শকুন্তলা তা' রাজাকে প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজা শকুন্তলাকে অত্যন্ত নির্দয় ও রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। এভাবে নায়ক-নায়িকার মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হল। তপোবন ত্যাগ করে হস্তিনাপুরে পতিগৃহযাত্রাকালে শচীতীর্থে সূর্যবন্দনাকালে রাজাপ্রদত্ত সেই অঙ্গুরীয়কটি শকুন্তলার অঙ্গুলিভ্রষ্ট হয়ে জলে পতিত হয়। সেই কারণে শকুন্তলা রাজাকে অঙ্গুরীয়ক প্রদর্শন করতে অসমর্থ হয়।

অঙ্গুরীয়কটি একটি বৃহৎ রোহিতমৎস্য গলাধঃকরণ করে। পরে শক্রাবতারবাসী কোন ধীবরের জালে মৎস্যটি ধরা পড়লে, তাকে বিক্রী করবার উদ্দেশ্যে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। তখন মৎস্যটির উদরাভ্যন্তরে রাজার নামাংকিত ভাস্বর অঙ্গুরীয়কটি পাওয়া যায়। অঙ্গুরীয়কটি বিক্রী করবার চেষ্টা করলে ধীবর রক্ষিপুরুষদের হাতে ধরা পড়ে। তাকে বিচারের জন্য রাজার কাছে আনীত হলে, ধীবরের হাতে অঙ্গুরীয়কটি দেখে রাজা মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে তাপসবালা শকুন্তলাব সঙ্গে তাঁর পূর্বপ্রণয় ও গান্ধর্বপরিণয় স্মরণ করতে সক্ষম হলেন। তারপর পরিণীতা ধর্মপত্নীকে অকারণ প্রত্যাখ্যান করার জন্য দীর্ঘকাল বিরহানলে দগ্ধ হযে পবিশুদ্ধচিত্ত রাজা যখন শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন, তখনই মহর্ষি মারীচের তপোবনের শান্ত সুন্দর, শুচিশুভ্র পরিবেশে শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের পুনর্মিলন ঘটে।

এ নাটকে **"অভিজ্ঞানাভরণ"** বৃত্তান্তটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এইটি নাটকের প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও কিছুটা সপ্তম অংকেও ঘটনার উপর কেবল প্রভাববিস্তার করেনি, উক্ত অংকসমূহেব ঘটনাকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিতও করেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অভিজ্ঞান-আভরণ অর্থাৎ রাজাকর্তৃক তপোবন বালা শকুন্তলাকে প্রদত্ত নিজের নামাংকিত অঙ্গুরীয়কটির মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার মধ্যে মিলন সংঘটিত হয়েছে, দৈবক্রমে অঙ্গুবীয়কটি হারিয়ে গেলে দুষান্ত-শকুন্তলার ভাগ্যে বিচ্ছেদের অভিশাপ নেমে এসেছে এবং অঙ্গুরীয়কটির পুনঃ প্রাপ্তিতে উভয়ের মধ্যে আবার মিলন সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এ নাটকে অভিজ্ঞান-আভরণ এর বৃত্তান্ত যে নাটকের **গর্ভিতার্থব্যঞ্জক হয়েছে,** সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই **"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"** নাটকের শীর্ষনাম এ নাটকের পক্ষে সঙ্গত, সমীচীন, শোভন ও গভীর অর্থবহ হয়েছে।

সেজন্য কোন কোন পণ্ডিতের মতে "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"-শীর্ষনামটির ব্যাখ্যা হবে নিম্ন প্রকার—

অভিজ্ঞানং চ ইদম্ আভরণং চেতি = অভিজ্ঞানাভরণম্। (কর্মধা), অভিজ্ঞানাভরণম্ এব স্মৃতম্ (স্মরণম্) = অভিজ্ঞানস্মৃতম্ (উত্তরপদলোপী কর্মধা)। অভিজ্ঞানস্মৃতমস্য

অস্তি ইতি অভিজ্ঞানস্মৃতা, "অর্শআদিভ্যোঽচ", স্ত্রীলিঙ্গে টাপ, অভিজ্ঞানস্মৃতা শকুন্তলা, অভিজ্ঞানশকুন্তলা, উত্তরপদলোপী কর্মধা, অতঃপর 'নাটকম্' এর সঙ্গে অভেদোপচারবশতঃ পদটি হবে ক্লীবলিঙ্গ, এবং "হ্রস্বোনপুংসকে প্রাদিপদিকস্য"—সূত্র অনুসারে অন্ত্যস্বরের হ্রসত্বপ্রাপ্তি হওয়ায়— **"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"**।

(৪) "ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলামতিথিসৎকারায় সন্দিশ্য দৈবমস্যাঃ প্রতিকূলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ।"

আকঁরগ্রন্থ মহাভারতে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার উপাখ্যানে রয়েছে যে, হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্ত একদা মৃগয়ায় বহির্গত হয়ে মালিনীনদীর তীরে অবস্থিত মহর্ষি কন্বের তপোবনের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে বিনা আমন্ত্রণেই আশ্রমে প্রবেশ করেন। মহর্ষি কর্ন্ব তখন আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ফল আহরণের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। মহর্ষির অনুপস্থিতিতে তাঁর পালিতাকন্যা শকুন্তলা রাজাকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানাতে ভুল করলেন না। রাজার আহ্বানে সাড়া দিয়ে শকুন্তলা এগিয়ে এলেন একাকিনী তাপসীর বেশে। রাজা প্রথমে নিজের পরিচয় দিলেন শকুন্তলাকে, এবং জানতে চাইলেন শকুন্তলার পরিচয়ও। রাজা শকুন্তলাকে আরো জানালেন যে, তিনি শকুন্তলাকে পত্নীরূপে পেঁতে ইচ্ছুক। শকুন্তলা রাজাকে জানালেন যে, ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও অপ্সরা মেনকার গর্ভে তাঁর জন্ম। রাজা শকুন্তলাকে ক্ষত্রিয়কন্যা জেনে গান্ধর্ববিধিমতে শকুন্তলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললে রাজা তাতে অধৈর্য হয়ে পড়েন। তখন শকুন্তলা ভবিষ্যতে তাঁর গর্ভজাত পুত্রই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে, এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে রাজার সঙ্গে গান্ধর্বমতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। সন্তানসম্ভবা শকুন্তলাকে চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী পাঠিয়ে রাজধানীতে নিয়ে যাবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজা হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

মহাভারতে বর্ণিত দুষ্যন্ত-শকুন্তলার উপাখ্যানের এ অংশে যে কেবল **অসংগতি রয়েছে তা নয়, কিছু কিছু ঘটনা নিতান্তই অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়।** মহাভারতের উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে, রাজা যখন আশ্রমে প্রবেশ করেন তখন মহর্ষি আশ্রমে ছিলেন না, তিনি ফল-আহরণের জন্য বনে গমন করেছিলেন। ফলাহরণের জন্য বনে গমন করলে মহর্ষি ফিরে আসতে যে সময়ের প্রয়োজন সে সামান্য অবকাশের সুযোগে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয়, পরিণয় ও সন্তান সম্ভাবনা—এ সকল ব্যাপার সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়, দুটি অপরিচিত হৃদয়ের মধ্যে এত অল্পসময়ে প্রণয় এবং পরিণয় সংঘটিত হওয়া নিতান্তই অবাস্তব ও অস্বাভাবিক তা অপসারণ করে উপাখ্যানের এ অং

শকে বিশ্বাসযোগ্য, স্বাভাবিক ও বাস্তবানুগ করে তোলবার উদ্দেশ্যে কুশলী নাট্যকার মহাভারতের উপাখ্যানের এ অংশে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেছেন।

(১) মহাকবি মহর্ষি কণ্বকে ফলাহরণের জন্য বনে পাঠাননি, তিনি প্রেরণ করেছেন সোমতীর্থে, যেখানে সেকালে যাতায়াতে সময়ের প্রয়োজন হত অন্ততঃ কয়েক মাস, যে সময়ের মধ্যে উল্লিখিত ঘটনাগুলি অনায়াসেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হতে পারত।

(২) তাছাড়া, আমাদের ভুললে চলবে না যে, মহর্ষি কণ্ব ছিলেন "কুলপতি"। সেই মহর্ষিকেই 'কুলপতি' বলা হয়, যিনি দশ সহস্র শিষ্যকে অন্নবস্ত্রাদি দিয়ে ভরণপোষণ করে, বেদবিদ্যা শিক্ষাদান করেন।"

"মুনীনাং দশসহস্রং যোঽন্নদানাদি পোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ ॥"

সুতরাং যে মহর্ষি কুলপতি এবং যাঁর রয়েছে দশসহস্র শিষ্য তিনি স্বয়ং ফল-আহরণের জন্য বনে গমন করবেন, এইটি স্বাভাবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য কিনা বিচার্য।

(৩) শকুন্তলা মহাপ্রভাবসম্পন্ন মহর্ষি কণ্বের পালিতা কন্যা হলেও তাঁর জীবনের পথ সবসময় যে কুসুমাস্তীর্ণ হবে তা বলা যায় না, ভবিষ্যতে তাঁকেও হয়ত কোন কারণে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হতে পারে,—এ আশঙ্কায় মহর্ষি পূর্ব থেকেই শকুন্তলার প্রতিকূল দেবকে শান্ত করবার জন্য সোমতীর্থে গমন করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করেছেন। এখানেই মহাকবি সুকৌশলে কর্তব্যকর্মে শৈথিল্যের জন্য অর্থাৎ অতিথিসৎকারে অমনোযোগী হবার জন্য শকুন্তলার প্রতি কোপন স্বভাব, প্রকৃতিবক্র ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ এবং প্রিয়ংবদার কাতর অনুনয়ে নিয়ে কিছুটা শান্ত হয়ে ঋষিকর্তৃক শাপ মুক্তির উপায় নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

(৪) উক্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে আরো জানা যায় যে, শকুন্তলা এখন পরিণতবয়স্কা, সে এখন অতিথি সৎকারে সক্ষম, এবং তাঁর যোগ্যতা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করেই মহর্ষি কণ্ব অতিথি সৎকারের মত তৎকালীন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেছেন। তাছাড়া, বোঝা যাচ্ছে যে শকুন্তলা এখন স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকারিনী। কাজেই রাজার [illegible] বিবাহের প্রস্তাবে শকুন্তলা এখন নিজের মতামত ব্যক্ত করে সমর্থ। তাই উপসংহারে বলা যায়, মহাভারতে বর্ণিত দুষ্যন্ত-শকুন্তলার উপাখ্যানে উক্ত **পরিবর্তন সাধন করে মহাকবি নাট্যশিল্পীরূপে বিশেষ বিচার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন।**

(৫) "অস্মিন্ ক্ষণে বিস্মৃতং খলু ময়া"

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের প্রস্তাবনায় প্রথমেই আমরা বিস্মৃতির উল্লেখ পাই। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই বিস্মৃতিই 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের মর্মস্থল অধিকার করে রয়েছে। বলতে গেলে নাটকের কাহিনীবৃত্ত এই বিস্মৃতির উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। নটীর গীত সমাপ্ত হবার পর সূত্রধার প্রশ্ন কবল উপস্থিত সামাজিকবৃন্দের চিত্তরঞ্জনের জন্য এখন কি করা উচিত। নটী উত্তরে বলল কেন? আপনি ত এইমাত্র বললেন —'মহাকবি কালিদাস রচিত অভিনব নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলার অভিনয় হবে।' পুনরায় সূত্রধার বলল,—হাঁ, হাঁ, আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম। কৃষ্ণসারাকৃষ্ট দুষ্যন্তের মত আমার চিত্ত তোমার সংগীতে অনুগামী হয়েছিল।

এখানে বিস্মৃতির সঙ্গে দুষ্যন্তের নাম জড়িত করে মহাকবি কালিদাস ভাবীঘটনার জন্য সহৃদয় সামাজিকদের চিত্তভূমি প্রারম্ভেই নাটকের মর্ম উপলব্ধি করবার উপযোগী করে প্রস্তুত করেছিলেন। এর যে প্রয়োজন ছিল না তা নয়। কেননা, ব্যাসদেব রচিত মহাভারত থেকে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের কাহিনী সংগৃহীত হলেও, "স্মৃতিবিভ্রম" মহাকবি কালিদাসের অনুকল্পনা। এর জন্য আবার ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের সৃষ্টি এবং এর মাধ্যমেই এসেছে ভয়াবহ বিস্মৃতি নায়ক দুষ্যন্তের চিত্তে। এ হ'ল অনাগতের ইঙ্গিত, ভাবী পরিণতির সূচনা। পাশ্চাত্য নব্য নাট্যশাস্ত্রে একে **"Dramatic Preparation"** অর্থাৎ নাটকীয় প্রস্তুতি বলা হয়েছে।

মহর্ষি কণ্ব এখনো সোমতীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তন করেননি, ইতিমধ্যে রাজা দুষ্যন্ত গান্ধর্ববিধিমতে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করে রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রস্থান করেছেন। শকুন্তলাসখী অনসূয়ার মন কিন্তু সুস্থির হতে পারছে না। কেননা, বহুপত্নীক রাজা, কি জানি যদি পুরস্ত্রীবর্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে কণ্বাশ্রমের শকুন্তলাবৃত্তান্ত বিস্মৃত হন। অনসূয়ার আশঙ্কা রাজা দুষ্যন্তের বিস্মৃতি, কিন্তু প্রিয়ংবদার উদ্বেগ মহর্ষি কণ্বের রোষ।

তপোবনের পরিবেশ আজ অশান্তিপূর্ণ, নববিরহবিধুরা শকুন্তলার উষ্ণশ্বাসে তপোবনের আকাশ আজ সমাচ্ছন্ন। তপোবনপ্রকৃতি যেন আজ নিতান্তই বিহ্বল। শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার অর্চনা করবার জন্য অনসূয়া-প্রিয়ংবদা উভয়েই আজ পুষ্পচয়নে রত। হঠাৎ শোনা গেল অশনিগর্জন—"অয়ম্ অহং ভোঃ"। বিস্ময়চকিত হয়ে অনসূয়া বলল, 'অতিথি'। প্রিয়ংবদা আশ্বাস দিল—শকুন্তলা কুটিরে আছে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ'ল—শকুন্তলা শরীরে উপস্থিত বটে, কিন্তু তার হৃদয় আজ শূন্য। সে আজ দুষ্যন্তগতচিত্ত। সে কেবল কর্তব্যকর্মে বিস্মৃত নয়, সে আজ আত্মবিস্মৃত। পূজনীয় অতিথির প্রতি কর্তব্যে চরম শৈথিল্যপ্রদর্শন, এবং আশ্রমধর্মে অতিথির অবমাননা অমার্জনীয় অপরাধ। সুতরাং কোপনস্বভাব ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ বর্ষিত হল শকুন্তলার উপর,—'হে অতিথি

অবমাননাকারিনী, যার চিন্তায় তুই আমার মত অতিথিকে অবজ্ঞা করলি, তোকে সে বিস্মৃত হবে। প্রমত্ত ব্যক্তি যেমন তার পূর্বোচ্চারিত কথা পরমুহূর্তেই স্মরণ করতে পারে না, সেও তেমনি স্মরণ করিয়ে দিলেও তোকে চিনতে পারবে না।'

মহাকবি কালিদাস তাঁর মানসকন্যার মানসিক অবস্থার ইঙ্গিত করে অসন্তোষের পরিবর্তে বরং সহৃদয় সামাজিকবর্গের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন। তথাপি বজ্র অবস্থার বিচার করে না, দোষী-নির্দোষ বিচার করে না। অনসূয়ার অনুরোধে প্রিয়ংবদা গিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করে প্রকৃতিবক্র ঋষিকে প্রসন্ন করল। ঋষি প্রীত হয়ে বলিলেন,—আমার বাক্য ব্যর্থ হবে না, তবে অভিজ্ঞান আভরণ দর্শনে শাপের অবসান হবে।

উভয় সখী আশ্বস্ত হ'ল, রাজার স্মৃতি জাগরণের উপায় শকুন্তলার হাতে। শকুন্তলার প্রতি তাদের স্নেহের আধিক্যবশতঃ উভয়ে স্থির করল, "কো নাম উষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি"? অভিশাপের কথা শকুন্তলার কানে তোলা হবে না। কে এমন হৃদয়হীন যে, নবমল্লিকার উপর উষ্ণোদক সিঞ্চন করবে? অদৃষ্টের পরিহাস,—শকুন্তলা শাপবৃত্তান্ত অবগত হলে দুষ্যন্ত প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারত। রাজা দুষ্যন্তের সুপ্তস্মৃতি জাগরিত করতে যে একটিমাত্র পথ ছিল, অন্ধস্নেহ তাও রুদ্ধ করে দিল। একে পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রে বলা হয় "**Irony**'.

শকুন্তলার স্মৃতি রাজার মন থেকে প্রায় মুছে গেল। প্রকাশ্য রাজসভায় দিনের আলোয় শকুন্তলা ঋষিসমভিব্যহারে উপস্থিত হলেও, রাজা দুষ্যন্ত তাকে চিনতে পারলেন না। শকুন্তলা অত্যন্ত রূঢ় ও নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাতা হলো। দেখা গেল, বিস্মৃতির প্রভাব প্রবল। পুনঃ শক্রাবতারবাসী ধীবরের কাছ থেকে রাজার নামাংকিত অঙ্গুরীয়ক পেয়ে রাজা শকুন্তলা বৃত্তান্ত স্মরণ করতে সক্ষম হলেন, এবং বিনা দোষে নিজের পরিণীতা পত্নীকে বিসর্জন দেবার জন্য অনুতপ্ত ও অনুশোচনাগ্রস্ত হলেন। নাটকের ইপ্সিত পরিণতি অনুযায়ী যথাকালে ভগবান্ মারীচের আশ্রমের শুভ্র ও শান্ত সমাহিত পরিবেশে নায়কনায়িকার মধ্যে পুনর্মিলন সংঘটিত হল।

(৬) "পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন গৃহ্যতাং বচঃ"

বয়স্য বিদূষকের অনুরোধে একদিনের জন্য মৃগয়া স্থগিত থাকলে, রাজা সে অবকাশে মাধব্যের সঙ্গে আশ্রমবালা শকুন্তলার ব্যাপারে রসালাপে প্রবৃত্ত হলেন। পুনরায় রাজা শকুন্তলাকে দেখবার অদম্যবাসনায় যখন উপায় খুঁজতে ব্যস্ত, তখন কণ্বাশ্রম থেকে দুজন ঋষি বালক এসে রাজার কাছে অনুরোধ জানালেন যে, মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতির সুযোগে রাক্ষসেরা যজ্ঞক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, রাজা যেন কেবল একজন

সারথিকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক রাতের জন্য আশ্রমটিকে রক্ষা করেন। রাজা বললেন, — **"ইতঃ তপস্বিকার্যম ইতঃ গুরুজনাজ্ঞা, দ্বয়মপি অনতিক্রমনীয়ম্"** অর্থাৎ একদিকে তপস্বিদের প্রতি কর্ত্তব্য, অন্যদিকে গুরুজনের আদেশ। কোনটিই লঙ্ঘন কবা যায় না। এখন কি করা যায়।

প্রথম কৃত্যটি পবহিতেব জন্য, এবং আত্মহিতেব জন্য দ্বিতীয কৃত্যটি। যেহেতু রাজা আপন কল্যাণের চেয়ে পবেব কল্যাণ সাধনে অধিকতব সচেতন ও তৎপব সেহেতু তিনি বিদূষককে তাঁব প্রতিনিধি কবে বাজধানীতে প্রেবণ কবতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবলেন। কাবণ বিদূষককে বাজমাতা পুত্ররূপে গ্রহণ কবেছেন এবং বিদূষক বাজমাতাব ব্রতে উপস্থিত থাকতে সমর্থ হবেন। বাজা স্বযং আশ্রমে উপস্থিত হযে বাক্ষস-বিতাডন কবে ঋষিদেব যজ্ঞক্রিযায যাতে আব কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না হয সে চেষ্টা কববেন।

বিদূষক বাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কবতে প্রস্তুত হলে বাজা তাঁব যাত্রাব ঠিক অব্যবহিত পূর্বে তাঁকে বললেন,—**"ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথঃ"** ইত্যাদি। বাজা আশঙ্কা করেছিলেন যে, লঘুচিত্ত, অমিতবাক, চঞ্চলপ্রকৃতি ও মুখব বিদূষক বাজপ্রাসাদে পৌঁছে অন্তঃপুবে কথাব ছলে শকুন্তলাবৃত্তান্ত প্রকাশ কবে দিতে পাবেন। তাই বাজা বিদূষকেব হাত ধবে বললেন যে আশ্রমেব ঋষিদেব প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবশতঃ বাক্ষসদেব অত্যাচাব থেকে ঋষিদেব মুক্ত কববাব উদ্দেশ্যে তিনি স্বযং আশ্রমে যাচ্ছেন। তবে আশ্রমবালা শকুন্তলাব প্রতি তাঁব কোন অভিলাষ বা আকর্ষণ নেই। কাবণ 'কোথায বাজা দুষ্যন্ত, আব কোথায বা প্রেমেব সঙ্গে একবাবে অপবিচিত, মৃগেব সঙ্গে বর্ধিতা তাপসতনযা। সুতবাং তিনি বিদূষককে শকুন্তলাব বিষযে যা বলেছেন তা কেবল পবিহাসচ্ছলেই বলেছেন, এব মধ্যে কোন সত্যতা নেই **"পবিহাসবিজল্পিতং সখে পবমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ।"**

এখানে প্রশ্ন হ'ল,—দুষ্যন্তেব সঙ্গে শকুন্তলাব প্রণয কি কেবল পবিহাস? বাজা দুষ্যন্ত কি তাহলে মিথ্যাবাদী? আব যদি বাজা দুষ্যন্ত মিথ্যাবাদী হন তাহলে নাযক হবাব যোগ্যতা তাঁব আছে কি?—এসব প্রশ্নেব আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ কবতে হয যে, দুষ্যন্ত ও শকুন্তলাব প্রণয মোটেই পবিহাসমাত্র ছিল না। প্রথমদর্শনেব পব উভযেব চিত্তে পূর্ববাগেব সঞ্চাব হযেছে এবং তা ক্রমশঃ উন্নীত হযেছে প্রণযে। প্রথম অংকেব অন্তিম শ্লোক,"গচ্ছতি পুবঃ শবীবং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ। চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীযমানস্য।।"—পাঠ কবলেই অনাযাসে উপলব্ধি কবা যায যে, নাযক বাজা দুষ্যন্ত নাযিকা তাপসতনযা শকুন্তলাব জন্য যে অত্যন্ত ব্যাকুল হযেছেন তা শুধু নয, শকুন্তলাব প্রতি তাঁব কোন অভিলাষ নেই,—এমন কথা ডাহা মিথ্যা।

দ্বিতীয় অংকে রাজা দুষ্যন্তের নৈরাশ্য দোষে বিদূষক যখন [illegible] প্রতি তাঁর অনুবাগলক্ষণ কিছু প্রকাশ পেয়েছে কি? তার [illegible] ‘ অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষণম্......ন বিবৃতো মদনঃ ন চ-সংবৃতঃ”—[illegible] স্বভাবতই সলজ্জপ্রকৃতি। তথাপি চোখে চোখে মিলন হলেই চক্ষু ফিরিয়ে নিয়েছেন। আবাব কখনো তাঁব অধবে ছল-হাসিও প্রকাশ পেযেছে, তিনি অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ কবেননি আবাব গোপনও কবেননি। তা ছাড়া আশ্রম অভিমুখে প্রত্যাবর্তন কবলে কযেক পা অগ্রসব হযেই তিনি চবণে যেন কুশাঙ্কুব বিদ্ধ হযেছে একপ ভান কবে থমকে দাঁড়ালেন। আবাব বৃক্ষশাখায তাব বল্কল বসন লগ্ন না হলেও ছলনা কবে আমাব দিকে মুখ ফিবিযে তা মোচন কবেছিলেন।—এসবেব পব কি সহৃদয সামাজিকগণ বিশ্বাস কবতে পাবেন যে, শকুন্তলাব প্রতি বাজাব কোন অভিলাষ ছিল না, সুতবাং তিনি মাধব্যকে শকুন্তলাব বিষযে পূর্বে যা বলেছিলেন তা সর্বৈব সত্য, তাব মধ্যে মিথ্যাব লেশ মাত্র ছিল না। দ্বিতীয় অংকেব অন্তিম লগ্নে বাজা বিদূষককে যা বলেছেন তা নির্জলা মিথ্যা ছাড়া আব কিছু নয।

তবে বাজাকে মিথ্যাবাদী বলা যায না। কাবণ আমবা তাকেই মিথ্যাবাদী বলি যে প্রযোজনে অপ্রযোজনে প্রতিনিযতই মিথ্যাকথা বলে, এবং মিথ্যা বলতেই অভ্যস্ত। কিন্তু বাজা দুষ্যন্ত প্রযোজনেও মিথ্যাকথা বলতে গিযে কখনো কখনো দ্বিধা গ্রস্ত হযেছেন। যেমন প্রথম অংকে আশ্রমবালাদেব সম্মুখে নিজেব সত্যিকাবেব পবিচয দিতে গিযে বলেছেন, ‘কথম ইদানীম আত্মানং নিবেদযামি” ইত্যাদি। সুতবাং এ পবিস্থিতিতে দুষ্যন্তকে মিথ্যাবাদী বলা সঙ্গত কিনা বিচার্য। বাজা যে এখানে মিথ্যা বলেছেন তা বিশেষ গুকত্বপূর্ণ নাটকীয প্রযোজন সিদ্ধিব উদ্দেশ্যে। বাজা ছিলেন “দক্ষিণ” নাযক এবং দক্ষিণ নাযকৰূপে তিনি তাঁব সকল মহিষীব প্রতি সমান স্নেহ, অনুবাগ ও প্রণয পোষণ কবেন। তাদেব অজ্ঞাতে বাজা আশ্রমে শকুন্তলাব সঙ্গে প্রণযলীলায ব্যাপৃত আছেন,—এ বিষযটি তাদেব গোচবে এলে অভিমানিনী মহিষীগণ স্বতঃই বোষপববশা হবেন। তাই তিনি শকুন্তলা বৃত্তান্ত গোপন বাখতে বিদূষককে মিথ্যা বলেছিলেন।

তাছাড়া যদি তিনি এ মিথ্যাব আশ্রয না নিতেন তাহলে শকুন্তলা বৃত্তান্ত বিদূষকেব স্মৃতিতে জাগৰূক থাকত এবং বিদূষক অন্তঃপুবে এ বৃত্তান্ত প্রকাশ কবলে, পঞ্চম অংকে বাজা কর্তৃক শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান সম্ভব হত না, এবং তাতে ঋষি দুর্বাসাব অভিশাপ কার্যকব হওযাব পথে অন্তবায সৃষ্টি হত। তাই যষ্ঠ অংকে ব্যথাহত বাজা যখন বলেন যে, শকুন্তলাব বিষয বিদূষক কেন বাজাকে একবাবও স্মবণ কবিযে দিল না, তাব উত্তবে বিদূষক বলেছেন,—“ন বিস্মবামি, কিন্তু সর্বং কথযিত্বা অবসানে পুনস্ত্বযা পবিহাস

বিজল্প এষ ন ভূতার্থ ইত্যাখ্যাতম্। ময়াপি মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিনা তথৈব গৃহীতম্। অথবা ভবিতব্যতা খলু বলবতী।"

শাস্ত্রে মিথ্যাভাষণকে অন্যায় ও অধর্ম বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে সত্য হলেও কখনো অপ্রিয় কথা বলা উচিত নয়,—"মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" কোন্ কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে মিথ্যাভাষণ অধর্ম নয় যে প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বলা হয়েছে **"ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে। প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতানি আহুপাতকানি।"** (মহাভারত/দ্রোণপর্ব) অর্থাৎ মহাভারতের দ্রোণপর্বে বলা হয়েছে যে, বিবাহে, পরিহাসে নারীর সঙ্গে আলাপে, প্রাণসংশয়ে ও সর্বধনাপহারে মিথ্যাভাষণ অপরাধ নয়। সুতরাং এরই মানদণ্ডে বিচার করে বলা যায় যে, বিদূষকের কাছে "পরিহাস বিজল্পিতম্" ইত্যাদি বলে রাজা মিথ্যাবাদীরূপে অপরাধী হতে পারেন না।

(৭) "ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ" ঃ তাৎপর্য বিশ্লেষণ ঃ

"দুর্বাসার অভিশাপ" মহাকবি কালিদাসের অসাধারণ প্রতিভার অনবদ্য সৃষ্টি। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে এইটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিনব সংযোজন। মহর্ষি ব্যাসদের রচিত মহাভারতে দুর্বাসার অভিশাপের উল্লেখমাত্র নেই। তবে অপরাধীকে দণ্ড দেবার উপায়রূপে অভিশাপের প্রয়োগ মহাকবি রচিত প্রায় প্রতিটি কাব্যে ও নাটকে লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে রাজা দিলীপ কামধেনু সুরভির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করার অপরাধে সুরভিকর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন, 'মেঘদূত' গীতিকাব্যে শিবের অনুচর যক্ষ কর্তব্যকর্মে শৈথিল্যের অপরাধে অভিশাপরূপে রামগিরিতে নির্বাসিত হয়েছিলেন, "বিক্রমোর্ব্বশীযম্" দৃশ্যকাব্যে উর্বশী "লক্ষ্মীস্বয়ংবর" নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে "পুরুষোত্তম"-এর স্থলে 'পুরুরবা' উচ্চারণ করায় ভরতমুনি কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন, এবং "কুমারসম্ভবম্" মহাকাব্যে প্রেমের দেবতা মদন শিবের অভিশাপে ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধারক ও বাহক, বর্ণাশ্রম ধর্মের একনিষ্ঠ সমর্থক মহাকবি কালিদাসের কাছে স্বকর্ত্তব্যচ্যুতি ছিল মহা অপরাধ। অপরাধীকে দণ্ডদান অবশ্যই কর্তব্য,—এইটি বিধির বিধান। দেবরোষ তাই দুর্বাসার অভিশাপের রূপ ধরে পতিগতচিন্তা, অনন্যমনা আশ্রমবালা শকুন্তলার মস্তকে নেমে এল। দুর্বাসা এখানে নিমিত্তমাত্র। মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার উপর অতিথি সৎকারের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করে শকুন্তলার প্রতিকূল দৈবকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে সোমতীর্থে গিয়েছিলেন। মহর্ষির অনুপস্থিতিতে আশ্রমে দুজন অতিথি এলেন, রাজা দুষ্যন্ত এবং ঋষি দুর্বাসা। উভয়ই মাননীয় অতিথি, রাজা দুষ্যন্তের যথোচিত সৎকার করা হল, কিন্তু ঋষি দুর্বাসার প্রতি শকুন্তলা একেবারেই উদাসীন

থাকলেন। স্বার্থপর এবং আত্মসর্বস্ব প্রণয়ের মোহে শকুন্তলা প্রিয়জনের চিন্তায় এত বিভোর যে, ঋষি দুর্বাসার মত শ্রদ্ধাস্পদ অতিথি এসে নিজের আগমনবার্তা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেও তা' শকুন্তলার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করল না। ফলে শকুন্তলা একেবারেই নির্বিকার থাকলেন। স্বার্থচিন্তায় একান্ত নিমগ্ন থেকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। আশ্রমধর্মে অতিথির অবমাননা শকুন্তলার প্রতি ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের কারণ।

কোপন স্বভাব, প্রকৃতিবক্র ঋষি দুর্বাসা শকুন্তলার উপর অভিশাপ বর্ষণ করে বললেন,—"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা" ইত্যাদি অর্থাৎ অনন্যচিত্ত হয়ে যাকে চিন্তা করতে করতে উপস্থিত তপস্বী আমার অবমাননা করলি, স্মরণ করিয়ে দিলেও সে, পাগল যেমন তার পূর্বোচ্চারিত কথা, পবমুহূর্তে স্মরণ করতে পারেনা, তেমনি তোকেও সে মনে করতে পারবে না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পাবে যে, মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর মতে মহাকবি কালিদাস মহাকবি ভাসরচিত "অবিমারক" নাটকে বর্ণিত চন্দ্রভার্গব-এর অভিশাপ থেকে ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের পরিকল্পনার আভাস পেয়েছেন। পদ্মপুরাণে দুর্বাসার অভিশাপের উল্লেখ আছে বটে, তবে বিশেষজ্ঞদের মতে পদ্মপুরাণ মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের পববর্তী রচনা। সহৃদয় পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে পদ্মপুরাণে বর্ণিত দুর্বাসার অভিশাপ এখানে উদ্ধার করা হল,—**"যং ত্বং চিন্তয়সে বালে মনসা অনন্যবৃত্তিনা। বিস্মরিষ্যতি স ত্বাং বৈ অতিথৌ মৌনশালিনীম্ ॥"**

(ক) ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কবতে গিয়ে চন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর অর্থ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন,—"শকুন্তলা অতিথিসেবার কর্তব্য ও উৎকর্ষ বুঝিয়াও দুষ্যন্তচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অতিথি ফিরাইয়া দিলেন। অতিথি শকুন্তলাকে শাপ দিয়া গেল। উহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, প্রণয় যতই পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ হউক, উহা যদি সামাজিক কর্তব্যসাধনের প্রতিবন্ধক হয়, তবে উহাকে দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।" "পবিত্র প্রেম অতি উৎকৃষ্ট বস্তু, কিন্তু সে প্রেম যদি মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়, তাহা অতিশয় অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এই কথার অর্থ এই যে, প্রণয়ের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা শুধু প্রণয়ী বা প্রণয়িণীর নিজের মনের পবিত্রতা বা অপবিত্রতার দ্বারা নিরূপিত হয় না। সমাজও তাহার একটি প্রধান নিরূপক। শকুন্তলা এই নৈতিক নিয়মভঙ্গ ক[illegible] [illegible] বলিয়া এত কষ্ট ভোগ করিলেন।"

(খ) কালিদাস অকুতোভয়ে মহাভারতেব মূল আখ্যায়িকারও অনেকখানি পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটিয়েছেন। দুষ্যন্ত মহর্ষি কণ্বের তপোবনে সকলের অগোচরে গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করে পরে আত্মাবমাননার ভয়ে, কুমারসহ রাজসভায় আগতা

শকুন্তলাকে নানা ছলচাতুরীর সাহায্যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ আচরণ নিঃসন্দেহে ধীরোদাত্ত গুণান্বিত নায়কের যোগ্য নয়। মহাভারতে শকুন্তলার প্রেমেও আত্মনিবেদন ছিল না। তাঁর গর্ভজাতপুত্র ভারতবর্ষের একমাত্র অধিপতি হবে, এই গোপন আশাই তাঁকে দুষ্মন্তের মহিষী হতে প্ররোচিত করেছিল। কালিদাস বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কাহিনীর উপযুক্ত সংস্কারসাধন করে উভয়কে বিরাট ভাবের যোগ্য আশ্রয় করে তুলেছেন। অথচ সংস্কার ক্রিয়ার ফলে কাহিনী গ্রন্থনে যাতে কোথাও কোন শিথিলতা দেখা দিতে না পারে সে দিকেও ছিল তাঁর অতি সতর্ক দৃষ্টি। দুষ্যন্ত চরিত্রে সামঞ্জস্য দান করবার প্রয়োজনেই তাঁকে দুর্বাসার অভিশাপের পরিকল্পনাটি করতে হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় যথার্থই বলেছেন,—"দুষ্মন্তকে 'কাপুরুষতার' দায় থেকে বাঁচাইবার জন্য কালিদাস শাপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাপে রাজার চরিত্রটি খুব খুলিয়াছে।" (দুর্বাসার শাপ)।

(গ) যে প্রণয় প্রণয়ী বা প্রণয়িণীকে আপন আপন কর্তব্য সম্পর্কে বিস্মৃত করে তোলে, যে প্রণয় কেবল পরস্পর পরস্পরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, যে প্রেম কখনো আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধব বা অপরাপর ব্যক্তিগণের মধ্যে মঙ্গল 'মাধুর্য বিকীর্ণ করেনা তা' একান্তই স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। অল্পসময়ের মধ্যে এরূপ প্রণয় দুর্বহ হয়ে ওঠে, এরূপ প্রণয় মহাকবির অভিপ্রেত নয়। এরূপ প্রণয় দেবরোষে ভস্মীভূত হয়, অভিশপ্ত হয় ঋষিশাপে এবং গুরুজন ভর্ৎসনায় খণ্ডিত হয়। শকুন্তলার চিত্তে যখন রাজর্ষি দুষ্যন্ত ছাড়া আর কোন চিন্তা স্থান পেল না, তখনই আশ্রমে ঋষি দুর্বাসার আবির্ভাব। শ্রদ্ধাভাজন অতিথির প্রতি অভ্যর্থনার গুরুদায়িত্ব বিস্মৃত হবার ফলেই শকুন্তলার উপর বর্ষিত হল দুর্বাসার অমোঘ অভিশাপ। কর্মে শৈথিল্যের জন্য শকুন্তলার দণ্ডপ্রাপ্তি । এ অভিশাপ আকস্মিক নয়, এইটি ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতির ফল।

(ঘ) উদ্দাম যৌবনের চাঞ্চল্যপ্রভাবে নরনারীর আকর্ষণজনিত যে মিলন তা কখনো ভারতীয় গার্হস্থ্যজীবনের আদর্শ নয়। মহর্ষি কণ্বের তপোবনে শকুন্তলার প্রতি নায়ক দুষ্যন্তের যে অনুরূপ আকর্ষণ তা একান্তই দেহজ রূপলাবণ্যের উপর নির্ভরশীল। এইটি প্রকৃতপক্ষে কামেরই নামান্তর। মহাকবি এরূপ প্রণয়কে মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত। এ ক্ষণিকের মোহ, এইটি কখনো চিরস্থায়ী এবং কল্যাণকর হতে পারেনা। ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবনে ধর্মপত্নী কি, তার দায়িত্ব বা মূল্য কতদূর এসব তখন রাজা কিছুই উপলব্ধি করতে পারেননি। এজন্য ঋষিশাপজনিত বিরহের মধ্য দিয়ে রাজা যেমন ধর্মপত্নী ও বংশধর পুত্রের প্রয়োজনীয়তা যথার্থভাবে অনুভব করলেন, শকুন্তলাও তেমনি প্রোষিতভর্তৃকার জীবনযাপন করে বুঝতে পারলেন নারী জীবনে পতির মূল্য কি।

দুর্বাসার অভিশাপের ফলে উভয়ের মধ্যে এসেছে বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদের অনলে নায়ক নায়িকার চিত্ত পরিশুদ্ধ হলে, মহাকবি উভয়ের পুনর্মিলন ঘটালেন মহর্ষি মারীচের তপোবনের শান্তি স্নিগ্ধ শুচিশুভ্র স্বর্গীয় পরিবেশে।

(ঙ) যা' সহজেই পাওয়া যায়, তা সহজেই হারিয়ে যায়। তাকে সত্যিকারের পাওয়া বলা যায় না। এরূপ পাওয়াতে যেমন কোন গৌরব নেই তেমনি হারিয়ে যাওয়াতে কোন গ্লানি বা অনুশোচনা নেই। লাভ করবার প্রকৃষ্ট প্রণালী হল সাধনা, তপস্যা। রাজা দুষ্যন্ত যেভাবে শকুন্তলাকে লাভ করেছিলেন, তাকে সত্যিকারের পাওয়া বলা যায় না। তিনি বহুবল্লভ নৃপতি, একবার মাত্র ভালোবেসে থাকেন, তারপর তাঁর ভালোবাসার পাত্রী রাজান্তঃপুরে উপেক্ষা, ঘৃণা ও অবজ্ঞার চিরঅন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। হংসপদিকা, বসুমতী ইত্যাদি মহিষীগণের ভাগ্যে তাই ঘটেছিল। রাজধানীতে উপস্থিত হওয়া মাত্র যদি রাজা শকুন্তলাকে গ্রহণ করতেন, তাহলে শকুন্তলার ভাগ্যেও এ দশা ঘটত এবং নিঃসন্দেহে সেও বসুমতী, হংসপদিকাদের দলবৃদ্ধি করত মাত্র।

(চ) এ নাটকের পঞ্চম অংকে যেখানে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, আধুনিক নাট্যরীতি অনুসারে সেখানেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটবার কথা। কিন্তু মহাকবি এরূপ পরিণতি স্বীকার করেন না। প্রাচীন ভারতের আদর্শ ও ঐতিহ্য অনুযায়ী মহাকবি জীবনকে সমগ্রতার দৃষ্টিতে দেখেছেন, কোথাও তিনি জীবনের খণ্ডাংশ পরিবেশন করেননি। জীবন কল্পনার সমগ্রতার দাবীতেই এ নাটকে অবশিষ্ট অংশ এসে পড়েছে। মহাকবি জানতেন, পূর্ণতার সাধনাই মানবজীবনের চরম অভীষ্ট। জীবনের এই পূর্ণতার সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। সে কারণেই দুর্বাসার অভিশাপের অবতারণা। এ অভিশাপ গতানুগতিক ঘটনাকে একেবারে বিপর্যস্ত করেছিল। ঘটনার গতি অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে রাজা দুষ্যন্তের পরিণীতা পত্নী শকুন্তলাকে গ্রহণ ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন ব্যাপারটি শেষপর্যন্ত প্রত্যাখ্যান ও বিরহে পর্যবসিত হল এবং নতুন নতুন ঘটনার সমাবেশে এ নাটকে পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম অংক সন্নিবেশিত হবার অবকাশ পেল সহৃদয় সামাজিকগণও উক্ত তিন অংকে বর্ণিত অনবদ্য কাহিনীর রসাস্বাদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন না। জীবনের পরিণামে দুঃখ, গ্লানি ও অগৌরবকে ভারতবাসী কখনো চরম বলে মানেননি, তাঁরা জীবনের শেষে খুঁজছেন সর্বতাপহর এক প্রগাঢ় প্রশান্তিকে। তাই মহাকবি কালিদাস নাটকীয় বিধানকে উপেক্ষা করে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মিলন ঘটিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এ অভিশাপ রূপকমাত্র। রাজা দুষ্যন্তের চরিত্রের মধ্যেই এর বীজ নিহিত ছিল। পঞ্চম অংকে শকুন্তলাকে প্রত্যাখান করবার পূর্বে দুষ্যন্তের

চরিত্রের দুর্বলতার প্রতি কালিদাস সহৃদয় সামাজিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। রাজপ্রেয়সী হংসপদিকার ব্যথিত হৃদয়ের নেপথ্যগীত এবং মাধব্যের প্রশ্নের উত্তরে রাজার স্বীকারোক্তি, 'আমরা একবারমাত্র প্রণয় করিয়া তাহার পর ছাড়িয়া দিই (সকৃৎকৃতঃ প্রণয়োঽয়ং জনঃ) রাজার হীন ইন্দ্রিয়পরায়ণতার প্রতি অতি কৌশলে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কালিদাস দুর্বাসার শাপের আবরণ দিয়ে রাজার চরিত্রের নাগরবৃত্তিসুলভ বীভৎস কদর্যতাকে আবৃত করে সত্যের আভ্যন্তরিকমূর্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখে সত্যের বাহ্যমূর্তিকে তাঁর কাব্যসৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গত করে নিয়েছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে কেবল কাব্যের বাহ্য প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করে শতমুখে প্রশংসা করেছেন, উচ্চাঙ্গের কবিত্বকল্পনার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে গভীরতর সূক্ষ্মতর প্রচুর ভাব-ঐশ্বর্য ও কাব্যসৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন।

এ রূপকের সাহায্যে কালিদাস 'যাহা আবেশের সৃষ্টিতে আহৃত তাহা যে শিথিলভাবেই স্খলিত হইয়া পড়ে এই ভাবটিকে যেমন স্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুটতা দান করেছেন, তেমনি দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার চিত্তের ভোগমালিন্য দূর করেছেন, এদের ভারতীয় জীবনধর্মানুষ্ঠিত কল্যাণস্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন । যেখানে অনিয়ম ব্রতভঙ্গ, মিথ্যাচার ও স্বার্থান্ধ ভোগবাসনা প্রবল হয়ে উঠে সেখানেই বর্ষিত হয় দুর্বাসার অভিশাপ। পঞ্চম অংকের সূচনায় রাজার চপল প্রণয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিরর্থক নয়। ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখান হইয়াছে, তাহা প্রাকৃতিক। (প্রাচীন সাহিত্য)

(৮) "হংসপদিকার গীত ঃ তাৎপর্য ভাবনা"

"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের পঞ্চম অংকের সূচনায় নেপথ্যে এক মধুর সংগীতের সুর শোনা যায়। বিদূষক তা' শ্রবণ করে রাজা দুষ্যন্তকে সংগীতশালার অভ্যন্তরে কর্ণপাত করতে অনুরোধ করলেন। কেননা, দেবী হংসপদিকা যে বর্ণাভ্যাস করছেন তাতে মধুর ও বিশুদ্ধ গীতালাপ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। রাজা বিদূষককে মৌন অবলম্বন করতে বলে সে গীত শ্রবণ করতে লাগলেন। সে গীত হ'ল—

"অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং তথা পরিচুম্ব্য চতমঞ্জরীম।
কমলবসতিমাত্র নির্বৃতো মধুকর বিস্মৃতোঽসি এনাং কথম ॥"

অর্থাৎ হে মধুকর, তুমি সর্বদা নতুন মধুর আস্বাদ পেতে চাও। সহকার মঞ্জরীকে সেরূপে চুম্বন করে এসে এখন পদ্মের কাছে একটু অবস্থান করেই কি করে তাকে ভুলে গেলে? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উক্তশ্লোকের পদ্যানুবাদ করেছেন,—

"নবমধুলোভী ওগো মধুকর, চূতমঞ্জরী চুমি।
কমল নিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ কেমনে ভুলিলে তুমি ॥"
(প্রাচীন সাহিত্য)

এ গীতের অর্থ অনুধাবন কবলেন কিনা বিদূষক রাজার কাছ থেকে তা জানতে চাইলে বাজা উত্তরে বললেন, "সকৃৎকৃতঃ প্রণয়োঽয়ং জনঃ"-অর্থাৎ এ হংসপদিকা একবারমাত্র আমার প্রণয়ের স্বাদ পেয়েছে, তাই দেবী বসুমতীকে উপলক্ষ্য করে তাঁর কাছ থেকে আমি বিশেষ তিরস্কৃত হচ্ছি। একথা থেকে সহৃদয় সামাজিকদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এখানে সহকাব-মঞ্জবী বলতে একদা রাজার প্রণয়াস্পদা হলেও, সম্প্রতি বঞ্চিতা, অবহেলিতা দেবী হংসপদিকাকে বোঝাচ্ছে।

এ গীতের মাধ্যমে বাজা দুষ্যন্তের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ প্রকটিত হয়েছে। রাজা দুষ্যন্ত "মধুকরবৃত্তি" অর্থাৎ তাঁর স্বভাব ভ্রমরের মত। ভ্রমর যেমন ফুলে ফুলে মধুপান করে, এক ফুলে তাব তৃপ্তি হয় না, তেমনি রাজা দুষ্যন্তও এক রমণীতে তৃপ্ত নন, নিত্য নতুন বমণী সান্নিধ্যই তাঁব কাম্য। কেবল তাই নয় ভ্রমবেব মতই "পুরাতন প্রণয়" তিনি অনায়াসে উপেক্ষা করেন। নারী তাঁর বিলাসেব পুতুল, নাগরিকবৃত্তি চরিতার্থ করবার উপকরণ। অন্তঃপুরে তাঁর বহু প্রণয়িনী কিন্তু প্রণয়ভাগিনী কেউ নেই। কোপনস্বভাব ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ দুষ্যন্তকে "রাজার মত রাজা, এমন কি দেবতা করে তুললেও, তিনি যে প্রকৃতপক্ষে অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও রিপুপরবশ তা সহৃদয় সামাজিক বৃন্দের কাছে সুকৌশলে ব্যঞ্জনাব মাধ্যমে প্রকাশ করলেন হংসপদিকার এই গীতের মধ্য দিয়ে।

মানবের যা শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য, হৃদয়ের যা চরম বিকাশ, জীবনের যা পরম সার্থকতা, সেই পবিত্র প্রেমের কল্যাণকব কিরণ ব্যতিরেকে রাজার হৃদযকমল এখনো সর্বাঙ্গীন বিকাশ লাভ করেননি। রাজা দুষ্যন্তের এই স্বভাবনিহিত রিপুবশ্যতার ব্যঞ্জনা না থাকলে কেবল শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের অপরাধে দুষ্যন্তের মর্মান্তিক যাতনাভোগের বর্ণনা অকারণ মনে হত। প্রসঙ্গক্রমে এখানে রবীন্দ্রনাথেব সুচিন্তিত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। বিশ্বকবি তাঁর প্রাচীন সাহিত্য "শকুন্তলা" শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন,—"পঞ্চম অংকের প্রারম্ভে রাজার চপল প্রণযের এ পরিচয় নিবর্থক নহে। ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখান হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক।" (প্রাচীন সাহিত্য/৪৬) রাজা দুষ্যন্ত একবাবমাত্র ভালবাসেন, পরক্ষণেই সে ভালবাসাব পাত্রী রাজার অন্তঃপুরে অবজ্ঞা ও উপেক্ষাব অন্ধকারে নিমজ্জিত হয। বসুমতী, হংসপদিকা প্রভৃতি রাজমহিষীর ভাগ্যে তাই ঘটেছে, শকুন্তলাব ভাগ্যেও যে তাব অন্যথা হবে না, হংসপদিকার গীত তাই নিশ্চিতরূপে সূচনা কবছে।

এ নাটকের চতুর্থ অংকের প্রারম্ভে বিষ্কম্ভকে শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার অভিশাপ বর্ষণ শোনার পর প্রত্যেক সামাজিকের মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। পরে প্রিয়ংবদার চেষ্টায়—কোন "অভিজ্ঞান-আভরণ" প্রদর্শন করতে পারলেই শকুন্তলা শাপ থেকে মুক্তি পাবে,—একথা জেনে সহৃদয় সামাজিকের মন আশ্বস্ত হয়। কেননা রাজা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনকালে শকুন্তলার অঙ্গুলিতে স্বনামাংকিত ভাস্বর এক অঙ্গুরীয়ক পরিয়ে দিয়েছিলেন,—তা' সবাই আগে জেনে গেছেন। এ অবস্থায় রাজা শকুন্তলাকে চিনতে না পারলেও শকুন্তলা অভিজ্ঞান আভরণটি দেখিয়ে অনায়াসেই রাজার ধর্মপত্নীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন,—এরকম ধারণা হয়, তবু ঔৎসুক্য থাকে দুর্বাসার অভিশাপ আদৌ ফলে কিনা, কিংবা কিভাবে ফলে এবং কিভাবেই বা তার প্রতিকার হয়, তা' জানার জন্য।

এমন সময়েই হংসপদিকার গীত শ্রবণ করে রাজা "ইষ্টজনবিরহাদৃতে" অর্থাৎ প্রিয়জনের বিরহ ব্যতিরেকে, অকারণ উৎকণ্ঠার কথা শুনে সবাই বুঝতে পারেন যে, দুর্বাসার অভিশাপ ফলপ্রসূ হতে চলেছে। উক্ত গীতে "সহকারমঞ্জরী" বলতে কেবল হংসপদিকা নন, শকুন্তলাও যে আর এক সহকারমঞ্জরী,—এরূপ অশুভ আশংকা মনে দেখা দেয়। মানুষের পূর্বজন্মের সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে বলেই সুন্দর দৃশ্য দেখলে বা মধুর শব্দ শ্রবণ করলে মানুষের মন উৎসুক হয়ে উঠে। রাজার একথাতেই শকুন্তলার সঙ্গে পূর্বপ্রণয়ের কথা মনে পড়লেও পড়তে পারে,—এরূপ ক্ষীণ আশাও মনে জাগে। রাজপ্রাসাদে শকুন্তলার ভাগ্যে কি ঘটতে চলেছে, তা' আর এখন নিশ্চিত নয়। অজ্ঞাত পরিণতির এই অনিশ্চয়তা এখানে যে নাটকীয়তাই মণ্ডিত হয়েছে তা' অস্বীকার করা যায়না। সুতরাং হংসপদিকার উক্ত গীত যে সহৃদয় সামাজিকবৃন্দকে শকুন্তলার ভাগ্যে কি ঘটবে না ঘটবে, তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের অবকাশ এনে দিয়েছে, তা' অস্বীকার করা যায় না।

পঞ্চম অংক থেকে বিদূষকের অপসারণের মাধ্যেও হংসপদিকার গীতের নাটকীয় তাৎপর্য রয়েছে। হংসপদিকাকে নাগরিকবৃত্তিতে শান্ত করবার জন্য রাজা দুষ্যন্ত তার বয়স্য বিদূষককে প্রেরণ করলেন। এমন সময় কণ্বাশ্রম থেকে শকুন্তলাকে নিয়ে কণ্বশিষ্য দ্বয় ও গৌতমী এসে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলেন। শকুন্তলাকে চিনতে না পেরে রাজা তাঁকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। বিদূষক যদি এ দৃশ্যে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে রাজাকর্তৃক শকুন্তলা বিসর্জন সম্ভব হত কিনা সন্দেহ থাকে। কেননা দ্বিতীয় অংকের অন্তিমলগ্নে শকুন্তলাবৃত্তান্ত বিদূষকের গোচরে এলেও বিদূষকের মন থেকে শকুন্তলা বৃত্তান্তটি একেবারে মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে রাজা সমস্ত ব্যাপারটি "পরিহাসবিজল্পিতম্" বলে লঘু করে দিয়েছিলেন। তবুও রাজপ্রাসাদে শকুন্তলাসমাগমে

বিদূষক উপস্থিত থাকলে, তিনি সমস্ত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করে রাজার স্মৃতির পুনরুদ্রেক করতে প্রয়াস পেতেন এবং রাজাকে শকুন্তলা গ্রহণে সম্মত করাতে চেষ্টা করতেন। যদি বিদূষক সফল হতেন, তাহলে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের পথে প্রবল প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হত এবং নাটকের ঈপ্সিত পরিণতিতে নিশ্চিতরূপে ব্যাঘাত ঘটত।

(৯) "ধনমিত্রের বৃত্তান্ত ঃ সামগ্রিক বিচার"

"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের ষষ্ঠ অংকে নৌবণিক্ ধনমিত্রের কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে একাধিক উদ্দেশ্যসাধন মানসে। শক্রাবতারবাসী ধীবরের কাছ থেকে স্বনামাংকিত ভাস্বর অঙ্গুরীয়কটি পেয়ে রাজা দুষ্যন্ত মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে তপোবনবালা শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর প্রণয় ও পরিণয় বৃত্তান্ত স্মরণ করতে সক্ষম হলেন। মোহবশে পরিণীতা ধর্মপত্নীকে অত্যন্ত নির্মমভাবে অকারণে প্রত্যাখ্যান করার জন্য রাজা দুষ্যন্ত অনুতাপ ও অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হচ্ছেন। শকুন্তলার প্রতি ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের কথা তাঁর অজ্ঞাত। নিজের স্মৃতিবিভ্রমবশতঃ তিনি দারত্যাগী হয়েছেন ভেবে শকুন্তলার শোকে তিনি আকুল। কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হলেও রাজসভায় অধিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত দিন রাজকার্য পরিচালনায় তিনি অক্ষম। তাই অমাত্য পিশুনের উপর রাজকার্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত করে, লিখে তাঁকে সব বিষয় জানাবার জন্য আদেশ দিলেন। মনের এরূপ অবস্থায়ও শকুন্তলা বিয়োগজনিত তাঁর নিজস্ব শোক এবং তাঁর রাজকর্তব্য ও আত্মগত কর্তব্যের পার্থক্য তিনি বিস্মৃত হননি।

এখানেই মহাকবি কালিদাস অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে ধনমিত্র নামক জনৈক নৌবণিকের নৌব্যসনে মৃত্যু-কাহিনী অবতারণা করে রাজা দুষ্যন্তের চরিত্রমহত্ব উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন। এ কাহিনীর মাধ্যমেই মহাকবি দুষ্যন্ত যে ন্যায়নিষ্ঠ, হৃদয়বান্ ও রাজকার্যপালনে অনলস সে তথ্য সহৃদয় সামাজিকের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রতিহারী এসে রাজাকে বলল,—"**দেব, অমাত্যঃ বিজ্ঞাপয়তি,—অর্থজাতস্য গণনাবহুলতয়া একমেব পৌরকার্যম্ অবেক্ষিতম্। তৎ দেব পত্রারূঢ়ং প্রত্যক্ষীকরোতু ইতি**। অর্থাৎ মহারাজ, মন্ত্রী এ সংবাদ জানিয়েছেন,—রাজস্বগণনার ব্যাপারে আজ অনেক কাজ থাকায় প্রজাসংক্রান্ত কেবলমাত্র একটি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পত্রে লিখে তা' আপনার কাছে পাঠালাম, আপনি স্বয়ং একবার তা দেখুন। সে পত্র পাঠ করে রাজা জ্ঞাত হলেন যে, ধনমিত্র নামে জনৈক নৌবণিক্ সমুদ্রে জাহাজডুবিতে প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি নিঃসন্তান, তাই তাঁর সঞ্চিত ধনসম্পত্তি রাজকোষাগারে বাজেয়াপ্ত হওয়ার যোগ্য। রাজা বহুকোটি রত্নের জন্য জনকল্যাণবুদ্ধি ত্যাগ করলেন না। তিনি তাঁর ন্যায়, ধর্ম ও বিবেকের তুলাদণ্ডে পরিমাপ করে কর্ত্তব্য স্থির করে দিলেন।

যেহেতু বণিক্ ধনমিত্র প্রভৃত বিত্তশালী, সেহেতু তাঁর একাধিক পত্নী থাকা সম্ভব,—**"বহুধনত্বা দ্বহুপত্নীকেন তত্রভবতা ভবিতব্যম্"**। সুতরাং তাঁর পত্নীদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী আছেন কিনা, তা অনুসন্ধান করে দেখা হোক—**বিচার্যতাং যদি কাচিদাপন্নসত্ত্বা তস্য ভার্যাসু স্যাৎ"**। যদি তাঁর পত্নীদের মধ্যে কেউ গর্ভিণী থাকেন, তাহলে ঐ গর্ভস্থ সন্তানই মৃতবণিকেব সকল ধনেব উত্তরাধিকারী হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে **"অহার্যং ব্রাহ্মণদ্রব্যং রাজ্ঞা নিত্যামীতি স্থিতিঃ। ইতরেষাং তু বর্ণানাং সর্বাভাবে হরেন্নৃপঃ।"**(৯/১৮১) অর্থাৎ পতির মৃত্যুর পর নিঃসন্তান পত্নীর পতিব সম্পত্তিতে অধিকার থাকে না। কিন্তু উত্তরকালে বৃহস্পতি, বিষ্ণু ইত্যাদি বচিত সংহিতায় অপুত্রকের ধন পত্নীগামী হবে এপ্রকার মত প্রকাশ করা হয়েছে।

যথাযথ অনুসন্ধানের পর অমাত্যের কাছ থেকে রাজা জানতে পারেন যে, মৃত ধনমিত্রের পত্নী সাকেতবাসী শ্রেষ্ঠী কন্যার সম্প্রতি "পুংসবন" সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। তখন রাজা ঘোষণা করলেন যে, সন্তান থাক্ বা না থাক্, প্রজাদের মধ্যে যে কেউ আত্মীয়হারা হবেন, পাপ সংস্রবশূন্য হয়ে রাজা দুষ্যন্ত সে আত্মীয়ের অভাব পূবণ করবেন,—**"যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেনবন্ধুনা। স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্যন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্ ॥"** (৬/২৩)

বণিক্ ধনমিত্রের অনপত্যতাব কথা শুনেই রাজা দুষ্যন্ত বলে উঠলেন,—**"কষ্টং খলু অনপত্যতা"**—অর্থাৎ সন্তানহীনতা কতই না কষ্টের বিষয়। বণিকের অনপত্যতার কথা ভাবতে ভাবতে রাজার নিজেব সন্তানহীনতার কথা, আপনসত্ত্বা ধর্মপত্নী শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের কথা, ইত্যাদি শত শত ক্লেশদায়ককথা বাজার মন অধিকার করে সেখানে মর্মান্তিক শোকের সৃষ্টি করল। রাজাও অপুত্রক, কেই বা তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে, কেই বা তাঁর পূর্বপুরুষগণের পিণ্ডদান কার্য সম্পন্ন করবে। অথচ একদা তাঁর ধর্মপত্নী স্বয়ং তাঁর কাছে উপস্থিত হলেও তাঁকে অকারণ বর্জন করেছিলেন যদিও তাঁর গর্ভে রাজা পুত্র সন্তানলাভ করতে পারতেন। তাই রাজা বলেন,—**"সংবোপিতেহ্প্যাত্মনি ধর্মপত্নী"**—ইত্যাদি। এভাবে দুঃখময় অনুভূতির ভিতর দিয়ে বাজা ধর্মপত্নী ও পুত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন।

রাজা আত্ম ধিক্কাবে, অনুতাপে, শোকে ও নিরাশায় অধীর হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, **"অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতি সংভৃতানি, কো নঃ কুলে নিবগনানি নিযচ্ছতীতি। নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তং, ধৌতাশ্রুশেষমুদকং পিতরঃ পিবন্তি ॥"** অর্থাৎ, হায় দুষ্যন্তের পিণ্ডভাজন পিতৃপুরুষগণ, আজ নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয়াকুল হয়েছেন। অপুত্রক আমাব মৃত্যুব পর কেউ আব তাঁদের পিণ্ডোদক অর্পণ করবে না,—এ ভাবনায়

তাঁরা আমার প্রদত্ত তর্পণোদকের দ্বারা অশ্রুধৌত করার পরে সামান্য যা অবশিষ্ট থাকে তাই পান করেন। এভাবে পিতৃগণের দুরবস্থার কথা চিন্তা করতে করতে তাঁর প্রাণে এমন আঘাত লাগল যে, তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

(১০) "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে—"দৈব ও অপ্রাকৃত"

মহাকবি কালিদাস রচিত কাব্য ও নাটকগুলি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, দৈবের উপর কবির অগাধ বিশ্বাস ছিল। অলক্ষিতে থেকে দৈব মানুষের জীবনের ঘটনাগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, মানুষ যতই কর্মনিপুণ হোক না কেন, তার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি যেন পূর্ব থেকেই দৈবের দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পিত হয়ে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে যে সকল ঘটনা আকস্মিক বলে মনে হয়, সেগুলি মোটেই আকস্মিক নয়, প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে কার্যকারণ সম্বন্ধ রয়েছে।

যেমন, কোথায় পুরুবংশপ্রদীপ, প্রবলপরাক্রান্ত, ধীরোদাত্ত ক্ষত্রিয় রাজা দুষ্যন্ত, আর কোথায় বা আশ্রমে মৃগের সঙ্গে সংবর্ধিত, প্রণয়ে অনভিজ্ঞ তপোবনবালা শকুন্তলা। রাজপ্রাসাদের অতুল ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসের মধ্যে জীবনযাপনে অভ্যস্ত রাজা দুষ্যন্ত, আর মহর্ষি কণ্বের পালিতাকন্যা শকুন্তলার সংযতজীবন ভোগবিলাসের স্পর্শবর্জিত। এ দুটি বিসদৃশ জীবনেব মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে এরূপ কি কেউ কখনো কল্পনা করে ছিল। মহাকবি কালিদাসের মতে দৈবের অঙ্গুলি হেলনে তাও সংঘটিত হল, এ যেন পূর্ব থেকেই কোন অদৃশ্যশক্তির পরিকল্পিত ঘটনা, এইটি মোটেই আকস্মিক নয়। দৈব যেন মৃগরূপ ধারণ কবে রাজা দুষ্যন্তকে কণ্বমুনির আশ্রমের উপকণ্ঠে টেনে নিয়ে গেছে।

মৃগয়ায় নির্গত হয়ে রাজা দুষ্যন্ত কোন এক মৃগের অনুসরণ করতে করতে মহর্ষি কণ্বের মালিনীতীববর্তী আশ্রমের উপকণ্ঠে এলে বৈখানসেবা আশ্রমমৃগকে হত্যা করতে নিষেধ করে, তাঁকে আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণ করতে অনুরোধ জানালে, রাজা আশ্রমে প্রবেশ করতেই তাঁর দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হল। বিস্ময়চকিত রাজা ভাবলেন,—'একি ঋষি আশ্রমে দিব্যাঙ্গনালাভ'? যেহেতু দৈবের উপর মহাকবির অগাধ বিশ্বাস সেজন্য রাজা বললেন, "**অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র**" অর্থাৎ যা অবশ্যম্ভাবী তা যে কোন স্থানে, যে কোন পরিবেশে, যে কোন অবস্থায় ঘটতে পারে। রাজা ভাবলেন, কোন সুন্দরী নারীর সঙ্গে তাঁর মিলন হয়, এইটি যদি দৈবের নির্দেশ, তাহলে তা নিতান্ত অসম্ভব মনে হলেও, অবশ্যই কোন না কোন উপায়ে সংঘটিত হবেই।

রাজা যখন আশ্রমে প্রবেশ করেন তখন মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না, শকুন্তলার প্রতিকূল দৈবকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে তিনি সোমতীর্থে গিয়েছিলেন। দৈব শকুন্তলার প্রতি প্রতিকূল হতে পারে তা জেনে ও মহর্ষির ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানে বিলম্ব হয়েছিল বলেই ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পূর্বে "বিরূপ দৈব" শকুন্তলার জীবনে প্রকৃতিবক্র, কোপনস্বভাব ঋষি দুর্বাসার অভিশাপরূপে দেখা দিল। এ অভিসম্পাতের ফলে রাজার মন থেকে শকুন্তলার স্মৃতি মুছে গেল। শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, গৌতমী ইত্যাদির সঙ্গে শকুন্তলা স্বয়ং স্বশরীরে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হলেও, রাজা তাকে চিনতে ব্যর্থ হয়ে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন।

তপোবন থেকে বিদায় নিয়ে পতিগৃহে যাত্রা করলে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের কথা স্মরণ করে তাকে গোপনে বলল,—"রাজা যদি তোকে চিনতে না পারেন, তাহলে রাজার নামাংকিত সে অঙ্গুরীয়কটি দেখিয়ে দিবি।" "যদি রাজা চিনতে না পারেন"—একথা শোনার পর ভীতিবিহ্বলা শকুন্তলা রাজা প্রদত্ত অঙ্গুরীয়কটি সযত্নে রেখে দিলেন। কিন্তু শকুন্তলার হাতে অঙ্গুরীয়কটি দেখতে পেলে রাজা যদি তাকে চিনে ফেলেন, তাহলে ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ ব্যর্থ হয়ে যায় এবং নাটকের ইঙ্গিত পরিণতির পথেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। তাই দৈবের অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেতে শকুন্তলার সকল সতর্কতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে শচীতীর্থে সূর্যবন্দনাকালে শকুন্তলার অজ্ঞাতসারে তার অঙ্গুলি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অঙ্গুরীয়কটি জলে পতিত হল। এইটি দৈবের বিরূপতার অপর উদাহরণ।

জলে পতিত হলে অঙ্গুরীয়কটি এক বৃহৎ রোহিতমৎস্য গিলে ফেলে। শক্রাবতারবাসী কোন এক ধীবরের জালে মৎস্যটি ধরা পড়লে সেটা বিক্রীর জন্য যখন কাটা হল তখন মৎস্যের উদরাভ্যন্তরে অঙ্গুরীয়কটি পেয়ে ধীবর তা' বিক্রী করতে চাইলে রক্ষিপুরুষদের হাতে ধরা পড়ল। ধীবরকে তারা রাজার কাছে নিয়ে এলে, তার কাছ থেকে স্বনামাংকিত অঙ্গুরীয়কটি পেয়ে রাজা শকুন্তলাবৃত্তান্ত আদ্যন্ত স্মরণ করতে সক্ষম হলেন। রাজা যে শকুন্তলাকে চিনতে পারলেন না, তার পেছনে দৈবের শক্তিই প্রকৃত নিয়ন্তা। তেমনি আবার বহুকাল পরে নিতান্ত আকস্মিকভাবে পুত্র সর্বদমনের মাধ্যমে শকুন্তলাকে পুনরায় লাভ করা যে দৈবের কৃপা ছাড়া আর কিছু নয়, তা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

এ নাটকে দৈবের যেমন এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, তেমনি অপ্রাকৃত কিছু কিছু ঘটনারও নিপুণ সন্নিবেশ রয়েছে। যেমন আমরা পঞ্চম অংকে দেখি, দুর্বাসার অভিশাপের ফলে রাজার মন মোহাচ্ছন্ন হলে তিনি শকুন্তলাকে চিনতে না পেরে প্রত্যাখ্যান করলেন। ঋষি কণ্বের শিষ্যদ্বয় শার্ঙ্গরব-শারদ্বতও শকুন্তলাকে ঋষির আশ্রমে ফিরিয়ে নিতে চাইলেন না। ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায় ও অপমানে ব্যথিতা হয়ে শকুন্তলা রোদন করতে

করতে রাজপ্রাসাদ থেকে পথে নির্গত হলেন, তখন এক জ্যোতির্ময়ী রমণী মূর্তি এসে সহসা শকুন্তলাকে তুলে নিয়ে গেলেন।

এ নাটকের ষষ্ঠ অংকে আর একটি উপভোগ্য অপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। একদা রাজা ধনমিত্র বণিকের অনপত্যতাজনিত দুরবস্থার কথা জেনে স্বয়ং সন্তানহীনতার দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েন। তখন সহসা "মেঘছন্দ" প্রাসাদ থেকে বয়স্য মাধব্যের আর্তস্বর শোনা গেল। প্রতিহারীর কাছ থেকে রাজা জানতে পেলেন যে, বিদূষককে ভূতে ধরেছে। রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন—আমার ঘরে ভূতের উপদ্রব। ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা যখন অশরীরী জীবকে লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করতে উদ্যোগী হলেন, তখন ইন্দ্রসারথি মাতলি সহাস্যবদনে আত্মপ্রকাশ করে রাজাকে তার রাজপ্রাসাদে আগমনের হেতু জ্ঞাপন করল।

তাছাড়াও আরো দুয়েকটি অতিপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে। যেমন, এ নাটকের চতুর্থ অংকে বনদেবতাগণ কর্তৃক পতিগৃহে যাত্রাকালে শকুন্তলাকে সাজবার জন্য বসন ও ভূষণ প্রদান। ষষ্ঠ অংকে অপ্সরা সানুমতীর রাজপ্রাসাদে আগমন এবং তিরস্করণী বিদ্যার সাহায্যে রাজার পাশে পাশে থেকে রাজার বিনা কারণে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানজনিত শোক নিরূপণ ইত্যাদি। অপ্রাকৃত হলেও প্রতিটি ঘটনা এমন অবলীলাক্রমে সংঘটিত হয়েছে যে, কোথাও কোন অস্বাভাবিকতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়না। প্রতিভাবান নাট্যকারের উপস্থাপনার নৈপুণ্যে কোন ঘটনাই বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়নি।

(১১) "কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল এবং পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি স্বর্গ ও মর্ত্য একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।"

প্রাচীন ভারতের মহাকবি কালিদাস রচিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" শীর্ষক বিশ্ববিশ্রুত নাটক প্রসঙ্গে ইউরোপের কবিগুরু গ্যেটে জার্মান ভাষায় যে প্রশস্তি প্রকাশ করেছেন, উদ্ধৃতাংশটি আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠকবি রবীন্দ্রনাথের তারই বাঙলা ভাষায় রূপান্তর। মনীষী গ্যেটে বলতে চেয়েছেন যে, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে। সে পরিণতি হচ্ছে ফুল থেকে ফলে পরিণতি, মর্ত্য থেকে স্বর্গে পরিণতি। এ নাটকে আছে একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তর মিলন। নাটকের প্রথম অংকে বর্ণিত সেই চঞ্চল, সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন থেকে স্বর্গ তপোবনের শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটক।

শকুন্তলার পিতা ঋষি, মাতা অপ্সরা, ব্রতভঙ্গে তার জন্ম। তপোবনে তার লালনপালন। নাটকের প্রারম্ভে আমরা শকুন্তলাকে একটি নিষ্কলুষ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে দেখি। সেখানে সে সকল আনন্দে সখীগণ, তরুলতা, ও মৃগের সঙ্গে মিশে আছে। মহাকবি তাঁর এই আশ্রমপালিতা শকুন্তলাকে সংশয়বর্জিত স্বভাবের পথে ছেড়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত কোথাও তাকে বাধা দেননি। শকুন্তলার যৌবন সদ্যবিকশিত হয়েছে। কৌতুকশীলা সখীরা তাকে তার যৌবন সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত হতে দেয়নি। সখী প্রিয়ংবদা তাকে বলেছে,—"**অত্র পয়োধরবিস্তারয়িতৃ যৌবনমূপালভস্ব।**" কৌতুকের মধ্যেই সখীরা তাকে তার যৌবন সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে।

এ অবস্থাতেই রাজা দুষ্যন্তের আবির্ভাব। আজন্ম শান্তরসপ্রধান আশ্রমে লালিতা হলেও যৌবনের প্রভাবকে সে অস্বীকার করতে পারেনি। অপরিচিত পুরুষকে দেখে সে চকিত হয়ে উঠেছে। চন্দ্রোদয়ে সাগর যেমন উচ্ছ্বসিত হয়, তাপসীর প্রশান্ত চিত্ত তেমনি তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। সে তার অন্তরের পরিবর্তন অনুভব করে বলেছে,—"**কিং নু খলু ইমং প্রেক্ষ্য তপোবন বিরোধিনো বিকারস্য গমনীয়াস্মি সংবৃত্তা?**" এঁকে দেখে আমি আজ এরূপ তপোবন বিরোধী বিকারের বশবর্তী হলাম কেন? শকুন্তলা লজ্জা করতেও শিখেছে। কিন্তু এ সকলই বাইরের জিনিস, তার সরলতা গভীরতর, তার পবিত্রতা অন্তরতর। বাইরের সম্বন্ধে যে অনভিজ্ঞ বটে, তবে সে অজ্ঞ নয়। তার বিশ্বাসনিষ্ঠ সরলতা তাকে ক্ষণকালের জন্য পতিত করেছে, কিন্তু উদার করেছে চিরকালের জন্য।

কামপীড়িতা হলেও শকুন্তলা বাজা দুষ্যন্তকে হৃদয় সমর্পণের পূর্বে তার নিজের উপর প্রভুত্ব নেই—একথা বলে রাজাকে নিরস্ত করতে প্রয়াস পেয়েছে বটে. কিন্তু রাজা দুষ্যন্ত কর্তৃক উল্লিখিত গান্ধর্বপরিণয়ের পক্ষে যুক্তির কাছে শকুন্তলা আত্মসমর্পণ করেছে। প্রথম দর্শনেই নায়ক-নায়িকা পরস্পর রূপজমোহে অনুরাগাকৃষ্ট হলেও দেহনির্ভর এই তথাকথিত প্রেম প্রকৃতপক্ষে কামেরই নামান্তর। এরূপ প্রণয় মহাকবি কালিদাসের অভিপ্রেত নয়। যৌবনোচ্ছল প্রেমলীলা বর্ণনা করা মহাকবির উদ্দেশ্য নয়, দেহনির্ভর কামকে পরিশুদ্ধ করে দেহাতীত প্রণয়ে রূপদান করাই তাঁর লক্ষ্য। মহাকবির মতে এরূপ রূপজ মোহনিষ্ঠ প্রণয় পরিণামে শুভফল দানে ব্যর্থ।

এই প্রথম মিলনে বাসনার প্রভাব যে কতদূর বিদ্যমান, তা দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা উভয়ের ব্যবহারেই মহাকবি সুস্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। যৌবনমত্ততার হাবভাব, লীলা চাঞ্চল্য, পরমলজ্জার সঙ্গে প্রবল আত্মপ্রকাশের সংগ্রাম, সমস্তই কবি ব্যক্ত করেছেন যে মহর্ষি কণ্বদেব শকুন্তলার প্রতিকূল দৈবকে শান্ত করবার জন্য সুদূর সোমতীর্থে গেছেন, যাঁর অসীম স্নেহ ও যত্নে শকুন্তলা আজন্ম লালিতপালিত হয়েছে, রাজা দুষ্যন্তকে গান্ধর্ববিবাহে সম্মতি দেবার পূর্বে শকুন্তলা তাঁর অনুমতির অপেক্ষা রাখেনি। এমন কি

আশ্রমে উপস্থিত মাতৃসমা গৌতমীর মতামত গ্রহণ করা কর্তব্য বলে মনে করেনি। বলাবাহুল্য, শকুন্তলার এই পতনেব মধ্যে মহাকবি মর্ত্যের মাটি কিছুই গোপন রাখেননি।

অতঃপর রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে স্বনামাংকিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে, শকুন্তলা রাজার বিরহে নিতান্তই কাতর ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। এখন সে একেবারে পতিগতপ্রাণা, সর্বদাই পতির চিন্তায় বিভোর। এমন সময় আশ্রমে কোপন স্বভাব ঋষি দুর্বাসার আবির্ভাব। পূজ্য অতিথি উচ্চকণ্ঠে তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করলেও তা' পতির চিন্তায় নিমগ্ন শকুন্তলার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল না। ফলে অবমানিত, উপেক্ষিত এবং কুপিত ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ বর্ষিত হল শকুন্তলার উপর। শকুন্তলার উপর আশ্রমে অতিথি সৎকারের ভার ন্যস্ত ছিল। তাই কর্তব্যকর্মে শৈথিল্য প্রদর্শনের জন্য, আশ্রম ধর্মের প্রতি অবহেলার জন্য তাকে ঋষিশাপে অভিশপ্ত হতে হল। মহাকবি এখানে বলতে চেয়েছেন যে, "যে প্রেম প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে আপন আপন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিস্মৃত করিয়া তুলে, যে প্রণয় কেবল পরস্পরকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয় , যাহা কখনো আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধব বা অপরাপর ব্যক্তিগণের মধ্যে মঙ্গলমাধুর্য্য বিকীর্ণ করে না, তাহা একান্তই স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও সংকীর্ণ প্রেম। এরূপ প্রণয় অল্প সময়ের মধ্যে দুর্বহ হইয়া উঠে। এরূপ প্রণয় দেবরোযে ভস্মীভূত হয় অভিশপ্ত হয়, ঋষিশাপে এবং গুরুজনভর্ৎসনায় খণ্ডিত হয়।" (প্রাচীন সাহিত্য)

"যে প্রেমের কোন বন্ধন নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযম দুর্গেব প্রাকারের উপব আপনার জয়ধ্বজা নিখাত কবে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই" (প্রাচীন সাহিত্য)। সুতরাং ক্ষণিকের এই রূপজ মোহকে বিরহের অনলে পরিশুদ্ধ করে স্বর্গীয় নিষ্কলুষ প্রেমে উন্নীত করবার উদ্দেশ্যে মহাকবি এখানে দুর্বাসার অভিশাপের অবতারণা করেছেন। এ অভিশাপের ফলে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা উভয়ের মধ্যে এসেছে বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদের অনলে নায়ক-নায়িকার চিত্ত পরিশুদ্ধ হবার পব মহাকবি উভয়ের মধ্যে পুনর্মিলন সংগঠিত করলেন ভগবান্ মারীচের স্বর্গীয় তপোবনের শান্ত স্নিগ্ধ, শুচিশুভ্র সুন্দর পবিবেশে।

সোমতীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মহর্ষি কণ্ব সন্তানসম্ভবা তাঁর পালিতাকন্যাকে শার্ঙ্গরব শারদ্বত ও গৌতমী সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে তার পতির কাছে প্রেরণ করলেন। বাজপ্রাসাদে শকুন্তলা বাজাপ্রদত্ত তাঁর স্বনামাংকিত অঙ্গুরীয়কটি প্রদর্শন করতে অসমর্থ হলে রাজা শকুন্তলাকে পরস্ত্রী সন্দেহে প্রত্যাখ্যান করেন। বিসর্জিত হয়ে পথে ক্রন্দনরত শকুন্তলাকে কোন এক জ্যোতির্ময়ী নারী মূর্তি ভগবান মারীচের আশ্রমে নিয়ে গেল। এদিকে কিছুদিন পর শক্রাবতারবাসী কোন এক ধীবরের কাছে নিজের নামাংকিত ভাস্বর অঙ্গুরীয়কটি ফিরে পেয়ে রাজা মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে

সংঘটিত শকুন্তলা বৃত্তান্ত আদ্যন্ত স্মরণ করতে সক্ষম হলেন. এবং বিবাহিতা ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে বিনা কারণে বিসর্জন দেবার জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হতে লাগলেন। শকুন্তলা বিরহজনিত শোকে বিহ্বল রাজা রাজ্যে সকলপ্রকার উৎসবানুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে বিরহীর জীবন যাপন করতে থাকেন। এই বিরহব্রতই রাজার কাছে শকুন্তলা লাভের সাধনা, তপস্যা।

অনুরূপভাবে শকুন্তলাও দুষ্যন্তের বিরহে মহর্ষি মারীচের আশ্রমে প্রেষিতভর্তৃকার ধর্মপালনের মাধ্যমে বিরহব্রতানুষ্ঠানের দ্বারা কালাতিপাত করতে থাকেন। শকুন্তলার কাছেও এ বিরহব্রত তপস্যা, সাধনা। এ তপস্যা, এ সাধনার মাধ্যমে উভয়ের চিত্ত পরিশুদ্ধ হলে উভয়ে উভয়ের সঙ্গে শাশ্বত পবিত্র পুনর্মিলনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। অবশেষে একদা দেবরাজ ইন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনের পথে হেমকূট পর্বতশীর্ষে ভগবান মারীচের আশ্রম দেখে ঋষিদম্পতিকে শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে আশ্রমে প্রবেশ করলে, আশ্রম দ্বারে দৈবক্রমে তাঁরই শিশুপুত্র সর্বদমনের সঙ্গে পরিচয় হল এবং সর্বদমনের মাধ্যমে তিনি পুনর্মিলিত হলেন তাঁর পরিণীতা ধর্মপত্নী শকুন্তলার সঙ্গে।

দু'টি মিলনের প্রথমটি ঘটেছে মর্ত্যে, মাটির পৃথিবীতে, মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে, যেখানে পদে পদে সংযমচ্যুতি, পদে পদে স্খলন, ও ইন্দ্রিয়ের প্রতি প্রবল আনুগত্য। দ্বিতীয়টি সংঘটিত হয়েছে স্বর্গে, ভগবান, মারীচের পুণ্য আশ্রমে, যেখানে ত্যাগ, সংযম এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহই প্রধান। প্রথম মিলনে প্রাধান্য রেখেছে জৈবিক প্রেরণা, তাই এইটি দেহনিষ্ঠ কাম, রূপজ সম্ভোগ, দ্বিতীয় মিলন হল আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন, কামনারিক্ত দেহাতীত প্রণয়। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে প্রথমটি হল **"প্যারাডাইস লস্ট"** এবং **"প্যারাডাইস রিগেনড্"** হল দ্বিতীয়টি, তাই আমরা নাটকের সপ্তম অংকে ভগবান মারীচের তপোবনে সংঘটিত উত্তরমিলনে দেখি চিত্তচাঞ্চল্য নেই, সংযমের অভাব নেই নেই রূপজমোহ, নেই আবেগের স্পর্শ। আছে কেবল শান্তি, স্নিগ্ধ ও পরিশুদ্ধ দুটি আত্মার মিলন, দুটি পবিত্র নিষ্কলুষ হৃদয়ের আশ্লেষ।

এই পার্থিব মিলন ও স্বর্গীয় মিলনের পরিণতিকে মনীষী গ্যেটে বলেছেন,—তরুণ বৎসরের ফুলের পরিণত বৎসরের ফলে পরিণতি, নব বরষের কুঁড়ির বরষ শেষের পক্বফলে পরিণতি। এ অন্তিম মিলনের মন্তব্য দিয়েই রাজা দুষ্যন্ত সম্যক্ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন বিবাহ, ধর্মপত্নী এবং পুত্রলাভের ধর্মীয় তাৎপর্য। লক্ষ্য করা যায় যে,— "কালিদাস অনাহূত প্রেমের সেই উন্মত্ত সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেন নাই, তাহাকে তরুণ লাবণ্যের উজ্জ্বল রঙেই আঁকিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বলতার মধ্যেই তিনি তাঁহার কাব্যকে শেষ করেন নাই। যে প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণামের দিকে তিনি কাব্যকে লইয়া গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার কাব্যের চরমকথা।" (প্রাচীন সাহিত্য)।

(১২) "কালিদাসের দৃষ্টিতে প্রকৃতি"

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সকল কবির রচনায় প্রকৃতির বর্ণনা অল্পবিস্তর থাকলেও, কালিদাসের রচনায় প্রকৃতি যেরূপ প্রধান ও অপরিহার্য অংশগ্রহণ করেছে সেরূপ অন্যকোন কবির রচনায় দুর্লভ। ইংরেজী সাহিত্যেও প্রকৃতির কবি বিরল নয়, কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মহাকবি কালিদাস প্রকৃতিকে দেখেছেন, ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা কবিগণেব দৃষ্টিভঙ্গী তা থেকে স্বতন্ত্র। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, শেলী, কীট্স্ প্রভৃতি কবিগণের কেউ প্রকৃতির মধ্যে অনুসন্ধান করেছেন একটা উচ্চতর নৈতিক আদর্শ, কেউ বা একটা বস্তুনিরপেক্ষ আদর্শবাদ, আবার কেউ বা একটা সৌন্দর্য সম্ভোগের প্রেরণা।

কিন্তু মহাকবি কালিদাসের কাছে প্রকৃতি ছিল একটা পৃথকসত্তা, একটা পৃথক্ ব্যক্তিত্ব, যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ছোটবড় সকল ঘটনার সঙ্গে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি এমন এক নিবিড় ও মধুর সম্বন্ধ মহাকবি কালিদাস ব্যতীত অন্য কোন কবি স্থাপন কবতে সক্ষম হয়েছেন কিনা তা [illegible] বলা যায় না। প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের বিচিত্র ঘটনা ও ভাবপ্রকাশকে মুক্ত করে দেখা কালিদাসের কবিচিত্তেরই একটা ধর্ম। মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে তিনি অদ্ভুত সামঞ্জস্য বজায় রেখেছেন এবং সে বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। কালিদাসকে সাধারণতঃ প্রাচ্যের শেক্সপীয়র বলা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে প্রাচ্যের কবি পাশ্চাত্যের কবি থেকে উচ্চতর আসন পাবার যোগ্য বললেও অত্যুক্তি হয়না। প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও শেক্সপীয়র প্রধানতঃ মানুষের মনের কবি, আর কালিদাস মানবচিত্তের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সুদক্ষ হয়েও প্রধানতঃ প্রকৃতির কবি।

মহাকবি রচিত 'ঋতুসংহার" গীতকাব্যে প্রকৃতি কেবল উদ্দীপনরূপে চিত্রিত হয়নি, আলম্বনরূপে তার বর্ণনা এ কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। মালবিকাগ্নিমিত্রম্ দৃশ্যকাব্যে মহাকবি কমনীয়কলেবর মালবিকাকে প্রকৃতিদেবীর প্রতিমূর্তি রূপে কল্পনা করে সন্নিবিষ্ট করেছেন। 'কুমারসম্ভবম্' মহাকাব্যে প্রকৃতিতে নয়া উমার জন্মস্থান হিমালয়কে হৃদ্য বর্ণনার মাধ্যমে নিজেব কাব্যের মানদণ্ড রূপে বিদ্বদ্ মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। "বিক্রমোর্বশীয়ম্" দৃশ্যকাব্যে প্রকৃতি হেমকূটপর্বতের রাজোদ্যান ইত্যাদিতে অপ্সরার রূপ পরিগ্রহ করে উপস্থিত হয়েছে। "মেঘদূতম্" গীতিকাব্য বস্তুতঃ প্রকৃতিরই কাব্য। ধূম, জ্যোতিঃ, সলিল ও বায়ুর সন্নিপাতে সৃষ্ট মেঘ বিরহী যক্ষের সহৃদয় বন্ধুর মত বার্তাবহের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে প্রকৃতি যেরূপ প্রাধান্য পেয়েছে, সেরূপ অন্য কোন রচনায় পায়নি। প্রকৃতির অঙ্গভূত চেতন-অচেতন সকল কিছুই এখানে মহাকবিব লেখনীস্পর্শে কেবল যে মানবজগতের সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভ

করেছে তা' নয়, পরন্তু পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি নিজের নিজের স্বভাব রক্ষা করেও মানুষের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। বস্তুতঃ এ নাটকে অন্যান্য চরিত্রের মত প্রকৃতিরও যে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে তা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায়না।

"ঋতুসংহার" গীতি কাব্যে ছয়ঋতুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের উপর এদের প্রভাব কতটুকু তা' সবিস্তারে উল্লেখ কবা হয়েছে। বিশেষতঃ প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়বৃত্তিতে ছয়ঋতুর পরিবর্তন যে ভাববৈচিত্র্য আনে তা অত্যন্ত চিত্তাকর্যক করে বর্ণনা করা হয়েছে এ গীতিকাব্যে। বসন্তঋতুর বর্ণনায় একটি শ্লোকে বলা হয়েছে,— **"প্রফুল্লচূতাংকুরতীক্ষ্ণসায়কোদ্বিরেফমালা বিলসদ্ ধনুর্গুণঃ।**
মনাংসি ভেত্তুং সুরতপ্রসঙ্গিনাং বসন্তযোধঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥"

অর্থাৎ **"আসিল বসন্তঋতু সময়ের সাজে, প্রেমিকমানসে তার তীক্ষ্ণ শরবাজে।**
বিকসিত চূতাংকুর মাধবের বাণ, ধনুর্গুণ তাঁর হয় ভ্রমরবিতান ॥

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় ঋতুসংহার কাব্যের প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে পাওয়া গেলেও, কালিদাস কাব্যের প্রাণ "ব্যঞ্জনা" এখানে নিতান্তই বিরল।

মহাকবি রচিত "মেঘদূত" গীতিকাব্য তো বর্ষারই কাব্য। 'আষাঢস্য প্রথমদিবসে" নববর্ষার আবির্ভাবে ধরণীর চারদিকে যে পরিবর্তন ঘটে তা' দেখে মানুষেব মন চঞ্চল ও সচেতন হয়ে উঠে। ধরনীর বুকে অবিরল ধারায় বারিবর্ষণ আর আকাশে কালো মেঘের খেলা দেখে সুখী ব্যক্তিরাও উদাস, আন্‌মনা হযে উঠে। বিরহীদেব তো কথাই নেই। তাই মহাকবি বলেছেন,—**"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপি অন্যথাবৃত্তিশ্চেতঃ"** ইত্যাদি। প্রিয়ামিলনের জন্য বিরহীদের মন এমনি ব্যাকুল ও কাতর হয যে, তখন তাদের কাছে চেতন-অচেতন পদার্থের মধ্যে পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়না। "কামার্তা হি **প্রকৃতিকৃপণাঃ চেতনাচেতনেষু**"। বলাবাহুল্য, এ কাব্যের প্রকৃতি রঙ্গশালার সঙ্গে তুলনীয়। রঙ্গশালায় উপবেশন কবে দর্শক যেমন বিচিত্র ও বিবিধ দৃশ্য দর্শন করে, তেমনি এ কাব্যেও সহৃদয় পাঠক নিজের সম্মুখে প্রকৃতির বহু চিত্তাকর্ষক নব নব রূপ দেখতে পারেন। এগুলির মধ্য দিয়ে কবির প্রকৃতির প্রতি নিগূঢ় অনুরাগ ও চিত্রণকৌশল প্রকটিত হয়েছে।

মহাকবি তাঁর "কুমারসম্ভবম্" মহাকাব্যে অতুল ঐশ্বর্য ও বিরাট মহত্ত্বের প্রতীক দেবতাত্মা, পৃথিবীর ভারসাম্যরক্ষাকারী মানদণ্ডস্বরূপ গিরিরাজ হিমালয়ের গৌরবোজ্জ্বল বর্ণনা দিয়ে আরম্ভ করেছেন। হিমালয়েব শান্ত, সংযত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে

যোগীশ্বর শঙ্কর ধ্যানাসীন। প্রকৃতিও নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে রুদ্ধশ্বাসে হিমালয়ের তপোবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত। মদন সমভিব্যাহারে অকালবসন্তের আকস্মিক সমাগমে প্রকৃতিতে দেখা দিল আনন্দের হিল্লোল আর সঙ্গে সঙ্গে গিরিরাজ তনয়ার মনে জাগল প্রণয়ের আবেগ, উদ্‌গম হল তার গৌরবের পুলক। অসামান্য রূপের গর্ব নিয়ে পার্বতী শঙ্করের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হলে, ফল হল বিপরীত। মহেশ্বরের রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হল মদন এবং পার্বতী নিজের রূপকে ধিক্কার দিতে দিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। বিষাদের ম্লান ছায়ায় আশ্রম পরিবেশও মলিন হয়ে উঠল। এ মহাকাব্যের প্রথমসর্গে হিমালয় বর্ণনায়—"**দিবাকরাদ্ রক্ষতি যো গুহাসু লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্**" (অর্থাৎ যিনি দিবাভীত অন্ধকারকে নিজের গুহামধ্যে আশ্রয় দিয়ে সূর্য থেকে রক্ষা করেন), কিংবা "**যঃ পূরয়ন কীচকরন্ধ্রভাগান্ দরীমুখোত্থেন সমীরণেন**", (অর্থাৎ গুহানির্গত মারুতফুৎকারে যিনি বংশছিদ্রগুলিকে বাঁশীরূপে বাজিয়ে থাকেন) ইত্যাদি শ্লোকে হিমালয় পর্বতের সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে।

'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে মহাকবি মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে প্রীতি ও সহৃদয়তার মনোরম সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। রঘু, রামচন্দ্র ও তাঁর অনুজগণের জন্মগ্রহণ কালে কেবল যে, রাজপ্রাসাদের অধিবাসী ও রাজ্যের প্রজাবৃন্দ হর্ষোৎফুল্ল হয়েছে তা' নয়, প্রকৃতির মধ্যেও তখন আনন্দের বন্যা বয়ে গেছে। আকাশ হয়েছে নির্মল, সূর্য মৃদুকিরণ বিকিরণ করেছে, এবং মন্দ মন্দ প্রবাহিত হয়েছে সুগন্ধ পবন। অন্যত্র সীতা যখন দ্বিতীয়বার রামচন্দ্র কর্তৃক নির্বাসিতা হলেন, তখন তাঁর মর্মান্তিক দুঃখে প্রকৃতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে।

> "নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষাঃ
> দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
> তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখ ভাবম্
> অত্যন্তমাসীদ্ রুদিতং বনেঽপি ॥"

অর্থাৎ ময়ূরগণ নৃত্য পরিত্যাগ করেছে, বৃক্ষসকল ত্যাগ করেছে কুসুম সম্ভার, আর মুখের তৃণ ত্যাগ করেছে হরিণীরা। সীতাকে হারিয়ে রামচন্দ্র যখন বনে বনে তাঁকে খুঁজে ফিরছিলেন, তখন বনের বৃক্ষগুলি শাখা আনত করে রামচন্দ্রের দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে। এ মহাকাব্যের চতুর্দশ সর্গে দেখা যায়, লক্ষ্মণ সীতাকে নির্বাসনার্থে নিয়ে যাবার সময় গঙ্গা যেন তাঁর তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলন করে লক্ষ্মণকে এরূপ নিষ্ঠুরকার্য সম্পাদন করতে বারণ করলেন,—"**অবার্য্যতেবোত্থিত বীচিহস্তৈর্জহ্নোর্দুহিত্রা স্থিতয়া পুরস্তাৎ ॥**"

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের প্রথম চার অংকের ঘটনা মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এ নাটকের আখ্যানভাগ প্রকৃতির

ক্রোড়েই বিকাশ লাভ করেছে। মালিনী নদীর তীরে অবস্থিত কুলপতি কণ্বের আশ্রম। এ আশ্রমের বৃক্ষতলে শুকঅধ্যুযিত বৃক্ষকোটর থেকে ভ্রষ্ট নীবারধান্যের কণা বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। এখানে নির্ভয়ে হরিণেরা বিচরণ করে, মানুষের প্রতি বিশ্বাসবশতঃ এরা রথ দেখে পলায়ন করেনা, ইঙ্গুদীফল ভাঙার জন্য ব্যবহৃত তৈলাক্ত ও মসৃণ প্রস্তরখণ্ড এখানে বিরলদৃষ্ট নয়। এখানে আশ্রমের পথরেখা ঋষিদের সিক্ত বল্কলবসন থেকে চ্যুত বারিধারায় চিহ্নিত রয়েছে। এ আশ্রমেরই শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোরম পরিবেশে নায়িকা শকুন্তলা প্রকৃতিতনয়ার মত তপোবনপ্রকৃতি কর্তৃক অসীম স্নেহ ও যত্নে লালিতা ও রক্ষিতা হয়েছে। তপোবনবালা শকুন্তলাও তেমনি **"অস্তি সোদরস্নেহঃ অপি এতেষু"**,—আশ্রমের তরুলতা, পশু, পক্ষী সকলের প্রতি সোদরস্নেহ পোষণ করে। মানুষের আদর পাবার বাসনায় এখানে কেসরবৃক্ষ যেন শকুন্তলাকে ইসারায় ডাকে। শকুন্তলার হৃদয়লতিকা এখানে চেতন-অচেতন সকল কিছুকে স্নেহের ললিতবেষ্টনে আবদ্ধ করে রেখেছে। সে নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধদৃষ্টি দিয়ে হৃদয়ে গ্রহণ করেছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের বর্ণনায়ও মহাকবি অদ্ভুত কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন প্রথম অংকে রাজার ধনু থেকে শরপতনের ভয়ে পলায়মান মৃগের বর্ণনা এত নিখুঁত ও বাস্তব হয়েছে যে, **"গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ"** ইত্যাদি শ্লোকটি পাঠ করলেই সহৃদয় পাঠকের সম্মুখে যেন চিত্রটি তৎক্ষণাৎ ভেসে উঠে।" কিবা চারু গ্রীবাভঙ্গে ফিরে ফিরে চায় / একদৃষ্টে মুহুর্মুহুঃ রথটির বাগে / শরপাতভয়ে তার আকুঞ্চিতকায় / পশ্চাতের দেহ যেন পশে পূর্বভাগে / শ্রমে আধো খোলা মুখ ঝরি তাহা হতে / অর্ধেক চর্বিততৃণ পড়ে পথে পথে / কি দীর্ঘ দিতেছে লম্ফ মনে হয় তায় / ব্যোমমার্গে গতি তার অল্পই ধরায় /" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)। মৃগয়াসক্ত রাজাকে লক্ষ্য করে—**"ভো ভো রাজন্, আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যঃ ন হন্তব্যঃ"** ইত্যাদি যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছিল, সে সতর্কবাণীর দ্বারা আশ্রমমৃগের সঙ্গে শকুন্তলাকে করুণার আচ্ছাদনে আচ্ছন্ন করে রাখার কথাও বলা হয়েছিল। কারণ, "দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ"। এইটি সমস্ত তপোভূমির ক্রন্দন। সে তপোবন প্রাণীদের মধ্যে শকুন্তলাও একটি। সকল প্রাণী রক্ষিত হলেও শকুন্তলাকে রক্ষা করা গেলনা।

দ্বিতীয় অংকে রাজার বয়স্য মাধব্যের অনুরোধে মৃগয়া একদিনের জন্য স্থগিত থাকলে, সে অবসরে বন্যপ্রাণীদের নির্ভয়ে সেদিনটি যাপনের দৃশ্যটি অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্তরূপে প্রকট হয়েছে,—"গাহন্তাং মহিষাঃ নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতম্" ইত্যাদি। অর্থাৎ—"পশুক মহিষদল পঙ্কিল পল্বলে/ শৃঙ্গ দিয়া মুহুর্মুহুঃ আলোড়িয়া জল / করুক রোমন্থ সুখে মৃগ দলে দলে / অরণ্যের শান্তিময় লভি ছায়াতল / করুক বরাহবৃন্দ

পল্টবলমন্থন / প্রচুর মুথার মূল করি উৎপাটন / আজ এই ধনু মোর লভুক বিশ্রাম / শিথিল হউক ছিলা তূণশায়ী বাণ / (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)।

তৃতীয় অংকের ঘটনাও মহর্ষি কণ্বের তপোবনের প্রাকৃতিক পরিবেশেই সংঘটিত হয়েছে। মালিনী নদীর তীরস্থিত বেতসকুঞ্জের কুসুমশয্যাসীনা শিলাতলে মদনতাপক্লিষ্টা শকুন্তলা শায়িতা। শকুন্তলার তাপ উপশমের জন্য প্রিয়ংবদা নিয়ে আসেন উশীরলেপন ও সনালনলিনীপত্র। গৌতমী নিয়ে আসেন শান্তিবারি। অনসূয়া তাঁকে পদ্মপত্রের বাতাস দিতে ব্যস্ত। রাজা ইতস্ততঃ বিচরণ করতে করতে লতাকুঞ্জসমীপে এসে প্রভাতকালীন চন্দ্রকলার ন্যায় শীর্ণা পাণ্ডুবর্ণা শকুন্তলাকে শায়িতা দেখলেন। রাজার সঙ্গে শকুন্তলার ঘনিষ্ঠ মিলনের সুযোগ করে দেয় শকুন্তলার সখীদ্বয়।

তপোবনের সঙ্গে শকুন্তলার এমন অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সম্পর্ক, এমন প্রীতি ও কল্যাণের বন্ধন ছিল যে, চতুর্থ অংকে দেখি, পতিগৃহযাত্রাকালে বনদেবতারা তার পিতার ঘনিষ্ঠ কুটুম্বের মত শকুন্তলাকে মণ্ডনের জন্য বসনভূষণ, অলক্তক ইত্যাদি উপহার দিতে ভোলেনি। আশ্রমের সকল চেতন-অচেতন পদার্থনিচয়ের প্রতি শকুন্তলার এমন নিবিড় ও মধুর প্রীতির সম্পর্ক ছিল যে, আশ্রমের বৃক্ষসমূহের আলবালে জলসেচন না করে সে কখনো নিজে জলপান করত না, ভূষণপ্রিয়া হয়েও সে স্নেহবশতঃ কখনো তাদের নবকিসলয় ছেদন করত না, তরুলতার প্রথম পুষ্পোদ্‌গম হলে সে তখন উৎসবে মত্ত হত।—"**পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলম্**" ইত্যাদি। মহর্ষি যখন স্বজনতুল্য আশ্রমপ্রকৃতির অঙ্গভূত বৃক্ষলতাদির কাছ থেকে পতিগৃহযাত্রার অনুমতি চাইলেন, তখন কোকিলের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে তা' তৎক্ষণাৎ পাওয়া গেল।

শকুন্তলা প্রিয়ংবদাকে যখন বলল, আর্যপুত্রকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ আকুল হলেও, আশ্রম ছেড়ে যেতে আমার পা যেন উঠছে না, তখন উত্তরে প্রিয়ংবদাও বলল, তুমিই যে কেবল তপোবনের বিরহে কাতর তা নয়, তোমার আসন্ন বিয়োগে তপোবনেরও সেই একই দশা।—"মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ, ময়ূর নাচে না আর। খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে, যেন সে আঁখি জলধার ॥" (রবীন্দ্রনাথ)। পথ চলতে চলতে হঠাৎ বাধা পেয়ে শকুন্তলা যখন বলল,—"**কো নু খলু এষ নিবসনে সজ্জতে?**" "আমার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে কে?" তার উত্তরে মহর্ষি বলেন, "**যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাম্**" ইত্যাদি অর্থাৎ, ইঙ্গুদীর তৈল দিতে স্নেহসহকারে, কুশক্ষত হলে মুখ যার। শ্যামাধান্য মুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে, এই মৃগপুত্র সে তোমার ॥" (রবীন্দ্রনাথ)। শকুন্তলার আসন্নবিয়োগে কাতর হয়ে সকলেই নিকট আত্মীয়ের মত ব্যবহার করছে। মহাকবি বর্ণিত করুণরসে আপ্লুত হয়ে যেন সহৃদয়

সামাজিকগণ নিজেদের সত্তা বিস্মৃত হয়ে আশ্রমবাসী জীবদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।

এ নাটকের ষষ্ঠ অংকে শকুন্তলাবিরহজনিত শোকে বিহ্বল রাজাকে প্রকৃতি যেভাবে সমবেদনা জানিয়েছে তা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজার এই করুণ বিরহদশায় প্রকৃতির সমব্যথার চিত্র অংকন করতে গিয়ে মহাকবি বলেছেন,—"**চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ**" ইত্যাদি। অর্থাৎ,

"বহুদিন ধরিয়াছে আম্রেতে মুকুল,
রেণু তবু কোষকেতে নাহি দেখা যায়।
যদিও বা বিকসিত কুরবক ফুল,
এখনো রয়েছে সে গো মুকুল দশায়।
যদিও শিশির ঋতু হয়েছে অতীত,
কোকিলের কণ্ঠস্বর তথাপি স্খলিত।
মদনও তাহার সেই অর্ধাকৃষ্ট শর,
ভয়ে ভয়ে সংহারিয়া লইল সত্বর ॥" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)।

ক্রান্তদর্শী মহাকবি কালিদাসের মতে মানবপ্রকৃতির অবয়বভূত, প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে কখনো মানবের জীবনযাত্রা নির্বাহ হতে পারে না। মহাকবির কল্পলোকে মানব এবং প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরের সুখে দুঃখে অংশীদার স্বজনের মত সহাবস্থান করে। শকুন্তলা তপোবনের অবয়বতুল্যা। "তপোবনকে বাদ দিলে কেবল যে নাটকের আখ্যানভাগ ব্যাহত হয়, তাহা নহে, শকুন্তলাচরিত্রও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাহার চরিত্রখানি অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকসিত। × × × × × কালিদাস তাঁহার নাটকে যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই, তাহাকে শকুন্তলা চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছেন।" (রবীন্দ্রনাথ)।

"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে প্রকৃতির এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাধান্য বিচার করে রবীন্দ্রনাথ যে সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা' এখানে উল্লেখের প্রবল দাবী রাখে। বিশ্বকবি বলেছেন,—"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। × × × × × প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপক নাট্য রচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক,

এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্যসাধন করাইয়া লওয়া, এতো অন্যত্র দেখি নাই ॥" (প্রাচীন সাহিত্য)।

(১৩) "উপমা কালিদাসস্য"

মহাকবি মাঘের প্রশস্তি করতে গিয়ে কোন এক প্রাচীন সমীক্ষক একটি শ্লোকে বলেছিলেন,—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
দণ্ডিনঃ পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ ॥"

মাঘকবির প্রশংসা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে উক্ত শ্লোকে মহাকবি কালিদাসের উপমাপ্রয়োগ, মহাকবি ভারবির অর্থ গৌরব এবং মহাকবি দণ্ডীর পদলালিত্যেরও প্রশংসা করা হয়েছে। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল মহাকবি কালিদাসের উপমাসম্ভার। বলা বাহুল্য, "উপমা কালিদাসস্য"—এইটি একটি প্রবাদ বাক্যরূপে অধুনা প্রচলিত রয়েছে। উপমার নবীনতা ও চমৎকারিতার জন্যই মহাকবি কালিদাসের কবিখ্যাতি বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত। মহাকবি কালিদাসের উপমা নির্বাচনের ক্ষেত্র কত ব্যাপক কত বৈচিত্র্যপূর্ণ তা' দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

'উপমা' অলংকারের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন,—**"সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ"**, অর্থাৎ দুটি বিজাতীয় বস্তুর তুলনা করে উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য তা' বিশদভাবে একটি বাক্যে প্রকাশ করা হলে, উপমা অলংকার হয়। যেমন, "মুখং চন্দ্র ইব সুন্দরম্"—অর্থাৎ মুখ চন্দ্রের মত সুন্দর। এখানে মুখ এবং চন্দ্র দুটি বিজাতীয় পদার্থ। সৌন্দর্যের ভিত্তিতে মুখকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য তা' বিশদ করে একই বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং এখানে হয়েছে উপমা অলংকার। এখানে চন্দ্র উপমান, মুখ উপমেয়, সৌন্দর্য সাধারণধর্ম এবং 'ইব' সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

উপমা অলংকারের উপাদান বা উপকরণ হল চরটি। যথা (১) উপমান অর্থাৎ যার সঙ্গে তুলনা করা হয়, (২) উপমেয় অর্থাৎ যাকে তুলনা করা হয়, (৩) সাধারণ বা সামান্যধর্ম অর্থাৎ যে গুণ উপমান ও উপমেয় উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ও (৪) সাদৃশ্যবাচক শব্দ অর্থাৎ ইব, তুল্য, সদৃশ ইত্যাদি। প্রকৃতবর্ণনীয় বিষয় হল উপমেয়। অপ্রকৃত অবর্ণনীয় বিষয় হল উপমান। প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়ের সুস্পষ্টতা প্রতিপাদনের জন্য কবি অবর্ণনীয় অপ্রকৃতকে অর্থাৎ উপমানকে উপস্থিত করেন। উপমান সর্বদা সর্বজনসংবেদ্য হয়, এবং তার সাহায্যেই কবি অপ্রসিদ্ধ উপমেয়ের প্রতিপাদন করেন।

'উপমা' কথাটির সাধারণ অর্থ হল তুলনা। এজন্য তুলনার ভিত্তিতে যত

অলংকারের সৃষ্টি, তাদের সকলেরই সাধারণ নাম উপমা। আলংকারিক অপ্পয়দীক্ষিত তাই বলেছেন,—

"উপমৈকা শৈলূষী সংপ্রাপ্তা চিত্রভূমিকা ভেদান্।
রঞ্জয়ন্তী কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্বিদাং চেতঃ ॥"

অর্থাৎ উপমা এক নটী, বিচিত্র ভূমিকায় সে অংশগ্রহণ করে কাব্যের রঙ্গমঞ্চে, আর রসিকজনের চিত্তরঞ্জন করে সঙ্গে সঙ্গে। উক্ত বহু বিচিত্র ভূমিকার মধ্যে নটীর একটি ভূমিকা হচ্ছে বিশেষ লক্ষণের উপমা নামক অলংকার। অন্যগুলি উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, রূপক, অপহ্নুতি, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান ইত্যাদি। সাদৃশ্যমূলক অলংকারের প্রকারভেদ মানেই সাধারণী উপমার **"চিত্রভূমিকাভেদ"**।

"উপমা কালিদাসস্য"-এ প্রশস্তি যদিও মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে অযথার্থ নয়, তবুও এইটি যেন তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার আংশিক গুণগ্রহণমাত্র। এ প্রশস্তির দ্বারা যেন বলা হচ্ছে মহাকবি কালিদাস কেবলমাত্র 'উপমা' নামক অলংকার প্রয়োগেই সুদক্ষ ছিলেন। সে কারণে 'উপমা কালিদাসস্য' উক্তিতে 'উপমা' শব্দটি লাক্ষণিক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে বলেই বিবেচনা করতে হবে। এই উপমা শব্দে এখানে কেবল উপমা **অলংকারকেই বোঝাচ্ছে না, তাছাড়া রূপক, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, অর্থান্তরন্যাস**—এসকল অলংকারকেও বোঝাচ্ছে।

সুতরাং মহাকবি কালিদাসের রচনায় বিশুদ্ধ উপমাপ্রয়োগও যেমন দেখা যায়, যথা (১) গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ। চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥" (২) অধরঃ কিসলয়রাগঃ, কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ। কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥" (৩) "তবাস্মি গীতরাগেন হারিণা প্রসভং হৃতঃ। এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা"—ইত্যাদি।

তেমনি আবার তাঁর নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তূপমা অর্থান্তরন্যাস, উৎপ্রেক্ষাদি বহুবিধ অলংকার প্রয়োগেও লক্ষ্য করা যায়। যথা (১) ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুঃ তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি। ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাম্ ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি।"—(এখানে নিদর্শনা অলংকারে উপমা) (২) মানুষীষু কথং বা স্যাদ্ অস্য রূপস্য সম্ভবঃ। ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।" (এখানে প্রতিবস্তূপমা অলংকারে উপমা)। (৩) "সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্, মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি। ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী, কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥" (এখানে অর্থান্তরন্যাস অলংকারে উপমা)। এগুলি অবশ্য উপমাত্মক অলংকারই, সুতরাং "উপমা কালিদাসস্য" এ মন্তব্য এখানেও প্রযোজ্য হতে কোন বাধা নেই। অবশ্য কালিদাস বিশুদ্ধ উপমাই এত অধিক প্রয়োগ

করেছেন যে, তাঁকে উপমা প্রয়োগে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলা মোটেই অসঙ্গত নয়।

মহাকবি কালিদাসের উপমা নির্বাচনের ক্ষেত্র কত ব্যাপক, বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ তা' তাঁর রচনাসম্ভার অধ্যয়ন করে উপলব্ধি করা যায়। দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক, মানবের অন্তর্গূঢ় বাসনালোক ছাড়া ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদি বিবিধশাস্ত্রও মহাকবির উপমা নির্বাচনের প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল। মহাকবির উপমার সঙ্গে তাঁর পরবর্তী ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি প্রভৃতি যে কোন মহাকবির রচনা থেকে উপমা নির্বাচন করে তুলনা করলে সহজেই বোঝা যাবে যে, উপমা নির্বাচনের জন্য মহাকবি কালিদাসকে কোন **প্রযত্নের আশ্রয় নিতে হয়নি।** ধ্বন্যালোক প্রণেতা আচার্য আনন্দবর্ধনের মন্তব্যকে ভাষান্তরিত করে বলা যায়, অলংকারগুলি যেন মহাকবির লেখনীমুখে ভীড় করে এসে প্রার্থনা জানাত—"**আগে আমাকে নির্বাচন কর, আগে আমাকে**", ইত্যাদি।—"অলংকারান্তরাণি তু নিরূপ্যমাণ দুর্ঘটনান্যপি রসসমাহিত চেতসঃ প্রতিভানবতঃ-কবেরহংপূর্বিকয়া পরাপতন্তি।" (ধ্বন্যালোক)।

যেমন,—'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের ত্রয়োদশসর্গে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের বর্ণনা করতে গিয়ে মহাকবি উপমার পর উপমা প্রয়োগ করে চলেছেন, কিছুতেই যেন তিনি তৃপ্ত হতে পারছেন না। নীল ও শুভ্র দুটি প্রবাহের পবিত্র সঙ্গম দেখে কখনো **নীল-হংসমিশ্রিত মানসসরোবরে গমনোৎসুক শুভ্রবলাকার দৃশ্য** তাঁর মনে পড়ছে, কখনো বা **নীলপদ্মে খচিত শ্বেতপদ্মমালাব সৌন্দর্য** তাঁর মানসদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্ছে, কখনো বা উজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণিতে গাঁথা মুক্তামালার মতো তাঁর দৃষ্টিতে ধরা দিচ্ছে, আবার, কখনো বা মহাদেবের বিভূতিভূষিত ভুজঙ্গবলয় মণ্ডিত দেহসুষমা তাঁর চিত্তে উদিত হয়ে **সহসা সমগ্র বর্ণনার মধ্যে একটি অলৌকিক ভক্তিরসের** সঞ্চার করছে। এ সকল উপমা যে অত্যন্ত সহজ, শোভন, অযত্নকৃত ও নৈসর্গিক প্রতিভার স্পর্শে সমুজ্জ্বল তা অনস্বীকার্য।

কিন্তু কালিদাসের উপমার অসীমতা, নবীনতা এবং চমৎকারিতা সত্ত্বেও, বহুক্ষেত্রে আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণই যে সেগুলির উৎস সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কেননা, স্বর্গত শ্রদ্ধেয় বিদগ্ধ ও কৃতী অধ্যক্ষ, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'কাব্যকৌতুক' গ্রন্থে বলেছেন যে, সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের পূর্ববর্তী প্রথিতযশা টীকাকার দক্ষিণাবর্তনাথ এবং পরবর্তী টীকাকার পূর্ণসরস্বতী তাঁদের "মেঘসন্দেশে"র টীকার কয়েকটি স্থলে কালিদাসের উপমার সঙ্গে রামায়ণ থেকে সদৃশ শ্লোক উদ্ধার করে প্রদর্শন করেছেন যে,—ঋষিকবির রামায়ণই মহাকবির উপজীব্য। (পৃষ্ঠা ৪১/৪২)।

যেমন, রামায়ণে বিরহিণী সীতার বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখা যায়,—

"হিমহতনলিনীব নষ্টশোভা ব্যসনপবম্পবযা নিপীড্যমানা।
সহচববহিতেব চক্রবাকী জনকসুতা কৃপণাং দশাং প্রপন্না ॥"

"মেঘদূত" গীতিকাবোব 'উত্তবমেঘ" খণ্ডে বামগিবিতে নির্বাসিত যক্ষবিবহিণী প্রিযতমাব বর্ণনা প্রসঙ্গে মেঘকে উদ্দেশ্য কবে বলছে,—

"তাং জানীথাঃ পবিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীযং
দূবীকৃতে মযি সহচবে চক্রবাকীমিবৈকাম।
গাঢোৎকণ্ঠাং গুকষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিবমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম ॥"

অর্থাৎ আমাব বিবহে সহচববিবহিতা চক্রবাকীব মত শিশিবক্লিষ্ট পদ্মিনীব মত ম্লান অবস্থান্তব প্রাপ্ত হযেছে।

বামাযণেব এ শ্লোকটিব অন্ত্যচবণ উদ্ধাব কবে প্রখ্যাত টীকাকাব দক্ষিণাবর্তনাথ তাঁব টীকায বলেছেন, যে এইটিই মেঘদূতেব শ্লোকেব উপজীব্য।—'অস্যার্থস্য মূলম 'সহচববহিতেব চক্রবাকী—' ইতি শ্রী বামাযণবচনম। অনেন শ্রীবামাযণবচনার্থানুসাবেণ কবেঃ পূর্বোক্তঃ বামকথাভিলাষঃ স্পষ্টঃ।"

'বামাযণেব লংকাকাণ্ডে সুগ্রীবেব আদেশে নল যখন বিশাল সেতু নির্মাণ কবল, তখন তাকে দেখে মনে হল যেন সীমাহীন আকাশেব মধ্যে স্বাতীপথ অর্থাৎ ছাযাপথ শোভা পাচ্ছে।

'স নলেন কৃতঃ সেতুঃ সাগবে মকবালযে।
শুশুভে সুভগঃ শ্রীমান্ স্বাতীপথ ইবাম্ববে ॥" (২২/৭০)

মহাকবি বচিত 'বঘুবংশম্' মহাকাব্যেব ত্রযোদশ সর্গে বযেছে,—বামচন্দ্র যখন সীতাকে নিযে পুষ্পক বিমানে আকাশমার্গে অযোধ্যায প্রত্যাবর্তন কবছেন, তখন বানবসেনাদেব দ্বাবা নির্মিত সেই সুদীর্ঘ সেতু দেখিযে বামচন্দ্র বলছেন,—

"বৈদেহিঙ্গ পশ্যামলযাদ্ বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুবাশিম।
ছাযাপথেনেব শবৎ প্রসন্নম্
আকাশমাবিষ্কৃতচাকতাবম্ ॥" (১৩/২)

'বঘুবংশম' মহাকাব্যেব এই অতিপ্রসিদ্ধ উপমাটি যে বামাযণেব উদ্ধৃত শ্লোকটিকে উপজীব্য কবে বচিত সে বিষযে কাবো কোন সংশযেব লেশ থাকতে পাবে কি? এরূপে একদিকে আদিকবিব বামাযণ ও অপবদিকে মহাকবি বচিত শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্য থেকে শ্লোক উদ্ধাব কবে তুলনামূলক বিচাবেব মাধ্যমে দেখান যায যে মহাকবি কালিদাস তাঁব বহু উপমা নির্বাচনেব জন্য ঋষিকবি বাল্মীকিব কাছে ঋণী। প্রসঙ্গতঃ, উল্লেখ কবা যায

যে, রামায়ণের কাছে মহাকবির এ ঋণের প্রতি কটাক্ষ করে মহাকবির প্রতিদ্বন্দ্বী দিঙনাগাচার্য মহাকবিকে সাহিত্যিক চৌর্যাপরাধে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু আলংকারিক রাজশেখরের মতে কোন কবিই না চৌর্যের অপরাধে অপরাধী? তিনি তাঁর কাব্য মীমাংসায় বলেছেন,—

"নাস্ত্যচৌরঃ কবিজনো নাস্ত্যচৌরঃ বণিগ্‌জনঃ।
স নন্দতি বিনা বাচ্যং যো জানাতি নিগূহিতুম্ ॥"

অর্থাৎ এমন কোন কবি নেই, যিনি চোর নন, এমন কোন বণিক নেই যিনি চৌর্যমুক্ত। তবে তিনিই কেবল নিন্দা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন, যিনি জানেন গোপন করবার কৌশল। তিনি আরো বলেন যে, তাঁকেই মহাকবি বলে গণ্য করা যায়, যিনি শব্দার্থ বিষয়ে কিছু পরিমাণে নতুনত্ব উদ্ভাবন করে প্রাচীন বিষয়বস্তু ও শব্দসম্ভার তাঁর কাব্যে সন্নিবেশ করে থাকেন।— 'উল্লিখেৎ কিঞ্চন প্রাচ্যং মন্যতাং স মহাকবিঃ।" মহাকবি কালিদাস এ শক্তির যোগ্য অধিকারী ছিলেন। তাঁর দিব্য প্রতিভার স্পর্শে উক্ত প্রাথমিক উপাদানসমূহ অলৌকিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে অভিনবরূপ পরিগ্রহ করে অত্যন্ত উপাদেয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। তাই আনন্দবর্ধনাচার্য বলেছেন,—

"দৃষ্টপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রস পরিগ্রহাৎ।
সর্বে নবা ইবা ভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ ॥" (ধ্বন্যালোক ৪/৪)

এখানে দুয়েকটি অনন্যসাধারণ উপমার উদাহরণ দিয়ে এ আলোচনা এবার সমাপ্ত করা যেতে পারে।

(১) বৈয়াকরণ উপমা—

"স হত্বা বালিনং বীরস্তৎপদে চিরাকাঙ্ক্ষিতে।
ধাতোঃ স্থানমিবাদেশং সুগ্রীবং সন্ন্যবেশয়ৎ ॥" (রঘু/১২/৫৮)

অর্থাৎ বীরবর রাম বালিকে বধ করে 'আদেশ' বিধি অনুসারে এক ধাতুর স্থানে অপর ধাতুর সন্নিবেশের মত সুগ্রীবকে তাঁর চির আকাঙ্ক্ষিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

(২) দর্শনশাস্ত্রবিষয়ক উপমা—

যোগীব যোগবিধি শুদ্ধমনা যমাদ্যৈঃ।
সাংসারিকং বিষয়ো সঙঘমমঘো-বীর্যম্ ॥" (কুমার ১৭/৪৭)

অর্থাৎ যোগীপুরুষ যেমন যমনিয়ম প্রভৃতি উপায় দ্বারা মনকে শুদ্ধ করে সাংসারিক অভিলাষ সমূহ বিনষ্ট করে ফেলেন, দেবসেনাপতি কার্তিক বাণ বর্ষণের দ্বারা দৈত্যরাজের সকল অস্ত্র চূর্ণ করে ফেললেন।

(৩) "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" নাটকের শ্রেষ্ঠ উপমা—

'গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।

চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥" (শকু. ১/)

অর্থাৎ বাতাসের প্রতিকূলে নীয়মান পতাকার দণ্ড যেমন আগে আগে চলে এবং পতাকা সংলগ্ন চীনাপট্টবস্ত্র যেমন পশ্চাৎদিকে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনি আমার শরীর আগে আগে চলেছে বটে, কিন্তু আমার চঞ্চলমন ধাবিত হচ্ছে পশ্চাৎ দিকে।

(১৪) "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" ঃ 'চতুর্থ ও পঞ্চম অংকের তুলনা'

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ ও পঞ্চম অংকের ঘটনাস্থল ভিন্ন। চতুর্থ অংকের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে, আর হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে ঘটেছে পঞ্চম অংকের ঘটনা। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমবালা শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রাকে ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে চতুর্থ অংক, আর পঞ্চম অংকে রাজা দুষ্যন্ত কর্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে অংশগ্রহণ করেছেন মহর্ষি কণ্ব, শকুন্তলা, দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, দুই কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত, এবং গৌতমী। শেষোক্ত তিন চরিত্রের ভূমিকা এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁরা শকুন্তলাকে আশ্রম থেকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তাকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করেছে। পঞ্চম অংকে অংশ গ্রহণ করেছেন রাজা দুষ্যন্ত, শকুন্তলা, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও গৌতমী। চতুর্থ অংকে কারুণ্যের আতিশয্যে যেমন অভিভূত হতে হয়, তেমনি পঞ্চম অংকে স্তম্ভিত হতে হয় বজ্রাহতের মত।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ এবং পঞ্চম, উভয় অংকই মহাকবি কালিদাসের প্রতিভার চরম উৎকর্ষব্যঞ্জক। উভয় অংকই কবিত্বশক্তি এবং নাট্যপ্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর। তবে দুইটি অংকই যেন পরস্পর বিরোধীভাবের সমাবেশে মণ্ডিত হয়ে স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে একটি অপরটিকে স্পর্ধাপূর্বক আহ্বান জানাচ্ছে। চতুর্থ অংকে হচ্ছে কণ্বাশ্রমের দৃশ্য, সেখানে শান্ত, সমাহিত এবং নিভৃত আশ্রম পরিবেশ প্রকৃতির স্বর্গীয় সুষমার সঙ্গে মানবাত্মার দৈব বৈভবের মিলন ঘটেছে। আর পঞ্চম অংকে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের কোলাহলমুখর অতুল ভোগ-ঐশ্বর্যের উদ্ধত অহমিকা প্রকাশমান। তাই অরণ্যবাসী কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরবের কাছে রাজপ্রাসাদ—"জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব",—অগ্নিপরিবেষ্টিত গৃহের মত প্রতিভাত হয়েছে।

রাজপ্রাসাদ যেমন মনুষ্যাধ্যুষিত, কণ্বাশ্রমও তাই। তবে আশ্রমের তাপসেরা সরলতায় ও পবিত্রতায়, স্নেহে ও প্রেমে মহনীয়, অকপট ত্যাগের ব্রতে তাঁরা নিত্যনিরত, কিন্তু রাজপ্রাসাদের মানুষ কর্তব্যের রূঢ়তায় এবং বুদ্ধির প্রখরতায় প্রশংসনীয়। এঁরা মুক্তিবাসনাবর্জিত, তাই ভোগের মন্ত্রে দীক্ষিত। আশ্রমে রয়েছেন মহর্ষি, আর রাজর্ষি রয়েছেন রাজপ্রাসাদে। মহর্ষি স্নেহমায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে নিয়মের কঠোরতা

থেকে স্খলিত. অপরপক্ষে রাজর্ষি নীতি ও কর্তব্যে অন্ধ হয়ে প্রেমের কোমলতা থেকে বঞ্চিত। একদিকে হৃদয়বৃত্তি স্বচ্ছন্দ ও বিশ্বস্ত, অপরদিকে সংশয়াবৃত, কম্পিত ও কৃত্রিম নাগরিকবৃত্তি। তাই যোগীরা ভোগীদের যে দৃষ্টিতে দেখেন, রাজপ্রাসাদের জনসমূহকে কণ্বশিষ্য শারদ্বত সে দৃষ্টিতে দেখেছেন,—"অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্" ইত্যাদি। স্নাতব্যক্তি অস্নাতকে, শুচিব্যক্তি অশুচিকে, জাগরিত ব্যক্তি নিদ্রিতকে যেমন দেখে, ঠিক তেমনি, ইত্যাদি।

চতুর্থ অংকে যেমন সংসারবিরাগী ঋষি কণ্বের স্নেহদৌর্বল্য, পরস্পর প্রীতিমুগ্ধ সখীত্রয়ের প্রণয় মধুর সম্পর্কের অনাবিল অভিব্যক্তি, মূক-মূঢ় প্রকৃতির স্নেহোচ্ছ্বাস প্রকাশের প্রয়াস সহৃদয় সামাজিকদের মুগ্ধ না করে পারেনা, তেমনি পঞ্চম অংকে কঞ্চুকী থেকে রাজা পর্যন্ত সকলের কর্তব্যবন্ধনের যান্ত্রিক অবিচলতা, শাপজনিত বিস্মৃতির কারণে স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক রূপে প্রতীয়মান রাজার বজ্রকঠোর প্রত্যাখ্যানরূঢ়তা, অথচ স্বীয় চাবিত্রিক নিষ্ঠা রক্ষণে অনমনীয় অটলতা আমাদের বিশেষ আশ্চর্যান্বিত করে। অপরদিকে কল্পনায় রচিত স্বর্গ থেকে ভ্রষ্টা, এবং রূঢ় বাস্তবসংসারের কঠিন ভূমিতে পতিতা শকুন্তলার মর্মভেদী করুণ বিলাপ আমাদের আকুল করে। সুতরাং চতুর্থ অংকের প্রশস্তি সচরাচর বিঘোষিত হলেও পঞ্চম অংকও কম চিত্তাকর্ষক এবং কম উপাদেয় নয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ এবং পঞ্চম উভয় অংকই করুণরসের অভিব্যক্তিতে বেদনাদায়ক। চতুর্থ অংকে দেখা যায়, মাতৃপিতৃ পরিত্যক্তা শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বকর্তৃক আজন্ম প্রতিপালিতা, এবং আশ্রমে পরিবর্ধিতা। পতিগৃহযাত্রাকালে পালকপিতা কণ্ব, আবাল্যসখীদ্বয়, এবং চিরাভ্যস্ত আশ্রম পরিবেশ ত্যাগ করে শকুন্তলা চলে যাচ্ছে। কাজেই এ বিচ্ছেদ কেবল শকুন্তলার নয়, উক্ত তিন পক্ষ থেকেই শোকের অভিব্যক্তি হওয়া স্বাভাবিক ও অভিপ্রেত। পঞ্চম অংকেও করুণরসের প্রকাশ। কিন্তু এ করুণরস অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নগ্ন, তীব্র ও মর্মভেদী। পঞ্চম অংকের সূচনাতেই হংসপদিকার গীতের মাধ্যমে এই বিষাদের আভাস সূচিত হয়েছে। কোন প্রিয়জনবিরহ নেই, অথচ রাজার হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত। এ কি জন্মান্তরের কোন প্রণয়স্মরণে? সহৃদয় সামাজিকদের আর বুঝতে বাকী থাকল না যে, দুর্বাসার অভিশাপে স্মৃতিলোপহেতু এ জন্মের প্রণয়িণীকে চিনতে না পেরে তাকে বর্জন করতে চলেছেন।

এ নাটকের চতুর্থ অংকে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে আমরা আমাদের আপন হৃদয়ের যতটুকু মিল দেখতে পাই, পঞ্চম অংকের ঘটনার মধ্যে তা'র নিতান্তই অভাব। ভারতবর্ষের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহিতা কন্যাকে প্রথম পতিগৃহে পাঠাবার আনুষ্ঠানিক প্রথার প্রচলন রয়েছে। কাজেই এ দৃশ্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত এবং এ

কারণে তা' আমাদের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে যত আবেদনশীল হয়, পঞ্চমাংকের ঘটনা তা' একেবারেই নয়। কেননা, আমাদের সাধারণ জীবনে পঞ্চমাংকে বর্ণিত ঘটনাব অবকাশ নিতান্তই বিরল। অধিকাংশ সমীক্ষকের মতে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অংক অর্থাৎ যে অংকে শকুন্তলা তপোবন থেকে বিদায় নিয়ে পতিগৃহে যাত্রা করেছে, সে অংকই শ্রেষ্ঠ।—

"কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রাপি চতুর্থোঽঙ্ক যত্র যাতি শকুন্তলা ॥"

আবার, অনেকে বলেন, তা ঠিক নয়, এ নাটকের পঞ্চম অংকই শ্রেষ্ঠ।—

"শাকুন্তলচতুর্থোঽঙ্কঃ সর্বোৎকৃষ্ট ইতি প্রথা।
ন সর্বসম্মতা যস্মাৎ পঞ্চমোঽস্তি ততোঽধিকঃ ॥"

সমগ্র নাটক থেকে একটি বিশেষ অংককে নির্বাচন করে, অংকগত বিচারের মাধ্যমে তার মূল্যায়ন করে তাকে প্রাধান্য দেওয়া সঙ্গত ও সমীচীন নয়। কেননা, সপ্ত অংকের নাটকে প্রতিটি অংকই তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে নাট্যক্রিয়ার গতিসঞ্চারের মাধ্যমে নাটককে ঈপ্সিত পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয়। তাই কোন অংকের গুরুত্বকে লাঘব করা চলেনা। তথাপি এ নাটকের চতুর্থ অংককে যাঁরা শ্রেষ্ঠ অংকের মর্যাদায় ভূষিত করতে চান, তাঁরা মূলতঃ শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার করুণ দৃশ্যের বর্ণনা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতা, পালিতাকন্যার আসন্ন বিচ্ছেদজনিত শোকে মহর্ষি কণ্বের বিহ্বলতা ইত্যাদির উপর তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। এ দৃশ্যের কারুণ্যেব আতিশয্য সহৃদয় সামাজিক এবং পাঠকবর্গকে বিশেষ প্রভাবিত করে।

সংসারত্যাগী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হলেও মহর্ষি তাঁর পালিতা কন্যার আসন্ন বিদায় স্মরণ করে নিতান্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাবেন ভেবে তাঁব "হৃদয়ং সংস্পৃষ্টম্ উৎকণ্ঠয়া", উৎকণ্ঠায় তাঁর হৃদয় পীড়িত, কণ্ঠ তাঁর—"স্তম্ভিতবাষ্প-বৃত্তিঃ", অশ্রুপ্রবাহে রুদ্ধ, "চিন্তাজড়ং চ দর্শনম্" অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি চিন্তায় আচ্ছন্ন। বনবাসী ঋষি পালক পিতা হয়ে যদি পালিতাকন্যার বিরহে এরূপ বৈক্লব্য অনুভব করেন, তাহলে গৃহী পিতা আপন কন্যার বিচ্ছেদে যে কত অধিক বেদনা অনুভব করেন তা' তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

অনুসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, শকুন্তলা দুই সখী শকুন্তলাকে সাজাতে এলে শকুন্তলা ক্রন্দন করতে করতে বললেন,—"দুর্লভমিদানীং মে সখীমণ্ডনং ভবিষ্যতি",—সহায় এখন থেকে আর সখীদের হাতে ত আর সাজতে পাবনা।" আশ্রমের চেতন-অচেতন সকলের সঙ্গে শকুন্তলার এমন অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত যে, পতি গৃহ যাত্রাকালে বনদেবতারা শকুন্তলার মণ্ডনের জন্য অমূল্য আবরণ, আভরণ ও অলক্তক উপহার দিচ্ছে, তারা যেন রাজরাণীর যোগ্য বসনভূষণে সজ্জিত করে তাদের স্নেহের দুলালীকে পতিগৃহে পাঠাতে চাইছে।

মহর্ষি কণ্ব যখন আশ্রম তরুদের উদ্দেশ্যে বললেন,—"তোমাদের জল না করি দান যে আগে জল না করিত পান/ সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু / তোমাদেব ফুল ফুটিত যবে, যেজন মাতিত মহোৎসবে। পতিগৃহে সে বালিকা যায়, তোমরা সকলে দেহ বিদায়।" (রবীন্দ্রনাথ)। সঙ্গে সঙ্গে কোকিলের মধুর কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে অনুমতি পাওয়া গেল।

যে আর্যপুত্রের চিন্তায় অতিথিপরায়ণ শকুন্তলারও কর্তব্যে চ্যুতি ঘটেছে, যে তার সকল ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু, যাঁর ক্ষণিক মিলনের স্মৃতি সে তখন তার শরীরে ও মনে বহন করছে, তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে সে এখন রাজধানীতে চলেছে । কিন্তু তা' সত্ত্বেও আশ্রম ছাড়তে গিয়ে সে যেন জীবনের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবার বেদনায় কাতর। প্রিয়ংবদা তখন জানায যে, তার আসন্নবিদায়ের শোকে তপোবনেরও সেই একই দশা,—"মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ, ময়ূর নাচে না আর। খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে, যেন সে আঁখিজলধার ॥" (রবীন্দ্রনাথ)। পথ চলতে চলতে পশ্চাৎ থেকে বাধা পেয়ে শকুন্তলা বলল,—"কো নু খলু মে বসনে সজ্জতে"? কে আমার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে? উত্তরে মহর্ষি বললেন,—"ইঙ্গুদীর তৈল দিতে স্নেহসহকারে, কুশক্ষত হলে মুখ যার/শ্যামাধান্য মুষ্ঠি দিয়ে পালিয়াছ যারে, এই মৃগ পুত্র সে তোমার ॥" (প্রাচীন সাহিত্য)। তাই বিশ্বকবি বলেন,—"বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ এমন মর্মান্তিক করুণ হইতে পারে তাহা জগতেব সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অংকে পাওয়া যায়।" (প্রাচীন সাহিত্য)।

পতিগৃহ যাত্রাকালে মহর্ষি কণ্ব পতিগৃহে শকুন্তলার আচবণীয় ও অনাচরণীয় কর্তব্য সম্পর্কে যে সকল মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন, দেশ ও কাল নির্বিশেষে সকল কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল ও মমত্ববোধসম্পন্ন পিতার পক্ষে তাঁদের আপন আপন তনয়ার প্রথম পতিগৃহ যাত্রাকালে এরূপ উপদেশ দানই সমীচীন। সেবাপরায়ণতা, পতিভক্তি, সপত্নীর প্রতি প্রিয়সখী ব্যবহাব, আত্মীয়পরিজন ও সেবক-সেবিকার প্রতি দাক্ষিণ্যপ্রদর্শন, ঐশ্বর্যে অহমিকাবিরক্তি ইত্যাদি নবপরিণীতা কুলবধূর চরিত্রে সেকালে অভিপ্রেত ছিল। এসকল উপদেশের সার্ব্বজনীনত্ব ও শাশ্বতঃ গুণ সে যুগে অস্বীকার করবার কোন উপায় ছিল কি? একেবারে অন্তিমলগ্নে শকুন্তলা পিতাকে আলিঙ্গন করে বলল যে, তপশ্চর্যায় তাঁর শরীর পীড়িত হয়েছে। সুতরাং শকুন্তলার জন্য তিনি যেন অত্যধিক উৎকণ্ঠিত না হন। ঋষি কণ্বও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "বৎস, কুটীরের পুরোভাগে তোমার দ্বারা পূর্বে রচিত নীবারধান্যের উপহারকে অংকুরিত হতে দেখে কিভাবে আমার শোককে শান্ত করব?" শকুন্তলার সে স্মৃতি দেখতে দেখতে মহর্ষির শকুন্তলাবিচ্ছেদজনিত শোক কীভাবে প্রশমিত হবে? শকুন্তলার জন্য

মহর্ষির শোকের অভিব্যক্তি যে এখানে চরম বাণীরূপ লাভ করেছে, তা' অস্বীকার করার উপায় নেই। এভাবে আশ্রমের সমুদয় তরুলতা, পশুপক্ষীর কাছে বিদায় নিয়ে শকুন্তলা কাঁদতে কাঁদতে আশ্রম ত্যাগ করেছে। এখানে বলা যায় যে, উক্ত আলোচনার ধারা বিচার করে সমীক্ষকগণ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'' নাটকের চতুর্থ অংককে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মন্তব্য করেছেন।

যাঁরা এ নাটকের পঞ্চম অংককেই শ্রেষ্ঠ বলেন, তাঁদের মতে ঘটনাসন্নিবেশের দক্ষতা, আদর্শ দ্বন্দ্বের বর্ণনানৈপুণ্য, চরিত্রাংকনের বিশিষ্টতা ও নাটকীয়তা সৃষ্টির কুশলতা ইত্যাদি তাঁদের এরূপ দাবীর যুক্তিগ্রাহ্য কারণ। পঞ্চমাংকের ঘটনাসন্নিবেশ সত্যই অনুপম ও হৃদয়গ্রাহী, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এইটি মহাকবি কালিদাসের অপূর্ব নাট্যশৈলীর পরিচয় বহন করে। এ অংকের প্রারম্ভেই হংসপদিকার গীত শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের ভূমিকা নিপুণভাবে প্রস্তুত করে দিয়েছে। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয় গান্ধর্বপরিণয়ে পরিণতি লাভ করবার পর ভাবী উচ্চাশায় উদ্দীপ্তা শকুন্তলা পতিগৃহে স্থান পাবে কি না তা' জানবার জন্য পাঠক ও সামাজিক চিত্ত ব্যাকুল। হংসপদিকাব গীত শ্রবণ করেও রাজা বুঝলেন না যে দুর্বাসার অভিশাপে তাঁর স্মৃতিলোপহেতু তিনি এ জন্মেরই প্রণয়িণীকে চিনতে না পেরে বর্জন করতে চলেছেন। **হংসপদিকার এ গীত একদিকে যেমন রাজার প্রতি তিরস্কার অন্যদিকে তেমনি শকুন্তলার দুর্ভাগ্যের সূচক।**

আবার, রাজপ্রাসাদে রাজার সম্মুখে গৌতমী ও কণ্বশিষ্য দ্বয়ের সঙ্গে শকুন্তলা সমাগমে শার্ঙ্গরব-শারদ্বতের উক্তি থেকে নাগরিকজীবন ও তপোবনজীবনের প্রতিচ্ছবিব সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। আশ্রমজীবনের শান্তপরিবেশে বর্ধিত, সরলতার আধার, শকুন্তলা মূর্তিমতী সৎক্রিয়া। নাগরিক সভ্যতার কুটিলতা, কৃত্রিমতার আড়ম্বর, প্রতারণার ছায়া এখানে রাজ্যে ও রাজচরিত্রে প্রতিফলিত। আশ্রমপরিবেশের সঙ্গে নাগরিক পরিবেশের অসামঞ্জস্য এখানে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানে প্রকট হয়ে উঠেছে। অবগুণ্ঠনমুক্ত শকুন্তলাকে দেখেও রাজা চিনতে পারলেন না। রাজার মধ্যে আদর্শের দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠল। ধর্মপত্নী বলে দাবী করছেন, এমন এক অপরিচিতা অসামান্যাসুন্দরী নারীর কথায় বিশ্বাস করে, তাঁকে গ্রহণ করে, রাজা ধর্মপালন করবেন অথবা পরস্ত্রী জেনেও তাঁকে গ্রহণ করে পাপভাগী হবেন। দুর্বাসার অভিশাপের প্রভাবে হোক, বা অন্য কোন কারণে হোক, রাজা ধীরচিত্তে বিচার বিবেচনার দ্বারা মানসিক চাঞ্চল্য সংযত করে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। **কর্তব্যে কঠোর রাজার চরিত্র সত্যই অনবদ্য।**

শকুন্তলার চরিত্র সৃষ্টিও এখানে প্রশংসনীয়। চতুর্থ অংকের কুসুমপেলবা শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের রূঢ় আঘাতে আহত হয়ে কঠোর প্রতিবাদপরায়ণা। মিথ্যাচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে শকুন্তলা রাজাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন। বিপদের মুখে সরলতা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক শকুন্তলাই ধৈর্যের সঙ্গে প্রমাণ উপস্থিত করে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। রাজার মনে বিশ্বাস জন্মাতে ব্যর্থ হয়ে আশ্রমে ফিরে যাবার পথ রুদ্ধ দেখে, এবং পুরোহিতের গৃহে অবস্থানকে অমর্যাদাকর ভেবে শকুন্তলা আত্মত্যাগে প্রস্তুত হয়েছেন,—"ভগবতি বসুধে, দেহি মে বিবরম্" অর্থাৎ বসুন্ধরা, তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার গহ্বরে প্রবেশ করি। এ দৃশ্য বড়ই করুণ, বড়ই মর্মস্পর্শী। কারুণ্য এ অংকেও অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

এ অংকের নাটকীয় অবস্থার অধিকতর চমৎকারিত্ব এই যে, রাজা দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা উভয়েই নিরপরাধ। কেবল দুর্বার ঘটনাচক্রে এ বিষ উঠ্‌ছে। একদিকে শকুন্তলা ঘৃণায়, লজ্জায়, লাঞ্ছিত প্রণয়ের ধিক্কারে, ক্ষোভে রোষে উন্মাদিনী, অন্যদিকে দুষ্যন্ত স্থির, ধীর, শান্ত। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে যে কি ঝড় বইতেছিল, কালিদাস অপূর্ব কৌশলে এই নিষ্ঠুর দৃশ্যের অবসানে একটি মাত্র কথায় তার ইঙ্গিত করেছেন,—"**প্রতিহারী, আমি বড় ক্লান্ত, আমাকে শয়নগৃহের পথ দেখাও।**" এ অংকে অলৌকিক বর্ণনও এতই নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে যে, কোথাও মনের মধ্যে অস্বাভাবিকতার লেশমাত্র উদয় হয়না।—এসব কারণ বিচার করেই সমালোচকগণ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অংককে শ্রেষ্ঠ অংকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ আগ্রহী।

উপসংহারে বলা যায় যে, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অংকে বর্ণিত শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার করুণদৃশ্যটি গীতিকাব্যের সুরে বাঁধা। সুতরাং সমগ্র নাটকের অঙ্গহিসেবে বিবেচনা না করে, বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে কবিত্বের দিক থেকে চতুর্থ অংককেই শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। কিন্তু সমগ্র নাটকের অঙ্গহিসেবে বিচার করলে পঞ্চম অংকই যে শ্রেষ্ঠ, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। কারণ, নাটকের যে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য (নাটকের গতি ও চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব) তা' কেবল পঞ্চম অংকেই প্রাধান্য পেয়েছে। চতুর্থ অংকে এ দুটির অভাব পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ অংকের গতি একেবারেই মন্থর, এবং চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব এখানে নেই বললেই হয়। সুতরাং কাব্যগুণে চতুর্থ অংক শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হলেও পঞ্চম অংক নাট্যগুণে উৎকৃষ্ট। চতুর্থ অংকের করুণ বিদায় দৃশ্যে যতটা কাব্য আছে নাটকে ততটা নেই। চতুর্থ অংকের লিরিকধর্মিতা যত অধিক, নাট্যধর্মিতা ততটা নেই, লিরিকের প্লাবন দুর্বল করেছে নাটককে।

(১৫) "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ঃ সমাজচিত্র বিশ্লেষণ"

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজ তার ভাল-মন্দ সব কিছু নিয়ে সাহিত্যের দর্পণে প্রতিফলিত হয়। সমাজ থেকে রসগ্রহণ করে সাহিত্য যেমন পুষ্টি লাভ করে, তেমনি আবার সাহিত্য নানাভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে। সমাজ ও সাহিত্য উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না। সাহিত্যে সমাজের বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি অভিপ্রেত। মহাকবি কালিদাস রচিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকেও সে যুগের সমাজের যে সকল মূল্যবান তথ্য সুলভ তার একটা সামগ্রিক পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে। যেমন,—

(১) **বর্ণাশ্রমব্যবস্থা**—মহাকবি কালিদাসের সময় সারা দেশ বর্ণাশ্রমধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। ধর্মশাস্ত্রকার মনুর নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারবর্ণের লোকেদের যে কর্তব্য নির্ধারিত ছিল, তারা নিজ নিজ জীবন সে অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করত। রাজা ছিলেন বর্ণাশ্রম ধর্মের শ্রেষ্ঠ রক্ষক। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তপস্বিদের সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান দেওয়া হত। কর্তব্যের প্রতি সামান্যতম শৈথিল্য বা উপেক্ষা, কিংবা কর্তব্য সম্পর্কে বিস্মৃতি মহর্ষিদের অভিশাপ বা তিরস্কারের কারণ হত। তাপসদেব যাগযজ্ঞাদি নিয়তই অনুষ্ঠিত হত, যাগযজ্ঞে পশুবলি প্রথার প্রচলন ছিল। জাতিগত পেশা অপরের চোখে নিন্দনীয় হলেও সে নিজে কখনো তার অমর্যাদাকর বলে মনে করত না, বরং পুরুষানুক্রমে স্বধর্মপালন করাই গৌরবজনক বলে বিবেচিত হত।

(২) **রাজা ও রাজ্যশাসন**—মহাকবি কালিদাসের সমসাময়িককালে এবং তারপূর্ব থেকে সারাদেশ ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজারা স্বাধীনভাবে যে যাঁর রাজ্যে রাজত্ব করতেন। তাঁদের মধ্যে কখনো কখনো যুদ্ধবিগ্রহও বেধে যেত। রাজাদেরও শাস্ত্রের বিধান মেনে চলতে হতো। মহাকবির মতে শৌর্যহীন রাজনীতি কাপুরুষের লক্ষণ, এবং নীতিহীন শৌর্য—পশুবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। সে কারণে রাজাদেব নীতি ও শৌর্য, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শাসনব্যবস্থা নির্ধারণ করতে হত ॥

(৩) **বার্ষিক কর বা রাজস্ব ব্যবস্থা**—'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের দুটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে, রাজ্যের প্রজাসাধারণ রাজাকে তাদের উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ বার্ষিক কর হিসেবে দিত। যেমন,—

"যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্।
তপঃ ষড়্ভাগসক্ষয্যং দদত্যারণ্যকাঃ হি নঃ ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণ থেকে যে ধন কররূপে উদ্ধৃত হয়, রাজাদের সে ধন নশ্বর, কিন্তু অরণ্যবাসী মুনিগণ তপস্যালব্ধ ফলের যে ষষ্ঠাংশ রাজগণের সম্মানার্থে দান করেন তা অবিনশ্বর। আবার, এ নাটকের পঞ্চমাংকে উল্লেখ করা হয়েছে,—"ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম

এযঃ।" অর্থাৎ যাঁরা প্রজারক্ষণের কার্যে নিযুক্ত তাঁদের কোন বিশ্রাম থাকে না। তেমনি ষষ্ঠাংশবৃত্তিঃ অর্থাৎ রাজার ধর্মও অনুরূপ। যেহেতু রাজা প্রজাদের কাছ থেকে তাঁদের উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ বার্ষিক কররূপে গ্রহণ করেন, সেজন্য রাজাকে বলা হয় **"ষষ্ঠাংশবৃত্তিঃ"**।

(৪) **অসবর্ণবিবাহ**—নাটকের প্রথম অংকে রাজা দুষ্যন্ত যখন প্রথমে বৃক্ষান্তরাল থেকে শকুন্তলাকে দেখলেন, এবং তার প্রতি প্রণয়াকর্ষণ অনুভব করলেন, তখন রাজার মনে সন্দেহ হ'ল,—এ শকুন্তলা নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ মাতা-পিতার সন্তান নয়,—মহর্ষি কণ্বের কোন অব্রাহ্মণ পত্নী থেকে হয়তো এর জন্ম, তা' নাহলে তাঁর মত আর্যের মন কখনো এর প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হ'ত না। তাই রাজা মনে মনে প্রশ্ন করলেন,—"অপি নাম কুলপতেরিয়ম্ অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ?" অর্থাৎ কুলপতি কণ্বের ইনি কি কোন অসবর্ণ পত্নীগর্ভজাতা কন্যা হবেন?" এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মহাকবি কালিদাসের কালে সমাজে অসবর্ণবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

(৫) **বহুবিবাহপ্রথা**—সেকালে রাজা এবং ধনীব্যক্তিদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল, এবং সমাজে তা' স্বাভাবিকভাবেই স্বীকৃত হত। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের বহুস্থলেই এর উল্লেখ রয়েছে। বহুবল্লভ রাজা দুষ্যন্তের যেহেতু একাধিক পত্নী, সেজন্য তিনি যাতে শকুন্তলাকেও তাঁদের সঙ্গে সমান অনুরাগগর্ভ দৃষ্টি দিয়ে দেখেন, রাজার কাছে অনসূয়ার এ অনুরোধ।—"বয়স্য বহুবল্লভা রাজানঃ শ্রূয়ন্তে। যথা আবয়োঃ প্রিয়সখী বন্ধুজন শোচনীয়া ন ভবতি, তথা নির্বাহয়।" এর উত্তরে রাজাও বললেন, "পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্যমে। সমুদ্ররসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্।" অর্থাৎ বহু পত্নী থাকলেও আমার কুলের প্রতিষ্ঠা কেবল দুটি উপকরণের উপর নির্ভরশীল, তার একটি হ'ল সমুদ্রবেষ্টিত এ পৃথ্বী, এবং তোমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলা।

(৬) **গান্ধর্ববিবাহপ্রথা**—প্রাচীন ধর্মশস্ত্র মনুসংহিতায় ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, আসুর, গান্ধর্ব ইত্যাদি যে আট প্রকার হিন্দু বিবাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, গান্ধর্ব তাদের মধ্যে অন্যতম। গান্ধর্ববিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত, সমাজস্বীকৃত এবং সমাজসমর্থিত। সেকালে কেবল গান্ধর্বপরিণয় প্রচলিত ছিলনা, গান্ধর্বমতে বিবাহিত দম্পতি গুরুজনদের দ্বারা অভিনন্দিত হত, গুরুজনেরা সানন্দে এ বিবাহ সমর্থন করতেন। বর এবং কনে, পরস্পরের সম্মতির উপর নির্ভর করে, গুরুজন অনুমতিব্যতিরেকে, কোন এক মনোরম প্রাকৃতিক নিভৃতপরিবেশে মিলিত হয়ে কেবল মাল্যবিনিময়ের মাধ্যমে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলে তাকে গান্ধর্ববিবাহ বলে। "ইচ্ছয়া অন্যোন্যসংযোগাৎ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ। স তু গান্ধর্বঃ বিজ্ঞেয়ঃ মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥" আবার, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার "বীরমিত্রোদয়"

টীকায় বলা হয়েছে,—"ত্বং মে পতিঃ, ত্বং মে ভার্যা, ইত্যেবং কন্যা-বরয়োঃ পরস্পরং নিয়মবন্ধনং পিত্রাদিকর্তৃকদান-নিরপেক্ষয়োঃ বিবাহঃ স গান্ধর্ব ॥" (১/৬১(

(৭) আলেখ্য চেতনা—মহাকবি কালিদাসের কালে নারীপুরুষ উভয়ের মধ্যে আলেখ্যচেতনার নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজর্ষি দুষ্যন্ত একজন উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্পী ছিলেন। বিরহবিনোদনের জন্য প্রিয়তমা শকুন্তলার চিত্র অংকন করে বিরহবিধুর চিত্তে সান্ত্বনা লাভের জন্য প্রয়াস পেতেন। বিদূষক ও সানুমতী রাজা দুষ্যন্তের চিত্রকর্মনৈপুণ্যের প্রশংসা না করে পারলেন না। ষষ্ঠ অংকে "কার্যা সৈকতলীনা হংসমিথুনা স্রোতোবহ-মালিনী"—ইত্যাদি শ্লোকে বলা হয়েছে,—'মালিনীনদীর সৈকতে সংলগ্ন হংসমিথুন আঁকতে হবে, পবিত্র হিমালয়ের পাদদেশ ও তথায় উপবিষ্ট হরিণ, কোন এক বৃক্ষের শাখায় প্রলম্বিত বল্কলবসন, এবং বৃক্ষের তলদেশে মৃগীর বামচক্ষুপ্রান্ত কণ্ডুয়নে রত কৃষ্ণসার মৃগ অংকন করতে হবে।' এ নাটকের চতুর্থ অংক থেকেও জানা যায় যে, নারীদেরও চিত্রবিদ্যা জানা ছিল। শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রাকালে তাকে সাজাবার সময় অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা বলল,—"চিত্রকর্মপরিচয়েন অঙ্গেষু তে আভরণবিনিয়োগং কুর্ব্বঃ "—ইত্যাদি, অর্থাৎ আমাদের চিত্রকর্মের সঙ্গে পরিচয়ের জ্ঞান থেকে তোমাকে আমরা অলংকারে সাজাব।

(৮) স্ত্রী শিক্ষা—সুপ্রাচীন বেদের যুগ থেকেই এদেশে যে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল তা' গার্গী, মৈত্রেয়ী ইত্যাদি বিদূষী রমণীগণের কাহিনী থেকেই স্পষ্ট জানা যায়। মহাকবি কালিদাসের যুগেও স্ত্রীশিক্ষা অবশ্যই প্রচলিত ছিল। তবে কেবল গ্রন্থপাঠেই সেকালের শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল না। 'শ্রুতি' অর্থাৎ শ্রবণও শিক্ষার একটি প্রকৃষ্ট উপায় ছিল। মুনিঋষিগণের কাছ থেকে পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি নানা গ্রন্থের বিষয় শ্রবণ করেও নারীগণ অনেক কিছু শিক্ষার সুযোগ পেতেন। যেমন, মহর্ষি মারীচের আশ্রমে অদিতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ভগবান্ মারীচ মুনি পত্নীগণকে পাতিব্রত্যধর্মের উপদেশ দিচ্ছেন। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা যে শিক্ষিতা ছিল তার প্রমাণও নাটকে পাওয়া যায়। যখন শকুন্তলা দুষ্যন্তের প্রতি নিজের দুর্দমনীয় প্রেম সখীদের কাছে ব্যক্ত করতে সংকোচ বোধ করছিল, তখন অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে বলল,—"হলা শকুন্তলে, অনভ্যন্তরাঃ খলু বয়ং মদনগতস্য বৃত্তান্তস্য। কিন্তু সাদৃশী ইতিহাসনিবন্ধেষু কাময়মানানামবস্থা শ্রূয়তে তাদৃশীং তে প্রেক্ষে।" অর্থাৎ আমাদের নিজেদের প্রেমবিষয়ক অভিজ্ঞতা নেই বটে, কিন্তু ইতিহাস, পুরাণ, লোকগাথা, গল্প প্রভৃতিতে প্রেমিকদের যেরূপ অবস্থা হওয়ার কথা শুনেছি, তোমার অবস্থাও সেরূপ দেখতে পাচ্ছি। নারীদের শ্লোকরচনা করার ক্ষমতা এবং প্রেমপত্র রচনা করার দক্ষতার কথাও রাজা দুষ্যন্তের উদ্দেশ্যে শকুন্তলার পদ্মদলের উপর নখের দ্বারা প্রণয়লিপি রচনার ঘটনা থেকে জানতে পারি।

(৯) **সুগৃহিণীর কর্তব্য**—মহাকবি কালিদাসের কালে গৃহীপিতা কন্যার প্রথম পতিগৃহযাত্রাকালে সুগৃহিণীর কর্তব্য সম্পর্কে যে সকল উপদেশ দিতেন, সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন,—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরুপ্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥"

অর্থাৎ পতিগৃহে গমন করে গুরুজনদের সেবা কর, সপত্নীগণের সঙ্গে প্রিয়সখীর মত ব্যবহার কর, পতিকর্তৃক তিরস্কৃতা হলেও রোষবশতঃ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কর না, পরিচারক-পরিচারিকাদের প্রতি সর্বদা দাক্ষিণ্যপ্রবণ হও, ভোগৈশ্বর্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে গর্বিতা হয়ো না। যে যুবতিগণ এ সকল আচরণ করে, তারা গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিতা হয়, এর বিপরীত আচরণ করে যে নারীগণ তারা কুলের কলংক স্বরূপ হয়। কুলবধূর যে সকল গুণ থাকা উচিত, সেই বিনয়, সেবা, পতিভক্তি, আত্মীয়স্বজনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দাসদাসীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, এ সবই সেকালে সুগৃহিণীর কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। সেকালেব সামাজিক তথ্য হিসেবে এর এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

(১০) **আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য ও নৌবাণিজ্য**—মহাকবি কালিদাসের কালে স্থলপথেও আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। চীন, শ্যাম, কাম্বোজ ইত্যাদি দেশের সঙ্গে বিবিধ পণ্যের ক্রয়বিক্রয় চলত। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক স্থলে কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব এবং চীন দেশীয় রেশমের উল্লেখ আছে। এ নাটকের প্রথম অংকের শেষে রাজা দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা ও সখীদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর যখন হস্তীর উপদ্রবে শকুন্তলা ও সখীদ্বয় চলে যেতে বাধ্য হল, রাজাও ফিরে যেতে যেতে বললেন,—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"

অর্থাৎ রাজার শরীর অগ্রে চলেছে, কিন্তু তাঁর অস্থির চিত্ত পশ্চাতে চলেছে। চীনদেশীয় রেশমবস্ত্র নির্মিত পতাকা, দণ্ডসহ বাতাসের প্রতিকূলে নিতে গেলে, দণ্ডটি যেমন আগে আগে চলে, কিন্তু দণ্ডের সঙ্গে লগ্ন চীনদেশীয় রেশমবস্ত্র নির্মিত পতাকা চলে বাতাসের পশ্চাৎ দিকে, ঠিক তেমনি। তাছাড়া, এ নাটকের যষ্ঠ অংকে বর্ণিত নৌব্যবসায়ী ধনমিত্রের নৌব্যসনে মৃত্যুর ঘটনা থেকে আমরা সেকালের নৌবাণিজ্য সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা কবতে পারি।

(১১) **আরক্ষ-বিভাগ বা পুলিশ প্রশাসন**—সেকালেও বর্তমান কালের পুলিশব্যবস্থার মত আরক্ষ-বিভাগ ছিল। বর্তমানে যেমন পুলিশ বিভাগের অধিকর্তা বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্

থাকে, সেরূপ তখনও নাগরিক বা নগররক্ষিদলের অধিকর্তা ছিল। এই নাগরিকের পদ সাধারণতঃ রাজার শ্যালক গ্রহণ করতেন। নাটকের ষষ্ঠ অংকে নগররক্ষায় কর্তব্যসচেতন রক্ষিপুরুষদের কথা রয়েছে। নাগরিক অর্থাৎ নগরপাল বা নাগরিকের তত্ত্বাবধানে রক্ষিপুরুষেরা দিবারাত্র কার্যে লিপ্ত থাকত। তারা কেবল যে রাত্রে প্রহরার কাজে নিযুক্ত থাকত তা' নয়, দিনের বেলায়ও রাজপথে এবং জনাকীর্ণস্থানে অবস্থান করে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতো কেউ চৌর্য বা বলপূর্বক কারো দ্রব্য হরণ করছে কিনা। এরূপ লক্ষ্য রাখা অবস্থাতেই দুজন রক্ষিপুরুষ জানুক ও সূচক রাজার নামাংকিত অঙ্গুরীয়ক ধীবরের হস্তে দেখে তাকে বন্দী করে বিচারের জন্য রাজার কাছে নিয়ে চলেছে রাজশ্যালকের নির্দ্দেশে। পথে যেতে সন্দেহভাজন ধীবরের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য তাকে নানাভাবে মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখানো হচ্ছে, এমনকি শারীরিক নির্যাতনও বাদ যাচ্ছে না। এ সকল রক্ষিপুরুষের নৈতিক চরিত্র বলে কিছু ছিল না। তাবা যেমন উৎকোচগ্রহণে অভ্যস্ত ছিল, তেমনি মদ্যপানে বিশেষ আসক্ত ছিল। শক্রাবতারবাসী ধীবর রাজাব কাছ থেকে অর্থপুরস্কার নিয়ে ফিরে এলে রক্ষিপুরুষেরা তার পুরস্কারের অর্থে ভাগ বসাতে চাইল এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে শৌণ্ডিকালয়ে মদ্যপানের মাধ্যমে মিত্রতা স্থাপনে ব্যগ্র হয়ে উঠল।

(১২) **চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড**—সেকালে চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেবার ব্যবস্থা ছিল, এবং সে মৃত্যুদণ্ড নানা বিচিত্র উপায়ে কার্যকর করা হত। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে অপবাধীকে ফুলেব মালা পবিয়ে সজ্জিত করা হত। কখনো দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে মাটিতে আর্ধেক প্রোথিত করে ক্ষিপ্ত কুকুর অথবা হিংস্র শকুনিকে দিয়ে জীবন্ত ভক্ষণ করিয়ে, অথবা মত্ত হস্তীর পদতলে পিষ্ট করিয়ে, কখনো বা শূলে চড়িয়ে অপরাধীর প্রাণনাশ করা হত।

(১৩) **পুরুষেরও অলংকার ব্যবহার**—কালিদাসেব কালে কেবল স্ত্রীলোকেরা অলংকার পরিধান করতেন না, পুরুষেরাও হস্তে বলয়, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে হারলতা, বাহুতে অঙ্গদ ইত্যাদি ধারণ করতেন। এ নাটকেব তৃতীয় অংকে দুষ্যন্তের মণিখচিত স্বর্ণবলয় পরিধানের উল্লেখ রয়েছে। "ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্ বিবর্ণমণীকৃতম্.......মণিবন্ধনাৎ কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্যতে।" অর্থাৎ জাগরণের শীর্ণতাহেতু অশ্রুপাতে বিবর্ণমণিখচিত স্বর্ণবলয় মণিবন্ধ থেকে পুনঃপুনঃ স্খলিত হয়ে আসে এবং আমার দ্বারা পুনরায় অপসারিত হয়, ইত্যাদি।

(১৪) **স্ববৃত্তির প্রতি মর্যাদাবোধ**—মহাকবি কালিদাসের কালে স্ববৃত্তি অর্থাৎ জাতিগতপেশা, বা স্বধর্মের জন্য মর্যাদা বোধ করত। ধীবরের কাছ থেকে তার জাল, ও বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরার পেশার কথা শুনে রক্ষিদ্বয় তাকে উপহাস করলে, সে বলে যে,

মানুষ যে বৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সে বৃত্তি নিন্দনীয় হলেও তা' পরিত্যাগ করা উচিত নয়। সে যুক্তি দিয়ে বলে যে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বভাবে দয়াপরায়ণ হলেও যজ্ঞীয় পশুবধের সময় নির্দয় হয়ে থাকেন। তা'ছাড়া অনেকে মনে করেন—ধীবরের এ উক্তির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি সমর্থন রয়েছে।

(১৫) **স্ত্রী স্বাধীনতার অভাব**—সেকালের সমাজে নারী স্বাতন্ত্র্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহযাত্রাকালে পতিগৃহে আচরণীয় কর্তব্য সম্পর্কে যে সকল উপদেশ দিলেন, তা' থেকে আমরা জানতে পারি যে, স্বামী কোন কারনে স্ত্রীর প্রতি কর্কশ ব্যবহার করলে স্ত্রী তা' অম্লানবদনে সহ্য করতেন, কখনো ক্রোধের বশে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করতেন না। সতী হলেও বিবাহিতা নারী পিতৃগৃহে বেশীদিন অবস্থান করলে সমাজে তার সম্পর্কে নানাপ্রকার কুৎসা রটনা হত। সেকারণে পতি প্রিয় হোক্ বা অপ্রিয় হোক্, পত্নীর সর্বদা পতিসান্নিধ্যে থাকাই অভিপ্রেত ছিল। তাছাড়া, পত্নীর উপর পতির প্রভুত্ব ছিল সর্বতোমুখী।

(১৬) **বিচার ব্যবস্থা**—সেকালে বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজাই ছিলেন সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। তিনি নিজে বিচারকার্য দেখতেন, তবে বিশেষ প্রয়োজনে অমাত্যের হাতে বিচারের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হত। রক্ষিপুরুষেরা সন্দেহভাজন অপরাধীকে বন্দী করে রাজার কাছে বিচারের জন্য নিয়ে আসত। পথে তারা অপরাধীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য নানাপ্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন করত, এবং সর্বদা তাদের বিচিত্র উপায়ে মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখাত। বিচারের অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হতো না। চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। উত্তরাধিকার আইন অনুসারে পত্নীর গর্ভস্থ সন্তানও মৃতপিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হত।

(১৬) "চরিত্রালোচনা"

(ক) নায়ক দুষ্যন্ত ঃ

মহাকবি কালিদাসের সৃষ্ট নায়কদের মধ্যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের নায়ক দুষ্যন্তের স্থান যে অনন্য ও অতুলনীয় তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ নাটকের নায়ক দুষ্যন্ত নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত ধীরোদাত্ত ক্ষত্রিয় নায়ক। অমিততেজা রাজা রাজকুলের ভূষণ, বীর, ধীর, ধর্মানুরক্ত, কেবল একদোষ,—অতিরিক্ত ব্যসনাসক্ত। তাঁর সারথি তাঁকে পিনাকী মহাদেবের সঙ্গে তুলনা করেছে,—"মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্"। তাঁর সেনাপতি তাঁকে পর্বতবিহাবী হস্তীর সঙ্গে তুলনা করে বলেন,—"গিরিচর ইব নাগঃ

প্রাণসারং বিভর্তি।" প্রিয়ংবদা তাঁর মধুরসম্ভাষণক্ষমতা এবং মনোরম আকৃতি দেখে তাকে একজন আনন্দদায়ক সুবক্তা রূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি সংগীত, চিত্রবিদ্যা ইত্যাদি নানা কারুকলায় পারদর্শী।

পুরুবংশ প্রদীপ রাজা দুষ্যন্ত একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। ন্যায় ও নৈপুণ্য নামক প্রধান অস্ত্র দুটি তাঁর সাম্রাজ্য শাসনের পক্ষে একান্ত সহায়। রাজকার্যে তিনি নিরন্তর ব্যাপৃত থাকলেও কখনো তিনি কর্তব্যচ্যুত হতেন না। তাঁর রাজ্যে বনবাসী মুনিগণ যাতে কোনপ্রকার কষ্টের সম্মুখীন না হন, সেদিকে তিনি সদা সচেতন। তিনি তপোবনবাসী তাপসগণকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন বলে ঋষিবালকের বাক্যও তাঁর কাছে শিরোধার্য ছিল। প্রাণভয়ে দ্রুত পলায়মান মৃগশিশুকে শরসন্ধানপূর্বক বধ করতে উদ্যত হলেও "আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যঃ, ন হন্তব্যঃ",—তাপসগণের এ সতর্কবাণী শুনেই তিনি মৃগবধ থেকে বিরত হলেন। তিনি স্বভাবতই বিনয়ী বলেই মহার্ঘ রাজকীয় বসনভূষণ পরিত্যাগ করে তপোবনে প্রবেশ করেন।

অপরের ধন নিজের রাজকোষে যে কোন ছলে আত্মসাৎ করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। এজন্য ধনমিত্র নামক নৌব্যসনে মৃত বণিককে অপুত্রক জেনেও তৎকালীন প্রচলিত বিধি অনুযায়ী তাঁর অর্থ রাজকোষে গ্রহণ করতে তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন না। পরে তাঁর এক পত্নী গর্ভবতী জেনে তিনি ঘোষণা করলেন যে মৃত বণিকের কোন স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানই পিতৃধনের উত্তরাধিকারী হবে। দুর্বাসার অভিশাপে বিস্মৃত হয়ে রাজা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করলেন, কেউ কেউ তাঁকে আপ্রসব অন্তঃপুরে রাখতে প্রস্তাব করলেও রাজা পরস্ত্রী স্পর্শজনিত দোষে কলংকিত হবেন এ ভয়ে তিনি শকুন্তলাকে স্থান দিলেন না। শকুন্তলার অসামান্য রূপে মুগ্ধ হলেও তিনি কোনরূপ প্রলোভনকে প্রশ্রয় দিলেন না, কিন্তু "অবর্ণনীয়ং পরকলত্রম্" বলে নিবৃত্ত থাকলেন। এ সব বিষয়ে রাজা তাঁর অসাধারণ সংযম ও মনের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।

রাজা দুষ্যন্তের পরিশীলিত বাচনভঙ্গী, মার্জিতরুচি এবং আভিজাত্যের পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে এ নাটকের প্রায় সর্বত্রই। প্রখর দৃষ্টিশক্তি, মৃগয়ায় অব্যর্থ শরসন্ধান, যুদ্ধে অপরাভব, পার্শ্বচরদের প্রতি স্নিগ্ধ ব্যবহার এবং ঘনিষ্ঠজনে অকৃত্রিম মৈত্রী, সবই রাজা দুষ্যন্তকে মহনীয় করে তুলেছে। তা'ছাড়া, তাঁর সন্তান বাৎসল্য ও মাতৃভক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজধানী থেকে 'করভক' রাজার কাছে রাজমাতার আদেশ নিয়ে এল। তখন তিনি ঋষিদের অনুরোধে রাক্ষস বিতাড়নের জন্য আশ্রমে যাবার উদ্দেশ্যে রথে আরোহণ করতে চলেছেন। একদিকে মাতৃআজ্ঞা, অন্যদিকে ঋষিদের প্রতি কর্তব্য। দুটির

কোনটিই লঙ্ঘন করা যায় না, — দুটি আবশ্য পালনীয়। শেষ পর্যন্ত তিনি বিদূষকের উপর মাতৃ-আজ্ঞা পালনের ভার ন্যস্ত করে, তপস্বিকার্য সম্পাদন করতে আশ্রমে গেলেন। কারণ, ব্যক্তিগত কল্যাণলাভের চেয়ে রাজার কাছে শ্রদ্ধাভাজন ঋষিদের প্রতি কর্তব্য পালনই শ্রেয়ঃ। সপ্তম অংকে শিশু সর্বদমনকে মহর্ষি মারীচের আশ্রমে দেখে, নিজের পুত্র না জেনেও তার প্রতি রাজার যে অনাবিল অসীম অপত্যস্নেহ ও বাৎসল্য প্রকাশ পেয়েছে, তা এককথায় অনবদ্য।

রাজা দুষ্যন্ত যে কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ নরপতি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষকরূপে তিনি অতুলনীয়। তার কঠোর শাসনে কোনপ্রজা বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবার সুযোগ পায়নি। তিনি কখনো প্রজাবর্গকে শোষণ করে তাদের অর্থে রাজকোষাগার পরিপুষ্ট করতে চাননি। সৌম্যদর্শন সুপুরুষ দুষ্যন্ত প্রণয় চাতুর্যেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। কণ্বাশ্রমে শকুন্তলাকে দেখামাত্রই তাঁর মনে পূর্বরাগের সঞ্চার হল। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত ও পরিচয় জানেননি, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি অভিলাষ প্রকাশ করেননি। প্রেমিক দুষ্যন্তের কাছে তাঁর সুবিশাল রাজ্য ও আশ্রমবালা শকুন্তলার মূল্য সমান। দক্ষিণ নায়করূপে রাজার পক্ষে সকল মহিষীকে সমানচোখে দেখা উচিত। তথাপি তিনি যেন সকলকে সমানভাবে ভালোবাসতে পারেন না। পঞ্চমাংকে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের পূর্বে রাজমহিষী হংসপদিকার গীতই আমাদের এ বিষয়ে সচেতন করে দেয়। তবে একজন অনুরাগী ব্যক্তির সম্মুখে তিনি কখনো অপর একজন প্রেমপাত্রীর প্রতি অধিক অনুরাগ প্রকাশ করেননি। সেজন্য ষষ্ঠ অংকে তিনি রাণী বসুমতীর সম্মুখ থেকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শকুন্তলার চিত্রপটখানা অপসারণ করেন।

সপ্তমাংকে ভগবান মারীচের আশ্রমে রাজা দেখলেন তাঁর দ্বারা নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা তাঁরই জন্য এখনো প্রোষিতভর্তৃকা-ব্রত ধারণ করে তাঁরই প্রতীক্ষারত।

"বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম বিরহব্রতং বিভর্ত্তি ॥"

রাজা পূর্বস্মৃতি ফিরে পেয়েছেন, দ্বিতীয়বার তাঁর ভুল হবার নয়। তিনি নতজানু হয়ে শকুন্তলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী,—

"সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে।
কিমপি মনসঃ সম্মোহঃ মে তদা বলবানভূৎ ॥"

—হে তন্বঙ্গি। হৃদয় থেকে প্রত্যাখানের বেদনা দূর কর, আমার চিত্ত তখন নিদারুণ মোহে আচ্ছন্ন ছিল। শকুন্তলা পূর্বে যে প্রেমিক দুষ্যন্তকে পেয়েছিলেন, পুনরায় তাঁকে পূর্বস্বরূপে ফিরে পেয়ে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করলেন।

(খ) নায়িকা শকুন্তলা ঃ

মুগ্ধা ও মধ্যা নায়িকা শকুন্তলা মহাকবি কালিদাসের **"মানসপ্রতিমা"**। আদর্শ রমণীর সকল বৈশিষ্ট্যই তাঁর চরিত্রে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। কি কন্যারূপে, কি প্রণয়িনীরূপে, কি পত্নীরূপে, সর্বত্রই তিনি আমাদের প্রীতি, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম। মাতা কর্তৃক পরিত্যক্তা হলে শকুন্ত অর্থাৎ কোন এক পক্ষী তার পক্ষাচ্ছাদনে তাকে রক্ষা করে। সেজন্য তার নাম হয়েছে 'শকুন্তলা'। অতঃপর মহর্ষি কণ্ব তাকে আশ্রমে এনে অত্যন্ত যত্নসহকারে গভীর অপত্যস্নেহে তাকে লালনপালন করেন। সুতরাং মহর্ষি শকুন্তলাব পালকপিতা। আশ্রমপরিবেশে পরিপালিতা ও পরিবর্ধিতা শকুন্তলা অবর্ণনীয় অসাধারণ রূপলাবণ্যের আধার। জন্মসূত্রেই তার এই অপরূপ রূপলাবণ্য।

শকুন্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিস্ময়বিমূঢ় রাজা উল্লাস প্রকাশ করে বলেন,— "সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপিরম্যম্", "মানুষীষু কথং বা সাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ", "শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুঃ", ইত্যাদি। আজন্ম আশ্রমে পরিপালিত হওয়ার কারণে শকুন্তলার চরিত্রে বিকাশ লাভ করেছে—অকৃত্রিম সারল্য এবং সহজ বিশ্বাস। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে শকুন্তলা আবদ্ধ। এই দুই সখী শকুন্তলার চরিত্রগঠনে যে সহায়তা করেছে, তা' অনস্বীকার্য। সদ্যযৌবনা শকুন্তলা, সখীদের সঙ্গে তার প্রীতিগর্ভ হাস্যপরিহাসের সম্পর্ক, কৌতুকের মাধ্যমেই সখীদ্বয় শকুন্তলাকে তার উদ্‌গতযৌবন সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে। এমন সময় রাজা দুষ্যন্তের আগমন কণ্বাশ্রমে। যৌবনেব প্রভাবকে সে অস্বীকার করতে পারেনি। বিশ্বস্ত হরিণীর মত সহজেই সে নাগরিক দুষ্যন্তের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হয়েছে। সে সখীদের অকপটে বলেছে,—যেদিন থেকে রাজর্ষিকে দেখেছি সেদিন থেকেই মদন আমায় কষ্ট দিচ্ছে। সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে, রাজার কাছে সে বহুবার সংযমরক্ষার অনুরোধ করেছে। যৌবনের প্রভাবে সে গুরুজনের মতামতকে উপেক্ষা করেছে। সুচতুর, প্রণয়নিপুণ রাজা দুষ্যন্তের গন্ধর্বপরিণয়ের পক্ষে, প্রবল যুক্তির কাছে সে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। শকুন্তলার পরাভব যেমন অতি সহজেই চিত্রিত হয়েছে, তেমনি সে পরাভব সত্ত্বেও তার চরিত্রের গভীরতর পবিত্রতা এবং তার স্বাভাবিক অক্ষুণ্ণ সতীত্ব অনায়াসেই পরিস্ফুট হয়েছে। "সে অরণ্যের সরলা মৃগীর মতো, নির্ঝরেব জলধারার মতো, মলিনতার সংস্রবেও অনায়াসেই নির্মল।" (রবীন্দ্রনাথ/প্রাচীন সাহিত্য)।

প্রকৃতির প্রতি শকুন্তলার অকৃত্রিম সৌহার্দ তার চরিত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আশ্রমের তরুলতা, পশুপক্ষী ইত্যাদির সঙ্গে তার অত্যন্ত নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক। সোদরস্নেহে সে সকলকে আপন করে নেয়। তরুলতার আলবালে জলসেচন

না করে সে কখনো নিজে জলপান করতো না, অলংকার পরিধান করতে ভালবাসলেও সে কখনো বৃক্ষের পল্লবচয়ন করতো না। আশ্রমে হরিণশাবকের মুখ কুশক্ষত হলে সে মাতৃস্নেহে তাতে ইঙ্গুদির তেল প্রলেপ দিত। তাই শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রাকালে আশ্রমের তরুলতা, পশুপক্ষী সকলেই শোকে মুহ্যমান,—

"মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ ময়ূর নাচে না আর।
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে যেন সে আঁখি জলধার ॥"
(রবীন্দ্রনাথ)

পরিণয়পর্ব সম্পন্ন করে রাজা রাজধানীতে চলে গেলে পতিগতপ্রাণা শকুন্তলা পতির চিন্তায় নিমগ্ন থেকে সামাজিক কর্তব্য, অতিথিসৎকারে শৈথিল্য প্রদর্শনের জন্য কোপনস্বভাব ঋষি দুর্বাসার অভিশাপভাজন হয়েছে। দুর্বাসার অভিশাপের ফলে রাজার মনও মোহাচ্ছন্ন থাকায় তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপ্রাসাদে সশরীরে উপস্থিত শকুন্তলাকে চিনতে না পেরে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। পতিকর্তৃক বিসর্জিতা শকুন্তলা ভগবান্ মারীচের আশ্রমে বাস করার সুযোগ লাভ করে রাজা দুষ্যন্তের প্রতীক্ষায় প্রোষিতভর্তৃকার ন্যায় বিরহব্রতের অনুষ্ঠান করে চলেছেন। অবশেষে শকুন্তলার পুত্র সর্বদমনের মাধ্যমে মারীচাশ্রমেই শকুন্তলার সঙ্গে রাজর্ষি দুষ্যন্তের পুনর্মিলন সংঘটিত হয়। এঁদের পুনর্মিলন প্রসঙ্গে ভগবান্ মারীচ বলেন,—

"দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।
শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্ ॥" (৭/২৯)

(গ) মহর্ষি কণ্বের চরিত্র ঃ

মহাকবি কালিদাসের চরিত্রাংকন প্রতিভাও অসাধারণ। তাঁর অংকিত প্রতিটি চরিত্র এক একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হয়েও আপন আপন বৈশিষ্ট্যে একক ও অদ্বিতীয়। "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে ঋষি চরিত্র তিনটি,—কোপন স্বভাব ঋষি দুর্বাসা, কুলপতি কণ্ব ও ভগবান মারীচ। এঁদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর এবং একে অপর থেকে পৃথক্। মহর্ষি কণ্ব ঋষি হয়েও গৃহী, মানবোচিত সকল সবলতা-দুর্বলতা নিয়ে তাঁর চরিত্র অত্যন্ত বাস্তবরূপে চিত্রিত হয়েছে। সংসার বিরাগী ঋষি হয়েও তিনি অনুকম্পাভরে এবং অশেষ করুণাবশতঃ মাতাপিতাকর্তৃক শিশু শকুন্তলাকে অসীম যত্নসহকারে অপত্যনির্বিশেষে লালনপালন ও সংবর্ধন করেছিলেন। পালিতা কন্যা হলেও শকুন্তলার ভাবী বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্নহৃদয় মহর্ষি তার প্রতিকূল দৈবকে শান্ত করবার জন্য সোমতীর্থে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তপোবনে আগত অতিথির সৎকারের গুরুদায়িত্ব মহর্ষি তাঁর পালিতাকন্যা শকুন্তলার উপর ন্যস্ত করেছিলেন।

সংসারের সকল আকর্ষণকে উপেক্ষা করে ভূমাকে পাবার জন্য যাঁরা সমাজের বাইরে তপোবনের শান্তসমাহিত পরিবেশে কৃচ্ছ্রপরায়ণ হয়ে জীবন যাপন করতেন, আর যাঁরা সংসারী হয়ে স্নেহ-মায়া-মমতা দিয়ে সকলকে প্রীতির বন্ধনে জড়িয়ে সুখে দুঃখে গার্হস্থ্যাশ্রমে বাস করতেন,—এ উভয় শ্রেণীর মানুষের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে মহর্ষি কণ্বের চরিত্রে। ত্রিকালদর্শী কুলপতি কণ্ব "শাশ্বতে ব্রহ্মণি স্থিতঃ"—অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষই তাঁর একমাত্র কাম্য, কোন পার্থিব দ্রব্যে তাঁর আকর্ষণ অনভিপ্রেত। তথাপি তাঁর যে পিতৃসুলভ হৃদয়বৃত্তি মাতৃপরিত্যক্তা শকুন্তলার প্রতি বাৎসল্যরসসিক্ত আচরণে অভিব্যক্তি লাভ করেছে তা' আমাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। কঠোর বৈরাগ্য ও কঠিন সংযম তাঁর হৃদয়ের স্নেহ, দয়া, মমতা ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তিগুলিকে নীরস ও শুষ্ক করতে পারেনি। মহাকবি কালিদাস তাঁকে বাস্তব ও জীবন্ত মানুষরূপে চিত্রিত করেছেন, কেননা, ঋষি হলেও তিনি প্রধানতঃ মানুষ।

পালকপিতা হলেও তিনি শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রাকালে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করে যেরূপ বিহ্বল ও কাতর হয়ে পড়েছেন তা' আপন কন্যার পতিগৃহযাত্রাকালে গৃহী পিতার শোক ও বেদনাকে ছাড়িয়ে যায়। তিনি বলেছেন, শকুন্তলা আজ চলে যাবে—একথা ভাবতেই তাঁর হৃদয় উৎকণ্ঠায় উদ্বেল, কণ্ঠ তাঁর বাষ্পবৃত্তিতে রুদ্ধ হয়ে আসছে, তপস্বী হয়েও পালিতা কন্যার বিরহে যদি তাঁর এরূপ দুরবস্থা হয়, তিনি বুঝতে পারছেন না আপনকন্যার বিদায়ে গৃহী পিতার কী দুর্দশাই না হয়। লোকালয় থেকে বহুদূরে অরণ্যে বাস করেন তিনি, তথাপি লোকালয়ের আচারব্যবহার, রীতিনীতি, উৎসব-আনন্দের ধারা সম্পর্কে তিনি অনভিজ্ঞ নন, তাই তিনি বলেন,—"বনৌকসোঽপি সন্তোলৌকিকজ্ঞা বয়ম্।"

সোমতীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মহর্ষি যখন দৈববাণীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে তাঁর কন্যা শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে গান্ধর্ববিধিমতে পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছে এবং তিনি বর্তমানে সন্তানসম্ভবা, তখন তিনি সানন্দে তাদেব সে বিবাহ অনুমোদন করে কেবল উদারহৃদয়ের পরিচয় দেননি, সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে লোকচরিত্র জ্ঞানেরও প্রমাণ দিয়েছেন। কেননা, তিনি জানেন যে, বিবাহিতা কন্যা দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বসবাস করলে লোকে কুৎসা রটনা করে। শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রার দৃশ্যে মহর্ষি কণ্বের চরিত্রের যে পরিচয় পাই, তাতে আমরা মহর্ষিকে আমাদেরই সমাজের অন্তর্ভুক্ত একজন অপরিসীম স্নেহপ্রবণ কর্তব্যপরায়ণ পিতা ভিন্ন আর কিছুই মনে করতে পারিনা। শকুন্তলার বিদায়ের প্রাক্কালে মহর্ষি সাধারণ পিতৃসুলভ দ্বন্দ্ব প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি।

বিদায়ের ক্ষণে তিনি শকুন্তলাকে পতিগৃহে অবশ্য কর্তব্যসম্পর্কে যেসকল উপদেশ দিয়েছিলেন, প্রতিযুগের, প্রতিটি কালের, প্রতিটি নবপরিণীতা তনয়ার ক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্য ও সমীচীন। উপদেশ দিতে গিয়ে মহর্ষি শকুন্তলাকে বলেছেন, পতিগৃহে গিয়ে তুমি গুরুজনদের সেবা করবে, প্রিয়সখী ব্যবহার করবে সপত্নীদের সঙ্গে, পতি রোষবশতঃ বিরূপ হলেও কখনো তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না, আত্মীয় পরিজনদের প্রতি সদা দাক্ষিণ্য প্রকাশ করবে, আপন ভাগ্যে কখনো গর্বিত হবে না, যে সকল নারী এ উপদেশ পালন করে তাঁরা গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিত হন, আর যাঁরা এর বিরুদ্ধাচরণ করেন তারা কুলের কলংকরূপে বিবেচিত হন। এ উপদেশাবলীর সর্বজনীনত্ব ও চিরন্তনত্বের গৌরবচ্ছটায় মহর্ষির চরিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। পরিশেষে শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করে মহর্ষির চিত্ত অনাবিল আনন্দে পরিপ্লুত হয়েছে, এবং মহর্ষি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করে বলেছেন,—"অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব" অর্থাৎ কন্যা পরের ধন।

কন্যা সত্যি পরের গচ্ছিত সম্পদ। অপরের গচ্ছিত দ্রব্য যেমন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যত্ন সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, কন্যাকেও অনুরূপভাবে অত্যন্ত যত্ন ও অসীম অপত্যস্নেহে লালন পালন করতে হয়। গচ্ছিতদ্রব্য মালিকের হস্তে প্রত্যপর্ণ করে যেমন স্বস্তি ও শান্তি পায়, ঠিক তেমনি কন্যার পিতাও কন্যাকে তার পতির হস্তে তুলে দিয়ে পরম শান্তি ও স্বস্তিলাভ করেন। মহর্ষি কণ্বও তাই অনুভব করেছিলেন,—"প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা।" মানবতাগুণে সমৃদ্ধ এই ঋষিচরিত্র আমাদের সংবেদনশীল হৃদয়কে অত্যধিক আকর্ষণ করে। উল্লেখ করা যায় যে, ঋষি দুর্বাসার মধ্যে যেমন ব্রহ্মচর্য আশ্রম, ভগবান্ মারীচের মধ্যে যেমন বাণপ্রস্থ আশ্রম মূর্ত হয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি গৃহস্থাশ্রম মহর্ষি কণ্বদেবের মধ্যে রূপপরিগ্রহ করেছে। কুলপতি কণ্বই গৃহস্থাশ্রমের বিশ্বস্ত প্রতিভূ।

(ঘ) অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা ঃ

অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা আশ্রমবালা শকুন্তলার প্রিয়সখী। এ দুটি চরিত্র মহাকবি কালিদাসের অমর প্রতিভার অনবদ্য সৃষ্টি। শকুন্তলার সুখসৌন্দর্য, গৌরবগরিমা বৃদ্ধি করবার জন্যই এ দুটি লাবণ্যপ্রতিমা তাদের নিজেদের সমস্ত কিছু দিয়ে শকুন্তলাকে বেষ্টন করেছিল। এক কথায় বলতে গেলে, শকুন্তলার চরিত্রকে পূর্ণরূপে বিকসিত হবার সুযোগ করে দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করে তুলেছিল। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"একা শকুন্তলা শকুন্তলার এক তৃতীয়াংশ, তার অধিকাংশই অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প।"

নাটকের সূচনা থেকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা অবধি প্রায় সর্বক্ষণই তারা শকুন্তলাকে প্রীতিস্নিগ্ধ সান্নিধ্যে ভরিয়ে তুলেছে। যে কোন কাজে, আশ্রমের তরুমূলে জলসেচনই হোক্, অথবা শকুন্তলা মদনানলে জর্জরিত হলে রাজার সঙ্গে গোপনে বেতসকুঞ্জে মিলনের ব্যাপারেই হোক্, তারাই একমাত্র শকুন্তলার সহচরী। তারাই অতিথি রাজা দুষ্যন্তের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছে, শকুন্তলা সম্বন্ধে রাজার জ্ঞাতব্য সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। দুর্বাসার অভিশাপ থেকে রক্ষা করবার প্রয়াসে তারা ঋষি দুর্বাসার পায়ে ধরে প্রতিকারের পথ জেনে নিয়েছে। শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রাকালে দুই সখীরই সমান বিহ্বল অবস্থা।

দুই সখীরই সমান রূপ, সমান গুণ এবং সমান বয়স। শকুন্তলার মঙ্গল কামনায় দুই সখীরই সমান আগ্রহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয়ের চরিত্র বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অনসূয়া গম্ভীর, শান্ত, বাস্তববুদ্ধি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্না। কিন্তু প্রিয়ংবদা চঞ্চল, আনন্দোচ্ছল, পরিহাসপ্রিয় এবং বাক্‌পটু। অনসূয়া যা' বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করে, প্রিয়ংবদা তা সরল বিশ্বাসে অনুমোদন করে। শকুন্তলা দুষ্যন্তকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করে কল্যাণ লাভ করলে অনসূয়া সুখী হল বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না। কেননা, বহুবল্লভ রাজা অন্তঃপুরের অন্যান্য মহিষীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শকুন্তলাকে স্মরণ করবেন কি না,—এ নিয়ে অনসূয়ার চিন্তার অবধি নেই। কিন্তু প্রিয়ংবদা রাজার দৈহিক সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করে, মনোরম আকৃতির মধ্যে বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ অসম্ভব বলেই বিশ্বাস করে।

অনসূয়া বিপদেও হতবুদ্ধি হয় না, কিন্তু প্রিয়ংবদা বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। শকুন্তলার প্রতি বর্ষিত ঋষি দুর্বাসার অভিশাপবাণী শ্রবণ করে প্রিয়ংবদা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। কিন্তু অনসূয়া ঋষিকে অনুনয়বিনয়ে তুষ্ট করে আশ্রমে পুনরায় ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রিয়ংবদাকে পরামর্শ দিল । শকুন্তলার প্রতি বর্ষিত অভিশাপ এবং শাপমুক্তির উপায় অপর কারো কাছে এমনকি, শকুন্তলার কাছেও প্রকাশ না করবার জন্য পরামর্শ অনসূয়াই প্রিয়ংবদাকে দিয়েছিল। উভয় সখী শকুন্তলার প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট, শকুন্তলার সুখে সুখী, এবং দুঃখে দুঃখী হলেও উভয়ে নিজ নিজ চরিত্র বৈশিষ্ট্যে পৃথক্।

এ দুটি চরিত্র সৃষ্টির পেছনে একাধিক তাৎপর্য রয়েছে। একদিকে তপোবন প্রকৃতি, অপরদিকে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলাচরিত্রগঠনে নিগূঢ়ভাবে সহায়তা করেছে। তপোবনপ্রকৃতিকে বাদ দিলে যেমন শকুন্তলাচরিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যেত, ঠিক তেমনি অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে বাদ দিলেও শকুন্তলাচরিত্র পূর্ণাবয়ব লাভ করতে পারতো না। যে অঙ্গুরীয়ক রাজা দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলনে প্রধানভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার উপর যে শকুন্তলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তা' কেবল তারাই জানত এবং সেইজন্য

পতিগৃহযাত্রাকালে তারা এ বিষয়ে শকুন্তলাকে পরোক্ষে সতর্ক করে দিয়েছিল। কাজেই নাটকের ক্রিয়া, গতি এবং পরিণতির দিক থেকে বিচার করলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ দুটি চরিত্র সৃষ্টির পশ্চাতে যথেষ্ট নাটকীয় প্রয়োজন ও ত্যৎপর্য রয়েছে।

(ঙ) বিদূষক ঃ

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বিদূষকের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন,—

"কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্মবপুবেশ ভাষাদ্যৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহরতি বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্মজ্ঞঃ ॥"

অলংকারশাস্ত্রের বিধিঅনুসারে পুষ্প কিংবা বসন্ত প্রভৃতি ঋতুর নাম অনুসারে বিদূষকের নাম হবে। যেমন 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের বিদূষকের নাম "মাধব্য", 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের বিদূষকের নাম "বসন্তক"। বিচিত্র বেশভূষা, অদ্ভুত কথাবার্তা এবং বিচিত্র কাজকর্ম ও নানাপ্রকার অঙ্গবৈকল্যের দ্বারা সহৃদয় সামাজিকদের চিত্তে হাস্যরসের সঞ্চার করাই বিদূষকের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। কখনো কখনো সে নায়কের সঙ্গে মিথ্যা কলহে প্রবৃত্ত হবে, এবং সে স্বকর্মজ্ঞ অর্থাৎ মিষ্টান্ন ভোজনপটু অথবা নায়কনায়িকাব কাছ থেকে অলংকার-অর্থাদি গ্রহণে পটু। বিদূষক লঘু হাস্যপরিহাসের মাধ্যমে নায়কের গাম্ভীর্যপূর্ণ জীবনের ক্লান্তিমুহূর্তে বা বিষাদক্ষণে মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য এনে তাঁর চিত্তবিনোদন করবে। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক সাধারণতঃ নায়কের নর্মসচিব, নিত্যসহচর। বিদূষক ভোজনবিলাসী, কথায় কথায় সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ করা বিদূষক চরিত্রের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কোন কোন নাটকে দেখা যায়, বিদূষক নায়কের প্রণয় ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে, আবার, কোন কোন নাটকে বিদূষককে আমার ভিন্নভূমিকায়ও দেখতে পাই। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে বিদূষক রাজার প্রণয় ব্যাপারে মোটেই সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেনি, যদিও নাটকের ঈপ্সিত পরিণতিলাভের পথে সে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রণয়ব্যাপারে রাজাকে সাহায্য না করলেও এ নাটকের বিদূষক রাজা দুষ্যন্তের শোকের মুহূর্তগুলিতে সহানুভূতিপ্রবণ, সমব্যথী, বিশেষ অভিজ্ঞ বন্ধুর মত রাজাকে সান্ত্বনা দিতে ভুলে নি।

"অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকে বিদূষক চরিত্র অংকনে মহাকবি কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা সার্থক পরিণতি লাভ করেছে বলে সমীক্ষকেরা মনে করেন। হাস্যরস পরিবেশন এবং নাটকীয় প্রয়োজন—এ উভয়ের মধ্যে এ নাটকে উল্লেখযোগ্য সমন্বয় ও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। এ নাটকের দ্বিতীয় অংকের সূচনাতেই বিদূষকের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের বিদূষকের নাম মাধব্য।

মৃগয়াসক্ত রাজার সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে বন থেকে বনান্তরে পরিভ্রমণ করতে করতে যেসকল বিপদের মুখোমুখি হয়ে দুরবস্থায় পড়তে হয়েছে, বিদূষক তার এক হাস্যোদ্দীপক তালিকা সহৃদয় সামাজিকদের কাছে পেশ করেন।

যেমন মৃগয়া করতে করতে নিয়মিত আহার জোটে না, প্রখর রোদে বন থেকে বনান্তরে অশ্বপৃষ্ঠে ছোটাছুটি করতে গিয়ে দেহের সন্ধিগুলি হয়েছে শিথিল, পাতা পচা গিরিনদীর জলই পান ও শূলে ঝলসানো মাংসই আহার করতে হয়, পাখীশিকারীদের চিৎকার কোলাহলে অতিভোরে হয় নিদ্রাভঙ্গ,— তার উপর এসে পড়েছে আর একটি নতুন বিপদ। মহর্ষি কণ্বের তপোবনে আশ্রমবালা শকুন্তলাকে দেখার পর রাজা আর রাজধানী প্রত্যাবর্তনের নামও করেন না। এগুলি ছাড়াও আরও অনেক আভিযোগ রয়েছে বয়স্য বিদুষকের।

রাজাকে মৃগয়া থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য বিদূষককে অঙ্গবিকৃত করে দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বনে দণ্ডায়মান দেখে রাজা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে বয়স্য বললেন,— নিজেই চোখে আঙুলের খোঁচা মেরে অশ্রুর কারণ জিজ্ঞাসা করছেন? রাজা তা' না বোঝার ভাণ করলে বিদূষক তাঁকে বিশদ করে বুঝিয়ে বললেন,—নদীর স্রোতের বেগে বেতসলতা যেমন কুব্জ হয়, তেমনি আমার এ দুর্দশার কারণও আপনি। বিশ্রামের পর রাজা যখন তাঁর একটা কাজে বিদূষকের সাহায্য চাইলেন, তখন বিদূষক বলেন,—"কিং মোদকখাদিকায়াম, তেন হি সুগৃহীতোঽয়ং জনঃ" অর্থাৎ মোদকভক্ষণের কাজে এ ব্যক্তি বিশেষ যোগ্য। এ উত্তরের মাধ্যমে বিদূষকের ভোজন বিলাসিতাবও পরিচয় পাওয়া যায়। কথায় কথায় ভোজ্যদ্রব্যের প্রতি ইঙ্গিত করা বিদূষকের চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মৃগয়াবেশ ত্যাগ করবার জন্য রাজা আদেশ দিলে, সকলে যখন সে স্থান ছেড়ে চলে গেল, তখন রাজা বিদূষককে একা পেয়ে বললেন,—'সখে, তুমি চোখের ফল পাওনি, যাকে দেখলে চোখ সার্থক হয়, তাকে দেখনি।' অসামান্য বাক্‌পটু বয়স্য তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন,—'কেন? মহারাজ ত আমার সম্মুখেই রয়েছেন। আশ্রমবালা শকুন্তলার প্রতি রাজা আকৃষ্ট হয়েছেন, রাজার মুখ থেকে তা' জেনে বিদূষক বললেন,— 'বুঝেছি মহারাজ, পিণ্ড খেজুরে অরুচি হলে লোকে যেমন তেঁতুল দিয়ে মুখ বদলাতে চায়, আপনারও হয়েছে তেমনি। অন্তঃপুরের ভোগ আর ভাল লাগছে না, এখন আশ্রমকন্যা চাই'।

কেন এই হাস্যরসের অবতারণা? নাটকের গুরুগম্ভীর বিষয়ের অভিনয় উপভোগ করতে করতে সামাজিকের চিত্ত যখন একঘেয়েমির অবসাদে অবসন্ন হয়, তখন তা' অপনোদনের উদ্দেশ্যে লঘু হাস্যরসের অবতারণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এ নাটকের

বিদূষকের হাসারস সংযত ও উপভোগ্য, এর মধ্যে কোথাও ব্যঙ্গের খোঁচা নেই, বিদ্রূপের কাঁটা নেই, আছে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং বাক্‌চাতুর্য। সর্বত্রই তা স্নিগ্ধতায় মণ্ডিত। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'' নাটকের বিদূষক অন্যান্য নাটকের বিদূষক থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। অন্যান্য নাটকের বিদূষক যেন অলংকারশাস্ত্রসম্মত যান্ত্রিক বিদূষক, সে হাস্যরসের যেমন জোগান দেয়, তেমনি রাজার বা নায়কের প্রণয় ব্যাপারেও বিশেষ সহায়ক।

কিন্তু 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের বিদূষক স্বাধিকারবঞ্চিত। বিদূষকের যে প্রধানকার্য "শৃঙ্গারেঽস্য সহায়ঃ"—সে ব্যাপারে রাজা দুষ্যন্ত বিদূষকের উপর প্রত্যয় স্থাপন করতে পারেনি। শকুন্তলা সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেই বল্‌লেন,—'সখে, পরিহাসবিজল্পিতং পরমার্থেণ ন গৃহ্যতাং বচঃ" অর্থাৎ সখে, সমস্ত ব্যাপারটাই পরিহাস বিজল্পিত, এর উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করো না। এ নাটকে বিদূষক রাজাকে প্রণয়ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে মোটেই উৎসাহিত করেননি, বরং নিরুৎসাহ করেছেন প্রতি পদে। তবে এ নাটকে বিদূষক তাঁর ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নাটকের ঘটনার অগ্রগতিকে অদ্ভুতভাবে সহায়তা করেছে, এবং নাটকের ঈপ্সিত পরিণতির পথ সাবলীল ও মসৃণ হয়েছে। মনে হয় যেন মহাকবি বিদূষককে দিয়ে কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন কল্পেই তাকে সৃষ্টি করেছেন।

যেমন, নাট্যকার দ্বিতীয় অংকের অন্তিমলগ্ন থেকেই বিদূষককে অপসারণের উদ্দেশ্যে কৌশলে তাঁকে রাজার প্রতিনিধি করে রাজমাতার পুত্রপিণ্ডপালনব্রতে উপস্থিত থাকার জন্য রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করেছেন। তা না হলে বিদূষকের উপস্থিতিতে রাজার সঙ্গে শকুন্তলার প্রণয়ের পরবর্তী ঘটনাগুলি সহজগতিতে ঘটতে পারত না। রাজধানীতে যাত্রার অব্যবহিতপূর্বে রাজা বিদূষকের হাত ধরে বল্‌লেন, বন্ধু, তোমাকে শকুন্তলার ব্যাপারে যা বলেছি তা পরিহাস করেই বলেছি। এর উপর তুমি কোন গুরুত্ব আরোপ করো না। এর নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনযোগ্য। রাজা এ কথা না বললে অমিতবাক্ বিদূষক কথাচ্ছলে রাজান্তঃপুরচারিণীদের কাছে শকুন্তলাব্যাপার প্রকাশ করে দিতেন, এবং তাতে পঞ্চম অংকে রাজাকর্তৃক শকুন্তলা বিসর্জন সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। এতে নাটকের ঈপ্সিত পরিণতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হত।

আবার, পঞ্চম অংক থেকে বিদূষককে অপসারণের জন্য হংসপদিকার গীতের অবতারণা করা হল এ অংকের আদিতে। রাজা হংসপদিকার গীত শ্রবণ করে বিদূষককে প্রেরণ করলেন তাঁর কাছে তাঁকে নাগরিক বৃত্তিতে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে। বিদূষক আর একবারও পঞ্চম অংকে প্রবেশ করল না। এতে রাজাকর্তৃক শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান নির্বিঘ্নে

সাধিত হল। ষষ্ঠ অংকে দেখা যায় যে, বাজা নৌবণিক অনপত্য ধনমিত্রেব দুববস্থাব কথা জেনে, নিজেব অনপত্যতাব কথা স্মবণ কবে শোকে একেবাবে মুহ্যমান হয়ে পডলেন। ইন্দ্রসাবথি মাতলি রাজাকে এ অবস্থায দেখে, তাঁব মধ্যে ক্রোধ ও উৎসাহ জাগিয়ে তোলাব উদ্দেশ্যে বাজাব বযস্য বিদূষককে আক্রমণ কবলে, বিদূষকেব আর্তচিৎকাব শ্রবণ কবে বাজা ক্রোধে উদ্দীপিত হয়ে ধনুর্বাণ হস্তে বিদূষকে পবিত্রাণ কববাব জন্য ধাবিত হলেন। মাতলি তখন বাজাব সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে ইন্দ্রেব বার্তা জ্ঞাপন কবলেন। ইন্দ্রেব আহ্বানে সাডা দিয়ে স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্ত্তনেব পথে ভগবান মাবীচেব আশ্রমে আকস্মিকভাবে পুত্র সর্বদমনেব মাধ্যমে শকুন্তলাব সঙ্গে বাজাব পুনর্মিলন ঘটে।

নাটকেব ষষ্ঠ অংকে বিদূষককে আমবা আবাব একেবাবে অন্য ভূমিকায দেখতে পাই। এখানে বিদূষক বাজাব স্নেহপবাযণ বন্ধু, সমব্যথী ও জীবনদর্শনে অভিজ্ঞব্যক্তি। শকুন্তলাব শোকে কাতব বাজাকে সান্ত্বনা দিতে গিযে বিদূষক বলেছেন, 'ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পাবেনা', 'সৎ পুরুষ কখনো শোকে অভিভূত হয না', 'প্রবল ঝঞ্ঝাতেও পর্বত কম্পিত হয না,"—এসব সাবগর্ভ উক্তি বযস্য বিদূষকেব মুখ থেকে বেবিযেছে—এ কথা ভাবতেও আমবা বিস্মযে অভিভূত না হযে পাবিনা। সুতবাং এ নাটকে বিদূষক কেবল হাস্যবস পবিবেশন কবেননি নাটকেব ঈপ্সিত পবিণতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও গ্রহণ কবেছেন। বিদগ্ধ সমালোচকেব ভাষায বলতে গেলে—"The Vidusaka in the Abhijnanasakuntalam is more than a veritable jester"

শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত ঃ

শার্ঙ্গবব ও শাবদ্বত, মহর্ষি কণ্বেব শিষ্যদ্বয মহাকবি কালিদাসেব নাট্যপ্রতিভাব আব এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এ দুটি চবিত্র মহাভাবতেব কাহিনীতে নেই নেই পদ্মপুবাণেব কাহিনীতেও। নাট্যকাব নাটকীয প্রযোজন সিদ্ধিব উদ্দেশ্যে একান্তই কল্পনানির্ভব এ দুটি চবিত্র নির্মাণ কবেছেন। দুটি চবিত্র একই শিষ্যশ্রেণীব অন্তর্গত হলেও, তাবা স্ব স্ব চবিত্রবৈশিষ্ট্যে একে অপব থেকে পৃথক্ এবং আপন আপন চবিত্রমহিমায উভযে স্বতন্ত্র ও সমুজ্জ্বল।

কুলপতি কণ্বেব যদিও সহস্র শিষ্য, তথাপি নাটকে কেবল শার্ঙ্গবব এবং শাবদ্বত—এ দুজনেব নামেব উল্লেখ থাকায এবং আশ্রমবালা শকুন্তলাকে হস্তিনাপুবে পতিগৃহে নিযে যাবাব গুরুদাযিত্ব এদেব দুজনেব উপব ন্যস্ত হওযায, স্বাভাবিকভাবেই মনে কবতে হবে যে, কুলপতি কণ্বেব সহস্রশিষ্যেব মধ্যে শার্ঙ্গবব এবং শাবদ্বতই প্রধান। আবাব, এঁদেব দুজনেব মধ্যে শার্ঙ্গববই মুখ্য। কেননা মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহে নিযে

যাবার প্রাক্কালে গৌতমীকে বলেছেন,—"গৌতমি, আদিশ্যন্তাং শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ শকুন্তলা-নয়নায়"। তাছাড়া, মহর্ষি কণ্ব দুষ্যন্তকে দেবার জন্য যে বাণী, "অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনান্' ইত্যাদি শার্ঙ্গরবকেই দিয়েছেন,—"শার্ঙ্গরব ইতি মদ্বচনাৎ ত্বয়া স রাজা শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য বক্তব্যঃ" ইত্যাদি। এর থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, মহর্ষি তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে শার্ঙ্গরবকেই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করতেন।

শকুন্তলাকে নিয়ে হস্তিনাপুরের কোলাহলমুখর ও জনাকীর্ণ রাজপুরীতে প্রবেশ করে উভয় শিষ্যেরই মনে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। শার্ঙ্গরব বললেন,—"আমরা চিরকাল নির্জন নিভৃত অরণ্যে বাস করি, তাই জনাকীর্ণ এ রাজপুরীকে আমার অগ্নিবেষ্টিত গৃহের মত মনে হচ্ছে—"জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব।" শারদ্বত বললেন,—"স্নাতব্যক্তি অস্নাতকে, শুচিব্যক্তি অশুচিকে, জাগ্রতব্যক্তি নিদ্রিতকে, এবং মুক্তব্যক্তি বদ্ধকে দেখলে যেমন বোধ করে, আমারও ঠিক সেরকম বোধ হচ্ছে। ভোগবিলাসবিমুখ বিবিক্তসেবী নিয়ত ব্রহ্মচিন্তায় নিরত যোগীপুরুষেরা ভোগ ও ভোগীকে দেখে এরূপ মন্তব্য করবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যোগী ও ভোগীর মধ্যে পার্থক্য যে অনস্বীকার্য।

হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে যথারীতি অভ্যর্থিত হয়ে রাজাব কাছে আসার সময় পুরোহিত বললেন, আমাদের রাজা আগে থেকেই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। শার্ঙ্গরব এই বিনয়ের অভিমান দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তরে বললেন,—"**ভো মহাব্রাহ্মণ, কামমেতদভিনন্দনীয়ম্, তথাপি বয়মত্র মধ্যস্থাঃস্ম**" অর্থাৎ ওহে মহাব্রাহ্মণ, এই বিনয় অভিনন্দনযোগ্য হলেও এ ব্যাপারে আমরা উদাসীন। কেননা, বিনয় বা নম্রতাই পরোপকারীদের স্বভাব,—"**স্বভাব এবৈষপরোপকারিণাম্**"। শকুন্তলাকে সম্মুখে রেখে তাকে গ্রহণ করবার জন্য রাজাকে অনুরোধ জানিয়ে শার্ঙ্গরব বললেন,— "**ত্বমর্হতাং প্রাগ্রসরঃ**", আপনি প্রার্থিদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় জন, এবং "**শকুন্তলা মূর্তিমতী চ সৎক্রিয়া**", অর্থাৎ শকুন্তলাও মূর্তিমতী সৎক্রিয়া, এখন একসঙ্গে ধর্মাচরণের জন্য সন্তানসম্ভবা ধর্মপত্নীকে গ্রহণ করুন।

শকুন্তলাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে রাজা যখন বল্লেন,—"**কিঞ্চ অত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্বা**"? অর্থাৎ এ নারীকে কি আমি পূর্বে বিবাহ করেছি? তখন সঙ্গে সঙ্গে শার্ঙ্গরব উত্তর দিলেন,—"**কিং কৃতকর্মবিদ্বেষাৎ ধর্মং প্রতি বিমুখতোচিতা?**" অর্থাৎ মহারাজের পূর্বকৃতকর্ম এখন ভাল না লাগায় ধর্মের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন কি উচিত হচ্ছে? পুনরায় রাজা বল্লেন,—'কুতোঽয়মসৎ কল্পনাপ্রসঙ্গঃ? অর্থাৎ এ প্রকার অসৎকল্পনা করবার হেতু কি? শার্ঙ্গরবও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন,—"**মূর্চ্ছন্ত্যামী বিকারাঃ প্রায়েণ ঐশ্বর্যমত্তেষু**", অর্থাৎ ঐশ্বর্যে বিমূঢ় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায়ই এরূপ বিকার পরিলক্ষিত হয়।

ব্রাহ্মণ্যতেজে সমুজ্জ্বল শার্ঙ্গরব রাজাকে দস্যুর সঙ্গে তুলনা করতেও দ্বিধা করল না।

এই চরম বাদানুবাদ এবং প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যেও শারদ্বত ধীর, স্থির ও অচঞ্চল। উভয়শিষ্যের চরিত্র আলোচনায় শারদ্বতকেই শার্ঙ্গরবের চেয়ে অধিকতর শান্ত ও বিবেচক মনে করা হয়। শার্ঙ্গরব যেখানে অনমনীয় উগ্রভাবে রাজাকে বাক্যবাণে আক্রমণ করেছেন, শারদ্বত সেখানে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে যুক্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে আসতে তৎপর হয়েছেন। শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে তার গর্হিত কর্মের জন্য তিরস্কার করতে ছাড়লেন না,—"অতঃ পরীক্ষ্য কর্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং বহঃ",—অর্থাৎ পূর্বে উত্তমরূপে পরীক্ষা করেই তবে গোপনে প্রণয়ে লিপ্ত হওয়া উচিত। অসহায় শকুন্তলা মুনিশিষ্যদের সঙ্গে আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের উপক্রম করলে শার্ঙ্গরব পুনরায় শকুন্তলাকে তিরস্কার করে বললেন,—"কিং পুরোভাগে স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসে"? এবং "পতিকূলে দাস্যমপিক্ষমম্" বলে শকুন্তলাকে সঙ্গে নিতে রাজী হলেন না। শারদ্বতও কম তেজস্বী ছিলেন না, তিনিও শকুন্তলাকে আশ্রমে ফিরিয়ে নিতে রাজী ছিলেন না। শারদ্বত রাজাকেও শুনিয়ে দিলেন,—"তদেষা ভবতঃ পত্নী ত্যজ চৈনাং গৃহাণ বা', উপপন্না দারেষু প্রভূতা সর্বতোমুখী ॥" অর্থাৎ এই তোমার পত্নী, এঁকে গ্রহণ করা বা বর্জন করা তোমাব ইচ্ছা। কেননা, পত্নীর উপর পতির সকলপ্রকার প্রভুত্ব থাকে।

(১৭) "মহাকবি কালিদাসের চরিত্রানুসন্ধান"

মহাকবি কালিদাসের জীবন সম্পর্কে যেমন নিশ্চয় করে কোন কিছু জানবার উপায় নেই, তেমনি তাঁর চরিত্র সম্পর্কেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্তই দুষ্কর। তাঁর সম্বন্ধে যে দুচারটি কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে, সেগুলি এতই আজগুবি এবং অবিশ্বাস্য যে, সেগুলিকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেও সেগুলিব উপর ভিত্তি করে মহাকবির চরিত্র-বিশ্লেষণ একেবারেই সঙ্গত ও সমীচীন নয়। তিনি নিজে যেমন তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখে রেখে যাননি, তেমনি তাঁর সমসাময়িক কোন কবি বা সাহিত্যিক কিংবা ঐতিহাসিক তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখে রেখে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

সুতরাং মহাকবির চরিত্র সম্পর্কে কিছু জানতে হলে তাঁর সাহিত্যকৃতি গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে তার মধ্যে মহাকবির চারিত্রিক বিশিষ্টতা অনুসন্ধান করতে হবে। তিনি কি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, জীবনে তিনি কি আদর্শ অনুসরণ করতেন, ধর্ম ও দর্শনে তাঁর বিশ্বাস ছিল কিনা—এসব জিজ্ঞাসার উত্তর নির্ভর করে **মহাকবির সাহিত্য পাঠ এবং বিশ্লেষণনৈপুণ্যের উপর**। তার সাহিত্যপাঠে আমরা জানতে পারি যে, মহাকবি স্বভাবে ছিলেন **অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী ও অহংকারবিবিক্ত মানুষ**। 'রঘুবংশম' মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে তিনি সূচনায় বলেছেন, যে. এরূপ দুঃসাধ্য কর্মে তাঁর মত

ক্ষুদ্রশক্তি মানুষের প্রচেষ্টা, ক্ষুদ্র ভেলার সাহায্যে বিশাল জলধি উত্তরণের চেষ্টার মতো নিতান্তই হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা। "ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ। তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্।" (রঘু ১/)। অনন্তর নিজের অহংকার পরিহার করে পুনরায় বলেছেন,—**"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্। প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদ্ উদ্বাহুরিববামনঃ।" (রঘু.১/)** অর্থাৎ উন্নতকায় মানুষের পক্ষে লভ্য ফলের প্রতি, খর্বকায় বামন হস্ত উত্তোলন কবে যেমন উপহাসের পাত্র হয়, ঠিক তেমনি।

মহাকবির ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বলা যায় যে, **সেকালে সনাতন বৈদিকধর্মের অন্তর্গত কয়েকটি সম্প্রদায়** থাকলেও মহাকবি কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। লোকে তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্তির উপাসনা করত, কখনো আবার এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের দেবতার সমালোচনাও করত। তবে মহাকবির রচনাপাঠে জানা যায় যে, মহাকবির আরাধ্যদেব ছিলেন শংকর, এবং পার্বতী ছিলেন তাঁর আরাধ্যাদেবী, যেমন,—"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।" ইত্যাদি। ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে মহাকবি বলেন,—**"কর্মবন্ধচ্ছিদং ধর্মং ভবস্যেব মুমুক্ষবঃ"**। অর্থাৎ কৃতকর্মের ফলভোগরূপ বন্ধন থেকে মোক্ষকামীরা যার দ্বারা মুক্ত হতে পারেন তাই ধর্ম। পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল ইহজন্মে এবং ইহজন্মের কৃতকর্মের ফল পরজন্মে ভোগ করতে হয়। মোক্ষলাভ হলে জীবকে আর সংসারে এসে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে দেহধারণ করতে হয় না, কৃতকর্মের ফলও ভোগ করতে হয় না। সেজন্য মহাকবি 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের ভরতবাক্যে বলেছেন,—"মমাপি ক্ষপয়তুনীললোহিতঃ পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ," অর্থাৎ শক্তিমান নীললোহিত স্বয়ম্ভূ শংকর আমাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করার ক্লেশ থেকে মুক্তি দিন।

পৃষ্ঠপোষক মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অনুগ্রহ ও বদান্যতায় মহাকবির যে কোন আর্থিক অনটন ছিল না, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। কেননা। তাঁর কোন রচনায় দৈন্যের উল্লেখ নেই। সারা দেশ সেকালে **ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে পূর্ণ ছিল**। দেশবাসীরা সৎ ও সচ্ছল জীবন যাপন করতেন। মনে করা হয় যে, মহারাজের অনুগ্রহ এবং রাজসভার বিলাসিতার আবহাওয়া মহাকবির জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল, এবং **তিনিও শৌখীন জীবন যাপন করতেন।**

মহাকবির রচনার কোথাও কুৎসিত এবং বিকৃত মনোভাবের পরিচয় নেই। নীচ, সংকীর্ণ ও হীন মনোবৃত্তির কোন কথাও তাঁর রচনায় দুর্লভ। তাই বলতে হয়, মহাকবি কালিদাস ছিলেন একজন উন্নতমনা, উদারচেতা মানুষ, সৌন্দর্যের প্রকৃত উপাসক।

প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানবমনের সৌন্দর্য, নরনারীর দেহের সৌন্দর্য, রূপ, রস, হাস্য, গীত ইত্যাদি তাঁর রচনার প্রধান উপাদান। মানুষের মন সম্পর্কে মহাকবির দৃষ্টির অসাধারণত্ব সহৃদয় পাঠক বা দর্শকের মনে কম বিস্ময় উৎপাদন করেনা। পুরুষ বা নারীর যে অবস্থায় যে স্থানে যে কথাটি বলা স্বাভাবিক, মহাকবি তার মুখ দিয়ে সে স্থান ও সে অবস্থায় সেকথাই বলিয়েছেন। এমন কি, তিনি বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষের অস্বাভাবিক বাক্যের ও কার্যের স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন, "বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্" দৃশ্যকাব্যের চতুর্থ অংকে কেবল উন্মাদ রাজা পুরুরবার **অস্বাভাবিক বাক্য ও কার্য্যের বিবরণ পাওয়া যায়।**

দৈবের উপর **মহাকবির অগাধ বিশ্বাস ছিল।** তাঁর রচনাপাঠে সহজে বোঝা যায় যে, মহাকবি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন মানুষের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি এক অদৃশ্য দৈবশক্তির দ্বারা পূর্ব থেকেই পরিকল্পিত এবং যা' আপাতঃদৃষ্টিতে আকস্মিক বলে মনে হয়, তা'র কোনটিই আকস্মিক নয়, এবং প্রতিটি ঘটনার কারণ আছে। পুরুষকারকে তিনি যদিও কোথাও ক্ষুণ্ণ করেননি, তথাপি তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, দৈব বিরূপ হলে মানুষের জীবনে মহা অনিষ্ট সাধিত হয়। তবে পুণ্যতীর্থ ক্ষেত্রে **যথাশাস্ত্র ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিরূপ দৈবকে প্রশমিত করা যেতে পারে।**

জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদ—এ দুই দার্শনিক তত্ত্বকে ভিত্তি করে সনাতন বৈদিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা। এই দুই তত্ত্বে মহাকবির বিশ্বাস ছিল মজ্জাগত। মহাকবির দর্শনজ্ঞান সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, পূর্বমীমাংসাদর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাছাড়া ভগবদ্গীতা যে তিনি অভিনিবেশসহকারে অধ্যয়ন করেছেন তা' তাঁর রচিত কাব্য ও নাটকগুলি থেকে জানা যায়।

অনেক সমালোচক কালিদাসকে ভোগসম্ভোগের কবিরূপেই গ্রহণ করে থাকেন, কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে, ভোগসর্বস্বতা কালিদাসের কাব্যের বিষয়বস্তু নয়। মহাকবি জীবনকে সমগ্রতার দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন, তিনি জীবনের অখণ্ডতাব দ্রষ্টা। সেজন্য তাঁর বিখ্যাত কাব্য-নাটক জীবনের পূর্ণ প্রশান্তরূপেই মনোরম বাণীমূর্তি। ধীবরের হাতে অঙ্গুরীয়কটি ফিরে পেয়ে রাজা পূর্বের স্মৃতি মন্থন করে যেখানে অনুতাপ ও অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন, আধুনিক সাহিত্য রীতি অনুসারে সেখানেই শকুন্তলা নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটবার কথা, কিন্তু মহাকবির এরূপ পরিণতি অভিপ্রেত ছিল না। আবার, পার্বতী শিবকর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হয়ে যখন অকৃতার্থ প্রেমের বেদনা নিয়ে "নিনিন্দরূপং হৃদয়েন পার্বতী", সেখানেই ছিল কুমারসম্ভব কাব্যের পরিসমাপ্তির যোগ্য মুহূর্ত। কিন্তু জীবনকল্পনার সমগ্রতার দাবীতেই উভয় রচনায় অবশিষ্ট অংশ অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে।

কালিদাস সাহিত্য পাঠ করে পাঠকের নিশ্চিত মনে হবে তিনি দুঃখটাকেই জীবনের পরিণাম বলে গ্রহণ করেননি, আবার, জীবনধর্মী কবি দুঃখটাকে অস্বীকারও করেননি। দুঃখকে জীবনের শেষ পরিণামরূপে কালিদাস গ্রহণ করতে পারেননি বলেই, **"ভস্মাবশেষং মদনং চকার"**,—এরপরও 'কুমারসম্ভব' কাব্য এগিয়ে চলে। পঞ্চম অংকে শকুন্তলার নির্মম প্রত্যাখ্যানের পরে ভগবান্ মারীচের আশ্রমে দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার পুনর্মিলন ঘটে।

মহাকবি যে একজন রসিক পুরুষ ছিলেন, তা' তাঁর নির্মিত বিদূষক চরিত্রের সরস ও চাতুর্যপূর্ণ উক্তি, বিচিত্রবেশভূষা, অদ্ভুত অঙ্গবৈকল্য ইত্যাদির মাধ্যমে জানা যায়। যেমন, রাজা তাঁর বয়স্য মাধব্যকে যখন বললেন,—'ওহে একটা কাজে আমাকে সাহায্য করতে পার?' তার উত্তরে মাধব্য বল্‌লেন, "কি কাজে, মণ্ডা খাওয়ার কাজে নাকি, তা' যদি হয়, তবে ঠিক লোককেই বেছে নিয়েছ।" রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার রূপ ও তার প্রতি অনুরাগের কথা বলতে থাকলে, তা' শুনে মাধব্য বল্‌লেন,—"তুমি দেখছি, তপোবনকে উপবনে পরিণত করেছ, খুব মিষ্ট খেজুর খেয়ে খেয়ে লোকের যেমন তেঁতুল খেতে সাধ হয়, তুমিও দেখ্‌ছি অন্তঃপুরের সুন্দরীদের ভোগ করে, এই জংলী মেয়েটাকে ভোগ করতে চাও।" শকুন্তলাকে লতাকুঞ্জে অসুস্থ অবস্থায় দেখে দুষ্যন্ত যখন সখীদের বল্‌লেন,—**"আপনাদের সখীকে অসুস্থা বলে মনে হচ্ছে, এখন কেমন আছেন?"** তার উত্তরে প্রিয়ংবদা মৃদু হেসে বল্‌ল,—**"ঔষধ এসে পড়েছে, এবার সখী নিশ্চয়ই সেরে উঠবে।"** ইত্যাদি যে নিতান্তই হাস্যকর তা' বলাই বাহুল্য।

মহাকবি কালিদাসের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেও আমরা প্রায় কোন কথাই জানতে পারিনা। তিনি বিবাহিত ছিলেন কি অবিবাহিত নিঃসন্তান ছিলেন কি সসন্তান — তাঁর রচনার কোথাও এ সব তথ্যের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। তবে তাঁর রচিত কাব্যনাটকে পুত্রস্নেহ ও সন্তান বাৎসল্যের যে অপূর্ব অভিব্যক্তি, এবং শিশু মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের যে চিত্তাকর্ষক পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় মহাকবি পত্নীপুত্রাদিসহ সুখময় পারিবারিক জীবন উপভোগ করেছিলেন। উপসংহারে বলা যায় যে, **মহাকবি কালিদাস ছিলেন একজন বিনয়ী নিরহঙ্কার; বিদ্যা ও বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর, ভূয়োদর্শী প্রতিভাবান পুরুষ, বাৎসল্যময় পিতা, ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও দৈবের ক্ষমতায় বিশ্বাসী, এবং হরপার্বতীর পরম ভক্ত।**

(১৮) অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাট্যক্রিয়া স্থান ও কাল বিচার ঃ

প্রথমেই এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দৃশ্যকাব্যে স্থান, কাল ও নাট্যক্রিয়ার ঐক্য তত্ত্বটি গ্রীকনাট্যকারদের উদ্ভাবিত এবং তাঁদের দ্বারাই গ্রীকনাট্য সাহিত্যে প্রবর্তিত হয়। পাশ্চাত্য ফরাসী এবং ইংরেজ নাট্যকারগণ গ্রীকনাট্যকারদের অনুকরণে এ ঐক্যত্রয়ের নীতি প্রয়াস পেলেও ক্রমে ক্রমে তা শিথিল হয়ে একেবারে লোপ পায়। সংস্কৃত নাটকে এর উপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে এ ঐক্যত্রয়-নীতি প্রয়োগেব অভাব প্রমাণ করে যে, সংস্কৃত দৃশ্য কাব্য গ্রীক দৃশ্যকাব্যের অনুসরণে রচিত হয়নি। দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যায় যে, ভবভূতির 'উত্তররাম চরিতম্' নাটকে প্রথম দুটি অংকের ঘটনা সমূহের ব্যবধান দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর। আবার কালিদাস রচিত "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"—নাটকে প্রথম চার অংকের ঘটনার স্থান মহর্ষি কণ্বের আশ্রম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংকের ঘটনার স্থান হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদ, এবং সপ্তম অংকের ঘটনার স্থান ভগবান্ মারীচের তপোবন হেমকূট পর্বতশীর্ষে। কৌতুকের বিষয় হলো যে, সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের কোথাও ঐক্যত্রয়তত্ত্ব স্থান না পেলেও, অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। মহাকবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম্' দৃশ্যকাব্যে স্থানের ঐক্য বিশেষভাবে রক্ষিত হয়েছে, কেননা সেখানে সমগ্র নাট্যক্রিয়ার স্থান রাজপ্রাসাদ এবং তার সংলগ্ন উদ্যান। এইটি যে একটি আকস্মিক ব্যাপার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উক্ত আলোচনাকে ভূমিকারূপে গ্রহণ করে, এবার "অভিজ্ঞানশকন্তলম্" দৃশ্যকাব্যের নাট্যক্রিয়ার স্থান ও কাল বিচার করা যেতে পারে। যেমন—

প্রথম অংকে।। মৃগয়াবিহারী পার্থিব দুষ্যন্ত মৃগয়ায় বহির্গত হয়ে, সসারথি রথারোহণ পূর্বক প্রাণভয়ে দ্রুত পলায়মান কোন একের পশ্চাৎ ধাবন করতে করতে মালিনী নদীর তীরে অবস্থিত মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কণ্বাশ্রম থেকে বৈখানস এসে দূর থেকে হাততুলে আশ্রমমৃগকে হত্যা করতে রাজাকে নিষেধ করলেন। সুতরাং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রথম অংকের ঘটনার স্থান মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের নিকটবর্তী অরণ্য এবং মহর্ষির আশ্রম। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের উপকণ্ঠস্থিত অরণ্যদেশে এসে নানা চিহ্ন দেখে রাজা নিশ্চিত হলেন যে তাঁরা আশ্রমের সন্নিকটে উপস্থিত হয়েছেন। বৈখানসের অনুরোধে আতিথ্যগ্রহণের জন্য আশ্রমে প্রবেশ করতে গিয়ে রাজা দক্ষিণের বৃক্ষবাটিকা থেকে মধুর নারীকণ্ঠের আলাপশুনতে পেয়ে আশ্রমের বৃক্ষলতার আলবালে জলসেচনরত আশ্রমবালাদের দেখতে পেলেন, তাদের সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হলেন। ভ্রমরবৃত্তান্তের সূত্র ধরে রাজা আশ্রমবালাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন, এবং তাঁদের সঙ্গে উপবেশন করে রাজা যেখানে তাঁদের সঙ্গে আলাপপরিচয় করলেন, সে

স্থানটি আশ্রমের কুটির থেকে কিছু দূরে অবস্থিত, কেননা তানাহলে রাজার সঙ্গে আশ্রমবালাদের আলাপ আলোচনায় ঋষিদের উপস্থিতি ব্যাঘাত সৃষ্টি করত।

অনুমান করা যায়, সময় ছিল তখন সকাল ন ঘটিকা থেকে এগার ঘটিকা পর্যন্ত। সকালে বৈখানসেরা সমিধ আহরণের জন্য আশ্রম থেকে বহির্গত হয়েছেন, আশ্রমবালারা বৃক্ষের আলবালে তখন জলসেচনরতা। প্রত্যহ সকাল ও বিকেলে এ জলসেচনের কাজ চলে। ঋষিরা প্রাতঃকালে স্নান সেরে সিক্ত বল্কল বসন নিয়ে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন কালে বসন থেকে জলধারা নিঃসৃত হয়ে আশ্রমের পথ চিহ্নিত করেছে। এ সকল ঘটনা সংঘটিত হযেছে সকালের দিকে, তবে খুব বেশী সকালে নয়। কেননা, দুষ্যন্ত আশ্রম প্রবেশ কালে তাঁর রথের পথশ্রমে ক্লান্ত অশ্বগুলির পৃষ্ঠ জল সেচনে আর্দ্র করতে সারথিকে আদেশ করেছেন। সকালে দুষ্যন্ত মৃগয়ায় বহির্গত হয়ে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের উপকণ্ঠে উপনীত হতে নিশ্চয়ই কয়েক ঘণ্টা সময় অতিবাহিতা হয়েছে। সপ্তপর্ণ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশনের জন্য রাজাকে প্রিয়ংবদার অনুরোধ থেকে অনুমান করা যায় যে, সূর্যের তাপ তখন অত্যন্ত প্রখর ও ক্লেশ দায়ক। সুতরাং সময় তখন মধ্যাহ্নের কাছাকাছি।

দ্বিতীয় অংক।। মহর্ষি কণ্বের তপোবনের অনতিদূরে অবস্থিত মৃগয়ায় বর্হিগত রাজা দুষ্যন্তের শিবিরেই এ অংকের নাট্যক্রিয়ার সূচনা। সময় পরের দিন প্রাতঃকাল, যেহেতু বিদূষক বললেন যে, রাজা পূর্বে শকুন্তলাকে দেখেছিলেন। সঠিক সময় হল সকাল আটটা থেকে এগারটা, যেহেতু বিদূষক ছায়াচ্ছন্ন স্থানই পছন্দ করলেন তাঁদের গোপন বিষয় আলোচনার জন্য। মনে হয় বিদূষক পূর্ব থেকেই সূর্যতাপের পীড়ার জন্য আশ-কিত। রাজাকে পাদপছায়ায় উপবেশনের জন্য বিদূষকের অনুরোধ থেকে বোঝা যায় যে, তখন বেলা বেশ বেড়েছে, সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বৃক্ষছায়ার প্রয়োজন।

তৃতীয় অংক।। তৃতীয় অংকের বিষ্কম্ভকের দৃশ্যটি সংঘটিত হয়েছে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের উপকণ্ঠে কোন এক স্থানে। কণ্বশিষ্যগণ কুশতৃণ সংগ্রহের জন্য সেখানে গেছেন। যেখান থেকে মুনিশিষ্য শকুন্তলার দেহের তাপ-উপশমের জন্য বেনামূল, পদ্মপত্র, মৃণাল ইত্যাদি শীতল উপকরণ নিয়ে যেতে প্রিয়ংবদাকে দেখতে পেলেন। শকুন্তলার সঙ্গে রাজার গোপন মিলনের স্থান মহর্ষি কণ্বের তপোবনের কেন্দ্রস্থলে হতে পারে না। তাই তৃতীয়-অংকের মূল ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মালিনী নদীতীরে বেতসকুঞ্জে। এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংকের ঘটনা সমূহের মধ্যে প্রায় পক্ষকাল সময় অতিবাহিত হয়েছে বুঝতে হবে। যুক্তি হল যে, দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রথম অংকে যে পূর্বরাগের

সঞ্চার হয়েছিল তা এখানে ক্রমে ঘনীভূত হয়ে তীব্র প্রণয়ের আকার ধারণ করেছে। ইতি মধ্যে রাজা শকুন্তলার বিরহে বিনিদ্র রজনীযাপন করে শীর্ণ হয়ে পড়েছেন। শকুন্তলার ও অনুরূপ অবস্থা। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মতে ইতিমধ্যে বেশকিছু সময় অতীত হয়েছে, এখন উভয়ের মধ্যে মিলন ছাড়া উপায়ান্তর নেই। দেখা যায় যে মূল ঘটনা ঘটেছে বেলা দুটো থেকে ছ'টার মধ্যে। রাজা দুষ্যন্ত যখন বেতসকুঞ্জে আসেন তখন সময় মধ্যাহ্নকাল। অংকের অন্তিম লগ্নে দেখা যায়, বেলা অতীত হয়ে তখন সন্ধ্যা সমাগত, মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে সন্ধ্যাকালীন যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে।

চতুর্থ অংক।। চতুর্থ অংকের বিষ্কম্ভকের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের কেন্দ্রস্থল থেকে কিছুদূরে, যে স্থান থেকে সামান্য দূরের উদ্যানে আশ্রমবালাগণ প্রাতঃকালে পুষ্পচয়নেরত, এবং ক্রুদ্ধ ঋষি দুর্বাসা কর্তৃক শকুন্তলার প্রতি উচ্চারিত অভিলাপ বাণী শুনতে পেয়েছিলেন। এ অংকে মূল দৃশ্যটি সংঘটিত হয় আশ্রমের কেন্দ্রস্থলেই যেখান থেকে শকুন্তলা পতিগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। যাত্রা করে জলাশয়ের তীর পর্যন্ত এসে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার দলটি কুরবক বৃক্ষেব ছায়ায় দাঁড়াল। ইত্যবসরে মহর্ষি শকুন্তলাকে শেষ উপদেশ দিলেন এবং দুষ্যন্তের কাছে বার্তা প্রেরণ করলেন শিষ্য শার্ঙ্গরবের মাধ্যমে। প্রায় কুড়িদিনের ব্যবধান তৃতীয় অংক থেকে চতুর্থ অংকের বিষ্কম্ভককে বিচ্ছিন্ন করে। ইত্যবসরে রাজা এবং শকুন্তলার মধ্যে গান্ধর্ব বিধিমতে পরিণয় সম্পন্ন হয়, এবং শকুন্তলা হয় সন্তান সম্ভবা, যদিও শকুন্তলার অন্তসত্ত্বার কথা তখনও কারো কাছে বিদিত হয়নি। সে সময় দুষ্যন্তকে আশ্রমের রক্ষাকার্যোপলক্ষে মাসাধিক কাল থাকতে হলো আশ্রমে। সে সময় অতিক্রান্ত, ঋষিগণ রাজাকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেন। প্রায় চার থেকে পাঁচমাস চতুর্থ অংকের বিষ্কম্ভক ও মূল চতুর্থ অংকের ঘটনার মধ্যে অতিবাহিত হল। এ সময় দীর্ঘ ব্যবধানের প্রয়োজন ছিল যাতে এ সময়ের মধ্যে শকুন্তলার সত্ত্বলক্ষণ প্রকটিত হয়।

এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তাত কাশ্যপ প্রায় ছ'মাস পর্যন্ত আশ্রমের বাইরে ছিলেন। তিনি শকুন্তলার প্রতিকূল দৈবকে শান্ত করবার উদ্দেশ্য হিমালয়ের পাদদেশ থেকে পদব্রজে সোমতীর্থে গিয়েছিলেন। বিষ্কম্ভকের সঠিক সময় হল প্রাতঃকালে আট ঘটিকা থেকে ন'ঘটিকার মধ্যে, যখন তরুণীরা পুষ্পচয়ন করেন। শকুন্তলার ভাগ্যদেবতার পূজা এখনো সম্পন্ন হয়নি। সম্পন্ন হয়েছে মধ্যাহ্নে। মূল দৃশ্যের ঘটনার সময় হল সকাল ছটা থেকে দশটার মধ্যে। এ অংকের শেষ লগ্নে আমরা দেখি, কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে বলছেন যে, সূর্যদেব গগনের অপর বিভাগে আরূঢ় হয়েছেন, অর্থাৎ এখন কাল হল সকাল ন'ঘটিকার অতীত। দিনটি হল পূর্ণিমা দিবসের পরের দিন, কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথি। এ অংকে মাসের কোন উল্লেখ নেই।

পঞ্চম অংক।। পঞ্চম অংকের ঘটনা সমূহ সংঘটিত হয়েছে পূর্বের চার অংকের *পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের কৃত্রিম নাগরিক পরিবেশ।* বিচারাসন ত্যাগ করে রাজা যে অগ্নিশরণে আশ্রয় নিলেন, পরবর্তী ঘটনা সমূহ সেখানেই সংঘটিত হয়। অন্তিম লগ্নে তাঁর শয়নকক্ষে বিশ্রাম গ্রহণের চেষ্টা করেন। তখন সময় বেলা একটা থেকে তিনটে হতে পারে। প্রাচীন ভারতবর্ষে নৃপতিগণ সাধারণতঃ তাঁদের বিচারাসন ত্যাগ করতেন। মধ্যাহ্নে এবং ঘন্টা দুয়েকের মত সময় বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। কঞ্চুকীয়ের বাক্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিচারকের কার্য সম্পন্ন করে। এইমাত্র বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অগ্নিশরণে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম থেকে শকুন্তলাকে নিয়ে দলটি উপস্থিত। মনে হয় যে, পঞ্চম অংকের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেদিনই যেদিন চতুর্থ অংকের ঘটনা ঘটেছে। শকুন্তলাকে নিয়ে দলটি কণ্বমুনির আশ্রম থেকে সকাল ন'টায় যাত্রা করে হস্তিনাপুরের রাজসভায় উপস্থিত তিন ঘটিকার সময়। এতে মনে করা অসমীচীন নয় যে, রাজধানী হস্তিনাপুর থেকে ঋষি কণ্বের আশ্রমের দূরত্ব মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ পরিক্রমণে অতি ক্রম করা যায়।

ষষ্ঠ অংক।। ষষ্ঠ অংকের পূর্বে প্রবেশকের দৃশ্যটি নগরের বাইরে গ্রামাঞ্চলের কোন রাস্তায় সংঘটিত হয়েছিল। যেখানে ধীবর প্রাপ্ত-অঙ্গুরীয়কটি বিক্রী করতে এসে ধরাপড়ল, রক্ষিপুরুষদের হাতে। ধীবরকে নিয়ে রক্ষিপুরুষগণ রাজভবনের দ্বারে এসে, সেখানে আরক্ষাধ্যক্ষ ধীবর কে নিযে বক্ষিগণকে সেখানে তাঁর রাজার কাছ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। অংক শেষে তারা যায় শৌণ্ডিকাপণে মদ্যপানের লালসায়। মূল ষষ্ঠ অংকের ঘটনা সংঘটিত হয় 'প্রমদবন' নামক রাজোদ্যানে, এবং 'মাধবীকুঞ্জে' যেখানে রাজা রযস্য বিদূষকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার জন্য মনোনয়ন করেছিলেন। পরবর্তী কালে রাজা দূষ্যন্ত প্রাসাদের 'মেঘপ্রতিচ্ছন্দ' নামক শীর্ষকক্ষে বিদূষককে উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে ধাবিত হন। ষষ্ঠ অংকে মূল ঘটনা সংঘটনের কোন সময়ের উল্লেখ নেই। প্রবেশক সুরু হয় সম্ভবতঃ অপরাহ্নে পাঁচ ঘটিকায়। মূল ঘটনা মূল অংকে সংঘটিত হয় তিন ঘটিকা থেকে ছ'ঘটিকার মধ্যে। এ সময় সম্ভবত আরো দীর্ঘহয়। পঞ্চম অংক ও ষষ্ঠ অংকের ঘটনার মধ্যে। কালের ব্যবধান প্রায় ছ'বছর। কেননা, পরবর্তী অংকে দুষ্যন্ত সর্গে যুদ্ধজয়ের পর মর্তো প্রত্যাবর্তনের পথে ভগবান্ মারীচের আশ্রমে যখন 'সর্বদমন' কে দেখেন, তখন সে সিংহশাবকের সঙ্গে ক্রীড়ারত। ক্রীড়াণক পেলে সে সিংহশিশুকে মুক্ত করে দেবে,—তাপসীকে সে এরূপ বলায়, সর্বদমনের বয়স তখন ছ'বছরের কম নয় বলে অনুমান করা হয়।

সপ্তম অংক।। কিন্তু ষষ্ঠ অংক ও সপ্তম অংকেব মধ্যে অধিকসময ব্যয হযনি। সপ্তম অংকে আমবা দেখি—সর্বদমনকে কেবল ছ'বছবেব বালকরূপে। স্থানটি হল 'প্রবহ এবং 'আবহ' নামক বাযুব আকাশপথ যে পথে বাজা দুষ্যন্তেব 'হেমকূট' পর্বতশীর্ষে মহর্ষি মাবীচেব আশ্রমে আগমন। সর্বদমনেব মাধ্যমে সেখানে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বাজাব পত্নী শকুন্তলাব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব। মহর্ষি মাবীচ ঋষি পত্নীদেব কাছে বক্তৃতা কবছিলেন। সন্ধ্যাকালই আত্মাব মিলনেব পক্ষে অত্যন্ত সুসময। যখন চিবন্তন মিলন বাত্রি ও দিবসেব মধ্যে সংঘটিত হয। এক সপ্তাহ বা দশদিন মাত্র অতিবাহিত হযেছে ষষ্ঠ ও সপ্তম অংকেব মধ্যে। ঋষি দুর্বাসাব অভিশাপ কে নস্যাৎ কবে পুনবায বাজ্যপ্রশাসনে পূর্বে দেববাজ ইন্দ্রেব বাজভবনে বাজর্ষি দুষ্যন্ত কযেকদিন অতিথি সৎকাব উপভোগ কবলেন।

উক্ত আলোচনাব ধাবা অনুসবণে উপসংহাবে বলা যায যে, অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকেব নাট্যক্রিযাব কাল প্রায ছ'বৎসব। বিশেষজ্ঞদেব মতে প্রথম ও দ্বিতীয অংকেব নির্ধাবিত সময এক এক দিন। দ্বিতীয ও তৃতীয অংকেব মধ্যে সমযেব ব্যবধান এক পক্ষ কাল। তৃতীয ও চতুর্থ অংকেব মধ্যে দেডমাস সমযেব ব্যবধান। চতুর্থ ও পঞ্চম অংকেব মধ্যে সমযেব ব্যবধান দু'দিনেব অধিক হতে পাবে না। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংকেব ব্যবধান প্রায পাঁচ বৎসব। আবাব ষষ্ঠ ও সপ্তম অংকেব ব্যবধান অল্পকাল মাত্র। যেহেতু দুষ্যন্ততনয সর্বদমন পঞ্চমবর্ষীয বালক, সেকাবণে অনুমান কবা যেতে পাবে যে, পঞ্চম অংক থেকে সপ্তম অংকেব নাট্যক্রিযাব ব্যবধান প্রায পাঁচ বৎসব। আবাব প্রথম থেকে চতুর্থ অংক পর্যন্ত ঘটনাব স্থান মহর্ষি কণ্বেব আশ্রম পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংকেব ঘটনাস্থল হস্তিনাপুবেব বাজপ্রাসাদ। এবং হেমকূট পর্বতশীর্ষে ভগবান মাবীচেব আশ্রম সপ্তম অংকেব ঘটনাস্থান। কালেব দিক থেকে বিচাব কবে বলা যায, প্রথম থেকে তৃতীয অংকেব ঘটনাসমূহ সংঘটিত হযেছে নিদাঘে, চতুর্থ ও পঞ্চম অংকেব ঘটনা ঘটেছে শবৎকালে, এবং বসন্তকালে সংঘটিত হযেছে ষষ্ঠ ও সপ্তম অংকেব ঘটনা সমূহ।

॥ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ॥

যাঁরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন

পুরুষ

(১) এঁরা সকলেই সংস্কৃতভাষী ঃ

সূত্রধার — সংস্কৃত নাটকের প্রয়োগকর্তা।
দুষ্যন্ত — নাযক, হস্তিনাপুরের রাজা।
বাতায়ন — রাজার কঞ্চুকী।
সোমরাত — দুষ্যন্তের পুরোহিত
মাতলি — দেবরাজ ইন্দ্রের রথের সারথি।
কাশ্যপ (কণ্ব) — কুলপতি, শকুন্তলার পালকপিতা।
শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, বৈখানস, গৌতম, নারদ, হারীত — মহর্ষি কণ্বের শিষ্যগণ।
মারীচ — দিব্যঋষি, দেবতা ও অসুরের পিতা।
গালব — ভগবান মারীচের শিষ্য।
রাজার সারথি, সেনাপতি, ঋষি বালকদ্বয়, বৈতালিকদ্বয়, যজমান শিষ্য।

(২) যাঁরা উচ্চশ্রেণীর প্রাকৃতভাষায় কথা বলেন ঃ

সর্বদমন (ভরত) — দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার শিশুপুত্র।
মাধব্য — রাজার বয়স্য, বিদূষক।
বৈবতক — রাজার প্রতিহারী।
করভক — রাজমাতার বার্তাবহ।
মিত্রাবসু (শ্যালক)— আরক্ষপ্রধান (রাজার শ্যালক)

(৩) যাঁরা নিম্নশ্রেণীর প্রাকৃতভাষা ব্যবহার করেন ঃ

সূচক ও জানুক — নগররক্ষিদ্বয়।
কুম্ভিলক — ধীবর।

স্ত্রীলোক

যাঁরা সকলেই উচ্চশ্রেণীর প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেন ঃ

নটী	—	সূত্রধারের স্ত্রী।
শকুন্তলা	—	নায়িকা, ঋষিকণ্বের পালিতা কন্যা
অনসূয়া, প্রিয়ংবদা	—	শকুন্তলার সখী দ্বয়।
গৌতমী	—	আশ্রম মাতা (কণ্বাশ্রমের)।
অদিতি	—	ভগবান্ মারীচের পত্নী।
পরভৃতিকা, মধুকরিকা, চতুরিকা	—	রাজা দুষ্যন্তের পরিচারিকা।
সানুমতী	—	জনৈক অপ্সরা, মেনকার বান্ধবী।
বেত্রবতী	—	প্রতিহারী (দ্বারপালিকা)
সুব্রতা ও তার বান্ধবী	—	ভগবান্ মারীচের আশ্রমের তাপসী দ্বয়।
পারশ্যদেশীয় নারী	—	যবনীগণ।

নামেমাত্র উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

রাজমাতা (দুষ্যন্তের জননী), হংসপদিকা ও বসুমতী—দুষ্যন্তের পত্নী, তরলিকা—রাণী বসুমতীর পরিচারিকা, পিশুন-প্রধান অমাত্য ও কোষাধ্যক্ষ, ধনমিত্র—নৌবণিক, মঘবন—ইন্দ্র, পৌলমী—ইন্দ্রের পত্নী, জয়ন্ত—ইন্দ্রপুত্র, কালনেমি ও তার বংশধরগণ—দেবতাদের শত্রু, অসুরগণ, নারদ ও দুর্বাসা—ঋষি দ্বয়, কৌশিক—বিশ্বামিত্র—শকুন্তলার পিতা, মার্কণ্ডেয়—ঋষিপুত্র, সর্বদমনের ক্রীড়াসঙ্গী, বৃদ্ধাশাকল্য—মারীচাশ্রমেব বৃদ্ধ ঋষি, মেনকা—দিব্যাঙ্গনা, শকুন্তলার জননী।

পাণ্ডুলিপি নির্মাণে যেসকল গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি ঃ

(১) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-বিধুভূষণ গোস্বামীকৃত সম্পাদিত, তৃতীয সংস্করণ, কলকাতা। ১৯০৩।

(২) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—'সুবোধিনী' টীকাসহ জীবানন্দবিদ্যাসাগব সম্পাদিত, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯১৪।

(৩) 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'—এম আর. বালে সম্পাদিত. বুকসেলার্স পাবলিশিং কোং, বোম্বে—১৯৬১।

(৪) 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'—এ. বি. গজেন্দ্রগদকর সম্পাদিত. সপ্তম সংস্করণ, দি পপুলার পাবলিশিং হাউস্, সুরাট—১৯৬২।

(৫) 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা—১৯৪৬।

(৬) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত 'অভিজ্ঞানকৌমুদী' টীকা সহ সম্পাদিত, কলিকাতা—১৩৩০ (বঙ্গাব্দ)।

(৭) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা।

(৮) অভিজ্ঞান শকুন্তলম—অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় সম্পাদিত, 'মিতভাষিণী' টীকাসহ, একাদশ সংস্করণ, ১৯৩১।

(৯) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—'কুমার সন্তোষিণী' টীকাসহ, রমেন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ কলিকাতা—১৯৭০।

(১০) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—'অর্থদ্যোতনিকা' টীকাসহ ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার প্রকাশিত, ১৯৮৮।

(১১) প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ।

(১২) শকুন্তলায় নাট্যকলা—দেবেন্দ্রনাথ বসু, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধানসরণি, কলকাতা, ১৩৭৯ সাল।

(১৩) ভারতাত্মা কবি কালিদাস—আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন, সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, কলকাতা—১৯৭৩।

(১৪) সাহিত্যদর্পণ—হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, কলকাতা।

(১৫) ছন্দোমঞ্জরী—সম্পাদক গুরুনাথ বিদ্যানিধি, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা—১৩৬৯ (বঙ্গাব্দ)।

(১৬) শকুন্তলাতত্ত্ব—চন্দ্রনাথ বসু, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা—১৩৯০ (বঙ্গাব্দ), দ্বিতীয় সংস্করণ।

(১৭) কাব্যকৌতুক—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা। ১৩৬৩ সাল।

(১৮) রসসমীক্ষা—ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৬৮ সাল।

(১৯) সাহিত্য মীমাংসা—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য.

(২০) এ হিস্ট্রি অব্ স্যান্সক্রিট লিটারেচার, প্রথম খণ্ড,—এস এন দাশগুপ্ত এবং এস কে দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।

(২১) সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা—ডঃ বিমান ভট্টাচার্য, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা, ১৯৫৮ ইং।

(২২) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্য) ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট্, কলকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

(২৩) প্রাচীন নাট্য প্রসঙ্গ—অবন্তী কুমার সান্যাল, করুণা প্রকাশনী কলকাতা, ১৩৭৭ সাল।

(২৪) কালিদাস সমগ্র, নবপত্র প্রকাশন, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা, ১৯৮২ ইংরেজী।

(২৫) "জ্যোতিবিন্দ্র গ্রন্থাবলী"—জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২৬) স্বপ্নবাসবদত্তম্ (ভাস প্রণীতম্) ডঃ অনিলচন্দ্র বসু সম্পাদিত, সংস্কৃত বুক ডিপো প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত, কলকাতা—

(২৭) প্রতিমানাটকম্ (ভাসকৃতম্)—সত্যেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, কাশীপুর, কলকাতা১৯৪৩ ইংরেজী।

(২৮) কাব্যাদর্শ (দণ্ডী বিরচিত) সংস্কৃত বুক ডিপো পাঃ লিঃ। কলকাতা।

(২৯) সাহিত্যদর্পণ (বিশ্বনাথকৃত) ডঃ বিমল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

(৩০) রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য, ডঃ হরনাথ পাল, ব্যানার্জী এণ্ড কোং, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৯০।

(৩১) কালিদাস প্রতিভা—রঘুনাথ মল্লিক, মাণিকতলা মেন রোড্ কলকাতা, ১৩৮২ সাল।

(৩২) শকুন্তলারহস্য—সত্যকিংকর সাহানা, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬৫ সাল।

(৩৩) মেঘদূত (অনুবাদ)—পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য।

———

अथ अभिज्ञानशकुन्तलम् !

प्रथमोऽङ्कः।

या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् ।
यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥१॥

(नान्द्यन्ते)

सूत्रधारः—(नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ।) आर्ये, यदि नेपथ्यविधानमवसितम्-
तदितस्तावदागम्यताम् ।

(प्रविश्य)

नटी—आर्यपुत्र इयमस्मि । (अज्जउत्त इयं ह्मि ।)

सूत्रधारः—आर्ये अभिरूपभुयिष्ठा परिषदियम् । अद्य खलु कालिदासग्रथितवस्तुना
भिज्ञानशकुन्तलनामधेयेन नवेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः । तत्प्रतिपात्रमाधीयतां
यत्नः ।

नटी—सुविहितप्रयोगतयार्यस्य न किमपि परिहास्यते ।
(सुविहिदप्पओअदाए अज्जस्स ण किं वि परिहाइस्सदि ।)

सूत्रधारः—आर्ये कथयामि ते भूतार्थम् ।

आ परितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम् ।
बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥२॥

नटी—आर्य एवमेतत्। अनन्तरकरणीयमार्य आज्ञापयतु ।
(अज्ज एवं एदम् । अणन्तकरणिज्जं अज्जो आणवेदु ।)

सूत्रधारः—किमन्यदस्याः परिषदः श्रुतिप्रसादनत. । तदिममेव तावदचिरप्रवृत्त-
मुपभोगक्षमं ग्रीष्मसमयमधिकृत्य गीयताम् । संप्रति हि

सुभगसलिलावगाहाः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः ।
प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः ॥३॥

नटी—तथा । (इति गायति)

ईषदीषच्चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारकेसरशिखानि ।
अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ॥४॥

तहा । ईसीसिचुम्बिआहिं भमरेहिं सुउमारकेसरसिहाइं । ओदंसअन्ति दअमाणा पमदाओ सिरीसकुसुमाइं ॥४॥)

सूत्रधारः—आर्ये साधु गीतम् । अहो रागवद्धचित्तवृत्तिरालिखित इव सर्वतो रङ्गः। तदिदानीं कतमत्प्रकरणमाश्रित्यैनमाराधयामः ।

नटी—नन्वार्यमिश्रैः प्रथममेवाज्ञप्तमभिज्ञानशकुन्तंल नामापूर्वं नाटकं प्रयोगे अधिक्रियतामिति । (णं अजमिस्सेहिं पढमं एव्व आणत्तं अहिण्णाणसउन्दलं णाम अपुव्वं णाडअं पओए । अधिकरअदुत्ति ।)

सूत्रधारः—आर्ये सम्यगनुबोधितोऽस्मि । अस्मिन्क्षणे विस्मृतं खलु मया तत् कुतः।

तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसंभ हृतः ।
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा ॥५॥ (इति निष्क्रान्तौ ।)

(प्रस्तावना)

(ततः प्रविशति मृगानुसारी सशरचापहस्तो राजा रथेन सूतश्च ।)

सूतः—(राजानं मृगं चावलोक्य ।) आयुष्मन् ।

कृष्णसारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्यकार्मुके ।
मृगानुसारिणं साक्षात्पश्यामीव पिनाकिनम् ॥६॥

राजाः—सूत दूरममुना सारङ्गेण व्यमाकृष्टाः । अयं पुनरिदानीमपि (सविस्मयम्)

ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः
पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्भूयसा पूर्वकायम् ।
दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा
पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति ॥७॥

तदेष कथमनुपतत एव मे प्रयत्नप्रेक्षणीयः संवृत्तः ।

सूत्रः—**आयुष्मन्, उद्घातिनी भूमिरिति मया रश्मिसंयमनाद्रथस्य मन्दीकृतो वेगः। तेन मृग एष विप्रकृष्टान्तरः संवृत्तः। संप्रति समदेशवर्तिनस्ते न दुरासदो भविष्यति।**

राजा—तेन हि मुच्यन्तामभीषवः ।

सुतः—यदाज्ञापयत्यायुष्मान् । (रथवेगं निरूप्य ।) आयुष्मन् पश्य पश्य ।

मुक्तेषु रश्मिषु निरायतपूर्वकाया ।
निष्कम्पचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णाः
आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलङ्घनीया ।
धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः ॥८॥

राजा—सत्यम् । अतीत्य हरितो हरींश्च वर्तन्ते वाजिनः । तथा हि ।

यदालोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलतां
यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव तत् ।
प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयो-
र्न मे दुरे किंचित्क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात् ॥९॥

सूत पश्यैनं व्यापाद्यमानम् । (इति शरसंधानं नाटयति ।)

(नेपथ्ये)

भो भो राजन् आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः ।

सूतः—(आकर्ण्यावलोक्य च ।) आयुष्मन् अस्य खलु ते बाणपथवर्तिनः कृष्णसारस्यान्तरे तपस्विन उपस्थिताः ।

राजा—(ससंभ्रमम् ।) तेन हि प्रगृह्यन्तां वाजिनः ।

सूतः—तथा । (इति रथं स्थापयति ।)

(ततः प्रविशत्यात्मनातृतीयो वैखानसः ।)

वैखानसः—(हस्तमुद्यम्य ।) राजन् आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः ।

न खलु न खलु बाणः संनिपात्योऽयमस्मि-
न्मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशाविवाग्निः ।
क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं
क्व च निशितनिपाता वज्रसाराः शरास्ते ॥१०॥

तत्साधुकृतसंधानं प्रतिसंहर सायकम् ।
आर्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि ॥११॥

राजा—एष प्रतिसंहृतः । (इति यथोक्तं करोति ।)

वैखानसः—सदृशमेतत्पुरुवंशप्रदीपस्य भवतः ।

जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्तरूपमिदं तव ।
पुत्रमेवंगुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि ॥१२॥

इतरौ—(बाहु उद्यम्य ।) सर्वथा चक्रवर्तिनं पुत्रमाप्नुहि ।

राजा—(सप्रणामम् ।) प्रतिगृहीतं ब्राह्मणवचनम् ।

वैखानसः—राजन् समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम् । एष खलु कण्वस्य कुलपतेरनुमालिनीतीरमाश्रमो दृश्यते । न चेदन्यकार्यातिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यतामातिथेयः सत्कारः । अपि च ।

रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ।
ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वीकिणाङ्क इति ॥१३॥

राजा—अपि संनिहितोऽत्र कुलपतिः ।

वैखानसः—इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिथिसत्काराय नियुज्य दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः ।

राजा—भवतु । तामेव पश्यामि । सा खलु विदितभक्तिं मां महर्षेः करिष्यति।

वैखानसः—साधयामस्तावत् (इति सशिष्यो निष्क्रान्तः ।)

राजा—सूत चोदयाश्वान् पुण्याश्रमदर्शनेन तावदात्मानं पुनीमहे ।

सूतः—यदाज्ञापयत्यायुष्मान् । (इति भूयो रथवेगं निरूपयति ।)

राजा—(समन्तादवलोक्य ।) सूत अकथितोऽपि ज्ञायत एव यथायमाश्रमाभोगस्तपोवनस्येति ।

सूतः—कथमिव ।

राजा—किं न पश्यति भवान् । इह हि

नीवाराः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरूणामधः
प्रस्निग्धाः क्वचिदिङ्गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः
विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा-
स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानिष्यन्दरेखाङ्किताः ॥१४॥

सूतः—सर्वमुपपन्नम् ।

राजा—(स्तोकमन्तरं गत्वा) तपोवननिवासिनामुपरोधो मा भूत् । एतावत्येव रथं स्थापय, यावदवतरामि ।

सूतः—धृताः प्रग्रहाः । अवतरत्वायुष्मान् ।

राजा—(अवतीर्य ।) सूत विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम । इदं तावद् गृह्यताम् । (इति सूतस्याभरणानि धनुश्चोपनीयार्पयति) सूत यावदाश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्याहमुपावर्ते: तावदार्द्रपृष्ठाः क्रियन्तां वाजिनः ।

सूतः—तथा । (इति निष्क्रान्तः)

राजा—(परिक्रम्यावलोक्य च) इदमाश्रमद्वारम् । यावत्प्रविशामि । (प्रविश्य । निमित्तं सूचयन् ।)

> शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य ।
> अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ॥१५॥

(नेपथ्ये)

इत इत सख्यो । (इदो इदो सहीओ)

राजा—(कर्णं दत्वा ।) अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इव श्रूयते । यावदत्र गच्छामि । (परिक्रम्यावलोक्य च ।) अये, एतास्तपस्विकन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपै सेचनघटैर्बालपादपेभ्यः पयो दातुमित एवाभिवर्तन्ते (निपुणं निरूप्य) अहो, मधुरमासां दर्शनम् ।

> शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य ।
> दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः ॥१६॥

यावदिमां छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि (इति विलोकयन्स्थितः ।)

(ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तला ।)

शकुन्तला—इत इतः सख्यौ । (इदो इदो सहीओ ।)

अनसूया—हला शकुन्तले त्वत्तोऽपि तातकाश्यपस्याश्रमवृक्षकाः प्रियतरा इति तर्कयामि। येन नवमालिकाकुसुमपेलवापि त्वमेतेषामालवालपूरणे नियुक्ता । (हला शकुन्तले तुत्तो वि तादकस्सवस्स अस्समरुक्खओ पिअदरेत्ति तक्केमि जेण णोमालिआकुसुमपेलवा वि तुमं एदाणं आलवालपूरणे णिउत्ता ।)

शकुन्तला—न केवलं तातनियोग एव । अस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्येतेषु । (इति वृक्षसेचनं रूपयति ।) (ण केअलं तादणिओओ एव्व । अत्थि मे सोदरसिणेहोवि एदेसु ।)

राजा—कथमियं सा कण्वदुहिता । असाधुदर्शी खलु तत्रभवान्काश्यपो य इमामाश्रमधर्मे नियुङ्क्ते ।

इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःक्षमं साधयितुं य इच्छति ।
ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेतुमृषिर्व्यवस्यति ॥१७॥

भवतु । पादपान्तर्हित एव विश्रब्धं तावदेनां पश्यामि । (इति तथा करोति ।)

शकुन्तला—सखि अनसूये अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया नियन्त्रितास्मि । शिथिलय तावदेतत् । (सहि अणसूए अदिपिणद्धेण वक्कलेण पिअंवदाए णिअन्तिद म्हि । सिढिलेहि दाव णं ।)

अनसूया—तथा । (इति शिथिलयति ।) (तह ।)

प्रियंवदा—(सहासम् ।) अत्र पयोधरविस्तारयितृ आत्मनो यौवनमुपालभस्व । मां किमुपालभसे । (एत्थ पओहरवित्थारइत्तअं अत्तणो जोवण्ण उवालह । मं किं उवालंभेसि ।)

राजा—काममननुरूपमस्य वपुषो वल्कलं न पुनरलंकारश्रियं न पुष्यति । कुतः ।

सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति ।
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी ।
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ॥१८॥

शकुन्तला—(अग्रतोऽवलोक्य) एष वातेरितपल्लवाङ्गुलीभिस्त्वरयतीव मां केसरवृक्षकः । यावदेनं संभावयामि । (इति परिक्रमति ।)

(एसो वादेरिदपल्लवाङ्गुलीहिं तुवरेदि विअ मं केसररुक्खओ । जाण णं संभावेमि)

प्रियंवदा—हला शकुन्तले अत्रैव तावन्मुहूर्तं तिष्ठ यावत्त्वयोपगतया लतासनाथ इवायं केसरवृक्षकः प्रतिभाति । (हला सउन्दले एत्थ एव्व दाव मुहुत्तअं चिट्ठ । जाव तुए उवगदाए लदासणाहो विअ अअं केसररुक्खओ पड़िभादि ।)

शकुन्तला—अतः खलु प्रियंवदासि त्वम् । (अदो क्खु पिअंवदासि तुमं ।)

राजा—प्रियमपि तथ्यमाह शकुन्तलां प्रियंवदा । अस्याः खलु

अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू ।
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु संनद्धम् ॥१९॥

अनसूया—हला शकुन्तले इयं स्वयंवरवधूः सहकारस्य त्वया कृतनामधेया वनज्योत्स्नेति नवमालिका । एनां विस्मृतासि । (हला सउन्दले इअं सअंवरवहू सहआरस्स तुए किदणामअेआ । वणजोसिणित्ति णोमालिआ । णं विसुमरिदा सि ।)

शकुन्तला—तदात्मानपि विस्मरिष्यामि । (लतामुपेत्यावलोक्य च ।) हला रमणीये खलु काल एतस्य लतापादपमिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः । नवकुसुमयौवना वनज्योत्स्ना स्निग्धपल्लवतयोपभोगक्षमः सहकारः । (इति पश्यन्ति तिष्ठति ।) (तदा अत्ताणं वि विसुमरिस्सं । हला रमणीए क्खु काले इमस्स लदापाअवमिहुणस्य वइअरो संवुत्तो । णवकुसुमजोव्वणा वणजोसिणी (सिणिद्धपल्लवदाए उवभोअक्कमो सहआरो।)

प्रियंवदा—अनुसूये जानामि किं शकुन्तला वनज्योत्स्नामतिमात्रं पश्यतीति ।
(अणसूए जाणामि किं सउन्दला वणजोसिणिं आदिमेत्त पेक्खदित्ति ।)

अनसूया—न खलु विभावयामि । कथय (ण क्खु विभावेमि । कहेहि ।)

प्रियंवदा—यथा वनज्योत्स्नानुरूपेण पादपेन संगता अपि नामैवमहमप्यात्मनोऽनुरूपं वरं लभेयेति । (जह वणजोसिणि अणुरूवेन पाअवेण संगदा अविणाम एव्वं अहं वि अत्तणो अणुरुवं वरं लहेअंत्ति ।)

शकुन्तला—एष नूनं तवात्मगतो मनोरथः । (इति कलशमावर्जयति) (एसे णूणं तुह अत्तगदो मणोरहो ।)

राजा—अपि नाम कुलपतेरियमसवर्णक्षेत्रसंभवा स्यात् । अथवा कृतं संदेहेन ।

> **असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः ।**
> **सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥२०॥**

तथापि तत्त्वत एनामुपलप्स्ये ।

शकुन्तला—(ससंभ्रमम् ।) अम्भो । सलिलसेकसंभ्रमोद्गतो नवमालिकामुज्झित्वा वदनं मे मधुकरोऽभिवर्तते (इति भ्रमरबाधां रूपयति ।) (अम्मो सलिलसेअसंभमुग्गदो णोमालिअं उज्झिअ वअणं मे महुअरो अहिवट्टइ ।)
राजा—(सस्पृहम् ।)

चलापाङ्गां दृष्टिं स्पृशसि वहुशो वेपथुमतीं
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः ।
करौव्याधुन्वत्याः पिवसि रतिसर्वस्वमधरं
वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥२१॥

शकुन्तला—न एप धृष्टौ विरमति । अन्यतो गमिष्यामि । कथमितोऽप्यागच्छति। हला परित्रायेथा मामनेन दुर्विनीतेन मधुकरेणाभिभूयमानाम् । (ण एसो धिट्ठो विरमदि । अण्णदो गमिस्सं । कहं इदो वि आअच्छदि। हला परित्ताअह म इमिणा दुव्विणीदेण महुअरेण अहिहूअमाणं ।)

उभे—(सस्मितम् ।) के आवां परित्रातुम् । दुष्यंतमाक्रन्द । राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम । (काओ वअं परित्तादुं । दुस्मन्दं अक्कन्द । राअरक्खिदव्वाइं तवोवणाइं णाम।)

राजा—अवसरोऽयमात्मानं प्रकाशयितुम् । न भेतव्यं न भेतव्यम्-(इत्यर्धोक्ते स्वगतम्।) राजभावस्त्वभिज्ञातो भवेत् । भवतु एवं तावदभिधास्ये ।

शकुन्तला—(पदान्तरे स्थित्वा । सदृष्टिक्षेपम्) कथमितोऽपि मामनुसरति (कहं इदोवि मं अणुसरदि ।)

राजा—(सत्वरमुपसृत्य ।) आः

कः पौरवे वसुमतीं शासति शासितरि दुर्विनीतानाम्
अयमाचरत्यविनयं मुग्धासु तपस्विकन्यासु ॥२२॥

(सर्वा राजानं दृष्ट्वा किंचिदिव संभ्रान्ताः ।)

अनसूया—आर्य, न खलु किमप्यत्याहितम् । इयं नौ प्रियसखी मधुकरेणाभिभूयमाना कातरीभूता । (इति शकुन्तलां दर्शयति ।) (अज्ज ण क्खु किंपि अच्चाहिदं । इअं णो पिअसही महुअरेण अहिहूअमाणा कादरीभूदा ।)

राजा—(शकुन्तलाभिमुखो भूत्वा) अपि तपो वर्धते ।

(शकुन्तला साध्वसादवचना तिष्ठति)

अनसूया—इदानीमतिथिविशेपलाभेन । हला शकुन्तले गच्छोटजम् । फलमिश्रमर्घमुपहर । इदं पादोदकं भविष्यति । (दाणिं अदिहिविसेसलाहेण । हला सउन्दले, गच्छ उडअं । फलमिस्सं अग्घं उवहर । इदं पादोदअं भविस्सदि।)

राजा—भवतीनां सूनृतयैव गिरा कृतमातिथ्यम् ।

प्रियंवदा—तेन ह्यस्यां प्रच्छायशीतलायां सप्तपर्णवेदिकायां मुहूर्तमुपविश्य परिश्रमविनोदं करोत्वार्यः (तेण हि इमस्सिं पच्छाअसीयलाए सत्तवण्णवेदिआए मुहुत्तअं उवविसिअ परिस्समविणोदं करेदु अज्जो)

राजा—नूनं यूयमप्यनेन कर्मणा परिश्रान्ताः ।

अनसूया—हला शकुन्तले उचितं न. पर्युपासनमतिथीनाम् । अत्रोपविशामः (इति सर्वा उपविशन्ति ।) (हला सउन्दले, उइदं णो पज्जुवासणं अदिहिणं । एत्थ उवविसम्ह ।)

शकुन्तला—(आत्मगतम् ।) किं नु खल्विमं प्रेक्ष्य तपोवनविरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि संवृत्ता । किं णु क्खु इमं पेक्खिअ तवोवणविरोहिणो विआरस्स गमणीअह्मि संवुत्ता ।)

राजा—(सर्वा विलोक्य ।) अहो समवयोरूपरमणीयं भवतीनां सौहार्दम् ।

प्रियंवदा—(जनान्तिकम् ।) अनसूये को नु खल्वेष चतुरगम्भीराकृतिर्मधुरं प्रियमालपन्प्रभाववानिव लक्ष्यते । (अणसूए को णु क्खु एसो चउरगम्भीराकिदी महुरं पिअ आलवन्तो पहाववन्दो विअ लक्खीअदि ।)

अनसूया—सखि ममाप्यस्ति कौतूहलम् । पृच्छामि तावदेनम् (प्रकाशम् ।) आर्यस्य मधुरालापजनितो विस्रम्भो मां मंत्रयते कतम आर्येण राजर्षिवंशोऽलंक्रियते कतमो वा विरहपर्युत्सुकजनः कृतो देशः किंनिमित्तं वा सुकुमारतरोऽपि तपोवनगमनपरिश्रमस्यात्मा पदमुपनीतः (सहि मम वि अत्थि कोदूहलं । पुच्छिस्सं दाव ण । अज्जस्स महुरालावजणिदो वीसम्भो ममन्तावेदि कदमो अज्जेण राएसिवंसो अलंकरीअदि कदमो वा विरहपज्जुस्सुअजणो किदो देसो किंणिमित्तं वा सुउमारदरो वि तपोवणगमणपरिस्समस्स अत्ता पदं उवणीदो ।)

शकुन्तला—(आत्मगतम् ।) हृदय मोत्ताम्य । एषा त्वया चिन्तितान्यनसूया मन्त्रयते। (हिअअ मा उत्तम्म । एसा तुए चिन्तिदाइं अणसूआ मन्तेदि ।)

राजा—(आत्मगतम् ।) कथमिदानीमात्मानं निवेदयामि कथं वात्मापहारं करोमि। भवतु । एवं तावदेनां वक्ष्ये । (प्रकाशम् ।) भवति यः पौरवेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्तः सोऽहमविघ्नक्रियोपलम्भाय धर्मारण्यमिदमायातः !

अनसूया—सनाथा इदानी धर्मचारिणः । (सणाहा दाणिं धम्मआरिणो ।)

(शकुन्तला शृङ्गारलज्जा रूपयति ।)

सख्यौ—(उभयोराकारं विदित्वा । जनान्तिकम् ।) हला शकुन्तले यद्यत्राद्य तातः संनिहितो भवेत् । (हला सउन्दले जइ एत्थ अज्ज तादो संणिहिदो भवे ।)

शकुन्तला—ततः किं भवेत् । (तदो किं भवे ।)

सख्यौ—इमं जीवितसर्वस्वेनाप्यतिथिविशेषं कृतार्थं करिष्यति । (इमं जीविदसव्वस्सेण वि अदिहिविसेसं किदत्थं करिस्सदि ।)

शकुन्तला—युवामपेतम् । किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयेथे । न युववोर्वचनं श्रोष्यामि। (तुह्ये अवेध । किं वि हिअए करिअ मन्तेध । ण वो वअणं सुणिस्स ।)

राजा—वयमपि तावद्भवत्योः सखीगतं किमपि पृच्छामः ।

सख्यौ—आर्य अनुग्रह इवेयमभ्यर्थना । (अज्ज अणुग्गहो विअ इअं अब्भत्थणा।)

राजा—भगवान्काश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाशः । इयं च व सखी तदात्मजेति कथमेतत् ।

अनसूया—शृणोत्वार्य । अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्रनामधेयो महाप्रभावो राजर्षिः । (सुणादु अज्जो । अत्थि को वि कोसिओत्ति गोत्तणामहेओ महाप्पहावो राएसी ।)

राजा—अस्ति । श्रूयते ।

अनसूया—तमावयोः प्रियसख्याः प्रभवमवगच्छ । उज्झितायाः शरीरसंवर्धनादिभिस्तातकाश्यपोऽस्याः पिता । (तं णो पिअसहीए पडवं अवगच्छ । उज्झिआए सरीरसंवड्ढणादिहिं तादकस्सवो से पिदा ।)

राजा—उज्झितशब्देन जनितं मे कौतूहलम् । आ मूलाच्छ्रोतुमिच्छामि ।

अनसूया—शृणोत्वार्यः । गौतमीतीरे पुरा किल तस्य राजर्षेरुग्रे तपसि वर्तमानस्य किमपि जातशङ्कैर्देवैर्मेनका नामाप्सरा प्रेपिता नियमविघ्नकारिणी । (सुणादु अज्जो । गोदमीतीरे पुरा किल तस्स राएसिणो उग्गे तवसि वट्टमाणस्स किंवि जादसङ्केहिं देवेहिं मेणआ णाम अच्छरा पेसिदा णिअमविग्घकारिणी ।)

राजा—अस्त्येतदन्यसमाधिभीरुत्वं देवानाम् ।

अनसूया—ततो वसन्तोदार (०न्तावतार०) समये तस्या उन्मादयितृ रूपं प्रेक्ष्य—(इत्यर्धोक्ते लज्जया विरमति) (तदो वसन्तोदारसमए से उम्मादइत्तअं रूवं पेक्खिअ।)

राजा—परस्ताज्ज्ञायत एव । सर्वथाप्सरःसंभवैषा ।

अनसूया—अथ किम् (अह इं ।)

राजा—उपपद्यते ।

> **मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः ।**
> **न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात् ॥२३॥**

(शकुन्तलाऽधोमुखी तिष्ठति ।)

राजा—(आत्मगतम्) लब्धावकाशो मे मनोरथः । किं तु सख्या परिहासोदाहृतां वरप्रार्थना श्रुत्वा धृतद्वैधीभावकातरं मे मनः ।

प्रियंवदा—(सस्मितं शकुन्तलां विलोक्य नायकाभिमुखी भूत्वा ।)

पुनरपि वक्तुकाम इवार्यः (पुणो वि वत्तुकामो विअ अज्जो ।)

(शकुन्तला सखीमङ्गुल्या तर्जयति ।)

राजा—सम्यगुपलक्षितं भवत्या । अस्ति न सच्चरितश्रवणलोभादन्यदपि प्रष्टव्यम्।

प्रियंवदा—अलं विचार्य । अनियन्त्रणानुयोगस्तपस्विजनो नाम । (अलं विआरिअ। अणिअन्तणाणुओओ तवस्सिअणो णाम ।)

राजा—इति सखीं ते ज्ञातुमिच्छामि ।

> **वैखानसं किमनया व्रतमाप्रदाना-**
> **द्व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम् ।**
> **अत्यन्तमात्मसदृशेक्षणवल्लभाभि-**
> **राहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः ॥२४॥**

प्रियंवदा—आर्य धर्माचरणेऽपि परवशोऽयं जनः । गुरोः पुनरस्या अनुरूपवरप्रदाने संकल्पः । (अज्ज धम्मचरणे वि परवसो अअं जणो । गुरुणो उण से अणुरूपवरप्पदाणे सकप्पो ।)

राजा—(आत्मगतम् ।) न दुरवापेय खलु प्रार्थना ।

> **भव हृदय साभिलाषं संप्रति संदेहनिर्णयो जातः ।**
> **आशङ्कसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम् ॥२५॥**

शकुन्तला—(सरोषमिव) अनसूये गमिष्याम्यहम् । (अणसूये गमिस्सं अहं ।)

अनसूया—किंनिमित्तम् । (किंणिमित्तं ।)

शकुन्तला–इमामसंबद्धप्रलापिनी प्रियंवदामार्यायै गौतम्यै निवेदयिष्यामि । (इमं असं बद्धप्पलाविणिं पिअंवदं अज्जाए गोदमीए णिवेदइस्सं ।)

अनसूया–सखि, न युक्तं तेऽमकृतसत्कारमतिथिविशेषं विमृज्य स्वच्छन्दतो गमनम्। (सहि ण जुत्तं अकिदसक्कारं अदिहिविसेसं विमज्जिअ सच्छन्ददो गमणं ।)

(शकुन्तला न किंचिदुक्त्वा प्रस्थितैव ।)

राजा–(ग्रहीतुमिच्छन्निगृह्यात्मानम् । आत्मगतम् ।) अहो चेष्टाप्रतिरूपिका कामिजनमनोवृत्ति । अहं हि

अनुयास्यन्मुनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः ।
स्थानादनुच्चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः ॥२६॥

प्रियंवदा–(शकुन्तला निरूध्य ।) हला न त युक्त गन्तुम् (हला ण द जुत्तं गन्तु ।)

शकुन्तला–(सभ्रुभङगम्) किंनिमित्तम् । (किंणिमित्त)

प्रियंवदा–वृक्षसेचने द्वे धारयमि मे । एहि तावत् । आत्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यसि (इति वलादेनां निवर्तयति) (रुक्खमेअणे दुवे धारेसि मे । एहि दाव । अत्ताणं मोचिअ तदो गमिस्ससि ।)

राजा–भद्रे वृक्षसेचनादेव परिश्रान्तामत्रभवती लक्षये । तथा ह्यस्या

स्रस्तांसावतिमात्रलोहिततलौ वाहू घटोत्क्षेपणा-
दद्यापि स्तनवेपथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः ।
वद्धं कर्णशिरीषरोधि वदने धर्माम्भसां जालकं
वन्धे स्त्रंसिनि चैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजाः ॥२७॥

तदहमेनामनृणां करोमि । (इत्यडगुलीयं दातुमिच्छति ।)

(उभे नाममुद्राक्षराण्यनुवाच्य परस्परमवलोकयत. ।)

राजा–अलमस्मानन्यथा संभाव्य । राज्ञः परिग्रहोऽयमिति राजपुरुषं मामवगच्छत।

प्रियंवदा–तेन हि नार्हत्येतदङ्गुलीयकमङगुलीवियोगम् । आर्यस्य वचनेनानृणेदानीमेषा । (किंचिद्विहस्य) हला शकुन्तले मोचितास्यनुकम्पिनार्येण । अथवा महाराजेन । गच्छेदानीम् । (तेण हि णारिहदि अडगुलीअअं एद अडगुलीविओअं। अज्जस्य वअणेण अणिरिणा दाणि एसा । हला सउन्दले मोइदा सि अणुअम्पिणा अज्जेण । अहवा महाराएण । गच्छ दाणि ।)

शकुन्तला–(आत्मगतम्) यद्यात्मनः प्रभविष्यामि । (प्रकाशम्) का त्वं विसृष्टव्यस्य रोद्धव्यस्य वा । (जइ अत्तणो पहविस्सं । का तुमं विसज्जिदव्वस्स रुन्धिदव्वस्स वा)

राजा–(*शकुन्तलां विलोक्य । आत्मगतम् ।*) किं नु खलु यथा वयमस्यामेवमियमप्यस्मान्प्रति स्यात् । अथ वा लब्धावकाशा मे प्रार्थना । कुतः ।

वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः
कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे ।
कामं न तिष्ठति मदाननसंमुखीना
भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः ॥२८॥

(नेपथ्ये)

भो भोस्तपस्विनः, संनिहितास्तपोवनसत्त्वरक्षायै भवत । प्रत्यासन्नः किल मृगयाविहारी पार्थिवो दुष्यन्तः ।

तुरगखुरहतस्तथा हि रेणुर्विटपविषक्तजलार्द्रवल्कलेषु ।
पतति परिणतारुणप्रकाशः शलभसमूह इवाश्रमद्रुमेषु ॥२९॥

अपि च ।

तीव्राघातप्रतिहततरुस्कन्धलग्नैकदन्तः
पादाकृष्टव्रततिवलयासङ्गसंजातपाशः ।
मूर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्नसारङ्गयूथो
धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः ॥३०॥

(सर्वाः कर्णं दत्त्वा किंचिदिव संभ्रान्ताः ।

राजा–(आत्मगतम्) अहो धिक् पौरा अस्मदन्वेषिणस्तपोवनमुपरुन्धन्ति । भवतु । प्रतिगमिष्यामस्तावत् ।

सख्यौ–आर्य अनेनारण्यकवृत्तान्तेन पर्याकुलाः स्मः । अनुजानीहि न उटजगमनाय । (अज्ज इमिणा आरण्णअवुत्तन्तेण पज्जाउल ह्म । अणुजाणीहि णो उडअगमणस्स ।)

राजा–(ससंभ्रमम्) गच्छन्तु भवत्यः । वयमप्याश्रमपीडा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामहे ।

(सर्वे उत्तिष्ठन्ति।)

सख्यौ—आर्य असंभावितातिथिसत्कारं भूयोऽपि प्रेक्षणनिमित्तं लज्जामहे आर्य विज्ञापयितुम् ।) अज्ज असंभाविदआदिहिसक्कारं भूओ वि पेक्खणणिमित्तं लज्जेमो अज्जं विण्णविदुं ।)

राजा—मा मैवम् । दर्शनेनैव भवतीनां पुरस्कृतोऽस्मि ।

शकुन्तला—अनसूये, अभिनवकुशसूच्या परिक्षतं मे चरण कुरवकशाखापरिलग्नं च वल्कलम् । तावत्परिपालयतं मां यावदेतन्मोचयामि ।

(अणसूए अहिणअकुससूईए परिक्खदं मे चलणं । कुरवअसाहापरिलग्गं च वक्कलं दाव परिपालेध मं जाव णं मोआवेमि ।)

(शकुन्तला राजानमवलोकयन्ती सव्याजं विलम्ब्य सह सखीभ्यां निष्क्रान्ता ।)

राजा—मन्दौत्सुक्योऽस्मि नगरगमनं प्रति । यावदनुयात्रिकान्समेत्य नातिदूरे तपोवनस्य निवेशयेयम् । न खलु शक्नोमि शकुन्तलाव्यापारादात्मानं निवर्तयितुम् । मम हि

> गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः ।
> चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥३१॥

(इति निष्क्रांताः सर्वे ।)

इति प्रथमोऽङ्कः

द्वितीयोऽङ्कः ।

(तत प्रविशति विषण्णा विदूषक ।)

विदूषकः—(नि श्वस्य ।) भो दि (द्र) ष्टम् । एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्यभावेन निर्विण्णोऽस्मि । अयं मृगोऽयं वराहोऽयं शार्दूल इति मध्याह्नेऽपि ग्रीष्मविरल-पादपच्छायासु वनराजिष्वाहिण्डयते अटवीतोऽटवी । पत्रसंकरकषायाणि कटुष्णानि गिरिनदीजलानि पीयन्ते । अनियतवेलं शुल्यमांसभूयिष्ठ आहारो भुज्यते । तुरगानुधावनकण्डितसंधे रात्रावपि निकाम शयितव्य नास्ति । ततो महत्येव प्रत्युषे दास्या·पुत्रैः शकुनिलुब्धकैर्वनग्रहणकोलाहलेन प्रतिबोधितोऽस्मि । इयतेदानीमपि पीडा न निष्क्रमति । ततो गण्डस्योपरि पिण्डक. संवृत्त । ह्य

किलास्मास्ववहीनेषु तत्र भवतो मृगानुसारेणाश्रमपद प्रविष्टस्य तापसकन्यका शकुन्तला ममाधन्यतया दर्शिता । सांप्रतं नगरगमनाय मनः कथमपि न करोति। अद्यापि तस्य तामेव चिन्तयतोऽक्ष्णोः प्रभातमासीत् । का गतिः । यावत्तं कृताचारपरिक्रमं पश्यामि। (इति परिक्रम्यावलोक्य च ।) एष वाणासनहस्ताभिर्यवनीभिर्वनपुष्पमालाधारिणीभिः परिवृत इत एवागच्छति प्रियवयस्यः । भवतु । अङ्गभङ्गविकल इव भूत्वा स्थास्यामि । यद्येवमपि नाम विश्रमं लभेय । (इति दण्डकाष्टमवलम्ब्य स्थितः ।) (भो दिट्ठं । एदस्सं मअआसीलस्स रण्णो वअस्सभावेण णिव्विण्णो ह्मि । अअं मओ अअं वराहो अअ सद्दूलो त्ति मज्झण्ण वि गिह्मविरअपाअवच्छाआसु वणराईसु आहिण्डीअदि अडवीदो अडवी। पत्तसंकरकसाआइ कदुण्हाइं गिरिणईजलाइं पीअन्ति। अणिअदवेल सुल्लमंसभूइट्ठो आहारो अण्हीअदि । तुरगाणुधावणकण्डिदसंधिणो रतिम्मि वि णिकामं सइदव्वं णत्थि । तदो महन्ते एव्व पच्चूसे दासीएपुत्तेहिं सउणिलुद्धएहिं वणग्गहण कोलाहलेण पाडिबोधिदो ह्मि। एत्तएण दाणिं वि पीडा ण णिक्कमदि । तदो गण्डस्स उवरि पिण्डओ संवुत्तो । हिओ किल अह्मेसु ओहीणेसु तत्तहोदो मआणुसारेण अस्समपदं पविट्ठस्स तावसकण्णआ सउन्दला मम अधण्णदाए दंसिदा । संपदं णअरगमणस्स मण कहं वि ण करेदि । अज्ज वि मे तं एव्व चिन्तअन्तस्स अच्छीसु पभादं आसि। का गदी। जाव णं किदाचारपरिक्कमं पेक्खामि। एसो वाणासणहत्थाहिं जवणीहिं वणपुप्फमालाधारिणीहिं पडिवुदो इदो एव्व आअच्छदि पिअवअस्सो । होदु अङ्गभङ्गविअलो विअ भविअ चिट्ठिस्सं । जइ एव्वं वि णाम विस्समं लहेअं।)

(ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टपरिवारो राजा)

राजा—

कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनाश्वासि ।
अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते ॥१॥

(स्मितं कृत्वा ।) एवमात्माभिप्रायसंभावितेष्टजनचित्तवृत्तिः प्रार्थयिता विडम्ब्यते।

स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत्प्रेरयन्त्या तया
यातं यच्च नितम्बयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव ।
मा गा इत्युपरुद्धया यदपि सा सासूयमुक्ता सखी
सर्वं तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति ॥२॥

विदूषकः—(तथास्थित एव ।) भो वयस्य न मे हस्तपादं प्रसरति तद्वाङ्मात्रेण जापयिष्यामि । जयतु जयतु भवान् । (भो वअस्स ण मे हत्थपाआ पसरन्ति। ता वाआमेत्तएण जीआवइस्सं । जेदु जेदु भवं ।)

राजा—कुतोऽयं गात्रोपघातः ।

विदूषकः—कुतः किल स्वयमक्ष्याकुलीकृत्याश्रुकारणं पृच्छसि । (कुदो किल सअं अच्छी आऊलीकरिअ अस्सुकारणं पुच्छेसि ।)

राजा—न खल्ववगच्छामि ।

विदूषकः—भो वयस्य, यद्वेतसः कुब्जलीलां विडम्बयति, तत्किमात्मनः प्रभावेण, ननु नदीवेगस्य । (भो वअस्स, जं वेदसो कुज्जलीलं विडम्वेदि तं किं अत्तणो पहावेण णं णईवेअस्स ।)

राजा—नदीवेगस्तत्र कारणम् ।

विदूषकः—ममापि भवान् (मम वि भवं)

राजा—कथमिव ।

विदूषकः—एवं राजकार्याण्युज्झित्वैतादृश आकुलप्रदेशे वनचरवृत्तिना त्वया भवितव्यम्। यत्सत्यं प्रत्यहं श्वापदसमुत्सारणैः संक्षोभितसंधिबन्धानां मम गात्राणामनीशोऽस्मि संवृत्तः । तत्प्रसीद मे । एकाहमपि तावद्विश्रम्यताम् । (एव्वं राअकज्जाणि उज्झिअ एआरिसे आउलप्पदेसे वणचरवुत्तिणा तुए होदव्वं । जं सच्चं पच्चहं सावदसमुच्छारणेहिं संखोहिअसंधिबन्धाणं मम गत्ताणं अणीसो ह्मि संवुत्तो। ता पसीद मे । एक्काहं वि दाव विस्समीअदुं ।)

राजा—(स्वगतम्) अयं चैवमाह । ममापि काश्यपसुतामनुस्मृत्य मृगयाविक्लवं चेतः । कुतः ।

> **न नमयितुमधिज्यमस्मि शक्तो**
> **धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु ।**
> **सहवसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः**
> **कृत इव मुग्धविलोकितोपदेशः ॥३॥**

विदूषकः—(राज्ञो मुखं विलोक्य) अत्रभवान्किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयते । अरण्ये मया रुदितमासीत् । (अत्तभवं किं वि हिएअ करिअ मन्तेदि । अरण्णे मए रुदिअं आसि ।)

राजा—(सस्मितम् ।) किमन्यत् । अनतिक्रमणीयं मे सुहृद्वाक्यमिति स्थितोऽस्मि ।

विदूषकः—चिरं जीव । (इति गन्तुमिच्छति ।) (चिरं-जीअ ।)

राजा—वयस्य तिष्ठ । सावशेषं मे वचः ।

विदूषकः—आज्ञापयतु भवान् । (आणवेदु भवं ।)

राजा—विश्रान्तेन भवता ममाप्येकस्मिन्ननायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम् ।

विदूषकः—किं मोदकखादिकायाम् । तेन ह्ययं सुगृहीतः क्षणः । (किं मोदअखज्जिआए। तेण हि अअं सुगहीदो खणो ।)

राजा—यत्र वक्ष्यामि । कः कोऽत्र भोः ।

(प्रविश्य)

दौवारिकः—(प्रणम्य) आज्ञापयतु भर्ता (आणवेदु भट्टा ।)

राजा—रैवतक, सेनापतिस्तावदाहूयताम् ।

दैवारिकः—तथा । (इति निष्क्रम्यं सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य ।) (तह ।) एष आज्ञावचनोत्कण्ठो भर्तेतोदत्तदृष्टिरेव तिष्टति । उपसर्पत्वार्यः । (एसो अण्णवअणुक्कण्ठो भट्टा इदो दिण्णदिठ्ठी एव्व चिठठदि । उपसप्पदु अज्जो ।)

सेनापतिः—(राजानमवलोक्य ।) दृष्टदोषापि स्वामिनि मृगया केवलं गुण एव संवृत्ता। तथा हि देवः

> **अनवरतधनुर्ज्यास्फालनक्रूरपूर्वं**
> **रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम्**
> **अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलक्ष्यं**
> **गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभर्ति ॥४॥**

(उपेत्य) जयतु जयतु स्वामी । गृहीतश्वापदमरण्यम् । किमन्यत्रावस्थीयते ।

राजा—मन्दोत्साहः कृतोऽस्मि मृगयापवादिना माधव्येन ।

सेनापतिः—(जनान्तिकम्) सखे स्थिरप्रतिवन्धो भव । अहं तावत्स्वामिनश्चित्तवृत्ति-मनुवर्तिष्ये। (प्रकाशम्) प्रलपत्वेष वैधेयः । ननु प्रभुरेव निदर्शनम् ।

> **मेदश्छेदकृशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं वपुः**
> **सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः ।**
> **उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले**
> **मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदृग्विनोदः कुतः ॥५॥**

विदूषकः—अपेहि रे उत्साहहेतुक । अत्रभवान्प्रकृतिमापन्नः । त्वं तावदटवीतोऽटवी-माहिण्डमानो नरनासिकालोलुपस्य जीर्णर्क्षस्य कस्यापि मुखे पतिष्यसि । (अवेहि रे उत्साहहेतुक । अत्तभवं पकिदिं आपण्णो । तुमं दाव अडवीदो अडवीं आहिण्डन्तो णरणासिआलोलुवस्स जिण्णरिच्छस्स कस्स वि मुहे पडिस्ससि ।)

राजा—भद्र सेनापते आश्रमसंनिकृष्टे स्थिताः स्मः । अतस्ते वचो नाभिनन्दामि। अद्य तावत्-

> **गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शृङ्गैर्मुहुस्ताडितं**
> **छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु ।**
> **विश्रब्धं क्रियतां वराहततिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्वले**
> **विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥६॥**

सेनापतिः—यत् प्रभविष्णवे रोचते ।

राजा—तेन हि निवर्तय पूर्वगतान्वनग्राहिणः। यथा न मे सैनिकास्तपोवनमुपरुन्धन्ति तथा निषेद्धव्याः । पश्य ।

> **शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः ।**
> **स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोऽभिभवाद्वमन्ति ॥७॥**

सेनापतिः—यदाज्ञापयति स्वामी ।

विदूषकः—ध्वंसतां ते उत्साहवृत्तान्तः (धंसदु दे उच्छाहवुत्तन्तो ।)

(निष्क्रान्तः सेनापतिः)

राजा—(परिजनं विलोक्य) अपनयन्तु भवत्यो मृगयावेशम् । रैवतक त्वमपि स्व नियोगमशुन्यं कुरु ।

परिजनः—यद्देव आज्ञापयति । (इति निष्क्रान्तः) (जं देवो आणवेदि ।)

विदूषकः—कृतं भवता निर्मक्षिकम् । सांप्रतमेतन्पादपच्छायाविरचितवितानसनाथे शिलातले निषीदतु भवान्यावदहमपि सुखासीनो भवामि । (कदं भवदा णिम्मच्छिअं। संपदं एदस्सिं पादवच्छाआविरइदविदाण सणाथे सिलाअले णिसीददु भवं जाव अहं वि सुहासीणो होमि ।)

राजा—गच्छाग्रतः ।

विदूषकः—एतु भवान् । (एदु भवं ।)

(इत्युभौ परिक्रम्योपविष्टौ ।)

राजा—माधव्य, अनवाप्तचक्षुःफलोऽसि । येन त्वया दर्शनीयं न दृष्टम् ।

विदूषकः—ननु भवानग्रतो मे वर्तते । (णं भवं अग्गदो मे वट्टदि ।)

राजा—सर्वः कान्तमात्मीयं पश्यति । अहं तु तां (एव) आश्रमललामभूतां शकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि ।

विदूषकः—(स्वगतम् ।) भवतु । अयावसरं न दास्ये । (प्रकाशम् ।) भो वयस्य ते तापसकन्यकाभ्यर्थनीया दृश्यते । (होदु । से अवसरं ण दाइस्सं । भो वअस्स ते तावसकण्णआ अब्भत्थणीआ दीसति ।)

राजा—सखे, न परिहार्ये वस्तुनि पौरवाणां मनः प्रवर्तते ।

> **सुरयुवतिसंभवं किल मुनेरपत्यं तदुज्झिताधिगतम् ।**
> **अर्कस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिकाकुसुमम् ॥८॥**

विदूषकः—(विहस्य ।) यथा कस्यापि पिण्डखर्जूरैरुद्वेजितस्य तिन्तिण्यामभिलापो भवेत्, तथा स्त्रीरत्नपरिभोगिणो भवत इयमभ्यर्थना । (जह कस्स वि पिण्डखज्जूरेहिं उव्वेजिदस्स तिन्तिणीए अहिलासो भवे, तह इत्थिआरअणपरिभोइणो भवदो इअं अब्भत्थणा ।)

राजा—न तावदेनां पश्यसि येनैवमवादीः ।

विदूषकः—तत्खलु रमणीयं यद्भवतोऽपि विस्मयमुत्पादयति । (तं क्खु रमणिज्जं जं भवदो वि विह्मअं उप्पादेदि ।)

राजा—वयस्य, किं बहुना ।

> **चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्वयोगा**
> **रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता नु ।**
> **स्त्रीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे**
> **धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः ॥९॥**

विदूषकः—यद्येवं प्रत्यादेश इदानीं रूपवतीनाम् । (जइ एव्वं पच्चादेसो दाणिं रूववदीणं ।)

राजा—इदं च मे मनसि वर्तते ।

> **अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै-**
> **रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम् ।**
> **अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं**
> **न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥१०॥**

विदूषकः—तेन हि लघु परित्रायतामेनां भवान् । मा कस्यापि तपस्विन इङ्गुदीतैलचिक्कणशीर्षस्य हस्ते पतिष्यति । (तेण हि लहु परित्ताअदु णं भवं । मा कस्स वि तवस्सिणो इङ्गुदीतेल्लचिक्कणसीसस्स हत्थे पडिस्सदि ।)

राजा—परवती खलु तत्रभवती । न च संनिहितोऽत्र गुरुजनः ।

विदूषकः—अत्रभवन्तमन्तरेण कीदृशस्तस्याः दृष्टिरागः । (अध भवन्तं अन्तरेण कीदिसो से दिट्ठिराओ ।)

राजा—निसर्गादेवाप्रगल्भस्तपस्विकन्याजनः । तथापि तु

अभिमुखे मयि संहृतमोक्षितं हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम् ।
विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः ॥११॥

विदूषकः—न खलु दृष्टमात्रस्य तवाङ्कं समारोहति (ण क्खु दिट्ठमेत्तस्स तुहं अङ्क समारुहदि ।)

राजा—मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतयापि काममाविष्कृतो भावस्तत्रभवत्या । तथा हि ।

दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा ।
आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती
शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम् ॥१२॥

विदूषकः—तेन हि गृहीतपाथेयो भव । कृतं त्वयोपवनं तपोवनमिति पश्यामि। (तेणहि गहीदपाहेओ होहि । किदं तुए उववणं तपोवणं त्ति पेक्खामि ।)

राजा—सखे, तपस्विभिः कैश्चित्परिज्ञातोऽस्मि । चिन्तय तावत्केनापदेशेन-पुनरप्याश्रमपदं गच्छामः ।

विदूषकः—कोऽपरोऽपदेशो युष्माकं राज्ञाम् । नीवारषष्टभागमस्माकमुपहरन्त्विति। (को अवरो अवदेसो तुम्हाणं राआणं । णीवारच्छठ्ठभाअं अह्माणं उवहरन्तु त्ति ।)

राजा—मूर्ख, अन्यमेव भागधेयमेते तपस्विनो निर्वपन्ति यो रत्नराशीनपि विहायाभिनन्द्यते । पश्य ।

यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तत्फलम् ।
तपःषड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः ॥१३॥

(नेपथ्ये)

हन्त, सिद्धार्थौ, स्वः ।

राजा—(कर्णं दत्वा ।) अये, धीरप्रशान्तःस्वरैस्तपस्विभिर्भवितव्यम् ।

(प्रविश्य ।)

दौवारिकः—जयतु जयतु भर्ता । एतौ द्वौ ऋषिकुमारौ प्रतीहारभूमिमुपस्थितौ । (जेदु जेदु भट्टा । एदे दुवे इसिकुमारआ पडिहारभूमिं उवट्ठिदा ।)

राजा—तेन ह्यविलम्बितं प्रवेशय तौ ।

दौवारिकः—एष प्रवेशयामि । (इति निष्क्रम्य ऋषिकुमाराभ्यां सह प्रविश्य) इत इतो भवन्तौ । (एसो पवेसेमि । इदो इदो भवन्ता ।)

(उभौ राजानं विलोकयत)

प्रथमः—अहो दीप्तिमतोऽपि विश्वसनीयतास्य वपुषः । अथवा उपपन्नमेतदस्मिन् ऋषिभ्यो नातिभिन्ने राजनि । कुतः ।

> **अध्याक्रान्ता वसतिरमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये**
> **रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति ।**
> **अस्यापि द्यां स्पृशति वशिनश्चारणद्वन्द्वगीतः**
> **पुण्यःशब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः ॥१४॥**

द्वितीयः—गौतम, अयं स वलभित्सखो दुष्यन्तः ।

प्रथमः—अथ किम् ।

द्वितीयः—तेन हि ।

> **नेतच्चित्रं यदयमुदधिश्यामसीमां धरित्री-**
> **मेकः कृत्स्नां नगरपरिघप्रांशुबाहुर्भुनक्ति ।**
> **आशंसन्ते समितिषु सुरा वद्धवैरा हि दैत्यै-**
> **रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहुते च वज्रे ॥१५॥**

उभौ—(उपगम्य ।) विजयस्व राजन् ।

राजा—(आसनादुत्थाय ।) अभिवादये भवन्तौ ।

उभौ—स्वस्ति भवते । (इति फलान्युपहरतः ।)

राजा—(सप्रणामं परिगृह्य ।) आज्ञापयितुमिच्छामि ।

उभौ—विदितो भवानाश्रमसदामिहस्थः । तेन भवन्तं प्रार्थयन्ते ।

राजा—किमाज्ञापयन्ति ।

उभौ—तत्रभवतः कण्वस्य महर्षेरसांनिध्याद्रक्षांसि न इष्टिविघ्नमुत्पादयन्ति । तत्कतिपयरात्रं सारथिद्वितीयेन भवता सनाथीक्रियतामाश्रम इति ।

राजा—अनुगृहीतोऽस्मि ।

विदूषकः—(अपवार्य) एषेदानीमनुकूला तेऽभ्यर्थना । (एसा दाणिं अणुऊला दे अब्भत्थणा ।)

राजा—(स्मितं कृत्वा) रैवतक मद्वचनादुच्यतां सारथिः । सबाणासनं रथमुपस्थापयेति।

दौवारिकः—यद्देव आज्ञापयति । (इति निष्क्रान्तः ।) (जं देवो आणवेदि ।)

उभौ—(सहर्षम्)

> **अनुकारिणि पूर्वेषां युक्तरूपमिदं त्वयि ।**
> **आपन्नाभयसत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः ॥१६॥**

राजा—(सप्रणामम् ।) गच्छतां पुरो भवन्तौ । अहमप्यनुपदमागत एव ।

उभौ—विजयस्व । (इति निष्क्रान्तौ ।)

राजा—माधव्य, अप्यस्ति शकुन्तलादर्शने कुतूहलम् ।

विदूषकः—प्रथमं सपरिवाहमासीत् । इदानीं राक्षसवृत्तान्तेन बिन्दुरपि नावशेषितः। (पढमं सपरिवाहं आसि । दाणिं रक्खसवुत्तन्तेण बिन्दूवि णावसेसिदो ।)

राजा—मा भैषीः । ननु मत्समीपे वर्तिष्यसे ।

विदूषकः—एष राक्षसाद्रक्षितोऽस्मि । (एस रक्खसादो रक्खिदो ह्मि ।)

(प्रविश्य)

दौवारिकः—सज्जो रथो भर्तुर्विजयप्रस्थानमपेक्षते । एष पुनर्नगराद्देवीनामाज्ञप्तिहरः करभक आगतः । (सज्जो रधो भट्टिणो विजअप्पत्थाणं अवेक्खदि । एस उण णअरादो देवीणं आणत्तिहरओ करभओ आअदो ।)

राजा—(सादरम्) किमम्बाभिः प्रेषितः ।

दौवारिकः—अथ किम् । (अह इं ।)

राजा—ननु प्रवेश्यताम् ।

दौवारिकः—तथा । (इति निष्क्रम्य करभकेण सह प्रविश्य) एष भर्ता । उपसर्प। (तह । एसो भट्टा । उवसप्प ।)

करभकः—जयतु जयतु भर्ता । देव्याज्ञापयति । आगामिनि चतुर्थदिवसे प्रवृत्तपारणो मे उपवासो भविष्यति । तत्र दीर्घायुषावश्यं संभावनीयेति । (जेदु जेदु भट्टा । देवी आणवेदि । आआमिणि चउत्थदिअहे पउत्तपारणो मे उववासो भविस्सदि। तहिं दीहाउणा अवस्सं संभाविदव्व त्ति ।)

राजा—इतस्तपस्विकार्यम् । इतो गुरुजनाज्ञा । द्वयमप्यनतिक्रमणीयम् । किमत्र प्रतिविधेयम् ।

विदूषकः—त्रिशङ्कुरिवान्तरा तिष्ठ । (तिसङ्कू विअ अन्तरा चिट्ठ)

राजा—सत्यमाकुलीभूतोऽस्मि ।

> **कृत्ययोर्भिन्नदेशत्वाद् द्वैधीभवति मे मनः ।**
> **पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतोवहो यथा ॥१७॥**

(विचिन्त्य) सखे, त्वमम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीतः । अतो भवानितः प्रतिनिवृत्य तपस्विकार्यव्यग्रमानसं मामवेद्य तत्रभवतीनां पुत्रकृत्यमनुष्ठातुमर्हति ।

विदूषकः—न खलु मां रक्षोभीरुकं गणयसि । (ण क्खु मं रक्खोभीरुअं गणेसि।)

राजा—(सस्मितम् ।) कथमेतद्भवति संभाव्यते ।

विदूषकः—यथा राजानुजेन गन्तव्यं तथा गच्छामि । (जह राआणुएण गन्तव्व तह गच्छामि ।)

राजा—ननु तपोवनोपरोधः परिहरणीय इति सर्वानानुयात्रिकांस्त्वयैव सह प्रस्थापयामि ।

विदूषकः—(सगर्वम् ।) तेन हि युवराजोऽस्मीदानीं संवृत्तः । (तेण हि जुवराओ ह्मि दाणिं संवुत्तो ।)

राजा—(स्वगतम् ।) चपलोऽयं वटुः । कदाचिदस्मत्प्रार्थनामन्तःपुरेभ्यः कथयेत् । भवतु । एनमेवं वक्ष्ये । (विदूषकं हस्ते गृहीत्वा । प्रकाशम् ।) वयस्य ऋषिगौरवादाश्रमं गच्छामि । न खलु सत्यमेव तापसकन्यकायां ममाभिलाषः । पश्य ।

> **क्व वयं क्व परोक्षमन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः ।**
> **परिहासविजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः ॥१८॥**

विदूषकः—अथ किम् । (अहं इं ।)

(इति निष्क्रान्ताः सर्वे)

इति द्वितीयोऽङ्कः ।

तृतीयोऽङ्कः ।

(ततः प्रविशति कुशानादाय यजमानशिष्यः ।)

शिष्य—अहो महानुभावः पार्थिवो दुष्यन्तः । यत्प्रविष्टमात्र एवाश्रमं तत्रभवति निरुपद्रवाणि नः कर्माणि संवृत्तानि ।

का कथा बाणसंधाने ज्याशब्देनैव दूरतः ।
हुंकारेणेव धनुषः स हि विघ्नानपोहति ॥१॥

यावदिमान्वेदिसंस्तरणार्थं दर्भानृत्विग्भ्य उपहरामि । (परिक्रम्यावलोक्य च । आकाशे।) प्रियंवदे, कस्येदमुशीरानुलेपनं मृणालवन्ति च नलिनीपत्राणि नीयन्ते । (श्रुतिमभिनीय।) किं ब्रवीपि । आतपलङ्घनाद्बलवदस्वस्था शकुन्तला । तस्याः शरीरनिर्वापणायेति, प्रियंवदे तर्हि यत्नादुपचर्यताम् । सा खलु भगवत कण्वस्य कुलपतेरुच्छ्वसितम् । अहमपि तावद्वैतानिकं शान्त्युदकमस्यै गौतमीहस्ते विसर्जयिष्यामि ।

(इति निष्क्रान्तः ।)

। विष्कम्भकः ।

(ततः प्रविशति कामयमानावस्थो राजा ।)

राजा—(सचिन्तं निःश्वस्य ।)

जाने तपसो वीर्यं सा बाला परवतीति मे विदितम् ।
अलमस्मि ततो हृदयं तथापि नेदं निवर्तयितुम् ॥२॥

(मदनबाधा निरूप्य ।) भगवन्कुसुमायुध, त्वया चन्द्रमसा च विश्वसनी-याभ्यामतिसंधीयते कामिजनसार्थः । कुतः ।

तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो-
र्द्वयमिदमयथार्थं दृश्यते मद्विधेषु ।
विसृजति हिमगर्भैरग्निमिन्दुर्मयूखै-
स्त्वमपि कुसुमबाणान्वज्रसारीकरोषि ॥३॥

अथवा ।

अनिशमपि मकरकेतुर्मनसो रुजमावहन्नभिमतो मे ।
यदि मदिरायतनयनां तामधिकृत्य प्रहरतीति ॥४॥

(सखेदं परिक्रम्य ।) क्व नु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्यैरनुज्ञातः खिन्न मात्मानं विनोदयामि । (निःश्वस्य ।) किं नु खलु मे प्रियादर्शनादृते शरण मन्यत् । यावदेनामन्विष्यामि । (सूर्यमवलोक्य ।) इमामुग्रातपवेला प्रायेण लतावलयवत्सु मालिनीतीरेषु ससखीजना शकुन्तला गमयति । तत्रैव तावद्गच्छामि । (परिक्रम्य संस्पर्श सुख रूपयित्वा ।) अहो प्रवातसुभगोऽयमुद्देशः ।

शक्यमरविन्दसुरभिः कणवाही मालिनीतरङ्गाणाम् ।
अङ्गैरनङ्गतप्तैरविरलमालिङ्गितुं पवनः ॥५॥

(परिक्रम्यावलोक्य च ।) अस्मिन्वेतसपरिक्षिप्ते लतामण्डपे सनिहितया शकुन्तलया भवितव्यम् । तथा हि ।

अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्पश्चात् ।
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपङ्क्तिर्दृश्यतेऽभिनवा ॥६॥

यावद्विटपान्तरेणावलोकयामि । (परिक्रम्य तथा कृत्वा । सहर्षम् ।) अये, लब्धं नेत्रनिर्वाणम् । एषा मे मनोरथप्रियतमा सकुसुमास्तरणं शिलापट्टमधिशयाना सखीभ्यामन्वास्यते । भवतु । श्रोष्यास्यामां विस्रम्भकथितानि । (इति विलोकयन्स्थितः ।)

(ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तला ।)

सख्यौ—(उपवीज्य । सस्नेहम् ।) हला शकुन्तले अपि, सुखयति ते नलिनीपत्रवातः।
(हला सउन्दले, अवि सुहअदि दे णलिणीपत्तवादो ।)

शकुन्तला—किं वीजयतो मां सख्यौ । (किं वीअअन्ति मं सहीओ ।)

(सख्यौ विषादं नाटयित्वा परस्परमवलोक्यतः ।)

राजा—बलवदस्वस्थशरीरा शकुन्तला दृश्यते। (सवितर्कम् ।) तत्किमयमातपदोषः स्यादुत यथा मे मनसि वर्तते। (साभिलाषं निर्वर्ण्य ।) अथवा कृतं संदेहेन।

स्तनन्यस्तोशीरं प्रशिथिलमृणालैकवलयं
प्रियायाः साबाधं किमपि कमनीयं वपुरिदम्।
समस्तापः कामं मनसिजनिदाघप्रसरयो-
र्न तु ग्रीष्मस्यैवं सुभगमपराद्धं युवतिषु ॥७॥

प्रियंवदा—(जनान्तिकम्) अनसूये, तस्य राजर्षेः प्रथमदर्शनादारभ्यपर्युत्सुकेव शकुन्तला। किं नु खल्वस्यास्तन्निमित्तोऽयमातङ्को भवेत्। (अणसूए तस्य राएसिणो पढमदंसणादो आरहिअ पज्जुस्सुआ विअ सउन्दला प किंणु क्खु मे तण्णिमित्तो अअ आतङ्को भवे।)

अनसूया—सखि, ममापीदृश्याशङ्का हृदयस्य। भवतु। प्रक्ष्यामि तावदेनाम् : (प्रकाशम्।) सखि, प्रष्टव्यासि किमपि। बलवान्खल्लु ते संतापः। (सहि, ममवि ईदिसी आसङ्का हिअअस्स। होदु। पुच्छिस्सं दाव णं। सहि, पुच्छिदव्वासि किंपि। बलवं क्खु दे संदावो।)

शकुन्तला—(पूर्वार्धेन शयनादुत्थाय।) हला, किं वक्तुकामासि। (हला, किं वत्तुकामासि।)

अनसूया—हला, शकुन्तले अनभ्यन्तरे खल्वावां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य। किं तु यादृशीतिहासनिबन्धेषु कामयमानानामवस्था श्रूयते तादृशी तव पश्यामि। कथय। किंनिमित्तं ते संतापः। विकारं खलु परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य। (हला, सउन्दले, अणब्भन्तरा क्खु अम्हे, मदणगदस्स वुत्तन्तस्स। किंदु जादिसी इतिहासणिबन्धेसु कामअमाणाणं अवत्था सुणिअदि तादिसीं दे पेक्खामि। कहेहि किंणिमित्तं दे संदावो। बिआरं क्खु परमत्थदो अजाणिअ अणारम्भो पडिआरस्स।)

राजा—अनसूयामप्यनुगतो मदीयस्तर्कः। न हि स्वाभिप्रायेण मे दर्शनम्।

शकुन्तला—(आत्मगतम्।) बलवान्खलु मेऽभिनिवेशः। इदानीमपि सहसैतयोर्न शक्नोमि निवेदयितुम्। (बलव क्खु मे अहिणिवेसो। दाणि वि सहसा एदाणं ण सक्कणोमि णिवेदिदुं।)

प्रियंवदा—सखि शकुन्तले, सुष्ठु एषा भणति। किमात्मन आतङ्कमुपेक्षसे। अनुदिवसं खलु परिहीयसेऽङ्गैः। केवलं लावण्यमयी छाया त्वां न मुञ्चति।) (सहि सउन्दले

सुट्ठु एसा भणादि । किं अत्तणो आतङ्कं उवेक्खसि । अणुदिअहं क्खु परिहीअसि

अङ्गेहिं । केवलं लावण्णमई छाआ तुमं ण मुञ्चदि ।)

राजा—अवितथमाह प्रियंवदा । तथा हि ।

क्षामक्षामकपोलमाननमुरः काठिन्यमुक्तस्तनं

मध्यः क्लान्ततरः प्रकामविनतावंसौ छविः पाण्डुरा ।

शोच्या च प्रियदर्शना च मदनक्लिष्टेयमालक्ष्यते

पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी ॥८॥

शकुन्तला—सखि, कस्य वान्यस्य कथयिष्यामि । किंत्वायासयित्रीदानीं वां भविष्यामि। (सहि, कस्स वा अण्णस्स कहइस्सं । किन्दु आआसइत्तिआ दाणि वो भविस्सं ।)

उभे—अत एव खलु निर्बन्धः । स्निग्धजनसंविभक्तं हि दुःख सह्यवेदनं भवति । (अदो एव्व क्खु णिव्वन्धो । सिणिद्धजणसंविभत्तं हि दुक्ख मज्झवदण होदि ।)

राजा—

पृष्ठा जनेन **समदुःखसुखेन वाला**

नेयं न **वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम् ।**

दृष्टो विवृत्य **बहुशोऽप्यनया सतृष्ण-**

मत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि ॥९॥

शकुन्तला—सखि, यतःप्रभृति मम दर्शनपथमागतः स तपोवनरक्षिता राजर्षिः— (इत्यर्धोक्ते लज्जा नाटयति ।) (सहि, जदो पहुदि मम दंसणपह आअदो सो तपोवणरक्खिदा राएसी—)

उभे—कथयतु प्रियसखी । (कहेदु पिअसही ।)

शकुन्तला—तत आरभ्य तद्गतेनाभिलाषेणैतदवस्थास्मि संवृत्ता । (तदो आरहिअ तग्गदेण अहिलासेण एतदवत्थाम्हि संवुत्ता ।)

राजा—(सहर्षम्) **श्रुतं श्रोतव्यम्** ।

स्मर एव तापहेतुर्निर्वापयिता स एव मे जातः ।

दिवस इवाभ्रश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य ॥१०॥

शकुन्तला—तद्यदि वामनुमतं तथा वर्तेथां यथा तस्य राजर्षेरनुकम्पनीया भवामि । अन्यथावश्यं सिञ्चत मे तिलोदकम् । (तं जइ वो अणुमदं तह वट्टह जह तस्स राएसिणो अणुकम्पणिज्जा होमि । अण्णहा अवस्सं सिञ्चह मे तिलोदअं ।)

राजा—संशयच्छेदि वचनम् ।

प्रियंवदा—(जनान्तिकम् ।) अनसूये, दूरगतमन्मथाऽक्षमेयं कालहरणस्य । यस्मिन्बद्धभावैषा स ललामभूतः पौरवाणाम् । तद्युक्तमस्या अभिलाषोऽभिनन्दितुम्। (अणसूए दुरगअमम्महा अक्खमा इअं कालहरणस्स । जस्सिं बद्धभावा एसा सो ललामभूदो पोरवाणं । ता जुत्तं से अहिलासो अहिणन्दिदुं ।)

अनसूया—तथा यथा भणसि । (तह जह भणसि ।)

प्रियंवदा—(प्रकाशम् ।) सखि दिष्ट्यानुरूपस्तेऽभिनिवेशः । सागरमुज्झित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति । क इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तलतां पल्लवितां सहते । (सहि दिट्ठिआ अणुरूवो दे अहिणिवेसो । साअरं उज्झिअ कहिं वा महाणई ओदरइ । का दाणिं सहआरं अन्तरेण अदिमुत्तलदं पल्लविदं सहेदि ।)

राजा—किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशाङ्कलेखामनुवर्तेते ।

अनसूया—कः पुनरुपायो भवेद्येनाविलम्बितं निभृतं च सख्या मनोरथं संपादयाव.। (को उण उवाओ भवे जेण अविलम्बिअं णिहुअं अ सहीए मणोरहं संपादम्ह ।)

प्रियंवदा—निभृतमिति चिन्तनीयं भवेत् । शीघ्रमिति सुकरम् । (णिहुअं त्ति चिन्तणिज्ज भवे । सिग्धं त्ति सुअरं ।)

अनसूया—कथमिव । (कहं विअ ।)

प्रियंवदा—ननु स राजर्षिरस्यां स्निग्धदृष्ट्या सूचिताभिलाष एतान्दिवसान्प्र-जागरकृशो लक्ष्यते । (णं सो राएसी इमस्सिं सिणिद्धदिट्ठीए सूइदाहिलासो इमाइ दिअहाइं पजाअरकिसो लक्खीअदि ।)

राजा—सत्यमित्थंभूत एवास्मि । तथा हि ।

> **इदमशिशिरैरन्तस्तापाद्विवर्णमणीकृतं**
>
> **निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिरश्रुभिः ।**
>
> **अनभिलुलितज्याघाताङ्कं मुहुर्मणिबन्धना**
>
> **त्कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते ॥११॥**

प्रियंवदा—(विचिन्त्य ।) हला, मदनलेखोऽस्य क्रियताम् तं सुमनोगोपितं कृत्वा देवप्रसादस्यापदेशेन तस्य हस्तं प्रापयिष्यामि । (हला, मअणलेहो से करीअदु । तं सुमणोगोविदं करिअ देवप्पसादस्सावदेसेण से हत्थअं पावइस्सं ।)

अनसूया—रोचते मे सुकुमारः प्रयोगः किं वा शकुन्तला भणति । (रोअइ मे सुउमारो पओओ । किं वा सउन्दला भणादि ।)

शकुन्तला—किं नियोगो वां विकल्प्यते । (किं णिओओ वो विकप्पीअदि ।)

प्रियंवदा—तेन ह्यात्मन उपन्यासमपूर्वं चिन्तय तावत्किमपि ललितपदबन्धनम् । (तेण हि अत्तणो उवण्णासपुव्वं चिन्तेहि दाव किम्पि ललिअपदबन्धणं ।)

शकुन्तला—हला, चिन्तयाम्यहम् । अवधीरणाभीरुकं पुनर्वेपते मे हृदयम् । (हला, चिन्तेमि अहं । अवहीरणाभीरुअं पुणो वेवइ मे हिअअं ।)

राजा—(सहर्षम्)

> **अयं स ते तिष्ठति संगमोत्सुको**
> **विशङ्कसे भीरु यतोऽवधीरणाम् ।**
> **लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं**
> **श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत् ॥१२॥**

सख्यौ—अयि आत्मगुणावमानिनि, क इदानीं शरीरनिर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति । (अयि अत्तगुणावमाणिणि, को दाणिं सरीरणिव्वावइत्तिअं सारदिअं जोसिणिं पडन्तेण वारेदि ।)

शकुन्तला—(सस्मितम् ।) नियोजितेदानीमस्मि । (इत्युपविष्टा चिन्तयति ।) (णिओइआ दाणिं व्वम्हि ।)

राजा—स्थाने खलु विस्मृतनिमेषेण चक्षुषा प्रियामवलोकयामि । यतः ।

> **उन्नमितैकभ्रूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः ।**
> **कण्टकितेन प्रथयति मय्यनुरागं कपोलेन ॥१३॥**

शकुन्तला—हला, चिन्तितं मया गीतवस्तु । असंनिहितानि पुनर्लेखनसाधनानि । (हला, चिन्तिदं मए गीदवत्थु । असण्णिहिदाणि उण लेहणसाहणाणि ।)

प्रियंवदा—एतस्मिञ्शुकोदरसुकुमारे नलिनीपत्रे नखैर्निक्षिप्तवर्णं कुरु । (इमस्सिं सुओदरसुउमारे णलिणीपत्ते णहेहि णिक्खित्तवण्णं करेहि ।)

शकुन्तला—(यथोक्तं रूपयित्वा ।) हला, शृणुतमिदानीं संगतार्थं न वेति । (हला सुणुद दाणिं संगदत्थं ण वेत्ति ।)

उभे—अवहिते स्वः । (अवहिदे म्ह ।)

शकुन्तला—(वाचयति ।)

तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवाऽपि रात्रावपि ।
निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथाया अङ्गानि ॥१४॥

(तुज्झ ण आणे हिअअं ममं उण कामो दिवावि रत्तिम्मि ।
णिग्घिण तवइ बलीअं तुइ वुत्तमणोरहाइं अङ्गाइं ॥)

राजा—(सहसोपसृत्य ।)

तपति तनुगात्रि मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव ।
ग्लपयति यथा शशाङ्कं न तथा हि कुमुद्वतीं दिवसः ॥१५॥

सख्यौ—(विलोक्य सहर्षमुत्थाय ।) स्वागतमविलम्बिनो मनोरथस्य । (साअदं अविलम्बिणो मणोरहस्स ।)

(शकुन्तलाऽभ्युत्थातुमिच्छति ।)

राजा—अलमलमायासेन ।

संदष्टकुसुमशयनान्याशुक्लान्तविसभङ्गसुरभीणि ।
गुरुपरितापानि न ते गात्राण्युपचारमर्हन्ति ॥१६॥

अनसूया—इतः शिलातलैकदेशमलंकरोतु वयस्यः । (इदो सिलातलेक्कदेसं अलंकरेदु वअस्सो ।)

(राजोपविशति । शकुन्तला सलज्जा तिष्ठति ।)

प्रियंवदा—द्वयोरपि युवयोरन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः । सखीस्नेहः पुनर्मापुनरुक्तवादिनीं करोति । (दुवेणं पि वो अण्णोण्णाणुराओ पच्चक्खो । सहीसिणेहो उण मं पुणरुत्तवादिणिं करेदि ।)

राजा—भद्रे नैतत्परिहार्यम् । विवक्षितं ह्यनुक्तमनुतापं जनयति ।

प्रियंवदा—आपन्नस्य विषयनिवासिनो जनस्यार्तिहरेण राज्ञा भवितव्यमित्येष वो धर्मः । (आवण्णस्स विसअणिवासिणो जणस्स अत्तिहरेण रण्णा होदव्वं त्ति एसो वो धम्मो ।)

राजा—नास्मात्परम् ।

प्रियंवदा—तेन हीयमावयोः प्रियसखी त्वामुद्दिश्येदमवस्थान्तरं भगवता मदनेनारोपिता । तदर्हस्यभ्युपपत्त्या जीवितमस्या अवलम्बितुम् । (तेण हि इअं णो पिअसही तुमं उद्दिसिअ इमं अवत्थन्तरं भअवता मअणेण आरोविदा । ता अरुहसि अब्भुववत्तीए जीविदं से अवलम्बिदुं ।)

राजा—भद्रे साधारणोऽयं प्रणयः । सर्वथानुगृहीतोऽस्मि ।

शकुन्तला—(प्रियंवदामवलोक्य ।) हला, किमन्तःपुरविरहपर्युत्सुकस्य राजर्षेरुपरोधेन । (हला, किं अन्तेउरविरहपज्जुस्सुअस्स राएसिणो उवरोहेण ।)

राजा—सुन्दरि ।

> इदमनन्यपरायणमन्यथा हृदयसंनिहिते हृदयं मम ॥
> यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदनबाणहतोऽस्मि हतः पुनः ॥१७॥

अनसूया—वयस्य, बहुवल्लभाः राजानः श्रूयन्ते । यथा नौ प्रियसखी बन्धुजनशोचनीया न भवति तथा निर्वाहय । (वअस्स, बहुवल्लहा राआणो सुणीअन्ति । जह णो पिअसही बन्धुअणसोअणिज्जा ण होई तह णिव्वाहेहि ।)

राजा—भद्रे किं बहुना ।

> परिग्रहबहुत्वेऽपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे ।
> समुद्ररसना चोर्वी सखी च युवयोरियम् ॥१८॥

उभे—निर्वृते स्वः । (णिव्वुद म्ह ।)

प्रियंवदा—(सदृष्टिक्षेपम् ।) अनसूये एष इतोदत्तदृष्टिरुत्सुको मृगपोतको मातरमन्विष्यति । एहि । संयोजयाव एनम् । (इत्युभे प्रस्थिते ।) (अणसुए, एसो इदोदिण्णदिठ्ठी उस्सुओ मिअपोदओ मादरं अण्णेसदि । एहि । संजोएम णं।)

शकुन्तला—हला, अशरणास्मि । अन्यतरा युवयोरागच्छतु । (हला, असरण ह्मि । अण्णदरा वो आअच्छदु ।)

उभे—पृथिव्या यः शरणं स तव समीपे वर्तते । (इति निष्क्रान्ते ।)

(पुहवीए जो सरणं सो तुह समीवे वट्टइ ।)

शकुन्तला—कथम् गते एव । (कहं गदाओ एव्व ।)

राजा—अलमावेगेन । नन्वयमाराधयिता जनस्तवः समीपे वर्तते ।

किं शीतलैः क्लमविनोदिभिरार्द्रवातान्
संचारयामि नलिनीदलतालवृन्तैः ।
अङ्के निधाय करभोरु यथासुखं ते
संवाहयामि चरणावुत पद्मताम्रौ ॥१९॥

शकुन्तला—न माननीयेष्वात्मानमपराधयिष्यामि । (इत्युत्थाय गन्तुमिच्छति ।) (ण माणणीएसुं अत्ताणं अवराहइस्सं ।)

राजा—सुन्दरि, अनिर्वाणो दिवसः इयं च ते शरीरावस्था ।

उत्सृज्य कुसुमशयनं नलिनीदलकल्पितस्तनावरणम् ।
कथमातपे गमिष्यसि परिबाधापेलवैरङ्गैः ॥२०॥

(इति बलादेनां निवर्तयति ।)

शकुन्तला—पौरव, रक्ष विनयम् । मदनसंतप्तापि न खल्वात्मनः प्रभवामि । (पोरव, रक्ख विणअं । मअणसंतत्तावि ण हु अत्तणो पहवामि ।)

राजा—भीरु, अलं गुरुजनभयेन । दृष्ट्वा ते विदितधर्मा तत्रभवान्नात्र दोषं ग्रहीष्यति कुलपतिः । पश्य ।

गान्धर्वेण विवाहेन बह्व्यो राजर्षिकन्यकाः ।
श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चाभिनन्दिताः ॥२१॥

शकुन्तला—मुञ्च तावन्माम् । भूयोऽपि सखीजनमनुमानयिष्ये । (मुञ्च दाव मं भूओ वि सहीजणं अणुमाणइस्सं ।)

राजा—भवतु । मोक्ष्यामि ।

शकुन्तला—कदा । (कदा ।)

राजा—

अपरिक्षतकोमलस्य यावत् कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन ।
अधरस्य पिपासता मया ते सदयं सुन्दरि गृह्यते रसोऽस्य ॥२२॥

(इति मुखमस्याः समुन्नमयितुमिच्छति । शकुन्तला परिहरति नाट्येन ।)

(नेपथ्ये)

चक्रवाकवधुके आमन्त्रयस्व सहचरम् । उपस्थिता रजनी । (चक्कवाकवहुए आमन्तेहि सहअरं । उवट्ठिआ रअणी ।)

शकुन्तला—(ससंभ्रमम् ।) पौरव असंशयं मम शरीरवृत्तान्तोपलम्भायार्या गौतमीत एवा गच्छति । तद्विटपान्तरितो भव । (पोरव असंसअं मम सरीरवुत्तन्तोवलम्भस्स अज्जा गोदमी इदो एव्व आअच्छदि । ता विडवन्तरिदो होहि ।)

राजा—तथा । (इत्यात्मानमावृत्य तिष्ठति ।)

(ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यौ च ।)

सख्यौ—इत इत आर्या गौतमी । (इदो इदो अज्जा गोदमी ।)

गौतमी—(शकुन्तलामुपेत्य ।) जाते, अपि लघुसंतापानि तेऽङ्गानि । (जादे, अवि लहुसंदावाइं दे अङ्गाइं ।)

शकुन्तला—आर्ये, अस्ति मे विशेषः । (अज्जे, अत्थि मे विसेसो ।)

गौतमी—अनेन दर्भोदकेन निराबाधमेव ते शरीरं भविष्यति । (शिरसि शकुन्तलामभ्युक्ष्य ।) वत्से, परिणतो दिवसः । एहि उटजमेव गच्छामः । (इमिणा दब्भोदएण णिराबाधं एव्व दे सरीरं भविस्सदि । वच्छे, परिणदो दिअहो । एहि उडजं एव्व गच्छह्म ।) (इति प्रस्थिताः ।)

शकुन्तला—(आत्मगतम् ।) हृदय, प्रथममेव सुखोपनते मनोरथे कातरभाव न मुञ्चसि । सानुशयविघटितस्य कथं ते सांप्रतं संतापः । (पदान्तरे स्थित्वा । प्रकाशम् ।) लतावलय संतापहारक, आमन्त्रये त्वां भूयोऽपि परिभोगाय । (इति दुःखेन निष्क्रान्ता शकुन्तला सहेतराभिः ।) (हिअअ, पढमं एव्व सुहोवणदे मणोरहे कादरभावं ण मुञ्चसि । साणुसअविहडिअस्स कहं दे संपदं संदावो । लदावलअ संदावहारअ आमन्तेमि तुमं भूओ वि परिभोअस्स ।)

राजा—(पूर्वस्थानमुपेत्य । सनिःश्वासम् ।) अहो विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थसिद्धयः । मया हि ।

मुहुरङ्गुलिसंवृताधरोष्ठं प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामम् ।
मुखमंसविवर्ति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥२३॥

क्व नु खलु संप्रति गच्छामि । अथ वा इहैव प्रियापरिभुक्तमुक्ते लतावलये मुहूर्तं स्थास्यामि । (सर्वतोऽवलोक्य ।)

तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्या शिलायामियं
क्लान्तो मन्मथलेख एष नलिनीपत्रे नखैरर्पितः ।
हस्ताद्भ्रष्टमिदं बिसाभरणमित्यासज्यमानेक्षणो
निर्गन्तुं सहसा न वेतसगृहाच्छक्नोमि शून्यादपि ॥२४॥

(आकाशे) राजन्—

सायंतने सवनकर्मणि संप्रवृत्ते
वेदिं हुताशनवतीं परितः प्रयस्ताः ।
छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधानाः
संध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम् ॥२५॥

राजा—अयमहमागच्छामि । (इति निष्क्रान्तः ।)

इति तृतीयोऽङ्कः ।

चतुर्थोऽङ्कः ।

(ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाटयन्त्यौ सख्यौ ।)

अनसूया—हला प्रियंवदे, यद्यपि गान्धर्वेण विधिना निर्वृत्तकल्याणा शकुन्तलाऽनुरूपभर्तृगामिनी संवृत्तेति निर्वृतं मे हृदयं, तथाप्येतावच्चिन्तनीयम् । (हला पिअंवदे, जइ वि गन्धव्वेण विवाहविहिणा णिव्वुत्तकल्लाणा सउन्दला अणुरूवभत्तुगामिणी संवुत्तेत्ति णिव्वुदं मे हिअअं तह वि एत्तिअं चिन्तणिज्जं ।)

प्रियंवदा—कथमिव । (कहं विअ ।)

अनसूया—अद्य स राजर्षिरिष्टिं परिसमाप्यऋर्षिभिर्विसर्जित आत्मनो नगरं प्रविश्यान्तःपुरसमागत इतोगतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति । (अज्ज सो राएसी इट्ठिं परिसमाविअ इसीहिं विसज्जिओ अत्तणो णअरं पविसिअ अन्तेउरसमागदो इदोगदं वुत्तन्तं सुमरदि वा ण वेति ।)

प्रियंवदा—विस्रब्धा भव । न तादृशा आकृतिविशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति । किन्तु तात इदानीमिमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यत इति । (वीसद्धा होहि । ण तादिसा आकिदिविसेसा गुणविरोहिणो होन्ति । किंदु तादो दाणिं इमं वुत्तन्तं सुणिअ ण आणे किं पडिवज्जिस्सदि त्ति ।)

अनसूया—यथाहं पश्यामि, तथा तस्यानुमतं भवेत् । (जह अहं देक्खामि, तह तस्स अणुमदं भवे ।)

प्रियंवदा—कथमिव । (कहं विअ ।)

अनसूया—गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययं तातस्य तावत्प्रथमः संकल्पः । तं यदि दैवमेव संपादयति नन्वप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः । (गुणवदे कण्णआ पडिवादणिज्जेत्ति अअं दाव पढमो संकप्पो । तं जइ देव्वं एव्व संपादेदि णं अप्पआसेण किदत्थो गुरुअणो।)

प्रियंवदा—(पुष्पभाजनं विलोक्य ।) सखि, अवचितानि बलिकर्मपर्याप्तानि कुसुमानि। (सहि अवइदाइं बलिकम्मपज्जत्ताइं कुसुमाइं ।)

अनसूया—ननु सख्याः शकुन्तलायाः सौभाग्यदेवतार्चनीया । (णं सहीए सउन्दलाए सोहाग्गदेवआ अच्चणीआ ।)

प्रियंवदा—(युज्यते । (जुज्जदि ।)

(इति तदेव कर्माभिनयतः ।)

(नेपथ्ये ।)

अयमहं भोः ।

अनसूया—(कर्णं दत्वा ।) सखि अतिथीनामिव निवेदितम् । (सहि अदिधीणं विअ णिवेदिदं ।)

प्रियंवदा—ननूटजसंनिहिता शकुन्तला । (णं उडजसण्णिहिदा सउन्दला ।)

अनसूया—अद्य पुनर्हृदयेनासंनिहिता । अलमेतावद्भिः कुसुमैः । (अज्ज उण हिअएण असण्णिहिदा । अलं एत्तिएहिं कुसुमेहिं ।)

(इति प्रस्थिते ।)

(नेपथ्ये ।)

आः अतिथिपरिभाविनि—

विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा
तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् ।
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि स-
न्कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥१॥

प्रियंवदा—हा धिक् हा धिक् । अप्रियमेव संवृत्तम् । कस्मिन्नपि पूजार्हेऽपराद्धा शून्यहृदया शकुन्तला । (पुरोऽवलोक्य ।) न खलु यस्मिन्कस्मिन्नपि । एष दुर्वासाः

सुलभकोपो महर्षिः । तथा शप्त्वा वेगबलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः । (हद्धी हद्धी । अप्पिअं एव्व संवुत्तं । कस्सिं पि पूआरुहे अवरद्धा सुण्णहिअआ सउन्दला । ण हु जस्सिं कस्सिं पि । एसो दुव्वासो सुलहकोवो महेसी । तह सविअ वेअबलुप्फुल्लाए दुव्वाराए गईए पडिणिवुत्तो ।)

अनसूया—कोऽन्यो हुतवहाद्दग्धुं प्रभवति । गच्छ । पादयोः प्रणम्य निवर्तयैनं यावदहमर्घोदकमुपकल्पयामि । (को अण्णो हुदवहादो दहिदुं पहवदि । गच्छ । पादेसु पणमिअ णिवत्तेहि णं जाव अहं अग्घोदअं उवकप्पेमि ।)

प्रियंवदा—तथा । (इति निष्क्रान्ता ।) (तह ।)

अनसूया—(पदान्तरे स्खलितं निरूप्य ।) अहो आवेगस्खलितया गत्या प्रभ्रष्टं ममाग्रहस्तात्पुष्पभाजनम् । (इति पुष्पोच्चयं रूपयति ।) (अम्मो आवेअक्खलिदाए गईए पब्भट्ट मे अग्गहत्थादो पुप्फभाअणं ।)

(प्रविश्य ।)

प्रियंवदा—सखि प्रकृतिवक्रः स कस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति । किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः । (सहि पकिदिवक्को सो कस्स अणुणअं पडिगेण्हदि । किं वि उण साणुक्कोसो किदो ।)

अनसूया—(सस्मितम् ।) तस्मिन्बह्वेतदपि । कथय । (तस्सिं बहु एदं पि । कहेहि ।)

प्रियंवदा—यदा निवर्तितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया । भगवन् प्रथम इति प्रेक्ष्याविज्ञाततपःप्रभावस्यदुहितृजनस्य भगवतैकोऽपराधो मर्षयितव्य इति । (जदा णिवत्तिदुं ण इच्छदि तदा विण्णविदो मए । भअवं पढमं त्ति पेक्खिअं अविण्णादतवप्पहावस्स दुहिदुजणस्स भअवदा एक्को अवराहो मरिसिदव्वो त्ति ।)

अनसूया—ततस्ततः । (तदो तदो ।)

प्रियंवदा—ततो न मे वचनमन्यथाभवितुमर्हति किं त्वभिज्ञानाभरणदर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति मन्त्रयमाण एवान्तर्हितः । (तदो ण मे वअणं अण्णहाभविदुं अरिहदि किंदु अहिण्णाणाभरणदंसणे-सावो णिवत्तिस्सादित्ति मन्तअन्तो एव्व अन्तरिहिदो ।)

अनसूया—शक्यमिदानीमाश्वसितुम् । अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेयाङ्कितमङ्गुलीयकं स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम् । तस्मिन्स्वाधीनोपाया शकुन्तला भविष्यति । (सक्कं दाणिं अस्ससिदुं । अत्थि तेण राएसिणा संपत्थिदेण

सणामहेअङ्किअं अङ्गुलीअअं सुमरणअिन्ति सअं पिणद्धं । तस्सिं साह्नीणोवाआ सउन्दला भविस्सदि ।)

प्रियंवदा—सखि एहि । देवकार्यं तावदस्या निर्वर्तयावः । (सहि एहि । देवकज्जं दाव से णिव्वत्तेम्ह ।)

(इति परिक्रामतः ।)

प्रियंवदा—(विलोक्य ।) अनसूये पश्य तावत् । वामहस्तोपहितवदनाऽऽलिखितेव प्रियसखी । भर्तृगतया चिन्तयात्मानमपि नैषा विभावयति । किं पुनरागन्तुकम् । (अणसूए पेक्ख दाव । वामहत्थोवहिदवअणा आलिहिदा विअ पिअसही । भत्तुगदाए चिन्ताए अत्ताणं पि ण एसा विभावेदि । किं उण आअन्तुअं ।)

अनसूया—प्रियंवदे द्वयोरेव नौ मुखे एष वृतान्तस्तिष्ठतु । रक्षितव्या खलु प्रकृतिपेलवा प्रियसखी । (पिअंवदे दुवेण एव्व णो मुहे एसो वुत्तन्तो चिट्ठदु । रक्खिदव्वा क्खु पकिदिपेलवा पिअसही ।)

प्रियंवदा—को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति । (को णाम उण्होदएण णोमालिअं सिञ्चेदि ।)

(इति निष्क्रान्ते ।)

विष्कम्भकः ।

(ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः)

शिष्यः—वेलोपलक्षणार्थमादिष्टोऽस्मि तत्रभवता प्रवासादुपावृत्तेन काश्यपेन । प्रकाशं निर्गतस्तावदवलोकयामि कियदवशिष्टं रजन्या इति । (परिक्रम्यावलोक्य च ।) हन्त प्रभातम् । तथा हि ।

यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीना-
माविष्कृतारुणपुरःसर एकतोऽर्कः ।
तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥२॥

अपि च ।

अन्तर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती मे
दृष्टिं न नन्दयति संस्मरणीयशोभा ।
इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य
दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहानि ॥३॥

(प्रविश्यापटीक्षेपेण ।)

अनसूया—यद्यपि नाम विषयपराङ्मुखस्य जनस्यैतन्न विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलायामनार्यमाचरितम् । (जइ वि णाम विसअपरम्मुहस्स जणस्स एदं ण विदिअं तह वि तेण रण्णा सउन्दलाए अणज्जं आअरिदं ।)

शिष्यः—यावदुपस्थितां होमवेलां गुरवे निवेदयामि । (इति निष्क्रान्तः ।)

अनसूया—प्रतिबुद्धापि किं करिष्यामि । न मे उचितेष्वपि निजकरणीयेषु हस्तपादं प्रसरति । काम इदानीं सकामो भवतु येनासत्यसंधे जने शुन्यहृदया सखी पदं कारिता । अथवा दुर्वासःशाप एष विकारयति । अन्यथा कथं स राजर्षिस्तादृशानि मन्त्रयित्वैतावतः कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति । तदितोऽभिज्ञानमङ्गुलीयकं तस्य विसृजावः । दुःखशीले तपस्विजने कोऽभ्यर्थ्यताम् । ननु सखीगामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि प्रवासप्रतिनिवृत्तस्य तातकाश्यपस्य दुष्यन्तपरिणीतामापन्नसत्वां शकुन्तलां निवेदयितुम् । इत्थंगतेऽस्माभिः । किं करणीयम्। (पडिबुद्धा वि किं करिस्सं । ण मे उइदेसु वि णिअकरणिज्जेसु हत्थपाआ पसरन्ति। कामो दाणिं सकामो होदु जेण असच्चसंधे जणे सुध्धहिअआ सही पदं कारिदा । अह वा दुव्वाससावो एसो विआरेदि । अण्णहा कहं सो राएसी तारिसाणि मन्तिअ एत्तिअस्सं कालस्स लेहमेत्तं पि ण विसज्जेदि । ता इदो अहिण्णाणं अङ्गुलीअअं तस्स विसज्जेम । दुक्खसीले तवस्सिजणे को अब्भत्थीअदु । णं सहीगामी दोसो त्ति व्ववसिदा वि ण पारेमि पवासपडिणिउत्तस्स तादकस्सवस्स दुस्सन्तपरिणीदं आवण्णसत्तं सउन्दलं णिवेदिदुं । इत्थंगदे अम्हेहि किं करणिज्जं ।)

(प्रविश्य ।)

प्रियंवदा—(सहर्षम् ।) सखि त्वरस्व त्वरस्व शकुन्तलायाः प्रस्थानकौतुकं निवर्तयितुम्। (सहि तुवर तुवर सउन्दलाए पत्थाणकोदुअं णिव्वत्तिदुं ।)

अनसूया—सखि कथमेतत् । (सहि कहं एदं ।)

प्रियंवदा—शृणु । इदानीं सुखशयितपृच्छिका शकुन्तलासकाशं गतास्मि । (सुणाहि । दाणिं सुहसइदपुच्छिआ सउन्दलासआसं गदम्हि ।)

अनसूया—ततस्ततः । (तदो तदो ।)

प्रियंवदा—तावदेनां लज्जावनतमुखी परिष्वज्य तातकाश्यपेनैवमभिनन्दितम् । दिष्ट्या धूमाकुलितदृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता । वत्से सुशिष्यपरिदत्ता

विधवाशोचनीयासि संवृत्ता । अद्येव ऋषिरक्षितां त्वां भर्तुःसकाशं विसर्जयामीति। (ताव एणं लज्जावणदमुहिं परिस्सजिअ तादकस्सवेण एव्वं अहिणन्दिदं । दिट्ठिआ धूमाउलिददिट्ठिण्णो वि जअमाणस्स पावए एव्व आहुदी पडिदा । वच्छे सुसिस्सपरिदिण्णा विज्जा विअ असोअणिज्जासि संवुत्ता । अज्ज एव्व इसिरक्खिदं तुमं भत्तुणो सआसं विसज्जेमित्ति ।)

अनसूया—अथ केन सूचितस्तातकाश्यपस्य वृत्तान्तः । (अह केण सूइदो तादकस्सवस्स वुत्तन्तो ।)

प्रियंवदा—अग्निशरणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छन्दोमय्या वाण्या । (अग्गिसरणं पविट्ठस्स सरीरं विणा छन्दोमईए वाणिआए ।)

अनसूया—(सविस्मयम् ।) कथमिव । (कहं विअ ।)

प्रियंवदा—(संस्कृतमाश्रित्य ।)

दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः ।
अवेहि तनयां ब्रह्मन्नग्निगर्भां शमीमिव ॥४॥

अनसूया—(प्रियंवदामाश्लिष्य ।) सखि प्रियं मे । किंत्वद्यैव शकुन्तला नीयत इत्युत्कण्ठासाधारणं परितोषमनुभवामि । (सहि पिअं मे । किंदु अज्ज एव्व सउन्दला णीअदित्ति उक्कण्ठासाहारणं परितोसं अणुहोमि ।)

प्रियंवदा—सखि आवां तावदुत्कण्ठां विनोदयिष्यावः । सा तपस्विनी निर्वृता भवतु। (सहि वअं दाव उक्कण्ठं विणोदइस्सामो । सा तवस्सिणी णिव्वुदा होदु ।)

अनसूया—तेन ह्येतस्मिंश्चूतशाखावलम्बिते नालिकेरसमुद्गक एतन्निमित्तमेव कालान्तरक्षमा निक्षिप्ता मया केसरमालिका । तदिमां हस्तसंनिहितां कुरु । यावदहमपि तस्यै मृगरोचनां तीर्थमृत्तिकां दूर्वाकिसलयानीति मङ्गलसमालम्भनानि विरचयामि । (तेण हि एदस्सिं चूदसाहावलम्बिदे णारिएरसमुग्गए एत्तणिमित्तं एव्व कालन्तरक्खमा णिक्खित्ता मए केसरमालिआ । ता इमं हत्थसण्णिहिदं करेहि। जाव अहंपि से मिअलोअणं तित्थमित्तिअं दुव्वाकिसलआणित्ति मङ्गलसमालम्भणाणि विरएमि ।)

प्रियंवदा—तथा क्रियताम् । (तह करीअदु ।)

(अनसूया निष्क्रान्ता । प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति ।)

(नेपथ्ये ।)

गौतमी आदिश्यन्तां शार्ङ्गरवमिश्राः शकुन्तलानयनाय ।

प्रियंवदा–(कर्णे दत्वा ।) अनसूये त्वरस्व त्वरस्व । एते खलु हस्तिनापुरगामिन ऋषयः शब्दाय्यन्ते । (अणसूए तुवर तुवर । एदे क्खु हत्थिणाउरगामिणो इसीओ सद्दावीअन्ति ।

(प्रविश्य समालम्भनहस्ता ।)

अनसूया–सखि एहि । गच्छावः । (सहि एहि । गच्छम्ह ।)

(इति परिक्रामतः ।)

प्रियंवदा–(विलोक्य ।) एषा सूर्योदय एव शिखामज्जिता प्रतीष्टनीवारहस्ताभिः स्वस्तिवाचनिकाभिस्तापसीभिरभिनन्द्यमाना शकुन्तला तिष्ठति । उपसर्पाव एनाम्। (एसा सुज्जोदए एव्व सिहामज्जिदा पडिच्छिदणीवारहत्थाहिं सोत्थिवअणिकाहिं तावसीहिं अहिणन्दीअमाणा सउन्दला चिट्ठइ । उवसप्पम्ह णं ।)

(इत्युपसर्पतः ।)

(ततः प्रविशति यथोद्दिष्टव्यापारा आसनस्था शकुन्तला ।)

तापसीनामन्यतमा–(शकुन्तलां प्रति ।) जाते भर्तुर्बहुमानसूचकं महादेवीशब्दं लभस्व। (जादे भत्तुणो बहुमाणसूअअं महादेईसद्दं लहेहि ।)

द्वितीया–वत्से वीरप्रसविनी भव । (वच्छे वीरप्पसविणी होहि ।)

तृतीया–वत्से भर्तुर्बहुमता भव । (वच्छे भत्तुणो बहुमदा होहि ।)

(इत्याशिषो दत्वा गौतमीवर्जं निष्क्रान्ताः ।)

सख्यौ–(अपसृत्य ।) सखि सुखमज्जनं ते भवतु । (सहि सुहमज्जणं दे होदु ।)

शकुन्तला–स्वागतं मे सख्योः । इतो निषीदतम् । (साअदं मे सहीणं । इदो णिसीदह ।)

उभे–(मङ्गलपात्राण्यादाय । उपविश्य ।) हला सज्जा भव । यावत्ते मङ्गलसमालम्भनं विरचयावः । (हला सज्जा होहि । जाव दे मङ्गलसमालम्भणं विरएम ।)

शकुन्तला–इदमपि बहु मन्तव्यम् । दुर्लभमिदानीं मे सखीमण्डनं भविष्यति । (इति बाष्पं विसृजति ।) (इदं पि बहु मन्तव्वं । दुल्लहं दाणि मे सहीमण्डणं भविस्सदि ।)

उभे–सखि उचितं न ते मङ्गलकाले रोदितुम् । (इत्यश्रूणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसाधयतः।) (सहि उइअं ण दे मङ्गलकाले रोइदुं ।)

प्रियंवदा–आभरणोचितं रूपमाश्रमसुलभैः प्रसाधनैर्विप्रकार्यते । (आहरणोइदं रूपं अस्समसुलहेहिं पसाहणेहिं विप्पआरीअदि ।)

(प्रविश्योपायनहस्तावृषिकुमारकौ ।)

उभौ—इदमलंकरणम् । अलंक्रियतामत्रभवती ।

(सर्वा विलोक्य विस्मिताः ।)

गौतमी—वत्स नारद कुत एतत् । (वच्छ णारअ कुदो एदं ।)

प्रथमः—तातकाश्यपप्रभावात् ।

गौतमी—किं मानसी सिद्धिः । (किं माणसी सिद्धी ।)

द्वितीयः—न खलु । श्रूयताम् । तत्रभवता वयमाज्ञप्ताः शकुन्तलाहेतोर्वनस्पतिभ्यः कुसुमान्याहरतेति । तत इदानीं

क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं
निष्ठ्युतश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित् ।
अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितै-
र्दत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः ॥५॥

प्रियंवदा—(शकुन्तलां विलोक्य ।) हला अनयाभ्युपपत्त्या सूचिता ते भर्तुर्गेहेऽनुभवितव्या राजलक्ष्मीः । (हला इमाए अब्भुववत्तीए सुइआ दे भत्तुणो गेहे अणुहोदव्वा राअलच्छि ।)

(शकुन्तला व्रीडां रूपयति ।)

प्रथमः—गौतम इह्येहि । अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पतिसेवां निवेदयावः ।

द्वितीयः—तथा ।

(इति निष्क्रान्तौ ।)

सख्यौ—अये अनुपयुक्तभूषणोऽयं जनः । चित्रकर्मपरिचयेनाङ्गेषु त आभरणविनियोगं कुर्वः । (अए अणुवजुत्तभूसणो अअं जणो । चित्तकम्मपरिअएण अङ्गेसु दे आहरणविणिओअं करेम्ह ।)

शकुन्तला—जाने वां नैपुणम् । (जाणे वो णेउणं ।)

(उभे नाट्येनालंकुरुतः ।)

(ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णः काश्यपः ।)

काश्यप—

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया
कण्ठःस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम् ।

वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः
पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनयाविश्लेषदुःखैर्नवैः ॥६॥

(इति परिक्रामति ।)

सख्यौ—हला शकुन्तले अवसितमण्डनासि । परिधत्स्व सांप्रतं क्षौमयुगलम् । (हला सउन्दले अवसिदमण्डणासि । परिधेहि संपदं खोमजुअलं ।)

(शकुन्तलोत्थाय परिधत्ते ।)

गौतमी—जाते एष ते आनन्दपरिवाहिणा चक्षुषा परिष्वजमान इव गुरुरुपस्थितः। आचारं तावत्प्रतिपद्यस्व । (जादे एसो दे आणन्दपरिवाहिणा चक्खुणा परिस्सजन्तो विअ गुरु उवठ्ठिदो । आआरं दाव पडिवज्जस्स ।)

शकुन्तला—(सव्रीडम् ।) तात वन्दे । (ताद वन्दामि ।)

काश्यप—वत्से ।

ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव ।
सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पुरुमवाप्नुहि ॥७॥

गौतमी—भगवान् वरः खल्वेष । नाशीः । (भवअं वरो क्खु एसो । ण आसिसा ।)

काश्यप—वत्से इतः सद्यो हुताग्नीन्प्रदक्षिणीकुरुष्व ।

(सर्वे परिक्रामन्ति ।)

काश्यप—(ऋक्छन्दसाऽऽशास्ते ।)

अमी वेदिं परितः क्लृप्तधिष्ण्याः
समिद्वन्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः ।
अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धै-
र्वैतानास्त्वां वह्नयः पावयंतु ॥८॥

प्रतिष्ठस्वेदानीम् । (सदृष्टिक्षेपम् ।) क्व ते शार्ङ्गरवमिश्राः ।

(प्रविश्य ।)

शिष्यः—भगवन् । इमे स्मः ।

काश्यप—भगिन्यास्ते मार्गमादेशय ।

शार्ङ्गरवः—इत इतो भवती ।

(सर्वे परिक्रामन्ति ।)

काश्यपः—भो भोः संनिहितास्तपोवनतरवः ।

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् ।
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् ॥९॥

(कोकिलरवं सूचयित्वा)

अनुमतगमना शकुन्तला· तरुभिरियं वनवासबन्धुभिः ।
परभृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरीदृशम् ॥१०॥

(आकाशे ।)

रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः सरोभि-
श्छायाद्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापः ।
भुयात्कुशेशयरजोमृदुरेणुरस्याः
शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः ॥११॥

(सर्वे सविस्मयमाकर्णयन्ति ।)

गौतमी—जाते ज्ञातिजनस्निग्धाभिरनुज्ञातगमनासि तपोवनदेवताभिः । प्रणम भगवतीः । (जादे णादिजणसिणिद्धाहिं अणुण्णादगमणासि तवोवणदेवदाहिं । पणम भअवदीणं ।)

शकुन्तला—(सप्रणामं परिक्रम्य । जनान्तिकम् ।) हला प्रियंवदे आर्यपुत्रदर्शनोत्सुकाया अप्याश्रमपदं परित्यजन्त्या दुःखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तेते । (हला पिअंवदे अज्जउत्तदंसणुस्सुआए वि अस्समपदं परिच्चअन्तीए दुक्खेण मे चलणा पुरदो पवट्ठन्ति ।)

प्रियंवदा—न केवलं तपोवनविरहकातरा सख्येव । त्वयोपस्थितवियोगस्य तपोवनस्यापि तावत्समवस्था दृश्यते ।

उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनर्तना मयूराः ।
अपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः ॥१२॥

(ण केवलं तवोवणविरहकादरा सही एव्व । तुए उवट्ठिदविओअस्स तओवणस्स वि दाव समवत्था दीसइ ।)

उग्गलिअदब्भकवला मिआ परिच्चत्तणच्चणा मोरा ।
ओसरिअपण्डुपत्ता मुअन्ति अस्सू विअ लदाओ ॥

शकुन्तला—(स्मृत्वा ।) तात लताभगिनीं वनज्योत्स्नां तावदामन्त्रयिष्ये । (ताद लताबहिणिअं वणजोसिणिं दाव आमन्तइस्सं ।)

काश्यपः—अवैमि ते तस्यां सोदर्यास्नेहम् । इयं तावद्दक्षिणेन ।

शकुन्तला—(उपेत्य लतामालिङ्ग्य ।) वनज्योत्स्ने चुतसंगतापि मां प्रत्यालिङ्गेतोगताभिः शाखाबाहाभिः । अद्यप्रभृति दुरपरिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि। (वण जोसिणि चुदसंगता वि मं पच्चालिङ्ग इदोगदाहिं साहाबाहाहिं । अज्जप्पहुदि दुरपरिवत्तिणी दे क्खु भविस्सं ।)

काश्यपः—

> **संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे**
> **भर्अरिमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वम् ।**
> **चूतेन संश्रितवती नवमालिकेय-**
> **मस्यामहं त्वयि च संप्रति वीतचिन्तः ॥१३॥**

इतः पन्थानं प्रतिपद्यस्व ।

शकुन्तला—(सख्यौ प्रति ।) हला एषा द्वयोर्युवयोर्हस्ते निक्षेपः । (हला एसा दुवेणं वो हत्थे निख्येवो ।)

सख्यौ—अयं जनः कस्य हस्ते समर्पितः । (इति बाष्पं विहरतः ।)

(अअं जणो कस्स हत्थे समप्पिदो ।)

काश्यपः—अनसूये अलं रुदित्वा । ननु भवतीभ्यामेव स्थिरीकर्तव्या शकुन्तला ।

(सर्वे परिक्रामन्ति ।)

शकुन्तला—तात एषोटजपर्यन्तचारिणी गर्भमन्थरा मृगवधूर्यदाऽनघप्रसवा भवति तदा मह्यं कमपि प्रियनिवेदयितृक विसर्जयिष्यथ । (ताद एसा उडअपज्जन्तचारिणी गब्भमन्थरा मअवहू जदा अणघप्पसवा होइ तदा मे कंपि पिअणिवेदइत्तअं विसज्जइस्सह ।)

काश्यपः—नेदं विस्मरिष्यामः ।

शकुन्तला—(गतिभङ्गं रूपयित्वा ।) को नु खल्वेप निवसने मे सज्जते । (इति परावर्तते ।) (को णु खु एसो निवसणे मे सज्जइ ।)

काश्यपः—वत्से ।

यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां
तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे ।
श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते ॥१४॥

शकुन्तला—वत्स किं सहवासपरित्यागिनीं मामनुसरसि । अचिरप्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव । इदानीमपि मया विरहितं त्वां तातश्चिन्तयिष्यति । निवर्तस्व तावत् । (इति रुदती प्रस्थिता ।) (**वच्छ किं सहवासपरिच्चाइणिं मं अणुसरसि ।** अचिरप्पसूदाए जणणीए विणा वड्ढिदो एव्व । दाणिं पि मए विरहिदं तुमं तादो चिन्तइस्सदि । णिवत्तेहि दाव ।)

काश्यपः—

उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरुद्धवृत्तिं
वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् ।
अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे
मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति ॥१५॥

शार्ङ्गरवः—भगवन् । ओदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्य इति श्रूयते । तदिदं सरसस्तीरम् । अत्र संदिश्य प्रतिगन्तुमर्हसि ।

काश्यपः—तेन हीमां क्षीरवृक्षच्छायामाश्रयामः ।

(सर्वे परिक्रम्य **स्थिताः** ।)

काश्यपः—(आत्मगतम् ।) किं नु खलु तत्रभवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपमस्माभिः संदेष्टव्यम् । (इति चिन्तयति ।)

शकुन्तलाः—(जनान्तिकम् ।) हला पश्य । नलिनीपत्रान्तरितमपि सहचरमपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्यारटति दुष्करमहं करोमीति । (**हला पेक्ख । णलिणीपत्तन्तरिदं** वि सहअरं अदेक्खन्ती आदुरा चक्कवाई आरडदि दुक्करं अहं करेमित्ति ।)

अनसूया—सखि मैवं मन्त्रयस्व ।

एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाददीर्घतराम् ।
गुर्वपि विरहदुःखमाशाबन्धः साहयति ॥१६॥ (सहि मा एव्वं मन्तेहि ।
एसा वि पिएण विणा गमेइ रअणिं विसाअदीहअरं ।
गरुअं पि विरहदुक्खं आसाबन्धो सहावेदि ॥)

काश्यपः—शार्ङ्गरव इति त्वया मद्वचनात्स राजा शकुन्तलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः ।

शार्ङ्गरवः—आज्ञापयतु भगवान् ।

काश्यपः—

अस्मान्साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुलं चात्मन-
स्त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् ।
सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया
भाग्यायत्तमतःपरं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः ॥१७॥

शार्ङ्गरवः—गृहीतः संदेशः ।

काश्यपः—वत्से त्वमिदानीमनुशासनीयासि । वनौकसोऽपि सन्तो लौकिकज्ञा वयम्।

शार्ङ्गरवः—न खलु धीमतां कश्चिदविषयो नाम ।

काश्यपः—सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य—

शुश्रूषस्व गुरून्कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने
भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः ।
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥१८॥

कथं वा गौतमी मन्यते ।

गौतमी—एतावान्वधूजनस्योपदेशः । जाते एतत्खलु सर्वमवधारय । (एत्तिओ वहुजणस्स उवदेसो । जादे एदं क्खु सव्वं ओधारेहि ।)

काश्यपः—वत्से परिष्वजस्व मां सखीजनं च ।

शकुन्तला—तात इत एव किं प्रियंवदानसूये सख्यौ निवर्तिष्येते । (ताद इदो एव्व किं पिअंवदाअणसूआओ सहीओ णिवत्तिस्सन्ति ।)

काश्यपः—वत्से इमे अपि प्रदेये । न युक्तमनयोस्तत्र गन्तुम् । त्वया सह गौतमी यास्यति ।

शकुन्तला—(पितरमाश्लिष्य ।) कथमिदानीं तातस्याङ्कात्परिभ्रष्टा मलयतटोन्मूलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जीवितं धारयिष्यामि । (कहं दाणिं तादस्स अकङ्कादो परिब्भट्ठा मलअतडुम्मूलिआ चन्दणलदा विअ देसन्तरे जीविअं धारइस्सं ।)

काश्यपः—वत्से किमेवं कातरासि ।

अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणीपदे
विभवगुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला ।
तनयमचिरात्प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं
मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि ॥१९॥

(शकुन्तला पितुः पादयोः पतति ।)

काश्यपः—यदिच्छामि ते तदस्तु ।

शकुन्तला—(सख्यावुपेत्य) हला द्वे अपि मां सममेव परिष्वजेथाम् । (हला दुवे वि म सम एव्व परिस्सजह ।)

सख्यौ—(तथा कृत्वा ।) सखि यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञानमन्थरो भवेत्ततस्तस्मायिदमात्मनामधेयाङ्कितमङ्गुलीयकं दर्शय । (सहि जइ णाम सो राआ पच्चहिण्णाणमन्थरो भवे तदो से इमं अत्तणामहेअअङ्किअंअङ्गुलीअअं दंसेहि ।)

शकुन्तला—अनेन संदेहेन वामाकम्पितास्मि । (इमिणा संदेहेण वो आकम्पिदम्हि।)

सख्यौ—मा भैषीः । अतिस्नेहः पापशङ्की । (मा भाआहि । अदिसिणेहो पावसङ्की ।)

शार्ङ्गरवः—युगान्तरमारूढः सविता । त्वरतामत्रभवती ।

शकुन्तला—(आश्रमाभिमुखी स्थित्वा ।) तात कदा नु भूयस्तपोवन प्रेक्षिष्ये । (ताद कदा णु भूओ तवोवण पक्खिस्सं ।)

काश्यपः—श्रूयताम् ।

भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी
दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य ।
भर्त्रा तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं
शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन् ॥२०॥

गौतमी—जाते परिहीयते गमनवेला । निवर्तय पितरम् । अथ वा चिरेणापि पुनः पुनरेषैव मन्त्रयिष्यते । निवर्ततां भवान् । (जादे परिहीअदि गमनवेला । णिवत्तेहि पिदर । अह वा चिरेण वि पुणो पुणो एसा एव्व मन्तइस्सदि । णिवत्तदु भवं ।)

काश्यपः—वत्से उपरुध्यते तपोऽनुष्ठानम् ।

शकुन्तला—(भूयः पितरमाश्लिष्य ।) तपश्चरणपीडितं तातशरीरम् । तन्मातिमात्रं

मम कृत उत्कण्ठस्व । (तवच्चरणपीडिदं तादसरीरं । ता मा अदिमेत्तं मम किदे उक्कण्ठस्स ।)

काश्यपः—(सनिःश्वासम् ।)

शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचितपूर्वम् ।
उटजद्वारविरुढं नीवारबलिं विलोकयतः ॥२१॥

गच्छ । शिवास्ते पन्थानः सन्तु ।

(निष्क्रान्ता शकुन्तला सहयायिनश्च ।)

सख्यौ—(शकुन्तला विलोक्य ।) हा धिक् हा धिक् । अन्तर्हिता शकुन्तला वनराज्या। (हद्धी हद्धी । अन्तलिहिदा सउन्दला वणराइए ।)

काश्यपः—(सनि श्वासम् ।) अनसूये गतवर्ती वां सहचारिणी । निगृह्य शोकमनुगच्छत मां प्रस्थितम् ।

उभे—तात शकुन्तलाविरहितं शून्यमिव तपोवनं कथं प्रविशाव । (ताद सउन्दलाविरहिदं सुण्णं विअ तपोवणं कइं पविसामो ।)

काश्यपः—स्नेहवृत्तिर्निर्वंदर्शिनी । (सविमर्शं परिकम्य ।) हन्त भोः शकुन्तलां पतिकुलं विसृज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम् । कुतः ।

अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः ।
जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा ॥२२॥

(इति निष्क्रान्ता सर्वे)

इति चतुर्थोऽङ्कः ।

पञ्चमोऽङ्कः ।

(ततः प्रविशत्यासनस्थो राजा विदूषकश्च ।)

विदूषकः—(कर्ण दत्वा ।) भो वयस्य, संगीतशालान्तरेऽवधानं देहि । कलविशुद्धाया गीतेः स्वरसंयोगः श्रूयते । जाने त्रयभवती हंसपदिका वर्णपरिचयं करोतीति । (भो वअस्स, संगीतसालन्तरे अवधाणं देहि । कलविसुद्धाए गीदीए सरसंजोओ सुणीअदि । जाणे तत्तहोदी हंसवदिआ वण्णपरिअअं करेदि त्ति ।)

राजा—तूर्ष्णीं भव । यावदाकर्णयामि ।

(आकाशे गीयते ।)

अभिनवमधुलोलुपस्त्वं तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्जरीम् ।
कमलवसतिमात्रनिर्वृतो मधुकर विस्मृतोऽस्येनां कथम् ॥१॥
(अहिणवमहुलोलुवो तुमं तह परिचुम्बिअ चुअमञ्जरिं ।
कमलवसइमेत्तणिव्वुदो महुअर विम्हरिओ सि णं कहं ॥)

राजा—अहो रागपरिवाहिणी गीतिः ।

विदूषकः—किं तावद् गीत्या अवगतोऽक्षरार्थः । (किं दाव गीदए अवगओ अक्खरत्थो।)

राजा—(स्मितं कृत्वा ।) सकृत्कृतप्रणयोऽयं जनः । तदस्या देवीं वसुमतीमन्तरेण महदुपालम्भनं गतोऽस्मि । सखे माधव्य मद्वचनादुच्यतां हंसपदिका । निपुणमुपालब्धाः स्म इति ।

विदूषकः—यद्भवानाज्ञापयति । (उत्थाय ।) भो वयस्य गृहीतस्य तया परकीयैर्हस्तैः शिखण्डके ताड्यमानस्याप्सरसा वीतरागस्येव नास्तीदानीमे मोक्षः ।)जं भवं आणवेदी । भो वअस्स गहीदस्स ताए परकीएहिं हत्थेहिं सिहण्डए ताडीअमाणस्स अच्छराए वीदराअस्स विअ णत्थि दाणिं मे मोक्खो ।)

राजा—गच्छ । नागरिकवृत्त्या संज्ञापयैनाम् ।

विदूषकः—का गतिः । (इति निष्क्रान्तः ।) (का गई ।)

राजा—(आत्मगतम् ।) किं नु खलु गीतमेवंविधार्थमाकर्ण्येष्टजनविरहादृतेपि बलवदुत्कण्ठितोऽस्मि । अथ वा ।

रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्-
पर्युत्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः ।
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥२॥

(इति पर्याकुलस्तिष्ठति ।)

(ततः प्रविशति कञ्चुकी ।)

कञ्चुकी—अहो नु खल्वीदृशीमवस्थां प्रतिपन्नोऽस्मि ।

आचार इत्यवहितेन मया गृहीता
या वेत्रयष्टिरवरोधगृहेषु राज्ञः ।
काले गते बहुतिथे मम सैव जाता
प्रस्थानविक्लवगतेरवलम्बनार्था ॥३॥

भोः कामं धर्मकार्यमनतिपात्यं देवस्य । तथापीदानीमेव धर्मासनादुत्थिताय पुनरुपरोधकारि कण्वशिष्यागमनमस्मै नोत्सहे निवेदयितुम् । अथ वाऽविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः । कुतः ।

भानुः सकृद्युक्ततुरङ्ग एव रात्रिंदिवं गन्धवहः प्रयाति ।
शेषः सदैवाहितभूमिभारः षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः ॥४॥

यावन्नियोगमनुतिष्ठामि । (परिक्रम्यावलोक्य च ।) एष देवः—

प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा
निषेवते श्रान्तमना विविक्तम् ।
यूथानि संचार्य रविप्रतप्तः
शीतं दिवा स्थानमिव द्विपेन्द्रः ॥५॥

(उपगम्य ।) जयतु जयतु देवः । एते खलु हिमगिरेरुपत्यकारण्यवासिनः काश्यपसंदेशमादाय सस्त्रीकास्तपस्विनः संप्राप्ताः । श्रुत्वा देवः प्रमाणम् ।

राजा—(सादरम् ।) किं काश्यपसंदेशहारिणः ।

कञ्चुकी—अथ किम् ।

राजा—तेन हि मद्वचनाद्विज्ञाप्यतामुपाध्यायः सोमरातः । अमूनाश्रमवासिनं श्रौतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमर्हसीति । अहमप्यत्र तपस्विदर्शनोचिते प्रदेशे स्थितः प्रतिपालयामि ।

कञ्चुकी—यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्क्रान्तः ।)

राजा—(उत्थाय ।) वेत्रवति अग्निशरणमार्गमादेशय ।

प्रतिहारी—इत इतो देवः । (इदो इदो देवो ।)

राजा—(परिक्रमति । अधिकारखेदं निरूप्य ।) सर्वः प्रार्थितमर्थमधिगम्य सुखी संपद्यते जन्तुः । राज्ञां तु चरितार्थता दुःखोत्तरैव ।

औत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा
क्लिश्नाति लब्धपरिपालनवृत्तिरेव ।
नातिश्रमापनयनाय यथा श्रमाय
राज्यं स्वहस्तधृतदण्डमिवातपत्रम् ॥६॥

(नेपथ्ये)

वैतालिकौ—विजयतां देवः ।

प्रथमः—

स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः
प्रतिदिनमथ वा ते वृत्तिरेवंविधैव ।
अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमुष्णं
शमयति परितापं छायया संश्रितानाम् ॥७॥

द्वितीयः—

नियमयसि विमार्गप्रस्थितानात्तदण्डः
प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय ।
अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम
त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम् ॥८॥

राजा—एते क्लान्तमनसः पुनर्नवीकृताः स्मः । (इति परिक्रामति ।)

प्रतीहारी—एष अभिनवसंमार्जनसश्रीकः संनिहितहोमधेनुरग्नि–शरणालिन्दः । आरोहतु देवः । (एसो अहिणवसम्मज्जणसस्सिरीओ सण्णिहिद–होमधेणु अग्गिसरणालिन्दो । आरोहदु देवो ।)

राजा—(आरुह्य परिजनांसावलम्बी तिष्ठति ।) वेत्रवति किमुद्दिश्य भगवता काश्यपेन मत्सकाशमृषयः प्रेषिताः स्युः ।

किं तावद्व्रतिनामुपोढतपसां विघ्नैस्तपो दूषितं
धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्वसच्चेष्टितम् ।

आहोस्वित्प्रसवो ममापचरितैर्विष्टम्भितो वीरुधा-

मित्यारूढबहुप्रतर्कमपरिच्छेदाकुलं मे मनः ॥९॥

प्रतीहारी—सुचरितनन्दिन ऋषयो देव सभाजयितुमागता इति तर्कयामि । (सुचरिदणन्दिणो इसीओ देव सभाजइदु आअदेत्ति तक्केमि ।)

(ततः प्रविशन्ति गौतमीसहिताः शकुन्तलां पुरस्कृत्य मुनयः । पुरश्चैषां कञ्चुकी पुरोहितश्च ।)

कञ्चुकी—इत इतो भवन्तः ।

शार्ङ्गरवः—शारद्वत ।

महाभागः कामं नरपतिरभिन्नस्थितिरसौ

न कश्चिद्वर्णानामपथमपकृष्टोऽपि भजते ।

तथापीदं शश्वत्परिचितविविक्तेन मनसा

जनाकीर्णं मन्ये हुतवहपरीतं गृहमिव ॥१०॥

शारद्वतः—स्थाने भवान्पुरप्रवेशादित्थंभूतः संवृत्तः । अहमपि

अभ्यक्तमिव स्नातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम् ।

बद्धमिव स्वैरगतिर्जनमिह सुखसङ्गिनमवैमि ॥११॥

शकुन्तला—(निमित्तं सूचयित्वा ।) अहो किं मे वामेतरन्नयनं विस्फुरति । (अम्महे किं मे वामेदरं णअणं विप्फुरदि ।)

गौतमी—जाते प्रतिहतममङ्गलम् । सुखानि (शुभानि) ते भर्तृकुलदेवता वितरन्तु । (इति परिक्रामति ।) (जादे पडिहदं अमङ्गलं । सुहाइं दे भत्तुकुलदेवदाओ वितरन्दु ।)

पुरोहितः—(राजानं निर्दिश्य ।) भो भोस्तपस्विनः असावत्रभवान्वर्णाश्रमाणां रक्षिता प्रागेव मुक्तासनो वः प्रतिपालयति । पश्यतैनम् ।

शार्ङ्गरवः—भो महाब्राह्मण काममेतदभिनन्दनीयं तथापि वयमत्र मध्यस्थाः । कुतः ।

भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमैर्नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः ।

अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् ॥१२॥

प्रतीहारी—देव प्रसन्नमुखवर्णा दृश्यन्ते । जानामि विश्रब्धकार्या ऋषयः । (देव पसण्णमुहवण्णा दीसन्ति । जाणामि विस्सद्धकज्जा इसीओ ।)

राजा—(शकुन्तलां दृष्ट्वा ।) अथात्रभवती—

का स्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या ।

मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम् ॥१३॥

प्रतीहारी—देव कुतूहलगर्भ प्रहितो न मे तर्क प्रसरति । ननु दर्शनीया पुनरस्या आकृतिर्लक्ष्यते । (देव कुतूहलगब्भा पहिदा ण मे तक्का पसरदि । ण दसणीआ उण से आकिदी लक्खीअदि ।)

राजा—भवतु । अनिवर्णनीयम परकलत्रम ।

शकुन्तला—(हस्तमुरसि कृत्वा । आत्मगतम ।) हृदय किमेव वेपसे । आर्यपुत्रस्य भावमवधाय धीरं तावद्भव । (हिअअ किं एव्व वेवसि अज्जउत्तस्स भाव आहारिअ धीर दाव होहि ।)

पुरोहित—(पुरो गत्वा ।) एते विधिवदर्चितास्तपस्विन । कश्चिदेषामुपाध्यायसंदेश । त देव श्रोतुमर्हति ।

राजा—अवहितोऽस्मि ।

ऋषय—(हस्तानुद्यम्य ।) विजयस्व राजन ।

राजा सर्वानभिवादये ।

ऋषय—इष्टेन युज्यस्व ।

राजा—अपि निर्विघ्नतपसो मुनय ।

ऋषय—

कृता धर्मक्रियाविघ्न सतां रक्षितरि त्वयि ।
तमस्तपति घर्मांशौ कथमाविर्भविष्यति ॥१४॥

राजा—अर्थवान्खलु मे राजशब्द । अथ भगवाँल्लोकानुग्रहाय कुशली काश्यप ।

शार्ङ्गरव—स्वाधीनकुशला सिद्धिमन्त । स भवन्तमनामय-प्रश्नपूर्वकमिदमाह ।

राजा—किमाज्ञापयति भवान ।

शार्ङ्गरव—यन्मिथ समयादिमा मदीया दुहितर भवानुपायंस्त तन्मया प्रीतिमता युवयोरनुज्ञातम । कुत

त्वमर्हतां प्राग्रसर स्मृतोऽसि न
शकुन्तला मूर्तिमती च सत्क्रिया ।
समानयंस्तुल्यगुणं वधूवरं
चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः ॥१५॥

तदिदानीमापन्नसत्वेयं प्रतिगृह्यता सहधर्मचरणायेति ।

गौतमी—आर्य किमपि वक्तुकामास्मि । न मे वचनावसरोऽस्ति । कथमिति ।

नापेक्षितो गुरुजनोऽनया त्वया पृष्टो न बन्धुजनः ।

एकैकस्मिन्नेव चरिते भणामि किमेकैकम् ॥१६॥ (अज्ज किंपि वत्तुकामम्हि । ण मे वअणावसरो अत्थि । कहंत्ति ।

णावेक्खिओ गुरुअणो इमाए तुए पुच्छिदो ण बन्धुअणो ।

एक्कक्कमेव्व चरिए भणामि किं एक्कमेकस्स ॥)

शकुन्तला—(आत्मगतम् ।) किं नु खल्वार्यपुत्रो भणति । (किं ण क्खु अज्जउत्तो भणादि ।)

राजा—किमिदमुपन्यस्तम् ।

शकुन्तला—(आत्मगतम् ।) पावकः खलु वचनोपन्यासः । (पावओ क्खु वअणोवण्णासो ।)

शार्ङ्गरवः—कथमिदं नाम । भवन्त एव सुतरां लोकवृत्तान्तनिष्णाताः ।

सतीमपि ज्ञातिकुलैकसंश्रयां
जनोऽन्यथा भर्तृमतीं विशङ्कते ।
अतः समीपे परिणेतुरिष्यते
प्रियाऽप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः ॥१७॥

राजा—किमत्रभवती मया परिणीतपूर्वा ।

शकुन्तला—(सविषादम् । आत्मगतम् ।) हृदय सांप्रतं ते आशङ्का । (हिअअ संपदं दे आसङ्का ।)

शार्ङ्गरवः—किं कृतकार्यद्वेषो धर्मं प्रति विमुखता कृतावज्ञा ।

राजा—कुतोऽयमसत्कल्पनाप्रश्नः ।

शार्ङ्गरवः—मूर्च्छन्त्यमी विकाराः प्रायेणैश्वर्यमत्तेषु ॥१८॥

राजा—विशेषेणाधिक्षिप्तोऽस्मि ।

गौतमी—जाते मुहूर्तं मा लज्जस्व । अपनेष्यामि तावत्तेऽवगुण्ठनम् । ततस्त्वां भर्ताभिज्ञास्यति । (इति यथोक्तं करोति ।) (जादे मुहुत्तअं मा लज्ज । अवणइस्सं दाव दे ओउण्ठणं । तदो तुमं भट्टा अहिजाणिस्सदि ।)

राजा—(शकुन्तलां निर्वर्ण्य । आत्मगतम् ।)

इदमुपनतमेवं रूपमक्लिष्टकान्ति
प्रथमपरिगृहीतं स्यान्न वेत्यव्यवस्यन् ।
भ्रमर इव विभाते कुन्दमन्तस्तुषारं
न च खलु परिभोक्तुं नापि शक्नोमि हातुम् ॥१९॥

(इति विचारयन्स्थितः)

प्रतीहारी—(स्वगतम् ।) अहो धर्मापे(वे)क्षिता भर्तुः । ईदृशं नाम सुखोपनतं रूपं दृष्ट्वा कोऽन्यो विचारयति । (अहो धम्मावेक्खिआ भट्टिणो । ईदिसं णाम सुहोवणदं रूवं देक्खिअ को अण्णो विआरेदि ।)

शार्ङ्गरवः—भो राजन् किमिति जोषमास्यते ।

राजा—भोस्तपोधनाः चिन्तयन्नपि न खलु स्वीकरणमत्रभवत्याः स्मरामि । तत्कथमिमामभिव्यक्तसत्त्वलक्षणां प्रत्यात्मानं क्षेत्रिणमाशङ्कमानः प्रतिपत्स्ये ।

शकुन्तला—(अपवार्य ।) आर्यस्य परिणय एव संदेहः । कुत इदानीं मे दूराधिरोहिण्याशा । (अज्जस्स परिणए एव्व संदेहो । कुदो दाणिं मे दूराहिरोहिणी आसा ।)

शार्ङ्गरवः—मा तावत् ।

कृताभिमर्शामनुमन्यमानः सुतां त्वया नाम मुनिर्विमान्यः ।
मुष्टं प्रतिग्राहयता स्वमर्थः पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन ॥२०॥

शारद्वतः—शार्ङ्गरव विरम त्वमिदानीम् । शकुन्तले वक्तव्यमुक्तमस्माभिः । सोऽयमत्रभवानेवमाह । दीयतामस्मै प्रत्ययप्रतिवचनम् ।

शकुन्तला—(अपवार्य ।) इदमवस्थान्तरं गते तादृशेऽनुरागे किं वा स्मारितेन । आत्मेदानीं मे शोचनीय इति व्यवसितमेतत् । (प्रकाशम् ।) आर्यपुत्र—(इत्यर्धोक्ते ।) संशयित इदानीं परिणये नैष समुदाचारः । पौरव युक्तं नाम ते तथा पुराश्रमपदे स्वभावोत्तानहृदयमिमं जनं समयपूर्वः प्रतार्य सांप्रतमीदृशैरक्षरैः प्रत्याख्यातुम् । (इमं अवत्थन्तरं गदे तारिसे अणुराए किं वा सुमराविदेण । अत्ता दाणिं मे सोअणीओ त्ति ववसिदं एदं । अज्जउत्त—संसइदे दाणिं परिणए ण एसो समुदाआरो। —पोरव जुत्तं णाम दे तह पुरा अस्समपदे सहावुत्ताणहिअअं इमं जणं समअपुव्वं पतारिअ संपदं ईदिसेहिं अक्खरेहिं पच्चाचक्खिदुं ।)

राजा—(कर्णौ विधाय ।) शान्तं पापम् ।

व्यपदेशमाविलयितुं किमीहसे जनमिमं च पातयितुम् ।
कूलंकषेव सिन्धुः प्रसन्नमम्भस्तटतरुं च ॥२१॥

शकुन्तला—भवतु । यदि परमार्थतः परपरिग्रहशङ्किना त्वयैवं प्रवृत्तं तदभिज्ञानेनानेन तवाशङ्कामपनेष्यामि । (होदु । जइ परमत्थतो परपरिग्गहसङ्किणा तुए एवं पउत्तं ता अहिण्णाणेण इमिणा तुह आसङ्कं अवणइस्सं ।)

राजा—उदारः कल्पः ।

शकुन्तला—(मुद्रास्थानं परामृश्य ।) हा धिक् हा धिक् । अङ्गुलीयकशून्या मेऽङ्गुलिः। (इति सविषादं गौतमीमवेक्षते ।) हद्धी हद्धी अङ्गुलीअअसुण्णा मे अङ्गुली ।)

गौतमी—नूनं ते शकावताराभ्यंतरे शचीतीर्थसलिलं वन्दमानायाः प्रभ्रष्टमङ्गुलीयकम्। (णूणं दे सक्कावदारब्भन्तरे सचीतित्थसलिलं वन्दमाणाए पब्भट्टं अङ्गुलीअअं ।)

राजा—(सस्मितम् ।) इदं तत्प्रत्युत्पन्नमति स्त्रैणमिति यदुच्यते ।

शकुन्तला—अत्र तावद्विधिना दर्शितं प्रभुत्वम् । अपरं ते कथयिष्यामि । (एत्थ दाव विहिणा दसिदं पहुत्तणं । अवरं दे कहिस्सं ।)

राजा—श्रोतव्यमिदानीं संवृत्तम् ।

शकुन्तला—नन्वेकस्मिन्दिवसे नवमालिकामण्डपे नलिनीपत्रभाजनगतमुदकं तव हस्ते संनिहितमासीत् । (णं एक्कस्सिं दिअहे णोमालिआमण्डवे णलिणीपत्तभाअणगअं उअअं तुह हत्थे सण्णिहिदं आसि ।)

राजा—शृणुमस्तावत् ।

शकुन्तला—तत्क्षणे स मे पुत्रकृतको दीर्घापाङ्गो नाम मृगपोतक उपस्थितः । त्वयायं तावत्प्रथमं पिबत्वित्यनुकम्पिनोपच्छन्दित उदकेन । न पुनस्तेऽपरिचयाद्धस्ताभ्यामुपगतः । पश्चात्तस्मिन्नेव मया गृहीते सलिलेऽनेन कृतः प्रणयः । तदा त्वमित्थं प्रहसितोऽसि । सर्वः सगन्धेषु विश्वसिति । द्वावप्यत्रारण्यकाविति । (तक्खणं सो मे पुतकिदको दीहापङ्गो णाम मिअपोदओ उवट्ठिओ । तुए अअं दाव पढमं पिअउ त्ति अणुअम्पिणा उवच्छन्दिदो उअएण । ण उण दे अपरिचआदो हत्थब्भासं उवगदो । पच्छा तस्सिं एव्व मए गहिदे सलिले णेण किदो पणओ । तदा तुमं इत्थं पहसिदो सि । सव्वो सगन्धेसु विस्ससिदि । दुवेवि एत्थ आरण्णआ त्ति ।)

राजा—एवमादिभिरात्मकार्यनिर्वर्तिनीनामनृतमयवाङ्मधुभिराकृष्यन्ते विषयिणः ।

गौतमी—महाभाग नार्हस्येवं मन्त्रयितुम् । तपोवनसंवर्धितोऽनभिज्ञोऽयं जनः कैतवस्य । (महाभाअ ण अरुहसि एव्वं मन्तिदुं । तवोवणसंवड्ढिदो अणभिण्णो अअं जणो कइदवस्स ।)

राजा—तापसवृद्धे ।

स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु
संदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः ।
प्रागन्तरिक्षगमनात्स्वमपत्यजात-
मन्यैर्द्विजैः परभृताः खलु पोषयन्ति ॥२२॥

शकुन्तला—(सरोषम् ।) अनार्य आत्मनो हृदयानुमानेन प्रेक्षसे । क इदानीमन्यो धर्मकञ्चुकप्रवेशिनस्तृणच्छन्नकूपोपमस्य तवानुकृतिं प्रतिपत्स्यते । (अणज्ज अत्तणो हिअआणुमाणेण पेक्खसि । को दाणिं अण्णो धम्मकञ्चुअप्पवेसिणो तिणच्छण्णकूवोवमस्स तव अणुकिदिं पडिवदिस्सदि ।)

राजा—(आत्मगतम् ।) संदिग्धबुद्धिं मां कुर्वन्नकैतव इवास्याः कोपो लक्ष्यते । तथा ह्यनया—

मय्येव विस्मरणदारुणचित्तवृत्तौ
वृत्तं रहः प्रणयमप्रतिपद्यमाने ।
भेदाद्भ्रुवोः कुटिलयोरतिलोहिताक्ष्या
भग्नं शरासनमिवातिरुषा स्मरस्य ॥२३॥

(प्रकाशम्) भद्रे प्रथितं दुष्यन्तस्य चरितम् । तथापीदं न दृश्यते ।

शकुन्तला—सुष्ठु तावदत्र स्वच्छन्दचारिणी कृतास्मि याहमस्य पुरुवंशप्रत्ययेन मुखमधोर्हृदयविषस्य हस्ताभ्याममुपगता । (इति पटान्तेन मुखमावृत्य रोदिति ।) (सुठ्ठु दाव अत्त सच्छन्दचारिणी किदम्हि जा अहं इमस्स पुरुवंसप्पच्चएण मुहमहुणो हिअअविसस्स हत्थब्भासं उवगदा ।)

शार्ङ्गरवः—इत्थमात्मकृत (अप्रतिहतं) चापलं दहति ।

अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात्संगतं रहः ।
अज्ञातहृदयेष्वेवं वैरीभवति सौहृदम् ॥२४॥

राजा—अयि भोः किमत्रभवतीप्रत्ययादेवास्मान्संयुतदोषाक्षरैः क्षिणुथ ।

शार्ङ्गरवः—(सासूयम् ।) श्रुतं भवद्भिरधरोत्तरम् ।

आ जन्मनः शाठ्यमशिक्षितो यस्तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य ।
परातिसंधानमधीयते यैर्विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः ॥२५॥

राजा—भोः सत्यवादिन् अभ्युपगतं तावदस्माभिरेवम् । किं पुनरिमामतिसंधाय लभ्यते ।

शार्ङ्गरवः—विनिपातः ।

राजा—विनिपातः पौरवैः प्रार्थ्यत इति न श्रद्धेयमेतत् ।

शारद्वतः—शार्ङ्गरव किमुत्तरेण । अनुष्ठितो गुरोः संदेशः । प्रतिनिवर्तामहे वयम् । (राजानं प्रति ।)

तदेषा भवतः कान्ता त्यज वैनां गृहाण वा ।
उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी ॥२६॥

गौतमि गच्छाग्रतः ।

(इति प्रस्थिताः ।)

शकुन्तला—कथमनेन कितवेन विप्रलब्धास्मि । युयमपि मां परित्यजथ । (इत्यनुप्रतिष्ठते।) (कहं इमिणा किदवेण विप्पलद्ध म्हि । तुम्हे वि मं परिच्चअह।)

गौतमी—(स्थित्वा ।) वत्स शार्ङ्गरव अनुगच्छतीयं खलु नः करुणपरिदेविनी शकुन्तला। प्रत्यादेशपरुषे भर्तरि किं वा मे पुत्रिका करोतु । (वच्छ सङ्गरव अणुगच्छदि इअं क्खु णो करुणपरिदेविणी सउन्दला । पच्चादेसपरुसे भत्तुणि किं वा पुत्तिआ करेदु।)

शार्ङ्गरवः—(सरोषं निवृत्य ।) किं पुरोभागे स्वातन्त्र्यमवलम्बसे ।

(शकुन्तला भीता वेपते ।)

शार्ङ्गरवः—शकुन्तले ।

यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा
त्वमसि किं पितुरुत्कुलया त्वया ।
अथ तु वेत्सि शुचि व्रतमात्मनः
पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम् ॥२७॥

तिष्ठ । साधयामो वयम् ।

राजा—भोस्तपस्विन् किमत्रभवती विप्रलभसे ।

> **कुमुदान्येव शशाङ्कः सविता बोधयति पङ्कजान्येव ।**
> **वशिनां हि परपरिग्रहसंश्लेषपराङ्मुखी वृत्तिः ॥२८॥**

शार्ङ्गरवः—यदा तु पूर्ववृत्तमन्यसङ्गाद्विस्मृतो भवांस्तदा कथमधर्मभीरुः ।

राजा—भवन्तमेवात्र गुरुलाघवं पृच्छामि ।

> **मूढः स्यामहमेषा वा वदेन्मिथ्येति संशये ।**
> **दारत्यागी भवाम्याहो परस्त्रीस्पर्शपांसुलः ॥२९॥**

पुरोहितः—(विचार्य ।) यदि तावदेव क्रियताम् ।

राजा—अनुशास्तु मां भवान् ।

पुरोहितः—अत्रभवती तावदा प्रसवादस्मद्गृहे तिष्ठतु । कुत इदमुच्यत इति चेत् । त्वं साधुभिरादिष्टपूर्वः प्रथममेव चक्रवर्तिनं पुत्रं जनयिष्यसीति । स चेन्मुनिदौहित्रस्तल्लक्षणोपपन्नो भविष्यति अभिनन्द्य शुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यसि । विपर्यये तु पितुरस्याः समीपनयनमवस्थितमेव ।

राजा—यथा गुरुभ्यो रोचते ।

पुरोहितः—वत्से अनुगच्छ माम् ।

शकुन्तला—भगवति वसुधे देहि मे विवरम् । (इति रुदती प्रस्थिता । निष्क्रान्ता सह पुरोधसा तपस्विभिश्च ।) (भअवदि वसुहे देहि मे विवरं ।)

(राजा शापव्यवहितस्मृतिः शकुन्तलागतमेव चिन्तयति ।)

(नेपथ्ये ।)

आश्चर्यमाश्चर्यम् ।

राजा—(आकर्ण्य ।) किं नु खलु स्यात् ।

(प्रविश्य ।)

पुरोहितः—(सविस्मयम् ।) देव अद्भुतं खलु संवृत्तम् ।

राजा—किमिव ।

पुरोहितः—देव परावृत्तेषु कण्वशिष्येषु—

सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाला बाहूत्क्षेपं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता ।

राजा—किं च ।

पुरोहितः—

स्त्रीसंस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारादुत्क्षिप्यैनां ज्योतिरेकं जगाम ॥३०॥

(सर्वे विस्मयं रूपयन्ति ।)

राजा—भगवन् प्रागपि सोऽस्माभिरर्थः प्रत्यादिष्ट एव । किं वृथा तर्केणान्विष्यते विश्राम्यतु भवान् ।

पुरोहितः—(विलोक्य ।) विजयस्व (इति निष्क्रान्तः ।)

राजा—वेत्रवति पर्याकुलोऽस्मि । शयनभूमिमार्गमादेशय ।

प्रतीहारीः—इत इतो देवः । (इति प्रस्थिता ।) (इदो इदो देवो ।)

राजा—

कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम् ।
वलवत्तु दूयमानं प्रत्याययतीव मां हृदयम् ॥३१॥

(इति निष्क्रान्ताः सर्वे ।)

इति **पञ्चमोऽङ्कः** ।

षष्ठोऽङ्कः ।

(ततः प्रविशति नागरिकः श्यालः **पश्चाद्बद्धं** पुरुषमादाय रक्षिणौ च)

रक्षिणौ—(पुरुषं ताडयित्वा ।) अरे **कुम्भीरक** कथय कुत्र त्वयेतन्मणिवन्ध-नोत्कीर्णनामधेयं राजकीयमङ्गुलीयकं समासादितम् । (अले कुम्भीलआ कहेहि कहिं तुए एशे मणिवन्धणुक्किण्णणामहेए लाअकीअए अंगुलीअए शमाशादिए ।)

पुरुषः—(भीतिनाटितकेन ।) प्रसीदन्तु भावमिश्रा । नाहमीदृशकर्मकारी । (पशीदन्तु भावमिश्शे । ण हगे ईदिशकम्मकाली ।)

प्रथमः—किं शोभनो ब्राह्मण इति कृत्वा (कलयित्वा) राज्ञा प्रतिग्रहो दत्तः । (किं शोहणे बम्हणेत्ति कलिअ रण्णा पडिग्गहे दिण्णे ।)

पुरुषः—शृणुतेदानीम् । अहं शक्रावताराभ्यन्तरवासी धीवरः । (शुणुध दाणिं । हगे शक्कावदालब्भन्तवाशी धीवले ।)

द्वितीयः—पाटच्चर किमस्माभिर्जातिः पृष्टा । (पाडच्चला किं अम्हेहिं जादी पुच्छिदा ।)

श्यालः—सूचकं कथयतु सर्वमनुक्रमेण । मैनमन्तरा प्रतिवध्नीतम् । (सूअअ कहेदु शव्वं अणुक्कमेण । मा णं अन्तरा पडिवन्धह ।)

उभौ—यदावुत्त आज्ञापयति । कथय । (जं आवुत्त आणवेदि । कहेहि ।)

पुरुषः—अहं जालोद्गालादिभिर्मत्स्यवन्धनोपायैः कुटुम्बभरणं करोमि । (अहके जालुग्गालादीहि मच्छवन्धणोवाएहिं कुटुम्बभलणं कलेमि ।)

श्यालः—(विहस्य ।) विशुद्ध इदानीमाजीवः । (विसुद्धो दाणिं आजीवो ।)

पुरुषः—भर्त मा एवं भण ।

सहजं किल यद्विनिन्दितं न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम् ।
पशुमारणकर्मदारुणोऽनुकम्पामृदुरेव श्रोत्रियः ॥१॥

(भट्टा मा एव्व भण ।)

शहजे किल जे विणिन्दिए ण हु दे कम्म विवज्जणीअए ।
पशुमालणकम्मदालुणे अणुकम्पामिदु एव्व शोत्तिए ॥

श्यालः—ततस्ततः । (तदो तदो ।)

पुरुषः—एकस्मिन्दिवसे खण्डशो रोहितमत्स्यो मया कल्पितः यावत्तस्योदराभ्यन्तरे प्रेक्षे तावदिदं रत्नभासुरमङ्गुलीयकं दृष्टम् । पश्चादहमस्य विक्रयाय दर्शयन्गृहीतो भावमिश्रैः । मारयत वा मुञ्चत वा । अयमस्यागमवृत्तान्तः । (एक्कस्शिं दिअशे खण्डशो लोहिअमच्छे मए कप्पिदे । जाव तश्स उदलब्भन्तले पेक्खामि दाव एदं लदणभाशुलं अङ्गुलीअअं देक्खिअम् । पच्छा अहके शे विक्कआअ दंशअन्ते गहिदे भावमिश्शेहिं । मालेह वा मुञ्चेह वा । अअं शे आअमवुत्तन्ते ।)

श्यालः—जानुक विस्रगन्धी गोधादी मत्स्यवन्ध एव निःसंशयम् । अङ्गुलीयकदर्शनमस्य विमर्शयितव्यम् । राजकुलमेव गच्छामः । (जाणुअ विस्सगन्धी गोधादी मच्छवन्धो एव्व णिस्संसअं । अङ्गुलीअअदंसणं शे विमरिसिदव्वं । राअउलं एव्व गच्छामो ।)

रक्षिणौ—तथा । गच्छ अरे ग्रन्थिभेदक । (तह । गच्छ अले गण्ठिभेदअ ।)

(सर्वे परिक्रामन्ति ।)

श्यालः—सूचक इमं गोपुरद्वारेऽप्रमत्तौ प्रतिपालयतं यावदिदमङ्गुलीयकं यथागमनं भर्ते निवेद्य ततः शासनं प्रतीष्य निष्क्रामामि। (सूअअ इमं गोपुरदुअरि अपप्मत्ता पडिवालह जाव इमं अङ्गुलीअअं जहागमणं भट्टिणो णिवेदिअ तदो सासणं पडिच्छिअ णिक्कयामि।)

उभौ—प्रविशत्वावुत्तः स्वामिप्रसादाय। (पविशदु आवुत्ते शामिपशादश्श।)

(इति निष्क्रान्तः श्यालः।)

प्रथमः—जानुक चिरायते खल्वावुत्तः। (जाणुअ चिलाअदि क्खु आवुत्ते।)

द्वितीयः—नन्ववसरोपसर्पणीया राजानः। (णं अवशलोवशप्पणीआ लाआणो।)

प्रथमः—जानुक स्फुरतो मम हस्तावस्य वधस्य सुमनसः पिनद्धुम्। (इति पुरुषं निर्दिशति।) (जाणुअ फुल्लन्ति मे हत्था इमश्श वहश्श शुमणा पिणध्दुं।)

पुरुषः—नार्हति भावोऽकारणमारणो भवितुम्। (ण अलुहदि भावे अकालणमालणे भविदुं।)

द्वितीयः—(विलोक्य।) एष नौ स्वामी पत्रहस्तो राजशासनं प्रतीष्येतोमुखो दृश्यते। गृध्रबलिर्भविष्यसि शुनो मुखं वा द्रक्ष्यसि। (एशे अम्हाण शामी पत्तहत्थे लाअशाशण पडिच्छिअ इदोमुहे देक्खीअदि। गिद्धबली भविश्शशि शुणो मुहं वा देक्खिश्शशि।)

(प्रविश्य।)

श्यालः—सूचक मुच्यतामेष जालोपजीवी। उपपन्नः खल्वस्याङ्गुलीयकस्यागमः। (सूअअ मुञ्चेदु एसो जालोअजीवी। उववण्णो क्खु से अङ्गुलीअअस्स आअमो।)

सूचकः—यथावुत्तो भणति। एष यमसदनं प्रविश्य प्रतिनिवृत्तः। (इति पुरुषं परिमुक्तबन्धनं करोति।) (जह आवुत्ते भणादि। एशे जमशदणं पविशिअ पडिणिवुत्ते।)

पुरुषः—(श्यालं प्रणम्य।) भर्तः अथ कीदृशो मे आजीवः। (भट्टा अह कीलिशे मे आजीवे।)

श्यालः—एष भर्त्राङ्गुलीयकमूल्यसंमितः प्रसादोऽपि दापितः। (इति पुरुषाय स्वं प्रयच्छति।) (एसो भट्टिणा अङ्गुलीअअमुल्लसम्मिदो वि दाविदो।)

पुरुषः—(सप्रणामं प्रतिगृह्य।) भर्तः अनुगृहीतोऽस्मि। (भट्टा अणुग्गहिद म्हि।)

सूचकः—एष नामानुग्रहो यच्छूलादवतार्य हस्तिस्कन्धे प्रतिष्ठापितः। (एशे णाम अणुग्गहे जे शूलादो अवदालिअ हत्थिक्कन्धे पडिट्ठाविदे।)

जानुकः—आवुत्त पारितोषिकं कथयति तेनाङ्गुलीयकेन भर्तुः संमतेन भवितव्यमिति। (आवुत्त पारिदोसिअं कहेदि तेण अङ्गुलीअएण भट्टिणो शेम्मदेण होदव्व त्ति ।)

श्यालः—न तस्मिन्महार्हं रत्नं भर्तुर्बहुमतमिति तर्कयामि । तस्य दर्शनेन भर्त्राऽभिमतो जनः स्मृतः । मुहूर्तं प्रकृतिगम्भीरोऽपि पर्यश्रुनयन आसीत् । (ण तस्सिं महारुहं रदणं भाट्टिणो वहुमदं त्ति तक्केमि । तस्स दंसणेणं भट्टिणो अभिमदो जणो सुम रिदो । मुहुत्तअ पकिदिगम्भीरो व पज्जस्सुणअणो आसि ।)

सूचकः—सेवित नामावुत्तेन । (शेविदं णाम आवुत्तेण ।)

जानुकः—ननु भण । अस्य कृते मात्स्यिकभर्तुरिति । (इति पुरुषमसूयया पश्यति।) (णं भणाहि । इमस्स कए मच्छिअभत्तुणो त्ति ।)

पुरुषः—भट्टारक इतोऽर्धं युष्माकं सुमनोमूल्यं भवतु । (भट्टालक इदो अद्धं तुम्हाणं शुमणोमुल्लं होदु ।)

जानुकः—एतावद्युज्यते । (एत्तकं जुज्जइ ।)

श्यालः—धीवर महत्तरस्त्वं प्रियवयस्यक इदानीं मे संवृत्तः । कादम्बरीसाक्षिकमस्माकं प्रथमसौहृदमिष्यते । तच्छौण्डिकापणमेव गच्छामः । (इति निष्क्रान्ताः सर्वे ।) (धीवर महत्तरो तुम पिअवअस्सओ दाणिं मे संवुत्तो । कादम्बरीसक्खिअं अम्हाणं पढमसोहिद इच्छीअदि । ता सोण्डिआपण एव्व गच्छामो ।)

प्रवेशकः ।

(ततः प्रविशत्याकाशयानेन सानुमती नामाप्सराः ।)

सानुमती—निर्वर्तितं मया पर्यायनिर्वर्तनीयमप्सरस्तीर्थसांनिध्यं यावत्साधुजनस्याभिषेककाल इति । सांप्रतमस्य राजर्षेरुदन्तं प्रत्यक्षीकरिष्यामि । मेनकासंबन्धेन शरीरभूता मे शकुन्तला । तया च दुहितृनिमित्तमादिष्टपूर्वास्मि । (समन्तादवलोक्य।) किं नु खलु ऋतूत्सवेऽपि निरुत्सवारम्भमिव राजकुलं दृश्यते। अस्ति मे विभव. प्रणिधानेन सर्व परिज्ञातुम् । किं नु सख्या आदरो मया मानयितव्यः । भवतु । अनयोरेवोद्यानपालिकयोस्तिरस्करिणीप्रतिच्छन्ना पार्श्ववर्तिनी भूत्वोपलप्स्ये (इति नाट्येनावतीर्य स्थिता ।) (णिव्वत्तिदं मए पज्जाअणिव्वत्तणिज्जं अच्छरातित्थसण्णिज्झं जाव साहुजणस्स अभिसेअकालो त्ति संपदं इमस्स राएसिणो उदन्तं पच्चक्खीकरिस्सं । मेणआसंबन्धेण सरीरभूदा मे सउन्दला । ताए अ दुहिदुणिमित्तं

आदिट्ठपुव्वम्हि । किं णु क्खु उदुच्छवे वि णिरुच्छवारम्भं विअ राअउलं दीसइ । अत्थि मे विहवो पणिधाणेण सव्वं परिण्णादुं । किं दु सहीए आदरो भए माणइदव्वो। होदु । इमाणं एव्व उज्जाणपालिआणं तिरक्खरिणी पडिच्छण्णा परसवत्तिणी भविअ उवलहिस्सं ।)

(ततः प्रविशति चूताङ्कुरमवलोकयन्ती चेटी । अपरा च पृष्ठतस्तस्याः ।)

प्रथमा—आताम्रहरितपाण्डुर जीवितसर्वः वसन्तमासस्य (यः) ।
दृष्टोऽसि चूतकोरक ऋतुमङ्गल त्वां प्रसादयामि ॥२॥

(आतम्महरिअपण्डुर जीविदसव्वं वसंतमाससस्स ।
दिट्ठो सि चूदकोरअ उदुमङ्गल तुमं पसाएमि ॥)

द्वितीयाः—परभृतिके किमेकाकिनी मन्त्रयसे । (परहुदिए किं एआइणी मन्तेसि ।)

प्रथमा—मधुकरिके चूतकलिका दृष्ट्वोन्मत्ता परभृतिका भवति । (महुअरिए चूदकलिअं देक्खिअ उम्मत्तिआ परहुदिआ होदि ।)

द्वितीया—(सहर्षः त्वरयोपगम्य ।) कथमुपस्थितो मधुमासः । (कहं उवट्ठिदो महुमासो।)

प्रथमा—मधुकरिके तवेदानीं काल एष मदविभ्रमगीतानाम् । (महुअरिए तव दाणिं कालो एसो मदविब्भमगीदाणं ।)

द्वितीया—सखि अवलम्बस्व मा यावदग्रपादस्थिता भूत्वा चूतकलिकां गृहीत्वा कामदेवार्चनं करोमि । (सहि अवलम्ब मं जाव अग्गपादट्ठिआ भविअ चूदकलिअं गेण्हिअ कामदेवाच्चणं करेमि ।)

प्रथमा—यदि ममापि खल्वर्धमर्चनफलस्य । (जइ मम वि क्खु अद्धं अच्चणफलस्स।)

द्वितीया—अकथितेऽप्येतत्संपद्यते यत एकमेव नौ जीवितं द्विधास्थितं शरीरम् । (सखीमवलम्ब्य स्थिता चूताङ्कुर गृह्णाति ।) अये अप्रतिबुद्धोऽपि चूतप्रसवोऽत्र बन्धनभङ्गसुरभिर्भवति । (इति कपोतहस्तकं कृत्वा ।)

त्वमसि मया चुताङ्कुरः दत्तः कामाय गृहीतधनुषे ।
पथिकजनयुवतिलक्ष्यः पञ्चाभ्यधिकः शरो भव ॥३॥

(अकहिदे वि एदं संपज्जइ जदो एक्कं एव्व णो जीविदं दुधाट्ठिदं सरीरं । अए अप्पडिबुद्धो वि चूदप्पसवो एत्थ बन्धणभङ्गसुरभी होदि ।)

तुं सि मए चूदङ्कुर दिण्णो कामस्स गहिदधणुअस्स ।
पहिअजणजुवइलक्खो पञ्चब्भहिओ सरो होहि ॥

(इति चूताङ्कुरं क्षिपति ।)

(प्रविश्यापटीक्षेपेण कुपितः)

कञ्चुकी—मा तावदनात्मज्ञे । देवेन प्रतिषिद्धे वसन्तोत्सवे त्वमाम्रकलिकाभङ्गं किमारभसे ।

उभे—(भीते ।) प्रसीदत्वार्यः । अगृहीतार्थे आवाम् (पसीददु अज्जो । अग्गहीदत्थाओ वअं ।)

कञ्चुकी—न किल श्रुतं युवाभ्यां यद्वासन्तिकैस्तरुभिरपि देवस्य शासनं प्रमाणीकृतं तदाश्रयिभिः पत्रिभिश्च । तथा हि ।

चूतानां चिरनिर्गतापि कलिका वध्नाति न स्वं रजः
संनद्धं यदपि स्थितं कुरवकं तत्कोरकावस्थया ।
कण्ठेषु स्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानां रुतं
शङ्के संहरति स्मरोऽपि चकितस्तूणार्धकृष्टं शरम् ॥४॥

सानुमती—नास्ति संदेहः । महाप्रभावो राजर्षिः । (णत्थि संदेहो महाप्पहाओ राएसी ।)

प्रथमा—आर्य कति दिवसान्यावयोर्मित्रावसुना राष्ट्रियेण भट्टिनीपादमूलं प्रेषितयोः। अत्र च नौ प्रमदवनस्य पालनकर्म समर्पितम् । तदागन्तुकतयाऽश्रुतपूर्व आवाभ्यामेष वृत्तान्तः । (अज्ज कदि दिअहाइं अम्हाणं मित्तावसुणा रट्ठिएण भट्ठिणीपाअमूलं पेसिदाण । एत्थ अ णो पमदवणस्स पालनकम्म समप्पिदं । ता आअन्तुअदाए अस्सुदपुवो अम्हेहिं एसो वुत्तन्तो ।)

कञ्चुकी—भवतु । न पुनरेवं प्रवर्तितव्यम् ।

उभे—आर्य कौतूहलं नौ । यद्यनेन जनेन श्रोतव्यं कथयत्वार्यः किंनिमित्तं भर्त्रा वसन्तोत्सवः प्रतिषिद्धः । (अज्ज कोदूहलं णो । जइ इमिणा जणेण सोदव्वं कहेदु अज्जो किंणिमित्तं भट्टिणा वसन्तुस्सवो पडिसिद्धो ।)

सानुमती—उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः । गुरुणा कारणेन भवितव्यम् । (उस्सवप्पिआ क्खु मणुस्सा । गुरुणा कारणेन होदव्वं ।)

कञ्चुकी—बहुलीभूतमेतत्किं न कथ्यते । किमत्रभवत्योः कर्णपथं नायात शकुन्तलाप्रत्यादेशकौलीनम् ।

उभे—श्रुतं राष्ट्रियमुखाद्यावदङ्गुलीयकदर्शनम् । (सुदं रट्ठिअमुहादो जाव अङ्गुलीअअदसणं ।)

कञ्चुकी—तेन ह्यल्पं कथयितव्यम् । यदैव खलु स्वाङ्गुलीयकदर्शनादनुस्मृतं देवेन सत्यमूढपूर्वा मे तत्रभवती रहसि शकुन्तला मोहात्प्रत्यादिष्टेति तदाप्रभृत्येव पश्चात्तापमुपगतो देवः । तथा हि ।

> **रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिर्न प्रत्यहं सेव्यते**
> **शय्याप्रान्तविवर्तनैर्विगमयत्युन्निद्र एव क्षपाः ।**
> **दाक्षिण्येन ददाति वाचमुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा**
> **गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च व्रीडाविलक्षश्चिरम् ॥५॥**

सानुमती—प्रियं मे । (पिअं मे ।)

कञ्चुकी—अस्मात्प्रभवतो वैमनस्यादुत्सवः प्रत्याख्यातः ।

उभे—युज्यते । (युज्जई ।)

(नेपथ्ये ।)

एतु एतु भवान् । (एदु एदु भवं ।)

कञ्चुकी—(कर्ण दत्वा ।) अये । इत एवाभिवर्तते देवः । स्वकर्मानुष्ठीयताम् ।

उभे—तथा । (इति निष्क्रान्ते ।) (तह ।)

(ततः प्रविशति पश्चात्तापसदृशवेषो राजा विदूषकः प्रतीहारी च ।)

कञ्चुकी—(राजानमवलोक्य ।) अहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाकृतिविशेषाणाम्। एवमुत्सुकोऽपि प्रियदर्शनो देवः । तथा हि ।

> **प्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविधिर्वामप्रकोष्ठार्पितं**
> **बिभ्रत्काञ्चनमेकमेव वलयं श्वासोपरक्ताधरः ।**
> **चिन्ताजागरणप्रतान्तनयनस्तेजोगुणादात्मनः**
> **संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि नालक्ष्यते ॥६॥**

सानुमती—(राजानं दृष्ट्वा ।) स्थाने खलु प्रत्यादेशविमानिताऽप्यस्य कृते शकुन्तला क्लाम्यति । (ठाणे क्खु पच्चादेसविमाणिदा वि इमस्स किदे सउन्दला किलम्मदि।)

राजा—(ध्यानमन्दं परिक्रम्य ।)

> **प्रथमं सारङ्गाक्ष्या प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम् ।**
> **अनुशयदुःखायेदं हतहृदयं संप्रति विबुद्धम् ॥७॥**

सानुमती—नन्वीदृशानि तपस्विन्या भागधेयानि । (णं ईदिसाणि तवस्सिणीए भाअहेआणि ।)

विदूषकः—(अपवार्य ।) लङ्घित एष भूयोऽपि शकुन्तलाव्याधिना । न जाने कथं चिकित्सितव्यो भविष्यतीति । (लङ्घिदो एसो भूयो वि सउन्दलावाहिणा । ण आणे कहं चिकिच्छिदव्वो भविस्सदि त्ति ।)

कञ्चुकी—(उपगम्य ।) जयतु जयतु देवः । महाराज प्रत्यवेक्षिताः प्रमदवनभूमयः यथाकाममध्यास्तां विनोदस्थानानि महाराजः ।

राजा—वेत्रवति मद्वचनादमात्यमार्यपिशुनं ब्रूहि । चिरप्रबोधान्न संभावितमस्माभिरद्य धर्मासनमध्यासितुम् । यत्प्रत्यवेक्षितं पौरकार्यमार्येण तत्पत्रमारोप्य दीयतामिति ।

प्रतीहारी—यद्देव आज्ञापयति । (इति निष्क्रान्ता ।) (जं देवो आणवेदि ।)

राजा—वातायन, त्वमपि स्वं नियोगमशून्यं कुरु ।

कञ्चुकी—यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्क्रान्तः ।)

विदूषकः—कृतं भवता निर्मक्षिकम्। सांप्रतं शिशिरातपच्छेदरमणीयेऽस्मिन्प्रमदवनोद्देश आत्मानं रमयिष्यसि । (किदं भवदा णिम्मच्छिअं । संपद सिसिरादवच्छेअरमणीए इमस्सिं पमदवणुद्देशे अत्ताणं रमइस्ससि ।)

राजा—वयस्य यदुच्यते, रन्ध्रोपनिपातिनोऽनर्था इति तदव्यभिचारि वचः । कुतः ।

> **मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना मम च मुक्तमिदं तमसा मनः ।**
> **मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धनुषि चूतशरश्च निवेशितः ॥८॥**

विदूषकः—तिष्ठ तावत् । अनेन दण्डकाष्ठेन कन्दर्पवाणं नाशयिष्यामि । (इति दण्डकाष्ठमुद्यम्य चूताङ्कुरं पातयितुमिच्छति ।) (चिट्ठदाव । इमिणा दण्डकट्ठेण कन्दप्पबाणं णासइस्सं ।)

राजा—(सस्मितम् ।) भवतु । दृष्टं ब्रह्मवर्चसम् । सखे क्वोपविष्टः प्रियायाः किंचिदनुकारिणीषु लतासु दृष्टिं विलोभयामि ।

विदूषकः—नन्वासन्नपरिचारिका चतुरिका भवता संदिष्टा । माधवीमण्डप इमां वेलामतिवाहयिष्ये । तत्र मे चित्रफलकगतां स्वहस्तलिखितां तत्रभवत्याः शकुन्तलायाः प्रतिकृतिमानयेति । (णं आसण्णपरिआरिआ चदुरिआ भवदा संदिट्ठा । माहवीमण्डवे इमं वेलं अदिवाहिस्सं । तहिं मे चित्तफलअगदं सहत्थलिहिदं तत्तहोदीए सउन्दलाए पडिकिदिं आणेहि त्ति ।)

राजा—ईदृशं हृदयविनोदनस्थानम् । तत्तमेव मार्गमादेशय ।

विदूषकः—इत इतो भवान् । (इदो इदो भवं ।)

(उभौ परिक्रमतः । सानुमत्यनुगच्छति ।)

विदूषकः—एष मणिशिलापट्टकसनाथो माधवीमण्डप उपहाररमणीयतया निःसंशयं स्वागतेनेव नौ प्रतीच्छति । तत्प्रविश्य निषीदतु भवान् । (एसो मणिसिलापट्टअसणाहो माहवीमण्डवो उवहाररमणिज्जदाए णिस्संसअं साअदेण विअ णो पडिच्छदि । ता पविसिअ णिसीददु भवं ।)

(उभौ प्रवेशं कृत्वोपविष्टौ ।)

सानुमती—लतासंश्रिता द्रक्ष्यामि तावत्सख्याः प्रतिकृतिम् । ततस्तस्यै भर्तुर्बहुमुखमनुरागं निवेदयिष्यामि । (इति तथा कृत्वा स्थिता ।) लदासस्सिदा दक्खिस्सं दाव सहीए पडिकिदिं । तदो से भत्तुणो बहुमुहं अणुराअं णिवेदइस्सं ।)

राजा—सखे सर्वमिदानीं स्मरामि शकुन्तलायाः प्रथमवृत्तान्तम् । कथितवानस्मि भवते च । स भवान्प्रत्यादेशवेलायां मत्समीपगतो नासीत् । पूर्वमपि न त्वया कदाचित्संकीर्तितं तत्रभवत्या नाम । कच्चिदहमिव विस्मृतवानसि त्वम् ।

विदूषकः—न विस्मरामि । किं तु सर्वं कथयित्वावसाने पुनस्त्वया परिहासविजल्प एष न भूतार्थ इत्याख्यातम् । मयापि मृत्पिण्डबुद्धिना तथैव गृहीतम् । अथवा भवितव्यता खलु बलवती । (ण विसुमरामि । किं तु सव्वं कहिअ अवसाणे उण तुए परिहासविअप्पओ एसो ण भूदत्थो त्ति आचक्खिदं । मए वि मिप्पिण्डबुद्धिणा तह एव्व गहीदं । अह वा भविदव्वदा क्खु बलवदी ।)

सानुमती—एवं न्विदम् । (एवं णेदं ।)

राजा—(ध्यात्वा) सखे त्रायस्व माम् ।

विदूषकः—भोः किमेतत् । अनुपपन्नं खल्वीदृशं त्वयि । कदापि सत्पुरुषाः शोकवास्तव्या न भवन्ति । ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः । (भो किं एदं । अणुववण्णं क्खु

ईदिसं तुइ । कदा वि सप्पुरिसा सोअवत्तव्वा ण होन्ति । ण पवादे वि णिक्कम्पा गिरीओ ।)

राजा—वयस्य निराकरणविक्लवायाः प्रियायाः समवस्थामनुस्मृत्य बलवदशरणोऽस्मि। सा हि—

> **इतः प्रत्यादेशात्स्वजनमनुगन्तुं व्यवसिता**
> **स्थिता तिष्ठेत्युच्चैर्वदति गुरुशिष्ये गुरुसमे ।**
> **पुनर्दृष्टिं बाष्पप्रसरकलुषामर्पितवती**
> **मयि क्रूरे यत्तत्सविषमिव शल्यं दहति माम् ॥९॥**

सानुमती—अहो । ईदृशी स्वकार्यपरता । अस्य संतापेनाहं रमे । (अम्महे । ईदिसो सकज्जपरदा । इमस्स संदावेण अहं रमामि ।)

विदूषकः—भो अस्ति मे तर्कः केनापि तत्रभवत्याकाशचारिणा नीतेति । (भो अत्थि मे तक्को केण वि तत्तहोदी आआसचारिणा णीदे त्ति ।)

राजा—कः पतिदेवतामन्यः परामर्ष्टुमुत्सहेत । मेनका किल सख्यास्ते जन्मप्रतिष्ठेति श्रुतवानस्मि । तत्सहचारिणीभिः सखी ते हृतेति मे हृदयमाशङ्कते ।

सानुमती—संमोहः खलु विस्मयनीयो न प्रतिबोधः । (संमोहो क्खु विम्हअणिज्जो ण पडिबोहो ।)

विदूषकः—यद्येवमस्ति खलु समागमः कालेन तत्रभवत्या । (जइ इव्वं अत्थि क्खु समाअमो कालेण तत्तहोदीए ।)

राजा—कथमिव ।

विदूषकः—न खलु मातापितरौ भर्तृवियोगदुःखितां दुहितरं चिरं द्रष्टुं पारयतः । (ण क्खु मादापिदरा भत्तुविओअदुक्खिअं दुहिदरं चिरं देक्खिदुं पारेन्ति ।)

राजा—वयस्य ।

> **स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु क्लिष्टं नु तावत्फलमेव पुण्यम् ।**
> **असंनिवृत्त्यै तदतीतमेते मनोरथा नाम तटप्रपाताः ॥१०॥**

विदूषकः—मैवम् । नन्वङ्गुलीयकमेव निदर्शनमवश्यंभाव्यचिन्तनीयः समागमो भवतीति । (मा एव्वं । ण अङ्गुलीअअं एव्व णिदंसणं अवस्संभावी अचिन्तणिज्जो समाअमो होदि त्ति ।)

राजा—(अङ्गुलीयकं विलोक्य ।) अये इदं तावदसुलभस्थानभ्रंशि शोचनीयम् ।

तव सुचरितमङ्गुलीय नूनं प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन ।
अरुणनखमनोहरासु तस्याश्च्युतमसि लब्धपदं यदङ्गुलीषु ॥११॥

सानुमती—यद्यन्यहस्तगतं भवेत्सत्यमेव शोचनीयं भवेत् । (जइ अण्णहत्थगदं भवे सच्चं एव्व सोअणिज्जं भवे ।)

विदूषकः—भोः इयं नाममुद्रा केनोद्घातेन तत्रभवत्या हस्ताभ्यासं प्रापिता । (भो इअं णाममुद्दा केण उग्घादेण तत्तहोदीए हत्थब्भासं पाविदा ।)

सानुमती—ममापि कौतूहलेनाकारित एषः । (मम वि कोदूहलेण आआरिदो एसो।)

राजा—श्रूयताम् । स्वनगराय प्रस्थितं मां प्रिया सबाष्पमाह कियच्चिरेणार्यपुत्र प्रतिपत्तिं दास्यतीति ।

विदूषकः—ततस्ततः । (तदो तदो ।)

राजा—पश्चादिमां मुद्रां तदङ्गुलौ निवेशयता मया प्रत्यभिहिता ।

एकैकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं
नामाक्षरं गणय गच्छसि यावदन्तम् ।
तावत्प्रिये मदवरोधगृहप्रवेशं
नेता जनस्तव समीपमुपैष्यतीति ॥१२॥

तच्च दारुणात्मना मया मोहान्नानुष्ठितम् ।

सानुमती—रमणीयः खल्वव्धिर्विधिना विसंवादितः । (रमणीओ क्खु अवही विहिणा विसंवादिदो ।)

विदूषकः—अथ कथं धीवरकल्पितस्य रोहितमत्स्यस्योदराभ्यन्तर आसीत् । (अध कहं धविलकप्पिअस्स लोहिअमच्छस्स उदलब्भन्तले आसि ।)

राजा—शचीतीर्थं वन्दमानायाः सख्यास्ते हस्तादगङ्गास्रोतसि परिभ्रष्टम् ।

विदूषकः—युज्यते । (जुज्जइ ।)

सानुमती—अत एव तपस्विन्याः शकुन्तलाया अधर्मभीरोरस्य राजर्षेः परिणये संदेह आसीत् । अथ वेदृशोऽनुरागोऽभिज्ञानमपेक्षते । कथमिवैतत् । (अदो एव्व

तवस्सिणाए सउन्दलाए अधम्मभीरुणो इमस्स राएसिणो परिणए संदेहो आसि । अह वा ईदिसो अणुराओ अहिण्णाणं अवेक्खदि । कहं विअ एदं ।)

राजा—उपालप्स्ये तावदिदमङ्गुलीयकम् ।

विदूषकः—(आत्मगतम् ।) गृहीतोऽनेन पन्था उन्मत्तानाम् । (गहीदो णेण पन्था उम्मत्तआणं ।)

राजा—

कथं नु तं बन्धुरकोमलाङ्गुलिं करं विहायासि निमग्नमम्भसि ।

अथ वा ।

अचेतनं नाम गुणं न लक्षयेन्मयैव कस्मादवधीरिता प्रिया ॥१३॥

विदूषकः—(आत्मगतम् ।) कथं बुभुक्षया खादितव्योऽस्मि । (कहं बुभुक्खाए खादिदव्वो म्हि ।)

राजा—प्रिये अकारणपरित्यागानुशयतप्तहृदयस्तावदनुकम्प्यतामयं जनः पुनर्दर्शनेन।

(प्रविश्यापटीक्षेपेण चित्रफलकहस्ता ।)

चतुरिका—इयं चित्रगता भट्टिनी । (इति चित्रफलकं दर्शयति ।) (इअं चित्तगदा भट्टिणी ।)

विदूषकः—(विलोक्य ।) साधु वयस्य । मधुरावस्थानदर्शनीयो भावानुप्रवेशः । स्खलतीव मे दृष्टिर्निम्नोन्नतप्रदेशेषु । (साहु वअस्स । महुरावत्थाणदंसणिज्जो भावाणुप्पवेसो । खलदि विअ मे दिट्ठी णिण्णुण्णअप्पदेसेसु ।)

सानुमती—अहो एषा राजर्षेर्निपुणता । जाने सख्यग्रतो मे वर्तत इति । (अम्मो एसा राएसिणो णिउणदा । जाणे सही अग्गदो मे वट्टदि त्ति ।)

राजा—

यद्यत्साधु न चित्रे स्यात्क्रियते तत्तदन्यथा ।
तथापि तस्या लावण्यं रेखया किंचिदन्वितम् ॥१४॥

सानुमती—सदृशमेतत्पश्चात्तापगुरोः स्नेहस्यानवलेपस्य च । (सरिसं एदं पच्छादावगरुणो सिणेहस्स अणवलेवस्स अ ।)

विदूषकः—भोः इदानीं तिस्रस्तत्रभवत्यो दृश्यन्ते । सर्वाश्च दर्शनीयाः । कतमाऽत्र तत्रभवती शकुन्तला । (भो दाणिं तिण्णि तत्तहोदीओ दीसन्ति । सव्वाओ अ दंसणीआओ । कदमा एत्थ तत्तहोदी सउन्दला ।)

सानुमती—अनभिज्ञः खल्वीदृशस्य रूपस्य मोघदृष्टिरयं जनः । (*अणभिण्णो क्खु ईदिसस्स रूवस्स मोहदिट्ठी अअं जणो ।*)

राजा—त्वं तावत्कतमां तर्कयसि ।

विदूषकः—तर्कयामि यैषा शिथिलबन्धनोद्वान्तकुसुमेन केशान्तेनोद्भिन्नस्वेदबिन्दुना वदनेन विशेषतोऽपसृताभ्यां बाहुभ्यामवसेकस्निग्धतरुणपल्लवस्य चूतपादपस्य पार्श्व ईषत्परिश्रान्तेवालिखिता सा शकुन्तला । इतरे सख्याविति । (तक्केमि जा एसा सिढिलबन्धणुव्वन्तकुसुमेण केसन्तेण उब्भिण्णस्सेअबिन्दुणा वअणेण विसेसदो ओसरिआहिं बाहाहिं अवसेअसिणिद्धतरुणपल्लवस्स चूअपाअवस्स पासे इसिपरिस्सन्ता विअ आलिहिदा सा सउन्दला । इदराओ सहीओ त्ति ।)

राजा—निपुणो भवान् । अस्त्यत्र मे भावचिह्नम् ।

> **स्विन्नाङगुलिविनिवेशो रेखाप्रान्तेषु दृश्यते मलिनः ।**
> **अश्रु च कपोलपतितं दृश्यमिदं वर्णिकोच्छ्वासात् ॥१५॥**

चतुरिके अर्धलिखितमेतद्विनोदस्थानम् । गच्छ । वर्तिकां तावदानय ।

चतुरिका—आर्य माधव्य अवलम्बस्व चित्रफलकं यावदागच्छामि । (अज्ज माढव्व अवलम्ब चित्तफलअं जाव आअच्छामि ।)

राजा—अहमेवैतदवलम्बे । (इति यथोक्तं करोति ।)

(निष्क्रान्ता चेटि ।)

राजा—(निःश्वस्य ।)

> **साक्षात्प्रियामुपगतामपहाय पूर्व**
> **चित्रार्पितां पुनरिमां बहु मन्यमानः ।**
> **स्रोतोवहां पथि निकामजलामतीत्य**
> **जातः सखे प्रणयवान्मृगतृष्णिकायाम् ॥१६॥**

विदूषकः—(आत्मगतम् ।) एषोऽत्रभवान्नदीमतिक्रम्य मृगतृष्णिकां संक्रान्तः । (प्रकाशं) भोः अपरं किमत्र लेखितव्यम् । (एसो अत्तभवं णदिं अदिक्कमिअ मिअतिण्हिआं संकन्तो । भो अवरं किं एत्थ लिहिदव्वम् ।)

सानुमती—यो यः प्रदेशः सख्या मेऽभिरूपस्तं तमालेखितुकामो भवेत् । (जो जो पदेसो सहीए मे अहिरूवो तं तं आलिहिदुकामो भवे ।)

राजा—श्रूयताम् ।

कार्या सैकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी
पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः ।
शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोर्निर्मातुमिच्छाम्यधः
शृङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम् ॥१७॥

विदूषकः—(आत्मगतम् ।) यथाहं पश्यामि पूरितव्यमनेन चित्रफलकं लम्बकूर्चानां तापसानां कदम्बैः । (जह अहं देक्खामि पूरिदव्व णेण चित्तफलअं लम्बकुच्चाणं तावसाणं कदम्बेहिं ।)

राजा—वयस्य अन्यच्च । शकुन्तलायाः प्रसाधनमभिप्रेतमत्र विस्मृतमस्माभिः ।

विदूषकः—किमिव । (किं विअ ।)

सानुमती—वनवासस्य सौकुमार्यस्य विनयस्य च यत्सदृशं भविष्यति । (वणवासस्स सोउमारस्स विणअस्स अ जं सरिसं भविस्सदि ।)

राजा—

कृतं न कर्णार्पितबन्धनं सखे शिरीषमागण्डविलम्बिकेसरम् ।
न वा शरच्चन्द्रमरीचिकोमलं मृणालसूत्रं रचितं स्तनान्तरे ॥१८॥

विदूषकः—भोः किं नु तत्रभवती रक्तकुवलयपल्लवशोभिनाऽग्रहस्तेन मुखमावार्य चकितचकितेव स्थिता । (सावधानं निरूप्य दृष्ट्वा ।)
आः एष दास्याःपुत्रः कुसुमरसपाटच्चरस्तत्रभवत्या वदनकमलमभिलङ्घते मधुकरः। (भो किं णु तत्तहोदि रत्तकुवलअपल्लवसोहिणा अग्गहत्थेण मुहं आवारिअ चइदचइदा विअ ठिआ । आः एसो दासीएपुत्तो कुसुमरसपाडच्चरो तत्तहोदीए वअणकमलं अहिलङ्घेदि महुअरो ।)

राजा—ननु वार्यतामेष धृष्टः ।

विदूषकः—भवानेवाविनीतानां शासिताऽस्य वारणे प्रभविष्यति । (भवं एव्व अविणीदाणं सासिदा इमस्स वारणे पहविस्सदि ।)

राजा—युज्यते । अयि भोः कुसुमलताप्रियातिथे किमत्र परिपतनखेदमनुभवसि ।

एषा कुसुमनिषण्णा तृषितापि सती भवन्तमनुरक्ता ।
प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु विना त्वया पिबति ॥१९॥

सानुमती—अद्याभिजातं खल्वेष वारितः । (अज्ज अभिजादं क्खु एसो वारिदो ।)

विदूषकः—प्रतिषिद्धापि वामैषा जातिः । (पडिसिद्धा वि वामा एसा जादी ।)

राजा—एवं भो न मे शासने तिष्ठसि । श्रूयतां तर्हि संप्रति ।

> **अक्लिष्टबालतरुपल्लवलोभनीयं**
> **पीतं मया सदयमेव रतोत्सवेषु ।**
> **बिम्बाधरं स्पृशसि चेद्भ्रमर प्रियाया-**
> **स्त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम् ॥२०॥**

विदूषकः—एवं तीक्ष्णदण्डस्य किं न भेष्यति । (प्रहस्य । आत्मगतम् ।) एष तावदुन्मत्तः । अहमप्येतस्य सङ्गेनेदृशवर्ण इव संवृत्तः । (प्रकाशम् ।) भोः चित्रं खल्वेतत् । (एव्वं तिक्खदण्डस्स किं ण भाइस्संदि । एसो दाव उम्मत्तो । अहं पि एदस्स सङ्गेण ईदिसवण्णो विअ संवुत्तो । भो चित्तं क्खु एदं ।)

राजा—कथं चित्रम् ।

सानुमती—अहमपीदानीमवगतार्था । किं पुनर्यथालिखितानुभाव्येष । (अहं पि दाणि अवगदत्था । किं उण जहालिहिदाणुभावी एसो ।)

राजा—वयस्य किमिदमनुष्ठितं पौरोभाग्यम् ।

> **दर्शनसुखमनुभवतः साक्षादिव तन्मयेन हृदयेन ।**
> **स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्ता ॥२१॥**

(इति बाष्पं विहरति ।)

सानुमती—पूर्वापरविरोध्यपूर्व एष विरहमार्गः । (पुव्वावरविरोही अपुव्वो एसो विरहमग्गो ।)

राजा—वयस्य कथमेवमविश्रान्तदुःखमनुभवामि ।

> **प्रजागरात्खिलीभूतस्तस्याः स्वप्ने समागमः ।**
> **बाष्पस्तु न ददात्येनां द्रष्टुं चित्रगतामपि ॥२२॥**

सानुमती—सर्वथा प्रमार्जितं त्वया प्रत्यादेशदुःखं शकुन्तलायाः । (सव्वहा पमज्जिद तुए पच्चादेसदुक्खं सउन्दलाए ।)

(प्रविश्य ।)

चतुरिका—जयतु भर्ता । वर्तिकाकरण्डकं गृहीत्वेतोमुखं प्रस्थितास्मि । (जेदु जेदु भट्टा । वट्टिआकरण्डअं गेण्हिअ इदोमुहं पत्थिद म्हि ।)

राजा—किं च ।

चतुरिका—स मे हस्तादन्तरा तरलिकाद्वितीयया देव्या वसुमत्याहमेवार्य-पुत्रस्योपनेष्यामीति सबलात्कारं गृहीत. । (सो मे हत्थादो अन्तरा तरलिआदुदिआए देवीए वसुमदीए अहं एव्व अज्जउत्तस्स उवणइस्सं त्ति सबलक्कारं गहीदो ।)

विदूषकः—दिष्ट्या त्वं मुक्ता । (दिट्ठिआ तुमं मुक्का ।)

चतुरिका—यावद्देव्या विटपलग्नमुत्तरीयं तरलिका मोचयति तावन्मया निर्वाहित आत्मा । (जाव देवीए विडवलग्गं उत्तरीअं तरलिया मोचेदि ताव मए णिव्वाहिदो अत्ता ।)

राजा—वयस्य उपस्थिता देवी बहुमानगर्विता च । भवानिमां प्रतिकृतिं रक्षतु ।

विदूषकः—आत्मानमिति भण । (चित्रफलकमादायोत्थाय च ।) यदि भवानन्त.पुरकूटवागुरातो मोक्ष्यते तदा मां मेघप्रतिच्छन्दे प्रासादे शब्दायय । (इति भ्रुतपदं निष्क्रान्त.) (अत्ताणं त्ति भणाहि । जइ भवं अन्तेउरकूडवागुरादो मुच्चीअदि तदो मं मेहप्पडिच्छन्दे पासादे सद्दावेहि ।)

सानुमती—अन्यसंक्रान्तहृदयोऽपि प्रथमसंभावनामपेक्षते । अतिशिथिलसौहार्द इदानीमेषः । (अण्णसंकन्तहिअओ वि पढमसंभावण अवेक्खदि । अदिसिढिलसोहदो दाणिं एसो ।)

(प्रविश्य पत्रहस्ता ।)

प्रतीहारी—जयतु जयतु देव । (जेदु जेदु देवो ।)

राजा—वेत्रवति न खल्वन्तरा दृष्टा त्वया देवी ।

प्रतीहारी—अथ किम् । पत्रहस्तां मां प्रेक्ष्य प्रतिनिवृता । (अह इं । पत्तहत्थं म देक्खिअ पडिणिउत्ता ।)

राजा—कार्यज्ञा कार्योपरोधं मे परिहरति ।

प्रतीहारी—देव अमात्यो विज्ञापयति । अर्थजातस्य गणनाबहुलतयैकमेव पौरकार्यमवेक्षितं तद्देवः पत्रारूढं प्रत्यक्षीकरोत्विति । (देव अमच्चो विण्णवेदि । अत्थजादस्स गणणाबहुलदाए एक्क एव्व पोरकज्ज अवेक्खिदं तं देवो पत्तारुढं । पच्चक्खीकरेदु त्ति ।)

राजा—इतः पत्रं दर्शय ।

(प्रतिहार्युपनयति ।)

राजा—(अनुवाच्य ।) कथम् । समुद्रव्यवहारी सार्थवाहो धनमित्रो नाम नौव्यसने विपन्नः । अनपत्यश्च किल तपस्वी । राजगामी तस्यार्थसंचय इत्येतदमात्येन लिखितम् । कष्टं खल्वनपत्यता । वेत्रवति बहुधनत्वाद्बहुपत्नीकेन तत्रभवता भवितव्यम्। विचार्यतां यदि काचिदापन्नसत्त्वा तस्य भार्यासु स्यात् ।

प्रतीहारी—देव इदानीमेव साकेतकस्य श्रेष्ठिनो दुहिता निर्वृत्तपुंसवना जायास्य श्रूयते । (देव दाणिं एव्व साकेदअस्स सेट्ठिणो दुहिआ णिव्वुत्तपुंसवणा जाआ से सुणीअदि ।)

राजा—ननु गर्भः पित्र्यं रिक्थमर्हति । गच्छ । एवममात्यं ब्रूहि ।

प्रतीहारी—यद्देव आज्ञापयति । (इति प्रस्थिता ।) (जं देवो आणवेदि ।)

राजा—एहि तावत् ।

प्रतीहारी—इयमस्मि । (इअं म्हि ।)

राजा—किमनेन संततिरस्ति नास्तीति ।

> **येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना ।**
> **स स पापादृते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम् ॥२३॥**

प्रतीहारी—एवं नाम घोषयितव्यम् । (निष्क्रम्य । पुनः प्रविश्य ।) काले प्रवृष्टमिवाभिनन्दितं देवस्य शासनम् । (एव्वं णाम घोसइदव्वं । काले पवुट्ठं विअ अहिणन्दिदं देवस्स सासणम् ।)

राजा—(दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य ।) एवं भोः संततिच्छेदनिरवलम्बानां कुलानां मूलपुरुषावसाने संपदः परमुपतिष्ठन्ते । ममाप्यन्ते पुरुवंशश्रिय एष एव वृत्तान्तः।

प्रतीहारी—प्रतिहतममङ्गलम् । (पडिहदं अमङ्गलम् ।)

राजा—धिङ् मामुपस्थितश्रेयोवमानिनम् ।

सानुमती—असंशयं सखीमेव हृदये कृत्वा निन्दितोऽनेनात्मा । (असंसअं सहिं एव्व हिअए करिअ णिन्दिदो णेण अप्पा ।)

राजा—

> **संरोपितेऽप्यात्मनि धर्मपत्नी त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा ।**
> **कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुंधरा काल इवोप्तबीजा ॥२४॥**

सानुमती—अपरिच्छिन्नेदानीं ते संततिर्भविष्यति । (अपरिच्छिण्णा दाणिं दे संददी भविस्सदि ।)

चतुरिका—(जनान्तिकम् ।) अये अनेन सार्थवाहवृत्तान्तेन द्विगुणोद्वेगो भर्ता । एनमाश्वासयितुं मेघप्रतिच्छन्दादार्य माधव्यं गृहीत्वागच्छ । (अए इमिणा सत्थवाहवुत्तन्तेण दिउणुव्वेओ भट्टा । णं अस्सासिदुं मेहप्पडिच्छन्दादो अज्जं माढव्वं गेण्हिअ आअच्छेहि ।)

प्रतीहारी—सुष्ठु भणासि । (इति निष्क्रान्ता ।) (सुठ्ठु भणासि ।)

राजा—अहो दुष्यन्तस्य संशयमारूढाः पिण्डभाजः । कुतः ।

> **अस्मात्परं बत यथाश्रुति संभृतानि**
> **को नः कुले निवपनानि नियच्छतीति ।**
> **नूनं प्रसूतिविकलेन मया प्रसिक्तं**
> **धौताश्रुशेषमुदकं पितरः पिबन्ति ॥२५॥**

(इति मोहमुपगतः ।)

चतुरिका—(ससम्भ्रममवलोक्य ।) समाश्वसितु समाश्वसितु भर्ता । (समस्ससदु समस्ससदु भट्टा ।)

सानुमती—हा धिक् हा धिक् । सति खलु दीपे व्यवधानदोषेणैषोऽन्धकारदोषमनुभवति। अहमिदानीमेव निर्वृतं करोमि । अथवा श्रुतं मया शकुन्तलां समाश्वासयन्त्या महेन्द्रजनन्या मुखाद्यज्ञभागोत्सुका देवा एव तथानुष्ठास्यन्ति यथाचिरेण धर्मपत्नीं भर्ताभिनन्दिष्यतीति । तद्युक्तमतं कालं प्रतिपालयितुम् । यावदनेन वृत्तान्तेन प्रियसखीं समाश्वासयामि । (इत्युद्भ्रान्तकेन निष्क्रान्ता ।) (हद्धी हद्धी । सदि क्खु दीवे ववधाणदोसेण एसो अन्धआरदोसं अणुहोदि । अहं दाणिं एव्व णिव्वुदं करेमि । अह वा सुदं मए सउन्दलं समस्सासअन्तीए महेन्दजणणीए मुहादो जण्णभाओस्सुआ देवा एव्व तह अणुचिट्ठिस्सन्ति जह अइरेण धम्मपदिणिं भट्टा अहिणन्दिस्सदित्ति । ता जुत्तं एदं कालं पडिपालिदुं । जाव इमिणा वुत्तन्तेण पिअसहिं समस्सासेमि ।)

(नेपथ्ये ।)

अब्रह्मण्यम् । (अब्बम्हण्णम् ।)

राजा—(प्रत्यागतः । कर्णं दत्वा ।) अये माधव्यस्येवार्तस्वरः । कः कोऽत्र भोः ।

(प्रविश्य ।)

प्रतीहारी–(ससंभ्रमम् ।) परित्रायतां देवः संशयगतं वयस्यम् । (परित्ताअदु देवो संसअगदं वअस्सम् ।)

राजा–केनात्तगन्धो माणवकः ।

प्रतीहारी–अदृष्टरूपेण केनापि सत्त्वेनातिक्रम्य मेघप्रतिच्छन्दस्य प्रासादस्याग्र-भूमिमारोपितः । (अदिठ्ठरूवेण केण वि सत्तेण अदिक्कमिअ मेहप्पडिच्छन्दस्स पासादस्स अग्गभूमिं आरोविदो ।)

राजा–(उत्थाय ।) मा तावत् । ममापि सत्त्वैरभिभूयन्ते गृहाः । अथवा ।

अहन्यहन्यात्मन एव तावज्ज्ञातुं प्रमादस्खलितं न शक्यम् ।

प्रजासु कः केन पथा प्रयातीत्यशेषतो वेदितुमस्ति शक्तिः ॥२६॥

(नेपथ्ये ।)

भो वयस्य अविहा अविहा । (भो वअस्स अविहा अविहा ।)

राजा–(गतिभेदेन परिक्रामन् ।) सखे न भेतव्यम् ।

(नेपथ्ये ।)

(पुनस्तदेव पठित्वा ।) कथं न भेष्यामि । एष मां कोऽपि प्रत्यवनतशिरोधरमिक्षुमिव त्रिभङ्गं करोति । (कहं ण भाइस्सं । एस मं को वि पच्चवणदसिरोहरं इक्खुं विअ तिण्णभङ्गं करेदि ।)

राजा–(सदृष्टिक्षेपम् ।) धनुस्तावत् ।

(प्रविश्य शार्ङ्गहस्ता ।)

यवनी–भर्तः एतद्धस्तावापसहितं शरासनम् । (भट्टा एदं हत्थावावसहिदं सरासणं ।)

(राजा सशरं धनुरादत्ते ।)

(नेपथ्ये ।)

एष त्वामभिनवकण्ठशोणितार्थी

शार्दुलः पशुमिव हन्मि चेष्टमानम् ।

आर्तानां भयमपनेतुमात्तधन्वा

दुष्यन्तस्तव शरणं भवत्विदानीम् ॥२७॥

राजा–(सरोषम् ।) कथं मामेवोद्दिशति । तिष्ठ कुणपाशन । त्वमिदानीं न भविष्यसि। (शार्ङ्गमारोप्य ।) वेत्रवति सोपानमार्गमादेशय ।

प्रतीहारी—इत इतो देवः । (इदो इदो देवो ।)

(सर्वे सत्वरमुपसर्पन्ति ।)

राजा—(समन्ताद्विलोक्य ।) शून्यं खल्विदम् ।

(नेपथ्ये ।)

अविहा । अविहा । अहमत्रभवन्तं पश्यामि । त्वं मां न पश्यसि । बिडालगृहीतो मूषक इव निराशोऽस्मि जीविते संवृत्तः । (अविहा अविहा । अहं अत्तभवन्तं पेक्खामि । तुमं मं ण पेक्खसि । बिडालग्गहीदो मूसओ विअ णिरासो म्हि जीविदे संवुत्तो ।)

राजा—भोस्तिरस्करिणीगर्वित मदीयमस्त्रं त्वां द्रक्ष्यति । एष तमिषुं संदधे

> **यो हनिष्यति वध्यं त्वां रक्ष्यं रक्षिष्यति द्विजम् ।**
> **हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः ॥२८॥**

(इत्यस्त्रं संधत्ते ।)

(ततः प्रविशति विदूषकमुत्सृज्य मातलिः ।)

मातलिः—

> **कृताः शरव्यं हरिणा तवासुराः**
> **शरासनं तेषु विकृष्यतामिदम् ।**
> **प्रसादसौम्यानि सतां सुहृज्जने**
> **पतन्ति चक्षूंषि न दारुणाः शराः ॥२९॥**

राजा—(ससंभ्रममस्त्रमुपसंहरन् ।) अये मातलिः । स्वागतं महेन्द्रसारथे ।

(प्रविश्य ।)

विदूषकः—अहं येनेष्टिपशुमारं मारितः सोऽनेन स्वागतेनाभिनन्द्यते । (अहं जेण इट्ठिपसुमारं मारिदो सो इमिणा साअदेण अहिणन्दीअदि ।)

मातलिः—(सस्मितम् ।) आयुष्मन् श्रूयतां यदर्थमस्मि हरिणा भवत्सकाशं प्रेषितः ।

राजा—अवहितोऽस्मि ।

मातलिः—अस्ति कालनेमिप्रसूतिर्दुर्जयो नाम दानवगणः ।

राजा—अस्ति । श्रुतपूर्वं मया नारदात् ।

मातलिः

सख्युस्ते स किल शतक्रतोरजय्य
　　स्तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहन्ता ।
उच्छेत्तुं प्रभवति यन्न सप्तसप्ति-
　　स्तन्नैशं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः ॥३०॥

स भवानात्तशस्त्र एव इदानीमैन्द्ररथमारुह्य विजयाय प्रतिष्ठताम् ।

राजा—अनुगृहीतोऽहमनया मघवतः संभावनया । अथ माधव्यं प्रति भवता किमेवं प्रयुक्तम् ।

मातलिः—तदपि कथ्यते । किंचिन्निमित्तादपि मनःसंतापादायुष्मान्मया विक्लवो दृष्टः । पश्चात्कोपयितुमायुष्मन्तं तथा कृतवानस्मि । कुतः ।

ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते ।
प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात्प्रतिपद्यते हि जनः ॥३१॥

राजा—(जनान्तिकम् ।) वयस्य अनतिक्रमणीया दिवस्पतेराज्ञा । तदत्र परिगतार्थं कृत्वा मद्वचनादमात्यपिशुनं ब्रूहि ।

त्वन्मतिः केवला तावत्परिपालयतु प्रजाः ।
अधिज्यमिदमन्यस्मिन्कर्मणि व्यापृतं धनुः ॥३२॥

इति ।

विदूषकः—यद्भवानाज्ञापयति (इति निष्क्रान्तः ।) [ज भवं आणवेदि ।]

मातलिः—आयुष्मान्रथमारोहतु ।

(राजा रथारोहणं नाटयति ।)

(निष्क्रान्ताः सर्वे ।)

इति षष्ठोऽङ्कः ।

सप्तमोऽङ्कः ।

(ततः प्रविशत्याकाशयानेन रथाधिरूढो राजा मातलिश्च ।)

राजा—मातले अनुष्ठितनिदेशोऽपि मघवतः सत्क्रियाविशेषादनुपयुक्तमिवात्मानं समर्थये ।

मातलिः—(सस्मितम् ।) आयुष्मन् उभयमप्यपरितोषं समर्थये ।

प्रथमोपकृतं मरुत्वतः प्रतिपत्त्या लघु मन्यते भवान् ।
गणयत्यवदानविस्मितो भवतः सोऽपि न सत्क्रियागुणान् ॥१॥

राजा—मातले मा मैवम् । स खलु मनोरथानामप्यभूमिर्विसर्जनावसरसत्कारः । मम हि दिवौकसां समक्षमर्धासनोपवेशितस्य ।

अन्तर्गतप्रार्थनमन्तिकस्थं जयन्तमुद्वीक्ष्य कृतस्मितेन ।
आमृष्टवक्षोहरिचन्दनाङ्का मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा ॥२॥

मातलिः—किमिव नामायुष्मानमरेश्वरान्नार्हति । पश्य ।

सुखपरस्य हरेरुभयैः कृतं त्रिदिवमुद्धृतदानवकण्टकम् ।
तव शरैरधुना नतपर्वभिः पुरुषकेसरिणश्च पुरा नखैः ॥३॥

राजा—अत्र खलु शतक्रतोरेव महिमा स्तुत्यः ।

सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः ।
संभावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम् ।
किं वाऽभविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता
तं चेत्सहस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत् ॥४॥

मातलिः—सदृशं तवैतत् । (स्तोकमन्तरमतीत्य ।) आयुष्मन् इतः पश्य नाकपृष्ठप्रतिष्ठितस्य सौभाग्यमात्मयशसः ।

विच्छित्तिशेषैः सुरसुन्दरीणां वर्णैरमी कल्पलतांशुकेषु ।
विचिन्त्य गीतक्षममर्थजातं दिवौकसस्त्वच्चरितं लिखन्ति ॥५॥

राजा—मातल असुरसंप्रहारोत्सुकेन पूर्वेद्युर्दिवमधिरोहता मया न लक्षितः स्वर्गमार्गः। कतमस्मिन्मरुतां पथि वर्तामहे ।

मातलिः—

> **त्रिस्रोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां**
> **ज्योतींषि वर्तयति च प्रविभक्तरश्मिः ।**
> **तस्य द्वितीयहरिविक्रमनिस्तमस्कं**
> **वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम् ॥६॥**

राजा—मातले अतः खलु सबाह्यान्तःकरणो ममान्तरात्मा प्रसीदति । (रथाङ्गमवलोक्य ।) मेघपदवीमवतीर्णौ स्वः ।

मातलिः—कथमवगम्यते ।

राजा—

> **अयमरविवरेभ्यश्चातकैनिष्पतद्भि-**
> **र्हरिभिरचिरभासां तेजसा चानुलिप्तैः ।**
> **गतमुपरि घनानां वारिगर्भोदराणां**
> **पिशुनयति रथस्ते शीकरक्लिन्ननेमिः ॥७॥**

मातलिः—क्षणादायुष्मान्स्वाधिकारभूमौ वर्तिष्यते ।

राजा—(अधोऽवलोक्य ।) मातले वेगावतरणादाश्चर्यदर्शनः संलक्ष्यते मनुष्यलोकः। तथा हि ।

> **शैलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी**
> **पर्णाभ्यन्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयात्पादपाः ।**
> **संतानैस्तनुभावनष्टसलिला व्यक्तिं भजन्त्यापगाः**
> **केनाप्युत्क्षिपतेव पश्य भुवनं मत्पार्श्वमानीयते ॥८॥**

मातलिः—साधु दृष्टम् । (सबहुमानमवलोक्य ।) अहो उदाररमणीया पृथिवी ।

राजा—मातले कतमोऽयं पूर्वापरसमुद्रावगाढः कनकरसनिस्यन्दी सांध्य इव मेघपरिघः सानुमानालोक्यते ।

मातलिः—आयुष्मन् एष खलु हेमकूटो नाम किंपुरुषपर्वतस्तपःसंसिद्धिक्षेत्रम् । पश्य ।

> **स्वायंभुवान्मरीचेर्यः प्रबभूव प्रजापतिः ।**
> **सुरासुरगुरुः सोऽत्र सपत्नीकस्तपस्यति ॥९॥**

राजा—तेन ह्यनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि । प्रदक्षिणीकृत्य भगवन्तं गन्तुमिच्छामि ।

मातलिः—प्रथमः कल्पः ।

(नाट्येनावतीर्णौ ।)

राजा—(सविस्मयम् ।)

> उपोढशब्दा न रथाङ्गनेमयः प्रवर्तमानं न च दृश्यते रजः ।
> अभूतलस्पर्शतयाऽनिरुद्धतस्तवावतीर्णोऽपि रथो न लक्ष्यते ॥१०॥

मातलिः—एतावानेव शतक्रतोरायुष्मतश्च विशेषः ।

राजा—मातले कतमस्मिन्प्रदेशे मारीचाश्रमः ।

मातलिः—(हस्तेन दर्शयन् ।)

> **वल्मीकार्धनिमग्नमूर्तिरुरसा संदष्टसर्पत्वचा**
> **कण्ठे जीर्णलताप्रतानवलयेनात्यर्थसंपीडितः ।**
> **अंसव्यापि शकुन्तनीडनिचितं बिभ्रज्जटामण्डलं**
> **यत्र स्थाणुरिवाचलो मुनिरसावभ्यर्कबिम्बं स्थितः ॥११॥**

राजा—नमस्ते कष्टतपसे ।

मातलिः—(संयतप्रग्रहं रथं कृत्वा ।) एतौ अदितिपरिवर्धितमन्दारवृक्षं प्रजापतेराश्रमं प्रविष्टौ स्वः ।

राजा—स्वर्गादधिकतरं निर्वृतिस्थानम् अमृतह्रदमिवावगाढोऽस्मि ।

मातलिः—(रथं स्थापयित्वा ।) अवतरत्वायुष्मान् ।

राजा—(अवतीर्य ।) मातले भवान्कथमिदानीम् ।

मातलिः—संयन्त्रितो मया रथः । वयमप्यवतरामः । (तथा कृत्वा ।) इत आयुष्मन् । (परिक्रम्य ।) दृश्यन्तामत्रभवतामृषीणां तपोवनभूमयः ।

राजा—ननु विस्मयादवलोकयामि ।

> **प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने**
> **तोये काञ्चनपद्मरेणुकपिशे धर्माभिषेकक्रिया ।**
> **ध्यानं रत्नशिलातलेषु विबुधस्त्रीसंनिधौ संयमो**
> **यत्काङ्क्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिंस्तपस्यन्त्यमी ॥१२॥**

मातलिः—उत्सर्पिणी खलु महतां प्रार्थना । (परिक्रम्य । आकाशे ।) अये वृद्धशाकल्य किमनुतिष्ठति भगवान्मारीचः । किं ब्रवीषि । दाक्षायण्या पतिव्रताधर्ममधिकृत्य पृष्टस्तस्यै महर्षिपत्नीसहितायै कथयतीति ।

राजा—(कर्णं दत्त्वा ।) अये प्रतिपाल्यावसरः खलु प्रस्तावः ।

मातलिः—(राजानमवलोक्य ।) अस्मिन्नशोकवृक्षमूले तावदास्तामायुष्मान् यावत्त्वामिन्द्रगुरवे निवेदयितुमन्तरान्वेषी भवामि ।

राजा—यथा भवान्मन्यते । (इति स्थितः ।)

मातलिः—आयुष्मन् साधयाम्यहम् । (इति निष्क्रान्तः ।)

राजा—निमित्तं सूचयित्वा ।)

> **मनोरथाय नाशंसे किं बाहो स्पन्दसे वृथा ।**
> **पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवर्तते ॥१३॥**

(नेपथ्ये ।)

मा खलु चापलं कुरु । कथं गत एवात्मनः प्रकृतिम् । (मा क्खु चावलं करेहि । कह गदो एव्व अत्तणो पकिदिं ।)

राजा—(कर्णं दत्त्वा ।) अभूमिरियमविनयस्य । को नु खल्वेष निषिध्यते । (शब्दानुसारेणावलोक्य । सविस्मयम्) अये को नु खल्वयमनुबध्यमानस्तपस्विनीभ्यामबालसत्त्वो बालः ।

> **अर्धपीतस्तनं मातुरामर्दक्लिष्टकेसरम् ।**
> **प्रक्रीडितुं सिंहशिशुं बलात्कारेण कर्षति ॥१४॥**

(ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टकर्मा तपस्विनीभ्यां बालः ।)

बालः—जृम्भस्व सिंह दन्तांस्ते गणयिष्ये । (जिम्भ सिङ्घ दन्ताइं दे गणइस्सं ।)

प्रथमा—अविनीत किं नोऽपत्यनिर्विशेषाणि सत्त्वानि विप्रकरोषि । हन्त वर्धते ते संरम्भः । स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृतनामधेयोऽसि । (अविणीद किं णो अपच्चणिव्विसेसाणि सत्ताणि विप्पअरेसि । हन्त वड्ढइ दे संरम्भो । ठाणे क्खु इसिजणेण सव्वदमणो त्ति किदणामहेओ सि ।)

राजा—किं नु खलु बालेऽस्मिन्नौरस इव पुत्रे स्निह्यति मे मनः । नूनमनपत्यता मां वत्सलयति ।

द्वितीया—एषा खलु केसरिणी त्वां लङ्घयति यद्यस्याः पुत्रकं न मुञ्चसि । (एसा क्खु केसरिणी तुमं लङ्घेदि जइ से पुत्तअं ण मुञ्चेसि ।)

बालः—(सस्मितम् ।) अहो बलीयः खलु भीतोऽस्मि । (इत्यधरं दर्शयति ।) (अम्हहे बलिअं क्खु भीदो म्हि ।)

राजा—

> **महतस्तेजसो बीजं बालोऽयं प्रतिभाति मे ।**
> **स्फुलिङ्गावस्थया वह्निरेधापेक्ष इव स्थितः ॥१५॥**

प्रथमा—वत्स एनं बालमृगेन्द्रं मुञ्च । अपरं ते क्रीडनकं दास्यामि । (वच्छ एदं बालमिइन्दअं मुञ्च । अवरं दे कीलणअं दाइस्सं ।)

बालः—कुत्र देह्येतत् । (इति हस्तं प्रसारयति ।) कहिं । देहि ण ।)

राजा—कथं चक्रवर्तिलक्षणमप्यनेन धार्यते । तथा ह्यस्य ।

> **प्रलोभ्यवस्तुप्रणयप्रसारितो विभाति जालग्रथिताङ्गुलिः करः ।**
> **अलक्ष्यपत्रान्तरमिद्धरागया नवोषसा भिन्नमिवैकपङ्कजम् ॥१६॥**

द्वितीया—सुव्रते न शक्य एष वाचामात्रेण विरमयितुम् । गच्छ त्वम् । मदीय उटजे मार्कण्डेयस्यर्षिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिकामयूरस्तिष्ठति । तमस्योपहर । (सुव्वदे ण सक्को एसो वाआमेत्तेण विरमाविदुं । गच्छ तुमं । ममकेरए उडए मक्कण्डेअस्स इसिकुमारअस्स वण्णचित्तिदो मित्तिआमोरओ चिट्ठदि । तं से उवहर ।)

प्रथमा—तथा । (इति निष्क्रान्ता ।) (तह ।)

बालः—अनेनैव तावत्क्रीडिष्यामि । (इति तापसीं विलोक्य हसति ।) (इमिणा एव्व दाव कीलिस्सं ।)

राजा—स्पृहयामि खलु दुर्ललितायास्मै ।

आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासै-
रव्यक्तवर्णरमणीयवचःप्रवृत्तीन् ।
अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ॥१७॥

तापसी—भवतु । न मामयं गणयति । (पार्श्वमवलोक्य ।) कोऽत्र ऋषिकुमाराणाम्। (राजानमवलोक्य ।) भद्रमुख इहि तावत् । मोचयानेन दुर्मोकहस्तग्रहेण डिम्भलीलया वाध्यमानं बालमृगेन्द्रम् । (होदु । णं मं अअं गणेदि । को एत्थ इसिकुमाराण । भद्दमुह एहि दाव । मोएहि इमिणा दुम्मोअहत्थग्गहेण डिम्भलीलाए बाहीअमाण बालमिइन्दअ ।)

राजा—(उपगम्य । सस्मितम् ।) अयि भो महर्षिपुत्र ।

एवमाश्रमविरुद्धवृत्तिना संयमः किमिति जन्मतस्त्वया ।
सत्त्वसंश्रयसुखोऽपि दूष्यते कृष्णसर्पशिशुनेव चन्दनः ॥१८॥

तापसी—भद्रमुख न खल्वयमृषिकुमारः । (भद्दमुह ण हु अअं इसिकुमारओ ।)

राजा—आकारसदृशं चेष्टितमेवास्य कथयति । स्थानप्रत्ययात्तु वयमेवतर्किण । (यथाभ्यर्थितमनुतिष्ठन्बालस्पर्शमुपलभ्य । आत्मगतम् ।)

अनेन कस्यापि कुलाङ्कुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममैवम् ।
कां निर्वृतिं चेतसि तस्य कुर्याद्यस्यायमङ्कात्कृतिनः प्ररूढः ॥१९॥

तापसी—(उभौ निर्वर्ण्य ।) आश्चर्यमाश्चर्यम् । (अच्छरिअं अच्चरिअं ।)

राजा—आर्ये किमिव ।

तापसी—अस्य बालकस्य तेऽपि संवादिन्याकृतिरिति विस्मितास्मि । अपरिचितस्यापि तेऽप्रतिलोमः संवृत्त इति । (इमस्स बालअस्स दे वि संवादिणी आकिदि त्ति विम्हिद म्हि। अपरिइदस्स वि दे अप्पडिलोमो संवुत्तो त्ति ।)

राजा—(बालकमुपलालयन् ।) न चेन्मुनिकुमारोऽयमथ कोऽस्य व्यपदेशः ।

तापसी—पुरुवंशः । (पुरुवंसो ।)

राजा—(आत्मगतम् ।) कथमेकान्वयो मम। अतः खलु मदनुकारिणमेनमत्रभवती मन्यते । अस्त्येतत्पौरवाणामन्त्यं कुलव्रतम् ।

> **भवनेषु रसाधिकेषु पूर्वं क्षितिरक्षार्थमुशन्ति ये निवासम् ।**
> **नियतैकयतिव्रतानि पश्चात्तरुमूलानि गृहीभवन्ति तेषाम् ॥२०॥**

(प्रकाशम् ।) न पुनरात्मगत्या मानुषाणामेष विषयः ।

तापसी—यथा भद्रमुखो भणति । अप्सरःसम्बन्धेनास्य जनन्यत्र देवगुरोस्तपोवने प्रसूता । (जह भद्दमुहो भणादि । अच्छरासम्बन्धेण इमस्स जणणी एत्थ देवगुरुणो तवोवणे पसूदा ।)

राजा—(अपवार्य ।) हन्त द्वितीयमिदमाशाजननम् । (प्रकाशम्) अथ सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजर्षेः पत्नी ।

तापसी—कस्तस्य धर्मदारपरित्यागिनो नाम संकीर्तयितुं चिन्तयिष्यति । (को तस्स धम्मदारपरिच्चाइणो णाम संकीत्तिदुं चिन्तिस्सदि ।)

राजा—(स्वगतम् ।) इयं खलु कथा मामेव लक्ष्यीकरोति । यदि तावदस्य शिशोर्मातरं नामतः पृच्छामि . अथ वाऽनार्यः परदारव्यवहारः ।

(प्रविश्य मृन्मयूरहस्ता ।)

तापसी—सर्वदमन शकुन्तलावण्यं प्रेक्षस्व । (सव्वदमन सउन्दलावण्णं पेक्ख ।)

बालः—(सदृष्टिक्षेपम् ।) कुत्र वा मम माता। (कहिं वा मे अज्जु ।)

उभे—नामसादृश्येन वञ्चितो मातृवत्सलः । (णामसारिस्सेण वञ्चिदो माउवच्छलो।)

द्वितीया—वत्स अस्य मृत्तिकामयूरस्य रम्यत्वं पश्यति भणितोऽसि । (वच्छ इमस्स मित्तिआमोरअस्स रम्मत्तणं पेक्खत्ति भणिदो सि ।)

राजा—(आत्मगतम् ।) किं वा शकुन्तलेत्यस्या मातुराख्या । सन्ति पुनर्नामधेयसादृश्यानि । अपि नाम मृगतृष्णिकेव नाममात्रप्रस्तावो मे विषादाय कल्पते ।

वालः—मातः रोचते म एप भद्रमयूरः। (इति क्रीडनकमादत्ते।) (अज्जुए रोअदि मे एसो भद्दमोरओ।)

प्रथमा—(विलोक्य। सोद्वेगम्।) अहो रक्षाकरण्डकमस्य मणिबन्धे न दृश्यते। (अह्मे रक्खाकरण्डअं से मणिबन्धे ण दीसदि।)

राजा—अलमावेगेन। नन्विदमस्य सिंहशावविमर्दात्परिभ्रष्टम्। (इत्यादातुमिच्छति।)

उभे—मा खल्वेतदवलम्ब्य—कथम्। गृहीतमनेन। (इति विस्मयादुरोनिहितहस्ते परस्परमवलोकयतः। (मा क्खु एदं अवलम्बिअ—कहं। गहीदं णेण।)

राजा—किमर्थं प्रतिषिद्धाः स्मः।

प्रथमा—शृणोतु महाराजः। एषाऽपराजिता नामौषधिरस्य जातकर्मसमये भगवता मारीचेन दत्ता। एतां किल मातापितरावात्मानं च वर्जयित्वाऽपरो भूमिपतितां न गृह्णाति। (सुणादु महाराओ। एसा अवराजिदा णाम ओसही इमस्स जातकम्मसमए भअवदा मारीएण दिण्णा। एदं किल मादापिदरो अप्पाणं च वज्जिअ अवरो भूमिपडिदं ण गेण्हादि।)

राजा—अथ गृह्णाति।

प्रथमा—ततस्तं सर्पो भूत्वा दशति। (तदो तं सप्पो भविअ दसइ।)

राजा—भवतीभ्यां कदाचिदस्याः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया।

उभे—अनेकशः। (अणेअसो।)

राजा—(सहर्षम्। आत्मगतम्।) कथमिव संपूर्णमपि मे मनोरथं नाभिनन्दामि।

(इति बालं परिष्वजते।)

द्वितीया—सुव्रते एहि। इमं वृत्तान्तं नियमव्यापृतायै शकुन्तलायै निवेदयाव। (सुव्वदे एहि। इमं वुत्तन्तं णिअमव्वावुडाए सउन्दलाए णिवेदम्ह।)

(इति निष्क्रान्ते।)

वालः—मुञ्च माम्। यावन्मातुः सकाशं गमिष्यामि। (मुञ्च मं। जाव अज्जुए सआसं गमिस्सं।)

राजा—पुत्रक मया सहैव मातरमभिनन्दिष्यामि।

बालः—मम खलु तातो दुष्यन्तः । न त्वम् । (मम क्खु तादो दुस्सन्दो । ण तुमं ।)

राजा—(सस्मितम् ।) एष विवाद एव प्रत्याययति ।

(ततः प्रविशत्येकवेणीधरा शकुन्तला ।)

शकुन्तला—विकारकालेऽपि प्रकृतिस्थां सर्वदमनस्यौषधिं श्रुत्वा न मे आशाऽऽसीदात्मनो भागधेयेषु । अथ वा यथा सानुमत्याऽऽख्यात तथा संभाव्यत एतत् । (विआरकाले वि पकिदित्थं सव्वदमणस्स ओसहिं सुणिअ ण मे आसा आसि अत्तणो भाअहेएसु । अह वा जह साणुमदीए आचक्खिदं तह संभावीअदि एदं ।)

राजा—(शकुन्तलां विलोक्य ।) अये सेयमत्रभवती शकुन्तला यैषा

वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः ।
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घं विरहव्रतं बिभर्ति ॥२१॥

शकुन्तला—(पश्चात्तापविवर्णं राजानं दृष्ट्वा ।) न खल्वार्यपुत्र इव । ततः क एष इदानीं कृतरक्षामङ्गलं दारकं मे गात्रसंसर्गेण दूषयति । (ण क्खु अज्जउत्तो विअ। तदो को एसो दाणिं किदरक्खामङ्गलं दारअं मे गत्तसंसग्गेण दूसेदि ।)

बालः—(मातरमुपेत्य ।) मातः एष कोऽपि पुरुषो मां पुत्र इत्यालिङ्गति । (अज्जुए एसो को वि पुरिसो मं पुत्त त्ति आलिङ्गदि ।)

राजा—प्रिये क्रौर्यमपि मे त्वयि प्रयुक्तमनुकूलपरिणामं संवृत्तं यदहमिदानीं त्वया प्रत्यभिज्ञातमात्मानं पश्यामि ।

शकुन्तला—(आत्मगतम् ।) हृदय समाश्वसिहि समाश्वसिहि । परित्यक्तमत्सरेणानुकम्पितास्मि दैवेन । आर्यपुत्रः खल्वेष । (हिअअ समस्सस समस्सस । परिच्चत्तमच्छरेण अणुअम्पिअम्हि देव्वेण । अज्जउत्तो क्खु एसो ।)

राजा—प्रिये

स्मृतिभिन्नमोहतमसो दिष्ट्या प्रमुखे स्थितासि मे सुमुखि ।
उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम् ॥२२॥

शकुन्तला—जयतु जयत्वार्यपुत्र । (इत्यर्धोक्ते बाष्पकण्ठी विरमति ।) (जेदु जेदु अज्जउत्ता ।)

राजा—सुन्दरि ।

बाष्पेण प्रतिषिद्धेऽपि जयशब्दे जितं मया ।
यत्ते दृष्टमसंस्कारपाटलोष्ठपुटं मुखम् ॥२३॥

बालः—मातः कः एषः । (अज्जुए को एसो ।)

शकुन्तला—वत्स ते भागधेयानि पृच्छ । (वच्छ दे भाअहेआइं पुच्छेहि ।)

राजा—(शकुन्तलायाः पादयोः प्रणिपत्य ।)

सुतनु हृदयात्प्रत्यादेशव्यलीकमपैतु ते
किमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभूत् ।
प्रबलतमसामेवंप्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः
स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया ॥२४॥

शकुन्तला—उत्तिष्ठत्वार्यपुत्रः । नूनं मे सुचरितप्रतिबन्धकं पुराकृतं तेषु दिवसेषु परिणामाभिमुखमासीद्येन सानुक्रोशोऽप्यार्यपुत्रो मयि विरसः संवृत्तः । (उट्ठेदु अज्जउत्तो । णूणं मे सुअरिअप्पडिबन्धअं पुराकिंद तेसु दिअहेसु परिणामाहिमुहं आसि जेण साणुक्कोसो वि अज्जउत्तो मइ विरसो संवुत्तो ।)

(राजोत्तिष्ठति ।)

शकुन्तला—अथ कथमार्यपुत्रेण स्मृतो दुःखभागयं जनः । (अह कहं अज्जउत्तेण सुमरिदो दुक्खभाई अअं जणो ।)

राजा—उद्धृतविषादशल्यः कथयिष्यामि ।

मोहान्मया सुतनु पूर्वमुपेक्षितस्ते
यो बद्धबिन्दुरधरं परिबाधमानः ।
तं तावदाकुटिलपक्ष्मविलग्नमद्य
बाष्पं प्रमृज्य विगतानुशयो भवेयम् ॥२५॥

(इति यथोक्तमनुतिष्ठति ।)

शकुन्तला—(नाममुद्रां दृष्ट्वा ।) आर्यपुत्र इदं तदङ्गुलीयकम् । (अज्जउत्त एदं तं अङ्गुलीअअं ।)

राजा—अस्मादङ्गुलीयापलम्भात्खलु स्मृतिरुपलब्धा ।

शकुन्तला—विषम कृतमनेन यत्तदाऽऽर्यपुत्रस्य प्रत्ययकाले दुर्लभमासीत् । (विसमं किद णेण ज तदा अज्जउत्तस्स पच्चअकाले दुल्लह आसि ।)

राजा—तेन हि ऋतुसमवायचिह्नं प्रतिपद्यता लता कुसुमम् ।

शकुन्तला—नास्य विश्वसिमि । आर्यपुत्र एवैतद्धारयतु । (ण से विस्ससामि अज्जउत्तो एव्व ण धारेदु ।)

(तत प्रविशति मातलि ।)

मातलिः—दिष्ट्या धर्मपत्नीसमागमेन पुत्रमुखदर्शनेन चायुष्मान्वर्धते ।

राजा—अभूत्सपादितस्वादुफला मे मनोरथ । मातलि न खलु विदिताऽयमाखण्डलेन वृत्तान्त स्यात ।

मातलिः—(सस्मितम ।) किमीश्वराणा परोक्षम । एत्वायुष्मान् । भगवान्मारीचस्ते दर्शन वितरति ।

राजा—शकुन्तल अवलम्ब्यता पुत्र । त्वा पुरस्कृत्य भगवन्त द्रष्टुमिच्छामि ।

शकुन्तला—जिह्रेम्यार्यपुत्रेण सह गुरुसमीप गन्तुम । (हिरिआमि अज्जउत्तेण सह गुरुसमीव गन्तु ।)

राजा—अप्याचरितव्यमभ्युदयकालेषु । एह्येहि ।

(सर्वे परिक्रामन्ति ।)

(तत प्रविशत्यादित्या सार्धमासनस्थो मारीच ।)

मारीचः—(राजानमवलोक्य ।) दाक्षायणि ।

पुत्रस्य ते रणशिरस्ययमग्रयायी
दुष्यन्त इत्यभिहितो भुवनस्य भर्ता ।
चापेन यस्य विनिवर्तितकर्म जातं
तत्कोटिमत्कुलिशमाभरणं मघोनः ॥२६॥

अदितिः—सभावनीयानुभावाऽस्याकृति । (सभावणीआणुभावा से आकिदी ।)

मातलिः—आयुष्मन् एतौ पुत्रप्रीतिपिशुनेन चक्षुषा दिवौकसां पितरावायुष्मन्तमवलोकयतः । तावुपसर्प ।

राजा—मातले ।

> **प्राहुर्द्वादशधा स्थितस्य मुनयो यत्तेजसः कारणं**
> **भर्तारं भुवनत्रयस्य सुषुवे यद्यज्ञभागेश्वरम् ।**
> **यस्मिन्नात्मभवः परोऽपि पुरुषश्चक्रे भवायास्पदं**
> **द्वन्द्वं दक्षमरीचिसंभवमिदं तत्स्रष्टुरेकान्तरम् ॥२७॥**

मातलिः—अथ किम् ।

राजा—(उपगम्य ।) उभाभ्यामपि वामवनियोज्यो दुष्यन्तः प्रणमति ।

मारीचः—वत्स चिरंजीव । पृथिवीं पालय ।

अदितिः—वत्स अप्रतिरथो भव । (वच्छ अप्पडिरहो होहि ।)

शकुन्तला—दारकसहिता वां पादवन्दनं करोमि । (दारअ सहिदा वो पादवन्दणं करेमि ।)

मारीचः—वत्से

> **आखण्डलसमो भर्ता जयन्तप्रतिमः सुतः ।**
> **आशीरन्या न ते योग्या पौलोमीसदृशी भव ॥२८॥**

अदितिः—जाते भर्तुर्बहुमता भव । अयं च दीर्घायुर्वत्सक उभयकुलनन्दनो भवतु । उपविशत । (जादे भत्तुणो बहुमदा होहि । अअं च दीहाऊ वच्छओ उहअकुलणन्दणो होदु । उवविसह ।)

(सर्वे प्रजापतिमभितः उपविशन्ति ।)

मारीचः—(एकैकं निर्दिशन् ।)

> **दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान् ।**
> **श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्समागतम् ॥२९॥**

राजा—भगवन् । प्रागभिप्रेतसिद्धिः । पश्चाद्दर्शनम् । अतोऽपूर्वः खलु वोऽनुग्रहः । कुतः ।

उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलं घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पयः ।
निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥३०॥

मातलिः—एवं विधातारः प्रसीदन्ति ।

राजा—भगवन् इमामाज्ञाकरीं वो गान्धर्वेण विवाहविधिनोपयम्य कस्यचित्कालस्य बन्धुभिरानीतां स्मृतिशैथिल्यात्प्रत्यादिशन्नपराद्धोऽस्मि तत्रभवतो युष्मत्सगोत्रस्य कण्वस्य । पश्चादङ्गुलीयकदर्शनादूढपूर्वां तद्दुहितरमवगतोऽहम् । तच्चित्रमिव मे प्रतिभाति ।

यथा गजो नेति समक्षरूपे तस्मिन्नपक्रामति संशयः स्यात् ।
पदानि दृष्ट्वा तु भवेत्प्रतीतिस्तथाविधो मे मनसो विकारः ॥३१॥

मारीचः—वत्स अलमात्मापराधशङ्कया । संमोहोऽपि त्वय्यनुपपन्नः । श्रूयताम् ।

राजा—अवहितोऽस्मि ।

मारीचः—यदैवाप्सरस्तीर्थावतरणात्प्रत्यक्षवैक्लव्यां शकुन्तलामादाय मेनका दाक्षायणीमुपगता तदैव ध्यानादवगतोऽस्मि दुर्वाससः शापादियं तपस्विनी सहधर्मचारिणी त्वया प्रत्यादिष्टा नान्यथेति । स चायमङ्गुलीयकदर्शनावसानः ।

राजा—(सोच्छ्वासम् ।) एष वचनीयान्मुक्तोऽस्मि ।

शकुन्तला—(स्वगतम् ।) दिष्ट्याऽकारणप्रत्यादेशी नार्यपुत्रः । न पुनः शप्तमात्मानं स्मरामि । अथ वा प्राप्तो मया स हि शापो विरहशून्यहृदयया न विदितः । अतः सखीभ्यां संदिष्टास्मि भर्तुरङ्गुलीयकं दर्शयितव्यमिति । (दिठ्ठिआ अकारणपच्चादेसी ण अज्जउत्तो । ण उण सत्तं अत्ताणं सुमरेमि । अह वा पत्तो मए स हि सावो विरहसुण्णहिअआए ण विदिदो । अदो सहीहिं संदिठ्ठ म्हि भत्तुणो अङ्गुलीअअं दंसइदव्वं त्ति ।)

मारीचः—वत्से चरितार्थासि । तदिदानीं सहधर्मचारिणं प्रति न त्वया मन्युः कार्यः । पश्य ।

शापादसि प्रतिहता स्मृतिरोधरूक्षे भर्तर्यपेततमसि प्रभुता तवैव ।
छाया न मूर्छति मलोपहतप्रसादे शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशा ॥३२॥

राजा—यथाह भगवान् ।

मारीचः—वत्स कच्चिदभिनन्दितस्त्वया विधिवदस्माभिरनुष्ठितजातकर्मा पुत्र एष शाकुन्तलेयः ।

राजा—भगवान् अत्र खलु मे वंशप्रतिष्ठा । (इति बालं हस्तेन गृह्णाति ।)

मारीचः—तथाभाविनमेनं चक्रवर्तिनमवगच्छतु भवान् । पश्य।

रथेनानुद्घातस्तिमितगतिना तीर्णजलधिः
पुरा सप्तद्वीपां जयति वसुधामप्रतिरथः ।
इहायं सत्त्वानां प्रसभदमनात्सर्वदमनः
पुनर्यास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात् ॥३३॥

राजा—भगवता कृतसंस्कारे सर्वमस्मिन्वयमाशास्महे ।

अदितिः—भगवन् अस्या दुहितृमनोरथसंपत्तेः कण्वोऽपितावच्छ्रुतविस्तारः क्रियताम्। दुहितृवत्सला मेनकेहैवोपचरन्ती तिष्ठति । (भअवं इमाए दुहिदुमणोरहसंपत्तीए कण्णो वि दाव सुदवित्थारो करीअदु । दुविदुवच्छला मेणआ इइ एव्व उपचरन्ती चिट्ठदि ।)

शकुन्तला—(आत्मगतम् ।) मनोरथः खलु मे भणितो भगवत्या । (मणोरहो क्खु मे भणिदो भअवदीए ।)

मारीचः—तपःप्रभवात्प्रत्यक्षं सर्वमेव तत्रभवतः ।

राजा—अतः खलु मम नातिक्रुद्धो मुनिः ।

मारीचः—तथाप्यसौ प्रियमस्माभिः प्रष्टव्यः । कः कोऽत्र भोः ।

(प्रविश्य ।)

शिष्यः—भगवन् अयमस्मि ।

मारीचः—गालव इदानीमेव विहायसा गत्वा मम वचनात्तत्रभवते कण्वाय प्रियमावेदय यथा पुत्रवती शकुन्तला तच्छापनिवृत्तौ स्मृतिमता दुष्यन्तेन प्रतिगृहीतेति ।

शिष्यः—यदाज्ञापयति भगवान् । (इति निष्क्रान्तः ।)

मारीचः—वत्स त्वमपि स्वापत्यदारसहितः सख्युराखण्डलस्य रथमारुह्य ते राजधानीं प्रतिष्ठस्व ।

राजा—यदाज्ञापयति भगवान् ।

मारीचः—अपि च ।

तव भवतु बिडौजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजासु
त्वमपि विततयज्ञो वज्रिणं प्रीणयस्व ।
युगशतपरिवर्तानेवमन्योन्यकृत्यै-
र्नयतमुभयलोकानुग्रहश्लाघनीयैः ॥३४॥

राजा—भगवन् यथाशक्ति श्रेयसे यतिष्ये ।

मारीचः—वत्स किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि ।

राजा—अतः परमपि प्रियमस्ति । यदीह भगवान्प्रियं कर्तुमिच्छति तर्हीदमस्तु । (भरतवाक्यम् ।)

प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः
सरस्वती श्रुतमहतां महीयताम् ।
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः
पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः ॥३५॥

(निष्क्रान्ताः सर्वे ।)

इति सप्तमोऽङ्कः ।

समाप्तमिदमभिज्ञानशकुन्तलं नाम नाटकम् ।

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিতম্

॥ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ॥

॥ প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা, বহতি বিধিহুতং যা হবি, র্যা চ হোত্রী,
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ, শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি, যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ,
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ ॥ ১ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—স্রষ্টুঃ + আদ্যা, হবিঃ + যা, যাম্ + আহুঃ, সর্ববীজপ্রকৃতিঃ + ইতি, প্রপন্নঃ + তনুভিঃ + অবতু। বঃ + তাভিঃ + অষ্টাভিঃ + ঈশঃ ॥

অন্বয়—যা স্রষ্টুঃ আদ্যা সৃষ্টিঃ, যা বিধিহুতং হবিঃ বহতি, যা চ হোত্রী, যে দ্বে কালং-বিধত্তঃ, শ্রুতিবিষয়গুণা যা বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতা, যাম্ সর্ববীজপ্রকৃতিঃ ইতি আহুঃ, যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ, প্রত্যক্ষাভিঃ তাভিঃ অষ্টাভিঃ তনুভিঃ প্রপন্নঃ ঈশঃ বঃ অবতু ॥ ১ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—যা (সলিলরূপা যে মূর্তি) স্রষ্টুঃ (প্রজাপতি ব্রহ্মার) আদ্যা সৃষ্টিঃ (অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ছিল), যা (অগ্নিরূপা যে মূর্তি) বিধিহুতং হবিঃ বহতি (শাস্ত্রবিধি অনুসারে আহুতিরূপে প্রদত্ত ঘৃতাদি বহন করে), যা চ (যজমানরূপা যে মূর্তি) হোত্রী (হোম সম্পাদন করে), যে দ্বে (সূর্য ও চন্দ্ররূপা যে দুই মূর্তি) কালং বিধত্তঃ (সময় বিভাগ করে), শ্রুতিবিষয়গুণা যা (শব্দগুণা আকাশরূপা যে মূর্তি) বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতা (পৃথিবীব্যাপিবিরাজিত), যাম্ (পৃথিবীরূপা যে মূর্তিকে) সর্ববীজপ্রকৃতিঃ (সকল বীজের মূলকারণ) ইতি আহুঃ (এরূপ বলা হয়), যয়া (অনিলরূপা যে মূর্তির দ্বারা) প্রাণিনঃ (প্রাণিসমূহ) প্রাণবন্তঃ (বলান্বিত হয়ে থাকে),—তাভিঃ (সেই) প্রত্যক্ষাভিঃ (প্রত্যক্ষ) অষ্টাভিঃ তনুভিঃ প্রপন্নঃ (অষ্টমূর্তির দ্বারা জ্ঞাত) ঈশঃ (শিব) বঃ (তোমাদের) অবতু (রক্ষা করুন) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে সলিলরূপ মূর্তি প্রজাপতি ব্রহ্মার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ছিল, যে অগ্নিরূপ মূর্তি শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞে প্রদত্ত হবি বহন করে, যে যজমান রূপ মূর্তি হোম

সম্পাদন করে, সূর্য ও চন্দ্ররূপ যে মূর্তিদ্বয় কাল বিধান করে, শব্দগুণ আকাশরূপ যে মূর্তি সমগ্র বিশ্বজুড়ে রয়েছে, পৃথিবীরূপ যে মূর্তিকে সকল বীজের মূল কারণ বলা হয়, এবং অনিলরূপ যে মূর্তির দ্বারা প্রাণিসকল বলান্বিত হয়ে থাকে, প্রত্যক্ষ অষ্টমূর্তিধর সে শিব তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

মনোরমা— সৃষ্টিঃ—সৃজ্ + ক্তিন্ ভাবে। স্রষ্টুঃ—সৃজ্ + তৃচ্, ষষ্ঠীর একবচন। আদ্যা—আদৌ ভবা ইতি আদি + যৎ + টাপ্ স্ত্রীলিঙ্গে। বিধিহুতম্—বিধিনা হুতম্, তৃতীয়া তৎ। হোত্রী—হু + তৃচ্ কর্তরি + স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শ্রুতিবিষয়গুণা—শ্রুতেঃ বিষয়ঃ, ষষ্ঠীতৎ, স এব গুণঃ যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ। ব্যাপ্য—বি-আপ্ + ল্যপ্। সর্ববীজ-প্রকৃতিঃ—"কচিন্নিপাতেনাভিধানম্"-এ ব্যাকরণ বিধি অনুসারে 'ইতি' নিপাতযোগে অভিহিত কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়েছে। প্রাণবন্তঃ—প্রাণ + মতুপ্, প্রথমার বহুবচন। যয়া—হেতৌ তৃতীয়া। প্রত্যক্ষাভিঃ—"অক্ষাম্ অভিমুখম্"-এ অর্থে অব্যয়ীভাবসমাসঃ, "প্রতিপরসমনুভ্যোঽক্ষ্ণঃ"-এ সূত্র অনুসারে সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয। প্রত্যক্ষম্ অস্যাঃ অস্তি ইতি প্রত্যক্ষ + অচ্ মত্বর্থে স্ত্রীলিঙ্গে প্রত্যক্ষাঃ, তাভিঃ। প্রপন্ন—প্র-পদ্ + ক্ত কর্তরি। অবতু—অব + লোট্ মধ্যমপুরুষ একবচন।

আশা—যা সৃষ্টিরিতি। অথ কবিকুলশিরোমণিঃ তত্রভবান্ কালিদাসঃ গ্রন্থারম্ভে চিকীর্ষিতার্থবিঘ্নপরিসমাপ্তিকামঃ আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দেশো বাপি তন্মুখমিত্যা-লংকারিকবচনপ্রামাণ্যাৎ অভিমতদেবতামূর্তিবিশেষান্ কীর্তয়ন্ আশীর্বচনরূপং মঙ্গলমাচরতি—যেতি। যা সলিলরূপা মূর্তিঃ স্রষ্টুঃ প্রজাপতেঃ ব্রহ্মণঃ আদ্যা আদৌ ভবা সৃষ্টিঃ, যা বহ্নিরূপা তনুঃ বিধিনা শাস্ত্রানুসারেণ হুতং দেবোদ্দেশেন হোমাগ্নৌ ক্ষিপ্তং হবিঃ ঘৃতাদিকং হোমোপকরণং বহতি ইষ্টান্ দেবান্ প্রাপয়তি, যা চ হোত্রী যজমানরূপা মূর্তিঃ, যে দ্বে সূর্যাচন্দ্রমসৌ মূর্তী কালং দিবারাত্রি-বিভাগরূপং সময়ম্ আবির্ভাবতিরোভাবাভ্যাং বিধত্তঃ কুরুতঃ, শ্রূয়তে অনয়া ইতি শ্রুতিঃ, কর্ণং শ্রবণম্ ইতি যাবৎ, তস্যাঃ বিষয়ঃ জ্ঞেয়ঃ গুণঃ শব্দরূপো যস্যাঃ সা শ্রুতিবিষয়গুণাঃ, শব্দৈকগুণা যা আকাশরূপা তনুঃ বিশ্বং সমগ্রং জগদিদং ব্যাপ্য স্থিতা তিষ্ঠতি, যাং পৃথ্বীরূপাং তনুং সর্বভূতানাং প্রাণিবর্গাণাং প্রকৃতিঃ যোনিঃ মূলকারণমিতি যাবৎ ইতি আহুঃ বদন্তি বিদ্বাংসঃ ইতি শেষঃ, নিপাতেন অভিহিতত্বাৎ প্রকৃতিরিত্যত্র ন দ্বিতীয়া, যথাহ বামনঃ নিপাতেনাপ্যভিহিতে কর্মণি ন দ্বিতীয়া, পরিগণনস্য প্রায়িকত্বাৎ। যয়া অনিলরূপয়া মূর্ত্যা প্রাণিনঃ জন্মিনঃ প্রাণবন্তঃ হৃন্মারুতবন্তঃ বলবন্তশ্চ ইত্যর্থঃ, তাভিঃ প্রসিদ্ধাভিঃ প্রত্যক্ষাভিঃ চক্ষুরাদিভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ জ্ঞেয়াভিঃ অষ্টাভিঃ তনুভিঃ প্রপন্নঃ অন্বিতঃ ঈশঃ শিবঃ বো যুষ্মান্ অবতু রক্ষতু। অত্র অন্ত্যদীপকালংকারঃ। "যা স্রষ্টুরাদ্যা সৃষ্টিঃ" ইত্যাদি-

বচনৈঃ পরিকরালংকারঃ ব্যজ্যতে। বৈদর্ভী রীতিঃ। স্রগ্ধারাবৃত্তম্, তল্লক্ষণং তু—"ম্রভ্নৈর্যাণাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্তিতেয়ম্।"

আলোচনা :

(ক) এ নাটকের সূচনায় "**যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবিঃ**" ইত্যাদি যে শ্লোকটি রয়েছে এইটি একটি মঙ্গল শ্লোক, এবং এইটি 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের "**নান্দী**" বলে স্বীকৃত। নান্দী প্রসঙ্গ আপাততঃ স্থগিত রেখে মঙ্গল শ্লোক রূপে এর আলোচনা করা যেতে পারে। নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির প্রত্যাশায় প্রতিটি ক্রিয়া এবং অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে মঙ্গলাচরণ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। একই উদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতীয় কবি ও নাট্যকারগণ তাঁদের রচিত গ্রন্থের আদিতে মঙ্গল শ্লোক সন্নিবেশ করতেন। মহাকবি কালিদাসও তাই করেছেন। অধুনা যে এ রীতি একেবারে প্রচলিত নেই একথা বলা যায় না। তবে প্রাচীনপন্থীরা এ প্রথার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলেও, আধুনিক বিরুদ্ধবাদীরা ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে মঙ্গ লাচরণ এবং গ্রন্থের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি—এ দুটির মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই। মঙ্গলাচরণ করা হলেই যে নির্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্ত হবে এবং মঙ্গলাচরণ না থাকলে যে গ্রন্থ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হবে না—একথা জোর দিয়ে বলা যায় না, কেননা এর ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়।

যেমন মহাকবি বাণভট্টরচিত প্রখ্যাত "**কাদম্বরী**" কথাকাব্যে যথারীতি মঙ্গলাচরণ থাকলেও তা নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয় নি। আবার, নাস্তিকপ্রণীত বহু গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ না থাকলেও গ্রন্থ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে। খ্যাতনামা বৈয়াকরণ পাণিনি তাঁর "**অষ্টাধ্যায়ী**" গ্রন্থের প্রথম সূত্রটি করলেন "**বৃদ্ধিরাদৈচ্**", বস্তুতঃ সূত্রটি হওয়া উচিত ছিল "**আদৈচ্ বৃদ্ধিঃ**"। আচার্য পাণিনি তা না করে মঙ্গলসূচক "**বৃদ্ধি**" শব্দটি সূচনায় উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করলেন। এ-বিষয়ে আচার্য পতঞ্জলি বলেন, "এতদেকমাচার্যস্য মঙ্গলার্থং মৃষ্যতাম্। মাঙ্গলিক আচার্যঃ মহতঃ শাস্ত্রৌঘস্য মঙ্গলার্থং বৃদ্ধিশব্দমাদিতঃ প্রযুঙ্ক্তে। মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষকাণি ভবন্ত্যায়ুষ্মৎপুরুষকাণি চাধ্যেতারশ্চ বৃদ্ধিযুক্তা যথা স্যুরিতি ॥" মহাকবি কালিদাসও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের প্রারম্ভিক শ্লোকটি রচনা করে উক্ত প্রাচীন শিষ্টাচারের অনুবর্তন করেন ॥

(খ) "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের "**যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা**" ইত্যাদি প্রথম শ্লোকটি নান্দী বলে স্বীকৃত একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। নান্দীর লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন,—"আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে। দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা। মাঙ্গল্য-শঙ্খচন্দ্রাব্জকোককৈরবশংসিনীঃ।

পদৈর্যুক্তা দ্বাদশভিরষ্টাভির্বা পদৈরুত ॥ (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ২৪/২৫)। অর্থাৎ দেব, দ্বিজ, নৃপ ইত্যাদির আশীর্বাদযুক্ত স্তুতির প্রয়োগ হয় বলেই একে নান্দী বলা হয়। নান্দীতে মঙ্গলসূচক শঙ্খ, চন্দ্র, পদ্ম, চক্রবাক, শ্বেতপদ্ম ইত্যাদির বর্ণনা থাকে এবং এতে পদ থাকে বারটি বা আটটি।

নাট্যপ্রয়োগের পূর্ব্বে রঙ্গ-বিঘ্ন-উপশমের জন্য কুশীলবগণ যে মঙ্গলাচরণ করেন, তাকে পূর্বরঙ্গ বলে। "যন্নাট্যবস্তুনঃ পূর্বং রঙ্গবিঘ্নোপশান্তয়ে। কুশীলবাঃ প্রকুর্বন্তি পূর্বরঙ্গঃ স উচ্যতে ॥" (সাঃ দঃ ৬/২২)। যদিও পূর্বরঙ্গের প্রত্যাহারাদি বহু অঙ্গ আছে তথাপি বিঘ্নশান্তির জন্য নান্দী নামক মঙ্গলাচরণ অবশ্যকর্তব্য। আচার্য ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রে পূর্বরঙ্গের উনিশটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে। এগুলির মধ্যে প্রথম নটি যবনিকার অন্তরালে নটগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত হত এবং অবশিষ্ট দশটি সম্পন্ন করা হত রঙ্গ মঞ্চে। নান্দী এই শেষোক্ত দশটির অন্যতম। কুশীলবগণ এইটি রচনা করত এবং এইটি আবৃত্তি করত সূত্রধার। নাট্যকার সাধারণতঃ নান্দী শ্লোক রচনা করতেন না।

প্রাচীন নাট্যকারগণ রঙ্গদ্বার নামক ষষ্ঠ অঙ্গ থেকে আরম্ভ করে নাটক রচনা করতেন। সেজন্য তাঁদের রচিত নাটকে **"নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ"**—অর্থাৎ 'নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ'—এরূপ প্রয়োগসূচনা দেখা যায়। কিন্তু যে সকল নাটকে নাট্যকার স্বয়ং নান্দী রচনা করে **"নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ"**—এরূপ প্রয়োগসূচনা লিখতেন, সে সকল ক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা দেয়। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেন যে, এ সকল স্থানে নাট্যকাররচিত শ্লোকটিকে **"নান্দী"** না বলে **"রঙ্গদ্বার"** বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁর মতে এইটি একটি মঙ্গলসূচক শ্লোকমাত্র। মহাকবি ভাসের রচিত নাটকসমূহে এরূপ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় না। কেননা, ভাসরচিত সকল নাটকেই "নান্দীর অবসানে সূত্রধারের প্রবেশ"—এরূপ প্রয়োগসূচনা রয়েছে। সুতরাং মনে করতে হবে যে, সূত্রধারের প্রবেশের পূর্বেই কুশীলবগণ কর্তৃক নান্দী রচিত ও গীত হয়েছে।

এ নান্দীকে কেন্দ্র করে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নাট্যকারগণের মধ্যে একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, উত্তর ভারতের নাট্যকারগণ স্বয়ং নান্দী রচনা করতেন কিন্তু দক্ষিণ ভারতের নাট্যকারগণ তা করতেন না। দক্ষিণ ভারতের নাট্যকারগণের নাটকে নান্দী রচনা করতেন কুশীলবগণ। আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে যাকে নান্দী বলেছেন, **"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা"** ইত্যাদি **'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'** নাটকের প্রারম্ভিক শ্লোকটি সে বিচারে নান্দী নয়। এখানে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের মত হল,—অধিকাংশ নাটকে প্রারম্ভিক মঙ্গল শ্লোকের পর যে **"নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ"**—এ প্রয়োগ সূচনা থাকে তার অর্থ হল,—পূর্বরঙ্গে নান্দী পাঠের পর সূত্রধার প্রবেশ করে প্রারম্ভিক মঙ্গল শ্লোক পাঠ করছেন।

স্বভাবতঃই এখানে প্রশ্ন হতে পারে,—নাটকের আদি বা প্রারম্ভিক শ্লোক যদি নান্দী না হয়, তাহলে দীর্ঘকাল ধরে তা নান্দীরূপে মর্যাদা পাচ্ছে কি করে? কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, সম্ভবতঃ বিঘ্নের আশঙ্কা না থাকায় পূর্বরঙ্গ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়লে নাটকের মঙ্গলশ্লোকই নান্দী নামে প্রচলিত হয়ে আসছে। সুতরাং এইটিকে সাধারণভাবে নাটকের নান্দী বলা চলে। সে হিসেবে 'অভিজ্ঞান- শকুন্তলম্' নাটকের প্রারম্ভিক মঙ্গল শ্লোক "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা" ইত্যাদিকে নান্দী বলে গ্রহণ করাই সঙ্গত ॥

(গ) এই নান্দীর আবার প্রকারভেদ রয়েছে। নাট্যতত্ত্ববিদ্‌দের মতে নান্দী চার প্রকার,—

"নমস্কৃতির্মাঙ্গলিকী আশীঃ পত্রাবলী তথা।

নান্দী চতুর্ধা নির্দ্দিষ্টা নাটকাদিষু ধীমতা ॥" (নাট্যদর্পণে)

যথা—(১) নমস্কৃতি, (২) মাঙ্গলিকী, (৩) আশীঃ এবং (৪) পত্রাবলী। যে নান্দীতে নাটকীয় ঘটনা বীজাকারে বা সমাসোক্তি অলংকারের মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হয়, তাকে বলে পত্রাবলী নান্দী।—"যস্যাং বীজস্য বিন্যাসো হ্যভিধেয়স্য বস্তুনঃ। শ্লেষেণ বা সমাসোক্ত্যা নান্দী পত্রাবলী তু সা ॥" (নাট্যদর্পণে)। কোন কোন টীকাকার বিশেষতঃ রাঘবভট্ট, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয়গণ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের নান্দীরূপে স্বীকৃত **"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা"** ইত্যাদি প্রারম্ভিক শ্লোকে নাটকের প্রধান প্রধান পাত্রপাত্রী এবং ঘটনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করে, তাকে পত্রাবলী নান্দীরূপে অভিহিত করেছেন।

তাঁদের মতে "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা"—অংশে নাটকের নায়িকা শকুন্তলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতকাল পর্যন্ত এরূপ সৃষ্টি সম্ভব হয়নি বলে একে আদ্যা সৃষ্টি বলা হয়েছে। "যা বিধিনা সুরতবিধিনা হুতং নিষিক্তং হবী রেতো বহতীতি তস্যাঃ গর্ভঃ",—অর্থাৎ দুষ্যন্তকর্তৃক সুরতবিধি অনুসারে নিষিক্ত শুক্র থেকে উৎপন্ন গর্ভ যে শকুন্তলা ধারণ করছে। 'হোত্রী'—এ পদে মহর্ষি কণ্বকে বোঝান হচ্ছে। "যে দ্বে"—এ অংশে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শকুন্তলার সখীদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, এঁরাই "কালং শাপান্তসময়ং বিধত্তঃ বোধয়তঃ"—শাপের অবসানকাল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। "শ্রুতিবিষয়গুণা যা বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতা,"—পাতিব্রত্য ইত্যাদি গুণের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে প্রখ্যাতা শকুন্তলা এখানে সূচিত হচ্ছে। "সর্ব্বীজপ্রকৃতিঃ"—এ অংশের দ্বারা 'সর্বদমন' ও তার জননী শকুন্তলার সূচনা রয়েছে। "যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ"—এ অংশে শকুন্তলার সঙ্গে সর্বদমন অর্থাৎ ভরতের নিজরাজ্যে আগমনের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। উক্ত শ্লোকে প্রযুক্ত 'স্রগ্ধরা' ছন্দের (ম, র, ভ, ন, য, য, য) সাতটি গণের দ্বারা নাটকের সপ্ত অঙ্ক সূচিত হচ্ছে, "অনেন অস্য সপ্তাঙ্কত্বমপি সূচিতম্"।

উক্তপ্রকার ব্যাখ্যার মাধ্যমে নান্দী শ্লোকে নাটকের বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করা হলেও উক্ত বিশ্লেষণ যে নিতান্তই কষ্টকল্পিত তা অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া, কয়েকটি প্রধান চরিত্র এবং ঘটনার কথা উক্ত শ্লোকে উল্লিখিত হয়নি, যেমন ঋষি দুর্বাসা, মাধব্য ইত্যাদি চরিত্র এবং দুর্বাসা প্রদত্ত অভিশাপ ইত্যাদি ঘটনা এ শ্লোকে স্থান পায়নি। সুতরাং "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা" ইত্যাদি প্রারম্ভিক শ্লোকটিকে বিশুদ্ধ নান্দী না বলে মঙ্গল শ্লোক বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও সমীচীন ॥

(ঘ) আদিভরতে নান্দীর লক্ষণ নিরূপণ করে বলা হয়েছে,—"আশী- র্নমস্ক্রিয়ারূপঃ শ্লোকঃ কাব্যার্থসূচকঃ নান্দীতি কথ্যতে। "নাট্যপ্রদীপে নান্দীপদের ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হয়েছে,—"নন্দন্তি কাব্যানি কবীন্দ্রবর্গাঃ কুশীলবাঃ পারিষদাশ্চ সন্তঃ। যস্মাদলং সজ্জনসিন্ধুহংসী তস্মাদিয়ং সা কথিতেহ নান্দী ॥" ভরতনাট্যশাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে নান্দীর লক্ষণ নিরূপণ করা হয়েছে,—"পূর্বং কৃতা ময়া নান্দী আশীর্বচনসংযুতা। অষ্টাঙ্গ পদসংযুক্তা প্রশস্তা বেদসম্মতা।" (এ লক্ষণসমূহ "অর্থদ্যোতনিকা"থেকে গৃহীত) ইত্যাদি।

(ঙ) মহাকবি কালিদাস রচিত কাব্য ও নাটক আলোচনা করলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে তিনি ধর্মমতেব দিক থেকে শৈব ছিলেন। তাঁর 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের নান্দী শ্লোকে যেমন অষ্টমূর্তিধর ঈশের বন্দনা রয়েছে, তেমনি তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' ও 'বিক্রমোর্বশীয়ম্'—এ দুটি দৃশ্যকাব্যের নান্দী শ্লোকেও রয়েছে অষ্টমূর্তিধর মহাদেবের স্তব। আবার মহাকবির রচিত শ্রব্যকাব্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, সেগুলিতেও মহাকবির শিবভক্তির নিদর্শন অপ্রতুল নয়। যেমন 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে "জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ."—পার্বতী ও পরমেশ্বরকে জগতের জনক-জননীরূপে কল্পনা করেছেন। "কুমারসম্ভবম্" মহাকাব্যের বিষয়বস্তু মহাদেব ও পার্বতীর প্রণয়লীলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। "মেঘদূত" গীতিকাব্যেও কৈলাসের তুষারমৌলির বর্ণনাপ্রসঙ্গে ত্র্যম্বকের অট্টহাস্যের সঙ্গে উপমাই কবির মনে জেগেছে।

কিন্তু শিবভক্তির এতসব নিদর্শন সত্ত্বেও তাঁর রচনার বিভিন্ন স্থলে বিষ্ণু-উপাসনার কথাও বিরল নয়। যেমন তাঁর "রঘুবংশম্" মহাকাব্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁব প্রগাঢ় অনুরাগের সাক্ষ্য রয়েছে। 'রঘুবংশম্" মহাকাব্যের দশমসর্গের অন্তর্গত দেবগণ কর্তৃক বিষ্ণুর স্তব এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আবার "কুমারসম্ভব" মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে তারকাসুর কর্তৃক উৎপীড়িত দেবগণ যেভাবে ব্রহ্মার স্তুতি করেছেন তাতে মনে হওয়া

নিতান্তই স্বাভাবিক যে, তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মারই উপাসক। তবে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতি সমপক্ষপাত ভক্তি মহাকবির রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। "কুমারসম্ভব" মহাকাব্য থেকে উদ্ধৃত এ শ্লোকে মহাকবির ধর্মমত সম্পর্কে উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

"একৈব মূর্তির্বিভিদে ত্রিধা সা, সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্।
বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিৎ, বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ ॥"

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ভেদে এই ত্রিমূর্তি বিশ্বসৃষ্টির আদি নিদান অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মেরই প্রকারভেদমাত্র। সুতরাং মহাকবি তাঁর দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্যে যে মূর্তিরই বন্দনা করুন না কেন, তিনি যে, এর মাধ্যমে সেই আদি কারণ পরমাত্মা ব্রহ্মেরই উপাসনা করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(ভূমিকায় এর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে)

(নান্দ্যন্তে)

সূত্রধারঃ—(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) আর্যে, যদি নেপথ্যবিধানমবসিতম্ ইতস্তাবদাগম্যতাম্।

নটী—অজ্জউত্ত, ইয়ম্হি। [আর্যপুত্র, ইয়মস্মি।]

সূত্রধারঃ—আর্যে, অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষদিয়ম্। অদ্য খলু কালিদাস-গ্রথিত-বস্তুনা অভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেয়েন নবেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ। তৎ প্রতিপাত্রমাধীয়তাং যত্নঃ।

নটী—সুবিহিদপ্পওঅদাএ অজ্জস্স ণ কিংপি পরিহাইস্সদি। [সুবিহিত-প্রয়োগতয়া আর্যস্য ন কিমপি পরিহাস্যতে।]

সূত্রধারঃ—আর্যে, কথয়ামি তে ভূতার্থম্।

আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥ ২ ॥

নটী—অজ্জ, এবং ণেদম্। অনন্তরকরণিজ্জং অজ্জো আণবেদু। [আর্য, এবম্ এতৎ। অনন্তরকরণীয়ম্ আর্য আজ্ঞাপয়তু।]

সন্ধিবিচ্ছেদ—নেপথ্যাভিমুখম্ + অবলোক্য, নেপথ্যবিধানম্ + অবসিতম্ + ইতঃ + তাবৎ + আগম্যতাম্, পরিষৎ + ইয়ম্, নাটকেন + উপস্থাতব্যম্ + অস্মাভিঃ, প্রতিপাত্রম্ + আধীয়তাম্, বলবৎ + অপি, শিক্ষিতানাম্ + আত্মনি + অপ্রত্যয়ম্ ৷৷

অন্বয়—বিদুষাম্ আ পরিতোষাৎ প্রয়োগবিজ্ঞানং সাধু ন মন্যে। বলবৎ শিক্ষিতানামপি চেতঃ আত্মনি অপ্রত্যয়ং (ভবতি) ৷৷

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—(নান্দ্যন্তে—নান্দীপাঠ সমাপ্ত হলে) সূত্রধারঃ—নেপথ্যাভিমুখম্ অবলোক্য—(নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে) আর্যে যদি নেপথ্যবিধানম্ অবসিতম্ (আর্যে, যদি সাজসজ্জা সমাপ্ত হয়ে থাকে) ইতঃ তাবৎ আগম্যতাম্ (তাহলে, একবার এদিকে এসো)। নটী—আর্যপুত্র, ইয়ম্ অস্মি (আর্যপুত্র, এই যে আমি এসেছি)। সূত্রধারঃ—আর্যে, ইয়ং পরিষৎ (আর্যে, এই সভা) অভিরূপভূয়িষ্ঠা (পণ্ডিতব্যক্তি বহুল)। অদ্য খলু অস্মাভিঃ (আজ আমরা) কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা—(কালিদাস রচিত) অভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেয়েন নবেন নাটকেন (অভিজ্ঞানশকুন্তল নামে এক নতুন নাটকের অভিনয় করে) উপস্থাতব্যম্ (সভ্যদের সেবা করব)। তৎ প্রতিপাত্রম্ (সেজন্য প্রত্যেক পাত্র পাত্রীর দিকে) যত্নঃ আধীয়তাম্ (বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে)। নটী—আর্যস্য সুবিহিতপ্রয়োগতয়া (আর্যের নিপুণ প্রয়োগ কৌশলের জন্য) ন কিমপি পরিহাস্যতে (কোন বিষয়েই ত্রুটি ঘটবে না)। সূত্রধারঃ—আর্যে, তে ভূতার্থং কথয়ামি (আর্যে, তোমায় সত্য কথা বলি)। বিদুষাম্ (পণ্ডিতদের) আ পরিতোষাৎ (তৃপ্তিবিধান না হওয়া পর্যন্ত) প্রয়োগবিজ্ঞানম্ (অভিনয় কৌশলকে) ন সাধু মন্যে (উৎকৃষ্ট হয়েছে মনে করিনা)। বলবৎ শিক্ষিতানাম্ অপি (যথেষ্ট শিক্ষিত লোকেরও) চেতঃ (মন) আত্মনি (নিজের যোগ্যতায়) অপ্রত্যয়ম্ (নিশ্চিত হয় না)। নটী—আর্য, এবম্ এতৎ (আর্য, তাই বটে), অনন্তরকরণীয়ম্ আজ্ঞাপয়তু (পরবর্তী কার্য আদেশ করুন) ৷৷

বঙ্গানুবাদ—(নান্দীপাঠ সমাপ্ত হলে) সূত্রধার—(নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে) আর্যে, যদি সাজসজ্জা সমাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে একবার এদিকে এসো।

নটী—আর্যপুত্র, এই যে আমি এসেছি।

সূত্রধার—আর্যা, এই সভা পণ্ডিতব্যক্তিবহুল, আজ আমরা মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নামে এক নতুন নাটকের অভিনয় করে সভ্যদের সেবা করব। সেজন্য প্রত্যেক পাত্র পাত্রীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

নটী—আর্যের নিপুণ প্রয়োগকৌশলের জন্য কোন বিষয়েই ত্রুটি ঘটবে না।

সূত্রধার—আর্যে, তোমায় সত্যকথা বলি। পণ্ডিতদেব তৃপ্তিবিধান না হওয়া পর্যন্ত অভিনয় কৌশলকে উৎকৃষ্ট হয়েছে মনে করি না। যথেষ্ট শিক্ষিত লোকের মন নিজের যোগ্যতায় নিশ্চিত হয় না ॥ ২ ॥

নটী—আর্য, তাই বটে, পরবর্তী কার্য আদেশ করুন।

মনোরমা—নেপথ্যবিধানম্—নেপথ্যস্য বিধানম্, ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। অবসিতম্ অব-সো + ক্ত কর্মণি। অভিরূপভূয়িষ্ঠাঃ—অভিরূপাঃ ভূয়িষ্ঠাঃ যস্যাং সা, বহুব্রীহিঃ। পরিষৎ—পরিতঃ সীদন্তি ইতি পরি-সদ্ + ক্বিপ্ অধিকরণে। কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা—কালিদাসেন গ্রথিতম্, তৃতীয়াতৎ, কালিদাসগ্রথিতম্। কালিদাসগ্রথিতং বস্তু যস্মিন্, বহুব্রীহিঃ, তেন। কাল্যাঃ দাসঃ—কালিদাসঃ, "ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দসোর্বহুলম্"—এই সূত্র অনুসারে 'কালী' শব্দের ঈ-কারের হ্রস্বতা প্রাপ্তি। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—অভিজ্ঞায়তে অনেন ইতি অভি—জ্ঞা + ল্যুট্ করণে, অভিজ্ঞানম্। অভিজ্ঞানেন স্মৃতা, তৃতীয়াতৎ, অভিজ্ঞানস্মৃতা। অভিজ্ঞানস্মৃতা শকুন্তলা, অভিজ্ঞানশকুন্তলা, শাকপার্থিবাদিবৎ উত্তরপদলোপী কর্মধা। অভিজ্ঞানশকুন্তলা। অতঃপর 'নাটকম্'-এর সঙ্গে অভেদোপচারবশতঃ পদটি হবে ক্লীবলিঙ্গ, এবং "হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য"— সূত্র অনুসাবে অন্ত্যস্ববেব হ্রস্বত্ব প্রাপ্তিতে—"অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নামধেয়ং যস্য, বহুব্রীহিঃ, তেন। প্রতিপাত্রম্—পাত্রে পাত্রে প্রতিপাত্রম্, বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব-সমাসঃ। আ-পবিতোষাৎ—"আঙ্ মর্যাদাবচনে" সূত্র অনুসারে 'আঙ্' কর্মপ্রবচনীয় 'মর্যাদা' এবং অভিবিধি অর্থে। অতঃপর "পঞ্চম্যাঙ্পরিভিঃ" —এ সূত্র অনুসারে পঞ্চমী। "আঙ্ মর্যাদাভিবিধ্যোঃ" এ সূত্র অনুসারে সমাসের বিকল্প থাকায়, এখানে সমাস হয়নি। সমাসে পদটি হতো আপরিতোষম্। প্রয়োগবিজ্ঞানম্‌প্রয়োগস্য বিজ্ঞানম্, ষষ্ঠীতৎ। প্রয়োগঃ—প্র-যুজ্ + ঘঞ্। অপ্রত্যয়ম্—অবিদ্যমানঃ প্রত্যয়ঃ যস্য তৎ, বহুব্রীহিঃ। বলবৎ—বল + মতুপ্ ক্লীবলিঙ্গে ॥

আশা—আ ইতি। বিদুষাং বিজ্ঞানাম্ আপরিতোষাৎ পরিতোষং মর্যাদীকৃত্য, যাবৎ পরিতোষঃ ন ভবতি ইত্যর্থঃ, "আঙমর্যাদাবচনে" ইতি কর্মপ্রবচনীয়ত্বে "পঞ্চম্যাঙ্-পরিভিঃ" ইতি পঞ্চমী, "আঙ্ মর্যাদাভিবিধ্যোঃ" ইতি সমাসস্য বিভাষিতত্বাৎ ন সমাসঃ, সমাসপক্ষে তু আপরিতোষম্ ইতি স্যাৎ। প্রয়োগ-বিজ্ঞানং—প্রয়োগস্য অভিনযস্য বিজ্ঞানং নৈপুণ্যং সাধু নির্দোষং ন মন্যে। বিদ্বৎ-পরীক্ষণীয়ং মম প্রয়োগবিজ্ঞানম্ ইতি ব্যজ্যতে। যতঃ বলবৎ অধিকমপি শিক্ষিতানাং শিক্ষা সঞ্জাতা এষামিতি শিক্ষিতাঃ, তাদৃশানাং পুরুষাণাং চেতঃ চিত্তম্ আত্মনি স্ববিষয়ে অপ্রত্যয়ম্ অবিশ্বাসি ভবতি ইতি

ভাবঃ ॥ অত্র পূর্বার্ধে পর্যায়োক্তালংকারঃ, ভঙ্গ্যা প্রযোগবিজ্ঞানস্য এব প্রতিপাদিতত্বাৎ,— "পর্যায়োক্তং যদা ভঙ্গ্যা গম্যমেবাভিধীযতে।" ইতি লক্ষণাৎ। উত্তরার্ধে তু সামান্যেন বিশেষসমর্থনরূপোঽর্থান্তরন্যাসঃ, 'সামান্যং চ বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি। সমর্থ্যতে অর্থান্তরন্যাসোঽসৌ" ইতি লক্ষণাৎ। আর্যাছন্দঃ—"যস্যাঃ পাদে প্রথমে দ্বাদশমাত্রাস্তথা তৃতীযেঽপি। অষ্টাদশ দ্বিতীযে চতুর্থকে পঞ্চদশ সা আর্যা" ইতি লক্ষণাৎ ॥

আলোচনা

(ক) সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ সূত্রধারের সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলেছেন, "নাটকীযকথাবস্তু প্রথমং যেন সূচ্যতে। রঙ্গভূমিং সমাক্রম্য সূত্রধারঃ স উচ্যতে ॥" অর্থাৎ যিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে প্রথমেই নাটকীয় কথাবস্তুর সূচনা করেন তাঁকেই সূত্রধার বলে। নাটকীয় কথাবস্তু নিযমানুসারে পরিচালনা করাই সূত্রধারের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। মাতৃগুপ্তাচার্য সূত্রধারের সংজ্ঞায় বলেছেন 'চতুরাতোদ্যনিষ্ণাতোঽনেকভূষা সমাবৃতঃ। নানাভাষণতত্ত্বজ্ঞো নীতিশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিদ ॥ বেশোপচারচতুরঃ পৌরেষণ বিচক্ষণঃ। নানাগতি-প্রচারজ্ঞো রসভাববিশারদঃ ॥ নাট্যপ্রযোগনিপুণঃ নানাশিল্প কলান্বিতঃ। ছন্দোবিধানতত্ত্বজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রবিচক্ষণঃ ॥ তত্তদগীতানুগলযকলাতালাবধারণঃ। অবধায প্রযোক্তা চ যোক্তৃণামুপদেশকঃ ॥ এবং গুণোপেতঃ সূত্রধারোঽভিধীযতে ॥" (অর্থদ্যোতনিকায উদ্ধৃত)। আবার, "ভাবপ্রকাশ"-গ্রন্থের দশম অধিকারে সূত্রধারের প্রসঙ্গে বলা হযেছে,—"সূত্রযন কাব্যনির্ক্ষিপ্তবস্তুনেতৃকথাবসান্। নান্দীশ্লোকেন নান্দ্যন্তে সূত্রধার ইতি স্মৃতঃ ॥ আসূত্রযন গুণান্নেতুঃ কবেরপি চ বস্তুনঃ। রঙ্গপ্রসাদনপ্রৌঢঃ সূত্রধার ইহোচ্যতে ॥"

অনুরূপভাবে "সংগীত সর্বস্ব" গ্রন্থে সূত্রধারের সংজ্ঞা প্রদত্ত হযেছে,—"বর্তনীযতযা সূত্রং প্রথমং যেন সূচ্যতে। রঙ্গভূমিং সমাক্রম্য সূত্রধারঃ স উচ্যতে ॥"

(খ) **"অভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেযেন নবেন নাটকেন"**-ইত্যাদি।

নাটকের নাম অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। আদিরসাশ্রিত এ অদ্বিতীয দৃশ্যকাব্যের বীজ উপ্ত হযেছে কুলপতি কণ্বের তপোবনে মালিনী নদীর তীরে। এ নাটকের নাযক হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্ত, আশ্রমবালা শকুন্তলা এর নাযিকা। স্বর্গগণিকা মেনকার গর্ভে এবং ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে তার জন্ম। জন্মের পর জননী মেনকা তাকে নির্জন অরণ্যে পরিত্যাগ করে চলে গেলে, শকুন্ত অর্থাৎ পাখীরাই তাকে পক্ষের দ্বারা আচ্ছাদন করে রক্ষা করে। শকুন্তের দ্বারা লালিত হওযায তার নাম হয শকুন্তলা।—ইত্যবসরে মহর্ষি কণ্ব বনে তাকে পূর্বোক্ত অবস্থায দেখতে পেযে অনুকম্পাবশতঃ ঐ কন্যাকে আশ্রমে নিযে এসে আপন কন্যাজ্ঞানে লালনপালন করেন।

পরে যথাকালে রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার গান্ধর্ববিধিমতে পরিণয় সংঘটিত হয়। "শান্তির আশ্রমে জিঘাংসার নিষ্ঠুর অভিযানে ইহার আরম্ভ, সার্বজনীন প্রেমের কল্যাণ-বন্ধনে ইহার শেষ। ......সকল আদিরসাশ্রিত নাটকের যেখানে শেষ, সেই মিলনে এই দৃশ্যকাব্যের সূচনা, অভিশাপে ইহার পুষ্টি, মঙ্গলের প্রতিষ্ঠায় ইহার পরিসমাপ্তি।" (দেবেন্দ্রনাথ বসু)

অভিজ্ঞানেন স্মৃতা, তৃতীয়াতৎ, অভিজ্ঞানস্মৃতা। অভিজ্ঞানস্মৃতা শকুন্তলা, শাকপার্থিবাদিবৎ উত্তরপদলোপী কর্মধা, অভিজ্ঞানশকুন্তলা। 'নাটকম্'-এর সঙ্গে অভেদোপচারবশতঃ পদটি হয় ক্লীবলিঙ্গ, এবং "হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য" সূত্র অনুসারে অন্ত্যস্বরেব হ্রস্বত্বে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। অভিজ্ঞানশকুন্তলং নামধেয়ং যস্য, বহুব্রীহিঃ, তেন অভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেয়েন ॥

(গ) **প্রয়োগবিজ্ঞানম্**—প্রয়োগপ্রধান যে বিজ্ঞান, এ বিজ্ঞানে প্রয়োগেরই মুখ্য ভূমিকা। দৃশ্যকাব্য বা রূপককে বলা হয় প্রয়োগবিজ্ঞান। দৃশ্যকাব্যে বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের মাধ্যমে রসমণ্ডিত কোন কাহিনীকে মঞ্চে উপস্থাপন করা হলে তা' সামাজিকগণের পক্ষে দর্শনযোগ্য হয়, তাই একে দৃশ্যকাব্য বলা হয়। এখানে অভিনয়কেই প্রযোগ বলা হয়েছে। অভিনয় আবার চাব প্রকার, যথা—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন,—"ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকারঃ স চতুর্বিধঃ। আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈবমাহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা ॥" (সাঃ দঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। আবার, বাস্তব জগতের রামসীতার রূপ ও ধর্ম অভিনেতা-অভিনেত্রীর উপর আরোপ করা হয় বলে দৃশ্যকাব্যকে রূপকও বলা হয়, "তদ্ রূপারোপাত্তু রূপকম্" ॥ "নটে রামাদ্যবস্থারোপেণ বর্তমানত্বাদ্ রূপকম্।"

(ঘ) **"নেপথ্যবিধানমবসিতম্"**— 'নেপথ্য' শব্দের অর্থ দুটি, (১) নাট্যোক্ত পাত্রপাত্রীর সাজসজ্জা গ্রহণ, এবং (২) সাজসজ্জা গ্রহণের স্থান। "নেপথ্যং তু প্রসাদনে, রঙ্গভূমৌ বেষভেদে" ইতি হৈমঃ। "নেপথ্যং স্যাদ্ যবনিকা রঙ্গভূমিঃ প্রসাদনম্"—ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যগৃহের তিনটি অংশ—যথা, রঙ্গশীর্ষ বা রঙ্গপীঠ, রঙ্গমণ্ডল বা প্রেক্ষাভূমি, এবং নেপথ্য। প্রথমটি অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট, দ্বিতীয় দর্শক-শ্রোতা বা সামাজিকদের জন্য এবং তৃতীয়টি সাজসজ্জা গ্রহণ, প্রসাদন ইত্যাদির জন্য'। নেপথ্যের দুটি দ্বার এবং পর্দা থাকত দুটি দ্বারেই। যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত নেপথ্যে যেমন নটনটীর সাজসজ্জা গ্রহণ করত, তেমনি আবার সেখান থেকে প্রয়োজনে নানাপ্রকার শব্দ, কোলাহল, দৈববাণী ইত্যাদির সৃষ্টি করা হত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা অসমীচীন নয় যে, পূর্বরঙ্গের উনিশটি অঙ্গের মধ্যে প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ ইত্যাদি প্রথম নটি নেপথ্যে অনুষ্ঠিত হত, অবশিষ্ট দশটি অনুষ্ঠিত হত প্রকাশ্যে ॥

সূত্রধারঃ—কিমন্যদস্যাঃ পরিষদঃ শ্রুতিপ্রসাদনতঃ। তদিদমেব তাবদচির-প্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য গীয়তাম্। সম্প্রতি হি—

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ ॥ ৩ ॥

নটী—তহ। [তথা] (ইতি গায়তি)

ঈসীসিচুম্বিআইং ভমরেহিং সুউমারকেসরসিহাইং।
ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীসকুসুমাইং ॥ ৪ ॥
[ঈষদীষচ্চুম্বিতানি ভ্রমরৈঃ সুকুমারকেশরশিখানি।
অবতংসয়ন্তি দয়মাণাঃ প্রমদা শিরীষকুসুমানি ॥]

সন্ধিবিচ্ছেদ—কিম্ + অন্যৎ + অস্যাঃ, তৎ + ইদম্ + এব, তাবৎ + অচির-প্রবৃত্তম্ + উপভোগক্ষমম্, গ্রীষ্মসময়ম্ + অধিকৃত্য।

অন্বয়—সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ।

প্রমদাঃ ভ্রমরৈঃ ঈষৎ চুম্বিতানি সুকুমারকেশরশিখানি শিরীষকুসুমাণি দয়মাণাঃ অবতংসয়ন্তি ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—সূত্রধারঃ—অস্যাঃ (এই) পরিষদঃ (সভার) শ্রুতিপ্রসাদনতঃ অন্যৎ (কর্ণের তৃপ্তিসাধন ব্যতিরেকে) কিম্ (অস্তি) (আর কি থাকতে পারে)। তৎ (সুতরাং) অচিরপ্রবৃত্তম্ (অল্প সময়ের মধ্যে যার সূচনা হয়েছে), উপভোগক্ষমম্ (উপভোগের যোগ্য) ইদমেব গ্রীষ্মসময়ম্ (এই গ্রীষ্মকাল) অধিকৃত্য (অবলম্বন করে) তাবৎ গীয়তাম্ (একটা গান কর)। সম্প্রতি হি (ইদানীং) সুভগসলিলাবগাহাঃ (জলে অবগাহন আরামদায়ক), পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ (পাটল ফুলের সংসর্গে বনবায়ু সুরভিত), প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রাঃ (ঘনছায়ায় নিদ্রা আসে সহজে), দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ (দিবসের শেষভাগ অত্যন্ত রমণীয়)। নটী—তথা (তাই হোক্)। ইতি গায়তি (এই বলে গান সুরু করলেন)। প্রমদাঃ (বিলাসিনী রমণীরা), ভ্রমরৈঃ (ভ্রমরের দ্বারা) ঈষৎ ঈষৎ চুম্বিতানি (ধীরে ধীরে চুম্বিত) সুকুমারকেশরশিখানি শিরীষকুসুমানি (শীর্ষে কোমল কেসরবিশিষ্ট শিরীষ-পুষ্পগুলি) দয়মাণাঃ অবতংসয়ন্তি (সদয়ভাবে বা মৃদুভাবে কর্ণভূষণরূপে ব্যবহার করছে) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—সূত্রধার—এ সভায় উপস্থিত সভ্যগণের কর্ণের তৃপ্তিসাধন ব্যতিরেকে কি আর থাকতে পারে! সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে যার সূচনা হয়েছে, উপভোগের যোগ্য এই গ্রীষ্মকালকে অবলম্বন করে একটি গান কর। সম্প্রতি জলে অবগাহন আরামদায়ক, গোলাপ ফুলের সংসর্গে বনবায়ু সুরভিত, ঘন ছায়ায় নিদ্রা সুলভ, এবং দিবসের শেষভাগ অত্যন্ত রমণীয় ॥ ৩ ॥

নটী—তাই হোক্, (এই বলে গান সুরু করলেন।) বিলাসিনী রমণীরা ভ্রমরের দ্বারা ধীরে ধীরে চুম্বিত পেলব কেসরাগ্রবিশিষ্ট শিরীষফুলগুলি মৃদুভাবে কর্ণভূষণরূপে ব্যবহার করছে ॥ ৪ ॥

মনোরমা—অচিরপ্রবৃত্তম্—অচিরং প্রবৃত্তম্, দ্বিতীয়াতৎ। উপভোগক্ষমম্—উপভোগায় ক্ষমঃ, চতুর্থীতৎ, তম্। উপভোগঃ—উপ-ভুজ্ + ঘঞ্। অধিকৃত্য—অধি-কৃ + ল্যপ্। সুভগসলিলাবগাহাঃ—সলিলে অবগাহঃ সলিলাবগাহঃ, সহসুপা, সুভগঃ সলিলাবগাহঃ যেষু তে, বহুব্রীহিঃ। প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রাঃ—প্রকৃষ্টা ছায়া যেষু তে, বহুব্রীহিঃ, সু-লভ্ + খল্ = সুলভা স্ত্রীলিঙ্গে। প্রচ্ছায়েষু সুলভা, সহসুপা, প্রচ্ছায়সুলভা নিদ্রা যেষু তে, বহুব্রীহিঃ। পরিণামরমণীয়াঃ—পরিণামে রমণীয়াঃ, সহসুপা। রমণীয়ঃ—রম্ + ণিচ্ + অনীয়র্, কর্তরি। পাটল-সংসর্গসুরভিবনবাতাঃ—পাটলস্য সংসর্গঃ, ষষ্ঠীতৎ, তেন সুরভয়ঃ, সহসুপা, পাটল-সংসর্গসুরভয়ঃ বনবাতাঃ, যেষু তে, বহুব্রীহিঃ।

আশা—সুভগেতি। 'সুষ্ঠ' অতিশয়েন ভগঃ যত্নঃ যেষু, তাদৃশাঃ প্রীতিপ্রদাঃ, সুখকরাঃ ইত্যর্থঃ। সলিলে জলে, অবগাহাঃ নিমজ্জনানি, স্নানানি বা যত্র, তাদৃশাঃ। পাটলানাং পুষ্পভেদানাং গোলাবাখ্যকুসুমানাং বা, সংসর্গেন সম্বন্ধেন সুরভয়ঃ সুগন্ধয়ঃ, বনবাতাঃ অরণ্যানিলাঃ যেষু, তাদশাঃ, প্রকৃষ্টা ছায়া, অনাতপঃ যস্মিন্ তানি প্রচ্ছায়ানি বৃক্ষমূলানি, তেষু সুলভা সুখেন অকৃচ্ছ্রেণ বা লভ্যাঃ, নিদ্রা যেষু তাদৃশাঃ দিবসাঃ গ্রীষ্মবাসরাঃ পরিণামে দিবসাবসানে সায়ংকালে বা রমণীয়াঃ মনোরমাঃ ভবন্তীতি শেষঃ। অত্র সর্বেষাং বিশেষণানাং সাভিপ্রয়াৎ পরিকরালংকারঃ,-উক্তিবিশেষণৈঃ সাভিপ্রায়ৈঃ পরিকরো মতঃ ইতি লক্ষণাৎ। নিদাঘস্য স্বভাববর্ণনাচ্চ স্বভাবোক্তিরলংকারঃ, স্বভাবোক্তির্দুরূহার্থ স্বক্রিয়ারূপবর্ণনম্, ইতি লক্ষণাৎ। অপি চ গীতেন দিবসানাং বর্ণনীয়তাপ্রতিপাদনং প্রতি সুভগসলিলাবগাহত্বাদি বহুকারণোপন্যাসাৎ সমুচ্চয়ালংকারশ্চ। আর্যাবৃত্তম্- যস্যাঃ পাদে প্রথমে দ্বাদশমাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি। অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে চতুর্থকে পঞ্চদশ সা আর্যা ইতি লক্ষণাৎ।

দয়মানাঃ অনুকম্পাপ্রবণাঃ, সদয়া বা প্রমদাঃ যুবতয়ঃ সুকুমারাঃ পেলবাঃ, কেশরাণাং কিঞ্জল্কানাং শিখাঃ অগ্রভাগাঃ যেষাং তানি শিরীষকুসুমানানি, পুনঃ কোমলত্বাৎ

ভ্রমরৈঃ, ভৃঙ্গৈঃ ঈষদীষৎ মন্দমন্দম্, কেশরাগ্রাণাং সৌকুমার্যাৎ ভ্রমরাণাম্ ঈষদীষচ্চুম্বনম্, সকৃচ্চুম্বনেন তেষাম্ অতৃপ্তিঃ, তস্মাদত্র দ্বিরুক্তিঃ। ভ্রমরৈঃ কামুকৈঃ দুষ্যন্তৈশ্চ ইতি ভাবঃ। তথাচোক্তং মেদিন্যাং ভ্রমরঃ কামুকে ভৃঙ্গে ইতি। অবতংসয়ন্তি অবতংসং কর্ণভূষণং কুর্বন্তি।

অত্র কাব্যলিঙ্গমলংকারঃ, গীতিঃ ছন্দঃ।।

অত্র নায়ক-নায়িকয়োঃ দুষ্যন্তশকুন্তলয়োঃ নাটকস্য তৃতীয়াংকে বর্ণিতং সম্মেলনং যথা দ্যোত্যতে, তথা পঞ্চমাংকস্যাবসানে বর্ণিতং মেনকাদিভিঃ শকুন্তলায়ঃ পরিপালমপি ব্যজ্যতে।

আলোচনা :

(ক) নটী "অনন্তরকরণীয়" কি জানতে চাইলে সূত্রধার নটীকে নাট্যশালায় উপস্থিত সামাজিকদের কর্ণের পরিতৃপ্তির জন্য সদ্য আগত গ্রীষ্মকালকে আশ্রয় করে গান করতে বললেন। কিন্তু নটী তাঁর আদেশ পালন করবার পূর্বেই তিনি স্বয়ং গ্রীষ্মকাল বিষয়ে একটি গান করলেন। তারপর একই বিষয়ে নটী আর একটি গান শোনালেন। নাট্যকার কেন এখানে সূত্রধার এবং নটীর কণ্ঠে পর পর দুটি গীতের অবতারণা করলেন? এইটি একটি প্রাসঙ্গিক ও সংগত প্রশ্ন। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, মঞ্চে নাটকের অভিনয় আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নাট্যশালায় উপস্থিত দর্শক-শ্রোতৃমণ্ডলী কেবল অধৈর্য হয়ে উঠেন না, কখনো কখনো মৃদু কোলাহল এবং বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি হয়। তাই মধুর কণ্ঠে গীতের মাধ্যমে একদিকে যেমন অভিনয়ের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, তেমনি অপরদিকে সামাজিকবৃন্দের দৃষ্টি ও অবধান মঞ্চের দিকে আকর্ষণ করে আসন্ন অভিনয়ের জন্য তাঁদের উন্মুখী করেও তোলা হয়।

(খ) সূত্রধার এবং নটী উভয়েই একই গ্রীষ্ম ঋতুকে অবলম্বন করে গান করলেও উপভোগ্যতার দিক থেকে উভয় গীতের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। সূত্রধারের গীতে বিশেষ করে পুরুষের উপভোগ্যতার বিভিন্ন দিকের যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি নারীর উপভোগ্যতার বিষয়গুলি উল্লিখিত হয়েছে নটীর গীতে। গ্রীষ্মঋতুতে জলে অবগাহন অত্যন্ত আরামপ্রদ, গোলাপ ফুলের সৌরভে আমোদিত হয় বাতাস, শীতল ছায়ায় নিদ্রা হয় সুলভ এবং দিবসের অন্তিমলগ্ন হয় অত্যন্ত মনোরম।—এগুলি উল্লিখিত হয়েছে সূত্রধারের গীতে, আর নটীর গীতে বলা হয়েছে যে, বিলাসিনী নারীগণ গ্রীষ্মঋতুতে মধুকরের দ্বারা মৃদুমৃদু চুম্বিত পেলবকেসরযুক্ত শিরীষপুষ্পগুলি কর্ণভূষণরূপে ব্যবহার করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অনেকে উক্ত "সুভগসলিলাবগাহাঃ" গীতে নাটকে বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করেন। যেমন সূত্রধারের গীতের "সলিলাবগাহা" পদে শচীতীর্থে শকুন্তলার অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীয়কের নিমজ্জন সূচিত হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা এত কষ্টকল্পিত ও অসঙ্গত যে, তার আলোচনা থেকে বিরত না থেকে উপায় নেই।

সূত্রধারঃ—আর্যে, সাধু গীতম্। অহো রাগবদ্ধচিত্তবৃত্তিরালিখিত ইব সর্বতো রঙ্গঃ। তদিদানীং কতমৎ প্রকরণমাশ্রিত্যৈনমারাধয়ামঃ।

নটী—ণং অজ্জমিস্সেহিং পঢ়মং এব্ব আণত্তং অহিণ্ণাণসউন্দলং ণাম-অপুব্বং ণাডঅং পওএ অধিকরিঅদুত্তি। [ননু আর্যমিশ্রৈঃ প্রথমম্ এব আজ্ঞপ্তম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলং নাম অপূর্ব্বং নাটকং প্রয়োগে অধিক্রিয়তাম্ ইতি।]

সূত্রধারঃ—আর্যে, সম্যগনুবোধিতো স্মি। অস্মিন্ ক্ষণে বিস্মৃতং খলু ময়া। কুতঃ ?—

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা ॥ ৫ ॥

(নিষ্ক্রান্তৌ)

ইতি প্রস্তাবনা।

সন্ধিবিচ্ছেদ—রাগবদ্ধচিত্তবৃত্তিঃ + আলিখিতঃ + ইব, প্রকরণম্ + আশ্রিত্য + এনম্ + আরাধয়ামঃ, সম্যক্ + অনুবোধিতঃ + অস্মি, তব + অস্মি, সারঙ্গেণ + অতিরংহসা, তৎ + ইদানীম্, রাজা + ইব।

অন্বয়—তব হারিণা গীতরাগেণ (অহম্) অতিরংহসা, সারঙ্গেণ এষ রাজা দুষ্যন্তঃ ইব প্রসভং হৃতঃ অস্মি।

বাঙলা শব্দার্থ—সূত্রধারঃ—আর্যে, সাধু গীতম্ (আর্যে, অত্যন্ত মধুর গান করেছেন)। অহো (আহা) সর্বতো রঙ্গঃ (সামাজিকবৃন্দ) রাগবদ্ধচিত্তবৃত্তিঃ (সঙ্গীতের সুরে মুগ্ধ হয়ে) আলিখিত ইব (চিত্রে অংকিত মূর্তির মত অবস্থান করছেন)। তৎ ইদানীং (তাহলে এখন) কতমৎ প্রকরণম্ আশ্রিত্য (কোন প্রকরণ অবলম্বন করে) এনম্ আরাধয়ামঃ (এ সামাজিকদের পরিতুষ্ট করব)। নটী—ননু আর্যমিশ্রৈঃ প্রথমম্ এব আজ্ঞপ্তম্ (আপনি তো প্রথমেই জানিয়েছেন যে) অভিজ্ঞানশকুন্তলং নাম অপূর্ব্ব নাটকং প্রয়োগে অধিক্রিয়তাম্

(অভিজ্ঞানশকুন্তল নামে এক অপূর্ব নাটক মঞ্চস্থ করা হবে)। সূত্রধারঃ—সম্যক্ (যথার্থই) অনুবোধিতঃ অস্মি (স্মরণ করিয়ে দিয়েছ)। অস্মিন্ ক্ষণে (এ মুহূর্তে) বিস্মৃতং খলু ময়া (আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম)। কুতঃ—(কেননা) তব হারিণা (তোমার চিত্তহারি) গীতরাগেণ (গানের মধুর সুরে) অতিরংহসা—(অত্যন্ত বেগবান্) সারঙ্গেণ (হরিণের দ্বারা) রাজা দুয্যন্ত ইব (নৃপতি দুষ্যন্তের মত) (অহং) প্রসভং হৃতঃ (আমি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম)।

বঙ্গানুবাদ—সূত্রধার—আর্যে, অত্যন্ত মধুর গান করেছেন। আহাঙ্গ সামাজিকবৃন্দ সংগীতের সুরে মুগ্ধ হয়ে চিত্রে অংকিত মূর্তির মত অবস্থান করছেন। তাহলে, এখন কোন প্রকরণ অবলম্বন করে এ সামাজিকদের পরিতুষ্ট করব?

নটী—আপনি তো প্রথমেই জানিয়েছেন যে, "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নামে এক অপূর্ব নাটক মঞ্চস্থ করা হবে।

সূত্রধার—যথার্থই স্মরণ করিয়ে দিয়েছ। এ মুহূর্তে আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম। কেননা, তোমার চিত্তহারি গানের মধুর সুরে অত্যন্ত বেগবান্ হরিণের দ্বারা আকৃষ্ট রাজা দুষ্যন্তের মত আমিও গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম ॥ ৫ ॥

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)।
(এখানেই প্রস্তাবনা সমাপ্ত)

মনোরমা—রাগবদ্ধচিত্তবৃত্তিঃ—রাগেণ বদ্ধঃ, রাগবদ্ধঃ, তৃতীয়াতৎ, চিত্তস্য-বৃত্তিঃ, চিত্তবৃত্তিঃ, ষষ্ঠীতৎ, রাগবদ্ধা চিত্তবৃত্তিঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। কতমৎ—কিম্ + ডতমচ্। আশ্রিত্য—আ-শ্রি + ল্যপ্। অনুবোধিতঃ—অনু-বুধ্ + ণিচ্ + ক্তঃ। হারিণা—সাধু হরতি ইতি হৃ + ণিনি = হারিন্ (কর্ত্তরি) তৃতীয়া একবচনে। সারঙ্গেণ—সারম্ অঙ্গম্ যস্য ইতি বিগ্রহে সার + অঙ্গ = সাবঙ্গ। অতিরংহসা—অতি বংহঃ যস্য, বহুব্রীহিঃ, তেন ॥

আশা—তবেতি। অতি সাতিশয়ং রংহঃ বেগঃ যস্য তেন বেগবতা সারঙ্গেন মৃগেণ এষ পুরোদৃশ্যমানঃ রাজা দুষ্যন্ত ইব (অহম সূত্রধারঃ) নট্যাঃ সূত্রধারপত্ন্যাঃ সাধু হরতি চিত্তমিতি হারী, তেন মনোহারিণা গীতরাগেণ সংগীত মাধুর্যেণ প্রসভং বলাৎ হৃতঃ বিষয়ান্তরং প্রাপিতঃ। অত্র কাব্যলিঙ্গম্ উপমা চ। শ্লোকা বৃত্তম্।।

আলোচনা :

(ক) **"অস্মিন্ ক্ষণে বিস্মৃতং খলু ময়া"**। নটীর গীত সমাপ্ত হবার পর সূত্রধার নটীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—কিরূপে আজ নাট্যসভার মনোরঞ্জন করা যাবে। উত্তরে নটী বললেন, "কেন? আপনিই তো এইমাত্র বললেন,—মহাকবি কালিদাস রচিত অভিনব নাটক অভিজ্ঞানশকুন্তলমের অভিনয় হবে।" তখন সূত্রধার বললেন, "অস্মিন ক্ষণে বিস্মৃতং খলু ময়া"—আমি তখন বিস্মৃত হয়েছিলাম, কৃষ্ণসার মৃগের দ্বারা আকৃষ্ট রাজা দুষ্যন্তের মত আমার চিত্তও তোমার গীতের মধুব সুরে বহু দূরে নীত হয়েছিল।

যে বিস্মৃতির উপর ভিত্তি করে নাটকের আখ্যান গড়ে উঠেছে, সে বিস্মৃতি নাটকের মর্মস্থল অধিকার করে আছে. মহাকবি কালিদাস প্রস্তাবনায় তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ বিস্মৃতির সঙ্গে দুষ্যন্তের নাম জড়িত করে মহাকবি ভাবী ঘটনার জন্য দর্শকশ্রোতৃমণ্ডলীকে পূর্ব থেকে প্রস্তুত করে রাখতে চেয়েছিলেন। কেননা. যে মহাভারত থেকে কাহিনীর কাঠামো মহাকবি গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে "বিস্মৃতির" কোন ভূমিকাই ছিল না। এইটি মহাকবির নিজস্ব সৃষ্টি, মৌলিক অবদান। এর মাধ্যমেই এসেছে "দুর্বাসার অভিশাপ"। এ হলো ভাবী পরিণতির সূচনা। একে পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রে বলা হয় "Dramatic Preparation"—অর্থাৎ নাটকীয় প্রস্তুতি।

ইতিমধ্যে রাজা দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার অনুরাগ প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়ে অন্তিমে গান্ধর্বপরিণয়ে পরিণতি লাভ করেছে। রাজা হস্তিনাপুরে প্রস্থান করেছেন। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও রাজার কথামত শকুন্তলাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য কোন রাজপুরুষ এলো না। তাই অনসূয়ার আশঙ্কা—বহুবল্লভ রাজা অন্তঃপুরের অন্যান্য মহিষীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তপোবন বালা শকুন্তলার কথা বিস্মৃত হয়েছেন। শকুন্তলার অবস্থা আরও শোচনীয়। সর্বদা দুষ্যন্তের চিন্তায় সে বিভোর। একদা সে দুষ্যন্তগতচিত্ত হয়ে আশ্রমের পর্ণকুটীর দ্বারে উপবিষ্টা। এমন সময় সেখানে কোপনস্বভাব ঋষি দুর্বাসার আবির্ভাব। ঋষি নিজের আগমনবার্তা ঘোষণা করলেও শকুন্তলা তাতে কর্ণপাত করতে সমর্থ হলেন না। অথচ তাঁর উপরই অতিথিসৎকারের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। শকুন্তলা কর্তব্যকর্ম বিস্মৃত হলেন। আশ্রমধর্মে অতিথির অবমাননা অমার্জনীয় অপরাধ। তাই শকুন্তলার উপর ঋষির অভিশাপ বর্ষিত হল।

এদিকে শকুন্তলার স্মৃতি রাজার মন থেকে প্রায় মুছে গেল। শকুন্তলা প্রকাশ্য দিবালোকে গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের সঙ্গে হস্তিনাপুবে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলেও দুষ্যন্ত তাঁকে চিনতে পারলেন না. শকুন্তলা বিসর্জিত হল। এখানেও বিস্মৃতির

প্রভাব প্রবল। সুতরাং এ নাটকে বিস্মৃতির ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা অস্বীকার করা যায় না ॥

(খ) দৃশ্যকাব্যের আদিতে যে অংশে নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সূত্রধারের স্ব স্ব কর্তব্যবিষয় অবলম্বন করে বিচিত্র বাক্যের মাধ্যমে নাট্যসূচনা বিষয়ে কথোপকথন হয়, তাকে বলে প্রস্তাবনা। এর অপর নাম হল "আমুখ"। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ প্রস্তাবনার সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলেছেন, "নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা ॥ সূত্রধারেণ সহিতা সংলাপং যত্র কুর্বতে। চিত্রৈঃ বাক্যৈঃ স্বকার্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ ॥ আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা ॥" (সাহিত্যদর্পণ/ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহাকবি ভাসের নাটকসমূহে প্রস্তাবনাকে বলা হয়েছে "স্থাপনা"।

নাটক এবং নাট্যকারের নাম ঘোষণা, কিছু প্রশংসা, এবং পরিচয় প্রকাশ, সামাজিকদের প্রশস্তি এবং সর্বোপরি নাট্যবস্তুর সূচনা,—প্রস্তাবনার মূল উদ্দেশ্য। পূর্বরঙ্গে "প্ররোচনা" নামে একটি অঙ্গ আছে, এর কাজ হ'ল,—সহৃদয় সামাজিকদের নাটকসম্বন্ধে উন্মুখ বা কৌতূহলী করার প্রচেষ্টা। সুতরাং প্রথমে মঙ্গল শ্লোক, তারপর প্ররোচনা এবং তারপর প্রকৃত বিষয়ের আরম্ভ,—এ তিন অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর মূল নাটক সুরু হয়। এই প্রস্তাবনা আবার পাঁচ প্রকার, যথা—উদ্‌ঘাতক, কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্তক ও অবলগিত।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের প্রস্তাবনাকে "অবলগিত" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'অবলগিত'-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলা হয়েছে,—"যত্রৈকত্র সমাবেশাৎ কার্যমন্যৎ প্রসাধ্যতে। প্রয়োগে খলু তজ্-জ্ঞেযং নাম্নাবলগিতং বুধৈঃ ॥" (সাঃ দঃ/৬/৩৮)। অর্থাৎ যেখানে এক বিষয়ের সমাবেশ থেকে অন্য কার্যের অবতারণা করা হয়, সেখানে প্রস্তাবনাকে অবলগিত বলে। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের প্রস্তাবনায় নটীর গানের প্রশংসার সমাবেশ থেকেই নায়ক দুষ্যন্তের প্রবেশরূপ অন্য কার্যের অবতারণা করা হয়েছে। তাই এ প্রস্তাবনা 'অবলগিত' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রসিদ্ধ টীকাকার রাঘবভট্ট শকুন্তলার প্রস্তাবনাকে "প্রয়োগাতিশয়" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'প্রয়োগাতিশয়' প্রস্তাবনার সংজ্ঞায় বিশ্বনাথ বলেছেন,—"যদি প্রয়োগ একস্মিন্ প্রয়োগোঽন্যঃ প্রযুজ্যতে। তেন পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ প্রয়োগাতিশয়স্তদা ॥" (সাঃ দঃ/৬/৩৬)। অর্থাৎ একটি প্রসঙ্গ প্রযুক্ত হয়েছে এমন অবস্থায় যদি অন্য প্রসঙ্গের প্রয়োগপূর্বক পাত্র-প্রবেশ হয়, তাকে বলে তখন প্রয়োগাতিশয়। নটীর গানে বিমুগ্ধ সূত্রধার। মধুর সুরের মোহিনী মায়ায় তাঁর চিত্ত এত দূর নীত হয়েছে যেমন মৃগের পশ্চাতে ধাবন করতে

করতে দুষ্যন্ত অনেক দূর নীত হয়েছেন.—এর সূত্র ধরে মঞ্চে নায়কের প্রবেশ। সুতরাং এ প্রস্তাবনাকে "প্রয়োগাতিশয়" প্রস্তাবনা বলাও অসমীচীন নয়। বস্তুতঃ এ উভয়প্রকার প্রস্তাবনার মধ্যে ভেদরেখা খুবই ক্ষীণ ॥

(গ) প্রস্তাবনার একটি বিশেষ প্রয়োজন হ'ল মঞ্চে সুকৌশলে নাটকের কেন্দ্রীয়চরিত্র বা নায়ককে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে, সাবলীল ভঙ্গিতে প্রবেশ করানো, যাতে কোন প্রকারে কোথাও অস্বাভাবিকতার স্পর্শ দর্শক-শ্রোতৃবর্গের মনে কোন পীড়া না দেয়, এবং তাঁদের রসানুভূতিতে কোন বাধার সৃষ্টি না করে। "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটকে নটীর গান শুনে সূত্রধার এমন মুগ্ধ যে ক্ষণকাল পূর্বে তিনি যা' বলেছেন, তা'ও বিস্মৃত হলেন। তাঁর কথার মধ্যে অসংগতি লক্ষ্য করে নটী প্রশ্ন করলে তিনি তার উত্তরে বলেন,—"তবাস্মি গীতরাগেণ" ইত্যাদি। "কোথা ধায় চিত্ত মম তব গীত সাথে। দুষ্যন্ত যেমন ওই মৃগের পশ্চাতে।" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)।

সূত্রধার একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ধনুর্বাণ হস্তে রথে আরোহণ করে নায়ক রাজা দুষ্যন্ত কোন এক মৃগের পশ্চাৎ ধাবন করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। এত স্বাভাবিক এবং সাবলীল ভঙ্গিতে নায়ককে মঞ্চে প্রবেশ করানো অত্যন্ত নৈপুণ্যের পরিচায়ক। এখানেই মহাকবির কৃতিত্ব। এ নাটকের প্রস্তাবনার মতো সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনাই নাটকে অভিপ্রেত। এদিক থেকেও মহাকবি কালিদাস অনন্য।

(ঘ) **"কতমৎ প্রকরণমাশ্রিত্য এনম্ আরাধয়ামঃ?"**—সূত্রধার প্রথমে প্রকরণের অভিনয়ের মাধ্যমে সামাজিকদের মনোরঞ্জনের কথা বলেন, কিন্তু নটীর কণ্ঠে সুললিত গীত শুনে মুগ্ধ হয়ে পরক্ষণেই মহাকবি কালিদাসরচিত অভিনব নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যায় যে, প্রকরণ এবং নাটক, দুটি ভিন্ন দৃশ্যকাব্য, এবং উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভেদ রয়েছে। ইংরেজীতে যাকে 'Drama' বলে, সংস্কৃতে তাকে দৃশ্যকাব্য বা রূপক বলা হয়। এ রূপক প্রধানতঃ দশপ্রকার, যথা নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, বীথী, অংক ও প্রহসন। সুতরাং প্রকরণ এবং নাটক হল একই রূপক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দুটি দৃশ্যকাব্য, এবং এ দুটো পরস্পর ভিন্ন। "নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্"—ইত্যাদি শ্লোকনিচয়ে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ যেমন নাটকের লক্ষণসমূহ উল্লেখ করেছেন, তেমনি আবার "ভবেৎ প্রকরণং বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতম্"-ইত্যাদি শ্লোকে প্রকরণেরও লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। যেমন নাটকের বস্তু হবে 'খ্যাতবৃত্ত, কিন্তু প্রকরণের কাহিনী

হবে কবিকল্পিত। নাটকেব নায়ক হবে ধীবোদাত্ত ক্ষত্রিয়, কিন্তু প্রকবণেব নায়ক হবে বিপ্র অথবা বণিক অথবা অমাত্য। নাটকে শৃঙ্গাব অথবা বীব বস হবে প্রধান বা মুখ্য বস, প্রকরণে মুখ্য বস হবে শৃঙ্গাব। নাটকে পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত অংক থাকবে, কিন্তু প্রকবণ হবে দশ অংকেব, ইত্যাদি। যেমন মহাকবি বালিদাসবচিত "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" একটি নাটক, এবং মহাকবি ভবভূতি বচিত 'মালতীমাধবম" একটি প্রকবণ। সুতবাং নাটক এবং প্রকবণেব মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট।

(ঙ) কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে কবেন নটী সাবঙ্গবাগেই "ঈষদীষচ্চুম্বিতানি ভ্রমবৈঃ"—ইত্যাদি গান কবেছে। এইটি শাস্ত্রীযবাগ এবং মেঘবাগেব একটি প্রকাবভেদ। মিএগ্র তানসেন কর্তৃক আবিষ্কৃত "বৃন্দাবনী" বাগ ছাড়াও সাবঙ্গবাগেব আবো ছ প্রকাব ভেদ বযেছে, যথা—বঢহংস মধুমাধবী, গৌড সুব, সামন্ত ও মিএগ্র। সাবঙ্গবাগেব লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হযেছে,—

"কবধৃতবীণাসখ্যা সহোপবিষ্টা চ কল্পতকমূলে।
দৃঢতবনিবদ্ধকববী সাবঙ্গী সা সুবঙ্গিণী প্রোক্তা ॥"

(ততঃ প্রবিশতি মৃগানুসারী সশরচাপহস্তো রাজা রথেন সূতশ্চ)
সূতঃ—(রাজানং মৃগং চ অবলোক্য) আয়ুষ্মন,—
কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্যকার্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্ ॥ ৬ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—দদৎ + চক্ষুঃ + ত্বযি, পশ্যামি + ইব, সূতঃ + চ।

অন্বয—কৃষ্ণসাবে অধিজ্যকার্মুকে ত্বযি চ চক্ষুঃ দদৎ (অহম) মৃগানুসাবিণং সাক্ষাৎ পিনাকিনম্ পশ্যামি ইব।

বাঙ্লা শব্দার্থ—(ততঃ প্রবিশতি—তাবপব প্রবেশ কবছেন, মৃগানুসাবী—কোন এক মৃগকে অনুসবণ কবে, সশবচাপহস্তঃ—ধনুবাণ হস্তে নিযে, বথেন—বথে আবোহণ কবে, বাজা—বাজা দুষ্যন্ত, সূতশ্চ—এবং সাবথি)। সূতঃ—(বাজানং—বাজাকে, মৃগং চ—ও মৃগকে, অবলোক্য—অবলোকন কবে) আযুষ্মন্ (আযুষ্মন্) কৃষ্ণসাবে (একবাব কৃষ্ণসাব মৃগেব দিকে) অধিজ্যকার্মুকে ত্বযি চ (একবাব গুণাবোপিত ধনুর্ধাবী আপনাব দিকে) চক্ষুঃ দদৎ (দৃষ্টিপাত কবে), মৃগানুসাবিণং (মৃগরূপী

যজ্ঞের অনুসরণকারী) সাক্ষাৎ পিনাকিনম্ (স্বয়ং মহাদেবকে) পশ্যামি ইব (আমি যেন দেখ্ছি)।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর প্রবেশ করছেন—কোন এক মৃগকে অনুসরণ করে, ধনুর্বাণ হস্তে, রথে আরোহণ করে, সারথি সহ রাজা দুষ্যন্ত।

সূত (সারথি)—(রাজাকে এবং মৃগকে অবলোকন করে)—আয়ুষ্মন্, একবার কৃষ্ণসার মৃগের দিকে এবং একবার গুণারোপিত ধনুহস্তে আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করে, মৃগরূপী যজ্ঞের অনুসরণকারী স্বয়ং মহাদেবকে আমি যে দেখতে পাচ্ছি ॥ ৬ ॥

মনোরমা—মৃগানুসারী—মৃগম্ অনুসরতি ইতি মৃগ-অনু-সৃ + ণিনি কর্তরি। সশরচাপহস্তঃ—শরেণ সহ সশরঃ, বহুব্রীহিঃ, তাদৃশঃ চাপঃ যয়োঃ তৌ সশবচাপৌ, বহুব্রীহিঃ। তাদৃশৌ হস্তৌ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। রথেন—সহার্থে তৃতীয়া, "সহযুক্তেঽপ্রধানে"—এই সূত্র অনুসারে। এমনকি সহার্থক শব্দের প্রয়োগ না থাকলেও সহার্থে তৃতীয়া হয়,—"বিনাপি তদ্‌যোগম্ তৃতীয়া ইতি অভ্যুপগমাৎ"। দদৎ—দা + শতৃ। অধিজ্যকার্মুকে—কর্মণে প্রভবতি ইতি কার্মুকম্ (কর্মন্ + উকঞ্), অধিজ্যং কার্মুকং যস্য, বহুব্রীহিঃ, তস্মিন্।

আশা—কৃষ্ণেতি। কৃষ্ণঃ চ সারঃ শবলঃ বিবিধবর্ণশ্চ ইতি কৃষ্ণসারঃ। তস্মিন্ ধাবমানে মৃগে, জ্যাম্ অধিগতমিতি অধিজ্যম্, গুণারোপিতং কার্মুকম্ কর্মণে যুদ্ধায় প্রভবতি ইতি যৎ ধনুঃ যস্য, তস্মিন্ অধিজ্যকার্মুকে ত্বয়ি দুষ্যন্তে, চক্ষুঃ দদৎ অর্পয়ন্ মৃগানুসারিণং দক্ষযজ্ঞাৎপলায়মানং মৃগরূপধরযজ্ঞম্ অনুসরন্তং সাক্ষাৎ পিনাকিনং প্রত্যক্ষং বিগ্রহবন্তং শিবং পশ্যামি ইব। অত্র উপমানাম অলংকারঃ। সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমাদ্বয়োঃ ইতি লক্ষণাৎ। শ্লোকঃ ছন্দঃ

আলোচনা :

(ক) ভানুজী দীক্ষিত 'সূত' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন,—সুবতি গময়তি অশ্বান্ ইতি সূ + ক্ত = সূত অর্থাৎ সারথি। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে,—"ক্ষত্রিয়াদ্ বিপ্রকন্যায়াং সূতঃ ভবতি জাতিতঃ" (১০/১১), অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পুরুষ থেকে ব্রাহ্মণ কন্যাতে জাত সন্তানকে 'সূত' বলে। প্রতিলোম বিবাহজাত সন্তান বলে সূত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণে অযোগ্য ছিল, তবে

জীবিকারূপে সারথির বৃত্তি সম্মানজনক ছিল। মৎস্যপুরাণে সারথির গুণগ্রাম বর্ণনা করে বলা হয়েছে,—"নিমিত্তশকুনজ্ঞানী হয়শিক্ষাবিশারদঃ। হয়ায়ুর্বেদতত্ত্বজ্ঞঃ ভূরিভাগবিশেষবিৎ ॥ স্বামিভক্তো মহোৎসাহঃ সর্বেষাং চ প্রিয়ংবদঃ। শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ সারথিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥" অর্থাৎ শুভাশুভসূচক জ্ঞানে অভিজ্ঞ, অশ্বশিক্ষায় বিশারদ, অশ্বসম্বন্ধীয় আয়ুর্বেদের তত্ত্বে সুপণ্ডিত, প্রভুভক্ত, উৎসাহসম্পন্ন, প্রিয়ংবদ, শৌর্যবীর্যসমন্বিত, বিদ্বান ব্যক্তি সারথিপদের যোগ্য। দৃশ্যকাব্যে ভাষাবিন্যাস এবং সম্বোধনের নিয়ম-অনুসারে সারথি রথীকে 'আয়ুষ্মন্' শব্দ উচ্চারণ করে সম্বোধন করবে।

(খ) **"মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামি ইব পিনাকিনম্"**—মহাকবি এখানে সারথিমুখে নায়ক নৃপ দুষ্যন্তকে দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের সঙ্গে তুলনা করে নায়কের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করেছেন। দক্ষকন্যা সতীর সঙ্গে শিবের পরিণয় সাধিত হয়। একদা দক্ষ এক যজ্ঞানুষ্ঠানের আযোজন করে সেখানে শিব ব্যতীত অপর সকল দেবতাকে আমন্ত্রণ করেন। বিনা নিমন্ত্রণেই দক্ষতনয়া সতী সে যজ্ঞে উপস্থিত হলে, দক্ষ সতীর সামনেই শিবের নিন্দা করেন। লজ্জায়, অপমানে ও মনঃকষ্টে সতী দেহত্যাগ করেন। এ মর্মান্তিক বার্তা শুনে শিব রুদ্রমূর্তি ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হন, এবং যজ্ঞ ধ্বংস করতে উদ্যত হলে, ভয়বশতঃ যজ্ঞ মৃগরূপ পবিগ্রহ করে পলায়ন করতে থাকেন।

(গ) **"শকুন্তলারহস্য"** গ্রন্থ থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। "সূত দক্ষযজ্ঞ দেখেন নাই, কিন্তু পৌরাণিক চিত্রগুলি তাঁহার মনে এরূপ দৃঢ়পিনদ্ধ যে মৃগরূপধারী দক্ষযজ্ঞ ও পিনাকধারী রুদ্রের কথা অতি সহজভাবেই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল। ইহা তাঁহার শাস্ত্রাভিনিবেশের পরিচায়ক।" "কালিদাস চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানিবার কোন উপায় না থাকিলেও তাঁহার লেখার মধ্যে সুনিপুণ চিত্রকরেব কৌশল যে বহুধা বিন্যস্ত সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবসর নাই।" "যখন সূত দুষ্যন্তকে বলিলেন মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্" তখনই তাঁহার সুন্দর, বলিষ্ঠ ও সুপুষ্ট দেহখানি আমাদের চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। মহাদেবই আমাদের দেবগণের মধ্যে সুরূপ, বলীশ্রেষ্ঠ ও সুপুষ্টদেহ। কিরাতরূপী মহাদেবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই পাণ্ডব ধনঞ্জয় পাশুপত অস্ত্রলাভের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিলেন।" (পৃষ্ঠা ২৩-২৪)।

রাজা—সূতঙ্গ দূরমমুনা সারঙ্গেণ বয়মাকৃষ্টাঃ। অয়ং পুনরিদানীমপি—

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি ॥ ৭ ॥

তদেষ কথমনুপতত এব মে প্রযত্নপ্রেক্ষণীয়ঃ সংবৃত্তঃ।

সূতঃ—আয়ুষ্মন্, উদ্‌ঘাতিনী ভূমিরিতি ময়া রশ্মিসংযমনাদ্ রথস্য মন্দীকৃতো বেগঃ। তেন মৃগ এষ বিপ্রকৃষ্টান্তরঃ সংবৃত্তঃ। সম্প্রতি সমদেশবর্তিনস্তে ন দুরাসদো ভবিষ্যতি।

রাজা—তেন হি মুচ্যন্তামভীষবঃ।

সূতঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (রথবেগং নিরূপ্য) আয়ুষ্মন্, পশ্য পশ্য,—

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্বকায়া
নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্‌ঘনীয়া
ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ ॥ ৮ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—দূরম্ + অমুনা, বয়ম্ + আকৃষ্টাঃ, পুনঃ + ইদানীম্ + অপি, মুহুঃ + অনুপততি, দর্ভৈঃ + অর্ধাবলীঢ়ৈঃ, পশ্য + উদগ্রপ্লুতত্বাৎ, স্তোকম্ + উর্ব্যাম্, মুচ্যন্তাম্ + অভীষবঃ, যৎ + আজ্ঞাপযতি + আয়ুষ্মান্। ধাবন্তি + অমী।

অন্বয়—(সূত) পশ্য (অয়ং) অনুপততি স্যন্দনে মুহুঃ গ্রীবাভঙ্গাভিরামং (যথা স্যাৎ তথা) দত্তদৃষ্টিঃ (সন্) শবপতনভয়াৎ পশ্চার্ধেন ভূযসা পূর্বকায়ং প্রবিষ্টঃ (চ সন্) শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ অর্ধাবলীঢ়ৈঃ দর্ভৈঃ কীর্ণবর্ত্মা (চ সন্) উদগ্রপ্লুতত্বাৎ বিয়তি বহুতরম্ উর্ব্যাং স্তোকং প্রয়াতি।

রশ্মিষু মুক্তেষু অমী রথ্যাঃ নিরায়তপূর্বকায়াঃ নিষ্কম্পচামরশিখাঃ নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ আত্মোদ্ধতৈঃ অপি রজোভিঃ অলঙ্‌ঘনীয়াঃ মৃগজবাক্ষময়া ইব ধাবন্তি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—সূত (সারথি)! অমুনা সারঙ্গেন (এই হরিণের দ্বারা) বয়ং দূরম্ আকৃষ্টাঃ (আমরা অনেকদূর আকৃষ্ট হয়েছি)। পশ্য (দেখ), ইদানীমপি পুনঃ অয়ং (এখনো আবার এই হরিণ), অনুপততি স্যন্দনে (পশ্চাতে ধাবমান রথের দিকে)

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং (গ্রীবা বক্র করে মনোজ্ঞরূপে) দত্তদৃষ্টিঃ (দৃষ্টিপাত করে), শরপতনভয়াৎ (দেহে বাণপতনের ভয়ে) পশ্চার্ধেন ভূয়সা (দেহের পশ্চাদ্ভাগের অধিকাংশ), পূর্বকায়ং প্রবিষ্টঃ (দেহের পূর্বভাগে সংকুচিত করে), শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ (অত্যধিক শ্রমবশতঃ বিবৃত বদন থেকে ভ্রষ্ট), অর্ধাবলীঢ়ৈঃ দর্ভৈঃ (অর্ধচর্বিত কুশতৃণে) কীর্ণবর্ত্মা (পথ আকীর্ণ করে), উদগ্রপ্লুতত্বাৎ (ঘন ঘন উল্লম্ফন হেতু) বিয়তি (শূন্যে) বহুতরম্ (বহুক্ষণ থাক্‌ছে) উর্ব্যাং স্তোকং প্রযাতি (ভূতলে যেন কদাচিৎ গমন করছে)। তৎ কথং (আচ্ছা কেন) অনুপতত এব মে (আমি হরিণটিকে অনুসরণ কবতে থাকলেও) এষ প্রযত্নপ্রেক্ষণীয়ঃ সংবৃত্তঃ (এক কষ্ট করে দেখতে হচ্ছে)। সূতঃ—আয়ুষ্মন্, উদ্‌ঘাতিনী ভূমিরিতি (এখানকার ভূমি বন্ধুর বলে) ময়া রশ্মিসংযমনাৎ (আমি বল্গা আকর্ষণ করায়) রথস্য বেগঃ মন্দীকৃতঃ (রথের গতিবেগ হ্রাস পেয়েছে)। তেন (সেই কারণে) এষ মৃগঃ (এই মৃগটি) বিপ্রকৃষ্টান্তরঃ (রথ ও মৃগের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে)। সম্প্রতি সমদেশবর্তিনঃ তে (এখন আপনি সমতল ভূমিতে এসে পড়েছেন) ন দূরাসদো ভবিষ্যতি (মৃগটি আর আপনার দুষ্প্রাপ্য হবে না)। রাজা—তেন (তাহলে) অভীষবঃ (বল্গাসমূহ) মুচ্যন্তাম্ (শিথিল কর)। সূতঃ—আয়ুষ্মান্ যদ্ আজ্ঞাপয়তি (আয়ুষ্মান্ যেমন আদেশ করেন)। (রথবেগং নিরূপ্য—রথের বেগ লক্ষ্য করে) আয়ুষ্মন্, পশ্য পশ্য (আয়ুষ্মন্ দেখুন)। রশ্মিষু মুক্তেষু (বল্গাগুলি শিথিল করে দেওয়ায) অমী রথ্যাঃ (এই অশ্বগুলিব) নিরায়তপূর্বকায়াঃ (দেহেব পূর্বভাগ যেন প্রসারিত হয়েছে), নিষ্কম্পচামরশিখাঃ (কর্ণমূলে সংবদ্ধ চামরের অগ্রভাগ নিশ্চল), নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ (কর্ণগুলি উর্ধ্বোত্থিত এবং স্থির রয়েছে), আত্মোদ্ধতৈঃ অপি রজোভিঃ (নিজেদের খুরের আঘাতে সমুত্থিত ধূলিও) অলঙ্ঘনীয়াঃ (তাদের অতিক্রম করতে পারছে না)। মৃগজবাক্ষময়া ইব (মনে হচ্ছে, মৃগের গতিবেগ সহ্য করতে না পেরে যেন) ধাবন্তি (ধাবিত হচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—সারথি, এই হরিণের দ্বাবা আমরা অনেকদূর আকৃষ্ট হয়েছি। দেখ, এখনো আবাব এই হরিণ পশ্চাতে ধাবমান রথের দিকে গ্রীবা বক্র করে, মনোজ্ঞরূপে দৃষ্টিপাত করে, দেহে বাণপতনের ভয়ে, দেহের পশ্চাদ্‌ভাগের অধিকাংশ দেহের পূর্বভাগে সংকুচিত করে, অত্যধিক শ্রমবশতঃ বিবৃত বদন থেকে ভ্রষ্ট অর্ধচর্বিত কুশতৃণে পথ আকীর্ণ করে, ঘন ঘন উল্লম্ফনহেতু শূন্যে বহুক্ষণ থাকছে, ভূতলে যেন কদাচিৎ গমন করছে ॥ ৭ ॥ আচ্ছা, কেন আমি হরিণটিকে অনুসরণ করতে থাকলেও একে কষ্ট করে দেখতে হচ্ছে।

সূত—এখানকাব ভূমি বন্ধুর বলে আমি বল্গা আকর্ষণ করায় রথের গতিবেগ হ্রাস

পেয়েছে। সেকারণে এ মৃগটি রথ ও মৃগের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি আপনি সমতলভূমিতে এসে পড়েছেন, মৃগটি আর আপনার দুষ্প্রাপ্য হবে না।

রাজা—তাহলে, বল্গাসমূহ শিথিল কর।

সূত—আয়ুষ্মান্ যেমন আদেশ করেন। (রথের বেগ লক্ষ্য করে) আয়ুষ্মন্ দেখুন, বল্গাগুলি শিথিল করে দেওয়ায়, এ অশ্বগুলির দেহের পূর্বভাগ যেন প্রসারিত হয়েছে, কর্ণমূলে সংবদ্ধ চামরের অগ্রভাগ নিশ্চল, কর্ণগুলি উর্ধ্বোত্থিত এবং স্থির রয়েছে, নিজেদের খুরের আঘাতে সমুত্থিত ধূলিও তাদের অতিক্রম করতে পারছে না। মনে হচ্ছে, মৃগের গতিবেগ সহ্য করতে না পেরে, যেন ধাবিত হচ্ছে ॥ ৮ ॥

মনোরমা—গ্রীবাভঙ্গাভিরামম্—গ্রীবায়াঃ ভঙ্গঃ, ষষ্ঠীতৎ, তেন অভিরামং যথা তথা, তৃতীয়াতৎ। অনুপততি—অনু-পত্ + শতৃ, সপ্তমীর একবচন। দত্তদৃষ্টিঃ—দত্তা দৃষ্টিঃ যেন সঃ, বহুব্রীহিঃ। পশ্চার্ধেন—অপরঃ অর্ধঃ, পশ্চার্ধঃ, একদেশী তৎ, তেন। এখানে 'পশ্চাৎ' সূত্র অনুসারে অপর শব্দের স্থানে পশ্চ-আদেশ। শরপতনভয়াৎ—শরস্য পতনম্, ষষ্ঠীতৎ, শরপতনম্, তস্মাৎ ভয়ম্, পঞ্চমীতৎ, তস্মাৎ, হেতৌ পঞ্চমী। ভূয়সা—বহু + ঈয়স্, করণে তৃতীয়া। পূর্বকায়ম্—পূর্বং কায়স্য, পূর্বকায়ঃ, একদেশী তৎ, তম্। কীর্ণবর্ত্মা—কীর্ণং বর্ত্ম যেন সঃ, বহুব্রীহিঃ। উদগ্রপ্লুতত্বাৎ—উদগ্রং প্লুতং যস্য সঃ,বহুব্রীহিঃ , তস্য ভাবঃ, উদগ্রপ্লুত + ত্বল্, তস্মাৎ, হেতৌ পঞ্চমী। অবলীঢ়—অব-লিহ্ + ক্ত। নিরূপ্য—নি-রূপ্ + ণিচ্ + ল্যপ্। মুক্তেষু রশ্মিষু— ভাবে সপ্তমী, "যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্"—এই সূত্র অনুসারে। নিষ্কম্পচামর-শিখাঃ—চামরাণাং শিখা, ষষ্ঠীতৎ, নিষ্কম্পাঃ চামরশিখাঃ যেষাং তে, বহুব্রীহিঃ। নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ—নিভৃতশ্চ উর্ধ্বশ্চ, কর্মধা, তাদৃশৌ কর্ণৌ যেষাং তে, বহুব্রীহিঃ।—মৃগজবাক্ষময়া মৃগস্য জবঃ, ষষ্ঠীতৎ, তস্মিন্ অক্ষমা, সপ্তমীতৎ, তয়া।

আশা—অয়মিতি। অয়ং পুরতো দৃশ্যমানঃ কৃষ্ণসারঃ পুনরিদানীমপি অনুপততি পশ্চাদ্ ধাবতি স্যন্দনে রথে, মুহুঃ বারংবারং গ্রীবায়াঃ কন্ধরায়াঃ ভঙ্গেন পরাবর্তনেন অভিরামং মনোহরং যথা স্যাৎ তথা দত্তাঃ ন্যস্তা দৃষ্টিঃ চক্ষুঃ যেন সঃ, শরস্য বাণস্য পতনং পাতঃ, তস্য ভয়াৎ ভীতেঃ, ভূয়সা আধিক্যেন পশ্চার্ধেন পূর্বকায়ং প্রবিষ্ট ইব, শ্রমেণ ধাবনজন্যক্লেশেন বিবৃতং প্রকটিতং যৎ মুখং বদনং তস্মাৎ ভ্রংশিভিঃ অধঃপতদ্ভিঃ, অর্ধম্ অপরিসমাপ্তং যথা স্যাৎ তথা অবলীঢ়ৈঃ চর্বিতৈঃ দর্ভৈঃ কুশৈঃ কীর্ণবর্ত্মা চিহ্নিতমার্গঃ সন্ উদগ্রম্ উন্নতং প্লুতং লম্ফঃ যস্য তস্য ভাবঃ, উদগ্রপ্লুতত্বং তস্মাৎ, বিয়তি আকাশে বহুতরম্ অধিকতরম্ উর্ব্যাং পৃথিব্যাং স্তোকং স্বল্পং প্রয়াতি

প্রকৃষ্টং গচ্ছতি। অত্র মৃগস্য স্বভাববর্ণনাৎ স্বভাবোক্তিরলংকারঃ। অত্র নৃপনিষ্ঠস্যোৎসা স্য ব্যঞ্জনাৎ বীরো রসঃ, তথা চ মৃগনিষ্ঠস্য ভয়স্যাভিব্যঞ্জনাৎ ভয়ানকঃ রসঃ। স্রগ্ধরা বৃত্তম্—"ম্রভ্নৈর্যাণাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্তিতেয়ম্"—ইতি লক্ষণাৎ।

মুক্তেষ্বিতি। রশ্মিষু প্রগ্রহেষু মুক্তেষু শিথিলীকৃতেষু অমী রথ্যাঃ রথবাহকাঃ অশ্বাঃ, মৃগস্য পলায়মানস্য হরিণস্য জবঃ বেগঃ তস্মিন্ অক্ষময়া ঈর্ষ্যয়া সোঢুম্ অশক্ততয়া ইব নিঃশেষেণ আয়তঃ বিস্তারিতঃ পূর্বকায়ঃ যেষাং তাদৃশাঃ, নিষ্কম্পাঃ স্থিরাঃ চামরাণাং শিরোবদ্ধানাং ভূষণানাং শিখাঃ অগ্রভাগাঃ যেষাং তে, তাদৃশাঃ, নিভৃতৌ নিশ্চলৌ ঊর্ধ্বৌ উন্নমিতৌ চ কর্ণৌ যেষাং তাদৃশাঃ, আত্মভিঃ উদ্ধতৈঃ উত্থাপিতৈঃ অপি রজোভিঃ ধূলিভিঃ অলঙ্ঘনীয়া অনতিক্রমণীয়াঃ সন্তঃ ধাবন্তি। অত্র সম্বন্ধেঽপি অসম্বন্ধরূপাতিশয়োক্তিঃ। বিশেষণ চতুষ্টয়েন বেগাতিশয়ো ব্যজ্যতে। স্বভাবোক্তিরলংকারঃ। বসন্ততিলকং বৃত্তম্—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ"—ইতি লক্ষণাৎ ॥

আলোচনা :

(ক) **"গ্রীবাভঙ্গাভিরামম্"**—ইত্যাদি শ্লোকে পশ্চাতে ধাবনশীল রথ থেকে শরনিক্ষেপে প্রাণনাশের আশঙ্কায় দ্রুত পলায়মান মৃগের একটি অত্যন্ত নিখুঁত ও বাস্তব চিত্র অংকিত হয়েছে। পলায়মান মৃগের পক্ষে যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটিতে যেমন বাস্তবতার ছাপ রয়েছে তেমনি আবার সেগুলি মহাকবির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং শব্দচয়ন-নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। ভয়ানক-রসসমৃদ্ধ এ শ্লোকটির চিত্রধর্মিতা উল্লেখযোগ্য। ভাবের সাযুজ্য লক্ষ্য করে এ প্রসঙ্গে নাট্যকার ক্ষেমীশ্বর রচিত "চণ্ডকৌশিক" নাটকের দ্বিতীয় অংকে বর্ণিত পলায়মান বরাহের চিত্রটির উল্লেখ করা যেতে পারে।—"গর্বাদেত্য পুনর্নিবৃত্য তরসা লক্ষীকৃতস্তৎক্ষণম্/ ত্রাসাকুঞ্চিত-মায়তাগ্রচরণঃ পশ্চার্ধমাকর্ষযন্/শ্বাসোদ্রেক-বিদীর্ণসৃক্কভ্রশ্যন্মৃণালাঙ্কুরো/দংষ্ট্রামর্পয়তীব তে ব্যপগতব্রীড়াবিলক্ষাননঃ ॥"

এ শ্লোকের জ্যোতিরিন্দ্রনাথকৃত পদ্যানুবাদ,—

"গর্বভরে আসি কাছে বাণের সন্ধান দেখি
অমনি সে যায় গো ফিরিয়া,
আয়তসম্মুখপদ ভয়ে আকুঞ্চিত করি
শরীরার্দ্ধ লয় আকর্ষিয়া,
শ্বাসের আধিক্যহেতু ওষ্ঠপ্রান্ত গহ্বর

হয়েছে বিদীর্ণ,
তাহতে মৃণালাঙ্কুর স্খলিত হইয়া পড়ি
হতেছে বিকীর্ণ।" ইত্যাদি

(খ) **"গ্রীবাভঙ্গাভিরামম্"**—শ্লোকের **"দত্তদৃষ্টিঃ"**—এ পাঠের স্থলে **"বদ্ধদৃষ্টিঃ"** পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। এ দুটি পাঠের মধ্যে কোনটি যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য তা' এখানে বিবেচ্য। প্রথমে 'দত্তদৃষ্টিঃ' পাঠটি আলোচনা করা যাক। এইটি মৃগের বিশেষণ। দত্তা দৃষ্টিঃ যেন সঃ, বহুব্রীহিঃ। প্রাণভয়ে পলায়মান মৃগের পক্ষে পেছন দিক থেকে ছুটে আসা রথের উপর মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করা এবং ঘাড় বাঁকিয়ে সামনে নিজের পথ দেখে নেওয়া সম্ভব, কিন্তু এরূপ রথের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সামনের দিকে ছুটে চলা কোন মৃগের পক্ষে কি করে সম্ভব? তাছাড়া "বদ্ধদৃষ্টিঃ" পাঠ গ্রহণ করলে শ্লোকে উল্লিখিত "মুহুঃ" শব্দটির প্রয়োগ নিরর্থক প্রমাণিত হয়। সুতরাং এখানে "দত্তদৃষ্টিঃ" পাঠই অধিকতর সঙ্গ ত ও সমীচীন।

(গ) রাজা দুষ্যন্তের আদেশে তাঁর রথের সারথি অশ্বের রশ্মি শিথিল করে দিলে বথ অত্যন্ত দ্রুত চলতে লাগল। তখন সারথি বথের গতিবেগের প্রমাণরূপে "মুক্তেষু বশ্মিষু" ইত্যাদি শ্লোকটি উচ্চারণ করল। "লোলরশ্মি অশ্বগণ প্রসারিয়া কায়/নিষ্কম্প চামরচূড়া ঊর্দ্ধকর্ণ স্থির/নিজ পাদোত্থিত ধূলা লঙিঘয়া হেলায়/না সহি মৃগের বেগ ছুটে যেন তীর ॥" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)। দ্রুতগামী রথ ও অশ্বের ক্ষেত্রে বাস্তবে যা ঘটে তারই নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে এ শ্লোকে। মহাকবি বাস্তবে যা প্রত্যক্ষ করেছেন তারই একটি মনোরম আলেখ্য অংকন করেছেন এ শ্লোকে। বাস্তবানুগ বর্ণনা এবং চিত্রধর্মিতার জন্য শ্লোকটি অত্যন্ত উপভোগ্য ॥

রাজা—সত্যম্! অতীত্য হরিতো হরীংশ্চ বর্তন্তে বাজিনঃ। তথাহি—

যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাম্
যদর্দ্ধে বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ ॥
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়োঃ
ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ ॥ ৯ ॥

সূত, পশ্যৈনং ব্যাপাদ্যমানম্। (ইতি শরসন্ধানং নাটয়তি)।

সন্ধিবিচ্ছেদ—হরীন্ + চ, যৎ + আলোকে, তৎ + বিপুলতাম্, কৃতসন্ধানম্ + ইব, যৎ + বক্রম্, তৎ + অপি, ক্ষণম্ + অপি, পশ্য + এনম্।

অন্বয়—রথজবাৎ যৎ আলোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি, তৎ সহসা বিপুলতাং ব্রজতি, যৎ অন্তঃ বিচ্ছিন্নং তৎ কৃতসন্ধানম্ ইব ভবতি, যৎ প্রকৃত্যা বক্রং তৎ অপি নয়নয়োঃ সমরেখং, ক্ষণম্ অপি কিঞ্চিৎ ন মে দূরে ন পার্শ্বে বর্ততে।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—সত্যম্ (যথার্থই বলেছ) বাজিনঃ (অশ্বগুলি) হরিতঃ (সূর্যের অশ্ব) হরীন্ চ (এবং ইন্দ্রের অশ্ব উভয়কে) অতীত্য বর্তন্তে (গতিবেগে অতিক্রম করে গেছে)। তথাহি (কেননা) রথজবাৎ (রথের গতিবেগহেতু) যৎ আলোকে সূক্ষ্মং (যা দেখতে ছিল ক্ষুদ্র) তৎ সহসা বিপুলতাং ব্রজতি (সহসা তা যেন বিশালতা লাভ করেছে), যৎ অন্তেঃ বিচ্ছিন্নং (যা মধ্যে ছিল বিচ্ছিন্ন) তৎ কৃতসন্ধানম্ ইব ভবতি (তা যেন সংযুক্ত বলে মনে হচ্ছে), প্রকৃত্যা যদ্ বক্রং (স্বভাবতঃ যা বক্র) তদপি নয়নয়োঃ সমরেখং (তা' দৃষ্টিতে ঋজু বা সরল বলে প্রতীত হচ্ছে), রথজবাৎ (রথের গতিবেগের জন্য) ন কিঞ্চিৎ মে দূরে ন পার্শ্বে বর্ততে (কোন কিছুই ক্ষণকালের জন্যও যেমন আমার পার্শ্বে থাকছে না, তেমনি দূরেও থাকছে না) ॥ ৯ ॥ সূত (সারথি) এনং ব্যাপাদ্যমানং পশ্য, (একে কিভাবে মারছি দেখ)। (এই বলে ধনুতে শরসংযোজন অভিনয করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—যথার্থই বলেছ, অশ্বগুলি সূর্যের অশ্ব এবং ইন্দ্রের অশ্ব, উভয়কে গতিবেগে অতিক্রম করে গেছে। কেননা, রথের গতিবেগহেতু যা দেখতে ছিল ক্ষুদ্র, সহসা তা যেন বিশালতা লাভ করেছে, যা ছিল মধ্যে বিচ্ছিন্ন, তা যেন সংযুক্ত বলে মনে হচ্ছে, স্বভাবতঃ যা বক্র, তা দৃষ্টিতে ঋজু বা সরল বলে প্রতীত হচ্ছে। রথের গতিবেগের জন্য কোন কিছুই ক্ষণকালের জন্যও যেমন আমার পার্শ্বে থাকছে না, তেমনি দূরেও থাকছে না ॥ ৯ ॥ সারথি, একে কিভাবে মারছি দেখ। (এই বলে ধনুতে শরসংযোজন অভিনয় করলেন)।

মনোরমা—আলোকে—আ-লোক্ + ঘঞ্ ভাবে, আলোক। কৃতসন্ধানম্—কৃতং সন্ধানং যস্য তৎ, বহুব্রীহিঃ। প্রকৃত্যা—"প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্" এই সূত্র অনুসারে তৃতীয়া। রথজবাৎ—রথস্য জবঃ, ষষ্ঠীতৎ, তস্মাৎ—হেতৌ পঞ্চমী।

আশা—যদিতি। যৎ বস্তু আলোকে দর্শনে সূক্ষ্মং ক্ষুদ্রং, সহসা—অচিরেণ তৎ বস্তু বিপুলতাং বিশালতাং ব্রজতি প্রাপ্নোতি। যদ্ অন্তে বস্তুতঃ বিচ্ছিন্নং বিভক্তম্, তৎ *কৃতসন্ধানম্ সংযুক্তমিব ভবতি। যদ্ বস্তু প্রকৃত্যা স্বভাবতঃ* বক্রং *তির্যগ্‌ভূতং* তদপি তদ্ বস্তু অপি নয়নয়োঃ নেত্রয়োঃ সম্বন্ধে এব ন তু বস্তুতঃ, সমা তুল্যা রেখা যস্য তৎ সমরেখম্ ঋজু ইত্যর্থঃ, প্রতীয়তে। ক্ষণমপি মুহূর্তমপি ন কিঞ্চিৎ কিমপি বস্তু

মে দূরে তিষ্ঠতি, ন পার্শ্বে সমীপে চ তিষ্ঠতি। রথজবস্তু দূরদৃষ্টং নেদয়তি, আসন্নং চ দবয়তি ঝটিতি ইতি ভাবঃ। অত্র দ্বিতীয়ে পাদে "কৃতসন্ধানমিব" ইত্যত্রোৎপ্রেক্ষা। অন্তিমে পাদে 'ক্ষণমপি কিঞ্চিৎ ন পার্শ্বে ন চ দূরে' ইত্যত্র রথজবস্য কারণাৎ পদার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গম্। শিখরিণী বৃত্তম্ "রসৈরুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলাগঃ শিখরিণী" ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

রাজা দুষ্যন্তের আদেশে তাঁর রথের সারথি রথের গতি বর্ধিত করে তার প্রমাণরূপে "মুক্তেষু রশ্মিষু" ইত্যাদি শ্লোকটি উচ্চারণ করে। উক্ত শ্লোকের মাধ্যমে যেমন রথের গতিবেগের প্রমাণসমূহ প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি দুষ্যন্তকর্তৃক উচ্চারিত পরবর্তী "যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি" ইত্যাদি শ্লোকেও রথের গতিবেগ সূচিত হয়েছে। যেমন,—দ্রুতগামী যান বা বাহনে আরোহণ করে চলতে থাকলে দূর থেকে যা সূক্ষ্ম দেখায় সহসা তা দৃষ্টিতে বিশাল হয়ে ধরা দেয়, যা মধ্যখানে বিচ্ছিন্ন, তা যেন সংযুক্ত বলে মনে হয়, স্বভাবতঃ যা বক্র তা দৃষ্টিতে সরল বলে প্রতীত হয়। রথের গতিবেগের জন্য কোন কিছুই ক্ষণকালের জন্য যেমন আরোহীর পার্শ্বে থাকে না, তেমনি দূরেও থাকে না।—এ ভাবসমূহই উক্ত শ্লোকে প্রকাশ পেয়েছে। মহাকবির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনানৈপুণ্য এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির জন্য এ শ্লোকটি বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, মহাকবি ভাসরচিত প্রতিমানাটকে ভরতও নন্দীগ্রামস্থ মাতুলালয় থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকালে রথের গতিবেগ নিরূপণ করে বলেছিলেন,—"দ্রুমা ধাবন্তীব দ্রুতরথগতিক্ষীণবিষয়া/ নদীবো দ্বৃত্তাম্বুর্নিপততি মহী নেমিবিবরে অরব্যক্তির্নষ্টা স্থিতমিব জবাচ্চক্রবলয়ং/রজশ্চাশ্বোদ্ধূতং পততি নানুপততি/॥ (৩/২)।—"বৃক্ষসকল যেন ধাবিত হচ্ছে, এবং রথের দ্রুতগতিতে তাদের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ ক্ষীণ হয়ে গেছে, জলপূর্ণ নদীর মতো ভূমি রথনেমির বিবরে প্রবেশ করছে, অরগুলি স্পষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে না, বেগবশতঃ ঘূর্ণমান চক্রগুলি যেন স্থির হয়ে আছে, আর অশ্বখুরোত্থিত ধূলিরাশি সম্মুখে পতিত হচ্ছে, কিন্তু রথের অনুগমন করছে না॥" অস্বীকার করা যায় না যে, মহাকবি ভাসরচিত উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত ভাবের অনুরূপ ভাব প্রকাশ পেয়েছে মহাকবি কালিদাস রচিত এ নাটকের প্রথম অংকের আট এবং ন' শ্লোকে ॥

(নেপথ্যে)

ভো ভো রাজন্, আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।

সূতঃ—(আকর্ণ্যাবলোক্য চ) আয়ুষ্মন্, অস্য খলু তে বাণপথবর্তিনঃ কৃষ্ণসারস্যান্তরে তপস্বিন উপস্থিতাঃ।

রাজা—(সসম্ভ্রমম্) তেন হি প্রগৃহ্যন্তাং বাজিনঃ।

সূতঃ— তথা। (রথং স্থাপয়তি)।

(ততঃ প্রবিশতি আত্মনা তৃতীয়ো বৈখানসঃ)

বৈখানসঃ—(হস্তমুদ্যম্য) রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলম্
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে ॥ ১০ ॥
তৎ সাধুকৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্।
আর্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্তুমনাগসি ॥ ১১ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—আশ্রমমৃগঃ + অয়ম্, আকর্ণ্য + অবলোক্য, সন্নিপাত্যঃ + অযম্ + অস্মিন্, তুলরাশৌ + ইব + অগ্নিঃ, চ + অতিলোলম্, শরাঃ + তে, প্রহর্তুম্ + অনাগসি, হস্তম্ + উদ্যম্য, কৃষ্ণসারস্য + অভ্যন্তরে ॥

অন্বয়—অস্মিন্ মৃদুনি মৃগশরীরে অয়ং বাণঃ তুলরাশৌ অগ্নি ইব ন খলু ন খলু সন্নিপাত্যঃ। হরিণকানাম্ অতিলোলং জীবিতং চ বত ক্ব, [illegible] বজ্রসারাঃ তে শরাশ্চ ক্ব।

অন্বয়—তৎ সাধুকৃতসন্ধানং সায়কং প্রতিসংহর। বঃ শস্ত্রম্ আর্তত্রাণায় অনাগসি প্রহর্তুং ন।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[নেপথ্যে—অন্তরালে] ভো ভো রাজন্ (হে রাজা) অয়ম্ আশ্রমমৃগঃ (এইটি আশ্রমের হরিণ) ন হন্তব্যঃ ন হন্তব্যঃ (একে হত্যা করবেন না, হত্যা করবেন না)। সূতঃ—(সারথি) [আকর্ণ্য অবলোক্য চ—শুনে ও দেখে] আয়ুষ্মন্ (আয়ুষ্মন্) তে

বাণপথবর্তিনঃ (আপনার বাণের পথ) অস্য কৃষ্ণসারস্য (এবং এ কৃষ্ণসার মৃগের) অন্তরে (মধ্যে) তপস্বিনঃ উপস্থিতাঃ (তাপসেরা উপস্থিত হয়েছেন)। রাজা—[সসম্ভ্রমম্—ব্যস্ততার সঙ্গে] তেন হি (তাহলে) বাজিনঃ (অশ্বগুলিকে) প্রগৃহ্যন্তাম্ (অবিলম্বে সংযত কর)। সূতঃ (সারথি)—তথা (তাই হোক্)। [রথং স্থাপয়তি—রথ থামালেন] [ততঃ (তারপর) প্রবিশতি (প্রবেশ করেন) আত্মনা তৃতীয়ো (অপর দুইজনের সঙ্গে) বৈখানসঃ (তাপস)। বৈখানসঃ [হস্তম্ উদ্যম্য—হস্ত উত্তোলন করে]—রাজন্ (রাজা) আশ্রমমৃগঃ অয়ং ন হন্তব্যঃ (এটি আশ্রমের মৃগ, একে হত্যা করবেন না)। অস্মিন্ মৃদুনি মৃগশরীরে (মৃগের এই পেলব দেহে) অয়ং বাণঃ (এই বাণ) তূলরাশৌ অগ্নিঃ ইব (তুলারাশিতে আগুনের মত) ন খলু ন খলু সন্নিপাত্যঃ (কখনো নিক্ষেপ করবেন না)। হরিণকানাং (মৃগশিশুর) অতিলোলং জীবিতম্ (অত্যন্ত চঞ্চল প্রাণ), চ বত ক্ব (কোথায়), নিশিতনিপাতাঃ (অত্যন্ত শাণিত অগ্রভাগ) বজ্রসারাঃ (বজ্রের মত দারুণ) শরাঃ ক্ব (শরগুলিই বা কোথায়)। (অর্থাৎ বজ্রের মত কঠিন এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ শরের সঙ্গে মৃগশিশুর অত্যন্ত কোমল ও চঞ্চল প্রাণের কোন তুলনাই চলতে পারে না)। তৎ (তাই) সাধুকৃতসন্ধানং (ঠিকভাবে যে বাণ যোজনা করা হয়েছে তা) প্রতিসংহর (সংবরণ করুন)। বঃ শস্ত্রং (আপনার শস্ত্র) আর্তত্রাণায় (বিপন্নদের রক্ষার জন্য) অনাগসি প্রহর্তুং ন (নিরপরাধকে হত্যা করার জন্য নয়)।

বঙ্গানুবাদ—(যবনিকার অন্তরালে) হে রাজা, এইটি আশ্রমের মৃগ, একে হত্যা করবেন না, হত্যা করবেন না।

সূত (সারথি)—(শুনে ও দেখে) আয়ুষ্মন্, আপনার বাণের পথ এবং এ কৃষ্ণসার মৃগের মধ্যে তাপসেরা এসে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা—(ব্যস্ততার সঙ্গে) তাহলে অশ্বগুলিকে অবিলম্বে সংযত কর।

সূত—তাই হোক্, (রথ থামালেন)।

(তারপর অপর দুইজনের সঙ্গে বৈখানস প্রবেশ করেন)

বৈখানস—(হস্ত উত্তোলন করে) রাজা, এইটি আশ্রমের মৃগ, একে হত্যা করবেন না। মৃগের এই পেলব দেহে এই বাণ তুলারাশিতে আগুনের মত কখনো নিক্ষেপ করবেন না। কোথায় মৃগশিশুব অত্যন্ত চঞ্চল প্রাণ, আর কোথায় বা আপনার শাণিত-অগ্রভাগ বজ্রের মত দারুণ বাণ ॥ ১০ ॥

তাই যে বাণ ঠিকভাবে যোজনা করা হয়েছে, তা সংবরণ করুন, কেননা-আপনার শস্ত্র বিপন্নদের রক্ষার জন্য, নিরপরাধকে হত্যা করার জন্য নয় ॥১১॥

মনোরমা—উদ্যম্য—উৎ-যম্ + ল্যপ্। ন খলু ন খলু—সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তি। সন্নিপাত্য—সম্-নি-পত্ + ণিচ্ + যৎ কর্মণি। বত—অব্যয়, নিন্দা অথবা অনুকম্পায় প্রযুক্ত অব্যয়। **নিশিতনিপাতাঃ**—নিশিতঃ নিপাতঃ যেষাং তে—নি-শো + ক্তঃ। বজ্রসারাঃ —বজ্রস্য সারঃ, ষষ্ঠীতৎ, বজ্রসারঃ, বজ্রসার ইব সারঃ যেষাং তে, উপমানগর্ভঃ বহুব্রীহিঃ।

সাধুকৃতসন্ধানম্—সাধু সম্যক্ কৃতং সন্ধানং যস্য তম্, বহুব্রীহিঃ। প্রতিসংহর—প্রতি-সম্-হৃ + লোট্ মধ্যমপুরুষ একবচন। আর্তত্রাণায়—তাদর্থ্যে চতুর্থী, কিংবা "তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ" এ সূত্র অনুসারে চতুর্থী। অনাগসি—অবিদ্যমানম্ আগঃ (পাপম্) যস্য, অনাগাঃ, বহুব্রীহিঃ, তস্মিন্, আধারবিবক্ষায় সপ্তমী। প্রহর্তুম্—প্র-হৃ + তুমুন্। হরিণকানাম্—হরিণ + কন্ অনুকম্পায়াম্ বা হ্রস্বার্থে।

আশা — নেতি। তুলারাশৌ কার্পাসসমূহে অগ্নিঃ স্ফুলিঙ্গঃ ইব, অস্মিন্ দৃশ্যমানে মৃদুনি অতিপেলবে মৃগশরীরে হরিণাবয়বে অয়ং তীক্ষ্ণঃ বাণঃ শরঃ ন খলু নিশ্চয়েন নৈব সন্নিপাত্যঃ প্রযোক্তব্যঃ। (খলু ইত্যনুনয়ে। অত্র সম্ভ্রমে প্রসাদেন বা দ্বিরুক্তিঃ। "নিষেধবাক্যালংকারে জিজ্ঞাসানুনয়ে খলু" ইত্যমরঃ।) তত্র হেতুমাহ—ক্ব ইতি। হরিণকানাম্—অনুকম্পিতানাং হরিণানাম্, অতিলোলম্ অতিচঞ্চলং জীবিতঞ্চ জীবনং চ "বত" ইতি নিন্দায়াম্, ক্ব কুত্র অস্তি, নিশিতনিপাতাঃ তীক্ষ্ণাগ্রভাগাঃ বজ্রসারাঃ অতিকঠিনাঃ তে তব দুষ্যন্তস্য শরাশ্চ পুনঃ ক্ব কুত্র সন্তি। অত্র ক্বেতি বীপ্সয়োঃ মহদন্তরং সূচয়তি, উভয়োঃ সামঞ্জস্যং নাস্তি ইতি ভাবঃ। অতএবাত্র মৃগে বাণো নৈব প্রযোক্তব্য ইতি। অত্র পূর্বার্ধে উপমা মৃগশরীরে বাণস্য তুলাবাশৌ অগ্নিনা সাদৃশ্যবর্ণনাৎ। বজ্রসারাঃ ইত্যত্র তু লুপ্তোপমা। উত্তরার্ধে হরিণবাণয়োঃ বৈষম্যঘটনাৎ বিষমালংকারঃ। মালিনী বৃত্তম্—"ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ" ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

(ক) রবীন্দ্রনাথ "ন খলু ন খলু" ইত্যাদি শ্লোকের ছন্দোবদ্ধ পদ্যে অনুবাদ করেছেন,—"মৃদু এ মৃগদেহে মেবোনা শর / আগুন দেবে কে হে ফুলের পর / কোথা সে মহারাজ মৃগের প্রাণ / কোথায যেন বাজ তোমাব বাণ /॥"

(প্রাচীনসাহিত্য)

উক্ত অনুবাদ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ **"তুলারাশৌ ইব অগ্নিঃ"**—এই পাঠের পরিবর্তে **"পুষ্পরাশৌ ইব অগ্নিঃ"** — এ পাঠ গ্রহণ করেছেন। কারণ, তুলা রাশি দাহ্যপদার্থ বলে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাতে অগ্নিসংযোগ করবার প্রবণতা জাগে। কিন্তু পুষ্পরাশি অত্যন্ত পেলব ও মনোরম বলে কেউ তাতে অগ্নিসংযোগ করবার কল্পনাও করেনা। এখানেও হরিণশিশু পুষ্পরাশির মত অত্যন্ত পেলব এবং রমণীয় বলে

তার উপর কেউ বজ্রের মত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে না। সুতরাং এখানে "তুলারাশৌ" থেকে পুষ্পরাশৌ অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

(খ) "ক্ক হরিণকানাং জীবিতম্" (কোথায় হরিণশিশুর প্রাণ) এবং "ক্ক বজ্রসারাঃ শরাঃ" (কোথায় বা বজ্রের মত কঠিন বাণ)—এ দুটির মধ্যে যে বিস্তর ব্যবধান তা' 'ক্ক' শব্দ দুটির প্রয়োগের মাধ্যমে সূচিত হচ্ছে। "দ্বৌ ক্কশব্দৌ মহদন্তরং সূচয়তঃ।" অনুরূপ প্রয়োগ অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। যেমন—"ক্ক সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ক চাল্পবিষয়া মতিঃ" (রঘু ১/২), "ক্ক বয়ং ক্ক পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ"—(শাকুন্তলে/২) ইত্যাদি। সর্বত্রই দুটি বিষয় বা বস্তুর মধ্যে অত্যন্ত ব্যবধান সূচনা করবার উদ্দেশ্যে 'ক্ক' শব্দ দ্বয়ের প্রয়োগ ॥

রাজা—এষ প্রতিসংহৃতঃ। (ইতি যথোক্তং করোতি)

বৈখানসঃ—সদৃশমেতৎ পুরুবংশপ্রদীপস্য ভবতঃ।

জন্ম যস্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব।
পুত্রমেবংগুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি ॥ ১২ ॥

রাজা—(সপ্রণামম্) প্রতিগৃহীতম্।

বৈখানসঃ—রাজন্, সমিদাহরণায় প্রস্থিতাঃ বয়ম্। এষ খলু কণ্বস্য কুলপতেঃ অনুমালিনীতীরমাশ্রমো দৃশ্যতে। ন চেদন্যকার্যাতিপাতঃ, প্রবিশ্য প্রতিগৃহ্যতামাতিথেয়ঃ সৎকারঃ। অপি চ—

রম্যাস্তপোধনানাং প্রতিহতবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ সমবলোক্য।
জ্ঞাস্যসি কিয়দ্ভুজো মে রক্ষতি মৌর্বীকিণাংক ইতি ॥ ১৩ ॥

রাজা—অপি সন্নিহিতোঽত্র কুলপতিঃ?

বৈখানসঃ—ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলামতিথিসৎকারায় সন্দিশ্য দৈবমস্যাঃ প্রতিকূলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ।

রাজা—ভবতু, তামেব পশ্যামি। সা খলু বিদিতভক্তিং মাং মহর্ষেঃ কথয়িষ্যতি।

বৈখানসঃ—সাধয়ামস্তাবৎ। (সশিষ্যো নিষ্ক্রান্তঃ)।

সন্ধিবিচ্ছেদ—সদৃশম্ + এতৎ, পুত্রম্ + এবম্, সমিদ্ + আহরণায়, ন + চেৎ + অন্যকার্যাতিপাতঃ, রম্যাঃ + তপোধনানাম্, সন্নিহিতঃ + অত্র, সাধয়ামঃ + তাবৎ।

অন্বয়—যস্য পুরোঃ বংশে জন্ম (তস্য) তব ইদং যুক্তরূপম্। এবং গুণোপেতং চক্রবর্তিনং পুত্রম্ আপ্নুহি।

অন্বয়—প্রতিহতবিঘ্নাঃ রম্যাঃ তপোধনানাং ক্রিয়াঃ সমবলোক্য মৌর্বীকিণাংকঃ মে ভুজঃ কিয়ৎ রক্ষতি ইতি জ্ঞাস্যসি।

বাঙ্লা শব্দার্থ—রাজা—এষ (এই বাণ) প্রতিসংহৃতঃ (সংবরণ করলাম)। [যথোক্তং করোতি—পূর্বোক্তি অনুযায়ী অভিনয় করা হল] বৈখানসঃ (বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন এমন ঋষি)—এতৎ (এরূপ আচরণ) পুরুবংশপ্রদীপস্য ভবতঃ (পুরুবংশের প্রদীপতুল্য আপনার) সদৃশম্ (উপযুক্ত)। যস্য (যাঁর) পুরোঃ বংশে জন্ম (পুরুর বংশে জন্ম), (তস্য) তব (সেই আপনার) ইদং (এরূপ বিনীত আচরণ) যুক্তরূপম্ (অত্যন্ত যুক্ত হয়েছে)। এবংগুণোপেতং (এরূপ গুণবান্) চক্রবর্তিনং পুত্রম্ (রাজচক্রবর্তী পুত্র) আপ্নুহি (আপনি লাভ করুন)। রাজা—[সপ্রণামম্—প্রণামের সঙ্গে] প্রতিগৃহীতম্ (আশীর্বাদ গ্রহণ করলাম)।

বৈখানসঃ—রাজন্ (রাজা) বয়ং (আমরা) সমিদাহরণায় (যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য) প্রস্থিতাঃ (বহির্গত হয়েছি)। কুলপতেঃ কণ্বস্য (কুলপতি কণ্বের) অনুমালিনীতীরাশ্রমো (মালিনীনদীর তীরস্থিত আশ্রম) এষঃ খলু দৃশ্যতে (এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে)। অনাকার্যাতিপাতঃ ন চেৎ (যদি আপনার অন্য কাজের কোন ব্যাঘাত না হয়) প্রবিশ্য (আশ্রমে প্রবেশ করে) আতিথেয়ঃ সৎকারঃ (অতিথিসেবা) প্রতিগৃহ্যতাম্ (গ্রহণ করুন)। অপি চ (তা' ছাড়াও) তপোধনানাং (তপস্বিদের) প্রতিহতবিঘ্নাঃ রম্যাঃ (নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত রমণীয়) ক্রিয়াঃ (যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া) সমবলোক্য (অবলোকন করে) মৌর্বীকিণাংকঃ (গুণাকর্ষণজনিতচিহ্নে চিহ্নিত) মে ভুজঃ (আমার বাহু অর্থাৎ আপনার বাহু) কিয়ৎ রক্ষতি (কিভাবে রক্ষা করছে (প্রজাবৃন্দকে) ইতি জ্ঞাস্যসি (তা' জানতে পারবেন) রাজা—অপি কুলপতিঃ কণ্বঃ অত্র সন্নিহিতঃ (কুলপতি কণ্ব আশ্রমে আছেন কি)? বৈখানসঃ—ইদানীম্ এব (সম্প্রতি) দুহিতরংশকুন্তলাং (কন্যা শকুন্তলাকে) অতিথিসৎকারায় (অতিথি সেবার কাজে) সন্দিশ্য (নির্দেশ দিয়ে) অস্যাঃ (এর অর্থাৎ শকুন্তলার) প্রতিকূলং দৈবম্ (প্রতিকূল দৈবকে) শময়িতুং (শান্ত করবার জন্য) সোমতীর্থং গতঃ (সোমতীর্থে অর্থাৎ প্রভাসে গমন করেছেন)। রাজা—ভবতু (বেশ) তাম্ এব পশ্যামি (তাহলে তাঁকে দর্শন করব)। সা খলু বিদিতভক্তিং মাং [তিনিই (কুলপতির প্রতি) আমার ভক্তি অবগত হয়ে] মহর্ষেঃ কথয়িষ্যতি (মহর্ষি কণ্বকে তা' জ্ঞাপন করবেন)। বৈখানসঃ—সাধয়ামঃ তাবৎ (এখন তবে আমরা বিদায় হই)। সশিষ্যঃ নিষ্ক্রান্তঃ (শিষ্যের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—এই বাণ সংবরণ করলাম। (উক্তি-অনুযায়ী অভিনয় করা হল)।

বৈখানস—এরূপ আচরণ পুরুবংশের প্রদীপতুল্য আপনার উপযুক্তই বটে। পুরুর বংশে যার জন্ম সেই আপনার বিনীত আচবণ অত্যন্ত যুক্ত হয়েছে, এবং আপনি এরূপ গুণবান্ রাজচক্রবর্তী পুত্র লাভ করুন ॥ ১২ ॥

রাজা—(প্রণাম করে) আশীর্বাদ গ্রহণ করলাম।

বৈখানস—রাজা, আমরা যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য বহির্গত হয়েছি। মালিনীতীরে অবস্থিত কুলপতি কণ্বের আশ্রম—এই যে দেখা যাচ্ছে। যদি আপনার অন্য কাজের ব্যাঘাত না হয়, তবে আশ্রমে প্রবেশ করে অতিথিসেবা গ্রহণ করুন। তাছাড়া, তপস্বিদের নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত রমণীয় যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ দেখে ধনুর্গুণাকর্ষণজনিত চিহ্নে চিহ্নিত আপনার বাহু কিভাবে (প্রজাবৃন্দকে) রক্ষা করছে তা' জানতে পারেন ॥ ১৩ ॥

রাজা—কুলপতি কণ্ব আশ্রমে আছেন কি?

বৈখানস—সম্প্রতি কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথিসৎকারের গুরুদায়িত্ব দিয়ে শকুন্তলার প্রতিকূল ভাগ্যকে প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে সোমতীর্থে গমন করেছেন।

রাজা—বেশ, তাহলে তাঁকেই দর্শন করব। তিনিই কুলপতির প্রতি আমার ভক্তি অবগত হয়ে মহর্ষি কণ্বকে তা' জ্ঞাপন করবেন।

বৈখানস—এখানেই আমরা বিদায় গ্রহণ করি। (শিষ্যের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলেন)।

মনোরমা—যুক্তরূপম্—অতিশয়েন যুক্তম্—এই অর্থে যুক্ত + রূপম্ প্রত্যয়। "প্রশংসায়াং রূপপ্"—এই সূত্র অনুসারে। এবংগুণোপেতম্—এবং গুণাঃ সহসুপা, এবং গুণাঃ, এবংগুণৈঃ উপেতঃ, তৃতীয়াতৎ, এবংগুণোপেতঃ, তম্। সমিদাহরণায়—সমিদাহরণং কর্তুম্—এই অর্থে "ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ"—এই সূত্র অনুসারে চতুর্থী। সমিধাহরণায়—সমিধ = সম্ + ইন্ধ্ + ক্বিপ্। অনুমালিনী-তীরম্—মালিনীতীরস্য সমীপম্—সামীপ্যার্থে অব্যয়ীভাবঃ, অথবা বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাবঃ সমাসঃ।—"অব্যয়ং বিভক্তিসমীপসমৃদ্ধি" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে। তপোধনানাম্—তপঃ এব ধনং যেষাং তে, বহুব্রীহিঃ, ষষ্ঠী বহুবচন। প্রতিহত-বিঘ্নাঃ—প্রতিহতাঃ বিঘ্নাঃ যেষাং তে, বহুব্রীহিঃ। বিদিতভক্তিম্ = বিদিতা ভক্তি যস্য, বহুব্রীহিঃ, তম্। এখানে "স্ত্রিয়াঃ পুংবদ্ ভাষিত পুংস্কাদ্ অনূঙ্ সমানাধিকরণে স্ত্রিয়াম্ অপূরণীপ্রিয়াদিষু"—এই সূত্র অনুসারে ভক্তিশব্দ প্রিয়াদিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পূর্বপদের পুংবদ্ভাব নিষিদ্ধ। তাহলে 'বিদিতভক্তিঃ'—এই সমাসবদ্ধপদটি ব্যাকরণসম্মত কিনা তা' বিচার্য। এ ক্ষেত্রে ভোজরাজের মত হলো যে, ভক্তি-শব্দ যেমন কর্মবাচ্য নিষ্পন্ন হতে পারে, তেমনি আবার ভাববাচ্য নিষ্পন্নও হতে পারে। কর্মবাচ্যনিষ্পন্ন ভক্তিশব্দটি প্রিয়াদিগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেখানে পূর্বপদের

পুংবদ্‌ভাব নিষিদ্ধ, কিন্তু ভাববাচ্য নিষ্পন্ন ভক্তি শব্দের সঙ্গে সমাসের ক্ষেত্রে পূর্বপদের পুংবদ্ভাবের কোন নিষেধ নেই। অতএব, এক্ষেত্রে ভক্তি শব্দটি ভাববাচ্য নিষ্পন্ন বলে গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া আচার্য বামনের মতে ক্লীবলিঙ্গ বিদিত শব্দ অর্থাৎ বিদিতং ভক্তিঃ যস্য—এরূপ ব্যাসবাক্য করে নপুংসকপূর্বপদ-বহুব্রীহি করা যেতে পারে। আবার, ন্যাসকারের মতেও ভক্তি শব্দের বিশেষণে স্ত্রীত্বের বিবক্ষা না থাকায় অস্ত্রীলিঙ্গপদের প্রয়োগে এরূপ পুংবদ্ভাব সিদ্ধ হবে ॥

আশা — জন্মেতি। যস্য তে পুরোঃ তদাখ্যস্য রাজর্ষেঃ বংশে জন্ম, তস্য তব ইদং ব্রাহ্মণানুবর্তিত্বং যুক্তরূপম্ অতিশয়েন যুক্তমিত্যর্থঃ। এবম্ ঈদৃশৈঃ বিনয়াদিভিঃ গুণৈঃ উপেতম্ অন্বিতং চক্রবর্তিনং সার্বভৌমং পুত্রম্ আপ্নুহি লভস্ব। সর্বেভ্যঃ ক্ষিতিপালেভ্যঃ নিত্যং গৃহ্ণাতি বৈ করম্। স সম্রাডিতি বিজ্ঞেয়শ্চক্রবর্তী স এব হি। ইতি চণ্ডেশ্বর।

রম্যেতি । তপোধনানাং তপঃ এব ধনং যেষাং, বৈখানসানাং প্রতিহতাঃ নিবারিতাঃ বিঘ্নাঃ প্রতিবন্ধকাঃ যাসাং তাঃ, অতএব রম্যাঃ মনোজ্ঞাঃ ক্রিয়াঃ যাগাদিব্যাপারাঃ সমবলোক্য স্বয়ং নিরীক্ষ্য মৌর্বীজ্যা, তস্যাঃ কিণঃ জ্যাঘাতচিহ্নঃ, স এব অংকঃ ভূষণম্ যস্য তাদৃশঃ মে (দুষ্যন্তস্য) ভুজঃ বাহুঃ কিয়ৎ কিং পরিমাণং রক্ষতি ইতি অপি জ্ঞাস্যসি। অত্র পরিকরালংকারঃ, কাব্যলিঙ্গমপি। আর্যা চ জাতি।।

আলোচনা :

(ক) **পুরুবংশপ্রদীপস্য**—প্রাচীন ভারতের দুটি প্রখ্যাত রাজবংশের মধ্যে চন্দ্রবংশের এক রাজা ছিলেন যযাতি। রাজা যযাতির পাঁচ পুত্রের মধ্যে যদু এবং পুরু পৃথক্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পিতা যযাতির অনুরোধে পুরু নিজের যৌবন পিতাকে দান করে, পিতা যযাতির জরা তিনি গ্রহণ করেন। হাজার বছর পরে যযাতি পুত্রকে তার যৌবন প্রত্যর্পণ করেন। যযাতির আশীর্বাদে পুরুবংশ নামে রাজবংশ স্বীকৃতি লাভ করে। দুষ্যন্ত এই পুরুবংশেরই একজন শ্রেষ্ঠ রাজা। বৈখানস রাজা দুষ্যন্তকে আশীর্বাদ দিলেন যে, তিনি রাজচক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত পুত্রলাভে কৃতার্থ হবেন।

(খ) **রাজচক্রবর্তী কাকে বলে?** চক্রং রাজসমূহং বর্তয়িতুং চালয়িতুং প্রশাসিতুং শীলং যস্য, যদ্বা চক্রে ভূমণ্ডলে রাজমণ্ডলে বা বর্তিতুং শীলমস্য, যদ্বা চক্রং সৈন্যংবর্তয়িতুং সর্বভূমৌ চালয়িতুং শীলমস্য। ধর্মশাস্ত্রকার নারদের মতে রাজা তিনপ্রকার, যথা সম্রাট, সকর ও অকর। এ তিন শ্রেণীর রাজার মধ্যে সম্রাট্‌কে চক্রবর্তী বলা হয়।

যিনি অপরাপর নৃপগণের কাছ থেকে কর লাভ করেন তিনিই চক্রবর্তী।—"রাজা তু ত্রিবিধঃ জ্ঞেয়ঃ সম্রাট্ চ সকরোঽকরঃ/ সবক্ষ্যঃ ক্ষিতিপালেভ্যো নিত্যং গৃহ্ণাতি বৈ করম্ ॥ স সম্রাড়িতি বিজ্ঞেয়শ্চক্রবর্তী স এব হি ॥" 'রঘুবংশম্' নবম সর্গে চক্রবর্তীলক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—"অতিরক্তঃ করো যস্য গ্রথিতাঙ্গুলিকো মৃদুঃ। চাপাঙ্কুশাঙ্কিতো যস্য চক্রবর্তী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥"

(গ) **"পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি"**—এ শ্লোকটিকেই অনেকে "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটকের "বীজ" বলে উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ "বীজ"-এর লক্ষণ নিরূপণ করে বলেছেন,—"অল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যদ্ বিসর্পতি। ফলস্য প্রথমো হেতুর্বীজং তদভিধীয়তে ॥" অর্থাৎ প্রথমে স্বল্পভাবে সূচিত হয়ে যা' ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করে এবং যা নাটকীয় ফলের প্রথম হেতু তাকে বীজ বলে। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের কার্য বা ফল হ'ল দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয় এবং পরিণতিতে পরিণয়। এ প্রণয়ের প্রাথমিক স্তরে রয়েছে পূর্বরাগ, যার ঘনীভূত দশা হ'ল অনুরাগ। **"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ, কুতঃ ফলমিহাস্য"**—এ অংশে পূর্বরাগের সম্ভাবনার প্রথম সূচনা। পুরুষের দক্ষিণ-বাহুস্পন্দনের ফল, দিব্যাঙ্গনালাভ। সুতরাং নাটকের প্রধান রস কি হবে তার ইঙ্গিত এখানেই পাওয়া যায়। "শকুন্তলায় নাট্যকলা" গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ বসু এ প্রসঙ্গে বলেছেন,—"রাঘবভট্টও "পুত্রমেবংগুণোপেতং চক্রবর্তিনম্ আপ্নুহি"—এই উক্তিকে শকুন্তলার বীজরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু দুষ্যন্তের গুণোপেত পুত্রলাভ, শকুন্তলার সহিত ভাবিমিলনেঙ্গিত রূপে নির্দেশ করা অপেক্ষা, স্ফুটতর আভাস—"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য"—এই বাক্যেরই সঙ্গতি অধিক। কেননা, প্রথমতঃ ঋষির আশীর্বাদ অমোঘ হইলেও এই তপোবনেই তাহার সূচনা অবশ্যম্ভাবী নহে। দ্বিতীয়তঃ বীজের যাহা সংজ্ঞা......"ফলস্য প্রথমো হেতুঃ", প্রধানোপায়, সেই ফল এই উক্তিতেই সুস্পষ্ট লক্ষিত। এইজন্য ঘটনার দিক দিয়া সন্ধিবিভাগ আলোচনায় দুষ্যন্তের এই উক্তিকেই বীজরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। (পৃষ্ঠা ১২৮/১২৯)।

(ঘ) **"দৈবমস্যাঃ প্রতিকূলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ।"**

আগন্তুক রাজা দুষ্যন্তকে বৈখানস বললেন যে, বর্তমানে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে অনুপস্থিত, তিনি শকুন্তলার প্রতিকূল দৈবকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে সোমতীর্থে গমন করেছেন। বৈখানসের উক্তিটি নিতান্ত সহজ সরল মনে হলেও তা' যে গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত তা' অস্বীকার করা যায় না। (১) শকুন্তলা মহর্ষির আপন তনয়া নন, শকুন্তলা

মহর্ষির পালিতা কন্যা। তবুও তাঁর সুখদুঃখে মহর্ষি একেবারেই উদাসীন নন। অলৌকিক তপঃপ্রভাবসম্পন্ন কুলপতি হলেও তাঁর পালিতা কন্যার ভাবীজীবনে কোন প্রতিকূল দৈবের অশুভদৃষ্টির ছায়াপাত ঘটবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। শকুন্তলার জীবনমার্গও সতত কুসুমাস্তীর্ণ হতে পারে না। তাই শকুন্তলার ভাগ্যে প্রতিকূল দৈবের উৎপাত আশঙ্কা করে পূর্ব থেকে তা' প্রশমনের জন্য মহর্ষি কণ্বের এ কঠিন প্রয়াস।

(২) কুলপতি কণ্বের দশ সহস্র শিষ্য, শার্ঙ্গরব, শারদ্বতও তাঁদের দলভুক্ত। অথচ এঁদের কাউকে অতিথি-সৎকারের যোগ্য বিবেচনা না করে, শকুন্তলার উপরই এ গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার ন্যস্ত করেছেন। শকুন্তলার গুণগ্রাম এবং কর্মশক্তিতে মহর্ষির অগাধ বিশ্বাস। এতে আরো প্রমাণ হয় যে, শকুন্তলা প্রাপ্তবয়স্কা তরুণী যাঁর একাই অতিথি-আপ্যায়নের যোগ্যতা রয়েছে। শকুন্তলা প্রাপ্তবয়স্কা বলে যে কোন বিষয়ে, এমন কি গান্ধর্ববিবাহ বিষয়েও স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবাব অধিকারিণী তিনি।

এ ঘটনার নাটকীয় তাৎপর্য বিচার করতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, মহাকবি কালিদাস দুষ্যন্তের আশ্রমপ্রবেশকালে মহর্ষি কণ্বকে আশ্রম থেকে বাইরে বহুদূরে সোমতীর্থে পাঠিয়ে নিঃসন্দেহে উচ্চশ্রেণীর নাটকীয় কলাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। (১) নাটকের ইঙ্গিত এবং সার্থক পরিণতিব জন্য মহর্ষির আশ্রমে অনুপস্থিতি একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল। তাঁর আশ্রমে অনুপস্থিতির সবর্ণসুযোগে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মধ্যে পূর্বরাগের উন্মেষ থেকে শুরু করে স্তরে স্তরে অগ্রগতির মাধ্যমে তাঁদের প্রণয় গান্ধর্ববিবাহে পরিণতি লাভ করেছে। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত থাকলে এরূপ কোন ঘটনা সম্ভবপর হতো কিনা সন্দেহ। (২) প্রথম অংকের অন্তিম লগ্নে আশ্রমে বন্যগজ প্রবেশের উৎপাতকে কেন্দ্র করে শকুন্তলাসহ আশ্রমবালাদের সাময়িক বিচ্ছেদ সংঘটিত হলে রাজা দুষ্যন্ত শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। পুনরায় আশ্রমপ্রবেশেব উপায় খুঁজে ব্যর্থ হয়ে যখন নৈরাশ্যে হতবুদ্ধি হলেন, ঠিক সেসময় আশ্রম থেকে রাজার কাছে কিছুদিন আশ্রমে অবস্থানের অনুরোধ এল। কেননা, মহর্ষি কণ্বেব অনুপস্থিতিতে রাক্ষসেব ঋষিদের যজ্ঞক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। রাজা ঋষিদের অনুরোধে আশ্রমে পুনঃপ্রবে ও অবস্থান করলে, শকুন্তলার সঙ্গে প্রণয়ব্যাপারে আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাক না। সুতরাং আশ্রমে মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতি নাটকের দিক থেকে একান্তই অপরিহ ছিল।

রাজা—সূত, নোদয়াশ্বান্। পুণ্যাশ্রমদর্শনেনাত্মানং পুনীমহে।

সূতঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (ভূয়ো রথবেগং নিরূপয়তি)

রাজা—(সমন্তাদবলোক্য) সূত, অকথিতোঽপি জ্ঞায়তে এবা য়মাভোগস্তপোবনস্যেতি।

সূতঃ—কথমিব?

রাজা—কিং ন পশ্যতি ভবান্? ইহ হি—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিস্যন্দ-রেখাঙ্কিতাঃ ॥ ১৪ ॥

সূতঃ—সর্বমুপপন্নম্।

রাজা—(স্তোকমন্তরং গত্বা) তপোবননিবাসিনামুপরোধো মা ভূৎ। এতাবত্যেব রথং স্থাপয়, যাবদবতরামি।

সূতঃ—ধৃতাঃ প্রগ্রহাঃ। অবতরত্বায়ুষ্মান্।

সন্ধিবিচ্ছেদ—নোদয় + অশ্বান্, যৎ + আজ্ঞাপয়তি + আয়ুষ্মান্, সমন্তাৎ + অবলোক্য, এব + অয়ম্ + আভোগঃ + তপোবনস্য + ইতি, সূচী + অন্ত, এব + উপলাঃ, ভ্রষ্টাঃ + তরূণাম্ + অধঃ, ক্বচিৎ + ইঙ্গুদীফলভিদঃ, বিশ্বাসোপগমাৎ + অভিন্নগতয়ঃ।

অন্বয়—শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাঃ নীবারাঃ তরূণার্ম্ অধঃ (দৃশ্যন্তে), ক্বচিৎ প্রস্নিগ্ধাঃ উপলাঃ ইঙ্গুদীফলভিদঃ এব সূচ্যন্তে, বিশ্বাসোপগমাৎ অভিন্নগতয়ঃ মৃগাঃ শব্দং সহন্তে, তোয়াধারপথাঃ চ বল্কলশিখানিস্যন্দরেখাংকিতাঃ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—রাজা—সূত (সারথি) নোদয় অশ্বান্ (অশ্বগুলিকে চালনা কর)। পুণ্যাশ্রমদর্শনেন (পবিত্র তপোবন দেখে) আত্মানং (নিজেকে) পুনীমহে (পবিত্র করি)। সূত—আয়ুষ্মান্ যদ্ আজ্ঞাপয়তি (আয়ুষ্মান্ যা আদেশ করেন) [ভূয়ঃ রথবেগং নিরূপয়তি—আবার রথের গতিবেগ নিরূপণ করতে লাগলেন] রাজা—[সমন্তাৎ অবলোক্য—চারদিকে অবলোকন করে] সূত (সারথি), অকথিতঃ অপি (না বললেও) জ্ঞায়তে (বোঝা যাচ্ছে) এব অয়ম্ আভোগঃ (যে এ স্থান) তপোবনস্য ইতি (তপোবনের)। সূতঃ—কথম্ ইব। (কি করে বুঝলেন)? রাজা—ভবান্ কিং ন পশ্যতি—

(তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না)? ইহ হি (এখানে) শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাঃ (কোথাও যে সকল তরুকোটরে শুকপাখী বাস করে সে সকল বৃক্ষের তলদেশে কোটরের মুখ থেকে নীবারধান্য পতিত রয়েছে), ক্বচিৎ প্রস্নিগ্ধাঃ উপলাঃ (কোথাও তেলচিক্কণ, মসৃণ প্রস্তরখণ্ডসমূহ) ইঙ্গুদীফলভিদঃ এব সূচ্যন্তে (ইঙ্গুদীফলভেদন সূচনা করছে), বিশ্বাসোপগমাৎ (মানুষের প্রতি বিশ্বাসবশতঃ) অভিন্নগতয়ঃ মৃগাঃ (মৃগগুলি পলায়ন না করে) শব্দং সহন্তে (রথের শব্দ সহ্য করছে), তোয়াধারপথাঃ চ (জলাশয়ের পথগুলিও) বল্কলশিখানিস্যন্দরেখাংকিতাঃ (সিক্ত বল্কলবসন থেকে চ্যুত বারিধারায় চিহ্নিত হয়ে আছে)। সূতঃ—সর্বম্ উপপন্নম্ (সবগুলিই যথার্থ)। রাজা—[স্তোকম্ অন্তরং গত্বা—অল্প ব্যবধানে গমন করে] তপোবননিবাসিনাম্ (আশ্রমবাসিদের), উপরোধঃ মা ভূৎ (যেন কোন বিঘ্ন না হয়), এতাবতি এব রথং স্থাপয় (এ স্থানেই রথ স্থাপন কর), যাবৎ অবতরামি (আমি অবতরণ করি)। সূতঃ—প্রগ্রহাঃ ধৃতাঃ (আমি রাশ টেনে ধরেছি অর্থাৎ লাগাম টেনে রেখেছি), অবতরতু আয়ুষ্মান্ (আপনি অবতরণ করুন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—সারথি, অশ্বগুলিকে চালনা কর। পবিত্র তপোবন দেখে নিজেকে পবিত্র করি।

সূত—আয়ুষ্মান্ যা' আজ্ঞা করেন। (আবার রথের গতিবেগ নিরূপণ করতে লাগলেন)

রাজা—(চারদিকে দৃষ্টিপাত করে) সারথি, না বললেও বোঝা যাচ্ছে যে, এ স্থানটি আশ্রমের।

সূত—কি করে বুঝলেন?

রাজা—তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না?—

এখানে যে সকল তরুকোটরে শুকপাখী বাস করে সে সকল বৃক্ষের তলদেশে কোটরের মুখ থেকে নীবার ধান্য পতিত রয়েছে। কোথাও তৈলচিক্কণ, মসৃণ প্রস্তরসমূহ ইঙ্গুদীফলভেদন সূচনা করছে। মানুষের প্রতি বিশ্বাসবশতঃ মৃগগুলি পলায়ন না করে, রথের শব্দ সহ্য করছে। জলাশয়ের পথগুলি সিক্তবল্কলবসন থেকে চ্যুত বারিধারায় চিহ্নিত হয়ে আছে ॥ ১৪ ॥

সূত—সবগুলিই যথার্থ।

রাজা—(অল্প ব্যবধানে গমন করে) আশ্রমবাসিদের যেন কোন বিঘ্ন না হয়, এ স্থানেই রথ স্থাপন কর, আমি অবতরণ করি।

সূত—আমি রাশ টেনে ধরেছি, আপনি অবতরণ করুন।

মনোরমা—নীবারাঃ = নি-বৃ + ঘঞ্ কর্মণি। "উপসর্গস্য ঘঞ্ অমনুষ্যে বহুলম্"—এই সূত্র অনুসারে উপসর্গের দীর্ঘত্ব। ইঙ্গুদীফলভিদঃ—ইঙ্গুদ্যাঃ ফলানি ইঙ্গুদীফলানি, ষষ্ঠীতৎ। ইঙ্গুদীফল + ভিদ্ + ক্বিপ্ তাচ্ছীল্যে কর্তরি। তোয়াধারপথা—তোয়ানাম্ আধারাঃ, ষষ্ঠীতৎ, তেষাং পন্থানঃ, ষষ্ঠীতৎ "ঋক্পূরব্ধূঃ-পথামানক্ষে"—এই সূত্র অনুসারে সমাসান্ত 'অ' প্রত্যয়। বল্কলশিখা-নিস্যন্দরেখাংকিতাঃ—বল্কলানাং শিখাঃ, ষষ্ঠীতৎ, তাসাং নিস্যন্দঃ, ষষ্ঠীতৎ, তস্য রেখাঃ, ষষ্ঠীতৎ, তাভিঃ অংকিতাঃ, তৃতীয়াতৎ। নিস্যন্দ = নি-স্যন্দ্ + ঘঞ্, ভাবে। শুকগর্ভকোটরমুখ-ভ্রষ্টাঃ—শুকাঃ গর্ভে যেষাং তে শুকগর্ভাঃ, বহুব্রীহিঃ, "গড্বাদিভ্যঃ পরাসপ্তমী"—এই সূত্র অনুসারে সপ্তম্যন্তের পরনিপাত, তাদৃশাঃ কোটরাঃ, কর্মধারয়ঃ, তেষাং মুখানি, ষষ্ঠীতৎ, তেভ্যঃ ভ্রষ্টাঃ, সহসুপা ॥

আশা—নীবারা ইতি। (ইহ হি কুত্রচিদ্ ভাগে) তরূণাং বৃক্ষাণাম্ অধঃ তলে শুকাঃ পক্ষিবিশেষাঃ গর্ভে অভ্যন্তরে যেষাং তথাবিধানাং কোটরাণাং বিবরাণাং মুখেভ্যঃ ভ্রষ্টাঃ গলিতাঃ নীবারাঃ ধান্যবিশেষাঃ দৃশ্যন্তে। ক্বচিৎ কস্মিংশ্চিৎ স্থানে প্রস্নিগ্ধাঃ তৈলসদ্ভাবাৎ প্রকর্ষেণ মসৃণাঃ চিক্কণাঃ উপলাঃ প্রস্তরাঃ ইঙ্গুদী তাপসতরুঃ তস্য ফলানি ভেত্তুং শীলমেষাম্ ইতি এব সূচ্যন্তে স্বয়ং জ্ঞাপ্যন্তে, দৃষ্টৌ আবির্ভবন্তি ইত্যর্থঃ। ক্বচিদন্যত্র বিশ্বাসোপগমাৎ অত্র অস্মান্ ন কোঽপি বধিষ্যতি ইতি বিশ্বাসলাভাৎ অভিন্না অপরিবর্তিতা গতিঃ সঞ্চারঃ যেষাং ত্রাসবিরহিতত্বাৎ, তথাবিধাঃ মৃগাঃ হরিণাঃ শব্দং রথস্য ঘর্ঘরধ্বনিং সহন্তে শৃণ্বন্তি, ন তু পলায়ন্তে ইত্যর্থঃ। ক্বচিৎ চ তোয়াধারাণাং জলাশয়ানাং পন্থানঃ বল্কলানাং তরুত্বঙ্নির্মিতানাং তাপসবসনানাং শিখাভ্যঃ প্রান্তেভ্যঃ নিষ্যন্দানাং প্রস্রুতজলানাং যা রেখাঃ ধারাঃ তাভিঃ অংকিতাঃ চিহ্নিতাঃ দৃশ্যন্তে। এবঞ্চাকথিতোঽপি জ্ঞায়তে এব অয়মাভোগঃ তপোবনস্য ইতি। অত্র তপোবনস্যাভোগে নীবারাদীনাং হেতুত্বাৎ কাব্যলিঙ্গম্—"হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে" ইতি লক্ষণাৎ। কিঞ্চ—আশ্রমাভোগে নীবারাদীনাং হেতুত্বাৎ অনুমানালংকারঃ। আশ্রমস্য স্বভাববর্ণনাৎ স্বভাবোক্তিশ্চেতি কাব্যলিঙ্গানুমান-স্বভাবোক্ত্যাদীনাং সংকরঃ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্—"সূর্যাশ্বৈর্মসজাস্ততঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্" ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

(ক) **"নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাঃ"** ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ বিষয় বর্ণিত হয়েছে—এমন দুয়েকটি দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন,—মহাকবি ভাস বচিত "স্বপ্নবাসবদত্তম্" নাটকের প্রথম অংকের অন্তে একটি শ্লোকে ব্রহ্মচারী উপকণ্ঠস্থিত কিছু নিদর্শন থেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি আশ্রমে এসে

উপস্থিত হয়েছেন,—"খগাঃ বাসোপেতাঃ সলিলমবগাঢ়ঃ মুনিজনঃ, প্রদীপ্তঃ অগ্নিঃ ভাতি প্রবিচরতি ধূমো মুনিবনম্। পরিভ্রষ্টঃ দূরাদ্ রবিরপি চ সংক্ষিপ্তকিরণঃ, রথং ব্যাবর্ত্যাসৌ প্রবিশতি শনৈরস্তশিখরম্।" ॥ ১৬ ॥

(খ) **শ্রীহর্ষরচিত "নাগানন্দ"** নাটকের প্রথম অংকেও অনুরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। এ নাটকে জীমূতবাহন বলেন,—"তপোবনমেবৈতৎ। কুতঃ। বাসোহর্থঃ দয়য়েব নাতিপৃথবঃ কৃত্তাস্তরূণাং ত্বচো, মগ্নালক্ষ্যজরৎকমণ্ডলুরজঃ স্বচ্ছং পয়ো নৈর্ঝরম্। দৃশ্যন্তে ত্রুটিতোজ্ঝিতাশ্চ বটুভিঃ মৌঞ্জ্যঃ ক্বচিৎ মেখলা, নিত্যাকর্ণতয়া শুকেন চ পদং সাম্নামিদং পঠ্যতে ॥" (নাগা ১/১০) ॥

(গ) নাট্যকার ক্ষেমীশ্বর রচিত **"চণ্ডকৌশিক"** নাটকে রাজা হরিশ্চন্দ্র কোন এক বরাহের পশ্চাৎধাবন করতে করতে আশ্রম দ্বারে উপস্থিত হয়ে কিছু কিছু চিহ্ন দেখে তিনি যে তপোবনের সন্নিকটে উপস্থিত হয়েছেন তা নিশ্চিতরূপে অনুমান করেন। যেমন,—"আমূলং ক্বচিদুদ্ধৃতা ক্বচিদপি ছিন্না...", "নীপস্কন্ধে কুহরিণি শুকাঃ স্বাগতং ব্যাহরন্তি, ঘ্রাণগ্রাহী হরতি হৃদযং হব্যগন্ধঃ সমীরঃ।" ইত্যাদি। (চণ্ডকৌ/২)।

রাজা—(অবতীর্য) সূত, বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম। ইদং তাবদ্ গৃহ্যতাম্। (ইতি সূতস্য আভরণানি ধনুশ্চোপনীয়ার্পয়তি) সূত, যাবদাশ্রমবাসিনঃ প্রত্যবেক্ষ্যাহমুপাবর্তে তাবদার্দ্রপৃষ্ঠাঃ ক্রিয়ন্তাং বাজিনঃ।

সূতঃ—তথা। (নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা—(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ইদমাশ্রম দ্বারম্। যাবৎ প্রবিশামি। (প্রবিশ্য, নিমিত্তং সূচয়ন্)

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র ॥ ১৫ ॥

(নেপথ্যে)

ইদো ইদো সহীও (ইতঃ ইতঃ সখ্যৌ)

রাজা—(কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকামালাপ ইব শ্রূয়তে। যাবদত্র গচ্ছামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অয়ে এতাস্তপস্বিকন্যকাঃ স্বপ্রমাণানুরূপৈঃ সেচনঘটৈঃ বালপাদপেভ্যঃ পয়ো দাতুমিত এবাভিবর্তন্তে। (নিপুণং নিরূপ্য) অহো মধুরমাসাং দর্শনম্।

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতাঃ বনলতাভিঃ ॥ ১৬ ॥
যাবদিমাং ছায়ামাশ্রিত্য প্রতিপালয়ামি। (ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ)

সন্ধিবিচ্ছেদ—ধনুঃ + চ + উপনীয় + অর্পয়তি, প্রতি + অবেক্ষ্য + অহম্ + উপাবর্তে, শান্তম্ + ইদম্ + আশ্রমপদম্, ফলম্ + ইহ + অস্য, দাতুম্ + ইতঃ, এব + অভিবর্তন্তে, বপুঃ + আশ্রমবাসিনঃ + যদি, যাবৎ + ইমাম্, গুণৈঃ + উদ্যানলতাঃ, মধুরম্ + আসাম্।

অন্বয়—ইদম্ আশ্রমপদং শান্তম্, বাহুঃ চ স্ফুরতি, ইহ অস্য ফলং কুতঃ? অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি সর্বত্র ভবন্তি।

অন্বয়—ইদং শুদ্ধান্তদুর্লভং বপুঃ যদি আশ্রমবাসিনঃ জনস্য (স্যাৎ, তর্হি) উদ্যানলতাঃ বনলতাভিঃ গুণৈঃ দূরীকৃতাঃ খলু।

বাঙ্লা শব্দার্থ—রাজা—[অবতীর্য—অবতরণ করে] সূত (সারথি) বিনীতবেশেন ('বিনীতবেশে) তপোবনানি প্রবেষ্টব্যানি নাম (তপোবনে প্রবেশ করা উচিত)। ইদং তাবৎ গৃহ্যতাম্ (তুমি এগুলি রাখ)। [সূতস্য আভরণানি ধনুঃ চ উপনীয় অর্পয়তি—অগ্রসর হয়ে সারথিকে অলংকার সমূহ এবং ধনু দিলেন।] সূত (সারথি) আশ্রমবাসিনঃ প্রত্যবেক্ষ্য (আশ্রমবাসিদের দেখে) যাবৎ অহম্ উপাবর্তে (যতক্ষণ না আমি প্রত্যাবর্তন করি) তাবৎ বাজিনঃ (ততক্ষণ অশ্বগুলির) আর্দ্রপৃষ্ঠাঃ ক্রিয়ন্তাম্ (পৃষ্ঠদেশ সিক্ত কর)। সূতঃ—তথা (যা আদেশ, তাই করছি)। (নিষ্ক্রান্তঃ—বহির্গত হলেন)। রাজা—[পরিক্রম্য অবলোক্য চ—পরিক্রমণ ও অবলোকন করে] ইদম্ আশ্রম দ্বারম্ (এইটি আশ্রমের প্রবেশ পথ), যাবৎ প্রবিশামি (এখন আমি প্রবেশ করি)। [প্রবিশ্য, নিমিত্তং সূচয়ন্—প্রবেশ করে এবং দক্ষিণ বাহু দ্বাবা শুভ লক্ষণের সূচনা করে] ইদম্ আশ্রমপদম্ (এই আশ্রম) শান্তম্ (শান্ত), বাহুঃ চ স্ফুরতি (বাহু স্পন্দিত হচ্ছে), ইহ অস্য ফলং (এখানে বাহুস্পন্দনের ফল) কুতঃ (কোথায়)? অথবা (অথবা) ভবিতব্যানাং দ্বারাণি (যা' অবশ্যম্ভাবী তার উপায়) সর্বত্র ভবন্তি (সর্বত্রই হয়ে থাকে) ॥ ১৫ ॥

(নেপথ্যে—যবনিকার অন্তরালে)

ইতঃ ইতঃ সখ্যৌ—(সখী দ্বয় এদিকে, এদিকে)।

রাজা—(কর্ণং দত্ত্বা—কান পেতে শুনে) অয়ে দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকায়াম্ (আরে

উদ্যানের দক্ষিণদিকে) আলাপ ইব শ্রূয়তে (যেন কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে)। যাবৎ অত্র গচ্ছামি (তাহলে এদিকেই গমন করি)। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করে) অয়ে এতাঃ তপস্বিকন্যকাঃ (আরে এই মুনিতনয়াগণ) স্বপ্রমাণানুরূপৈঃ সেচনঘটৈঃ (আপনাদের অনুরূপ সেচনকলস নিয়ে) বালপাদপেভ্যঃ (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে) পয়ো দাতুং (জল সেচনের জন্য) ইতঃ এব অভিবর্ততে—(এদিকেই আস্ছে)। [নিপুণং নিরূপ্য—নিপুণভাবে লক্ষ্য করে] অহোঙ্গ মধুরম্ আসাং দর্শনম্ (আহাঙ্গ এদের দেখতে কী সুন্দর। ইদং শুদ্ধান্তদুর্লভং বপুঃ (রাজ-অন্তঃপুরে দুর্লভ এই দেহ) যদি আশ্রমবাসিনঃ জনস্য (স্যাৎ) (যদি আশ্রমবাসীর হয়) [তর্হি (তাহলে)] উদ্যানলতাঃ (উদ্যানে সযত্নে প্রতিপালিতা লতা) বনলতাভিঃ (অযত্নবর্ধিত বনলতার দ্বারা) গুণৈঃ দূরীকৃতাঃ খলু (গুণের দিক্ থেকে নিশ্চয়ই পরাভূত হচ্ছে)। যাবৎ ইমাং ছায়াম্ আশ্রিত্য (যাহোক্, এ ছায়ায় দাঁড়িয়ে) প্রতিপালয়ামি (অপেক্ষা করি)। (ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ—দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—(অবতরণ করে) সারথি, বিনীতবেশে তপোবনে প্রবেশ করা উচিত। তুমি এগুলি রাখ। (সারথিকে অলংকারসমূহ এবং ধনু দিলেন)। সারথি আশ্রমবাসিদের দেখে যতক্ষণ না আমি প্রত্যাবর্তন করি, ততক্ষণ অশ্বগুলির পৃষ্ঠদেশ সিক্ত কর।

সূত—যা' আদেশ তাই করছি। (বর্হিগত হলেন)

রাজা—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করে) এইটি আশ্রমের প্রবেশ পথ, এখন আমি প্রবেশ করি। (প্রবেশ করে এবং দক্ষিণ বাহুর দ্বারা শুভ লক্ষণের সূচনা করে) শান্ত এই আশ্রম, অথচ এখানে আমার বাহু স্পন্দিত হচ্ছে। এখানে বাহুস্পন্দনের ফল কোথায়? অথবা যা' অবশ্যম্ভাবী তার উপায় সর্বত্রই হয়ে থাকে ॥ ১৫ ॥

(যবনিকার অন্তরালে)

সখী দ্বয়—এদিকে, এদিকে।

রাজা—(কান পেতে শুনে) আরে উদ্যানের দক্ষিণ দিকে যেন কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। তাহলে এদিকেই গমন করি। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করে) আরে, এই মুনিতনয়াগণ আপনাদের অনুরূপ সেচনকলস নিয়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে জলসেচনের জন্য এদিকেই আস্ছে। (নিপুণভাবে লক্ষ্য করে) আহাঙ্গ এদের দেখতে কী সুন্দর। রাজার

অন্তঃপুরে দুর্লভ এই দেহ যদি আশ্রমবাসীর হয়, তাহলে উদ্যানে সযত্নে প্রতিপালিতা লতা অযত্নবর্ধিত বনলতার দ্বারা গুণের দিক থেকে নিশ্চয়ই পরাভূত হচ্ছে। ॥ ১৬ ॥ যাহোক, এ ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি। (দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন)।

মনোরমা—শুদ্ধান্তদুর্লভম্—শুদ্ধঃ অন্তঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ, শুদ্ধান্তঃ, তত্র দুর্লভম্, সহসুপা সমাসঃ। গুণৈঃ—হেতৌ তৃতীয়া। সেচনঘটৈঃ—সেচনার্থঃ ঘটঃ, সেচনঘটঃ শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী কর্মধা। তৈঃ। সেচনঘটৈঃ—ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া। স্বপ্রমাণানুরূপৈঃ—স্বস্য প্রমাণম্। ষষ্ঠীতৎ, তস্য অনুরূপঃ, ষষ্ঠীতৎ, তৈঃ। দূরীকৃতা—দূর্ + অভূততদ্ভাবে চ্বি + কৃ + ক্ত, স্ত্রিয়াম্ ॥

আশা—শুদ্ধান্তেতি। যদি আশ্রমবাসিনঃ আশ্রমে বসতি যঃ তস্য জনস্য তপশ্চর্যাক্লিষ্টস্য তপোবনবাসিনঃ, ইদং মনোজ্ঞং রমণীয়ং বপুঃ শরীরং শুদ্ধান্তে রাজ্ঞঃ অন্তঃপুরে অপি দুর্লভং (ভবতি), তদা যত্নবাহুল্যেন পরিপালিতাঃ উদ্যানস্য লতাঃ অযত্নলালিতাভিঃ বনলতাভিঃ গুণৈঃ সৌগন্ধ্যাদিভিঃ দূরীকৃতাঃ তিরস্কৃতা খলু ইতি নিশ্চয়ে বাক্যালংকারে বা। অত্র অসম্ভবদ্বস্তুসম্বন্ধরূপনিদর্শনালংকারঃ। ন তু দৃষ্টান্তঃ নিরপেক্ষয়োঃ বাক্যয়োঃ বিম্বপ্রতিবিম্বভাবে দৃষ্টান্তস্য উক্তেঃ। নাপি প্রতিবস্তূপমা। "প্রতিবস্তূপমা তু সা। সামান্যস্য দ্বিরেকস্য যত্র বাক্যদ্বয়ে স্থিতিঃ" ইতি প্রকাশকারকৃতলক্ষণাৎ।

আলোচনা :

(ক) রাজা দুষ্যন্ত বিনীতবেশে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হতেই সহসা তাঁর দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হল। বিস্ময়চকিত রাজা ভাবলেন,—একিঙ্গ ঋষির তপোবনে দিব্যাঙ্গনালাভ? কি করে তা' সম্ভব? মহর্ষি কণ্ব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তাঁর আশ্রমে সুন্দরী রমণীলাভের কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারেনা। অথচ শাস্ত্রমতে পুরুষের দক্ষিণবাহুস্পন্দন দিব্যাঙ্গনালাভের সূচনা করে।—"বামেতর-ভুজস্পন্দঃ বরস্ত্রীলাভসূচকঃ।" তাছাড়া, কিছুক্ষণ পূর্বেই বৈখানস অপুত্রক নৃপতিকে রাজচক্রবর্তী পুত্রলাভের আশীর্বাদ দিয়েছেন।

রাজা ভাবলেন, "অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র"—অর্থাৎ ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই উন্মুক্ত, যা' অবশ্যম্ভাবী তা' যে কোন স্থানে, যে কোন কালে, যে কোন অবস্থায় নিশ্চয়ই ঘটতে পারে। ললাটের লিখন খণ্ডন করবার শক্তি কারো নেই। সেজন্য ভুয়োদর্শী কবি লিখেছেন,—"লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ?" যে কোন প্রতিকূল অবস্থায়ও অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনা ঘটতে বাধ্য। সর্বত্র তার অবকাশ দৃষ্ট হয়।

মহাকবি ভবভূতিও বলেছেন,—"কো নাম পাকাভিমুখস্য জন্তোর্দ্বারাণি দৈবমপি-ধাতুমিষ্টে?"

(খ) **"মধুরম্ আসাং দর্শনম্"**—বৃক্ষের অন্তরাল থেকে আশ্রম বৃক্ষের আলবালে জলসেচনরতা তপোবনবালাদের অলোকসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে উল্লাস প্রকাশ করে উক্ত মন্তব্য করেন..... পুরুবংশপ্রদীপ রাজা দুষ্যন্ত রাজকুলের ভূষণ। তিনি বীর, ধীরস্থির ও ধর্মানুরক্ত। তবে তিনি ব্যসনে অত্যাসক্ত, সে দুটি ব্যসন হল—মৃগয়া এবং নারী। বধযোগ্য পশু এবং ভোগযোগ্যা নারী—উভয়ের প্রতি তাঁর চিত্ত সমানভাবে আকৃষ্ট। নারী তাঁর কাছে নাগরিকবৃত্তি চরিতার্থ করবার প্রধান উপকরণ। ভ্রমরবৃত্তি রাজা দুষ্যন্তের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফুলে ফুলে মধু আহরণ করাই যেমন মধুকরের স্বভাব, রাজাও তেমনি এক নারীতে তৃপ্ত নন। নারীর সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান করলেও, নারীর হৃদয়মাধুর্যের স্বাদ থেকে একেবারেই বঞ্চিত। নারীর রূপ রাজার কামানল উদ্দীপিত করলেও নারীর প্রেম এখনো তাঁর অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত করেনি।

উদ্ধৃত উক্তিবিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বসু যে মন্তব্য করেছেন তা' প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,—"পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর চেয়ে বনবিহারিণী বিহঙ্গিনীর আকর্ষণ অধিক। বল্কলের অপ্রচুব আবরণে আবরিতা, সহচরীযুগলসহ আলবালে জলসেচনরতা স্বচ্ছন্দবিহারিণী শকুন্তলাকে রাজা বৃক্ষান্তরাল হইতে নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন। নারী সম্বন্ধে দুষ্যন্ত পাকা জহুরী। বহু বল্লভ রাজার রাজভাণ্ডারে রত্নের অভাব নাই, তাঁহার রাজোদ্যানে ফুলও সুপ্রতুল। কিন্তু বনলতা আজ উদ্যানলতাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সকল অভিজ্ঞতা ব্যর্থ কবিযা দিল।" (শকুন্তলায় নাট্যকলা)।

(ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা)

শকুন্তলা—ইদো ইদো সহীও। [ইতঃ ইতঃ সখ্যৌ।]

অনসূয়া—হলা সউন্দলে, তুবত্তো বি তাদকস্সবস্স অস্সমরুক্খআপি-য়দরেত্তি তক্কেমি। জেণ ণোমলিআকুসুমপেলবা বি তুমং এদাণং আলবালপূরণে ণিউত্তা। [হলা শকুন্তলে, ত্বত্তঃ অপি তাতকাশ্যপস্য আশ্রমবৃক্ষকাঃ—প্রিয়তরেতি তর্কয়ামি। যেন নবমালিকাকুসুমপেলবা অপি ত্বম্ এতেষাম্ আলবালপূরণে নিযুক্তা।]

শকুন্তলা—ণ কেঅলং তাদনিওও এব্ব, অত্থি মে সোদরসণেহো বি এদেসু। [ন কেবলং তাতনিয়োগ এব, অস্তি মে সোদরস্নেহঃ অপি এতেষু।] (নাট্যেন সিঞ্চতি)

রাজা—কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা? অসাধুদর্শী খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ য ইমামাশ্রমধর্মে নিযুঙ্‌ক্তে।

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুঃ তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি ॥ ১৭ ॥

ভবতু, পাদপান্তরিত এব এনাং বিস্রব্ধাং পশ্যামি। (তথা করোতি) ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—কথম্ + ইয়ম্, ইমাম্ + আশ্রমধর্মে, কিল + অব্যাজমনোহরম্। ছেত্তুম্ + ঋষিঃ + ব্যবস্যতি। প্রিয়তরা + ইতি ॥

অন্বয়—যঃ ঋষিঃ অব্যাজমনোহরম্ ইদং বপুঃ তপঃক্ষমং সাধয়িতুম্ ইচ্ছতি, সঃ কিল ধ্রুবং নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুং ব্যবস্যতি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[ততঃ যথোক্তব্যাপারা শকুন্তলা সখীভ্যাং সহ প্রবিশতি — তারপর পূর্বোক্তরূপে অর্থাৎ সেচনকলস নিয়ে সখীদ্বয়ের সঙ্গে শকুন্তলার প্রবেশ] শকুন্তলা—ইতঃ ইতঃ সখ্যৌ (এদিকে সখী এদিকে)। অনসূয়া—হলা, শকুন্তলে (সখী শকুন্তলা) ত্বত্তঃ অপি (তোমার থেকেও) আশ্রমবৃক্ষকাঃ (তপোবনের তরুগুলি) তাতকাশ্যপস্য (পিতা কাশ্যপ অর্থাৎ কণ্বের কাছে) প্রিয়তরাঃ (অধিকতর প্রিয়) ইতি তর্কয়ামি (এরকম মনে হচ্ছে), যেন (কেননা) নবমালিকাকুসুমপেলবা অপি ত্বম্ (নবমল্লিকা কুসুমের মত কোমল তোমাকেও) এতেষাম্ (এ বৃক্ষগুলির) আলবালপূরণে নিযুক্তা (আলবালে জলপূরণের কার্যে নিযুক্ত করেছেন)। শকুন্তলা—ন কেবলং তাতনিয়োগ এব (কেবল পিতা কার্যে নিযুক্ত করেছেন বলে নয়), অস্তি মে সোদরস্নেহঃ অপি এতেষু (এগুলোর প্রতি আমার নিজের সোদর স্নেহও রয়েছে)। [নাট্যেন সিঞ্চতি—জলসেচনের অভিনয় করলেন] রাজা—কথম্ ইয়ং সা কণ্বদুহিতা (এই কি সেই মহর্ষি কণ্বের কন্যা)? তত্রভবান্ (পূজনীয়) কাশ্যপঃ (পিতা কণ্ব) অসাধুদর্শী খলু (নিশ্চয়ই একজন অবিবেচক), যঃ ইমাম্ আশ্রমধর্মে বিনিযুঙ্‌ক্তে (কেননা, তিনিই শকুন্তলাকে আশ্রমের কঠিন কর্মে নিযুক্ত করেছেন।) যঃ ঋষিঃ (যে ঋষি) অব্যাজমনোহরম্ ইদং বপুঃ (স্বভাবসুন্দর এ দেহকে) তপঃক্ষমং সাধয়িতুম্ ইচ্ছতি (তপস্যার যোগ্য করার বাসনা পোষণ করেন) স কিল ধ্রুবম্ (তিনি নিশ্চিতরূপে) নীলোৎপলপত্রধারয়া (নীলপদ্মের পাপড়ির প্রান্তভাগ দিয়ে) শমীলতাং ছেত্তুং (শমীশাখা ছেদন করতে

চাইছেন)। ভবতু (যাহোক্), পাদপান্তরিতঃ এব (বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান করেই) বিস্রব্ধাম্ এনাং পশ্যামি (স্বাভাবিক অবস্থায় একে দেখি)। [তথা করোতি—তাই করতে লাগলেন)।

বঙ্গানুবাদ—(পূর্বোক্তরূপে অর্থাৎ সেচনকলস নিয়ে সখীদ্বয়ের সঙ্গে শকুন্তলার প্রবেশ) শকুন্তলা—এদিকে সখী এদিকে।

অনসূয়া—সখী শকুন্তলা, তোমার থেকেও তপোবনের তরুগুলি তাত কাশ্যপের কাছে অধিকতর প্রিয়—এরকম মনে হচ্ছে। কেননা, নবমল্লিকা কুসুমের মত কোমল তোমাকেও এ বৃক্ষগুলির আলবালে জলপূরণের কার্যে নিযুক্ত করেছেন।

শকুন্তলা—কেবল পিতা কার্যে নিযুক্ত করেছেন বলে নয়, এগুলোর প্রতি আমার নিজের সোদরস্নেহও রয়েছে। (জলসেচনের অভিনয় করলেন)

রাজা—এই কি সেই মহর্ষি কণ্বের কন্যা? পূজনীয় কাশ্যপ নিশ্চয়ই একজন অবিবেচক, কেননা তিনিই শকুন্তলাকে আশ্রমের কঠিন কর্মে নিযুক্ত করেছেন।

যে ঋষি স্বভাব সুন্দর এ দেহকে তপস্যার যোগ্য করার বাসনা পোষণ করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে নীল পদ্মের পাপড়ির প্রান্তভাগ দিয়ে শমীশাখা ছেদন করতে চাইছেন। ॥ ১৭ ॥ যাহোক্, বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান করেই একে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখি। (তাই করতে লাগলেন)।

মনোরমা—অব্যাজমনোহরম্—বি-অজ্ + ঘঞ্ করণে = ব্যাজঃ, অবিদ্যমানঃ ব্যাজঃ অস্মিন্ অব্যাজম্, বহুব্রীহিঃ, তচ্চ মনোহরম্, কর্মধা। সাধয়িতুম্—সাধ্ + ণিচ্ + তুমুন্। নীলোৎপলপত্রধারয়া—নীলম্ উৎপলং নীলোৎপলম্, কর্মধা, তস্য পত্রম্ ষষ্ঠীতৎ, তস্য ধারা ষষ্ঠীতৎ, তয়া, করণে তৃতীয়া। ব্যবস্যতি—বি-অব + সো + লট্ তি। অসাধুদর্শী—ন সাধু অসাধু, নঞ্তৎ, অসাধু-দৃশ্ + ণিনি কর্তরি, তাচ্ছীল্যে।

আশা—ইদমিতি। যঃ ঋষিঃ ইদং পুরতো দৃশ্যমানং, কিল ইতি নিশ্চয়ে, অব্যাজমনোহরং নিসর্গসুন্দরম্ আহার্যশোভারহিতং বা, বপুঃ শরীরং তপসঃ তপশ্চর্যায়াঃ ক্ষমং যোগ্যং সাধয়িতুং নির্মাতুম্ ইচ্ছতি বাঞ্ছতি স ঋষিঃ ধ্রুবং নিশ্চয়মেব নীলোৎপলস্য নীলকমলস্য পত্রস্য দলস্য ধারয়া প্রান্তভাগেন শমীলতাং শমীশাখাং ছেত্তুং কর্তয়িতুং ব্যবস্যতি উদ্যচ্ছতে। যথা নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাছেদনোদ্যোগোঽনুচিতঃ তথৈব কুসুমপেলবায়াঃ শকুন্তলায়াঃ ক্লেশবহুলে আশ্রমধর্মে নিয়োগেঽপি অসংগত এব। অত্র সুকুমারেণ শকুন্তলাশরীরেণ আশ্রমধর্মপালনেচ্ছা নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতা-ছেদনেচ্ছাবৎ ইতি নিদর্শনা অলংকারঃ,—"অভবন্ বস্তুসম্বন্ধঃ উপমাপরিকল্পকঃ" ইতি লক্ষণাৎ। বংশস্থবিলং বৃত্তম্—"বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ"-ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

রাজা অপ্রত্যাশিতের জন্য উৎসুক হয়ে আশ্রমের পথে চলতে চলতে সহসা দক্ষিণের বৃক্ষবাটিকা থেকে ভেসে আসা নারীকণ্ঠের মধুরস্বর শুনতে পেলেন। নিজেকে বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রেখে সেদিকে দৃষ্টিপাত করতেই রাজার সম্মুখে এক কল্পলোকের দ্বার উন্মুক্ত হ'ল। সমবয়স্কা, সমরূপলাবণ্যবতী, তিন জন তপোবনবালাকে তাদের বয়সের অনুরূপ কলস নিয়ে বৃক্ষের আলবালে জলসেচনে নিরতা দেখে বিস্ময়বিমূঢ় রাজা উল্লাস প্রকাশ করে বলে উঠলেন,—"মধুরম্ আসাং দর্শনম্" অর্থাৎ এদের দেখতে বড় মনোরম।

কিন্তু নায়িকা কণ্বদুহিতা শকুন্তলাকে এখনো চেনবার সুযোগ রাজার হয়নি। অনসূয়া যখন শকুন্তলাকে বলল যে, তার মতে তাত কণ্বের কাছে তার চেয়েও আশ্রমের তরুলতা অধিকতর প্রিয়, তা' নাহলে নবমল্লিকা কুসুমের মত পেলব তাকে এদের মূলে জলসেচনের কাজে নিযুক্ত করবে কেন, তখন তার উত্তরে শকুন্তলা বলল যে, কেবল তাত নিযুক্ত করেছেন বলেই নয়, সে নিজেও যে আশ্রমের তরুলতার প্রতি সোদরস্নেহ অনুভব করে। এ কথোপকথন থেকেই রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পেরে বলে উঠলেন,— **"কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা।"** যে মুহূর্তে রাজা শকুন্তলাকে চিন্‌তে পারলেন সে ক্ষণেই তার প্রতি রাজার সহানুভূতি ও অনুকম্পা জাগল। এরূপ পেলবদেহা অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী শকুন্তলাকে বৃক্ষের আলবালে জলসেচনের মত শ্রমসাধ্য কার্যে নিযুক্ত করবার জন্য রাজা মহর্ষি কণ্বকে "অসাধুদর্শী" বলে ধিক্কার দিলেন।

"সুললিত তনু ওই স্বভাবসুন্দর / তপঃকষ্টসহ তারে যে করিতে চায় /
পদ্মপত্রধার দিয়া সেই ঋষিবর / ছেদন করিতে ইচ্ছু শমীর শাখায় /"

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

কোমল পদ্মদলের প্রান্তভাগ দিয়ে কঠিন শমীশাখা ছেদন করতে গেলে মানুষ যেমন উপহাসের পাত্র হয়, ঠিক তেমনি শকুন্তলাকে দিয়ে তপশ্চর্যার মত কঠিন ও ক্লেশসাধ্য কার্য সম্পাদন করিয়ে নেবার প্রয়াসে মহর্ষি কণ্বও ভর্ৎসনা এবং বিদ্রূপের আস্পদ হয়েছেন। কামশাস্ত্রে প্রণয়ীর যে দশ অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে এইটি দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ মনঃ বা চিত্তাসঙ্গ অবস্থা, প্রণয়-পাত্রীর প্রতি আরো চিত্ত আকৃষ্ট হওয়া, আবো সহানুভূতি ও অনুকম্পা প্রকাশ ॥

শকুন্তলা—সহি অণসূএ, অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ ণিঅন্তিদ ম্হি। সিঢিলেহি দাব ণং। [সখি অনসূয়ে, অতিপিনদ্ধেন বল্কলেন প্রিয়ংবদয়া

নিয়ন্ত্রিতা অস্মি। শিথিলয় তাবৎ এতৎ।]

অনসূয়া—তহ। (তথা) (ইতি শিথিলয়তি)

প্রিয়ংবদা—(সহাসম্) এত্থ পওহরবিত্থারইত্তুঅং অত্তণো জোব্বণং উবালহ। [অত্র পয়োধরবিস্তারয়িতৃ আত্মনোঃ যৌবনম্ উপালভস্ব।]

রাজা—কামমননুরূপমস্যা বপুষো বল্কলং ন পুনরলংকারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি। কুতঃ—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥ ১৮ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—কামম্ + অননুরূপম্ + অস্যাঃ, পুনঃ + অলংকারশ্রিয়ম্, সরসিজম্ + অনুবিদ্ধম্, শৈবলেন + অপি, মলিনম্ + অপি, বল্কলেন + অপি, ন + আকৃতীনাম্, কিম্ + ইব।

অন্বয়—সরসিজং শৈবলেন অনুবিদ্ধম্ অপি রম্যম্। লক্ষ্ম মলিনম্ অপি হিমাংশোঃ লক্ষ্মীং তনোতি। ইয়ম্ তন্বী বল্কলেন অপি অধিকমনোজ্ঞা, মধুরাণাম্ আকৃতীনাং কিম্ ইব মণ্ডনং ন হি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—সখি অনসূয়ে (সখী অনসূয়া), প্রিয়ংবদয়া (প্রিয়ংবদা) অতিপিনদ্ধেন বল্কলেন (অত্যধিক দৃঢ় করে বল্কল বন্ধন করার জন্য) নিয়ন্ত্রিতা অস্মি (আমি অত্যন্ত পীড়িত বোধ করছি) এতৎ শিথিলয় তাবৎ (এটাকে একটু শিথিল করে দাও)। অনসূয়া—তথা (তাই করছি)। [ইতি শিথিলয়তি—এই বলে বল্কল শিথিল করে দিলেন] । প্রিয়ংবদা—সহাসম্ (হাস্যসহকারে) অত্র (এ বিষয়ে) পয়োধর বিস্তারয়িতৃ (স্তনবিস্তারি) আত্মনঃ (নিজের) যৌবনম্ (যৌবনকে) উপালভস্ব (তিরস্কার কর)। রাজা—কামম্ (স্বীকার করি যে) বল্কলং (বল্কলবসন) অস্যাঃ বপুষঃ (এর দেহের) অননুরূপম্ (যোগ্য নয়), পুনঃ (তথাপি) অলংকারশ্রিয়ং (অলংকারের সৌন্দর্য) ন পুষ্যতি ইতি ন (সৃষ্টি করছে না, এমন নয়)। কুতঃ (কেননা) সরসিজম্ (পদ্ম) শৈবলেন অনুবিদ্ধম্ অপি (শৈবালের দ্বারা আচ্ছন্ন হলেও) রম্যম্ (রমনীয় হয়), লক্ষ্ম (চন্দ্রের কলংক) মলিনম্ অপি (মলিন হলেও) হিমাংশোঃ (চন্দ্রের) লক্ষ্মীং তনোতি (সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে), ইয়ং তন্বী (এই তন্বী শকুন্তলা) বল্কলেন অপি (বল্কল পরিহিতা

হলেও) অধিকমনোজ্ঞা (অধিক সুন্দরী মনে হচ্ছে)। মধুরাণাম্ আকৃতীনাং (নিসর্গসুন্দর দেহে) কিমিব মণ্ডনং ন (কীই বা অলংকারের কাজ করে না) ?

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—সখী অনসূয়া, প্রিয়ংবদা অত্যধিক দৃঢ় করে বল্কল বন্ধন করার জন্য আমি অত্যন্ত পীড়িত বোধ করছি, এটাকে একটু শিথিল করে দাও।

অনসূয়া—তাই করছি। (এই বলে বল্কল শিথিল করে দিলেন)।

প্রিয়ংবদা—(হাস্যসহকারে) এ বিষযে স্তনবিস্তারি নিজের যৌবনকে তিরস্কার কর।

বাজা—স্বীকাব করি যে, বল্কলবসন এর দেহের যোগ্য নয়, তথাপি তা অলংকারের সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে না, এমন নয়। কেননা,—

পদ্ম শৈবালের দ্বাবা আচ্ছন্ন হলেও রমণীয় হয়, চন্দ্রের কলংক মলিন হলেও তা চন্দ্রেব সৌন্দর্য বৃদ্ধি কবে, এই তন্বী শকুন্তলা বল্কলবসন পরিহিতা হলেও অধিক সুন্দবী মনে হচ্ছে, নিসর্গসুন্দব দেহে কীই বা অলংকারের কাজ করে না? ॥ ১৮ ॥

মনোরমা—অননুরূপম্—অনুগতং রূপম্ অনুরূপং, প্রাদিতৎ, ন অনুরূপম্ অননুরূপম্, নঞ্‌তৎ। সরসিজম্—সরসি জাযতে ইতি সরসি-জন্ + ড কর্তরি, বিকল্পে সরোজম্, "তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্" এই সূত্র অনুসাবে সপ্তমীতে অলুক্। অনুবিদ্ধম্—অনু-ব্যধ্ + ক্ত কর্মণি। বল্কলেন—করণে তৃতীযা।

আশা—সরসিজমিতি। শৈবলেন জলনীলিকয়া নাম তৃণভেদেন, 'অপি' ইতি গর্হায়াম্, অনুবিদ্ধং বেধিতং, সরস্যাং কাসারে জাতমিতি সরসিজং পদ্মং রম্যং মনোহরং (ভবতি)। লক্ষ্মং চিহ্নং কলংক ইতি যাবৎ কর্তৃ, মলিনমপি কৃষ্ণবর্ণমপি হিমাংশোঃ চন্দ্রস্য লক্ষ্মীং শোভাং তনোতি বিস্তারয়তি বর্ধযতি বা, ইযং দৃশ্যমানা তন্বী ক্ষীণদেহা শকুন্তলা বল্কলেন বৃক্ষত্বচাপি রম্যা মনোহরা (ভবতি), হি যতঃ মধুরাণাং স্বভাবতঃ শোভনানাম্ আকৃতীনাং কিমিব মণ্ডনং ভূষণম্ ন, অপি তু সর্বং ভূষণতাং প্রপদ্যতে ইতি ভাবঃ। অত্র একস্য এব সামান্যধর্মস্য সৌন্দর্যস্য রম্যং লক্ষ্মী মনোকা ইতি পৃথক্ পৃথক্ রূপেণ নির্দেশাৎ প্রতিবস্তূপমা অলংকারঃ। "প্রতিবস্তূপমা সা স্যাদ্ বাক্যয়োঃ গম্যসাম্যয়োঃ। একেঽপি ধর্মঃ সামান্যঃ যত্র নির্দিশ্যতে পৃথক্ ॥" ইতি লক্ষণাৎ ॥ চতুর্থপাদেন সামান্যেন পাদত্রয়স্য

বিশেষস্য সমর্থনাদর্থান্তরন্যাসঃ ॥ অনয়োশ্চ পরস্পরং সাপেক্ষত্বাৎ সংসৃষ্টিঃ। মালিনী বৃত্তম্—"ননমযযযুতেয়ং মলিনী ভোগিলোকৈঃ ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

বিভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, মহাকবি বিবিধ উপায়ে শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করেছেন, তবুও রূপবর্ণনায় তাঁর শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। "সবসিজম্ অনুবিদ্ধম্" ইত্যাদি শ্লোকেও শকুন্তলার রূপ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা অনুবাদের মধ্য দিয়ে উপভোগ করা যেতে পারে। যেমন,—"সুচারু শৈবালে ঢাকা যথা সরোজিনী/অথবা কলংকযুত শশাঙ্ক যেমনি/বল্কলের বাসে তন্বী আরো শোভা পায়/কি না হয় অলংকার সুন্দরীর গায়/" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহাকবি কালিদাস রচিত "কুমারসম্ভবম্" মহাকাব্যের পঞ্চম সর্গে অনুরূপ ভাবব্যঞ্জক উক্তি রয়েছে। যথা—"ন ষট্পদ-শ্রেণিভিরেব পঙ্কজম্/সশৈবলা সঙ্গমপি প্রকাশতে।" (৫/৯)। অর্থাৎ পদ্ম ভ্রমরগণ দ্বারাই যে কেবল শোভা পায়, তানয়, শৈবালসংযুক্ত হলেও শোভা পায় ॥

শকুন্তলা—(অগ্রতোঽবলোক্য) এসো বাদেরিদপল্লবঙ্গুলীহিং তুবরেদি বিঅ মং কেসররুক্খও। জাব ণং সম্ভাবেমি। [এষ বাতেরিতপল্লবাঙ্গুলিভিঃ ত্বরয়তি ইব মাং কেসরবৃক্ষকঃ। যাবৎ এনং সম্ভাবয়ামি] (ইতি পরিক্রামতি)

প্রিয়ংবদা—হলা সউন্দলে, এত্থ এব্ব দাব মুহুত্তঅং চিট্‌ঠ। জাব তুএ উবগদাএ লদাসণাহো বিঅ অঅং কেসররুক্খও পডিভাদি। [হলা শকুন্তলে, অত্র এব তাবৎ মুহূর্তকং তিষ্ঠ। যাবৎ ত্বয়া উপগতয়া লতাসনাথ ইব অয়ং কেসরবৃক্ষকঃ প্রতিভাতি।]

শকুন্তলা—অদো ক্খু পিঅংবদা সি তুমং। [অতঃ খলু প্রিয়ংবদা অসিত্বম্।]

রাজা—প্রিয়মপি তথ্যমাহ শকুন্তলাং প্রিয়ংবদা। অস্যাঃ খলু—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিনৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥ ১৯ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—অগ্রতঃ + অবলোক্য, প্রিয়ম্ + অপি, তথ্যম্ + আহ, কুসুমম্ + ইব, যৌবনম্ + অঙ্গেষু।

অন্বয়—(অস্যাঃ) অধরঃ কিসলয়রাগঃ, বাহূ কোমলবিটপানুকারিণৌ, অঙ্গেষু কুসুমম্ ইব লোভনীয়ং যৌবনং সন্নদ্ধম্ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—[অগ্রতঃ অবলোক্য—অগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে] এষঃ কেশরবৃক্ষকঃ (এই ছোট্ট বকুল বৃক্ষটি) বাতেরিতপল্লবাঙ্গুলিভিঃ (বায়ুসঞ্চালিত পল্লবরূপ অঙ্গুলি দিয়ে) মাং ত্বরয়তি ইব (আমাকে কিছু বলবে বলে—আহ্বান করছে)। যাবৎ এনং সম্ভাবয়ামি (যাই, তাকে একটু আদর করে আসি)। [ইতি পরিক্রামতি—এই বলে পরিক্রমণ করলেন] প্রিয়ংবদা—হলা শকুন্তলে (সখী শকুন্তলা) অত্র এব তাবৎ (এখানেই) মুহূর্তকং তিষ্ঠ (ক্ষণিক অবস্থান কর)। যাবৎ ত্বয়া উপগতয়া (কেননা, তুমি কাছে যাওয়ায়) অয়ং কেশরবৃক্ষকঃ (এই বকুলবৃক্ষটি) লতাসনাথ ইব প্রতিভাতি (লতার সঙ্গে মিলিত হল, মনে হচ্ছে)। শকুন্তলা—অতঃ খলু (সেজন্য নিশ্চয়ই) ত্বং প্রিয়ংবদা অসি (তোমার নাম হয়েছে প্রিয়ংবদা)। রাজা—প্রিয়ংবদা শকুন্তলাং (প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে) প্রিয়ম্ অপি তথ্যম্ আহ (প্রিয় হলেও সত্য কথাই বলেছে)। অস্যাঃ খলু (এর অর্থাৎ শকুন্তলার) অধরঃ (অধর) কিসলয়রাগঃ (নবপল্লবের মত আরক্তিম), বাহূ কোমলবিটপানুকারিণৌ (তার দু'বাহু যেন কোমল শাখা), অঙ্গেষু (সকল অঙ্গে) কুসুমম্ ইব (পুষ্পের মত) লোভনীয়ং যৌবনং সন্নদ্ধম্ (লোভনীয় যৌবন প্রকাশ পেয়েছে)।

আশা — অধর ইতি। অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ খলু অধরঃ ওষ্ঠঃ কিসলয়স্য নবীনপর্ণস্য রাগঃ রক্তিমা ইবরাগঃ রক্তিমা যস্য তাদৃশঃ। বাহূ ভুজৌ কোমলৌ পেলবৌ বিটপৌ স্কন্ধোর্ধ্বশাখে, তয়োঃ অনুকারিনৌ সদৃশৌ ইত্যর্থঃ, কুসমমিব লোভনীয়ম্ চিত্তাকর্ষকং যৌবনং তারুণ্যম্ অঙ্গেষু সর্বগাত্রেষু সন্নদ্ধং আবির্ভূতমিত্যর্থঃ। অত্র পূর্বার্ধে লুপ্তোপমা, উত্তরার্ধেতু পূর্ণোপমা। আর্যা জাতিঃ। "যস্যাঃ পাদে প্রথমে দ্বাদশমাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি। অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে চতুর্থকে পঞ্চাদশ সার্যা ইতি লক্ষণাৎ

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—(অগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে) এই ছোট্ট বকুল বৃক্ষটি বায়ুসঞ্চালিত পল্লবরূপ অঙ্গুলি দিয়ে আমাকে কিছু বল্‌বে বলে আহ্বান করছে। যাই তাকে একটু আদর করে আসি। (এই বলে পরিক্রমণ করলেন)।

প্রিয়ংবদা—সখী, শকুন্তলা এখানেই ক্ষণিক অবস্থান কর, কেননা, তুমি কাছে যাওয়ায় এই বকুলবৃক্ষটি লতার সঙ্গে মিলিত হল মনে হচ্ছে।

শকুন্তলা—সেজন্য নিশ্চয়ই তোমার নাম হয়েছে প্রিয়ংবদা।

রাজা—প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে প্রিয় হলেও সত্যকথাই বলেছে।—

এর অর্থাৎ শকুন্তলার অধর নবপল্লবের মত আরক্তিম, বহুদ্বয় কোমল দুটি শাখার ন্যায়, সকল অঙ্গে পুষ্পের মত লোভনীয় যৌবন প্রকাশ পেয়েছে ॥১৯॥

আলোচনা :

"অধরঃ কিসলয়রাগঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যে ভাব ব্যক্ত হয়েছে তা'ও প্রণয়ীর দ্বিতীয় দশা অর্থাৎ মনঃ বা চিত্তাসঙ্গ দশার জ্ঞাপক। রবীন্দ্রনাথ এ শ্লোকের বাঙলা পদ্যে যে অনুবাদ করেছেন তা এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে। "কেবল বল্কল বসন নহে, ভাবে ভঙ্গিতেও শকুন্তলা যেন তরুলতার মধ্যেই একটি। তাই দুষ্যন্ত বলিয়াছেন,—

অধর কিসলয় রাঙিমা আঁকা, যুগল বাহু যেন কোমল শাখা।
হৃদয় লোভনীয় কুসুম হেন, তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন ॥ "

উক্ত শ্লোকের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ হল,—" আরক্তিম ওষ্ঠাধর নব-কিশলয়/বাহুদ্বয় যেন আহা কচি শাখা দুটি/লোভনীয় ফুলসম সারা অঙ্গময়/যৌবন সহসা যেন উঠিয়াছে ফুটি।"

অনসূয়া—হলা সউন্দলে, ইঅং সঅংবরবহূ সহআরস্স তুএ কিদণামহেআ বণজোসিণিত্তি ণোমলিআ। ণং বিসুমরিদা সি। [হলা শকুন্তলে, ইয়ং স্বয়ংবরবধূঃ সহকারস্য ত্বয়া কৃতনামধেয়া বনজ্যোৎস্না ইতি নবমালিকা। এনাং বিস্মৃতা অসি?]

শকুন্তলা—তদা অত্তাণং বি বিসুমরিস্সং। (লতামুপেত্য অবলোক্য চ) হলা রমণীএ ক্খু কালে ইমস্স লদাপাঅবমিহুণস্স বইঅরো সংবুত্তো। ণবকুসুমজীব্বণা বণজোসিণী বদ্ধপল্লবদাএ উবভোঅক্খমো সহআরো। [তদা আত্মানমপি বিস্মরিষ্যামি। হলা রমণীয়ে খলু কালে অস্য লতাপাদপ-মিথুনস্য ব্যতিকরঃ সংবৃত্তঃ। নবকুসুমযৌবনা স্নিগ্ধজ্যোৎস্না বদ্ধপল্লবতয়া উপভোগক্ষমঃ সহকারঃ।] (পশ্যন্তী তিষ্ঠতি)।

প্রিয়ংবদা—অণসূত্র, জাণাসি কিং ণিমিত্তং সউন্দলা বণজোসিণিং অদিমেত্তং

পেক্‌খদি ত্তি। [অনসূয়ে, জানাসি কিং নিমিত্তং শকুন্তলা বণজ্যোৎস্নাম্ অতিমাত্রং প্রেক্ষতে ইতি?]

অনসূয়া—ণ ক্‌খু বিভাবমি, কহেহি। [ন খলু বিভাবয়ামি, কথয়।]

প্রিয়ংবদা—জহ বণজোসিণী অণুরুবেণ পাঅবেণ সংগদা, অবি ণাম এব্বং অহং বি অত্তণো অণুরুবং বরং লহেঅং ত্তি। [যথা বনজ্যোৎস্না অনুরূপেন পাদপেন সংগতা, অপি নাম এব অহম্ অপি আত্মনঃ অনুরূপং বরং লভেয় ইতি।]

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—অনসূয়া—হলা শকুন্তলে (সখী শকুন্তলা) সহকারস্য স্বয়ংবরবধূঃ (আম্রবৃক্ষের স্বয়ংবরবধূ) ইয়ং নবমালিকা (এই নবমল্লিকা লতাকে) ত্বয়া বনজ্যোৎস্না ইতি কৃতনামধেয়া (তুমি 'বনজ্যোৎস্না' নাম দিয়েছিলে)। এনাং বিস্মৃতা অসি (একে তুমি কি ভুলে গেলে)? শকুন্তলা—তদা অত্মানম্ অপি বিস্মরিষ্যামি (তাহলে আমি নিজেকেই ভুলে যাবো।) [লতাম্ উপেত্য অবলোক্য চ—লতার নিকটে গিয়ে এবং অবলোকন করে] হলা (সখী) রমণীয়ে খলু কালে (মনোরম এক সময়ে) অস্য লতাপাদপ—মিথুনস্য (লতা ও বৃক্ষ উভয়ের) ব্যতিকরঃ সংবৃত্তঃ (মিলন সংঘটিত হয়েছে)। নবকুসুম-যৌবনা বনজ্যোৎস্না (বিকসিত নবপুষ্পে যৌবনাক্রান্তা বনজ্যোৎস্না) সহকারঃ বদ্ধপল্লবতয়া উপভোগক্ষমঃ (এবং সহকার নতুন পল্লবে উপভোগেব যোগ্য হয়েছে)।

[পশ্যন্তী তিষ্ঠতি—দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন] প্রিয়ংবদা—অনসূয়ে (সখী অনসূয়া) জানাসি কিং নিমিত্তং (তুমি কি জানো কিসের জন্য) শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাম্ অতিমাত্রং প্রেক্ষতে (শকুন্তলা বনজোৎস্নাকে এমন সাগ্রহে দেখছে) ? অনসূয়া—ন খলু বিভাবয়ামি (আমি তা বুঝতে পারছি না), কথয় (বল তো)। প্রিয়ংবদা—যথা বনজোৎস্না (বনজ্যোৎস্না যেমন) অনুরূপেণ পাদপেন সঙ্গতা (যোগ্য বৃক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে) অপি নাম এব অহম্ অপি (আমিও কি) আত্মনঃ অনুরূপং (আমার যোগ্য) বরং লভেয় ইতি (বর লাভ করবো)?

বঙ্গানুবাদ—অনসূয়া—সখী শকুন্তলা, আম্রবৃক্ষের স্বয়ংবরবধূ এই নবমল্লিকা লতাকে তুমি "বনজ্যোৎস্না" নাম দিয়েছিলে। একে কি তুমি ভুলে গেলে?

শকুন্তলা—তাহলে আমি নিজেকেই ভুলে যাবো। (লতার কাছে গিয়ে এবং অবলোকন করে) সখী, মনোরম এক সময়ে লতা ও বৃক্ষ উভয়ের মিলন সংঘঠিত হয়েছে। বিকসিত

নবপুষ্পে যৌবনাক্রান্তা বনজ্যোৎস্না এবং সহকার নতুন পল্লবে উপভোগের যোগ্য হয়েছে। (দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন)।

প্রিয়ংবদা—সখী অনসূয়া, তুমি কি জানো কিসের জন্য শকুন্তলা বন-জ্যোৎস্নাকে এমন সাগ্রহে দেখছে?

অনসূয়া—আমি তা বুঝতে পারছি না, তুমি বল তো।

প্রিয়ংবদা—বনজোৎস্না যেমন যোগ্য বৃক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, আমিও কি আমার যোগ্য বর লাভ করবো?

আলোচনা :

"তাহার পরে প্রিয়ংবদা যখন বনজ্যোৎস্না নাম্নী নবমল্লিকার প্রতি শকুন্তলার অত্যন্ত প্রীতির কারণরূপে উল্লেখ করিলেন সহকারসঙ্গতা বনজ্যোৎস্নার ন্যায় তাহারও অনুরূপ বরসঙ্গতা হইবার বাসনা, তখন তরুণীমনের মিলনাকাঙ্ক্ষার সংবাদ পাইয়া দুষ্যন্তের লালসাবহ্নি আরও অধিক জ্বলিয়া উঠিল। মহাকবির অতুলনীয় তুলিকার একটি ক্ষুদ্র স্পর্শে দুষ্যন্তের চরিত্রমহত্ত্বও উজ্জ্বলতররূপে ফুটিয়া উঠিল। দুষ্যন্তের আর্যমনে পরস্ত্রীসঙ্গ কামনারূপ নীচ ও ঘৃণিত মনোভাবের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। তাঁহার মনে শকুন্তলালালসা যখন অত্যন্ত বর্ধিত হইল তখন প্রথম চিন্তা তাঁহার মনে জন্মিল এই তরুণীকে শাস্ত্র ও সমাজসম্মত বিধানে বিবাহ করা চলিবে কি-না।" (শকুন্তলা রহস্য—সত্যকিংকর সাহানা)।

শকুন্তলা—এসো ণূণং তুহ অত্তগদো মণোরহো। (এষ নূনং তব আত্মগতো মনোরথঃ।) (কলসমাবর্জয়তি)

রাজা—অপি নাম কুলপতেরিয়মসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ। অথবা কৃতং সন্দেহেন,—

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥ ২০ ॥

তথাপি তত্ত্বত এনামুপলপ্স্যে।

শকুন্তলা—(সসম্ভ্রমম্) অম্ভো, সলিলসে অসংভমুগ্গদো ণোমালিআং উজ্ঝিঅ বঅণং মে মহুঅরো অহিবট্টই। [অম্ভো, সলিলসেকসংভ্রমোদ্গতো নবমালিকাম্ উজ্ঝিত্বা বদনং মে মধুকরঃ অভিবর্ততে।] (ভ্রমরবাধাং রূপয়তি)

রাজা—(সস্পৃহমবলোক্য)

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী ॥ ২১ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—লতাম্ + উপেত্য, কুলপতেঃ + ইয়ম্ + অসবর্ণ..., যৎ + আর্যম্ + অস্যাম্ + অভিলাষি, প্রমাণম্ + অন্তঃ করণপ্রবৃত্তয়ঃ, এনাম্ + উপলপ্যে।কলসম্ + আবর্জয়তি, সস্পৃহম্ + অবলোক্য, রতিসর্বস্বম্ + অধরম্, তত্ত্বান্বেষাৎ + মধুকর, হতাঃ + ত্বম্, রহস্যাখ্যায়ী + ইব।

অন্বয়—(ইয়ং) অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা, যৎ মে আর্যম্‌মনঃ অস্যাম্ অভিলাষি, সন্দেহপদেষু বস্তুষু সতাম্ অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তয়ঃ প্রমাণম্।

অন্বয়—(ত্বং) বেপথুমতীং চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং বহুশঃ স্পৃশসি ; রহস্যাখ্যায়ী ইব কর্ণান্তিকচরঃ মৃদু স্বনসি। করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ (তস্যাঃ) রতিসর্বস্বম্ অধরম্ পিবসি। (হে) মধুকর, বয়ং, তত্ত্বান্বেষাৎ হতাঃ, ত্বম্ খলু কৃতী ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—এষঃ নূনং তব আত্মগতঃ মনোরথঃ (এটা নিশ্চয়ই তোমার নিজের মনের কথা)। [কলসম্ আবর্জয়তি—জলসেচনের জন্য কলস অধোমুখ করল] রাজা—অপি নাম ইয়ং (এই শকুন্তলা কি) কুলপতেঃ (কুলপতি কণ্বের) অসবর্ণক্ষেত্র সম্ভবা স্যাৎ (অসবর্ণ পত্নীর গর্ভজাত) ? অথবা কৃতং সন্দেহেন (অথবা সন্দেহের কোন প্রয়োজন নেই)। ইয়ং (শকুন্তলা) অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা (এ শকুন্তলা নিঃসন্দেহে ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্যা) যৎ (যেহেতু) মে আর্যং মনঃ (সদাচারসম্পন্ন আমার মন) অস্যাম্ অভিলাষি (এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে)। সন্দেহপদেষু বস্তুষু (সন্দেহের অবকাশ আছে এরূপ বিষয়ে) সতাম্ (সাধু ব্যক্তিদের) অন্তকরণপ্রবৃত্তয়ঃ (মানসিক প্রবৃত্তিই) প্রমাণং হি (প্রমাণ)। তথাপি (তাহলেও) তত্ত্বতঃ এনাম্ উপলস্যে (যথার্থরূপেই একে জানতে হবে)।

শকুন্তলা—[সসম্ভ্রমম্—ব্যস্ততার সঙ্গে] অম্ভো (আরে)! সলিলসেক-সম্ভ্রমোদ্‌গতঃ (জলসেচনকালে বাধা পেয়ে উড়ে এসে) মধুকরঃ (একটি ভ্রমর) নবমালিকাম্ উজ্‌ঝিত্বা (নবমল্লিকা লতাকে পরিত্যাগ করে) মে বদনম্ অভিবর্ততে (আমার মুখের

দিকে অগ্রসর হচ্ছে)। [ভ্রমরবাধাং রূপয়তি—ভ্রমরের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অভিনয় করেন]

রাজা—[সস্পৃহম্ অবলোক্য—আগ্রহ সহকারে দেখে] (ত্বম্-তুমি ভ্রমর) বেপথু-মতীং (কম্পমান) চলাপাঙ্গাম্ (চঞ্চল অপাঙ্গযুক্ত) দৃষ্টিং (নয়ন) বহুশঃ (বারংবার) স্পৃশসি (স্পর্শ করছ), রহস্যাখ্যায়ী ইব (যেন গোপন কথা বলছ এমনভাবে) কর্ণান্তিকচরঃ (কানের কাছে গিয়ে) মৃদু স্বনসি (আস্তে আস্তে গুঞ্জন করছ), করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ (দু'হাত দিয়ে বাধা দিতে থাকলেও) তস্যাঃ রতিসর্বস্বম্ অধরম্ (রতি-সম্ভোগের সার অধরসুধা) পিবসি (পান করছ)। মধুকর (হে ভ্রমর) বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতাঃ (আমরা তত্ত্ব অনুসন্ধান করে বিফল হলাম), ত্বং কৃতী খলু (তুমি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—এটা নিশ্চয়ই তোমার নিজের মনের কথা। (জলসেচনের জন্য কলস অধোমুখ করল)।

রাজা—এই শকুন্তলা কি কুলপতি কণ্বের অসবর্ণপত্নীর গর্ভজাত? অথবা সন্দেহের কোন প্রয়োজন নেই। এই শকুন্তলা নিঃসন্দেহে ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্যা, যেহেতু সদাচারসম্পন্ন আমার মন এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সন্দেহের অবকাশ আছে এরূপ বিষয়ে সাধুব্যক্তিদের মানসিক প্রবৃত্তিই প্রমাণ ॥ ২০ ॥ তাহলেও যথার্থরূপেই একে জানতে হবে।

শকুন্তলা—(ব্যস্ততার সঙ্গে) আরে, জলসেচনকালে বাধা পেয়ে উড়ে এসে একটি ভ্রমর নবমল্লিকা লতা ত্যাগ করে আমার মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। (ভ্রমরের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অভিনয় করেন)।

রাজা—(আগ্রহ সহকারে দেখে) তুমি (ভ্রমর) কম্পমান চঞ্চল অপাঙ্গযুক্ত নয়ন বারংবার স্পর্শ করছ যেন গোপনকথা—এমনভাবে, কানের কাছে গিযে আস্তে আস্তে গুঞ্জন করছ, দু'হাত দিয়ে বাধা দিতে থাকলেও রতিসম্ভোগের সার অধরসুধা পান করছ। হে ভ্রমরঙ্গ আমবা তত্ত্ব অনুসন্ধান করে বিফল হলাম, তুমি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্ ॥ ২১ ॥

মনোরমা—আবর্জয়িত—আ-বৃজ্ + ণিচ্ + লট্ তি। অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা—ন সবর্ণম অসবর্ণম্, নঞ্‌তৎ, অসবর্ণং ক্ষেত্রম্, কর্মধারয়, অসবর্ণক্ষেত্রং সম্ভবঃ যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ। সন্দেহেন—করণে তৃতীয়া। অসংশয়ম্—অবিদ্য মানঃ সংশয়ঃ যস্মিন্ তৎ যথা তথা, বহুব্রীহিঃ। ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা—পরি-গ্রহ্ + অপ্ ভাবে, পরিগ্রহঃ। ক্ষত্রস্য

পরিগ্রহঃ, ষষ্ঠীতৎ, তস্য ক্ষমা, ষষ্ঠীতৎ। প্রমাণম্—নিত্য ক্লীবলিঙ্গ "উদ্দেশ্যবিধেয়োনাস্তি লিঙ্গবচনভেদঃ"—অর্থাৎ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব থাকলে লিঙ্গ ও বচনভেদে দোষ হয় না।

আশা—অসংশয়মিতি। অসংশয়ং নিশ্চিতমেব ইয়ং শকুন্তলা, ক্ষতাৎ ত্রায়তে ইতি ক্ষত্রঃ, তস্য পরিগ্রহঃ পত্নীত্বেন অঙ্গীকারঃ, তস্য ক্ষমা যোগ্যা। ইয়ং শকুন্তলা নিঃসন্দেহং ক্ষত্রিয়পত্নী ভবিতুম্ অর্হতি ইতি ভাবঃ। যৎ যেন হেতুনা আর্যং কদাপি ন অসৎপথপ্রবৃত্তম্, অতএব নিষ্পাপং মে পুরুবংশোৎপন্নস্য জিতেন্দ্রিয়স্য মম মনঃ অস্যাং শকুন্তলায়াম্ অভিলাষি সাগ্রহং বোঢুমিচ্ছু-বিত্যর্থঃ। সন্দেহপদেষু সংশযস্থানেষু বস্তুষু পদার্থেষু সংশয়াস্পদেষু ইত্যর্থঃ, সতাং শুদ্ধশীলানাম্ অন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ অন্তঃকরণস্য চিত্তস্য প্রবৃত্তয়ঃ গতয়ঃ হি প্রমাণং সত্যানৃতয়োঃ মানদণ্ডস্বরূপম্। অত্র সামান্যেন বিশেষসমর্থন-রূপঃ অর্থান্তরন্যাসঃ। বংশস্থবিলং বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু—"বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ"। তথাচোক্তং মনুসংহিতায়াম্—"বেদোঽখিলঃ ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্। আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥" (২/৬)

চলাপাঙ্গামিতি। হে মধুকর, ত্বং বেপথুমতীং সকম্পাম্ অপি চলাপাঙ্গাং চঞ্চলপ্রান্তাং দৃষ্টিং বহুশঃ বহুবারান্ স্পৃশসি চুম্বসি ইত্যাশয়ঃ। রহস্যং রহসি ভবং গোপনীয়ং, তস্য আখ্যায়ী ইব, বক্তা ইব, কর্ণয়োঃ অন্তিকে নিকটে চরতি ইতি কর্ণান্তিকচরঃ সন্ মৃদু অস্ফুটং যথা স্যাৎ তথা স্বনসি গুঞ্জসি। করং হস্তং ব্যাধুন্বত্যাঃ ভ্রমরনিরাসায় ইতস্ততঃ কম্পয়ন্ত্যাঃ অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ রতিসর্বস্বং কামসারভূতম্ অধরম্ ওষ্ঠম্ পিবসি চুম্বসি। তথাচোক্তং—"কামিনাম্ অধরস্বাদঃ সুরতাৎ অতিরিচ্যতে।" ইতি। বয়ম্ অহং তত্ত্বস্য কিম্ ইয়ং শকুন্তলা ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা ন বা ইতি স্বরূপস্য অন্বেষাৎ বিচারণাৎ হতাঃ ভগ্নমনসঃ জাতাঃ, ত্বং খলু কৃতী কৃতকার্য ইত্যর্থঃ। অত্র মধুকরে নায়কব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিরলংকারঃ, নীলোৎপলাদিভ্রান্ত্যা ভ্রান্তিমান্, বয়ং হতাস্ত্বং কৃতী ইতি ব্যতিরেকঃ। "ত্বং কৃতী" " ইত্যত্র চরণত্রয়ং হেতুত্বেনোপাত্তম্ ইতি বাক্যার্থ-হেতুকং কাব্যলিঙ্গম্। শিখরিণী বৃত্তম্, তল্লক্ষণং তু,—"রসৈঃ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলা গঃ শিখরিণী ॥"

আলোচনা ·

কামীজনের বা প্রণয়ীর দশটি দশা সম্পর্কে যে দশ অবস্থার কথা কামশাস্ত্রে বলা হয়েছে, **"অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা"** ইত্যাদি শ্লোকটি প্রেমের তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ 'সংকল্প'-এর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম অবস্থা দর্শনে নয়নপ্রীতি অর্থাৎ দেখামাত্রই ভালো লাগা যাকে ইংরেজীতে বলা হয় *"love at first sight"* তা বৃক্ষের আলবালে জলসেচন রতা শকুন্তলাকে দেখতে পেয়ে তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অনসূয়ার মুখে

শকুন্তলাকে কণ্বদুহিতা বলে জানতে পেরে তাঁর প্রতি সহানুভূতি জাগে। মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে বৃক্ষের আলবালে জলসেচনের মত কঠিন কর্মে নিযুক্ত করেছেন জেনে রাজা মহর্ষিকে **"অসাধুদর্শী"** বলে দোষারোপ করেছেন। প্রণয়ের এ স্তরকে বলা হয় "চিত্তাসঙ্গ"। তারপর বল্কলবসনেও শকুন্তলাকে অধিকতর সৌন্দর্যলাবণ্যবতী দেখে দুষ্যন্তের চিত্তে এ নারীরত্ন লাভে আকাঙ্ক্ষা জাগে। প্রণয়ের এ তৃতীয় স্তরের নাম "সংকল্প।" তবে রাজা দুষ্যন্ত যতই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নারীরূপে বিমুগ্ধ বা নারীর প্রতি অনুরাগাকৃষ্ট হোন না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রকৃত পরিচয় না পেয়েছেন ততক্ষণ তিনি কোন সংকল্প গ্রহণ করেন নি। রাজার এই সুদৃঢ় সংযমবোধের আমরা পরিচয় পাই যখন তিনি শকুন্তলার প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্য না জেনে শকুন্তলাকে লাভ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, যেহেতু তাঁর মত মাননীয় আর্যের মন শকুন্তলার প্রতি অভিলাষী, সেহেতু শকুন্তলা নিশ্চয়ই তাঁর পরিণয়যোগ্যা। কারণ, সন্দিগ্ধ বিষয়ে সজ্জনেরা তাঁদের অন্তঃকরণের নির্দেশকেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। সেজন্য মনুসংহিতায় বলা হয়েছে,—
"বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্। আচারশ্চৈব সাধূনাম্ আত্মনঃ তুষ্টিরেব চ ॥"

শকুন্তলা—ণ এসো ধিট্ঠো বিরমদি। অন্নদো গমিস্সং। (পদান্তরে স্থিত্বা সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহং ইদো বি আঅচ্ছদি। হলা, পরিত্তাঅহ মং ইমিণা দুব্বিণীদেণ মহুঅরেণ অহিহূঅমাণং। [ন এষ ধৃষ্টঃ বিরমতি। অন্যতো গমিষ্যামি। কথম্ ইতঃ অপি আগচ্ছতি? হলা, পরিত্রায়েথাং মাম্ অনেন দুর্বিনীতেন মধুকরেণ অভিভূয়মানাম্।]

উভে—(সস্মিতম্) কা বয়ং পরিত্তাদুং। দুস্সন্দং অক্কন্দ। রাঅরক্খি-দব্বইং তবোবণাইং ণাম। [কে আবাং পরিত্রাতুম্। দুষ্যন্তম আক্রন্দ। রাজরক্ষিতব্যানি তপোবনানি নাম।]

রাজা—অবসরো য়মাত্মানং প্রকাশয়িতুম্। ন ভেতব্যম্, ন ভেতব্যম্। (অর্ধোক্তে স্বগতম্) রাজভাবস্ত্বভিজ্ঞাতো ভবেৎ। ভবতু এবং তাবদভিধাস্যে।

শকুন্তলা—(পদান্তরে স্থিত্বা, সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহং ইদো বি মং অণুসরদি। [কথম্ ইতঃ অপি মাম্ অনুসরতি]

রাজা—(সত্বরমুপসৃত্য)—আঃঙ্গ

কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্বিনীতানাম্।
অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু ॥ ২২ ॥
(সর্বা রাজানং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তাঃ)

সন্ধিবিচ্ছেদ—অবসরঃ + অয়ম্ + আত্মানম্, রাজভাবঃ + তু + অভিজ্ঞাতঃ, তাবৎ + অভিধাস্যে, অয়ম্ + আচরতি + অবিনয়ম, সত্বরম্ + উপসৃত্য, কিঞ্চিৎ + ইব।

অন্বয়—দুর্বিনীতানাং শাসিতরি পৌরবে বসুমতীং শাসতি কঃ অযং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু অবিনয়ম্ আচরতি।

বাঙলা শব্দার্থ—শকুন্তলা—এষঃ ধৃষ্টঃ ন বিরমতি (এই অসভ্য (ভ্রমর) কিছুতেই বিরত হচ্ছে না), অন্যতো গমিষ্যামি (অন্যদিকে যাই) [পদান্তরে স্থিত্বা সদৃষ্টিক্ষেপম্—স্থানান্তরে গিয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করতে করতে] কথম্ ইতঃ অপি আগচ্ছতি (সেকি, এদিকেও আসছে যে)। অনেন দুর্বিনীতেন মধুকরেণ (এই দুর্বৃত্ত ভ্রমরের আক্রমণে), অভিভূয়মানাং মাং (বিপর্যস্ত আমাকে) পরিত্রায়েথাম্ (তোমরা দুজনে রক্ষা কর)। উভে (উভয়ে) [সস্মিতম্—মৃদুহাস্য করে] কে আবাং পরিত্রাতুম্ (তোমাকে পরিত্রাণ করবার আমরা কে)? দুষ্যন্তম্ আক্রন্দ (দুষ্যন্তকে ডাক)। তপোবনানি রাজরক্ষিতানি নাম (আশ্রমসমূহ রক্ষার দায়িত্ব রাজার)। রাজা—আত্মানং প্রকাশয়িতুং (নিজেকে প্রকাশ করবার) অযম্ অবসরঃ (এই প্রকৃষ্ট অবকাশ)। ন ভেতব্যম্, ন ভেতব্যম্ (ভয় নেই, ভয় নেই)। [অর্ধোক্তে স্বগতম্—অর্ধেক বলেই মনে মনে] রাজভাবঃ তু (আমি যে রাজা এ ভাব কিন্তু) অভিজ্ঞাতঃ ভবেৎ (প্রকাশ হয়ে যাবে)। ভবতু এবং তাবৎ অভিধাস্যে (আচ্ছা, তাহলে এরকমই বলি)। শকুন্তলা—[পদান্তরে স্থিত্বা, সদৃষ্টিক্ষেপম্—স্থানান্তরে গিয়ে দৃষ্টিপাত করতে করতে] কথম ইতঃ অপি মাম্ অনুসরতি (সেকিঙ্গ এখানেও যে আমাকে অনুসরণ করছে)। রাজা—[সত্বরম্ উপসৃত্য—শীঘ্র সেখানে উপস্থিত হয়ে] দুর্বিনীতানাং (দুষ্টজনের) শাসিতরি (শাসনকর্তা) পৌরবে (পুরুবংশের রাজা) বসুমতীং শাসতি (পৃথিবী শাসন করতে থাকলে) কঃ অয়ম্ (কে এই দুর্বৃত্ত) মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু (সরল তাপসকন্যাদের প্রতি) অবিনয়ম্ আচরতি (উদ্ধত আচরণ করছে)। [রাজানং দৃষ্ট্বা—রাজকে দেখে, সর্বাঃ কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তাঃ—সকলেই যেন কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে পড়লেন]

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—এই অসভ্য (ভ্রমর) কিছুতেই বিরত হচ্ছে না। অন্যদিকে

যাই। (স্থানান্তরে গিয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করতে করতে) সেকি, এদিকেও আস্‌ছে যে। এই দুর্বৃত্ত ভ্রমরের আক্রমণে বিপর্যস্ত আমাকে তোমরা দুজনে রক্ষা কর।

উভে (উভয়ে)—(মৃদুহাস্য করে) তোমাকে পরিত্রাণ করবার আমরা কে? দুষ্যন্তকে ডাক। আশ্রমসমূহ রক্ষার দায়িত্ব রাজার।

রাজা—নিজেকে প্রকাশ করবার এই প্রকৃষ্ট অবকাশ। ভয় নেই, ভয় নেই। (অর্ধেক বলেই মনে মনে) আমি যে রাজা এ ভাব কিন্তু প্রকাশ হয়ে যাবে। আচ্ছা তাহলে এরকমই বলি।

শকুন্তলা—(স্থানান্তরে গিয়ে দৃষ্টিপাত করতে করতে) সেকি এখানেও যে আমাকে অনুসরণ করছে।

রাজা—(শীঘ্র সেখানে উপস্থিত হয়ে) দুষ্টজনের শাসনকর্তা, পুরুবংশের রাজা পৃথিবী শাসন করতে থাকলে, কে এই দুর্বৃত্ত সরল তাপসকন্যাদের প্রতি উদ্ধত আচরণ করছে। (রাজাকে দেখে সকলেই যেন কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে পড়লেন)।

মনোরমা—অভিভূয়মানাম্—অভি-ভূ কর্মণি শানচ্, তাম্। পৌরবে—অনাদরে ভাবলক্ষণে সপ্তমী। শাসিতরি—শাস্ + তৃচ্ কর্তরি শাসিতা সপ্তমীর একবচন ॥

আশা—ক ইতি ॥ দুর্বিনীতানাং দুষ্টানাং শাসিতরি দণ্ডাদিনা শাসকে পৌরবে পুরুবংশীয়ে রাজনি বসুমতীং পৃথিবীং শাসতি পালয়তি সতি, যদ্বা বসুমতীং শাসতং পৌরবম্ অনাদৃত্য, "ষষ্ঠী চানাদরে" ইতি সপ্তমী, কোঽয়মিতি ক্রোধেনোক্তিঃ, মুগ্ধাসু বন্যাসু অচতুরাসু বা অবিনয়ম্ অশিষ্টম্ আচরতি ব্যবহরতি। অত্র অপ্রস্তুতপ্রশংসা নাম অলংকারঃ। তল্লক্ষণং তু—"ক্বচিদ্বিশেষঃ সামান্যাৎ সামান্যং বা বিশেষতঃ। কার্যান্নিমিত্তং কার্যং চ হেতোরথ সমাৎ সমম্ ॥ অপ্রস্তুতাৎ প্রস্তুতং চেদ্ গম্যতে পঞ্চধা ততঃ। অপ্রস্তুতপ্রশংসা স্যাৎ ॥" আর্যা জাতিঃ ॥

আলোচনা :

"কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি" ইত্যাদি। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের প্রবেশ-পথে রাজা দুষ্যন্তের দক্ষিণবাহু সহসা স্পন্দিত হতেই বিস্ময়চকিত রাজা ভাবলেন,—ঋষির আশ্রমে দিব্যাঙ্গনা লাভ কী করে সম্ভব? অপ্রত্যাশিতের জন্য উৎসুক হয়ে অগ্রসর হতেই দক্ষিণের বৃক্ষবাটিকা থেকে নারীকণ্ঠের মধুর শব্দ রাজার কানে ভেসে এল। সেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে রাজা দেখলেন, বল্কলের অপ্রচুর আবরণে আবৃতদেহা তিন আশ্রমবালা বৃক্ষের আলবালে জলসেচনরতা। বৃক্ষের অন্তরালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে রাজা তাদের অসাধারণ রূপলাবণ্য উপভোগ করতে লাগলেন।

তাদের পরস্পরের কথাবার্তা থেকে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পরিচয় জেনে রাজা

তাদের মধ্যে সর্বাধিক রূপলাবণ্যময়ী শকুন্তলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতে থাকেন। নারী সম্বন্ধে রাজা দুষ্যন্ত পাকা জহুরী। রাজার হৃদয়ে শকুন্তলার প্রতি পূর্বরাগের সঞ্চার হয়। শকুন্তলার প্রতি তিনি অল্প সময়ের মধ্যে এমন প্রণয়প্রবণ ও সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন যে, শকুন্তলার মত অপূর্ব পেলবাঙ্গী সুন্দরীকে মহর্ষি আশ্রমবৃক্ষের আলবালে জলসেচনের মত কঠিন ও শ্রমসাধ্য কর্মে নিযুক্ত করেছেন জেনে তাঁকে অসাধুদর্শী বলে ধিক্কার দিতেও দ্বিধা বোধ করলেন না। **"ভবতু, পাদপান্তরিতঃ এব এনাং বিস্রব্ধাং পশ্যামি"**—বলে হস্তিনাপুরের রাজা মুগ্ধ হয়ে শকুন্তলাকে দেখতে থাকেন, আর ভাবেন,—"এ কন্যা ক্ষত্রিয়ের গ্রহণযোগ্যা, তা' না হলে আমার শুদ্ধশীল চিত্ত এর জন্য অভিলাষী হবে কেন? এর তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে হবে।"

ইত্যবসরে ফুলের মধুপানরত একটি ভ্রমর সলিলসম্পাতে কম্পমান নবমল্লিকা লতা থেকে তাড়িত হয়ে সহসা যেন সজীব কুসুম শকুন্তলার মুখের দিকে ধাবিত হল। প্রলুব্ধ মধুপের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে সন্ত্রস্তা শকুন্তলা ইতস্ততঃ ধাবিত হলেও দুরন্ত মধুকর কিছুতেই নিবৃত্ত হচ্ছে না। শকুন্তলার কানের কাছে গুন গুন করে কি যেন বলছে, তার অধরপানলালসায় বারংবার মুখের উপর উড়ে পড়ছে। রাজা সস্পৃহ নেত্রে দেখতে দেখতে ভাবতে লাগলেন, 'এ মধুকরই যথার্থ কৃতী, আমরা কেবল তত্ত্ব-অন্বেষণ করে বৃথাই জীবনপাত করলাম।'

শকুন্তলা ভ্রমরপীড়নে বিপর্যস্তা হয়ে "রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলে দুই প্রিয়সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে অনুনয় করতে লাগলেন। স্মিতহাস্যে সখীদ্বয় বলে উঠলেন,—"আমরা রক্ষা করবার কে? তুমি দুষ্যন্তকে স্মরণ কর, রাজাই তো তপোবনের রক্ষক।" সখীদ্বয়ের এই সহজ সরল নিরর্থক পরিহাস মুহূর্তের মধ্যেই নাটকের নায়ককে নায়িকার সম্মুখে উপস্থিত হবার সুবর্ণসুযোগ সৃষ্টি করে দিল। তাদের পরিহাসের সূত্র ধরেই রাজা নিজেকে প্রকাশের এই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করে সহসা আশ্রমবালাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন, এবং বললেন,—"দুর্বিনীতের শাসনকর্তা পুরুবংশীয় রাজা বর্তমান থাকতে কে সে সবলা তাপসকন্যাদের প্রতি অবিনয় প্রকাশ করছে?" দীর্ঘক্ষণ ধরেই রাজা তপস্বিতনয়াদের অসামান্য রূপলাবণ্য একান্তে উপভোগ করছিলেন, এরূপ চলতে থাকলে কখন নায়কনায়িকার মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকারের অবকাশ মিলত তা' নিশ্চয় করে বলা দুরূহ ব্যাপার ছিল। মহাকবি অনুকূল পরিস্থিতি নির্মাণ করে, যে অপূর্ব কলানৈপুণ্যের মাধ্যমে নাটকের নায়ক রাজা দুষ্যন্তকে নায়িকা তাপসতনয়া শকুন্তলার সম্মুখে উপস্থিত করলেন তা' বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এরূপ সরস ও মনোজ্ঞ অবস্থার সৃষ্টি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সত্যই বিরল।

অনসূয়া—অজ্জ, ণ ক্খু কিং পি অচ্চাহিদং। ইঅং ণো পিঅসহী মহুঅরেণ অহিহূঅমাণা কাদরীভূদা। [আর্য, ন খলু কিমপি অত্যাহিতম্। ইয়ং নৌ প্রিয়সখী মধুকরেণ অভিভূয়মানা কাতরীভূতা।] (শকুন্তলাং দর্শয়তি)

রাজা—(শকুন্তলাভিমুখো ভূত্বা) অপি তপো বর্ধতে?

(শকুন্তলা সাধ্বসাদবচনা তিষ্ঠতি)

অনসূয়া—দাণিং অদিহিবিসেসলাহেণ। হলা সউন্দলে, গচ্ছ উডঅং। ফলমিস্সং অগ্ঘং উবহর। ইদং পাদোদঅং ভবিস্সদি। [ইদানীম্ অতিথিবিশেষলাভেন। হলা শকুন্তলে, গচ্ছ উটজম্। ফলমিশ্রম্ অর্ঘ্যম্ উপহর। ইদং পাদোদকং ভবিষ্যতি।]

রাজা—ভবতীনাং সুনৃতয়ৈব গিরা কৃতমাতিথ্যম্।

প্রিয়ংবদা—তেণ হি ইমস্সিং পচ্ছাঅসীঅলাএ সত্তবণ্ণবেদিআএ মুহূত্তঅং উববিসিঅ পরিস্সমবিণোদং করেদু অজ্জো। [তেন হি অস্যাং প্রচ্ছায়-শীতলায়াং সপ্তপর্ণবেদিকায়াং মুহূর্তমুপবিশ্য পরিশ্রমবিনোদং করোতু আর্যঃ।]

রাজা—নূনং যূয়মপ্যনেন কর্মণা পরিশ্রান্তাঃ।

অনসূয়া—হলা সউন্দলে, উইদং ণো পজ্জুবাসণং অদিহীণং। এত্থ উববিসম্হ। [হলা শকুন্তলে, উচিতং নঃ পর্য্যুপাসনম্ অতিথীনাম্। অত্র উপবিশামঃ।]

(সর্বে উপবিশন্তি)

সন্ধিবিচ্ছেদ—সাধ্বসাৎ + অবচনা, সুনৃতয়া + এব, কৃতম্ + আতিথ্যম্, যূয়ম্ + অপি + অনেন।

বাঙলা শব্দার্থ—অনসূয়া—আর্য (আর্য) ন খলু কিমপি অত্যাহিতম্ (তেমন ভয়ের কিছু নয়), ইযং নঃ প্রিয়সখী (এই আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলা), মধুকরেণ অভিভূয়মানা (ভ্রমরের দ্বারা অত্যাচারিতা হয়ে), কাতরীভূতা (কাতর হয়ে পড়েছে)। [শকুন্তলাং দর্শয়তি—শকুন্তলাকে দেখালেন] রাজা—[শকুন্তলাভিমুখঃ ভূত্বা—শকুন্তলার দিকে ফিরে] অপি তপো বর্ধতে (তপশ্চর্যা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে ত?) [শকুন্তলা সাধ্বসাৎ অবচনা তিষ্ঠতি—শকুন্তলা লজ্জাবশতঃ নিরুত্তর থাকলেন] অনসূয়া—ইদানীং (এখন) অতিথিবিশেষলাভেন (বিশেষ অতিথির আগমনে, তা' হচ্ছে) হলা শকুন্তলে (সখী শকুন্তলা) উটজং গচ্ছ (পর্ণকুটিরে যাও)। ফলমিশ্রম্ অর্ঘ্যম্ উপহর (ফলসমেত অর্ঘ্য নিয়ে এস), ইদং পাদোদকং ভবিষ্যতি (এতেই পদপ্রক্ষালনের জল হবে)। রাজা—

ভবতীনাং (আপনাদের) সুনৃতয়া গিরা এব (মধুর বাক্যেই) আতিথ্যং কৃতম্ (অতিথিসৎকার সম্পন্ন হয়েছে)। প্রিয়ংবদা—তেন হি (তাহলে) অস্যাং প্রচ্ছায়শীতলায়াং সপ্তপর্ণবেদিকায়াং (এই অত্যন্ত ছায়াশীতল সপ্তপর্ণ বেদীতে) মুহূর্তম্ উপবিশ্য (ক্ষণকাল উপবেশন করে) আর্যঃ পরিশ্রমবিনোদং করোতু (আপনি শ্রম অপনোদন করুন)। রাজা—যূয়মপি (আপনারাও) অনেন কর্মণা (এ কার্য করে) নূনং (নিশ্চয়ই) পরিশ্রান্তাঃ (পরিশ্রান্ত হয়েছেন)। অনসূয়া—হলা শকুন্তলে (সখী শকুন্তলা), অতিথীনাং পর্যুপাসনম্ (অতিথির সঙ্গে উপবেশন করা) নঃ উচিতম্ (আমাদের কর্তব্য)। অত্র উপবিশামঃ (এখানে উপবেশন করি)। [সর্বে উপবিশন্তি—সকলে উপবেশন করলেন]

বঙ্গানুবাদ—অনসূয়া—আর্য, তেমন ভয়ের কিছু নয়। এই আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলা ভ্রমরের দ্বারা অত্যাচারিতা হয়ে কাতর হয়ে পড়েছে। (শকুন্তলাকে দেখালেন)।

রাজা—(শকুন্তলার দিকে ফিরে) তপশ্চর্যা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে ত?

(শকুন্তলা লজ্জাবশতঃ নিরুত্তর থাকলেন)

অনসূয়া—এখন বিশেষ অতিথির আগমনে তা' হচ্ছে। সখী শকুন্তলা, পর্ণকুটীরে যাও, ফলসমেত অর্ঘ্য নিয়ে এস, এতেই পদপ্রক্ষালনের জল হবে।

রাজা—আপনাদের মধুর বাক্যেই অতিথিসৎকার সম্পন্ন হয়েছে।

প্রিয়ংবদা—তাহলে এই অত্যন্ত ছায়াশীতল সপ্তপর্ণ বেদিতে ক্ষণকাল উপবেশন করে আর্য শ্রম অপনোদন করুন।

রাজা—আপনারাও এ কার্য করে নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত হয়েছেন।

অনসূয়া—সখী শকুন্তলা, অতিথির সঙ্গে উপবেশন করা আমাদের কর্ত্তব্য। এখানে উপবেশন করি। (সকলে উপবেশন করলেন)।

মনোরমা—সাধ্বসাদ্—হেতৌ পঞ্চমী। আতিথ্যম্—অতিথয়ে ইদম্—এই অর্থে অতিথি + ঞ্য, "অতিথের্ঞ্যঃ"—এই সূত্র অনুসারে। পর্যুপাসনম্—পরি-উপ + আস্ + ল্যুট্ ভাবে। সুনৃতয়া—সুষ্ঠু নৃতান্তি জনা অনেন হর্ষাৎ ইতি সু-নৃত্ + ক (করণে)।

শকুন্তলা—(আত্মগতম্) কিং ণু ক্খু ইমং পেক্খিঅ তবোবণবিরোহিণো বিআরস্স গমণীঅম্হি সংবুত্তা। [কিং নু খলু ইমং প্রেক্ষ্য তপোবন-বিরোধিনঃ বিকারস্য গমনীয়াস্মি সংবৃত্তা।]

রাজা—(সর্বা বিলোক্য) অহো সমবয়োরূপরমণীয়ং ভবতীনাং সৌহার্দম্।

প্রিয়ংবদা—(জনান্তিকম্) অণসূএ, কো ণু ক্‌খু এসো চউরগম্ভীরাকিদী চউরং পিঅং আলবন্তো পহাববন্দো বিঅ লক্‌খীঅদি। [অনসূয়ে, কো নু খলু এষঃ চতুরগম্ভীরাকৃতিঃ মধুরং প্রিয়ম্ আলপন্ প্রভাববান্ ইব লক্ষ্যতে।]

অনসূয়া—সহি, মম বি অত্থি কোদূহলং। পুচ্ছিস্‌স দাব ণং। (প্রকাশম্) অজ্জস্‌স মহুরালাবজণিদো বীসম্ভো মং মন্তাবেদি, কদমো অজ্জেণ রাএ-সিবংসো অলংকরীঅদি, কদমো বা বিরহপজ্জুস্‌সুঅজণো কিদো দেসো, কিং ণিমিত্তং বা সুউমারদরো বি তবোবণগমণপরিস্‌সমস্‌স অত্তা পদং উবণীদো। [সখি, মম অপি অস্তি কৌতূহলম্। পৃচ্ছামি তাবদেনম্। আর্যস্য মধুরালাপ-জনিতঃ বিশ্রম্ভঃ মাং মন্ত্রয়তে, কতমঃ আর্যেণ রাজর্ষিবংশঃ অলংক্রিয়তে, কতমঃ বা বিরহপর্যুৎসুকজনঃ কৃতঃ দেশঃ, কিং নিমিত্তং বা সুকুমারতরঃ অপি তপোবন গমন পরিশ্রমস্য আত্মা পদম্ উপনীতঃ।]

শকুন্তলা—(আত্মগতম্) হিঅঅ, মা উত্তম্ম। এসা তুএ চিন্তিদাইং অণসূআ মন্তেদি। [হৃদয়, মা উত্তাম্য। এষা ত্বয়া চিন্তিতানি অনসূয়া মন্ত্রয়তে।]

সন্ধিবিচ্ছেদ—কথম্ + ইদানীম্। + আত্মানম্, তাবৎ + এনাম্, ধর্মারণ্যম্ + ইদম্ + আয়াতঃ, উভয়োঃ + আকারম্।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—(আত্মগতম্—মনে মনে) ইমং প্রেক্ষ্য (এঁকে দেখে) কিং নু খলু (কেন) তপোবনবিরোধিনঃ বিকারস্য (তপোবনের বিরুদ্ধ বিকারের) গমনীয়া অস্মি সংবৃত্তা (উদয় হচ্ছে আমার মনে)। রাজা—(সর্বা বিলোক্য—সকলকে দেখে) অহো (আহা), ভবতীনাং সৌহার্দং (আপনাদেব মধ্যে এই আন্তরিক একাত্মতা) সমবয়োরূপরমণীয়াম্ (আপনাদের সমান বয়স এবং সমানরূপের জন্য অত্যন্ত মধুর)। প্রিয়ংবদা—(জনান্তিকম্—জনান্তিকে অন্য কেউ শুনতে না পায় এ ভাবে), অনসূয়ে, কঃ নু খলু এষঃ (অনসূয়া, ইনি কে?) চতুরগম্ভীরাকৃতিঃ (চতুর অথচ গম্ভীব এর আকৃতি) চতুবং প্রিযম্ আলপন্ (ইনি নৈপুণ্যের সঙ্গে মনোজ্ঞ যে আলাপ কবছেন) প্রভাববান্ ইব লক্ষ্যতে (তাতে ইনি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি হবেন মনে হচ্ছে)। অনসূয়া—সখি, মম অপি কৌতূহলম্ অস্তি (সখি, আমারও কৌতূহল হচ্ছে)। এনং তাবৎ পৃচ্ছামি (তা' এঁকে জিজ্ঞাসা করি)। (প্রকাশম্—প্রকাশ্যে) আর্যস্য মধুবালাপ-

জনিতঃ বিশ্রম্ভঃ (আপনার মধুর আলাপ থেকে জাত অসংকোচ) মাং মন্ত্রয়তে (আপনার সম্বন্ধে কিছু জানতে আমাকে উৎসাহিত করছে)। আর্যেণ কতমঃ রজর্ষিবংশঃ অলংক্রিয়তে (আপনি কোন রাজর্ষিবংশ অলংকৃত করেছেন), কতমঃ দেশঃ বিরহপর্যুৎসুকজনঃ কৃতঃ (কোন্ দেশের লোককে আপনার বিরহে উৎসুক করে রেখেছেন), কিং নিমিত্তং বা (আর কি কারণেই বা) সুকুমারতরঃ অপি আত্মা (অতি পেলব আপনার শরীরে) তপোবনপরিশ্রমস্য পদম্ উপনীতঃ (তপোবন ভ্রমণের ক্লেশ স্বীকার করছেন)? শকুন্তলা—(আত্মগতম্—নিজের মনে) হৃদয মা উত্তাম্য (হে হৃদয় উদ্বেল হয়ো না)। এষা ত্বয়া চিন্তিতানি (তুমি যা চিন্তা করছ) অনসূয়া মন্ত্রয়তে (অনসূয়া তাই বল্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—(মনে মনে) এঁকে দেখে আমার মনে কেন তপোবনবিরুদ্ধ বিকারের উদয় হচ্ছে।

রাজা—(সকলকে দেখে) আহা, আপনাদের মধ্যে এই আন্তরিক একাত্মতা আপনাদের সমান বয়স এবং সমানরূপের জন্যই বড়ই মধুর।

প্রিয়ংবদা—(জনান্তিকে) অনসূয়া ইনি কে? চতুর অথচ গম্ভীর-এর আকৃতি, ইনি নৈপুণ্যের সঙ্গে মনোজ্ঞ যে আলাপ করছেন তাতে ইনি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি হবেন মনে হচ্ছে। তা' এঁকে জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) আর্যের মধুর আলাপ থেকে জাত অসংকোচ আপনার সম্বন্ধে কিছু জানতে আমাকে উৎসাহিত করছে। আর্য, কোন রাজর্ষি বংশ অলংকৃত করছেন? কোন দেশের লোককে আপনার বিরহে উৎসুক করে রেখেছেন? আর কি কারণেই বা অতিপেলব আপনার শরীরে আপনি তপোবন ভ্রমণের ক্লেশ স্বীকার করছেন?

শকুন্তলা—(নিজের মনে) হে হৃদয উদ্বেল হয়ো না, তুমি যা' চিন্তা কর্‌ছ অনসূয়া তাই বল্ছে।

মনোরমা—সমবয়োরূপরমণীয়ম্—বয়শ্চ রূপঞ্চ, দ্বন্দ্বসমাসঃ, সমে বয়োরূপে, কর্মধারয়ঃ, তাভ্যাং রমণীয়ম্, তৃতীয়াতৎপুরুষঃ। সৌহার্দম্—সু শোভনং হৃৎ হৃদয়ং যস্য সঃ = সুহৃৎ, সুহৃৎ + অণ্ = সৌহার্দ।

আলোচনা :

(ক) **'জনান্তিকম্'**—এইটি নাট্যশাস্ত্রোক্ত একটি পারিভাষিক শব্দ। এর

সংজ্ঞা নিরূপণ করে দশরূপককার ধনঞ্জয় বলেন,—"ত্রিপতাককরেণাহন্যান্ অপবার্যাহন্তরা কথাম্। অন্যোন্যামন্ত্রণং যৎ স্যাৎ তজ্জনান্তে জনান্তিকম্ ॥" অর্থাৎ যার কাছ থেকে কোন বিষয় গোপন করতে হবে, তার দিকে হাতটি ত্রিপতাকার মত করে, অর্থাৎ সকল অঙ্গুলির মধ্যে 'অনামিকা' অঙ্গুলিকে নত করে, অপরের সঙ্গে যে মন্ত্রণা, তাকে বলে জনান্তিক। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথও তাঁর 'সাহিত্য-দর্পণ'-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'জনান্তিক'-এর যে সংজ্ঞা (৬/১৩৯) দিয়েছেন, তা' ভাবে ও ভাষায় একেবারে দশরূপকে প্রদত্ত সংজ্ঞার অনুরূপ ॥ মঞ্চে উপস্থিত কোন পাত্র পাত্রীদের বিশেষ কাউকে কিছু বলতে হলে এমনভাবে তা' বলতে হবে যেন যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে সে এবং দর্শকশ্রোতৃমণ্ডলী শুনতে পায়, কিন্তু মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য পাত্রপাত্রী শুনতে পাচ্ছে না একরূপ ভাণ করতে হবে।

(খ) অনসূয়া নিতান্ত আকস্মিকভাবে উপস্থিত সম্ভ্রান্ত অতিথির কাছ থেকে তাঁর পরিচয় ইত্যাদি জানতে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা আমাদের ব্যবহারজীবনের 'আটপৌরে', নিরাভরণ ভাষা নয়। কবির লেখনী নিতান্ত সাধারণ প্রশ্নকেও কত বক্র ভাবে, কত বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে মার্জিত ও পরিশীলিত শব্দবিন্যাসে অসাধারণ করে তোলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় রাজা দুষ্যন্তের প্রতি অনসূয়ার প্রশ্নে। শকুন্তলাসখী অনসূয়া আগন্তুক রাজার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানবার জন্য কতো বক্রোক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন, "কতম আর্যেণ রাজর্ষিবংশঃ অলংক্রিয়তে? কতমো বিরহপর্য্যুৎসুকজনঃ কৃতঃ দেশঃ? কিং নিমিত্তং বা সুকুমার-তরোঽপি তপোবনপবিশ্রমস্য আত্মা পদম্ উপনীতঃ?" অনসূয়া যদি দুষ্যন্তকে এরূপ নিরাভরণ প্রশ্ন করতেন, যেমন,—'আর্য কোন দেশ থেকে আসছেন, কিজন্যেই বা আপনার তপোবনে আগমন?' তাহলে তা' নিতান্তই প্রাকৃতজনোচিত হত। কালিদাস সেসকল প্রশ্নকে বক্র করেছেন, সেগুলোতে বৈদগ্ধ্য যোজনা করেছেন যার ফলে সেগুলি সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। "এই উক্তি-কৌশল, এই "বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি", এই বক্রোক্তিই সাহিত্যিক সৌন্দর্যের নিদান ॥"

(সাহিত্য মীমাংসা-বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য)

রাজা—(আত্মগতম্) কথমিদানীমাত্মানং নিবেদয়ামি, কথং বা আত্মাপহারং করোমি। ভবতু, এবং তাবদেনাং বক্ষ্যে। (প্রকাশম্) ভবতি, যঃ পৌরবেণ রাজ্ঞা ধর্মাধিকারে নিযুক্তঃ সোঽহমবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায় ধর্মারণ্যমিদমায়াতঃ।

অনসূয়া—সণাহা দাণিং ধম্মআরিণো। [সনাথা ইদানীং ধর্মচারিণঃ]

(শকুন্তলা শৃঙ্গারলজ্জাং রূপয়তি)

সখ্যৌ—(উভয়োরাকারং বিদিত্বা জনান্তিকম্) হলা সউন্দলে, জই এত্থ অজ্জ তাদো সংণিহিদো ভবে? [হলা শকুন্তলে, যদি অত্র অদ্য তাতঃ সন্নিহিতঃ ভবেৎ?]

শকুন্তলা—তদো কিং ভবেৎ [ততঃ কিং ভবেৎ?]

সখ্যৌ—ইমং জীবিদসব্বস্সেণ বি অদিহিবিসেসং কিদত্থং করিস্সদি। [ইমং জীবিতসর্বস্বেন অপি অতিথিবিশেষং কৃতার্থং করিষ্যতি।]

শকুন্তলা—(সকৃতক কোপম্) তুম্হে অবেধ। কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেধ। ণ বো বঅণং সুণিস্সং। [যুবাম্ অপেতম্, কিম্ অপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়েথে। ন যুবয়োঃ বচনং শ্রোষ্যামি।]

সন্ধিবিচ্ছেদ—কথম + ইদানীম্ + আত্মানম্, তাবৎ + এনাম্, ধর্মারণ্যম্ + ইদম্ + আয়াতঃ, উভয়োঃ + আকারম্।

বাঙলা শব্দার্থ—রাজা [আত্মগতম্—মনে মনে] ইদানীং (এখন) কথম্ আত্মানম্ নিবেদয়ামি (কিরূপে নিজের পরিচয় প্রকাশ করি), কথং বা আত্মাপহারং করোমি (কিভাবেই বা নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখি)। ভবতু (যাহোক্) এবং তাবৎ এনাং বক্ষ্যে (একে এরকম বলি)। [প্রকাশম্—প্রকাশ্যে] ভবতি (আর্যা) রাজ্ঞা পৌরবেণ (পুরুবংশের রাজা দ্বারা) যঃ ধর্মাধিকারে নিযুক্তঃ (যিনি ধর্ম রক্ষণাবেক্ষণের কার্যে নিযুক্ত হয়েছেন) সঃ অহম্ (সেই আমি) অবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায় (যজ্ঞক্রিয়াদি নিরুপদ্রবে নিষ্পন্ন হচ্ছে কিনা দেখার জন্য) ইদং ধর্মারণ্যম্ আয়াতঃ (এই ধর্মারণ্যে এসেছি)। অনসূয়া—ইদানীং ধর্মচারিণঃ (এখন ধর্মাচরণকারিগণ সনাথ হলেন)। [শকুন্তলা শৃঙ্গারলজ্জাং রূপয়তি—শকুন্তলা রাজার প্রতি প্রণযবশতঃ লজ্জার অভিনয় করলেন।] সখ্যৌ (দুই সখী) [উভয়োঃ আকারং বিদিত্বা, জনান্তিকম্—রাজা ও শকুন্তলা—উভয়ের হাবভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করে জনান্তিকে অর্থাৎ কেউ শুনতে না পায়, এমনভাবে] হলা শকুন্তলে (সখী শকুন্তলা) অদ্য যদি (আজ যদি) তাতঃ (পিতা কণ্ব) অত্র সন্নিহিতঃ ভবেৎ (এখানে

উপস্থিত থাকতেন)। শকুন্তলা—ততঃ কিং ভবেৎ (তাহলে কি হতো)? সখ্যৌ (সখী দ্বয়)—ইমম্ অতিথিবিশেষং (এই বিশিষ্ট অতিথিকে) জীবিতসর্বস্বেন অপি (জীবিত সর্বস্ব দিয়েও) কৃতার্থং করিষ্যতি (কৃতার্থ করতেন)। শকুন্তলা—(সকৃতক কোপস্রাগ দেখিয়ে) যুবাম্ অপেতম্ (তোমরা দূর হও)। কিম্ অপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়েথে (কিছু একটা মনে করে একথা বলছ), ন যুবয়োঃ বচনং শ্রোষ্যামি (তোমাদের দুজনের কথা শুনব না)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—(মনে মনে) এখন কিরূপে নিজের পরিচয় প্রকাশ করি, আর কি ভাবেই বা নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখি। যাহোক্, একে এরকম বলি। (প্রকাশ্যে) আর্যা পুরুবংশের রাজা দ্বারা যিনি ধর্ম রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন, সেই আমি যজ্ঞক্রিয়াদি নিরুপদ্রবে নিষ্পন্ন হচ্ছে কিনা দেখার জন্য এই ধর্মারণ্যে এসেছি।

অনসূয়া—এখন ধর্মাচরণকারিগণ স-নাথ হলেন। (শকুন্তলা রাজার প্রতি প্রণয়বশতঃ লজ্জার অভিনয় করলেন।)

সখী দ্বয়—(রাজা ও শকুন্তলা—উভয়ের হাবভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করে জনান্তিকে বললেন) সখী শকুন্তলা, আজ যদি পিতা কণ্ব এখানে উপস্থিত থাকতেন?

শকুন্তলা—তাহলে কি হতো?

সখী দ্বয়—এই বিশিষ্ট অতিথিকে জীবিত সর্বস্ব দিয়েও কৃতার্থ করতেন।

শকুন্তলা—(রাগ দেখিয়ে) তোমরা দু'জন দূর হও। কি একটা মনে করে একথা বলছ, তোমাদের দুজনের কথা শুনব না।

মনোরমা—আত্মাপহারম্ = আত্মনঃ অপহারঃ, ষষ্ঠীতৎ, তম্। ধর্মাধিকারে = ধর্মাণাম্ অধিকারঃ, ষষ্ঠীতৎ, তস্মিন্। ধর্মারণ্যম্ = ধর্মস্য অরণ্যম্, অশ্বঘাসাদিবৎ তাদর্থ্যে ষষ্ঠীসমাসঃ। অথবা ধর্মার্থম্ অরণ্যম্, শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ সমাসঃ। নিযুক্তঃ = নি-যুজ্ + ক্ত। অবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায়—উপ-লভ + ঘঞ্ = উপলম্ভঃ, অবিদ্যমানাঃ বিঘ্নাঃ যাসু তাঃ, অবিঘ্নাঃ, বহুব্রীহিঃ। অবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ, কর্মধা, তাসাম্ উপলম্ভঃ, ষষ্ঠীতৎ, তস্মৈ, তাদর্থ্যে চতুর্থী ॥

আলোচনা :

ভ্রমরের আক্রমণ থেকে শকুন্তলাকে রক্ষা করবার ছলে রাজা দুষ্যন্ত বৃক্ষের অন্তরাল থেকে হঠাৎ আশ্রমবালাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলে, আশ্রমবালারা প্রথমে একটু হতচকিত হলেও, শিষ্টাচার বিনিময়ের পর অনসূয়ার প্রশ্নের উত্তরে আত্মপরিচয় প্রকাশ করতে গিয়ে রাজা বিব্রত বোধ করলেন। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রাজা ভাবলেন যে, যদি তিনি

সত্য পরিচয় দেন তাহলে আশ্রমবালারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করবে এবং তাদের আচরণে সহজ স্বাভাবিকতার পবিবর্তে কৃত্রিমতা প্রাধান্য পাবে। আবার, যদি তিনি সত্য পরিচয় গোপন করেন তাহলে তাঁকে অনৃতভাষণের জন্য পাপে লিপ্ত হতে হবে। "মনুসংহিতা" ধর্মশাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে তাই বলা হয়েছে—"যোহন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে। স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ ॥" (৪/২৫৫(অর্থাৎ যে ব্যক্তি জাতি, কুল, কর্ম প্রভৃতিতে একপ্রকার হয়ে সাধুগণের কাছে অন্য প্রকার প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি সংসারে প্রধান পাপকৃৎ, সেজন যথার্থ অপহারক, যেহেতু সে আত্মাকে গোপন করে।

কিন্তু ব্যাসদেবকৃত মহাভারতের আদিপর্বে বলা হয়েছে,—"ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে। প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥" অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন—স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথাবর্তায়, বিবাহে, পবিহাসে, প্রাণসংশয়ে ইত্যাদিতে মিথ্যাভাষণে দোষ নেই।

উক্ত দুটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করে অতিথি রাজা দুষ্যন্ত অনসূয়াব প্রশ্নেব যে উত্তর দিয়েছে—"যঃ পৌরবেণ রাজ্ঞা ধর্মাধিকারে নিযুক্তঃ, সোহহম্ অবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায ধর্মাবণ্যমিদমসায়াতঃ",—এর দুবকম অর্থ হতে পারে। যেমন (১(পুরুবংশীয় রাজা দুষ্যন্ত কর্তৃক আমি ধর্মাধিকারে নিযুক্ত হয়েছি, এবং (২(পুরুবংশের রাজা আমার পিতা কর্তৃক আমি ধর্মাধিকাবে নিযুক্ত হয়েছি। শ্লেষের মাধ্যমে এভাবে বলার কৌশলকে একপ্রকার পতাকাস্থান বলা হয়। যেমন সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' অলংকাব গ্রন্থেব ষষ্ঠপরিচ্ছেদে বলেছেন,—"স্বার্থো বচনবিন্যাসঃ সুশ্লিষ্টঃ কাব্যযোজিতঃ। প্রধানার্থান্তবাক্ষেপী পতাকাস্থানকং পরম্ ॥" অর্থাৎ মনোরম শ্লেষযুক্ত, উভয়ার্থে সুসম্বন্ধ দ্ব্যর্থ বচন- বিন্যাস কাব্যে প্রযুক্ত হয়ে প্রধান অর্থান্তবের সূচক হলে, চতুর্থ পতাকাস্থান হয় ॥

রাজা—বয়মপি তাবদ্ ভবত্যোঃ সখীগতং কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামঃ।

সখ্যৌ—অজ্জ, অনুগ্গহো বিঅ ইয়ং অব্ভত্থণা। [আর্য, অনুগ্রহ ইব ইয়ম্ অভ্যর্থনা।]

রাজা—ভগবান্ কাশ্যপঃ শাশ্বতে ব্রহ্মণি স্থিত ইতি প্রকাশঃ। ইয়ং চ বঃ সখী তদাত্মজেতি কথমেতৎ?

অনসূয়া—সুণাদু অজ্জো। অত্থি কো বি কোসিওত্তি গোত্তণামহেয়ো মহাপ্পহাবো রাএসী [শৃণোতু আর্যঃ। অস্তি কো পি কৌশিক ইতি গোত্রনামধেয়ঃ মহাপ্রভাবঃ রাজর্ষিঃ।]

রাজা—অস্তি শ্রূয়তে।

অনসূয়া—তং ণো পিঅসহীএ পহবং অবগচ্ছ। উজ্‌ঝিআএ সরীর-সংবড্‌ঢণাদিহিং তাদকস্‌সবো সে পিদা। [তম্ আবয়োঃ প্রিয়সখ্যাঃ প্রভবম্ অবগচ্ছ। উজ্‌ঝিতায়াঃ শরীরসংবর্ধনাদিভিঃ তাতকাশ্যপঃ অস্যাঃ পিতা।]

রাজা—উজ্‌ঝিতশব্দেন জনিতং মে কৌতূহলম্। আ মূলাৎ শ্রোতুমিচ্ছামি।

সন্ধিবিচ্ছেদ—বয়ম্ + অপি, তদাত্মজা + ইতি, কথম্ + এতৎ, মূলাৎ + শ্রোতুম্ + ইচ্ছামি, কঃ + অপি।

বাঙলা শব্দার্থ—রাজা—বয়মপি তাবৎ (আমিও তাহলে) ভবত্যোঃ সখীগতং (আপনাদের সখীসম্বন্ধে) কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামঃ (কিছু জিজ্ঞাসা করব)। সখ্যৌ (দুই সখী)—আর্য, ইয়ম্ অভ্যর্থনা (আর্য, আপনার এই অভিলাষ) অনুগ্রহ ইব (আমাদের কাছে অনুগ্রহস্বরূপ)। রাজা—ভগবান্ কাশ্যপঃ (মহর্ষি কাশ্যপ অর্থাৎ কণ্ব) শাশ্বতে ব্রহ্মণি স্থিত ইতি প্রকাশঃ (চিরকাল ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন অর্থাৎ তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—এরকমই প্রসিদ্ধি)। ইয়ং চ বঃ সখী (আপনাদের এই সখী) তদাত্মজা (তাঁর কন্যা) ইতি কথম্ এতৎ (এইটি কি রকম)? অনসূয়া—শৃণোতু আর্যঃ (তাহলে আর্য শ্রবণ করুন)। কৌশিক ইতি গোত্রনামধেয়ঃ মহাপ্রভাবঃ কোঽপি রাজর্ষিঃ অস্তি (গোত্র অনুসারে কৌশিক নামে অত্যন্ত প্রভাবশালী এক রাজর্ষি আছেন)। রাজা—অস্তি শ্রূয়তে (আছেন, শুনেছি)। অনসূয়া—তম্ (তাঁকেই) আবয়োঃ প্রিয়সখ্যাঃ (আমাদের প্রিয়সখীর) প্রভবম্ অবগচ্ছ (জনক বলে জানবেন)। উজ্‌ঝিতায়াঃ (পরিত্যক্ত হলে) শরীর-সংবর্ধনাদিভিঃ (তাকে লালনপালন করে) তাতঃ কাশ্যপঃ (তাত কাশ্যপ) অস্যাঃ পিতা (এর পিতা হয়েছেন)। রাজা—উজ্‌ঝিত শব্দেন ('পরিত্যক্ত'—এ কথায়) মে কৌতূহলম্ (আমার কৌতূহল) জনিতম্ (হচ্ছে)। আ মূলাৎ (একেবারে মূল থেকেই) শ্রোতুমিচ্ছামি (শুনতে ইচ্ছা করি)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—আমিও তাহলে আপনাদের সখীর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করব।

সখীদ্বয়—আর্য, আপনার এই অভিলাষ আমাদের কাছে অনুগ্রহস্বরূপ।

রাজা—মহর্ষি কাশ্যপ অর্থাৎ কণ্ব চিরকাল ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন অর্থাৎ তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—এরকমই প্রসিদ্ধি। আপনাদের এই সখী তাঁর কন্যা,—এইটি কিরকম?

অনসূয়া—তাহলে আর্য শ্রবণ করুণ। গোত্র অনুসারে কৌশিক নামে অত্যন্ত প্রভাবশালী এক রাজর্ষি আছেন।

রাজা—আছেন, শুনেছি।

অনসূয়া—তাঁকেই আমাদেব প্রিযসখীর জনক বলে জানবেন। পরিত্যক্ত হলে তাকে লালনপালন করে তাত কাশ্যপ এর পিতা হয়েছেন।

রাজা—"পরিত্যক্ত" এ কথায় আমার কৌতূহল হচ্ছে। একেবারে মূল থেকে শুনতে ইচ্ছা করি।

আলোচনা :

(ক) **"ভগবান্ কাশ্যপঃ শাশ্বতে ব্রহ্মণি স্থিতঃ"**—মহর্ষি কাশ্যপ চিরকাল ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকাবগণের মতে ব্রহ্মচাবী দু'প্রকাব, যথা—(১(উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী ও (২(নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। যাঁবা গুরুগৃহে বাস করে ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্য দিয়ে বেদাদি অধ্যয়ন সমাপ্ত করে, স্নাতক হযে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে সংসারধর্ম পালন করেন তাঁদেব বলে উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী, এবং যাঁরা আমবণ ব্রহ্মচর্য পালন করেন এবং কখনো গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন না তাঁদেব বলা হয নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচাবী। তাই কূর্মপুরাণে বলা হয়েছে,—"যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ। উপকুর্বাণকো জ্ঞেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ ॥" মহর্ষি কণ্বও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচাবী ছিলেন। তাই **"কাশ্যপঃ শাশ্বতে ব্রহ্মণি স্থিতঃ"**—বলা হয়েছে ॥

(খ) ঋষি বিশ্বামিত্রের অপর নাম কৌশিক। কুশ বা কুশিকের গোত্রাপত্য এই অর্থে কুশিক + অণ্ = কৌশিক। "শরীবসংবর্ধনাদিভিঃ তাতকাশ্যপঃ অস্যাঃ পিতা। অর্থাৎ শকুন্তলাকে লালনপালন, সংবর্ধন ও সংবক্ষণের জন্য মহির্ষ কণ্ব শকুন্তলাব পিতা। শাস্ত্রে বলা হয়েছে,—"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা। জনযিতোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতবঃ স্মৃতাঃ ॥" মহাকবি তাঁর "রঘুবংশম্" মহাকাব্যে বলেছেন,—"প্রজানাং বিনয়াদানাৎ রক্ষণাদ্ ভবণাদপি। স পিতা, পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥" (১/২৪(, অর্থাৎ বাজা দিলীপ প্রজাদের শিক্ষাদান, রক্ষাকার্য, ভবণপোষণ ইত্যাদির জন্য যথার্থই পিতা ছিলেন, তাদের পিতারা ছিলেন কেবল তাদের জন্মের হেতু ॥

অনসূয়া—সুণাদু অজ্জো। গোদমীতীরে পুরা কিল তস্স রাএসিণো উগ্‌গে তবসি বঢ্‌ঢমাণস্স কিং বি জাদসঙ্কেহিং দেবেহিং মেণআ ণাম অচ্ছরা পেসিদা ণিঅমবিগ্‌ঘকারিণী। [শৃণোতু আর্যঃ। গৌতমীতীরে পুরা কিল তস্য রাজর্ষেরুগ্রে তপসি বর্তমানস্য কিমপি জাতশঙ্কৈঃ দেবৈঃ মেনকা নাম অপ্সরা প্রেষিতা নিয়মবিঘ্নকারিণী।]

রাজা—অস্ত্যেতদন্যসমাধিভীরুত্বং দেবানাম্।

অনসূয়া—তদো বসন্তোদারসমএ সে উন্মাদইত্তঅং রূবং পেক্‌খিঅ—(অর্ধোক্তে লজ্জয়া বিবমতি) [ততঃ বসন্তোদারসময়ে তস্যাঃ উন্মাদয়িতৃ রূপং প্রেক্ষ্য]—

রাজা—পরস্তাজ্‌জ্ঞায়ত এব। সর্বথা অপ্সরঃসম্ভবা এষা।

অনসূয়া—অহ ইং। [অথ কিম্।]

রাজা—উপপদ্যতে,—

মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ ॥ ২৩ ॥

(শকুন্তলা অধোমুখী তিষ্ঠতি)

সন্ধিবিচ্ছেদ—অস্তি + এতৎ + অন্যসমাধিভীরুত্বম্, পরস্তাৎ + জ্ঞায়তে + এব, সর্বথা + অপ্সবঃসম্ভবা + এষা, স্যাৎ + অস্য, জ্যোতিঃ + উদেতি।

অন্বয়—মানুষীষু অস্য রূপস্য সম্ভবঃ কথং বা স্যাৎ? প্রভাতরলং জ্যোতিঃ বসুধাতলাৎ ন উদেতি ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—অনসূয়া—শৃণোতু আর্যঃ, (আর্য শ্রবণ করুন)। পুরা কিল (পুরাকালে) গৌতমীতীরে (গৌতমী নদীর তীরে) তস্য রাজর্ষেঃ (সেই রাজর্ষির) উগ্রে তপসি বর্তমানস্য (কঠোর তপস্যায় রত থাকা কালে) কিমপি জাতশঙ্কৈঃ দেবৈঃ (দেবতারা কোন কারণে আশংকিত হয়ে) নিয়মবিঘ্নকারিণী (তপস্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) মেনকা নাম অপ্সরাঃ প্রেষিতা (মেনকা নাম্নী এক সুরবালাকে প্রেরণ করলেন)। রাজা—দেবানাম্ এতৎ অন্যসমাধিভীরুত্বম্ (অপরের তপস্যায় দেবতাদের ভয় পাওয়া প্রসিদ্ধই বটে)। অনসূয়া—ততঃ (তারপর) বসন্তোদারসময়ে (বসন্তকালের মনোরম ক্ষণে) তস্যাঃ (তার) উন্মাদয়িতৃ রূপং প্রেক্ষ্য (উন্মাদজনক রূপ দেখে)—(অর্ধেক উক্তি করে লজ্জায় বিরত হলেন)। রাজা—পরস্তাৎ জ্ঞায়তে এব (পরবর্তী ঘটনা বোঝাই যাচ্ছে)। সর্বথা এষা অপ্সরঃসম্ভবা (ইনি সবদিক থেকেই অপ্সরার গর্ভজাত সন্তান)। অনসূয়া—অথ কিম্ (তাই বটে)। রাজা—উপপদ্যতে (তাই সম্ভবপর)—মানুষীষু (মানবীদের মধ্যে) অস্য রূপস্য সম্ভবঃ (এ রূপের উৎপত্তি) কথং বা স্যাৎ (কিভাবে সম্ভব)? প্রভাতরলং জ্যোতিঃ (চঞ্চলপ্রভা বিদ্যুৎ) বসুধাতলাৎ ন উদেতি (ধরণীতল থেকে জন্ম নেয় না।)

[শকুন্তলা অধোমুখী তিষ্ঠতি—(শকুন্তলা অধোমুখী হয়ে রইলেন)]

বঙ্গানুবাদ—অনসূয়া—আর্য শ্রবণ করুন। পুরাকালে গৌতমী নদীর তীরে সেই রাজর্ষির কঠোর তপস্যায় রত থাকা কালে দেবতারা কোন কারণে আশংকিত হয়ে তপস্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মেনকা নাম্নী এক সুরবালাকে প্রেরণ করলেন।

রাজা—অপরের তপস্যায় দেবতাদের ভয় পাওয়া প্রসিদ্ধই বটে।

অনসূয়া—তারপর বসন্তকালের মনোরম ক্ষণে তার উন্মাদজনক রূপ দেখে—(অর্থেক উক্তি কবে লজ্জায় বিরত হলেন)।

রাজা—পরবর্তী ঘটনা বোঝাই যাচ্ছে। ইনি সব দিকে থেকেই অপ্সরার গর্ভজাত সন্তান।

অনসূয়া—তাই বটে।

রাজা—তাই সম্ভবপর, কারণ, মানবীদের মধ্যে এমন অলৌকিক রূপের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হতে পারে? প্রভাচঞ্চল জ্যোতির্ময়ী বিদ্যুৎ ভূগর্ভ থেকে উৎপন্ন হয় না ॥ ২৩ ॥

(শকুন্তলা অধোমুখী হয়ে রইলেন)।

মনোরমা—মানুষীষু = মনোরপত্যং পুমান্ ইতি মনু + অঞ্ = মানুষ। "মনোর্জাতাবঞ্যতৌ ষুক্ চ" সূত্রে 'ষুক্' আগম। মানুষ + ঙীপ = মানুষী। 'রূপস্য' শব্দে রূপকে রূপবান্ অর্থে এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং রূপ + মত্বর্থীয় অর্শআদিভ্যোঽচ্ = রূপ অর্থাৎ রূপবান্। প্রভাতরলম্ = প্রভয়া তরলম্, তৃতীয়াতৎ। বসুধাতলাৎ = বসুধায়াঃ তলম্, ষষ্ঠীতৎ, বসুধাতলম্, তস্মাৎ — অপাদানে পঞ্চমী ॥

আশা—মানুষীষু ইতি। মানবীষু মানবীগর্ভজাতাসু রমণীষু অস্য ঈদৃশস্য অলৌকিকস্য রূপস্য সৌন্দর্যস্য সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ কথং বা স্যাৎ, ন কথমপি স্যাদেব। রূপস্য লক্ষণং তু—"অঙ্গান্যভূষিতান্যেব প্রক্ষেপাদ্যৈ-র্বিভূষণৈঃ। যেন ভূষিতবদ্ ভান্তি তদ্ রূপমিতি কথ্যতে ॥ প্রভাভিঃ দীপ্তিভিঃ তরলং চঞ্চলং উজ্জ্বলং বা জ্যোতিঃ বিদ্যুৎ বসুধাতলাৎ ভূপৃষ্ঠাৎ ন উদেতি ন সম্ভবতি। যথা ভূতলাৎ কদাপি বিদ্যুৎ নোৎপদ্যতে তথা মানবী-গর্ভাদপি ঈদৃশং রূপং ন সমুদ্ভবতি। ন কথমপি ঈদৃশী অলৌকিকরূপসমৃদ্ধা শকুন্তলা মানবীগর্ভজাতা পরং তু সা সর্বথা সুরাঙ্গনাসম্ভবা এব। অত্র একাপ্যুৎপত্তিক্রিয়া পৌনরুক্ত্যনিরাসায় সম্ভবোদয়পদাভ্যাং পৃথক্ নির্দিষ্টা ইতি অতিশয়োক্তিমূল-প্রতিবস্তূপ-মালংকারঃ। শ্লোকো বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

(ক) **মেনকা নাম অপ্সরাঃ প্রেষিতাঃ।** অদ্ভ্যঃ সরন্তি ইতি অপ্সবাঃ = অপ্-সৃ + অসুন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। অপ্সরাঃ সাধারণতঃ বহুবচনে ব্যবহৃত হয় তবে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি একে একবচনেও ব্যবহার করেছেন। সমুদ্র মন্থনেব সময় জল থেকে এদের উৎপত্তি হয়েছিল বলে, এদেব অপ্সবাঃ বলা হয। "অপ্সু নির্মথনাদেব বসাৎ তস্মাদ্ বরস্ত্রিয়ঃ। উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্সরসোঽভবন্ ॥" (রামাযণ)। "ঘৃতাচী **মেনকা** বম্ভা **উর্বশী** চ তিলোত্তমা। সুকেশী মঞ্জুঘোযাদ্যাঃ কথ্যন্তে অপ্সবসো বুধৈঃ ॥"

(খ) **নিয়মবিঘ্নকারিণী**—"নিয়মস্তু স যৎ কর্মানিত্যমাগন্তুসাধনম্"—কোন কিছু কামনা করে যে ধর্মীয অনুষ্ঠান পালন করা হয়, তাকে নিযম বলে। এইটি নিত্যকর্ম নয়। নিয়ম দশ প্রকাব,—"শৌচমিজ্যাতপোদানমস্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহঃ। ব্রতমৌনোপবাসশ্চ স্নানং চ নিয়মাঃ দশ।"

(গ) **"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ"**

শকুন্তলাব অলোকসামান্য রূপের বর্ণনা কবতে গিযে রাজা দুষ্যন্ত এ উক্তি কবলেন। মানুষের মধ্যে কখনো এ রূপ সম্ভব হতে পারে না। কেননা, চঞ্চল বিদ্যুৎ কখনো ভূগর্ভ থেকে উৎপন্ন হয না। আকাশের বুকেই বিদ্যুতের জন্ম বলেই তাতে প্রভাচঞ্চল দীপ্তি প্রকাশ পায। কাবণ থেকে কার্যেব উৎপত্তি, কাবণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয না। তেমনি আবার কারণের গুণও কার্যে সংক্রমিত হয। এইটি বিশেষজ্ঞদের মত। যেমন মৃত্তিকাব দ্বারা নির্মিত ঘটে মৃত্তিকার বিশেযগুণ গন্ধের অনুভব হয, যেহেতু ঘট মৃত্তিকা নামক উপাদানকাবণ থেকেই তৈরী। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যেমন এইটি সত্য, তেমনি সত্য শকুন্তলার ক্ষেত্রেও। শকুন্তলাব এই অলোকসামান্য রূপ ও ঔজ্জ্বল্যেব কাবণ শকুন্তলাব জননী স্বর্গসুন্দরী অপ্সবা মেনকা। তাই বলা হযেছে, মানবীর মধ্যে এপ্রকাব রূপেব সম্ভাবনা অলীকমাত্র ॥

রাজা—(আত্মগতম্) লব্ধাবকাশো মে মনোরথঃ। কিন্তু সখ্যা পরিহাসোদাহৃতাং বরপ্রার্থনাং শ্রুত্বা ধৃতদ্বৈধীভাবকাতরং মে মনঃ।

প্রিয়ংবদা—(সস্মিতং শকুন্তলাং বিলোক্য নায়কাভিমুখী ভূত্বা) পুণো বি বত্তুকামো বিঅ অজ্জো। [পুনরপি বক্তুকাম ইব আর্যঃ]

(শকুন্তলা সখীমঙ্গুল্যা তর্জয়তি)

রাজা—সম্যগুপলক্ষিতং ভবত্যা। অস্তি নঃ সচ্চরিতশ্রবণলোভাদন্যদপি প্রষ্টব্যম্।

প্রিয়ংবদা—অলং বিআরিঅ। অণিঅন্তণাণুওও তবস্সিঅণো ণাম। [অলং বিচার্য। অনিয়ন্ত্রণানুযোগঃ তপস্বিজনো নাম।]

রাজা—ইতি সখীং তে জ্ঞাতুমিচ্ছামি।

বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানা-
দ্ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্।
অত্যন্তমাত্মসদৃশেক্ষণবল্লভাভি—
রাহো নিবৎস্যতি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ ॥ ২৪ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—সখীম্ + অঙ্গুল্যা, সম্যক্ + উপলক্ষিতম্, জ্ঞাতুম্ + ইচ্ছামি, কিম্ + অনয়া, লোভাৎ + অন্যৎ + অপি, ব্রতম্ + আপ্রদানাৎ + ব্যাপারবোধি, অত্যন্তম্ + এব।

অন্বয়—অনয়া আ প্রদানাৎ মদনস্য ব্যাপাবরোধি বৈখানসং ব্রতং কিং নিষেবিতব্যম্? আহো সদৃশেক্ষণবল্লভাভিঃ হরিণাঙ্গনাভিঃ সমম্ অত্যন্তম্ এব নিবৎস্যতি?

বাঙলা শব্দার্থ—বাজা—(আত্মগতম্—মনে মনে) মে মনোরথঃ (আমার অভিলাষ) লব্ধাবকাশঃ (সুযোগ লাভ করেছে)। কিন্তু সখ্যা পরিহাসোদাহৃতাং বরপ্রার্থনাং শ্রুত্বা (কিন্তু সখী প্রিয়ংবদার পরিহাসছলে বরপ্রার্থনার কথা শুনে) মে মনঃ দ্বৈধীভাবকাতরম্ (আমার মন দ্বিধায় আকুল হয়েছে)। প্রিয়ংবদা—সস্মিতম্—(সহাস্যে), শকুন্তলা বিলোক্য (শকুন্তলাকে দেখে), নায়কাভিমুখী ভূত্বা (নায়কেব দিকে ফিরে) আর্যঃ পুনরপি (আপনি পুনরায়) বক্তুকাম ইব (যেন কিছু বলতে ইচ্ছুক)। (শকুন্তলা সখীম্ অঙ্গুল্যা তর্জযতি—শকুন্তলা অঙ্গুলিসংকেতে সখীকে শাসালেন)। রাজা—ভবত্যা সম্যক্ উপলক্ষিতম্ (আপনি যথার্থই অনুমান করেছেন)। সচ্চরিতশ্রবণলোভাৎ (সজ্জনব্যক্তির চরিত শ্রবণের লোভে) নঃ অন্যৎ অপি প্রষ্টব্যম্ অস্তি (আমাব আরো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে)। প্রিয়ংবদা—অলং বিচার্য (তার জন্য সংকোচের কোন প্রয়োজন নেই)। তপস্বিজনঃ (তাপসদের) অনিয়ন্ত্রণানুযোগঃ নাম (জিজ্ঞাসা করবার কোন বাধা নেই)। বাজা—তে সখীম্ ইতি জ্ঞাতুমিচ্ছামি (আপনাদের সখী সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা হচ্ছে)। আ প্রদানাৎ (একে বিবাহ দেওয়া পর্যন্ত) মদনস্য ব্যাপারবিরোধি (মদনের অর্থাৎ কামভাবের বিরোধি) অনয়া বৈখানসং ব্রতং কিং নিষেবিতবাম্ (ইনি কি ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করবেন)? আহো (নাকি) সদৃশেক্ষণবল্লভাভিঃ সমম্ (সদৃশলোচন নিবন্ধন প্রিয় মৃগীবৃন্দের সঙ্গে) অত্যন্তম্ এব নিবৎস্যতি (চিরকাল বাস করবেন)? ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—

রাজা—(মনে মনে) আমার অভিলাষ সুযোগ লাভ করেছে, কিন্তু সখী প্রিয়ংবদার পরিহাসছলে বরপ্রার্থনার কথা শুনে আমার মন দ্বিধায় আকুল হয়েছে।

প্রিয়ংবদা—(সহাস্যে, শকুন্তলাকে দেখে) (নায়কের দিকে ফিরে) আর্য যেন পুনরায় কিছু বলতে ইচ্ছুক। (শকুন্তলা অঙ্গুলিসংকেতে সখীকে শাসালেন)।

রাজা—আপনি যথার্থই অনুমান করেছেন। সজ্জন·ব্যক্তির চরিত শ্রবণের লোভে আমার আরো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

প্রিয়ংবদা—এর জন্য সংকোচের কোন প্রয়োজন নেই। তাপসদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসায় কোন বাধা নেই।

রাজা—আপনাদের সখী সম্পর্কেই জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। এঁকে বিবাহ দেওয়া পর্যন্ত ইনি কি কামভাবের বিরোধি ব্রহ্মচর্য পালন করবেন? নাকি সদৃশলোচননিবন্ধন প্রিয় মৃগীবৃন্দের সঙ্গে চিরকাল বাস করবেন? ॥ ২৪ ॥

মনোরমা—লব্ধাবকাশঃ = লব্ধঃ অবকাশঃ যেন সঃ, বহুব্রীহিঃ। উপলক্ষিতম্ = উপ-লক্ষ্ + ক্ত। লোভাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। প্রষ্টব্যম্ = প্রচ্ছ্ + তব্য। আ প্রদানাৎ— "পঞ্চম্যাঙ্পরিভিঃ"—এই সূত্র অনুসারে পঞ্চমী। ব্যাপাররোধি = ব্যাপারং রোদ্ধুং শীলমস্য তৎ, ব্যাপার + রুধ্ + ণিনি তাচ্ছীল্যে। নিষেবিতব্যম্ = নি-সেব্ + তব্য কর্মণি। সদৃশেক্ষণবল্লভাভিঃ = সদৃশানি ঈক্ষণানি যাসাং তাঃ, সদৃশেক্ষণাঃ, বহুব্রীহিঃ, তা এব বল্লভাঃ (সহসুপা), তাভিঃ, সহার্থে তৃতীয়া। নিবৎস্যতি = নি-বস্ + লৃট্ স্যতি ॥

আশা—বৈখানসমিতি। অনয়া যুবয়োঃ সখ্যা শকুন্তলয়া মদনস্য কামদেবস্য ব্যাপারং প্রবর্তনং রোদ্ধুং শীলম্ অস্য ইতি ব্যাপারবিরোধী, বৈখানসং তপস্বিসম্বন্ধি ব্রতং ব্রহ্মচর্যম্ আ প্রদানাৎ প্রদানাদিবিশিষ্টং পরিণয়ং মর্যাদীকৃত্য নিষেবিতব্যম্ আচরিতব্যম্ ইতি প্রথমঃ প্রশ্নঃ। আহো অথবা সদৃশাভ্যাং স্বসমানাভ্যাম্ ঈক্ষণাভ্যাং লোচনাভ্যাং বল্লভাভিঃ প্রিয়াভিঃ হরিণাঙ্গনাভিঃ আশ্রমমৃগীভিঃ সমং সহ অত্যন্তমেব জীবনপর্যন্তমেব নিবৎস্যতি স্থাস্যতি ইতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ। অত্র বিশেষণানাং সাভিপ্রায়ত্বাৎ পরিকরালংকারঃ,— "উক্তির্বিশেষণৈঃ সাভিপ্রায়ৈঃ পরিকরো মতঃ" ইতি লক্ষণাৎ। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্,— "জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি লক্ষণাৎ ॥

আলোচনা :

মহর্ষি কণ্বদেবের তপোবনে প্রথমদর্শনেই রাজা দুষ্যন্ত আশ্রমবালা শকুন্তলার অলৌকিক রূপলাবণ্যে মুগ্ধ। অন্য দিকে রাজা দুষ্যন্তকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই শকুন্তলার হৃদয়েও

তপোবনবিরুদ্ধ বিকারের উদ্ভব। পরস্পরকে কেন্দ্র করে উভয়ের হৃদয়ে যে পূর্বরাগের উন্মেষ হয়েছিল, তা' ক্রমশ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে এখন গভীর অনুরাগে পরিণতি লাভ করেছে। এ নিসর্গরমণীয় রমণীরত্নলাভের জন্য রাজার মনের মধ্যে দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। শকুন্তলাকে কেন্দ্র করে রাজার মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে এবং সেসব উত্তর তিনি শকুন্তলার প্রিয়সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মুখে শুনেছেন। রাজা জানলেন, শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের পালিতা কন্যা, সে ব্রাহ্মণতনয়া নয়, সে অপ্সরা মেনকার গর্ভে ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের ঔরসজাত কন্যা। সুতরাং সে রাজা দুষ্যন্তের পরিণয়যোগ্যা। পুরুবংশীয় আর্য রাজার মন কি কখনো নিষিদ্ধ বস্তুতে আকৃষ্ট হয়? রাজার বিবেকের নির্দেশই চূড়ান্ত প্রমাণ—"সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণম্ অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তয়ঃ।" পুনরায় রাজার মনে যে দুটি প্রশ্ন জেগেছে তা' "বৈখানসং কিমিতি" শ্লোকে বিধৃত হয়েছে।

"পরিণয় নাহি হয় যত দিনাবধি / ব্রহ্মচর্য পালিবেন মদনবিরোধী?
হরিণনয়না বালা হরিণীর সনে / কাটাবে কি চিরদিন এই তপোবনে?"

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

প্রিয়ংবদা—অজ্জ, ধম্মচরণে বি পরবসো অঅং জণো। গুরুণো উণ সে অণুরূববরপ্পদাণে সংকপ্পো। [আর্য, ধর্মাচরণে অপি পরবশঃ অয়ং জনঃ। গুরোঃ পুনঃ অস্যাঃ অনুরূপবরপ্রদানে সংকল্পঃ।]

রাজা—(আত্মগতম্) ন খলু দূরবাপেয়ং প্রার্থনা।

ভব হৃদয় সাভিলাষংসম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।
আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্ ॥ ২৫ ॥

শকুন্তলা—(সরোষমিব) অণসূএ গমিস্সং অহং। [অনসূয়ে, গমিষ্যামি অহম্।]

অনসূয়া—কিং ণিমিত্তং? [কিং নিমিত্তম্?]

শকুন্তলা—ইম্ অসংবদ্ধপ্পলাবিণিং পিঅংবদং অজ্জাএ গোদমীএ ণিবেদইস্সং। [ইমাম্ অসংবদ্ধপ্রলাপিনীং প্রিয়ংবদাং আর্যায়ৈ গৌতম্যৈ নিবেদয়িষ্যামি।]

অনসূয়া—সহি, ন জুত্তং অকিদসক্কারং অদিহিবিসেসং বিসজ্জিঅ সচ্ছন্দদো গমণম্।

[সখি, ন যুক্তম্ অকৃতসৎকারম্ অতিথিবিশেষং বিসৃজ্য স্বচ্ছন্দতো গমনম্।]

(শকুন্তলা ন কিঞ্চিদুক্ত্বা প্রস্থিতৈব)

রাজা—(গ্রহীতুমিচ্ছন্ নিগৃহ্য আত্মানম্। আত্মগতম্) অহো চেষ্টাপ্রতিরূপিকা কামিজনমনোবৃত্তিঃ। অহং হি—

অনুযাস্যন্ মুনিতনয়াং সহসা বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ।
স্থানাদনুচ্চলন্নপি গত্বেব পুনঃ প্রতিনিবৃত্তঃ ॥ ২৬ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—দুরবাপা + ইয়ম্, যৎ + অগ্নিম্, তৎ + ইদম্, সরোষম্ + ইব, কিঞ্চিৎ + উক্ত্বা, প্রস্থিতা + এব, গ্রহীতুম্ + ইচ্ছন্, স্থানাৎ + অনুচ্চলন্ + অপি।

অন্বয়—হৃদয়, সাভিলাষং ভব। সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ঃ জাতঃ। যৎ অগ্নিম্ আশঙ্কসে, তৎ ইমম্ স্পর্শক্ষমং রত্নম্ ॥

(অহং হি) মুনিতনয়াম্ অনুযাস্যন্ সহসা বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ (সন্) স্থানাৎ অনুচ্চলন্ অপি গত্বা পুনঃ প্রতিনিবৃত্ত ইব ॥

বাঙলা শব্দার্থ—প্রিয়ংবদা—আর্য, অয়ং জনঃ (আর্য, এ ব্যক্তি অর্থাৎ শকুন্তলা) ধর্মাচরণে অপি (ধর্মাচরণ বিষয়েও) পরবশঃ (পরাধীন)। গুরোঃ পুনঃ (গুরুর অর্থাৎ পিতা কণ্বের কিন্তু) অস্যাঃ অনুরূপবরপ্রদানে সংকল্পঃ (একে যোগ্য বরে সম্প্রদান করারই অভিপ্রায়)। রাজা—(আত্মগতম্—মনে মনে) ইয়ং প্রার্থনা (এই প্রার্থনা) ন খলু দুরবাপা (দুর্লভ নয়)। হৃদয় (হে হৃদয়) সাভিলাষং ভব (অভিলাষ অর্থাৎ শকুন্তলাকে পেতে কামনা করতে পার)। সম্প্রতি (এখন) সন্দেহনির্ণয়ঃ জাতঃ (সন্দেহের নিরসন হয়েছে)। যৎ অগ্নিম্ আশঙ্কসে (যাকে ভেবেছিলে আগুন বলে) তৎ ইদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্ (তা বস্তুতঃ স্পর্শযোগ্য রত্ন)। শকুন্তলা—(সরোষমিব—যেন ক্রোধান্বিত হয়ে) অনসূয়ে গমিষ্যামি অহম্ (অনসূয়া আমি এখন যাব)। অনসূয়া—কিং নিমিত্তম্ (কি কারণে)? শকুন্তলা—ইমাম্ অসংবদ্ধপ্রলাপিনীম্ প্রিয়ংবদাম্ (এই প্রিয়ংবদা যা' তা' অসংলগ্ন উক্তি করছে) আর্যায়ৈ গৌতম্যৈ নিবেদয়িষ্যামি (এর সম্বন্ধে আর্যা গৌতমীর কাছে নালিশ জানাব)। অনসূয়া—সখি, অকৃতসৎকারম্ অতিথিবিশেষম্ (বিশিষ্ট অতিথির যথোচিত সৎকার না করেই), বিসৃজ্য (তাঁকে ছেড়ে) স্বচ্ছন্দতো গমনম্ (স্বেচ্ছায় চলে যাওয়া) ন যুক্তম্ (কখনো উচিত নয়)। (শকুন্তলা ন কিঞ্চিদুক্ত্বা প্রস্থিতা এব—শকুন্তলা কিছুই না বলে চলতে সুরু করলেন)। রাজা—(গ্রহীতুম্ ইচ্ছন্ আত্মানং নিগৃহ্য—শকুন্তলাকে ধরে রাখতে ইচ্ছুক হয়েও নিজেকে সংযত করে) আত্মগতম্ (মনে মনে বললেন)—অহো (কি আশ্চর্য) কামিজনমনোবৃত্তিঃ (কামার্ত জনের মনোবৃত্তি) চেষ্টাপ্রতিরূপিকা (এবং তার দৈহিক প্রয়াস, একে অপরের প্রতিবিম্ব)। অহং হি (আমি)

মুনিতনয়াম অনুযাসান্ (মুনিকন্যা শকুন্তলাকে অনুসরণ করতে যাব এ অবস্থায়) সহসা বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ (হঠাৎ শিষ্টাচার আমাকে বাধা দিল)। স্থানাৎ অনুচ্চলন্ অপি (স্থান থেকে না চললেও) গত্বা পুনঃ প্রতিনিবৃত্তঃ ইব (মনে হচ্ছে যেন আমি এঁকে কিছুদূর অনুসরণ করে আবার ফিরে এসেছি)।

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা—আর্য, এব্যক্তি অর্থাৎ শকুন্তলা ধর্মাচরণেও পরাধীন। গুরু অর্থাৎ তাত কণ্বের কিন্তু একে যোগ্য বরে সমর্পণ করাই অভিপ্রায়।

রাজা—(মনে মনে) এ প্রার্থনা নিশ্চয়ই দুর্লভ নয়। হে হৃদয়। শকুন্তলাকে পেতে কামনা করতে পার। এখন সন্দেহের নিরসন হয়েছে। যাকে অগ্নি বলে মনে করেছিলে, তা বস্তুতঃ স্পর্শযোগ্য রত্ন ॥ ২৫ ॥

শকুন্তলা—(যেন ক্রোধান্বিত হয়ে) অনসূয়া, আমি এখন যাব।

অনসূয়া—কি কারণে?

শকুন্তলা—এই প্রিয়ংবদা যা' তা' অসংলগ্ন উক্তি করছে। এর সম্বন্ধে আর্যা গৌতমীর কাছে নালিশ জানাব।

অনসূয়া—সখি, বিশিষ্ট অতিথির যথোচিত সৎকার না করেই, তাঁকে ছেড়ে স্বেচ্ছায় চলে যাওয়া কখনো উচিত নয়। (শকুন্তলা কিছু না বলে চলতে সুরু করলেন)।

রাজা—(শকুন্তলাকে ধরে রাখতে ইচ্ছুক হয়েও নিজেকে সংযত করে) (মনে মনে)—কি আশ্চর্য। কামার্তজনের মনোবৃত্তি এবং তার দৈহিক প্রয়াস, একে অপরের প্রতিবিম্ব। আমি মুনি কন্যা শকুন্তলাকে অনুসরণ করতে যাব—এ অবস্থায় হঠাৎ শিষ্টাচার আমাকে বাধা দিল। স্থান থেকে না চললেও মনে হচ্ছে যেন আমি এঁকে কিছুদূর অনুসরণ করে আবার ফিরে এসেছি ॥ ২৬ ॥

মনোরমা—সাভিলাষম্ = অভিলাষেণ সহ বর্তমানম্, বহুব্রীহিঃ। "তেন সহেতি তুল্যযোগে"—এই সূত্র অনুসারে। অভিলাষ = অভি—লষ্ + ঘঞ্ ভাবে। সন্দেহঃ = সম্-দিহ্ + ঘঞ্। সন্দেহস্য নির্ণয়ঃ, সন্দেহনির্ণয়ঃ, ষষ্ঠীতৎ। আশঙ্কসে = আ-শংক্—লট্ সে। স্পর্শক্ষমম্ = স্পর্শং ক্ষমতে ইতি স্পর্শ + ক্ষম্ + ণ কর্তরি ॥

আশা — অনুযাস্যন্নিতি। মুনিতনয়াং প্রস্থিতাং শকুন্তলাং সহসা অবিচারিতম্

অনুযাসান্ অনুগন্তুম্ উদ্যতঃ সন্ বিনয়েন জিতেন্দ্রিয়তয়া সদাচারবশাৎ বা বারিতঃ রুদ্ধঃ প্রসরঃ বেগঃ যস্য তাদৃশঃ অহং দুষ্যন্তঃ স্থানাৎ আসনাৎ অনুচ্চলন্ চলনরহিতোঽপি, আসনে স্থিতোঽপি ইত্যর্থঃ, মনসা অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ সমীপং গত্বাপি প্রতিনিবৃত্তঃ প্রত্যাগত ইব। অত্র উৎপ্রেক্ষানাম অলংকারঃ। তল্লক্ষণং তু দর্পণে, "ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা। বাচ্যাপ্রতীয়মানা প্রথমং সা দ্বিবিধা মতা" ।। ইতি।। "অনুচ্চলন্ গতঃ" ইতি বিরোধাভাসঃ কাব্যলিঙ্গং চ । আর্যা জাতি।

প্রিয়ংবদা—(শকুন্তলাং নিরুদ্ধ্য) হলা, ণ দে জুত্তং গন্তুং। [হলা, ন তে যুক্তং গন্তুম্]

শকুন্তলা—(সভ্রূভঙ্গম্) কিং ণিমিত্তং? [কিং নিমিত্তম্?]

প্রিয়ংবদা—রুক্খসেঅণে দুবে ধারেসি মে। এহি দাব। অত্তাণং মোচিঅ তদো গমিস্সসি। (বলাদেনাং নিবর্তয়তি) [বৃক্ষসেচনে দ্বে ধারয়সি মে। এহি তাবৎ আত্মানং মোচয়িত্বা ততো গমিষ্যাসি।]

রাজা—ভদ্রে, বৃক্ষসেচনাদেব পরিশ্রান্তমত্রভবতীং লক্ষ্যে তথা হ্যস্যাঃ—

স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপণা-
দদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ।
স্রস্তং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্মাম্ভসাং জালকং
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্যাকুলা মূর্ধজাঃ ॥ ২৭ ॥
তদহমেনামনৃণাং করোমি। (ইতি অঙ্গুলীয়ং দাতুমিচ্ছতি।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—বলাৎ + এনাম্, পরিশ্রান্তাম্ + অত্রভবতীম্, হি + অস্যাঃ, দাতুম্ + ইচ্ছতি, তৎ + অহম্ + এনাম্ + অনৃণাম, স্রস্তাংসৌ + অতিমাত্র + লোহিত-ত.লৌ, ঘটোৎক্ষেপণাৎ + অদ্যাপি।

অন্বয়—ঘটোৎ ক্ষেপণাৎ (অস্যাঃ) বাহূ স্রস্তাংসৌ অতিমাত্রলোহিততলৌ, প্রমাণাধিকঃ শ্বাসঃ অদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি, বদনে কর্ণশিরীষরোধি ঘর্মম্ভসাং জালকং বদ্ধম্, বন্ধে স্রংসিনি মূর্ধজাঃ চ একহস্তযামিতাঃ পর্যাকুলাঃ।

বাঙ্লা শব্দার্থ—প্রিয়ংবদা—(শকুন্তলাং নিরুদ্ধ্য)—শকুন্তলাকে বাধা দিয়ে) হলা, ন তে যুক্তং গন্তুম্ (সখি, তোমার চলে যাওয়া উচিত নয়)। শকুন্তলা—(সভ্রূভঙ্গম্—ভ্রূকুঞ্চন করে) কিং নিমিত্তম্ (কেন)? প্রিয়ংবদা—বৃক্ষসেচনে দ্বে ধারযসি মে (আমার

কাছে তোমার দুবার বৃক্ষে জলদেবার ঋণ আছে। এহি তাবৎ (এখন এসো), আত্মানং মোচয়িত্বা (নিজেকে ঋণ থেকে মুক্ত করে) ততঃ গমিষ্যসি (তারপর যাবে)। (বলাৎ এনাং নিবর্তয়তি—জোরপূর্বক আবদ্ধ করলেন)। রাজা—ভদ্রে, অত্রভবতীম্ (এঁকে) বৃক্ষসেচনাৎ এব (গাছে জলদানকার্যবশতঃ) পরিশ্রান্তং লক্ষ্যে—(পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে)। তথাহি (কেননা) ঘটোৎক্ষেপণাৎ (জলের কলসী বারংবার উত্তোলনের জন্য) অস্যাঃ বাহূ স্রস্তাংসৌ (এঁর বাহুদ্বয় স্কন্ধ থেকে শিথিল হয়ে পড়েছে) অতিমাত্রলোহিততলৌ (হাতের তল = দেশ অত্যন্ত রক্তবর্ণ ধারণ করেছে), প্রমাণাধিকঃ শ্বাসঃ (স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক নিঃশ্বাস গ্রহণ করায় এঁর) অদ্যাপি (এখনো) স্তনবেপথুং জনয়তি (বুক কম্পিত হচ্ছে), বদনে (এঁর মুখে) ঘর্মাম্ভসাং জালকং বদ্ধম্ (ঘর্মের বিন্দু লেগে রয়েছে)। কর্ণশিরীষরোধি (যার ফলে কর্ণে পরিহিত শিরীষকুসুম আবদ্ধ হয়ে রয়েছে)। বন্ধে স্রংস্রিনি (কেশগ্রন্থি খুলে যাওয়ায়) মূর্ধজাঃ চ (কেশকলাপ) একহস্তযমিতাঃ (একহস্তে বন্ধন করায়) পর্যাকুলাঃ (মস্তকের চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে)। তৎ অহম্ এনাম্ (তা আমি একে) অনৃণাং করোমি (ঋণমুক্ত করছি)।

(ইতি অঙ্গুলীয়ং দাতুমচ্ছতি—এই বলে নিজের অঙ্গুরীয়ক দিতে চাইলেন।)

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা (শকুন্তলাকে বাধা দিয়ে) এভাবে তোমার চলে যাওয়া উচিত নয়।

শকুন্তলা—(ভ্রূকুঞ্চন করে) কেন?

প্রিয়ংবদা—তুমি আমার কাছে দুটি গাছে জলসেচের জন্য ঋণী। প্রথমে আমার ঋণ শোধ করবে, তারপর যাবে। (এই বলে শকুন্তলাকে জোরপূর্বক নিবৃত্ত করল)।

রাজা—ভদ্রে, আমার মনে হচ্ছে বৃক্ষসেচনে ইনি অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হয়েছেন। এই দেখুন, —বার বার জলের কলস তুল্‌তে তুল্‌তে এর হস্তযুগলের তলদেশ অত্যন্ত রক্তবর্ণ ধারণ করেছে এবং স্কন্ধযুগল অবনত হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিকের চেয়েও দীর্ঘতর শ্বাস গ্রহণের জন্য এখনো এর বক্ষ কম্পিত হচ্ছে। মুখমণ্ডলে জাত ঘর্মবিন্দুসমূহে এর কর্ণে পরিহিত শিরীষকুসুম দুটি আবদ্ধ রয়েছে। কেশগ্রন্থি খুলে গেলে একহস্তে বন্ধন করায় কেশদাম মস্তকের চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে ॥২৭॥ তা' আমি একে ঋণমুক্ত করছি। (এই বলে নিজের অঙ্গুরীয়ক দিতে চাইলেন)

মনোরমা—স্রস্তাংসৌ—স্রস্তৌ অংসৌ যয়োঃ তৌ, বহুব্রীহিঃ। ঘটোৎক্ষেপণাৎ—ঘটস্য উৎক্ষেপণম্, ষষ্ঠীতৎ, তস্মাৎ,হেতৌপঞ্চমী। প্রমাণাধিকঃ — প্রমাণাৎ অধিকঃ, পঞ্চমীতৎ। কর্ণশিরীষরোধি—কর্ণস্থং শিরীষম্, কর্ণশিরীষম্, শাকপার্থিবাদিবৎ

সমাস ঃ। কর্ণশিরীষং রোদ্ধুং শীলমস্য ইতি কর্ণশিরীষ + রুধ্ + ণিনি (তাচ্ছীল্যে)। একহস্তযমিত ঃ—যম্ + ণিচ্ + ক্ত কর্মণি = যমিতঃ, একঃ হস্তঃ কর্মধা, একহস্তঃ। তেন যমিতাঃ, তৃতীয়াতৎ। মূর্ধজাঃ = মূর্ধা + জন্ + ড প্রথমা, বহুবচন। অতিমাত্র-লোহিততলৌ = অতিগতা মাত্রা যস্মিন্ তৎ, বহুব্রীহিঃ, অতিমাত্রম্। অতিমাত্রং লোহিতম্ সহসুপা, অতিমাত্রলোহিতম্। অতিমাত্রলোহিতৌ তলৌ যয়োঃ তৌ, বহুব্রীহিঃ ॥

(উভে নামমুদ্রাক্ষরাণ্যনুবাচ্য পরস্পরমবলোকয়তঃ)

আশা — স্রস্তাংসাবিতি। ঘটস্য সেচনঘটস্য উৎক্ষেপনাৎ উত্তোলনাৎ হেতোঃ, অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ বাহূ স্রস্তৌ নতৌ, অংসৌ স্কন্ধৌ স্বভাবতস্তু নতৌ, সম্প্রতি জলসেচনাৎ অতিনতৌ ইত্যর্থঃ। ঘটঘর্ষণাৎ অতিমাত্রং পূর্বস্মাৎ অধিকং লোহিতং রক্তং তলং করতলং যয়োঃ তাদৃশৌ গতৌ। প্রমাণাৎ স্বমাত্রায়াঃ অধিকঃ দ্বাদশাঙ্গুলাধিকঃ ইত্যর্থঃ, শ্বাসঃ নিশ্বাস বায়ুঃ অদ্যাপি ইদানীমপি স্তনয়োঃ বেপথুং পয়োধরকম্পং জনয়তি উৎপাদয়তি। কিঞ্চ বদনে কপোলে, কর্ণয়োঃ শিরীষং মণ্ডনার্থং পবিহিতম্ শিরীষকুসুমং রোদ্ধুং স্থিরীকর্তুং শীলং যস্য তথাবিধং ঘর্মাম্ভসাং স্বেদজলানাং জালমিব ইতি জালকম্ বিন্দুসমূহঃ বদ্ধং ধৃতং বন্ধে কবরীবন্ধনে স্রংসিনি ভ্রংশ, বিগলতি সতি মূর্ধ্নি জায়ন্তে যে তে মূর্ধজাশ্চ কেশা অপি একেন হস্তেন, যমিতাঃ বদ্ধাঃ, অতএব পর্যাকুলাঃ ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্তাঃ। অত্র শকুন্তলায়াঃ শ্রান্তত্বপ্রতিপাদনে একৈকস্য এব কারণস্য সমর্থত্বেঽপি অনেকেষাং কারণানাং প্রতিপাদনাৎ সমুচ্চয়ালংকারঃ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু দর্পণে, "সূর্যাশ্বৈর্মসজাস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্" ইতি ॥

রাজা—অলমস্মানন্যথা সম্ভাব্য। রাজ্ঞঃ পরিগ্রহোঽয়মিতি রাজপুরুষং মামবগচ্ছথ।

প্রিয়ংবদা—তেণ হি ণারিহদি এদং অঙ্গুলীঅঅং অঙ্গুলীবিওঅং। অজ্জস্স বঅণেণ অণিরিণা দাণিং এসা। (কিঞ্চিদ্ বিহস্য) হলা সউন্দলে মোইদাসি অণুঅম্পিণা অজ্জেণ, অহবা মহারাএণ গচ্ছ দাণিং। [তেন হি নার্হতি এতদ্ অঙ্গুলীয়কম্ অঙ্গুলীবিয়োগম্। আর্যস্য বচনেন অনৃণা ইদানীম্ এষা। হলা শকুন্তলে, মোচিতাঽসি অনুকম্পিনা আর্যেণ, অথবা মহারাজেন। গচ্ছ ইদানীম্।]

শকুন্তলা—(আত্মগতম্) জই অত্তণো পহবিস্সং। (প্রকাশম্) কা তুমং বিসজ্জিদব্বস্স রুন্ধিদব্বস্স বা। [যদি আত্মনঃ প্রভবিয্যামি। কা ত্বং বিসর্জিতব্যস্য রোদ্ধব্যস্য বা।]

রাজা—(শকুন্তলাং বিলোক্য, আত্মগতম্) কিং নু খলু যথা বয়মস্যামেবমিয়মপ্যস্মান্ প্রতি স্যাৎ। অথবা লব্ধাবকাশা মে প্রার্থনা। কুতঃ—

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যভিমুখং ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখীনা
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ ॥ ২৮ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—নামমুদ্রাক্ষরাণি + অনুবাচ্য, অলম্ + অস্মান্ + অন্যথা, পরিগ্রহঃ + অয়ম্ + ইতি, মাম্ + অবগচ্ছথ, পরস্পরম্ + অবলোকয়তঃ, দদাতি + অভিমুখম্, ভূয়িষ্ঠম্ + অন্য বিষয়া।

অন্বয়—যদ্যপি মদ্বচোভিঃ বাচং ন মিশ্রয়তি, ময়ি ভাষমাণে অভিমুখং কর্ণং দদাতি। কামম্ ইয়ং মদাননসম্মুখীনা ন তিষ্ঠতি, অস্যাঃ দৃষ্টিঃ ভূয়িষ্ঠম্ অন্যবিষয়া ন তু (ভবতি)।

বাঙলা শব্দার্থ—(উভে নামমুদ্রাক্ষরাণি অনুবাচ্য পরস্পরম্ অবলোকয়তঃ—সখি দ্বয় অঙ্গুরীয়কে মুদ্রিত নামের অক্ষর পাঠ করে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করল)। রাজা—অস্মান্ (আমাকে) অন্যথা সম্ভাব্য অলম্ (অন্য কিছু মনে করবেন না)। অয়ং (এইটি) রাজ্ঞঃ পরিগ্রহঃ (রাজার দান অর্থাৎ রাজা স্বয়ং আমাকে পারিতোষিকরূপে এইটি দান করেছেন) ইতি মাং (সুতরাং আমাকে) রাজপুরুষম্ অবগচ্ছথ (কোন এক রাজকর্মচারী বলে জানুন)। প্রিয়ংবদা—তেন হি (তাহলে) এতদ্ অঙ্গুলীয়কম্ (এই অঙ্গুরীয়কটির) অঙ্গুলীবিয়োগম্ ন অর্হতি (আপনার অঙ্গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়)। আর্যস্য বচনেন (আপনার কথাতেই) এষা ইদানীম্ অনৃণা (ইনি এখন ঋণমুক্ত হলেন)। (কিঞ্চিদ্ বিহস্য—ঈষৎ হাস্য করে) হলা শকুন্তলে (শকুন্তলা) অনুকম্পিনা আর্যেণ (অনুকম্পাপ্রবণ ও সজ্জন) অথবা মহারাজেন (অথবা মহারাজ) মোচিতা অসি (তোমাকে মুক্ত করেছেন)। ইদানীং গচ্ছ (এবার যেতে পার)। শকুন্তলা—(আত্মগত—মনে মনে) যদি আত্মনঃ প্রভবিষ্যামি (যদি আমিই আমার প্রভু হতাম অর্থাৎ যদি আমার নিজের সে ক্ষমতা থাকত)। (প্রকাশম্—প্রকাশ্যে) বিসর্জিতব্যস্য (যেতে দেবার) রোদ্ধব্যস্য বা (অথবা আবদ্ধ রাখবার) কা ত্বম্ (তুমি কে)? রাজা—(শকুন্তলাং বিলোক্য আত্মগতম্—শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করে, মনে মনে) যথা খলু বয়ম্ (যেমন আমি) অস্যাম্ (এর প্রতি আসক্ত) এবম্ ইয়ম্ অপি (অনুরূপভাবে শকুন্তলাও) অস্মান্ প্রতি স্যাৎ কিম্ (আমার প্রতি আসক্ত কি)? অথবা, মে প্রার্থনা (অথবা আমার প্রার্থনা) লব্ধাবকাশ (চরিতার্থ)

হয়েছে। কুতঃ (কেননা), যদ্যপি (যদিও) মদ্বচোভিঃ (আমার বাক্যের সঙ্গে) বাচং ন মিশ্রয়তি (নিজের বাক্য মিশ্রণ করছেন না) (তথাপি) ময়ি ভাষমাণে (আমি কথা বলতে থাকলে) অভিমুখং কর্ণং দদাতি (সাগ্রহে আমার কথায় কান দিচ্ছেন), কামম্ (এইটি সত্য যে) ইয়ং শকুন্তলা (এই শকুন্তলা) মদানন সম্মুখীনা ন তিষ্ঠতি (আমার সম্মুখে অবস্থান করছেন না), কিন্তু অস্যাঃ দৃষ্টিঃ (কিন্তু এঁর দৃষ্টি) অন্যবিষয়া ভূয়িষ্ঠং ন ভবতি (অন্যদিকেও দীর্ঘক্ষণ থাকছে না)।

বঙ্গানুবাদ—(সখীদ্বয় অঙ্গুরীয়কে মুদ্রিত নামের অক্ষর পাঠ করে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করল)

রাজা—আমাকে অন্য কিছু মনে করবেন না। এইটি রাজার দান অর্থাৎ রাজা স্বয়ং আমাকে পারিতোষিক রূপে এইটি দান করেছেন। সুতরাং আমাকে কোন এক রাজকর্মচারী বলে জানুন।

প্রিয়ংবদা—তাহলে এই অঙ্গুরীয়কটির আপনার অঙ্গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। আপনার কথাতেই ইনি এখন ঋণমুক্ত হলেন। (ঈষৎ হাস্য করে) সখী শকুন্তলা অনুকম্পাপ্রবণ এ সজ্জন অথবা মহারাজ তোমাকে মুক্ত করেছেন। এখন তুমি যেতে পার।

শকুন্তলা—(মনে মনে) যদি আমি আমার প্রভু হতাম, অর্থাৎ যদি আমার নিজের সে ক্ষমতা থাকত। (প্রকাশ্যে) যেতে দেবার' বা আবদ্ধ করে রাখবার তুমি কে?

রাজা—(শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করে মনে মনে) যেমন আমি এঁর প্রতি আসক্ত, অনুরূপভাবে সেও কি আমার প্রতি তেমন আসক্ত? অথবা, আমার প্রার্থনা চরিতার্থ হয়েছে। কেননা, যদিও (শকুন্তলা) আমার বাক্যের সঙ্গে নিজের বাক্য মিশ্রণ করছেন না, তথাপি আমি কথা বলতে থাকলে সাগ্রহে আমার কথায় কান দিচ্ছেন। একথা সত্য যে, এই শকুন্তলা আমার সম্মুখে অবস্থান করছেন না, তবে এঁর দৃষ্টি অন্যদিকেও দীর্ঘক্ষণ থাকছে না ॥ ২৮ ॥

মনোরমা—নামমুদ্রাক্ষরাণি—নাম্নাঃ মুদ্রা, ষষ্ঠীতৎ, তস্যাঃ অক্ষরাণি, ষষ্ঠীতৎ। অনুবাচ্য—অনু-বচ্ + ণিচ্ + ল্যপ্। পরিগ্রহঃ = পরি-গ্রহ্ + ঘঞ্। লব্ধাবকাশা—লব্ধঃ অবকাশঃ যয়া সা, বহুব্রীহিঃ। মিশ্রয়তি = মিশ্র + ণিচ্ + লট্ তি। অভিভাষমাণে অভি-ভাষ্ + শানচ্, তস্মিন্, ভাবে সপ্তমী। "যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্।" মদাননসম্মুখীনা = মম আননম্, ষষ্ঠীতৎ, মদাননম্। মদাননস্য সম্মুখীনা ষষ্ঠীতৎ। সম্মুখ + খ = সম্মুখীনা (স্ত্রীলিঙ্গে)। ভূয়িষ্ঠম্ বহু + ইষ্ঠন্। অন্যবিষয়া = অন্যঃ বিষয়ঃ যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ।

আশা—বাচমিতি। ইয়ং শকুন্তলা যদ্যপি মম বচোভিঃ বাক্যৈঃ সহ বাচম্ আত্মনঃ বাক্যং ন মিশ্রয়তি ন সংগময়তি, মদ্বচনপ্রসঙ্গে কিমপি ন বদতি, তথাপি ময়ি ভাষমাণে দুষ্যন্তে সখীভ্যাং কথয়তি সতি অবহিতা দত্তমনঃসংযোগা সতী কর্ণং দদাতি শৃণোতি আকর্ণয়তি ইত্যর্থঃ। 'কামম্" ইত্যনুমতৌ। এতদপি অনুমন্তব্যং যৎ, মম দুষ্যন্তস্য আননস্য মুখস্য সম্মুখী ভূত্বা ইয়ং শকুন্তলা ন তিষ্ঠতি তু তথাপি অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ দৃষ্টিঃ নয়নং ভূয়িষ্ঠং সমধিকম্ অন্যবিষয় অন্যত্রাসক্তা ন নাস্তি। অন্তরা অন্তরা মাম্ অবলোকয়তি ইতি ভাবঃ। অতঃ শকুন্তলা অপি মাং প্রতি অনুরক্তা ইতি দুষ্যন্তস্যাশয়ঃ। অত্র অনুরাগোৎপত্তিং প্রতি অনেকবিধকারণানাং প্রতিপাদনাৎ সমুচ্চয়ালংকারঃ। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

(ক) **"রাজ্ঞঃ পরিগ্রহোঽয়মিতি"**—বৃক্ষের আলবালে জলসেচনে পরিশ্রান্তা শকুন্তলাকে প্রিয়ংবদা আরো দুকলসী জল দেবার ঋণ শোধ করতে বল্‌লে, রাজা "বৃক্ষসেচনাদেব পরিশ্রান্তাম্ অত্রভবতীম্" শকুন্তলাকে ঋণমুক্ত করবার উদ্দেশ্যে নিজের অঙ্গুলি থেকে অঙ্গুরীয়কটি খুলে দিলেন। যে অঙ্গুরীয়কটি এ নাটকে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সহৃদয় সামাজিকদের এখানেই প্রথম পরিচয় হয়। এ অঙ্গুরীয়ককে কেন্দ্র করেই নায়ক-নায়িকার মধ্যে মিলন, বিরহ ও পুনর্মিলন সংঘটিত হয়েছে। অঙ্গুরীয়কটিতে রাজার নাম মুদ্রিত দেখে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই রাজা মনে করলেন, তিনি 'রাজা দুষ্যন্ত' বলে হয়তো তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন— "রাজ্ঞঃ প্ররিগ্রহোঽয়ম্" অর্থাৎ ওটা রাজার কাছ থেকে পাওয়া। তাঁরা যেন সন্দেহ না করেন। তিনি রাজকর্মচারী বটে। প্রিয়ংবদা সেটি ফিরিয়ে দিয়ে বলল,—"তেন হি নার্হতি এতদ্ অঙ্গুলীয়কম্ অঙ্গুলীবিয়োগম্", তাহলে এইটিকে আঙ্গুল থেকে বিযুক্ত করা সমীচীন নয়। রাজার কথাতেই শকুন্তলা ঋণমুক্ত হয়েছেন। পূর্বকথার সূত্র ধরে পুনরায় এখানে বলা যায় যে, যে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক শকুন্তলার ভাগ্যবিধাতা, মহাকবি কালিদাস সুকৌশলে প্রথম অংকেই তার প্রতি দর্শক-শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

(খ) **"বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি"**—

যদিও এ নাটকের নায়ক হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্ত এবং নায়িকা মহর্ষি কণ্বের

পালিতা কন্যা শকুন্তলা, তথাপি উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রেমালাপ একেবারে নেই বল্‌লে চলে। এ দুরূহ কাজের ভার ন্যস্ত হয়েছে শকুন্তলার প্রিয়সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার উপর। শকুন্তলার পক্ষ থেকে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা রাজার কাছ থেকে শকুন্তলার জ্ঞাতব্য সকল প্রশ্নের জবাব জেনে নিয়েছেন, এবং রাজাও অনুরূপ ভাবে প্রিয়সখী দ্বয়ের কাছ থেকে শকুন্তলা সম্পর্কে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয়েছেন। বলতে গেলে, শকুন্তলার প্রণয়ব্যাপারে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার ভূমিকাই মুখ্য, গৌণ শকুন্তলার ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একা শকুন্তলা একতৃতীয়াংশ, তার অধিকাংশই অনসূয়া-প্রিয়ংবদা। বারো আনা প্রেমের কাজ তো ওরাই করে দিয়েছে। রাজার মনে প্রশ্ন,— 'আমি যেমন শকুন্তলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, শকুন্তলাও কি সেরূপ আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন? অথবা "লব্ধাবকাশা মে প্রার্থনা"—অর্থাৎ তিনি আমার প্রতি অনুরক্তা। "বাচং ন মিশ্রয়তি" ইত্যাদি শ্লোকে মহাকবি কালিদাস মুগ্ধা নায়িকা শকুন্তলার নায়ক দুষ্যন্তের প্রতি অনুরাগের ইঙ্গিতসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,—"দৃষ্ট্বা দর্শয়তি ব্রীড়াং সম্মুখং নৈব পশ্যতি। প্রচ্ছন্নং বা ভ্রমন্তং বা অতিক্রান্তং পশ্যতি প্রিয়ম্ ॥ বহুধা পৃচ্ছ্যমনাপি মন্দমন্দমধোমুখী। সগদ্‌গদস্বরং কিঞ্চিৎ প্রিয়ং প্রায়েণ ভাষতে ॥ অন্যৈঃ প্রবর্তিতাং শশ্বৎ সাবধানা চ তৎকথাম্। শৃণোত্যন্যত্র দত্তাক্ষী প্রিয়ে বালানুরাগিণী ॥"

(নেপথ্যে)

ভো ভোস্তপস্বিনঃ, সন্নিহিতাস্তপোবনসত্ত্বরক্ষায়ৈ ভবত। প্রত্যাসন্নঃ কিল মৃগয়াবিহারী পার্থিবঃ দুষ্যন্তঃ।

তুরগখুরহতস্তথাহি রেণু-
বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু।
পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ
শলভসমূহ ইবাশ্রমদ্রুমেষু ॥ ২৯ ॥

অপি চ,

তীব্রাঘাতপ্রতিহততরু স্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ
পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ।
মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথঃ
ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ ॥ ৩০ ॥

(সর্বাঃ কর্ণং দত্ত্বা কিঞ্চিদেব সম্ভ্রান্তাঃ)

রাজা—(আত্মগতম্) অহো ধিক্। পৌরা অস্মদন্বেষিণঃ তপোবনমুপরুন্ধন্তি। ভবতু, প্রতিগমিষ্যামস্তাবৎ।

অনসূয়া—অজ্জ, ইমিণা আরণ্ণঅবুত্তন্তেন পজ্জাউল ম্হ। অণুজানাহি নো উডঅগমনস্স [আর্য, অনেন আরণ্যকবৃত্তান্তেন পর্যাকুলাঃ স্মঃ। অনুজানীহি ন উটজগমনায়]

রাজা—(সসম্ভ্রমম্) গচ্ছন্তু ভবত্যঃ। বয়মপি আশ্রমপীড়া যথা ন ভবতি তথা প্রযতিষ্যামহে। (সর্বে উত্তিষ্ঠন্তি)।

সন্ধিবিচ্ছেদ—ভোঃ + তপস্বিনঃ, ইব + আশ্রমপদেষু, বিঘ্নঃ + তপসঃ, সন্নিহিতাঃ + তপোবন......, তুরগখুরহতঃ + তথাহি, রেণুঃ + বিটপ......।

অন্বয়—তথাহি তুরগখুরহতঃ পরিণতারুণপ্রকাশঃ রেণুঃ শলভসমূহ ইব বিটপ-বিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু আশ্রমদ্রুমেষু পততি।

অন্বয়—স্যন্দনালোকভীতঃ, তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুঃ, স্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ, পাদাকৃষ্ট-ব্রততিবলযাসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ, ভিন্নসারঙ্গযূথঃ গজঃ নঃ তপসো মূর্তঃ বিঘ্নঃ ইব ধর্মারণ্যং প্রবিশতি।

বাঙলা শব্দার্থ—[নেপথ্যে] ভোঃ ভোঃ তপস্বিনঃ (হে তাপসগণ), তপোবন-সত্ত্বরক্ষায়ৈ (তপোবনের প্রাণিদের রক্ষার জন্য) সন্নিহিতাঃ ভবত (সচেতন ও সচেষ্ট হন)। মৃগয়াবিহারী পার্থিবঃ দুষ্যন্তঃ (মৃগয়াশীল রাজা দুষ্যন্ত), প্রত্যাসন্নঃ কিল (সন্নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছেন)। তথাহি (এই দেখ), তুরগখুরহতঃ (অশ্বের খুরের আঘাতে উত্থিত) পরিণতারুণপ্রকাশঃ (অস্তগামী সূর্যের মত রক্তিম) রেণুঃ (ধূলিজাল), শলভসমূহ ইব (পঙ্গপালের মত) বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু আশ্রমদ্রুমেষু (বৃক্ষশাখাবিলম্বিত সিক্তবল্কলসমূহে পতিত হচ্ছে)।

অপি চ (তাছাড়া) স্যন্দনালোকভীতঃ (রথদর্শনে ভীত) তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুঃ (প্রচণ্ড আঘাতে বৃক্ষসমূহ বিধ্বস্ত) স্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ (তার একটি দন্ত বৃক্ষে লগ্ন) পাদাকৃষ্টব্রততিবলযাসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ (পাদের দ্বারা আকৃষ্ট লতার বলয়ে তার পাদ যেন পাশবদ্ধ) ভিন্নসারঙ্গযূথঃ (হরিণগুলি যেন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে) গজঃ (এমন এক হস্তী) নঃ তপসঃ (আমাদের তপস্যার) মূর্তো বিঘ্ন ইব (মূর্তিমান বিঘ্নের মত) ধর্মারণ্যং প্রবিশতি (তপোবনে প্রবেশ করছে)।

(সর্বাঃ কর্ণং দত্ত্বা—সকলে কান পেতে, শুনে), কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তাঃ—(যেন কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে।)

রাজা—(আত্মগতম্—মনে মনে) অহো ধিক্ (হায় ধিক্) পৌরাঃ (পুরবাসীরা) অস্মদন্বেষিণঃ (আমাকে অনুসন্ধান করতে এসে) তপোবনম্ উপরুন্ধন্তি (তপোবনে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে)। ভবতু, প্রতিগমিষ্যামঃ তাবৎ (যাক, এখন প্রত্যাবর্তন কারি)। অনসূয়া—আর্য, অনেন আরণ্যকবৃত্তান্তেন (আর্য, অরণ্যের এসকল ঘটনা শুনে) পর্যাকুলাঃ স্মঃ (আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি)। উটজগমনায় নঃ অনুজানীহি (পর্ণকুটীরে প্রত্যাবর্তন করতে আমাদের অনুমতি দিন)। রাজা—(সসম্ভ্রমম্—ব্যস্তভাবে) গচ্ছন্তু ভবত্যঃ (নিশ্চয় আপনারা চলুন)। বয়ম্ অপি (আমিও) আশ্রমপীড়া যথা ন ভবতি (যাতে আর আশ্রমের কোন পীড়া না হয়) তথা প্রযতিষ্যামহে (সেভাবে চেষ্টা করি)। (সর্বে উত্তিষ্ঠন্তি—সকলে উঠলেন)।

বঙ্গানুবাদ—(নেপথ্যে) হে তাপসগণ, তপোবনের প্রাণিদের রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। মৃগয়াশীল রাজা দুষ্যন্ত সন্নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এই দেখ, অশ্বের খুরের আঘাতে উত্থিত, অস্তগামী সূর্যের মত রক্তিম, ধূলিজাল পঙ্গপালের মত আশ্রমের বৃক্ষশাখাবিলম্বিত সিক্তবল্কলসমূহে পতিত হচ্ছে।

তাছাড়া, রথদর্শনে ভীত হয়ে প্রচণ্ড আঘাতে বৃক্ষসমূহ বিধ্বস্ত করে, কোন এক হস্তী আমাদের তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নের মত এ আশ্রমে প্রবেশ করছে। জোরে আঘাত করবার জন্য কোন এক বৃক্ষের শাখায় তার একটি দন্ত লগ্ন হয়ে রয়েছে, পায়ে আকর্ষণ করে আনা অনেক লতা পায়ে জড়িয়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে যেন দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, এবং তাকে দেখে আশ্রমের হরিণগুলি ছুটে পালাচ্ছে ॥ ৩০ ॥

(সকলে কান পেতে শুনে, যেন কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন)

রাজা—(মনে মনে) হায় ধিক্, পুরবাসিগণ আমাকে অন্বেষণ করতে এসে তপোবনে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। যাক্, এবার ফিরে যাই।

অনসূয়া—আর্য, এ বন্যগজের সংবাদ শুনে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। সুতরাং পর্ণকুটীরে ফিরে যাবার জন্য আমাদের অনুমতি করুন।

রাজা—(সম্ভ্রমের সঙ্গে) আপনারা যেতে পারেন। আমিও যাই, আশ্রমে যাতে কোন উপদ্রব না ঘটে, গিয়ে তারই চেষ্টা করি।

(সকলের উত্থান)।

মনোরমা—সন্নিহিতাঃ—সম্-নি + ধা + ক্ত, ১মা বহুবচন। তপোবনসত্ত্বরক্ষায়ৈ—তাদর্থ্যে চতুর্থী। প্রত্যাসন্নঃ—প্রতি-আ-সদ্ + ক্ত কর্তরি। তুরগখুরহতঃ—তুরেণ বেগেন গচ্ছতি ইতি তুর্-গম্ + ড কর্তরি। তেষাং খুরাঃ, ষষ্ঠীতৎ, তৈঃ হতঃ, তৃতীয়াতৎ। বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু—বিটপেষু বিষক্তানি. বিটপবিষক্তানি ৭মীতৎ। জলেন আর্দ্রাণি

জলার্দ্রাণি, তৃতীয়াতৎ। বিটপবিষক্তানি জলার্দ্রাণি বল্কলানি যেষাং, বহুব্রীহিঃ, তেষু। পরিণতারুণপ্রকাশঃ—পরিণতঃ অরুণঃ, কর্মধা, স ইব প্রকাশঃ যস্য সঃ বহুব্রীহি। তীব্রাঘাতপ্রতিহতস্ত তরুঃ-তীব্রঃ আঘাতঃ, কর্মধা, তেন প্রতিহতঃ তৃতীয়াতৎ। তীব্রাঘাত-প্রতিহতঃ তরুঃ, কর্মধা। স্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ—স্কন্ধে লগ্নঃ, ৭মীতৎ, তাদৃশঃ একঃ দন্তঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। ধর্মস্য অরণ্যম্, অশ্বঘাসাদিবৎ তাদর্থ্যে ষষ্ঠীসমাস। স্যন্দনালোকভীতঃ—স্যন্দনস্য আলোকঃ, ষষ্ঠীতৎ, তস্মাৎ ভীতঃ, পঞ্চমীতৎ। পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়া-সঙ্গ সঞ্জাতপাশঃ—পাদৈঃ আকৃষ্টাঃ, তৃতীয়াতৎ, তাদৃশ্যঃ ব্রততয়ঃ (কর্মধা), তাসাং বলয়ানি, ষষ্ঠীতৎ, তেষাম্ আসঙ্গঃ, ষষ্ঠীতৎ, তেন সঞ্জাতঃ, তৃতীয়া তৎ, তাদৃশঃ পাশঃ যস্য সঃ , বহুব্রীহিঃ। মূর্ত = মূচ্ছ্ + ক্ত। সার + অঙ্গ = সারঙ্গ,—শকন্ধাদিষু পররূপম্ বাচ্যম্" বার্তিকে সারঙ্গঃ। দ্রব্য বোঝালে হবে—সারাঙ্গঃ ॥

আশা — তুরগেতি। তথাহি যতো হি তুরগাণাম্ অশ্বানাং খুরৈঃ হতঃ শফৈঃ উত্থিতঃ পরিণতঃ অস্তাচলোম্মুখঃ যঃ অরুণঃ সূর্য সারথিঃ তদ্বৎ প্রকাশঃ স্ফুটঃ, তদ্বদ্বর্ণ ইত্যর্থঃ। রেণুঃ, ধূলিঃ, শলভাঃ পতঙ্গাঃ, তেষাং সমূহঃ ইব। বিটপেষু শাখাসু, বিষক্তানি শোষণার্থং লম্বিতানি জলেন আর্দ্রাণি সিক্তানি বল্কলানি যেষাং তথাবিধেষু আশ্রমদ্রুমেষু তপোবনবৃক্ষেষু পততি উড্ডীয় নিপততি। অতঃ যাবন্ন তানি মলিনীকৃত্তানি তাবৎ তানি ঝটিতি আনীয়ন্তাম্ । অপ্রস্তুতপ্রশংসা, পর্যায়োক্তং চ। পুষ্পিতাগ্রা বৃত্তম্।

তীব্রেতি। স্যন্দনানাং রথানাম্ আদৃষ্টচরাণাম্ ইত্যর্থঃ, আলোকেন দর্শনেন ভীতঃ সন্ত্রস্তঃ সন, তীব্রেণ অতিপ্রচণ্ডেন আঘাতেন প্রহারেণ প্রতিহতঃ যঃ তরুঃ বৃক্ষঃ, তস্য তরোঃ স্কন্ধেনলগ্নঃ সংসক্তঃ একঃ দন্তঃ যস্য তাদৃশঃ। আকৃষ্টঃ যঃ ব্রততীনাং লতানাং বলয়ঃ মণ্ডলং তস্য আসমন্তাৎ সন্ধেন সংবন্ধেন সঞ্জাতঃ সমুৎপন্নঃ পাশঃ বন্ধনং যস্য তাদৃশঃ। ভিন্নানি বিদ্রাবিতানি সারঙ্গাণাং মৃগাণাং যূথানি বৃন্দানি যেন, তাদৃশঃ। কচিৎ গজঃ নঃ অস্মাকং তপসঃ তপশ্চর্যায়াঃ মূর্তঃ মূর্তিমান্ দেহধারী ইত্যর্থঃ বিঘ্ন ইব ধর্মারণ্যং প্রবিশতি। আশ্রমগজোহয়ং ন কদাপি রথঃ দৃষ্টঃ, সম্প্রতি তদ্দর্শনেন ভীতঃ সন্, পলায়নসৌকর্যং বিধাতুং মার্গে যৎ যৎ স্থিতমাসীৎ তৎ তৎ সর্বং তেন দন্তাঘাতেন উৎপাটিতম্। তপসঃ প্রত্যুহঃ গজরূপং পরিগৃহ্য আশ্রমং প্রবিশতি ইতি বক্তুমভিপ্রায়ঃ। অত্র গজে বিঘ্নস্য সম্ভাবনাদুৎপ্রেক্ষালংকারঃ,—"ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মানা" ইতি লক্ষণাৎ। মন্দাক্রান্তা বৃত্তম্—"মন্দাক্রান্তাম্বধিরসনগৈমো ভনৌগৌযযুগ্মম্'।। ইতি ।।

আলোচনা : "অনেন আরণ্যকবৃত্তান্তেন পর্যাকুলাঃ স্ম।"

আরণ্যকবৃত্তান্ত অর্থাৎ বন্যগজের উৎপাতের বিষয় শ্রবণ করে আশ্রমবালারা আগন্তুক অতিথি রাজা দুষ্যন্তের কাছে বিদায় নিয়ে আশ্রমের পর্ণকুটিরের দিকে পা' বাড়ালেন,

রাজাও আপন শিবিরে প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগী হলেন। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এখানে প্রশ্ন হতে পারে,—কেন মহাকবি হঠাৎ এখানে বন্যগজের উৎপাতের অবতারণা করলেন? এর পশ্চাতে কি কোন নাটকীয় প্রয়োজন রয়েছে?

এর উত্তরে বলা যায়,—গতিই নাটকের প্রাণ, সেজন্য নাটকে গতিই অভিপ্রেত। দীর্ঘক্ষণ তপোবনের লতাকুঞ্জে নিভৃত পরিবেশে শকুন্তলাসখী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার আন্তরিক ও সক্রিয় সহায়তায় নাটকের নায়ক রাজা দুষ্যন্ত এবং নায়িকা কণ্বদুহিতা শকুন্তলার মধ্যে একত্র সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পারস্পরিক প্রণয়ের বীজ অংকুরিত হয়েছে। এখানেই পূর্বরাগের পালা পরিসমাপ্ত। এখন নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি মিলনোৎকণ্ঠার তীব্রতা সম্পাদনের জন্য উভয়ের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ একান্তই প্রয়োজন। কেননা, রসশাস্ত্রে বলা হয়েছে "ন বিপ্রলম্ভং বিনা সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।" অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ বা বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে সম্ভোগ বা মিলন পুষ্টিলাভ করে না। তাই মহাকবি কালিদাস দুষ্যন্ত-শকুন্তলার অবাধিত প্রণয়পর্বে অতিপ্রয়োজনীয় বিচ্ছেদরেখা টেনে দেবার উদ্দেশ্যে বন্যগজের উপাখ্যানটির অবতারণা করেছেন। তপস্বির মুখে বন্যগজের উৎপাতের ঘোষণা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই নায়ক-নায়িকার মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ সংঘটিত হল।

তাছাড়া, অনেকক্ষণ ধরে রাজা এবং অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মধ্যে পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রাজার সম্পর্কে শকুন্তলার এবং শকুন্তলার বিষয়ে রাজার যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য জানা হয়ে গেছে। শকুন্তলা নির্বাক ভূমিকা গ্রহণ করলেও রাজার প্রতি তাঁর অনুরাগের ইঙ্গিত আভাসে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং দীর্ঘক্ষণ ধরে চলমান শৃঙ্গ াররসপ্রবাহের একঘেঁয়েমি ও অবসাদ দূর করে নাটকীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে উক্ত বৃত্তান্তের অবতারণা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, উক্ত নাটকীয় তাৎপর্য ছাড়া এ উপাখ্যানের মধ্যে একটি রূপকার্থও নিহিত রয়েছে।

বন্যগজটিকে তপস্যার মূর্ত বিঘ্নরূপে ("মূর্তো বিঘ্নস্তপসঃ") বর্ণনা করে আশ্রম-বাসিগণকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছিল যে, তাঁরা যেন প্রত্যেকে তাঁদের পালিত এবং আশ্রিতগণের রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন,—ভোঃ ভোঃ সন্নিহিতাঃ, তপোবনসত্ত্বরক্ষায়ৈ ভবত। প্রত্যাসন্নঃ কিল মৃগয়াবিহারী পার্থিবো দুষ্যন্তঃ।" শান্তরসপ্রধান ধর্মারণ্যে রাজা দুষ্যন্তই তপশ্চর্যার মূর্তিমান বিঘ্নরূপে উপস্থিত হয়েছেন। তিনিই কামানলের ধূমে আশ্রমের শুচিশুভ্র ও সুন্দর পরিবেশকে কলুষিত করেছেন। তাপসের সতর্কবাণী ঘোষণায় আশ্রমের অন্য সকল প্রাণী রক্ষা পেলেও শকুন্তলা রক্ষা পেল না, রাজা দুষ্যন্তের কামবাণে সে বিদ্ধ হ'ল।

সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে কালিদাসোত্তর যুগের অনেক নাট্যকার ঘটনার গতি পরিবর্তনের

উদ্দেশ্যে এ নাটকীয় কৌশলের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্তরূপে শ্রীহর্ষ রচিত "রত্নাবলী" নাটিকার দ্বিতীয় অংকে বর্ণিত বানরের উৎপাতের বৃত্তান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে।

সখ্যৌ—অজ্জ, অসম্ভাবিদঅদিহিসক্কারা ভূও বি পেক্খণণিমিত্তং লজ্জেমো অজ্জং বিণ্ণবিদুং। [আর্য, অসম্ভাবিতাতিথিসৎকারঃ ভূয়ঃ অপি প্রেক্ষণনিমিত্তং লজ্জামহে আর্যং বিজ্ঞাপয়িতুম্।]

রাজা—মা মৈবম্। দর্শনেনৈব ভবতীনাং পুরস্কৃতোঽস্মি।

শকুন্তলা—অণসূএ, অহিণঅকুসসূঈএ পরিক্খদং মে চলণং, কুরবঅসাহা-পরিলগ্গং অ বক্কলং। দাব পরিবালেধ মং। জাব ণং মোআবেমি। (রাজানমবলোকয়ন্তী সব্যাজং বিলম্ব্য সহ সখীভ্যাং নিষ্ক্রান্তা।) [অনসূয়ে অভিনবকুশসূচ্যা পরিক্ষতং মে চরণম্। কুরবকশাখাপরিলগ্নং চ বল্কলম্। তাবৎ প্রতিপালয়তম্ মাম্ যাবৎ এতৎ মোচয়ামি।]

রাজা—মন্দৌৎসুক্যোঽস্মি নগরগমনং প্রতি। যাবদনুযাত্রিকান্ সমেত্য নাতিদূরে তপোবনস্য নিবেশয়েয়ম্। ন খলু শক্নোমি শকুন্তলাব্যাপারাদাত্মানং নিবর্তয়িতুম্। মম হি,—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥ ৩১ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—মা + এবম্, দর্শনেন + এব, পুবস্কৃতঃ + অস্মি, রাজানম্ + অবলোকযন্তী, মন্দৌৎসুকৎঃ + অস্মি, যাবৎ + অনুযাত্রিকান্, পশ্চাৎ + অসংস্থিতম্, চীনাংশুকম্ + ইব।

অন্বয়—প্রতিবাতং নীয়মানস্য কেতোঃ চীনাংশুকম্ ইব শরীরং পুরঃ গচ্ছতি, অসংস্থিতং চেতঃ পশ্চাৎ ধাবতি।

বাঙ্লা শব্দার্থ—সখ্যৌ (দুই সখী)—অসম্ভাবিতাতিথিসৎকারাঃ (অতিথির যথোচিত অভ্যর্থনা সম্পাদিত হযনি) ভূয়ঃ অপি (তাই আব একবাব) আর্যং প্রেক্ষণনিমিত্তং বিজ্ঞাপয়িতুং (আর্যকে দর্শনদান করতে অনুবোধ জানাতে) লজ্জামহে (আমরা লজ্জা পাচ্ছি)। বাজা—মা মা এবম্ (না, না, এমন কথা বলবেন না), ভবতীনাং দর্শনেন এব

(আপনাদের দর্শনেই আমি পুরস্কৃত হয়েছি)। শকুন্তলা—অনসূয়ে, অভিনবকুশসূচ্যা (অনসূয়া, নতুন কুশাঙ্কুরে) পরিক্ষতং মে চরণম্ (আমার চরণ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে)। বল্কলং চ কুরবকশাখাপরিলগ্নম্ (আমার বল্কলবসন কুরবকশাখায় লগ্ন হয়েছে), যাবৎ এতৎ মোচয়ামি (যতক্ষণ আমি এইটি মুক্ত করে নিচ্ছি) তাবৎ প্রতিপালয়তং মাম্ (ততক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা কর)। (রাজনম্ অবলোকয়ন্তী—রাজাকে দেখতে দেখতে,—সব্যাজং বিলম্ব্য ছলনার আশ্রয়ে বিলম্ব করে,—সখীভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা—শকুন্তলা সখী দ্বয়ের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলেন)। রাজা—নগরগমনং প্রতি (নগরে প্রত্যাবর্তন করতে) মন্দৌৎসুক্যঃ অস্মি (আমি ঔৎসুক্যবোধ করছি না)। যাবৎ অনুযাত্রিকান্ সমেত্য (অনুচরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে) তপোবনস্য নাতিদূরে নিবেশয়েয়ম্ (আশ্রমের সন্নিকটেই অবস্থান করব)। শকুন্তলাব্যাপারাৎ (শকুন্তলার বিষয় থেকে) আত্মানং (নিজেকে) নিবর্তয়িতুম্ (নিবৃত্ত করতে) ন খলু শক্নোমি (কিছুতেই সমর্থ হচ্ছি না)। মম হি (আমার এ অবস্থা)। প্রতিবাতং নীয়মানস্য কেতোঃ (পবনের প্রতিকূলে নীয়মান পতাকার) চীনাংশুকম্ ইব (চীনদেশীয় পট্টবস্ত্রের মত) শরীরং পুরঃ গচ্ছতি (আমার দেহ অগ্রে চলেছে) অসংস্থিতং চেতঃ (কিন্তু চঞ্চল মন) পশ্চাৎ ধাবতি (পশ্চাৎ ধাবন করছে)।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে—সকলের প্রস্থান)

(ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ — প্রথম অংক সমাপ্ত)

বঙ্গানুবাদ— সখীদ্বয়—অতিথির যথোচিত অভ্যর্থনা সম্পাদিত হয়নি। তাই আর একবার আর্যকে দর্শনদান করতে অনুরোধ জানাতে আমরা লজ্জা পাচ্ছি।

রাজা—না, না, এমন কথা বলবেন না। আপনাদের দর্শনেই আমি পুরস্কৃত হয়েছি।

শকুন্তলা—অনসূয়া, নতুন কুশাঙ্কুরে আমার চরণ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। আমাব বল্কলবসন কুরবক শাখায় লগ্ন হয়েছে। যতক্ষণ আমি এইটিকে মুক্ত করে নিচ্ছি, ততক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা কর। (রাজাকে দেখতে দেখতে ছলনার আশ্রয়ে বিলম্ব করে, শকুন্তলা সখী দ্বয়ের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলেন।)

রাজা—নগরে প্রত্যাবর্তন করতে আমি ঔৎসুক্য বোধ করছি না। অনুচরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আশ্রমের সন্নিকটেই অবস্থান করব। শকুন্তলার বিষয় থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতে কিছুতেই সমর্থ হচ্ছি না। আমার এই অবস্থা,—পবনের প্রতিকূলে নীয়মান পতাকার দণ্ডের মত আমার দেহ অগ্রে চলেছে, কিন্তু আমার চঞ্চল মন পতাকার দণ্ডে লগ্ন চীনদেশীয় পট্টবস্ত্রের মত পশ্চাৎদিকে ধাবিত হচ্ছে ॥ ৩১ ॥

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অংক সমাপ্ত

মনোরমা—মন্দৌৎসুক্যঃ—মন্দম্ ঔৎসুক্যম্ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। অনুযাত্রিকান্—অনু পশ্চাৎ যাত্রা অস্তি এষামিতি অনুযাত্রা + ঠন্, তান্। সমেত্য = সম্-ই + ল্যপ্। অসংস্থিতম্—ন সংস্থিতম্ অসংস্থিতম্ (নঞ্‌তৎপুরুষ)। সম্-স্থা + ক্ত কর্তরি। প্রতিবাতম্—বাতস্য প্রতিকূলম্ অব্যয়ীভাবঃ। নীয়মানস্য = নী + যক্ + শানচ্, ষষ্ঠী একবচন।

আশা—গচ্ছতীতি। প্রতিবাতং বাতম্ অভিলক্ষীকৃত্য নীয়মানস্য ন স্বয়ং গচ্ছতঃ মন্দৌৎসুক্যত্বাদিত্যর্থঃ, কেতোঃ ইব পতাকায়াঃ ইব মম হি শরীরং দেহঃ, পুরঃ অগ্রে গচ্ছতি শনৈঃ শনৈঃ ইত্যর্থঃ, চীনাংশুকং চীনদেশজাতং ক্ষৌমবস্ত্রমিব অসংস্থিতং চঞ্চলং মম হি চেতঃ পশ্চাৎ শকুন্তলাভিমুখং ধাবতি বেগেন গচ্ছতি। পবনস্য প্রতিকূলং নীয়মানস্য ধ্বজস্য দণ্ডং যথা অগ্রে চলতি পরং তু ধ্বজলগ্নং চঞ্চলং চীনদেশীয়পট্টবস্ত্রং পশ্চাদ্ ধাবতি, তথা রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য দেহঃ পুরো গচ্ছতি, কিংতু তস্য চপলং চিত্তং তাপসতনয়াং শকুন্তলাম্ উদ্দিশ্য কণ্বাশ্রমং প্রতি দ্রুতং ব্রজতি ইত্যত্র উপমা নাম অলংকারঃ, "সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্য উপমা দ্বয়োঃ" ইতি লক্ষণাৎ। আর্যা জাতিঃ।

আলোচনা :

(ক) **"অভিনবকুশসূচ্যা পরিক্ষতং মে চরণম্" ইত্যাদি।**

অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার আন্তরিক সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণে নায়ক দুষ্যন্ত এবং নায়িকা শকুন্তলার প্রণয় ক্রমশঃ পূর্বরাগ থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হবার অবসরে, হঠাৎ আশ্রমে বন্যগজের উৎপাতের ঘোষণায় ছেদ পড়ল। ভীত সন্ত্রস্ত আশ্রমবালারা রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পর্ণকুটিরে ফিরে যেতে ব্যস্ত, রাজাও নিজের সেনাদলকে সতর্ক ও সংযত করতে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করতে উদ্যত। যেতে যেতে শকুন্তলা বলে উঠলেন,—'সখি দাঁড়াও, দাঁড়াও, নতুন কুশাগ্রে আমার চরণ বিদ্ধ হচ্ছে, কুরবকের শাখায় আমার বল্কল বেধে গেছে, একটু অপেক্ষা কর, আমি তা' মুক্ত করে নিই',—একথা বলতে বলতে শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। "এইটি চাতুরী। স্বভাবসরলা শকুন্তলা, আজ ছল শিখিয়াছে। অল্পক্ষণ পূর্বে এই শকুন্তলা ভ্রমরভয়ে কাঁপিতেছিল। এখন সে ক্ষিপ্ত বন্যহস্তীর আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়া দয়িতকে ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে সখীদ্বয়ের পশ্চাদ্‌গামিনী হইল।" (শকুন্তলায় নাট্যকলা, পৃঃ ৩৮)

উল্লেখ করা যেতে পারে, মহাকবিরচিত "বিক্রমোর্বশীয়ম্" দৃশ্যকাব্যেও অনুরূপ পরিস্থিতিতে নায়িকা উর্বশী নায়ক রাজা পুরুরবাকে দেখবার জন্য এরূপ ছলনার আশ্রয়

নিয়েছিলেন, "উর্বশী - অহো লতবিটপে ঐকাবলী বৈজয়ন্তিকা মে লগ্না। (সব্যাজং পরিবৃত্য। রাজানং পশ্যন্তী)।" ছলনা করে নায়ককে দেখবার এ কৌশলটির পরিচয় বাণভট্টের "কাদম্বরী" কথাকাব্যেও দৃষ্ট হয়।

(খ) **"চীনাংশুকমিব কেতোঃ"**—প্রথম অংকের অন্তিম লগ্নে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম ত্যাগ করে শিবিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার প্রাক্কালে রাজা দুষ্যন্ত তাঁর অসংস্থিত চিত্তকে চীনাংশুক অর্থাৎ চীনদেশীয় পট্টবস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে, যদিও তাঁর দেহ পবনের প্রতিকূলে নীয়মান পতাকাদণ্ডের মত অগ্রে অগ্রে চলেছে, তথাপি তাঁর চঞ্চলচিত্ত চীনদেশীয় কম্পমান পট্টবস্ত্রের মত, শকুন্তলামুখী হয়ে পশ্চাদ্দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে মহাকবিকর্তৃক চীনাংশুকের উল্লেখ থেকে সুস্পষ্ট বোধগম্য হয় যে, মহাকবি কালিদাসের কালে চীনদেশের সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক স্থলে চীন, কাম্বোজ, শ্যাম ইত্যাদি দেশের সঙ্গে ভারতের স্থলপথে আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের উল্লেখ রয়েছে। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, তিব্বতের মধ্য দিয়ে স্থলপথে নিশ্চয়ই চীনদেশীয় রেশমবস্ত্র ভারতে আমদানী হত ॥

॥ শ্রীমদভিজ্ঞানশকুন্তলায়াঃ বিধুভূষণগোস্বামিকৃতায়াং সরলাটীকায়াম্ ॥

॥ প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

অথ কবিকুলশিরোমণিঃ তত্রভবান্ কালিদাসঃ গ্রন্থারম্ভে চিকীর্ষিতার্থবিঘ্নপরি-সমাপ্তিকামঃ আশীর্নমস্ক্রিয়াবস্তুনির্দেশো বাপি তন্মুখামত্যালংকারিকবচনপ্রামাণ্যাৎ অভিমতদেবতা-মূর্তিবিশেষান্ কীর্তয়ন্ আশীর্বচনরূপং মঙ্গলমাচরতি যেতি,—

ব্যাখ্যা। যা জলরূপা মূর্তিঃ স্রষ্টুঃ জীবরূপেণানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতীচ্ছাবশাৎ জগদিদং নির্মাতুম্ ইচ্ছোঃ ঈশ্বরস্য আদৌ ভবা আদ্যা (আদিশব্দাৎ যৎ) সৃষ্টিঃ, যা বহ্নিরূপা তনুঃ বিধিনা শাস্ত্রোদ্দিষ্টয়া রীত্যা হুতম্ দেবোদ্দেশেন হোমাগ্নৌ ক্ষিপ্তং হবিঃ ঘৃতাদিকং হোমোপকরণং বহতি ইষ্টান্ দেবান্ প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ। যা চ হোত্রী যজমানরূপা মূর্তিঃ, যে দ্বে সূর্যাচন্দ্রমসৌ মূর্তী কালং দিবারাত্রিবিভাগরূপং সময়ম্ আবির্ভাবতিরোভাবাভ্যাং বিধত্তঃ কুরুতঃ, শ্রূয়তে অনয়া ইতি শ্রুতিঃ শ্রবণং কর্ণম্ ইতি যাবৎ, তস্যাঃ বিষয়ঃ জ্ঞেয়ঃ গুণঃ শব্দরূপো যস্যাঃ সা শ্রুতিবিষয়গুণা, শব্দগুণা যা আকাশরূপা তনুঃ বিশ্বং সমগ্রং জগদিদং ব্যাপ্য আবৃণ্বানা ইত্যর্থঃ স্থিতা, যা পৃথ্বীরূপা সর্বেষাং বীজানাং প্রকৃতিঃ আধারভূতা ইতি আহুঃ বদন্তি বিদ্বাংসঃ ইতি শেষঃ, নিপাতেন অভিহিতত্বাৎ প্রকৃতিরিত্যত্র ন দ্বিতীয়া, যথাহ বামনঃ নিপাতেনাপ্যভিহিতে কর্মণি ন দ্বিতীয়া, পরিগণনস্য প্রায়িকত্বাৎ। যয়া বায়ুরূপয়া প্রাণিনঃ জীবাঃ প্রাণবন্তঃ, বায়ুরূপা যা মূর্তিঃ প্রাণাপানাদিরূপেণ ভূতানাং দেহেষু চরন্তী জীবনস্য নিদানমিত্যর্থঃ, তাভিঃ প্রত্যক্ষাভিঃ

চক্ষুরাদিভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ জ্ঞেয়াভিঃ অষ্টাভিঃ তনুভিঃ প্রপন্নঃ অন্বিতঃ ঈশঃ শিবঃ বো যুষ্মান্ অবতু রক্ষতু। স্রগ্ধরাবৃত্তম্, তল্লক্ষণম্—ম্রভ্নৈর্যাণাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্তিতেয়ম্ ॥

হোত্রী হুধাতোঃ তৃন্ স্ত্রিয়ামীপ্। যয়া প্রাণিনঃ ইত্যত্র ধান্যেন ধনবান্ ইতিবৎ অভেদে তৃতীয়া করণে বা। অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ং প্রতিগতাঃ ইতি প্রত্যক্ষাঃ। যদ্বা অক্ষোঃ, প্রাধান্যাৎ অন্যেষাম্ ইন্দ্রিয়াণামুপলক্ষণমেতৎ, অভিমুখম্ ইতি প্রত্যক্ষম্ "সমনুপরপ্রতিভ্য" অক্ষ্ণঃ ইতি অব্যয়ীভাবসমাসে সমাসান্তঃ অঃ তৎ আসামস্তি ইতি প্রত্যক্ষা "অর্শআদিভ্যঃ অচ্" ইতি অচ্। প্রপন্নঃ প্রপূর্বাৎ পদধাতোঃ কর্মণি ক্তঃ, অন্বিতঃ উপলক্ষিতঃ ইত্যর্থঃ। প্রায়েণ প্রপন্নশব্দস্য শরণাগতত্বম্ (দুর্গতত্বম্) ইতি অর্থঃ দৃশ্যতে। "দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ। মায়াময়নিরস্তায় প্রপন্নজন- সেবিনে। শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥"

(নান্দ্যাঃ অন্তে অবসানে সূত্রধারঃ ইদং প্রয়োজিতবান্ ইতঃ প্রভৃতি ময়া নাটকমুপাদীয়তে ইতি কবেরভিপ্রায়ঃ। অন্যতা প্রাগুক্তশ্লোকে নান্দীলক্ষণস্য অনুপপত্তিঃ স্যাৎ। নান্দীলক্ষণং যথা—

"আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতিঃ যস্মাৎ প্রযুজ্যতে।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মাৎ নান্দীতি সংজ্ঞিতা ॥
মঙ্গল্যশঙ্কচন্দ্রাব্জকোককৈরবশংসিনী।
পদৈর্যুক্তা দ্বাদশভিরষ্টাভির্বা পদৈরুত ॥"

পূর্বরঙ্গস্য রঙ্গদ্বারাভিধানমঙ্গমিতি যদুক্তং তদেবাত্র নান্দীশব্দেন লক্ষিতম্। সূত্রং নাটকস্য সূত্রং ধরতি যঃ সঃ সূত্রধারঃ ধরতেঃ কর্মণ্যণ্।

সূত্রধারঃ। (নেপথ্যস্য বেশরচনাগৃহস্য অভিমুখমবলোক্য) আর্যে, স্বপত্নীসম্বোধনমেতৎ। যদি নেপথ্যস্য বিধানং করণং বেশরচনা ইত্যর্থঃ অবসিতং সমাপ্তং তর্হি ইতঃ অত্র স্থানে আগম্যতাং ভবত্যা ইতি শেষঃ। অবপূর্বাৎ সোধাতোঃ ক্তঃ অবসিতঃ। সোধাতোঃ লট্ স্যতি, লিট্ অসৌ, লুঙ্ অসাৎ, অসাসীৎ, ঘঞ্ সায়ঃ, ণিচ্ সায়য়তি, ল্যুট্ বা অনট্—সানম্।

(প্রবিশ্য)

নটী।—আর্যপুত্র ইতি স্বামিসম্বোধনম্।

সূত্রধারঃ। আর্যে, অভিরূপৈঃ বিদ্বদ্ভিঃ ভূয়িষ্ঠা বহুলা ইয়ং পরিষৎ সভা। অত্র সভায়াং বহবো বিপশ্চিতঃ সমুপস্থিতাঃ। অদ্য কালিদাসেন গ্রথিতং বস্তু যস্য তেন, কালিদাসোপনিবদ্ধবিষয়েণ নবেন সদ্যঃ প্রণীতেন, অভিজ্ঞায়তে অনেন ইতি অভিজ্ঞানম্ স্মৃত্যুপস্থাপকং বস্তু, অত্র তু অঙ্গুরীয়ম্, তেন সৃত্যমূঢ়পূর্বাসৌ মুনিতনয়া ইতি স্মৃতা

শকুন্তলা, তাম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং নাটকম্ ইতি অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, "অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে" ইতি অণ্, "লুবাখ্যায়িকাভ্যোঃ বহুলম্" ইতি অণো লুক্, নাটকমিত্যনেন সহ অভেদোপচারাৎ নপুংসকত্বম্। যদ্বা অভিজ্ঞানগৃহীতা শকুন্তলা অস্মিন্ নাটকে ইতি মধ্যপদলোপিনি বহুব্রীহৌ অভিজ্ঞানশকুন্তলমিতি সমস্তপদং অভিজ্ঞানং শকুন্তলায়াঃ যত্র ইতি বা বিগ্রহঃ। ক্লীবত্বাৎ হ্রস্বত্বম্। অভিজ্ঞানশকুন্তলং নামধেয়ং যস্য তেন নাটকেন অস্মাভি-রুপস্থাতব্যম্। তস্য নাটকস্য অভিনয়প্রদর্শনেন অত্র সংসদি উপস্থিতানাং সামাজিকানাং চেতাংসি রঞ্জয়িতব্যানি ইত্যর্থঃ।

তস্মাৎ পাত্রে পাত্রে ইতি প্রতিপাত্রং বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাবঃ। যত্নঃ আধীয়তাং ক্রিয়তাম্। সর্বে এব কুশীলবাঃ যথা অপ্রমত্তাঃ স্বং স্বং নিয়োগমনুতিষ্ঠন্তি তথা ক্রিয়তাম্ ইত্যর্থঃ। ননু অভিজ্ঞানশকুন্তলস্য নাটকেষু অন্তর্ভাবাৎ আখ্যায়িকাসু তস্যানন্তর্ভাবঃ, অতশ্চ "লুবাখ্যায়িকাভ্যো বহুলম্" ইতি বার্তিকস্য অনবকাশাৎ "অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে" ইতি সূত্রেণ অণি কৃতে আদ্যচো বৃদ্ধৌ আভিজ্ঞানশকুন্তলমিতি যদ্বা সুপাঞ্চাল্যাদিবৎ পরপদস্য বৃদ্ধৌ অভিজ্ঞানশাকুন্তলম্ ইতি বা পদং স্যাৎ ইতি চেৎ, তচ্ছ ক্রমঃ আখ্যায়িকাশব্দস্য প্রবৃত্তিরত্রালংকারিকধৃতলক্ষণসম্পন্নে গদ্যকাব্যভেদে কেবলং রূঢ়েতি ন প্রত্যুত তৎসদৃশেষু প্রবন্ধেষু অপি লব্ধাকাশা ইতি বার্তিককৃতোঽভিপ্রায়-মুৎপশ্যামঃ ॥

অভিরূপয়ন্তি নিরূপয়ন্তি তত্ত্বং যে তে অভিরূপাঃ পণ্ডিতাঃ, চুরাদিগণীয়াৎ রূপয়তেঃ অচ্ তৈঃ ভূয়িষ্ঠা। ভূয়োভূমভূয়িষ্ঠাঃ ইতি বহুশব্দাৎ ইষ্ঠপ্রত্যয়েন ভূয়িষ্ঠম্ ইতি সিদ্ধম্। পরিষীদন্তি তত্র ইতি পরিপূর্বাৎ সদ্ধাতোরধিকরণে ক্বিপ্, সদিরপ্রতেঃ ইতি উপসর্গস্থাৎ নিমিত্তাৎ পরস্য সীদতেঃ ষত্বম্। নাম এব ইতি নামধেয়ম্ স্বার্থে ধেয়চ্প্রত্যয়ঃ। নির্জনে তু বনে যস্মাৎ শকুন্তৈঃ পরিপালিতা। শকুন্তলা ইতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া। *শকুন্তশব্দপূর্বাৎ লাতেঃ ঘঞর্থে কঃ, ততঃ স্ত্রিয়ামাপ্।*

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্।

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

পঞ্চাধিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥

প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষি ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।

দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ ॥

এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।

অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্য্যং নির্বহণেঽদ্ভুতম্।
চত্বারঃ পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্যব্যাপৃতপুরুষাঃ।
গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রং তু বন্ধনং তস্য কীর্তিতম্ ॥”

নাটয়তি ইতি নাটকম্ চুরাদিগণীয়াৎ নটধাতোঃ ণ্বুল্ বা ণকঃ। নটধাতু নর্তনে ঘটাদিঃ। অভিনয়োঽপি অস্য অর্থান্তরম্।

নটী।—সুবিহিতঃ সম্যক্ অনুষ্ঠিতঃ প্রয়োগঃ অভিনয়ঃ যেন তস্য ভাবঃ তত্তাতয়া প্রয়োগস্য সম্যগনুষ্ঠানাৎ ন কিমপি পরিহাস্যতে, কাপি হানিঃ ন ভবিষ্যতি। কিমপি দোষস্পৃষ্টং ন ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ। পরিহাস্যতে ইতি জহাতেঃ কর্মকর্তরি লৃটি রূপম্। হা—লট্ জহাতি, শতৃ জহৎ, লিট্ জহৌ, লুঙ্ অহাসীৎ, লোট্—জহাহি, জহীহি, জহিহি, ক্তঃ হীনঃ। সূত্রধারঃ। আর্যে, ভূভাং ভূতশ্চাসৌ অর্থশ্চেতি ইতি কর্মধারয়ঃ, তং ভূতার্থং সত্যমর্থং বস্তু ইতি যাবৎ কথয়ামি। যুক্তে ক্ষ্মাদাবৃত্তে ভূতং প্রাণ্যতীতে সমে ত্রিষু ইত্যমরঃ, তে ইত্যত্র ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্তব্যম্ ইতি চতুর্থী।

আপরিতোষাদিতি। বিদুষাম্ আ পরিতোষাৎ প্রয়োগবিজ্ঞানং সাধু ন মন্যে। বলবদপি শিক্ষিতানাং চেতঃ আত্মনি অপ্রত্যয়ম্ ॥ বিদুষাং পণ্ডিতানাম্ আ পরিতোষাৎ চিত্ত-প্রসাদনাৎ আঙ্মর্যাদাভিবিধ্যোরিতি সমাসস্য বিভাষিতত্বাৎ ন সমাসঃ, সমাসপক্ষে আপরিতোষম্ ইতি স্যাৎ। প্রয়োগস্য অভিনয়স্য বিজ্ঞানং নৈপুণ্যং সাধু সম্যক্ ন মন্যে। যাবৎ বিদ্বাংসঃ ন পরিতুষ্যন্তি তাবদস্মাকম্ অভিনয়ঃ সম্যক্ সংবৃত্তঃ ইতি ন মন্যে। অত্র হেতুমুপন্যস্যতি। বলবৎ অত্যন্তমপি শিক্ষিতানাং জনানাং চেতঃ মনঃ আত্মনি বিষয়ে অপ্রত্যয়ং নাস্তি প্রত্যয়ঃ বিশ্বাসঃ যস্য তৎ, আত্মনি ন বিশ্বস্তম্। অতিবিদ্বাংসঃ অপি কে বয়ম্ ইতি অপেরর্থঃ আত্মনি ন বিশ্বসন্তি। অর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ। বিদেঃ শতুর্বসুঃ বিদ্বস্, পক্ষে বিদৎ ॥ নটী। ত্বং যৎ বদসি তৎ *তথা। ইদানীং ময়া যৎ* কার্যং তদেব ভবানাহ ॥

সূত্রধারঃ। অস্যাঃ পরিষদঃ সংসদঃ সভায়াম্ ইতি যাবৎ। সমবেতানাং সামাজিকানামিত্যর্থঃ শ্রুতেঃ কর্ণস্য প্রসাদনতঃ রঞ্জনাৎ (পঞ্চম্যাঃ তসিল্) অন্যৎ কিং করণীয়মস্তীতি শেষঃ। ন কিমপি ইতি তাৎপর্যম্। অন্যারাদিতরর্তে ইতি পঞ্চমী। গীতেন সামাজিকানাং শ্রোত্ররঞ্জনমেব তে করণীয়ং নান্যৎ কিমপি। তৎ তস্মাৎ হেতোঃ অচিরং প্রবৃত্তঃ তং, অত্যন্তসংযোগবাচিন্যা দ্বিতীয়য়া সহ সমাসঃ। অতএব, উপভোগস্য ক্ষমঃ তং, উপভোগযোগ্যম্, সোঢুং শক্য-মিত্যর্থঃ, গ্রীষ্মসময়ং গ্রীষ্মর্তুম্ অধিকৃত্য আশ্রিত্য গীয়তাম্। গায়তের্ভাবে লোট্ সম্প্রতি, হি অত্র অবধারণে, হি হেতাবধারণে ইত্যমরঃ।

সুভগেতি। অন্বয়ে ন কিমপি পরিবর্তনম্। সুভগঃ সুখোৎপাদকঃ সলিলেষু জলাশয়েষু অবগাহঃ অবগাহনং স্নানম্ ইতি যাবৎ, যেষু তে সুভগসলিলা-বগাহাঃ, যেষু দিবসেষু জলাশয়ে নিমজ্জনং তাপোপশমনাৎ অতীব প্রীতিকরম্ ইত্যর্থঃ। পাটলানাং পুষ্পভেদানাং সংসর্গেণ সম্পর্কেণ সুরভয়ঃ সুগন্ধাঃ বনবাতা যেষু তে পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ, যেষু দিবসেষু বিকসিতানাং পাটলপুষ্পাণাং পরাগৈঃ শোভনগন্ধাঃ বায়বঃ বহন্তি ইত্যর্থঃ। প্রকৃষ্টা ছায়া অনাতপো যেষু স্থানেষু তানি প্রচ্ছায়ানি তরুতলানি ইত্যর্থঃ, তেষু সুলভা অকৃচ্ছ্রেণ লব্ধা নিদ্রা স্বাপো যেষু তে ; যেষু দিবসেষু ছায়াসুভগে তরুতলে শয়ানস্য নিদ্রা স্বয়মেব আপততি ইত্যর্থঃ। ঈদৃশাঃ দিবসাঃ গ্রীষ্মর্তুবাসরাঃ পরিণামে অবসানে রমণীয়াঃ মনোহরাঃ। সূর্যে অস্তাচলোন্মুখে তাপসংক্ষয়াৎ প্রস্নিগ্ধসমীরণসদ্ভাবাচ্চ শুচৌ মনসি মহান্ প্রমোদো জায়তে। স্বভাবোক্তিরলংকারঃ। স্বভাবোক্তিরসৌ চারু যথাবদ্ বস্তুবর্ণনম্।

নটী। তথা। যৎ ভবান্ আহ তৎ সত্যমিত্যর্থঃ। (গায়তি)।

দয়মানাঃ সদয়াঃ প্রমদাঃ নার্যঃ ভ্রমরৈঃ ষট্পদৈঃ ঈষৎ ঈষৎ চুম্বিতানি স্পৃষ্টানি কুমুদানাম্ অতিপেলবতয়া ভ্রমরভারসহনাক্ষমত্বাদিতি ভাবঃ। সুকুমারাঃ অতিকোমলাঃ কেশরাণাং কিঞ্জল্কানাং শিখাঃ অগ্রভাগাঃ যেষাং তানি, শিরীষাখ্যানি কুসুমানি অবতংসয়ন্তি কর্ণভূষণানি কুর্বন্তি। অবতংসশব্দঃ কর্ণভূষণে রূঢ়ঃ। অবতংসং কুর্বন্তি ইতি অবতংসশব্দাৎ ণিচ্ ততো লটি রূপম্। ঈষদীষদিত্যত্র "প্রকারে গুণবচনস্য" ইতি দ্বির্ভাবঃ, অব্যয়মিদং ক্রিয়াবিশেষণম্।

সূত্রধারঃ। আর্যে সাধু সুন্দরং মনোহরমিতি যাবৎ গীতম্। অহো ইতি আশ্চর্যে অব্যয়ম্। সর্বতো রঙ্গঃ সর্ব এব রঙ্গস্থিতঃ প্রেক্ষকঃ জনঃ রাগেণ গীতস্য মাধুর্যেণ বদ্ধা সংযতা আকৃষ্টা ইতি যাবৎ চিত্তস্য বৃত্তিঃ যস্য সঃ গীতাপহৃতচেতাঃ আলিখিতঃ চিত্রার্পিতঃ ইব আস্তে। গীতশ্রবণেন তন্ময়চিত্তঃ নিষ্পন্দঃ চিত্রলিখিত ইব বর্ততে ইত্যর্থঃ। তদিদানীং কতমৎ প্রকরণং প্রস্তাবং বিষয়ং বস্তু ইতি যাবৎ অশ্রিত্য অবলম্ব্য সহৃদয়সামাজিকবর্গম্ আরাধয়ামঃ তোষয়ামঃ। প্রকরণশব্দেন ইহ নাটকাদীনামন্যতমো ভেদো ন বিবক্ষিতঃ, তল্লক্ষণানুপপত্তেঃ। উক্তং চ ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতম্। শৃঙ্গারোঽঙ্গী নায়কস্তু বিপ্রোঽমাত্যোঽথবা বণিক্ ॥

ননু প্রাগেব ভবদ্ভিরাদিষ্টম্, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলস্য নাটকস্য অভিনয়ঃ ক্রিয়তামিতি। মিশ্রশব্দঃ নাটকাদৌ মাননীয়েষু প্রযুজ্যতে, অত্র গৌরবে বহুবচনম্, ননু শব্দোঽত্র বাক্যারম্ভে, "বাক্যারম্ভেঽপ্যনুয়ামন্ত্রণানুজ্ঞয়োরপি ইতি" হৈমঃ।

সূত্রধারঃ। আর্যে সম্যক্ সুষ্ঠু অনুবোধিতঃ স্মারিতঃ অস্মি। সর্বং ময়া বিস্মৃতম্। কুতঃ যতঃ তবেতি। অন্বয়ঃ—হারিণা তব গীতরাগেণ, অতিরংহসা সারঙ্গেণ এষ রাজা দুষ্যন্ত ইব প্রসভং হৃতঃ অস্মি। হরতি চিত্তমিতি হারী গ্রহাদিত্বাৎ ণিনিঃ, তেন মনোহরেণ

তব গীতস্য রাগেণ মাধুর্যেণ, অতিশয়িতং রংহঃ বেগঃ যস্য তেন অতিরংহসা বেগবতা সারঙ্গেণ এষ রাজা দুষ্যন্তঃ ইব, অহং প্রসভং বলাৎকারেণ হৃতোঽস্মি, আকৃষ্টঃ ভবামি। সর্বাত্মনা তব গীতমাকর্ণয়ন্নহম্ অন্যৎ সর্বং বিস্মৃতবানস্মি ইত্যর্থঃ। উপমালংকারঃ।

প্রস্তাবনা-লক্ষণম্,—

"নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্বতে ॥
চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা ॥"

অত্র অবলগিতাখ্যঃ প্রস্তাবনাভেদঃ প্রযুক্তঃ। তল্লক্ষণং—

"যত্রৈকত্র সমাবেশাৎ কার্যমন্যৎ প্রসাদ্যতে।
প্রয়োগে খলু তজ্জ্ঞেয়ং নাম্নাবলগিতং বুধৈঃ ॥"

প্রথমঃ অংকঃ

(তত ইতি চাপং ধনুঃ শরং বাণঞ্চ হস্তেন আদায় মৃগমনুসরন্ রাজা রথেন প্রবিশতি তস্য সারথিশ্চ।)

সূতঃ। (রাজানং মৃগঞ্চ দৃষ্ট্বা) আয়ুঃ প্রশস্তং বিদ্যতে যস্য স আয়ুষ্মান্ তৎ সম্বোধনে, "আয়ুষ্মান্ ইতি বাচ্যস্তু রথী সূতেন সর্বদা" ইতি নিয়মাৎ।

কৃষ্ণঃ সারঃ শবলঃ বিবিধবর্ণশ্চেতি কৃষ্ণসারঃ, বর্ণো বর্ণেনেতি সমাসঃ তস্মিন্ মৃগে অধিরূঢ়া জ্যা যেন তৎ অথবা জ্যাম্ অধিগতম্ ইতি অধিজ্যম্ আরোপিত- মৌর্বীকং কর্মণে যুদ্ধায় প্রভবতি যৎ তৎ কার্মুকং ধনুঃ (কর্মন্ ইতি শব্দাৎ উকঞ্) যস্য তস্মিন্ ত্বয়ি চ চক্ষুঃ দদৎ না ভ্যস্তাৎ শতুর্নুম্ ; অর্পয়ন্ অহং ত্বাং মৃগঞ্চ ইমং বিলোকয়ন্ ইত্যর্থঃ, মৃগং মৃগরূপধারিণং ক্রতুম্ ইত্যর্থঃ অনুসরতি যঃ তং সাক্ষাৎ মূর্তিমন্তং পিনাকোঽজগবং ধনুঃ স বিদ্যতে যস্য তং পিনাকিনং শিবম্ ইব পশ্যামি, অত্র উৎপ্রেক্ষালংকারঃ। দক্ষাধ্বরে হস্তমুদ্যতং পিনাকিনং দৃষ্ট্বা ক্রতুর্মৃগরূপম্ আস্থায় পলায়মানঃ শিবেন অনুসস্রে ইতি পুরাণবার্তা।

রাজা। হে সারথে বয়মনেন মৃগেণ দূরং বিপ্রকৃষ্টম্ অধ্বানম্ ইত্যর্থঃ, নীতা অয়ং পুনঃ অধুনা অপি গ্রীবেতি অন্বয়ঃ। অনুপততি পশ্চাৎ ধাবতি স্যন্দনে রথে গ্রীবায়াঃ ভঙ্গেন পরাবর্তনেন অভিরামং মনোহরং যথা তথা মুহুঃ বারং বারং দত্তা ন্যস্তা দৃষ্টিঃ লোচনং যেন সঃ, কিয়তি দুরে রথো বর্ততে ইত্যাশয়েন বারং বারং পরিবৃত্য বিলোকয়ন্

ইত্যর্থঃ শরস্য বাণস্য পতনাৎ ভয়ং তস্মাৎ হেতোঃ ভূয়সা বহুতরেণ অপরঃ অর্ধঃ শরীরস্য অংশঃ ইতি পশ্চার্দ্ধঃ (অপরস্য পশ্চাদেশঃ বক্তব্যঃ), যদ্বা পশ্চাৎ অর্ধঃ ইতি পশ্চার্ধঃ পৃষোদরাদিত্যাৎ সাধুঃ। তেন পশ্চার্ধেন পশ্চাদ্ভাগেন, পূর্বং কায়স্য ইতি পূর্বকায়ঃ, একদেশিসমাসঃ, পরবল্লিঙ্গং দ্বন্দ্বতৎপুরুষয়োরিতি পুংলিঙ্গতা। তং প্রবিষ্টঃ অস্মিন্নেবাংশে শরঃ পতিষ্যতি ইতি ভয়েন সংকুচিতপশ্চাদ্ভাগঃ ইত্যর্থঃ, শ্রমেণ বেগেন গমনজন্যক্লেশেন বিবৃতং ব্যাত্তং মুখম্ আননং তস্মাৎ, ভ্রংশিভিঃ গলিতৈরিত্যর্থঃ অর্ধং যথাতথা অবলীঢ়াঃ চর্বিতাঃ তৈঃ দর্ভৈঃ কুশৈঃ কীর্ণং ব্যাপ্তং বর্ত্ম মার্গঃ যেন যস্য বা তথোক্তঃ অয়ং মৃগঃ উদগ্রং প্লুতং যস্য তস্য ভাবঃ উদগ্রপ্লুতত্বং তস্মাৎ বিয়তি আকাশে বহুতরম্ উর্ব্যাং পৃথিব্যাং তু স্তোকম্ অল্পমেব প্রযাতি, পশ্য বিলোকয়। প্রায়শঃ অত্যুৎকটলম্ফেন গমনাৎ আকাশে এব বহুক্ষণং গচ্ছতি, পৃথিব্যাং তু অল্পক্ষণমেব ইতি তাৎপর্যম্।

বয়ম্ ইত্যত্র অস্মদো দ্বয়োরিতি বহুবচনম্। বিপূর্বাৎ যমেঃ ক্বিপ্ বিয়ৎ। অপরঃ অর্ধঃ ইতি বিগ্রহে অপরস্য পশ্চাদেশঃ, অত্র করণে তৃতীয়া। চিনোতেঃ ঘঞি কায়শব্দঃ নিষ্পন্নঃ, নিবামচিতিশরীরোপসমাধানেষু আদেশ্চ কঃ। উপসমাধানং রাশীকরণম্। অবপূর্বাৎ লিহধাতোঃ ক্তঃ অবলীঢ়ঃ। অয়ম্ ইত্যত্র কথং প্রথমা বিভক্তিঃ, পশ্যেত্যস্য কর্মত্বং কথং নাপ্নোতি ইতি বিতর্কে "অপাদানসম্প্রদান-করণাধারকর্মণাম্। [illegible] পরমেকং প্রবর্ততে ॥" ইতি বচনাৎ কর্তৃত্বম্। যদ্বা ইতিশব্দস্য অধ্যাহারেণ সর্বমবদাতম্ ॥

সূতঃ। আয়ুষ্মান্ ভূমিঃ উদ্ঘাতিনী, অয়ং ভূমিভাগঃ ক্বচিদুন্নতঃ ক্বচিদবনতঃ উৎপূর্বাৎ হন্তেঃ ঘঞ্ উদ্ঘাতঃ, ততঃ মত্বর্থীয়ঃ ইনিঃ। অতএব বেগেন গমনস্যাসুকরত্বাৎ ময়া রশ্মীনাং প্রগ্রহাণাং (কিরণপ্রগ্রহৌ রশ্মী ইত্যমরঃ) সংযমনাৎ আকর্ষণাৎ রথস্য বেগঃ রয়ঃ মন্দীকৃতঃ লঘূকৃতঃ। তেন চ হেতুনা মৃগোঽয়ং বিপ্রকৃষ্টম্ অন্তরং যস্য সঃ বিপ্রকৃষ্টান্তরঃ সংবৃত্তঃ। অস্য মৃগস্য ভবতো ব্যবধানম্ অতিমহৎ সংবৃত্তঃ, মৃগোঽয়ম্ অতিদূরং প্রয়াতঃ ইত্যর্থঃ। সম্প্রতি ইদানীং সমে উদ্ঘাতরহিতে দেশে বর্ততে যস্তস্য তব অয়ং দুবাসদঃ দুর্লভঃ ন ভবিষ্যতি। দুর্পূর্বাৎ আঙ্পূর্বাচ্চ সীদতেঃ কর্মণি খল্, ন খলর্থানামিতি ষষ্ঠীনিষেধাৎ তে ইত্যত্র শেষে ষষ্ঠী।

রাজা। তেন তস্মাৎ হেতোঃ অভীষবঃ রশ্ময়ঃ মুচ্যতাম্ শিথিলীক্রিয়ন্তাম্। ভূয়োঽপি রথস্য বেগং বর্ধয় ইত্যর্থঃ। অভিষুঃ প্রগ্রহে রশ্মৌ ইতি মেদিন্যমরৌ। অভিপূর্বাৎ ইষধাতোঃ কুঃ। মুঞ্চতেঃ কর্মণি অনুজ্ঞায়াং লোট্ ॥

সূতঃ। (রথস্য বেগং নিরূপ্য লক্ষয়িত্বা)।

মুক্তেষু রশ্মিষু ইতি। রশ্মিষু প্রগ্রহেষু মুক্তেষু শিথিলীকৃতেষু সৎসু, যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্ ইতি সপ্তমী। নিঃশেষেণ আয়তাঃ বিস্তারিতাঃ পূর্বকায়াঃ, পূর্বং কায়স্য ইতি

বিগ্রহে পূর্বকায়ঃ ("পূর্বাপরাধরোত্তরমেকদেশিনৈকাধিকরণে" ইতি একদেশিনা সহ তৎপুরুষঃ, ষষ্ঠীসমাসাপবাদঃ) যেষাং তে নিরায়তপূর্বকায়াঃ, নিষ্কম্পাঃ স্থিরাঃ, চামরাণাং (চমরশব্দাৎ অণ্) চমরাখ্যাণাং মৃগবিশেষাণাং পুচ্ছলোমনির্মিতানাং, ব্যজনভেদানাং, ভূষণার্থম্ অশ্বানাং শিরসি বদ্ধানাং, শিখাঃ অগ্রাণি যেষাং তে তাদৃশাঃ নিভৃতৌ নিষ্পন্দৌ ঊর্ধ্বৌ উন্নমিতৌ কর্ণৌ যেষাং তে তথোক্তাঃ আত্মভিঃ স্বৈঃ উদ্ধতানি উৎক্ষিপ্তানি তৈঃ আত্মোদ্ধতৈঃ স্বখুরোৎক্ষিপ্তৈঃ রজোভিঃ পাংশুভিঃ অপি অলঙ্ঘনীয়াঃ, তেষামপি পূর্বগামিনঃ অমী রথং বহন্তি ইতি রথশব্দাৎ যৎ (স্ত্রিয়াং তু প্রশস্তো রাজমার্গঃ) রথ্যাঃ বাহাঃ মৃগস্য পলায়মানস্য হরিণস্য জবস্য বেগস্য অক্ষময়া ইব সোঢুমশক্ততয়া ইব ইতি হেতূৎপ্রেক্ষা ধাবন্তি। স্বভাবোক্তিরিয়ম্।

রাজা। সত্যং ধ্রুবমিত্যর্থঃ উৎপ্রেক্ষাদ্যোতকমিদম্। বাজিনঃ মদীয়াঃ অশ্বাঃ হরিতঃ সূর্যাশ্বান্ হরীন্ ইন্দ্রাশ্বান্ চ অতীত্য অতিক্রম্য, রংহসা ন্যক্কৃত্য বর্তন্তে। তেভ্যঃ অপি বেগবত্তরা ইত্যর্থঃ। অতিদ্রুতং ধাবন্তি ইতি ভাবঃ। হরতি তমঃ স্বভাসা ইতি হরিৎ, হৃধাতোঃ ঔণাদিকঃ ইতিঃ ॥

তথাহি যদিতি। যদ্ বস্তু আলোকে দর্শনবিষয়ে সূক্ষ্মং কৃশং দূরত্বাদিতি ভাবঃ, তৎ বস্তু সহসা হঠাৎ বিপুলতাং স্থূলত্বং ব্রজতি প্রাপ্নোতি। দবীয়স্ত্বাৎ যদিদানীমপি কৃশং লক্ষ্যতে স্ম অতিমহতা রথরয়েণ ক্ষণেনৈব নিকটোপগমাৎ তৎ বিপুলং দৃশ্যতে। যচ্চ অন্তঃ মধ্যে বিচ্ছিন্নং বিভক্তং, পদার্থান্তরেণ ব্যবহিতত্বাদিতি ভাবঃ, তৎ কৃতং সন্ধানং সংযোগঃ মিলমিতি যাবৎ যস্য তৎ কৃতসন্ধানম্ ইব অবিভক্তমিব ভবতি, অতিবেগেন গমনাৎ উভয়প্রান্তস্য যুগপদেব দর্শনাদিতি ভাবঃ। যচ্চ প্রকৃত্যা স্বভাবেন বক্রং কুটিলং ভগ্নমিতি যাবৎ তদপি নয়নয়োঃ চক্ষুষোঃ সমা তুল্যা রেখা যস্য তৎ সমরেখম্ ঋজু প্রতীয়তে। রথস্য জবাৎ বেগাৎ কিঞ্চিৎ বস্তু ক্ষণং মুহূর্তমপি মম পার্শ্বে ন তিষ্ঠতি, ন বা দূরে বর্ততে। যৎ পার্শ্বে স্থিতং তৎ দূরে ব্রজতি, যচ্চ দূরস্থিতং তৎ সমীপমায়াতি। অনুরূপোক্তিঃ ভট্টৌ—

"অথ পুরুজবযোগান্নেদয়দ্দূরসংস্থম্,
দবয়দতিরয়েণ প্রাপ্তমুর্বীবিভাগম্ ॥"

সূত সারথে এনং মৃগং ব্যাপাদ্যমানং ময়া নিহন্যমানং পশ্য বাণপথবর্তী অয়ং ক্ষণেনৈব ময়া হন্যতে ইত্যর্থঃ। ব্যাপাদ্যমানঃ ব্যাঙ্পূর্বাৎ ণ্যন্তাৎ পদ্ধাতোঃ শানচ্ কর্মণি। (শরস্য বাণস্য সন্ধানং সংযোগং নাটয়তি অভিনয়তি।)

(নেপথ্যে যবনিকান্তরালে)

ভো ভো ইতি স্পষ্টম্, অত্র সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তিঃ। "বিবাদে বিস্ময়ে হর্ষে খেদে দৈন্যে অবধারণে। প্রসাদনে সম্ভ্রমে চ দ্বিস্ত্রিরুক্তং ন দুষ্যতি ॥"

সূতঃ। (আকর্ণ্য অবলোক্য চ) বাণস্য সাযকস্য পথি বর্ততে যঃ তস্য বাণগোচবস্য কৃষ্ণসারস্য তব চ মধ্যে কেচন তাপসাঃ সম্প্রাপ্তাঃ।

রাজা। (সম্ভ্রমেণ সহ বর্তমানং যথা তথা সসম্ভ্রমং, মুনিগৌববাৎ ব্যস্তং যথা তথা) তেন হি বাজিনঃ অশ্বাঃ নিগৃহ্যন্তাং নিরুদ্ধ্যন্তাং, নিপূর্বাৎ গৃহ্নাতেঃ কর্মণি লোট্।

সূতঃ। তথা, যদাজ্ঞাপযসি, তৎ কবোমি ইত্যর্থঃ। (বথং স্থাপযতি বশ্মীনাং সংযমনাৎ অশ্বানাং নিরোধেন বথং সংযন্ত্রযতি।)

(ততঃ প্রবিশতি সশিষ্যঃ বৈখানসঃ। শিষ্যৈঃ সহ বর্তমানঃ বৈখানসঃ, বিখানসশব্দাৎ স্বার্থে অণ্, বি + খন্ + ড, অন-অসু (বাচস্পতিঃ) বাণপ্রস্থে তাপসভেদে বৈখানসশব্দস্য প্রবৃত্তিঃ।)

বৈখানসঃ। (হস্তম্ উদ্যম্য উত্তোল্য, উৎপূর্বাৎ যমেঃ ল্যপ্)

নেতি। মৃদুনি অস্মিন্ মৃগশবীবে তুলাবাশৌ অগ্নিবিব, বাণঃ ন খলু ন খলু সন্নিপাত্য, বত হবিণকানাম্ অতিলোলং জীবিতং ক্ব, নিশিতনিপাতাঃ বজ্রসাবাঃ তে শবাশ্চ ক্ব ॥ মৃদুনি অতিকোমলে অস্মিন মৃগস্য শবীবে দেহে বাণঃ শবঃ, তূলানাং বাশৌ পুঞ্জে অগ্নিঃ অনলঃ ইব ন খলু ন খলু সন্নিপাত্যঃ ন প্রযোক্তব্যঃ। খলু ইতি নিশ্চযে। অত্র সম্ভ্রমে প্রসাদনে বা দ্বিরুক্তিঃ। বত ইতি খেদে অব্যযম্। হবিণকানাম অনুকম্পনীযানাং মৃগানাম অতিলোলং লক্ষণযা অতিসুকুমাবমিত্যর্থঃ জীবিতং প্রাণাঃ ক্ব, নিশিতং শাচ্ছোবন্যতবস্যাম ইতি ইকাবোঽন্তাদেশঃ, পক্ষে নিশাতঃ। উগ্রঃ নিপাতঃ যেষাং তে নিশিতনিপাতাঃ। তৎ সাধুকৃতসন্ধানং সাযকং প্রতিসংহব বঃ শস্ত্রম্ আর্তত্রাণায, অনাগসি প্রহর্তুং ন। তস্মাৎ মৃগে শবনিপাতস্য অবৈধত্বাৎ, সাধু সম্যক কৃতং সন্ধানং সংযোজনং যস্য তং স্যতি নাশযতি ইতি সাযকঃ স্যতেঃ ণ্বুল বাণঃ তং প্রতিসংহব পুনবপি ইষুধৌ নিবেশয। বঃ যুষ্মাকম্ অস্ত্রং আর্তানাং বিপন্নানাং ত্রাণায বক্ষণায তাদর্থ্যে চতুর্থী, তুমর্থাচ্চ ভাববচনাদিতি বা আর্তান্ ত্রাতুমেব তব শস্ত্রস্য উপযোগিত্বম্। ন সন্তি অগাংসি অপবাধাঃ যস্য তস্মিন্ অনাগসি নিবপবাধে প্রহর্তুং ন প্রহবতেবাধাববিবক্ষযা সপ্তমী। প্রহর্তুং ন অর্হমিতি গতার্থত্বাৎ অর্হশব্দস্য ন প্রযোগঃ তদর্থে উপপদে হবতেঃ তুমুন্।

বাজা। এযঃ অযং বাণঃ প্রতিসংহৃতঃ তূণীবে স্থাপিতঃ। (যথোক্তং কবোতি) বৈখানসঃ। পুবোঃ বংশঃ অন্বযঃ তস্য প্রদীপঃ, যশসা বীর্যেণ চ প্রদীপবৎ উদ্ভাসকঃ তস্য পুরুবংশাবতংসস্য তব এতৎ সদৃশং যুক্তম। অস্মদ্বচোবক্ষণং তব যোগ্যম্। যস্য পুবোঃ বংশে জন্ম তস্য তব ইদং যুক্তরূপম্ এবং গুণোপেতং চক্রবর্তিনং পুত্রম আপ্নুহি।

যস্য তে পুবোঃ তদাখ্যস্য বাজর্ষেঃ বংশে জন্ম তস্য তব ইদম্ অস্মৎপ্রার্থনাপবিপূবণং যুক্তরূপম্ অতিশযেন যুক্তং, প্রশংসাযাং রূপপ্ ইতি উৎকর্ষে রূপপ্প্রত্যযঃ। এব ঈদৃশঃ বিনযাদযঃ গুণাঃ তৈঃ উপেতং যুক্তম এবং- গুণোপেতম্ ঈদৃগ্গুণশালিনং, চক্রে

নীতিশাস্ত্রোক্তানাং দ্বাদশবিধানাং নৃপাণাং মণ্ডলে বর্ততে উৎকর্ষেণ তিষ্ঠতি যস্তং চক্রবর্তিনং সার্বভৌমং পুত্রম্ আপ্নুহি লভস্ব। অনুরূপোক্তৌ রঘৌ,—"ভবন্তমীড্যং ভবতঃ পিতেব।"

নীবারা ইতি। শুকাঃ গর্ভে অভ্যন্তরে যেষাং তানি শুকগর্ভাণি "গড্বাদিভ্যঃ সপ্তমী পরম্" ইতি সপ্তম্যন্তস্য পরনিপাতঃ। (আকৃতিগণোঽয়ং গড্বাদিরিত্যুৎ-পশ্যামঃ) যদ্বা শুকাঃ গর্ভঃ অভ্যন্তরস্থঃ পদার্থঃ ইত্যর্থঃ যেষাং তানি ইতি সমানাধিকরণো বহুব্রীহিঃ। কোটরাণি তেষাং মুখেভ্যঃ অগ্রভাগেভ্যঃ ভ্রষ্টাঃ পতিতাঃ নীবারাঃ তরূণাং বৃক্ষাণাম্ অধঃ তলে দৃশ্যন্তে ইতি শেষঃ। ক্বচিৎ কুত্রচিদ্ ভাগে প্রস্নিগ্ধাঃ স্নেহসদ্ভাবাৎ চিক্কণাঃ মসৃণাঃ ইতি যাবৎ উপলাঃ দৃষৎখণ্ডাঃ ইঙ্গুদীনাং (তাপসতরূণাম্) বৃক্ষবিশেষাণাং ফলানি ভিন্দন্তি তৈলার্থমিতিভাবঃ, ইতি ইঙ্গুদীফলভিদঃ এব সূচ্যন্তে জ্ঞাপ্যন্তে। বিশ্বাসস্য উপগমাৎ হিংসাবৃত্তেরভাবাৎ বিশ্বস্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ, তথাচ ভট্টৌ—"বিশ্বশসে পক্ষিগণৈঃ সমন্তাৎ", ভারবাপি—"ইহ বীতভয়াস্তপোঽনুভাবাজ্জহতি ব্যালমৃগাঃ পরেষু বৃত্তিম্।" অভিন্না অব্যাকুলা যথাভ্যস্তমিত্যর্থঃ গতিঃ সঞ্চারঃ যেষাং তে মৃগাঃ শব্দং রথস্য ঘর্ঘরধ্বনিম্ অশ্রুতপূর্বমপি সহন্তে, তচ্ছ্রবণেন ভীতা নাপয়ান্তি ইত্যর্থঃ। তোয়স্য জলস্য আধারাঃ, তেষাং তোয়াধারাণাং জলাশয়ানাং পন্থানঃ ইতি তোয়াধারপথাঃ "ঋক্পূরব্ধূপথমানক্ষে" ইতি সমাসান্ত অঃ। বল্কলানাং পরিধেয়ভূতানাং তরুত্বচাং শিখাভাঃ অন্তেভ্যঃ নিস্যন্দানাং প্রস্রুতজলানাং রেখাভিঃ অংকিতাঃ চিহ্নিতাঃ দৃশ্যন্তে ইতি শেষঃ। স্নানাৎ উত্তীর্ণানাং মুনীনাং বল্কলান্তেভ্যঃ নিঃসৃতানাং তদ্রাগরক্তানাং সলিলানাং ধারাভির্লাঞ্ছিতা ইত্যর্থঃ। এষাং লিঙ্গানাং তপোবনে এব সদ্ভাবাদ্ তপোবনমিদমিত্যুন্নীয়তে ইতি ভাবঃ। স্বভাবোক্তিঃ ॥

রাজা। [পরিক্রম্য গত্বা অবলোক্য দৃষ্ট্বা চ] ইদম্ আশ্রমস্য তপোবনস্য দ্বারং প্রবেশমার্গং প্রবিশামি [প্রবিশ্য নিমিত্তং শকুনং লক্ষণং বাহুস্ফুরণরূপং সূচয়ন্ অভিনয়ন্] ইদম্ আশ্রমপদম্ আশ্রমস্থানং শান্তং শমরসপ্রধানম্, তপোনিরতাঃ ঋষয়ঃ অত্র বিদ্যন্তে ইত্যর্থঃ। বাহুঃ সব্যেতরঃ ভুজঃ চ স্ফুরতি স্পন্দতে। অত্র চ শব্দঃ সমুচ্চয়বচনঃ বিরোধবচনশ্চ। তথাচ রঘৌ লব্ধান্তরা সাবরণেঽপি গেহে যোগপ্রভাবো ন চ দৃশ্যতে তে। অস্য বাহুস্পন্দনস্য ফলং দিব্যস্ত্রীলাভরূপম্ ইহ আশ্রমে কুতঃ সম্ভবতি ন কুতোঽপি ইত্যর্থঃ, অথবা পক্ষান্তরে ভবিতব্যানাম্ অবশ্যম্ভাবিনাং পদার্থানাং দ্বারাণি উপায়াঃ সর্বত্রৈব ভবিতুমর্হন্তি ন তেষাম্ আশ্রমে কশ্চিদ্ ব্যাঘাতঃ। "কো নাম পাকাভিমুখস্য জন্তো র্দ্বারাণি দৈবস্যাপিধাতুম্ ঈষ্টে"—ভবভূতিঃ ॥

রাজা। যদি যতঃ ইত্যর্থঃ আশ্রমে বসতি যঃ তস্য আশ্রমবাসিনঃ অরণ্যসদঃ জনস্য ইদং বপুঃ শরীরং শুদ্ধান্তে রাজ্ঞঃ অন্তঃপুরে অপি দুর্লভম্ ; অরণ্যবাসিনঃ অসংস্কৃতমপি এতৎ কান্তিমৎ শরীরং নৈসর্গিকসৌন্দর্য্যেণ রাজান্তঃপুরস্ত্রীবর্গস্য ভূষণাদিভিরুৎকর্ষমাপাদিতমপি রূপং যদি ন্যক্করোতি ইত্যর্থঃ। ততঃ উদ্যানস্য লতাঃ

যত্নেন পরিপালিতা অপি ইতি ভাবঃ, বনস্য লতাভিঃ গুণৈঃ সৌন্দর্যমাধুর্য্যাদিভিঃ করণৈঃ দূরীকৃতাঃ তিরস্কৃতা খলু খল্টিবতি নিশ্চয়ে, বাক্যালংকারে বা। শুদ্ধান্তদুর্লভত্বস্য, উদ্যানলতানাং তিরস্করণস্য চ ঐক্যরূপ্যাৎ অত্র প্রতিবস্তূপমালংকারঃ। প্রতিবস্তূপমা সা স্যাৎ বাক্যয়োঃ গম্যসাম্যয়োঃ। একোঽপি ধর্মঃ সামান্যঃ যত্র নির্দিশ্যতে পৃথক্ ইতি লক্ষণম্ ॥

রাজা। কথম্ ইয়ং সা কণ্বস্য দুহিতা। স ভবান্ ইতি তত্রভবান্ সহসুপা ইতি সমাসঃ, ইতরাভ্যোঽপি দৃশ্যতে ইতি প্রথমায়াঃ ত্রল্ প্রত্যয়ঃ। অত্রভবান্ তত্রভবান্ পূজ্যে। পূজ্যঃ সঃ কাশ্যপঃ কণ্বঃ ন সাধু সম্যক্ পশ্যতি যঃ সঃ অসাধুদর্শী যঃ ইমাং শকুন্তলাম্ আশ্রমস্য ধর্মে তপশ্চরণে ইত্যর্থঃ, নিযুঙ্‌ক্তে, রৌধাদিকাৎ যুজেঃ লটি রূপম্, স্বরাদ্যন্তোপসর্গাদিতি বক্তব্যম্ ইতি আত্মনেপদম্। ইদমিতি। অব্যাজেন ব্যাজং ছলম্ অন্তরেণ এব আহার্যশোভাং বিনৈব ইত্যর্থঃ মনোহরম্ ইতি অব্যাজমনোহরং নিসর্গসুন্দরম্ ইদং বপুঃ শরীরং, ক্ষমতে ইতি ক্ষমং যোগ্যম্ তপসঃ, তপঃক্লেশসহনসমর্থং সাধয়িতুং কর্তুং যঃ ইচ্ছতি অভিলষতি, সঃ ঋষিঃ মুনিঃ কণ্বঃ ধ্রুবং নিশ্চিতমেব নীলম্ উৎপলম্ তস্য পত্রং তস্য ধারা তয়া শমীলতাং শমীশাখাং ছেত্তুং কর্তিতুং ব্যবস্যতি উদ্যচ্ছতে। কোমলোৎপলদলেন শমীশাখাছেদনমিব শকুন্তলয়া সুকুমারাঙ্গ্যা তপশ্চরণম্ অতীব দুষ্করং কর্তুমীহতে, অতো নায়ং সমীক্ষ্যকারীতি ভাবঃ। অসম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধঃ উপমাপরিকল্পকঃ ইতি লক্ষণাৎ অত্র নিদর্শনালংকারঃ ॥

রাজা। চলঃ চঞ্চলঃ অপাঙ্গঃ প্রান্তঃ যস্যাঃ তাং চলাপাঙ্গাং, বেপথুঃ কম্পনং বিদ্যতে যস্যাঃ তাং বেপথুমতীং কম্পমানাং দৃষ্টিং বহুশঃ বহুবারান্ স্পৃশসি চুম্বসি ইত্যাশয়ঃ। রহসি ভবম্ ইতি রহস্যং গোপ্যং তস্য আখ্যায়ী ইতি রহস্যাখ্যায়ী ইব, কিমপি গোপ্যং কথয়িতুমিব ইত্যর্থঃ, কর্ণস্য শ্রুতেঃ অন্তিকে সমীপে চরতি ইতি কর্ণান্তিকচরঃ কর্ণমূলে ইত্যর্থঃ, মৃদু মন্দং স্বনসি গুঞ্জসি। করৌ হস্তৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ, কম্পয়ন্ত্যাঃ ভ্রমরনিরাসায় উৎক্ষিপন্ত্যাঃ অস্যাঃ রতেঃ সর্বস্বং সারভূতম্ অধরং পিবসি, কামিনামধরাস্বাদঃ সুরতাদতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ। বয়ং তত্ত্বস্য কিমিয়ং মৎপরিগ্রাহ্যা নবেতি স্বরূপস্য অন্বেষাৎ হতাঃ, হে মধুকর, ত্বং কৃতী কৃতকার্যঃ খলু। শিখরিণী বৃত্তম্। রসৈঃ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলাগঃ শিখরিণী ইতি লক্ষণম্। অত্র মধুকরে নায়কব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিঃ, সা চ উপময়া অঙ্গাঙ্গিভাবেন সংকীর্যতে। "সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কাব্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ। ব্যবহারসমারোপঃ প্রস্তুতেঽন্যস্য বস্তুনঃ ॥" ইতি লক্ষণম্।

রাজা। দুর্বিনীতানাং দুষ্টানাং শাসিতরি নিয়ন্তরি পৌরবে পুরুবংশীয়ে দুষ্যন্তে বসুমতীং পৃথিবীং শাসতি পালয়তি সতি. যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্ ইতি সপ্তমী। কোঽয়ং মুগ্ধাসু বম্যাসু যদ্বা অপ্রবুদ্ধমনঃসু বালাসু ইত্যর্থঃ তপস্বিকন্যকাসু অবিনয়ম্ অশিষ্টম্ আচরতি।

রাজা। উপপদ্যতে যুজ্যতে, অন্যথা কথমস্যাঃ ঈদৃক্ রূপমিত্যর্থঃ। মানুষীষু ইতি। মানুষীষু মানবীগর্ভসম্ভূতাসু নারীষু অস্য ঈদৃশস্য রূপস্য সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ কথং বা স্যাৎ, ন কথমপি ঈদৃকসৌন্দর্য্যসম্ভবঃ। প্রভয়া দীপ্ত্যা তরলং চঞ্চলং জ্যোতিঃ অচিরপ্রভা বসুধাযাঃ তলং তস্মাৎ বসুধাতলাৎ ক্ষৌণীপৃষ্ঠাৎ ন উদেতি, ক্ষণাতলাৎ যথা বিদ্যুন্নোৎপদ্যতে তথা মানবীগর্ভাৎ এতাদৃশং রূপং ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ। প্রতিবস্তূপমালংকাবঃ ॥

রাজা। তে সখীম্ ইতি জ্ঞাতুমিচ্ছামি। তব সখীসম্বন্ধিনম্ ইমং বিষয়ং জ্ঞাতুমিচ্ছামি। অনয়া শকুন্তলয়া আপ্রদানাৎ প্রদানপর্যন্তং যাবদসৌ কস্মৈচিদ্ গুণবতে বরায় ন দীয়তে তাবদিত্যর্থঃ মদনস্য মনোভবস্য ব্যাপারং কর্ম প্রসরমিত্যর্থঃ রুণদ্ধি ইতি মদনব্যাপাররোধি মন্মথভাবপ্রতিবন্ধকং বৈখানসানাং বাণপ্রস্থানাম্ ইদমিতি বৈখানসং পুণ্যমারণ্যকং ব্রতং কিং নিষেবিতব্যম্ আচরিতব্যম্। আহো, অথবা সদৃশম্ ঈক্ষণং নয়নং যাসাং তাঃ সদৃশেক্ষণাঃ, অতএব বল্লভাঃ প্রিয়াঃ তাভিঃ হরিণানাম্ অঙ্গনাভিঃ মৃগীভিঃ সমং সহ অত্যন্তমেব চিরমেব নিবৎস্যতি স্থাস্যতি, কিমনয়া আবিবাহমারণ্যকং ব্রতমনুস্থাস্যতে, উত আহো যাবজ্জীবনমিতি সরলার্থঃ ॥

রাজা। (আত্মগতম্) ইয়ং প্রার্থনা শকুন্তলাং বোঢ়াহে ইত্যয়ং মনোরথঃ দুরবাপা। অস্য মনোরথস্য সিদ্ধির্ন দুষ্করা। হে হৃদয়, সম্প্রতি অধুনা সন্দেহস্য কিমিয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা ইতি নির্ণীতম্। অতঃ ত্বম্ অভিলাষেণ স্পৃহয়া সহ বর্তমানম্ ইতি সাভিলাষং শকুন্তলাং প্রতি অভিলাষবৎ ভব। যৎ বস্তু অগ্নিম আশঙ্কসে অগ্নিবৎ দাহকমিতি তর্কয়সি তদিদং স্পর্শস্য ক্ষমং যোগ্যং কণ্ঠধারণযোগ্যমিতি ভাবঃ রত্নম্। ঋষিতনয়াত্বেন, ক্ষত্রিয়েণ ময়া অগ্নিরিব ইয়ং স্প্রষ্টুমশক্যা ইতি যা শঙ্কা সমুৎপন্না সা অপাস্তা, অপ্সরসম্ভূতত্বাৎ রত্নমালেব কণ্ঠধারণযোগ্যা ইতি ভাবঃ। বিশেষে প্রস্তুতে সামান্যনির্দ্দেশরূপা অপ্রস্তুত প্রশংসা ॥

রাজা। [গ্রহীতুমিচ্ছন্ আত্মানং নিগৃহ্য. ইচ্ছায়াঃ প্রতিরোধং কৃত্বা আত্মগতম্] অহো ইতি বিস্ময়ে অব্যয়ম্। কামিজনানাং মনসঃ বৃত্তিঃ ব্যাপারঃ, চেষ্টা কায়কৃতঃ ব্যাপারঃ প্রতিরূপকং প্রতিবিম্বং যস্যাঃ সা। মনসো যাদৃশী ইচ্ছা প্রবর্ততে চেষ্টা অপি তদনুরূপা ভবতি।

শকুন্তলাম্ অনুগমিষান্ অহং সহসা হঠাৎ বিনয়েন শীলেন সদাচারেণ ইতি যাবৎ বারিতঃ নিষিদ্ধঃ প্রসরো যস্য তথোক্তঃ নেদং সদাচারানুমোদিতম্ ইতি বিবিচ্য অনুগমনাৎ বিরত ইত্যর্থঃ। অস্মাৎ স্থানাৎ অনুচ্চলন্নপি অত্রৈব স্থিতোঽপি ইত্যর্থঃ গত্বা পুনঃ প্রতিনিবৃত্তঃ ইব, পুনঃ প্রত্যাগত ইব। উৎপ্রেক্ষা অলংকারঃ ॥

রাজা। ভদ্রে প্রিয়ংবদাসম্বোধনমেতৎ, অত্রভবতীং শকুন্তলাং বৃক্ষসেচনাৎ বৃক্ষেভ্যঃ জলদানাৎ পরিশ্রান্তাং ক্লান্তাং লক্ষয়ে। তথাহি অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ বাহূকরৌ ঘটস্য জলসহিতস্য কলসস্য উৎক্ষেপণাৎ উন্নমনাৎ স্রস্তৌ নতৌ বিশ্লথৌ ইতি যাবৎ অসৌ বাহুমূলে যয়োঃ তৌ তথোক্তৌ, অতিমাত্রং লোহিতং ঘটসংঘর্ষণাৎ অতীবতাম্রং তলং যয়োঃ তৌ তাদৃশৌ জাতৌ। প্রমাণাৎ অধিকঃ ইতি প্রমাণাধিকঃ অতিপ্রমাণঃ শ্বাসঃ নিশ্বাসমারুতঃ অদ্যাপি ইদানীমপি জলসেকাদূর্দ্ধমপি স্তনয়োঃ বক্ষোজয়োঃ বেপথুং কম্পং জনয়তি। কিঞ্চ বদনে আননে কর্ণয়োঃ শ্রবণয়োঃ শিরীষে ভূষণার্থং পরিহিতে— শিরীষপুষ্পে রুণদ্ধি যৎ তৎ, কর্নাশিরীষরোধি, যেনাচিতং কর্ণাবতংসীকৃতং শিরীষপুষ্পং গণ্ডসংলগ্নং হতশ্রীকং ভবতি তদিত্যর্থঃ, ঘর্মাম্ভসাং স্বেদজলানাং জালকং সমূহঃ "জালসমূহ আনায়গবাক্ষক্ষারকেষু অপি" ইত্যমরঃ। স্বার্থে কন্ স্রস্তং বিগলিতম্। বন্ধে, কবরীবন্ধনে ধম্মিল্লে ইতি যাবৎ স্রংসিনি বিগলিতে সতি একেন হস্তেন, অন্যহস্তস্য ঘটধারণে ব্যাপৃতত্বাৎ যমিতাঃ (যমের্ণিচ্ ততঃ কর্ম্মণি ক্তঃ) বদ্ধা, মূর্ধ্নি জায়ন্তে যে তে মূর্দ্ধজাঃ 'সপ্তম্যাং জনে র্ডঃ' ইতি ড প্রত্যয়ঃ। শিরোরুহাঃ কেশাঃ ইতি যাবৎ পর্য্যাকুলাঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাঃ ॥

রাজা। [শকুন্তলাং বিলোক্য আত্মগতম্] বয়ং যথা অস্যাম্ অনুরক্তাঃ কিম্ ইয়ং তথা ময়ি ভবেৎ ; নু বিতর্কে ; নু পৃচ্ছায়াম্ বিকল্পে চ ইত্যমরঃ। অথবা ইতি স্পষ্টম্ বাচমিতি। যদ্যপি ইয়ং শকুন্তলা মম বচোভিঃ বাক্যৈঃ সহ বাচং ন মিশ্রয়তি, ময়া সহ আলাপং ন করোতি ইত্যর্থঃ, তথাপি ময়ি ভাষমাণে কথয়তি সতি অবহিতা দত্তমনঃসংযোগা সতী কর্ণং দদাতি আকর্ণয়তি ইত্যর্থঃ। বিকারো নেত্রবক্ত্রস্য তদ্বাক্যশ্রবণাদবঃ। অন্যব্যাজেন তদ্বীক্ষাম্ অনুরাগেঙ্গিতং ভবেৎ। কিঞ্চ কামম্ অত্যর্থং মম আননস্য সম্মুখীনা সম্মুখবর্তিনী ইত্যর্থঃ। (যথামুখসম্মুখস্য দর্শনঃ ইতি খপ্রত্যয়ঃ) ন তিষ্ঠতি কিমিয়ং তর্হি ময়ি উদাসীনা ইতি শঙ্কাং নিরস্যন্ আহ কিন্তু ইতি।—কিন্তু অস্যাঃ দৃষ্টিঃ ভূয়িষ্ঠং যথা তথা অন্য পদার্থান্তরং বিষয়ঃ দর্শনীয়ঃ যস্যাঃ সা ন ভবতি, অন্তরা অন্তরা মাম্ অবলোকয়তি ইত্যর্থঃ।

নেপথ্যে (যবনিকান্তরালে কস্যাচিৎ ঋষেঃ উক্তিঃ)

ভোঃ ভোঃ তাপসাঃ আশ্রমস্য প্রাণিনাং রক্ষার্থং যূয়ং তপোবনে আসন্না ভবত, যতঃ

মৃগয়ার্থং পরিভ্রমন্ রাজা দুষ্যন্তঃ সমুপস্থিতঃ। মৃগোপপদাৎ যাতের্ঘঞর্থে কঃ স্ত্রিয়ামাপ্ মৃগয়া। তথাহি—ত্বরয়া তুরং বা গচ্ছন্তি যে তে তুরগাঃ (ত্বরা বা তুরশব্দঃ শীঘ্রার্থঃ তযোরন্যতরোপপদাৎ গমেঃ উপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সিদ্ধঃ তুরগশব্দঃ) অশ্বাঃ তেষাং খুরৈঃ হতঃ নিষ্পিষ্টঃ উৎক্ষিপ্তঃ ইত্যর্থঃ, পরিণতঃ অস্তাচলোন্মুখঃ অরুণঃ সূর্যঃ স এব প্রকাশতে ইতি পরিণতারুণপ্রকাশঃ আলোহিতঃ ইত্যর্থঃ, গৈরিকবহুলাসু পর্বতসন্নিহিতাসু ভূমিষু সঞ্চরণাৎ পাংশূনাং শোণত্বমনুসন্ধেয়ম্। রেণুঃ পাংশুঃ রেণুর্দ্বয়োঃ স্ত্রিয়াং ধূলিঃ পাংশুর্নান দ্বয়ো রজঃ ইত্যমরঃ। শলভানাং পতঙ্গানাং সমূহঃ ইব বিটপেষু শাখাসু বিষক্তানি বিশোষণার্থং লম্বিতানি জলার্দ্রাণি বল্কলানি মুনীনাং পরিধেয়ানি যেষাং তেষু বিটপবিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু, শাখাবিলম্বিতার্দ্রতরুত্বক্ষু আশ্রমদ্রুমেষু তপোবনবৃক্ষেষু পততি। অপি চ—

স্যন্দনস্য রথস্য আলোকাৎ দর্শনাৎ ভীতঃ সন্ত্রস্তঃ অদৃষ্টপূর্বত্বাদিতি ভাবঃ। তীব্রেণ অতিপ্রচণ্ডেন আঘাতেন প্রতিহতাঃ বিরুগ্নাঃ ভগ্নাঃ ইতি যাবৎ তরবো যেন সঃ, তাদৃশঃ স্কন্ধপ্রদেশে লগ্নঃ সংসক্তঃ পরিবৃত্যাবলোকনেন ইতি ভাবঃ, একঃ দন্তঃ বিষাণং যস্য সঃ তথোক্তঃ, পাদেন আকৃষ্টঃ যো ব্রততীনাং লতানাং বলয়ঃ, তস্য আসঙ্গেন সংসর্গেণ সঞ্জাতঃ পাশঃ রজ্জুঃ যস্য সঃ পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ, ভিন্নানি শঙ্কয়া বেগবর্ধিতগতীনি ইত্যর্থঃ, যদ্বা ভিন্নানি ভয়াৎ ইতস্ততঃ বিদ্রুতানি ইত্যর্থঃ, সারঙ্গাণাং সারং শবলং বিচিত্রম্ ইত্যর্থঃ, অর্দ্ধং গাত্রং যেষাং তে সারঙ্গাঃ হরিণাঃ শকন্ধ্বাদিষু পররূপত্বম্, সারঙ্গঃ পশুপক্ষিণোঃ তেষাম্। মৃগাণাং যূথানি দলানি যস্মাৎ সঃ গজঃ নোঽস্মাকং তপসঃ ধর্মচরণস্য মূর্তঃ শরীরী বিঘ্নঃ অন্তরায়ঃ ইব ধর্মারণ্যং ধর্মস্য অরণ্যং (অশ্বঘাসাদিবৎ তাদর্থ্যে ষষ্ঠীসমাসঃ) প্রবিশতি। পূর্বে কদাপি ন বিলোকিতস্য রথস্য দর্শনেন ভীতঃ পলায়মানঃ গমনস্য সৌকর্য্যং বিধাতুং পুরঃ পতিতান্ আশ্রমস্য তরূন্ রয়েণ বিরুজন্ কিয়তি দূরে রথো বর্ততে ইতি বিলোকয়িতুং পরাবর্তিতে স্কন্ধে স্বস্য দন্তেন একেন আসজ্যমানঃ, বৃক্ষানাশ্রিতানাং লতানাং মণ্ডলস্য পাদৈরাকর্ষণেন নিগড়ৈঃ চরণেষু নিবদ্ধ ইব লক্ষ্যমাণঃ হরিণানাং যূথানি বিত্রাসয়ন্ গজোঽয়মাশ্রমং মূর্ত্তো সঞ্চরমাণঃ তপসঃ প্রত্যূহ ইব অভিধাবতি ইতি সমাসরহিতৈঃ পদৈঃ ব্যাখ্যা।

রাজা। নগরগমনং প্রতি মন্দম্ ঔৎসুক্যং যস্য সঃ তাদৃশঃ সংবৃত্তোঽস্মি। অনু পশ্চাৎ যাত্রা গমনং প্রয়োজনমেষাম্ ইতি অনুযাত্রিকাঃ অনুচরাঃ তান্ তপোবনস্য নাতিদূরেণ সমীপে ইত্যর্থঃ, নিবেশয়েয়ম্ স্থাপয়েয়ম্। সমেত্য তৈঃ সহ মিলিত্বা, শকুন্তলাব্যাপারাৎ শকুন্তলারূপাৎ বস্তুনঃ আত্মানং নিবর্তয়িতুং নিবৃত্তং কর্তুং ন শক্নোমি। মম হি শরীরং দেহঃ পুরঃ অগ্রে গচ্ছতি কিংতু অসংস্থিতং চঞ্চলং চেতঃ, বাতম্ অভিলক্ষ্যীকৃত্য ইতি

প্রতিবাতং লক্ষণেনাভিপ্রতী আভিমুখো ইতি অব্যয়ীভাবঃ। বাতাভিমুখং নীয়মানস্য উহ্যমানস্য কেতোঃ ধ্বজস্য চীনাংশুকমিব চীনদেশোদ্ভবম্ উৎকৃষ্টধ্বজবসনমিব পশ্চাদ্ ধাবতি। শকুন্তলাগতেন চেতসা বিহীনেন ইব শূন্যেন দেহেন গচ্ছামি ইতি ভাবঃ। উপমালংকারঃ। "দূরান্তিকার্থেভ্যঃ দ্বিতীয়া চ, এভ্যো দ্বিতীয়া স্যাৎ পঞ্চমীতৃতীয়ে চ"—ইতি নাতিদূরেণ ইত্যত্র তৃতীয়া। "দূরান্তিকার্থৈঃ ষষ্ঠ্যন্যতরস্যাম্" ইতি তপোবনস্য ইতি ষষ্ঠী, পঞ্চমী অপি ভবতি। অথ নাট্যোক্তয়ঃ,—

অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ স্বগতং মতম্।
সর্বশ্রাব্যং প্রকাশং স্যাৎ তদ্ ভবেদপবারিতম্ ॥
রহস্যং তু যদন্যস্য পরাবৃত্য প্রকাশ্যতে।
ত্রিপতাককরেণ অন্যান্ অপবার্য্য অন্তরা কথাম্ ॥
অন্যোন্যামন্ত্রণং যৎ স্যাৎ জনান্তে তজ্জনান্তিকম্।
কিং ব্রবীষি ইতি যন্নাট্যে বিনা পাত্রং প্রযুজ্যতে ॥
শ্রুত্বেবানুক্তমপ্যর্থং তৎ স্যাদ্ আকাশভাষিতম্।

যঃ কশ্চিদর্থী যস্মাদগোপনীয়ঃ তস্যান্তরতঃ ঊর্দ্ধসর্বাঙ্গুলি নামিতানামিকং ত্রিপাতকলক্ষণং করং কৃত্বা অন্যেন সহ যন্মন্ত্র্যতে তজ্জনান্তিকম্, পরাবৃত্য অন্যস্য রহস্যকথনমপবারিতম্। স্পষ্টমন্যৎ ॥

॥ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ॥

॥ দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি বিষণ্ণো বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ—(নিঃশ্বস্য) ভো দিট্‌ঠং এদস্‌স মঅআসীলস্‌স রণ্ণো বঅস্‌সভাবেন ণিব্বিণ্ণো ম্‌হি। অঅং মত্ত অঅং বরাহো অঅং সদ্দূলো ত্তি মজ্‌ঝণ্ণে বি গিম্হবিরলপাঅবচ্ছাআসু বণরাইসু আহিণ্ডীঅদি অডবীদো অডবী। পত্তসংকরকসাআইং কডুআইং গিরিণইজলাইং পীঅন্তি। অণি-অদবেলং সূল্লমংসভূইঠ্‌ঠো আহারো অণ্‌হীঅদি। তুরগাণুধাবণকণ্ডিদ-সন্ধিণো রত্তিম্মি বি ণিকামং সইদব্বং ণত্থি। তদো মহন্তে এব্ব পচ্চুসে দাসীএপুত্তেহিং সউণিলুদ্ধএহিং বণগ্‌গহণকোলাহলেণ পডিবোধিদো ম্‌হি। এত্তএণ দাণিং বি পীড়া ন ণিক্কমদি। তদো গণ্ডস্‌স উবরি পিণ্ডও সংবুত্তো। হিও কিল অম্‌হেসু ওহীণেসু তত্তহোদো মআণুসারেণ অস্‌সমপদং পবিঠ্‌ঠস্‌স তাবসকণ্ণআ সউন্দলা মম অধণ্ণদাএ দংসিদা। সংপদং ণঅরগমণস্‌স মণং কহং বি ণ করেদি। অজ্জ বি সে তং এব্ব চিন্তঅন্তস্‌স অক্‌খীসু পভাদং আসি। কা গদী। জাব ণং কিদাচারপরিক্কমং পেক্‌খামি। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) এসো বাণাসণহত্থাহিং জবণীহিং বণপুপফমালাধারিণীহিং পডিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি পিঅবঅস্‌সো। হোদু। অঙ্গভঙ্গবিঅলো বিঅ ভবিঅ চিঠ্‌ঠিস্‌সং। জই এব্ব বি ণাম বিস্‌সমং লহেঅং। (দণ্ডকাষ্ঠমবলম্ব্য স্থিতঃ)।

[ভো দৃষ্টম্ এতস্য মৃগয়াশীলস্য রাজ্ঞো বয়স্যভাবেন নির্বিণ্ণঃ অস্মি। অয়ং মৃগঃ অয়ং বরাহঃ অয়ং শার্দূল ইতি মধ্যাহ্নে অপি গ্রীষ্মবিরল-পাদপচ্ছায়াসু বনরাজিষু আহিণ্ড্যতে অটবীতঃ অটবী। পত্রসংকরকষায়াণি কটূনি গিরিনদীজলানি পীয়ন্তে। অনিয়তবেলং শূল্যমাংসভূয়িষ্ঠঃ আহারো ভুজ্যতে। তুরগানুধাবনকণ্ডিতসন্ধেঃ রাত্রৌ অপি নিকামং শয়িতব্যং নাস্তি। ততঃ মহতি এব প্রত্যূষে দাস্যাঃপুত্রৈঃ শকুনিলুব্ধকৈঃ বনগ্রহণকোলাহলেন প্রতিবোধিতঃ অস্মি। ইয়তা ইদানীম্ অপি পীড়া ন নিষ্ক্রামতি। ততঃ গণ্ডস্য উপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ।

হ্যঃ কিল অস্মাসু অবহীনেষু তত্রভবতঃ মৃগানুসারেণ আশ্রমপদং প্রবিষ্টস্য তাপসকন্যকা শকুন্তলা মম অধন্যতয়া দর্শিতা। সাম্প্রতং নগরগমনস্য মনঃ কথমপি ন করোতি। অদ্য অপি তস্য তাম্ এব চিন্তয়তঃ অক্ষ্ণোঃ প্রভাতম্ আসীৎ। কা গতিঃ। যাবৎ তং কৃতাচারপরিশ্রমং পশ্যামি। এষ বাণাসনহস্তাভিঃ যবনীভিঃ বনপুষ্প-মালাধারিণীভিঃ পরিবৃতঃ ইতঃ এব আগচ্ছতি প্রিয়বয়স্যঃ। ভবতু। অঙ্গভঙ্গবিকল ইব ভূত্বা স্থাস্যামি। যদি এবম্ অপি নাম বিশ্রামং লভেয়।]

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—ততঃ প্রবিশতি (তারপর প্রবেশ করেন) বিষণ্ণঃ বিদূষকঃ (বিষাদগ্রস্ত বিদূষক)। বিদূষকঃ—(নিঃশ্বস্য) (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে)। ভো দৃষ্টম্ (হায়, আমার ভাগ্য)! এতস্য মৃগয়াশীলস্য রাজ্ঞঃ (এই মৃগয়াসক্ত রাজার) বয়স্যভাবেন (সমবয়স্ক বন্ধু হওয়ায়) নির্বিণ্ণঃ অস্মি (কি কষ্টই না ভোগ কর্‌ছি)। অয়ং মৃগঃ (এই যে মৃগ), অয়ং বরাহঃ (এই যে শূকর), অয়ং শার্দূলঃ (এই যে ব্যাঘ্র) ইতি (এই করে) মধ্যাহ্নে অপি (দুপুরেও) গ্রীষ্মবিরল-পাদপচ্ছায়াসু (গ্রীষ্মকালে বৃক্ষচ্ছায়াবিরল) বনরাজিষু (বনসমূহের মধ্যে) অটবীতঃ অটবী আহিণ্ড্যতে (একটি থেকে অপরটিতে পরিভ্রমণ করছি)। পত্রসংকরকষায়াণি (বৃক্ষপত্রের সংমিশ্রণে আরক্তিম) কটূনি গিরিনদীজলানি (ও কটু পার্বত্যনদীর জল) পীয়ন্তে (পান করতে হচ্ছে)। অনিয়তবেলং (অনির্দিষ্ট সময়ে) শূল্যমাংসভূয়িষ্ঠঃ আহারঃ ভুজ্যতে (শূলে পক্ব মাংসই প্রধানতঃ আহার করতে হচ্ছে)। তুরগানুধাবনকণ্ডিতসন্ধেঃ (অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করতে করতে শরীরের গ্রন্থিগুলিতে ব্যথা হয়েছে), রাত্রৌ অপি (রাত্রেও) নিকামং শয়িতব্যং নাস্তি (পর্যাপ্ত নিদ্রা লাভ করা যায় না)। ততঃ মহতি এব প্রত্যূষে (তারপর অত্যন্ত ভোরেই) দাস্যাঃপুত্রৈঃ শকুনিলুব্ধকৈঃ (দাসীর ব্যাটা পাখী শিকারীদের বনবেষ্টনের কোলাহলে) প্রতিবোধিতঃ অস্মি (নিদ্রা থেকে জেগে যেতে হয়)। ইদানীম্ ইয়তা অপি (এখন আবার এতেও) পীড়া ন নিষ্ক্রামতি (কষ্টের শেষ হচ্ছে না)। ততঃ গণ্ডস্য উপরি (এখন গোদের উপর) পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ (বিষফোঁড় হয়েছে)। হ্যঃ কিল (গতকালই) অস্মাসু অবহীনেষু (আমরা কিছু পশ্চাদ্বর্তী হলে) তত্রভবতঃ মৃগানুসারেণ (রাজা দুষ্যন্ত কোন এক মৃগের অনুসরণ করতে করতে) আশ্রমপদং প্রবিষ্টস্য (আশ্রমে প্রবেশ করে) মম অধন্যতয়া (আমারই দুর্ভাগ্যবশতঃ) তাপসকন্যকা শকুন্তলা দর্শিতা (তাপসকন্যা শকুন্তলাকে দর্শন করেছেন)। সাম্প্রতং নগরগমনস্য মনঃ কথমপি ন করোতি (সম্প্রতি নগরে গমন করার কোন নামও করছেন না)। অদ্য অপি তাম্ এব চিন্তয়তঃ (আজও তার কথা চিন্তা করতে-করতেই) তস্য অক্ষ্ণোঃ প্রভাতম্ আসীৎ (তাঁর চোখের উপর রাত ভোর হল)। কা গতিঃ? (আর উপায় কি)? যাবৎ তং কৃতাচারপরিক্রমং পশ্যামি (ইতিমধ্যে তাঁর প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত

হয়েছে, তাঁকে দেখে আসি)। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ—একটু পরিক্রমণ করে দেখলেন) এষ প্রিয়বয়স্যঃ (এই আমার প্রিয় বয়স্য) বাণাসনহস্তাভিঃ (ধনুর্বাণহস্তে) বনপুষ্পমালাধারিণীভিঃ যবনীভিঃ (বনফুলের মালায় শোভিতা যবনীদের দ্বারা) পরিবৃতঃ ইত এব আগচ্ছতি (পরিবৃত হয়ে এদিকেই আসছেন)। ভবতু (তাহোক্)। অঙ্গভঙ্গবিকল ইব ভূত্বা স্থাস্যামি (অঙ্গভঙ্গজনিত বিকলাঙ্গের মত অবস্থান করি)। যদি এবমপি নাম (যদি ও এভাবে থাকলে) বিশ্রামং লভেয় (বিশ্রাম লাভ হয়)। (দণ্ডকাষ্ঠমবলম্ব্য স্থিতঃ —দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বন করে দণ্ডায়মান থাকলেন)।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর বিষাদগ্রস্ত বিদূষক প্রবেশ করেন)

বিদূষক—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে) হায়, আমার ভাগ্য। এই মৃগয়াসক্ত রাজার সমবয়স্ক বন্ধু হওয়ায় কি কষ্টই না ভোগ করছি। এই যে মৃগ, এই যে শূকর, এই যে ব্যাঘ্র,—এভাবে দুপুরেও গ্রীষ্মকালে বৃক্ষচ্ছায়াবিরল বনসমূহের মধ্যে একটি থেকে অপরটিতে পরিভ্রমণ করছি। বৃক্ষপত্রের সংমিশ্রণে আরক্তিম ও কটু পার্বত্যনদীর জল পান করছি। অনির্দিষ্ট সময়ে শূলে পক্ক মাংসই প্রধানত আহার করতে হচ্ছে। অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করতে করতে শরীরের গ্রন্থিগুলিতে ব্যথা হয়েছে, রাত্রেও পর্যাপ্ত নিদ্রা লাভ করা যায় না। তারপর অত্যন্ত ভোরেই দাসীর ব্যাটা পাখীশিকারীদের বনবেষ্টনের কোলাহলে নিদ্রা থেকে জেগে যেতে হয়। এখন আবার এতেও কষ্টের শেষ হচ্ছে না। এখন হয়েছে গোদের উপর বিষফোঁড়। গতকালই আমরা কিছু পশ্চাদ্বর্তী হলে রাজা দুষ্যন্ত কোন এক মৃগের অনুসরণ করতে করতে আশ্রমে প্রবেশ করে, আমারই দুর্ভাগ্যবশতঃ তাপসকন্যা শকুন্তলাকে দর্শন করেছেন। সম্প্রতি নগরে গমন করার কোন নামও করছেন না। আজও তার কথা চিন্তা করতে করতেই তাঁর চোখের উপর রাত ভোর হলো। আর উপায় কি? ইতিমধ্যে তাঁর প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত হয়েছে, তাকে দেখে আসি। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করে) এই আমার প্রিয় বয়স্য ধনুর্বাণহস্তে, বনফুলের মালায় শোভিতা যবনীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এদিকেই আসছেন। তাহোক্, অঙ্গভঙ্গজনিত বিকলাঙ্গের মত অবস্থান করি। যদিও এভাবে থাকলে বিশ্রাম লাভ হয়। (দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বন করে দণ্ডায়মান থাকলেন্)।

মনোরমা—বিষণ্ণঃ = বি-সদ্ + ক্তঃ, "সদিরপ্রতেঃ"—এই সূত্র অনুসারে 'স' রূপান্তরিত হয়েছে 'ষ'-এ। বয়স্য—বয়সা তুল্যঃ ইতি বয়স্ + যৎ = বয়স্যঃ। নির্বিণ্ণঃ = নির্-বিদ্ + ক্তঃ কর্তরি—"নির্বিণ্ণস্য উপসংখ্যানম্" এই সূত্র অনুসারে 'ন' 'ণ'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। অবহীনেষু—অব-হা + ক্ত কর্মণি, অবহীনাঃ, তেষু, ভাবে সপ্তমী। অধন্যতয়া—ধনং লব্ধা ইতি ধন্ + যৎ ("ধনগমণং লব্ধা") ধন্যঃ, তস্য ভাবঃ ইতি

ধন্যতা, ন ধন্যতা, অধন্যতা, তয়া-হেতৌ তৃতীয়া। গ্রীষ্মবিরলপাদপচ্ছায়াসু—গ্রীষ্মেণ বিরলা, গ্রীষ্মবিরলা, সুপ্‌সুপেতি সমাসঃ। পাদপস্য ছায়া, পাদপচ্ছায়া, ষষ্ঠীতৎ, গ্রীষ্মবিরলা পাদপচ্ছায়া যাসু, বহুব্রীহিঃ, তাসু। দাস্যাঃ পুত্রৈঃ—দাস্যাঃ পুত্রাঃ, ষষ্ঠীতৎ, দাস্যাঃ পুত্রাঃ, "ষষ্ঠ্যা আক্রোশে" এবং "পুত্রেঽন্যতরস্যাম্" সূত্র অনুসারে আক্রোশ অর্থাৎ নিন্দা বোঝালে ষষ্ঠীবিভক্তির চিহ্ন লুপ্ত হয় না। 'আক্রোশ' না বোঝালে 'দাসীপুত্রৈঃ' সমাসবদ্ধ পদ হবে ৷৷

আলোচনা :

(ক) (১) দ্বিতীয় অংকের প্রারম্ভেই বিদূষকেব সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। সংস্কৃত নাটকে বিদূষক একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। প্রধানতঃ হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মিত হলেও নাটকের ঈপ্সিত পরিণতি লাভেও বিদূষকের যে বিশেষ ভূমিকা থাকে তা অস্বীকার করা যায় না। অলংকারশাস্ত্রে বিদূষকের সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলা হয়েছে—

"কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্মবপুর্বেষভাষাদ্যৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহরতিঃ বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্মজ্ঞঃ ৷৷"

অলংকার শাস্ত্রের বিধি অনুসারে 'পুষ্প' কিংবা 'বসন্ত' প্রভৃতি ঋতুর নামে বিদূষকেব নামকরণ হয়। যেমন মহাকবি কালিদাসরচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে বিদূষকেব নাম "মাধব্য", ভাসরচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকে বিদূষকের নাম 'বসন্তক' ইত্যাদি। বিচিত্র বেশভূষা, ততোধিক বিচিত্র কাজকর্ম, বিচিত্র কথাবার্তা এবং নানাপ্রকার অঙ্গবৈকল্যেব দ্বারা সহৃদয় সামাজিকের মনে হাস্য-রসের সঞ্চার করাই বিদূষকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। বিদূষক সংস্কৃত নাটকে নায়কের নর্মসচিব, নিত্যসহচর। বিদূষক ভোজনবিলাসী, কথায় কথায় সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ বিদূষক চরিত্রের আব একটি বৈশিষ্ট্য। কোন কোন নাটকে দেখা যায়, বিদূষক নায়কের বয়স্যরূপে নাযকের প্রণয় ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। আবার কোন কোন নাটকে বিদূষককে একেবারে ভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাই। যেমন শূদ্রকরচিত 'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণে 'মৈত্রেয়' নামক বিদূষকের চরিত্র চিত্রণে সংস্কৃত অলংকাবশাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করা হয়নি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'স্বপ্নবাসবদত্তম্" নাটকে নাট্যকার ভাস কোথাও চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজনে কোথাও বা কাহিনীর ঈপ্সিত পরিণতির লক্ষ্যে বিদূষক বসন্তকের চরিত্রের অবতারণায় অত্যন্ত নৈপুণ্যের পবিচয় দিয়েছেন। যেমন, "স্বপ্নবাসবদত্তম্" নাটকের চতুর্থ অংকে প্রমোদ উদ্যানে বৎসরাজ উদয়ন এবং বসন্তকের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে বাসবদত্তা এবং পদ্মাবতী উভয়ের চরিত্রেব তুলনামূলক বিচারের জন্য অবকাশ সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার।

অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের চেয়ে **'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'** নাটকের বিদূষক মাধব্যের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। এ নাটকে বিদূষক রাজার প্রণয়ব্যাপারে মুখে প্রত্যক্ষভাবে রাজাকে উৎসাহিত না করলেও বিভিন্ন কার্যের মাধ্যমে বিদূষক নাটকের অগ্রগতি ও নাট্যকারের ঈপ্সিত পরিণতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা' অস্বীকার করা যায় না। যেমন, (১) বিদূষক বিকলাঙ্গরূপে দণ্ডায়মান থেকে রাজাকে অন্ততঃ একদিনের জন্য মৃগয়া বন্ধ রাখতে অনুরোধ জানিয়ে সফল হন। সেদিনের জন্য মৃগয়া স্থগিত থাকায় রাজা পুনরায় আশ্রমে প্রবেশ করে শকুন্তলার সঙ্গে প্রণয়ে অগ্রসর হ'বার বিষয় বয়স্য বিদূষকের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করবার সুযোগ পেলেন।

(২) ইত্যবসরে কণ্বাশ্রম থেকে দু'জন ঋষিকুমার এসে বলল যে, মহর্ষির অনুপস্থিতির সুযোগে রাক্ষসেরা যজ্ঞবিঘ্ন সৃষ্টি করছে, রাজা দুষ্যন্ত যেন কয়েক রাত আশ্রমে বাস করে যজ্ঞবিঘ্নের নিরসন করেন। দুষ্যন্ত যখন আশ্রমে গমন করবার জন্য সারথিকে রথ আনতে আদেশ করলেন, ঠিক সেইমুহূর্তে রাজধানী থেকে রাজমাতার আদেশ নিয়ে করভক এসে উপস্থিত। রাজমাতার ব্রতউদ্‌যাপন, আজ থেকে চতুর্থ দিবসে রাজাকে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত থাকতে হবে। রাজা উভয়সংকটে পড়লেন। "ইতঃ তপস্বিকার্যম্, ইতঃ গুরুজনাজ্ঞা। দ্বয়মপি অনতিক্রমনীয়ম্।" একদিকে তপস্বিদের প্রতি কর্তব্য এবং একদিকে গুরুজনের আজ্ঞা। কোনটিই লঙঘন করা যায় না। অথচ একা রাজার পক্ষে উভয় কার্য যুগপৎ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। একটু চিন্তা করেই রাজা বিদূষককে বললেন,—'ত্বম্ অম্বয়া পুত্র ইতি পরিগৃহীতঃ'। তোমাকে আমার জননী পুত্ররূপে গ্রহণ করেছেন, অতএব তুমি আমার পরিবর্তে রাজধানীতে গিয়ে মাতার ব্রতানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে। তখন বিদূষক বললেন, "যথা রাজানুজেন গন্তব্যং তথা গচ্ছামি", অর্থাৎ তাহলে আমি রাজভ্রাতা যেভাবে গমন করেন, সেভাবেই যেতে চাই। রাজাও আশ্রমে শান্তি রাখার ছলে অমাত্য পুরোহিত ও সৈন্যসামন্ত পরিবৃত করে বিদূষককে রাজধানীতে প্রেরণ করলেন। বিদূষক রাজধানীতে গমন করে, রাজাকে কণ্বাশ্রমে পুনঃপ্রবেশ করে শকুন্তলামিলনে সুযোগ করে দিলেন। এ ব্যবস্থায় নাট্যকারের উদ্দেশ্য সফল হল, দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহে যেমন কেউ সাক্ষী থাকল না, তেমনি পঞ্চম অংকে শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের পথেও কোন অন্তরায় থাকল না।

(৩) পঞ্চম অংকের প্রারম্ভে হংসপদিকার সংগীত শ্রবণে রাজা ও বিদূষকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ঐ গীতের মর্মার্থ উপলব্ধি করে রাজা হংসপদিকাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বিদূষককে তাঁর কাছে প্রেরণ করলেন। বিদূষক এ দৃশ্যে উপস্থিত থাকলে দুর্বাসার শাপে মোহগ্রস্ত রাজা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। তিনি শকুন্তলা

বৃত্তান্ত রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারতেন। তাহলে নাটকের ঈপ্সিত পরিণতিতে ব্যাঘাত ঘটত।

(৪) আবার ষষ্ঠ অংকে দেখা যায়, রাজা যখন শকুন্তলার বিরহে অত্যন্ত মনোবেদনায় আক্রান্ত এবং অনপত্যতা ও পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ আশঙ্কায় অশ্রুমোচনে ব্যস্ত, তখন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে, তাঁর বীরভাব ও ক্রোধ উদ্দীপিত করতে, তাঁকে উৎসাহসম্পন্ন ও শক্তিমান্ করতে ইন্দ্রসারথি মাতলি রাজবয়স্য বিদূষককে প্রচ্ছন্নভাবে আক্রমণ করল। বিদূষকের করুণ আর্তনাদ শ্রবণে দুষ্যন্ত দৃপ্তক্রোধে ধনুর্ব্বাণ হস্তে বিপন্ন বিদূষককে পরিত্রাণ করতে দ্রুত ধাবিত হলেন। মাতলি তখন নিজেকে প্রকাশ করে দেবরাজ ইন্দ্রের আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজাকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে হেমকূট পর্বতে মহর্ষি মারীচের আশ্রমে পুত্র সর্বদমনের মাধ্যমে শকুন্তলার সঙ্গে রাজার পুনর্মিলন সংঘটিত হল। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ নাটকের ঈপ্সিত পরিণতিতে বিদূষকের ভূমিকা নগণ্য নয়।

(খ) **শূল্যমাংসম্**—শূলে সংস্কৃতম্ ইতি শূল + যৎ = শূল্যম্—"শূলোখাদ্ যৎ"—এ সূত্র অনুসারে। "কালখণ্ডানি মাংসানি গ্রথিতানি শলাকয়া। ঘৃতং সলবণং দত্ত্বা নির্ধূমে দহনে পচেৎ ॥ তৎ তু শূলম্ ইতি প্রোক্তং পাককর্ম-বিচক্ষণৈঃ।" প্রাচীনকালে এরূপ মাস অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করা হত। সেজন্য "ভাবপ্রকাশ" গ্রন্থে বলা হয়েছে—"শূল্যং পলং সুধাতুল্যং রুচ্যং বহ্নিকরং লঘু। কফ-বাতহরং বৃষ্যং কিঞ্চিৎ পিত্তকরং তু তৎ ॥"

(গ) **যবনীভিঃ**—'যবন' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'যবনী' ও "যবনানী" দুটি শব্দ পাওয়া যায়। যবনী শব্দের অর্থ যবনের পত্নী (যবনস্য পত্নী), এবং 'যবনানী' শব্দের অর্থ হল যবনদের লিপি (যবনানাং লিপিঃ)। মহাকবি কালিদাস 'যবনী' বলতে পারস্য দেশের রমণীকে বুঝিয়েছেন। কেননা, তিনি তাঁর 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে লিখেছেন,—"পারসীকাংস্ততো জেতুং......যবনীমুখপদ্মানাম্ ॥" ইত্যাদি। তিনি আরো লিখেছেন যে, প্রাচীনকালে যবনরমণীদের রাজার পরিচারিকারূপে নিযুক্ত করা হত। (শকু/ষষ্ঠ অংক) কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, স্যার উইলিয়ম্ জোন্স থেকে ডঃ মূলার পর্যন্ত প্রায় সকলেই 'যবন' বলতে 'গ্রীকদের' বুঝিয়েছেন। বস্তুতঃ 'যবন' একটি এমন শব্দ যা' ভারতবর্ষের হিন্দুগণ, যে সকল বিদেশী বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে অভিযান করেছেন, যেমন পারস্যদেশীয়গণ, গ্রীক- দেশীয়গণ, ব্যাক্‌টেরীয়গণ ইত্যাদি তাদের বুঝিয়েছেন। তবে মহাকবি কালিদাস কোথাও গ্রীকদের 'যবন' শব্দে অভিহিত করেননি।

(ঘ) **"শব্দমালা"** গ্রন্থে বনমালার সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলা হয়েছে—"আজানুলম্বিনী মালা সর্বর্তুকুসুমোজ্জ্বলা। মধ্যে স্থূলকদম্বাঢ্যা বনমালেতি তৎ স্মৃতা ॥" যে পুষ্পমালা

জানু পর্যন্ত লম্বা, সকল ঋতুতে সুলভ কুসুমে উজ্জ্বল, এবং যার মধ্যস্থল বৃহৎ কদম্বফুলে সমৃদ্ধ তাকেই বনমালা বলা হয়।

(ঙ) "ততো মহত্যেব প্রত্যুষে দাস্যাঃপুত্রৈঃ শকুনিলুব্ধকৈঃ বনগ্রহণ-কোলাহলেন প্রতিবোধিতোঽস্মি।"

উদ্ধৃত অংশে "শকুনিলুব্ধকৈঃ" এবং "শ্বগণিলুব্ধকৈঃ"—উভয় পাঠই পাওয়া যায়। কয়েকটি সংস্করণে যেমন শকুনিলুব্ধকৈঃ পাঠটি গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনি কোন কোন সংস্করণে 'শ্বগণিলুব্ধকৈঃ" পাঠটিও স্বীকৃত হয়েছে। এম, আর, কালে'র সংস্করণে বলা হয়েছে—লুব্ধ এব লুব্ধকঃ, শকুনীনাং শকুনিষু বা লুব্ধকাঃ, যদিও "শকুনিলুব্ধকাঃ" শব্দের অর্থ পক্ষিশিকারী, তথাপি একানে 'শকুনিলুব্ধকাঃ' বলতে শিকারীসাধারণকে বোঝান হয়েছে। যদি এখানে 'পক্ষিশিকারী' অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না। কেননা, কোলাহলের সঙ্গে বনবেষ্টন করা হলে পক্ষিগণ উড়ে উড়ে শিকারীদের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

"শ্বগণিলুব্ধকৈঃ" পাঠের ব্যাখ্যা করা হয়েছে—শুনাং গণঃ = শ্বগণঃ, স বিদ্যতে যেষাং তে = শ্বগণিনঃ । শ্বগণিনশ্চ তে লুব্ধকাশ্চ = শ্বগণিলুব্ধকাঃ। এর অর্থ হল—শিকারী বা ব্যাধগণ যাদের সঙ্গে শিকারী কুকুর থাকে। যদি "শ্বগণিলুব্ধকৈঃ" পাঠটি গ্রহণ করা হয় তাহলে "বনগ্রহণকোলাহলেন" অংশের সঙ্গে অর্থের দিক থেকে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, এ, বি, গজেন্দ্রগদকর-এর সংস্করণেও অনুরূপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে "শ্বগণিলুব্ধকৈঃ" পাঠটি অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ ।

(চ) মহাকবি কালিদাস মালিনীনদীর তীরে অবস্থিত মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে নিতান্ত আকস্মিকভাবে এ নাটকের নায়ক হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্ত এবং নায়িকা আশ্রমবালা শকুন্তলার মধ্যে প্রথম মিলন ঘটাবার উদ্দেশ্যে দুষ্যন্তকর্তৃক মৃগয়ার অবতারণা করেছেন। মহাকবির নাটকীয় প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে। । নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রথম দর্শনেই পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছে, এবং শকুন্তলার প্রিয়সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার আন্তরিক সক্রিয় অংশগ্রহণে নায়ক-নায়িকা, উভয়ের পারস্পরিক প্রণয় প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সুতরাং এখন আর মৃগয়ার প্রয়োজন নেই। তাই মৃগয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার উদ্দেশ্যে রাজার বয়স্য মাধব্য রাজার সঙ্গে মৃগয়ায় বহির্গত হয়ে তাদের যে পানাহার এবং শয়নে যথেষ্ট দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে—তার একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা পেশ করলেন। কিন্তু তাতে রাজার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হলো না। বিদূষক পুনরায় দণ্ডকাষ্ঠ আশ্রয় করে রাজার পথে পঙ্গুর মত দণ্ডায়মান থাকলেন। বিদূষকের এ দুরবস্থা দেখে রাজা মৃগয়া বন্ধ করতে আদেশ দিলেন। রাজা বললেন যে, তাঁরও মৃগয়াতে আর

উৎসাহ নেই, কারণ, মৃগের প্রতি শরসন্ধান কবতে গেলেই তাঁব প্রিয়ার নয়নযুগল মনে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর ধনুমুষ্টি শিথিল হয়ে আসে। সকলে প্রস্তান করলে রাজা দুষ্যন্ত মাধব্যকে ডেকে তাঁর কাছে শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের বৃত্তান্ত প্রকাশ করতে লাগলেন। শৃঙ্গাররসপ্রধান প্রথম অংকের পরিবেশ থেকে দ্বিতীয় অংকের নতুন পরিবেশে এসে সহৃদয় সামাজিকবৃন্দ একঘেঁয়েমির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। রসান্তরের ব্যঞ্জনার মাধ্যমে সামাজিক ও পাঠকবৃন্দের ঔৎসুক্য সৃষ্টি করাই এব উদ্দেশ্য। নাটকের দিক থেকে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টপরিবারো রাজা)

রাজা—(আত্মগতম্)

কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনায়াসি।

অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে ॥ ১ ॥

(স্মিতং কৃত্বা) এবমাত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্ব্যতে।

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া

যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।

মা গা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি সা সাসূয়মুক্তা সখী

সর্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামী স্বতাং পশ্যতি ॥ ২ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—মনঃ + তু, অকৃতার্থে + অপি, বতিম্ + উভয়প্রার্থনা, বীক্ষিতম্ + অন্যতঃ + অপি, নিতম্বয়োঃ + গুরুতয়া, সাসূয়ম্ + উক্তা।

অন্বয় —প্রিয়া ন সুলভা (ইতি) কামম্, মনঃ তু তদ্ভাবদর্শনায়াসি। মনসিজে অকৃতার্থে অপি উভয়প্রার্থনা বতিং কুরুতে ॥ ১ ॥

তয়া অন্যতঃ অপি নয়নে প্রেরয়ন্ত্যা যৎ স্নিগ্ধং বীক্ষিতম্, নিতম্বয়োঃ গুরুতয়া বিলাসাৎ ইব যৎ চ মন্দং যাতম্, মা গা ইতি উপরুদ্ধযা তয়া সা সখী সাসূয়ং যৎ উক্তা, তৎ সর্বং মৎপরায়ণম্ কিল ; অহো কামী স্বতাং পশ্যতি ॥ ২ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—(ততঃ যথানির্দ্দিষ্টপবিবাবঃ বাজা প্রবিশতি—তারপর যথানির্দ্দিষ্ট পরিজনের সঙ্গে রাজা প্রবেশ করলেন) বাজা—(আত্মগতম্—মনে মনে) প্রিয়া (প্রিয়তমা

শকুন্তলা) ন সুলভা (সহজলভ্যা নয়) (ইতি) কামম্ (একথা অস্বীকার করা যায় না), মনঃ তু (কিন্তু আমার মন) তদ্ভাবদর্শনায়াসি (তার অভিপ্রায়াদি জানবার জন্য উৎসুক)। মনসিজে অকৃতার্থে অপি (প্রেম চরিতার্থ না হলেও) উভয়প্রার্থনা (উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রার্থনাশীল তা' জানতে পারলে) রতিং করুতে (আনন্দ অনুভূত হয়)। (স্মিতং কৃত্বা—ঈষৎ হাস্য করে) এবম্ (এভাবেই) আত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ (স্বীয় অভিপ্রায়-অনুসারে প্রিয়জনের চিত্তবৃত্তির অনুমান করে) প্রার্থয়িতা (কামী ব্যক্তি) বিড়ম্ব্যতে (বঞ্চিত হয়)। তয়া অন্যতঃ অপি নয়নে প্রেরয়ন্ত্যা (অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকাবার সময়) যৎ স্নিগ্ধং বীক্ষিতম্ (আমার দিকে যে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেছিল), নিতম্বয়োঃ গুরুতয়া (নিতম্বের গুরুভারে) বিলাসাৎ ইব (যেন বিলাসের সঙ্গে) যৎ চ মন্দং যাতম্ (সে মন্থরভাবে গমন করেছিল), মা গা ইতি উপরুদ্ধয়া তয়া ('যেতে পাববে না'—এই বলে বাধা দিলে) সা সখী সাসূয়ম্ যৎ অপি উক্তা (ক্রোধেব সঙ্গে সে যা বলেছিল), তৎ সর্বং মৎপরায়ণম্ (সেসব আমাকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছিল)। অহো (কি আশ্চর্য্য), কামী স্বতাং পশ্যতি (কামার্ত ব্যক্তি সমস্তই স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুকূল বিবেচনা করেন)।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর যথানির্দ্দিষ্ট পরিজনেব সঙ্গে বাজা প্রবেশ করলেন)

রাজা—(মনে মনে) প্রিয়তমা শকুন্তলা সহজলভ্যা নয়,—একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমার মন তার অভিপ্রায়াদি জানবার জন্য উৎসুক হয়েছে। প্রেম চরিতার্থ না হলেও উভয়ে উভয়ের প্রতি যে প্রার্থনাশীল তা জানতে পারলে আনন্দ অনুভূত হয় ॥ ১ ॥

(ঈষৎ হাস্য করে) এ ভাবেই স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে প্রিয়জনের চিত্তবৃত্তির অনুমান করে কামী ব্যক্তি বঞ্চিত হয়।

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে তাকাবার সময় আমা[illegible] দিকে যে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেছিল, নিতম্বের গুরুভাবে যেন বিলাসের সঙ্গে সে মন্থরভাবে গমন করেছিল, "যেতে পারবে না"—এই বলে বাধা দিলে ক্রোধের সঙ্গে সে যা' বলেছিল, সে সব আমাকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছিল। কি আশ্চর্য! কামার্ত ব্যক্তি সমস্তই স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুকূল বিবেচনা করেন ॥ ২ ॥

মনোরমা—যথানির্দ্দিষ্টপরিবারঃ—পরিবার্যতে অনেন ইতি পরি-বৃ + ণিচ্ + ঘঞ্, করণে, পরিবারঃ, "উপসর্গস্য ঘঞ্ অমনুষ্যে বহুলম্"—এই সূত্র অনুসারে বিকল্পে পরীবারঃ। যথা নির্দ্দিষ্টঃ যথানির্দ্দিষ্টঃ, সহসুপা, তাদৃশঃ পরিবারঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। তদ্ভাবদর্শনায়াসি—তস্যাঃ ভাবঃ, ষষ্ঠীতৎ, তদ্ভাবঃ, তস্য দর্শনম,

ষষ্ঠীতৎ, তদ্‌ভাবদর্শনম্, তদ্‌ভাবদর্শন + আ + যস্ + ণিনি, তদ্ভাবদর্শনায়াসি। মনসিজে—মনসি জায়তে ইতি মনস্ —জন্ + ড কর্তরি। "সপ্তম্যাং জনে র্ডঃ"—সূত্র অনুসারে ড-প্রত্যয়, এবং "তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্"—সূত্র অনুসারে সপ্তমী বিভক্তি লোপ পায়নি। প্রার্থয়িতা—প্র-অর্থ + ণিচ্ + তৃচ্ ১মা একবচন। প্রেরয়ন্ত্যা—প্র-ঈর্ + ণিচ্ + শতৃ, স্ত্রীলিঙ্গে প্রেরয়ন্তী, তৃতীয়া একবচন। মা গাঃ = ইণ্ + লুঙ্ মধ্যমপুরুষ একবচন—গাঃ—'ইণো গা লুঙি"—সূত্র অনুসারে গাদেশঃ।"মাঙি লুঙ্", "ন মাঙ্‌যোগে" সূত্র অনুসারে এখানে অড়াগম নিষেধ। বিলাসাৎ—বি-লস্ + ঘঞ্, বিলাসঃ, হেতৌ পঞ্চমী।

আশা—কামমিতি। প্রিয়া শকুন্তলা ন সুলভা সুখেন লভ্যা কামম্, এতৎ তু ময়া স্বীকর্তব্যম্। যতো ন অনায়াসলভ্যা, তর্হি দুষ্প্রাপ্যে বস্তুনি প্রযত্নেন অলমিতি আশঙ্কাং দূরীকর্তুমাহ—মম ইতি। মম মনস্তু তস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ ভাবদর্শনেন মদভিমুখমবলোকনাদিরূপম্ অনুরাগলক্ষণং দৃষ্ট্বা আয়াসি উৎসুকং ভবতি। মনসিজে কামে অকৃতার্থে অপি অসিদ্ধে অপি উভয়োঃ পরস্পরস্য প্রার্থনা অন্যোন্যা-ভিলাষঃ রতিং কুরুতে প্রীতিম্ উৎপাদয়তি। অত্র অর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ, আর্যা জাতিঃ।

স্নিগ্ধমিতি। অন্যতোঽপি মদ্ব্যতিরিক্তাঽন্যস্মিন্ বিষয়ে নয়নে নেত্রে প্রেরয়ন্ত্যা ব্যাপারয়ন্ত্যা তয়া শকুন্তলযা যৎ স্নিগ্ধং প্রীতিপূর্ণং যথা স্যাৎ তথা বীক্ষিতম্ অবলোকিতম্, নিতম্বয়োঃ কটিপশ্চাদ্ভাগয়োঃ গুরুতয়া ভারাৎ বিলাসাদিব প্রিয়জনাবলোকন-ভাববিশেষাৎ ইব যৎ মন্দং ধীরং যাতং চলিতম্, মা গাঃ মা গচ্ছ ইতি অনেন প্রকারেণ উপরুদ্ধযা নিবারয়ন্ত্যা শকুন্তলযা সা সখী প্রিয়ংবদা সাসূয়ং সকোপং যদপি উক্তা, তৎ সর্বম্ অহমেব পরম্ অযনম্ আশ্রয়ঃ যস্য তৎ মৎপরায়ণং মামেব লক্ষীকৃত্য কৃতমিতি ভাবঃ। অর্থাৎ যৎ ময়া মদ্বিষয়কত্বং মন্যতে তৎ সর্বং মদ্ভ্রান্তত্বম্।—অহো আশ্চর্যে. কামী স্বতাম্ আত্মীয়তাং, সর্বত্র স্বাভিপ্রায়-রূপতাং পশ্যতি। জাতপূর্বরাগো জনঃ নায়িকাকৃতগমনপ্রমুখং চেষ্টিতং আত্মনি অনুরাগহেতুকং মন্যতে ইত্যর্থঃ। অত্র চতুর্থ-পাদাংশেন সামান্যেন পূর্বোক্তস্য বিশেষস্য সমর্থনাৎ অর্থান্তরন্যাসঃ—"সামান্যং চ বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি। সমর্থতে অর্থান্তরন্যাসোঽসৌ"—ইতি লক্ষণাৎ। বিলাসাদিব ইত্যত্রোৎপ্রেক্ষা নিতম্বগুরুতারূপকারণস্য বিলাসত্বেন সম্ভাবনাৎ—"ভবেৎ সম্ভাবণোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা" ইতি লক্ষণাৎ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্—"সূর্যাশ্বৈর্মসজাস্ততঃ সগুববঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্" ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনাঃ

(ক) **"অহো কামী স্বতাং পশ্যতি"**—আশ্চর্যের বিষয় যে, কামী ব্যক্তি সব কিছুই নিজের মত করে ভেবে নেয়। যেমন রাজা ভাবছেন যে শকুন্তলা অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করতে গিয়েও তাঁর দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, নিতম্বের গুরুভারে তার চলার গতি মন্থর হলেও রাজার কাছে বস্তুত তা বিলাসের সঙ্গে গমন, প্রিয়ংবদা তাকে "যেতে পারবে না" বলে বাধা দিলে উত্তরে শকুন্তলা যা বলেছিল, রাজার মতে সবই যেন তাঁকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রথম অংকের "বাচং ন মিশ্রয়তি" ইত্যাদি (১/২৮) শ্লোকেও রাজার অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। প্রণয়ী যে নারীর প্রতি প্রণয়াকৃষ্ট সে নারীব সকল আচরণকে আপন ইচ্ছার অনুকূলে ভেবে নিয়ে অকারণ বিড়ম্বনা ভোগ করে।

(খ) সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' অলংকার গ্রন্থে তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'বিলাস'-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলেছেন,—যানস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্মণাম্। বিশেষস্তু বিলাসঃ স্যাদিষ্টসন্দর্শনাদিনা।" আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও 'বিলাস'-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,—"গমনাসন পাণি পাদচেষ্টা সবিশেষং নয়নভ্রূবাং চ কর্ম। দয়িতোপগমে যদপ্রযত্নাৎ ক্রিয়তে নূনময়ং বিলাসঃ উক্তঃ ॥"

(গ) "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের প্রসিদ্ধ টীকাকার রাঘবভট্ট তাঁর **"অর্থদ্যোতনিকা"** টীকায স্নিগ্ধ দৃষ্টির যে লক্ষণ উদ্ধার করেছেন, তাহলো,—"বিকাশিস্নিগ্ধমধুরা চতুরে বিভ্রতী ভ্রূবৌ। কটাক্ষিণী সাভিলাষা দৃষ্টিঃ স্নিগ্ধাভিধীয়তে ॥"

(ঘ) **"কামং প্রিয়া ন সুলভা"** ইত্যাদি শ্লোকে **"তদ্ভাবদর্শনাশ্বাসি"** এবং **"তদ্ভাবদর্শনায়াসি"**—দুটি পাঠ পাওয়া যায। কোন্ পাঠটি সংগত ও গ্রহণযোগ্য তাই এখানে বিবেচ্য। তদ্‌ভাবদর্শনায়াসি—তস্যাঃ (শকুন্তলায়াঃ) ভাবঃ, তদ্‌ভাবঃ, তদ্‌ভাবদর্শনে আয়াসি—অর্থাৎ রাজার মন শকুন্তলার মনোভাব জানবার জন্য প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু **"তদ্ভাবদর্শনাশ্বাসি"**—তস্যাঃ ভাবঃ তদ্‌ভাবঃ, তস্য দর্শনম্, যষ্ঠীতৎ, তদ্‌ভাবদর্শনম্, তদ্‌ভাবদর্শনে আশ্বাসি, অর্থাৎ তাঁর অর্থাৎ শকুন্তলা রাজার প্রতি যে হাবভাব প্রকাশ করেছেন, তাতে রাজার মন আশ্বস্ত হয়েছে। এখানে রাজা "বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি" ইত্যাদি শ্লোকে প্রকাশিত অর্থের উপর নির্ভর ক'রে উক্ত মন্তব্য করেছেন। সুতরাং উক্ত উভয় পাঠের মধ্যে **"তদ্‌ভাবদর্শনাশ্বাসি"** পাঠটি সমীচীন এবং গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা যায়।

বিদূষকঃ—(তথাস্থিত এব) ভো বঅস্‌স, ণ মে হত্থপাআ পসরন্তি। বাআমেত্তএণ

জীআবইস্‌সং। [ভো বয়স্য, ন মে হস্তপাদং প্রসরতি। বাঙ্‌মাত্রেণ জাপয়িষ্যামি।]

রাজা ঃ—(সস্মিতম্) কুতোঽয়ং গাত্রোপঘাতঃ?

বিদূষক ঃ—কুদো কিল সঅং অচ্ছী আউলীকরিঅ অস্‌সুকারণং পুচ্ছেসি। [কুতঃ কিল স্বয়ম্ অক্ষি আকুলীকৃত্য অশ্রুকারণং পৃচ্ছসি।]

রাজা ঃ—ন খলূবগচ্ছামি ।

বিদূষক ঃ—ভো বঅস্‌স্, জং বেদসো খুজ্জলীলং বিড়ম্বেদি তং কিং অত্তণো পহাবেণ, ণং ণইবেঅস্‌স। [ভো বয়স্য, যদ্ বেতসঃ কুব্জলীলাং বিড়ম্বয়তি তৎ কিং আত্মনঃ প্রভাবেণ, ননু নদীবেগস্য।]

রাজা—নদীবেগস্তত্র কারণম্।

বিদূষকঃ—মম বি ভবং। [মম অপি ভবান্।]

রাজা—কথমিব?

বিদূষকঃ—এবৃং রাঅকজ্জাণি উজ্‌ঝিঅ এআরিসে আউলপ্‌পদেসে বণচরবুত্তিণা তুএ হোদবৃং। জং সচ্চং পচ্চহং সাবদসমুচ্ছারণেহিং সংখোহি অসংধিবন্ধাণং মম গত্তাণং অণীসোঁ ম্হি সংবুত্তো। তা পসাদইস্‌সং বিসজ্জিদুং মং এক্কাহং বি দাব বিস্‌সমিদুং। [এবং রাজকার্যাণি উজ্‌ঝিত্বা এতাদৃশে আকুল-প্রদেশে বনচরবৃত্তিনা ত্বয়া ভবিতব্যম্। যৎ সত্যং প্রত্যহং শ্বাপদসমুৎসারণৈঃ সংক্ষোভিতসন্ধিবন্ধানাং মম গাত্রাণাম্ অনীশঃ অস্মি সংবৃত্তঃ। তৎ প্রসীদ মে বিসর্জিতুং মাম্ একাহম্ অপি তাবদ্ বিশ্রমিতুম্।]

সন্ধিবিচ্ছেদ—কুতঃ + অয়ম্, কথম্ + ইব, নদীবেগঃ + তত্র, খলু + অবগচ্ছামি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—বিদূষকঃ (তথাস্থিত এব) (সেভাবেই দণ্ডায়মান থাকলেন)—ভো বয়স্য (ওহে বন্ধু), মে হস্তপাদং (আমার হাত-পা) ন প্রসরতি (চলছে না)। বাঙ্‌মাত্রেণ (কেবল বাক্যের দ্বারা) জাপয়িষ্যামি (আশীর্বাদ করছি)। রাজা—(সস্মিতম্-হাস্যসহকারে) অয়ং (এই) গাত্রোপঘাতঃ (শরীরের ব্যথা) কুতঃ (কোথা থেকে)। বিদূষকঃ—কুতঃ কিল (কোথা থেকে হল—তা আবার জিজ্ঞেস করছেন)? স্বয়ং (নিজেই) অক্ষি আকুলীকৃত্য (চোখে খোঁচা দিয়ে) অশ্রুকারণং পৃচ্ছসি (চোখের জলের কারণ জানতে চাইছেন)? রাজা—ন খলু অবগচ্ছামি (সম্যক্ অনুধাবন করতে পারছি না)। বিদূষকঃ—

ভো বয়স্য (ওহে বন্ধু) বেতসঃ যৎ কুব্জলীলাং বিড়ম্বয়তি (বেতসলতা যে কুব্জ ব্যক্তির অনুকরণ করে) তৎ কিম্ আত্মনঃ প্রভাবেণ (তা কি নিজের প্রভাবে) ননু নদীবেগস্য (নাকি নদীর বেগের কারণে)? রাজা—নদীবেগঃ তত্র কারণম্ (নদীর বেগই তার কারণ)। বিদূষকঃ—মম অপি ভবান্ (আমার কারণও আপনি)। রাজা—কথম্ ইব (কি করে)? বিদূষকঃ—এবং রাজকার্যাণি (এভাবে রাজকার্য) উজ্ঝিত্বা (ত্যাগ করে) এতাদৃশে আকুলপ্রদেশে (এরকম ভয়ঙ্কর স্থানে) বনচরবৃত্তিনা ভবিতব্যম্ (আপনি বনেচরের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন)। যৎ সত্যম্ (সত্যি বলতে কি), প্রত্যহং (প্রতিদিন) শ্বাপদসমুৎসারণৈঃ (বন্যজন্তুর অনুসরণ করতে গিয়ে) সংক্ষোভিতসন্ধিবন্ধানাং (শরীরের গ্রন্থিসমূহ স্থানভ্রষ্ট হয়েছে) মম গাত্রাণাম্ অনীশঃ অস্মি সংবৃত্তঃ (নিজের শরীরের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নেই) তৎ প্রসীদমে (আমার প্রতি প্রসন্ন হোন্) বিসর্জিতুং মাম্ একাহম্ অপি তাবৎ বিশ্রমিতুম্ (অন্ততঃ একদিনের জন্য বিশ্রাম করুন)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—(সেভাবেই দণ্ডায়মান থাকলেন) ওহে বন্ধু! আমার হাত, পা আর চলছে না। কেবল বাক্যের দ্বারা আশীর্বাদ করছি।

রাজা—(হাস্যসহকারে) এই শরীরের ব্যথা কোথা থেকে?

বিদূষক—কোথা থেকে হলো—তা' আবার জিজ্ঞেস করছেন? নিজেই চোখে খোঁচা দিয়ে চোখের জলের কারণ জানতে চাইছেন?

রাজা—স্বয়ং অনুধাবন করতে পারছি না।

বিদূষক—ওহে বন্ধু? বেতসলতা যে কুব্জব্যক্তির অনুকরণ করে তা' কি নিজের প্রভাবে, নাকি নদীর বেগের কারণে?

রাজা—নদীর বেগই তার কারণ।

বিদূষক—আমার কারণও আপনি।

রাজা—কি করে?

বিদূষক— এভাবে রাজকার্য ত্যাগ করে এরকম ভয়ঙ্কর স্থানে আপনি বনেচরের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। সত্যি বলতে কি, প্রতিদিন বন্যজন্তুর অনুসরণ করতে গিয়ে শরীরের গ্রন্থিসমূহ স্থানভ্রষ্ট হয়েছে, নিজের শরীরের উপর আমার কর্তৃত্ব নেই, আমার প্রতি প্রসন্ন হোন্, অন্ততঃ একদিনের জন্য বিশ্রাম করুন।

রাজা—(স্বাগতম্) অয়ং চৈবমাহ। মমাপি কাশ্যপসুতামনুস্মৃত্য মৃগয়াবিক্লবং চেতঃ। কুতঃ—

ন নময়িতুমধিজ্যমস্মি শক্তো
ধনুরিদমাহিতসায়কং মৃগেষু।
সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ
কৃত ইব মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ ॥ ৩ ॥

বিদূষকঃ—(রাজ্ঞো মুখং বিলোক্য) অত্তভবং কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেদি। অরণ্ণে মএ রুদিঅং আসি। [অত্রভবান্ কিমপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়তে। অরণ্যে ময়া রুদিতম্ আসীৎ।]

রাজা—(সস্মিতম্) কিমন্যৎ। অনতিক্রমনীয়ং মে সুহৃদ্বাক্যমিতি স্থিতোঽস্মি।

বিদূষকঃ—চিরং জীঅ। (গন্তুম্ ইচ্ছতি) [চিরং জীব]

রাজা—বয়স্য তিষ্ঠ। সাবশেষং মে বচঃ।

বিদূষকঃ—আণবেদু ভবং। [আজ্ঞাপয়তু ভবান্।]

রাজা—বিশ্রান্তেন ভবতা মমাপ্যেকস্মিন্ননায়াসে কর্মণি সহায়েন ভবিতব্যম্।

বিদূষকঃ—কিং মোদঅখণ্ডিআএ। তেণ হি অঅং সুগহীদো জণো। [কিং মোদকখাদিকায়াম্। তেন হি অয়ং সুগৃহীতো জনঃ।]

রাজা—যত্র বক্ষ্যামি। কঃ কোঽত্র ভোঃ।

সন্ধিবিচ্ছেদ—চ + এবম্ + আহ, মম + অপি, কাশ্যপসুতাম্ + অনুস্মৃত্য, নময়িতুম্ + অধিজ্যম্ + অস্মি, ধনুঃ + ইদম্ + আহিতসায়কম্, স্থিতঃ + অস্মি, কিম্ + অন্যৎ, সহবসতিম্ + উপেত্য।

অন্বয়—অধিজ্যম্ আহিতসায়কম্ ইদং ধনুঃ মৃগেষু নময়িতুং ন শক্তঃ অস্মি, যৈঃ প্রিয়ায়াঃ সহবসতিম্ উপেত্য মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ কৃতঃ ইব।

বাঙলা শব্দার্থ—রাজা (স্বগতম্) (আপন মনে) অয়ং চ এবম্ আহ (এও এরূপ বলছে)। মম অপি (আমারও) কাশ্যপসুতাম্ অনুস্মৃত্য (কাশ্যপ অর্থাৎ কণ্বের কন্যাকে স্মরণ করে) মৃগয়াবিক্লবং চেতঃ (মৃগয়ার প্রতি মন নিরুৎসুক হয়েছে)। কুতঃ (কেননা) অধিজ্যম্ আহিতসায়কম্ ইদং ধনুঃ (এ ধনুতে জ্যা আরোপণ করে, বাণ স্থাপন করা হলেও) মৃগেষু নময়িতুং (মৃগের প্রতি আকর্ষণ করতে) ন শক্তঃ অস্মি (আমি সমর্থ হচ্ছি

না), যৈঃ (কারণ, এ মৃগগুলি) প্রিয়ায়াঃ সহবসতিম্ উপেত্য (প্রিয়ার সঙ্গে একত্র বাস করে) মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ কৃতঃ ইব (সরলতায় পূর্ণ মধুর দৃষ্টি যেন শিক্ষা করেছে), বিদূষকঃ—[রাজ্ঞঃ মুখং বিলোক্য—রাজার মুখ লক্ষ্য করে] অত্রভবান্ (আপনি) কিম্ অপি হৃদয়ে কৃত্বা (কিছু একটা মনে করে) মন্ত্রয়তে (ভাবছেন)। অরণ্যে ময়া রুদিতম্ আসীৎ (আমি এতক্ষণ পর্যন্ত কেবল অরণ্যেই রোদন করলাম)। রাজা—(সস্মিতম্—ঈষৎ হাস্য করে) কিম্ অন্যৎ (কি আর মনে করব)? সুহৃদ্বাক্যম্ (বন্ধুর বাক্য) অনতিক্রমনীয়ম্ (লঙঘন করা যায় না), ইতি স্থিতঃ অস্মি (তাই আজ বিরত হলাম)। বিদূষকঃ—চিরং জীব (অপনি দীর্ঘজীবী হোন্)। (গন্তুম ইচ্ছতি —যেতে চাইলেন) রাজা— বয়স্য (বন্ধু) তিষ্ঠ (একটু অপেক্ষা কর)। সাবশেষং মে বচঃ (আমার কথা এখনো সমাপ্ত হয়নি)। বিদূষকঃ—আজ্ঞাপয়তু ভবান্ (আদেশ করুন)। রাজা—ভবতা বিশ্রান্তেন (তোমার বিশ্রাম গ্রহণ করা হলে) মম অপি (আমারও) একস্মিন্ অনায়াসে কর্মণি (আমার একটা সহজ কাজে) সহায়েন ভবিতব্যম্ (তোমাকে একটু সাহায্য কবতে হবে)। বিদূষকঃ—কিং মোদকখণ্ডিকায়াম্ (মোদক ভক্ষণেব কাজে কি)? তেন হি (তাহলে) অয়ং জনঃ সুগৃহীতঃ (এই হলো সুনির্বাচিত ব্যক্তি)। রাজা—যত্র বক্ষ্যামি (কোন্ কাজে তা পরে বলবো)। কঃ কঃ অত্র ভোঃ—(এখানে কে আছিস্)?

বঙ্গানুবাদ—রাজা—(আপনমনে) এও এরূপ বল্‌ছে। আমারও কাশ্যপ অর্থাৎ মহর্ষি কণ্বেব কন্যাকে স্মবণ করে মৃগযাব প্রতি মন নিরুৎসুক হয়েছে। কেননা, এ ধনুতে জ্যাবোপণ করে বাণ স্থাপন কবা হলেও মৃগেব প্রতি সে বাণ আকর্ষণ করতে আমি সমর্থ হচ্ছি না। কাবণ, এ মৃগগুলি প্রিয়তমা[illegible] [illegible]ঙ্গে একত্রে বাস কবে সরলতায পূর্ণ মধুর দৃষ্টি যেন শিক্ষা কবেছে ॥ ৩ ॥

বিদূষক—(রাজার মুখ লক্ষ্য কবে) [illegible]নি কিছু একটা মনে করে ভাবছেন। আমি এতক্ষণ পর্যন্ত কেবল অরণ্যে[illegible] [illegible]রোদন ক[illegible] [illegible]।

রাজা—(ঈষৎ হাস্য ক[illegible]) কি আব মনে কবব? বন্ধুব বাক্য লঙঘন করা যায় না, তাই আজ বিরত হলা[illegible]।

বিদূষক—আপনি দীর্ঘজীবী হোন। (যেতে চাইলেন)

রাজা—বন্ধু, একটু অপেক্ষা কব। আমার কথা এখনো শেষ হয়নি।

বিদূষক—আদেশ করুন।

রাজা—তোমার বিশ্রাম গ্রহণ করা হলে আমার একটা সহজ কাজে তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

বিদূষক—মোদক ভক্ষণের কাজে কি? তাহলে এই হলো সুনির্বাচিত ব্যক্তি।

রাজা—কোন্ কাজে তা' পবে বলবো। এখানে কে আছিস্?

মনোরমা—নময়িতুম্—নম্ + ণিচ্ + তুমুন্। অধিজ্যম্ = অধিগতা জ্যা যস্মিন্ তৎ বহুব্রীহিঃ। আহিতসায়কম্ = আহিতঃ সায়কঃ যস্মিন্ তৎ বহুব্রীহিঃ। আ-ধা + ক্তঃ = আহিতঃ। **সহবসতিম্—সহ বসতিঃ** = সহবসতিঃ (সহসুপা) তাম্। মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ = মুগ্ধানি বিলোকিতানি (কর্মধারয়ঃ) তেষু উপদেশঃ (সহসুপা)। অনতিক্রমনীয়ম্—ন অতিক্রমনীয়ম্ (নঞ্তৎ-পুরুষঃ)। অতি-ক্রম্ + অণীয়র্। সাবশেষর্—অব্-শিষ্ + ঘঞ্ = অবশেষঃ, তেন সহ বর্তমানম্, বহুব্রীহিঃ।

আশা—নেতি। অধিজ্যম্ অধিগতা জ্যা যস্মিন্ তৎ, সগুণম্, আহিতসায়কম্ আহিতঃ সংস্থাপিতঃ সায়কঃ বাণঃ যস্মিন্ তৎ ইদং মম ধনুঃ শরাসনং মৃগেষু হরিণেষু নময়িতুং মৃগান্ লক্ষীকৃত্য কর্ণান্তম্ আক্রষ্টুং ন শক্তঃ সমর্থঃ অস্মি। যৈঃ হরিণৈঃ প্রিয়ায়াঃ শকুন্তলায়াঃ সহ-বসতিম্ একত্রাবস্থাননিবন্ধনং সৌহার্দম্ উপেত্য লব্ধা, মুগ্ধানি সরলানি মনোজ্ঞানি চ বিলোকিতানি দর্শনানি, তেষাম্ উপদেশঃ কৃতঃ ইব। অস্মিন্ শ্লোকে পূর্বার্দ্ধস্য কারণম্ উত্তরার্দ্ধম্, অতোঽত্র কাব্যলিঙ্গম্। "উপদেশঃ কৃত ইব"—ইত্যত্র উৎপ্রেক্ষালংকারঃ,—"ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা" ইতি লক্ষণাৎ। পুষ্পিতাগ্রা বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

(ক) আশৈশব তপোবনবালা শকুন্তলার সঙ্গে কণ্বাশ্রমের তরুলতা, পশুপক্ষী ইত্যাদির অত্যন্ত নিবিড় ও অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সম্পর্ক। রাজা দুষ্যন্ত মনে করছেন হরিণীর কাছ থেকে শকুন্তলা স্নিগ্ধ, মধুর ও মনোহারি দর্শন শিক্ষালাভ করেছে। তাই মৃগীর দৃষ্টিতে শকুন্তলার দৃষ্টির সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তিনি মৃগীর প্রতি ধনুকে জ্যারোপ করতে অক্ষম। অনুরূপ ভাব প্রকাশ পেয়েছে কালিদাস রচিত "**কুমারসম্ভব**" মহাকাব্যের প্রথম সর্গে,—"প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা। তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গ-নাভিঃ ॥ (১/৪৬)—অর্থাৎ প্রশান্তলোচনা পার্বতী পবনান্দোলিত নীলোৎপলের ন্যায় চঞ্চল দৃষ্টি, মৃগবধূর কাছে শিক্ষা করেছেন, অথবা হরিণীগণ শিক্ষালাভ করেছে তাঁর কাছে ॥

(খ) উক্ত শ্লোকের ছন্দোবদ্ধ পদ্যে অনুবাদ,—

"ধনুকের ছিলা কষি/আরোপিয়া তাহে তীক্ষ্ণ বাণ /
কোন প্রাণে মৃগপরে / করি এবে দারুণ সন্ধান /
একসঙ্গে প্রিয়াসনে / সহবাস করে যে হরিণী /
শিখায়েছে সে যে তারে / নিজ মুগ্ধ চকিত চাহনি /॥"

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)।

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ—(প্রণম্য) আণবেদু ভট্টা। [আজ্ঞাপয়তু ভর্তা ।]

রাজা—রৈবতক, সেনাপতিস্তাবদাহূয়তাম্।

দৌবারিকঃ—তহ। (নিষ্ক্রম্য সেনাপতিনা সহ পুনঃ প্রবিশ্য) এসো অণ্ণাবঅণুক্কণ্ঠো ভট্টা ইদো দিণ্ণদিট্‌ঠী এব্ব চিঠ্‌ঠদি। উবসপ্‌পদু অজ্জো। [তথা। এষ আজ্ঞাবচনোৎকণ্ঠো ভর্তা ইতঃ দত্তদৃষ্টিঃ এব তিষ্ঠতি । উপসর্পতু আর্যঃ।]

সেনাপতিঃ—(রাজানম্ অবলোক্য) দৃষ্টদোষাপি স্বামিনি মৃগয়া কেবলং গুণ এব সংবৃত্তা । তথা হি দেবঃ।

অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্বং
রবিকিরণসহিষ্ণু স্বেদলেশৈরভিন্নম্ ।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যম্
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্তি ॥ ৪ ॥

(উপেত্য)। জয়তু জয়তুস্বামী। গৃহীতশ্বাপদমরণ্যম্। কিমন্যত্রাবস্থীয়তে।

রাজা—মন্দোৎসাহঃ কৃতোঽস্মি মৃগয়াপবাদিনা মাধব্যেন।

সন্ধিবিচ্ছেদ—সেনাপতিঃ + তাবৎ + আহূয়তাম্, রাজানম্ + অবলোক্য, দৃষ্টদোষা + অপি, স্বেদলেশৈঃ + অভিন্নম্, ব্যায়তত্বাৎ + অলক্ষ্যম্ । কিম্ + অন্যত্র + অবস্থীয়তে, গৃহীতশ্বাপদম্ + অরণ্যম্ ।

অন্বয়—গিরিচরঃ নাগঃ ইব (দেবঃ) অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্বং, রবিকিরণসহিষ্ণু, স্বেদলেশৈঃ অভিন্নম্, অপচিতম্ অপি ব্যায়তত্বাৎ অলক্ষ্যম্, প্রাণসারং গাত্রং বিভর্তি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—(প্রবিশ্য অর্থাৎ প্রবেশ করে) দৌবারিকঃ অর্থাৎ দ্বাররক্ষক, প্রণম্য (প্রণাম করে) আজ্ঞাপয়তু ভর্তা (প্রভু আদেশ করুন)। রাজা—রৈবতক, সেনাপতিঃ (রৈবতক, সেনাপতিকে) তাবৎ আহূয়তাম্ (তাহলে আহ্বান কর)। দৌবারিকঃ—তথা (যে আজ্ঞে), (নিষ্ক্রম্য সেনাপতিনা সহ পুনঃ প্রবিশ্য—বাইরে গিয়ে পুনরায় সেনাপতির সঙ্গে প্রবেশ করে) এষ ভর্তা (এই যে প্রভু) আজ্ঞাবচনোৎকণ্ঠঃ (আদেশ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে) ইতঃ এব দত্তদৃষ্টিঃ তিষ্ঠতি (এ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রয়েছেন) আর্যঃ উপসর্পতু (আপনি সমীপে গমন করুন)। সেনাপতিঃ—(রাজানম্ অবলোক্য—রাজাকে দেখে) মৃগয়া দৃষ্টদোষা অপি (মৃগয়ার দোষ দেখা হলেও) স্বামিনি (প্রভুর ক্ষেত্রে)

কেবলং গুণ এব সংবৃত্তা (কেবল গুণের কারণ হয়েছে)। তথাহি (কেননা) দেবঃ (প্রভু) গিরিচর নাগ ইব (পার্বত্য গজের মত) প্রাণসারং গাত্রং বিভর্তি (প্রাণবান (বলিষ্ঠ) শরীর ধারণ করেছেন)। অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্বম্ (নিরন্তর ধনুর্গুণাকর্ষণে তাঁর দেহের উপরিভাগ দৃঢ় হয়েছে), রবিকিরণসহিষ্ণু (সূর্যের কিরণ সহ্য করতে সক্ষম হয়েছে তাঁর শরীর), স্বেদলেশৈঃ অভিন্নম্ (গাত্রে ঘর্মবিন্দুর লেশমাত্র নেই)। অপচিতমপি গাত্রং (শরীর কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হলেও) ব্যায়তত্ত্বাৎ অলক্ষ্যম্ (বিশালতার জন্য তা বোঝা যাচ্ছে না)। (উপেত্য—সমীপে গমন করে) জয়তু স্বামী (প্রভুর জয় হোক্)। গৃহীতশ্বাপদম্ অরণ্যম্ (অরণ্যে শ্বাপদাদির অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে)। অন্যত্র কিম্ অবস্থীয়তে (অন্য স্থানে আর অবস্থানের প্রয়োজন কি)। রাজা—মৃগয়াপবাদিনা মাধব্যেন (মাধব্য মৃগয়ার নিন্দা করায়) মন্দোৎসাহঃ অস্মি (আমি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছি)।

বঙ্গানুবাদ :—দৌবারিক—(প্রবেশ করে প্রণামপূর্বক) আজ্ঞা করুন, প্রভু।

রাজা—রৈবতক, সেনাপতিকে তাহলে আহ্বান কর।

দৌবারিক—যে আজ্ঞে। (বাইরে গিয়ে পুনরায় সেনাপতির সঙ্গে প্রবেশ করে) এই যে প্রভু আদেশ দেবার জন্য উন্মুখ হযে, এদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে রয়েছেন। আপনি সমীপে গমন করুন।

সেনাপতি—(রাজাকে নিরীক্ষণ করে) মৃগয়ার দোষ দেখা হলেও প্রভুর ক্ষেত্রে তা' কেবল গুণের কারণ হয়েছে। কেননা, নিরন্তর ধনুর্গুণাকর্ষণে তাঁর দেহের উপরিভাগ সুদৃঢ় হয়েছে, সূর্যের কিরণ সহ্য করতে সক্ষম হয়েছে তাঁর শরীর, গাত্রে ঘর্মবিন্দুর লেশমাত্র নেই, শরীর কিঞ্চিৎ কৃশ হলেও বিশালতার জন্য তা' বোঝা যাচ্ছে না, এবং প্রভু পার্বত্য গজের মত প্রাণবান্ (বলিষ্ঠ) দেহ ধারণ করছেন ॥ ৪ ॥

(সমীপে গমন করে) প্রভুর জয় হোক্, অরণ্যে শ্বাপদাদির অবস্থান নিরূপণ করা হয়েছে। অন্য স্থানে আর অবস্থানের প্রয়োজন কি?

রাজা—মাধব্য মৃগয়ার নিন্দা করায় আমি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছি।

মনোরমা—দৌবারিকঃ = দ্বারে নিযুক্তঃ—দ্বার + ঠক্, "দ্বারাদীনাং চ"—এই সূত্র অনুসারে 'ঔ'। দৃষ্টদোষা—দৃষ্টাঃ দোষাঃ যস্যাং সা বহুব্রীহিঃ। অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূর পূর্বম্—ন অবরতম্ অনবরতম্ (নঞ্ তৎ), ধনুষঃ জ্যা = ধনুর্জ্যা (ষষ্ঠীতৎ), তস্যাঃ আস্ফালনম্ (ষষ্ঠীতৎ), অনবরতং ধনুর্জ্যাস্ফালনং (সুপ্‌সুপা), তেন ক্রূরম্ (তৃতীয়াতৎ), তাদৃশং পূর্বং যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)। রবিকিরণসহিষ্ণুঃ—রবেঃ কিরণম্ (ষষ্ঠীতৎ), তং সহিষ্ণুঃ (দ্বিতীয়াতৎ)। সহ্ + ইষ্ণুচ্ = সহিষ্ণু। ব্যায়তত্ত্বাৎ = বি-আ + যম্ + ক্ত কর্তরি = ব্যায়ত । ভাবার্থে 'ত্ব' = ব্যায়তত্ব, তস্মাৎ হেতৌ পঞ্চমী। প্রাণসারম্ = প্রাণঃ সারঃ

যস্মিন্ তৎ (বহুব্রীহিঃ)। গিরিচরঃ—গিরিষু চরতি ইতি গিরি-চর্ + ট, "চরেষ্টঃ" এই সূত্র অনুসারে। গুণায় = ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ" এই সূত্র অনুসারে কর্মে চতুর্থী। মন্দোৎসাহঃ—মন্দঃ উৎসাহঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। মৃগয়াপবাদিনা—মৃগয়া-অপ-বদ্ + ণিনি তাচ্ছীল্যে, তেন ॥

আশা—অনবরতেতি। অনবরতং নিরন্তরং ধনুষঃ বাণাসনস্য জ্যায়াঃ গুণস্য আস্ফালনেন আকর্ষণেন ক্রূরং কঠিনং পূর্বং পূর্বভাগঃ যস্য তাদৃশম্, রবেঃ সূর্যস্য কিরণান্ সহিষ্ণু সোঢুং সমর্থং, স্বেদস্য ঘর্মস্য লেশৈঃ অনুমাত্রেণাপি অভিন্নম্ অস্পৃষ্টং, অপচিতম্ অপি কৃশমপি সৎ ব্যায়তত্বাৎ দীর্ঘত্বাৎ বিশালত্বাৎ বা অলক্ষ্যম্ প্রাণস্য শরীরবলস্য সারং স্থিরাংশমিব গাত্রং বপুঃ বিভর্তি ধারয়তি। অত্র তৃতীয়পাদে শ্লেষঃ—"শ্লিষ্টৈঃ পদৈঃ অনেকার্থাভিধানে শ্লেষ ইষ্যতে"—ইতি লক্ষণাৎ। চতুর্থে পাদে উপমা রাজ্ঞঃ গিরিচরনাগেন সাদৃশ্যস্য প্রতিপাদনাৎ। রাজ্ঞঃ বিশেষণানাং সাভিপ্রায়ত্বাৎ পরিকরালংকারোঽপি—"উক্তির্বিশেষণৈঃ সাভিপ্রায়ৈঃ পরিকরো মতঃ" ইতি লক্ষণাৎ। শ্লেষোপমাপরিকরাণাং চ সংকরঃ। মালিনীবৃত্তম্—"ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ"—ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা:

(ক) রাজা দুষ্যন্তের সেনাপতি মৃগয়া যে রাজার ক্ষেত্রে নানা গুণের কারণ, তা দেখিয়ে রাজাকে পুনরায় মৃগয়ায় যেতে উৎসাহিত করতে এ শ্লোকটি উচ্চারণ করেছেন। কি কি গুণে মণ্ডিত ব্যক্তি সেনাপতিপদে নিযুক্ত হবার যোগ্য তা'র আলোচনা প্রসঙ্গে মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে,—"কুলীনঃ শীলসম্পন্নঃ ধনুর্বেদবিশারদঃ। হস্তিশিক্ষাঽশ্বশিক্ষাসু কুশলঃ শ্লক্ষ্ণভাষণঃ। নিমিত্তে শকুনজ্ঞানে বেত্তা চৈব চিকিৎসিতে। কৃতজ্ঞঃ কর্মণাঃ শূরঃ তথা ক্লেশসহ ঋজুঃ। ব্যূহতত্ত্ববিধানজ্ঞঃ ফল্গুসারবিশেষবিৎ। রাজ্ঞা সেনাপতিঃ কার্যঃ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽথবা ॥" তা ছাড়া, টীকাকার রাঘবভট্ট তাঁর "অর্থদ্যোতনিকা" টীকায় মাতৃগুপ্তাচার্য প্রদত্ত—যে সেনাপতি-লক্ষণ উদ্ধার করেছেন তা হলো,—"শীলবান্ সত্ত্বসম্পন্নঃ তাক্তালস্যঃ প্রিয়ংবদঃ। পররন্ধ্রান্তরাভিজ্ঞঃ যাত্রাকাল-বিশেষবিৎ। অস্ত্রশস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞঃ লোকে চাক্রম (বক্র) তাং গতঃ। দেশবিৎ কালবিচ্চৈব ভবৎ সেনাপতির্গুণৈঃ"। ইতি ॥

(খ) উক্ত শ্লোকে "স্বেদলেশৈঃ" পাঠের স্থলে কোন কোন সংস্করণে "ক্লেশ-লেশৈঃ" পাঠ বিধৃত হয়েছে। যাঁরা "ক্লেশলেশৈঃ" পাঠ গ্রহণের পক্ষপাতী তাদের যুক্তি হলো যে, শরীর চর্চা বা ব্যায়ামেব সঙ্গে ঘর্মের সম্পর্ক থাকবেই যদি না শরীরে কোন রকম ত্রুটি থাকে। তাছাড়া, মৃগয়ার মত শ্রমের বিশেষ গুণ হলো শ্রমকে জয় করা। সামান্যমাত্র ঘর্মেও শরীর স্পৃষ্ট না হওয়া শারীরিক শ্রমের কোন গুণ হতে পারে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাঘবভট্ট তাঁর "অর্থদ্যোতনিকা" টীকায় "স্বেদলেশৈঃ" পাঠ গ্রহণ করেছেন,—"স্বেদলেশৈরভিন্নম্। স্বেদৈস্তু ন মিশ্রং তল্লেশৈরপি ন সংবদ্ধ-মিত্যর্থঃ। অনেন শ্রমজয়িত্বম্ ॥"

সেনাপতিঃ—(জনান্তিকম্) সখে, স্থিরপ্রতিবন্ধো ভব। অহং তাবৎ স্বামিনশ্চিত্তবৃত্তিমনুবর্তিষ্যে। (প্রকাশম্) প্রলপতি এষ বৈধেয়ঃ। ননু প্রভুরেব নির্দশনম্।

মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে
মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ ॥ ৫ ॥

বিদূষকঃ—(সরোষম্) অত্তভবং পকিদিং আপণ্ণো। তুমং দাব অডবীদো অডবীং আহিণ্ডন্তো ণরণাসিআলোলুবস্য জিণ্ণরিচ্ছস্স কস্স বি মুহে পডিস্সদি। [অত্রভবান্ প্রকৃতিম্ আপন্নঃ। ত্বং তাবৎ অটবীতঃ অটবীম্ আহিণ্ডমানো নরনাসিকালোলুপস্য জীর্ণঋক্ষস্য কস্য অপি মুখে পতিষ্যসি।]

সন্ধিবিচ্ছেদ—স্বামিনঃ + চিত্তবৃত্তিম্ + অনুবর্তিষ্যে, প্রলপতু + এষঃ, ভবতি + উত্থানযোগ্যম্, বিকৃতিমৎ + চিত্তম্, মৃগয়াম্, + ঈদৃক্, যৎ + ইষবঃ।

অন্বয়—বপুঃ মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু উত্থানযোগ্য, ভবতি। সত্ত্বানাং ভয়ক্রোধয়োঃ বিকৃতিমৎ চিত্তং লক্ষ্যতে। ধন্বিনাং স চ উৎকর্ষঃ যৎ চলে লক্ষ্যে ইষবঃ সিধ্যন্তি। মৃগয়াং মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি, ঈদৃক্ বিনোদঃ কুতঃ।

বাঙ্লা শব্দার্থ—সেনাপতিঃ—(জনান্তিকম্—জনান্তিকে) সখে (বন্ধু) স্থিরপ্রতিবন্ধঃ (বিরোধিতায় স্থির) ভব (থাক)। অহং তাবৎ (আমি কিন্তু) স্বামিনঃ (প্রভুর) চিত্তবৃত্তিম্ (মনোবৃত্তি) অনুবর্তিষ্যে (অনুসরণ করি)। (প্রকাশম্—প্রকাশ্যে) এষ বৈধেয়ঃ (এই মূর্খ) প্রলপতু (প্রলাপ বকুক)। ননু প্রভুঃ এব নিদর্শনম্ (প্রভু স্বয়ং এ বিষয়ে নিশ্চয় প্রমাণ)। বপুঃ (এই দেহ) মেদশ্ছেদ-কৃশোদরং (মেদ হ্রাস পাওয়ায় উদর ক্ষীণ হয়), লঘু (হাল্কা হয়), উত্থানযোগ্যং (পরিশ্রমের যোগ্য) ভবতি (হয়)। সত্ত্বানাং (পশুদের) ভয়ক্রোধয়োঃ

(ভয়ে ও ক্রোধে) বিকৃতিমৎ চিত্তং (বিকারগ্রস্ত চিত্ত) লক্ষ্যতে (লক্ষ্য করা যায়)। চলে লক্ষ্যে (চলমান পশুকে) যৎ ইষবঃ সিধ্যন্তি (বাণগুলি যে ঠিকভাবে বিদ্ধ করে তাতে) ধন্বিনাং স চ উৎকর্ষঃ (সেখানেই ধনুর্ধরদের উৎকর্ষ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব)। মৃগয়াম্ (মৃগয়াকে) মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি (অকারণেই ব্যসন বলা হয়) ইদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ (এমন আমোদ আর কোথায়)। বিদূষকঃ—(সরোষম্—ক্রোধের সঙ্গে), অত্রভবান্ প্রকৃতিম্ আপন্নঃ (প্রভু এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন), ত্বং তাবৎ অটবীতঃ অটবীম্ আহিণ্ড্যমানঃ (তুমি দেখছি, বন থেকে বনান্তরে বিচরণ করতে করতে), নরনাসিকালোলুপস্য কস্য অপি জীর্ণ ঋক্ষস্য (মনুষ্যনাসিকালোভী কোন এক বৃদ্ধ ভল্লুকের) মুখে পতিষ্যতি (মুখে পড়বে)।

বঙ্গানুবাদ—সেনাপতি (জনান্তিকে)—বন্ধু। বিরোধিতায় স্থির থাক, আমি কিন্তু প্রভুর মনোবৃত্তি অনুসরণ করি। (প্রকাশ্যে) এই মূর্খ প্রলাপ বকুক্। প্রভুই স্বয়ং এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ।

মেদ হ্রাস পাওয়ায় উদর ক্ষীণ এবং শরীর লঘু ও পরিশ্রমের যোগ্য হয়। ভয়ে এবং ক্রোধে পশুদের বিকারগ্রস্ত চিত্ত লক্ষ্য করা যায়। বাণগুলি চলমান লক্ষ্য বিদ্ধ করতে সক্ষম হলেই ধনুর্ধরগণের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হয়। মৃগয়াকে অকারণেই ব্যসন বলা হয়, অথচ মৃগয়ার মত এমন আমোদ আর কোথায়?

বিদূষক—(ক্রেধের সঙ্গে) প্রভু এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন, তুমি দেখ্ছি বন থেকে বনান্তরে বিচরণ করতে করতে মনুষ্যনাসিকা লোভী কোন বৃদ্ধ ভল্লুকের মুখে পড়বে।

মনোরমা—বি-ধা + যৎ কর্মণি = বিধেয়ম্, তস্য অয়ম্ ইতি বিধেয় + অণ্ + বৈধেয়ঃ, বৈধেয় শব্দের অর্থ মূর্খ, "মূর্খবৈধেয়বালিশাঃ" ইত্যমরঃ। প্রসিদ্ধ টীকাকার রাঘবভট্ট তাঁর "অর্থদ্যোতনিকা"-য় বিধবায়াঃ পুত্রঃ = 'বৈধবেয়ঃ' পাঠ গ্রহণ করলেও তাঁর মতেও 'বৈধেয়ঃ' পাঠ শ্রেয়ঃ (ক্বচিৎ বৈধেয় ইতি পাঠঃ, স শ্রেয়ান্।) মেদশ্ছেদকৃশোদরম্ = মেদস্য ছেদঃ (ষষ্ঠীতৎ), তেন কৃশোদরম্ (তৃতীয়াতৎ), কৃশম্ উদরং যস্য সঃ = বহুব্রীহিঃ। ধন্বিনাম্—ধন্বন্ + ইনি (মত্বর্থে) = ধন্বিন্, তেষাম্ ধন্বিনাম্। উত্থানযোগ্যম্—উত্থানস্য যোগ্যম্, ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ ॥

আশা—মেদ ইতি। বপুঃ মৃগয়াশীলস্য জনস্য শরীরং মেদসাং বসানাং ছেদেন ক্ষয়েণ হেতুনা কৃশং ক্ষীণম্ উদরং যস্মিন্ তাদৃশম্ অতএব লঘু ভারহীনম্ অতএব উত্থানস্য সর্বেষু কর্মসু উদ্যমস্য যোগ্যং সমর্থং ভবতি। সত্ত্বানাং জন্তুনাং ভয়ে ক্রোধে চ বিকৃতিমৎ বিকারযুক্তং চিত্তং লক্ষ্যতে দৃশ্যতে। প্রাণভয়েন পলায়মানানাং জন্তুনাম্ ঈদৃশং চিত্তং, ক্রোধে চ ঈদৃগ্ ইতি জ্ঞায়তে। যদ্ চলে চঞ্চলে ধাবমানে বা লক্ষ্যে শরব্যে

ইষবঃ বাণাঃ সিধ্যন্তি সাফল্যং লভন্তে, ধন্বিনাং ধানুষ্কাণাং স চ উৎকর্ষঃ নৈপুণ্যাতিশয়ঃ। ধর্মশাস্ত্রিণঃ হি মৃগয়াং পশুশিকারং মিথ্যা মৃষা এব ব্যসনং কামজং পাপং বদন্তি প্রতিপাদয়ন্তি, পরং তু ঈদৃক্ এবং-বিধঃ বিনোদঃ কৌতুকং কুতঃ? ন কুতোঽপি সম্ভবতি ইতি ভাবঃ। অস্মিন্ শ্লোকে চতুর্থপাদং প্রতি পূর্বপাদত্রয়স্য হেতুত্বাৎ কাব্যলিঙ্গম্। পুনঃ মৃগয়ারূপব্যসনং গুণরূপেণ কল্পিতম্, অতোঽত্র লেশনামালংকারশ্চ। "লেশস্তু দোষগুণয়োঃ গুণদোষত্ব-কল্পনম্" ইতি লক্ষণাৎ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। "সূর্যাশ্বৈর্মসজাস্ততঃ সগুরবঃ শার্দূল-বিক্রীড়িতম্" ইতি লক্ষণাৎ ॥

আলোচনা :

"দৃষ্টদোষাপি স্বামিনি মৃগয়া কেবলং গুণ এব সংবৃত্তা"—অর্থাৎ মৃগয়ায় অনেক দোষ থাকলেও রাজা দুষ্যন্তের মধ্যে তা অনেক গুণের কারণ হয়েছে। **"অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্বম্"** ইত্যাদি শ্লোকে সে গুণ-রাজির উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া পরবর্তী "মেদশ্ছেদকৃশোদরম্" ইত্যাদি শ্লোকে পুনরায় সাধারণ-ভাবে মৃগয়ার গুণগুলির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। উক্ত শ্লোকদ্বয় একত্রে আলোচনা করলে আমরা যা' পাই তাহলো—মৃগয়ায় হিংসা, নৃশংসতা, নির্মমতা হত্যা ইত্যাদি নানা দোষ থাকলেও, মৃগয়ায় গুণবাহুল্য অনস্বীকার্য। যেমন—(১) নিরন্তর ধনুকের গুণ আকর্ষণ হেতু দেহের পূর্বভাগ কঠিন হয়, (২) দেহ সূর্যকিরণ সহ্য করতে সক্ষম হয়, (৩) কঠিন শ্রমেও দেহ অবসন্ন হয় না, (৪) দেহ কৃশ হলেও বিশালতার জন্য তা' পরিলক্ষিত হয় না, (৫) পর্বতবিহারী হস্তীর ন্যায় দেহ অমিত বল ধারণ করে, (৬) মেদক্ষয়ের জন্য উদর কৃশ হয়, (৭) দেহ লঘু ও পরিশ্রমযোগ্য হয়, (৮) ভয়ে ও ক্রোধে প্রাণিগণের চিত্তবিকার লক্ষ্য করা যায়, (৯) চঞ্চল লক্ষ্য বাণের দ্বারা অনায়াসে বিদ্ধ করা যায়।—এ সকল গুণের মাধ্যমে ধনুর্ধরের উৎকর্ষ প্রকাশ পায়। উপসংহারে মহাকবি কলিদাস সেনাপতির মুখে বলেছেন,—"মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ",—অর্থাৎ মৃগয়াকে অকারণেই ব্যসন বলা হয়, অথচ মৃগয়ার মত আমোদ আর কোথায়?

এখন প্রশ্ন হলো ভগবান্ মনু প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারগণ মৃগয়া কামজব্যসনের অন্যতম বলে নির্দেশ কবেছেন। ("মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ। তৌর্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।" (৭/৪৭)।) কিন্তু মহাকবি তাকে "বিনোদঃ" বলেছেন। উক্ত উভয়মতের মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়? এর উত্তরে বলা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও মূলত কোন মতানৈক্য নেই। কেননা, এখানে মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লূকভট্টকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, ব্যসনের প্রতি অত্যাসক্তি দূষণীয় হলেও সাধারণভাবে ব্যসনের

সেবন দূষণীয় নয়,—"এতেন অতিপ্রসক্তির্ব্যসনেষু নিষিদ্ধ্যতে, নতু তস্য সেবনমপি",—(টীকা ৭/৫৩)।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, নাট্যকার ক্ষেমীশ্বর রচিত "চণ্ডকৌশিক" নাটকের প্রথম অংকে অনুরূপ পরিস্থিতিতে মৃগয়ার প্রশংসা করা হয়েছে, যেমন—"বয়স্য, মৃগয়া হি নাম ভৃশমুপকারিণী রাজ্ঞাম্। তথাহি—খিন্নং বিনোদয়তি মানসমাতনোতি। স্থৈর্যং চলে বপুষি লাঘবমাদধাতি। উৎসাহবুদ্ধিজননীং রণকর্মযোগ্যাং। রাজ্ঞাং মুধৈব মৃগয়াং বাসনং বদন্তি ॥" এখানে মহাকবি কালিদাসের প্রভাব প্রকট।

"চিত্ত উদ্‌বিগ্ন হলে, সদা তারে করে বিনোদন। চল লক্ষ্যে স্থৈর্য আনে দেহে করে লঘুতা অর্পণ। শিকারে উৎপন্ন হয় রণযোগ্য উৎসাহ-উদ্যম। মিথ্যাকরি লোকে বলে মৃগয়ারে নৃপতিব্যসন্।" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথকৃত উক্তশ্লোকের পদ্যানুবাদ) ॥

রাজা—ভদ্র সেনাপতে, আশ্রমসন্নিকৃষ্টে স্থিতাঃ স্মঃ। অতস্তে বচো নাভিনন্দামি। অদ্য তাব —

গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং

ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্যতু।

বিস্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে

বিশ্রামং লভতামিদং চ শিখিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ ॥ ৬ ॥

সেনাপতিঃ—যৎ প্রভবিষ্ণবে রোচতে।

রাজা—তেন হি নিবর্তয় পূর্বগতান্ বনগ্রাহিণঃ। যথা চ ন মে সৈনিকাস্তপোবনমুপরুন্ধন্তি তথা নিষেদ্ধব্যাঃ। পশ্য,—

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ।

স্পর্শানুকূলা ইব সূর্যকান্তাস্তদন্যতেজোঽভিভবাদ্ বমন্তি ॥ ৭ ॥

সেনাপতিঃ—যদাজ্ঞাপয়তি স্বামী।

বিদূষকঃ—ধংসদু দে উচ্ছাহবুত্তন্তো। [ধ্বংসতাং তে উৎসাহবৃত্তান্তঃ।]

(নিষ্ক্রান্তঃ সেনাপতিঃ)

রাজা—(পরিজনং বিলোক্য) অপনয়ন্তু ভবন্তো মৃগয়াবেশম্। রৈবতক, ত্বমপি স্বং নিয়োগমশূন্যং কুরু।

পরিজনঃ—জং দেবো আণবেদি। [যৎ দেবঃ আজ্ঞাপয়তি]

(নিষ্ক্রান্তঃ)

সন্ধিবিচ্ছেদ—অতঃ + তে, শৃঙ্গৈঃ + মুহুঃ + তাড়িতম্, রোমন্থম্ + অভ্যস্যতু, সৈনিকাঃ + তপোবনম্ + উপরুন্ধন্তি, সূর্যকান্তাঃ + তৎ + অন্যতেজোঽভিভবাৎ, নিয়োগম্ + অশূন্যম্। লভতাম্ + ইদম্, শিথিলজ্যাবন্ধম্ + অস্মদ্ধনুঃ।

অন্বয়—মহিষাঃ শৃঙ্গৈঃ মুহুঃ তাড়িতং নিপানসলিলং গাহন্তাম্, ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থম্ অভ্যস্যতু। বরাহততিভিঃ পল্বলে বিস্রব্ধং মুস্তাক্ষতিঃ ক্রিয়তাম্, শিথিলজ্যাবন্ধম্ ইদম্ অস্মদ্ধনুঃ চ বিশ্রামং লভতাম্।

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু দাহাত্মকং তেজঃ গূঢ়ম্ অস্তি হি। স্পর্শানুকূলাঃ সূর্যকান্তাঃ ইব অন্যতেজোঽভিভবাৎ তৎ বমন্তি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—ভদ্র সেনাপতে (প্রিয় সেনাপতি), আশ্রমসন্নিকৃষ্টে স্থিতাঃ স্মঃ (আমরা তপোবনের সন্নিকটেই রয়েছি)। অতঃ (অতএব) তে বচঃ (তোমার বাক্য) ন অভিনন্দামি (সমর্থন করতে পারলাম না)। অদ্য তাবৎ (আজ) মহিষাঃ (মহিষগুলো) শৃঙ্গৈঃ মুহুঃ তাড়িতং নিপানসলিলম্ (শৃঙ্গের দ্বারা, বারংবার ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল আলোড়িত করে) গাহন্তাম্ (তাতে অবগাহন করুক), ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং (ছায়াতে দলে দলে সমবেত হয়ে মৃগগুলো) রোমন্থম্ অভ্যস্যতু (চর্বিতচর্বণ অভ্যাস করুক), বরাহততিভিঃ (শূকরগুলো) পল্বলে (জলাভূমিতে) বিস্রব্ধং (নির্ভয়ে) মুস্তাক্ষতিঃ ক্রিয়তাম্ (মুস্তা উৎপাটন করুক), শিথিলজ্যাবন্ধম্ ইদম্ অস্মদ্ধনুঃ চ (জ্যা শিথিল করা হয়েছে এমন আমার ধনু) বিশ্রামং লভতাম্ (বিশ্রাম লাভ করুক) ॥ ৬ ॥

সেনাপতিঃ—প্রভবিষ্ণবে যৎ রোচতে (যেমন প্রভুর অভিরুচি)। রাজা—তেন হি (তাহলে) পূর্বগতান্ বনগ্রাহিণঃ (পূর্বে যারা বনবেষ্টনের জন্য বেরিয়ে পড়েছে তাদের) নিবর্তয় (নিবৃত্ত করুন)। যথা চ মে সৈনিকাঃ (যাতে আমাদের সৈনিকেরা) তপোবনং ন উপরুন্ধন্তি (তপোবনে কোন অশান্তি সৃষ্টি না করে) তথা নিষেদ্ধব্যাঃ (সেভাবে তাদের নিষেধ করবেন)। পশ্য—(দেখুন)—

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু (শান্তিপরায়ণ তপস্বিদের মধ্যে) দাহাত্মকং তেজঃ গূঢ়ম্ অস্তি (দহনে সমর্থ তেজঃ প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে)। স্পর্শানুকূলাঃ (স্পর্শশীতল) সূর্যকান্তাঃ ইব (সূর্যকান্ত মণির মত) অন্যতেজোঽভিভবাৎ (অন্য তেজের দ্বারা অভিভূত হলে) তৎ বমন্তি (তেজঃ অর্থাৎ—অগ্নি উদগিরণ করে) ॥ ৭ ॥

সেনাপতিঃ—যদ্ আজ্ঞাপয়তি স্বামী (তা' প্রভু যা আজ্ঞা করেন)।

বিদূষকঃ—তে (তোমার) উৎসাহবৃত্তান্তঃ (মৃগয়ায় উৎসাহ) ধ্বংসতাম্ (ধ্বংস হোক্)। [নিষ্ক্রান্তঃ সেনাপতিঃ—সেনাপতির প্রস্থান]

রাজা—[পরিজনং বিলোক্য—পরিজনবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করে] ভবত্যঃ (তোমরা) (যেহেতু এখানে যবনী পরিচারিকাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে) মৃগয়াবেশম্ অপনয়তু (মৃগয়ার বেশ পরিত্যাগ কর)। **রৈবতক**, ত্বমপি (রৈবতক তুমিও) স্বং নিয়োগম্ (নিজের কাজে) অশূন্যং কুরু (প্রবৃত্ত হও)। পরিজনঃ—(পরিচারক) যৎ দেব আজ্ঞাপয়তি—(প্রভু যেমন আদেশ করেন)।

(নিষ্ক্রান্তঃ—নির্গত হলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—প্রিয় সেনাপতি। আমরা তপোবনের সন্নিকটেই রয়েছি। অতএব তোমার বাক্য তাই সমর্থন করতে পারলাম না। আজ মহিষগুলো তাদের শৃঙ্গের দ্বারা বাবংবার ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল আলোড়িত করে তাতে অবগাহন করুক, মৃগগুলি ছায়াতে দলে দলে সমবেত হয়ে চর্বিতচর্বণ অভ্যাস করুক, শূকরগুলি জলাভূমিতে নির্ভয়ে মুস্তা উৎপাটন করুক, এবং আমার শিথিলজ্যা ধনু বিশ্রাম লাভ করুক ॥ ৬ ॥

সেনাপতি—প্রভুর যেমন অভিরুচি।

রাজা—তাহলে পূর্বে যারা বনবেষ্টনের জন্য বেরিয়ে পড়েছে, তাদের নিবৃত্ত করুন। যাতে আমাদের সৈনিকেরা তপোবনে কোন অশান্তির সৃষ্টি না করে সেভাবে তাদের নিষেধ করবেন। দেখুন,—

শান্তিপরায়ণ তপস্বিদের মধ্যে দহনক্ষম তেজঃ প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। স্পর্শশীতল সূর্যকান্তমণির মত অন্য তেজের দ্বারা অভিভূত হলে অগ্নি উদ্গিরণ করে ॥ ৭ ॥

সেনাপতি—তা' প্রভু যা' আজ্ঞা করেন।

বিদূষক—তোমার মৃগয়ায় উৎসাহ ধ্বংস হোক্। (সেনাপতির প্রস্থান)

রাজা—(পরিজনবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করে) তোমরা মৃগয়ার বেশ পরিত্যাগ কর। রৈবতক, তুমিও নিজের কাজে প্রবৃত্ত কাজে হও।

পরিজন—প্রভু যেমন আদেশ করেন। (নির্গত হলেন)।

মনোরমা—প্রভবিষ্ণবে—প্র-ভূ + ইষ্ণুচ্ তাচ্ছীল্যে কর্তরি - প্রভবিষ্ণু, তস্মৈ—"রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ"—এই সূত্র অনুসারে সম্প্রদানে চতুর্থী। বনগ্রাহিণঃ—বনং গ্রহীতুং শীলমেষাম্ ইতি বন-গ্রহ্ + ণিনি কর্তরি তাচ্ছীল্যে তান্। শমপ্রধানেষু—শমঃ প্রধানং যস্য, বহুব্রীহিঃ, তেষু। তপোধনেষু—তপঃ এব ধনং যেষাং, বহুব্রীহিঃ, তেষু। দাহাত্মকম্—দাহঃ আত্মা যস্য তৎ বহুব্রীহিঃ, অন্যতেজোঽভিভবাৎ—অভি-ভূ + অপ্ ভাবে = অভিভবঃ। অন্যৎ তেজঃ, কর্মধা, তেন অভিভবঃ'(সহসুপা) তস্মাৎ। হেতৌ পঞ্চমী।

গাহন্তাম্—গাহ্ + লোট্ প্রথমপুরুষ বহুবচন। ছায়াবদ্ধকদম্বকম্—ছায়াসু বদ্ধানি কদম্বকানি যথা স্যাৎ তথা বহুব্রীহিঃ। শিথিলজ্যাবন্ধম্—জ্যায়াঃ বন্ধঃ, ষষ্ঠীতৎ, শিথিলঃ জ্যাবন্ধঃ কর্মধা, শিথিলজ্যাবন্ধঃ কর্মধা শিথিলজ্যাবন্ধঃ যস্মিন্ তৎ বহুব্রীহিঃ।

আশা—গাহন্তামিতি। মহিষাঃ লুলাপাঃ বন্যপশুবিশেষাঃ নিপানস্য ক্ষুদ্রজলাশয়স্য সলিলং জলং শৃঙ্গৈঃ বিষাণৈঃ মুহুঃ পুনঃ পুনঃ তাড়িতম্ আলোড়িতং যথা স্যাৎ তথা গাহন্তাম্, ভয়াভাবাৎ জলে যথেচ্ছং গাহনসুখং লভন্তাম্। মৃগকুলং হরিণযূথং ছায়াসুবদ্ধম্ রচিতং কদম্বকং সংহতিঃ যেন তৎ, রোমন্থং গিলিতম্ আকৃষ্য পুনঃ চর্বণম্ অভ্যস্যতু পৌনঃপুন্যেন করোতু ইত্যর্থঃ। বরাহাণাং শূকরাণাং ততিভিঃ শ্রেণিভিঃ বিস্রব্ধং নির্ভয়ং যথা স্যাৎ তথা পল্বলে স্বল্পজলপূর্ণে জলাশয়ে মুস্তানাং তৃণভেদানাং ক্ষতিঃ মূলোৎপাটনং ক্রিয়তাং বিধীয়তাম্। ইদম্ অস্মাকং ধনুশ্চ শিথিলঃ শ্লথঃ জ্যায়াঃ গুণস্য বন্ধঃ যস্মিন্ তথাভূতং সৎ বিশ্রামং লভতাম্ মৃগয়ানিবৃত্তিং প্রাপ্নোতু, অব্যাপারং তিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ। শ্লোকেঽস্মিন্ স্বভাবোক্তিরলংকারঃ, শার্দূলবিক্রীড়িতং চ বৃত্তম্ ॥

শমপ্রধানেষু ইতি। শমঃ শান্তিঃ প্রধানং মুখ্যং যেষাং তাদৃশেষু শান্তিপ্রিয়েষু তপোধনেষু তাপসেষু দাহাত্মকং দহনশীলং তেজঃ শক্তিঃ গূঢ়ং প্রচ্ছন্নম্ অস্তি। স্পর্শস্য অনুকূলাঃ যোগ্যাঃ, স্পর্শে সতি অপি অদাহকাঃ ইত্যর্থঃ, সূর্যকান্তাঃ মণিভেদাঃ যথা অন্যেষাম্ সূর্যাদীনাং তেজসঃ অভিভবাৎ সমাক্রমণাৎ বমন্তি অগ্নিম্ উদ্গিরন্তি। অত্র উত্তরার্ধস্য দৃষ্টান্তবাক্যস্য পূর্বার্ধস্য দার্ষ্টান্তিকবাক্যস্য চ বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাৎ দৃষ্টান্তালংকারঃ—"দৃষ্টান্তস্তু সধর্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্" ইতি লক্ষণাৎ। উপজাতিঃ বৃত্তম্—ইন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ সংমিশ্রণাৎ ॥

আলোচনা :

(ক) আচার্য দণ্ডী তাঁর **"কাব্যাদর্শ"** অলংকার গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছেন যে, নিষ্ঠ্যূত, উদ্গীর্ণ, বমন ইত্যাদি শব্দ গৌণবৃত্তি আশ্রয় করে ব্যবহৃত হলে তা অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়,কিন্তু মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হলে গ্রাম্যতাদোষ উৎপন্ন হয। "নিষ্ঠ্যূতোদ্গীর্ণবান্তাদি গৌণবৃত্তিব্যপাশ্রয়ম্। অতিসুন্দরমন্যত্র গ্রাম্যকক্ষাং বিগাহতে ॥" (৯৫-৯৭)

(খ) **"শমপ্রধানেষু"** ইত্যাদি শ্লোকে ঋষিদের প্রকৃতি সূর্যকান্ত মণির স্বভাবের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, সূর্যকান্ত মণি স্বভাবতঃই স্পর্শশীতল, কিন্তু তা' যখন অন্য কোন উষ্ণপদার্থের সংস্পর্শে আসে তখন দহনশীল তেজ বমন করে। ঠিক তেমনি তাপসেরাও নিসর্গতঃ শান্তিপ্রিয়, কিন্তু অপরের সঙ্গে সংঘাতে তাঁদের সুপ্ত দাহাত্মক তেজ প্রকাশ পায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিশ্বস্ত প্রতিভূ প্রাচীন ভারতের মহাকবি কালিদাস এখানে ধর্মের মহিমাকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন, এবং

রাজা দুষ্যন্তের মুখে প্রকাশ পেয়েছে যে, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে ব্রাহ্মণের তেজ স্বরূপে উদ্দীপ্ত হয় ॥ আবার, মহাকবি কালিদাস অন্যত্র জলের প্রকৃতির সঙ্গে তপস্বিদের স্বভাবের তুলনা করে বলেছেন,—"শৈত্যং যৎ সা প্রকৃতির্জলস্য।" ইত্যাদি। অর্থাৎ জলের প্রকৃতি নিসর্গতঃ শীতল, কিন্তু সূর্যাতপ বা উষ্ণপদার্থের সংস্পর্শে তা' যেমন উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি ঋষিরাও স্বভাবতঃই শান্তিপ্রধান হলেও অপরের সঙ্গে সংঘাতে তাঁদের প্রচ্ছন্ন তেজের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ॥

বিদূষকঃ—কদং ভঅদা ণিম্মচ্ছিঅং। সংপদং এদস্‌সিং পাঅবচ্ছাআএ বিরইদল-দাবিদাণদংসণীআএ আসনে নিসীদদু ভবং, জাব অহং বি সুহাসীণো হামি। [কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্। সাম্প্রতম্ এত পাদপচ্ছায়াস্মিন্ বিরচিতবিতানসনাথে শিলাতলে নিষীদতু ভবান্, যাবদ্ অহমপি সুখাসীনঃ ভবামি।]

রাজা—গচ্ছাগ্রতঃ।

বিদূষকঃ—এদু ভবং [এতু ভবান্]

(উভৌ পরিক্রম্যোপবিষ্টৌ)

রাজা—মাধব্য, অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি। যেন ত্বয়া দর্শনীয়ং ন দৃষ্টম্।

বিদূষকঃ—ণং ভবং অগ্‌গদো মে বট্টই। [ননু ভবান্ অগ্রতঃ মে বর্ততে।]

রাজা—সর্বঃ খলু কান্তম্ আত্মীয়ং পশ্যতি। অহং তু তাম্ তামাশ্রমললামভূতাং শকুন্তলামধিকৃত্য ব্রবীমি।

বিদূষকঃ—(স্বগতম্) হোদু। সে অবসরং ন দাইস্‌সং। (প্রকাশম্) ভো বঅস্‌স, তে তাবসকণ্ণআ অব্ভত্থনীয়া দীসদি। [ভবতু, অস্মৈ অবসরং ন দাস্যামি। ভো বয়স্য, তে তাপসকন্যকা অভ্যর্থনীয়া দৃশ্যতে।]

রাজা—সখে, ন পরিহার্যে বস্তুনি পৌরবাণাং মনঃ প্রবর্ততে।

সুরযুবতিসম্ভবং কিল মুনেরপত্যং তদুজ্‌ঝিতাধিগতম্।
অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমালিকাকুসুমম্ ॥ ৮ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—গচ্ছ + অগ্রতঃ, পরিক্রম্য + উপবিষ্টৌ, শকুন্তলাম্ + অধিকৃত্য, মুনেঃ + অপত্যম্, অর্কস্য + উপরি, তৎ + উজ্‌ঝিতাধিগতম্।

অন্বয়—অর্কস্য উপরি চ্যুতং শিথিলং নবমালিকাকুসুমম্ ইব মুনেঃ তৎ অপত্যং সুরযুবতিসম্ভবং কিল উজ্ঝিতাধিগতম্ ॥ ৮ ॥

বাঙলা শব্দার্থ—বিদূষকঃ—কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্, (আপনি তো মক্ষিকাটি পর্যন্ত বিতাড়িত করলেন।) সাম্প্রতম্ (অধুনা) এতস্যাং (এই) পাদপচ্ছায়ায়াং (বৃক্ষের ছায়ায়) বিরচিতলতাবিতানদর্শনীয়ায়াম্ (লতায় নির্মিত দর্শনীয় চন্দ্রাতপে) আসনে (বেদীতে) ভবান্ (আপনি) নিষীদতু (উপবেশন করুন)। যাবদহমপি (আমি ততক্ষণ) সুখাসীনঃ ভবামি (সুখে উপবিষ্ট হই)। রাজা—অগ্রতঃ গচ্ছ (অগ্রে গমন কর)। বিদূষকঃ—এতু ভবান্ (আপনি আসুন)। উভৌ—(দু'জনে) পরিক্রম্য উপবিষ্টৌ (পরিক্রমণ করে উপবেশন করলেন)। রাজা—মাধব্য (ওহে মাধব্য) অনবাপ্তচক্ষুঃফলঃ অসি (তুমি এখনও দর্শনেন্দ্রিয়ের সার্থকতা লাভ করনি,) যেন (যেহেতু) ত্বয়া দর্শনীয়ং ন দৃষ্টম্ (তুমি যা দর্শনীয় তা দেখনি)। বিদূষকঃ—ননু ভবান্ মে অগ্রতঃ বর্ততে (কেন? আপনি আমার অগ্রেই অবস্থান করছেন)। রাজা—সর্বঃ খলু (সকলেই নিশ্চিতরূপে) আত্মীয়ং (আত্মীয়কে) কান্তং পশ্যতি (সুন্দর দেখে)। তাম্ (সেই) আশ্রমললামভূতাম্ (তপোবনের আভরণরূপ) শকুন্তলাম্ অধিকৃত্য (শকুন্তলার বিষয়ে) ব্রবীমি (বলছি)। বিদূষকঃ—(স্বগত—নিজেনিজেই) ভবতু (আচ্ছা) অস্মৈ (এঁকে) অবসরং ন দাস্যামি (কোন অবকাশই দেব না)। (প্রকাশম্—প্রকাশ্যে), ভো বয়স্য (ওহে বন্ধু), তাপসকন্যাকা (তপস্বীর কন্যা) তে অভ্যর্থনীযা দৃশ্যতে (আপনার কামনার বস্তু দেখা যাচ্ছে)। রাজা—সখে (বন্ধু) পরিহার্যে বস্তুনি (পরিহার্য দ্রব্যে) পৌরবাণাং মনঃ (পুরুবংশীয়দেব মন) ন প্রবর্ততে (ধাবিত হয় না)। অর্কস্য উপরি শিথিলং চ্যুতং (অর্কফুলের উপর স্খলিত শিথিল) নবমালিকাকুসুমম্ ইব (নবমল্লিকা পুষ্পের মত) মুনেঃ তৎ অপত্যম্ (মুনিব সেই কন্যা) সুরযুবতিসম্ভবং কিল (বস্তুতঃ সুরাঙ্গনাগর্ভজাত) কেবলম্ উজ্ঝিতাধিগতম্ (কেবল পরিত্যক্ত হলে মুনি তাকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—আপনি ত মক্ষিকাটি পর্যন্ত বিতাড়িত করলেন। সম্প্রতি এই বৃক্ষের ছায়ায় লতায় নির্মিত দর্শনীয় চন্দ্রাতপের বেদিতে আপনি উপবেশন করুন। আমিও ততক্ষণ সুখে উপবিষ্ট হই।

রাজা—অগ্রে গমন কর।

বিদূষক—আপনি আসুন।

(দুজনেই পরিক্রমণ করে উপবেশন করলেন)

রাজা—মাধব্য, তুমি এখনো দর্শনেন্দ্রিয়ের সার্থকতা লাভ করনি, যেহেতু যা' দর্শনীয় তা' তুমি এখনো দেখনি।

বিদূষক—কেন? আপনি ত আমার অগ্রেই অবস্থান করছেন।

রাজা—সকলেই নিশ্চিতরূপে নিজের নিজের আত্মীয়কে সুন্দর দেখে। আমি সেই আশ্রমের অলংকারস্বরূপ শকুন্তলার বিষয়ে বল্‌ছি।

বিদূষক—(নিজে নিজে) আচ্ছা, এঁকে কোন অবকাশই দেব না। (প্রকাশ্যে) ওহে বন্ধু, শেষ পর্যন্ত তপস্বিকন্যা আপনার কামনার বস্তু দেখা যাচ্ছে।

রাজা—বন্ধু পরিহার্য দ্রব্যে পুরুবংশীয়দের মন ধাবিত হয় না। অর্কফুলের উপর স্খলিত শিথিল নবমল্লিকা পুষ্পের মত মুনির সেই কন্যা বস্তুতঃ সুরাঙ্গনাগর্ভজাত, কেবল পরিত্যক্ত হলে মুনি তাকে পেয়েছিলেন ॥ ৮ ॥

মনোরমা—অনবাপ্তচক্ষুঃফলঃ—ন অবাপ্তম্ অনবাপ্তম, নঞ্‌তৎপুরুষঃ, অনবাপ্তং চক্ষুষোঃ ফলং যেন সঃ, বহুব্রীহিঃ। আশ্রমললামভূতাম্—ললামেন ইব ললামভূতা, অস্বপদবিগ্রহঃ নিত্যসমাসঃ। আশ্রমস্য ললামভূতা = আশ্রমললামভূতা, ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ, তাম্। সুরযুবতিসম্ভবম্- সুরাণাং যুবতিঃ, ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ, সুরযুবতিঃ। সুরযুবতিঃ সম্ভবঃ যৎ তৎ = বহুব্রীহিঃ। যুবন্ + তি স্ত্রীলিঙ্গে = যুবতিঃ, "যূনস্তিঃ"—এই সূত্র অনুসারে। উজ্‌ঝিতাধিগতম্ = উজ্‌ঝিতং চ তৎ অধিগতমিতি কর্মধারয়ঃ। অপত্যম্—ন পতন্তি পিতরঃ অনেন ইতি নঞ্‌-পত্ + যৎ করণে ॥

আশা — সুরেতি। শিথিলং বৃন্তাৎ শ্লথীভূতম্ অর্কস্য বৃক্ষবিশেষস্য উপরি চ্যুতং পতিতম্ নবমল্লিকায়াঃ কসুমমিব পুষ্পমিব উজ্ঝিতম্ আদৌ স্বমাত্রা মেনকয়া পরিত্যক্তং পশ্চাৎ অধিগতং মহর্ষিণা কন্বেন প্রাপ্তম্। সুরযুবতি মেনকা মেনকা নাম্নী অপ্সরা, তস্যাঃ সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ যস্য তাদৃশম্। কিল ইতি বার্তায়াম্। তৎ মদভিলষিতং বস্তু মুনেঃ মহর্ষেঃ কন্বস্য অপত্যং সন্ততিঃ, মেনকাগর্ভসম্ভূতা ইয়ং শকুন্তলা, জনন্যাত্যক্তবা সতী মুনিনা কন্বেন পালিতা। অতো মাতৃবৎ বর্ণসংকরাঃ ইতি স্মৃতিরচনাৎ শকুন্তলা ন মে পরিহার্যা, পরং তু পরিণয়ার্হা ইতি ভাবঃ। অত্র উপমানাম অলংকারঃ। আর্যা জাতি।।

আলোচনা:

অর্ক বৃক্ষের উপর নবমল্লিকা ঝরে পড়লেও যেমন তা' কখনো অর্কপুষ্প হয় না, তেমনি পরিত্যক্ত হবার পর অপ্সরা মেনকার কন্যাকে মহর্ষি কণ্ব অপত্যস্নেহে লালনপালন করলেও সে মহর্ষির আপন কন্যা হয় না। বস্তুতঃ সুরাঙ্গনা মেনকার গর্ভে ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলার জন্ম। সুতরাং শকুন্তলা ক্ষত্রিয় কন্যা এবং ক্ষত্রিয়ের গ্রহণযোগ্যা। সেজন্য রাজা যথার্থই বলেছেন,—"ন পরিহার্যে বস্তুনি পৌরবানাং মনঃ প্রবর্ততে।" অর্থাৎ পুরুবংশীয়দের মন নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় না ॥

বিদূষকঃ—(বিহস্য) জহ কস্‌স বি পিণ্ডখজ্জ্‌রেহিং উব্বেজিদস্‌স তিন্তিণীএ অহিলাসো ভবে, তহ ইত্থিআরঅণপরিভাবিণো ভবদো ইঅং অব্‌ভত্থনা। [যথা কস্য অপি পিণ্ডখর্জূরৈঃ উদ্বেজিতস্য তিন্তিল্যাম্ অভিলাষো ভবেৎ, তথা স্ত্রীরত্নপরিভাবিনো ভবত- ইয়ম্ অভ্যর্থনা।]

রাজা—ন তাবদেনাং পশ্যসি যেনৈবমবাদীঃ।

বিদূষকঃ—তং ক্‌খু রমণিজ্জং জং ভবদো বি বিম্‌হঅং উপ্‌পাদেদি। [তৎ খলু রমণীয়ং যৎ ভবতঃ অপি বিস্ময়ম্ উৎপাদয়তি।]

রাজা—বয়স্য, কিং বহুনা—

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ ॥ ৯ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—তাবৎ + এনাম্, যেন + এবম্ + অবাদীঃ, ধাতুঃ + বিভুত্বম্ + অনুচিন্ত্য।

অন্বয়—বিধিনা চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা, রূপোচ্চয়েন মনসা কৃতা নু, ধাতুঃ বিভুত্বং তস্যাঃ বপুশ্চ অনুচিন্ত্য সা অপরা স্ত্রীবত্নসৃষ্টিঃ (ইতি) মে প্রতিভাতি ॥ ৯ ॥

বাঙলা শব্দার্থ—বিদূষকঃ—(বিহস্য—হেসে)। যথা (যেমন) কস্য অপি (কারো) পিণ্ডখর্জুরৈঃ উদ্বেজিতস্য (মিষ্টি খেজুর খেতে খেতে মুখে অরুচি ধরলে) তিন্তিল্যাম্ অভিলাষঃ ভবেৎ (তেঁতুল খেতে সাধ হয়), তথা (সেরকম) স্ত্রীরত্ন-পরিভাবিনঃ (স্ত্রীরত্নের অবমাননাকারী) ভবতঃ ইয়ম্ অভ্যর্থনা (আপনারও এরকম অভিলাষ)। রাজা—এনাং ন তাবৎ পশ্যসি (একে তুমি তো দেখনি)যেন এবম্ অবাদীঃ (তাই এরূপ বলছ)। বিদূষকঃ—তৎ খলু রমণীয়ম্ (তাহলে সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত মনোরম হবে), যৎ ভবতঃ অপি (কারণ সে আপনারও) বিস্ময়ম্ উৎপাদয়তি (বিস্ময় উৎপাদন করেছে)। রাজা—বয়স্য কিং বহুনা (বন্ধু, অধিক বলার প্রয়োজন নেই), বিধিনা (বিধাতা) চিত্রে নিবেশ্য (প্রথমে চিত্রপটে অংকন করে) পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা (তারপর তাতে প্রাণের সংযোগ করেছেন), নু (অথবা) রূপোচ্চয়েন (সমুদয় সৌন্দর্য আহরণ করে)

মনসা কৃতা (মনে মনেই তাকে সৃষ্টি করেছেন)। ধাতুঃ বিভুত্বং (বিধাতার নির্মাণ নৈপুণ্য) তস্যাঃ বপুঃ চ (এবং তাঁর দেহখানির কথা) অনুচিন্ত্য (চিন্তা করে) সা অপরা স্ত্রীরত্নসৃষ্টিঃ (সে শকুন্তলা বিধাতার অপর নারীরত্নসৃষ্টি), মে প্রতিভাতি (বলে আমার প্রতীতি হচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—(হেসে) যেমন কারো মিষ্টি খেজুর খেতে খেতে মুখে অরুচি বলে, তেঁতুল খেতে সাধ হয়, সেরকম স্ত্রীরত্নের অবমাননাকারী আপনারও অনুরূপ অভিলাষ।

রাজা—একে তুমি ত দেখনি, তাই তুমি এরূপ বল্‌ছ।

বিদূষক—তাহলে, সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত মনোরম হবে, যেহেতু সে আপনারও বিস্ময় উৎপাদন করেছে।

রাজা—বন্ধু! অধিক বলার প্রয়োজন নেই। বিধাতা প্রথমে চিত্রপটে অংকন করে তারপর তাতে প্রাণের সংযোগ করেছেন, অথবা জগতের সমুদয় সৌন্দর্য আহরণ করে মনে মনেই তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। বিধাতার নির্মাণনৈপুণ্য এবং তাঁর দেহখানির কথা চিন্তা করে সে শকুন্তলা বিধাতার অপর নারীরত্নসৃষ্টি বলে আমার প্রতীতি হচ্ছে ॥ ৯ ॥

মনোরমা—অবাদীঃ—বদ্ + লুঙ্ মধ্যমপুরুষ, একবচন। **নিবেশ্য** = নি-বিশ্ + ণিচ্ ল্যপ্। পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা—সত্ত্বস্য যোগঃ (ষষ্ঠীতৎ) সত্ত্বযোগঃ, পরিকল্পিতঃ সত্ত্বযোগঃ যস্যাঃ সা (বহুব্রীহিঃ)। **বিধিনা** = বি-ধা + কি = বিধিঃ, তেন অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। **অপরা** = নাস্তি পরা যস্যাঃ সা (বহুব্রীহিঃ)। **স্ত্রীরত্নসৃষ্টিঃ**—স্ত্রী এব রত্নম্ (ময়ূর-ব্যংসকাদি), স্ত্রীরত্নরূপা সৃষ্টিঃ = স্ত্রীরত্নসৃষ্টিঃ—শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। **অনুচিন্ত্য**—অন-চিন্ত্ + ল্যপ্—এখানে 'অনুচিন্ত্য' ক্রিয়ার কর্তা 'অহম্', এবং 'প্রতিভাতি' ক্রিয়ার কর্তা'সা'। "সমানকর্তৃকয়োঃক্ত্বা পূর্বকালে"—এই সূত্র অনুসারে দুটি ক্রিয়ার কর্তা এক হলে অসমাপিকা ক্রিয়াতে 'ক্ত্বাচ্' বা 'ল্যপ্' ব্যবহৃত হয। এখানে দুটি ক্রিয়ার কর্তা এক না হলেও এখানে 'অনুচিন্ত্য' ক্রিয়ায় ল্যপ্ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ব্যাকরণসম্মত কিনা।—সে প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে "স্থিতস্য" বা উদ্যত প্রভৃতি ক্রিয়াপদ আছে ধরে নিয়ে এর সমাধান করতে হবে।

আশা—চিত্র ইতি। শকুন্তলা বিধীয়তে অনেক ইতি বিধিঃ ব্রহ্মা, তেন চিত্রে নিবেশ্য আদৌ আলেখ্যে সমর্প্য অঙ্কয়িত্বা, পশ্চাৎ পরিকল্পিতঃ নিবেশিতঃ সত্ত্বস্য প্রাণানাং যোগঃ সম্বন্ধঃ যস্যাঃ সা, কৃতপ্রাণযোগা ইত্যর্থঃ। অন্যথা ঈদৃশরূপলাবণ্যস্য অসম্ভাব্যত্বং স্যাৎ। মনসা নু কিংবা চিত্তেন অন্তঃ করণেন রূপাণাং সৌন্দর্যাণাম্ উচ্চয়েন একত্র

সমাবেশেন, উপাদানকারণেন চ কৃতা নির্মিতা। ধাতুঃ ব্রহ্মণঃ বিভুত্বং নির্মাণনৈপুণ্যং, তস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ বপুশ্চ সুমনোহরং দেহঞ্চ অনুচিন্ত্য বিভাব্য (স্থিতস্য) মে অপরা অন্যা স্ত্রীরত্নস্য রমণী শ্রেষ্ঠস্য সৃষ্টিঃ কৃতিঃ প্রতিভাতি। মানসী কৃতিঃ ইতি কিম্? অন্যথা করতুলিকাদিস্পর্শেন অস্যাঃ মাধুর্যহানিঃ স্যাৎ। অত্র প্রথমচরণদ্বয়ে সন্দেহালংকারঃ। পুনরসম্বন্ধেঽপি সম্বন্ধ-বর্ণনরূপাতিশয়োক্তিঃ। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

(ক) মহাকবি কালিদাস নায়ক রাজা দুষ্যন্তের উক্তির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন অবস্থায় নায়িকা তপোবনবালা শকুন্তলার অনুপম ও অসাধারণ রূপ বর্ণনা করেছেন। "চিত্রে নিবেশ্য" ইত্যাদি শ্লোকেও শকুন্তলার রূপের বর্ণনা রয়েছে, তবে এ শ্লোকে শকুন্তলার রূপের বর্ণনা করা হয়েছে ভিন্ন পদ্ধতিতে। সুনিপুণ চিত্রশিল্পী যেমন আপন ইচ্ছা অনুসারে সূক্ষ্ম রেখার টানে ও বর্ণবৈচিত্র্যের মাধ্যমে নিজের মানসসুন্দরীর রূপ দিতে পারেন, বিশ্বশিল্পী বিধাতাও যেন সেরূপ শিল্পীর ন্যায় ধ্যানসমাহিত হয়ে শকুন্তলার মধ্যে নিজের মানসসুন্দরীকে রেখার সূক্ষ্মতায় ও বর্ণের মাধুর্যে রূপ দিয়েছেন। তাই রাজা দুষ্যন্তের ধারণা,—বিধাতাপুরুষ যেন যেখানে যে রেখা, যে বর্ণ, যে ভঙ্গীর প্রয়োজন প্রথমে সমস্তই স্বেচ্ছানুসারে চিত্রে সন্নিবিষ্ট করে, পরে তাতে প্রাণের সংযোগ করেছেন।

তবে চিত্র অংকন করতে গেলে শিল্পীর হস্তস্পর্শজনিত মালিন্যের সম্ভাবনা থাকে,—এ আশঙ্কা করে রাজা দুষ্যন্ত পুনরায় বললেন যে, সৃষ্টিকর্তা বিধাতা যেন প্রথমে তাঁর শিল্পধ্যানে শকুন্তলার দেহটি দর্শন করেছেন, তারপর সৌন্দর্যসুষমার বিভিন্ন উপাদান মনে মনে সংগ্রহ করে যথাস্থানে সন্নিবেশ পূর্বক শকুন্তলাকে সৃষ্টি করেছেন। একদিকে বিধাতাপুরুষের অপূর্ব সৃজন কৌশল এবং অপর দিকে শকুন্তলার অলৌকিক রূপলাবণ্যময় দেহের কথা চিন্তা করে রাজা দুষ্যন্ত তাকে দ্বিতীয় স্ত্রীরত্ন বলে বিবেচনা করেন। শকুন্তলা এখানে কেবল নায়ক দুষ্যন্তের বাসনার প্রতিমূর্তি নয়, সে যেন বিধাতাপুরুষেরই বাসনার প্রতিমূর্তি।

(খ) মহাকবি কালিদাস রচিত "**কুমারসম্ভব**" মহাকাব্যের প্রথম সর্গেও অনুরূপ ভাবপ্রকাশক শ্লোক রয়েছে। যেমন,—"সর্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন। সা নির্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্যদিদৃক্ষয়েব।" (১/৪৯)

(গ) শকুন্তলাকে "দ্বিতীয়া স্ত্রীরত্ন" বলা হয়েছে এজন্য যে, তিলোত্তমা হলো "প্রথমা স্ত্রীরত্ন"। "তিলোত্তমা নাম পুরা ব্রহ্মণা যোষিদুত্তমা। তিলং তিলং সমুদ্ধৃত্য রত্নানাং নির্মিতা শুভা ॥" (মহাভারত/অনুশাসনপর্ব)

(ঘ) আলোচ্যমান শ্লোকটির পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকৃত গদ্যে ভাবানুবাদ এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে,—"তার শরীর মনে করিলে মনে এই উদয় হয়, বুঝি বিধাতা প্রথমতঃ চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া, পরে জীবনদান করিয়াছেন, অথবা **মনে মনে** মনোমত উপকরণসামগ্রীসকল সংকলিত করিয়া **মনে মনে** অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির যথাস্থানে বিন্যাসপূর্বক, **মনে মনেই** তাহার শরীর নির্মাণ করিয়াছেন, হস্তদ্বারা নির্মিত হইলে শরীরের সেরূপ কোমলতা ও রূপলাবণ্যের মাধুরী কদাচ সম্ভবিত না, ফলতঃ ভাইরে, সে এক অভূতপূর্ব স্ত্রীরত্নসৃষ্টি ॥"

বিদূষকঃ—জই এবং পচ্চদেসো দাণিং রূববদীণং। [যদি এবং প্রত্যাদেশ ইদানীং রূপবতীনাম্।]

রাজা—ইদং চ মে মনসি বর্ততে—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ-
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥ ১০ ॥

বিদূষকঃ—তেণ হি লহু পরিত্তাঅদু ণং ভবং। মা কস্স বি তবস্সিণো ইঙ্গুদী-তেল্লমিস্সচিক্কণসীস্সস্স হত্থে পডিস্সদি। [তেন হি লঘু পরিত্রায়তাম্ এনাং ভবান্। মা কস্যাপি তপস্বিনঃ ইঙ্গুদীতৈলচিক্কণশীর্ষস্য হস্তে পতিষ্যতি।]

সন্ধিবিচ্ছেদ—কিসলয়ম্ + অলূনম্, কররুহৈঃ + অনাবিদ্ধম্, তৎ + রূপম্ + অনঘম্, নবম্ + অনাস্বাদিতম্। ফলম্ + ইব। কম্ + ইহ।

অন্বয়—অনাঘ্রাতং পুষ্পম্ ইব,কররুহৈঃ অলূনং কিসলয়মিব,অনাবিদ্ধং রত্নম্ ইব অনাস্বাদিতরসং নবং মধু ইব, পুণ্যানাম্ অখণ্ডং ফলমিব, তদ্রূপমনঘং বিধিঃ কং ভোক্তারম্ ইহ সমুপস্থাস্যতি (ইতি অহং) ন জানে ॥

বাঙলা শব্দার্থ—বিদূষকঃ—যদি এবং (যদি এরূপ হয়,) ইদানীং রূপবতীনাং প্রত্যাদেশ (তাহলে এখন সকল রূপবতীর গর্ব খর্ব হল)। রাজা—ইদং চ মে মনসি বর্ততে (এও আমার মনে হচ্ছে,—(শকুন্তলার রূপ) অনাঘ্রাতং পুষ্পম্ ইব (যেন এক

অনাঘ্রাত কুসুম), কররুহৈঃ অলূনং কিসলয়মিব (যেন নখের দ্বারা অছিন্ন নবপল্লবের মত),অনাস্বাদিতরসং নবং মধু (যেন অনাস্বাদিত নতুন মধু),পুণ্যানাম্ অখণ্ডং ফলম্ ইব (পুণ্যের অখণ্ডফলের মত), তৎ অনঘং রূপং (সেই নিষ্কলংক রূপ) বিধিঃ (ভগবান্) কং ভোক্তারম্ ইহ সমুপস্থাস্যতি (এখানে কাকে ভোগের জন্য এনে উপস্থিত করবেন) ইতি অহং) ন জানে (তা আমি জানি না)। বিদূষকঃ—তেন হি (তাহলে) লঘু (শীঘ্রই) ভবান্ (আপনি) এনাং পরিত্রায়তাম্ (একে পরিত্রাণ করুন), মা (অন্যথায়) কস্য অপি ইঙ্গুদীতৈলমিশ্রচিক্কণশীর্ষস্য (কোন এক ইঙ্গুদীতেল ব্যবহারে মসৃণ মস্তক) তপস্বিনঃ (তপস্বীর) হস্তে পতিষ্যতি (হস্তে পতিত হবে)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—যদি এরূপ হয়, তাহলে এখন সকল রূপবতীর গর্ব খর্ব হল।

রাজা—এও আমার মনে হচ্ছে, (শকুন্তলার রূপ)যেন অনাঘ্রাত কুসুম, যেন নখের দ্বারা অছিন্ন নবপল্লব, যেন অনাস্বাদিত নতুন মধু, যেন পূণ্যের অখণ্ড ফল, সেই নিষ্কলংক রূপ ভোগের জন্য ভগবান্ এখানে কাকে এনে উপস্থিত করবেন তা আমি জানিনা ॥ ১০ ॥

বিদূষক—তাহলে সত্বর আপনি একে পরিত্রাণ করুন। অনাথায়, কোন এক ইঙ্গু দীতেল বাবহারে মসৃণ মস্তক তপস্বীর হস্তে পতিত হবে।

মনোরমা—কররুহৈঃ—করে রোহন্তি ইতি কর-রুহ্ + ক কর্তরি, কররুহাঃ, তৈঃ। অনাবিদ্ধম্—ন আবিদ্ধম্ (নঞ্ তৎপুরুষ), আবিদ্ধম্—আ-ব্যধ্ + ক্তঃ, কর্মণি। অনাস্বাদিত-রসম্—আস্বাদিতঃ রসঃ যস্য তৎ—আস্বাদিতরসম্ (বহুব্রীহিঃ), ন আস্বাদিতরসম্ (নঞ্ তৎপুরুষঃ)। অনঘম্—নাস্তি অঘং যস্মিন্ (বহুব্রীহিঃ) তৎ। অনাঘ্রাতম্—ন আঘ্রাতম্, নঞ্ তৎপুরুষঃ, আ-ঘ্রা + ক্ত কর্মণি = আঘ্রাতম্। ন আঘ্রাতম্, অনাঘ্রাতম্ নঞ্ তৎপুরুষঃ।

আশা—অনাঘ্রাতমিতি। তস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ রূপং সৌন্দর্যম্, ন নহি আঘ্রাতং ঘ্রাণবিষয়ীকৃতম্, কেনচিদ্ অপি অগৃহীতসুগন্ধং পুষ্পং কুসুমম্ ইব, কররুহৈঃ নখৈঃ অলূনম্ অচ্ছিন্নং কিসলয়ং নবপল্লবম্ ইব, অনাবিদ্ধম্ বেধরহিতং রত্নম্ মণিঃ ইব, ন আস্বাদিতঃ উপভুক্তঃ রসঃ মাধুর্যম্ নবং মধু ক্ষৌদ্রমিব, পুণ্যানাং সুকৃতানাম্ অখণ্ডম্ অবিভক্তং ফলমিব অনঘং পবিত্রমস্তি, ইহ অস্মিন্ ভুবি পৃথিব্যাং কং জনং ভোক্তারম্ সম্ভোগাদিকারিণং বিধিং ব্রহ্মা সমুপস্থাস্যতি আনুকূল্যেন উপগমিষ্যতি ন জানে। অত্র একস্য শকুন্তলারূপস্যোপমেয়স্য অনাঘ্রাতপুষ্পাদ্যনেকবিধোপমানপ্রতিপাদনাৎ মালোপ-

মালংকারঃ, "মালোপমা যদেকস্য উপমানং বহু দৃশ্যতে" ইতি লক্ষণাৎ। অনাঘ্রাতমিত্যাদি-বিশেষণানাং সাভিপ্রায়-প্রয়োগাৎ পরিকরালংকারশ্চ। শিখরিণী বৃত্তম্—**"রসৈঃ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলা গঃ শিখরিণী"** ইতি লক্ষণাৎ।

রাজা—**পরবতী খলু তত্রভবতী। ন চ সন্নিহিতোঽত্র গুরুজনঃ।**

বিদূষকঃ—**অওভবন্তং অন্তরেণ কীদসো সে দিট্ঠিরাও। [অত্রভবন্তম্ অন্তরেণ কীদৃশঃ তস্যাঃ দৃষ্টিরাগঃ।]**

রাজা—**নিসর্গাদেব অপ্রগল্ভঃ তপস্বিকন্যাজনঃ। তথাপি তু—**

অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং
হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া
ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ ॥ ১১ ॥

বিদূষকঃ—**ণ ক্খু দিট্ঠমেত্তস্স তুহ অঙ্কং সমারোহদি (ন খলু দৃষ্ট-মাত্রস্য তব অঙ্কং সমারোহতি।)**

রাজা—**মিথঃ প্রস্থানে পুনঃ শালীনতয়াপি কামমাবিষ্কৃতো ভাবস্তত্র ভবত্যা। তথাহি—**

দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী
শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্ ॥ ১২ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—সন্নিহিতঃ + অত্র, নিসর্গাৎ + এব, অপ্রগল্ভঃ + তপস্বিকন্যা-জনঃ, সংহৃতম্ + ঈক্ষিতম্, হসিতম্ + অনিমিত্তকৃতোদয়ম্, বিনয়বারিতবৃত্তিঃ + অতঃ + তয়া। কামম্ + আবিষ্কৃতঃ, ভাবঃ + তত্রভবত্যা, ইতি + অকাণ্ডে, কতিচিৎ + এব, বল্কলম্ + অসক্তম্ + অপি। আসীৎ + বিবৃত্তবদনা।

অন্বয়—ময়ি অভিমুখে (সতি) ঈক্ষিতম্ সংহৃতম্। অন্যনিমিত্তকৃতোদয়ং তয়া হসিতম্। অতঃ তয়া বিনয়বারিতবৃত্তিঃ মদনঃ ন বিবৃতঃ ন চ সংবৃতঃ।

তন্বী কতিচিৎ এব পদানি গত্বা দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষতঃ ইতি অকাণ্ডে স্থিতা। দ্রুমাণাং শাখাসু বল্কলম্ অসক্তম্ অপি বিমোচয়ন্তী বিবৃত্তবদনা আসীৎ চ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—তত্রভবতী খলু পরবতী (সে এখনও পরাধীন), ন চ অত্র গুরুজনঃ সন্নিহিতঃ (কোন গুরুজনও উপস্থিত নেই)। বিদূষকঃ—অত্র-ভবন্তম্ অন্তরেণ (আপনার প্রতি) তস্যাঃ দৃষ্টিরাগঃ কীদৃশঃ (তার চোখে অনুরাগ কেমন দেখলেন)?

রাজা—নিসর্গাৎ এব (স্বভাবতঃই) তপস্বিকন্যাজনঃ (তপস্বীর কন্যা) অপ্রগল্ভঃ (লজ্জাশীল), তথাপি তু (তবুও),—ময়ি অভিমুখে (সতি) (আমি মুখোমুখি হলে) ঈক্ষিতং সংহৃতম্ (সে দৃষ্টি অন্যদিকে নিক্ষেপ করেছে)। অন্যনিমিত্তকৃতোদয়ং তয়া হসিতম্ (অন্য কোন কারণের ছল করে সে হেসেছে), অতঃ (অতএব) তয়া বিনযবারিত-বৃত্তিঃ মদনঃ (বিনয়বশতঃ কামনার প্রকাশকে বাধা দিতে চাইলে) ন বিবৃতঃ ন চ সংবৃতঃ (তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না পেলেও একেবারে গোপন থাকেনি)। বিদূষকঃ—দৃষ্টমাত্রস্য (দেখামাত্রই) তব অংকম্ (আপনার কোলে) ন খলু সমারোহতি (আবোহণ করতে পারেন না)। রাজা—মিথঃ প্রস্থানে পুনঃ (আমরা পরস্পর যখন বিদায় নিলাম তখন কিন্তু) শালীনতয়া অপি (সলজ্জ শালীন আচরণের মধ্যেও) তত্রভবত্যা (সে শকুন্তলা) কামম্ (ভালোভাবেই) ভাবঃ (আমার প্রতি অনুরাগের পরিচয়) আবিষ্কৃতঃ (প্রকাশ করেছে)। তথাহি (যেমন) তন্বী (সেই কৃশাঙ্গী শকুন্তলা) কতিচিৎ এব পদানি গত্বা (কয়েক পা অগ্রসর হয়েই) দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষতঃ (কুশতৃণের অগ্রভাগে চরণ ক্ষত হয়েছে) ইতি অকাণ্ডে স্থিতা (এই ভাণ করে অকারণে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল)। দ্রুমাণাং শাখাসু (বৃক্ষের শাখায়) বল্কলম্ অসক্তমপি (পরিধেয় বল্কলবসন লগ্ন না হলেও) বিমোচয়ন্তী (তা' মুক্ত করবাব ছলে) বিবৃত্তবদনা চ আসীৎ (আমাব দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—সে এখনো পরাধীন, কোনও গুরুজনও উপস্থিত নেই।

বিদূষক—তা' আপনার প্রতি তার চোখে অনুরাগ কেমন দেখলেন?

রাজা—স্বভাবতই তপস্বিকন্যা লজ্জাশীলা। তবুও আমি মুখোমুখি হলে সে দৃষ্টি অন্যদিকে নিক্ষেপ করেছে। অন্য কোন কারণের ছল করে সে হেসেছে। অতএব বিনয়বশতঃ কামনার প্রকাশকে বাধা দিতে চাইলে তা' সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না পেলেও, একেবারে গোপন থাকেনি ॥ ১১ ॥

বিদূষক—দেখামাত্রই তো আপনার কোলে আরোহণ করতে পারেন না।

রাজা—আমরা পরস্পর যখন বিদায় নিলাম, তখন কিন্তু সলজ্জ শালীন আচরণের মধ্যেও সে শকুন্তলা ভালোভাবেই আমার প্রতি অনুরাগের পরিচয় প্রকাশ করেছে। যেমন—সেই কৃশাঙ্গী শকুন্তলা কয়েক পা অগ্রসর হয়েই কুশতৃণের অগ্রভাগে চরণ ক্ষত হয়েছে ভাণ করে অকারণে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। তারপর বৃক্ষের শাখায় তার বল্কলবসন লগ্ন না হলেও, তা''মোচন করবার ছলে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল ॥ ১২ ॥

মনোরমা—পরবতী—পরঃ স্বামী অস্যাঃ অস্তি ইতি পর + মতুপ্ স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সন্নিহিতঃ—সম্-নি - ধা + ক্ত। অন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্ = অন্যৎ—নিমিত্তম্ অন্য-নিমিত্তং, কর্মধারয়সমাসঃ, অন্যনিমিত্তেন কৃতঃ উদয়ঃ যস্য তৎ বহুব্রীহিঃ। বিনয়বারিতবৃত্তিঃ—বিনয়েন বারিতা, তৃতীয়া তৎ বিনয়বারিতা বৃত্তিঃ যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ। বিবৃত্তবদনা—বিবৃত্তং বদনং যস্যাঃ সা বহুব্রীহিঃ। বিমোচয়ন্তী = বি-মুচ্ + ণিচ্ শতৃ স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। শালীনতয়া = শালীনস্য ভাবঃ ইতি শালীনতা = শালীন + তল্ + টাপ্, তৃতীয়া একবচন।

আশা—দর্ভাঙ্কুরেণ ইতি। তন্বী ক্ষীণাঙ্গী সা শকুন্তলা কতিচিদেব দ্বিত্রাণ্যেব, ন তু ত্রিচতুরাণি, পদানি গত্বা দর্ভস্য কুশস্য অংকুরেণ অগ্রভাগেন চরণঃ পাদঃ ক্ষতঃ বিদ্ধঃ ইত্যুক্ত্বা অকাণ্ডে অনবসরে স্থিতা মম দর্শনার্থং গমনাৎ বিরতা অভবৎ। দূরাদেব রাজা সুষ্ঠু ন দৃশ্যতাং গচ্ছতি। অনেন উৎকণ্ঠাতিশয়ঃ ধ্বনিতঃ। দ্রুমাণাং বৃক্ষাণাং শাখাসু অসক্তম্ অপি বস্তুতঃ অলগ্নম্ অপি বল্কল-বসনং বিমোচয়ন্তী বিটপাৎ মুক্তং কুর্বতী সতী বিবৃতং পরাবৃতং মদ্দর্শনার্থং বদনং মুখং যস্যাঃ তাদৃশী চ আসীৎ। অনেন সুস্পষ্টম্ আবিষ্কৃতঃ ভাবঃ ইতি হৃদয়ম্। অকাণ্ডে স্থিতা, অসক্তম্ অপি বিমোচয়ন্তীত্যাদিষু বিরোধাভাসঃ,—"বিরুদ্ধমিবা-ভাসেত বিরোধাভাসোঽসৌ"—ইতি লক্ষণাৎ। বসন্ততিলকং বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি ॥

অভিমুখ ইতি। ময়ি দুষ্যন্তে অভিমুখে শকুন্তলাং প্রতি দৃষ্টিপাতং কুর্বতি সতি ঈক্ষিতং লোচনং তয়া শকুন্তলয়া সংহৃতম্, অন্যত্র প্রেরিতম্। অন্যৎ মদ্ভিন্নং নিমিত্তং কারণং, তেন কৃতঃ জনিতঃ উদয়ঃ আবির্ভাবঃ যস্য তদ্বৎ। তয়া হসিতং হাস্যং কৃতম্। অতঃ তয়া শকুন্তলয়া বিনয়েন স্বশিক্ষয়া লজ্জায়া ইত্যর্থঃ। বারিত রুদ্ধা বৃত্তিঃ প্রসরঃ যস্য স মদনঃ কামঃ ন বিবৃতঃ প্রকাশিতঃ, ন চ সংবৃতঃ গুপ্তঃ। অত্র বিরোধাভাসঃ অলংকারঃ, যথাসংখ্যমলংকারশ্চ। দ্রুতবিলম্বিতং বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু—দ্রুতবিলম্বিতমাহনভৌভরৌ।

আলোচনা :

শকুন্তলার প্রতি দুষ্যন্তের অনুরাগ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বয়স্য বিদূষক যখন জানতে চান যে, তাঁর প্রতি শকুন্তলার দৃষ্টিতে অনুরাগের কোন লক্ষণ দেখেছেন কিনা, তারই উত্তরে রাজা প্রথম অংকের "বাচং ন মিশ্রয়তি" শ্লোকে ব্যক্ত ভাবের সূত্র ধরে বললেন যে, তাপসতনয়া স্বভাবতই লজ্জাশীলা, চোখে চোখে মিলন হলেই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, কখনো অধরে তাঁর ছলের হাসিও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি অনুরাগ লক্ষণ যেমন প্রকাশ করেননি, তেমনি আবার তা' গোপনও করেননি।

নয় কেন? এর উত্তরে বলা হয়—"ঈহায়ামিতি বক্তব্যম্"—এই বার্তিকসূত্র অনুসারে এখানে ঈহা অর্থাৎ চেষ্টা বোঝায়নি বলে আত্মনেপদ হয়নি ॥ তপঃষড্ভাগম্—ষট্ ভাগঃ ষড্ভাগঃ, কর্মধারয়ঃ, তপসঃ ষড্ভাগঃ, ষষ্ঠীতৎ, তম্। অক্ষয্যম্—ক্ষেতুং শক্যম্—এই অর্থে "ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে" সূত্র অনুসারে ক্ষি + যৎ কর্মণি ক্ষয্যম্। ন ক্ষয্যম্ অক্ষয্যম্, নঞ্তৎপুরুষঃ। আরণ্যকাঃ—অরণ্যে + ভব ইতি অরণ্য বুঞ্, আরণ্যকঃ। এখানে সূত্র হল—"অরণ্যান্মনুষ্যে"। দদতি - দা্ + লট্ অন্তি।

আশা—যদিতি। নৃপাণাং মাদৃশানাং রাজ্ঞাং বর্ণেভ্যঃ ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ যৎ ধনং ভাগধেয়রূপং বিত্তম্ উত্তিষ্ঠতি লভ্যতে, তৎ ক্ষয়ি নশ্বরম্। প্রকাবসহস্রৈরপি ন স্থায়ীতি ব্যজ্যতে। পরং তু আরণ্যকাঃ অরণ্যবাসিনঃ তপস্বিনঃ নঃ অস্মভ্যম্ অক্ষয্যং হি চৌরাদিনা অনশ্বরং তপসঃ তপশ্চর্যায়াঃ ষট্ ষষ্ঠ ভাগঃ তপঃ-ষড্ভাগঃ, তম্ পরোক্ষভাবেন দদতি। অস্মিন্ শ্লোকে তপসঃ প্রাধান্যপ্রতিপাদনাৎ ব্যতিরেকালংকারঃ।

আলোচনা :

এ নাটকেব দুটি শ্লোকে প্রাচীন ভারতের করবিধি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা যায়। সেদুটি শ্লোক হলো—(১) "যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যঃ"—একটি এবং অপরটি হলো "ভানুঃ সকৃদযুক্ততুরঙ্গ এব, রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রযাতি। শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ, ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম এষঃ ॥" (৫/৪), উক্ত শ্লোক দুটি থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারবর্ণ থেকে যে কর রাজা পান সে ধন অত্যন্ত নশ্বর কিন্তু অরণ্যবাসী মুনিগণ রাজাকে কররূপে যা দান করেন তা অক্ষয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারবর্ণের প্রজাগণ রাজাকে উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ কররূপে দান করেন, এবং তপোবননিবাসী মুনিগণ রাজাকে তাঁদের তপস্যার ষষ্ঠভাগের একভাগ ফল কররূপে দান করেন এবং তা অক্ষয় ও অবিনশ্বর।

ভগবান্ মনুও মনুসংহিতা নামক ধর্মশাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে বলেন যে, যাতে রাজা স্বয়ং এবং প্রজাগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্যের ফলভোগ করতে পারে তা বিশেষভাবে বিবেচনা করে রাজা রাজ্যের প্রজাদের উপর বার্ষিক কর ধার্য করবেন। আরো বলা হয়েছে যে, জলৌকা অর্থাৎ জোঁক যেমন মৃদু মৃদু রক্তপান করে, গোবৎস যেমন একটু একটু মাতৃদুগ্ধ পান করে, এবং ভ্রমর যেমন অল্প অল্প ফুলের মধু পান করে, রাজাও প্রজাগণের কাছ থেকে অল্প অল্প কর গ্রহণ করবেন, যাতে প্রজাদের ক্ষতি না হয় এবং রাজকোষাগারও শূন্য না থাকে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো যে, রাজা কখনো,

এমন কি বিশেষ অভাবগ্রস্ত হলেও শ্রৌত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কোন কর গ্রহণ করবেন না। বরং রাজা দেখবেন যেন তাঁর রাজ্যে কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কখনো ক্ষুধায় কাতর না হন। বিভিন্ন পণ্যের উপর শুল্ক নির্ধারণ প্রসঙ্গে মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে,—"পঞ্চাশদ্‌ভাগ আদেয় রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ। ধান্যা-নামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠঃদ্বাদশ এব বা ॥ আদদীতাথ ষড়্‌ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্‌। গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ ॥ পত্রশাখতৃণানাং চ চর্মণাং বৈদলস্য চ। মৃন্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব-স্যামসময়স্য চ ॥" (মনু ৭ম) ॥

(নেপথ্যে)

হস্ত সিদ্ধার্থৌ স্বঃ।

রাজা—(কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে, ধীরপ্রশান্তস্বরৈস্তপস্বিভির্ভবিতব্যম্‌।

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ—জেদু জেদু ভট্টা। এদে দুবে ইসিকুমারআ পড়িহারভূমিং উবট্‌ঠিদা। [জয়তু জয়তু ভর্তা। এতৌ দ্বৌ ঋষিকুমারৌ প্রতীহারভূমিম্‌ উপস্থিতৌ।]

রাজা—তেন হ্যবিলম্বিতং প্রবেশয় তৌ।

দৌবারিকঃ—এসো পবেসেমি। (নিষ্ক্রম্য ঋষিকুমারাভ্যাং সহ প্রবিশ্য) ইদো ইদো ভবন্তৌ। [এষ প্রবেশয়ামি। ইতঃ ইতঃ ভবন্তৌ।]

(উভৌ রাজানং বিলোকয়তঃ)

প্রথমঃ—অহো দীপ্তিমতোঽপি বিশ্বসনীয়তাস্য বপুষঃ! অথবোপপন্নমেতদ্‌ঋষিভ্যো নাতিভিন্নে রাজনি। কুতঃ—

অধ্যাক্রান্তা বসতিরমুনাপ্যাশ্রমে সর্বভোগ্যে
রক্ষাযোগাদয়মপি তপঃ প্রত্যহং সঞ্চিনোতি।
অস্যাপি দ্যাং স্পৃশতি বশিনশ্চারণদ্বন্দ্বগীতঃ
পুণ্যঃ শব্দো মুনিরিতি মুহুঃ কেবলং রাজপূর্বঃ ॥ ১৪ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—ধীরপ্রশান্তস্বরৈঃ + তপস্বিভিঃ + ভবিতব্যম্‌। দীপ্তিমতঃ + অপি, অথবা + উপপন্নম্‌ + এতৎ + ঋষিভ্যঃ, ন + অতিভিন্নে, বসতিঃ + অধুনা + অপি + আশ্রমে। রক্ষাযোগাৎ + অয়ম্‌ + অপি।

অন্বয়—অমুনা অপি সর্বভোগ্যে আশ্রমে বসতিঃ অধ্যাক্রান্তা। অয়ম্ অপি রক্ষাযোগাৎ প্রত্যহং তপঃ সঞ্চিনোতি। বশিনঃ অস্য অপি চারণদ্বন্দ্বগীতঃ দ্যাং স্পৃশতি। কেবলম্ (অস্য) পুণ্যো "মুনিঃ" ইতি শব্দঃ রাজপূর্ব (ইতি)।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—(নেপথ্যে) হন্ত, সিদ্ধার্থৌ স্বঃ—(যাহোক,আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধহয়েছে) রাজা—(কর্ণং দত্ত্বা—কথা শুনে)অয়ে (ওহে)ধীরপ্রশান্তস্বরৈঃ(কণ্ঠস্বর ধীর ও প্রশান্ত) তপস্বিভিঃ ভবিতব্যম্ (তাপসদের কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়)। (প্রবিশ্য—প্রবেশ করে) দৌবারিকঃ (দ্বাররক্ষক)—জয়তু জয়তু ভর্তা (প্রভুর জয় হোক)। এতৌ দ্বৌ ঋষিকুমারৌ (এ দুজন ঋষিকুমার) প্রতীহারভূমিং (দ্বার দেশে) উপস্থিতৌ (উপস্থিত হয়েছেন)। রাজা—তেন হি (তাহলে) অবিলম্বিতং তৌ প্রবেশয় (সত্বর তাঁদের নিয়ে এস)। দৌবারিকঃ—এষ প্রবেশয়ামি (এখনই নিয়ে আসছি)। নিষ্ক্রম্য ঋষিকুমারাভ্যাং সহ প্রবিশ্য—(বেরিয়ে গিয়ে দুজন ঋষিকুমারকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে) ইতঃ ভবন্তৌ (এদিকে আসুন, এদিকে)। উভৌ রাজানং বিলোকয়তঃ—উভয়ে রাজাকে দেখতে লাগলেন) প্রথমঃ (প্রথম ঋষিকুমার) অহো (কি আশ্চর্য) দীপ্তিমতঃ অপি অস্য বপুষঃ (এঁর দেহ দীপ্তিমান হলেও) বিশ্বসনীয়তা (কেমন বিশ্বাসোৎপাদক), অথবা (অথবা) ঋষিভ্যো নাতিভিন্নে রাজনি (ঋষিদের থেকে অধিক তফাৎ নেই রাজাব পক্ষে) উপপন্নম্ এতৎ (এটাই যুক্তিযুক্ত)। কুতঃ (কেননা)—অমুনা অপি (ইনিও) সর্বভোগ্যে আশ্রমে (সকলপ্রকার ভোগে পূর্ণ আশ্রমে অথবা সকল বর্ণ ও আশ্রমের পক্ষে ভোগের যোগ্য আশ্রমে) বসতিঃ অধ্যাক্রান্তা (বাস অধিকার করেছেন)। অয়ম্ অপি (ইনিও) রক্ষাযোগাৎ (প্রজা সাধারণের রক্ষার মাধ্যমে) প্রত্যহং (প্রতিদিন) তপঃ সঞ্চিনোতি (তপস্যার ফল সঞ্চয় করেন)। বশিনঃ অস্য অপি (এই সংযমী পুরুষের) চাবণদ্বন্দ্বগীতঃ (চারণযুগলের বন্দনা) দ্যাং স্পৃশতি (স্বর্গলোক স্পর্শ করে)। কেবলম্ (কেবলমাত্র) অস্য (এঁর) পুণ্যো 'মুনিঃ' ইতি শব্দঃ রাজপূর্বঃ (পুণ্য 'মুনি' শব্দের পূর্বে 'বাজ' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে, অর্থাৎ ইনি 'রাজর্ষিঃ'—এটুকুই কেবল প্রভেদ ॥

বঙ্গানুবাদ—(নেপথ্যে) যাহোক্ আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

রাজা—(কথা শুনে) ওহে, এই কণ্ঠস্বর ধীর ও প্রশান্ত, তাপসদের কণ্ঠস্বর, বলে মনে হয়। (প্রবেশ করে)

দৌবারিক—প্রভুর জয় হোক্, এ দুজন ঋষিকুমার দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা—তাহলে সত্বর তাদের নিয়ে এস।

দৌবারিক—এখনই নিয়ে আসছি। (বেরিয়ে গিয়ে দুজন ঋষিকুমারকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে) এদিকে আসুন আসুন এদিকে। (উভয়ে রাজাকে দেখতে লাগলেন)

প্রথম ঋষিকুমার—কি আশ্চর্য! এঁর দেহ দীপ্তিমান হলেও তা বিশ্বাস উৎপাদন করে অর্থাৎ তাঁর কাছে যেতে ভয় হয় না। অথবা ঋষিদের থেকে এঁর খুব প্রভেদ নেই, এমন রাজার পক্ষে এটাই যুক্তিযুক্ত। কেননা,—ইনিও সকলপ্রকার ভোগে পূর্ণ আশ্রমে অথবা সকল বর্ণ ও আশ্রমের পক্ষে ভোগের যোগ্য আশ্রমে বাস করেন। প্রজাপালনরূপ কর্ম সম্পাদন করে ইনিও প্রত্যহ তপস্যার ফল সঞ্চয় করেন। সংযমী এ রাজার ক্ষেত্রে রাজপূর্ব ঋষিশব্দ চারণযুগলের দ্বারা গীত হয়ে প্রত্যহ স্বর্গ স্পর্শ করে ॥ ১৪ ॥

মনোরমা—ধীবপ্রশান্তস্বরৈঃ—ধীবশ্চাসৌ প্রশান্তশ্চেতি, কর্মধা, ধীরপ্রশান্তঃ স্বরঃ কর্মধা. তৈঃ। এখানে "ইত্থম্ভূতলক্ষণে"—এ সূত্র অনুসারে করণে তৃতীয়া। দীপ্তিমতঃ—দীপ্তিঃ + মতুপ্, ষষ্ঠীর একবচন। উপপন্নম্—উপ-পদ্ + ক্ত। অধ্যাক্রান্তা—অধি-আ-ক্রম + ক্ত টাপ্। সর্বভোগ্যে—সর্বৈঃ ভোগ্যঃ তৃতীয়াতৎ, তস্মিন্। রক্ষাযোগাৎ—রক্ষাযাঃ যোগঃ, ষষ্ঠীতৎ, তস্মাৎ, হেতৌ পঞ্চমী। চারণদ্বন্দ্বগীতঃ—চারণানাং দ্বন্দ্বানি, ষষ্ঠীতৎ, তৈঃ গীতঃ, তৃতীযাতৎ।

আশা—অধ্যাক্রান্তেতি। অমুনা দুষ্যন্তেন অপি ঋষিণা ইব ব্রাহ্মণাদিভিঃ সর্বৈঃ বর্ণৈঃ ভোগ্যে উপজীব্যে আশ্রমে গৃহস্থাশ্রমে বসতিঃ বাসঃ অধ্যাক্রান্তা অবলম্বিতা। ঋষিরিব অয়মপি দুষ্যন্তোঽপি রক্ষাযোগাৎ প্রজাপরিপালনাৎ প্রত্যহং প্রতিদিনং তপঃ ষষ্ঠাংশরূপং পুণ্যং সুকৃতং সঞ্চিনোতি অর্জয়তি। বশিনঃ জিতেন্দ্রিযস্য অস্যাপি দুষ্যন্তস্যাপি ঋষিরিব কেবলং রাজন্ ইতি শব্দঃ পূর্বঃ যস্মাৎ তথাবিধঃ "রাজর্ষিঃ" ইত্যর্থঃ পুণ্যঃ পবিত্রঃ মুনিরিতি শব্দঃ আখ্যা, রাজ-মুনিঃ রাজর্ষিঃ ই[illegible], চারণয়োঃ স্তুতিপাঠকয়োঃ দ্বন্দ্বেন স্ত্রীপুরুষযুগলেন গীতঃ সন্ মুহুঃ প্রতিক্ষণং দ্যাং স্বর্গং স্পৃশতি অধিরোহতি। অতঃ সর্বথা অয়ং রাজা দুষ্যন্তঃ মুনিকল্পঃ, মুনিস্তু ঋষিরুচ্যতে, অয়ং তু রাজর্ষিরিতি ভেদঃ ॥

অত্র মুনিভিঃ রাজ্ঞঃ সর্বং সমানমপি মুনয়ঃ কেবলং মুনযঃ সন্তি, রাজা তু রাজমুনিরস্তি ইত্যুপমেয়ে রাজনি বিশেষস্য বর্ণনাৎ ব্যতিরেকঃ—"আধিক্যমুপমেয়স্য উপমানান্ন্যূনতাঽথবা ব্যতিরেকঃ" ইতি লক্ষণাৎ। ঋষিধর্মপ্রদর্শনাৎ অত্র তুল্যযোগিতাঽলংকারশ্চ, তল্লক্ষণং তু—"বিবক্ষিতং গুণোৎকর্ষং যৎ সমীকৃত্য কস্যচিৎ। কীর্তনং স্তুতিনিন্দার্থং সা স্মৃতা তুল্যযোগিতা।" মন্দাক্রান্তা বৃত্তম্—"মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈ র্মো ভনৌ গৌ যযুগ্মম্" ইতি লক্ষণাৎ ॥

আলোচনা :

(ক) মহর্ষি কন্বের আশ্রম থেকে আগত প্রথম ঋষিবালক রাজাকে দেখে বিস্ময়ে

অভিভূত হয়ে রাজা দুষ্যন্তের সম্পর্কে নিজের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে মন্তব্য করে যে, রাজা দুষ্যন্ত বিশাল তেজোবাঞ্জক দেহ ধারণ করলেও তা বিশ্বাস উৎপাদন করে কেননা ঋষিতুল্য রাজার পক্ষে তা সম্ভব। ঋষিবালকের বিচারে রাজা দুষ্যন্ত এবং ঋষির মধ্যে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নেই। কারণ, মুনিগণ যেমন সকল জীবের আশ্রয় ও ভোগ্য আশ্রমে বাস করেন, এ রাজা দুষ্যন্তও তেমনি সর্বভোগ্য গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন। সেজন্য মনুসংহিতায় বলা হয়েছে,—"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ। তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ ৷৷" (৩/৭১) ।

মনুসংহিতায় এ প্রসঙ্গে আরো বলা হযেছে,—"যথা নদীনদাঃ সর্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্। তথৈবাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্ ৷৷" (৬/৯০)। মুনিগণ যেমন প্রত্যহ তপশ্চর্যার মাধ্যমে পুণ্য অর্জ্জন করেন, রাজা দুষ্যন্তও তেমনি প্রজাপালনরূপ কৃচ্ছ্রকর্মের দ্বারা প্রত্যহ পুণ্য সঞ্চয় করেন। বশী অর্থাৎ সংযমী তাপসের মন্ত্র স্বর্গলোক পর্যন্ত উত্থিত হয়ে তাঁদেব আত্মার মহিমা প্রচার করে। তেমনি এ রাজা দুষ্যন্তের পক্ষে রাজপূর্বক পুণ্য মুনি শব্দ অর্থাৎ 'রাজর্ষি' শব্দ চারণযুগল কর্তৃক গীত হয়ে নিয়ত স্বর্গ স্পর্শ করছে। অতএব আশ্রমবাসী মুনিগণ 'ঋষি' হলেও দুষ্যন্ত "রাজর্ষি" পদবাচ্য।

(খ) উক্তশ্লোকে "**রক্ষাযোগাৎ**" পদে 'যোগ' শব্দের অর্থ প্রয়োগ । যেমন বলা হয়েছে—"যোগঃ অপূর্বার্থসংপ্রাপ্তৌ সংগতিধ্যানযুক্তিষু। বপুঃ স্থৈর্যে প্রয়োগে চ বিষ্কম্ভাদিষু ভেষজে ৷৷" ইতি মেদিনী।

(গ) **চারণদ্বন্দ্ব**—"গন্ধর্বাণাং ততো লোকঃ পরতঃ শতযোজনাৎ। দেবানাং গায়নান্তে চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ ৷৷" (পদ্মপুরাণে)। আবার "সংগীতরত্নাকরে" বলা হয়েছে,—কিং . কিনীবাদ্যবেদী চ বৃতো বিকটনর্তকৈঃ। মর্মজ্ঞঃ সর্বরাগেষু চতুরশ্চারণো মতঃ ৷৷

দ্বিতীয়ঃ—গৌতম, অয়ং স বলভিৎসখো দুষ্যন্তঃ ?

প্রথমঃ—অথ কিম্ ?

দ্বিতীয়ঃ—তেন হি,—

নৈতচ্চিত্রং যদয়মুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রী-

মেকঃ কৃৎস্নাং নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুর্ভুনক্তি।

আশংসন্তে সমিতিষু সুরা বদ্ধবৈরা হি দৈত্যৈ-

রস্যাধিজ্যে ধনুষি বিজয়ং পৌরুহূতে চ বজ্রে ॥ ১৫ ॥

উভৌ—(উপগম্য) বিজয়স্ব রাজন্।

রাজা—(আসনাদুত্থায়), অভিবাদয়ে ভবন্তৌ ।

উভৌ—স্বস্তি ভবতে। (ফলান্যুপহরতঃ) ।

রাজা—(সপ্রণামং পরিগৃহ্য) আজ্ঞামিচ্ছামি ।

উভৌ—বিদিতো ভবানাশ্রমসদামিহস্থঃ তেন ভবন্তং প্রার্থয়ন্তে ।

রাজা—কিমাজ্ঞাপয়ন্তি?

উভৌ—তত্রভবতঃ কণ্বস্য মহর্ষেরসান্নিধ্যাদ্রক্ষাংসি ন ইষ্টিবিঘ্নমুৎপাদয়ন্তি। তৎ কতিপয়রাত্রং সারথিদ্বিতীয়েন ভবতা সনাথী-ক্রিয়তামাশ্রম ইতি।

রাজা—অনুগৃহীতোঽস্মি।

সন্ধিবিচ্ছেদ—ন + এতৎ + চিত্রম্, যৎ + অয়ম্ + উদধিশ্যামসীমাম্, ধরিত্রীম্ + একঃ, বাহুঃ + ভুনক্তি, দৈত্যৈঃ + অস্য + অধিজ্যে। আসনাৎ + উত্থায়, ফলানি + উপহরতঃ, আজ্ঞাম্ + ইচ্ছামি, ভবান্ + আশ্রমসদাম্ + ইহস্থঃ, কিম্ + আজ্ঞাপয়ন্তি, মহর্ষেঃ + অসান্নিধ্যাৎ + রক্ষাংসি, ইষ্টিবিঘ্নম্ + উৎপাদয়ন্তি। সনাথীক্রিয়তাম্ + আশ্রমঃ। অনুগৃহীতঃ + অস্মি।

অন্বয়—নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুঃ অয়ম্ একঃ উদধিশ্যামসীমাম্ কৃৎস্নাং ধরিত্রীং ভুনক্তি ইতি যৎ এতৎ ন চিত্রম্। দৈত্যৈঃ বদ্ধবৈরাঃ সুরাঃ সমিতিষু অস্য অধিজ্যে ধনুষি পৌরুহূতে চ বজ্রে বিজয়ম্ আশংসন্তে ॥ ১৫ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—দ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয় ঋষিকুমার)—গৌতম (ওহে গৌতম) অয়ং সঃ বলভিৎসখঃ (ইনিই কি সেই 'বল' নামক অসুরের হন্তা ইন্দ্রের সখা দুষ্যন্ত)? প্রথমঃ (প্রথম মুনিকুমার)—অথ কিম্ (হ্যাঁ তাই)। দ্বিতীয়ঃ—তেন হি (তাহলে) নগরপরিঘ-প্রাংশুবাহুঃ (নগরতোরণের অর্গলের ন্যায় দীর্ঘবাহুসম্পন্ন এ ব্যক্তি) অয়ম্ একঃ (একাই) উদধিশ্যামসীমাং (সাগররূপ শ্যামল প্রান্তভাগ বিশিষ্ট) কৃৎস্নাং ধরিত্রীম্ (সমগ্র পৃথিবীকে) ভুনক্তি, যৎ (পালন করেন,—এ বিষয়ে) এতৎ ন চিত্রম্ (এ বিষয়ে আশ্চর্যের কিছু নেই)। দৈত্যৈঃ বদ্ধবৈরাঃ (দৈত্যদের সঙ্গে চিরদিনের শত্রুতা আছে এমন) সুরাঃ (দেবতারা) সমিতিষু (সংগ্রামে) অস্য (এঁর) অধিজ্যেধনুষি (জ্যাযুক্ত ধনুর) পৌরুহূতে

চ বজ্রে (এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের উপর নির্ভর করে) বিজয়ম্ আশংসন্তে (জয়ের আশা করে থাকেন)। ১৫। উভৌ (দুজনেই)—(উপগম্য—নিকটে গিয়ে) বিজয়স্ব রাজন্ (রাজার জয় হোক্)। রাজা—(আসনাদুত্থায়—আসন থেকে উত্থান করে) অভিবাদয়ে ভবন্তৌ (আপনারা দুজনেই আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন)। উভৌ—স্বস্তি ভবতে (আপনার কল্যাণ হোক)। (ফলানি উপহরতঃ—ফল উপহার দিলেন)। রাজা—(সপ্রণামং পরিগৃহ্য—প্রণামপূর্বক গ্রহণ করে) আজ্ঞামিচ্ছামি (আপনাদের আদেশ প্রার্থনা করছি)। উভৌ—আশ্রমসদাং বিদিতঃ (তপোবনবাসীরা জেনেছেন) ভবান্ ইহস্থঃ (আপনি এখানে রয়েছেন) তেন (সেই কারণে) ভবন্তং প্রার্থয়ন্তে (আপনাকে একটা প্রার্থনা জানিয়েছেন)। রাজা—কিম্ আজ্ঞাপয়ন্তি (তাঁরা কি আদেশ করেছেন)? উভৌ—(তত্রভবতঃ—কণ্বস্য মহর্ষেঃ অসান্নিধ্যাৎ পূজনীয় মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতির সুযোগে) রক্ষাংসি (রাক্ষসেরা) নঃ (আমাদের) ইষ্টিবিঘ্নম্ উৎপাদয়ন্তি (যজ্ঞ কর্মের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে)। তৎ (সে কারণে) সারথিদ্বিতীয়েন ভবতা (একজন সারথিকে সঙ্গে নিয়ে আপনি) কতিপয়রাত্রম্ (কয়েক রাত্রির জন্য) আশ্রমঃ সনাথীক্রিয়তাম্ (আশ্রমকে রক্ষা করুন) ইতি (এই আমাদের অনুরোধ)। রাজা—অনুগৃহীতঃ অস্মি (অনুগৃহীত বোধ করছি আমি)।

বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয় ঋষিকুমার—ওহে গৌতম। ইনিই কি সেই 'বল' নামক দৈত্যের হন্তা ইন্দ্রের সখা দুষ্যন্ত?

প্রথম—হ্যাঁ তাই।

দ্বিতীয়—তাহলে নগরতোরণের অর্গলের ন্যায় দীর্ঘবাহুযুক্ত এ ব্যক্তি একাই সাগর-রূপ শ্যামলপ্রান্তভাগ বিশিষ্ট সমগ্র পৃথিবীকে যে পালন করেন, এ বিষয়ে বিস্ময়ের কিছু নেই। দৈত্যদের সঙ্গে চিরদিনের শত্রুতা আছে এমন দেবতারা সংগ্রামে এঁর জ্যাযুক্ত ধনুতে ও দেবরাজ ইন্দ্রেব বজ্রে জয়ের আশা করে থাকেন ॥ ১৫ ॥

উভয়ে—(নিকটে গিযে) রাজার জয় হোক্।

রাজা—(আসন থেকে উত্থান করে) আপনারা দুজনেই আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

উভয়ে—আপনার কল্যাণ হোক। (ফল উপহার দিলেন)।

রাজা—(প্রণামপূর্বক গ্রহণ করে) আপনাদের আদেশ প্রার্থনা করছি।

উভয়ে—তপোবনবাসীরা জেনেছেন যে, আপনি এখানে রয়েছেন। সেই কারণে আপনাকে একটা প্রার্থনা জানিয়েছেন।

রাজা—তাঁরা কি আদেশ করেছেন?

উভয়ে—পূজনীয় মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতির সুযোগে রাক্ষসেরা আমাদের যজ্ঞক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। সেকারণে আপনি কেবল একজন সারথিকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক রাত্রির জন্য আশ্রমটিকে রক্ষা করুন এইটি প্রার্থনা।

রাজা—অনুগৃহীত বোধ করছি আমি ॥

মনোরমা—বলভিৎসখঃ—বলং ভিনত্তি ইতি বল-ভিদ্ + ক্বিপ্ = বলভিৎ (ইন্দ্রঃ) বলভিদঃ সখা, ষষ্ঠীতৎ, "রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্"—সূত্র অনুসারে সমাসান্ত টচ্‌যুক্ত হয়েছে। নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুঃ—নগরস্য পরিঘঃ, ষষ্ঠীতৎ, নগরপরিঘঃ ইব প্রাংশুঃ, উপমানকর্মধা, তাদৃশৌ বাহূ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। ভুনক্তি—"ভুজোঽনবনে" সূত্র অনুসারে 'অনবন' অর্থাৎ পালন বা রক্ষণ ভিন্ন অর্থে আত্মনেপদ হয়। যেহেতু এখানে 'পালন' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে, সেহেতু এখানে পরস্মৈপদ। অধিজ্যে—অধিগতা জ্যা যস্মিন্ তৎ, বহুব্রীহিঃ, তস্মিন্। বদ্ধবৈরাঃ—বদ্ধং বৈরং যেষাং তে, বহুব্রীহিঃ। পৌরুহূতে—পুরুহূত + অণ্, তস্মিন্। উদধিশ্যামসীমাম্—শ্যামা সীমা শ্যামসীমা, কর্মধা, উদধিঃ শ্যামসীমা যস্যাঃ সা, বহুব্রহিঃ, তাম্। উদধিঃ—উদকানি ধীয়ন্তে অস্মিন্ ইতি উদক + ধা + কি অধিকরণে সংজ্ঞায়াম্ উদধিঃ ॥

আশা—নৈতদিতি। 'নগরস্য' ইত্যত্র লক্ষণয়া নগরদ্বারস্য পরিঘঃ অর্গলঃ, স ইব প্রাংশূ দীর্ঘৌ বাহূ যস্য সঃ, অতিদীর্ঘবাহুঃ অয়ং দুষ্যন্তঃ একঃ কেবলঃ একাকী অপর-সহায়মন্তরেণ ইত্যর্থঃ, উদধিঃ সমুদ্র ইব শ্যামা কৃষ্ণবর্ণা সীমা প্রান্তভাগঃ যস্যাঃ তাদৃশীং কৃৎস্নাং সমগ্রাং ধরিত্রীং পৃথিবীং ভুনক্তি পালয়তি ইতি যদ্ এতদ্ ন চিত্রম্ ন বিস্ময়াবহম্। কুতঃ ইতি হেতুমাহ। হি যস্মাৎ দৈত্যৈঃ অসুরৈঃ সহ বদ্ধং বৈরং শত্রুতা যেষাং তাদৃশাঃ সুরাঃ দেবাঃ সমিতিষু সংগ্রামেষু অস্য দুষ্যন্তস্য অধিজ্যে আরোপিতগুণে ধনুষি চাপে পুরুহূতস্য ইন্দ্রস্য ইদম্ ইতি পৌরুহূতম্ ঐন্দ্রং তস্মিন্ বজ্রে বিজয়ং সমরে অরীণাং পরাভবম্ আশংসন্তে ইচ্ছন্তি। অত্র প্রস্তুতস্য দুষ্যন্তধনুষঃ অপ্রস্তুতস্য ইন্দ্রবজ্রস্য চ একক্রিয়য়া সহ সম্বন্ধাৎ দীপকালংকারঃ,—"অপ্রস্তুতপ্রস্তুতয়োঃ দীপকং তু নিগদ্যতে" ইতি লক্ষণাৎ। নগর "পরিঘপ্রাংশুবাহুঃ" ইত্যত্র লুপ্তোপমা। মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্—"মন্দাক্রান্তা-ম্বুধিরসনগৈ র্মো ভনৌ গৌ যযুগ্মম্" ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

(ক) কণ্বাশ্রম থেকে আগত অপর ঋষি প্রকারান্তরে রাজর্ষি দুষ্যন্তের প্রশংসা করে বলল যে, এ রাজা দুষ্যন্ত 'বল' নামক দৈত্যের হন্তা দেবরাজ ইন্দ্রের সখা। সুতরাং তাঁর পক্ষে সমুদ্রবেষ্টিত এ বিশাল ভূখণ্ড একা শাসন করা দুষ্কর কোন কর্ম নয়। তাছাড়া, দেবগণের সঙ্গে অসুরগণের সংগ্রামে, দেবগণ ইন্দ্রের বজ্রকে অনাদর করে

রাজর্ষি দুষ্যন্তের জ্যাযুক্ত ধনুতে বিজয় কামনা করে থাকেন। (পৌরুহূতে বজ্রে—পৌরুহূতং বজ্রম্ অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ, "ষষ্ঠী চানাদরে" সূত্র অনুসারে অনাদরে সপ্তমী।)।

(খ) এ শ্লোকে "**সক্তবৈরাঃ**" এবং **বদ্ধবৈরাঃ**—এ দুটি পাঠ রয়েছে। কারো কারো মতে এখানে "বদ্ধবৈরাঃ" পাঠটি সঙ্গত, আবার, অনেকের মতে "সক্তবৈরাঃ" পাঠটি সমীচীন। বদ্ধং বৈরং যেষাং তে, বহুব্রীহিঃ, বদ্ধবৈরাঃ সুবাঃ। এক দলের মতে এ পাঠটি গ্রহণের পক্ষে বড় অন্তরায় হলো যে, দেবগণের সঙ্গে অসুরগণের শত্রুতা শাশ্বতিক নয়, কেননা, সমুদ্র মন্থন কালে শত্রুতা ভুলে গিয়ে একই সঙ্গে তাঁবা সমুদ্র মন্থন করেছিলেন। অতএব "সক্ত বৈরাঃ"—সক্তং প্রবৃত্তং বৈরং যেষাং তে, বহুব্রীহিঃ "সক্তবৈরাঃ" পাঠটি সমীচীন ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যেতে পাবে, এইটি অন্য দলের অভিমত।

বিদূষকঃ—(অপবার্য) এসা দাণীং অণুউলা তে অব্ভত্থনা। [এষা ইদানীং অনুকুলা তে অভ্যর্থনা ।]

রাজা—(স্মিতং কৃত্বা) বৈরতক, মদ্বচনাদ্ উচ্যতাং সারথিঃ সবাণাসনং রথম্ উপস্থাপয়েতি।

দৌবারিকঃ—জং দেবো আণবেদি। [যৎ দেব আজ্ঞাপয়তি।] (নিষ্ক্রান্তঃ)

উভৌ—(সহর্ষম্)

অনুকারিণি পূর্বেষাং যুক্তরূপমিদং ত্বয়ি।

আপন্নাভয়সত্রেষু দীক্ষিতাঃ খলু পৌরবাঃ ॥ ১৬ ॥

রাজা—(সপ্রণামম্) গচ্ছতং পুরো ভবন্তৌ। অহমপ্যনুপদমাগত এব।

উভৌ—বিজয়স্ব। (নিষ্ক্রান্তৌ)।

রাজা—মাধব্য, অপ্যস্তি শকুন্তলাদর্শনে কুতূহলম্?

বিদূষকঃ—পঢমং সপরীবাহং আসী। দাণিং রক্খসবুত্তন্তেন বিন্দূ বি ণাব সসিদো। [প্রথমং সপরীবাহম্ আসীৎ। ইদানীং রাক্ষসবৃত্তান্তেন বিন্দুরপি নাবশেষিতঃ।]

রাজা—মা ভৈষীঃ। ননু মৎসমীপেবর্তিষ্যসে।

বিদূর্ষকঃ—এস রক্খসাদো রকখিদা রক্খিদো ম্হি। [এষ রাক্ষসাৎ রক্ষিতোহস্মি।]

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ—সজ্জো রধো ভট্টিনো বিজঅপ্পথাণং অবেক্খদি। এস উণ ণঅরাদো দেবীণং আণত্তিহরও করভও আঅদো। [সজ্জো রথো ভর্তুঃ বিজয়প্রস্তানম্ অপেক্ষতে। এষ পুনঃ নগরাৎ দেবীনাম্ আজ্ঞপ্তিহরঃ করভকঃ আগতঃ।]

রাজা—(সাদরম্) কিমম্বাভিঃ প্রেষিতঃ ?

দৌবারিকঃ—অহ ইং। [অথ কিম্?]

রাজা—ননু প্রবেশ্যতাম্ ।

দৌবারিকঃ—তহ। (নিষ্ক্রম্য করভকেণ সহ প্রবিশ্য) এসো ভট্টা। উবসপ্প। [তথা। এষ ভর্তা উপসর্প।]

সন্ধিবিচ্ছেদ—অহম্ + অপি + অনুপদম্ + আগতঃ, অপি + অস্তি, মদ্বচনাৎ + উচ্যতাম্, রথম্ + উপস্থাপয় + ইতি। যুক্তরূপম্ = ইদম্ ।

অন্বয়—পূর্বেষাম্ অনুকারিণি ত্বয়ি ইদং যুক্তরূপম্। (যতঃ) আপন্নাভয়সত্রেষু পৌরবাঃ দীক্ষিতাঃ খলু।

বাঙ্লা শব্দার্থ—বিদূষকঃ—(অপবার্য—যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায় এমন ভাবে) ইদানীং (এখন) এষা অভ্যর্থনা (এ অনুরোধ) তে (আপনার) অনুকুলা (অনুকূলেই গেল)। রাজা—(স্মিতং কৃত্বা—ঈষৎ হাস্য করে) রৈবতক, সারথিঃ মদ্বচনাৎ উচ্যতাম্ (রৈবতক, সারথিকে আমার নাম করে বল যে) সবাণাসনং রথম্ উপস্থাপয় ইতি (যেন ধনুর্বাণ সহ আমার রথ এনে উপস্থিত করে)। দৌবারিকঃ—যৎ দেবঃ আজ্ঞাপয়তি (প্রভুর যে আদেশ)। (নিষ্ক্রান্তঃ—বেরিয়ে গেলেন)। উভৌ—(সহর্যম্—আনন্দের সঙ্গে) পূর্বেষাম্ অনুকারিণি (পূর্বপুরুষদের অনুগামী) ত্বয়ি (আপনার পক্ষে) ইদং যুক্তরূপম্ (এইটি যথাযোগ্য হয়েছে)। (যতঃ—কেননা) আপন্নাভয়সত্রেষু (বিপন্নদের রক্ষারূপ যজ্ঞে) পৌরবাঃ (পুরুবংশীয়েরা) দীক্ষিতাঃ খলু (নিয়তই তৎপর থাকেন)। রাজা—(সপ্রণামম্—প্রণাম সহকারে) ভবন্তৌ পুরঃ গচ্ছতম্ (আপনারা উভয়ে অগ্রসর হোন্)। অহমপি (আমিও) অনুপদম্ আগত এব (পশ্চাৎ অনুসরণ করছি)। উভৌ—বিজয়স্ব (আপনার জয় হোক্) (নিষ্ক্রান্তৌ—উভয়ে বহির্গমন করলেন)।

রাজা—মাধব্য, শকুন্তলাদর্শনে (শকুন্তলাকে দেখার) কূতূহলম্ অপি অস্তি (কৌতূহল আছে কি?) বিদূষক—প্রথমং (প্রথমে) সপরীবাহম্ আসীৎ (সে ইচ্ছা জলোচ্ছ্বাসের মত বেগবান্ ছিল)। ইদানীং (এখন কিন্তু) রাক্ষসবৃত্তান্তেন (রাক্ষসের বৃত্তান্ত শুনে) বিন্দুঃ অপি ন অবশেষিতঃ (বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই)। রাজা—মা ভৈষীঃ (ভয় পেয়ো না)। ননু মৎসমীপে বর্তিষ্যসে (তুমি আমার পাশেই থাকবে)। বিদূষকঃ—এষ (যাক্ তাহলে) রাক্ষসাৎ রক্ষিতঃ অস্মি (রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচলাম)। (প্রবিশ্য—প্রবেশ করে)। দৌবারিকঃ—সজ্জঃ রথঃ (রথ সাজানো হয়েছে) ভর্তুঃ (তা এখন প্রভুর) বিজয়প্রস্থানম্ অপেক্ষতে (বিজয়যাত্রার জন্য অপেক্ষা করছে)। এষ পুনঃ (কিন্তু আবার) নগরাৎ দেবীনাম্ (রাজধানী থেকে রাজমাতার) আজ্ঞপ্তিহরঃ করভকঃ আগতঃ (বার্তাবহ করভক এসে উপস্থিত হয়েছে)। রাজা—(সাদরম্—আদরের সঙ্গে) কিম্ অম্বাভিঃ প্রেযিতঃ (কি মাতা প্রেরণ করেছেন)? দৌবারিকঃ—অথ কিম্ (আজ্ঞে হাঁ)। রাজা—ননু প্রবেশ্যতাম্ (তবে সত্বর প্রবেশ করাও)। দৌবারিকঃ—(নিষ্ক্রম্য করভকেণ সহ প্রবিশ্য—নির্গত হয়ে পুনরায় করভকের সঙ্গে প্রবেশ করে) তথা। এষ ভর্তা উপসর্প (এই যে মহারাজ রয়েছেন, নিকটে যাও)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—(যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায় এভাবে) এখন এ অনুরোধ আপনার অনুকূলেই গেল।

রাজা—(ঈষৎ হাস্য করে) রৈবতক, সারথিকে আমার নাম করে বল যে, যেন ধনুর্বাণ সহ আমার রথ এনে উপস্থিত করে।

দৌবারিক—প্রভুর যে আদেশ। (নির্গত হল)।

উভয়ে—(আনন্দের সঙ্গে) পূর্বপুরুষদের অনুগামী আপনার পক্ষে এইটি যথা-যোগ্য হয়েছে। কেননা, বিপন্নদের রক্ষারূপ যজ্ঞে পুরুবংশীয়েরা নিয়তই তৎপর থাকেন।

রাজা—(প্রণাম সহকারে) আপনারা উভয়ে অগ্রসর হোন। আমিও পশ্চাদ্ অনুসরণ করছি।

উভয়ে—আপনার জয় হোক্। (উভয়ে নির্গত হলেন)।

রাজা– মাধব্য, একবার শকুন্তলাকে দেখবার অভিলাষ আছে কি?

বিদূষক– প্রথমে দেখবার অত্যন্ত বাসনা ছিল, কিন্তু এখন রাক্ষসের নাম শুনে আর বিন্দুমাত্রও তা অবশিষ্ট নেই।

রাজা– ভীত হয়ো না, তুমি তো আমার নিকটেই থাকবে।

বিদুষক– তবে, এবার রাক্ষসদের মুখ থেকে রক্ষা পেলাম।

দৌবারিক– (প্রবেশকরে) রথ সজ্জিত হয়ে মহারাজের বিজয় যাত্রার জন্য অপেক্ষা করছে। এদিকে আবার করভক রাজধানী থেকে রাজমাতার আদেশ নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে।

রাজা– (সমাদরপূর্বক) মাতা প্রেরণ করেছেন কি?

দৌবারিক– হ্যাঁ, মহারাজ।

রাজা– তবে সত্বর প্রবেশ করাও।

দৌবারিক– যে আজ্ঞে, (এ বলে নিষ্ক্রান্ত হল, পুনরায় প্রবেশ করল করভকের সঙ্গে) এই যে প্রভু এখানেই রয়েছেন। তুমি নিকটে গমন কর।

করভকঃ—জেদু জেদু ভট্টা। দেবী আণবেদি। আআমিণি চউত্থদিঅহে-পউত্তপারণো মে উপবাসো ভবিস্সদি। তহিং দীহাউণা অবস্সং সংভাবি-দব্বা ত্তি। [জয়তু জয়তু ভর্তা। দেবী আজ্ঞাপয়তি। আগামিনি চতুর্থদিবসে প্রবৃত্তপারণো মে উপবাসো ভবিষ্যতি। তত্র দীর্ঘায়ুষা অবশ্যং সম্ভাবনীয়া ইতি।]

রাজা—ইতস্তপস্বিকার্যম্, ইতো গুরুজনাজ্ঞা। দ্বয়মপ্যনতিক্রমণীয়ম্। কিমত্র প্রতিবিধেয়ম্।

বিদূষকঃ—তিসঙ্কূ বিঅ অন্তরালে চিট্‌ঠ। [ত্রিশঙ্কুরিব অন্তরা তিষ্ঠ।]

রাজা—সত্যমাকুলীভূতোঽস্মি।

কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাদ্ দ্বৈধীভবতি মে মনঃ।
পুরঃ প্রতিহতং শৈলে স্রোতঃ স্রোতোবহো যথা ॥ ১৭ ॥

(বিচিন্ত্য) সখে, ত্বমম্বয়া পুত্র ইতি প্রতিগৃহীতঃ। অতো ভবানিতঃ প্রতিনিবৃত্য তপস্বিকার্যব্যগ্রমানসং মামাবেদ্য তত্র ভবতীনাং পুত্রকৃত্যমনুষ্ঠাতুমর্হতি।

সন্ধিবিচ্ছেদ—ইতঃ + তপস্বিকার্যম্, দ্বয়ম্ + অপি + অনতিক্রমণীয়ম্, ত্রিশঙ্কুঃ + ইব + অন্তরালে, সত্যম্ + আকুলীভূতঃ + অস্মি। পুত্রকৃত্যম্ + অনুষ্ঠাতুম্ + অর্হতি।

অন্বয়—কৃত্যয়োঃ ভিন্নদেশত্বাৎ মে মনঃ পুরঃ শৈলে প্রতিহতং স্রোতোবহঃ স্রোতঃ যথা (তথা) দ্বৈধীভবতি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—করভকঃ—জয়তু জয়তু ভর্তা (প্রভুর জয় হোক, প্রভুর জয় হোক)। দেবী আজ্ঞাপয়তি (রাজমাতা আদেশ করেছেন)। আগামিনি চতুর্থ দিবসে (আগামী চতুর্থ দিনে) মে উপবাসঃ (আমার উপবাস) প্রবৃত্তপারণঃ ভবিষ্যতি (ভঙ্গ হবে) তত্র (সে অনুষ্ঠানে) দীর্ঘায়ুষা (দীর্ঘায়ু আমার পুত্র) অবশ্যং সম্ভাবনীয়া (অবশ্যই উপস্থিত থেকে আমার আনন্দবর্ধন করবে), ইতি (এই আদেশ)। রাজা—ইতঃ তপস্বিকার্যম্ (একদিকে তপস্বীর প্রতি কর্তব্য) ইতঃ গুরুজনাজ্ঞা (অন্যদিকে গুরুজনের আদেশ)। দ্বয়মপি অনতিক্রমণীয়ম্ (কোনটিই লঙ্ঘন করা যায় না)। অত্র কিং প্রতিবিধেয়ম্ (কিরূপে এর প্রতিবিধান করি)। বিদূষকঃ—ত্রিশঙ্কুঃ ইব (ত্রিশঙ্কুর মত) অন্তরালে তিষ্ঠ (মধ্যখানে অবস্থান করুন)। রাজা—সত্যম্ (সত্যিই) আকুলীভূতঃ অস্মি (আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছি)। কৃত্যয়োঃ (দুটি কার্য্যের) ভিন্নদেশত্বাৎ (ভিন্ন দেশে অবস্থান হেতু) মে মনঃ (আমার মন) পুর শৈলে প্রতিহতং (সম্মুখে পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে) স্রোতোবহঃ স্রোতঃ যথা (নদীর প্রবাহ যেমন দু'ভাগ হয়ে যায়) তথা দ্বৈধীভবতি (তেমনই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে)। (বিচিন্ত্য—চিন্তা করে) সখে (বন্ধু) অম্বয়া ত্বম্ (মাতা তোমাকে) পুত্র ইতি প্রতিগৃহীতঃ (পুত্ররূপে গ্রহণ করেছেন)। অতঃ (অতএব) ভবান্ (তুমি) ইতঃ প্রতিনিবৃত্য (এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে) তপস্বিকার্যব্যগ্রমানসং মাম্ আবেদ্য (আমি তপস্বিদের কার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি তা' জানিয়ে) তত্রভবতীনাং (তাঁর) পুত্রকৃত্যম্ (পুত্রের করণীয়) অনুষ্ঠাতুম্ আর্হতি (তুমি করতে পার)।

বঙ্গানুবাদ—করভক—প্রভুর জয় হোক, প্রভুর জয় হোক। রাজমাতা আদেশ করেছেন 'আগামী চতুর্থ দিবসে আমার উপবাস ভঙ্গের অনুষ্ঠান হবে। সে অনুষ্ঠানে দীর্ঘায়ু আমার পুত্র অবশ্যই উপস্থিত থেকে আমার আনন্দবর্ধন করবে,'—এই আদেশ।

রাজা—একদিকে তপস্বীর প্রতি কর্তব্য, অন্যদিকে গুরুজনের আদেশ। দুটির কোনটিই লঙ্ঘন করা যায় না। কিরূপে এর প্রতিবিধান করি।

বিদূষক—ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যখানে অবস্থান করুন।

রাজা—সত্যি আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছি। দুটি কার্যের ভিন্নদেশে অবস্থানহেতু আমার মন, সম্মুখে পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নদীর প্রবাহ যেমন দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, তেমনি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে ॥ ১৭ ॥ (চিন্তা করে) বন্ধু, মাতা তোমাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। অতএব তুমি এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে আমি তপস্বিদের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি তা' জানিয়ে তাঁর পুত্রের করণীয় তুমি করতে পার ॥

মনোরমা—কৃত্যয়োঃ—কৃ + ক্যপ্, ষষ্ঠী দ্বিবচন। ভিন্নদেশত্বাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। আবেদ্য—আ-বিদ্ + ণিচ্ ল্যপ্। প্রতিনিবৃত্য—প্রতি-নি-বৃৎ + ল্যপ্। স্রোতোবহঃ—

স্রোতঃ বহতি যা সা স্রোতস্-বহ্ + ক্বিপ্ কর্তরি = স্রোতোবহ্, প্রথমা একবচনে স্রোতোবট্ ॥

আশা—কৃত্যয়োরিতি। কৃত্যয়োঃ, কার্যয়োঃ তপস্বিকার্যস্য মাতৃকার্যস্য চ, ইতি ভাবঃ, ভিন্নদেশত্বাৎ কার্যদ্বয়স্য ভিন্নদেশে অবস্থানহেতোঃ, যুগপৎ পৃথক্‌দেশে করণীয়ত্বাৎ, মে মম মনঃ পরঃ অগ্রে শৈলে পর্বতে প্রতিহতং বাধাপ্রাপ্তং শ্রোতোবহঃ নদ্যাঃ স্রোতঃ যথা প্রবাহঃ ইব দ্বৈধীভবতি দ্বিধাবিভক্তং ভবতি, কর্তব্যনির্ধারণে সংশয়াকুলং ভবতি ইতি ভাবঃ। অত্র বৃত্ত্যনুপ্রাস- চ্ছেকানুপ্রাসয়োঃ সংসৃষ্টিঃ। শ্রৌতী উপমা চ। শ্লোকো বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

(ক) **তিসঙ্কু বিঅ অন্তরা চিট্‌ঠ—(ত্রিশঙ্কুরিবান্তরা তিষ্ঠ)** অর্থাৎ অযোধ্যার রাজা ত্রিশঙ্কুর মত স্বর্গ ও মর্ত্যের অন্তরালে অবস্থান কর। অযোধ্যার রাজা ত্রিশঙ্কু ছিলেন পৃথুর পুত্র এবং হরিশ্চন্দ্রের পিতা। তিনটি পাপ করার জন্য তাঁর এই নাম। একটি যজ্ঞ সম্পাদন করে তিন সশরীরে স্বর্গে যেতে ইচ্ছা করেন, এবং সে যজ্ঞে পৌরোহিত্য করবার জন্য তিনি ঋষি বশিষ্ঠকে অনুরোধ করেন। বশিষ্ঠ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে তিনি তখন ঋষি বশিষ্ঠের পুত্রদের অনুরোধ করেন। তাঁরা ত্রিশঙ্কুকে 'চণ্ডাল' হতে অভিশাপ দেন। অবশেষে ঋষি বিশ্বামিত্র স্বীয় তপস্যার প্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠান। দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে স্থান না দিয়ে মর্ত্যে নামতে আদেশ দেন। সেই থেকে ত্রিশঙ্কু না স্বর্গে না মর্ত্যে—এরূপ দুটি স্থানের মধ্যখানে অবস্থান করছেন। বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে,—"পিতুশ্চাপরিতোষেণ,গুরোর্দোগ্ধ্রীবধেন চ। অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ ॥ এবং ত্রীণ্যস্য শঙ্কুনি তানি দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ। ত্রিশঙ্কুরিতি হোবাচ ত্রিশঙ্কুরিতি স স্মৃতঃ ॥"

(খ) বয়স্য মাধব্য উপস্থিত থাকলে রাজার ...শ্রমবালা শকুন্তলার সঙ্গে নতুন প্রণয়ের ব্যাপারে নানাভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে—এ আশঙ্কায় বিদূষককে রাজধানীতে সসৈন্য প্রেরণের জন্য নাট্যকার যে কৌশল অবলম্বন করলেন তাতে দুটি উদ্দেশ্য যুগপৎ সিদ্ধ হল। তার মধ্যে একটি (১) যেহেতু বিদূষক রাজমাতা কর্তৃক পুত্ররূপে গৃহীত, সেহেতু বিদূষক দুষ্যন্তের যোগ্য প্রতিনিধিরূপে রাজমাতার উপবাসভঙ্গের দিন হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত থাকতে পারবেন, এবং অপরটি (২) দুষ্যন্ত ঋষিকুমারদের অনুরোধক্রমে আশ্রমে উপস্থিত হয়ে এবং কয়েকটি রাত্র সেখানে যাপন করে, সেখান থেকে রাক্ষসদের বিতাড়ন করে তপস্বিদের যজ্ঞানুষ্ঠান নির্বিঘ্ন ও নিরুপদ্রব করতে সক্ষম হবেন। তাছাড়া, তপোবনবালা

শকুন্তলার সঙ্গে প্রণয়ব্যাপারেও রাজার অগ্রসর হবার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে না।

(গ) **"ইতঃ তপস্বিকার্যম্, ইতঃ গুরুজনাজ্ঞা। দ্বয়মপি অনতিক্রমনীয়ম্"**— অর্থাৎ একদিকে তপস্বীদের প্রতি কর্তব্য, অন্যদিকে গুরুজনের আদেশ। কোনটাই লঙ্ঘন করা যায় না। প্রথম কৃত্যটি পরহিতের জন্য, এবং আত্মহিতের জন্য দ্বিতীয় কৃত্যটি। রাজর্ষি দুষ্যন্তের সিদ্ধান্তে প্রমাণিত হল যে, দুষ্যন্ত আপন কল্যাণের চেয়ে পরের কল্যাণসাধনে অধিকতর সচেতন ও তৎপর ॥ (ঋষিগৌরবাৎ আশ্রমং গচ্ছামি)। তাছাড়া, রাজমাতা বিদূষকের মুখে রাজার এ সিদ্ধান্ত জানলে তিনি তাঁর ব্রতানুষ্ঠানে পুত্রেব অনুপস্থিতির জন্য তাঁকে অপরাধী বিবেচনা করবেন না। রাজমাতা কর্তৃক "পুত্রপিণ্ডপালনব্রত" অনুষ্ঠানের উল্লেখ করে মহাকবি অত্যন্ত নিপুণভাবে রাজা দুষ্যন্তের অনপত্যতার প্রতি পাঠক-সামাজিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন ॥

বিদূষকঃ—ণ ক্খু মং রক্খোভীরুঅং গণেসি। [ন খলু মাং রক্ষোভীরুকং গণয়সি।]

রাজা—(সস্মিতম) কথমেতদ্ ভবতি সম্ভাব্যতে ।

বিদূষকঃ—জহ রাআনুএণ গন্তব্বং তহ গচ্ছামি। [যথা রাজানুজেন গন্তব্যং **তথা গচ্ছামি।]**

রাজা—ননু তপোবনোপরোধঃ পরিহরণীয় ইতি সর্বানানুযাত্রিকাং ত্বয়ৈব সহ প্রস্থাপয়ামি।

বিদূষকঃ—তেণ হি জুবরাও ম্হি দাণিং সংবুত্তো। [তেন হি যুবরাজোঽস্মি ইদানীং সংবৃত্তঃ।]

রাজা—(স্বগতম্) চপলোঽয়ং বটুঃ। কদাচিদস্মৎপ্রার্থনামন্তঃপুরেভ্যঃ কথয়েৎ। ভবতু, এনমেবং বক্ষ্যে। (বিদূষকং হস্তে গৃহীত্বা, প্রকাশম্) বয়স্য, ঋষিগৌরবাদাশ্রমং গচ্ছামি। ন খলু সত্যমেব তাপসকন্যকায়াং মমাভিলাষঃ। পশ্য,—

ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ।
পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ ॥ ১৮ ॥

বিদূষকঃ—অহ ইং। [অথ কিম্।]

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—সর্বান্ + আনুযাত্রিকান্ + ত্বয়া + এব, কদাচিৎ + অস্মৎ-প্রার্থনাম্ + অন্তঃপুরেভ্যঃ, চপলঃ + অয়ম্, যুবরাজঃ + অস্মি। সমম্ + এধিতঃ ।

· **অন্বয়**—বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথঃ মৃগশাবৈঃ সমম্ এধিতঃ জনঃ ক্ব। সখে, পরিহাসবিজল্পিতং বচঃ পরমার্থেন ন গৃহ্যতাম্।

বাঙ্লা শব্দার্থ—বিদূষকঃ—মাং (আমাকে) রক্ষোভীরুকং (রাক্ষসভীরু) ন খলু গণয়সি (নিশ্চিতরূপে গণ্য করবেন না)। রাজা (সস্মিতম্—হাস্যসহকারে) এতৎ (একথা) ভবতি (তোমার ক্ষেত্রে) কথং সম্ভাব্যতে (কিরূপে সম্ভব হতে পারে)? বিদূষকঃ—যথা রাজানুজেন গন্তব্যং তথা গচ্ছামি (রাজার অনুজ যেভাবে যায়, আমিও সেভাবে যাবো)। রাজা—ননু (নিশ্চয়) তপোবনোপরোধঃ পরিহরণীয় ইতি (তপোবনের অশান্তি নিবারণ করতে হবে)। সর্বান্ আনুযাত্রিকান্ (সকল অনুচরকে) ত্বয়া এবং সহ (তোমার সঙ্গেই) প্রস্থাপয়ামি (পাঠাচ্ছি)। বিদূষকঃ—তেন হি (তা হলে তো) ইদানীং (এখন) যুবরাজঃ অস্মি সংবৃত্তঃ (আমি যুবরাজ হয়ে গেলাম)। রাজা—(স্বগতম্—মনে মনে) অয়ং চপলঃ বটুঃ (এই ব্রাহ্মণকুমার অত্যন্ত চপল অর্থাৎ লঘুচিত্ত)। অস্মৎপ্রার্থনাম্ (আমার এই মনোবাসনার কথা) অন্তঃপুরেভ্যঃ (অন্তঃপুরের রাণীদের কাছে) কদাচিৎ কথয়েৎ (হয়তো কখনো বলে ফেলবে)। ভবতু, এনমেবং বক্ষ্যে (আচ্ছা, একে এরকম বলি) (বিদূষকং হস্তে গৃহীত্বা, প্রকাশম্—বিদূষককে হাতে ধরে, প্রকাশ্যে) বয়স্য (বন্ধু), ঋষিগৌরবাৎ (ঋষিদের কথার মর্যাদা রাখবার জন্য) আশ্রমং গচ্ছামি (আশ্রমে যাচ্ছি)। তাপসকন্যকায়াং (সেই তপস্বীর কন্যার প্রতি) সত্যমেব (প্রকৃত পক্ষে) ন খলু মম অভিলাষঃ (আমার কোন অভিলাষ নেই)। পশ্য (দেখ), বয়ং ক্ব (আমরা কোথায়), মৃগশাবৈঃ সমম্ (মৃগশিশুর সঙ্গে) এধিতঃ (প্রতিপালিত হয়েছে) পরোক্ষমন্মথঃ জনঃ ক্ব (কামভাব-অপরিচিত এরাই বা কোথায়)। সখে (বন্ধু) পরিহাসবিজল্পিতম্ বচঃ (পরিহাস করে বলা কথা) পরমার্থেন (সত্যি বলে) ন গৃহ্যতাম্ (গ্রহণ করো না)। বিদূষকঃ—অথ কিম্ (অবশ্যই)।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে—সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন) (ইতি দ্বিতীয়ঃ অংকঃ—দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥)

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—আমাকে নিশ্চিতরূপে রাক্ষসভীরু গণ্য করবেন না।

রাজা—(হাস্য সহকারে) একথা তোমার ক্ষেত্রে কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

বিদূষক—রাজার অনুজ যেভাবে গমন করে আমিও ঠিক সেভাবেই যাব।

রাজা—নিশ্চয়ই তপোবনের অশান্তি নিবারণ করতে হবে। সকল অনুচরকে তোমার সঙ্গেই পাঠাচ্ছি।

বিদূষক—তাহলে তো এখন আমি যুবরাজ হয়ে গেলাম।

রাজা—(মনে মনে) এই ব্রাহ্মণকুমার অত্যন্ত লঘুচিত্ত, আমার মনোবাসনার কথা অন্তঃপুরের রাজমহিষীদের কাছে হয়তো কখনো বলে ফেলবে। আচ্ছা, এ'কে এরকম বলি।—(বিদূষকের হাত ধরে প্রকাশ্যে) বন্ধু ঋষিদের কথার মর্যাদা রাখার জন্য আমি আশ্রমে যাচ্ছি। সেই তাপসকন্যার প্রতি প্রকৃতপক্ষে আমার কোন অভিলাষ নেই। দেখ, কোথায় আমরা আর কোথায় বা মৃগশিশুর সঙ্গে প্রতিপালিত, কামভাবের সঙ্গে অপরিচিত বনবালা। বন্ধু, পরিহাসের ছলে যে কথা বলেছি সেকথা সত্যি বলে গ্রহণ করো না।

বিদূষক—অবশ্যই।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন, দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।)

মনোরমা—অন্তঃপুরেভ্যঃ—চতুর্থী সম্প্রদানে—"কর্মণা যমভিপ্রৈতি সঃ সম্প্রদানম্" —এই সূত্র অনুসারে। ঋষিগৌরবাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। মৃগশাবৈঃ—মৃগাণাং শাবঃ, ষষ্ঠীতৎ, তৈঃ, সহার্থে তৃতীয়া। পরিহাসবিজল্পিতম্—পরি-হস্ + ঘঞ্ ভাবে পরিহাসঃ, বিপরীতং জল্পিতম্ বিজল্পিতম্, প্রাদিতৎপুরুষঃ, পরিহাসেন বিজল্পিতম্, তৃতীয়া-তৎপুরুষঃ। পরোক্ষমন্মথঃ—অক্ষ্ণোঃ পরম্, অব্যয়ীভাবঃ, পরোক্ষম্। পরোক্ষম্ অস্য অস্তি ইতি পরোক্ষ + মত্বর্থে অচ্, পরোক্ষঃ। পরোক্ষঃ মন্মথঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ।

আশা—ক্ব বয়মিতি। বয়ং মাদৃশা ভোগপ্রবণাঃ নাগরাঃ ক্ব কুত্র বর্তন্তে, মৃগশাবৈঃ হরিণপোতৈঃ সমং সহ এধিতঃ বর্ধিতঃ, অতএব পরোক্ষমন্মথঃ কামকলানভিজ্ঞঃ জনঃ শকুন্তলারূপঃ ক্ব কুত্র বর্ততে। অত্র দ্বৌ ক্বশব্দৌ মহদন্তরং সূচয়তঃ। বনবালাং শকুন্তলাং প্রতি রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য অনুরাগলেশোঽপি নাস্তি ইতি ভাবঃ। হে সখে! পরিহাসেন কৌতুকেন বিজল্পিতং কথিতং বচঃ শকুন্তলায়াম্ অনুরাগকথনরূপং পরমার্থেন সত্যরূপেণ ন গৃহ্যতাম্ অবগম্যতাম্। অত্র পদার্থবাক্যার্থরূপেণ কাব্যলিঙ্গম্ অলংকারঃ, সুন্দরী বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

(ক) মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রমের উপকণ্ঠে স্থাপিত শিবির থেকে রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে রাজা দুষ্যন্ত বয়স্য বিদূষকের কাছে "ক্ব বয়ম্ ক্ব পরোক্ষমন্মথঃ"—শ্লোকটি উচ্চারণ করেছিলেন। রাজা আশঙ্কা করেছিলেন যে, লঘুচিত্ত, অমিতবাক্, চঞ্চলপ্রকৃতি ও মুখর বিদূষক রাজপ্রাসাদে পৌঁছে অন্তঃপুরে শকুন্তলাবৃত্তান্ত প্রকাশ করে দিতে পারেন। তাই রাজা বিদূষকের হাত ধরে বললেন যে, আশ্রমের ঋষিদের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবশতঃ রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে ঋষিদের মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং তপোবনে যাচ্ছেন। তবে আশ্রমবালা শকুন্তলার প্রতি তাঁর কোন অভিলাষ ও আকর্ষণ নেই। কারণ, "ক্ব বয়ম্"—কোথায় আমরা, আর কোথায় বা প্রেমের সঙ্গে একেবারে অপরিচিত, মৃগের সঙ্গে বর্ধিতা তাপসতনয়া,—"**ক্ব পরোক্ষমন্মথঃ, মৃগশাবৈঃ সমমেধিতঃ জনঃ।**" সুতরাং তোমাকে শকুন্তলার বিষয়ে যা' বলেছি তা' কেবল পরিহাসচ্ছলে বলেছি এর উপর গুরুত্ব আরোপ করো না।" সরলমনা বিদূষক রাজার একথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে পারলেন না। এরূপ বলার পেছনে যে কারণগুলি নিহিত ছিল, তা' অনুধাবন করলে এইটি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, রাজা ছিলেন "দক্ষিণ" নায়ক এবং দক্ষিণনায়করূপে তিনি তাঁর সকল মহিষীর প্রতি সমান স্নেহ-অনুরাগ-প্রণয় পোষণ করেন। তাঁদের অজ্ঞাতে রাজা আশ্রমে শকুন্তলার সঙ্গে প্রণয়লীলায় ব্যাপৃত আছেন,—এ বিষয়টি তাঁদের গোচরে আসলে অভিমানিনী মহিষীগণ স্বতঃই রোষপরবশা হবেন। তাই তিনি শকুন্তলাবৃত্তান্ত গোপন রাখতে চেয়েছিলেন।

(খ) দ্বিতীয়তঃ—তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এমনভাবে বিদূষককে বুঝিয়েছেন যে তা' সহজেই তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। যদি তিনি এ মিথ্যার আশ্রয় না নিতেন, তাহলে শকুন্তলাবৃত্তান্ত বিদূষকের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকত, এবং বিদূষক অন্তঃপুরে এ বৃত্তান্ত প্রকাশ করলে, পঞ্চম অংকে রাজা কর্তৃক শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান সম্ভব হতো না। এবং তাতে ঋষি দুর্বাসার অভিশাপও কার্যকর হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হতো। তাছাড়া, বিদূষক এইটি রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারতেন। তাই ষষ্ঠ অংকে ব্যথাহত রাজা যখন বলেন যে, শকুন্তলার বিষয় দুষ্যন্তকে বিদূষক কেন একবারও স্মরণ করিয়ে দেয়নি,—তার উত্তরে বিদূষক বলেছেন,—"ন বিস্মরামি, কিন্তু সর্বং কথয়িত্বা অবসানে পুনস্ত্বয়া পরিহাসবিজল্প এব ন ভূতার্থ ইত্যাখ্যাতম্। ময়াপি মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিনা তথৈব গৃহীতম্। অথবা ভবিতব্যতা খলু বলবতী।"

(গ) '**পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ**"—এখানে প্রশ্ন হলো, দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রণয় কি কেবল পরিহাস? রাজা দুষ্যন্ত কি সত্যি মিথ্যাবাদী? যদি দুষ্যন্ত মিথ্যাবাদী হন, তাহলে নায়ক হবার যোগ্যতা তাঁর আছে কি?—এসব প্রশ্নের

আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় যে, দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার প্রণয় মোটেই পরিহাসমাত্র ছিল না। প্রথম দর্শনের পর থেকেই উভয়ের চিত্তে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছে এবং তা' ক্রমশঃ প্রণয়ে উন্নীত হয়েছে। প্রথম অংকের অন্তিম শ্লোক—"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ—সংস্থিতং চেতঃ। চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"—পাঠ করলেই অনায়াসে উপলব্ধি করা যায় যে, নায়ক রাজা দুষ্যন্ত নায়িকা তাপসতনয়া শকুন্তলার জন্য যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন, তাই নয়, শকুন্তলার প্রতি তাঁর কোন অভিলাষ নেই—এমন কথা ডাহা মিথ্যা।

শকুন্তলার প্রতি গভীর আসক্তির কথা দুষ্যন্ত তাঁর প্রিয় বয়স্য মাধব্যকে আগে যা' বলেছিলেন তা সর্বৈব সত্য, তার মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় অংকের শেষে "ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো" ইত্যাদি শ্লোকে তিনি যা' মাধব্যকে বললেন, তা' একেবারে নির্জলা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। বিদূষকের কাছে রাজা মিথ্যা কথা বলেছেন, সুতরাং আমরা তাঁকে সাধারণভাবে মিথ্যাবাদী বলতে পারি। তবে একথাও সত্য নয় যে, তিনি প্রতিনিয়ত প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলেছেন। প্রয়োজনেও মিথ্যা বলতে গিয়ে রাজা কখনো কখনো বেশ দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। যেমন, প্রথম অংকে আশ্রমবালাদের সম্মুখে নিজের সত্যিকারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "কথম্ ইদানীম্ আত্মানং নিবেদয়ামি"-ইত্যাদি। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে দুষ্যন্তকে মিথ্যাবাদী বলা সঙ্গত কিনা বিচার্য।

শাস্ত্রে মিথ্যাভাষণকে অন্যায় ও অধর্ম বলা হয়েছে—"অধর্মস্য প্রিয়া রম্যা মিথ্যা মার্জারলোচনা"। আরো বলা হয়েছে যে, "মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—অর্থাৎ সত্য হলেও কখনো অপ্রিয় কথা বলা উচিত নয়। কোন্ কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে মিথ্যাভাষণ অধর্ম নয় সে প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—"ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে। প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চাহনৃতানি আহুরপাতকানি ॥" (মহা/দ্রোণপর্ব) অর্থাৎ মহাভারতে বলা হয়েছে—বিবাহে, পরিহাসে, নারীর সঙ্গে আলাপে, [illegible] ও সর্বধনাপহারে মিথ্যাভাষণ পাতকরূপে গণ্য হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মিথ্যাভাষণ অপরাধ নয়।

রাজা দুষ্যন্তও মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন বিশেষ প্রয়োজনে। যেমন, (১) যেহেতু "চপলোঽয়ং বটুঃ"—বিদূষক অত্যন্ত চপল এবং বাচাল, সেজন্য হস্তিনাপুরের রাজান্তঃপুরে রাজার অপরাপর মহিষীগণের কাছে কথায় কথায় আশ্রমবালা শকুন্তলার নতুন প্রণয়বৃত্তান্ত উল্লেখ করতে পারেন। এবং যদি তাই ঘটে, তাহলে দুষ্যন্ত এতদিন পর্যন্ত "দক্ষিণ" নায়কের যে মর্যাদা পেয়ে আসছিলেন, তা' থেকে ভ্রষ্ট হবেন, এবং মহিষীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। উল্লেখ করা যায় যে, পণ্ডিত

গজেন্দ্রগদ্‌কর মহোদয় রাজান্তঃপুরের মহিষীগণের মনে দুঃখ না দেওয়ার আন্তরিক প্রয়াসের মধ্যে রাজার দাক্ষিণ্যের আভাস লক্ষ্য করেছেন। (২) আবার, রাজা দুষ্যন্ত রাজমাতার আদেশ অমান্য করে কণ্বার্শ্রমে গমন করলেন। এখন বিদূষকের মাধ্যমে আশ্রমবালা শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের প্রণয়বৃত্তান্ত যদি কোন প্রকারে রাজমাতার কর্ণগোচর হয়, তাহলে, রাজার পক্ষে তা' হবে অত্যন্ত লজ্জা, অপমান ও গভীর দুঃখের বিষয়— এ সকল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করে, বিদূষকের মন থেকে শকুন্তলাবৃত্তান্ত অপনয়নের উদ্দেশ্যে রাজা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে রাজাকে মিথ্যাভাষণের অপরাধে অভিযুক্ত করা যায় না, এবং নাটকের নায়করূপে চিহ্নিত হবার পথেও কোন প্রতিবন্ধক থাকে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, মহাকবি কালিদাস এখানে নায়ক রাজা দুষ্যন্তের মুখে মিথ্যাভাষণ বসিয়ে নাটকীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। স্বভাবতই অমিতবাক্ বিদূষক কথাপ্রসঙ্গে রাজান্তঃপুরে কোনপ্রকারে আশ্রমবালা শকুনতলার সঙ্গে রাজার প্রণয়বৃত্তান্ত প্রকাশ করলে, পঞ্চম অংকে রাজা কর্তৃক শকুন্তলা বিসর্জনে প্রবল বাধার সৃষ্টি হত, এবং নাটকও ঈপ্সিত পরিণতি লাভে ব্যর্থ হত। সুতরাং নাটকের প্রয়োজনে মহাকবি এ কৌশল অবলম্বন করেছেন।

॥ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ॥

শ্রীমদভিজ্ঞানশকুন্তলায়াঃ বিধুভূষণ-গোস্বামিকৃতায়াং সরলাটীকায়াম্

॥ দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

[ততঃ প্রবিশতি বিষণ্ণো বিদূষকঃ]

কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্মবপূর্বেশভাষাদ্যৈঃ।

হাস্যকরঃ কলহরতিঃ বিদূষকঃ স্যাৎ সকর্মজ্ঞঃ ॥

স্বকর্ম ভোজনাদি। বয়সি ভব ইতি বয়স্যঃ স্নিগ্ধঃ সুহৃদিত্যর্থঃ, তস্য ভাবঃ তেন, হেতৌ তৃতীয়া, নির্বিণ্ণঃ অত্যর্থং খিন্নঃ ক্লেশিতঃ ইত্যর্থঃ। মধ্যমহ্নঃ ইতি মধ্যাহ্নঃ ইতি একদেশিসমাসঃ। "অহ্নোঽহ্নঃ এতেভ্যঃ", ইতি অহ্নাদেশঃ, "রাত্রাহ্নাহাঃ-পুংসি" ইতি পুংস্ত্বম্। গ্রীষ্মে শুচৌ বিরলা পত্রাণাং পতনেন যদ্বা ছায়ায়াঃ সংকুচিতত্বাৎ অল্পা পাদপস্য ছায়া যাসু তাসু গ্রীষ্মবিরলপাদপচ্ছায়াসু। আহিণ্ড্যতে গম্যতে ভ্রম্যতে ইতি যাবৎ ভৌবাদিকাৎ (হিণ্ডি) হিণ্ডধাতোঃ গত্যর্থাৎ ভাবে লট্।

পত্রাণাং বৃক্ষগলিতানাং পর্ণানাং সঙ্করেণ ব্যতিকরেণ সম্পর্কেণ ইতি যাবৎ কষায়াণি কষায়রসবন্তি অতএব কটুকানি বিস্বাদানি। নাস্তি নিয়তা নিশ্চিতা নির্ধারিতা ইতি যাবৎ বেলা সময়ঃ যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথা তথা অনিয়তবেলম্। শূলেন পক্কম্ ইতি শল্যম্, শূলাৎ পাকে ইতি যৎ-প্রত্যয়াৎ শূল্যং মাংসং তেন ভূয়িষ্ঠ ইতি শূল্যমাংসভূয়িষ্ঠঃ মৃগয়াহতানাং পশূনাং মাংসং শূলেন সংস্কৃত্য অভ্যবহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ। তুরগেণ অশ্বেন অনুধাবন্ রাজ্ঞঃ পশ্চাদ্গমনং তেন কণ্ডিতাঃ ছিন্নপ্রায়াঃ জাতব্যথা ইত্যর্থঃ, সন্ধয়ঃ প্রত্যঙ্গ-সংযোগস্থলানি যস্য তস্য, মম ইত্যস্য বিশেষণম্, কৃত্যানাং কর্তরি বা ইতি ষষ্ঠী। দাস্যাঃ পুত্রৈঃ ইত্যত্র 'পুত্রেঽন্যতরস্যাম্' ইতি নিন্দায়াং ষষ্ঠ্যা অলুগ্ভাবঃ পাক্ষিকঃ। গণ্ডস্য স্ফোটকস্য উপরি পিণ্ডকঃ বিস্ফোটকঃ ব্রণ ইত্যর্থঃ জাতঃ। অবহীনেষু রাজ্ঞঃ বেগেন গমনাৎ পশ্চাৎ দূরস্থিতেষু, মৃগানুসারেণ ইত্যত্র প্রকৃত্যাদিভ্যশ্চ ইতি তৃতীয়া। তত্রভবতঃ ইতি বিবক্ষয়া ষষ্ঠী। তত্রভবতে রাজ্ঞে ইতি চতুর্থীপ্রয়োগঃ সাধীয়ান্, যদ্বা তত্র-ভবন্তম্ রাজানম্ ইতি দ্বিতীয়াপ্রয়োগঃ। "দৃশেশ্চ" ইতি বার্তিকেন অণিকর্তুঃ কর্মত্বাৎ শকুন্তলা

ইতি উক্তকর্ম। তত্র পক্ষে প্রযোজ্যকর্মণঃ রাজ্ঞঃ নোক্তত্বম্ । দৃশেরত্র জ্ঞানসামান্যার্থ ইত্যূহনীয়ঃ। ততশ্চোক্তত্বং বক্তুরিচ্ছাধীনং তথাচ কারিকা—গৌণে কর্মণি দুহ্যাদেঃ প্রধানে নীহৃকৃষ্‌বহাম্। বুদ্ধিভক্ষার্থয়োঃ শব্দকর্মণাঞ্চ নিজেচ্ছয়া। প্রযোজ্যকর্মণি অন্যেষাং ণ্যন্তানাং লাদয়ো মতাঃ।

ধনং লব্ধা ইতি ধন্যঃ ধনগণাল্লব্ধা ইতি যৎ তস্য ভাবঃ ধন্যতা সা ন ভবতি ইতি অধ্যতা তয়া দুর্ভাগ্যেণ অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। "অক্ষ্ণোঃ" মিষতোরেব নয়নয়োঃ প্রভাতম্ আসীৎ "যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্" ইতি সপ্তমী যদ্বা "ষষ্ঠী চানাদরে" ইতি অনাদরে সপ্তমী ষষ্ঠী বা।

আচারস্য সদ্ভিরনুষ্ঠেয়স্য কর্তব্যস্য পরিক্রমঃ রীতিঃ পরিপাটীতে যাবৎ স ক্রতৌ যেন তম্। বাণাঃ শরাঃ অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে অনেন ইতি বাণাসনম্ ইষ্বাসঃ ধনুঃ ইতি যাবৎ (অস্‌ধাতোঃ ল্যুট্ অনট্ বা) তৎ হস্তে যাসাং তাভিঃ, প্রহরণার্থেভ্যঃ পরে নিষ্ঠা সপ্তমী ভবতঃ ইতি হস্তশব্দস্য পরনিপাতঃ। যবনীভিঃ যবনানাং ম্লেচ্ছজাতি-ভেদানাং, যযাতিশপ্তস্য তুর্ব্বসোঃ বংশে উৎপন্নানাং বা স্ত্রীভিঃ, যবনশব্দস্য স্ত্রিয়াং যবনী, যবনরমণী উত্যর্থঃ, যবনানী লিপের্ভেদে। অঙ্গানাং পাদাদীনাং ভঙ্গেন বিকলঃ বিধুব ইব, যদি এবম্ অনুষ্ঠায় অপি বিশ্রামঃ মৃগয়াবিরামাদিতি ভাবঃ লভেয় সম্ভাবনায়াং লিঙ্ ॥

[ততঃ প্রবিশতি—নির্দ্দিষ্টমনতিক্রম্য ইতি যথানির্দ্দিষ্টম্ (অব্যয়ীভাবঃ) যথানির্দ্দিষ্টঃ পরিবারঃ যস্য সঃ (ঘঞি উপসর্গস্য বহুলম্ অমনুষ্যেষু ইতি মনুষ্যত্বাৎ ন দীর্ঘত্বম্)]

রাজা। কামম্ অকামেনাপি ময়া [illegible]তৎ অনুমন্তব্যমিত্যর্থঃ, অকামানুমতৌ কামম্ ইত্যমরঃ ইতি। বিদ্যাসাগরকৃতব্যাখ্যানে[illegible] সম্যক্ কামম্ অত্যর্থং প্রিয়া ইতি রাঘবভট্টব্যাখ্যা ন মনোরমং কামং চানুমতৌ স্মৃতমিতি [illegible]দনী। প্রিয়া শকুন্তলা ন সুলভা ন অনায়াসলভ্যা, কিন্তু মনঃ মম চিত্তং তস্যাঃ প্রিয়ায়াঃ ভাবস্য চিত্তাভিপ্রায়স্য ভাবঃ সত্তাস্বভাবাভিপ্রায়চেষ্টাত্মজন্মসু ইতি মেদিন্যমরৌ দর্শনে পরিজ্ঞানে আয়স্যতি চেষ্টতে ইতি তদ্দ্বারদর্শনায়াসি যস্যতেঃ ণিনিঃ। কীদৃক্ অস্যাঃ চেতো মাং প্রতি ইতি জ্ঞাতুমুৎসুকম্ মে মন ইত্যর্থঃ। যদীয়ং ন সুলভা কিং তর্হি অস্যাঃ ভাব-জ্ঞানেন প্রয়োজনমিতি শঙ্কাং নিরস্যন্নাহ—মনসি জায়তে ইতি মনসিজঃ ("সপ্তম্যাং জনের্ডঃ" তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্ ইতি সপ্তম্যা অলুক্) তস্মিন্ মনসিজে মনোভাবে কন্দর্পে ইতি যাবৎ অকৃতার্থে অপি অচরিতার্থে অপি উভয়োঃ পরস্পরস্য প্রার্থনা অন্যোন্যসমাগমেচ্ছা রতিম্ অনুরাগং সন্তোষং মুদমিতি যাবৎ রতিঃ কামস্ত্রিয়াং রাগে সুরতে অপি রতিঃ স্মৃতা ইতি ধরণিঃ "রতিঃ স্ত্রী স্মরদারেষু রাগে সুরতগুহ্যয়োঃ" ইতি মেদিনী। কুরুতে তনোতি।

ইচ্ছায়ামচরিতার্থায়ামপি ইতরেতরস্য অনুরক্তিব্যঞ্জকব্যাপারাবলোকনেনোভয়োরেব মুন্নিতরাং বর্ধতে ইত্যর্থঃ।

এতদেব প্রপঞ্চেন আহ—স্নিগ্ধমিতি। অন্যতঃ অন্যস্মিন্ বিষয়ে নয়নে লোচনে প্রেরয়ন্ত্যা প্রেষয়ন্ত্যা তয়া যৎ স্নিগ্ধং প্রীতিপূর্ণং বীক্ষিতং দৃষ্টম্ অন্যবস্তুদর্শনাবসরে সানুরাগং যৎ বিলোকিতং নিতম্বয়োঃ গুরুতয়া বৈপুল্যাৎ বিলাসাদিব তাৎকালিকো বিশেষস্তু বিলাসোঽঙ্গক্রিয়াদিষু ইত্যস্মাৎ রতিব্যঞ্জকচেষ্টাভেদাদিব মন্দং ধীরং যচ্চ যাতং গতম্, মা গাঃ মা গচ্ছ ইতি উপরুদ্ধয়া নিষিদ্ধয়া অপি তয়া সা সখী প্রিয়ংবদা অনসূয়য়া সহ বর্তমানং যথা তথা ইতি সাসূয়ম্ সক্রোধং যচ্চ উক্তা "কা ত্বং বিসৃষ্টব্যস্য ইতি" কথিতা তৎ সর্বং মৎপরায়ণম্ অহমের পরম্ অয়নম্ আশ্রয়ঃ যস্য তৎ মামেব উদ্দিশ্য কৃতমিত্যর্থঃ। অত্র কিলেতি সম্ভাবনায়াম্ অহো আশ্চর্যম্ কামী জাতপূর্বরাগঃ জনঃ স্বতাং পশ্যতি নায়িকাকৃতগমনপ্রমুখং চেষ্টিতম্ আত্মনি অনুরাগহেতুকং মন্যতে ইত্যর্থঃ। শার্দুলবিক্রীড়িতং ছন্দঃ, তল্লক্ষণম্—সূর্যাশ্বৈঃ মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দুলবিক্রীড়িতম্ ॥

রাজা। (স্বগতম্) কাশ্যপস্য কণ্বস্য সুতাং শকুন্তলাম্ অনুস্মৃত্য মম চেতঃ মৃগয়ায়াং বিক্লবম্ অনুৎসহমানম্ অনুৎসুকমিত্যর্থঃ। স্মরণকর্তৃকত্বং চেতসি উপচরিতম্, ততঃ সমানকর্তৃকত্বনির্বাহাৎ ল্যপ্‌প্রয়োগঃ। কুতঃ নেতি। অধিরূঢ়া জ্যা যেন তৎ অধিজ্যং সগুণম্, আহিতঃ সহিতঃ সংযোজিতঃ ইতি যাবৎ সায়কঃ বাণো যস্মিন্ তৎ ইদং ধনুঃ শরাসনং মৃগেষু হরিণেষু, নময়িতুং সন্নতং কর্তুং মৃগান্ লক্ষীকৃত্য আকৃষ্টমিত্যর্থঃ, ন শক্তঃ সমর্থোঽস্মি। কুতঃ এতদশক্তত্বম্ ইতি চেৎ তত্রাহ যৈঃ হরিণৈঃ প্রিযাযাঃ শকুন্তলায়াঃ সহ বসতিঃ ইতি সহবসতিঃ তাং "সহসুপা" ইতি সমাসঃ উপেত্য প্রাপ্য, প্রিয়য়া সহ উষিত্বা ইত্যর্থঃ মুগ্ধং চিত্তাকর্ষকং যৎ বিলোকিতং প্রেক্ষণং তস্য উপদেশঃ কৃতঃ, মধুরচকিত-প্রেক্ষণং প্রিয়য়া হরিণেভ্যঃ শিক্ষিতম্ অতস্তে ন বধার্হাঃ। তথাচ কুমারে,—"অধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা, তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যঃ, ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ ॥"

অনুপসৃষ্টাৎ নমে ণিচি, নময়তি, নাময়তি ইতি পদদ্বয়ং ভবতি, উপসৃষ্টাৎ তু নিত্যং হ্রস্বঃ। বিলোকিতমিতি নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। সো নাশে ইত্যস্মাৎ ণ্বুল্ (ণক) প্রত্যয়েন সায়কঃ সিদ্ধঃ। অত্র যচ্ছব্দস্য উত্তরবাক্যগতত্বেনোপাদানে সামর্থ্যাৎ পূর্ববাক্যে তচ্ছব্দস্যার্থত্বম্।

বিদূষকঃ—(রাজ্ঞঃ- মুখং বিলোক্য) জনশূন্যে অরণ্যে রুদিতম্ ইব মম ইদং নিবেদনং নিষ্ফলং জাতম্। রাজা—(সস্মিতম্) ভবাদৃশস্য প্রিয়সুহৃদঃ বচনং নাতিক্রমিতুং শক্যমিতি মৃগয়াবিরতস্তিষ্ঠামি। রাজা—বয়স্য ক্ষণমপেক্ষস্ব ন মে বাক্যমবসিতং কিমপি অবশিষ্টমস্তি। রাজা—লব্ধবিশ্রামসুখেন ত্বয়া কস্মিন্ চিৎ অক্লেশকরে ব্যাপারে সাহায্যকং মে কার্যম্।

বিদূষকঃ—মোদকস্য খাদ্যভেদস্য খণ্ডিকায়াং ভোজনে ময়া সহায়েন ভাব্যং কচ্চিৎ, তেন হি অয়ং জন্য অহমিত্যর্থঃ সুগৃহীতঃ বিচার্য্য গৃহীতঃ। অহমেব তত্র ব্যাপারে যোগ্যতমঃ। দৌবারিকঃ (প্রণম্য) দ্বারং রক্ষতি তত্র নিযুক্তঃ বা ইতি দৌবারিকঃ দ্বার-শব্দাৎ ঠক্ "দ্বারাদীনাং চ"—দ্বারা ইত্যেবমাদীনাং য্বাভ্যাম্ উত্তরপদস্যাচামাদেরচঃ স্থানে বৃদ্ধি র্ন ভবতি পূর্বৌ তু তাভ্যামৈজাপমৌ ভবতঃ ॥ (কাশিকা) ॥

সেনাপতিঃ। দৃষ্টাঃ দোষাঃ যত্র সা দৃষ্টদোষা অপি মৃগয়া স্বামিনি প্রভৌ দুষ্যন্তে কেবলং গুণঃ এব সংবৃত্তা। যদ্যপি মৃগয়ায়াং বহবো দোষা দৃশ্যন্তে, তথাপি অস্মদ্‌ভর্ত্তরি তু সা কেবলং গুণপরিণামিনী ভূতা। তথাহি দেবঃ দুষ্যন্তঃ, গিরৌ পর্বতে চরতি ইতি গিরিচরঃ নাগঃ গজ ইব অনবরতং নিরন্তরং ধনুষঃ কার্মূকস্য জ্যায়াঃ গুণস্য "মৌর্ব্বী জ্যা শিঞ্জিনী গুণ" ইত্যমরঃ, আস্ফালনেন আকর্ষণেন ক্রূরঃ কঠিনঃ কর্কশ ইতি যাবৎ পূর্বঃ নাভেরারভ্য মূর্ধানং যাবৎ দেহভাগঃ যস্য তৎ অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্বং, রবেঃ কিরণান্ রশ্মীন্ সহিষ্ণুং সোঢুং সমর্থং, স্বেদানাং ঘর্মজলানাং লেশৈঃ কণৈঃ অভিন্নম্, বলিষ্ঠত্বাৎ অখিন্নতয়া স্বেদেন অনাপ্লুতম্, অপচিতমপি কৃশমপি সৎ ব্যায়তত্বাৎ দীর্ঘত্বাৎ অলক্ষ্যম্ কৃশত্বেন না জ্ঞায়মানং, প্রাণঃ বলং "শক্তিঃ পরাক্রমঃ প্রাণঃ" ইত্যমরঃ। সারঃ যস্য তৎ প্রাণসারং বলিষ্ঠগাত্রং বপুঃ বিভর্তি ধারয়তি।

সেনাপতিঃ। (জনান্তিকম্) স্থিরঃ দৃঢ়ঃ প্রতিবন্ধঃ, নিষেধে অভিপ্রায়দার্ঢ্য-মিত্যর্থঃ, যস্য তাদৃশঃ ভব। অহং তাবৎ প্রভোঃ অভিপ্রায়ং পরিজ্ঞাতুং ছন্দানুবর্তনং করিষ্যে, (প্রকাশম্) বিধীয়তে যঃ সঃ বিধেয়ঃ, স এব বৈধেয়ঃ মূর্খঃ। এষঃ মাধব্যঃ প্রলপতু উন্মত্তবৎ প্রলাপবাক্যং বদতু ; তত্র আস্থাং মা কার্ষীরিতি ভাবঃ। অত্র বিষয়ে মৃগয়া শ্রেয়সী ন বা ইতি নির্ণয়ায় প্রভুরেব প্রমাণম্। সম্প্রতি মৃগয়াগুণান্ স্তুবন্নাহ—বপুঃ মৃগয়াশীলস্য জনস্য শরীরং মেদসাং বপানাং বসানামিতি যাবৎ ভেদস্তু বপা বসা ইত্যমরঃ, ছেদেন ক্ষয়েণ কৃশম্ অস্থূলম্ উদরম্ যস্মিন্ তৎ তাদৃশম্ অতএব লঘু ভবৎ উত্থানস্য সর্বকর্মসু উদ্যমস্য যোগ্যং সমর্থং ভবতি কিঞ্চ সত্ত্বানাং মৃগয়ায়াং হন্যমানানাং জন্তূনাং ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ তৌ তয়োঃ ভয়ক্রোধয়োঃ সম্বন্ধিনী যা বিকৃতিরন্যথাভাবঃ সা বিদ্যতে যস্য তৎ যদ্বা ভয়ক্রোধয়োঃ সমুৎপন্নয়োঃ সতোঃ (ভাবে সপ্তমী) বিকৃতিমৎ বিকারযুক্তং চিত্তং লক্ষ্যতে অনুমীয়তে জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ। প্রাণভয়েন পলায়নপরাণাং সত্ত্বানাং কীদৃশী চেতো বিকৃতিঃ পলায়নাক্ষমাণাং প্রাণরক্ষায়ৈ বদ্ধপরিকরাণাং ক্রুদ্ধানাং প্রাণিনাং চ কীদৃশী মনসো বিকারঃ ইত্যেতৎ সর্বং মৃগয়যা এব পরিজ্ঞায়তে। ধন্বিনাং ধানুষ্কাণাং স এব উৎকর্ষঃ নৈপুণ্যাতিশয়ঃ যৎ চলে চঞ্চলে ধাবমানে ইতি যাবৎ লক্ষ্যে বেধনীয়ে মৃগাদৌ ইষবঃ বাণাঃ সিধ্যন্তি সফলাঃ ভবন্তি লক্ষ্যং বিধ্যন্তি ইত্যর্থঃ। ঈদৃশাং বহূনাং গুণানাং হেতুভূতাং মৃগয়াং মিথ্যৈব ব্যসনং কামজং দোষং, "ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে দোষে কামজক্রোধজে"

ইত্যমরঃ। বদন্তি, ঈদৃক্ বিনোদঃ চিত্তবিনোদনোপায়ঃ কুতঃ ন কুতোঽপি সম্ভবতি ইত্যর্থঃ। কার্শ্যাপাদনেন দেহস্য সর্বকর্মক্ষমত্বম্ প্রাণিনাং ভয়ক্রোধজন্যচিত্তবিকৃতি-লক্ষণপরিজ্ঞানম্, ধনুর্ভৃতাং লক্ষভেদোৎকর্ষবিধানং চ সাধয়তি মৃগয়া নেয়মতো নিন্দ্যেত্যর্থঃ॥

রাজা। তপোবনস্য সন্নিকৃষ্টে সমীপবর্তিনি স্থানে বয়ং বর্তামহে অতস্তে বচো নাদ্রিয়ামহে। অদ্য মহিষাঃ শৃঙ্গৈঃ বিষাণৈঃ মুহুঃ বারং বারং তাড়িতম্ আলোড়িতং, নিপীয়তে অত্র ইতি নিপানং কূপসমীপস্থঃ জলাশয়ঃ তস্য সলিলং গাহন্তাং তত্র সলিলে যথেচ্ছং নিমজ্জনসুখং লভন্তামিত্যর্থঃ, ছায়াসু তরুতলেষু ইত্যর্থঃ, বদ্ধং কদম্বকং যেন তৎ তরুতলে দলশঃ উপবিষ্ট উদ্বেগরাহিত্যাদ্ ইতি ভাবঃ, মৃগকুলং মৃগযূথং রোমন্থম্ চর্বিতচর্বণম্ অভ্যস্যতু করোতু ইত্যর্থঃ বরাহাণাং ততয়ঃ শ্রেণয়ঃ সমূহাঃ ইতি যাবৎ তাভিঃ বরাহততিভিঃ পল্বলে ক্ষুদ্রজলাশয়ে বিস্রব্ধং নির্ভয়ং যথা তথা মুস্তানাং তৃণমূলানাং ক্ষতিঃ উৎপাটনং ক্রিয়তাম্। শিথিলঃ শ্লথঃ জ্যায়াঃ গুণস্য বন্ধঃ যস্য তৎ ইদম্ অস্মাকং ধনুশ্চ বিশ্রামং লভতাং পশূনাং বধাৎ বিরমতু ইত্যর্থঃ। অত্র শ্লোকে তৃতীয়পাদে রচনাক্রমস্য বিপর্যয়ঃ জাতঃ সর্বত্রৈব কর্তবি প্রয়োগঃ তৃতীয়ে কেবলং কর্মণি প্রয়োগঃ কৃতঃ, স ন যুক্তঃ, তথাপি ক্রমানুরোধাৎ কর্তৃবাচ্যপ্রয়োগ এব ন্যায্যঃ। "বিস্রব্ধং কুরুতাং বরাহনিবহো মুস্তাক্ষতিং পল্বলে" ইতি পরিবৃত্তৌ উক্তদোষাপহাবঃ স্যাৎ।

রাজা। তেন পূর্বমরণ্যপ্রবিষ্টান্ মদনুচরান্ অরণ্যাৎ প্রত্যাবর্ত্তয়, যথা চ মম যোধাঃ আশ্রমপীড়াং ন জনয়ন্তি তথা তে নিবারয়িতব্যাঃ সেনায়াং সমবেতা ইতি সেনাশব্দাৎ ঠক্—সৈনিকাঃ। শমঃ শান্তিঃ প্রধানং যেষাং তেষু শমপ্রধানেষু শান্তিপরেষু তপোধনেষু তাপসেষু গূঢ়ং প্রচ্ছন্নং দাহঃ আত্মা স্বভাবো যস্য তৎ দাহাত্মকং শেষাৎ বিভাষা ইতি সমাসান্তঃ কঃ, দহনে সমর্থমিত্যর্থঃ তেজঃ শক্তিঃ অস্তি। তে মুনয়ঃ স্পর্শস্য অনুকূলাঃ যোগ্যাঃ স্পৃষ্টুং শক্যাঃ সূর্যকান্তাঃ মণিবিশেষাঃ ইব অন্যেষাং তেজসা শক্ত্যা অভিভবাৎ ঘর্ষণাৎ তৎতেজঃ দহনসামর্থ্যম্ ইত্যর্থঃ, বমন্তি উদ্গিরন্তি প্রকাশয়ন্তি ; নিসর্গতঃ শীতলা অপি সূর্যকান্তাঃ সূর্যকিরণসম্পাতোযন্তাঃ সন্তঃ দহন্তি, অতঃ ঋষীণাম্ অভিভবঃ ন কার্যঃ। **উপমালংকারঃ**। অত্র বমধাতোর্বমনার্থাভাবাৎ তৎপ্রয়োগে ন গ্রাম্যদোষঃ প্রত্যুত গুণ এব যথাহ দণ্ডী,—"নিষ্ঠ্যূতোদ্গীর্ণবান্তাদি গৌণবৃত্তিব্যপাশ্রয়ম্। অতিসুন্দর-মন্যত্র গ্রাম্যকক্ষাং বিগাহতে ॥ ইতি। অনুরূপোক্তিঃ উত্তরচরিতে—

"ন তেজ স্তেজস্বী প্রসৃতমপরেষাং প্রসহতে
স তস্য স্বো ভাবঃ প্রকৃতিনিয়তত্বাদকৃতকঃ।
ময়ূখৈরশ্রান্তং তপতি যদি দেবো দিবাকরঃ
কিমাগ্নেয়ো গ্রাবা নিকৃত ইব তেজাংসি বমতি ॥"

বিদূষকঃ। (স্বগতম্) অনুচিতে তাপসকন্যারূপে বস্তুনি তে অভিলাষঃ ন যুক্তঃ ইতি তিরস্কারগর্ভবচনেন রাজানং নিবর্তয়িতুমিচ্ছতি।

রাজা। পরিহার্যে পরিহর্তুং যোগ্যে অনুচিতে ইত্যর্থঃ, মুনেঃ তৎ অপত্যং সুরযুবতীসম্ভবম্ উজ্ঝিতাধিগতম্, অতএব শিথিলিম্ অর্কস্যোপরি চ্যুতুং নবমল্লিকাকুসুমমিব, স্থিতমিতি শেষঃ।

মুনেঃ কণ্বস্য তৎ অপত্যং ন পতন্তি পিতরোঽনেন ইতি। কন্যারূপং সুরাণাং যুবতিঃ মেনকা নাম অপ্সরাঃ তস্যাঃ সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ যস্য তৎ তাদৃশম্ উজ্ঝিতম্ আদৌ ত্যক্তং পিতৃভ্যাং ততঃ অধিগতং কণ্বেন ইতি উজ্ঝিতাধি গতম্, অতএব শিথিলং বৃন্তাৎ শ্লথম্ অর্কস্য বৃক্ষবিশেষস্য উপরি চ্যুতং ভ্রষ্টং পতিতমিতি যাবৎ নবমল্লিকায়াঃ কুসুমমিব স্থিতমিতি শেষঃ। যথা নবমল্লিকা-কুসুমং বৃন্তচ্যুতং সৎ অর্কবৃক্ষস্য উপরি পতিতম্ অতত্ত্বজ্ঞেন অর্ককুসুমং মন্যতে দূরাদেব উগ্রত্বভিয়া পরিহ্রিয়তে চ, তথা ইয়ং শকুন্তলা মেনকাগর্ভসম্ভূতা মাত্রা ত্যক্তা কণ্বেন পালিতা তাপসকন্যা ইতি জ্ঞায়তে অতত্ত্বজ্ঞেন ভবতা মে পরিহার্যা ইতি মন্যতে চ। **উপমালংকারঃ।**

রাজা। বয়স্য বহুনা উক্তেন কিম্—শকুন্তলা বিধিনা বিধাত্রা চিত্রে আলেখ্যে নিবেশ্য সমর্প্য চিত্রয়িত্বা পরিকল্পিতঃ কৃতঃ সত্ত্বস্য অমুনা যোগঃ সম্বন্ধঃ যস্যাঃ সা তথাবিধা "দ্রব্যাসু ব্যবসায়েষু সত্ত্বমস্ত্রীষু জন্তুষু" ইত্যমরঃ।—"সত্ত্বং দ্রব্যে গুণে চিত্তে ব্যবসায়স্বভাবয়োঃ পিশাচাদৌ আত্মভাবে বলে প্রাণেষু জন্তুষু" ইতি হেমচন্দ্রঃ। প্রাগ্ ইয়ং চিত্রার্পিতা ততঃ জীবনসম্বন্ধং প্রাপিতা। অন্যাথা কথমীদৃশং রূপং সম্ভবতি। অথবা রূপাণাম্ উচ্চয়েন রাশিনা "সর্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন একস্থসৌন্দর্যদিদৃক্ষয়া এব" বিধাত্রা মনসা কৃতা নু। ইয়ং বিধাতুর্মানসী সৃষ্টিঃ অন্যথা ঈদৃশং মার্দবমাধুর্য্যাদিকং ন সম্ভবেৎ। কিঞ্চ ধাতুঃ বিভুত্বং নির্মাণনৈপুণ্যং তস্যাঃ বপুশ্চ লোকাতীতং সৌন্দর্য্যমিত্যর্থঃ অনুচিন্ত্য ইদং মে মনসি প্রতিভাতি যৎ সা অপরা অন্যা স্ত্রীরত্নসৃষ্টিঃ জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্ রত্নমিহ কথ্যতে। সেয়ং বিধাতুঃ সৃষ্টিঃ বিধাতৃবিহিতং রূপং নৈবং মনোরমমিতি ভাবঃ। উক্তং চ কবিনা উর্বশীরূপবর্ণনাবসরে—

"অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূৎ চন্দ্রো নু কান্তিপ্রদঃ
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো মাসো নু পুষ্পাকরঃ।
বেদাব্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো
নির্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ ॥"

নুশব্দঃ বিতর্কে আদ্যে অর্ধে সন্দেহালংকারঃ। উত্তরার্ধে কবিপ্রৌঢ়োক্তিসমুত্থাপিত-নিশ্চয়োত্তরঃ। উৎপ্রেক্ষালংকারঃ সম্ভাবনমথোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরেণ যৎ ইতি লক্ষণাৎ।

অনুচিন্ত্য স্থিতস্য মে ইতি অধ্যাহারেণ ব্যাখ্যেয়ঃ শ্লোকঃ। তথাহ্বে চিন্তযতেঃ তিষ্ঠতেঃ চ এককর্তৃকত্বনির্বাহঃ ॥

রাজা। অনাঘ্রাতং ন গৃহীতগন্ধং সদ্যঃ প্রস্ফুটিতং বৃন্তস্থিতমিত্যর্থঃ পুষ্পং কুসুমং, করে হস্তে রোহন্তি যে তে কররুহাঃ পুনর্ভবা নখা ইতি যাবৎ তৈঃ অলূনম্ অচ্ছিন্নং কিসলয়ং পল্লবং, ন আবিদ্ধম্ ইতি অনাবিদ্ধম্ অনাপ্তবেধদোষং, গাত্র-সংসর্গেণ অদূষিতমিতি তাৎপর্যম্ রত্নং, ন আস্বাদিতঃ রসো যস্য তৎ অনাস্বাদিত-রসঃ, তম্, নবং মধু, কিঞ্চ পুণ্যানাং সুকৃতানাম্ অখণ্ডম্ সমগ্রম্, অনুপভুক্তমিত্যর্থঃ ফলম্ ইব, অনঘম্ অপাপম্ দোষলেশশূন্যমিতি যাবৎ তৎ রূপং শকুন্তলাসৌন্দর্য্যং ভোক্তারং, যস্তস্যাঃ পতি র্ভূত্বা তদ্রূপমুপভোক্ষ্যতে তাদৃশং কং জনং বিধিঃ প্রজাপতিঃ ইহ জগতি সমুপস্থাস্যতি ঘটয়িষ্যতি, ন জানে। ঈদৃশস্য লোকোত্তর-সৌন্দর্যস্য অনুরূপো ভোক্তা জগতি প্রায়েণ ন দৃশ্যতে। পুণ্যোপচয়প্রবৃদ্ধসৌভাগ্য-শালিনঃ তাদৃশস্য পুরুষস্য দুর্লভত্বাৎ বিধাতা চিন্তানিমীলিতাক্ষঃ স্থাস্যতি ইত্যহং মন্যে ইত্যর্থঃ। মালোপমালংকারঃ। সর্বৈরেব উপমানৈঃ শকুন্তলারূপস্য, উপভোগা-ভাবহেতুকপাবিত্র্যজন্যলোভনীয়ত্বং দ্যোত্যতে। ফলমপি চ ইতি পাঠে মালারূপকা-লংকারঃ ॥

রাজা। স্বভাবাদেব তাপসকন্যা ন প্রগল্ভা লজ্জাশীলা ইত্যর্থঃ। তথাপি ময়ি অভিমুখে তস্যাঃ লোচনপথবর্তিনি সতি ঈক্ষিতং লোচনং সংহৃতম্ অন্যতঃ প্রেরিতং তয়া ইতি শেষঃ। অন্যৎ নিমিত্তং কারণং তেন কৃতঃ জনিতঃ উৎপত্তিঃ যস্য তৎ যথা তথা (ক্রিয়াবিশেষণমেতৎ) হসিতং হাস্যং কৃতম্। অতঃ তয়া শকুন্তলয়া বিনয়েন শীলেন লজ্জয়া ইত্যর্থঃ বারিতা নিষিদ্ধা বৃত্তিঃ প্রসরঃ যস্য সঃ মদনঃ মন্মথভাবঃ মাং প্রতি অনুরাগঃ ইত্যর্থঃ ন বিবৃতঃ ন প্রকটীকৃতঃ ন চ সংবৃতঃ গুপ্তঃ মাং প্রতি তস্যাঃ অনুরাগঃ উহনযোগ্যঃ কৃতঃ ন তু সুষ্ঠু ব্যক্তীকৃতঃ ইত্যর্থঃ। দ্রুতবিলম্বিতবৃত্তম্, তল্লক্ষণং দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরৌ।

রাজা। মিথঃ প্রস্থানে পরস্পরং প্রস্থানসময়ে শালীনতয়া লজ্জাশীলতয়া অপি তয়া শকুন্তলয়া ময়ি ভাবঃ অনরাগঃ কামং সম্যক্ আবিষ্কৃতঃ প্রকটিতঃ। তন্বঙ্গী সা শকুন্তলা কতিচিদেব পদানি গত্বা দর্ভস্য কুশস্য অঙ্কুরঃ তেন ইতি দর্ভাঙ্কুরেণ, অভিনবকুশসূচ্যা মে চরণঃ আঙিঘ্রঃ ক্ষতঃ বিদ্ধঃ ইতি উক্ত্বা ইত্যর্থঃ অকাণ্ডে অনবসরে স্থিতা গমনাৎ বিরতা। দ্রুমাণাং কুরবকবৃক্ষাণাং শাখাসু বিটপেষু অসক্তম্ অলগ্নমপি বল্কলম্ উত্তরীয়ভূতাং তরুত্বচং বিমোচয়ন্তী বিবৃত্তং পরাবৃত্তং বদনম্ আননং যস্যাঃ সা বিবৃত্তবদনা তথাভূতা আসীৎ। মাং বিলোকয়িতুং ছলমাশ্রিত্য বিলম্বং কৃতবতী এতেনৈব তস্যাঃ ভাবঃ সম্যক্ বিবৃত ইতি তাৎপর্যম্ ॥

রাজা। পরিজ্ঞাতঃ মম রাজভাবঃ তপস্বিভিরবগতঃ। কেন অপদেশেন ব্যাজেন ছলেন ইতি যাবৎ প্রকৃত্যাদিভ্যশ্চ ইতি তৃতীয়া, সকৃৎ একবারমপি আশ্রমে বসামঃ গচ্ছামঃ ইত্যর্থঃ। বিদূষকঃ। "**ষষ্ঠাষ্টমাভ্যাং ঞ চ**" চকারাদন্ অতএব ভাগার্থে বর্তমানস্য অস্য অপুরণার্থত্বাৎ পূরণগুণেত্যাদিনা ষষ্ঠীসমাস-প্রতিষেধঃ ন ভবতি। নীবারস্য ষষ্ঠঃ ভাগঃ ইতি বিগ্রহঃ নীবারষষ্ঠভাগঃ তম্।

রাজা। মূর্খ, এতেষাম্ ঋষীণাং রক্ষণে পালনে অন্যৎ ভাগধেয়ং নীবারষষ্ঠ-ভাগাদন্যঃ অংশঃ নিপততি সমুদ্ভবতি, যৎ রত্নানাং রাশীন্ সমূহান্ বিহায় পরিত্যজ্য অভিনন্দ্য সাদরং গৃহীতব্যম্। অত্র ভাগধেয়শব্দস্য পুংসি প্রয়োগঃ সাধুঃ। ভাগ্যার্থে ভাগধেয়শব্দস্য ক্লীবত্বম্ আভিধানিকানাং সম্মতম্। তথাচ মেদিনী "ভাগধেয়ং মতং ভাগ্যে ভাগপ্রত্যায়য়োঃ পুমান্"। অমরশ্চ দৈবং দিষ্টং ভাগধেয়ং ভাগ্যং স্ত্রী নিয়তিঃ বিধিঃ। ভাগধেয়ঃ করো বলিঃ। ভাগশব্দাৎ স্বার্থে ধেয়চ্, স্বার্থিকাঃ প্রকৃতের্লিঙ্গবচনান্যতিবর্তন্তে ইতি ক্লীবত্বম্ কথঞ্চিদভ্যুপেতব্যম্ ভাগরূপনামভ্যঃ ধেয়ঃ যদ্বা অন্যদ্ ভাগধেয়ম্ অপূর্বপুণ্যরূপং শুভাবহং দৈবং নিপততি অর্জিতং ভবতি ইতি ব্যাখ্যেয়ম্।

নৃপাণাং বর্ণেভ্যঃ বিষয়বাসিভ্যঃ ব্রাহ্মণাদিবর্ণেভ্যঃ যৎ ফলং লাভঃ ফলং হেতুকৃতে জাতীফলে ফলকশস্যয়োঃ। ত্রিফলায়াং চ কল্লোলে শস্ত্রাগ্রে ব্যষ্টিলাভয়োঃ ইতি হৈমঃ, উক্তিষ্ঠতি তৎ ক্ষয়ি নশ্বরম্। বর্ণচতুষ্টয়স্য পালনেন রাজা ষষ্ঠাংশরূপং যৎ ধনং লভতে তৎ নশ্বরম্ খলু। অরণ্যে নিবসন্তি যে তে আরণ্যকাঃ মুনয়ঃ অরণ্যান্ মনুষ্য ইতি অরণ্যশব্দাৎ বুঞ্ অক্ষয্যং ক্ষেতুম্ অশক্যম্ ইতি "ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে" যৎপ্রত্যয়েন নিপাতিতম্ তপসঃ ষড়্ভাগং ষষ্ঠভাগমিত্যর্থঃ, নঃ অস্মভ্যং দদতি প্রযচ্ছন্তি, পুণ্যস্য নিধনে অপি অনুগমনাৎ অক্ষয্যত্বমাপেক্ষিকমিত্যনুসন্ধেয়ম্। ব্যতিরেকালংকারঃ।

প্রথমঃ। অমুনা দুষ্যন্তেন অপি যথা মুনিভিঃ তথা ইতি অপেরর্থঃ সর্বেষাং ভোগ্যে উপজীব্যে আশ্রয়স্বরূপে ইত্যর্থঃ। আশ্রমে গৃহস্থাশ্রমে বসতিঃ বাসঃ অধ্যাক্রান্তা অবলম্বিতা। মুনীনামপি আশ্রমাঃ সর্বেষাম্ আশ্রয়ভূতা। অয়ং রাজা অপি রক্ষায়াঃ যোগাৎ পালনাৎ প্রত্যহং প্রতিদিনং তপঃ সঞ্চিনোতি অর্জয়তি ষষ্ঠাংশরূপমিতি ভাবঃ। তথাচ মুনঃ—যদধীতে যদ্যজতে যদ্দদাতি যদর্চতি তস্য ষড়্ভাগভাগ্ রাজা সম্যগ্ ভবতি রক্ষণাৎ। বশিনঃ জিতেন্দ্রিয়স্য অস্যাপি চারয়ন্তি প্রসারয়ন্তি কীর্তিমিতি চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ বৈতালিকাঃ ইতি যাবৎ তেষাং দ্বন্দ্বানি যুগলানি তৈঃ গীতঃ কেবলং রাজা ইতি পূর্বে যস্য সঃ রাজপূর্বঃ রাজোপপদঃ পুণ্যঃ পবিত্রঃ মুনিরিতি শব্দঃ মুহুঃ প্রতিক্ষণম্ ইত্যর্থঃ দ্যাং দিবম্ আকাশং স্পৃশতি। মুনীনাম্ আশ্রমাঃ যথা সর্বোষাম্ অতিথীনাং মৃগপক্ষ্যাদীনাং চ আশ্রয়ভূতাঃ ক্ষেমংকরাশ্চ, যথাচ তে প্রত্যহং তপস্তপ্যন্তে, ঋষিরিতি পবিত্রনাম চ দধতে তথা অনেন পরিগৃহীতো দ্বিতীয়ঃ- আশ্রমঃ সর্বেষামুপজীব্যঃ কল্যাণকরশ্চ অয়মপি প্রতিদিনং তপঃষড়্ভাগেন যুজ্যতে, কিঞ্চ রাজর্ষিরিতি পুণ্যং নাম বিভর্তি, সর্বথা ঋষিতুল্যোঽয়মিতি ভাবঃ ॥

দ্বিতীয়ঃ। তেনহি—নগরস্য পরিঘঃ পুরদ্বারার্গল ইব প্রাংশুঃ বাহুঃ যস্য সঃ, নগরপরিঘ-প্রাংশুবাহুঃ অতিদীর্ঘবাহুঃ অয়ম্ একঃ অদ্বিতীয়ঃ অন্যস্য সাহায্যমন্তরেণ ইত্যর্থঃ, উদকানি ধীয়ন্তে এষু ইতি উদধয়ঃ সমুদ্রাঃ এব শ্যামা সীমা প্রান্তভাগঃ যস্যাঃ তাঃ সমুদ্রৈঃ শ্যামা সীমা যস্যাঃ তাম্ ইতি কেচিৎ। কৃৎস্নাং সমগ্রাং ধরিত্রীং পৃথিবীং ভুনক্তি, অবতি, পালয়তি ইতি যাবৎ ('ভুজোহনবনে" ইত্যস্য প্রত্যুদাহরণমেতৎ) ইতি যৎ এতৎ ন চিত্রং বিস্ময়করং ন। কুতঃ এতদুচ্যতে ইত্যত আহ হি যস্মাৎ দিতেঃ অপত্যানি পুমাংসঃ দৈত্যাঃ তৈঃ সহ সক্তং বৈরং শত্রুতা যেষাং তে সক্তবৈরাঃ নিত্যপ্রসক্ত-বীরভাবাঃ সুরাঃ দেবাঃ সমিতিষু সংগ্রামেষু অস্য রাজ্ঞঃ, অধিজ্যে আরোপিতমৌর্বীকে ধনুষি, পুরূণি বহূনি হূতানি নামানি যস্য সঃ পুরুহূতঃ ইন্দ্রঃ তস্য ইদম্ ইতি পৌরুহূতং তস্মিন্ ঐন্দ্রে বজ্রে চ বিজয়ং সমরজয়ম্ আশংসন্তে প্রার্থয়ন্তে প্রার্থনায়াম্ আঙ্‌পূর্বঃ শংসিরাত্মনেপদী। মহাবীরো য়মিতি ভাবঃ বজ্রধনুষোঃ সমুচ্চিতত্বাৎ সমুচ্চয়াহ-লংকারঃ ইতি যদ্ রাঘবভট্টেন উক্তম্ তচ্চিন্ত্যম্ এতে হি গুণক্রিয়াযোগপদো সমুচ্চয়-প্রকারা নিয়মেন কার্যকারণকালনিয়মবিপর্যয়রূপা অতিশয়োক্তিমূলাঃ, দীপকস্য চাতিশয়োক্তিমূলত্বাভাবঃ। দৌষ্যন্তে চাপে, ঐন্দ্রে বজ্রে চ বিজয়কামনা পুরাণাদনু-গতত্বাৎ ন কবিপ্রতিভামূলাতিশয়োক্তিসমুত্থাপিতা, অতএব প্রস্তুতা-প্রস্তুতয়োঃ একধর্মাভিসম্বন্ধাৎ দীপকালংকারঃ। মন্দাক্রান্তাবৃত্তম্, তল্লক্ষণং—মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসন-গৈর্মোভনৌ গৌ যযুগ্মম্ ॥

উভৌ। (সহর্ষম্) পূর্বেষাং পুরুবংশীয়ানাম্ অনুকারিণি সদৃশে ত্বয়ি ইদম্ অস্মৎ-প্রার্থনাপরিপূরণং যুক্তরূপম্ অতিশয়েন যুক্তম্। পৌরবাঃ পুরোঃ বংশভবাঃ আপন্নানাম্ অভয়মেব সত্রাণি যজ্ঞাঃ সত্রমাচ্ছাদনে যজ্ঞে সদা দানে বনেহপি চেত্যমরঃ, তেষু আপন্নাভয়সত্রেষু বিপন্নেভ্যঃ অভয়দানরূপেষু যজ্ঞেষু দীক্ষিতাঃ কৃতদীক্ষাঃ নিরতা ইত্যর্থঃ ॥

রাজা—পদস্য পশ্চাদিতি অনুপদম্ পশ্চাদর্থে অব্যয়ীভাবঃ, অন্বক্ পশ্চাদিত্যর্থঃ আগত এব। অত্র আশংসায়াং ভূতবচ্চ ইতি ভাবিনি ভূতস্য (ক্তপ্রত্যয়স্য) প্রয়োগঃ। রাজা—শকুন্তলায়াঃ দর্শনে কুতূহলম্ ঔৎসুক্যমস্তি কিম্, অপি প্রশ্নে, রম্যবস্তুসমালোকে লোলতা স্যাৎ কুতূহলম্। বিদূষকঃ—পরিবাহেণ ওঘেন পূরেণেতি যাবৎ সহ ইতি সপরিবাহম্ আসীৎ পয়ঃপূর ইব মমৌৎসুক্যম্ উচ্ছলিতমভূৎ। অধুনা রাক্ষসানাম্ উদন্তং শ্রুত্বা বিন্দুরপি ন বর্ততে, সর্বমেব ঔৎসুক্যং বিলয়ং গতম্ ॥

করভকঃ। পারণাব্রতান্তভোজনম্ প্রবৃত্তা পারণা যস্য সঃ প্রবৃত্তপারণঃ। চতুর্থে দিবসে ব্রতোদ্‌যাপনং ভবিষ্যতি, তস্মিন্ দিনে বৎসেনাত্র উপস্থাতব্যমিতি অর্থঃ। রাজা। একতঃ তপস্বিনাং যজ্ঞরক্ষণম্ অপরতঃ মাতুঃ আজ্ঞা, দ্বয়মপি লঙ্ঘয়িতুং অশক্যম্, দ্বয়ং চ সমং সম্পাদয়িতুং ন শক্যতে তদত্র কিং কর্তব্যম্।

বিদূষকঃ। সূর্যবংশীয়ো নরপতিঃ ত্রিশঙ্কুঃ সশরীরং স্বর্গং গমিষ্যামি ইতি কৃতসংকল্পঃ ক্রতবে বশিষ্ঠং বব্রে। তেন চ শপ্তশ্চণ্ডালত্বম্ অগমৎ। চণ্ডালদশায়াং বিশ্বামিত্রেণ অনুষ্ঠিতসত্রস্তৎপ্রভাবেণ স্বর্গমারোঢুমুপচক্রমে। অত্রান্তরে দিবস্পতিনা, রে গুরুশাপহত। ন তে স্বর্গে স্থানমিতি নিষিদ্ধোঽবাঙ্‌মুখঃ পতিতুম্ আরব্ধঃ বিশ্বামিত্রেণ আগত্য তিষ্ঠ ইত্যুক্তঃ অন্তরালে স্থিতঃ ইতি পৌরাণিকী কথা। ত্রিষু অবয়বেষু শঙ্কুরিব ইতি ব্যুৎপত্তিঃ।

রাজা। সত্যম্ অনাকুলঃ আকুলঃ ভূতঃ ইতি আকুলীভূতঃ কর্তব্যমবধারয়িতুং নালম্। কৃত্যয়োঃ কার্যয়োঃ তপস্বিকার্যস্য মাতৃকার্যস্য চ ভিন্নঃ পৃথক্ দেশঃ যযোঃ তে ভিন্নদেশে তয়োঃ ভাবঃ ভিন্নদেশত্বম্ তস্মাৎ, সমকালং পৃথক্‌দেশ-সম্পাদ্যত্বাৎ মনঃ চিত্তং পুরঃ অগ্রে শৈলে পর্বতে প্রতিহতং নিরুদ্ধগতি স্রোতসা বহতি যা সা স্রোতোবট্ (বহেঃ ক্বিপ্), তস্যাঃ স্রোতোবহঃ নদ্যাঃ স্রোতঃ যথা প্রবাহ ইব অদ্বৈধং দ্বৈধং ভবতি ইতি দ্বৈধীভবতি, কর্তব্যানবধারণাদনবস্থিতং মে চেতঃ **উপমালংকারঃ।**

রাজা। (আত্মগতম) অযং ব্রাহ্মণকুমারঃ চঞ্চলঃ শকুন্তলাগতং মম অভিলাষং মম পত্নীভ্যঃ কদাচিদ্ বদেৎ, অতোঽহমেনমিদং বক্ষ্যে। (বিদূষকং হস্তে গৃহীত্বা) বয়স্য ঋষিষু ভক্তিবশাৎ তেষাং কার্যং সাধয়িতুম্ অহং তপোবনং গচ্ছামি ন তু শকুন্তলা-দর্শনলোভাৎ যতঃ তত্ত্বতঃ তস্যাং মে অনুবক্তিঃ নাস্তি। কিং তর্হি ত্বয়া যৎ পূর্বং কথিতং তন্মিথ্যা ইত্যাশঙ্ক্য আহ পশ্যেতি।

ক্ব বং মাদৃশাঃ বিষয়াসক্তচেতসঃ পুরুষাঃ ক্ব, পরোক্ষঃ ইন্দ্রিয়াণামগোচরঃ মন্মথঃ কন্দর্পভাবঃ, যস্য স তথোক্তঃ, ন কদাপি অনুভূতমন্মথবিকারঃ, মৃগাণাং হরিণানাং শাবৈঃ শিশুভিঃ সমম্ এধিতঃ বৃদ্ধিং গতঃ জনঃ শকুন্তলারূপঃ ক্ব। এতদুভয়ং ন সংঘটতে ইত্যনয়োর্মহদন্তরং ক্ব-দ্বয়েন সূচ্যতে। হে সখে! পরিহাসে নর্মণি বিজল্পিতং কথিতং নর্মচ্ছলেন উক্তং বচঃ পরমার্থতঃ তত্ত্বতঃ ন গৃহ্যতাম্। পরিহাসোক্তং বাক্য সত্যং মাবগচ্ছ। আদ্যে অর্ধে বিষমালংকারভেদঃ - বিরূপয়োঃ সংঘটনা যা চ তদ্বিষমং মতম্। "অক্ষ্ণঃ পরমিতি বিগ্রহে সমাসান্তবিধানসামর্থ্যাৎ অব্যয়ীভাবঃ নিপাতনাৎ পরস্য ওকারাদেশঃ।" (প্রতিপরসমনুভ্যোঽক্ষ্ণঃ) পরোক্ষমস্যাস্তীতি ("অর্শ আদিভ্যঃ অচ্" ইতি অচ্), এধ বৃদ্ধৌ ইতি ধাতোঃ কর্তরি ক্তঃ এধিতঃ এধ লট্ এধতে, লিট্ এধাঞ্চক্রে, লুঙ্ ঐধিষ্ট। পরমার্থেন ইত্যত্র প্রকৃত্যাদিভ্যশ্চ ইতি তৃতীয়া।

"ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥" (মহাভারতম্)

বিদূষকঃ। অথ কিম্? (নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)।

॥ দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

॥ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ॥

॥ তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

[ততঃ প্রবিশতি কুশানাদায় যজমানশিষ্যঃ]

শিষ্যঃ—অহো মহানুভাবঃ পার্থিবো দুষ্যন্তঃ। প্রবিষ্টমাত্র এবাশ্রমং তত্র ভবতি রাজনি নিরুপদ্রবাণি নঃ কর্মাণি প্রবৃত্তানি ভবন্তি।

কা কথা বাণসন্ধানে জ্যাশব্দেনৈব দূরতঃ।
হুঙ্কারেণেব ধনুষঃ স হি বিঘ্নানপোহতি ॥ ১ ॥

যাবদিমান্ বেদিসংস্তরণার্থং দর্ভান্ ঋত্বিগ্‌ভ্য উপনয়ামি। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ, আকাশে) প্রিয়ংবদে, কস্যেদমুশীরানুলেপনং মৃণালবন্তি চ নলিনীপত্রাণি নীয়ন্তে। (শ্রুতিমভিনীয়) কিং ব্রবীষি? আতপলঙ্ঘনাদ্বলবদস্বস্থা শকুন্তলা, তস্যাঃ শরীরনির্বাপণায় ইতি? তর্হি ত্বরিতং গম্যতাম্। সা খলু ভগবতঃ কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্। অহমপি তাবদ্ বৈতানিকং শান্ত্যুদকমস্যৈ গৌতমীহস্তে বিসর্জয়িষ্যামি। (নিষ্ক্রান্তঃ)

॥ বিষ্কম্ভকঃ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—তৃতীয়ঃ + অঙ্কঃ, কুশান্ + আদায়, প্রবিষ্টমাত্রে + এব + আশ্রমম্, জ্যাশব্দেন + এব, হুঙ্কারেণ + এব, বিঘ্নান্ + অপোহতি, কস্য + ইদম্ + উশীরানুলেপনম্, আতপলঙ্ঘনাৎ + বলবদস্বস্থা, শান্তি + উদকম্ + অস্যৈ, কুলপতেঃ + উচ্ছ্বসিতম্, যাবৎ + ইমান্ ।

অন্বয়—বাণসন্ধানে কা কথা । স হি দূরতঃ জ্যাশব্দেনৈব ধনুষঃ হুঙ্কারেণেব বিঘ্নান্ অপোহতি।

বাঙলা শব্দার্থ—ততঃ (তারপর) যজমানশিষ্যঃ ([illegible]) কুশানাদায় (কুশতৃণ নিয়ে) প্রবিশতি (প্রবেশ করলেন), শিষ্যঃ—অহো (আহা) মহানুভাবঃ (মহাপ্রভাবশালী) পার্থিবঃ (রাজা) দুষ্যন্তঃ (দুষ্যন্ত)। তত্রভবতি রাজনি (সেই মহারাজ দুষ্যন্ত) আশ্রমং প্রবিষ্টমাত্রে এব (তপোবনে প্রবেশ করা মাত্রই) নঃ কর্মাণি (আমাদের যাগযজ্ঞাদি কাজকর্ম) নিরুপদ্রবাণি প্রবৃত্তানি ভবন্তি (নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল)। বাণসন্ধানে কা কথা

(ধনুকে বাণ যোজনার কথায় কাজ কি।) স হি (তিনি) দূরতঃ (দূর থেকে) ধনুষঃ জ্যাশব্দেন এব (ধনুকের টঙ্কারেই) হুঙ্কারেণ ইব (যেন হুঙ্কার দিয়েই) বিঘ্নান্ (বিঘ্নসমূহ) অপোহতি (অপসারণ করেছেন)।

যাবৎ (যাই) ইমান্ দর্ভান্ (এই কুশসমূহ) বেদিসংস্তরণার্থং (যজ্ঞবেদী আচ্ছাদনের জন্য) ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ (যজ্ঞসম্পাদনকারী ঋত্বিগ্‌দের) উপনয়ামি (দিয়ে আসি)। [পরিক্রম্য অবলোক্য চ—পরিক্রমণ ও অবলোকন করে, আকাশে—অলক্ষ্যে কোন চরিত্রের উপস্থিতি কল্পনা করে নিয়ে, সেদিকে তাকিয়ে] প্রিয়ংবদে (প্রিয়ংবদা) কস্য (কার জন্য) ইদম্ (এই) উশীরানুলেপনম্ (বেণা-মূলের প্রলেপ) মৃণালবন্তি চ [illegible] (মৃণালসহ পদ্মপত্র) নীয়ন্তে (নিয়ে যাচ্ছ)?[শ্রুতিম্ অভিনীয়—কিছু যেন শুনতে পেয়েছেন এরূপ অভিনয় করে] কিং ব্রবীষি (কি বললে)? আতপলঙ্ঘনাৎ (রৌদ্রতাপে আক্রান্ত হয়ে) বলবদস্বস্থা শকুন্তলা (শকুন্তলা অত্যধিক পীড়িতা), তস্যাঃ (তাঁর) শরীরনির্বাপণায় ইতি (দেহ শীতল করবাব জন্য এগুলি নিয়ে যাচ্ছি)। তর্হি (তাহলে) ত্বরিতং গম্যতাম্ (শীঘ্র যাও)। সা খলু (সে অর্থাৎ শকুন্তলা) ভগবতঃ কণ্বস্য কুলপতেঃ (শ্রদ্ধাভাজন কুলপতি কণ্বের) উচ্ছ্বসিতম্ (প্রাণস্বরূপ)। অহম্ অপি তাবৎ (আমিও) অস্যৈ (এর জন্য) গৌতমীহস্তে (গৌতমীর হাতে) বৈতানিকং (যজ্ঞীয়) শান্ত্যুদকম্ (শান্তিবারি) বিসর্জয়ামি (পাঠিয়ে দিচ্ছি)।

(নিষ্ক্রান্তঃ—প্রস্থান করল)

(বিষ্কম্ভকঃ)

(এখানেই বিষ্কম্ভক সমাপ্ত)

বঙ্গানুবাদ—(তারপর যজমানশিষ্য কুশতৃণ নিয়ে প্রবেশ করলেন)

শিষ্য—আহা! মহাপ্রভাবশালী রাজা দুয্যন্ত। তিনি তপোবনে প্রবেশ করা মাত্রই আমাদের যাগযজ্ঞাদি কর্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। ধনুকে বাণ যোজনার কথায় কাজ কি? তিনি দূর থেকেই ধনুকের টঙ্কারের মাধ্যমে যেন হুঙ্কার দিয়েই বিঘ্নসমূহ অপসারণ করেছেন ॥ ১ ॥

যজ্ঞবেদী আচ্ছাদনের জন্য এই কুশসমূহ যজ্ঞসম্পাদনকারী ঋত্বিকগণকে গিয়ে দিয়ে আসি। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করে, আকাশে)—প্রিয়ংবদা, কার জন্য মৃণালসহ পদ্মপত্র ও বেণামূলের প্রলেপ নিয়ে যাচ্ছ? (দূর থেকে উত্তর শুনতে পেয়েছে—এরূপ অভিনয় করে) কি বললে? রৌদ্রতাপে আক্রান্ত হয়ে শকুন্তলা অত্যধিক পীড়িতা, তাঁর দেহ শীতল করবার জন্য এগুলি নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে শীঘ্র যাও, শকুন্তলা শ্রদ্ধাভাজন কুলপতি কণ্বের প্রাণস্বরূপ। আমিও তার জন্য গৌতমীর হস্তে শান্তিবারি পাঠিয়ে দিচ্ছি

মনোরমা—মহানুভাবঃ—অনুগতঃ ভাবঃ = অনুভাবঃ, প্রাদিতৎপুরুষঃ, মহান্ অনুভাবঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহিঃ। আদায়—আ-দা + ল্যপ্, যজমানশিষ্যঃ—যজমানস্য শিষ্যঃ, ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। প্রবিষ্টমাত্রে—প্রবিষ্ট এব ইতি প্রবিষ্টমাত্রম্, ময়রব্যংসকাদিবৎ নিত্যসমাসঃ। নিরুপদ্রবাণি—নিরস্তাঃ উপদ্রবাঃ যেষাং তানি বহুব্রীহিঃ। দূরতঃ—দূর + তসিল্ পঞ্চম্যর্থে। অপোহতি—অপ্-উহ্ + লট্—প্রথমপুরুষ একবচন। 'উহ্' ধাতু আত্মনেপদী কিন্তু "উপসর্গাদস্যত্যূহ্যোর্বা"—এ সূত্র অনুসারে পরস্মৈপদী। আতপলঙ্ঘনাৎ—আতপস্য লঙ্ঘনম্ আতপ-লঙ্ঘনম্, ষষ্ঠীতৎ, তস্মাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। মৃণালবন্তি—মৃণাল + মতুপ্ প্রথমা, বহুবচন। বৈতানিকম্—বি-তন্ + ঘঞ্ কর্মণি = বিতানঃ, বিতান + ঠঞ্ = বৈতানিকম্। উচ্ছ্বসিতম্—উৎ-শ্বস্ + ক্ত ভাবে। শান্ত্যুদকম্—শান্ত্যর্থম্ উদকম্, শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী সমাসঃ। অস্যৈ—"কর্মণা যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্' ইতি সম্প্রদানে চতুর্থী।

আলোচনা :

(ক) সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন যে, যা অংকসমূহে দেখান সম্ভব নয়, অথচ যা' বলার আবশ্যকতা আছে, নীরস বলে যা' মঞ্চে প্রদর্শনের যোগ্য নয়, অথচ যা' দর্শকদের অগোচরে থাকলে তাদের নাট্যবস্তুবোধের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হবে, তা' বর্ষব্যাপী বা দুদিনব্যাপী হোক, বা এদের অতিরিক্ত বা বিস্তারিত কোন কথা হোক, পণ্ডিতগণ তা' অর্থোপক্ষেপকের মাধ্যমে সূচিত করবেন। অতীত ও ভাবী ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে এই অর্থোপক্ষেপক। অর্থোপক্ষেপক পাঁচ প্রকার, যথা—বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অংকাবতার ও অংকমুখ। বিশ্বনাথ বিষ্কম্ভকের সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলেন,—"বৃত্তবর্তিষ্যমানানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ/সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদৌ অংকস্য দর্শিতঃ/ মধ্যেন মধ্যমাভ্যাং বা পাত্রাভ্যাং সম্প্রযোজিতঃ/শুদ্ধঃ স্যাৎ, স তু সংকীর্ণঃ নীচমধ্যমপ্রযোজিতঃ/" সাহিত্যদর্পণ ৬/ অর্থাৎ যা' ভূত ও ভবিষ্যৎ কথাংশের নিদর্শক, সংক্ষিপ্তার্থ, ও অংকের প্রথমে প্রযুক্ত হয়, তাই বিষ্কম্ভক। একজন বা দুজন মধ্যম শ্রেণীর অংশগ্রহণ করলে তা' হয় শুদ্ধ বিষ্কম্ভক, এবং নীচ ও মধ্যম দু'জন পাত্র অংশ গ্রহণ করলে সংকীর্ণ বিষ্কম্ভক হয়।

উক্ত বিষ্কম্ভকটি অর্থাৎ "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের তৃতীয় অংকের পূর্বে যুক্ত বিষ্কম্ভকটি শুদ্ধ বিষ্কম্ভক, কেননা এখানে মহর্ষি কণ্বের একজন মাত্র শিষ্য, অর্থাৎ মধ্যম শ্রেণীর পাত্র অংশগ্রহণ করেছে। এ বিষ্কম্ভক থেকে সহৃদয় সামাজিকেরা জানতে পারেন যে, মহানুভব পার্থিব দুষ্যন্ত আশ্রমে প্রবেশ করে ধনুকে জ্যারোপণ করামাত্রই তার টংকার শুনেই যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসেরা পলায়ন করেছে। তাঁরা আরও জানতে পারেন যে,

শকুন্তলা আতপপীড়িতা হয়ে গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় তার সখীদ্বয় অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা উশীরানুলেপন, মৃণাল, পদ্মপত্র প্রভৃতি তাপনিবারক উপকরণসমূহ নিয়ে যাচ্ছে। শিষ্যের মুখে আরো জানা গেল যে, শকুন্তলা কুলপতি কণ্বের প্রাণস্বরূপ, এবং শিষ্য গৌতমীর হস্তে শকুন্তলার জন্য শান্তিবারি পাঠিয়ে দিচ্ছে ॥

(খ) আকাশে—এইটি নাট্যশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। মঞ্চের উপর আর কোন চরিত্র না থাকলেও কোন একটি চরিত্রেব কথা শোনার ভাণ করে যদি মঞ্চে উপস্থিত একজন পাত্র "কিং ব্রবীষি" (কি বল্ছ) এরকম বলে অশ্রুত প্রশ্নের উত্তর দেয়, তাকে বলে "আকাশভাষিত"। ধনঞ্জয়কৃত দশরূপকে এর সংজ্ঞানিরূপণ করে বলা হয়েছে,—"কিং ব্রবীষ্যেবমিত্যাদি বিনা পাত্রং ব্রবীতি যৎ। শ্রুত্বেবানুক্তমপ্যেকস্তৎ স্যাদাকাশভাষিতম্ ॥

(গ) **ঋত্বিক্ কাকে বলে?**

ঋতৌ ঋতৌ যজতি ইতি ঋতু + যজ্ + ক্বিন্ = ঋত্বিক্ (নিপাতনে)। যিনি শাস্ত্রবিহিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাঁকে বলে ঋত্বিগ্। মনুসংহিতা ধর্মশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঋত্বিক্-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলা হয়েছে,—"অগ্ন্যাধেয়ং পাকযজ্ঞান্ অগ্নিষ্টোমাদিকান্ মখান্। যঃ করোতি বৃতো যস্য স তস্য ঋত্বিগ্ ইহোচ্যতে ॥ (২/১৪৩(অর্থাৎ যিনি বৃত হয়ে যাঁর অগ্নিস্থাপন কর্ম, অন্বষ্টকাদি পাকযজ্ঞ ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞকর্ম নিষ্পন্ন করে থাকেন, তাঁকে তাঁর ঋত্বিক্ বলে।

(ঘ) বিষ্কম্ভক থেকে প্রথমে জানা গেল শকুন্তলা আতপলঙ্ঘন জন্য বলবদস্বস্থা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনসূয়া, প্রিয়ংবদা এবং রাজার কথা থেকে প্রকাশ পেল যে, শকুন্তলার কাময়মান অবস্থা, এইটি মদনদোষজনিত। দুষ্যন্তের অবস্থাও অনুরূপ। পরস্পরের প্রথম দর্শন থেকেই দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার মনে প্রণয়সঞ্চার হয়েছে। এ প্রণয়কামনা দুজনকেই আতুর করে তুলেছে। উভয়েই লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ ইত্যাদির তাপে সন্তপ্ত। উশীর, মৃণাল, পদ্মপত্র, চন্দন বিলেপন, বীজন ইত্যাদি তাপ-উপশমের বিবিধ উপকরণ প্রয়োগ করেও শকুন্তলার তাপ দূরীকরণে প্রিয়সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা ব্যর্থ।

মহাকবি বাণভট্ট রচিত 'কাদম্বরী' কথাকাব্যেও মহাশ্বেতার প্রতি নিবিড় অনুরাগাকৃষ্ট পুণ্ডরীকের মদনতাপ উপশমের জন্য পুণ্ডরীকের বন্ধু কপিঞ্জলও যে নানাপ্রকার তাপনিবারক উপকরণ প্রয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় উদ্ধৃত এ অংশে,—"তৎপ্রাণপরিরক্ষণেঽপি তাবদস্য যত্নমাচরামি ইতি কৃতমতিরুত্থায়

গত্বা তস্মাৎ সরসঃ সরসা মৃণালিকাঃ সমুদ্ধৃত্য কমলিনীপলাশানি জললবলাঞ্ছিতান্যাদায় গর্ভধূলিকষায়পরিমলমনোহরাণি চ কুমুদকুবলয়কমলানি গৃহীত্বাগত্য তস্মিন্নেব লতাগৃহশিলাতলে শয়নমস্যাকল্পয়ম্। তত্র চ সুখনিষণ্ণস্য প্রত্যাসন্নবর্তিনাং চন্দনবিটপিনাং মৃদূনি কিসলয়ানি.........নাস্তি খলু অসাধ্যং নাম ভগবতঃ মনোভুবঃ।" (কাদম্বরী—পুণ্ডরীকসন্তাপশান্তিচেষ্টা)।

আচার্য দণ্ডীবিরচিত "দশকুমারচরিতম্" গদ্যকাব্যে বালচন্দ্রিকার মুখে মগধরাজপুত্র রাজবাহনের পরিচয় জেনে মালবরাজকন্যা অবন্তিসুন্দরীও এমন মদনপীড়িতা হলেন যে তার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। "তত্র তথাবিধামবস্থামনুভবন্তীং মন্মথানলসন্তপ্তাং সুকুমারীং কুমারীং.........সন্তাপহরণানি বহূনি সম্পাদ্য তস্যাঃ শরীরমশিশিরং।" (দশকুমারচরিত—পঞ্চমোচ্ছ্বাস)।—সেই সময় মদনানলসন্তপ্তা কোমলাঙ্গী অবন্তিসুন্দরীকে সেরূপ অবস্থা অনুভব করতে দেখে, সখীগণ দুঃখিত হয়ে তার জন্য সুবর্ণকলসে চন্দন, বেণার মূল, ও কর্পূরমিশ্রিত স্নানীয় জল, মৃণালসূত্রনির্মিত বস্ত্র, এবং পদ্মপত্র নির্মিত ব্যজন প্রভৃতি বহুতর সন্তাপহারী দ্রব্য সংগ্রহ করে অবন্তিসুন্দরীর শরীর শীতল করে দিতে লাগল ॥

(ততঃ প্রবিশতি কাময়মানাবস্থো রাজা)

রাজা—(নিঃশ্বস্য)

জানে তপসো বীর্যং সা বালা পরবতীতি মে বিদিতম্।
অলমস্মি ততো হৃদয়ং তথাপি নেদং নিবর্তয়িতুম্ ॥ ২ ॥

(মদনবাধাং নিরূপ্য) ভগবন্ কুসুমায়ুধ, ত্বয়া চন্দ্রমসা চ বিশ্বসনীয়াভ্যাম্ অতিসন্ধীয়তে কামিজনসার্থঃ। কুতঃ—

তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দো-
র্দ্বয়মিদময়থার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈ-
স্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি ॥ ৩ ॥

(পরিক্রম্য) ক্ব নু খলু সংস্থিতে কর্মণি সদস্যৈরনুজ্ঞাতঃ খিন্নমাত্মানং বিনোদয়ামি। (নিঃশ্বস্য) কিং নু খলু মে প্রিয়াদর্শনাদৃতে শরণমন্যৎ। যাবদেনামন্বিষ্যামি।

(সূর্যমবলোক্য) ইমামুগ্রাতপবেলাং প্রায়েণ লতাবলয়বৎসু মালিনীতীরেষু সসখীজনা শকুন্তলা গময়তি। তত্রৈব তাবদ্ গচ্ছামি।

সন্ধিবিচ্ছেদ—পরবতী + ইতি, অলম্ + অস্মি, শীতরশ্মিত্বম্ + ইন্দোঃ + দ্বয়ম্ + ইদম্ + অযথার্থম্। হিমগর্ভৈঃ + অগ্নিম্ + ইন্দুঃ + ময়ূখৈঃ + ত্বম্ + অপি। সদস্যৈঃ + অনুজ্ঞাতঃ, শ্রমক্লান্তম্ + আত্মানম্, যাবৎ + এনাম্ + অন্বিষ্যামি। ইমাম্ + উগ্রাতপবেলাম্, প্রবাতসুভগঃ + অয়ম্ + উদ্দেশঃ। শরণম্ + অন্যৎ।

অন্বয়—তপসঃ বীর্যং জানে, সা বালা পরবতী ইতি মে বিদিতম্। তথাপি ইদং হৃদয়ং ততঃ নিবর্তযিতুম্ অলং ন অস্মি।

অন্বয়—তব কুসুমশরত্বম্ ইন্দোঃ শীতরশ্মিত্বম্—ইদং দ্বয়ং মদ্বিধেষু অযথার্থং দৃশ্যতে। ইন্দুঃ হিমগর্ভৈঃ ময়ূখৈঃ অগ্নিং বিসৃজতি, ত্বম্ অপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি।

বাঙ্লা শব্দার্থ—[ততঃ প্রবিশতি (তারপর প্রবেশ করলেন) কাময়মানাবস্থো রাজা (কামার্ত রাজা)] (নিঃশ্বস্য—দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে) তপসঃ (তপস্যার) বীর্যং (প্রভাব) জানে (আমি জানি)। সা বালা (সেই বালিকা শকুন্তলা) পরবতী (পরাধীনা) ইতি মে বিদিতম্ (তাও আমি বিদিত আছি)। তথাপি (তা' সত্ত্বেও) ইদং হৃদয়ং (এই হৃদয়কে) ততঃ নিবর্তযিতুম্ (শকুন্তলার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে) অলম্ ন অস্মি (আমি সক্ষম নই)। [মদনবাধাং নিরূপ্য—প্রেমজনিত অস্থিরতার অভিনয় করে] ভগবন্ কুসুমায়ুধ (ভগবান্ কামদেব) বিশ্বসনীয়াভ্যাং ত্বয়া চন্দ্রমসা চ (আপনি এবং চন্দ্র—উভয়ই বিশ্বাসের পাত্র হলেও আপনাদের দ্বারা) কামিজনসার্থঃ (কামী ব্যক্তিগণ) অতিসন্ধীয়তে (প্রতারিত হয়ে থাকে)। কুতঃ (কেননা) তব কুসুমশরত্বম্ (পুষ্পনির্মিত আপনার বাণ) ইন্দোঃ শীতরশ্মিত্বম্ (এবং চন্দ্রের শীতল কিরণ) ইদং দ্বয়ম্ (এ দুটি) মদ্বিধেষু (আমার মত কামার্ত ব্যক্তির কাছে) অযথার্থং দৃশ্যতে (মিথ্যা বলে বোধ হচ্ছে)। ইন্দুঃ (কারণ চন্দ্র) হিমগর্ভৈঃ ময়ূখৈঃ (শীতল কিরণের দ্বারা) অগ্নিং বিসৃজতি (অগ্নি বর্ষণ করেন), ত্বম্ অপি (আর তুমি) কুসুমবাণান্ (পুষ্পশরগুলিকে) বজ্রসাবীকরোষি (বজ্রের মত কঠিন কর)।

(পরিক্রম্য—পরিক্রমণ করে) কর্মণি সংস্থিতে (যজ্ঞের কাজ সমাপ্ত হয়েছে) সদস্যৈঃ অনুজ্ঞাতঃ (যাজ্ঞিক তাপসেরা আমাকে বিশ্রাম গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন)। ক্ব নু খলু (এখন কোথায়) শ্রমক্লান্তম্ আত্মানং বিনোদয়ামি (সন্তপ্ত হৃদয়কে আশ্বস্ত করি)। (নিঃশ্বস্য—দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে) প্রিয়াদর্শনাৎ ঋতে (প্রিয়া শকুন্তলাকে দেখা ছাড়া) কিং নু খলু মে অন্যৎ শরণম্ (অন্য কি আর আশ্রয় হতে পারে)। যাবৎ এনাম্ অন্বিষ্যামি

(যাই, তাকেই অনুসন্ধান করি) (সূর্যম্ অবলোক্য—সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে) ইমাম্ উগ্রাতপবেলাম্ (এই প্রখর রৌদ্রের সময়) প্রায়েণ (প্রায়ই) লতাবলয়বৎসু মালিনীতীরেষু (মালিনী নদীর তীরে লতাসমূহে পরিবেষ্টিত কুঞ্জে) শকুন্তলা সসখীজনা (শকুন্তলা সখীদের সঙ্গে) গময়তি (যায়)। তত্র এব (সেখানেই) তাবদ্ গচ্ছামি (যাই)। (পরিক্রম্য সংস্পর্শং রূপয়িত্বা—পরিক্রমণ করে, এবং বাতাসের সংস্পর্শ অভিনয় করে দেখিয়ে) অহো (আহা) প্রবাতসুভগঃ অয়ম্ উদ্দেশঃ (পবনপ্রবাহে এ স্থানটি কী মনোরম)!

বঙ্গানুবাদ—(তারপর কামপীড়িত রাজা প্রবেশ করলেন)

রাজা—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে) তপস্যাব প্রভাব কত প্রবল তা' আমি জানি, এবং আরো বিলক্ষণ জানি যে সেই তপোবনবালা শকুন্তলা কত পবাধীন। তথাপি তার থেকে আমার মনকে নিবৃত্ত করতে পারছি না ॥ ২ ॥ (কামপীডায় অস্থির হওয়ার অভিনয় করে) ভগবান্ কামদেব, আপনি এবং চন্দ্র, উভযেই বিশ্বাসেব পাত্র হলেও কামীব্যক্তিদেব নিয়ত প্রতারিত করছেন। কেননা, পুষ্পনির্মিত আপনার বাণ এবং চন্দ্রেব শীতল কিরণ আমার মত কামার্ত ব্যক্তিব কাছে মিথ্যা বলে বোধ হচ্ছে। কারণ, চন্দ্র তার শীতল কিরণের মাধ্যমে অগ্নিবর্ষণ করেন এবং তুমি তোমাব পুষ্পবাণগুলিকে বজ্রের মত কঠিন কর।

(পবিক্রমণ করে) যজ্ঞক্রিয়া সমাপ্ত হলে যাজ্ঞিক তাপসেরা আমাকে বিশ্রামেব জন্য অনুমতি দিয়েছেন। এখন কোথায় আমি আমাব সন্তপ্ত হৃদযকে আশ্বস্ত করি। (দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে) প্রিয়তমা শকুন্তলাকে দেখা ছাডা অন্য কি আর আমাব আশ্রয় হতে পারে। যাই, তাকেই অনুসন্ধান করি। (সূর্যেব দিকে দৃষ্টিপাত করে) এই প্রখর রোদেব সময় প্রায়ই মালিনী নদীর তীবে লতাসমূহে পবিবেষ্টিত কুঞ্জে শকুন্তলা সখীদের সঙ্গে গমন করে। সেখানেই যাই। (পরিক্রমণ কবে এবং বাতাসের সংস্পর্শ অভিনয় কবে দেখিয়ে) আহা! পবনপ্রবাহে এ স্থানটি কী মনোবম।

মনোরমা—কাময়মানাবস্থঃ—কর্মেণিঙ্ ততঃ শানচ্ = কাময়মানঃ (কম্-ণিচ্ + শানচ্ কর্তরি = কামযমানঃ। কামযমানস্য অবস্থা ইব অবস্থা যস্য সঃ—বহুব্রীহিঃ। "অনিত্যমাগমানুশাসনমিতি মুকি অকৃতে কাময়ানঃ সাধুঃ।" তথাচ বামনাচার্যসূত্রম্—"কাময়ানশব্দঃ সিদ্ধোঽনাদিশ্চ ইতি। যদ্বা কামস্য যানে উদ্গমনে আরোহণে বা যাঃ অবস্থা অভিলাষাদ্যাঃ তাঃ যস্য সঃ" ইতি রাঘবভট্টঃ। কাময়ানঃ জাতানুরাগঃ। পরবর্তী—পর + মতুপ্ স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্। ততঃ—তৎ + তসিল্, পঞ্চম্যর্থে। "বারণার্থানামীপ্সিতঃ" ইতি অপাদানে পঞ্চমী। কুসুমায়ুধম্—কুসুমম্ আয়ুধম্ যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ) তম্। অতিসন্ধীযতে—অতি- সম্ + ধা + লট্ কর্মণি, প্রথমপুরুষ

একবচন। হিমগর্ভৈঃ—হিমং গর্ভে যেষাং তে বহুব্রীহিঃ, তৈঃ। বজ্রসারীকরোষি—বজ্রস্য সারঃ ষষ্ঠীতৎ, বজ্রসার ইব সারঃ যেষাং তে বজ্রসারাঃ বহুব্রীহিঃ। অবজ্রসারান্ বজ্রসারান্ করোষি ইতি অভূততদ্ভাবে চ্বি প্রত্যয়। বজ্রসার—চ্বি + কৃ + লট্ মধ্যমপুরুষ একবচন।

আশা—জানে ইতি। তপসঃ তপশ্চর্যায়াঃ বীর্যং পরাক্রমং শক্তিরিতি জানে, কুপিতা সন্তঃ তাপসাঃ তপঃপ্রভাবেণ অপরাধিনং মাং দগ্ধুং সমর্থাঃ, তন্মে বিদিতমস্তি। অতঃ শকুন্তলা ন বলাদ্ গ্রহণীয়া ভবতীতি ভাবঃ। সা বালা তপস্বিকন্যকা শকুন্তলা পরবর্তী পরবশা ইতি মে মম বিদিতং জ্ঞাতমস্তি। এবং চেৎ, শকুন্তলায়াম্ অনুরাগেণ অলমিতি বিতর্কয়ন্নাহ—তথাপি শকুন্তলালাভঃ দুরাপঃ ইতি জানন্ অপি ইদং হৃদয়ং কর্তৃ ততঃ শকুন্তলায়াঃ নিবর্তয়িতুং পরাবর্তয়িতুম্ অলং সমর্থঃ ন অস্মি। অত্র পূর্বার্দ্ধরূপকারণে সত্যপি ততো হৃদয়নিবর্তনরূপকার্যস্যাভাবাৎ বিশেষোক্তিঃ,—'সতি হেতৌ ফলাভাবে বিশেষোক্তির্নিগদ্যতে ইতি লক্ষণাৎ। বেদনক্রিয়ায়া হৃদয়নিবর্তনক্রিয়ায়াশ্চ বিরোধঃ। আর্যা জাতিঃ।

তবেতি। তব কামদেবস্য, কুসুমশরত্বং পুষ্পবাণত্বম্, ইন্দোঃ চন্দ্রস্য শীতরশ্মিত্বং শীতকরত্বম্ চ ইতি ইদং দ্বয়মপি উভয়মপি মদ্বিধেষু মাদৃশেষু বিরহিষু অযথার্থং মিথ্যাভূতম্ দৃশ্যতে অবলোক্যতে। অত্র হেতুমাহ। ইন্দুঃ চন্দ্রঃ হিমগর্ভৈঃ শীতলৈঃ ময়ূখৈঃ কিরণৈঃ অগ্নিম্ অনলং বিসৃজতি বর্ষতি। ত্বমপি কামদেবোঽপি কুসুমবাণান্ পুষ্পশরান্ অবজ্রসারান্ বজ্রসারান্ করোষি বজ্রসারীকরোষি, বজ্রবৎ দৃঢ়ীকরোষি ইত্যর্থঃ। অত্র পূর্বার্দ্ধ প্রতি উত্তরার্দ্ধস্য হেতুত্বাৎ কাব্যলিঙ্গম্। তল্লক্ষণং তু—"হেতো র্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে"। মালিনী চ বৃত্তম্—"ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ" ইতি লক্ষণাৎ ॥

আলোচনা :

(ক) "তব কুসুমশরত্বম্" ইত্যাদি শ্লোকে বিরহী বিরহিনীর যে ভাব-বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, মহাকবি কালিদাস রচিত "বিক্রমোর্বশীয়ম্" দৃশ্যকাব্যের তৃতীয় অংকের দশম শ্লোকে অনুরূপ ভাব নিহিত রয়েছে। বিরহক্লিষ্ট রাজা পুরুরবা বিদূষককে বলেছেন,—"কুসুমশয়নং ন প্রত্যগ্রং ন চন্দ্রমরীচয়ঃ। ন চ মলয়জং সর্বাঙ্গীণং ন বা মণিযষ্টয়ঃ ॥" রাজা বিদূষককে বললেন, বয়স্য, এ সকল উপকরণে আমার ব্যাধির উপশমের কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা, পুষ্পময় পেলব শয্যা, বা শীতল চন্দ্রকিরণ, অথবা সর্বাঙ্গে চন্দনবিলেপন, বা মুক্তার মালা,-এর কোনটিই আমাদের দেহের তাপ উপশম করতে অক্ষম।

(খ) **কুসুমায়ুধঃ**—কুসুমং পুষ্পম্ আয়ুধম্ প্রহরণং যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। প্রণয়ের দেবতা কামদেবকেই কুসুমায়ুধ, পুষ্পধন্বা ইত্যাদি বলা হয়। কেননা, পঞ্চ পুষ্পবাণই তাঁর প্রহরণ। সে কুসুমগুলি হলো—"অরবিন্দম্ অশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা। নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ ॥" কিন্তু কালিকাপুরাণে কামদেবের অন্য পাঁচটি বাণের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—"হর্ষণং রোচনাখ্যং চ মোহনং শোষণং তথা। মারণঞ্চেতি সংজ্ঞাভি র্মুনিমোহকরাণি অপি ॥"

(গ) **"জানে তপসো বীর্যম্"** - ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো যে, রাজা দুষ্যন্ত তপস্বিদের তপস্যার প্রভাব জানেন। যদি তিনি আশ্রমবালা শকুন্তলার প্রতি কোন অসংযত এবং তপোবনবিরোধী আচরণ করেন, তাহলে ঋষিগণ কুপিত হয়ে অপরাধীকে ক্রোধানলে ভস্মীভূত করবেন, এইটি তাঁর অজানা নয়। সুতরাং শকুন্তলাকে বলপূর্বক গ্রহণ করা যাবে না। আবার, শকুন্তলা পরবতী অর্থাৎ গুরুজনদের উপর নির্ভরশীল, সে পরাধীন। গুরুজন বিশেষতঃ মাতাপিতার অনুমতি ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে সে কোন মতামত প্রকাশ করতে অক্ষম। তবুও রাজা শকুন্তলার প্রতি এমন নিবিড় অনুরাগাকৃষ্ট যে, কিছুতেই তাঁর পক্ষে শকুন্তলা থেকে চিত্তকে নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না।

.................তথৈব তাবদ্ গচ্ছামি। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) অনয়া বালপাদপবীথ্যা সুতনুরচিবং গতেতি তর্কয়ামি। কুতঃ—

সন্মীলন্তি ন তাবদ্বন্ধন কোষাস্তয়াবচিতপুষ্পাঃ।
ক্ষীরস্নিগ্ধাশ্চামী দৃশ্যন্তে কিসলয়চ্ছেদাঃ ॥৪॥

(সংপর্শং রূপয়িত্বা) অহো প্রবাতসুভগোঽয়ম্ উদ্দেশঃ।

অন্বয়— তয়া অবচিতপুষ্পাঃ বন্ধন কোষাঃ তাবৎ ন সংমীলন্তি। অমী কিসলয়চ্ছেদাঃ ক্ষীরস্নিগ্ধাঃ চ দৃশ্যন্তে।

বঙ্গানুবাদ— (পরিক্রমণ পূর্বক দেখে) তন্বী শকুন্তলা কিছুকাল পূর্বেই এই বীথীর মধ্য দিয়েই গমন করেছেন বলে মনে হচ্ছে। কেননা, তিনি যে বৃন্তকোষগুলি থেকে পুষ্পচয়ন করেছেন, সে বৃন্তকোষগুলি এখন ও সংকুচিত হয়নি, এবং যেখান থেকে তিনি নবকিশলয় ছিন্ন করেছেন, সে স্থান গুলি ও রসসিক্ত দেখ্‌ছি ।৪। (বায়ুরস্পর্শের অভিনয় করে) আহা, উৎকৃষ্ট পবন প্রবাহিত হওয়ায় এ স্থানটি সত্যি মনোরম হয়েছে।

মনোরমা— সন্মীলন্তি ইতি। তয়া শকুন্তলয়া অবচিতানি ছিন্নানি পুষ্পাণিকুসুমানি যেভ্যঃ তাদৃশঃ বন্ধন কোষাঃ বৃন্তকোষাঃ ইদানীমপি তাবৎ ইতি সাকল্যে ন সন্মীলন্তি সংকোচং প্রাপ্নুবন্তি। বহুপূর্বং সঞ্চয়েতু-সন্মীলন্তি এব ইত্যাশয়ঃ। অমী পুরতঃ স্থিতাঃ

পল্লবানাং ছেদাঃ সকলাঃ ক্ষীরেণ দ্রবেণ স্নিগ্ধাঃ, বহুপূর্বং ছেদেন তু ক্ষীরশোষণাৎ পল্লবছেদস্য রক্ষতা এব স্যাদিত্যা শয়ঃ। অত্র তুল্যযোগিতা-সমুচ্চয়যোঃ-একাশ্রয়ানুপ্রবেশরূপঃ সংকরঃ আর্যাজাতি ।।

শক্যমরবিন্দসুরভিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গাণাম্।
অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ ॥ ৫ ॥

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) তস্মিন্ বেতসপরিক্ষিপ্তে লতামণ্ডপে সন্নিহিতয়া তয়া ভবিতব্যম্। তথাহি—

অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢ়া জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ।
দ্বারেঽস্য পাণ্ডুসিকতে পদপঙ্ক্তির্দৃশ্যতেঽভিনবা ॥ ৬ ॥

যাবদ্বিটপান্তরেণাবলোকয়ামি। (পরিক্রম্য তথা কৃত্বা সহর্ষম্) অয়ে, লব্ধং নেত্রনির্বাণম্। এষা মে মনোরথপ্রিয়তমা সুকুসুমাস্তরণং শিলাপট্টমধিশয়ানা সখীভ্যামন্বাস্যতে। ভবতু, শ্রোষ্যাম্যাসাং বিস্রম্ভকথিতানি। (বিলোকয়ন্ স্থিতঃ)।

সন্ধিবিচ্ছেদ—শক্যম্ + অরবিন্দসুরভিঃ, অঙ্গৈঃ + অনঙ্গতপ্তৈঃ + অবিরলম্ + আলিঙ্গিতুম্। পরিক্রম্য + অবলোক্য, পুরস্তাৎ + অবগাঢ়া। পদপঙ্ক্তিঃ + দৃশ্যতে + অভিনবা। যাবৎ + বিটপান্তরেণ + অবলোকয়ামি। সখীভ্যাম্ + অন্বাস্যতে।

অন্বয়—অরবিন্দসুরভিঃ মালিনীতরঙ্গাণাং কণবাহী পবনঃ অনঙ্গতপ্তৈঃ অঙ্গৈঃ অবিরলম্ আলিঙ্গিতুং শক্যম্।

অন্বয়—(লতামণ্ডপস্য) অস্য পাণ্ডুসিকতে দ্বারে পুরস্তাৎ অভ্যুন্নতা পশ্চাৎ জঘনগৌরবাৎ অবগাঢ়া অভিনবা পদপঙ্ক্তিঃ দৃশ্যতে ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—অরবিন্দসুরভিঃ (পদ্মের গন্ধে সুরভিত) মালিনীতরঙ্গাণাং কণবাহী পবনঃ (মালিনীনদীর তরঙ্গের কণাবহণকারী পবনকে) অনঙ্গতপ্তৈঃ অঙ্গৈঃ (আমার এই মদনতপ্ত শরীর দিয়ে) অবিরলম্ আলিঙ্গিতুং শক্যম্ (নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করতে পারা যায়)।

(পরিক্রম্য অবলোক্য চ—পরিক্রমণ ও অবলোকন করে) অস্মিন্ বেতসপরিক্ষিপ্তে লতামণ্ডপে (এই বেত্রলতায় নির্মিত কুঞ্জের) সন্নিহিতয়া তয়া ভবিতব্যম্ (সন্নিকটে সে

থাকতে পারে)। তথাহি (কেননা) অস্য (এই লতাকুঞ্জের) পাণ্ডুসিকতে দ্বারে (প্রবেশপথে সাদা বালির উপর) পুরস্তাৎ অভ্যুন্নতা (অগ্রভাগে অগভীর) পশ্চাৎ জঘনগৌরবাৎ অবগাঢ়া (পশ্চাৎদিকে নিতম্বের ভারে গভীর) অভিনবা পদপঙ্‌ক্তিঃ দৃশ্যতে (নতুন পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে)। যাবৎ বিটপান্তরেণ অবলোকয়ামি (ততক্ষণ বৃক্ষের অন্তরাল থেকে দেখি)। [পরিক্রম্য তথা কৃত্বা সহর্ষম্—পরিক্রমণ করে এবং অন্তরাল থেকে দেখে আনন্দের সঙ্গে] অয়ে (আহা) লব্ধং নেত্রনির্বাণম্ (আমার নয়ন সার্থক হল)। মে মনোরথপ্রিয়তমা (এই যে আমার কামনার প্রিয়তমা) সকুসুমাস্তরণং (পুষ্পরাশিতে আস্তীর্ণ) শিলাপট্টম্ অধিশয়ানা (প্রস্তর ফলকের উপর শায়িত আছেন), সখীভ্যাম্ অন্বাস্যতে (আর সখীদ্বয় তার পরিচর্যায় নিরত)। ভবতু (আচ্ছা) আসাং (এদের) বিস্রম্ভকথিতানি শ্রোষ্যামি (বিশ্রম্ভালাপ শ্রবণ করি)। (বিলোকয়ন্ স্থিতঃ—দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

বঙ্গানুবাদ—পদ্মের গন্ধে সুরভিত, মালিনীনদীর তরঙ্গের কণাবহনকারী পবনকে আমার এই মদনতপ্ত দেহ দিয়ে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা হচ্ছে ॥ ৫ ॥ (পরিক্রমণ ও অবলোকন করে) এই বেত্রলতায় নির্মিত কুঞ্জের সন্নিকটে সে থাকতে পারে। কেননা,—

এই লতাকুঞ্জের প্রবেশ পথে সাদা বালির উপর অগ্রভাগে অগভীর ও পশ্চাৎদিকে নিতম্বের ভারে গভীর নতুন পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে ॥ ৬ ॥

ততক্ষণ বৃক্ষের অন্তরাল থেকে দেখি। (পরিক্রমণ করে এবং অন্তরাল থেকে দেখে আনন্দের সঙ্গে) আহা! আমার নয়ন সার্থক হল। এই যে আমার কামনার প্রিয়তমা পুষ্পরাশিতে আস্তীর্ণ প্রস্তরখণ্ডের উপর শায়িত আছেন এবং সখীদ্বয় তার পরিচর্যায় নিরত। আচ্ছা, এদের বিশ্রম্ভালাপ শ্রবণ করি। (দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে থাকলেন)।

মনোরমা—"পবনঃ আলিঙ্গিতুং শক্যম্"—এখানে বিশেষ্য পবনশব্দটি পুংলিঙ্গে এবং বিশেষণ শক্যশব্দটি ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অংশে লিঙ্গব্যত্যয় প্রকট হলেও তা ব্যাকরণসিদ্ধ। কেননা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি স্বয়ং এরূপ প্রয়োগ করেছেন, যেমন—"শক্যং শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎ প্রতিহন্তুম্"—এখানে শক্যম্ ক্লীবলিঙ্গে এবং ক্ষুৎ স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। "কাব্যালংকার- সূত্রবৃত্তি"—গ্রন্থে আচার্য বামনও বলেছেন,—"শক্যমিতি রূপম্ বি (বিরুদ্ধ) লিঙ্গবচনস্যাপি কর্মাভিধায়াং সামান্যোপক্রমাৎ।"—অর্থাৎ লিঙ্গ বা বচনের কোন বিশেষ অপেক্ষা না থাকলে সামান্যে একবচন এবং ক্লীবলিঙ্গ হয়। **জঘনগৌরবাৎ**—জঘনস্য গৌরবম্ ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ, তস্মাৎ। এখানে "পূরণগুণসুহিতার্থসদব্যয়তব্য" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে গুণবাচক (গৌরবম্) শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠী সমাস নিষিদ্ধ হলেও **"তদশিষ্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাৎ"**—বৈয়াকরণ

পাণিনির এ প্রয়োগ থেকেই প্রমাণ হয় যে "**অনিত্যোঽয়ং গুণেন নিষেধঃ**"—অর্থাৎ গুণবাচক শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠী সমাসের নিষেধ নিত্য নয়, কোথাও কোথাও সমাস হতে পারে।

আশা — অরবিন্দসুরভি অরবিন্দৈঃ পদ্মৈঃ, সুরভিঃ সুগন্ধঃ অপি চ মালিন্যাঃ তরঙ্গাণাম্ ঊর্মীণাং কণান্ ক্ষুদ্রজলবিন্দূন্ বহতি ধারয়তি ইতি কণবাহী পবনঃ বায়ুঃ অবিরলং দৃঢ়ং যথা তথা আলিঙ্গিতুং স্প্রষ্টুং শক্যং শক্যতে ইত্যর্থঃ। অত্র তেন সহ পবণস্য ভিন্নলিঙ্গস্য সামানাধিকরণ্যং কুত ইতি চেৎ, ন। মহাভাষ্যবচনাৎ সিদ্ধম্। --"শক্যং চানেন শ্বমাংসাদিভিঃ অপি ক্ষৎপ্রতিহন্তুম্।" পবনঃ আলিঙ্গনেন সুখমুৎপাদয়তি ইতি সমাসোক্তিরুলংকারঃ। আর্যা জাতিঃ।

অভ্যুন্নতেতি। পাণ্ডবঃ পাণ্ডুবর্ণাঃ, সিকতাঃ বালুকাঃ যস্মিন্ তাদৃশে, অস্য বেতসপরিবেষ্টিতমণ্ডপস্য দ্বারে পুরস্তাৎ পাদস্য অগ্রভাগে অভ্যুন্নতা অগভীরাঃ। জঘনস্য স্ত্রীকট্যাঃপুরোভাগস্য নিতম্বস্য ইত্যর্থঃ। গৌরবাৎ বৈপুল্যাৎ পশ্চাৎ পাদস্য পশ্চিমভাগে অবগাঢ়া কিঞ্চিৎ নিম্না। অভিনবা সদ্যঃকৃতা পদপঙ্‌ক্তি পাদচিহ্নাবলী দৃশ্যতে ইতি প্রত্যক্ষালংকারঃ। তল্লক্ষণং তু সরস্বতীকণ্ঠাভরণে দত্তম্,– "প্রত্যক্ষমক্ষজং জ্ঞানম্" ইতি।

(ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা)

সখ্যৌ—(উপবীজ্য সস্নেহম্) হলা সউন্দলে, অবি সুহেদি দে ণলিনীপত্তবাদো। (হলা শকুন্তলে, অপি সুখয়তি তে নলিনীপত্রবাতঃ।)

শকুন্তলা—কিং বীঅঅন্তি মং সহীও। (কিং বীজয়তঃ মাং সখ্যৌ।)

(সখ্যৌ বিষাদং নাটয়িত্বা পরস্পরমবলোকয়তঃ)

রাজা—বলবদস্বস্থশরীরা শকুন্তলা দৃশ্যতে। (সবিতর্কম্) তৎ কিময়মাতপদোষঃ স্যাৎ, উত যথা মে মনসি বর্ততে (সাভিলাষং নির্বর্ণ্য) অথবা কৃতং সন্দেহেন।

স্তনন্যস্তোশীরং প্রশিথিলমৃণালৈকবলয়ং
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়ো-
র্ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু ॥ ৭ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—পরস্পরম্ + অবলোকয়তঃ, কিম্ + অয়ম্ + আতপদোষঃ, সুভগম্ + অপরাদ্ধম্, বপুঃ + ইদম্, গ্রীষ্মস্য + এবম্, কিম্ + অপি।

অন্বয়—প্রিয়ায়াঃ সাবাধং স্তনন্যস্তোশীরং শিথিলিতমৃণালৈকবলয়ম্ ইদং বপুঃ কিমপি কমনীয়ম্। কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়োঃ তাপঃ সমঃ যুবতিষু গ্রীষ্মস্য অপরাদ্ধং তু এবং সুভগং ন।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[ততঃ—তারপর, যথোক্তব্যাপারা—পূর্বোক্ত অবস্থায়, সখীভ্যাং সহ—সখী দ্বয়ের সঙ্গে, শকুন্তলা প্রবিশতি—শকুন্তলা প্রবেশ করেন] সখ্যৌ (দুই সখী) [উপবীজ্য—ব্যজন করতে করতে, সস্নেহং—স্নেহের সঙ্গে], হলা শকুন্তলে (সখি শকুন্তলা) নলিনীপত্রবাতঃ (পদ্মপত্রের বাতাস) অপি সুখয়তি তে (তোমার ভালো লাগছে কি)? শকুন্তলা—সখ্যৌ (তোমরা সখীদ্বয়) কিং মাং বীজয়তঃ (কি আমায় বাতাস করছ)? [সখ্যৌ বিষাদং নাটয়িত্বা—দুই সখী বিষাদের অভিনয় করে, পরস্পরম্ অবলোকয়তঃ—পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।] রাজা—শকুন্তলা বলবদস্বস্থশরীরা দৃশ্যতে (শকুন্তলাকে অত্যধিক পীড়িত দেখাচ্ছে)। [সবিতর্কম্—চিন্তা করে] তৎ কিম্ অয়ম্ আতপদোষঃ (এটা কি তাহলে অত্যধিক রৌদ্রতাপের ফল) উত (নাকি) যথা মে মনসি বর্ততে (আমি যেমন ভাবছি সে কারণে)? [সাভিলাষং নির্বর্ণ্য—অনুরাগের সঙ্গে লক্ষ্য করে] অথবা কৃতং সন্দেহেন (অথবা সন্দেহের কোন কারণ নেই)—

প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়তমা শকুন্তলার) সাবাধং (অসুস্থ শরীর), স্তনন্যস্তোশীরং (স্তনে বেণামূলের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে), শিথিলিতমৃণালৈকবলয়ম্ (একহাত থেকে পদ্মের মৃণালে নির্মিত বালা স্খলিত হয়ে পড়ছে) (তথাপি) ইদং বপুঃ কিমপি কমনীয়ম্ (এ দেহ কত মনোজ্ঞ লাগছে)। কামং (এটা সত্যি যে) মনসিজনিদাঘপ্রসরয়োঃ তাপঃ সমঃ (কাম এবং গ্রীষ্ম—উভয়ের তাপ সমান), যুবতিষু (যুবতীদের উপর) গ্রীষ্মস্য অপরাদ্ধং তু (গ্রীষ্মের পীড়ন কিন্তু) এবং সুভগং ন (এরকম সুন্দর দেখায় না—অর্থাৎ গ্রীষ্মের পীড়নে যুবতীদের এমন মনোরম দেখায় না) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—[তারপর পূর্বোক্ত অবস্থায় সখীদ্বয়ের সঙ্গে শকুন্তলার প্রবেশ]

দুই সখী—(ব্যজন করতে করতে স্নেহের সঙ্গে) সখি শকুন্তলা, পদ্মপত্রের বাতাস তোমার ভালো লাগছে কি?

শকুন্তলা—তোমরা সখীদ্বয় কি আমায় বাতাস করছ?

[দুই সখী বিষাদের অভিনয় করে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।]

রাজা—শকুন্তলাকে অত্যধিক পীড়িতা দেখাচ্ছে। (চিন্তা করে) এটা কি তাহলে অত্যধিক রৌদ্রতাপের ফল, নাকি আমি যেমন ভাবছি সে কারণে? (অনুরাগের সঙ্গে লক্ষ্য করে) অথবা সন্দেহের কোন কারণ নেই।

প্রিয়তমা শকুন্তলার অসুস্থ শরীর, স্তনে তার বেণামূলের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে, এক হাত থেকে পদ্মের মৃণালে নির্মিত বালা স্খলিত হয়ে পড়ছে, তথাপি এ দেহ কত মনোজ্ঞ লাগছে। এটা সত্যি যে, কন্দর্প এবং নিদাঘ—উভয়েরই তাপ সমান। যুবতীদের উপর গ্রীষ্মের পীড়ন কিন্তু এরকম সুন্দর দেখায় না, অর্থাৎ গ্রীষ্মের পীড়নে যুবতীদের এমন মনোরম দেখায় না। যেমন দেখায় কন্দর্পতাপে ॥ ৭ ॥

মনোরমা—বলবদস্বস্থশরীরা—বলবৎ অস্বস্থং বলবদস্বস্থম্, কর্মধারয়ঃ, বলবদস্বস্থং শরীরং যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ। সন্দেহেন—করণে তৃতীয়া, "গম্যমানাপি ক্রিয়া কারকবিভক্তৌ প্রযোজিকা" ইতি সূত্র অনুসারে। এর অর্থ হল কেবল শ্রূয়মাণ ক্রিয়ার যোগে নয়, গম্যমান ক্রিয়ার যোগেও কারকবিভক্তির ব্যবহার ব্যাকরণসিদ্ধ। এখানে সাধনক্রিয়াটি উহ্য থাকলেও তার যোগে কারকবিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। শিথিলিতমৃণালৈকবলয়ম্—একং বলয়ম্, কর্মধা, একবলয়ম্, মৃণালস্য একবলয়ম্—ষষ্ঠীতৎ, মৃণালৈকবলয়ম্, শিথিলিতং মৃণালৈকবলয়ম্ যস্মিন্ তৎ বহুব্রীহিঃ। মনসিজনিদাঘপ্রসরয়োঃ—মনসিজশ্চ নিদাঘপ্রসরশ্চ, দ্বন্দ্ব, তয়োঃ। মনসিজ—মনসি জায়তে যৎ তৎ = মনসি-জন্ + ড—"তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্"—এ সূত্র অনুসারে সপ্তমী বিভক্তি লোপ পায়নি। স্তনন্যস্তোশীরম্—স্তনয়োঃ ন্যস্তম্ উশীরং যস্মিন্ তৎ বহুব্রীহিঃ।

আশা — প্রিযাযাঃ শকুন্তলায়াঃ ইদং দৃশ্যমানং বপুঃ স্তনয়োঃ বক্ষোজয়োঃ ন্যস্তং স্থাপিতম্ উশীরং লেপনদ্রব্যবিশেষঃ যস্মিন্ তৎ প্রশিথিলং শিথিলং জাতং মৃণালস্য কমলনালস্য একবলয়ম্ একহস্তাভূষণম্ ইতি বিয়োগবর্ণনকবিসময়ঃ এবং চ সাবাধং বাধয়া তাপেন যক্তমস্তি তদপি তথাপি কমনীয়ং সুন্দরং কামং যদ্যপি মনসিজঃ কামদেবঃ নিদাঘঃ গ্রীষ্মঃ তয়োঃ প্রসরঃ বিস্তারঃ তয়োঃ সন্তাপঃ সমঃ সমানএব ভবতি তু কিন্তু যুবতিষু কান্তাসু গ্রীষ্মস্য নিদাঘস্য অপরাদ্ধং বাধনম্ এব সুভগং শোভনং ন ভবতি। নিদাঘতাপে যুবতীনাং সুন্দরতা ক্কাপি কাচ্ছতি, অস্যাঃ বপুষি সুন্দরতা দৃশ্যতে ইতি নাত্র গ্রীষ্মতাপঃ অপিতু কামতাপ এব ইতি। অত্র মনসিজনিদাঘয়োঃ তাপে সমানেঽপি মনসিজতাপে সৌন্দর্যস্য আধিক্যবর্ণনাৎ ব্যতিরেকঃ। স্তনন্যস্তোশীরাদীনামনেকেষাং কারণানাং তাপে প্রতিপাদিতত্বাৎ সমুচ্চয়ঃ। শিখারিণীবৃত্তম্— রসৈঃ রুদ্রৈশ্চিন্না যমনসভলাগঃ শিখরিণী ইতি লক্ষণাৎ।।

প্রিয়ংবদা—(জনান্তিকম্) অণসূএ, তস্স রাএসিণো পঢমদংসণাদো আরহিঅ পজ্জুস্সুআ বিঅ সউন্দলা। কিংণু ক্খু সে তণ্ণিমিত্তো অঅং আতঙ্কো ভবে। (অনসূয়ে, তস্য রাজর্ষেঃ প্রথমদর্শনাৎ আরভ্য পর্য্যুৎসুকা ইব শকুন্তলা। কিং নু খলু অস্যাঃ তন্নিমিত্তঃ অয়ম্ আতঙ্কো ভবেৎ।)

অনসূয়া— সহি, মমবি ঈদিসী আসঙ্কা হিঅঅস্স। হোদু। পুচ্ছিস্সং দাব ণং। (প্রকাশম্) সহি, পুচ্ছিদব্বাসি কিংপি। বলবং ক্খু দে সংদাবো। (সখি, মমাপি ঈদৃশী আশঙ্কা হৃদয়স্য। ভবতু। প্রক্ষ্যামি তাবৎ এনাম্। সখি, প্রষ্টব্যাসি কিমপি। বলবান্ খলু তে সন্তাপঃ।)

শকুন্তলা—(পূর্বার্ধেন শয়নাদুত্থায়) হলা, কিং বত্তুকামাসি। (হলা, কিং বক্তুকামাসি।)

অনসূয়া—হলা সউন্দলে, অণব্ভন্তরা ক্খু অম্হে মদনগদস্স বুত্তন্তস্স। কিংদু জাদিসী ইদিহাসণিবন্ধেসু কামঅমাণাণং অবত্থা সুণীঅদি তাদিসীং দে পেক্খামি। কহেহি কিং নিমিত্তং দে সংবাদো। বিআরং ক্খু পরমত্থদো অজাণিঅ অণারম্ভো পডিআরস্স। (হলা শকুন্তলে, অনভ্যন্তরে খলু আবাং মদনগতস্য বৃত্তান্তস্য। কিন্তু যাদৃশী ইতিহাসনিবন্ধেষু কাময়মানানাম্ অবস্থা শ্রূয়তে তাদৃশীং তব পশ্যামি। কথয় কিং নিমিত্তং তে সন্তাপঃ। বিকারং খলু পরমার্থতঃ অজ্ঞাত্বা অনারম্ভঃ প্রতীকারস্য।)

রাজা—অনসূয়ামপ্যনুগতো মদীয়স্তর্কঃ। ন হি স্বাভিপ্রায়েণ মে দর্শনম্।

শকুন্তলা—(আত্মগতম্) বলবং ক্খু মে অহিণিবেসো। দাণিং বি সহসা এদাণং ণ সক্কণোমি ণিবেদিদুং। (বলবান্ খলু মে অভিনিবেশঃ। ইদানীম্ অপি সহসা এতয়োঃ ন শক্নোমি নিবেদয়িতুম্।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—মম + অপি, কিম্ + অপি, বক্তুকামা + অসি, প্রষ্টব্যা + অসি, মদীয়ঃ + তর্কঃ, শয়নাৎ + উত্থায়, অনসূয়াম্ + অপি + অনুগতঃ।

বাঙ্লা শব্দার্থ—প্রিয়ংবদা [জনান্তিকম্—জনান্তিকে]—অনসূয়ে (অনসূয়া) তস্য রাজর্ষেঃ (সেই রাজর্ষির) প্রথমদর্শনাৎ আরভ্য (প্রথম দর্শন থেকে আরম্ভ করে) শকুন্তলা পর্য্যুৎসুকা ইব (শকুন্তলাকে কেমন বিচলিত মনে হচ্ছে)। অস্যাঃ অয়ম্ আতঙ্কঃ (এর এই অসুস্থতা) কিং ন খলু তন্নিমিত্তঃ ভবেৎ (কি সে কারণেই)? অনসূয়া—সখি মমাপি (সখী আমারও) হৃদয়স্য ঈদৃশী আশঙ্কা (মনে এরকম আশঙ্কা হচ্ছে)। ভবতু (আচ্ছা),

প্রক্ষ্যামি তাবৎ এনাম্ (একে জিজ্ঞাসা করে দেখি)। [প্রকাশম্—প্রকাশ্যে] সখি, কিমপি প্রষ্টব্যাসি (সখী, তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই), বলবান্ খলু তে সন্তাপঃ (তোমার সন্তাপ অত্যন্ত প্রবল বোধ হচ্ছে)। শকুন্তলা—[পূর্বার্ধেন শয়নাৎ উত্থায়—দেহের উপরের অংশ শয্যা থেকে কিঞ্চিৎ উত্থান করে] হলা (সখি) কিং বক্তুকামা অসি (তোমরা যেন কিছু বলতে চাইছ)? অনসূয়া—হলা শকুন্তলে (সখি শকুন্তলা) আবাং (আমরা) মদনগতস্য বৃত্তান্তস্য (মদনের ব্যাপারে) অনভ্যন্তরে খলু (বিশেষ কিছুই বুঝি না)। কিন্তু ইতিহাসনিবন্ধেষু (কিন্তু আখ্যান-উপাখ্যানাদিতে) কাময়মানানাম্ (কামার্ত ব্যক্তিদের) যাদৃশী অবস্থা শ্রূয়তে (যেরকম দশা শুনেছি) তাদৃশীং তব পশ্যামি (তোমারও সে অবস্থা দেখছি)। কথয় (বল) কিং নিমিত্তং তে সন্তাপঃ (কি কারণে তোমার এই সন্তাপ)। বিকারং খলু পরমার্থিতঃ অজ্ঞাত্বা (রোগের স্বরূপ নিশ্চিতরূপে জানতে না পারলে) অনারম্ভঃ প্রতীকারস্য (প্রতিবিধানের ব্যবস্থা কি করে সম্ভব)? রাজা—মদীয়ঃ তর্কঃ (আমি যা ভাবছি) অনসূয়ামপি অনুগতঃ (অনসূয়াও ঠিক তাই ভাবছে)। মে দর্শনং (তাহলে আমি যা ভেবেছি) ন হি স্বাভিপ্রায়েণ (তা' নিজের মত ভেবে নিয়েছি—এমন বলা চলে না)। শকুন্তলা—[আত্মগতম্—মনে মনে] বলবান্ খলু মে অভিনিবেশঃ (আমার যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল।) ইদানীম্ অপি (এখনও) সহসা (এই মুহূর্তেই) এতয়োঃ (এদের) ন শক্নোমি নিবেদয়িতুম্ (কিছুই বলতে পারছি না)।

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা—(জনান্তিকে) অনসূয়া, সেই রাজর্ষির প্রথম দর্শন থেকে আরম্ভ করে শকুন্তলাকে কেমন বিচলিত মনে হচ্ছে। এর এই অসুস্থতা কি সেকারণেই?

অনসূয়া—সখী আমারও মনে এরকম আশঙ্কা হচ্ছে। আচ্ছা, একে জিজ্ঞাসা করে দেখি। (প্রকাশ্যে) সখী তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। তোমার সন্তাপ অত্যন্ত প্রবল বোধ হচ্ছে।

শকুন্তলা—(দেহের উপরের অংশ শয্যা থেকে কিঞ্চিৎ উত্থান করে) সখী, তোমরা যেন কিছু বলতে চাইছ?

অনসূয়া—সখী শকুন্তলা, আমরা মদনের ব্যাপারে বিশেষ কিছু বুঝি না। কিন্তু আখ্যান-উপাখ্যানাদিতে কামার্ত ব্যক্তিদের যেরকম দশা শুনেছি, তোমারও সে অবস্থা দেখছি। বল, কি কারণে তোমার এই সন্তাপ? রোগের স্বরূপ নিশ্চিতরূপে জানতে না পারলে, প্রতিবিধানের ব্যবস্থা কি করে সম্ভব?

রাজা—আমি যা' ভাবছি, অনসূয়াও ঠিক তাই ভাবছে। তাহলে আমি যা' ভেবে নিয়েছি, তা' নিজের মত ভেবেছি, এমন বলা চলে না।

শকুন্তলা—(মনে মনে) আমার যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল। এখন এই মুহূর্তেই এদের কিছু বলতে পারছি না।

আলোচনা :

এ অংকের সূচনায় বিষ্কম্ভকে বলা হয়েছে—শকুন্তলা আতপলঙঘনের জন্য বলবদ্ অস্বস্থা। সেজন্য শকুন্তলার সখী অনসূয়া আর প্রিয়ংবদার চিন্তার অন্ত নেই। তাকে সুস্থ করে তুলতে উভয়ের চেষ্টারও শেষ নেই। তারা শকুন্তলার জন্য উশীরানুলেপন, মৃণাল, পদ্মপত্র প্রভৃতি তাপনিবারক উপকরণ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন। শকুন্তলা কি সত্যি আতপদোষে আক্রান্ত? ভুক্তভোগী রাজা দুষ্যন্ত বললেন—"কিম্ অয়ম্ আতপদোষঃ স্যাৎ, উত যথা মে মনসি বর্ততে।" প্রিয়ংবদা বললেন,—অনসূয়ে, তস্য রাজর্ষেঃ প্রথমদর্শনাৎ আরভ্য পর্য্যুৎসুকা ইব শকুন্তলা। কিং নু খলু অস্যাঃ তন্নিমিত্তঃ অয়ম্ আতঙ্কঃ ভবেৎ"—অনসূয়া, সেই রাজর্ষির প্রথমদর্শন থেকে আরম্ভ করে শকুন্তলাকে কেমন বিচলিত মনে হচ্ছে। এর এই অসুস্থতা কি সেকারণেই? একথা শুনেই অনসূয়া বলল,—**"সখি, মম অপি ঈদৃশী আশংকা হৃদয়স্য"**—আমার মনেও এরকম আশঙ্কা হচ্ছে। আরণ্যক সারল্যে লালিত অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কাছে অনুরাগ-প্রণয়ের স্বরূপ এখনও অননুভূত। অনসূয়া নিতান্ত সহজভাবে শকুন্তলাকে বলল, "যাদৃশী ইতিহাসনিবন্ধেষু কাময়মানানাম্ অবস্থা শ্রূয়তে তাদৃশীং তব পশ্যামি, কথয় কিং-নিমিত্তং তে সন্তাপঃ। বিকারং খলু পরমার্থতঃ অজ্ঞাত্বা অনারম্ভ প্রতিকারস্য",—অর্থাৎ ইতিহাস-নিবন্ধে, পুরাণপুরাবৃত্তে কামিজনের দশা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার সঙ্গে শকুন্তলার অবস্থা পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। রোগের যথার্থ কারণ না জেনে ত আর প্রতিকার বা উপশমের ব্যবস্থা করা যায় না। এ সখীদ্বয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং তাদের আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ বাণী শকুন্তলাকে দুষ্যন্তের প্রতি তার গভীর প্রণয়ানুরাগই যে তার দুরবস্থার কারণ তা প্রকাশ করতে বাধ্য করল। সুতরাং দুই সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা শকুন্তলার যে কতো কাছের মানুষ, কতো অন্তরঙ্গ, আত্মার আত্মীয় ছিল তা' এর থেকে অনায়াসে বোঝা যায় ॥

প্রিয়ংবদা—সহি সউন্দলে, সুট্ঠু এসা ভণাদি। কিং অত্তণো অতঙ্কং উবেক্খসি। অণুদিঅহং ক্খু পরিহীঅসি অঙ্গেহিং। কেবলং লাবণ্ণমঈ ছাআ তুমং ন মুঞ্চদি। (সখি শকুন্তলে, সুষ্ঠু এষা ভণতি। কিম্ আত্মনঃ আতঙ্কম্ উপেক্ষসে। অনুদিবসং খলু পরিহীয়সে অঙ্গৈঃ। কেবলং লাবণ্যময়ী ছায়া ত্বাং ন মুঞ্চতি।)

রাজা—অবিতথমাহ প্রিয়ংবদা। তথাহি—

ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং
মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে
পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী ॥ ৮ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—অবিতথম্ + আহ, প্রকামবিনতৌ + অংসৌ, মদনক্লিষ্টা + ইয়ম্ + আলক্ষ্যতে, পত্রাণাম্ + ইব, কপোলম্ + আননম্ + উরঃ।

অন্বয়—(অস্যাঃ) আননং ক্ষামক্ষামকপোলম্, উরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং, মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ অংসৌ প্রকামবিনতৌ, ছবিঃ পাণ্ডুরা মদনক্লিষ্টা ইয়ং পত্রাণাং শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা মাধবী লতা ইব শোচ্যা প্রিয়দর্শনা চ আলক্ষ্যতে।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—প্রিয়ংবদা—সখি শকুন্তলে (সখী শকুন্তলা), এষা সুষ্ঠু ভণতি (এ যথার্থই বলেছে)। কিম্ আত্মনঃ আতঙ্কম্ উপেক্ষসে (কেন নিজের পীড়া উপেক্ষা করছ)? অনুদিবসং খলু (প্রতিদিনই) অঙ্গৈঃ পরিহীয়সে (তোমার শরীর ক্ষীণ হচ্ছে), কেবলং লাবণ্যময়ী ছায়া (কেবলমাত্র তোমার লাবণ্যময়ী কান্তি) ত্বাং ন মুঞ্চতি (তোমাকে পরিত্যাগ করেনি)। রাজা—অবিতথম্ আহ প্রিয়ংবদা (প্রিয়ংবদা সত্য কথাই বলেছে)। তথাহি (কারণ) অস্যাঃ (শকুন্তলার) আননং ক্ষামক্ষামকপোলম্ (মুখমণ্ডলে গণ্ডদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ হয়েছে), উরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনম্ (বক্ষে স্তনদ্বয়ের কাঠিন্য হয়েছে শিথিল), মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ (কটিদেশও অত্যধিক কৃশ), অংসৌ প্রকামবিনতৌ (স্কন্ধদ্বয় হয়েছে সাতিশয় অবনত), ছবিঃ পাণ্ডুরা (দেহের কান্তি হয়েছে পাণ্ডুরবর্ণ) মদনক্লিষ্টা ইয়ং (কামাক্রান্ত এই শকুন্তলা), পত্রাণাং শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা (পত্রশোষণকারী গ্রীষ্মের পবনস্পর্শে) মাধবী লতা ইব (মাধবীলতার মত), শোচ্যা (শোচনীয়) প্রিয়দর্শনা চ আলক্ষ্যতে (এবং সেসঙ্গে মনোরম দেখাচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা—সখী শকুন্তলা, এ যথার্থই বলেছে, কেন নিজের পীড়া উপেক্ষা করছ? প্রতিদিনই তোমার শরীর ক্ষীণ হচ্ছে, কেবল লাবণ্যময়ী কান্তি তোমাকে পরিত্যাগ করেনি।

রাজা—প্রিয়ংবদা সত্য কথাই বলেছে। কারণ শকুন্তলার মুখমণ্ডলে গণ্ডদ্বয় অত্যন্ত ক্ষীণ হয়েছে, বক্ষে স্তনদ্বয়ের কাঠিন্য হয়েছে শিথিল, কটিদেশও অত্যধিক কৃশ হয়েছে, স্কন্ধদ্বয় হয়েছে সাতিশয় অবনত, দেহের কান্তি হয়েছে পাণ্ডুরবর্ণ, মদনাক্রান্ত এই

শকুন্তলা পত্রশোষণকারী গ্রীষ্মের পবনস্পর্শে মাধবীলতার মত শোচনীয় এবং সেসঙ্গে মনোরম দেখাচ্ছে ॥ ৮ ॥

মনোরমা—ক্ষামক্ষামকপোলম্—ক্ষামৌ ক্ষামৌ, কর্মধা, ক্ষামক্ষামৌ। ক্ষামক্ষামৌ কপোলৌ যস্মিন্ তৎ, বহুব্রীহিঃ। কাঠিন্যমুক্তস্তনম্—কাঠিন্যেন মুক্তৌ স্তনৌ যস্মিন্ তৎ, বহুব্রীহিঃ। প্রিয়দর্শনা—প্রিয়ং দর্শনং যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ।

আশা—ক্ষামক্ষামকপোলমিতি। অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ আননং বদনং ক্ষামক্ষামৌ কৃশতরৌ কপোলৌ গণ্ডৌ যস্মিন্ তথাবিধং জাতম্। উরঃ বক্ষস্থলং কাঠিন্যেন দার্ঢ্যেন মুক্তৌ স্তনৌ যত্র তথাবিধম্ অভবৎ। মধ্যঃ কটিদেশঃ স্বভাবাদেব ক্লান্তঃ ক্ষীণঃ, অধুনা তু ক্লান্ততরঃ সাতিশয়ং ক্ষীণঃ জাতঃ। অংসৌ স্কন্ধৌ প্রকামম্ অত্যধিকং বিনম্রৌ বিশ্লথৌ বা। ছবিঃ দেহকান্তিঃ পাণ্ডুরা পাণ্ডুবর্ণা জাতা। অতঃ মদনেন কামদেবেন ক্লিষ্টা পীড়িতা ইয়ং শকুন্তলা পত্রাণাং শোষণেন মরুতা পশ্চিমপবনেন স্পৃষ্টা অভিভূতা মাধবী অতিমুক্তকঃ লতা ইব শোচ্যা শোচনীয়া প্রিয়দর্শনা চ মনোরমা চ আলক্ষ্যতে দৃশ্যতে। পত্রাণাং শোষণেন শোচনীয়া মাধবীলতা যথা বাসন্তিকানিলেন স্পৃষ্টা সতী কিসলয়োদ্গমেন প্রিয়দর্শনা ভবতি, তথা অস্বস্থতয়া অনুকম্পার্হা শকুন্তলা মদনপীড়াবশাৎ শোভাবিশেষং ধারয়তি ইতি ভাবঃ। অত্র 'শোচ্যা' 'প্রিয়দর্শনা চ' ইত্যত্র বিরোধাভাসঃ,—বিরুদ্ধমিবাভাসেত বিরোধাভাসোঽসৌ ইতি লক্ষণাৎ। চতুর্থে পাদে পূর্ণোপমা। শকুন্তলা ইতি উপমেয়ম্, মাধবীলতা ইতি উপমানম্, 'ইব' ইতি সাদৃশ্যবাচকঃ শব্দঃ। শোচ্যত্বং প্রিয়দর্শনত্বং চেতি সাধারণো ধর্মঃ ইতি চতুর্ণামপ্যুপাদানাৎ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্—"সূর্যাশ্বৈঃ মসজাস্ততঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্ ইতি লক্ষণাৎ ॥

শকুন্তলা—সহি, কস্স বা অন্নস্স কহইস্সং। আআসইত্তিআ দাণিং বো ভবিস্সং। (সখি কস্য বা অন্যস্য কথয়িষ্যামি। আয়াসয়িত্রী ইদানীং বাং ভবিষ্যামি।)

উভে—অদো এব্ব ক্খু ণিব্বন্ধো। সিণিদ্ধজণসংবিভত্তং হি দুক্খং সজ্ঝবেদণং হোদি। (অতএব খলু নির্বন্ধঃ। স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতি।)

রাজা—
পৃষ্টা জনেন সমদুঃখসুখেন বালা
নেয়ং ন বক্ষ্যতি মনোগতমাধিহেতুম্।
দৃষ্টো বিবৃত্য বহুশোঽপ্যনয়া সতৃষ্ণ-
মত্রান্তরে শ্রবণকাতরতাং গতোঽস্মি ॥ ৯ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—ন + ইয়ম্, বহুশঃ + অপি + অনয়া, সতৃষ্ণম্ + অত্রান্তরে, গতঃ + অস্মি। মনোগতম্ + আধিহেতুম্।

অন্বয়—সমদুঃখসুখেন জনেন পৃষ্টা ইয়ং বালা মনোগতম্ আধিহেতুং ন বক্ষ্যতি ইতি ন। অনয়া বহুশঃ বিবৃতা সতৃষ্ণং দৃষ্টঃ অপি অত্রান্তরে শ্রবণকাতরতাং গতঃ অস্মি ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—সখি (সখী) কস্য বা অন্যস্য কথয়িষ্যামি (অন্য কার কাছেই বা বলব)? ইদানীং (এখন) বাং (তোমাদের) আয়াসয়িত্রী ভবিষ্যামি (কষ্টের কারণ হব)। উভে (দুজনে)—অতএব খলু নির্বন্ধঃ (এজন্যই তো আমাদের এত আগ্রহ)। দুঃখং (দুঃখ) স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি (প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নিলেই) সহ্যবেদনং ভবতি (তা' সহজেই সহ্য করা যায়)। রাজা—সমদুঃখসুখেন জনেন পৃষ্টা (সুখদুঃখে যারা সমান অংশীদার তাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে) ইয়ং বালা (এই বালিকা) মনোগতম্ আধিহেতুং (মনোবেদনার কারণ) ন বক্ষ্যতি ইতি ন (বলবে না, তা হতে পারে না)। অনয়া (এই শকুন্তলা) বহুশঃ বিবৃত্য সতৃষ্ণং দৃষ্টঃ অপি (যদিও বহুবার সতৃষ্ণভাবে আমাকে দেখেছে), অত্রান্তরে (তবুও এ ব্যাপারে) শ্রবণকাতরতাং গতঃ অস্মি (সে কি বলে তা জানবার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—সখী, অন্য কার কাছেই বা বলব? এখন তোমাদের কষ্টের কারণ হব।

উভে (দু'জনে)—এজন্যই তো আমাদের এত আগ্রহ। দুঃখ প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নিলেই তা' সহজেই সহ্য করা যায়।

রাজা—সুখদুঃখে যারা সমান অংশীদার তাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে এই বালিকা তার মনোবেদনার কারণ বলবে না,—তা' হতে পারে না। এই শকুন্তলা যদিও বহুবার সতৃষ্ণভাবে আমাকে দেখেছে, তবুও এ ব্যাপারে সে কি বলে তা' জানবার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি ॥ ৯ ॥

মনোরমা—আয়াসয়িত্রী—আ-যসু (ক্ষয়ে) + ণিচ্ + তৃচ্ কর্তরি, আয়াসয়িতৃ + ঙীপ্, "ঋন্নেভ্যঃ ঙীপ্"—এই সূত্র অনুসারে। পৃষ্টা—প্রচ্ছ্ + ক্ত + টাপ্। সমদুঃখ-সুখেন—দুঃখং চ সুখং চ, তয়োঃ সমাহারঃ, দুঃখসুখম্, সমাহরদ্বন্দ্বঃ। সমং দুঃখসুখং যস্য, বহুব্রীহিঃ, তেন। অধিহেতুম্ আধেঃ হেতুঃ, ষষ্ঠীতৎ, তম্। সতৃষ্ণম্—তৃষ্ণয়া সহ বর্তমানম্, বহুব্রীহিঃ।

আশা—পৃষ্টেতি। ইয়ং বালা অল্পবয়াঃ শকুন্তলা দুঃখং চ সুখং চ দুঃখসুখম্, সমং তুল্যং দুঃখসুখং যস্য তেন। শকুন্তলায়াং সুখিতায়াং যঃ সুখী ভবতি, দুঃখিতায়াং যঃ

দুঃখিতঃ ভবতি ইত্যর্থঃ, তেন জনেন প্রিয়সখিজনেন পৃষ্টা জিজ্ঞাসিতা সতী মনোগতং হৃদয়স্থিতম্ আধিহেতুম্ দুঃখকারণং ন বক্ষ্যতি ন কথয়িষ্যতি ইতি ন, নূনমেব কথয়িষ্যতি ইতি ভাবঃ। অনয়া শকুন্তলয়া বহুশঃ বহুবারান্ বিবৃত্য গ্রীবাভঙ্গেন পরাবৃত্য সতৃষ্ণং সোৎকণ্ঠং দৃষ্টোঽপি প্রথমাংকস্য অবসানে আশ্রমং প্রতি গচ্ছন্ত্যাঃ শকুন্তলায়াঃ অনুরাগচিহ্নং পুনঃ পুনঃ পশ্যন্নপি অত্রান্তরে ইদানীং শ্রবণকাতরতাং তদুত্তরাকর্ণনে ভীতিং গতোঽস্মি প্রাপ্তোঽস্মি, কিং সা অনুকূলং প্রতিকূলং বা বক্ষ্যতি ইতি অস্থিরতাং গতোঽস্মি ইতি ভাবঃ। অত্র দ্বিতীয়ং পাদং প্রতি প্রথমস্য হেতুত্বাৎ কাব্যলিঙ্গম্। পুনঃ কারণাভাবে অপি কাতরতারূপকার্য্যোৎপত্তেঃ বিভাবনা। "বিভাবনা বিনা হেতুং কার্যোৎপত্তির্যদুচ্যতে"-ইতি লক্ষণাৎ। বৃত্তং চ বসন্ততিলকম্।—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

(ক) শকুন্তলা গুরুতর পীড়িতা, কিন্তু তার এ পীড়ার কারণ কি, এ পীড়ার স্বরূপই বা কি তা' শকুন্তলার প্রিয়সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা কাবো জানা নেই। তবুও শকুন্তলার দেহের তাপ উপশমের জন্য তাদের প্রয়াসের অন্ত নেই। শকুন্তলার এ পীড়ার কারণ তার অজ্ঞাত নয়, তবুও সে তা প্রিয়সখীদের কাছে প্রকাশ করে তাদের কষ্টের কারণ হতে অনিচ্ছুক। প্রিয়সখীরাও কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন, তারাও অকাট্য এবং জোরালো যুক্তি দেখিয়ে শকুন্তলার কাছ থেকে তার পীড়ার কারণ জেনে নিতে বদ্ধপরিকর। তাঁরা বলেন,—"স্নিগ্ধজনং-সবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতি"—অর্থাৎ প্রিয়জনেরা ভাগ করে নিলেই দুঃখ সহজেই সহ্য করা যায়। নিজের আনন্দে অন্যদের অংশীদার করে নিলে যেমন আনন্দ উত্তম রূপে উপভোগ করা যায়, ঠিক তেমনি দুঃখের ভাগও অন্যকে বহন করতে দিলে দুঃখ নিতান্তই লঘু ও সহনযোগ্য হয়। শ্রীহর্ষ রচিত "প্রিয়দর্শিকা" নাটকে বলা হয়েছে,—"কস্য তাবৎ ইমং বৃত্তান্তং নিবেদ্য সহ্যবেদন-মিব দুঃখং করিষ্যামি" অর্থাৎ কার কাছে আমার এই দুঃখের কথা বলে কষ্টের লাঘব করি। মহাকবি ভারবি তাঁর "কিরাতার্জ্জুনীয়ম্" মহাকাব্যে বলেছেন,—"তুল্যাদ্বিভাগাদিব তন্মনোভিঃ দুঃখাতিভারোঽপি লঘুঃ স মেনে।" (৩/৩৩) অর্থাৎ (দুর্বহ হলেও) তুল্যভাবে বিভক্ত হওয়ায় প্রত্যেকেই শোকভারকে লঘু বলে মনে করতে লাগলেন।

(খ) প্রিয়সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদার প্রাসঙ্গিক ও গভীর অর্থবহ যুক্তি শুনে রাজা ভাবলেন, যাঁরা শকুন্তলার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী তাঁদের এ যুক্তি বিচার করে শকুন্তলা নিশ্চয়ই এবার তাঁর ব্যাধির কারণ ব্যক্ত না করে পারবেন না। রাজা আরও

ভাবলেন যে, শকুন্তলা তাঁর প্রতি নিবিড় অনুরাগের লক্ষণ একাধিকবার প্রকাশ করেছেন, তবুও এ বিষয়ে শকুন্তলা স্বয়ং কি বল্লেন তা' শোনার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন।

শকুন্তলা—সহি, জদো পহুদি মম দংসণপহং আঅদো সো তবোবণ-রক্‌খিদা রাএসী—(ইত্যর্ধোক্তে লজ্জাং নাটয়তি) (সখি, যতঃ প্রভৃতি মম দর্শনপথম্ আগতঃ স তপোবনরক্ষিতা রাজর্ষিঃ—)

উভে—কহেদু পিঅসহী। (কথয়তু প্রিয়সখী।)

শকুন্তলা—তদো আরহিঅ তগ্‌গদেন অহিলাসেণ এতদবত্থ ম্হি-সংবুত্তা। (ততঃ আরভ্য তদ্‌গতেন অভিলাষেণ এতদবস্থা অস্মি সংবৃত্তা।)

রাজা—(সহর্ষম্) শ্রুতং' শ্রোতব্যম্।

স্মর এব তাপহেতুর্নির্বাপয়িতা স এব মে জাতঃ।
দিবস ইবাভ্রশ্যামস্তপাত্যয়ে জীবলোকস্য ॥ ১০ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—তাপহেতুঃ + নির্বাপয়িতা, দিবসঃ + ইব + অভ্রশ্যামঃ + তপাত্যয়ে। ইতি + অর্ধোক্তে।

অন্বয়—স্মর এব তাপহেতুঃ, স এব তপাত্যয়ে অভ্রশ্যামঃ দিবসঃ জীবলোকস্য ইব মে নির্বাপয়িতা জাতঃ।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—সখি (সখী), যতঃ প্রভৃতি (যেদিন থেকে) মম দর্শনপথম্ আগতঃ (আমার দৃষ্টিপথে এসেছেন) স তপোবনরক্ষিতা রাজর্ষিঃ (সেই তপোবনের রক্ষক রাজর্ষি)। উভে (দুজনেই)—কথয়তু প্রিয়সখী (প্রিয়সখী বল)। শকুন্তলা—ততঃ আরভ্য (সেদিন থেকেই) তদ্‌গতেন অভিলাষেণ (তাঁকে পাবার অভিলাষে) এতদবস্থা সংবৃত্তা অস্মি (আমার এ দশা হয়েছে)। রাজা (সহর্ষম্—আনন্দের সঙ্গে)—শ্রুতং শ্রোতব্যম্ (যা শোনার তাই শুনলাম)। স্মর এব তাপহেতুঃ (কামদেব আমার সন্তাপের কারণ) স এব (কিন্তু তিনিই এখন) তপাত্যয়ে (গ্রীষ্মের অবসানে) অভ্রশ্যামঃ দিবসঃ (মেঘাচ্ছন্ন দিন) জীবলোকস্য ইব (যেমন প্রাণিজগতের শান্তি বিধান করে তেমনি) মে নির্বাপয়িতা জাতঃ (আমার সকল সন্তাপ হরণ করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—সখী, যেদিন থেকে তপোবনের রক্ষক সেই রাজর্ষি আমার দৃষ্টিপথে এসেছেন, সে দিন থেকেই—(অর্ধেক বলে লজ্জার অভিনয় করলেন)।

উভে (দু'জনেই)—প্রিয়সখী বল।

শকুন্তলা—সেদিন থেকেই তাঁকে পাবার বাসনায় আমার এ দশা হয়েছে।

রাজা—(আনন্দের সঙ্গে) যা' শোনার তাই শুনলাম।

কামদেব আমার সন্তাপের কারণ ছিলেন। তিনিই এখন, গ্রীষ্মের অবসানে মেঘাচ্ছন্ন দিবস যেমন জীবলোকের শান্তি বিধান করে, তেমনি আমার সমস্ত তাপের শান্তিবিধান করলেন ॥১০॥

মনোরমা—নির্বাপয়িতা—নির্-বা + ণিচ্ + তৃচ্ কর্তরি ১মা একবচন। তপাত্যয়ে—অত্যয়ঃ—অতি-ই + অচ্ = অত্যয়ঃ। তপস্য অত্যয়ঃ = তপাত্যয়ঃ (ষষ্ঠীতৎ), তস্মিন্। তাপহেতুঃ = তাপস্য হেতুঃ (ষষ্ঠীতৎ)।

আশা—স্মর ইতি। তপাত্যয়ে তপস্য গ্রীষ্মস্য অত্যয়ঃ অন্তঃ, অবসানম্ ইত্যর্থঃ, তস্মিন্, বর্ষারম্ভে ইত্যর্থঃ, জীবলোকস্য প্রাণিজাতস্য অভ্রৈঃ মেঘৈঃ শ্যামঃ কৃষ্ণঃ দিবসঃ ইব মেঘাচ্ছন্নদিনম্ ইব ইত্যর্থঃ। স্মরঃ কামদেবঃ এব মে মম দুষ্যন্তস্য তাপস্য মনঃ সন্তাপস্য হেতুঃ কারণম্, পক্ষে উষ্ণতায়াঃ হেতুঃ। স তাদৃশঃ তাপকর্তা স্মরঃ দিবসশ্চ নির্বাপয়িতা সন্তাপম্ উষ্ণতাং চ নিরাকৃত্য প্রীতিপ্রদঃ জাতঃ সংবৃত্তঃ। মেঘাবৃতঃ দিবসঃ যথা বর্ষণাৎ প্রাক্ মানবান্ ভৃশং সন্তাপয়তি, তদনন্তরং স এব দিবসঃ তৈরেব মেঘৈঃ বর্ষণং কারয়িত্বা তেষাং তাপং পুনর্নির্বর্তযতি, তথা অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ উক্তেঃ প্রাক্ মদনোঽপি মাং সাতিশয়ং সন্তাপয়তি স্ম, সম্প্রতি তস্যাঃ উক্তেরনন্তরং স এব মে হর্ষদঃ জাতঃ। যঃ তাপহেতুঃ স এব নির্বাপয়িতা ইত্যস্মিন্ শ্লোকে বিরোধাভাসঃ, উপমা চ, আর্যা জাতিঃ ॥

আলোচনা :

(ক) নিজেদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর তাপসবালা শকুন্তলাকে সহসা নিরাময় করে, তাকে বাঁচাবার জন্য অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার চেষ্টার অন্ত নেই। তাদের অকাট্য যুক্তিগর্ভ অনুরোধ অনুধাবন করে শকুন্তলা তাদের বলল যে, যেদিন থেকে রাজা দুষ্যন্তকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেদিন থেকেই রাজার প্রতি শকুন্তলার হৃদয়ে পূর্বরাগের বীজ অংকুরিত হয়েছে। সুতরাং রাজাই তাঁর রোগের কারণ। রাজা যখন শকুন্তলার মুখে শুনলেন যে, তপোবনের রক্ষক রাজর্ষি দুষ্যন্তকে দেখার পর থেকেই তাঁকে পাবার কামনায় তার এ দশা হয়েছে, তখন রাজা বলেন, যে কামদেব তাঁর সন্তাপের কারণ ছিলেন তিনিই এখন সে তাপের নির্বাপক হয়েছেন।

(খ) "স্মর এব তাপহেতুঃ" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে "অভ্রশ্যামঃ" পাঠের পরিবর্তে কোন কোন সংস্করণে "অর্ধশ্যামঃ" পাঠ গৃহীত হয়েছে। প্রসিদ্ধ টীকাকার রাঘবভট্টও তাঁর "অর্থদ্যোতনিকা" টীকায় "অভ্রশ্যামঃ" পাঠের পরিবর্তে "অর্ধশ্যামঃ" পাঠ গ্রহণ করেছেন,—"অর্ধশ্যামোঽর্ধে মেঘাক্রান্তত্বাৎ শ্যামঃ সচ্ছায়ঃ পূর্বাহ্ণে সাতপোঽপরত্র সচ্ছায়ো বা দিবসো জীবলোকস্য প্রাণিবর্গস্য তাপয়িতা নির্বাপয়িতা চ যথা ভবতি।" অর্থাৎ রাঘবভট্টের মতে গ্রীষ্মের অবসানে দিবসের পূর্বভাগে জীবলোক তাপ অনুভব করে, কিন্তু দিবসের উত্তরভাগ শ্যামল ছায়ায় আচ্ছন্ন থাকে বলেই তখন তা তাপের নির্বাপক হয়। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করার পক্ষে বাধা রয়েছে। কেননা, বর্ষণ না হওয়া পর্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন কাল জীবলোকের পক্ষে তাপের কারণ হয়। কিন্তু গ্রীষ্মের শেষে ঘনমেঘাচ্ছন্ন দিবস অত্যধিক তাপের জন্য জীবলোকের অত্যন্ত পীড়াদায়ক, তবে মেঘ যখন বর্ষণ করে তখন জীবলোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তাই উক্ত দুটি পাঠের মধ্যে "অভ্রশ্যামঃ" পাঠটি অধিকতর সঙ্গত ও সমীচীন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ পাঠ-গ্রহণ সমর্থনের পক্ষে অনুরূপ উক্তি এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে। যেমন,—"তে প্রজানাং প্রজানাথাস্তেজসা প্রশ্রয়েণ চ। মনো জহ্রুঃ নিদাঘান্তে শ্যামাভ্রা দিবসা ইব ॥" (রঘু ১০/৮৩)।

শকুন্তলা—তং জই বো অণুমদং তা তহ বট্টহ জহ তস্স রাএসিণো অণুকম্পণিজ্জা হোমি। অণ্ণহা অবস্সং সিঞ্চধ মে তিলোদঅং। (তদ্ যদি বাম্ অনুমতং তদা তথা বর্তেথাং যথা তস্য রাজর্ষেঃ অনুকম্পনীয়া ভবতি। অন্যথা অবশ্যং সিঞ্চতং মে তিলোদকম্।)

রাজা—সংশয়চ্ছেদি বচনম্।

প্রিয়ংবদা—(জনান্তিকম্) অণসূএ, দূরগঅমন্মহা অক্খমা ইঅং কাল-হরণস্স। জস্সিং বদ্ধভাবা এসা সো ললামভূদো পোরবাণং। তা জুত্তং সে অহিলাসো অহিণন্দিদুং। (অনসূয়ে, দূরগতমন্মথা অক্ষমা ইয়ং কাল-হরণস্য। যস্মিন্ বদ্ধভাবা এষা স ললামভূতঃ পৌরবাণাম্। তৎ যুক্তম্ অস্যাঃ অভিলাষঃ অভিনন্দিতুম্।)

অনসূয়া—তহ জহ ভণসি। (তথা যথা ভণসি।)

প্রিয়ংবদা—(প্রকাশম্) সহি, দিট্‌ঠিআ অণুরুবো দে অহিণিবেসো। সাঅরং উজ্ঝিঅ কহিং বা মহাণই ওদরই। কো দাণিং সহআরং অন্তরেণ অদিমুত্তলদং

পল্লবিদং সহেদি। (সখি, দিষ্ট্যা অনুরূপঃ তে অভিনিবেশঃ। সাগরম্ উজ্‌ঝিত্বা কুত্র বা মহানদী অবতরতি। কঃ ইদানীং সহকারম্ অন্তরেণ অতিমুক্তলতাং পল্লবিতাং সহতে।

রাজা—কিমত্র চিত্রং যদি বিশাখে শশাঙ্কলেখামনুবর্ততে।

অনসূয়া—কো উণ উবাও ভবে জেণ অবিলম্বিঅং নিহুঅং অ সহীএ মণোরহং সংপাদেম্হ। (কঃ পুনঃ উপায়ঃ ভবেৎ যেন অবিলম্বিতং নিভৃতং চ সখ্যাঃ মনোরথং সম্পাদয়াবঃ।)

প্রিয়ংবদা—ণিহুঅং ত্তি চিন্তাণিজ্জং ভবে। সিগ্‌ঘং ত্তি সুঅরং। (নিভৃতম্ ইতি চিন্তনীয়ং ভবেৎ। শীঘ্রমিতি সুকরম্।)

অনসূয়া—কহং বিঅ। (কথম্ ইব)

সন্ধিবিচ্ছেদ—কিম্ + অত্র, শশাঙ্কলেখাম্ + অনুবর্ততে। এব + অস্মি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—তদ্ যদি বাম্ অনুমতম্ (যদি তা তোমাদের অভিপ্রেত হয়) তদা তথা বর্তেথাম্ (তাহলে তেমন কর), যথা (যাতে) তস্য রাজর্ষেঃ (সে রাজর্ষির) অনুকম্পনীয়া ভবামি (অনুকম্পার যোগ্য হই)। অন্যথা (তা না হলে) অবশ্যং মে (নিশ্চয়ই আমার উদ্দেশ্যে) তিলোদকং সিঞ্চতম্ (তিলোদক অর্পণ করতে হবে)। রাজা—সংশয়চ্ছেদি বচনম্ (এ বাক্যে আমার সন্দেহের নিরসন হল)। প্রিয়ংবদা—(জনান্তিকম্—জনান্তিকে), (অনসূয়া), দূরগতমন্মথা (আমাদের সখী প্রেমের ব্যাপারে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে), অক্ষমা ইয়ং কালহরণস্য (বৃথা কালক্ষেপ করতে সে অক্ষম)। যস্মিন্ এষা বদ্ধভাবা (এ যাঁকে ভালবেসেছে) স পৌরবাণাং ললামভূতঃ (তিনি পুরুবংশের অলংকারস্বরূপ)। তৎ (সুতরাং) অস্যাঃ অভিলাষঃ (এর অভিলাষ) অভিনন্দিতুং যুক্তম্ (অভিনন্দনের যোগ্য)। অনসূয়া—তথা যথা ভণসি (তুমি যথার্থই বলেছ)। প্রিয়ং বদা—(প্রকাশম্—প্রকাশ্যে) সখি (সখী) দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যক্রমে) অনুরূপঃ তে অভিনিবেশঃ (তোমার এ অনুরাগ তোমার অনুরূপই হয়েছে)। সাগরম্ উজ্ঝিত্বা (সাগর ত্যাগ করে) কুত্র বা মহানদী অবতরতি (মহানদী আর কোথায় গিয়ে মেলে)। সহকারম্ অন্তরেণ (আম্রবৃক্ষ ব্যতীত) কঃ ইদানীং (কে এখন আর) পল্লবিতাম্ অতিমুক্তলতাং সহতে (পল্লবিত অতিমুক্তলতার ভার সইতে পারে)। রাজা—কিম্ অত্র চিত্রম্ (এতে আর আশ্চর্যের কি আছে) যদি বিশাখে শশাঙ্কলেখাম্ অনুবর্ততে (যে বিশাখা নক্ষত্র দুটি চন্দ্রবিম্বেরই অনুসরণ করে থাকে)। অনসূয়া—কঃ পুনঃ উপায়ঃ ভবেৎ (আচ্ছা, এমন

কোন উপায় আছে কি) যেন (যাতে) সখ্যাঃ মনোরথং (সখীর মনের বাসনা) অবিলম্বিতম্ (অবিলম্বে) নিভৃতং চ (এবং গোপনে) সম্পাদয়াবঃ (পূরণ করতে পারি)। প্রিয়ংবদা—নিভৃতম্ ইতি চিন্তনীয়ং ভবেৎ (গোপনে করার ব্যাপারটি চিন্তা করতে হবে), শীঘ্রমিতি সুকরম্ (সত্বর করা সহজেই হতে পারে)। অনসূয়া—কথম্ ইব (কিভাবে)?

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—যদি তা তোমাদের অভিপ্রেত হয়, তাহলে তাই কর, যাতে সেই রাজর্ষির অনুকম্পার যোগ্য হই। অন্যথায়, নিশ্চয়ই আমার উদ্দেশ্যে তিলোদক অর্পণ করতে হবে।

রাজা—এবাক্যে আমার সন্দেহের নিরসন হল।

প্রিয়ংবদা—(জনান্তিকে) অনসূয়া, আমাদের সখী প্রেমের ব্যাপারে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। বৃথা কালক্ষেপ করতে সে অক্ষম। এ যাঁকে ভালবেসেছে তিনি পুরুবংশের অলংকারস্বরূপ। সুতরাং এর অভিলাষ অভিনন্দনের যোগ্য।

অনসূয়া—তুমি যথার্থই বলেছ।

প্রিয়ংবদা—(প্রকাশ্যে) সখী, সৌভাগ্যক্রমে তোমার এ অনুরাগ তোমার অনুরূপই হয়েছে। সাগরকে ছেড়ে মহানদী আর কোথায় বা অবতরণ করে। আম্রবৃক্ষ ছাড়া কে আর পল্লবিত অতিমুক্তলতার ভার সইতে পারে।

রাজা—এতে আর আশ্চর্যের কি আছে যে বিশাখা নক্ষত্র দুটি চন্দ্রবিম্বেরই অনুসরণ করে থাকে।

অনসূয়া—আচ্ছা, এমন কোন উপায় আছে কি যাতে আমাদের সখীর মনের বাসনা অবিলম্বে এবং গোপনে পূরণ করতে পারি।

প্রিয়ংবদা—গোপনে করার ব্যাপারটি চিন্তা করতে হবে, কিন্তু সত্বর করা সহজেই হতে পারে।

অনসূয়া—কিভাবে?

আলোচনা :

শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের প্রতি অনুরাগাকৃষ্টা জেনে সানন্দে তা' অনুমোদন করে বলেন যে, মহানদী সাগরেই মিলিত হয়, আম্রবৃক্ষই কেবল পল্লবিত অতিমুক্তলতার ভার বহন করতে সমর্থ। এখানে মহানদী এবং অতিমুক্তলতা বলতে শকুন্তলা এবং সাগর ও আম্রবৃক্ষ বলতে রাজা দুষ্যন্তের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার, অনসূয়া ও

প্রিয়ংবদা দুষ্যন্তের প্রতি তাঁদের প্রিয়সখী শকুন্তলার প্রবল অনুরাগাকর্ষণকে সানন্দে অনুমোদন করছেন শুনে, রাজা মন্তব্য করেছেন যে, বিশাখা নক্ষত্রদ্বয় চন্দ্রলেখার অনুসরণ করে। এখানে বিশাখে (বিশাখা নক্ষত্রদ্বয়) বলতে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে এবং চন্দ্রলেখা বলতে শকুন্তলাকে বোঝান হয়েছে।

প্রিয়ংবদা—ণং সো রএসী ইমস্সিং সিণিদ্ধদিট্ঠীএ সুইদাহিলাসো ইমাইং দিঅহাইং পজাঅরকিসো লক্খীঅদি। (ননু স রাজর্ষিঃ অস্যাং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা সূচিতাভিলাষঃ এতান্ দিবসান্ প্রজাগরকৃশঃ লক্ষ্যতে।)

রাজা—সত্যম্ ইত্থম্ভূত এবাস্মি। তথাহি—

ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্বিবর্ণমণীকৃতং
নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসারিভিরশ্রুভিঃ।
অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাৎ
কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্যতে ॥ ১১ ॥

প্রিয়ংবদা—(বিচিন্ত্য) হলা, মঅণলেহো সে করীঅদু। ইমং দেবপ্পসাদস্সাবদেসেণ সুমণোগোবিদং করিঅ সে হত্থঅং পাবইস্সং। (হলা, মদন-লেখো ঽস্য ক্রিয়তাম্। ইমং দেবপ্রসাদস্যাপদেশেন সুমনোগোপিতং কৃত্বা তস্য হস্তং প্রাপয়িষ্যামি।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—ইদম্ + অশিশিরৈঃ + অন্তস্তাপাৎ + বিবর্ণমণীকৃতম্, মুহুঃ + মণিবন্ধনাৎ, প্রসাবিভিঃ + অশ্রুভিঃ।

অন্বয়—নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসারিভিঃ অন্তস্তাপাৎ অশিশিরৈঃ অশ্রুভিঃ বিবর্ণমণীকৃতম্ অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মণিবন্ধনাৎ স্রস্তং স্রস্তং কনকবলয়ং ময়া মুহুঃ প্রতিসার্যতে।

বাঙ্লা শব্দার্থ—প্রিয়ংবদা—ননু স রাজর্ষিঃ (নিশ্চিত সে রাজর্ষি) অস্যাং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা সূচিতাভিলাষঃ (এর দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর মনের বাসনা বুঝিয়ে দিয়েছেন।)

এতান্ দিবসান্ প্রজাগরকৃশঃ লক্ষ্যতে (এ কদিন জেগে রাত কাটানোয় তাঁকে ক্ষীণ দেখাচ্ছে)। রাজা—সত্যম্ (সত্যিই) ইত্থম্ভূতঃ এব অস্মি (আমি সেরকমই হয়েছি)। তথাহি (কেননা)—নিশি নিশি (রাতের পর রাত) ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসারিভিঃ (হাতে মাথা রেখে শয়ন করায় চোখের প্রান্ত থেকে) অন্তস্তাপাৎ অশিশিরৈঃ অশ্রুভিঃ (অন্তস্তাপে উষ্ণ অশ্রু গড়িয়ে পড়ে) বিবর্ণমণী-কৃতম্ (বলয়ের মণি বিবর্ণ হয়েছে), অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং (যে বলয় হাতে ধনুকের জ্যা আকর্ষণের জন্য যে ক্ষতচিহ্ন হয়েছে তা' স্পর্শ করত না)। মণি-বন্ধনাৎ স্রস্তং স্রস্তং 'তা' এখন মণিবন্ধ থেকে বারং বার খসে পড়ছে), কনকবলয়ং ময়া মুহুঃ প্রতিসার্যতে (আর সে সুবর্ণবলয় আমি বারং বার যথাস্থানে তুলে ধরছি)। প্রিয়ংবদা—[বিচিন্ত্য—চিন্তা করে] হলা, মদনলেখঃ অস্য ক্রিয়তাম্ (সখি, রাজার উদ্দেশ্যে প্রণয়লিপি প্রস্তুত করা যাক)। ইমং (সেইটি) দেবপ্রসাদস্য অপদেশেন (দেববার প্রসাদের ছলে), সুমনোগোপিতং কৃত্বা তস্য হস্তং প্রাপয়িষ্যামি—ফুলের মধ্যে গোপন করে তাঁর হাতে পৌঁছে দেব।

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা—নিশ্চিত সে রাজর্ষি এর দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর মনের বাসনা বুঝিয়ে দিয়েছেন। একদিন জেগে রাত কাটানোয় তাঁর দেহ ক্ষীণ হয়েছে।

রাজা—সত্যিই আমি সেরকমই হয়েছি। কেননা, রাতের পর রাত হাতে মাথা রেখে শয়ন করায চোখের প্রান্ত থেকে অন্তস্তাপে উষ্ণ অশ্রু গড়িয়ে পড়ে বলয়ের মণিকে বিবর্ণ করেছে। যে বলয় হাতে ধনুকের জ্যা-আকর্ষণের জন্য যে ক্ষতচিহ্ন হয়েছে তা' স্পর্শ করতো না, তা এখন মণিবন্ধ থেকে বারংবার খসে পড়ছে। আর সে সুবর্ণবলয় আমি বারংবার যথাস্থানে তুলে ধরছি । ১১।

প্রিয়ংবদা—(চিন্তা করে) রাজার উদ্দেশ্যে প্রণয়লিপি প্রস্তুত করা যাক্। সেইটি দেবতার প্রসাদের ছলে ফুলের মধ্যে গোপন করে তাঁর হাতে পৌঁছে দেব।

মনোরমা—অশিশিরৈঃ—ন শিশিরঃ (শীতলঃ), নঞ্তৎ, তৈঃ। অন্তস্তাপাৎ অন্তর্গতঃ তাপঃ, অন্তস্তাপঃ, শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী কর্মধা, তস্মাৎ। বিবর্ণমণীকৃতম্—বিবর্ণাঃ মণয়ঃ যস্মিন্ তৎ বিবর্ণমণিঃ। ন বিবর্ণমণি অবিবর্ণমণি, (নঞ্তৎ), অবিবর্ণমণি *বিবর্ণমণি কৃতম্ ইতি অভূততদ্ভাবে চ্বি প্রত্যয়। ভুজন্য-স্তাপাঙ্গপ্রসারিভিঃ—ভুজে ন্যস্তঃ* (সহসুপা), ভুজন্যস্তঃ অপাঙ্গঃ, কর্মধা, তস্মাৎ প্রসারিভিঃ ইতি ভুজন্যস্তাপাঙ্গ + প্র-সৃ + ণিনি, তৈঃ। অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কম্—ন অভিলুলিতঃ (নঞ্তৎ), জ্যায়াঃ আঘাতঃ, ষষ্ঠীতৎ, অনভিলুলিতঃ জ্যাঘাতস্য অংকঃ যস্মিন্ কর্মণি, তৎ যথা স্যাৎ তথা বহুব্রীহিঃ। প্রতিসার্যতে—প্রতি-সৃ + ণিচ্ + লট্ কর্মবাচ্যে, প্রথমপুরুষ একবচন।

আশা—ইদমিতি ॥ নিশি নিশি প্রতিরাত্রং, ভুজে বামকরতলে ন্যস্তঃ নিহিতঃ, সঃ অপাঙ্গঃ নেত্রান্তঃ, তস্মাৎ প্রবর্ত্তন্তে বহুলং .নিঃসরন্তি যানি তাদৃশৈঃ অন্তস্তাপাৎ অন্তর্গতমদনসন্তাপেন হেতুনা অসিশিরৈঃ উষ্ণৈঃ অশ্রুভিঃ লোচনবারিভিঃ বিগতঃ বর্ণঃ কান্তিঃ যেষাং তে বিবর্ণাঃ তাদৃশাঃ মণয়ঃ যত্র তৎ বিবর্ণমণি, অবিবর্ণমণি বিবর্ণমণিকৃতম্ ইতি বিবর্ণমণীকৃতম্, মণিবন্ধঃ প্রকোষ্ঠ-পাণ্যোঃ সন্ধিস্থানম্, তস্মাৎ স্রস্তং স্রস্তং বারংবারং অধঃ বিগলিতম্ ইদম্ বামকরধৃতং কনকবলয়ং সুবর্ণকটকং ময়া ন অভিলুলিতঃ স্পর্শেনবিমর্দিতঃ তৎ যথা তথা জ্যায়াঃ ধনুর্গুণস্য যঃ আঘাতঃ ঘর্ষণং তস্য অংকঃ চিহ্নং যস্মিন্ কর্মণি যথা স্যাৎ তথা মুহুঃ বারংবারং প্রতিসার্যতে উদ্ধৃত্য স্বস্থানে স্থাপ্যতে। অত্র পর্যায়োক্তমলংকারঃ। তল্লক্ষণং তু—"পর্যায়োক্তং যদা ভঙ্গ্যা গম্যমেবাভিধীয়তে।" ইতি ॥ হারিণী চ বৃত্তম্,—"নসমরসলাগঃ ষড়্বেদৈঃ হয়ৈঃ হারিণী মতা"—ইতি লক্ষণাৎ ॥

আলোচনা :

(ক) কামশাস্ত্রে প্রণয়ীর যে দশ অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হলো—"দৃঙ্মনঃ সঙ্গসংকল্পাঃ জাগরঃ কৃশতা রতিঃ। হ্রীত্যাগোন্মাদমূর্চ্ছান্তা ইত্যনঙ্গদশা দশঃ ॥" উক্ত দশ দশার মধ্যে প্রথম হলো 'দৃক্' অর্থাৎ দর্শনে নয়নপ্রীতি, দ্বিতীয় "মনঃ" বা চিত্তাসঙ্গ, তৃতীয়—"সঙ্গ" বা অঙ্গস্পর্শ, চতুর্থ "সংকল্প" অর্থাৎ প্রিয়জনকে লাভ করবার ইচ্ছা দৃঢ় হওয়া, পঞ্চম হলো "জাগরণ" অর্থাৎ প্রেমাস্পদকে ভাবতে ভাবতে অনিদ্রায় রাত্রিযাপন, ষষ্ঠ হলো "অঙ্গকৃশতা" অর্থাৎ অত্যধিক চিন্তাহেতু কিংবা অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখবেদনায় শীর্ণ অবস্থা হওয়া, সপ্তম হলো—"অরতি" বা বিষয়নিবৃত্তি, অষ্টম "হ্রীত্যাগ" অর্থাৎ লজ্জা পরিহার করে প্রেমাস্পদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন, নবম হলো উন্মত্তের ন্যায় আচরণ, এবং দশম হলো—মোহাবিষ্ট বা মূর্চ্ছিত হওয়া। আবার, প্রণয়ীর উক্ত দশ দশার কথা অন্যত্র বলা হয়েছে,—"নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোহর্থ-সংকল্পঃ। নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ। উন্মাদঃ মূর্চ্ছা মতিঃ ॥"

উক্ত দশপ্রকার মদনদশার মধ্যে "জাগর" বা "নিদ্রাচ্ছেদ" দশা উক্ত শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। শকুন্তলাগতচিত্ত রাজা নিজের দিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাননি এতদিন। এখন তিনি দেখলেন যে, তাঁর দশা সত্যি প্রণয়ীর চতুর্থ দশা ছাড়া আর কিছু নয়।—"প্রতিনিশি ভুজন্যস্ত অপাঙ্গ হইতে/মনস্তাপে উষ্ণ অশ্রু থাকে গো বহিতে। বিবর্ণ করিয়া দিয়া বলয়ের মণি / আমার এ হস্ত কৃশ হয়েছে এমনি। থাকে না কংকন মোর কিনাংক পরশি / শিথিল হইয়া মুহু পড়ে খসি খসি।"

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

(খ) রাজা দুষ্যন্ত নিজের নিদ্রাচ্ছেদ বা জাগর অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে "ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসারিভিঃ অশ্রুভিঃ বিবর্ণমণীকৃতম্" ইত্যাদি বলেছেন। টীকাকার রাঘবভট্ট এর ব্যাখ্যায় বলেছেন,—"ভুজ উপাধানীকৃতে ন্যস্তো যোঽয়মপাঙ্গো নেত্রান্তস্তত্র প্রসর্তুং শীলং যেষাং তৈঃ। অত্র প্রজাগরচ্ছয্যায়াং পরিবৃত্তিবিবর্তনৈঃ সত্যপ্যুপধানে তস্য নিষ্ফলত্বাদ্ ভুজোপধানত্বমুক্তম্। অন্তস্তাপাদশিশিরৈঃ উষ্ণৈরশ্রুভিঃ বিবর্ণাঃ মণয়ঃ যত্র তৎ।"—সংক্ষেপে এর অর্থ হল, রাতের পর রাত রাজা হাতের উপর মাথা রেখে এপাশ ওপাশ করে যাপন করেছেন, তাঁর নয়নপ্রান্ত থেকে নির্গলিত উষ্ণ অশ্রু তাঁর বলয়ের মণিকে বিবর্ণ করেছে ইত্যাদি। কিন্তু টীকাকার রাঘবভট্টের এ ব্যাখ্যা এ, বি, গজেন্দ্রগদকর, সারদারঞ্জন রায়, রমেন্দ্র মোহন বসু প্রমুখ পণ্ডিতগণের সংস্করণে গৃহীত হয়নি। তাঁদের যুক্তি হল যে, টীকাকার রাঘবভট্ট রাজার যেভাবে শয্যাগ্রহণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে রাজার বলয়ের মণি অপাঙ্গ থেকে নিঃসৃত উষ্ণ অশ্রুতে বিবর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া, শয্যায় শায়িত অবস্থায় রাজার জ্যাঘাতচিহ্নিত মণিবন্ধ থেকে বলয় কিভাবে বারংবার খসে পড়তে পারে এবং রাজাও বা কিভাবে তা' বারবার তুলে দিতে পারেন? এখানেই অর্থের মধ্যে অসঙ্গতি থেকে গেছে। তাই তাঁদের অভিমত হল,—রাজা বামহস্তে কপোল ন্যস্ত করে রাতের পর রাত শয্যায় উপবিষ্ট থেকে জেগেই যাপন করেছেন।

অনসূয়া—রোঅই মে সুউমারো পওও। কিং বা সউন্দলা ভণাদি। (রোচতে মে সুকুমারঃ প্রয়োগঃ। কিং বা শকুন্তলা ভণতি।)

শকুন্তলা—কো নিওও বো বিকপ্‌পীঅদি। (কো নিয়োগঃ বাং বিকল্প্যতে।)

প্রিয়ংবদা—তেণ হি অত্তণো উবণ্ণাসপুৰ্ব্বং চিন্তেহি দাব কিং পি ললিঅপদবন্ধনং। (তেন হি আত্মন উপন্যাসপূর্বং চিন্তয় তাবৎ কিমপি ললিতপদবন্ধনম্।)

শকুন্তলা—হলা, চিন্তেমি অহং। অবহীরণভীরুঅং পুণো বেবই মে হিঅঅং। (হলা, চিন্তয়ামি অহম্। অবধীরণভীরুকং পুনঃ বেপতে মে হৃদয়ম্।)

রাজা—(সহর্ষম্)

অয়ং স তে তিষ্ঠতি সঙ্গমোৎসুকো
বিশঙ্কসে ভীরু যতোঽবধীরণাম্।
লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং
শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ ॥ ১২ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—যতঃ + অবধীরণাম্, কথম্ + ইপ্সিতঃ + ভবেৎ।

অন্বয়—(হে) ভীরু, যতঃ অবধীরণাং বিশঙ্কসে স অয়ং তে সঙ্গমোৎসুকঃ তিষ্ঠতি। প্রার্থয়িতা শ্রিয়ং লভতে ন বা, শ্রিয়া ঈপ্সিতঃ কথং দুরাপঃ ভবেৎ।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—অনুসূয়া—রোচতে মে (আমার রুচিকর মনে হচ্ছে) সুকুমারঃ প্রয়োগঃ (এই সুন্দর কৌশলটি)। কিং বা শকুন্তলা ভণতি (দেখা যাক, শকুন্তলা কি বলে)? শকুন্তলা—কঃ বাং নিয়োগঃ বিকল্প্যতে (কোনদিন আমি তোমাদের কথার অন্যথা করেছি কি)? প্রিয়ংবদা—তেন হি (তাহলে) আত্মনঃ উপন্যাসপূর্বং (নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী) কিমপি (কোন একটি) ললিতপদবন্ধনং তাবৎ চিন্তয় (সুললিত কবিতা চিন্তা কর)। শকুন্তলা—হলা, চিন্তয়ামি অহম্ (আচ্ছা, তা ভেবে দেখছি)। অবধীরণভীরুকং পুনঃ (কিন্তু অবজ্ঞা ভয়ে) বেপতে মে হৃদয়ম্ (আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে)। রাজা—[সহর্ষম্—সানন্দে] (হে) ভীরু (ভয়শীলা) যতঃ অবধীরণাম্ আশঙ্কসে (যার কাছ থেকে তুমি প্রত্যাখ্যান আশঙ্কা করছ) সঃ অয়ং তে সঙ্গমোৎসুকঃ তিষ্ঠতি (সে তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য উৎসুক হয়ে আছে)। প্রার্থয়িতা (যাচক) শ্রিয়ং লভেত ন বা (লক্ষ্মীকে লাভ করতে পারে আবার নাও করতে পারে), শ্রিয়া ঈপ্সিতঃ (কিন্তু লক্ষ্মীর ইপ্সিত) কথং দুরাপো ভবেৎ (কি করে দুর্লভ হতে পারেন)? ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনসূয়া—এ সুন্দর কৌশলটি আমার রুচিকর মনে হচ্ছে। দেখা যাক্, শকুন্তলা কি বলে?

শকুন্তলা—কোন দিন আমি তোমাদের কথার অন্যথা করেছি কি?

প্রিয়ংবদা—তাহলে নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী কোন একটি সুললিত কবিতা চিন্তা কর।

শকুন্তলা—আচ্ছা, তা' ভেবে দেখছি, কিন্তু অবজ্ঞা ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে।

রাজা—(আনন্দের সঙ্গে) হে ভয়শীলে, যার কাছ থেকে তুমি প্রত্যাখ্যান আশঙ্কা করছ, সে তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য উৎসুক হয়ে আছে। যাচক লক্ষ্মীকে লাভ

করতে পারে, আবার নাও করতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মীর ঈপ্সিত কি করে দুর্লভ হতে পারেন? ॥ ১২ ॥

মনোরমা—অবধীরণাম্—অব্-ধীর্ + ল্যুট্ + টাপ্, তাম্। প্রার্থয়িতা—প্র-অর্থ + ণিচ্ + তৃচ্ ১মা, একবচন। শ্রিয়া—অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। দুরাপঃ—দুর্-আপ্ + খল্ কর্মণি। ঈপ্সিতঃ—আপ্ + সন্ + ক্তঃ।

আশা—অয়মিতি। হে ভীরু! অবজ্ঞাভয়শীলে! যতো যস্মাৎ দুষ্যন্তাৎ অবধীরণাং প্রত্যাখ্যানং বিশঙ্কসে সন্দিহ্যসি, সঃ অয়ং দুষ্যন্তঃ সঙ্গমে মিলনে উৎসুকঃ উৎকণ্ঠিতঃ সন্ তিষ্ঠতি। ত্বৎপ্রার্থিতঃ কথম্ অহং দুর্লভো ভবিষ্যামি ইতি ভাবঃ। প্রার্থয়িতা যাচকঃ শ্রিয়ং লক্ষ্মীং লভেত ন বা লভেত, প্রাপ্নুয়াৎ বা ন বা প্রাপ্নুয়াৎ, কিন্তু শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা ঈপ্সিতঃ আত্মনা এব লব্ধুমভিমতঃ জনঃ দুরাপঃ দুর্লভঃ কথমং ভবেৎ ন কথমপি ইতি ভাবঃ। অতঃ ময়া এব ত্বং দুরাপা, ন তু ত্বয়া অহং দুর্লভঃ ইতি রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য অভিপ্রায়ঃ। অত্র উত্তরার্ধেন সামান্যেন পূর্বার্ধরূপবিশেষস্য সমর্থনাদর্থান্তরন্যাসঃ। বংশস্থবিলং চ বৃত্তম্, "বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ" ইতি লক্ষণাৎ ॥

আলোচনা :

শকুন্তলা এবং তার প্রিয়সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সঙ্গে কথোপকথন থেকে রাজা সুস্পষ্ট জানতে পারলেন যে, রাজার জন্যই শকুন্তলার এই দৈন্যদশা এবং রাজার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সে উন্মুখ। রাজা তখন মনে করলেন যে, শকুন্তলাকে লাভ করা এখন তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব নয়। কেবল তিনিই শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল নন, শকুন্তলাও তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য অত্যধিক উৎসুক। লক্ষ্মীকে কেউ প্রার্থনা করলে সে প্রার্থনা পূরণ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মী যদি কাউকে পেতে চায় তাহলে লক্ষ্মীর পক্ষে তা' কখনো অসম্ভব নয়। এর অনুরূপ উক্তি আমরা দেখতে পাই মহাকবি কালিদাস রচিত "কুমারসম্ভবম্" মহাকাব্যের পঞ্চম সর্গে,—

> "দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ
> পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।
> অথোপযন্তারমলং সমাধিনা
> ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ ॥" (কুমারে ৫/৪৬)

সখ্যৌ—অওগুণাবমাণিণি, কো দাণিং সরীরণিব্বাবত্তিঅং সারদিঅং জোসিণিং পড়ন্তেণ বারেদি। (আত্মগুণাবিমানিনি, ক ইদানীং শরীর-নির্বাপয়িত্রীং শারদীং জ্যোৎস্নাং পটান্তেণ বারয়তি।)

শকুন্তলা—(সস্মিতম্) ণিওইআ দাণিং ম্হি। (ইত্যুপবিষ্টা চিন্তয়তি।) (নিয়োজিতা ইদানীম্ অস্মি।)

রাজা—স্থানে খলু বিস্মৃতনিমেষেণ চক্ষুষা প্রিয়ামবলোকয়ামি। যতঃ—

উন্নমিতৈকভ্রূলতমাননমস্যাঃ পদানি রচয়ন্ত্যাঃ।
কণ্টকিতেন প্রথয়তি ময্যনুরাগং কপোলেন ॥ ১৩ ॥

শকুন্তলা—হলা, চিন্তিদং মএ গীদবত্থু। ণ ক্খু সন্নিহিদাণি উণ লেহণসাহণাণি। (হলা, চিন্তিতং ময়া গীতবস্তু। ন খলু সন্নিহিতানি পুনঃ লেখনসাধনানি।)

প্রিয়ংবদা—ইমস্সিং সুওদরসুউমারে ণলিণীপত্তে ণহেহিং ণিক্খিত্তবণ্ণং করেহি। (এতস্মিন্ শুকোদরসুকুমারে নলিনীপত্রে নখৈঃ নিক্ষিপ্তবর্ণং কুরু।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—ইত + উপবিষ্টা, প্রিয়াম্ + অবলোকয়ামি, উন্নমিতৈকভ্রূলতম্ + আননম্ + অস্যাঃ, ময়ি + অনুরাগম্।

অন্বয়—(যতঃ) পদানি রচয়ন্ত্যাঃ অস্যাঃ উন্নমিতৈকভ্রূলতম্ আননং কণ্টকিতেন কপোলেন ময়ি অনুরাগং প্রথয়তি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—সখ্যৌ (সখীদ্বয়)—আত্মগুণাবমানিনি (তুমি নিজগুণের অপমান করছ), শরীরনির্বাপয়িত্রীং (শরীরের তাপ হরণ করতে সমর্থ এমন) শারদীং জ্যোৎস্নাং (শরতের জ্যোৎস্নাকে) ক ইদানীং (কোন ব্যক্তি) পটান্তেন বারয়তি (বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত করে)? শকুন্তলা—[সস্মিতম্—মৃদু হাস্য করে] ইদানীং নিয়োজিতা অস্মি (যা বল্‌ছ তাই এখন করছি)। [ইতি উপবিষ্টা চিন্তয়তি—বসে চিন্তা করতে লাগলেন।] রাজা—বিস্মৃতনিমেষেণ চক্ষুষা (আমি যে অপলক দৃষ্টিতে) প্রিয়াম্ অবলোকয়ামি (প্রিয়াকে দেখছি) স্থানে খলু (তা যুক্তিযুক্তই বটে)। যতঃ (কেননা), পদানি রচয়ন্ত্যাঃ অস্যাঃ (পদরচনাকালে এর) উন্নমিতৈকভ্রূলতম্ (একটি ভ্রূলতা উর্দ্ধে উত্তোলিত হয়েছে) আননং (মুখমণ্ডল) কণ্টকিতেন কপোলেন (রোমাঞ্চিত গণ্ডদেশের মাধ্যমে) ময়ি (আমার প্রতি (অনুরাগং প্রথয়তি (তার অনুরাগ ব্যক্ত করছে)। শকুন্তলা—হলা চিন্তিতং

ময়া গীতবস্তু (সখি, আমি কবিতার বিষয়বস্তু চিন্তা করেছি)। ন খলু সন্নিহিতানি পুনঃ লেখনসাধনানি (কিন্তু লিখবার উপকরণসমূহ এখানে নেই)। প্রিয়ংবদা—এতস্মিন্ শুকোদরসুকুমারে নলিনীপত্রে (শুকপাখীর উদরের ন্যায় কোমল পদ্মপত্রে) নখৈঃ নিক্ষিপ্তবর্ণং কুরু (নখের সাহায্যে বর্ণগুলি লিখ)।

বঙ্গানুবাদ—সখ্যৌ (সখীদ্বয়)—তুমি নিজগুণের অপমান করছ। শরীরে তাপহরণ করতে সমর্থ এমন শরতের জ্যোৎস্নাকে কোন ব্যক্তি বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত করে?

শকুন্তলা—(মৃদু হাস্য করে)—যা' বল্‌ছ তাই এখন করছি। (বসে চিন্তা করতে লাগলেন)

রাজা—আমি যে অপলক দৃষ্টিতে প্রিয়াকে দেখছি। তা' যুক্তিযুক্তই বটে, কেননা, পদরচনাকালে এর একটি ভ্রূলতা ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হয়েছে, মুখমণ্ডল রোমাঞ্চিত গণ্ডদেশের মাধ্যমে আমার প্রতি তার অনুরাগ ব্যক্ত করছে।

শকুন্তলা—সখী আমি কবিতার বিষয়বস্তু চিন্তা করেছি। কিন্তু লিখবার উপকরণসমূহ এখানে নেই। ১৩

প্রিয়ংবদা—শুকপাখীর উদরের ন্যায় পেলব পদ্মপত্রে নখের সাহায্যে বর্ণগুলি লিখ।

আশা — উন্নমিতেতি। পদানি প্রণয়লিপিরচনাযোগ্যান্ শব্দান্ রচয়ন্ত্যাঃ অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ উন্নমিতা উত্তোলিতা একা ভ্রূলতা যস্মিন্ তাদৃশম্ আননং মুখমণ্ডলং কর্তৃ কন্টকিতেন রোমাঞ্চিতেন কপোলেন গণ্ডেন করণেন ময়ি দুষ্যন্তে প্রীতির্বিশেষং প্রথয়তি প্রকটয়তি। অত্র রোমাঞ্চিত কপোলা—ন্যথাহনুপপত্ত্যাঅনুরাগপ্রথনাৎঅর্থাপত্যলংকারঃ। কোচিদনুমানা লংকারমাহুঃ। আর্যা জাতিঃ।

আলোচনা :

মহাকবি কালিদাসের যুগেও যে নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল তা **"অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্"** নাটক থেকে জানা যায়। এ নাটকের তৃতীয় অংকে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার সনির্বন্ধ অনুরোধেও যখন শকুন্তলা দুষ্যন্তের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগের কথা প্রকাশ করতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করছিলেন, তখন অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে বললেন,—"হলা শকুন্তলে! অনভ্যন্তরাঃ খলু বয়ং মদনগতস্য বৃত্তান্তস্য। কিন্তু যাদৃশী ইতিহাসনিবন্ধেষু কাময়মানানামবস্থা শ্রূয়তে তাদৃশীং তব পশ্যামি।' অর্থাৎ আমাদের প্রণয়ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নেই বটে, কিন্তু ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদিতে প্রেমিকদের যেরূপ অবস্থার কথা শুনেছি, তোমার অবস্থাও সেরূপ দেখ্‌ছি। সে যুগে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে প্রণয়লিপি রচনারও প্রচলন ছিল। রাজা দুষ্যন্তের উদ্দেশ্যে শকুন্তলার প্রেমপত্র রচনার মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কালিদাসের কালে শ্লোকরচনার মাধ্যমে নারীদের মনোভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতাও ছিল। প্রণয়লিপি রচনার জন্য তখন শুকপক্ষীর উদরের ন্যায় অত্যন্ত পেলব পদ্মপত্র এবং নখকে লেখনীর ন্যায় ব্যবহার করা হতো। (প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বলল,—"অস্মিন্ শুকোদরস্নিগ্ধে নলিনীপত্রে নখৈঃ নিক্ষিপ্তবর্ণং কুরু।") ॥ উক্ত নিদর্শনসমূহ প্রমাণ করে যে, সেকালে নারীদের মধ্যে কেবল শিক্ষার প্রচলন ছিল না, তাঁরা ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের মাধ্যমে প্রণয়লিপি রচনায়ও সিদ্ধহস্তা ছিলেন।

শকুন্তলা—(যথোক্তং রূপয়িত্বা) হলা, সণুহ দাণিং সংগদত্থং ন বেতি। (হলা শৃণুতম্ ইদানীং সঙ্গতার্থং ন বেতি।)

উভে—অবহিদ ম্হ। (অবহিতে স্বঃ।)

শকুন্তলা—(বাচয়তি)

তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ কামো দিবাবি রাত্তিম্মি।
ণিগ্ঘিণ তবাই বলীঅং তুই বুওমনোরদাইং অঙ্গাইং ॥ ১৪ ॥
(তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনঃ কামো দিবাপি রাত্রাবপি।
নির্ঘৃণ তপতি বলীয়স্ত্বত্বয়ি বৃত্তমনোরথান্যঙ্গানি ॥)

রাজা—(সহসোপসৃত্য)

তপতি তনুগাত্রি মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব।
গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথা হি কুমুদ্বতীং দিবসঃ ॥ ১৫ ॥

সখ্যৌ—(সহর্ষম্) সাঅদং অবিলম্বিণো মণোরহস্স। (স্বাগতম্ অবিলম্বিনো মনোরথস্য।)

(শকুন্তলা অভ্যুত্থাতুমিচ্ছতি)

সন্ধিবিচ্ছেদ—দিবা + অপি, রাত্রৌ + অপি, মদনঃ + ত্বাম্ + অনিশম্।

অন্বয়—নির্ঘৃণ, তব হৃদয়ং ন জানে, মম পুনঃ ত্বয়ি বৃত্তমনোরথানি অঙ্গানি কামঃ দিবা অপি রাত্রৌ অপি বলীয়ঃ তপতি।

অন্বয়—তনুগাত্রি, মদনঃ ত্বাং তপতি, মাং পুনঃ অনিশং দহতি এব। তথাহি দিবসঃ শশাঙ্কং যথা গ্লপয়তি কুমুদ্বতীং ন তথা।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—[যথোক্তং রূপয়িত্বা—উক্তরূপে লেখার অভিনয় করে] হলা, শৃণুতম্ ইদানীং (সখি, তোমরা এখন শোন তো) সঙ্গতার্থং ন বেতি (এর অর্থ সমীচীন হয়েছে কি না)। উভে—(দুজনে)—অবহিতে স্বঃ (মনোযোগ দিয়ে শুন্‌ছি)। শকুন্তলা (বাচয়তি—পড়তে লাগলেন), নির্ঘৃণ (হে নির্দয়), তব হৃদয়ং (তোমার মনের কথা) ন জানে (জানি না), মম পুনঃ (আমার কিন্তু) ত্বয়ি বৃত্তমনোরথানি অঙ্গানি (তোমার প্রতি একান্ত অনুরাগী অঙ্গসমূহ) কামঃ (কামদেব) দিবা অপি রাত্রৌ অপি (দিবারাত্র) বলীয়ঃ (নিদারুণভাবে) তপতি (সন্তপ্ত করছে)। রাজা—[সহসা—তৎক্ষণাৎ, উপসৃত্য—নিকটে গমন করে] তনুগাত্রি (ওগো কৃশাঙ্গি)—মদনঃ (কামদেব) ত্বাং তপতি (তোমাকে কেবল সন্তপ্ত করছে), মাং পুনঃ (আমাকে কিন্তু) অনিশং (নিরন্তর) দহতি এব (দগ্ধ করছে)। তথাহি (যেমন) দিবসঃ (দিনমান) শশাঙ্কং (চন্দ্রকে) যথা গ্লপয়তি (যেমন বিপন্ন করে) কুমুদ্বতীং ন তথা (কুমুদিনীকে তেমন করে না)। সখ্যৌ (সখীদ্বয়) [সহর্ষম্—আনন্দের সঙ্গে] অবিলম্বিনঃ মনোরথস্য (অবিলম্বে উপস্থিত আমাদের মনোরথকে অর্থাৎ আমাদের মনোবাসনার প্রতিমূর্তিকে) স্বাগতম্ (স্বাগত জানাই)।

(শকুন্তলা গাত্রোত্থান করতে চেষ্টা করলেন)

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—(উক্তরূপে লেখার অভিনয় করে) সখি, তোমরা এখন শোন তো, এর অর্থ সমীচীন হয়েছে কিনা।

উভে (দু'জনে)—মনোযোগ দিয়ে শুন্‌ছি।

শকুন্তলা—(পড়তে লাগলেন) হে নির্দয়, তোমার মনের কথা জানি না। কিন্তু তোমার প্রতি একান্ত অনুরাগী আমার অঙ্গসমূহ কামদেব দিবারাত্র নিদারুণভাবে সন্তপ্ত করছে। ১৪

রাজা—(তৎক্ষণাৎ নিকটে গমন করে) ওগো কৃশাঙ্গি, কন্দর্প তোমাকে কেবল সন্তপ্ত করছে, আমাকে কিন্তু নিরন্তর দগ্ধ করছে। দিনমান চন্দ্রকে যেমন বিপন্ন করে, কুমুদিনীকে তেমন করেনা ৷৷ ১৫ ৷৷

সখ্যৌ (সখীদ্বয়)—(আনন্দের সঙ্গে) অবিলম্বে উপস্থিত আমাদের মনোরথকে অর্থাৎ আমাদের বাসনার প্রতিমূর্তিকে স্বাগত জানাই।

(শকুন্তলা গাত্রোত্থান করতে চেষ্টা করলেন)

মনোরমা—তনুগাত্রি—তনূনি গাত্রাণি যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ, সম্বোধনে। তনুগাত্র + ঙীপ্ বিকল্পে, "অঙ্গগাত্রকণ্ঠেভ্যশ্চ" এই সূত্র অনুসারে। বিকল্পে—তনুগাত্রা। গ্লপয়তি—গ্লৈ + ণিচ্ + লট্ তি। কুমুদ্বতীম্—কুমুদ + মত্বর্থে ড্‌মতুপ স্ত্রিয়াম্—"কুমুদনডবেতসেভ্যো ড্‌মতুপ্"—এই সূত্র অনুসারে।

আশা—তপতীতি। হে তনুগাত্রিঙ্গ ক্ষীণাঙ্গি শকুন্তলেঙ্গ মদনঃ কামদেবঃ অনিশং নিরন্তরং ত্বাং তপতি তাপযুক্তাং করোতি, মাং কঠিনদেহং পুরুষং পুনঃ দহতি এব ভস্মীকরোতি এব। হি তথাহি দিবসঃ যথা যাদৃক্ শশাংকং চন্দ্রং গ্লপয়তি গ্লানিম্ আপাদয়তি মলিনীকরোতি কুমদ্বতীং কুমুদিনীং ন হি তথা তাদৃক্ গ্লপয়তি ইতি শেষঃ। অত্র শকুন্তলা-কুমুদ্বত্যোঃ, দিবস-মদনয়োঃ, শশাঙ্ক-দুষ্যন্তয়োশ্চ বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাক্ষেপাৎ দৃষ্টান্তালংকারঃ। শশাঙ্ককুমুদ্বত্যোঃ, নায়কনায়িকা-ব্যবহার-সমারোপাৎ সমাসোক্তিরলংকারঃ ॥ 'তপতি' 'দহতি' ইতি ক্রিয়াদ্বয়স্য এককর্ত্রা মদনেন অভিসম্বন্ধাৎ দীপকম্, "অথ কারকমেকং স্যাদনেকাসু ক্রিয়াসু চেদি"তি লক্ষণাৎ। "গ্লপয়তি" ইত্যেকয়া ক্রিয়য়া শশাঙ্ক-কুমুদ্বত্যোঃ কর্মত্বেন অভিসম্বন্ধাৎ তুল্যযোগিতা। আর্যা জাতিঃ ॥ "যস্যাঃ পাদে প্রথমে দ্বাদশমাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি। অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে চতুর্থকে পঞ্চদশ সা আর্যা" ॥ ইতি লক্ষণাৎ ॥

তবেতি। নিরস্তা ঘৃণা দয়া যস্য সঃ, তৎসম্বোধনে, হে নির্ঘৃণ। হে নির্দয়। তব হৃদয়ং সানুরাগং নবা ইতি ন জানে। ত্বয়ি বিষয়ে বৃত্তঃ সঞ্জাতঃ মনোরথঃ অভিলাষঃ যস্যাঃ তাদৃশ্যাঃ মম পুনঃ মদনঃ কামদেবঃ দিবা অপি দিবসে চ, রাত্রৌ অপি রজন্যাং চ সর্বানি অঙ্গানি বলীয়ঃ সাতিশয়ং তপতি পীড়য়তি। অস্মাদেব ত্বয়া ক্ষত্রিয়েণ রাজ্ঞা মম এতৎ তাপশান্তিরবশ্যমেব করণীয়া ইত্যাশয়ঃ। অত্র অনুমানালংকারঃ। উদগাথা বৃত্তম্।

রাজা—অলমলমায়াসেন।

সংদষ্টকুসুমশয়নান্যাশুক্লান্তবিসভঙ্গসুরভীণি।
গুরুপরিতাপানি ন তে গাত্রাণ্যুপচারমর্হন্তি ॥ ১৬ ॥

অনসূয়া—ইদো সিলাতলেক্কদেসং অলংকরেদু বঅস্সো। (ইতঃ শিলাতলৈকদেশম্ অলংকরোতু বয়স্যঃ।)

(রাজা উপবিশতি। শকুন্তলা সলজ্জা তিষ্ঠতি)

প্রিয়ংবদা—দুবেণং ণু বো অণ্ণোণ্ণাণুরাও পচ্চক্খো। সহীসিণেহো মং পুণরুত্তবাদিণিং করেদি। (দ্বয়োঃ ননু যুবয়োঃ অন্যোন্যানুরাগঃ প্রত্যক্ষঃ। সখীস্নেহঃ মাং পুনরুক্তবাদিনীং করোতি।)

রাজা—ভদ্রে, নৈতৎ পরিহার্যম্। বিবক্ষিতং হ্যনুক্তমনুতাপং জনয়তি।

প্রিয়ংবদা—আবণ্ণস্স বিসঅণিবাসিণো জনস্স অত্তিহরেণ রণ্ণা হোদব্বং ত্তি

এসো বো ধম্মো। (আপন্নস্য বিষয়নিবাসিনঃ জনস্য আর্তিহরেণ রাজ্ঞা ভবিতব্যম্ ইতি এষ বঃ ধর্মঃ।)

রাজা—নাস্মাৎ পরম্।

সন্ধিবিচ্ছেদ—অলম্ + অলম্ + আয়াসেন, গাত্রাণি + উপচারম্ + অর্হন্তি, হি + অনুক্তম্ + অনুতাপম্, শয়নানি + আশুক্লান্ত...।

অন্বয়—সংদষ্টকুসুমশয়নানি আশুক্লান্তবিসভঙ্গসুরভীণি গুরুপরিতাপানি তে গাত্রাণি ন উপচারম্ অর্হন্তি।

বাঙ্লা শব্দার্থ—রাজা—অলম্ অলম্ আয়াসেন (তোমার আর কষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই)। সংদষ্টকুসুমশয়নানি (কুসুমশয্যা তোমার দেহে সংলগ্ন হয়ে যাচ্ছে), আশুক্লান্তবিসভঙ্গসুরভীণি (পদ্মের ডাঁটাগুলি শয্যায় দেওয়া মাত্র তোমার দেহের তাপে শুকিয়ে গেছে, এবং সেগুলি নিষ্পেষিত হওয়ায় সুবাস ছড়াচ্ছে) গুরুপরিতাপানি তে অঙ্গানি (গুরুতব রুগ্ন এরূপ শরীর নিয়ে) ন উপচারম্ অর্হন্তি (সৌজন্য রক্ষার কোন প্রয়োজন নেই)। অনসূয়া—ইতঃ শিলাতলদেশম্ অলংকরোতু বয়স্যঃ (বন্ধু, এই শিলাতল আপনি অলংকৃত করুন।)

(রাজা উপবিশতি—রাজা উপবেশন করলেন, শকুন্তলা সলজ্জা তিষ্ঠতি। আর শকুন্তলা লজ্জিত হয়ে দণ্ডায়মান থাকলেন)। প্রিয়ংবদা—দ্বয়োঃ ননু যুবয়োঃ (আপনাদের দুজনের), অন্যোন্যানুরাগঃ প্রত্যক্ষঃ (পারস্পরিক অনুরাগ প্রত্যক্ষ)। সখীস্নেহং মাং পুনরুক্তবাদিনীং করোতি (তথাপি সখীস্নেহ আমাকে পুনরায় বলতে বাধ্য করছে।)

রাজা—ভদ্রে, নৈতৎ পরিহার্যম্ (ভদ্রে, গোপন করবেন না), বিবক্ষিতম্ অনুক্তং (যা' বলা ইচ্ছা তা' বলা না হলে) অনুতাপং জনয়তি হি (পরে তা' অনুতাপ জন্মায়)। প্রিয়ংবদা—আপন্নস্য বিষয়নিবাসিনঃ (নিজের রাজ্যের বিপন্ন লোকের) আর্তিহরেণ রাজ্ঞা ভবিতব্যম্ (দুঃখকষ্ট রাজার দূর করা উচিত), ইতি এষ বঃ ধর্মঃ (এবং এইটি আপনাদের ধর্ম)। রাজা—ন অস্মাৎ পরম্ (আমাদের এর চেয়ে বড় আর কোন ধর্ম নেই)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—তোমার আর কষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। কুসুমশয্যা তোমার দেহে লগ্ন হয়ে যাচ্ছে, পদ্মের ডাঁটাগুলি শয্যায় দেওয়ামাত্র তোমার দেহের তাপে শুকিয়ে গেছে, এবং সেগুলি নিষ্পেষিত হওয়ায় সুবাস ছড়াচ্ছে। গুরুতর রুগ্ন এরূপ শরীর নিয়ে সৌজন্য রক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। ১৬

অনসূয়া—বন্ধু, এই শিলাতল আপনি অলংকৃত করুন।

(রাজা উপবেশন কবলেন, শকুন্তলা লজ্জিত হয়ে দণ্ডায়মান থাকলেন)।

প্রিয়ংবদা—আপনাদের দুজনের পারস্পরিক অনুরাগ প্রত্যক্ষ। তথাপি সখীস্নেহ আমাকে পুনরায় বলতে বাধ্য করছে।

রাজা—ভদ্রে, গোপন করবেন না। যা' বলার ইচ্ছা তা' বলা না হলে, পরে তা অনুতাপ সৃষ্টি করে।

প্রিয়ংবদা—নিজের রাজ্যের বিপন্নলোকদের দুঃখকষ্ট মোচন করা রাজার কর্তব্য, এবং এইটি আপনাদের ধর্ম।

রাজা—এর চেয়ে আমাদের আর কোন বড় ধর্ম নেই।

মনোরমা—সংদষ্টকুসুমশয়নানি—সম্ + দন্শ্ + ক্ত কর্ত্তরি সংদষ্ট। কুসুম-রচিতং শয়নম্, কুসুমশয়নম্, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ। সংদষ্টং কুসুমশয়নম্ যেষু, বহুব্রীহিঃ, তানি। গুরুপরিতাপানি—গুরুঃ পরিতাপঃ যেষু তানি, বহুব্রীহিঃ। উপচারম্—উপ-চর্ + ঘঞ্ করণে। আশুক্লান্তবিসভঙ্গসুরভীণি—আশুঃ ক্লান্তঃ, আশুক্লান্তঃ কর্মধা, বিসানাং ভঙ্গঃ, বিসভঙ্গঃ, ষষ্ঠীতৎ, আশুক্লান্তঃ বিসভঙ্গঃ, কর্মধা, তেন সুরভি, তৃতীয়াতৎ, তানি।

আশা — সন্দেষ্টেতি। গুরুঃ মহান্ পরিতঃ সর্বতঃ তাপঃ সন্তাপঃ যেষু তাদৃশানি, অতএব আশু শীঘ্রং সন্দষ্টং সম্যগ্ লগ্নম্ কুসুমশয়নং পুষ্পশয্যা যেষু তাদৃশানি বিমার্দিতং নিষ্পেষিতং মৃণালবলয়ং যৈঃ তাদৃশানি তে গাত্রাণি উপচারান্ মাননীয়াগন্তুকজনস্য সম্মানপ্রদর্শনার্থং, শিষ্টানুষ্টেয়ম্ অভ্যুত্থানাদিকমিত্যর্থঃ, ন অর্থান্তি। অথ কাব্যলিঙ্গপরিকরাদ্যলংকাবাঃ। আর্যা জাতি।

প্রিয়ংবদা—তেণ হি ইঅং ণো পিঅসহী তুমং উদ্দিসিঅ ইমং অবত্থন্তরং ভঅবতা মঅণেন আরোবিদা। তা অরুহসি অব্ভুববত্তীএ জীবিদং সে অবলম্বিদুং। (তেন হি ইয়ং আবয়োঃ প্রিয়সখী ত্বাম্ উদ্দিশ্য ইদম্ অবস্থান্তরং ভগবতা মদনেন আরোপিতা। তৎ অর্হসি অভ্যুপপত্ত্যা জীবিতং অস্যাঃ অবলম্বিতুম্।)

রাজা—ভদ্রে, সাধারণোঽয়ং প্রণয়ঃ। সর্বথা অনুগৃহীতোঽস্মি।

শকুন্তলা—(প্রিয়ংবদামবলোক্য) হলা, কিং অন্তেউরবিরহপজ্জুস্সুঅস্স রাএসিণো উবরোহেণ। (হলা, কিম্ অন্তঃপুরবিরহপর্য্যুৎসুকস্য রাজর্ষেঃ উপরোধেন।)

রাজা— ইদমনন্যপরায়ণমন্যথা
হৃদয়সন্নিহিতে হৃদয়ং মম।
যদি সমর্থয়সে মদিরেক্ষণে
মদনবাণহতোঽস্মি হতঃ পুনঃ ॥ ১৭ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—সাধারণঃ + অয়ম্, অনুগৃহীতঃ + অস্মি, প্রিয়ংবদাম্ + অবলোক্য, ইদম্ + অনন্যপরায়ণম্ + অন্যথা, মদনবাণহতঃ + অস্মি।

অন্বয়—মদিরেক্ষণে, হৃদয়সন্নিহিতে, ইদমনন্যপরায়ণং মম হৃদয়ম্ অন্যথা যদি সমর্থয়সে (তদা) মদনবাণহতঃ পুনঃ হতঃ অস্মি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—প্রিয়ংবদা—তেন হি (যদি তাই হয়), ইয়ং আবয়োঃ প্রিয়সখী (তাহলে আমাদের এই প্রিয়সখী) ত্বাম্ উদ্দিশ্য (আপনার জন্য) ভগবতা মদনেন (ভগবান কামদেবের প্রভাবে) ইদম্ অবস্থান্তরম্ আরোপিতা (এ অবস্থায় উপনীতহয়েছেন)। তৎ (সুতরাং) অস্যাঃ জীবিতং (এর প্রাণ) অভ্যুপপত্ত্যা অবলম্বিতুম্ অর্হসি (অনুগ্রহ করে আপনি রক্ষা করুন)। রাজা—ভদ্রে (ভদ্রে) অয়ং প্রণয়ঃ সাধারণঃ (এ প্রণয়ের জন্য আমাদের দু'জনেরই সমান অবস্থা)। সর্বথা অনুগৃহীতোঽস্মি (সর্বপ্রকারে আমি অনুগৃহীত বোধ করছি)। শকুন্তলা—[প্রিয়ংবদাম্ অবলোক্য—প্রিয়ংবদাকে অবলোকন করে] হলা, অন্তঃপুরবিরহপর্য্যুৎসুকস্য রাজর্ষেঃ (সখি, অন্তঃপুরের রমণীদের বিরহে উৎকণ্ঠিত রাজর্ষিকে) উপরোধেন কিম্ (অনুরোধ করে কি লাভ)? রাজা—মদিরেক্ষণে (ওহে চঞ্চলনয়না), হৃদয়সন্নিহিতে (আমার হৃদয়ে তুমি সততই উপস্থিত) ইদম্ অনন্যপরায়ণং মম হৃদয়ং (আমার যে হৃদয় তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না তাকে) যদি অন্যথা, সমর্থয়সে (যদি অন্য ধারণা কর) (তদা) মদনবাণহতঃ পুনঃ হতঃ অস্মি (তবে মদনের বাণে তো একবার মরেছি, এবার এই সন্দেহে আবার মরলাম) ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা—যদি তাই হয়, তাহলে এই আমাদের প্রিয়সখী আপনার জন্য ভগবান্ কামদেবের প্রভাবে এ অবস্থায় উপনীত হয়েছেন। সুতরাং আপনি অনুগ্রহ করে এর প্রাণ রক্ষা করুন।

রাজা—এ প্রণয়ের জন্য আমাদের দুজনেরই সমান অবস্থা। সর্বপ্রকারে আমি অনুগৃহীত বোধ করছি।

শকুন্তলা—(প্রিয়ংবদাকে অবলোকন করে) অন্তঃপুরের রমণীদের বিরহে উৎকণ্ঠিত রাজর্ষিকে অনুরোধ করে কি লাভ?

রাজা—ওহে চঞ্চলনয়না, তুমি আমার হৃদয়ে সর্বক্ষণ উপস্থিত। আমার যে হৃদয় তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না, তার সম্পর্কে যদি অন্য ধারণা কর, তাহলে মদনের বাণে তো একবার মরেছি, এবার এ সন্দেহে আবার মরলাম ॥ ১৭ ॥

মনোরমা—অনন্যপরায়ণম্ ন অন্যৎ পরায়ণং যস্য তৎ, বহুব্রীহিঃ। মদিরেক্ষণে—মদিরে ঈক্ষণে যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ, সম্বোধনে। হৃদয়সন্নিহিতে—হৃদয়ে সন্নিহিতা, সহসুপা, সম্বোধনে ॥

আশা—ইদমিতি। মদিরা মত্তখঞ্জনঃ তস্যাঃ ঈক্ষণে ইব ঈক্ষণে লোচনে যস্যাঃ, তৎসম্বুদ্ধৌ, হে চঞ্চললোচনে, হৃদয়ে মমান্তঃকরণে সন্নিহিতে সম্যক্ নিহিতা স্থিতা, তৎসম্বুদ্ধৌ, হে মম মানসচারিণি, ত্বং মম হৃদযসন্নিহিতা সতী অপি যদি ইদং মম অনন্যপরায়ণং কেবলং শকুন্তলাশ্রিতং হৃদয়ম্ অন্যথা অন্যপ্রকারেণ অন্তঃপুর-বিরহোৎকণ্ঠিতত্বেন সমর্থয়সে কল্পয়সি, তদা মদনবাণেন কামদেবস্য শরেণ হতঃ বিদ্ধঃ সন্ পুনঃ ভূয়োঽপি হতঃ মারিতঃ। অতঃ পিষ্টপেষণমনুচিতমিতি ভাবঃ। অত্র অনন্যপরায়ণত্বং প্রতি হৃদযসন্নিহিতে ইতি পদস্যার্থঃ হেতুরিতি পদার্থহেতুকং কাব্য-লিঙ্গম্ অলংকারঃ। দ্রুতবিলম্বিতং বৃত্তম্—"দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরৌ"—ইতি লক্ষণাৎ ॥

আলোচনা :

"ইদমনন্যপরায়ণম্"—ইত্যাদি শ্লোকটি অত্যন্ত মনোরম। এ-শ্লোকের মধ্য দিয়ে শকুন্তলার প্রতি রাজা দুষ্যন্তের মৃদু ও মধুর ভর্ৎসনার ভাব প্রকটিত হয়েছে। শকুন্তলা দুষ্যন্তের হৃদয়সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা, অথচ রাজার হৃদয়ের এত নিবিড় সান্নিধ্যে থেকেও রাজাব মনের খবর জানেন না। রাজা দুষ্যন্তের হৃদয়ে একমাত্র শকুন্তলা ছাড়া এখন আর কারো স্থান নেই। শকুন্তলা যদি এর অন্যথা কল্পনা করেন, তাহলে বাজা ভাববেন যে মদনের বাণে একবার হত হয়ে তিনি পুনরায শকুন্তলার দ্বাবা হত হলেন। এ শ্লোকের পদ্যানুবাদ,—"হৃদয়-বাসিনি অয়ি মদির লোচনে। একান্ত তোমারি আমি জেন তুমি মনে। অন্যথা ভাব লো যদি, বলি তবে শুন। মরে আছি ফুলশরে, মরিব গো পুনঃ ॥" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অনসূয়া—বঅস্‌স, বহুবল্লহা রাআণো সুণীঅন্তি। জহ ণো পিঅসহী বন্ধু অণসোঅণিজ্জা ণ হোই তহ নিব্বত্তেহি। (বয়স্য, বহুবল্লভাঃ রাজানঃ শ্রূয়ন্তে। যথা আবয়োঃ প্রিয়সখী বন্ধুজন-শোচনীয়া ন ভবতি তথা নিবর্তয়।)

রাজা—ভদ্রে, কিং বহুনা,

পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥ ১৮ ॥

উভে—নিব্বুদ ম্‌হ। (নির্বৃতে স্বঃ।)

প্রিয়ংবদা—(সদৃষ্টিক্ষেপম্) অণসূএ, জহ এসো ইদো দিণ্ণদিট্‌ঠী উস্‌সও মিঅপোদও মাদরং অণ্ণেসদি। এহি। সংজোএম ণং। (উভে প্রস্থিতে)। (অনসূয়ে, যথা এষ ইতো দত্তদৃষ্টিঃ উৎসুকঃ মৃগপোতকঃ মাতরং অন্বিষ্যতি। এহি। সংযোজয়াব এনম্।)

শকুন্তলা—হলা, অসরণ ম্হি। অণ্ণদরা বো আঅচ্ছদু। (হলা, অশরণা অস্মি। অন্যতরা যুবয়োঃ আগচ্ছতু।)

উভে—পুহবীএ জো সরণং সো তুহ সমীবে বট্টই। (পৃথিব্যা যঃ শরণং স তব সমীপে বর্ততে।) (নিষ্ক্রান্তে)।

শকুন্তলা—কহং গদাও এব্ব। (কথং গতে এব।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—চ + উর্বী, যুবয়োঃ + ইয়ম্, পরিগ্রহবহুত্বে + অপি।

অন্বয়—পরিগ্রহবহুত্বে অপি দ্বে মে কুলস্য প্রতিষ্ঠে সমুদ্র-বসনা উর্বী, যুবয়োঃ ইয়ং সখী চ।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—অনসূয়া—বয়স্য (বন্ধু)। রাজানঃ বহুবল্লভাঃ শ্রূয়ন্তে (রাজাদের অনেক পত্নী থাকে—এরকম শোনা যায়)। যথা আবয়োঃ প্রিয়সখী (তা' আমাদের এই প্রিয় সখী) বন্ধুজনশোচনীয়া ন ভবতি (বন্ধু ও আত্মীয় পরিজনের যেন দুঃখকারণ না হয়) তথা নিবর্তয় (তেমন করবেন)। রাজা—ভদ্রে, কিং বহুনা (কল্যাণি, আর বেশী কি বলব), পরিগ্রহবহুত্বেঽপি (আমার অনেক পত্নী থাকলেও) দ্বে মে কুলস্য প্রতিষ্ঠে (দুটি আমার বংশ-গৌরবের হেতু)। সমুদ্রবসনা উর্ব্বী (তার মধ্যে একটি সমুদ্রবসনা এই পৃথিবী) যুবয়োঃ ইয়ং সখী চ (এবং তোমাদের এ সখী হলো অপরটি) ॥ ১৭ ॥ উভে—নির্বৃতে স্বঃ (নিশ্চিন্ত হলাম)। প্রিয়ংবদা—[সদৃষ্টিক্ষেপম্—দৃষ্টিপাত করে] অনসূয়ে (অনসূয়া) ইতো দত্তদৃষ্টিঃ (এদিকে তাকিয়ে) এষ উৎসুকঃ মৃগপোতকঃ (এই মৃগশিশুটি

ব্যাকুলভাবে) মাতরম্ অন্বিষ্যতি (মাকে অন্বেষণ করছে)। এহি (চল)। সংযোজয়াবঃ এনম্ (একে মায়ের সঙ্গে মিলিত করে দিয়ে আসি)। শকুন্তলা—হলা (সখি) অশরণা অস্মি (আমি নিরাশ্রয় হলাম)। অন্যতরা যুবয়োঃ আগচ্ছতু (তোমাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন এস)। উভে—পৃথিব্যাঃ যঃ শরণং (যিনি সমগ্র পৃথিবীর আশ্রয়) স তব সমীপে বর্ততে (তিনিই তোমার নিকটে আছেন)। (নিষ্ক্রান্তে—উভয়ে নির্গত হলেন)। শকুন্তলা—কথং গতে এব (সেকি দু'জনেই চলে গেল।)

বঙ্গানুবাদ—অনসূয়া—বন্ধু, রাজাদের অনেক পত্নী থাকে শোনা যায়। তা' আমাদের এই প্রিয়সখী বন্ধু ও আত্মীয়পরিজনের যেন দুঃখকারণ না হয়, তেমন করবেন।

রাজা—কল্যাণি, আর বেশী কী বলবো। আমার অনেক পত্নী থাকলেও দুটি আমার বংশগৌরবের হেতু। তার মধ্যে একটি সমুদ্রবসনা পৃথিবী, এবং অপরটি হলো তোমাদের এ প্রিয়সখী ॥ ১৮ ॥

উভয়ে—নিশ্চিন্ত হলাম।

প্রিয়ংবদা—(দৃষ্টিপাত করে) অনসূয়া, এই মৃগশিশুটি ব্যাকুলভাবে এদিকে তাকিয়ে মাকে অন্বেষণ করছে। চল, একে মায়ের সঙ্গে মিলিত করে দিয়ে আসি।

শকুন্তলা—সখি, আমি 'যে নিরাশ্রয় হলাম। তোমাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন এস।

উভয়ে—যিনি সমগ্র পৃথিবীর আশ্রয়, তিনিই তোমার নিকটে আছেন। (উভয়ে নির্গত হলেন)।

শকুন্তলা—সেকি দুজনেই চলে গেল।

মনোরমা—পরিগ্রহবহুত্বে = পরিগৃহ্যতে ইতি পরি-গ্রহ্ + অপ্ কর্মণি - পরিগ্রহঃ। পরিগ্রহাণাং বহুত্বম্ (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ) তস্মিন্। যদিও "পূরণগুণসুহিতার্থ" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে গুণবাচক শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীসমাস নিষিদ্ধ, তথাপি "তদশিষ্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাৎ" ইত্যাদি বৈয়াকরণ পাণিনির প্রয়োগ থেকে "অনিত্যোঽযং গুণেন নিষেধঃ"—এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে গুণবাচক শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীসমাসের নিষেধ অনিত্য। সমুদ্রবসনা—সমুদ্রঃ বসনং যস্যাঃ সা (বহুব্রীহিঃ)।

আশা—পরিগ্রহেতি। পরিগ্রহাণাং কলত্রাণাং বহুত্বে অপি আধিক্যে অপি দ্বে মে কুলস্য মম বংশস্য প্রতিষ্ঠে স্থিতিহেতূ। কে চ তে দ্বে ইত্যত আহ—সমুদ্রবসনা সমুদ্রঃ বসনং পরিধেয়ং যস্যাঃ সা, তাদৃশী উর্বী চ পৃথিবী চ, যুবয়োঃ অনসূয়াপ্রিয়ংবদয়োঃ ইয়ং সখী কণ্বদুহিতা শকুন্তলা। বহুষু পত্নীষু সতীষু অপি তস্য উদধিশ্যামসীমা ধরিত্রী তাপসতনয়া শকুন্তলা চেতি দ্বয়ং তস্য কুলগৌববহেতুঃ আসীদিতি রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্যাশয়ঃ। অত্র উর্বী ইতি লিঙ্গসাম্যেন, উর্ব্যাং চ স্ত্রীব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিঃ। শকুন্তলায়াঃ পৃথিব্যাঃ চ একধর্মাভিসম্বন্ধাৎ তুল্যযোগিতা।

আলোচনা :

(ক) অনসূয়া রাজাকে বললেন, "**বহুবল্লভাঃ রাজানঃ শ্রূয়ন্তে। যথা নো প্রিয়সখী বন্ধুজনশোচনীয়া ন ভবতি তথা নিবর্তয়।**"—শোনা যায়, রাজাদের অনেক পত্নী থাকেন, তা আমাদের এ প্রিয়সখী (শকুন্তলা) যেন আত্মীয়স্বজনের দুঃখের কারণ না হয়, তা' দেখবেন। অনসূয়ার উক্ত অনুরোধের উত্তরে রাজা বললেন,—"সত্য, বহুপত্নী মম অন্তঃ পুরমাঝে। কুলের প্রতিষ্ঠা কিন্তু দুইটি বিরাজে। সমুদ্রবসনা ধরা এই যা' নিরখি। আর ওই সুলোচনা তব প্রিয়সখী।" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথকৃত পদ্যানুবাদ)। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংস্কৃত নাট্যকার ক্ষেমীশ্বর-রচিত "চণ্ডকৌশিক" নাটকের প্রথম অংকে চারুমতীও অনুরূপ উক্তি করেছেন,—"বহুবল্লহা ক্‌খু রাআণো" (**বহুবল্লভাঃ খলু রাজানঃ**)।

(খ) উক্ত শ্লোকে "**সমুদ্রবসনা**"র পরিবর্তে কোন কোন সংস্করণে "**সমুদ্ররসনা**" পাঠ গৃহীত হয়েছে। উক্ত দুটি পাঠের মধ্যে কোনটি সঙ্গত এবং সমীচীন তা এখন বিচার্য বিষয়। সমুদ্রবসনা—সমুদ্রঃ বসনং যস্যাঃ সা- বহুব্রীহিঃ। সমুদ্ররসনা—সমুদ্রঃ রসনা (মেখলা) যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ। সমুদ্রকে পৃথিবীর বসনরূপে যেমন প্রয়োগ করা হয়, তেমনি সমুদ্রকে পৃথিবীর রসনা বা মেখলা রূপেও প্রয়োগ করা হয়। পৃথিবীর বিশেষণরূপে উক্ত উভয় পদের প্রয়োগ সংস্কৃত সাহিত্যে বহুল দৃষ্ট হয়। যেমন—অর্ণবমেখলা, সাগরমেখলা, রত্নাকরমেখলা ইত্যাদি, আবার সমুদ্রবস্ত্রা, সাগরাম্বরা ইত্যাদির প্রয়োগও কম নয়। সুতরাং উভয় প্রকার প্রয়োগ সঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য।

অনেকে আবার '**রসনা**' ও '**রশনা**'—এই দুটি শব্দের মধ্যে অর্থগত ভেদের প্রশ্ন তোলেন। তার উত্তরে বলা যায়,—'রশনা কাঞ্চী, জিহ্বাবাচী তু দন্ত্যসকারবান্। কাঞ্চীবাচী তালব্য-শকারবান্। বস্তুতস্তু তালব্যশকারবান্ রশনাশব্দোঽপি কাঞ্চ্যাং জিহ্বায়াং চ। তথা দন্ত্যসকারবান্ রসনাশব্দোঽপি অর্থদ্বয়ে বোধ্যঃ ॥ (তত্ত্ববোধিনী)৷ ॥

(গ) মহাকবি কালিদাস রচিত "**রঘুবংশম্**" মহাকাব্যের প্রথম সর্গেও অনুরূপ উক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—"কলত্রবন্তম্ আত্মানম্ অবরোধে মহত্যপি। তয়া মেনে মনস্বিন্যাঃ লক্ষ্ম্যা চ বসুধাধিপঃ ॥ (১/৩২ রঘুবংশম্) অর্থাৎ অন্তঃপুরের পরিসর বিস্তৃত হলেও অর্থাৎ অন্তঃপুরে অনেক পত্নী থাকা সত্ত্বেও রাজা দিলীপ সেই মনস্বিনী সুদক্ষিণা ও রাজলক্ষ্মী—এ দুজনের জন্যই নিজেকে যথার্থই কলত্রবান বলে মনে করতেন৷ ॥

রাজা—অলমাবেগেন। নন্বয়মারাধয়িতা জনস্তব সমীপে বর্ততে।

কিং শীতলৈঃ ক্লমবিনোদিভিরার্দ্রবাতান্
সঞ্চারয়ামি নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ।
অঙ্কে নিধায় করভোরু যথাসুখং তে
সংবাহয়ামি চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ ॥ ১৯ ॥

শকুন্তলা—ণ মাণণীএসু অত্তাণং অবরাহইস্সং। (উত্থায় গন্তুমিচ্ছতি)। (ন মাননীয়েষু আত্মানম্ অপরাধয়িষ্যামি।)

রাজা—সুন্দরি, অনির্বাণো দিবসঃ। ইয়ং চ তে শরীরাবস্থা।

উৎসৃজ্য কুসুমশয়নং নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণম্।
কথমাতপে গমিষ্যসি পরিবাধাপেলবৈরঙ্গৈঃ ॥ ২০ ॥

(বলাদেনাং নিবর্তয়তি)

সন্ধিবিচ্ছেদ—অলম্ + আবেগেন, ননু + অয়ম্ + আরাধয়িতা, জনঃ + তব, চরণৌ + উত, বলাৎ + এনাম্, পেলবৈঃ + অঙ্গৈঃ, কথম্ + আতপে, গন্তুম্ + ইচ্ছতি।

অন্বয়—ক্লমবিনোদিভিঃ শীতলৈঃ নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ আর্দ্রবাতান্ সঞ্চাবযামি কিম্? উত করভোরু, পদ্মতাম্রৌ তে চবণৌ অংকে নিধায় যথাসুখং সংবাহয়ামি।

অন্বয়—নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণং কুসুমশযনম্ উৎসৃজ্য পবিবাধাপেলবৈঃ অঙ্গৈঃ কথম্ আতপে গমিষ্যসি?

বাঙ্লা শব্দার্থ—রাজা—অলম্ আবেগেন (ব্যস্ততার প্রয়োজন নেই)। ননু অয়ম্ আরাধয়িতা জনঃ (তোমার সেবক স্বয়ং) তব সমীপে বর্ততে (তোমার নিকটেই রয়েছে)। ক্লমবিনোদিভিঃ (ক্লান্তিনাশক) শীতলৈঃ (শীতল) নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ (পদ্মপত্রে ব্যজনের দ্বারা) আর্দ্রবাতান্ (শীতল বায়ু) সঞ্চারয়ামি কিম্ (সঞ্চালন করব কি)? উত (অথবা) করভোরু (সুন্দবী), পদ্মতাম্রৌ (পদ্মেব মত রক্তিম) তে চরণৌ (তোমার চরণ দ্বয়) অংকে নিধায় (ক্রোড়ে স্থাপন করে) যথাসুখং সংবাহয়ামি (তোমার যাতে সুখ হয় সেভাবে সংবাহন করি [টিপে দিই])। শকুন্তলা—মাননীয়েষু (মান্যজনের কাছে) আত্মানং (নিজেকে) ন অপরাধয়িষ্যামি (অপরাধী করতে চাই না)। [উত্থায় গন্তুম্ ইচ্ছতি—উঠে যেতে চাইলেন।] রাজা—সুন্দরি (সুন্দরী), অনির্বাণঃ দিবসঃ (এখনো দিনের অবসান হয়নি)। ইয়ং চ তে শরীরাবস্থা (তার উপর এই তোমার শবীবেব অবস্থা)। নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণং (পদ্মপত্রের দ্বারা এখনো তোমার পয়োধর আবৃত

রয়েছে) কুসুমশয়নম্ উৎসৃজ্য (পুষ্পশয্যা ছেড়ে এ অবস্থায়) পরিবাধাপেলবৈঃ অঙ্গৈঃ (পীড়াক্লিষ্ট এবং সুকুমার এ শরীরে) কথম্ আতপে গমিষ্যসি (কি করে রৌদ্রে গমন করবে)। [বলাৎ এনাম্ নিবর্তয়তি—বলপূর্বক তাকে নিবৃত্ত করলেন]

বঙ্গানুবাদ—রাজা—ব্যস্ততার প্রয়োজন নেই। তোমার সেবক স্বয়ং তোমার নিকটেই রয়েছে। ক্লান্তিনাশক শীতল পদ্মপত্রের ব্যজনের দ্বারা শীতল বায়ু সঞ্চালন করব কি? অথবা, সুন্দবী, পদ্মের মত রক্তিম তোমার চরণ দ্বয় ক্রোড়ে স্থাপন করে তোমার যাতে সুখ হয় সেভাবেই টিপে দিই ॥ ১৯ ॥

শকুন্তলা—মান্যজনের কাছে নিজেকে অপরাধী করতে চাই না। (উঠে যেতে চাইলেন)।

রাজা—সুন্দরী, এখনো দিনের অবসান হয়নি, তার উপর এই তোমার শরীরের অবস্থা। পদ্মপত্রের দ্বারা এখনো তোমার পয়োধর আবৃত রয়েছে। পুষ্পশয্যা ছেড়ে এ অবস্থায় পীড়াক্লিষ্ট এবং সুকুমার এ শরীরে কি করে রৌদ্রে গমন করবে ॥ ২০ ॥ (বলপূর্বক তাকে নিবৃত্ত করলেন)।

মনোরমা—আবেগেন—**"গম্যমানাপি ক্রিয়া কারকবিভক্তৌ প্রযোজিকা"**—এই বার্তিক সূত্র অনুসারে গম্যমান 'সাধন' ক্রিয়ার যোগে "আবেগেন" শব্দে করণে তৃতীয়া। আরাধয়িতা—আ-রাধ্ + ণিচ্ স্বার্থে তৃচ, ১মা একবচন। নলিনীদলতালবৃন্তেঃ—নলিনীদলমেব তালবৃন্তম্ (ময়ূরব্যংসকাদিবৎ সমাসঃ)। করভোরু—করভৌ ইব উরূ যস্যাঃ সা (বহুব্রীহিঃ) সম্বোধনে। সংবাহয়ামি—সম্-বাহ্ + ণিচ্ লট্ উত্তমপুরুষ একবচন। অনির্বাণঃ—নির্-বা + ক্তঃ = নির্বাণঃ। ন নির্বাণঃ (নঞ্তৎ) অনির্বাণঃ। নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণম্ = স্তনয়োঃ আবরণম্ = স্তনাবরণম্ (ষষ্ঠীতৎ), নলিন্যাঃ দলম্ (ষষ্ঠীতৎ) নলিনীদলম্। নলিনীদলেন কল্পিতম্—(তৃতীয়া তৎ), নলিনীদলকল্পিতং স্তনাবরণং যস্মিন্ বহুব্রীহিঃ। পরিবাধাপেলবৈঃ—পরিবাধয়া পেলবঃ (তৃতীয়া তৎ), তৈঃ। উৎসৃজ্য—উৎ-সৃজ্ + ল্যপ্। কুসুমশয়নম্—কুসুমনির্মিতং শয়নম্—মধ্যপদলোপী কর্মধা।

আশা — হে করভোরু! করভৌ ইব উরূ জঙ্ঘে যস্য তৎ সুম্বুদ্ধৌ কিমিতি প্রশ্নে ক্লমং তাপং শ্রমং বেতি বিশেষেণ মর্দয়ন্তি পূরীকুর্বন্তি তচ্ছীলৈঃ শীকরৈঃ জলবিন্দুভিঃ আর্দ্রঃ শীতলঃ বাতঃ বায়ুঃ যস্য তৎ নলিনীদলম্ কমলিনীপত্রমেব তালবৃন্তম্ তালপত্রনির্মিতব্যজনং সঞ্চালয়ামি সংবাহয়ামি ব্যজনং করোমি ইতি ভাবঃ। উত অথবা পদ্মে কমলে ইব তাম্রৌ রক্তবর্নৌ তে তব চরণৌ পাদৌ অঙ্কে ক্রোড়ে নিধায় সংস্থাপ্য তে তব সুখম্ অনতিক্রম্য ইতি যথাসুখং সুখকরং যথা স্যাৎ তথা সংবাহয়ামি মর্দয়ামি? অত্র নলিনীদল সুত্রামেয়ম্, তাল বৃত্তমুপমানম্, নলিনীদলে

তালবৃন্তস্যারোপাদ্ রূপকম্। 'করভোরু' ইত্যত্র লুপ্তোপমেতি রূপকোপমযোঃ সংসৃষ্টিঃ বসন্ততিলকং বৃত্তম্। 'জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি লক্ষণাৎ।

উৎসৃজ্যেতি। নলিনীদলৈঃ পদ্মপলাশৈঃ কল্পিতং কৃতং স্তনয়োঃ আবরণং তাপশান্ত্যর্থমাচ্ছাদনং যস্মিন্ তাদৃশং কুসুমশয়নম্ পুষ্পময়ীং শয্যাম্ উৎসৃজ্য বিহায় পরিবাধয়া পীড়য়া পেলবানি কৃশানি দুর্বলীভূতানি ইত্যর্থঃ, তাদৃশৈঃ অঙ্গৈঃ উপলক্ষিতা ত্বং কথং কেন প্রকারেণ আতপে রৌদ্রে গমিষ্যাসি। স্বস্থোঽপি জনঃ আবরণাদিনা শরীরমনাচ্ছাদ্য আতপে গন্তুম্ ন শক্তঃ। ত্বং তু প্রকৃত্যা তন্বঙ্গী সম্প্রতি নিতরাং পীড়িতা। অতস্তে আতপে গমনং সুতরামযুক্তমিত্যাশয়ঃ। অত্র পদার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গম।

শকুন্তলা—পোরব, রক্খ অবিণঅং। মঅণসন্তত্তা বি ণ হু অত্তণো পহবামি। (পৌরব, রক্ষ বিনয়ম্। মদনসন্তপ্তা অপি নহি আত্মনঃ প্রভবামি।)

রাজা—ভীরু, অলং গুরুজনভয়েন। দৃষ্ট্বা তে বিদিতধর্মা তত্রভবান্ ন অত্র দোষং গ্রহীষ্যতি কুলপতিঃ। অপি চ—

গান্ধর্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যো রাজর্ষিকন্যকাঃ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ ॥ ২১ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—পরিণীতাঃ + তাঃ, পিতৃভিঃ + চ + অভিনন্দিতাঃ।

অন্বয়—বহ্ব্যঃ রাজর্ষিকন্যকাঃ গান্ধর্বেণ বিবাহেন পরিণীতাঃ তাঃ পিতৃভিঃ অভিনন্দিতাঃ চ শ্রূয়ন্তে।

বাঙলা শব্দার্থ—শকুন্তলা—পৌরব (হে পৌরব, অর্থাৎ পুরুবংশোদ্ভব) অবিনয়ং রক্ষ (শিষ্টাচারের মর্যাদা রক্ষা করুন)। মদনসন্তপ্তা অপি (কামপীড়িতা হলেও) আত্মনঃ প্রভবামি নহি (আমি নিজের প্রভু নই)। রাজা—ভীরু, গুরুজন-ভয়েন অলম্ (ভীরু, গুরুজন থেকে ভয়ের কারণ নেই)। তত্রভবান্ কুলপতিঃ (শ্রদ্ধাভাজন কুলপতি) বিদিতধর্মা (সকল ধর্ম জানেন), দৃষ্ট্বা তে (তোমার বিষয় জেনে) তত্র দোষং ন গ্রহিষ্যতি (তিনি কোন অপরাধ বিবেচনা করবেন না)। অপি চ (তাছাড়া) বহ্ব্যঃ রাজর্ষিকন্যকাঃ (অনেক রাজর্ষিকন্যা) গান্ধর্বেণ বিবাহেন পরিণীতাঃ (গান্ধর্বমতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ

হয়েছে) তাঃ (তারা) পিতৃভিঃ অভিনন্দিতাঃ চ (তাদের পিতাদের অনুমোদনও লাভ করেছে) শ্রূয়ন্তে (এরকম শোনা যায়)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—হে পৌরব, শিষ্টাচারের মর্যাদা রক্ষা করুন। কামপীড়িতা হলেও আমি নিজের প্রভু নই।

রাজা—ভীরু, গুরুজন থেকে ভয়ের কারণ নেই। শ্রদ্ধাভাজন কুলপতি সকল ধর্ম জানেন, তোমার বিষয় জেনে তিনি কোন অপরাধ বিবেচনা করবেন না। তা ছাড়া, অনেক রাজর্ষি কন্যা গান্ধর্বমতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে, এবং তাদের পিতাদের অনুমোদনও লাভ করেছে,—এরূপ শোনা যায়। ২১

মনোরমা—পৌরব—পুরুবংশে ভবঃ, পুরু + অণ্, সম্বোধনে। প্রভবামি—প্রভুঃ ইব আচরামি ইতি প্রভু + ক্বিপ্ + লট্ মি। অথবা প্র-ভূ + লট্ মি। ভয়েন—নিষেধার্থক 'অলম্' শব্দযোগে তৃতীয়া। বিদিত[illegible] ধর্মঃ যস্য সঃ বহুব্রীহিঃ, বিদিতধর্ম + অনিচ্—"ধর্মাদনিচ্ কেবলাৎ"—এই সূত্র অনুসারে ধর্মশব্দের সঙ্গে সমাসান্ত 'অনিচ্' যুক্ত হয়েছে। রাজর্ষিকন্যকাঃ—রাজর্ষীণাং কন্যকাঃ ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ সমাসঃ। পরিণীতাঃ —পরি-নী + ক্তঃ, স্ত্রিয়াম্ টাপ্।

আশা—গান্ধর্বেণেতি। বহ্ব্যঃ প্রচুরাঃ, ন একা দ্বে বা রাজর্ষীণাং কন্যকাঃ কুমার্যঃ গান্ধর্বেণ গন্ধর্ববিধিমতেন, শাস্ত্রসম্মতেন বিবাহেন পরিণয়েন পরিণীতাঃ ঊঢ়াঃ। "গান্ধর্বঃ সময়াৎ মিথঃ" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়ামুক্তম্। তদনন্তরং তাঃ রাজর্ষিকন্যকাঃ পিতৃভিঃ বিদিতবৃত্তান্তৈঃ গুরুজনৈঃ, অভিনন্দিতাঃ অনুমোদিতাঃ, ন চ দূষিতাঃ শ্রূয়ন্তে পুরাণাদিষু। পুরা নীলধ্বজস্য রাজ্ঞঃ তনয়া স্বাহাদেবী অগ্নিনা গান্ধর্বেণ বিধিনা পরিণীতা, পশ্চাৎ তৎপিতা বিদিতধর্মা নৃপঃ নীলধ্বজঃতৎপরিণয়ম্ অভিনন্দিতবান্। শাস্ত্রসম্মতঃ গান্ধর্বপরিণয়ঃ, পিতা তে শাস্ত্রজ্ঞঃ, অতঃ মহর্ষিঃ কণ্বঃ শ্রুতবৃত্তান্তঃ পরিণয়মিমং নূনমেব অনুমংস্যতে ইতি রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য আশয়ঃ ॥

আলোচনা :

ভগবান্ মনু বলেছেন,—"ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাহসুরঃ। গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥ ৩/২১ ॥ অর্থাৎ ভগবান মনুর মতে হিন্দুবিবাহ আট প্রকার, যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। উক্ত আট প্রকার বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হল পৈশাচ বিবাহ। ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথম চার প্রকার বিবাহ প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়ের একমাত্র রাক্ষস বিবাহ, এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর বিবাহ প্রশস্ত বলে পণ্ডিতেরা বলেন। ধর্মশাস্ত্রকারগণের

আরো অভিমত যে, গান্ধর্ব ও রাক্ষসবিবাহ পৃথক্ভাবে বা মিশ্রিতভাবে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মসম্মত।

মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে গান্ধর্ব বিবাহের সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলা হয়েছে,—"ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ। গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ।" (৩/৩২(অর্থাৎ কন্যা ও বরের পরস্পরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ও পিতামাতা এবং অন্যান্য গুরুজনদের মতামতের অপেক্ষা না করে, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে কেবল পুষ্পমাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে মিলন সংঘটিত হলে তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। এ বিবাহ যেমন শাস্ত্র-সম্মত, তেমনি গুরুজনদের দ্বারাও সানন্দে অভিনন্দিত। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে বেতসকুঞ্জেব নিভৃত পরিবেশে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ববিবাহের প্রস্তাব দিলে, শকুন্তলা স্বয়ং কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অক্ষম হলো। শকুন্তলার মতে গুরুজনদের উপেক্ষা করে স্বয়ং তার মতামত ব্যক্ত করবার কোন অধিকার নেই। রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, বহু রাজর্ষিকন্যা গান্ধর্বমতে পরিণীতা হয়েছেন, এবং তাঁদেব এ বিবাহ গুরুজনদের দ্বারা অভিনন্দিতও হয়েছে। দৃষ্টান্তরূপে এখানে পুরুরবা ও উর্বশী, শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী প্রভৃতির মধ্যে সংঘটিত গান্ধর্ব বিবাহের উল্লেখ করা যেতে পারে। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যও উক্ত আট প্রকার হিন্দুবিবাহের কথা বলেছেন তাঁর •যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে। গান্ধর্ববিবাহের সংজ্ঞা দিয়ে যোগমূর্তি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন,—"**গান্ধর্বঃ সময়ান্মিথঃ**"—অর্থাৎ "তুমি আমার ভার্যা", "তুমি আমার পতি"—বর ও কনে পরস্পর এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে, গুরুজনদের অনুমতির অপেক্ষা না করে যে পরিণয় সংঘটিত হয়, তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে।

শকুন্তলা—মুঞ্চ দাব মং। ভূও বি সহীজণং অণুমাণইস্সং। (মুঞ্চ তাবৎ মাম্। ভূয়ঃ অপি সখীজনম্ অনুমানয়িষ্যে।)

রাজা—ভবতু। মোক্ষ্যামি।

শকুন্তলা—কদা

রাজা—

> **অপরিক্ষত-কোমলস্য যাবৎ**
> **কুসুমস্যেব নবস্য ষট্পদেন।**
> **অধরস্য পিপাসতা ময়া তে**
> **সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য ॥ ২২ ॥**

(মুখমস্যাঃ সমুন্নময়িতুমিচ্ছতি। শকুন্তলা পরিহরতি নাট্যেন)

সন্ধিবিচ্ছেদ—কুসুমস্য + ইব, সুখম্ + অস্যাঃ, সমুন্নময়িতুম্ + ইচ্ছতি।

অন্বয়—সুন্দরি, ষট্পদেন নবস্য কুসুমস্য ইব পিপাসতা ময়া অপরিক্ষতকোমলস্য অস্য তে অধরস্য রসঃ যাবৎ সদয়ং গৃহ্যতে।

বাঙ্লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—মুঞ্চ তাবৎ মাম্ (আমাকে ছেড়ে দিন)। ভূয়ঃ অপি সখীজনম্ (আবার আমি সখীদের কাছে) অনুমানয়িষ্যে (আমি আবার সখীদের কাছে যাই) রাজা—ভবতু (আচ্ছা) মোক্ষ্যামি (ছাড়ছি)। শকুন্তলা—কদা (কখন)? রাজা—সুন্দরি (সুন্দরী), ষট্পদেন নবস্য কুসুমস্য ইব (ভ্রমর যেমন সদ্যবিকশিত পুষ্পের মধু পান করে তেমনি) পিপাসতা ময়া (তৃষ্ণাকাতর আমি) অপরিক্ষত কোমলস্য তে অধরস্য রসঃ (পূর্বে দন্তক্ষত হয়নি বলে কোমল তোমার অধরের রস) যাবৎ সদয়ং গৃহ্যতে (যখন প্রাণভরে গ্রহণ করব)। [শকুন্তলার মুখমণ্ডল তুলতে চেষ্টা করলেন, শকুন্তলা পরিহার করার অভিনয় করলেন।]

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আবার সখীদের কাছে যাই।

রাজা—আচ্ছা, তোমাকে ছেড়ে দেব।

শকুন্তলা—কখন?

রাজা—সুন্দরি, পূর্বে কেউ আস্বাদ গ্রহণ করেনি এমন পেলব অধরের সুধা আমি প্রথমে পান করব যেমন করে ভ্রমর সদ্যবিকশিত ফুলের মধু পান করে তৃষ্ণা চরিতার্থ করে, তারপর তোমাকে ছেড়ে দেব ॥ ২২ ॥

(শকুন্তলার মুখমণ্ডল তুলতে চেষ্টা করলেন। শকুন্তলা তা' পরিহার করার অভিনয় করলেন।)

মনোরমা—অপরিক্ষতকোমলস্য—ন পরিক্ষতঃ, নঞ্তৎ, অপরিক্ষতঃ। অপরিক্ষতশ্চাসৌ কোমলশ্চেতি, কর্মধা, তস্য। পিপাসতা—পা + সন্ + শতৃ তৃতীয়া একবচন।

আশা—অপরিক্ষতেতি। হে সুন্দরি, ষট্পদেন ভ্রমরেণ নবস্য সদ্যঃবিকশিতস্য কুসুমস্য ইব পুষ্পস্য ইব পিপাসতা চিরং পাতুমিচ্ছুনা ময়া ন পরিক্ষতঃ দষ্টঃ ইতি অপরিক্ষতঃ অনাস্বাদিতপূর্বঃ কোমলঃ মৃদুঃ চ তাদৃশস্য অস্য তে অধরস্য রসঃ স্বাদঃ সদয়ং সানুকম্পং গৃহ্যতে পীয়তে। যদবধি অধরস্য রসঃ গৃহ্যতে তদনন্তরং মোক্ষ্যামি ইতি ভাবঃ। অত্র শ্লেষবাচ্যোপমা। মালভারিণী বৃত্তম্।

আলোচনা :

(ক) **"অপরিক্ষতকোমলস্য যাবৎ"** ইত্যাদি।—কামশাস্ত্রে **উল্লিখিত** কামীজনের

অর্থাৎ প্রণয়ীর দশ অবস্থার মধ্যে রাজা দুষ্যন্ত ক্রমশ একটি একটি করে দশা উত্তীর্ণ হয়ে এখন নবমদশা অর্থাৎ উন্মত্তদশায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। শকুন্তলার অধরসুধা পান করতে তিনি এখন উন্মত্তের মত আচরণ করছেন, আর শকুন্তলা রাজাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করছেন। কেননা, শকুন্তলা কামপীড়িতা হলেও পিতামাতা বা গুরুজনদের অনুমতি ব্যতিরেকে রাজার সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হওয়ায় তাঁর অন্তরে অপরাধবোধ জেগেছে। নারীজনোচিত লজ্জা তিনি ত্যাগ করতে পারছেন না। শকুন্তলা রাজাকে বললেন, "**রক্ষ অবিনয়ম্, মুঞ্চ তাবৎ মাম্।**" অর্থাৎ আপনি শিষ্টাচার রক্ষা করুন, আমাকে ছেড়ে দিন। উত্তরে রাজা বললেন, যট্‌পদ অর্থাৎ ভ্রমর যেমন নবকুসুমের মধুপান করে, তেমনি তোমার অধরসুধা পান না করে তোমাকে ছাড়ছি না। রাজার এই বিধিনিয়ম লঙঘন করে চুম্বনপ্রয়াস উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়।

উল্লিখিত শ্লোকে রাজা দুষ্যন্তের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। পঞ্চম অংকের সূচনায় হংসপদিকা তাঁর গানে রাজার ভ্রমরবৃত্তির উল্লেখ কবেছেন। এখানে স্বয়ং রাজার মুখেই সে স্বীকারোক্তি প্রকাশ পেল। তিনি একবার মাত্র ভালবাসেন,—"সকৃৎকৃতঃ প্রণয়ঃ অয়ং জনঃ"। তারপর তাঁব প্রণয়পাত্রী চরম অবজ্ঞার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে কাল যাপন করেন। এখানেও সে ইঙ্গিত রয়েছে যে, স্থূল সম্ভোগ চরিতার্থ হলেই তিনি শকুন্তলাকেও বিস্মৃত হবেন। রাজার প্রেমে কোথাও স্থিরতা নেই, দৃঢ়তা নেই, নিষ্ঠা নেই, আছে কেবল স্থূল ইন্দ্রিয়সম্ভোগ লালসা। নারী তাঁর কাছে নাগরিকবৃত্তি চরিতার্থ করবার উপকরণমাত্র।

(খ) নাট্যশাস্ত্রের বিধান অনুসারে নাটকের অংকে লজ্জাকর ও সুরুচির বিরোধী, বীভৎস ও জুগুপ্সা ব্যঞ্জক বিষয় প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ। এ সকল নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে 'অধরপান'ও একটি। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ-এর উল্লেখ করে বলেছেন,—"শয়নাধরপানাদি" ইত্যাদি। এখানে তাপসবালা শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের অধরপানের প্রয়াসকে সর্বপ্রকারে প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছেন।

(নেপথ্যে)

চক্কবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং। উবট্ঠিআ রঅণী। (চক্রবাকবধূকেঃ আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্। উপস্থিতা রজনী।)

শকুন্তলা—(সসম্ভ্রমম্) পৌরব, অসংসঅং মম সরীরবৃত্তন্তোবলম্ভস্স অজ্জা গোদমী ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। জাব বিডবন্তরিদো হোদি। (পৌরব, অসংশয়ং মম

শরীরবৃত্তান্তোপলম্ভায় আর্যা গৌতমী ইতঃ এব আগচ্ছতি। তৎ বিটপান্তরিতো ভব।)

রাজা—তথা। (আত্মানমাবৃত্য তিষ্ঠতি)

(ততঃ প্রবিশতি পাত্রহস্তা গৌতমী সখ্যৌ চ)

সখ্যৌ—ইদো ইদো অজ্জা গোদমী। (ইত ইত আর্যা গৌতমী)

গৌতমী—(শকুন্তলামুপেত্য) জাদে, অবি লহুসংদাবাইং দে অঙ্গাইং। (জাতে অপি লঘুসন্তাপানি তে অঙ্গানি।)

শকুন্তলা—অত্থি মে বিসেসো। (অস্তি মে বিশেষঃ।)

গৌতমী—ইমিণা দব্ভোদএণ ণিরাবাধং এব্ব দে সরীরং ভবিস্সদি। (শিরসি শকুন্তলামভ্যুক্ষ্য) বচ্ছে, পরিণদো দিঅহো। এহি। উডজং এব্ব গচ্ছম্হ। (প্রস্থিতাঃ) (অনেন দর্ভোদকেন নিরাবাধম্ এব তে শরীরং ভবিষ্যতি। বৎসে, পরিণতো দিবসঃ। এহি। উটজম্ এব গচ্ছামঃ।)

শকুন্তলা—(আত্মগতম্) হিঅঅ, পঢ়মং এব্ব সুহোবণদে মণোরহে কাদরভাবং ণ মুঞ্চসি। সাণুসঅবিহডিঅস্স কহং দে সংপদং সংদাবো। (পদান্তরে স্থিত্বা প্রকাশম্) লদাবলঅ সংদাবহারঅ, আমন্তেমি তুমং ভূও বি পরিভোঅস্স। (দুঃখেন নিষ্ক্রান্তা শকুন্তলা সহেতরাভিঃ) (হৃদয়, প্রথমম্ এব সুখোপনতে মনোরথে কাতরভাবং ন মুঞ্চসি। সানুশয়বিঘটিতস্য কথং তে সাম্প্রতং সন্তাপঃ। লতাবলয় সন্তাপহারক, আমন্ত্রয়ে ত্বাং ভূয়োঽপি পরিভোগায়।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—আত্মানম্ + আবৃত্য, শকুন্তলাম্ + অভ্যুক্ষ্য, ভূয়ঃ + অপি, শকুন্তলাম্ + উপেত্য।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[নেপথ্যে—যবনিকার অন্তরালে] চক্রবাকবধূকেঃ (চক্রবাকবধূ) আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্ (প্রিয় সহচরকে বিদায় দাও), উপস্থিতা রজনী (রাত্রি সমাগত)। শকুন্তলা—(সসম্ভ্রমম্—অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে) পৌরব (পুরু বংশের সন্তান) অসংশয়ম্ (নিশ্চয়ই) মম শরীরবৃত্তান্তোপলম্ভায় (আমার শরীরের বৃত্তান্ত জানবার উদ্দেশ্যে) আর্যা গৌতমী (আর্যা গৌতমী) ইত এব আগচ্ছতি (এদিকেই আসছেন)। যাবৎ বিটপান্তরিতো ভব (এখন আপনি বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে অবস্থান করুন)। রাজা—তথা (এই যাচ্ছি)। [আত্মানম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি—আত্মগোপন করে থাকলেন]। [ততঃ প্রবিশতি পাত্রহস্তা গৌতমী—তারপর পাত্র হস্তে গৌতমী প্রবেশ করলেন, সখ্যৌ চ—তাঁর সঙ্গে

দুই সখী, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা] সখ্যৌ (দুই সখী)—ইতঃ ইতঃ আর্যা গৌতমী (আর্যা গৌতমী, এদিকে, এদিকে)। গৌতমী [শকুন্তলাম্ উপেত্য—শকুন্তলার নিকট গিয়ে]—জাতে (বৎসে) অপি লঘুসন্তাপানি তে অঙ্গানি (তোমার দেহের তাপ কিছু হ্রাস পেয়েছে কি)? শকুন্তলা—অস্তি মে বিশেষঃ (আজ মাননীয়ে, কিছু হ্রাস পেয়েছে)। গৌতমী—অনেন দর্ভোদকেন (এই কুশোদকে) নিরাবাধম্ এব তে শরীরং ভবিষ্যতি (তোমার শরীর নিরাময় হবে)। [শিরসি শকুন্তলাম্ অভ্যুক্ষ্য—শকুন্তলার মস্তকে শান্তিজল সিঞ্চন করে) বৎসে পরিণতঃ দিবসঃ (বৎসে, দিনের অবসান হতে চলেছে) এহি উটজম্ এব গচ্ছামঃ (চল পর্ণকুটীরে ফিরে যাই)। [প্রস্থিতাঃ—চল্‌তে লাগলেন।] শকুন্তলা—(আত্মগতম্—মনে মনে) হৃদয় (হে হৃদয়) প্রথমম্ এব সুখোপনতে মনোরথে (প্রথমে অভীষ্ট জন অনায়াসে উপস্থিত হলে) কাতরভাবং ন মুঞ্চসি (তুমি তখন কাতরভাব ত্যাগ করতে পারনি)। সানুশয়বিঘটিতস্য কথং তে সন্তাপঃ (এখন চলে যাবার পর কি তোমার অনুতাপ করা সঙ্গত)? [পদান্তরে স্থিত্বা প্রকাশম্—কয়েক পদক্ষেপের পর প্রকাশ্যে] লতাবলয় সন্তাপহারক (হে সন্তাপহারক লতাকুঞ্জ) ত্বাং ভূয়োঽপি পরিভোগায় আমন্ত্রয়ে (পুনরায় তোমায় সম্ভোগের জন্য আহ্বান করছি।) [ইতরাভিঃ সহ—অন্যান্যদের সঙ্গে, শকুন্তলা দুঃখেন নিষ্ক্রান্তা—শকুন্তলা দুঃখের সঙ্গে প্রস্থান করলেন।]

বঙ্গানুবাদ—(যবনিকার অন্তরালে) চক্রবাকবধূ, প্রিয় সহচরকে বিদায় দাও। রাত্রি সমাগত। শকুন্তলা—(অত্যন্ত ব্যস্ততার সংগে) পৌরব। নিশ্চয়ই আমার শরীরের অবস্থা জানবার আগ্রহে আর্যা গৌতমী এদিকেই আসছেন। এখন আপনি বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে অবস্থান করুন।

রাজা—এই যাচ্ছি। (আত্মগোপন করে থাকলেন)।

(তারপর পাত্রহস্তে গৌতমী প্রবেশ করলেন, সঙ্গে দুই সখী, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা)।

দুইসখী—আর্যা গৌতমী, এদিকে, এদিকে।

গৌতমী—(শকুন্তলার নিকট গিয়ে)। বৎসেঙ্গ তোমার শরীরের তাপ কিছু হ্রাস পেয়েছে কি?

শকুন্তলা—মাননীয়ে আজ কিছু হ্রাস পেয়েছে।

গৌতমী—এই কুশোদকে তোমার শরীর নিরাময় হবে।

(শকুন্তলার মস্তকে শান্তিজল সিঞ্চন করে) বৎসেঙ্গ দিনের অবসান হতে চলেছে। চল পর্ণকুটীরে ফিরে যাই। (চল্‌তে লাগলেন)

শকুন্তলা—(মনে মনে) হে হৃদয়ঙ্গ প্রথমে অভীষ্টজন অনায়াসে উপস্থিত হলে, তুমি

তখন কাতরভাব ত্যাগ করতে পারনি, এখন চলে যাবার পর কি তোমার অনুতাপ করা সঙ্গত? (কয়েক পদক্ষেপের পর প্রকাশ্যে)

হে সন্তাপনাশক লতাকুঞ্জঙ্গ পুনরায়, তোমার সম্ভোগের জন্য আহ্বান করছি। (অন্যান্যদের সঙ্গে শকুন্তলা দুঃখের সঙ্গে প্রস্থান করলেন)।

আলোচনা :

(ক) **"চক্কবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং। উবট্ঠিআ রঅণী।"** (চক্রবাকবধূঃ, আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্। উপস্থিতা রজনী।)—এইটি বেতসকুঞ্জস্থ শকুন্তলার প্রতি নেপথ্য থেকে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার সতর্কবাণী। শকুন্তলাকে একাকিনী রাজার নিকট সান্নিধ্যে থাকার অবকাশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা অসহায় মৃগশিশুকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেবার ছল করে কুঞ্জ ছেড়ে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু সতর্ক দৃষ্টি রাখল সেদিকে যেন হঠাৎ কারো উপস্থিতিতে তাদের প্রিয়সখীকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে না হয়। তাই গৌতমীকে কুঞ্জের দিকে অগ্রসর হতে দেখেই—**"রজনী সমাগত, চক্রবাকবধূ , প্রিয় সহচরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ কর"**—এই সতর্কবাণী উচ্চারিত হল। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে একে চতুর্থ প্রকাব পতাকাস্থান বলে চিহ্নিত করা হয়।

পতাকাস্থান কাকে বলে? এ নাট্য কৌশলের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন,—"যত্রার্থে চিন্তিতে অন্যস্মিন্ তল্লিঙ্গোঽন্যঃ প্রযুজ্যতে। আগন্তুকেন ভাবেন পতাকাস্থানকং তু তৎ ॥" (৬/৪৫(অর্থাৎ যেখানে একটি অর্থের চিন্তা করলে, অতর্কিতভাবে তারই সদৃশ অন্য অর্থের সূচনা হয়, সেখানে তাকে পতাকাস্থান বলে। আবার, মনোরম শ্লেষযুক্ত দ্ব্যর্থবচন-বিন্যাস কাব্যে প্রযুক্ত হয়ে প্রধান অর্থান্তরের সূচনা করলে চতুর্থ পতাকাস্থান হয়।—"দ্ব্যর্থো বচনবিন্যাসঃ সুশ্লিষ্টঃ কাব্যযোজিতঃ। প্রধানার্থান্তরাক্ষেপী পতাকা-স্থানকং পরম্ ॥" (সাহিত্যদর্পণ ৬/৪৯) এখানে 'চক্রবাকবধূ" বলতে এক অর্থে যেমন চক্রবাকী, তেমনি অন্য অর্থে শকুন্তলা, 'সহচর' বলতে এক অর্থে—যেমন চক্রবাক, তেমনি অপর অর্থে রাজা দুষ্যন্ত। চক্রবাক-চক্রবাকীর বিচ্ছেদের মতো শকুন্তলারও ভাগ্যে রয়েছে বিরহের দীর্ঘ রজনী।

(খ) চক্রবাকমিথুনের বিরহ সম্পর্কে কবিপ্রসিদ্ধি হলো যে, বনবাসে রামচন্দ্র যখন সীতাকে হারিয়ে করুণ বিলাপ করছিলেন, তখন তাকে দেখে চক্রবাকমিথুন ব্যঙ্গ করে। রামচন্দ্র তাই তাদের উপর এরূপ অভিশাপ বর্ষণ করেন যে, দিনে তারা একত্রে বিচরণ করলেও রাতে তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রণয় এত গভীর ও নিবিড় যে, তারা পরস্পর কেবল একটি পত্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েও করুণ বিলাপ না করে থাকতে পারে না।

(গ) **"লতা-বলয়ঙ্গ সন্তাপহারকঙ্গ আমন্ত্রয়ে ত্বাং ভূয়োঽপি পরিভোগায়।"** লতামণ্ডপ থেকে নির্গত হয়ে গৌতমীব অনুগমন কবতে কবতে শকুন্তলা পশ্চাৎ ফিরে লতামণ্ডপেব কাছে বিদায় গ্রহণ কবে বললেন,—'সন্তাপহব কুঞ্জ, আবাব উপভোগেব জন্য তোম্নাকে আমন্ত্রণ জানাই।' এ কেবল কুঞ্জেব উদ্দেশ্যে নয, কুঞ্জে প্রচ্ছন্নরূপে স্থিত বাজাব প্রতিও এ আমন্ত্রণ। "তাপসী হইলেও শকুন্তলা স্বর্গস্বৈবিণী অপ্সবাব কন্যা। তাহাব অন্তর্নিহিত ভোগপিপাসা বিববাসিনী সাপিনীব ন্যায ক্ষণে ক্ষণে মাথা তুলিতেছে।" (দেবেন্দ্রনাথ বসু—শকুন্তলায নাট্যকলা)। এ মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

রাজা—(পূর্বস্থানমুপেত্য, সনিঃশ্বাসম্) অহো বিঘ্নবত্যঃ প্রার্থিতার্থ-সিদ্ধয়ঃ। ময়া হি,—

মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং
প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম।
মুখমংসবিবর্তি পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ
কথমপ্যুন্নমিতং ন চুম্বিতং তু ॥ ২৩ ॥

ক্ব নু খলু সম্প্রতি গচ্ছামি। অথবা ইহৈব প্রিয়াপরিভুক্তমুক্তে লতাবলয়ে মুহূর্তং স্থাস্যামি। (সর্বতোঽবলোক্য)—

তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলায়ামিমং
ক্লান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরর্পিতঃ।
হস্তাদ্ ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্যমানেক্ষণো
নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাচ্ছক্নোমি শূন্যাদপি ॥ ২৪ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—পূর্বস্থানম্ + উপেত্য, মুহুঃ + অঙ্গুলি , কথম + অপি + উন্নমিতম, শিলাযাম্ + ইযম্, নখৈঃ + অর্পিতঃ, হস্তাৎ + ভ্রষ্টম্ + ইদম্, বিসাভবণম্ + ইতি + আসজ্যমানেক্ষণঃ, বেতসগৃহাৎ + শক্নোমি।

অন্বয়—পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ মুহুঃ অঙ্গুলিসংবৃতাধবোষ্ঠম্ প্রতিষেধাক্ষববিক্লবাভিবামম্ অংসবিবর্তি মুখং কথমপি উন্নমিতং ন তু চুম্বিতম্ ॥

অন্বয়—তস্যাঃ শবীবলুলিতা পুষ্পমযী ইযং শয্যা শিলাযাম্ (আস্তীর্ণা), নখৈঃ নলিনীপত্রে অর্পিতঃ এষ ক্লান্তঃ মন্মথলেখঃ, ইদং হস্তাৎ ভ্রষ্টং বিসাভবণম্ ইতি আসজ্যমানেক্ষণঃ শূন্যাদপি বেতসগৃহাৎ সহসা নির্গন্তুং ন শক্নোমি ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—[পূর্বস্থানম্ উপেত্য—পূর্বের স্থানে গমন করে, সনিঃশ্বাসম্—দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে] অহো (হায়), প্রার্থিতার্থসিদ্ধয়ঃ (অভিলাষসিদ্ধির পথ) বিঘ্নবত্যঃ (প্রতিবন্ধকবহুল)। ময়া হি—(আমি) পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ (সেই সুলোচনা শকুন্তলার) মুহুঃ অঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং (যে বারংবার তার অধরোষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা আবৃত রাখছিল), প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম্ (নিষেধ-বাক্য উচ্চারণ করবার কালে তার মুখখানা বারবার বিহ্বল ও মনোহর হয়েছিল) অংসবিবর্তি মুখম্ (এবং তার মুখ কাঁধের দিকে ঘুরিয়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল) কথমপি উন্নমিতং ন তু চুম্বিতম্ (সে মুখ কোনভাবে তুলে ধরলেও চুম্বন করা হয়নি ॥ ২৩ ॥

সম্প্রতি (এখন) ক্ব নু খলু গচ্ছামি (কোথায় যাই)? অথবা ইহ এব প্রিয়াপরিভুক্তমুক্তে লতাবলয়ে (অথবা প্রিয়াভুক্ত এবং অধুনা প্রিয়ামুক্ত লতামণ্ডপেই) মুহূর্তং স্থাস্যামি (মুহূর্তকাল অবস্থান করি)। [সর্বতঃ অবলোক্য—চারদিকে অবলোকন করে] তস্যাঃ শরীরলুলিতা (তার শরীরের দ্বারা বিমর্দিত) পুষ্পময়ী ইয়ং শয্যা (পুষ্পনির্মিত এই শয্যা) শিলায়াং বর্ততে (শিলা খণ্ডে রয়েছে), নখৈঃ নলিনীপত্রে অর্পিতঃ (নখের দ্বারা পদ্মপত্রে রচিত) এষঃ ক্লান্তঃ মন্মথলেখঃ (সেই প্রণয়লিপি মলিন হয়ে পড়ে রয়েছে), ইদং হস্তাৎ ভ্রষ্টং বিসাভবণম্ (এই হস্ত থেকে স্খলিত মৃণাল বলয়), ইতি আসজ্যমানেক্ষণঃ (এ সকল বস্তুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়াতে) শূন্যাৎ অপি বেতসগৃহাৎ (শূন্য এই বেতসকুঞ্জ থেকে) সহসা নির্গন্তুং ন শক্নোমি (সহসা নির্গত হতে পারছি না)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—(পূর্বস্থানে গমন করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে) হায়। অভিলাষসিদ্ধির পথ প্রতিবন্ধকবহুল। সেই সুলোচনা শকুন্তলা, বারংবার তার অধরোষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা আবৃত রাখছিল, নিষেধবাক্য উচ্চারণ করার কালে তার মুখখানা অত্যন্ত বিহ্বল ও মনোহর হয়েছিল, সে কাঁধের দিকে মুখ ঘুরিযে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল, আমি সে মুখ কোন ভাবে তুলে ধরলেও চুম্বন করতে ব্যর্থ হয়েছি ॥ ২২ ॥

এখন কোথায় যাই? অথবা প্রিয়াভুক্ত এবং অধুনা প্রিয়ামুক্ত লতামণ্ডপেই মুহূর্তকাল অবস্থান করি। (চারদিকে দৃষ্টিপাত করে) এই যে শিলাখণ্ডের উপর শকুন্তলার দেহবিমর্দিত পুষ্পনির্মিত শয্যা রয়েছে, নখের দ্বারা পদ্মপত্রে রচিত, অধুনা মলিন প্রণয়লিপি দেখা যাচ্ছে, এখানে আবার শকুন্তলার হস্ত থেকে স্খলিত মৃণালবলয় পড়ে রয়েছে,—এ সকল বস্তুতে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় এ বেতসকুঞ্জ শূন্য হলেও সহসা এখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে পারছি না ॥ ২৪ ॥

মনোরমা—বিঘ্নবত্যঃ—বিঘ্নঃ বাহুল্যেন সন্তি ইতি বিঘ্ন + মতুপ্, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রথমা বহুবচন। বিহন্যতে অনেন ইতি বি-হন্ + কঃ = বিঘ্নঃ। প্রার্থিতার্থসিদ্ধয়ঃ—প্রার্থিতাঃ অর্থাঃ, কর্মধারয়ঃ। প্রার্থিতার্থাঃ। তেষাং সিদ্ধয়ঃ ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ

—পক্ষ্মলে অক্ষিণী যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ, তস্যাঃ। পক্ষ্মলে অক্ষিণী অস্যাঃ ইতি পক্ষ্মলাক্ষি + ষচ্ (সমাসান্ত) + ঙীষ্ = পক্ষ্মলাক্ষী। পুষ্পময়ী = পুষ্প + ময়ট্ প্রাচুর্যার্থে + ঙীপ্। আসজ্যমানেক্ষণঃ—আসজ্যমানে ঈক্ষণে যস্য সঃ বহুব্রীহিঃ। আ-সজ্জ্ + শানচ্ = আসজ্জমানঃ।

আশা—তস্যা ইতি। প্রিয়তমায়াঃ শকুন্তলায়াঃ শরীরেণ দেহেন লুলিতা বিমর্দিতা, শিলায়াং প্রস্তরখণ্ডে ইয়ং দৃশ্যমানা পুষ্পময়ী কুসুমনির্মিতা শয্যাতল্পং, নলিনীপত্রে পদ্মপত্রে নখৈঃ কররুহৈঃ অর্পিতঃ রচিতঃ এষঃ দৃশ্যমানঃ কান্তঃ মনোহরঃ মন্মথলেখঃ প্রেমপত্রম্, হস্তাৎ করাৎ ভ্রষ্টম্ ইদং পুরতো দৃশ্যমানং বিসাভরণম্ ইতি এষু বস্তুষু আসজ্যমানে প্রবৃত্তে ঈক্ষণে নেত্রে যস্য সোঽহং শূন্যাৎ প্রিয়রহিতাদপি বেতসগৃহাৎ লতাকুঞ্জাৎ সহসা সত্বরং নির্গন্তুম্ বহির্গন্তুং ন ঈশোঽস্মি ন সমর্থোঽস্মি ॥ তত্ত্যক্তান্যুপ-ভোগচিহ্নানি অত্যন্তং মম মনঃ রময়ন্তি ইতি ভাবঃ। অত্র নির্গমনকারণে শূন্যত্বে সতি যন্তদভাবঃ সা বিশেষোক্তিঃ। পুনঃ তৎসদ্ভাবস্য কারণস্যাভাবেঽপি গমনাভাবঃ তৎকার্যমুক্তমিতি বিভাবনা। অত্র চতুর্থপাদং পাদত্রয়স্য হেতুত্বাৎ কাব্যলিঙ্গম্। ক্রমেণ অলংকারাণাং লক্ষণানি,—"সতি হেতৌ ফলাভাবে বিশেষোক্তি র্নিগদ্যতে।" "বিভাবনা বিনা হেতুং কার্যোৎপত্তির্যদুচ্যতে"। চ "হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্য-লিঙ্গং নিগদ্যতে"। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্—"সূর্যাশ্বৈমসজাস্ততঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্" ইতি লক্ষণাৎ।

পক্ষ্মণি— নেত্রলোমানি সন্তি অনয়োঃ ইতি পক্ষ্মলে প্রশস্তলোমযুক্তে অক্ষ্মিণী যস্যাঃ পক্ষ্মলাক্ষী তস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ ইতি আধরোষ্ঠম্ যস্মিন্ তাদৃশম্, প্রতিষেধস্য চুম্বননিষেধস্য আক্ষরৈঃ মা মাহলম্ ইত্যাকারৈঃ বর্ণৈঃ বিক্লবং ব্যাকুলম্ অতএব অভিরামং রমনীয়ম্, মুহঃ পুনঃ পুনঃ অংসে স্কন্ধোপরি চুম্বনপরিজিহীর্ষযা বিবর্ততে পরাবর্ততে ইতি অসংসবিবর্তি মুখং কথমপি মহতা কৃচ্ছ্রেণ উন্নমিতম্ ঊর্ধ্বীকৃতং ন তু চুম্বিতম্।।

আলোচনা :

গৌতমী এসে শকুন্তলাকে বেতসকুঞ্জ থেকে আশ্রমেব কুটীরে নিয়ে গেলে বেতসকুঞ্জ শূন্য পড়ে থাকল। কিন্তু শূন্য হলেও রাজা সে শূন্য কুঞ্জও তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করতে পারলেন না। কারণ, শকুন্তলা উপস্থিত না থাকলেও তার স্মৃতিবিজড়িত উপকরণসমূহ কুঞ্জস্থিত শয্যায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ দেখে নায়ক দুষ্যন্ত সহসা কুঞ্জ ত্যাগ করতে অসমর্থ হলেন।—"প্রিয়াতনু স্পৃষ্ট সেই কুসুম-শয়ন শিলাপট্টতলে। সেই সে নলিনীপত্রে স্মরনখলিপি শুকায় ভূতলে ॥ হস্ত হতে ভ্রষ্ট সেই মৃণালাভরণ, সকলি করিয়া দেয় প্রিয়ারে স্মরণ। পারি না একুঞ্জ হতে ফিরিয়া যাইতে, শূন্য যদিও তবু পারিনা ত্যজিতে ॥"

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথকৃত পদ্যানুবাদ)

শকুন্তলাশূন্য এ বেতসকুঞ্জে রাজা দুষ্যন্ত এ ভাবে কতক্ষণ করুণ বিলাপ করতে থাকবেন? সেজন্য মহাকবি অত্যন্ত নৈপুণ্য ও চাতুর্যের সঙ্গে যজ্ঞবেদীর চারদিকে আবির্ভূত সন্ধ্যাকালীন মেঘের মত পিঙ্গলবর্ণ রাক্ষসদের হাত থেকে যজ্ঞক্রিয়াদি রক্ষা করতে রাজার প্রতি তাপসদের অনুরোধের অবতারণা করেছেন। পরক্ষণেই মহাকবি অত্যন্ত সুকৌশলে প্রণয়বিহ্বল, বিচ্ছেদবিধুর দুষ্যন্তের ভেতর থেকে শৌর্যবীর্যে মণ্ডিত, কর্তব্যপরায়ণ ক্ষত্রিয় রাজা দুষ্যন্তকে বের করে সহৃদয় সামাজিকদের সন্মুখে তুলে ধরলেন ॥

(আকাশে)

রাজন্,

সায়ন্তনে সবনকর্মণি সংপ্রবৃত্তে
বেদিং হুতাশনবতীং পরিতঃ প্রযস্তাঃ।
ছায়াশ্চরন্তি বহুধা ভয়মাদধানাঃ
সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ পিশিতাশনানাম্ ॥ ২৫ ॥

রাজা—অয়মহমাগচ্ছামি। (নিষ্ক্রান্তঃ)

॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—ছায়াঃ + চরন্তি, অয়ম্ + অহম্ + আগচ্ছামি, ভয়ম্ + আদধানাঃ।

অন্বয়—সায়ন্তনে সবনকর্মণি সম্প্রবৃত্তে হুতাশনবতীং বেদিং পরিতঃ প্রযস্তাঃ ভয়ম্ আদধানাঃ সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ পিশিতাশনানাং ছায়াঃ বহুধা চরন্তি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[আকাশে—অলক্ষ্যে, যেন দূর থেকে কোন চরিত্র কিছু বল্‌ছে] রাজন্—(রাজা) সায়ন্তনে (সন্ধ্যাকালে) সবনকর্মণি সংপ্রবৃত্তে (যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভ হতেই) হুতাশনবর্তীং (প্রজ্বলিত অগ্নিসমন্বিত) বেদিং পরিতঃ (যজ্ঞবেদির চারদিকে) প্রযস্তাঃ (বিক্ষিপ্ত) ভয়ম্ আদধানাঃ (ভীতি উৎপাদনকারী) সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ (সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ) পিশিতাশনানাং ছায়াঃ (মাংসভক্ষণকারী রাক্ষসদের

ছায়া) বহুধা চরন্তি (নানাভাবে বিচরণ করছে)। রাজা—অয়ম্ অহম্ আগচ্ছামি (এই আমি আস্‌ছি)। (নিষ্ক্রান্ত—নির্গত হলেন)।

(তৃতীয় অংক পরিসমাপ্ত)

বঙ্গানুবাদ— (আকাশে)

হে রাজা, সন্ধ্যাকালে যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভ হতেই প্রজ্বলিত অগ্নি সমন্বিত যজ্ঞবেদির চারদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ভীতিসৃষ্টিকারী সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ মাংসভক্ষণকারী রাক্ষসদের ছায়া নানাভাবে বিচরণ করছে ॥ ২৫ ॥

রাজা—এই আমি আসছি। (নির্গত হলেন)

॥ (তৃতীয় অংক সমাপ্ত) ॥

মনোরমা—সায়ন্তনে—সায়ং ভবম্ ইতি সায়ম্ + ট্যুল্। তুডাগমশ্চ তনট্ বা। হুতাশনবতীম্—হুতম্ অশনং যস্য সঃ বহুব্রীহিঃ, হুতাশন + মতুপ্, স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্। বেদিম্—অভিতপরিত......ইত্যাদি সূত্র অনুসারে "পরিতঃ" শব্দযোগে দ্বিতীয়া। আদধানাঃ—আ-ধা + শানচ্ কর্তরি প্রথমার বহুবচন। পিশিতাশনানাম্—পিশিতম্ (মাংসম্) অশনং যেষাং তে, বহুব্রীহিঃ, তেষাম্। সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ—সন্ধ্যাকালীনাঃ পয়োদাঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ, সন্ধ্যাপযোদাঃ, সন্ধ্যাপযোদাঃ ইব কপিশাঃ উপমানকর্মধারয়ঃসমাসঃ।

আশা—সায়ন্তন ইতি। সায়ং ভবম্ ইতি 'সায়ন্তনম্', তস্মিন্ সন্ধ্যাকালীনে সবনকর্মণি যজনকর্মণি সম্প্রবৃত্তে সম্যক্ প্রবৃত্তে প্রচলিতে, ন তু কেবলং কর্মারম্ভে, হুতাশনবতীং প্রজ্বলিতাগ্নিসনাথাং বেদিং পরিতঃ যজ্ঞভূমিং সর্ব্বতঃ প্রকীর্ণাঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাঃ, সন্ধ্যাপয়োদঃ সায়ংকালীনমেঘ ইব কপিশাঃ কৃষ্ণপীতবর্ণাঃ, পিশিতং মাংসম্ অশনং যেষাং তে পিশিতাশনাঃ রাক্ষসাঃ, তেষাং ছায়াঃ লক্ষণয়া ছায়ামযাঃ আকৃতযঃ, প্রতিবিম্বস্য সর্বথা কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ, বহুধা বহুপ্রকারেণ ভয়ম্ ভীতিম্ আদধানাঃ উৎপাদয়ন্তঃ চরন্তি ইতস্ততঃ ভ্রমন্তি। অত্র সন্ধ্যাপয়োদকপিশা ইত্যত্র লুপ্তোপমা। বসন্ততিলকং বৃত্তম্—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ"—ইতি লক্ষণাৎ। অত্র ভয়ানকো রসঃ।

আলোচনা :

(ক) প্রথম অংকে মহর্ষি কণ্বের তপোবনে নায়ক দুষ্যন্ত এবং নায়িকা শকুন্তলার মধ্যে প্রথম দর্শনেই উভয়ের হৃদয়ে যে পারস্পরিক পূর্বরাগের উন্মেষ হয়েছিল তা ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংকের ঘটনাপ্রবাহের অগ্রগতির মধ্য দিয়ে তৃতীয় অংকের প্রায় অন্তিম লগ্নে চরম পরিণতি লাভ করে। যদিও গৌতমীর আগমনে লতামণ্ডপের নির্জননিভৃত পরিবেশে নায়ক-নায়িকার মিলনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়,

তবুও উভয়ের মধ্যে যে গান্ধর্ববিধি মতে পরিণয় সংঘটিত হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, (যদ্যপি গান্ধর্বেণ বিধিনা নির্বৃত্তকল্যাণা শকুন্তলা অনুরূপভর্তৃগামিনী সংবৃত্তা ইতি)। এ অংকের আদি থেকে অন্ত্য পর্যন্ত শৃঙ্গারই মুখ্য রস। মহাকবি এমন নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এ রসের রূপ দিয়েছেন যে তা সর্বত্রই সংযম, শালীনতা ও সুরুচির পরিচয় বহন করছে।

এ অংকের প্রধান আগ্রহ ও আকর্ষণের কেন্দ্র হল শকুন্তলাচরিত্র, যে শকুন্তলার জীবনের এ সংকটময় মুহূর্তে মানসিক বিহ্বলতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। যদিও সে দুষ্যন্তের প্রতি প্রণয়ে অধিক দূর অগ্রসর, আকণ্ঠ নিমজ্জমান দুষ্যন্তের প্রেমসায়রে, তবুও সমসুখদুঃখভাগিনী প্রিয়সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কাছে তা' প্রকাশ করতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত, দ্বিধাগ্রস্ত। ("বলবান্ খলু মে অভিনিবেশঃ। ইদানীমপি সহসা এতয়োঃ ন শক্নোমি নিবেদয়িতুম্")। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সখীদ্বয়ের "স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতি",—অর্থাৎ দুঃখ প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নিলেই তা' সহনযোগ্য হয়'—এ অকাট্য যুক্তিতে শকুন্তলা তাঁর মনের কথা প্রকাশ করে বলেন যে, সে রাজর্ষি দুষ্যন্তকে দেখার পর থেকে তাঁকে পাবার কামনায় তাঁর এ দশা।

দুটি অল্পবিস্তর বিরুদ্ধ আবেগের দ্বিমুখী আকর্ষণে শকুন্তলার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হতে লাগল। একদিকে দুষ্যন্তের প্রতি তাঁর গভীর প্রণয়, যা তাঁকে দুষ্যন্তের সঙ্গে গান্ধর্ববিধিমতে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে আশানুরূপ সুখলাভে প্রণোদিত করছে, আর অন্যদিকে তাত কাশ্যপের অনুমতি ব্যতিরেকে রাজার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে মিলিত হয়ে অপরাধী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করছে। এ অবস্থায় শকুন্তলা তাঁর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে প্রিয়সখীদের সঙ্গে আর একবার পরামর্শ করতে চান,—"ভূয়োঽপি সখীজনম্ অনুমানয়িষ্যে।" শকুন্তলাকে লতামণ্ডপের নির্জনে পেয়ে নায়ক দুষ্যন্ত উন্মত্তের মত আচরণ করতে লাগলেন, শকুন্তলার অধরসুধা পানের জন্য অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠলেন। শকুন্তলা দৃঢ়কণ্ঠে তাঁকে নিবৃত্ত করতে বললেন,—"পৌরব, রক্ষ অবিনয়ম্। মদনসন্তপ্তা অপি নহি আত্মনঃ প্রভবামি,"—অর্থাৎ পৌরব, শিষ্টাচার লঙ্ঘন করবেন না, আপনার অনুরাগিণী হলেও আমি স্বাধীনা নই। রাজার প্রতি প্রেমে শকুন্তলা অত্যধিক পীড়িতা হলেও তিনি একদিকে যেমন নারীজনোচিত লজ্জা পরিহার করতে পারেন নি, তেমনি তাঁর গুরুজনের অনুমতি ছাড়াই দুষ্যন্তের সঙ্গে প্রণয়ে রত থাকায় অপরাধবোধে জর্জরিত ও ম্রিয়মাণ হয়েছেন।

(খ) **জনৈক রসগ্রাহী সমীক্ষক বলেছেন,**—"পরপর তিন অংকে বাহ্য ও অন্তর্জগতে একটি সুচারু সামঞ্জস্য দেখা যায়। প্রথমাংকে নায়ক-নায়িকার মনে যখন পূর্বরাগের সঞ্চার হয়, তখন একদিকে বনভূমিতে যেমন আসন্ন সন্ধ্যা, অন্যদিকে তাহাদের প্রথম মিলনের উপরও তেমনি প্রতিকূল দৈবের ঘনায়মান ছায়া। দ্বিতীয়াংকে অনুরাগের

অরুণোদয়, তৃতীয়াংকে মিলনের মধ্যাহ্ন। বাইরে যেমন তাপ, নায়ক-নায়িকার অন্তরেও তেমনি সন্তাপ।" (শকুন্তলায় নাট্যকলা)। সহৃদয় কৌতূহলী পাঠকও লক্ষ্য করবেন যে, এ নাটকের প্রথম অংকের ঘটনার সঙ্গে তৃতীয় অংকের ঘটনার এক অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, (১) প্রথম অংকে নায়ক-নায়িকা দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয়ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এক বন্যগজের দুরন্ত আবির্ভাব, তেমনি তৃতীয় অংকে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয়ের পরিণতির চূড়ান্ত লগ্নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে আশ্রমমাতা গৌতমীর আকস্মিক উপস্থিতি আশ্রমের বৃক্ষবাটিকায়। (২) প্রথম অংকে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয় অসম্পূর্ণ, তাই দুষ্যন্তের বাসনা অচরিতার্থ, তৃতীয় অংকেও প্রণয়ের অন্তিম লগ্নে দুষ্যন্তের কামনা অপরিতৃপ্ত। (৩) আবার, প্রথম অংকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রাজা দুষ্যন্ত সামান্যতম কালক্ষেপ না করে কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করেন, এবং তৃতীয় অংকেও তেমনি তৎক্ষণাৎ ঋষিদের যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণের অপসারণে মনোনিবেশ করেন।

॥ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ॥

শ্রীমদভিজ্ঞানশকুন্তলায়াঃ বিধুভূষণগোস্বামিকৃতায়াং 'সরলা'টীকায়াম্

॥ তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥

॥ বিষ্কম্ভকঃ ॥

(ততঃ যজমানস্য শিষ্যঃ [শাস্‌ধাতোঃ ক্যপ্] কুশান্ যাগার্থং দর্ভান্ আদায় প্রবিশতি।)

শিষ্যঃ। মহান্ অনুভাবঃ তেজোবিশেষঃ যস্য সঃ। প্রবিষ্টঃ এব ইতি প্রবিষ্টমাত্রঃ তস্মিন্ (লোপঃ শাকল্যস্য ইতি সন্ধৌ যকারলোপঃ)। ন সন্তি উপদ্রবাঃ উপপ্লবাঃ বিঘ্না ইতি যাবৎ তেষাং তানি। বাণসন্ধানে কা কথা, স দূরতঃ হুংকারেণ ইব ধনুষঃ জ্যাশব্দেনৈব বিঘ্নান্ অপোহতি। বাণানাং শরাণাং সন্ধানে যোজনে বিষয়ে কা কথা তেন প্রয়োজনং নাস্তি ইত্যর্থঃ। স রাজা দূরতঃ দূরাদেব হুং ইতি অব্যক্তঃ শব্দঃ হুংকারঃ তেন ইব ধনুষঃ জ্যায়াঃ গুণস্য শব্দেন টংকারেণ বিঘ্নান্ অন্তরায়ান্ রাক্ষসান্ অপোহতি বিদূরয়তি, নিরস্যতি ইতি যাবৎ। তস্য ধনুষ্টংকারং শ্রুত্বা রাক্ষসাঃ ভীতাঃ প্রদ্রবন্তি ইত্যর্থঃ।

ইমান্ দর্ভান্ কুশান্, বেদিঃ পরিষ্কৃতা ভূমিঃ তস্যাঃ যজনবেদ্যাঃ সংস্তরণার্থম্ আচ্ছাদনার্থং ঋতৌ যজন্তি যে তে, তেভ্যঃ যাজকেভ্যঃ উপনয়ামি উপনীয় দদামি। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ আকাশে) প্রিয়ংবদে ইদম্ উশীরস্য তৃণমূলস্য অনুলেপন, মৃণালসহিতানি পদ্মপত্রাণি চ কস্য জনস্য কৃতে ত্বয়া নীয়ন্তে (শ্রুতিমভিনীয় কর্ণং দত্বা ইব) কিং ব্রবীষি আতপস্য রৌদ্রস্য লঙ্ঘনম্ অভিভবঃ তস্মাৎ হেতোঃ শকুন্তলা বলবৎ অত্যর্থম্ অস্বস্থা পীড়িতা। তস্যাঃ শরীরস্য নির্বাপণং (ণ্যন্তাৎ বাতেঃ ল্যুট্) তাপোপশমনং তস্মৈ, তাদর্থ্যে চতুর্থী। তর্হি ত্বরিতং শীঘ্রং (ত্বরধাতোঃ ক্তঃ, পক্ষে তূর্ণম্) গম্যতাম্। সা খলু ভগবতঃ কণ্বস্য উচ্ছ্বসিতং জীবিতমিব। অহমপি বিতানস্য যজ্ঞস্য ইদমিতি বৈতানিকং শান্ত্যুদকং শান্তিজলম্ অস্যৈ অস্যাঃ কৃতে ইত্যর্থঃ গৌতম্যা কণ্বভগিন্যাঃ হস্তে বিসর্জ্জয়িষ্যামি প্রেরয়িষ্যামি (স্বার্থে ণিচ্) [নিষ্ক্রান্তঃ]

শুদ্ধবিষ্কম্ভকঃ

বিষ্কম্ভকলক্ষণম্,—

বৃত্তবর্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ ॥
মধ্যেন মধ্যমাভ্যাং বা পাত্রাভ্যাং সম্প্রযোজিতঃ।
শুদ্ধঃ স্যাৎ স তু সংকীর্ণো নীচমধ্যমকল্পিতঃ ॥

প্রবেশকলক্ষণমপি অত্র লিখ্যতে,—

প্রবেশকোঽনুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ।
অংক দ্বয়ান্তর্বিজ্ঞেয়ঃ শেষং বিষ্কম্ভকে যথা ॥

(ততঃ প্রবিশতি কাময়ানস্য ইব অবস্থা যস্য স কাময়ানাবস্থঃ রাজা)

কমের্ণিঙ্ ততঃ শানচ্ কাময়মানঃ, "অনিত্যমাগমানুশাসনমিতি মুকি অকৃতে কাময়ানঃ সাধুঃ", তথাচ বামনাচার্যসূত্রম্ "কাময়ানশব্দঃ সিদ্ধোঽনাদিশ্চ" ইতি। যদ্বা কামস্য যানে উদ্গমনে আরোহণে বা যাঃ অবস্থা অভিলাষাদ্যাঃ তাঃ যস্য সঃ" ইতি রাঘবভট্টঃ, কাময়ানঃ, জাতানুরাগঃ।

রাজা। তপসঃ বীর্যং শক্তিং জানে তপঃপ্রভাবেণ মুনয়ঃ কিং সাধয়িতুং সমর্থাঃ তন্মে বিদিতমস্তি। যদি ইমাং শকুন্তলাং বলেন ঘর্ষয়ামি তপঃপ্রভাবেণ মুনিঃ মাং ভস্মসাৎ করিষ্যতি ইতি রাজ্ঞঃ আশয়ঃ। সা বালা শকুন্তলা পরবতী পরাধীনা ইতি মে বিদিতম্ ('ক্তস্য চ বর্তমানে' ইতি কর্তরি ষষ্ঠী) ন খলু সা গুরোঃ অনুজ্ঞাং বিনা মে অভিলাষং পূরয়িষ্যতি ইতি তাৎপর্যম্, সর্বথা ইদানীং মে অভীষ্টসিদ্ধিঃ দূরাপাস্তা, কিং তর্হি অনেন আয়াসকারিণা নিষ্ফলানুরাগেণ ইতি বিতর্কয়ন্নাহ, তথাপি অভিলাষসিদ্ধিঃ দূরে ইতি জানন্নপি ইত্যর্থঃ ইদং হৃদয়ং ততঃ তস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ (বিরামার্থানাং যতো বিবতিরিতি পঞ্চমী) নিবর্তয়িতুং বিরময়িতুং ন অলং সমর্থোঽস্মি, "অলং ভূষণপর্যাপ্তিশক্তিবারণ-বাচক"মিত্যমরঃ, অলমর্থেষু পর্যাপ্তিবচনেষু ইতি তুমুন্। জানে ইতি নিরুপসর্গাৎ জানাতেঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে আত্মনেপদম্। অনুপসর্গাজ্জ্ঞঃ ॥

রাজা। তব কুসুমানি এব শরাঃ যস্য তস্য ভাবঃ কুসুমশরত্বম্ কুসুমঘটিতত্বাৎ তব শরাণাং সৌকুমার্যম্, ইন্দোঃ চন্দ্রস্য শীতাঃ রশ্ময়ঃ যস্য তস্য ভাবঃ শীতরশ্মিত্বম্, রশ্মীনাং শীতলত্বঞ্চ ইতি দ্বয়ং মমেব বিধা প্রকারো যেষাং তেষু মদ্বিধেষু মাদৃশেষু কামিজনেষু, যথাগতঃ অর্থঃ যস্য তৎ যথার্থং তন্ন ভবতি ইতি অযথার্থং মিথ্যা দৃশ্যতে। অনুভূয়তে ইত্যর্থঃ। ইন্দুঃ হিমং গর্ভে যেষাং তৈঃ হিমগর্ভৈঃ শীতলৈঃ ময়ূখৈঃ কিরণৈঃ

অগ্নিং বিসৃজতি, উদ্গিরতি বমতি ইতি যাবৎ। গুণদ্রব্যয়োঃ বিরোধঃ। বিপ্রলম্ভ-স্বাভাব্যাদাভাসত্বমিতি বিরোধাভাসঃ অলংকারঃ ॥ ইন্দুকিরণাঃ স্বভাবশীতলা অপি বিরহিণামগ্নিবৎ সন্তাপকা ইত্যর্থঃ। তথাচোক্তং—"যস্য ন সবিধে দয়িতা দবদহনস্তুহিন-দীধিতিস্তস্য"। ত্বমপি কুসুমবাণান্ পুষ্পঘটিতান্ শরান্ বজ্রস্য ইব সারঃ স্থিরাংশো যেষাং তে বজ্রসারাঃ, অবজ্রসারান্ বজ্রসারান্ করোষি ইতি বজ্রসারীকরোষি। কামি-জনৈঃ ইন্দুকিরণাঃ সন্তাপকাঃ, কন্দর্পস্য কুসুমবাণাশ্চ বজ্রবচ্চণ্ডনিপাতাঃ অনুভূয়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥

রাজা। (পরিক্রম্য স্পর্শং রূপয়িত্বা বায়ুস্পর্শমনুভূয়) প্রকৃষ্টঃ বাতঃ ইতি প্রবাতঃ তেন সুভগঃ, বায়ুসদ্ভাবাৎ সুখকরঃ অয়মুদ্দেশঃ ভূভাগঃ প্রদেশঃ ইতি যাবৎ। শক্যমিতি। অরং শীঘ্রং লঘুক্ষিপ্রমরং দ্রুতমিত্যমরঃ। বিদন্তে বৃদ্ধিং লভন্তে ইতি অরবিন্দানি কমলানি তৈঃ সুরভিঃ সুগন্ধঃ পদ্মরেণুভিঃ সুরভিগন্ধঃ মালিন্যাঃ নদ্যাঃ তরঙ্গাণাং বীচীনাং কণান্ ক্ষুদ্রবিন্দূন্ বহতি ইতি কণবাহী, মালিন্যাঃ শিকরৈঃ পৃক্তঃ ইত্যর্থঃ পবনঃ বায়ুঃ অনঙ্গেন তপ্তানি অনঙ্গতপ্তানি মদনসন্তপ্তানি তৈঃ অঙ্গৈঃ অবিরলং গাঢ়ম্ আলিঙ্গিতুং শক্যম্। "শক্যমিতি রূপং বিলিঙ্গবচনস্যাপি কর্মাভিধায়াং সামান্যোপক্রমাৎ, শকেঃ শকিসহোশ্চেতি কর্মণি যতি কৃতে শক্যমিতি রূপং ভবতি" ইতি বামনঃ, তথাচ মহাভাষ্যে—"শক্যং শ্বমাংসাদিভিরপি ক্ষুৎ প্রতিহন্তুম্।" অনুরূপপ্রয়োগঃ কুমারে—"শক্যমোষধিপতের্নবোদয়াঃ .... কবাঃ" ইতি। "শক্যোঽরবিন্দসুরভিঃ" ইতি কেচিৎ সাহসিকাঃ পঠন্তি। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) বেতসৈঃ বাণীরলতাভিঃ পরিক্ষিপ্তে পরিবেষ্টিতে অস্মিন্ লতাকুঞ্জে শকুন্তলা বর্ততে। তথাহি—পুরস্তাৎ অগ্রে অভ্যুন্নতা অগভীরা, জঘনস্য স্ত্রীকট্যাঃ পুরোভাগস্য গৌরবাৎ বৈপুল্যাৎ পশ্চাৎ অবগাঢ়া নিম্না গভীরেতি যাবৎ অভিনবা প্রত্যগ্রা পদপঙ্‌ক্তিঃ পদচিহ্নম্ অস্য লতামণ্ডপস্য পাণ্ডবঃ সিকতাঃ বালুকাঃ যত্র তস্মিন্ পাণ্ডুসিকতে দ্বারে দৃশ্যতে এব। পদপঙ্‌ক্তিঃ শকুন্তলায়াঃ এব, অতঃ শকুন্তলা অত্রৈবাস্তে।

রাজা। স্তনয়োঃ পয়োধরয়োঃ ন্যস্তং তাপোপশমনায় দত্তম্ উশীরং তৃণমূলানুলেপনং যস্য তৎ স্তনন্যস্তোশীরং, শিথিলিতং তাপাধিক্যাৎ বিশোষণেন বিশ্লথং মৃণালস্য একং বলয়ং যস্মিন্ তৎ শিথিলিতমৃণালৈকবলয়ং আবধয়া পীড়য়া সহ বর্তমানং সাবাধং কাতরমিত্যর্থঃ প্রিয়ায়াঃ ইদং বপুঃ শরীরং কিমপি নিরতিশয়মিত্যর্থঃ, কমনীয়ম্ মনোহরম্। মনসিজশ্চ নিদাঘশ্চ তয়োঃ প্রসরৌ তয়োঃ দ্বন্দ্বাৎ পরশ্রূয়মাণঃ শব্দঃ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে ইতি ন্যায়াৎ প্রসরস্য উভয়েনান্বয়ঃ। তাপঃ সন্তাপঃ দাহ ইতি যাবৎ কামম্ অত্যর্থং সমঃ তুল্যঃ যদ্বা সমঃ কামম্ ইত্যনুমন্তব্যম্, কিন্তু যুবতীষু বিষয়ে গ্রীষ্মস্য অপরাদ্ধম্ অপরাধঃ দোষ ইতি যাবৎ এবং সুভগং মনোহরং রমণীয়কোৎপাদকং নো ভবতি। মদনম্লানা ইয়ং

নিঃসন্দেহমিতিভাবঃ। নিপূর্বাৎ দহধাতো ঘঞি হস্য কুত্বে নিদাঘঃ সিদ্ধঃ। নিদাঘো গ্রীষ্মকালে স্যাদ্ উষ্ণস্বেদাম্বুনোরপীতি মেদিনী। মনসি জায়তে যঃ সঃ মনসিজঃ সপ্তম্যাং জনের্ডঃ ইতি জনধাতোঃ ডপ্রত্যয়ঃ। "তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্" ইতি সপ্তম্যাঃ অলুক্ ॥

প্রিয়ংবদা। দিবসে দিবসে ইতি অনুদিবসম্ (বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাবঃ) পরিহীয়সে ইতি জহাতেঃ কর্মণি প্রয়োগঃ, কর্মকর্তরি বা, লাবণ্যময়ী লাবণ্যাত্মিকা, তাদাত্ম্যে ময়ট্ মুক্তাফলেষু ছায়ায়াঃ তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্য- মিহোচ্যতে। ছায়া-কান্তিঃ, ছায়া সূর্যপ্রিয়া কান্তিঃ প্রতিবিম্বমনতপঃ ইত্যমরঃ। সুষ্ঠু ইত্যব্যয়ং ক্রিয়াবিশেষণম্।

রাজা। তথা প্রকৃতভাবাৎ বিগতমিতি বিতথং মিথ্যা অনৃতমিতি যাবৎ, তন্ন ভবতি ইতি অবিতথং সত্যম্। তথাহি—অস্যাঃ আননং মুখং ক্ষামক্ষামৌ ক্ষীণৌ কপোলৌ গণ্ডৌ যত্র তৎ ক্ষামক্ষামকপোলং, ক্ষীণগণ্ডদ্বয়ং জাতমিতি শেষঃ। উরঃ বক্ষস্থলং কাঠিন্যেন, দার্ঢ্যেণ মুক্তৌ স্তনৌ যত্র তৎ কাঠিন্যমুক্তস্তনং, সন্তাপাতিশয়াৎ স্তনযুগলং শ্লথভাবমাপন্নম্, মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ স্বভাবাদেব ক্ষীণৌ মধ্যঃ ক্ষীণতরঃ সংবৃত্তঃ। অসৌ বাহুমূলে প্রকাশম্ অত্যর্থং বিনতৌ বিশ্লথৌ। দৌর্ব্বল্যাৎ কার্শ্যাচ্চ বাহূ শিথিলিতমূলৌ জাতৌ ইত্যর্থঃ। ছবিঃ কান্তিঃ পাণ্ডুরা পাণ্ডুবর্ণা, ইত্থং মদনেন ক্লিষ্টা ম্লানিমাপাদিতা ইয়ং শকুন্তলা শোষয়তি ইতি শোষণঃ, পত্রাণাং শোষণেন মরুতা উষ্ণেন বায়ুনা স্পৃষ্টা মাধবীলতা অতি-মুক্তলতা ইব শোচ্যা শোচনীয়া, প্রিয়ং দর্শনং যস্যাঃ সা প্রিয়দর্শনা চ আলক্ষ্যতে দৃশ্যতে ॥
ক্ষামক্ষামঃ ক্ষায়োমঃ ইতি ক্ষৈধাতোঃ ক্তপ্রত্যয়েন ক্ষামঃ সিদ্ধঃ। ততঃ "প্রকারে গুণ-বচনস্য" ইতি দ্বির্ভাবঃ "কর্মধারয়বদুত্তরেষু"-ইতি পূর্বপদস্য বিভক্তে র্লুক্ ॥ শকুন্তলা। কস্য বা অন্যস্য ইত্যত্র বিবক্ষয়া ষষ্ঠী, কস্মৈ ইতি সম্যক্। আয়াসয়িত্রী, ক্লেশদায়িনী। উভে এব। অতএব খলু নির্বন্ধঃ পরিজ্ঞানে আগ্রহাতিশয়ঃ। স্নিগ্ধেন জনেন প্রেমাস্পদেন জনেন সংবিভক্তং কৃতাংশমিব সৎ সহ্যা সোঢুং শক্যা ভারলাঘবাদিতি ভাবঃ বেদনা যস্য তৎ তাদৃশং ভবতি।

রাজা। দুঃখং চ সুখং চ ইতি দুঃখসুখং দুঃখসুখে বা "বিপ্রতিষিদ্ধং চানধিকরণ-বাচি"—ইতি পাক্ষিকঃ সমাহারঃ। সমং তুল্যং দুঃখসুখং যস্য তেন জনেন সখীজনেন পৃষ্টা ইয়ং বালা শকুন্তলা মনোগতম্ আন্তরম্ আধেঃ মনঃপীড়ায়াঃ পুংস্যাধিঃ মানসী ব্যথা ইত্যমরঃ কারণং ন বক্ষ্যতি ইতি ন অপি তু বক্ষ্যতি এব। দ্বৌ নঞৌ প্রকৃতার্থং গময়তঃ। অনয়া বহুশঃ বহুবারান্ বিবৃত্য পরাবৃত্য গ্রীবাভঙ্গেন ইত্যর্থঃ সতৃষ্ণং সস্পৃহং লোলমিতি যাবৎ দৃষ্টোঽপি, এবমস্যাঃ অনুরাগচিহ্নাদিকং প্রত্যক্ষীকুর্বন্ অপি ইতি তাৎপর্যম্, অত্রান্তরে ইদানীং শ্রবণে কিমিয়ং বক্ষতি ইতি আকর্ণনে কাতরঃ বিমুখঃ ভীতঃ ইত্যর্থঃ ইতি শ্রবণকাতরঃ তস্য ভাবঃ তৎ তাং শ্রবণকাতরতাং গতঃ। নাহং শ্রোতুমুৎসুকঃ। পুরুষান্তরানুরক্তেঃ আধিহেতুত্বং চেৎ তজ্জ্ঞানাদজ্ঞানং বরমিতি ভাবঃ।

রাজা। স্মরঃ অনঙ্গঃ এব মে তাপস্য সন্তাপস্য ক্লেশস্য ইতি যাবৎ হেতুঃ কারণমাসীৎ ; স এব ইদানীং তপস্য গ্রীষ্মস্য অত্যয়ে অন্তে বর্ষাসু ইত্যর্থঃ অর্ধে অংশতঃ ইত্যর্থঃ শ্যামঃ জলদোপরোধাৎ কৃষ্ণিমানং গতঃ দিবসঃ বাসরঃ জীবলোকস্য ইব মে নির্বাপয়িতা শান্তিপ্রদঃ জাতঃ সংবৃত্তঃ। শকুন্তলা মনসিজেন মামুদ্দিশ্য ব্যথ্যতে ইতি জ্ঞানমেব মে সর্বং সন্তাপং হরতি ইত্যর্থঃ।

প্রিয়ংবদা। দিষ্ট্যা ইতি তৃতীয়ান্তপ্রতিরূপকম্ অব্যয়ম্ দৈবেন, ভাগ্যেন ইত্যর্থঃ। অভিনিবেশঃ মনোনিবেশঃ অনুরাগঃ ইত্যর্থঃ। মহতী নদী ইতি মহানদী। সহকারং চূতবৃক্ষম্ অন্তরেণ বিনা, পল্লবাঃ জাতাঃ অস্যাঃ ইতি পল্লবিতা তাং তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। আকৃতিগণোঽয়ম্ তারকাদিঃ, পল্লবিতাম্ অচিরোদ্গতৈঃ পত্রৈঃ উপলোভিতাম্ অতিমুক্তলতাং মাধবীলতাং কঃ সহেত। সহকারঃ এব যথা মাধবীলতায়াঃ যোগ্যতমঃ আশ্রয়ঃ, সাগরঃ এব তথা তরঙ্গিণ্যা প্রচলদূর্মিমালা-কূলপ্রবাহং সহতে, তথা হেলয়া এব বসুমতীভারং বিভ্রৎ দুষ্যন্তঃ এব তে অনুরূপঃ বোঢ়া। অত্র মালাদৃষ্টান্তঃ অলংকারঃ।

রাজা। ইত্থংভূতঃ ইতি ইত্থম্ভূতঃ সহসুপেতি সমাসঃ, এতদবস্থঃ কৃশঃ ইত্যর্থঃ। তথাহি নিশি নিশি (বীপ্সায়াং দ্বিরুক্তিঃ) অনুদোষং ভুজে বাহৌ ন্যস্তঃ নিবেশিতঃ যঃ অপাঙ্গঃ চক্ষুষঃ প্রান্তঃ তস্মাৎ প্রসারিভিঃ বহুলং নিঃসরদ্ভিঃ অন্তস্তাপাৎ মন্মথায়ুধসম্পাতব্যথ্যমানহৃদয়সন্তাপাৎ অশিশিরৈঃ অশীতলৈঃ উষ্ণৈরিতি যাবৎ অশ্রুভিঃ নয়নজলৈঃ, বিরূপঃ বর্ণঃ যেষাং তে বিবর্ণাঃ, তাদৃশাঃ মণয়ঃ মরকতাদয়ঃ যস্য তৎ বিবর্ণমণি, অবিবর্ণমণি বিবর্ণমণি কৃতমিতি বিবর্ণমণীকৃতম্ উষ্ণাশ্রুসেকেন যস্য মণয়ঃ কালুষ্যমাপন্না ইত্যর্থঃ, ন অভিলুলিতঃ স্পৃষ্টঃ জ্যাঘাতস্য অঙ্কঃ মৌর্ব্বীকিণঃ যেন তৎ তাদৃশং মণিবন্ধনাৎ প্রকোষ্ঠাৎ স্রস্তং স্রস্তং বারং বারং বিগলিতম্ কার্শ্যাদিতি ভাবঃ, ইদং কনকবলয়ং ময়া মুহুঃ বারং বারং প্রতিসার্যতে, যথাস্থানং নিবেশ্যতে।

রাজা। ভীরুশব্দাৎ ঊঙুতঃ ইতি স্ত্রিয়ামূঙ্প্রত্যয়েন ভীরুশব্দঃ নিষ্পন্নঃ, তৎ সম্বোধনে হে ভীরু, যতঃ যস্মাৎ মত্তঃ অবধীরণাং প্রত্যাখ্যানং বিশঙ্কসে উৎপ্রেক্ষসে সোঽয়ং মল্লক্ষণো জনঃ তে তব সঙ্গমে সঙ্গমেন বা উৎসুকঃ, "প্রসিতোৎসুকাভ্যাং তৃতীয়া চ" ইতি সপ্তম্যা তৃতীয়য়া বা সমাসঃ। সমাগমপ্রার্থী তিষ্ঠতি বর্ততে। প্রার্থয়িতা যাচকঃ জনঃ শ্রিয়ং সম্পদং লভেত ন বা লভেত সম্ভাবনায়াং লিঙ্। কিন্তু শ্রিয়া লক্ষ্ম্যাঃ ঈপ্সিতঃ অভিমতঃ জনঃ কথং দুরাপঃ দুর্লভঃ ভবেৎ, ন কথমপি ইত্যর্থঃ।

সখ্যৌ। আত্মনঃ গুণাঃ সৌন্দর্যাদয়ঃ তান্ অবমন্যতে ইতি আত্মগুণাবমানিনী, তৎসম্বুদ্ধৌ, শরীরস্য নির্বাপয়িত্রীং শান্তিকরীং শরদঃ ইয়মিতি শারদী তাং জ্যোৎস্নাং কৌমুদীং পটান্তেন বস্ত্রাঞ্চলেন কঃ নিবারয়তি, ন কোঽপি ইত্যর্থঃ। ঈদৃগ্রূপবতীং ত্বাম্ অবধীরয়িতুং ন কোঽপি শক্নোতি ইত্যভিপ্রায়ঃ। দৃষ্টান্তালংকারঃ।

রাজা। বিস্মৃতঃ নিমেষঃ যেন তেন নির্নিমেষেণ চক্ষুষা প্রিয়াং পশ্যামি ইতি যৎ তৎ স্থানে যুক্তম্। পদানি গীতপদানি বচয়ন্ত্যাঃ উপনিবধ্নত্যাঃ অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ উন্নমিতা চিন্তাবশাৎ ঊর্ধ্বং প্রেষিতা একা ভ্রূলতা যস্মিন্ তৎ আননং মুখং কণ্টকিতেন পুলকিতেন কপোলেন গণ্ডেন ময়ি অনুরাগং প্রথয়তি, প্রকাশয়তি, উৎপূর্বাৎ ণ্যন্তাৎ নমেঃ উন্নমিতঃ।

শকুন্তলা। (বাচয়তি পঠতি) রাত্রিমিতি অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া। জুগুপ্সা করুণে ঘৃণে ইত্যমরঃ। নাস্তি ঘৃণা করুণা যস্য সঃ তৎসম্বোধনে নির্ঘৃণ নিষ্ঠুর ইত্যর্থঃ। বৃত্তং জাতঃ মনোরথঃ যেষাং তানি বৃত্তমনোরথানি অভিলাষবন্তি। বলীয়ঃ অত্যর্থমিত্যর্থং ক্রিয়াবিশেষণমেতৎ দিবেতি সপ্তম্যর্থে অব্যয়মিত্যেকে তস্যাং বা অধিকরণে সপ্তমী তস্যাঃ লুক। অন্যে তু অব্যয়স্য অস্য ইতরাসু অপি বিভক্তিষু প্রয়োগমিচ্ছন্তি তন্মতে দ্বিতীয়া।

রাজা। (সহসা উপসৃত্য) তনুঃ কায়ে ত্বচি স্ত্রী স্যাৎ ত্রিষু অল্পে বিরলে কৃশে —তনু ক্ষীণং গাত্রং যস্যাঃ তৎসম্বোধনে হে তনুগাত্রি হে কৃশাঙ্গি মদনঃ ত্বাম অনিশং নিরন্তর তপতি, মাং পুনঃ কিন্তু দহতি এব ভস্মীকরোতি এব। তথাহি দিবসঃ শশাংকং চন্দ্র যথা গ্লপয়তি গ্লানিমাপাদয়তি ইতি যাবৎ কুমুদানি সন্তি অস্যাঃ তাং কুমুদ্বতীং তথা ন গ্লপয়তি। গ্লৈধাতোঃ ণিচি অনুপসর্গাৎ গ্লাপয়তি গ্লপয়তি পদ দ্বয়ং ভবতি। দৃষ্টান্তালংকারঃ।

রাজা। আয়াসেন উত্থানক্লেশেন অলম অলম ইতি আদরে দ্বিরুক্তিঃ। সন্দষ্টং গাত্র সংঘর্ষণাৎ গ্লাপিতং কুসুমং পুষ্পশয্যা যৈ তানি সন্দষ্টকুসুমশয়নানি আশু শীঘ্রং প্রদানক্ষণে এব ক্লান্তাঃ শুষ্কাঃ উত্তপ্তানিবর্ণাদিতি ভাবঃ যে বিসভঙ্গাঃ মৃণালচ্ছেদাঃ তৈঃ সুরভীণি সুগন্ধানি গুরুঃ মহান পাবতাপ খদং যেষাং তানি তাদৃশানি তে গাত্রাণি অঙ্গ ানি উপচারং শিষ্টাচারং উত্থানমিত্যর্থঃ ন অর্হন্তি।

শকুন্তলা। (প্রিয়ংবদামবলোক্য) অন্তঃপুরাণাম অন্তঃপুরস্থাং বিরহেন পর্যুৎসুকঃ উৎকণ্ঠিতঃ তস্য রাজর্ষেঃ উপরোধেন কিম এনমনুরুধ্যালম।

রাজা হে হৃদয়সন্নিহিতে মদিরেক্ষণে যদি অনন্যপরায়ণম ইদং মম হৃদয়ম অন্যথা সমর্থয়সে তর্হি মদনবাণহতোঽপি পুনঃ হতঃ অস্মি। হৃদয় মম অন্তঃ করণে ইত্যর্থং সন্নিহিতা তৎসম্বোধনে হে হৃদয়বিহারিণি মদিরা মত্তখঞ্জনঃ তদ্বৎ ঈক্ষণে নয়নে যস্যাঃ তৎসম্বোধনে চঞ্চলনয়নে যদ্বা মদিরে মাদয়িতৃণী ইক্ষণে যস্যাঃ তৎসম্বোধনে। ন অন্যা নারী পরায়ণং পরমং আশ্রয়ঃ যস্য তৎ অনন্যপরায়ণম বৃত্তিমাত্রে সবনাম্নঃ ইতি পুং বদ্ভাবঃ। অনন্যানুরক্তং ত্বদাসক্ত মিত্যর্থঃ ইদং মম হৃদয়ং যদি অন্যথা প্রকারান্তরেণ অন্যাসক্তত্বেন সমর্থয়সে মন্যসে তর্হি মদনবাণেন হতোঽপি পুনরপি অনয়া তে সম্ভাবনয়া হতঃ বিনাশিতঃ অস্মি। পিষ্টপেষণমনুচিতমিতি ভাবঃ ॥

রাজা। পরিগ্রহাণাং পত্নীনাং বহুত্বে অপি বহ্বীষু পত্নীষু সতীষু অপি ইত্যর্থঃ, সমুদ্রা এব বসনং যস্যাঃ সা সমুদ্রবসনা সাগরাম্বরা উদধিপরিবেষ্টিতা ইতি যাবৎ উর্ব্বী পৃথিবী, যুবয়োঃ ইয়ং সখী শকুন্তলা চ ইতি দ্বে মে কুলস্য প্রতিষ্ঠে, প্রতিষ্ঠায়াঃ গৌরবস্য হেতুভূতে, অস্যামেব মে বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ। দীপকালংকারঃ। উভে। নির্বৃতে স্বঃ নির্বৃতে, আনন্দিতে, মুদিতে ইতি যাবৎ স্বঃ ভবাবঃ।

প্রিয়ংবদা। (সদৃষ্টিক্ষেপম্) পোতঃ শিশুঃ পোতঃ শিশৌ বহিত্রে চ গৃহস্থানে চ বাসসি ইতি মেদিনী। সংযোজযাবঃ মাত্রা মিলিতং কুর্ব্বঃ।

শকুন্তলা। "শরণং গৃহরক্ষিত্রোঃ", নাস্তি শবণং রক্ষিতা যস্যাঃ সা অসহায়া।

বাজা। আবেগেন উদ্বেগেন চিন্তয়া ইত্যর্থঃ অলম্ ননু অযম্ আরাধযিতা দাসজনঃ তব সমীপে বর্ততে। কিমিতি—শীতলৈঃ শীতলস্পর্শৈঃ ইত্যর্থঃ ক্লমং ক্লান্তিং বিনুদন্তি নিরস্যন্তি যানি তৈঃ ইতি ক্লমবিনোদিভিঃ, নুদতেঃ ণিনিঃ, ক্লমাপহারকৈঃ নলিনীদলানি পদ্মপত্রাণি এব তালবৃন্তানি ব্যজনং তালপত্রেণ প্রায়োনির্ম্মিতং ভবতি, তেন তালবৃন্তমিতি ব্যজনস্য সংজ্ঞা। তালস্য তালপত্রস্য ইত্যর্থঃ বৃন্তমিব বৃন্তং যস্য তৎ তালবৃন্তম্। শৈষিককপ্রত্যয়ে, তালবৃন্তকম্। ব্যজনং তালবৃন্তকমিত্যর্থঃ। ব্যজনানি তৈঃ আর্দ্রাঃ বাতাঃ তান্ আর্দ্রবাতান্ শীতলসমীরণান্ সঞ্চালয়ামি। উত অথবা করভ ইব বৃত্তানুপূর্বঃ ইত্যর্থঃ। মণিবন্ধাৎ আকনিষ্ঠং 'করস্য করভো বহিঃ'—ইত্যমরঃ, উরুঃ সক্থি যস্যাঃ সা ইতি বিগ্রহে "উরূত্তরপদাদৌপম্যে" ইতি উঙ্প্রত্যযে করভোরূঃ তৎ সম্বোধনে করভোরু, পদ্মবৎ তাম্রৌ আলোহিতৌ "উপমানানি সামান্যবচনৈঃ" ইতি সমাসঃ তে চরণৌ অংকে মম উৎসঙ্গে নিধায় স্থাপযিত্বা যথাসুখং সুখমনতিক্রম্য ইতি অব্যযীভাবঃ, সংবাহয়ামি সংমর্দয়ামি।

শকুন্তলা। মাননীয়াঃ ভবন্তঃ গৌরবে বহুবচনম্। ভবৎকরাভ্যাং মচ্চরণস্পর্শেন মে অপবাধঃ ভবিষ্যতি। (উত্থায় গন্তুমিচ্ছতি)।

বাজা। অনির্বাণঃ ন পবিণতঃ, 'নির্বাণোঽবাতে' ইতি বাতেঃ নিষ্ঠানত্বম্। নলিনীদলৈঃ পদ্মপত্রৈঃ কল্পিতং রচিতং স্তনযোঃ আববণং যত্র তৎ তাদৃশং কুসুমশয়নং পুষ্পশয্যাম্ উৎসৃজ্য বিহায পবিবাধযা সন্তাপেন পেলবানি কৃশানি তাদৃশৈঃ অঙ্গৈঃ উপলক্ষিতা "ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া" কথম্ আতপে রৌদ্রে গমিষ্যসি (বলাদেনাং নিবর্তয়তি)।

শকুন্তলা। দুর্বিনীতৈরনুসৃতং পন্থানং মাং গৃহাণ ইত্যর্থঃ, গুরোরনুজ্ঞামন্তরেণ নাহং তেঽভিলাষং পূরযিতুং শক্নো।

রাজা। বিদিতঃ ধর্মঃ যেন সঃ বিদিতধর্মা, 'ধর্মাদনিচ্ কেবলাৎ' ইতি বহুব্রীহৌ ধর্মশব্দাৎ অন্। গান্ধর্বঃ বিবাহঃ ধর্মানুগতঃ ইতি যস্য বিদিতমস্তি ইত্যর্থঃ। গন্ধর্বাণাম্ অয়ম্ ইতি

গান্ধর্বঃ তেন গান্ধর্বেণ অন্যোন্যরুচিসম্পন্নেন বিবাহেন বহ্ব্যঃ অনেকাঃ রাজর্ষিকন্যকাঃ পরিণীতাঃ উঢ়াঃ, তাঃ পিতৃভিঃ জনকাদিভিঃ অভিনন্দিতাঃ অনুমতাশ্চ শ্রূয়ন্তে। এষা রীতিঃ বিধ্যনুযায়িনী ইতি ভাবঃ। অত্র সাবিত্রীদেবযানীশর্মিষ্ঠাদীনামুপাখ্যানং প্রমাণম্।

শকুন্তলা। অনুমানয়িষ্যামি, তয়োঃ সমীপং যাস্যামি ইত্যর্থঃ।

রাজা। হে সুন্দরিঙ্গ ষট্‌পদানি চরণানি যস্য তেন ষট্‌পদেন ভ্রমরেণ নবস্য সদ্যঃ বিকসিতস্য কুসুমস্য পুষ্পস্য ইব, পিপাসতা সন্নন্তাপিবতেঃ শতৃপ্রত্যয়ঃ তৃষিতেন ময়া ন পরিক্ষতঃ ন দষ্টঃ অপরিক্ষতঃ কোমলশ্চ তস্য অপরিক্ষতকোমলস্য অনন্যদষ্টস্য সুকুমারস্য চ তব অধরস্য রসঃ সুধাদ্রবঃ ইত্যর্থঃ যাবৎ যদা সদয়ং সানুকম্পং গৃহ্যতে পীয়তে ইত্যর্থঃ তদা ইতি শেষঃ। (মুখমস্যাঃ সমুন্নময়িতুমিচ্ছতি চুম্বনার্থমিতি ভাবঃ।)

নেপথ্যে—চক্রবাকবধু, আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্ উপস্থিতা রজনী।

আমন্ত্রয়স্ব সম্ভাষস্ব, সায়ং সম্প্রতি বর্ততে বিয়োগকালস্তে সমুপস্থিতঃ। প্রিয়বন্ধোঃ চক্রবাকস্য আমন্ত্রণমুচিতমিতি বাক্যার্থঃ। রজন্যাং চক্রবাকী চক্রবাকেণ বিযুক্তা ভবতি ইতি প্রসিদ্ধিঃ। যুবয়োর্মিথোঽবস্থানস্য বিঘ্নঃ কশ্চিদ্ গৌতমীরূপঃ সম্প্রাপ্তঃ, অতঃ সম্ভাষণপূর্বং রাজ্ঞঃ বিযুক্তা ভব ইতি ব্যঙ্গার্থঃ। প্রিয়ংবদায়াঃ উক্তিবিয়ম্ ॥

গৌতমী। দর্ভোদকেন কুশোদকেন, কুশেন ক্ষিপ্তং যৎ জলং তেন ইত্যর্থঃ। নাস্তি আবাধা পীড়া যস্য তৎ নিরাবাধং পীড়াশূন্যম, পরিণতঃ পরিপূর্বাৎ নমেঃ ক্তঃ, সমাপ্তিং গতঃ। অভিপূর্বাৎ ভৌবাদিকাৎ উক্ষধাতোঃ ল্যপ্ ॥

শকুন্তলা। মনোরথস্য বিষয়ীভূতে রাজনি দুষ্যন্তে সুখেন অনায়াসেন উপনতে উপস্থিতে সতি কাতরভাবং শালীনতাজাড্যং ন ত্যজসি, প্রার্থিতমপি লজ্জামন্থবং সৎ রাজ্ঞঃ অভিলাষপূরণাৎ পরাঙ্মুখমভবঃ ইতি তাৎপর্যম্। ইদানীং অনুশয়েন পশ্চাত্তাপেন সহ বিঘটিতস্য বিয়োজিতস্য তে সন্তাপঃ ন উচিতঃ। হে সন্তাপহারক রাজন্ ত্বযা সহ পুনরপি সমাগমো মে ভবিষ্যতি ইতি ব্যঙ্গ্যঃ অর্থঃ।

রাজা। (পূর্বস্থানম্ উপেত্য সনিঃশ্বাসম্) বিহন্যতে এভিরিতি হন্তে র্ঘঞর্থে কঃ বিঘ্নাঃ, বিঘ্নাঃ বিদ্যন্তে যাসু তাঃ বিঘ্নবত্যঃ প্রার্থিতস্য অর্থস্য বস্তুনঃ সিদ্ধয়ঃ। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

পক্ষ্মাণি নেত্রলোমানি সন্তি অনয়োঃ ইতি পক্ষ্মলে, তথোক্তে অক্ষিণী যস্যাঃ সা পক্ষ্মলাক্ষী, বহুব্রীহৌ ষচ্ ষিত্বাৎ স্ত্রিয়াং ঙীষ্, তস্যাঃ মুহুঃ বারং বারং অঙ্গুলিভিঃ অগ্রহস্তৈঃ সংবৃতম্ আচ্ছাদিতম্ অধরশ্চ ওষ্ঠশ্চ ইতি অধরোষ্ঠঃ প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা পররূপং বাচ্যম্ ইতি ন বৃদ্ধিঃ, যস্মিন্ তৎ, চুম্বনানবারণায়

[illegible] প্রতিষেধসা নিষেধস্য অক্ষরৈঃ বিক্লববাকুলম্ অভিরামং মনোহরং চ, অংসে স্কন্ধে বিবর্ততে চুম্বনং পরিহর্তুং পরাবৃত্তমিত্যর্থঃ যৎ তৎ অংসবিবর্তি, তৎ মুখম্ আননং কথম্ অপি উন্নমিতং চুম্বনার্থং উত্তোলিতং কিন্তু ন চুম্বিতম্ ; উন্নমন-চুম্বনান্তরালে গৌতমীরূপো মহান্ প্রত্যূহঃ সমুপস্থিতঃ ইতি বাক্যসমাপ্তিঃ। মালভারিণী বৃত্তম্ ঔপচ্ছন্দসিকম্ অস্য নামান্তরম্। তল্লক্ষণং বিষমে সসজা যদা গুরু চেৎ সভরা যেন তু মালভারিণীয়ম্ ॥

তস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ শরীরেণ অনঙ্গতপ্তেন দেহেন লুলিতা বিলোড়িতা পরিমৃদিতা গ্লানিমাপাদিতা ইতি যাবৎ পুষ্পময়ী পুষ্পরচিতা ইয়ং শয্যা শয়নং শিলায়াং দৃষদি বর্ততে ইতি শেষঃ। নখৈঃ কররুহৈঃ নলিনীপত্রে পদ্মপত্রে অর্পিতঃ ন্যস্তাক্ষরঃ এষঃ ক্লান্তঃ শুষ্কপ্রায়ঃ মন্মথলেখঃ ভাবাভিব্যঞ্জিকা পত্রিকা ; হস্তাৎ তস্যাঃ করাৎ ভ্রষ্টং পতিতম্ ইদং বিসাভরণং মৃণালবলয়ং ইতি আসজ্যমানে এভিঃ প্রিয়াসম্বন্ধিভিঃ আকৃষ্যমাণে ঈক্ষণে নয়নে যস্য সঃ অহং শূন্যাদপি প্রিয়াহীনাৎ নিষ্ফলাবস্থানাদিতি ভাবঃ বেতসগৃহাৎ বানীরকুঞ্জাৎ সহসা ঝটিতি নির্গন্তুং ন শক্নোমি।

আকাশে—রাজন্নঙ্গ সায়ন্তনে সায়ং ভবমিতি সায়ন্তম্, তস্মিন্ সবনকর্মণি যজ্ঞকর্মণি সংপ্রবৃত্তে আরব্ধে সতি হুতাশনাঃ অগ্নয়ঃ বিদ্যন্তে অস্যাম্ ইতি হুতাশনবতী তাম্ অগ্নিসনাথাং বেদিং পরিতঃ, যজনবেদ্যাঃ সমন্তাৎ প্রশস্তাঃ বিক্ষিপ্তা, ভয়ম্ আদধানাঃ সংজনয়ন্ত্যঃ সন্ধ্যায়াং রজনীমুখে যে পয়োদাঃ মেঘাঃ তদ্বৎ কপিশাঃ পিঙ্গলবর্ণাঃ, পিশিতম্ আমমাংসম্ অশনং যেষাং তেষাং পিশিতাশনানাং রাক্ষসানাং ছায়াঃ, বিহায়সা গচ্ছতাং রক্ষসাং প্রতিবিম্বানি বহুধা চরন্তি। "ছায়া সূর্যপ্রিয়া কান্তিঃ প্রতিবিম্বমনাতপঃ' ইত্যমরঃ ॥

॥ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ॥

চতুর্থোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতঃ কুসুমাবচয়ং নাটয়ন্ত্যৌ সখ্যৌ)

অনসূয়া—পিঅংবদে, জইবি গন্ধব্বেণ বিহিণা নিব্বুত্তকল্লাণা সউন্দলা অণুরূবভত্তুগামিণী সংবুত্তেতি নিব্বুদং মে হিঅঅং, তহবি এত্তিঅং চিন্তণিজ্জং। (প্রিয়ংবদে যদ্যপি গান্ধর্বেণ বিধিনা নিবৃত্তকল্যাণা শকুন্তলা অনুরূপভর্তৃগামিনী সংবৃত্তা ইতি নির্বৃতং মে হৃদয়ম্, তথাপি এতাবৎ চিন্তনীয়ম্।)

প্রিয়ংবদা—কহং বিঅ? (কথমিব?)

অনসূয়া—অজ্জ সো রাএসী ইট্‌ঠিং পরিসমাবিঅ ইসীহিং বিসজ্জিও অত্তণো ণঅরং পবিসিঅ অন্তেউরসমাগদো ইদোগদং বুত্তন্তং সুমরদি বা ণ বেত্তি। (অদ্য স রাজর্ষিঃ ইষ্টিং পরিসমাপ্য ঋষিভিঃ বিসর্জিতঃ আত্মনঃ নগরং প্রবিশ্য অন্তঃপুরসমাগতঃ ইতোগতং বৃত্তান্তং স্মরতি বা ন বেতি।)

প্রিয়ংবদা—বীসদ্ধা হোহি। ণ তাদিসা আকিদিবিসেসা গুণবিরোহিণো হোন্তি। তাদো দানীং ইমং বুত্তন্তং সুণিঅ ণ আণে কিং পডিবজ্জিস্‌সদি ত্তি। (বিশ্রব্ধা ভব। ন তাদৃশা আকৃতিবিশেষাঃ গুণবিরোধিনো ভবন্তি। তাত ইদানীম্ ইমং বৃত্তান্তং শ্রুত্বা ন জানে কিং প্রতিপৎস্যতে ইতি।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—চতুর্থঃ + অংকঃ, কথম্ + ইব, যদি + অপি।

বাঙলা শব্দার্থ—[তত প্রবিশতঃ সখ্যৌ—তারপর প্রবেশ করে দুই সখী, কুসুমাবচয়ং নাটয়ন্ত্যৌ—পুষ্পচয়ন অভিনয় করতে করতে] অনসূয়া—প্রিয়ংবদে (প্রিয়ংবদা), যদ্যপি (যদিও) গান্ধর্বেণ বিধিনা (গান্ধর্ব পরিণয়ের বিধি অনুসারে) অনুরূপভর্তৃগামিনী শকুন্তলা (শকুন্তলা যোগ্যপতিকে বরণ করে) নির্বৃত্তকল্যাণা সংবৃত্তা (কল্যাণ লাভ করেছে) ইতি নির্বৃতং মে হৃদয়ম্ (এবং সে কারণে আমার মন আশ্বস্ত হয়েছে) তথাপি এতাবৎ চিন্তনীয়ম্ (তবুও চিন্তার বিষয় রয়েছে)। প্রিয়ংবদা—কথম্ ইব (কি রকম?) অনসূয়া—অদ্য (আজ) স রাজর্ষিঃ (সেই রাজর্ষি দুষ্যন্তকে) ইষ্টিং পরিসমাপ্য (যজ্ঞ

সমাপন করে) ঋষিভিঃ বিসর্জিতঃ (ঋষিগণ বিদায় দিয়েছেন), আত্মনঃ নগরং প্রবিশ্য (নিজের রাজধানীতে প্রবেশ করে) অন্তঃপুরসমাগতঃ (অন্তঃপুরে অপর মহিষীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে) ইতোগতং বৃত্তান্তং (এ আশ্রমের বৃত্তান্ত) স্মরতি বা ন বেতি (স্মরণ করবেন কি করবেন না)। প্রিয়ংবদা—বিশ্রদ্ধা ভব (আশ্বস্ত হও), তাদৃশাঃ আকৃতিবিশেষাঃ (কেননা, এরূপ বিশেষ আকৃতির পুরুষের মধ্যে) গুণবিরোধিনঃ ন ভবন্তি (বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ হতে পারে না)। তাত ইদানীং (পিতা কণ্ব এখন) ইমং বৃত্তান্তং শ্রুত্বা (এ বৃত্তান্ত শ্রবণ করে) ন জানে কিং প্রতিপৎস্যতে ইতি (জানি না কি মনে করবেন)।

বঙ্গানুবাদ—[তারপর পুষ্পচয়ন অভিনয় করতে করতে সখীদ্বয় প্রবেশ করে]

অনসূয়া—প্রিয়ংবদা, যদিও গান্ধর্বপরিণয়ের বিধি অনুসারে শকুন্তলা যোগ্য বরকে বরণ করে কল্যাণ লাভ করেছে, এবং সে কারণে আমার মন আশ্বস্ত হয়েছে, তবুও চিন্তার বিষয় রয়েছে।

প্রিয়ংবদা--কি রকম?

অনসূয়া—আজ সেই রাজর্ষি দুষ্যন্তকে যজ্ঞ সমাপন করে ঋষিগণ বিদায় দিয়েছেন, নিজের রাজধানীতে প্রবেশ করে অন্তঃপুরে অপর মহিষীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, এ আশ্রমের বৃত্তান্ত স্মরণ করবেন কি করবেন না,—(এইটি চিন্তার বিষয়)।

প্রিয়ংবদা—আশ্বস্ত হও। কেননা, এরূপ বিশেষ আকৃতির পুরুষের মধ্যে বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ হতে পারে না। পিতা কণ্ব এখন এ বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, জানি না কি মনে করবেন।

মনোরমা—(ক) **কুসুমাবচয়ং** নাটয়ন্ত্যৌ সখ্যৌ প্রবিশতঃ—এখানে "অবচয়" শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় বিশেষ প্রয়োজন। অব-চি ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় 'ঘঞ্' যুক্ত হলে, বৃদ্ধিবশতঃ শব্দটি হয় 'অবচায়',—যদি বস্তুটি হস্তের দ্বারা গৃহীত হয়েছে এবং বস্তুটি অপহরণ করা হয়নি—এ অর্থ প্রকাশ করে। এখানে পাণিনির সূত্র হল—"হস্তাদানে চেরস্তেয়ে"। (হস্তাদানে ইত্যনেন প্রত্যাসত্তিরাদেয়স্য। অস্তেয়ে কিম্। পুষ্পপ্রচারঃ। হস্তাদানে কিম্। বৃক্ষাগ্রস্থিতানাং ফলানাং যষ্ট্যা প্রচয়ং করোতি। অস্তেয়ে কিম্। পুষ্পপ্রচয়শ্চৌর্যেণ।" সিঃ কৌঃ)। যদি হস্তের দ্বারা গৃহীত না বুঝিয়ে যষ্টির দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ বস্তুটি হাতের নাগালের বাইরে থাকলে, অথবা বস্তুটি চুরি করা হয়েছে বোঝালে শব্দটি হয় অবচয়।" উদ্ধৃত অংশে 'অবচয়' শব্দের প্রয়োগ থেকে বুঝতে হবে যে,

শকুন্তলার সখীদ্বয় যষ্টির দ্বারা পুষ্পচয়ন করছে, কিংবা বৃক্ষে আরোহণ করে পুষ্প অপহরণ করছে। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার রাঘবভট্ট এখানে এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ অর্থগ্রহণ করা সঙ্গত নয়, কেননা, এরূপ কাজ নিতান্তই অস্বাভাবিক। তবে এখানে সিদ্ধান্ত হলো যে, আর্ষপ্রয়োগ রূপে এইটি গৃহীত হতে কোন বাধা নেই।

(খ) তপোবনবালা শকুন্তলার চরিত্রকে সম্পূর্ণ করে তোলবার জন্য অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্রের অবতারণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একদিকে তপোবন প্রকৃতি এবং অন্যদিকে এ দুই সখী শকুন্তলার চরিত্রগঠনে নিগূঢ়ভাবে সাহায্য করেছে। উভয় সখীই শকুন্তলার প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট। উভয়ে শকুন্তলার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হলেও উভয়ে স্ব স্ব চরিত্রবৈশিষ্ট্যে একে অন্য থেকে পৃথক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা সম্পর্কে যে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তা' বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,—"সংস্কৃতকাব্যের আর দুইটি তপস্বিনী আমাদের চিত্তক্ষেত্রে তপোবন রচনা করিয়া বাস করিতেছে। প্রিয়ংবদা আর অনসূয়া।......... শকুন্তলার সুখসৌন্দর্য গৌরবগরিমা বৃদ্ধি করিবার জন্যই এই দুটি লাবণ্যপ্রতিমা নিজের সমস্ত দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ছিল।.........এই দুইটি তাপসী সখী। একা শকুন্তলা শকুন্তলার একতৃতীয়াংশ। শকুন্তলার অধিকাংশই অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প। বারো আনা প্রেমালাপ তো তাহারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিল।" (প্রাচীন সাহিত্য—কাব্যে উপেক্ষিতা)।

অনসূয়া—জহ অহং দেক্খামি, তহ তস্স অণুমদং ভবে। (যথা অহং পশ্যামি তথা তস্য অনুমতং ভবেৎ।)

প্রিয়ংবদা—কহং বিঅ? (কথম্ ইব?)

অনসূয়া—গুণবদে কণ্ণআ পড়িবাদণিজ্জেত্তি অঅং দাব পঢ়মো সংকপ্পো। তং জই দেব্বং এব্ব সংপাদেদি ণং অপ্পআসেণ কিদত্থো গুরুজণো। (গুণবতে কন্যকা প্রতিপাদনীয়া ইতি অয়ং তাবৎ তাতস্য প্রথমঃ সংকল্পঃ। তং যদি দৈবম্ এব সম্পাদয়তি ননু অপ্রয়াসেন কৃতার্থঃ গুরুজনঃ।)

প্রিয়ংবদা—(পুষ্পভাজনং বিলোক্য) সহি, অবইদাইং বলিকম্মপজ্জত্তাইং কুসুমাইং। (সখি, অবচিতানি বলিকর্মপর্যাপ্তানি কুসুমানি।)

অনসূয়া—ণং সহীএ সউন্দলাএ সোহগ্গদেবআ অচ্চণীআ (ননু সখ্যাঃ শকুন্তলায়াঃ সৌভাগ্যদেবতা অর্চনীয়া।)

প্রিয়ংবদা—জুজ্জদি (যুজ্যতে)।

(তদেব কর্মারভেতে)

সন্ধিবিচ্ছেদ—কর্ম + আরভেতে।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—অনসূয়া—যথা অহং পশ্যামি (তা' আমি যা' দেখছি) তথা তস্য অনুমতং ভবেৎ (তাতে মনে হচ্ছে তিনি এইটি অনুমোদন করবেন)। প্রিয়ংবদা—কথমিব (কি করে বুঝলে)? অনসূয়া—গুণবতে (গুণবান্ পাত্রে) কন্যকা প্রতিপাদনীয়া (কন্যাকে অর্পণ করবেন) ইতি অযং তাবৎ প্রথমঃ সংকল্পঃ (এইটি ছিল পিতা কাশ্যপের প্রথম সংকল্প)। তং যদি দৈবম্ এব সম্পাদয়তি (তা যদি দৈব স্বয়ং সম্পন্ন করেছেন) ননু (তাহলে) অপ্রয়াসেন কৃতার্থঃ গুণজনঃ (চেষ্টা ব্যতিরেকেই গুরুজনেরা কৃতার্থ হলেন)। প্রিয়ংবদা—(পুষ্পভাজনং বিলোক্য—ফুলের সাজির দিকে লক্ষ্য করে) সখি (সখী) বলিকর্ম-পর্যাপ্তানি কুসুমানি (পূজার জন্য পর্যাপ্ত কুসুম) অবচিতানি (চয়ন করা হয়েছে)। অনসূয়া—ননু সখ্যাঃ শকুন্তলায়াঃ (আজ সখী শকুন্তলার) সৌভাগ্যদেবতা (সৌভাগ্য দেবতাকে) অর্চনীয়া (পূজা করতে হবে) (সুতরাং আরো কিছু ফুলের প্রয়োজন)। প্রিয়ং বদা—যুজ্যতে (তা' যথার্থ বলেছ)।

(তদেব কর্ম আরভেতে—দুজনে আরো কিছু ফুল তুলতে লাগলেন)

বঙ্গানুবাদ—অনসূয়া—তা' আমি যা' দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে তিনি এইটি অনুমোদন করবেন।

প্রিয়ংবদা—কি করে বুঝলে?

অনসূয়া—গুণবান্ পাত্রে কন্যাকে অর্পণ করবেন,—এইটি ছিল পিতা কাশ্যপের প্রথম সংকল্প। তা' যদি দৈবই স্বয়ং সম্পন্ন করেছেন, তাহলে কোন চেষ্টা ব্যতিরেকেই গুরুজনেরা কৃতার্থ হলেন।

প্রিয়ংবদা—(ফুলের সাজির দিকে লক্ষ্য করে) সখী, পূজার নিমিত্ত পর্যাপ্ত কুসুম চয়ন করা হয়েছে।

অনসূয়া—আজ সখী শকুন্তলার সৌভাগ্য দেবতাকে পূজা করতে হবে। সুতরাং আরো কিছু ফুলের প্রয়োজন।

প্রিয়ংবদা—তা' যথার্থ বলেছ।

(দুজনে আরো কিছু ফুল তুলতে লাগল।)

মনোরমা—গুণবতে—গুণাঃ অস্য সন্তি ইতি গুণ + মতুপ্, চতুর্থী একবচন, "কর্মণা যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্"—এই সূত্র অনুসারে "গুণবৎ" শব্দ সম্প্রদান, এবং "চতুর্থী সম্প্রদানে"—এই সূত্র অনুসারে সম্প্রদানে চতুর্থী। কৃতার্থঃ—কৃতঃ অর্থঃ যস্য সঃ বহুব্রীহিঃ, কৃতার্থঃ। প্রতিপাদনীয়া—প্রতি-পদ্ + ণিচ্ অনীয়, স্ত্রীলিঙ্গে টাপ ॥

(নেপথ্যে)

অয়মহং ভোঃ।

অনসূয়া—(কর্ণং দত্ত্বা) সহি, অদিধীণং বিঅ ণিবেদিদং। (সখি, অতিথীনাম্ ইব নিবেদিতম্।)

প্রিয়ংবদা—ণং উডজসংণিহিদা সউন্দলা। (আত্মগতম্) অজ্জ উণ হিঅএণ অসংণিহিদা। (ননু উটজসন্নিহিতা শকুন্তলা। অদ্য পুনঃ হৃদয়েন অসন্নিহিতা।)

অনসূয়া—হোদু। অলং এত্তিএহিং কুসুমেহিং। (ভবতু, অলম্ এতাবদ্‌ভিঃ কুসুমৈঃ।) (প্রস্থিতে)।

(নেপথ্যে)

আঃ অতিথিপরিভাবিনি,—

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ॥ ১ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—অয়ম্ + অহম্, যম্ + অনন্যমানসা, মাম্ + উপস্থিতম্; বোধিতঃ + অপি, কৃতাম্ + ইব।

অন্বয়—অনন্যমানসা যং বিচিন্তয়ন্তী উপস্থিতং তপোধনং মাং ন বেৎসি স বোধিতঃ সন্ অপি প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতাং কথামিব ত্বাং ন স্মরিষ্যতি।

বাঙ্লা শব্দার্থ—(নেপথ্যে—যবনিকার অন্তরালে) অয়ম্ অহং ভোঃ (এই যে আমি উপস্থিত)। অনসূয়া (কর্ণং দত্ত্বা—কান পেতে শুনে) সখি, অতিথীনাম্ ইব

নিবেদিতম্ (সখী, কোন অতিথির আগমন-ঘোষণা বলে মনে হচ্ছে)। প্রিয়ংবদা—ননু উটজসন্নিহিতা শকুন্তলা (তা শকুন্তলা অবশ্য পর্ণকুটীরেই রয়েছে)। [আত্মগতম্—মনে মনে] অদ্য পুনঃ (আজ কিন্তু) হৃদয়েন অসন্নিহিতা (হৃদয়ের দিক থেকে সে উপস্থিত নেই)। অনসূয়া—ভবতু (যা'হোক্) এতাবদ্ভিঃ কুসুমৈঃ অলম্ (এ পরিমাণ কুসুমেই চলবে, আর প্রয়োজন নেই)। [প্রস্থিতে—দুজনেই নির্গত হলেন] [নেপথ্যে—যবনিকার অন্তরাল থেকে] আঃ অতিথিপরিভাবিনি (আঃ অতিথির অবজ্ঞাকারিণী) অনন্যমানসা (অনন্যচিত্ত হয়ে) যং বিচিন্তয়ন্তী (যাকে চিন্তা করতে করতে) উপস্থিতং তপোধনং মাং (উপস্থিত তপস্বী আমার) ন বেৎসি (অবমাননা করলি), বোধিতঃ সন্ অপি সঃ (স্মরণ করিয়ে দিলেও সে) প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতাং কথাম্ ইব (পাগল যেমন তার পূর্বোচ্চারিত বাক্য পরে স্মরণ করতে পারেনা, তেমনি) ত্বাং ন স্মরিষ্যতি (তোকে মনে করতে পারবে না)।

বঙ্গানুবাদ—(যবনিকার অন্তরালে) নেপথ্যে।

এই যে আমি এসেছি।

অনসূয়া—(কান পেতে শুনে) সখী, কোন মান্যবর অতিথির আগমন-ঘোষণা বলে মনে হচ্ছে।

প্রিয়ংবদা—তা' শকুন্তলা অবশ্য পর্ণকুটীরেই রয়েছে। (মনে মনে) আজ অবশ্য হৃদয়ের দিক থেকে সে উপস্থিত নেই।

অনসূয়া—যাহোক্, এ পরিমাণ কুসুমেই চলবে, আর প্রয়োজন নেই।

(দু'জনেই নির্গত হলেন)

নেপথ্যে (যবনিকার অন্তরালে)

আঃ, অতিথির অবজ্ঞাকারিণী।

অনন্যচিত্ত হয়ে যাকে চিন্তা করতে করতে উপস্থিত তপস্বী আমার অবমাননা করলি, স্মবণ করিয়ে দিলেও সে, পাগল যেমন তার পূর্বোচ্চারিত বাক্য স্মরণ করতে পারে না, তেমনি তোকে মনে করতে পারবে না ॥ ১ ॥

মনোরমা—অতিথিপরিভাবিনি—অতিথেঃ পরিভাবিনী, ষষ্ঠীতৎ, অতিথি-পরিভাবিনী, সম্বোধনে—অতিথিপরিভাবিনি। পরিভাবিনী—পরি-ভূ + ণিনি, স্ত্রীলিঙ্গে। বিচিন্তয়ন্তী—বি-চিন্ত্ + ণিচ্ + শতৃ, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। তপোধনম্—তপঃ এব ধনং যস্য সঃ বহুব্রীহিঃ, তম্। অনন্যমানসা—মন এব ইতি মনস্ + অণ্ + মানসম্। অবিদ্যমানং অন্যৎ যস্য তৎ অনন্যম্, বহুব্রীহিঃ। অনন্যং মানসং যস্যাঃ সা বহুব্রীহিঃ। বোধিতঃ—বুধ্ + ণিচ্ + ক্তঃ। প্রমত্তঃ—প্র-মদ্ + ক্তঃ।

আশা—বিচিন্তয়ন্তী ইতি। অনন্যমানসা একাগ্রচিত্তেন, দুষ্যন্তভিন্নে অন্যস্মিন্ বিষয়ে ন মানসং যস্যাঃ তাদৃশী ত্বম্ যং জনং দুষ্যন্তম্ ইত্যর্থঃ, বিচিন্তয়ন্তী বিশেষেণ ভাবয়ন্তী সতী, তপোনিধিং তপসামাধারভূতম্ মাং দুর্বাসসম্ উপস্থিতং স্বেচ্ছয়া অত্রাশ্রমে আগতমপি ন বেৎসি নানুভবসি, ন সৎকরোষি ইতি ভাবঃ, স তব চিন্তাস্পদভূতঃ দুষ্যন্তঃ, প্রমত্তঃ প্রকর্ষেণ মত্তঃ প্রথমম্ উন্মাদাবস্থায়াঃ পূর্ব্বে কৃতাম্ উচ্চারিতাম্ কথামিব বোধিতঃ অপি বচনৈঃ স্মারিতোঽপি সন্ ত্বাং ন স্মরিষ্যতি, পত্নীত্বেন ন জ্ঞাস্যতীতি ভাবঃ ॥ অত্রোপমালংকারঃ। উত্তরার্ধং প্রতি পূর্বার্ধস্য হেতুত্বাৎ কাব্যলিঙ্গম্,—"হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে" ইতি লক্ষণাৎ। বংশস্থবিলং বৃত্তম্,—"বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ" ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

(ক) **'দুর্বাসার অভিশাপ'**—মহাকবি কালিদাসের অসাধারণ প্রতিভার অনবদ্য সৃষ্টি। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে এইটি অভিনব সংযোজন, এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহাকবি কালিদাস মহর্ষি ব্যাসদেব রচিত যে মহাভারত থেকে এ নাটকের আখ্যানভাগের কাঠামো গ্রহণ করেছেন, তাতে দুর্বাসার অভিশাপের উল্লেখমাত্র নেই। তবে অপরাধীকে দণ্ডদানের উপায়রূপে অভিশাপের প্রয়োগ মহাকবির প্রায় প্রতিটি কাব্যে ও নাটকে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—তাঁর 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের রাজা দিলীপ কামধেনু সুরভির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করার অপরাধে সুরভিকর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন। কেননা, "প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ", অর্থাৎ পূজনীয়ের পূজায় অবহেলা মঙ্গল রোধ করে। মহাকবির 'মেঘদূত' কাব্যে শিবের অনুচর যক্ষের কর্তব্যকর্মে শৈথিল্যের অপরাধে অভিশাপরূপে পত্নী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বছর দাক্ষিণাত্যের রামগিরিতে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। আবার, মহাকবিরচিত "বিক্রমোর্বশীয়ম্" নাটকেও দেখা যায় যে, নায়িকা স্বর্গসুন্দরী উর্বশী স্বর্গে "লক্ষ্মীস্বয়ংবর" নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে 'পুরুষোত্তম'-এর স্থলে 'পুরুরবা' উচ্চারণ করায় ভরতমুনি কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যে বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মহাকবির "কুমারসম্ভবম্" মহাকাব্যেও প্রেমের দেবতা 'মদন' শিবের অভিশাপে তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে নির্গত বহ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধারক ও বাহক, বর্ণাশ্রমধর্মের একনিষ্ঠ সমর্থক মহাকবি কালিদাসের কাছে কর্তব্যচ্যুতি ছিল মহাপরাধ। অপরাধীকে দণ্ডদান অবশ্যই কর্তব্য,—এইটি বিধাতার বিধান। দেবরোষ তাই দুর্বাসার অভিশাপের রূপ ধরে শকুন্তলার মস্তকে নেমে এল। দুর্বাসা এখানে নিমিত্তমাত্র। মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার উপর অতিথিসৎকারের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত

করে শকুন্তলার প্রতিকূল দৈবকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে সোমতীর্থে গিয়েছিলেন। আশ্রমে মহর্ষির অবর্তমানে দুজন অতিথি এলেন, রাজা দুষ্যন্ত এবং ঋষি দুর্বাসা। উভয়ই মাননীয় অতিথি। প্রথম অতিথি, রাজা দুষ্যন্তের যথোচিত সৎকার করা হল, কিন্তু ঋষি দুর্বাসার প্রতি শকুন্তলা থাকলেন একেবারেই উদাসীন। স্বার্থপর এবং আত্মসর্বস্ব প্রণয়ের মোহে শকুন্তলা প্রিয়জনের চিন্তায় এত বিভোর যে, ঋষি দুর্বাসার মত শ্রদ্ধাস্পদ অতিথি এসে নিজের আগমনবার্তা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেও তা' দুষ্যন্তগতচিত্ত শকুন্তলার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল না। ফলে শকুন্তলা একেবারেই নির্বিকার থাকলেন। একান্ত স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন থেকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। আশ্রমধর্মে অতিথির অবমাননা শকুন্তলার প্রতি ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের কারণ।

(খ) "কোন কোন পণ্ডিতের অভিমত যে, কালিদাস মধুর, কোমল, ললিত ভাষাই প্রয়োগ করিতে পারিতেন, রূঢ় কর্কশ ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সেই কারণেই দুর্বাসার অভিশাপ এরূপ ভাষায় রচিত হইয়াছে, যে তাহা অভিসম্পাত বলিয়া মনেই হয় না।.........ভাষার উপর যাঁহার বিপুল অধিকার অবিসংবাদিত সেই কালিদাস যে কটরড়বর্ণভূয়িষ্ঠ দুই ছত্র অভিশাপ রচনায় অক্ষম হইয়াই দুর্বাসার মুখে কান্তপদ অভিসম্পাত স্থাপন করিয়াছেন তাহা মনে হয় না। মনে হয় ঐরূপ প্রয়োগের মধ্যে কবি একটি সুন্দর কৌশল বিন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, শকুন্তলার কমনীয়তা এরূপ মর্মস্পর্শী ছিল এবং নব প্রণয়ানুরক্তিজনিত তাহার কর্তব্যচ্যুতি এরূপ সহানুভূতি-যোগ্য ও ক্ষমার্হ যে, অভিশাপ প্রদানের সময় দুর্বাসার ন্যায় ব্যক্তির কঠোরতাও কোমল না হইয়া পারে নাই।" (শকুন্তলারহস্য—সত্যকিংকর)

(গ) দুর্বাসার অভিশাপের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চন্দ্রনাথ বসু "অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন,—"শকুন্তলা অতিথিসেবার কর্তব্য ও উৎকর্ষ বুঝিয়াও দুষ্যন্তচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অতিথি ফিরাইয়া দিলেন। অতিথি শকুন্তলাকে শাপ দিয়া গেল। উহাব অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, প্রণয় যতই পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ হউক, উহা যদি সামাজিক কর্তব্যসাধনের প্রতিবন্ধক হয়, তবে উহাকে দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।" "পবিত্র প্রেম অতি উৎকৃষ্ট বস্তু, কিন্তু সে প্রেম যদি মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়, তাহা অতিশয় অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এই কথার অর্থ এই যে, প্রণয়ের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা শুধু প্রণয়ী বা প্রণয়িণীর নিজের মনের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা দ্বারা নিরূপিত হয়না। সমাজও তাহার একটি প্রধান নিরূপক। শকুন্তলা এই নৈতিক নিয়মভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া এত কষ্ট ভোগ করিলেন।"

(ঘ) মহাভারতের দুষ্যন্ত মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে সকলের অগোচরে গান্ধর্ববিধি মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করে পরে আত্মাবমাননার ভয়ে, কুমার-সহ রাজসভায় উপস্থিত

শকুন্তলাকে ছলনার আশ্রয়ে নির্দয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ আচরণ নিঃসন্দেহে ধীরোদাত্ত নায়কের যোগ্য নয়। শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রই ভারতবর্ষের এক-চ্ছত্র অধিপতি হবে,—এ আশাই শকুন্তলাকে দুষ্যন্তের মহিষী হতে প্ররোচিত করেছিল। কালিদাস অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে কাহিনীর প্রয়োজনমত সংস্কারসাধন করেছেন, এবং দুষ্যন্তচরিত্রে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে দুর্বাসার অভিশাপের অবতারণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী মশায় বলেছেন,—"দুষ্যন্তকে 'কাপুরুষতার' দায় হইতে বাঁচাইবার জন্য কালিদাস শাপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাপে রাজার চরিত্রটি খুব খুলিয়াছে।" (দুর্বাসার শাপ)

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন শকুন্তলা নাটকে দুর্বাসার অভিশাপ রূপকমাত্র। রাজার চরিত্রের মধ্যেই এর বীজ নিহিত ছিল। এ নাটকের পঞ্চম অংকে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান দৃশ্যের সূচনায় মহাকবি কালিদাস রাজান্তঃপুরের সঙ্গীতশালা থেকে রাজমহিষী হংসপদিকার ব্যথিত হৃদয়ের নেপথ্য সংগীত এবং প্রিয়বয়স্য মাধব্যের প্রশ্নের উত্তরে রাজার স্বীকারোক্তি—"সকৃৎকৃতঃ প্রণয়ঃ অয়ং জনঃ"—অর্থাৎ এ ব্যক্তি (রাজা দুষ্যন্ত) একবার মাত্র ভালবাসেন,—এর প্রতি সহৃদয় সামাজিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। রাজার উক্তিতেই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে পড়েছে। তাঁর ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, তাঁর 'ষট্‌পদবৃত্তি' এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। মহাকবি দুর্বাসার শাপের আবরণে রাজার চরিত্রের নাগরবৃত্তিসুলভ বীভৎস কদর্যতাকে আচ্ছাদন করে সত্যের অভ্যন্তরীণ মূর্তিকে অবিকৃত রেখে সত্যের বাহ্যমূর্তিকে কাব্যসৌন্দর্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে দিয়েছেন। পঞ্চম অংকের সূচনায় রাজার চপল প্রণয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা' নিরর্থক নয়। "ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপ যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক।" (প্রাচীন সাহিত্য)।

(ঙ) এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহামহোপাধ্যায় গণপতিশাস্ত্রীর মতে মহাকবি কালিদাস ভাসরচিত **"অবিমারক"** নাটকে বর্ণিত চন্দ্রভার্গব-এর অভিশাপ থেকে ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের পরিকল্পনার আভাস পেয়েছেন। পদ্মপুরাণে দুর্বাসার অভিশাপের উল্লেখ রয়েছে বটে, তবে বিশেষজ্ঞদের মতে পদ্মপুরাণ মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পরবর্তীকালের রচনা। সহৃদয় পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য পদ্মপুরাণে বর্ণিত দুর্বাসার অভিশাপ এখানে উদ্ধার করা হল।—"যং ত্বং চিন্তয়সে বালে মনসা অনন্যবৃত্তিনা। বিস্মরিষ্যতি স ত্বাং বৈ অতিথৌ মৌনশালিনীম্ ॥"

প্রিয়ংবদা—হদ্ধী হদ্ধী। অপ্পিঅং এব্ব সংবুত্তং। কস্সিং পি পূআরুহে অবরদ্ধা সুণ্ণহিঅআ সউন্দলা। (পুরোঽবলোক্য) ণ হু জস্সিং কস্সিং পি। এসো দুব্বাসো সুলহকোবো মহেসী। তহ সবিঅ বেঅবলুপ্‌ফুল্লাএ দুব্বারাএ গইএ পডিণিবুত্তো। কো অণ্ণো হুদবহাদো দহিদুং পহবদি। (হা ধিক্, হা ধিক্। অপ্রিয়ম্ এব সংবৃত্তম্। কস্মিন্নপি পূজার্হে অপরাদ্ধা শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা। ন খলু যস্মিন্ কস্মিন্ অপি। এষঃ দুর্বাসাঃ সুলভকোপঃ মহর্ষিঃ। তথা শপ্ত্বা বেগবলোৎফুল্লয়া দুর্বারয়া গত্যা প্রতিনিবৃত্তঃ। কঃ অন্যঃ হুতবহাৎ দগ্ধুং প্রভবতি।)

অনসূয়া—গচ্ছ পাদেসু পণমিঅ নিবত্তেহি ণং জাব অহং অগ্‌ঘোদঅং উবকপ্‌পেমি। (গচ্ছ পাদয়োঃ প্রণম্য নিবর্তয় এনং যাবৎ অহং অর্ঘোদকম্ উপকল্পয়ামি।)

প্রিয়ংবদা—তহ (নিষ্ক্রান্তা) (তথা।)

অনসূয়া—(পদান্তরে স্খলিতং নিরূপ্য) অব্বো, আবেগক্‌খলিদাএ গইএ পব্‌ভট্টং মে অগ্‌গহত্থাদো পুপ্‌ফভাঅণং। (পুষ্পোচয়ং রূপয়তি) (অহো, আবেগস্খলিতয়া গত্যা প্রভ্রষ্টং মম অগ্রহস্তাৎ পুষ্পভাজনম্।)

(প্রবিশ্য)

প্রিয়ংবদা—সহি পকিদিবক্কো সো কস্স অণুণঅং পড়িগেণ্‌হদি। কিং বি উণ সাণুক্কোসো কিদো। (সখি, প্রকৃতিবক্রঃ স কস্য অনুনয়ং প্রতিগৃহ্ণাতি। কিমপি পুনঃ সানুক্রোশঃ কৃতঃ।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—পুব + অবলোক্য, কস্মিন্ + অপি, কিম্ + অপি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—প্রিয়ংবদা—হা ধিক্, হা ধিক্ (হায়, হায়)ঙ্গ অপ্রিয়ম এব সংবৃত্তম্ (সর্বনাশ হয়েছে) কস্মিন্ অপি পূজার্হে (কোন এক পূজনীয় ব্যক্তির কাছে) অপরাদ্ধা (অপরাধ করেছে) শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা (অন্যমনস্কা শকুন্তলা)। [পুরঃ—অগ্রে, অবলোক্য—অবলোকন করে] ন খলু যস্মিন্ কস্মিন্ অপি (তিনি যে সে ব্যক্তি নয়)। এষঃ সুলভকোপঃ দুর্বাসাঃ মহর্ষিঃ (ইনি হলেন মহর্ষি দুর্বাসা যিনি সহজেই ক্রুদ্ধ হন)। তথা শপ্ত্বা (এভাবে অভিশাপ বর্ষণ করে) বেগবলোৎফুল্লয়া দুর্বারয়া গত্যা (অত্যন্ত বেগে ও দ্রুতগতিতে) প্রতিনিবৃত্তঃ (প্রত্যাবর্তন করছেন)। হুতবহাৎ কঃ অন্যঃ (অগ্নি ব্যতীত কেই বা আর) দগ্ধুং প্রভবতি (দহন করতে সমর্থ)? অনসূয়া—গচ্ছ (ত্বরায় গমন

কর) পাদয়োঃ প্রণম্য (চরণযুগলে প্রণাম জানিয়ে) নিবর্তয় এনম্ (এঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এস)। যাবৎ অহম্ (আমি ততক্ষণে) অর্ঘোদকম্ উপকল্পয়ামি (পাদ্য এবং অর্ঘ্যের ব্যবস্থা করি)। প্রিয়ংবদা—তথা (যাচ্ছি) [নিষ্ক্রান্তা—বহির্গত হলেন] অনসূয়া—[পদান্তরে স্খলিতং নিরূপ্য—পদস্খলিত হয়ে পড়ে যাবার অভিনয় করে] অহো (হায়) আবেগস্খলিতয়া গত্যা (উদ্বেগহেতু সত্বর গমন করতে গিয়ে) মম অগ্রহস্তাৎ (আমার হাতের অগ্রভাগ থেকে) প্রভ্রষ্টং পুষ্পভাজনম্ (ফুলের সাজি ভ্রষ্ট হল)। [পুষ্পোচয়ং রূপয়তি—ভূমি থেকে ফুল তুলে নেবার অভিনয় করে] (প্রবিশ্য—প্রবেশ করে) প্রিয়ংবদা—সখি, প্রকৃতিবক্রঃ সঃ (সখী স্বভাবতঃই কুটিল তিনি) কস্য অনুনয়ং প্রতিগৃহ্ণাতি (কারই বা অনুরোধ রাখতে চান)? কিমপি পুনঃ সানুক্রোশঃ কৃতঃ (তবুও কিছুটা অনুকম্পাপ্রবণ করা সম্ভব হয়েছে)।

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা—হায়, হায়। সর্বনাশ হয়েছে। অন্যমনস্কা শকুন্তলা কোন এক পূজনীয় ব্যক্তির কাছে অপরাধ করেছে। (আগে অবলোকন করে) তিনি যে সে ব্যক্তি নন, তিনি হলেন মহর্ষি দুর্বাসা যিনি সহজেই ক্রুদ্ধ হন। এভাবে অভিশাপ বর্ষণ করে অত্যন্ত বেগে ও দ্রুতগতিতে তিনি প্রত্যাবর্তন করছেন। অগ্নি ব্যতীত কেই বা আর দহন করতে সমর্থ?

অনসূয়া—ত্বরায় গমন কর, তাঁর চরণযুগলে প্রণাম জানিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এস। আমি ততক্ষণ পাদ্য এবং অর্ঘ্যের ব্যবস্থা করি।

প্রিয়ংবদা—যাচ্ছি। (বহির্গত হলেন)

অনসূয়া—(পদস্খলিত হয়ে পড়ে যাবার অভিনয় করে) হায়, উদ্বেগহেতু সত্বর গমন করতে গিয়ে আমার হাতের অগ্রভাগ থেকে ফুলের সাজি ভ্রষ্ট হল। (ভূমি থেকে ফুল তুলে নেবার অভিনয় করল।) (প্রবেশ করে) প্রিয়ংবদা—সখী, স্বভাবতঃই কুটিল তিনি, কারই বা অনুরোধ তিনি রাখতে চান? তবুও কিছুটা অনুকম্পাপ্রবণ করা সম্ভব হয়েছে।

মনোরমা—শূন্যং হৃদয়ং যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ, শূন্যহৃদয়া। সুলভকোপঃ —সুলভঃ কোপঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। দুর্বাসাঃ—দুষ্টঃ দুঃসাধ্যঃ বা বাসঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। (যাঁকে অত্যন্ত দুঃখে বা কষ্টে অবস্থান করান যায়। অথবা, দুষ্টং বাসঃ যস্য সঃ বহুব্রীহিঃ। (যিনি তাঁর বাস অর্থাৎ বসনসম্পর্কে অনবহিত, উদাসীন।)

আলোচনা :

"অহো আবেগস্খলিতায়াঃ......পুষ্পভাজনম্" আবেগের আতিশয্যবশতঃ অনসূয়ার হাত থেকে ফুলের সাজি ভ্রষ্ট হল। এ ক্ষুদ্র ঘটনাটি সন্নিবেশের পশ্চাতে যে নাটকীয়

তাৎপর্য রয়েছে সেগুলি হল,—(১) হস্ত থেকে পুষ্পভাজন ভ্রষ্ট হওয়া অশুভসূচক, এ সামান্য ঘটনার মধ্য থেকে যে আভাস পাওয়া যায় তা' হলো যে মহর্ষি কণ্বের পালিতা কন্যা হলেও শকুন্তলার ভাগ্য সতত শুভ ও সুখকর নয়। (২) প্রিয়ংবদা অনসূয়ার পরামর্শমত ঋষি দুর্বাসাকে শান্ত করে আশ্রমে ফিরিয়ে আনার জন্য গমন করেছেন। এ অবস্থায় অনসূয়া অতিথির যথোচিত অভ্যর্থনার জন্য পাদ্য ও অর্ঘ্যের ব্যবস্থা করতে আশ্রমের পর্ণশালায় যাবেন। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কেননা ঋষি দুর্বাসার সঙ্গে কি কথাবার্তা হল তা' জানবার জন্য সামাজিকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। অনসূয়া মঞ্চে উপস্থিত না থাকলে প্রিয়ংবদা কাকে তা' জানাবে? সেজন্য অনসূয়ার মঞ্চে উপস্থিতি এ পরিস্থিতিতে অপরিহার্য। তাই নাট্যকার অনসূয়াকে প্রিয়ংবদা ফিরে না আসা পর্যন্ত মঞ্চে উপস্থিত রাখার উদ্দেশ্যে অনসূয়ার হাত থেকে ফুলের সাজি ভ্রষ্ট হওয়া এবং অনসূয়ার পুনরায় সে ফুল কুড়িয়ে নেবার অভিনয়ে ব্যস্ত রেখেছেন। (৩) তাছাড়া, নাট্যশাস্ত্রের বিধি অনুসারে মঞ্চ কখনো একেবারে শূন্য থাকতে পারে না ॥

অনসূয়া—(সস্মিতম্) তস্সিং বহূ এদং পি। কহেহি। (**তস্মিন্ বহু এতৎ অপি। কথয়।**)

প্রিয়ংবদা—জদা ণিবত্তিদুং ণ ইচ্ছদি তদা বিণ্ণবিদো মএ—ভঅবং, পঢ়ম ত্তি পেক্‌খিঅ অবিণ্ণাদতবপ্‌পহাবস্স দুহিদুজণস্স ভঅবদা এক্কো অবরাহো মরিসিদব্বো ত্তি। (যদা নিবর্তিতুং ন ইচ্ছতি তদা বিজ্ঞাপিতো ময়া—ভগবন্, প্রথম ইতি প্রেক্ষ্য অবিজ্ঞাততপঃপ্রভাবস্য দুহিতৃজনস্য ভগবতা এক অপরাধঃ মর্ষয়িতব্য ইতি।

অনসূয়া—তদো তদো (ততঃ ততঃ।)

প্রিয়ংবদা—তদো মে বঅণং অণ্ণহাভবিদুং ণারিহদি কিংদু অহিণ্ণাণাভরণ দংসণেণ সাবো ণিবত্তিস্সদি ত্তি মন্তঅন্তো সঅং অন্তরিহিদো। (**ততো মে বচনম্ অন্যথা ভবিতুং নার্হতি কিন্তু অভিজ্ঞানাভরণদর্শনেন শাপো নিবর্তিষ্যতে ইতি মন্ত্রয়ন্ স্বয়ম্ অন্তর্হিতঃ।**

অনসূয়া—**সক্কং দাণিং অস্সসিদুং। অত্থি তেন রাএসিণা সংপত্থিদেণ সণামহেয়অঙ্কিঅং অংগুলীঅঅং সুমরণীঅংত্তি সঅং পিণদ্ধং। তস্সিং সাহীণোবাআ সউন্দলা ভবিস্সদি। (শক্যম্ ইদানীম্ আশ্বসিতুম্। অস্তি তেন রাজর্ষিণা**

সংপ্রস্থিতেন স্বনামধেয়াংকিতম্ অঙ্গুলীয়কম্ স্মরণীযমিতি স্বয়ং পিনদ্ধম্। তস্মিন্ স্বাধীনোপায়া শকুন্তলা ভবিষ্যতি।)

বাঙ্লা শব্দার্থ—অনসূয়া—[সস্মিতম্—ঈষৎ হাস্য করে] তস্মিন এতৎ অপি বহু (তাঁর মত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটুকুও যথেষ্ট)। কথয (বল অর্থাৎ কি করে তাঁকে সদয করলে)। প্রিযংবদা—যদা নিবর্তিতুং ন ইচ্ছতি (যখন কিছুতেই ফিরবেন না) তদা বিজ্ঞাপিতঃ মযা (তখন আমি তাঁকে অনুরোধ জানালাম) ভগবন্ প্রথম ইতি প্রেক্ষ্য (ভগবন্ শকুন্তলার এই প্রথম অপরাধ বিবেচনা করে) অবিজ্ঞাততপঃ প্রভাবস্য দুহিতৃজনস্য (এবং আপনার তপের প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞ এ দুহিতার) ভগবতা একঃ অপরাধঃ মর্ষিতব্যঃ ইতি (আপনি একটি অপরাধ মার্জনা করুন)। অনসূয়া—ততঃ ততঃ (তারপর, তারপর)। প্রিযংবদা—ততঃ (তারপর ঋষি বললেন) মে বচনম্ (আমার বাক্য) অন্যথা ভবিতুং নার্হতি (অন্যথা হতে পারে না), কিন্তু অভিজ্ঞানাভরণ দর্শনেন (কিন্তু অর্থাৎ স্মারক অলংকার দর্শনের দ্বারা) শাপঃ নিবর্তিষ্যতে (শাপের অবসান হবে) ইতি মন্ত্রযন স্বযম্ অন্তর্হিতঃ (এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন।)

অনসূযা—শক্যমিদানীম আশ্বাসযিতুম্ (তাহলে এখন আশ্বস্ত হওযা যায)। তেন রাজর্ষিণা সংপ্রস্থিতেন (সেই রাজর্ষি এস্থান থেকে যাবার সময) স্বনামধেযাংকিতম অঙ্গ লীযকম্ (নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরীযক) স্মরণীযম ইতি (স্মারকরূপে) স্বযং পিনদ্ধম (নিজেই শকুন্তলার আঙ্গুলে পরিযে দিযেছেন) তৎ অস্তি (সেটা শকুন্তলার কাছে রযেছে)। তস্মিন্ স্বাধীনোপাযা শকুন্তলা ভবিষ্যতি (তাতেই শকুন্তলা স্বাধীনভাবে শাপ থেকে মুক্তি পাবে।)

বঙ্গানুবাদ—অনসূযা—(ঈষৎ হাস্য করে) তার মত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এইটুকও যথেষ্ট। বল, কি করে তাঁকে সদয করলে।

প্রিয়ংবদা—যখন কিছুতেই প্রত্যাবর্তন করবেন না, তখন আমি তাঁকে অনুরোধ জানিযে বললাম, ভগবন্, এইটি শকুন্তলার প্রথম অপরাধ বিবেচনা করে, আপনার তপের প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞ এ দুহিতার একটি অপরাধ আপনি মার্জনা করুন।

অনসূযা—তারপর, তারপর।

প্রিয়ংবদা—তারপর ঋষি বললেন,—আমার বাক্য অন্যথা হতে পারে না, কিন্তু অভিজ্ঞান আভরণ অর্থাৎ স্মারক অলংকার প্রদর্শনের দ্বারা শাপের অবসান ঘটবে,—এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

অনসূয়া—তাহলে এখন আশ্বস্ত হওয়া যায়। সেই রাজর্ষি এখান থেকে যাবার সময় নিজ নামাংকিত অঙ্গুরীয়ক স্মারকরূপে নিজেই তিনি শকুন্তলার আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়েছেন, সেইটি শকুন্তলার কাছেই রয়েছে। তাতেই শকুন্তলা স্বাধীনভাবে শাপ থেকে মুক্তি পাবে।

প্রিয়ংবদা—সহি, এহি। দেবকজ্জং দাব নিব্বত্তেম্হ। (সখি, এহিঙ্গ দেবকার্যং তাবৎ নির্বর্তয়াবঃ।

(পরিক্রামতঃ)

প্রিয়ংবদা—(বিলোক্য) অনসূএ, পেক্খ দাব। বামহত্থোবহিদবঅণা আলিহিদা বিঅ পিঅসহী। ভত্তুগদাএ চিন্তাএ অত্তাণং পি ণ এসা বিভাবেদি। কিং উণ আঅন্তুঅং। (অনসূয়ে, পশ্য তাবৎ। বামহস্তোপহিতবদনা আলিখিতা ইব প্রিয়সখী। ভর্তৃগতয়া চিন্তয়া আত্মানম্ অপি ন এষা বিভাবয়তি। কিং পুনঃ আগন্তুকম্।)

অনসূয়া—পিঅংবদে, দুবেণং এব্ব ণং ণো মুহে এসো বুত্তন্তো চিট্ঠদু। রক্খিদব্বা ক্খু পকিদিপেলবা পিঅসহী। (প্রিয়ংবদে, দ্বয়োঃ এব নৌ মুখে বৃত্তান্তঃ তিষ্ঠতু। রক্ষিতব্যা খলু প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী।)

প্রিয়ংবদা—কো ণাম উণ্হোদএণ ণোমালিঅং সিঞ্চেদি? (কো নাম উষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি?)

(উভে নিষ্ক্রান্তে)

॥ বিষ্কম্ভকঃ ॥

বাঙলা শব্দার্থ—প্রিয়ংবদা—সখি, এহি (সখি, চল)। দেবকার্যং তাবৎ নির্বর্তয়াবঃ (শকুন্তলার সৌভাগ্য দেবতার পূজা সম্পাদন করি)। (পরিক্রামতঃ—উভয়ে পরিক্রমণ করলেন)। প্রিয়ংবদা—[বিলোক্য—দেখে] অনসূয়ে, পশ্য তাবৎ (অনসূয়া দেখ), বামহস্তোপহিতবদনা (বামহস্তের উপর মুখমণ্ডল রেখে) আলিখিতা ইব প্রিয়সখী (আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলা চিত্রে অর্পিত মূর্তির ন্যায় বসে আছে)। ভর্তৃগতয়া চিন্তয়া (পতির চিন্তায়) আত্মানম্ অপি ন এষা বিভাবয়তি (সে নিজের বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীন)। কিং পুনঃ আগন্তুকম্ (আগন্তুক অতিথির কথা তো ছার)। অনসূয়া—

প্রিয়ংবদে (প্রিয়ংবদা) ননু দ্বয়োঃ এব নৌ মুখে (কেবল আমাদের দুজনের মধ্যেই) এষ বৃত্তান্তঃ তিষ্ঠতু (এ বৃত্তান্ত গোপন থাকুক)। রক্ষিতব্যা খলু প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী (স্বভাবতঃই কোমল আমাদের প্রিয়সখীকে রক্ষা করতেই হবে)। প্রিয়ংবদা—কো নাম উষ্ণোদকেন (কোন্ ব্যক্তি উষ্ণ জলে) নবমালিকাং সিঞ্চতি? (নবমল্লিকা লতায় সিঞ্চন করে)? [উভে নিষ্ক্রান্তে—দু'জনেই নিষ্ক্রান্ত হলেন]

এখানেই বিষ্কম্ভক পরিসমাপ্ত।

বঙ্গানুবাদ—প্রিয়ংবদা—সখী চল, শকুন্তলার সৌভাগ্য দেবতার পূজা শেষ করি।

(উভয়ে পরিক্রমণ করলেন)

প্রিয়ংবদা—(শকুন্তলার প্রতি দৃষ্টিপাত করে) অনসূয়া দেখ, বাম হস্তের উপর মুখমণ্ডল স্থাপন করে আমাদের প্রিয়সখী একেবারে চিত্রে অংকিত মূর্তির ন্যায় বসে রয়েছে। পতির চিন্তায় সে এত মগ্ন যে, সে নিজের বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। আগন্তুক অতিথির আর কথা কি।

অনসূয়া—প্রিয়ংবদা, এ বৃত্তান্ত কেবল আমাদের দুজনের মধ্যেই গোপন থাকুক। আমাদের প্রিয়সখী স্বভাবতঃই বড় কোমল। তাকে আমাদের বাঁচাতেই হবে।

প্রিয়ংবদা—কে নবমল্লিকা লতায় উষ্ণ জল সিঞ্চন করতে চায়?

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন)

(বিষ্কম্ভক সমাপ্ত হ'ল)

আলোচনা :

(ক) **"অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"** নাটকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা "দুর্বাসার অভিশাপ"। কিন্তু 'অভিশাপ' দৃশ্যকাব্যে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে দৃশ্যকাব্যের অংকের মধ্যে এর স্থান হতে পারে না, এবং সে কারণেই দুর্বাসার অভিশাপের সন্নিবেশ হয়েছে বিষ্কম্ভকের মধ্যে, অংকের মধ্যে নয়। এ প্রসঙ্গে এখানে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ প্রদত্ত নাটকীয় বিধিনিষেধের উল্লেখ করা যায়,—

"দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যু রতং তথা ॥
দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যমন্যদ্‌ব্রীড়াকরং চ যৎ।
শয়নাধরপানাদি নগরাদ্যবরোধনম্ ॥
স্নানানুলেপনে-চৈভির্বর্জিতঃ, (সাহিত্যদর্পণ / ষষ্ঠপরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ দূর থেকে আহ্বান, হত্যা, সংগ্রাম, দেশ ও রাষ্ট্রের বিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, অভিশাপবর্ষণ, মলমূত্রত্যাগ, মৃত্যু, রতিক্রীড়া, অধরপান, দন্তচ্ছেদন, নখচ্ছেদন, শয়ন,

নগরাদির অবরোধ, স্নান, প্রসাধন ও এরূপ অন্যান্য লজ্জাকর, কুরুচিপূর্ণ, নীতিবিগর্হিত দৃশ্যাদির দৃশ্যকাব্যে বর্ণনা ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ। তবে এর ব্যতিক্রমও কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয় না তা' নয়। যেমন মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে, রাজা দুষ্যন্তের শকুন্তলাকে চুম্বনের চেষ্টা, (তৃতীয় অংকে), শকুন্তলার প্রসাধন (চতুর্থ অংকে) ইত্যাদি। মহাকবি ভাসের নাটকেও উক্ত বিধিলঙ্ঘনের বহু দৃষ্টান্ত সুলভ। কারণ অনেক সময় নাট্যকারকে নাটকীয় চাহিদা মেটাতে গিয়ে নিয়মভঙ্গ করতে হয় ॥

(খ) অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে বললেন,—"**দ্বয়োরেব ননু নো মুখে এষ বৃত্তান্তঃ তিষ্ঠতু। রক্ষিতব্যা খলু প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী।**" অর্থাৎ আমাদের দুজনের মধ্যে এ বৃত্তান্ত অর্থাৎ দুর্বাসার শাপের বৃত্তান্ত গোপন থাকুক, কেননা আমাদের কোমলস্বভাবা প্রিয়সখী শকুন্তলাক বাঁচাতে হবে। প্রিয়ংবদা তার উত্তরে বললেন,—"কো নাম উষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি" অর্থাৎ নবমল্লিকা লতায় কে উষ্ণ জল সিঞ্চন করে? উভয় সখীর এ কথোপকথন থেকে জানা যায় যে, ঋষি দুর্বাসার নির্মম অভিশাপের কথা জানতে পারলে তাদের প্রাণাধিক প্রিয় সখী শকুন্তলা প্রাণে বাঁচবে না। এ অশুভ আশঙ্কায় বিহ্বল হয়ে তাঁরা শকুন্তলাকে জানতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন কিন্তু শকুন্তলার অমঙ্গ ল তাঁরা এভাবে রোধ করতে পারেননি। রাজা কর্তৃক শকুন্তলাকে প্রদত্ত অভিজ্ঞান-আভরণ অঙ্গুরীয়কটির উপর তাঁরা এতই আস্থা স্থাপন করেছিলেন যে, অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে শকুন্তলা কেবল তাঁর অঙ্গুলিস্থিত ঐ অঙ্গুরীয়কের বলেই সম্ভাব্য সকল অশুভ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন, "**তস্মিন্ স্বাধীনোপায়া শকুন্তলা ভবিষ্যতি।**"

যে অঙ্গুরীয়কটির উপর অনসূয়া-প্রিয়ংবদা এত নির্ভরশীল ছিলেন, সেইটি যে, যেকোন ভাবে শকুন্তলার অঙ্গুলি থেকে বিযুক্ত হতে পারে, সে কথা তাঁদের ভাবনার বাইরে ছিল। তাঁদের চিন্তায় তা স্থান পেলে তাঁরা অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। যেমন, শকুন্তলাকে দুর্বাসার অভিশাপের কথা জানিয়ে দিয়ে, অঙ্গুরীয়কটি সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে শকুন্তলাকে পরামর্শ দিতে পারতেন। কিংবা শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রার অনেক পূর্বেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়কটি হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে রাজা দুষ্যন্তের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যেত। এতে হয়তো রাজাকর্তৃক শকুন্তলা-বিসর্জন এড়ানো যেত। পতিগৃহযাত্রাকালে যদিও অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা উভয়ে তাঁদের প্রিয়সখী শকুন্তলাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,—"যদি নাম স রাজা প্রত্যভিজ্ঞানমন্থরো ভবেৎ, ততঃ তস্মৈ ইদম্ আত্মনামধেয়াঙ্কিতম্ অঙ্গুরীয়কং দর্শয়", অর্থাৎ যদি রাজা তোমায় চিনতে বিলম্ব করেন তাহলে এ অঙ্গুরীয়কটি দেখিও, তথাপি অঙ্গুরীয়কটির উপর যে তাঁর জীবন-মরণ নির্ভর করছে—এরকম কোন সতর্কবাণী তাঁকে দেওয়া হয়নি।

এ প্রসঙ্গে "**শকুন্তলায় নাট্যকলা**" গ্রন্থে বলা হয়েছে,—"অদৃষ্টের পরিহাসঙ্গ শকুন্তলা শাপবৃত্তান্ত অবগত হইলে, দুষ্যন্ত-প্রদত্ত অঙ্গুরী সম্বন্ধে অধিকতর সতর্ক হইতে পারিত। দুষ্যন্তের সুপ্ত স্মৃতি জাগরিত করিবার যে একটি মাত্র পথ ছিল, অন্ধ স্নেহ তা'ও রুদ্ধ করিয়া দিল। পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যে ইহার নাম Irony". তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, নাটকীয় প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করলে এইটিই নাট্যকারের অভিপ্রেত ছিল বলে মনে করা যায়। তা' নাহলে নাটকের ঈপ্সিত পরিণতির পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি হত।

(গ) তৃতীয় অংকের আদিতে 'আলোচনা' শীর্ষক অংশে বিষ্কম্ভকের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পুনর্বার তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় তা' থেকে বিরত থাকতে হল। এ অংকের প্রারম্ভে যে বিষ্কম্ভক রয়েছে তা নানা দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "ইহাতে সে সময়ের মানসিকতা, আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। বেশ বুঝা যায় ইহাই শকুন্তলার নাট্যচক্রের নাভি। ইহাতেই দুর্বাসার অভিসম্পাতরূপ অক্ষদণ্ডটি প্রতিষ্ঠাপিত। অতঃপর অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাট্যচক্রটি ঐ অক্ষদণ্ডের উপরই বিবর্তিত হইয়াছে।" (শকুন্তলা রহস্য—সত্যকিংকর/৫৫)। এ বিষ্কম্ভক থেকে জানা যায় যে, দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার মধ্যে গান্ধর্ববিধি মতে পরিণয় সংঘটিত হয়েছে, যা আমরা তৃতীয় অংকের কাহিনী থেকেই আশা করেছিলাম। আমরা আরো জানতে পারি যে, কণ্বাশ্রমে ঋষিদের যজ্ঞানুষ্ঠান সমাপ্ত হলে রাজা দুষ্যন্ত তাঁদের অনুমতি পেয়ে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে ফিরে গেছেন। যাবার অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে নিজের নামাংকিত অঙ্গুরীয়ক শকুন্তলার অঙ্গুলিতে নিজে পরিয়ে দিয়ে, শকুন্তলাকে আশ্বস্ত করে যান যে, অঙ্গুরীয়কে মুদ্রিত নামে যত অক্ষর আছে ঠিক ততদিন পরে রাজধানী থেকে রাজপুরুষ এসে শকুন্তলাকে নিয়ে যাবে।

কিন্তু এতদিন পরেও শকুন্তলাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য কোন রাজপুরুষ না আসাতে, এমনকি একখানা পত্র পর্যন্ত না দেওয়ায়, অনসূয়া অত্যন্ত উদ্বেগ চিন্তায় কালযাপন করছেন। যে অঙ্গুরীয়কটি এখন শকুন্তলার অধিকারে রয়েছে, এবং যেটির উল্লেখ রয়েছে নাটকের শীর্ষনামে, সেইটি বস্তুতঃ অভিজ্ঞানাভবণ বা স্মারক অলংকার। শকুন্তলার কাছে এ অঙ্গুরীয়ক মহার্ঘতম সম্পদ। শকুন্তলার ভাগ্য এর উপরই একান্ত নির্ভরশীল।

কেবল প্রাকৃত ভাষায় রচিত বলে রাঘবভট্ট একে শুদ্ধ বিষ্কম্ভক বলেছেন। ("অয়মপি শুদ্ধবিষ্কম্ভঃ কেবলং প্রাকৃতেন কৃতত্বাৎ")। কিন্তু নাট্যতত্ত্ববিদেরা বিষ্কম্ভকের ভেদ নিরূপণ করে বলেছেন যে, এক বা দুই মধ্যম শ্রেণীর পাত্র অংশ গ্রহণ করলে তা' হবে শুদ্ধ বিষ্কম্ভক। এবং মধ্যম পাত্রের সঙ্গে নীচপাত্র অংশ গ্রহণ করলে তা' হবে সংকীর্ণ। এদিকে

বিচার করে বলা যায় যে, উক্ত বিষ্কম্ভক সংকীর্ণ, শুদ্ধ নয়। নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে শুদ্ধ বিষ্কম্ভকের ভাষা হবে সংস্কৃত, এবং প্রাকৃত হবে সংকীর্ণ বিষ্কম্ভকের ভাষা।

(ততঃ প্রবিশতি সুপ্তোত্থিতঃ শিষ্যঃ)

শিষ্যঃ—বেলোপলক্ষণার্থমাদিষ্টোঽস্মি তত্রভবতা প্রবাসাদুপাবৃত্তেন কাশ্যপেন। প্রকাশং নির্গতস্তাবদবলোকয়ামি কিয়দবশিষ্টং রজন্যা ইতি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হন্ত প্রভাতম্। তথাহি—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনা-
মাবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজো দ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু ॥ ২ ॥
অপি চ—
অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমদ্বতী মে
দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য
দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি ॥ ৩ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—বেলোপলক্ষণার্থম্ + আদিষ্টঃ + অস্মি, প্রবাসাৎ + উপাবৃত্তেন, নির্গতঃ + তাবৎ + অবলোকয়ামি, কিয়ৎ + অবশিষ্টম্, পরিক্রম্য + অবলোক্য, যাতি + একতঃ + অস্তশিখরম্, পতিঃ + ওষধীনাম্ + আবিষ্কৃতঃ + অরুণ-পুরঃসরঃ, একতঃ + অর্কঃ, যুগপৎ + ব্যসনোদয়াভ্যাম্, জনিতানি + অবলাজনস্য।

অন্বয়—একতঃ ওষধীনাং পতিঃ অস্তশিখরং যাতি। অরুণপুরঃসরঃ অর্কঃ একতঃ আবিষ্কৃতঃ। তেজো দ্বয়স্য যুগপদ্ ব্যসনোদয়াভ্যাং লোকঃ আত্মদশান্তরেষু নিয়ম্যত ইব ॥

অন্বয়—সা এব কুমুদ্বতী শশিনি অন্তর্হিতে সংস্মরণীয়শোভা মে দৃষ্টিং ন নন্দয়তি। অবলাজনস্য ইষ্টপ্রবাসজনিতানি দুঃখানি নূনম্ অতিমাত্রসুদুঃসহানি ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[ততঃ সুপ্তোত্থিতঃ শিষ্যঃ প্রবিশতি—তারপর সদ্য নিদ্রা থেকে জাগ্রত শিষ্যের প্রবেশ।] শিষ্যঃ—বেলোপলক্ষণার্থম্ (সময় নিরূপণ করবার জন্য) প্রবাসাৎ উপাবৃত্তেন (প্রবাস থেকে প্রত্যাগত) তত্রভবতা কাশ্যপেন (পূজনীয় তাত কণ্ব) আদিষ্টঃ অস্মি (আদেশ করেছেন)। প্রকাশং নির্গতঃ (বাইরে গিয়ে) তাবৎ অবলোকয়ামি (তাই দেখি) রজন্যাঃ কিয়দবশিষ্টম্ ইতি (রাতের আর কত অবশিষ্ট রয়েছে)। [পরিক্রম্য অবলোক্য চ—পরিক্রমণ করে ও দেখে] হন্ত প্রভাতম্ (এই যে ভোর হয়েছে)। তথাহি (কেননা) একতঃ (একদিকে) ওষধীনাং পতিঃ (চন্দ্র) অস্তশিখরং যাতি (অস্তাচলে গমন করছে)। অরুণপুরঃসরঃ (অরুণকে অগ্রভাগে স্থাপন কবে) অর্কঃ একতঃ আবিষ্কৃতঃ (সূর্য একদিকে প্রকাশ পাচ্ছে)। তেজো দ্বয়স্য যুগপৎ ব্যসনোদয়াভ্যাং (একই সময়ে দুই তেজোময় পদার্থের উদয় ও অস্ত দেখে) লোকঃ আত্মদশান্তরেষু (এ সংসার যেন স্ব স্ব ভাগ্যপরিবর্তনের শিক্ষা লাভ করছে)। অপি চ (তা ছাড়াও) সা এব কুমু দ্বতী (সেই কুমুদিনীই), শশিনি অন্তর্হিতে (চন্দ্র অস্তগমন করায়) সংস্মরণীয়শোভা (যার সৌন্দর্য স্মৃতির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে), মে দৃষ্টিং ন নন্দয়তি (এখন আর আমার নয়নের আনন্দ দান করছে না)। অবলাজনস্য (অবলা নারীদেব পক্ষে) ইষ্টপ্রবাসজনিতানি দুঃখানি (প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদজনিত দুঃখ) নূনম্ (অবশ্যই) অতিমাত্রসুদুঃসহানি (অত্যধিক দুঃসহ)।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর সদ্য নিদ্রা থেকে জাগ্রত শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য—প্রবাস থেকে প্রত্যাগত পূজনীয় তাত কণ্ব সময় নিরূপণ করবার জন্য আদেশ করেছেন। তাই বাইরে গিয়ে দেখি রাত আর কত অবশিষ্ট রয়েছে। (পরিক্রমণ করে ও দেখে) এই যে ভোর হয়েছে দেখছি। কেননা, একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্তাচলে গমন করেছে, আর একদিকে অরুণকে (রথের) অগ্রভাগে স্থাপন করে সূর্য প্রকাশ পাচ্ছে। একই সঙ্গে দুই তেজোময় পদার্থের উদয় ও অস্ত দেখে এ সংসারের লোক যেন স্ব স্ব ভাগ্যপরিবর্তনের শিক্ষা লাভ করে ॥ ২ ॥

তা' ছাড়াও—

চন্দ্র অস্তগমন করায় সেই কুমুদিনী, যার সৌন্দর্য স্মৃতির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখন আর আমার নয়নের আনন্দ বর্ধন করছে না। অবলা নারীদের পক্ষে প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদজনিত দুঃখ অবশ্যই অত্যধিক দুঃসহ ॥ ৩ ॥

মনোরমা—সুপ্তোত্থিতঃ—আদৌ সুপ্তঃ পশ্চাদ্ উত্থিতঃ, কর্মধা. "পূর্বকালৈক-সর্বজরৎ" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে। বেলোপলক্ষণার্থম্—উপলক্ষণায় ইদম্ ইতি উপলক্ষণার্থম্,

চতুর্থী তৎ। বেলায়াঃ উপলক্ষণার্থম্, ষষ্ঠীতৎ। আদিষ্টঃ—আ-দিশ্ + ক্তঃ। আবিষ্কৃতঃ—আবিস্-কৃ + ক্তঃ কর্মণি। অরুণপুরঃসরঃ—অরুণঃ পুরঃসরঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাম্—ব্যসনং চ উদয়শ্চ, ব্যসনোদয়ৌ, দ্বন্দ্বসমাসঃ, যুগপৎ ব্যসনোদয়ৌ, কর্মধা, তাভ্যাম্। অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। লোকঃ—উক্তে কর্মণি প্রথমা। নিয়ম্যতে—নি-যম্ — লট্ তে কর্মণি। আত্মদশান্তরেষু—আত্মনঃ দশা, আত্মদশা, ষষ্ঠীতৎ, তেষাম্ অন্তরম্, ষষ্ঠীতৎ, তেষু। অন্তর্হিতে শশিনি—"যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্" ইতি ভাবে সপ্তমী। অন্তর্হিতঃ—অন্তর্-ধা + ক্তঃ। কুমুদ্বতী—কুমুদ + ডমতুপ্ + ঙীপ্। ইষ্টপ্রবাস-জনিতানি—ইষ্টস্য প্রবাসঃ, ষষ্ঠীতৎ, তেন জনিতম্, তৃতীয়াতৎ, তানি। সংস্মরণীয়শোভা—সংস্মরণীয়া শোভা যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ।

আশা—যাতি ইতি। একতঃ একস্যাং দিশি পশ্চিমে গগনে ইত্যর্থঃ, ওষধীনাং তৃণভেদানাং পতিঃ চন্দ্রঃ অস্তস্য অস্তাচলস্য শিখরং শীর্ষদেশং যাতি আশ্রয়তি। একতঃ একস্যাং দিশি পূর্বস্মিন্ গগনে ইত্যর্থঃ, অরুণঃ সূর্যসারথিঃ গরুড়াগ্রজঃ, পুরঃ অগ্রে সরতি গচ্ছতি যঃ সঃ পুরঃসরঃ যস্য তথাভূতঃ অর্কঃ সূর্যঃ আবিষ্কৃতঃ আত্মপ্রকাশং কর্তুম্ আরভত। তেজোদ্বয়স্য চন্দ্রসূর্যয়োঃ যুগপৎ সমকালমেব যৎ বাসনং তিরোভাবঃ চন্দ্রস্য, যশ্চ উদয়ঃ আবির্ভাবঃ, তাভ্যাম্ হেতুভ্যাম্ এষ লোকঃ সংসারঃ, অন্যাঃ দশাঃ দশান্তরাণি অবস্থান্তরাণি ইত্যর্থঃ, তেষু ভিন্নাসু অবস্থাসু নিয়ম্যতে শিক্ষ্যতে ইব। ব্যসনং সম্পচ্চ চক্রবৎ পরি-বর্তেতে। তেন যুগপদেব কশ্চিদ্বিপদ্যতে কশ্চিদ্বা সম্পদ্যতে। অতঃ সম্পদি ন গর্বিতব্যং, ন শোচিতব্যং বা বিপদি ইত্যুপদেশঃ। অত্রোৎপ্রেক্ষালংকারঃ, বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্ ॥ ২ ॥

অন্তর্হিত ইতি। শশিনি চন্দ্রে অন্তর্হিতে ব্যবহিতে, দেশান্তরং গন্তুমুদ্যতে, সা শোভার্থং প্রসিদ্ধা এব ইয়ং পুরতো দৃশ্যমানা কুমুদ্বতী কুমুদিনী, সংস্মর্তুং যোগ্যা সংস্মরণীয়া স্মরণযোগ্যা শোভা সৌন্দর্যং যস্যাঃ সা এবম্ভূতা সতী দৃষ্টিং নয়নং ন নন্দয়তি আ!াদয়তি। কিঞ্চ, শশিনি শশী ইব প্রশস্তকুলোৎপন্নে রাজনি দুষ্যন্তে অন্তর্হিতে রাজধানীং গতে সা সৌন্দর্যার্থং প্রখ্যাতা এব ইয়ং কৌ পৃথিব্যাং মুদ্বতী হর্ষযুক্তা শকুন্তলা বিগতশোভা সতী দৃষ্টিং ন নন্দয়তি ন আ!াদয়তি। ইষ্টস্য প্রিয়স্য প্রবাসঃ বিদেশগমনং, তেন জনিতানি উৎপন্নানি দুঃখানি কষ্টানি অবলাজনেন স্ত্রীজনেন নূনং নিশ্চয়মেব অতিমাত্রং সমধিকং যথা স্যাৎ তথা সুদুঃসহানি ভবন্তি। অত্র শশিকুমুদ্বতীভ্যাং দুষ্যন্তশকুন্তলারূপার্থয়োঃ গম্যত্বাৎ সমাসোক্তিরলংকারঃ,—"সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কাব্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ" ইতি লক্ষণাৎ। উত্তরার্ধেন সামান্যেন পূর্বার্ধস্য বিশেষস্য সমর্থনাৎ সামান্যেন বিশেষসমর্থনরূপোঽর্থান্তরন্যাসঃ ইতি সমাসোক্ত্যর্থান্তরন্যাসয়োঃ সংকরঃ।

বসন্ততিলকং বৃত্তম্,—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি লক্ষণাৎ ॥

আলোচনা :

মহর্ষি কণ্বকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে জনৈক শিষ্য কালনিরূপণ করতে গিয়ে উক্ত শ্লোক দ্বয় উচ্চারণ করল। দুটি শ্লোকেই মানবের ভাগ্যপরিবর্তন সম্পর্কে মহার্ঘ শিক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। মানুষের জীবনে একান্ত সুখ বা একান্ত দুঃখের অবকাশ নেই। দুঃখের পর সুখ, এবং সুখের পর দুঃখ আসে, জীবনে উত্থান ও পতন, সম্পদ ও বিপদ যুগপৎ আসে না, চক্রের নেমির মত এদুটি নিয়ত আবর্তিত হতে থাকে। তাই সুখ ও সমৃদ্ধিতে মানবের যেমন উল্লসিত হওয়া উচিত নয়, তেমনি দুঃখ ও বিপত্তিতে মানুষের কখনো অধীর ও বিচলিত হওয়া অনুচিত। যেমন মেঘদূতে বলা হয়েছে,—"কস্যাপ্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা। নীচৈ র্গচ্ছত্যুপরি উপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।" (৪৮) ॥ "স্বপ্নবাসবদত্তম্" নাটকে মহাকবি ভাসও বলেছেন,—"কালক্রমেণ জগতঃ পরিবর্তমানা চক্রারপঙ্‌ক্তিরিব গচ্ছতি ভাগ্যপঙ্‌ক্তিঃ" (১/৪)॥

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিষ্যের মুখের উচ্চারিত শ্লোক দ্বয়ের মাধ্যমে মহাকবি যেন অত্যন্ত সুকৌশলে সামাজিকগণের মনে ভাবী ঘটনা পরম্পরার ছায়াপাত করে পূর্ব থেকেই পরিণাম বা ফলের জন্য তাঁদের প্রস্তুত করে রাখলেন। এ নাটকের পরবর্তী বৃত্তাংশ উপভোগ করবার সময় এই উত্থান-পতনের কথাই বারংবার তাঁদের মনে আঘাত করবে। রাজধানীতে প্রত্যাগমনের পর শকুন্তলার করুণ দৈন্যদশার ছায়া সহৃদয়-সামাজিকগণ এখানে দেখতে পাবেন।

প্রসিদ্ধ টীকাকার রাঘবভট্ট **"অন্তর্হিতে শশিনি"** ইত্যাদি শ্লোকে "শশী" শব্দে চন্দ্র-বংশজাত দুষ্যন্তকে, **"কুমুদ্বতী"** শব্দে শকুন্তলাকে ও "অন্তর্হিত" শব্দে রাজার তপোবন থেকে হস্তিনাপুরে প্রস্থানকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু টীকাকারের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করার পক্ষে বাধা আছে। কেননা দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার গান্ধর্বপরিণয়ের কথা অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা ছাড়া আর কারো জানা ছিল না। সুতরাং কণ্বশিষ্যের উচ্চারিত শ্লোকে সঙ্গতভাবেই দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার প্রতি ঈঙ্গিত থাকার কথা নয়। এইটি প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ চিন্তাপ্রবণ শিষ্যের প্রত্যুষের বর্ণনামাত্র। "কৌ পৃথিব্যাং মুদ্বতী হর্ষযুক্তা সা এব পূর্বদৃষ্টা শকুন্তলা। শশিনি দুষ্যন্তে, চন্দ্র-বংশোদ্ভবত্বাৎ, অন্তর্হিতে রাজধান্যাং প্রস্থিতে ইত্যাদি পূর্বার্ধং সর্বং যোজ্যম্। তেন অস্যাঃ রাজগৃহং প্রতি প্রস্থাপন-সূচকং তৃতীয়ং পতাকাস্থানম্ উপক্ষিপ্তম্ ॥ (অর্থদ্যোতনিকা)।

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ)

অনসূয়া—জই বি ণাম বিসঅপরম্মুহস্‌স বি জণস্‌স এদং ণ বিদিঅং তহ বি তেণ রণ্ণা সউন্দলাএ অণজ্জং আঅরিদং। (যদ্যপি নাম বিষয়পরাঙ্মুখস্য অপি জনস্য এতৎ ন বিদিতং তথাপি তেন রাজ্ঞা শকুন্তলায়াম্ অনার্যম্ আচরিতম্।)

শিষ্যঃ—যাবদুপস্থিতাং হোমবেলাং গুরবে নিবেদয়ামি। (নিষ্ক্রান্তঃ)

অনসূয়া—পড়িবুদ্ধা বি কিং করিস্‌সং। ণ মে উইদেসু বি ণিঅকরণিজ্জেসু হত্থপাআ পসরন্তি। কামো দাণিং সকামো হোদু জেণ অসচ্চসন্ধে জণে সুদ্ধহিঅআ সহী পদং কারিদা। অহবা দুব্বাসসো কোবো এসো বিআরেদি। অণ্ণহা কহং সো রাএসী তারিসাণি মন্তিঅ এত্তিঅস্‌স কালস্‌স লেহমেত্তংপি ণ বিসজ্জেদি। তা ইদো অহিণ্ণাণং অঙ্গুলীঅঅং সে বিসজ্জেম। দুক্‌খসীলে তবস্‌সিজনে কো অব্‌ভত্থীঅদু। ণং সহীগামী দোসো ত্তি ব্যবসিদা বি ণ পারেমি পবাসপড়িণিউত্তস্‌স তাদকস্‌সবস্‌স দুস্‌সন্দপরিণীদং আবণ্ণসত্তং সউন্দলং ণিবেদিদুং। ইত্থংগএ অম্‌হেহিং কিং করণিজ্জং। (প্রতিবুদ্ধা অপি কিং করিষ্যামি। ন মে উচিতেষু অপি নিজকরণীয়েষু হস্তপাদং প্রসরতি। কাম ইদানীং সকামো ভবতু যেন অসত্যসন্ধে জনে শূন্যহৃদয়া সখী পদং কারিতা। অথবা দুর্বাসসঃ শাপঃ এষঃ বিকারয়তি। অন্যথা কথং স রাজর্ষিঃ তাদৃশানি মন্ত্রয়িত্বা এতাবৎকালস্য লেখমাত্রম্ অপি ন বিসৃজতি। তৎ ইতঃ অভিজ্ঞানম্ অঙ্গুলীয়কম্ অস্মৈ বিসৃজামঃ। দুঃখশীলে তপস্বিজনে কঃ অভ্যর্থ্যতাম্। ননু সখীগামী দোষঃ ইতি ব্যবসিতা অপি ন পারয়ামি প্রবাসপ্রতিনিবৃত্তস্য তাতকাশ্যপস্য দুষ্যন্তপরিণীতাম্ আপন্নসত্ত্বাম্ শকুন্তলাম্ নিবেদয়িতুম্। ইত্থংগতে অস্মাভিঃ কিং করণীয়ম্।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—প্রবিশ্য + অপটীক্ষেপেণ। যাবৎ + উপস্থিতাম্।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[প্রবিশ্য অপটীক্ষেপেণ—যবনিকা না সরিয়ে প্রবেশ করে] অনসূয়া—যদ্যপি নাম (যদিও) বিষয়পরাঙ্মুখস্য অপি জনস্য (বিষয়ের প্রতি উদাসীন ব্যক্তির পক্ষে) এতৎ ন বিদিতম্ (এইটি জানা নেই অর্থাৎ এ ব্যাপারে আমরা অনভিজ্ঞ)। তথাপি (তবুও) তেন রাজ্ঞা (সেই রাজা) শকুন্তলায়াং (শকুন্তলার প্রতি) অনার্যম্ আচরিতম্ (সদাচার লঙ্ঘন করেছেন)। শিষ্যঃ—যাবৎ (যাই) উপস্থিতাং হোমবেলাং (হোম-অনুষ্ঠানের সময় হয়েছে) গুরবে নিবেদয়ামি (তা' গুরুকে নিবেদন

করি)। [নিষ্ক্রান্তঃ—বহির্গত হলেন] অনসূয়া—প্রতিবুদ্ধা অপি কিং করিষ্যামি (জাগ্রত হয়েই বা কি করব), উচিতেষু অপি নিজকরণীয়েষু (অবশ্যকরণীয় কর্মেও) ন মে হস্তপাদং প্রসরতি (আমার হাতপা আর চলছে না)। কামঃ ইদানীং সকামঃ ভবতু (মদনের বাঞ্ছাই এখন পূর্ণ হোক), যেন অসত্যসন্ধে জনে (কারণ, তিনিই এক মিথ্যাবাদী লোকের প্রতি) শূন্যহৃদয়া সখী পদং কারিতা (সরলচিত্ত প্রিয়সখীকে আসক্ত করেছেন)। অথবা (অথবা) দুর্বাসসঃ কোপঃ (দুর্বাসার ক্রোধই) এষঃ বিকারয়তি (এ বিকার উপস্থিত করেছে)। অন্যথা (তা' নাহলে), কথং স রাজর্ষিঃ (কেন সেই রাজর্ষি) তাদৃশানি মন্ত্রয়িত্বা (আমাদের কাছে এরকম কথা বলেও) এতাবৎকালস্য (এতদিনের মধ্যে) লেখমাত্রমপি ন বিসৃজতি (একখানা পত্রও দিলেন না)। তৎ ইতঃ (এখান থেকে যাবার সময়) অভিজ্ঞানম্ অঙ্গুরীয়কম্ (স্মারক এই অঙ্গুরীয়কটি) অস্মৈ বিসৃজামঃ (ওর সঙ্গে দিয়ে দেব)। দুঃখশীলে তপস্বিজনে কঃ অভ্যর্থতাম্ (সকল তাপসের জীবনই তো কষ্টকর, কাকেই বা অনুরোধ করি)। ননু সখীগামী দোষঃ (পাছে সখীর উপব দোষ পড়ে) ব্যবসিতা অপি (মনে স্থির করে রাখলেও) প্রবাসপ্রতিনিবৃত্তস্য তাতকাশ্যপস্য (প্রবাস থেকে কিরে আসার পর তাত কাশ্যপকে) দুষ্যন্তপরিণীতাম্ আপন্নসত্ত্বাম্ শকুন্তলাং (শকুন্তলা দুষ্যন্তের পরিণীতা এবং সে সন্তানসম্ভবা এ কথা) ন পারয়ামি নিবেদয়িতুম্ (নিবেদন করতে পারিনি)। ইত্থংগতে (এ অবস্থায়) অস্মাভিঃ কিং করণীয়ম্ (আমাদের কি কর্তব্য)?

বঙ্গানুবাদ—(যবনিকা না সরিয়ে প্রবেশ করে)

অনসূয়া—যদিও বিষয়ের প্রতি উদাসীন ব্যক্তির পক্ষে এইটি জানা নেই, তবুও সেই রাজা শকুন্তলার প্রতি সদাচার লঙ্ঘন করেছেন।

শিষ্য—যাই, হোম-অনুষ্ঠানের সময় হয়েছে তা' গুরুদেবকে নিবেদন করি। (বহির্গত হলেন)

অনসূয়া—জাগ্রত হয়েই বা কি করব? অবশ্যকরণীয় কর্মেও আমার হাতপা আর চলছে না। কামদেবের বাসনাই এখন পূর্ণ হোক্। কারণ, তিনিই এক মিথ্যাবাদী লোকের প্রতি সরলচিত্ত প্রিয়সখীকে আসক্ত করেছেন। অথবা দুর্বাসার ক্রোধই এ বিকার উপস্থিত করেছে। তা' না হলে, কেন সেই রাজর্ষি আমাদের কাছে এরকম কথা বলেও এতদিনের মধ্যে একখানা পত্রও দিলেন না। আচ্ছা, এখান থেকে যাবার সময় স্মারক অঙ্গুরীয়কটি ওর সঙ্গে দিয়ে দেব। সকল তাপসের জীবনই তো কষ্টকর, কাকেই বা অনুরোধ করি।

পাছে সখীর উপর দোষ পড়ে, মনস্থির করে রাখলেও, প্রবাস থেকে প্রত্যাগত তাত কাশ্যপকে শকুন্তলা দুষ্যন্তের পরিণীতা এবং সে সন্তানসম্ভবা একথা নিবেদন করতে পারিনি। এ অবস্থায় আমাদের কি কর্তব্য?

মনোরমা—শূন্যহৃদয়া—শূন্যং হৃদয়ং যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ। হস্তপাদম্ হস্তৌ চ পাদৌ চ, সমাহারঃ দ্বন্দ্বঃ। দুষ্যন্তপরিণীতাম্—দুষ্যন্তেন পরিণীতা, তৃতীয়া তৎ, তাম্। গুরবে—ক্রিয়াযোগে চতুর্থী,—"কর্মণা যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্"—এই বার্তিক সূত্র অনুসারে। তপস্বিজনে—নির্ধারণে সপ্তমী, "যতশ্চ নির্ধারণম্"—এই সূত্র অনুসারে।

(প্রবিশ্য)

প্রিয়ংবদা—(সহর্ষম্) সহি, তুবর, তুবর, সউন্দলাএ পত্থাণকোদুঅং ণিব্ব-ত্তিদুং। (সখি, ত্বরস্ব ত্বরস্ব শকুন্তলায়াঃ প্রস্থানকৌতুকং নির্বর্তয়িতুম্।)

অনসূয়া—সহি, কহং এদং (সখি, কথম্ এতৎ)।

প্রিয়ংবদা—সুণাহি। দাণিং সুহসইদপুচ্ছিআ সউন্দলাসআসং গদম্হি।

(শৃণু, ইদানীং সুখশয়িতপৃচ্ছিকা শকুন্তলাসকাশং গতাস্মি।)

অনসূয়া—তদো তদো। (ততঃ ততঃ।)

প্রিয়ংবদা—তদো জাব এণং লজ্জাবণদমুহিং পরিস্সজিঅ তাদকস্সবেণ এব্বং অহিণন্দিদং। দিট্‌ঠিআ ধূমাউলিদদিট্‌ঠিণো বি জঅমাণস্স পাঅএ এব্ব আহুদী পডিদা। বচ্ছে, সুসিস্সপরিদিণ্ণা বিজ্জা বিঅ অসোঅণিজ্জা সংবুত্তা। অজ্জ এব্ব ইসিরক্‌খিদং তুমং ভত্তুণো সআসং বিসজ্জেমি ত্তি। (ততো যাবৎ এনাং লজ্জাবনবতমুখীং পরিষ্বজ্য তাতকাশ্যপেন এবম্ অভিনন্দিতম্। দিষ্ট্যা ধূমাকুলিতদৃষ্টেঃ অপি যজমানস্য পাবক এব আহুতিঃ পতিতা। বৎসে। সুশিষ্যপরিদত্তা বিদ্যা ইব অশোচনীয়া সংবৃত্তা। অদ্য এব ঋষিরক্ষিতাং ত্বাং ভর্তুঃ সকাশং বিসর্জয়ামি ইতি)।

অনসূয়া—অহ কেণ সুইদো তাদকস্সবস্স বুত্তন্তো। (অথ কেন সূচিতঃ তাতকাশ্যপস্য বৃত্তান্তঃ?)

প্রিয়ংবদা—অগ্‌গিসরণং পবিট্‌ঠস্স সরীরং বিণা ছন্দোমইএ বাণিআএ। (অগ্নিশরণং প্রবিষ্টস্য শরীরং বিনা ছন্দোময্যা বাণ্যা।) (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

দুষ্যন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব ॥ ৪ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—গতা + অস্মি। পাবকে + এব, সংস্কৃতম্ + আশ্রিত্য, দুষ্যন্তেন + আহিতম্, শমীম্ + ইব, ব্রহ্মন্ + অগ্নিগর্ভাম্।

অন্বয়—হে ব্রহ্মন্, দুষ্যন্তেন আহিতং তেজঃ ভুবঃ ভূতয়ে দধানাং তনয়াম্ অগ্নিগর্ভাং শমীম্ ইব অবেহি ॥ ৪ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[প্রবিশ্য—প্রবেশ করে] প্রিয়ংবদা—(সহর্ষং—আনন্দের সঙ্গে) সখি, তরস্ব তরস্ব (সখি, দ্রুত কর, সত্বর কর) শকুন্তলায়াঃ প্রস্থানকৌতুকং নির্বর্তয়িতুং (শকুন্তলার যাত্রাকালীন মঙ্গলাচরণগুলি সম্পন্ন করতে হবে)। অনসূয়া—সখি কথমেতৎ (সখি, এটা কেমন করে হলো?) প্রিয়ংবদা—শৃণু, ইদানীং সুখশয়িতপৃচ্ছিকা শকুন্তলাসকাশম্ গতাস্মি (শোন, এই মাত্র ঠিকমত নিদ্রা হয়েছে কিনা তা' জানতে শকুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম।) অনসূয়া—ততঃ ততঃ (তারপর, তারপর)। প্রিয়ংবদা—ততঃ (তারপর) যাবৎ এনাং লজ্জাবনতমুখীং পরিষ্বজ্য (দেখি শকুন্তলা লজ্জায় মুখ নীচু করে আছে, আর তাকে আলিঙ্গন করে) তাতকাশ্যপেন এবম্ অভিনন্দিতম্ (পিতা কণ্ব এভাবে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন)। দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যবশতঃ) ধূমাকুলিতদৃষ্টেঃ অপি যজমানস্য (যজ্ঞাগ্নি থেকে উত্থিত ধূমে যজমানের নয়নযুগল আচ্ছন্ন হলেও) পাবকে এব আহুতিঃ পতিতা (আহুতি অগ্নিতেই পতিত হয়েছে)। বৎসে (বৎস), সুশিষ্যপরিদত্তা বিদ্যা ইব (উত্তমশিষ্যকে দত্ত বিদ্যার ন্যায়) অশোচনীয়া সংবৃত্তা (তা অনুশোচনার বিষয় হয়নি)। অদ্য এব (আজই) ঋষিরক্ষিতাং ত্বাং (ঋষিদের দ্বারা সুরক্ষিত করে তোমাকে) ভর্তুঃ সকাশম্ (পতির কাছে) বিসর্জয়ামি ইতি (প্রেরণ করছি)। অনসূয়া—অথ (অনন্তর) তাতকাশ্যপস্য (তাত কাশ্যপের কাছে) বৃত্তান্তঃ (এ ঘটনা) কেন সূচিতঃ (কে জানিয়েছে)? প্রিয়ংবদা—অগ্নিশরণং প্রবিষ্টস্য (যখন তিনি অগ্নিশরণে প্রবেশ করেন) শরীরং বিনা ছন্দোময্যা বাণ্যা (অশরীরী ছন্দোময়ী বাণী তা' জানিয়েছে)। [সংস্কৃতম্ আশ্রিত্য—সংস্কৃতভাষা অবলম্বন করে] হে ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মন্) ভুবঃ ভূতয়ে (জগতের কল্যাণের জন্য) দুষ্যন্তেন আহিতং তেজঃ (দুষ্যন্তকর্তৃক নিষিক্ত তেজ) দধানাং তনয়াং (তোমার কন্যা ধারণ করেছে) অগ্নিগর্ভাং শমীম্ ইব (অগ্নিগর্ভ শমীর মত) অবেহি (একে জানবেন)।

বঙ্গানুবাদ—(প্রবেশ করে) প্রিয়ংবদা (আনন্দের সঙ্গে) সখি দ্রুত কর, সত্বর কর। শকুন্তলার যাত্রাকালীন মঙ্গলাচরণগুলি সম্পন্ন করতে হবে।

অনসূয়া—সখি, এটা কেমন করে হল?

প্রিয়ংবদা—শোন, এইমাত্র ঠিকমত নিদ্রা হয়েছে কি না তা জানতে শকুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম।

অনসূয়া—তারপর, তারপর।

প্রিয়ংবদা—তারপর দেখি শকুন্তলা লজ্জায় মুখ নীচু করে আছে, আর তাকে আলিঙ্গন করে পিতা কণ্ব এভাবে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন,—সৌভাগ্যক্রমে যজ্ঞাগ্নি থেকে উত্থিত ধূমে যজমানের নয়নযুগল আচ্ছন্ন হলেও আহুতি অগ্নিতেই পতিত হয়েছে। বৎস, উত্তম শিষ্যকে প্রদত্ত বিদ্যার ন্যায় তা' অনুশোচনার বিষয় হয়নি। আজই ঋষিদের দ্বারা সুরক্ষিত করে পতি সকাশে প্রেরণ করছি।

অনসূয়া—তাত কাশ্যপের কাছে এ বৃত্তান্ত কে নিবেদন করেছে?

প্রিয়ংবদা—যখন তিনি অগ্নিশরণে প্রবেশ করেন, তখন অশরীরী এক ছন্দোময়ী বাণী তা' জানিয়েছে। (সংস্কৃতভাষা আশ্রয় করে) হে ব্রহ্মন্, জগতের কল্যাণের জন্য আপনার কন্যা দুষ্যন্তের দ্বারা নিষিক্ত তেজ ধারণ করছে। একে অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষের মত জানবেন।

মনোরমা—আহিতম্—আ-ধা + ক্ত কর্মণি। তেজো দধানা—এখানে 'দধানা' পদে (ধা + শানচ্ + টাপ্‌তাম্) আত্মনেপদের প্রয়োগ ব্যাকরণসম্মত হয়নি, কেননা, এখানে ক্রিয়ার ফল কর্তৃগামি না হয়ে, ভূগামি হয়েছে। অবেহি—অব-আ-ই + লোট্ মধ্যমপুরুষ একবচন। অগ্নিগর্ভাম্—অগ্নিঃ গর্ভে যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ, তাম্। এখানে "সপ্তমীবিশেষণে বহুব্রীহৌ"—এই সূত্র অনুসারে সপ্তম্যন্তপদের পূর্বনিপাত না হয়ে, "গড্বাদেঃ পরা সপ্তমী"—এই সূত্র অনুসারে 'গর্ভ' পদকে গড্বাদিগণে ধরে নিয়ে—এর পরনিপাত হয়েছে ॥

অনসূয়া—(প্রিয়ংবদামাশ্লিষ্য) সহি, পিঅং মে। কিংদু অজ্জ এব্ব সউন্দলা ণীঅদি ত্তি উক্কণ্ঠাসাধারণং পরিতোসং অনুহোমি। (সখি, প্রিয়ং মে। কিন্তু অদ্য এব শকুন্তলা নীয়তে ইতি উৎকণ্ঠাসাধারণং পরিতোষম্ অনুভবামি।)

প্রিয়ংবদা—সহি, আবাং দাব উক্কণ্ঠং বিণোইস্সামো। সা তবস্সিণী নিব্বুদা হোদু। (সখি, আবাং তাবৎ উৎকণ্ঠাং বিনোদয়িষ্যাবঃ। সা তপস্বিনী নির্বৃতা ভবতু)।

অনসূয়া—তেণ হি এদস্‌সিং চূদসাহাবলম্বিদে ণারিএরসমুগ্‌গএ এতন্নিমিত্তং এব্ব কালান্তরক্‌খমা নিক্‌খিত্তা মএ কেসরমালিআ। তা ইমং হত্থসংণিহিদং করেহি। জাব অহং পি সে মঅলোঅণং তিত্থমিত্তিঅং দুব্বা-কিসল-আণি ত্তি মঙ্গলসমালম্ভণাণি বিরএমি। (তেন হি এতস্মিন্ চূতশাখা-বলম্বিতে নারিকেল-সমুদ্‌গকে এতন্নিমিত্তম্ এব কালান্তরক্ষমা নিক্ষিপ্তা ময়া কেসরমালিকা। তৎ ইমাং হস্তসংনিহিতাং কুরু। যাবৎ অহম্ অপি তস্যৈ গোরোচনাং তীর্থমৃত্তিকাং দূর্বাকিসলয়াণি ইতি মঙ্গলসমালম্ভনানি বিরচয়ামি।)

প্রিয়ংবদা—তহ করীঅদু। (তথা ক্রিয়তাম্।)

(অনসূয়া নিষ্ক্রান্তা। প্রিয়ংবদা নাট্যেন সুমনসো গৃহ্নাতি।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—প্রিয়ংবদাম্ + আশ্লিষ্য। এতৎ + নিমিত্তম্।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—অনসূয়া—[প্রিয়ংবদামাশ্লিষ্য—প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করে] সখি, প্রিয়ং মে (সখি এ বড় আনন্দের)। কিন্তু অদ্য এব (কিন্তু আজই) শকুন্তলা নীয়তে (শকুন্তলাকে নিয়ে যাবে) ইতি উৎকণ্ঠাসাধারণং পরিতোষম্ অনুভবামি (এজন্য আনন্দের সঙ্গে বিষাদও অনুভব করছি)। প্রিয়ংবদা—সখি, আবাং তাবৎ (সখি আমরা কোনপ্রকারে) দুঃখং বিনোদয়িষ্যাবঃ (দুঃখের নিবৃত্তি করব)। সা তপস্বিনী (সেই তপস্বিনী) নির্বৃতা ভবতু (সুখী হোক্)। অনসূয়া—তেন হি, এতস্মিন্ চূতশাখাবলম্বিতে (এ আম্রবৃক্ষের শাখায় প্রলম্বমান) নারিকেলসমুদ্‌গকে (নারকেলের মালায়) এতন্নিমিত্তং এব (এ কাজের জন্য) কালান্তরক্ষমা (দীর্ঘকালস্থায়ী) কেসরমালিকা (বকুল ফুলের মালা) ময়া নিক্ষিপ্তা (আমি রেখে দিয়েছি)। তৎ ইমাং (এখন সেটা) হস্তসন্নিহিতান্ কুরু (হাতের কাছে রাখ)। যাবৎ অহম্ অপি (ততক্ষণ আমি) তস্যৈ (তার জন্য) গোরোচনাং (গোরোচনা) তীর্থমৃত্তিকাং (তীর্থমৃত্তিকা) দুর্বাকিসলয়ানি ইতি (দুর্বাব শিষ ইত্যাদি) মঙ্গলসমালম্ভানি বিরচয়ামি (মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের উপকবণসমূহ সাজিয়ে রাখি)। প্রিয়ংবদা—তথা ক্রিয়তাম্ (তাই কর)। অনসূয়া নিষ্ক্রান্তা—অনুসূয়া বেরিয়ে গেলেন। প্রিয়ংবদা নাট্যেন সুমনসো গৃহ্নাতি—প্রিয়ংবদা ফুলের মালা পাড়ার অভিনয় করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—অনসূয়া (প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করে) এ অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু আজই শকুন্তলাকে নিয়ে যাবে—এই ভেবে আনন্দের সঙ্গে বিষাদও অনুভব করছি।

প্রিয়ংবদা—সখি, আমরা কোনপ্রকারে দুঃখের নিবৃত্তি করবো, কিন্তু সেই দুঃখিনী শকুন্তলা সুখী হোক।

অনসূয়া—এ আম্রবৃক্ষের শাখায় বিলম্বিত নারকেলমালায় এ কাজের জন্য একটি দীর্ঘকালস্থায়ী বকুল ফুলের মালা আমি রেখে দিয়েছি। এখন সেটা হাতের কাছে রাখ। ততক্ষণ আমি গোরোচনা, তীর্থমৃত্তিকা, দুর্বার শিস্ ইত্যাদি উপকরণ সাজিয়ে রাখি।

প্রিয়ংবদা—তাই কর।

(অনসূয়া বহির্গত হলেন, প্রিয়ংবদা ফুলের মালা পাড়ার অভিনয় করলেন।)

আলোচনা :

(ক) পতিগৃহ যাত্রাকালে শকুন্তলাকে বেশ কিছু মাঙ্গলিক উপকরণ দেওয়া হয়েছিল, যেমন বকুলফুলের মালা, তীর্থমৃত্তিকা, গোরোচনা, দুর্বার শিষ্ ইত্যাদি। যাত্রাকালে যে সকল মাঙ্গলিক উপকরণ প্রদত্ত হয়, সেগুলি হল,—"দুগ্ধং চ রোচনামাজ্যমমৃতং পায়সং তথা। শালগ্রামং পক্বফলং স্বস্তিকং শর্করাং মধু ॥ মার্জারং চ বৃযেন্দ্রং চ মেষপর্বতমূষিকম্। মেঘাচ্ছন্নস্য চ রবেরুদয়ং চন্দ্রমণ্ডলম্। কস্তুরীং কজ্জলং তোয়ং হরিদ্রাং তীর্থমৃত্তিকাম্ ॥ সিদ্ধান্নং সর্ষপং দূর্বাং বিপ্রবালং চ বালিকাম্ ॥ " অর্থাৎ দুগ্ধ, গোরোচনা, ঘৃত, অমৃত, পায়স, শালগ্রাম, পাকাফল, স্বস্তিক, শর্করা, মধু, মার্জার, বৃষশ্রেষ্ঠ, মেষ, পর্বতমূষিক, কস্তুরী, কজ্জল, জল, হরিদ্রা, তীর্থমৃত্তিকা, সিদ্ধান্ন, সরষে, দূর্বা, বালিকা ইত্যাদি।

(খ) **"অগ্নিগর্ভাং শমীমিব"**—মহর্ষি ব্যাসদেবকৃত মহাভারতের অনুশাসনপর্বে এ বিষয়ে পৌরাণিক বার্তা রয়েছে। শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরে অগ্নি রয়েছে বলে মনে করা হয়। দেবতাদের অনুরোধে অগ্নি স্বয়ং শিবের তেজঃ ধারণ করেন, কিন্তু পরে তাপ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে জলে প্রবেশ করেন। একটি ব্যাঙ্ দেবতাদের কাছে তা' প্রকাশ করে দিলে, অগ্নি তখন আশ্রয় নেন অশ্বত্থবৃক্ষে। একটি হস্তী তা দেবতাদের জানিয়ে দিলে, অগ্নি তখন শমীবৃক্ষে প্রবেশ করেন। এবার শুকপাখী তা দেবতাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। দেবতাগণ অগ্নিকে শমীবৃক্ষে খুঁজে পান এবং সেদিন থেকে শমীবৃক্ষ অগ্নিগর্ভ বলে পরিচিত হতে থাকে।

(গ) নাট্যশাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী সংস্কৃত নাটকে সাধারণ নারীচরিত্র প্রাকৃতভাষা ব্যবহার করবেন। এখানে কিন্তু শকুন্তলার প্রিয়সখী প্রিয়ংবদা সংস্কৃত ভাষায় "দুষ্যন্তেনাহিতং তেজঃ" শ্লোকটি উচ্চারণ করেছেন। এ ব্যতিক্রম কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমোদিত হয়। সেজন্য সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে,—"সংস্কৃতং সংপ্রয়োক্তব্যং লিঙ্গিনীমুত্তমাসু চ"। "উত্তমাসু উৎকৃষ্ট-জাতীযাসু নারীষু সংস্কৃতং কবিনা যথেচ্ছং সংপ্রযোক্তব্যম্।" (হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ)। "যোজ্যং বিদূযকোন্মত্তবালতাপসযোষিতাম্। নীচানাং পণ্ডকানাং চ নীচগ্রহবিকারিণাম্। বিদ্বদ্ভিঃ প্রাকৃতং কার্যং কারণাৎ সংস্কৃতং ক্বচিৎ ॥" ইত্যাদি। (মাতৃগুপ্তাচার্যঃ)।

(নেপথ্যে)

গৌতমি, আদিশ্যন্তাং শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ শকুন্তলানয়নায়।

প্রিয়ংবদা—(কর্ণং দত্ত্বা) অনসূএ, তুবরসু। এদে ক্খু হত্থিণাউরগামিণো ইসীও সদ্দাবীঅন্তি। (অনসূয়ে, ত্বরস্ব। এতে খলু হস্তিনাপুরগামিনঃ ঋষয়ঃ শব্দায়ন্তে।)

(প্রবিশ্য সমালম্ভনহস্তা)

অনসূয়া—সহি, এহি। গচ্ছম্হ। (সখি, এহি। গচ্ছাবঃ।)

(পরিক্রামতঃ)

প্রিয়ংবদা—(বিলোক্য) এসা সুজ্জোদএ ওব্ব সিহামজ্জিদা পড়িচ্ছিদ-ণীবারহত্থাহিং সোত্থিবাঅণকাহিং তাবসীহিং অহিণন্দীঅমাণা সউন্দলা চিট্ঠই। উবসপ্পম্হ ণং। (এষা সূর্যোদয়ে এব শিখামজ্জিতা প্রতীষ্টনীবারহস্তাভিঃ স্বস্তিবাচনিকাভিঃ তাপসীভিঃ অভিনন্দ্যমানা শকুন্তলা তিষ্ঠতি। উপসর্পাবঃ এনাম্।)

(উপসর্পতঃ)

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[নেপথ্যে—বেযরচনাগৃহ থেকে] গৌতমি (শোন গৌতমী)। শকুন্তলানয়নায় (শকুন্তলাকে আনাব জন্য) শার্ঙ্গববমিশ্রাঃ আদিশ্যন্তাম্ (শার্ঙ্গরব প্রভৃতিকে বল)। প্রিয়ংবদা—(কর্ণং দত্ত্বা—কান পেতে শুনে) অনসূয়ে তরস্ব (অনসূয়া, দ্রুত কব)। এতে খলু হস্তিনাপুরগামিনঃ ঋষয়ঃ (হস্তিনাপুরে যেসকল তাপস যাবেন) শব্দায়ন্তে (তাঁদের ডাকা হচ্ছে)। [প্রবিশ্য সমালম্ভন-হস্তা—সজ্জার উপকরণ হাতে নিয়ে প্রবেশ করে] অনসূয়া—সখি, এহি (সখি, এস)। গচ্ছাবঃ (আমরা যাই)। (পরিক্রামতঃ—দুজনে পরিক্রমণ করলেন)। প্রিয়ংবদা—(বিলোক্য—দেখে) সূর্যোদয়ে এব (ভোর বেলাতেই) শিখামজ্জিতা (স্নান করে) এষা শকুন্তলা তিষ্ঠতি (এই যে শকুন্তলা বসে আছে)। প্রতীষ্টনীবারহস্তাভিঃ (নীবারধান্যের পাত্র হস্তে নিয়ে) স্বস্তিবাচনিকাভিঃ (স্বস্তিবচন পাঠ করতে কবতে) তাপসীভিঃ অভিনন্দ্যমানা (তাপসীরা তাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছে)। উপসর্পাবঃ এনাম্ (চল, ওর কাছে যাই)। (উপসর্পতঃ—দুজনেই তার কাছে গেলেন)।

বঙ্গানুবাদ—(নেপথ্যে) গৌতমী শোন, শাকুন্তলাকে নিয়ে আসার জন্য শার্ঙ্গরব প্রভৃতিকে বল।

প্রিয়ংবদা—(কান পেতে শুনে) অনসূয়া, সত্বর কর। যে সকল তাপস হস্তিনাপুরে যাবেন তাঁদের ডাকা হচ্ছে। (হাতে সাজের উপকরণাদি নিয়ে প্রবেশ করে)।

অনসূয়া—সখি চল, আমার যাই। (দুজনে পরিক্রমণ করলেন)। প্রিয়ংবদা (দেখে)

ভোর বেলাতেই স্নান করে এই যে শকুন্তলা বসে রয়েছে। নীবারধান্য হাতে নিয়ে, স্বস্তিবচন পাঠ করে, তাপসীরা তাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছে। চল, ওর কাছে যাই।

(দুজনেই কাছে গেলেন)

(ততঃ প্রবিশতি যথোদ্দিষ্টব্যাপারা আসনস্থা শকুন্তলা)

তাপসীনামন্যতমা—(শকুন্তলাং প্রতি) জাদে, ভত্তুণো বহুমাণসূঅঅং মহাদেঈসদ্দং লহেহি (জাতে, ভর্তুঃ বহুমানসূচকং মহাদেবীশব্দং লভস্ব।)

দ্বিতীয়া—বচ্ছে, বীরপ্পসবিণী হোহি। (বৎসে, বীরপ্রসবিনী ভব।)

তৃতীয়া—বচ্ছে, ভত্তুণো বহুমদা হোহি। (বৎসে, ভর্তুঃ বহুমতা ভব।)

(আশিষো দত্ত্বা গৌতমীবর্জং নিষ্ক্রান্তাঃ)

সখ্যৌ—(উপসৃত্য) সহি, সুহমজ্জণং দে হোদু। (সখি, সুখমজ্জনং তে ভবতু।)

শকুন্তলা—সাঅয়ং মে সহীণং। ইদো ণিসীদহ। (স্বাগতং মে সখ্যোঃ। ইতো নিষীদতম্।)

উভে—(মঙ্গলপাত্রাণ্যাদায় উপবিশ্য) হলা, সজ্জা হোহি। জাব মঙ্গলসমালম্ভণং বিরএম। (হলা, সজ্জা ভব। যাবৎ মঙ্গলসমালম্ভনং বিরচয়াবঃ।)

শকুন্তলা—ইদং পি বহু মন্তব্বং। দুল্লহং দাণিং মে সহীমণ্ডণং ভবিস্সদি ত্তি। (বাষ্পং বিসৃজতি)। (ইদম্ অপি বহু মন্তব্যম্। দুর্লভম্ ইদানীং মে সখীমণ্ডনং ভবিষ্যতি। ইতি) (বাষ্পং বিসৃজতি)।

উভে—সহি, উইঅং ণ দে মঙ্গলকালে রোইদুং। (অশ্রূণি প্রমৃজ্য নাট্যেন প্রসাধয়তঃ)। (সখি উচিতং ন তে মঙ্গলকালে রোদিতুম্।)

প্রিয়ংবদা—আহরণোইদং রবং অস্সমসুলহেহিং পসাহণেহিং বিপ্প-আরীঅদি। (আভরণোচিতং রূপম্ আশ্রমসুলভৈঃ প্রসাধনৈঃ বিপ্রকার্যতে।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—তাপসীনাম্ + অন্যতমা। মঙ্গলপাত্রাণি + আদায়।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—(ততঃ—তারপর, যথোদ্দিষ্টব্যাপারা—পূর্বোক্ত প্রকারে

আসনে উপবিষ্টা শকুন্তলার প্রবেশ)। তাপসীনাম্ অন্যতমা (তাপসীদের মধ্যে একজন)—(শকুন্তলাং প্রতি—শকুন্তলাকে লক্ষ্য করে) জাতে (বৎস) ভর্ত্তুঃ (স্বামীর) বহুমানসূচকং (অশেষ সম্মান জ্ঞাপক) মহাদেবীশব্দং লভস্য ('মহাদেবী' সম্বোধন লাভ কর)। দ্বিতীয়া—বৎসে (বৎস) বীরপ্রসবিনী ভব (বীর পুত্রের জন্মদান কর)। তৃতীয়া—বৎসে (বৎস) ভর্ত্তুঃ বহুমতা ভব (পতির আদর ও সম্মানের পাত্রী হও)। [আশিষঃ দত্ত্বা (আশীর্বাদ করে) গৌতমীবর্জং নিষ্ক্রান্তাঃ (গৌতমী ব্যতীত সকলেই চলে গেলেন]। সখ্যৌ—(দুই সখী)—উপসৃত্য (অগ্রসর হয়ে)—সখি (সখি) সুখমজ্জনং তে ভবতু (সুখসাগরে অবগাহন কর)। শকুন্তলা—স্বাগতং মে সখ্যোঃ (আমার সখীদু'জনকে স্বাগত জানাই)। ইতো নিষীদতম্ (এখানে উপবেশন কর)। উভে (সখী দু'জন)—[মঙ্গলপাত্রাণি আদায় উপবিশ্য—মঙ্গলপাত্র নিয়ে উপবেশন করে] হলা (সখী) সজ্জা ভব (এবার তুমি প্রস্তুত হও) যাবৎ মঙ্গলসমালম্ভনং বিরচয়াবঃ (তোমাকে আমরা মঙ্গল-উপকরণে সজ্জিত করি)। শকুন্তলা—ইদম্ অপি বহু মন্তব্যম্ (এটুকুও আমার কাছে অত্যন্ত আদরের)। ইদানীং (এখন থেকে) সখীমণ্ডনং (সখীদেব হাতে সজ্জিত হওয়া) মে দুর্লভং ভবিষ্যতি (আমার পক্ষে একেবারে দুর্লভ হবে) ইতি (এই বলে) বাষ্পং বিসৃজতি (অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল)। উভে—(সখী দু'জন) সখি (সখি) মঙ্গলকালে রোদিতুং ন তে উচিতম্ (এ শুভক্ষণে তোমার রোদন কবা উচিত নয়)। [অশ্রূণি প্রমৃজ্য নাট্যেন প্রসাধয়তঃ—চোখের জল মুছিয়ে শকুন্তলাকে সজ্জিত করার অভিনয় করলেন] প্রিয়ংবদা—আভরণোচিতং রূপং (অলংকরণের যোগ্য তোমার এই রূপ) আশ্রমসুলভৈঃ (তপোবনে অনায়াসে লব্ধ) প্রসাধনৈঃ বিপ্রকার্যতে (অলংকরণের উপকরণে বিকৃত হচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর পূর্বোক্ত প্রকারে আসনে উপবিষ্টা শকুন্তলার প্রবেশ)। তাপসীদের মধ্যে একজন (শকুন্তলাকে লক্ষ্য করে)—বৎস, পতির অশেষ সম্মানজ্ঞাপক "মহাদেবী" সম্বোধন লাভ কর।

দ্বিতীয়া—বৎস, বীরপুত্রের জন্মদান কর।

তৃতীয়া—বৎস, স্বামীর আদর ও সম্মানের পাত্রী হও।

[আশীর্বাদ দান করে গৌতমী ব্যতীত সকলেই নিষ্ক্রান্ত হলেন]।

দুই সখী (অগ্রসর হয়ে)—সখি, সুখসাগরে অবগাহন কর।

শকুন্তলা—আমার সখীদু'জনকে স্বাগত জানাই। এখানে উপবেশন কর।

সখীদ্বয়—(মঙ্গলপাত্র নিয়ে উপবেশন করে) সখী, এবার তুমি প্রস্তুত হও। তোমাকে আমরা মঙ্গল উপকরণে সজ্জিত করি।

শকুন্তলা—এটুকুও আমার কাছে অত্যন্ত আদরের। এখন থেকে সখীদের হাতে সজ্জিত হওয়া আমার পক্ষে একেবারে দুর্লভ হবে। (এই বলে অশ্রুমোচন করতে লাগল)।

সখীদ্বয়—সখি, এ শুভক্ষণে তোমার রোদন করা উচিত নয়। (চোখের জল মুছিয়ে শকুন্তলাকে সজ্জিত করবার অভিনয় করলেন)।

প্রিয়ংবদা—অলংকরণের যোগ্য তোমার এরূপ। তপোবনে অনায়াসে লব্ধ অলংকরণের উপকরণে বিকৃত হচ্ছে।

আলোচনা :

"হলা, সজ্জা ভব, যাবৎ মঙ্গলসমালম্ভনং বিরচয়াবঃ",—দুই প্রিয়সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বললেন,—"এবার তুমি প্রস্তুত হও, আমরা তোমাকে মঙ্গল-উপকরণে সজ্জিত করি।"—অনসূয়া-প্রিয়ংবদার এ প্রস্তাব নাট্যশাস্ত্র বিরোধী। কেননা, রঙ্গমঞ্চে প্রসাধনক্রিয়া নিষিদ্ধ। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণগ্রন্থের ষষ্ঠপরিচ্ছেদে "দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ" ইত্যাদি শ্লোকে অংকে বর্ণনীয় নয় এমন বিষয়সমূহের মধ্যে এরও উল্লেখ করেছেন। তাহলে কি মহাকবি কালিদাসকে নাট্যশাস্ত্রোক্ত বিধিভঙ্গের জন্য দায়ী করা চলে? এর উত্তরে বলা যায় যে, সত্যিকারের প্রতিভা কোন বন্ধনই স্বীকার করে না। প্রকৃত কাব্যসৃষ্টি নিয়মের ছকবাঁধা গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকতে পারে না। শ্রী অরবিন্দ তাই বলেছেন,—"One can increase one's talent by training or by following the rules of rhetoric, but genius is a gift of Nature. No rule can be made for the world's Supreme singers with spontaneous breath of creative genius such as Vyasa, Valmiki, Homer, Shakespeare, Virgil, Dante, Milton and Kalidasa." উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহাকবি ভাস এবং তারপর শূদ্রক ও ভবভূতি প্রভৃতি এ নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। মহাকবি ভাসের ঊরুভঙ্গ, বালচরিত, প্রতিমানাটক ইত্যাদিতে রঙ্গমঞ্চে মৃত্যুদৃশ্যও প্রদর্শিত হয়েছে।

(প্রবিশ্যোপায়নহস্তৌ)

ঋষিকুমারকৌ—ইদমলংকরণম্। অলংক্রিয়তামত্রভবতী।

(সর্বা বিলোক্য বিস্মিতাঃ)

গৌতমী—বচ্ছ ণারঅ, কুদো এদং? (বৎস নারদ, কুত এতৎ?)

প্রথমঃ—তাতকাশ্যপ-প্রভাবাৎ।

গৌতমী—কিং মাণসী সিদ্ধী? (কিং মানসী সিদ্ধিঃ?)

দ্বিতীয়ঃ—ন খলু। শ্রূয়তাম্। তত্রভবতা বয়মাজ্ঞপ্তাঃ শকুন্তলাহেতোর্বনস্পতিভ্যঃ কুসুমান্যাহরতেতি। তত ইদানীম্—

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপভোগসুলভো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈ-
র্দত্তান্যাভরণানি তৎকিসলয়োদ্ভেদপ্রতি দ্বন্দ্বিভিঃ ॥ ৫ ॥

প্রিয়ংবদা—(শকুন্তলাং বিলোক্য) হলা, ইমাএ অব্‌ভুববত্তীএ সূইআ দে ভত্তুণো গেহে অণুহোদব্বা রাঅলচ্ছিত্তি। (হলা, অনয়া অভ্যুপপত্ত্যা সূচিতা তে ভর্ত্তুঃ গেহে অনুভবিতব্যা রাজলক্ষ্মীঃ ইতি।)

(শকুন্তলা ব্রীড়াং রূপয়তি)

প্রথমঃ—গৌতম, এহ্যেহি। অভিষেকোত্তীর্ণায় কাশ্যপায় বনস্পতিসেবাং নিবেদয়াবঃ।

দ্বিতীয়ঃ—তথা।

(নিষ্ক্রান্তৌ)

সন্ধিবিচ্ছেদ—প্রবিশ্য + উপাযনহস্তৌ, ইদম্ + অলংকরণম্, বয়ম্ + আজ্ঞপ্তঃ, শকুন্তলাহেতোঃ + বনস্পতিভ্যঃ, কুসুমানি + আহরত + ইতি। কেনচিৎ + ইন্দুপাণ্ডু, মাঙ্গল্যম্ + আবিষ্কৃতম্, নিষ্ঠ্যূতঃ + চরণোপ......, করতলৈঃ + আপর্বভাগোত্থিতৈঃ + দত্তানি + আভরণানি।

অন্বয়—কেনচিৎ তরুণা ইন্দুপাণ্ডু মাঙ্গল্যং ক্ষৌমম্ আবিষ্কৃতম্, কেনচিৎ চরণোপভোগ-সুলভঃ লাক্ষারসঃ নিষ্ঠ্যূতঃ, অন্যেভ্যঃ আপর্বভাগোত্থিতৈঃ তৎকিসলয়োদ্ভেদপ্রতি দ্বন্দ্বিভিঃ বনদেবতাকরতলৈঃ আভরণানি দত্তানি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[প্রবিশ্য—প্রবেশ করে, উপায়নহস্তৌ—অলংকারের উপহার হস্তে] ঋষিকুমারৌ (দু'জন ঋষিবালক)—ইদম্ অলংকরণম্ (এই নিন্ অলংকার)। অলংক্রিয়তাম্ অত্রভবতী (এঁকে সজ্জিত করে দিন)। সর্বাঃ (সকলে) বিলোক্য (দেখে) বিস্মিতাঃ (বিস্মিত হলেন)। গৌতমী—বৎস নারদ (বৎস নারদ) কুতঃ এতৎ (এসকল কোথা থেকে এল)। প্রথমঃ (প্রথম ঋষিবালক) তাতকাশ্যপস্য প্রভাবাৎ (এ সকল পূজনীয় কাশ্যপের তপঃপ্রভাবে সম্ভব হয়েছে)। গৌতমী—কিং মানসী সিদ্ধিঃ (এ গুলো কি তাঁর মনের সংকল্প থেকেই সৃষ্ট হয়েছে?) দ্বিতীয়ঃ—(দ্বিতীয় ঋষিবালক)—ন খলু (না, তা' নয়), শ্রূয়তাম্ (তবে শুনুন)। তত্র ভবতা বয়ম্ আজ্ঞপ্তাঃ (পূজনীয় কাশ্যপ আমাদেব আদেশ করলেন) শকুন্তলাহেতোঃ (শকুন্তলার জন্য) বনস্পতিভ্যঃ (বনস্পতি থেকে) কুসুমানি আহরত ইতি (পুষ্পসমূহ আহরণ কর)। তত ইদানীম্ (তখন আমরা পুষ্প চয়ন করতে গেলে) কেনচিৎ তরুণা (কোন বৃক্ষ) ইন্দুপাণ্ডু (চন্দ্রধবল) মাঙ্গল্যং ক্ষৌমম্ আবিষ্কৃতম্ (মঙ্গলকর্মের উপযোগী ক্ষৌম (পট্ট) বস্ত্র দান করল), কেনচিৎ (অপর কোন বৃক্ষ) চরণোপভোগসুলভঃ (চরণ রঞ্জনের উপযুক্ত) লাক্ষারসঃ নিষ্ঠ্যূতঃ (লাক্ষারস অর্থাৎ অলক্ত নিঃসৃত করে দান করল।) অনেভ্যঃ (অন্যান্য বৃক্ষ থেকে) আপর্বভাগোত্থিতৈঃ তৎকিসলয়োদ্ভেদ-প্রতি দ্বন্দ্বিভিঃ বনদেবতা-করতলৈঃ (মণিবন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ করে নতুন পল্লব-স্তবকের ন্যায় রক্তিম বনদেবতাদের হস্তসমূহ) আভরণানি দত্তানি (আমাদেব অলংকারসমূহ দান করল।)

প্রিয়ংবদা—(শকুন্তলাং বিলোক্য—শকুন্তলাকে দেখে)—হলা (সখী) অনয়া অভ্যুপপত্ত্যা (বনদেবতার এ অনুগ্রহ থেকে) সূচিতা (বোঝা যাচ্ছে যে) তে ভর্তুঃ গেহে (তুমি পতিগৃহে) অনুভবিতব্যা রাজলক্ষ্মী ইতি (রাজলক্ষ্মীর সৌভাগ্য উপভোগ করবে।) [শকুন্তলা ব্রীড়াং রূপয়তি—শকুন্তলা লজ্জার অভিনয় করল।] প্রথমঃ (প্রথম ঋষিবালক)—গৌতম, এহ্যেহি। (গৌতম, সত্বর চল), অভিষেকোত্তীর্ণায় কাশ্যপায় (পূজনীয় কাশ্যপ স্নান সমাপন করেছেন, তাঁকে) বনস্পতিসেবাং নিবেদয়াবঃ (বনস্পতির এই সেবার কথা নিবেদন করি।) দ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয় ঋষিবালক)—তথা (চল, তাই করি।)

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হল)

বঙ্গানুবাদ—[প্রবেশ করে, অলংকারের উপহার হস্তে] দু'জন ঋষিবালক—এই নিন অলংকার, এঁকে সজ্জিত করুন।

(সকলে দেখে বিস্মিত হলেন)

গৌতমী—বৎস নারদ, এ সকল কোথা থেকে এল?

প্রথম ঋষিবালক—এ সকল পূজনীয় কাশ্যপের তপঃপ্রভাবে সম্ভব হয়েছে।

গৌতমী—এগুলি কি তাঁর মনের সংকল্প থেকে সৃষ্ট হয়েছে?

দ্বিতীয় ঋষিবালক—না, তা' নয়। তবে শুনুন, পূজনীয় কাশ্যপ আমাদের আদেশ করলেন,—শকুন্তলার জন্য বনস্পতির কাছ থেকে পুষ্প সম্ভার আহরণ কর। তখন আমরা পুষ্পচয়ন করতে গেলে, কোন বৃক্ষ চন্দ্রধবল, মঙ্গলকর্মের উপযোগী পট্টবস্ত্র দান করল, অপর কোন বৃক্ষ চরণ রঞ্জনের উপযুক্ত লাক্ষারস অর্থাৎ অলক্তক নিঃসৃত করে দান করল। অন্যান্য বৃক্ষগুলি মণিবন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ করে নতুন পল্লবস্তবকরূপ বনদেবতাদের রক্তিম হস্তসমূহ আমাদের অলংকারসমূহ দান করল।

প্রিংয়বদা—(শকুন্তলাকে দেখে) সখী বনদেবতাদের এ অনুগ্রহ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তুমি পতিগৃহে রাজলক্ষ্মীর সৌভাগ্য উপভোগ করবে। [শকুন্তলা লজ্জার অভিনয় করল]।

প্রথম ঋষিবালক—গৌতম, সত্বর চল। পূজনীয় কাশ্যপ স্নান সমাপন করেছেন, তাঁকে বনস্পতির এই সেবার কথা নিবেদন করি।

দ্বিতীয় ঋষিবালক—চল, তাই করি।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হল)।

মনোরমা—তাতকাশ্যপ-প্রভাবাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। অলংকরণম্—অলং-কৃ + ল্যুট্। ক্ষৌমম্—ক্ষুমায়াঃ বিকারঃ ইতি ক্ষুমা + অণ্। ইন্দুপাণ্ডু—ইন্দুরিব পাণ্ডু, উপমান কর্মধারয়ঃ। মাঙ্গল্যম্—মঙ্গলমেব ইতি—মঙ্গল + ষ্যঞ্ স্বার্থে। আবিষ্কৃতম্—আবিস্ + কৃ + ক্ত কর্মণি। নিষ্ঠ্যূতঃ—নি-ষ্ঠিব্ + ক্ত কর্মণি। কিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ—কিসলয়ানাম্ উদ্ভেদঃ, ষষ্ঠীতৎ, তেষাং প্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ, ষষ্ঠীতৎ, তৈঃ। আপর্বভাগোত্থিতৈঃ—পর্বণঃ ভাগঃ পর্বভাগঃ, ষষ্ঠীতৎ। আ পর্বভাগেভ্যঃ আপর্বভাগম্, অব্যয়ীভাবঃ, আপর্বভাগম্ উত্থিতাঃ, সহসুপা, তৈঃ ॥

আশা—ক্ষৌমম্ ইতি। কেনচিৎ তরুণা বৃক্ষেণ ইন্দুবৎ চন্দ্র ইব পাণ্ডু শুভ্রম্, অতএব মঙ্গল কর্মণি সাধু ইতি মাঙ্গল্যম্ ক্ষৌমং পট্টবস্ত্রম্ দুকূলং বা, আবিষ্কৃতং স্বদেহাৎ আবিষ্কৃত্য দত্তম্ ইত্যর্থঃ। কেনচিৎ অপরেণ পাদপেন চরণয়োঃ উপরাগঃ রঞ্জনম্ ইত্যর্থঃ, তত্র সুভগঃ সুন্দরঃ যোগ্যঃ ইত্যর্থঃ, লাক্ষারসঃ নিষ্ঠ্যূতঃ উদ্গীর্ণঃ দত্তঃ ইত্যর্থঃ। অন্যেভ্যঃ বৃক্ষেভ্যঃ আপর্বভাগোত্থিতৈঃ করতলভাগমাত্রবহিরাগতৈঃ, অতএব—কিসলয়ানাং নবপল্লবানাম্ উদ্ভেদাঃ বিকাশাঃ, তেষাং প্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ প্রতিস্পর্ধিভিঃ বনদেবতানাং করতলৈঃ কর্তৃভিঃ আভরণানি রত্নালংকারাদীনি শকুন্তলার্থং দত্তানি। অত্র

প্রথমচরণে চতুর্থে চ উপমালংকারঃ, শার্দূলবিক্রীড়িতং চ বৃত্তম্,—"সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততা সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্" ইতি লক্ষণাৎ ॥

আলোচনা :

(ক) পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে শকুন্তলাকে সাজাবার জন্য প্রয়োজন হল বসনভূষণ ও প্রসাধন-উপকরণের। মহর্ষির আদেশে ঋষিবালকেরা তপোবনের তরুলতার কাছে যেতেই বনস্পতিগণ ক্ষৌমবসন, লাক্ষারস, নবকিসলয় ইত্যাদি দান করল। ঋষিবালকের মুখেই প্রকাশ যে, কুলপতি তাত কাশ্যপের অলৌকিক প্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছে। মহাকবি বাণভট্ট রচিত 'কাদম্বরী' কথাকাব্যে অনুরূপ বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। যেমন মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়ের জন্য আশ্রমবৃক্ষ থেকে ফলাদি লাভ করেছিলেন।—"সা কন্যাকাভিক্ষাকপালমাদায় তেষামায়তন-তরূণাং তলেষু বিচচার। অচিরেণ চ তস্যাঃ স্বয়ং পতিতৈঃ ফলৈরপূর্যত ভিক্ষাভাজনম্। আসীচ্চ তস্য চেতসি—**নাস্তি খলু অসাধ্যং নাম তপসাম্**। কিমতঃপরম্ আশ্চর্যম্, যদত্র ব্যপগতচেতনাপি সচেতনা ইবাস্যৈ ভগবত্যৈ সমতিসৃজন্তঃ ফলানি আত্মানুগ্রহম্ উপপাদয়ন্তি বনস্পতয়ঃ।" (পৃ. ৫১৯)।

(খ) তাছাড়া, এ নাটকে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এমন অন্তরঙ্গ নিবিড় ও মধুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, অন্যান্য চরিত্রের মত প্রকৃতিকে একটি বিশেষ চরিত্র বললে অসঙ্গত হয়না। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে মহাকবি কালিদাস উভয়কে একই অরণ্য সমাজের অধীন করে নিয়েছেন। কণ্বাশ্রমের তরুলতা, পশুপক্ষী, সকলের সঙ্গে শকুন্তলার অত্যন্ত নিকট ও অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। এখানে মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। যে শকুন্তলা বৃক্ষলতার আলবালে জল সেচন না করে কখনো নিজে জল পান করত না, যে শকুন্তলা ভূষণপ্রিয়া হয়েও স্নেহবশতঃ বৃক্ষলতার পল্লব ছেদন করত না, তাদের পুষ্পোদ্গম হলে যে শকুন্তলা উৎসবে মত্ত হত, সে শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রাকালে তার জন্য বসনভূষণ দান করবে না, তা' কি করে সম্ভব? শকুন্তলার আসন্ন বিদায় স্মরণ করে প্রকৃতিজগৎও শোকের প্রাবল্যে কম বিহ্বল ও বিপর্যস্ত নয় ॥

(গ) **মানসী সিদ্ধিঃ**—আচার্য রমেন্দ্রমোহন বোস তাঁর সম্পাদিত সংস্করণে মানসী সিদ্ধিঃ বলতে কামাবসায়িত্বকে বুঝিয়েছেন। এইটি এমন এক শক্তি যার দ্বারা ইচ্ছামাত্রই ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা যায়। এরই সমর্থনে মার্কণ্ডেয়পুরাণ থেকে তিনি উদ্ধার করেছেন,—"অণিমা মহিমা চৈব লঘিমা প্রাপ্তিরেব চ। প্রাকাম্যঞ্চ তয়েশিত্বং বশিত্বং চ তথাপরম্ ॥ যত্র কামাবসায়িত্বং গুণানেতান্ অথৈশ্বরান্। প্রাপ্নোতি অষ্টৌ নরব্যাঘ্রপরনির্বাণসূচকান্ ॥"

(ঘ) বিদায় লগ্নে সজ্জিত হবার জন্য শকুন্তলাকে আশ্রমবৃক্ষগণের বসন, ভূষণ ও

প্রসাধনের সামগ্রী প্রদান ব্যাপারে পণ্ডিত এ. বি. গজেন্দ্রগদকর মহোদয় অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ অনুভব করেছেন। তাঁর মতে, এ অতিপ্রাকৃত ঘটনার অবতারণাব পশ্চাতে দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন—(১) নাটকীয় উপস্থাপনার দিক থেকে বিচার করতে গেলে, শকুন্তলাকে বল্কলবসনে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে প্রেরণ শোভন ও সঠিক নয়। আশ্রমতরুসমূহের দান শকুন্তলাকে যথাযোগ্যভাবে সজ্জিত হতে সহায়তা করেছে। (২) এ অতিপ্রাকৃত ঘটনার মাধ্যমে কুলপতি কণ্বের অলৌকিক আধ্যাত্মিকশক্তির উৎকর্য প্রকাশ পেয়েছে। অথচ অলৌকিকশক্তির অধিকারী হয়েও তিনি পালিতা কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন।

সখ্যৌ—অএ, অণুবজুত্তভূসণো অঅং জণো। চিত্তকম্মপরিঅএণ অঙ্গেসু দে আহরণবিণিওঅং করেম্হ। (অয়ে, অনুপযুক্তভূষণঃ অয়ং জনঃ। চিত্রকর্মপরিচয়েন অঙ্গেষু আবরণবিনিয়োগং কুর্ব্বঃ।)

শকুন্তলা—জাণে বো ণেউণং। (জানে বাং নৈপুণ্যম্।)

(উভে নাট্যেন অলংকুরুতঃ।)

(ততঃ প্রবিশতি স্নানোত্তীর্ণঃ কাশ্যপঃ)

কাশ্যপঃ—

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টম্ উৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষঃ চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমিদং স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ ॥ ৬ ॥

(পরিক্রামতি)

সন্ধিবিচ্ছেদ—যাস্যতি + অদ্য, শকুন্তলা + ইতি, তাবৎ + ঈদৃশম্ + ইদম্, স্নেহাৎ + অরণ্যৌকসঃ, তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈঃ + নবৈঃ।

অন্বয়—অদ্য শকুন্তলা যাস্যতি ইতি হৃদয়ম্ উৎকণ্ঠয়া সংস্পৃষ্টম্, কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষঃ, দর্শনং চিন্তাজড়ম্। অরণ্যৌকসঃ মম তাবৎ স্নেহাৎ ঈদৃশম্ ইদং বৈক্লব্যম্—গৃহিণঃ নবৈঃ তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈঃ কথং নু পীড্যন্তে।

বাঙ্লা শব্দার্থ—সখ্যৌ (সখীদ্বয়)—অয়ে, অনুপযুক্তভূষণোঽয়ং জনঃ (সখি,

আমরা অলংকার দিয়ে সাজাবার ব্যাপারে অভ্যস্ত নই)। চিত্রকর্মপরিচয়েন (যাহোক, চিত্রকর্মেব পৰিচয থেকে) অঙ্গেষু (তোমার অঙ্গসমূহে) আভরণবিনিয়োগং কুর্ব্বঃ (অলংকাব সন্নিবিষ্ট করব)। **শকুন্তলা**—জানে বাং নৈপুণ্যম্ (এ ব্যাপারে তোমাদের দক্ষতা আমার জানা আছে)। (উভে নাট্যেন অলংকুরুতঃ—উভয়ে সাজাবার অভিনয় করল)।

(ততঃ প্রবিশতি স্নানোত্তীর্ণঃ কাশ্যপঃ—তারপর স্নান সমাপন করে কাশ্যপের প্রবেশ।)

কাশ্যপঃ—অদ্য শকুন্তলা যাস্যতি (আজ শকুন্তলা পতিগৃহে যাবে) ইতি হৃদয়ম্ উৎকণ্ঠয়া সংস্পৃষ্টম্ (তা ভেবে আমাব হৃদয় উৎকণ্ঠায় আকুল)। কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্প-বৃত্তিকলুষঃ (অশ্রুসংবরণ করতে গিয়ে কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে আস্ছে)। দর্শনং চিন্তাজড়ম্ (দৃষ্টি চিন্তায় জড়তা প্রাপ্ত হচ্ছে)। অরণ্যৌকসঃ মম তাবৎ (অরণ্যবাসী আমার যদি) স্নেহাৎ ঈদৃশম্ ইদং বৈক্লব্যম্ (স্নেহবশতঃ এরূপ অবসাদ আসে), গৃহিণঃ (তাহলে সংসারী ব্যক্তিগণ), নবৈঃ তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈঃ (কন্যার প্রথম বিচ্ছেদবেদনায়) কথং নু পীড্যন্তে (কতই না কষ্ট অনুভব করে)। (পরিক্রামতি—পরিক্রমণ করে)।

বঙ্গানুবাদ—সখীদ্বয়—সখি, আমারা অলংকার দিয়ে সাজাবার কাজে অভ্যস্ত নই। যাহোক, চিত্রকর্মের পরিচয় থেকে আমরা তোমার অঙ্গে অলংকার সন্নিবেশ করব।

শকুন্তলা—এ ব্যাপারে তোমাদের দক্ষতা আমার অজানা নয়। (উভয়ে সাজাবার অভিনয় কবল।)

(তারপর স্নানশেষে কাশ্যপের প্রবেশ)

কাশ্যপ—আজ শকুন্তলা পতিগৃহে যাবে, তা' ভেবে হৃদয় আমার উৎকণ্ঠায় আকুল হচ্ছে, অশ্রুসংবরণ করতে গিয়ে কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে আসছে, চিন্তায় জড়তাপ্রাপ্ত হচ্ছে আমার দৃষ্টি। বনবাসী আমার যদি স্নেহবশতঃ এরূপ অবসাদ আসে, তাহলে সংসারী ব্যক্তিগণ তাদের কন্যার প্রথম বিচ্ছেদ বেদনায় কতই না কষ্ট অনুভব করে ॥ ৬ ॥ (পরিক্রমণ করলেন)।

মনোরমা—সংস্পৃষ্টম্—সম্-স্পৃশ্ + ক্ত কর্মণি। উৎকণ্ঠয়া—হেতৌ তৃতীয়া। স্নেহাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। অরণ্যৌকসঃ—অরণ্যম্ ওকঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। তস্য। তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈঃ—তনয়ায়াঃ বিশ্লেষঃ, ষষ্ঠীতৎ, তজ্জাতং দুঃখম্, শাকপার্থিবাদিবৎ-সমাসঃ,তৈঃ। স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষঃ—বাষ্পস্য বৃত্তিঃ, ষষ্ঠীতৎ, বাষ্পবৃত্তিঃ, স্তম্ভিতা বাষ্পবৃত্তিঃ, কর্মধা, তয়া কলুষঃ, তৃতীয়া তৎ। বৈক্লব্যম্—বিক্লব + ষ্যঞ্।

আশা—যাস্যতীতি। অদ্য অস্মিন্ অহনি, শকুন্তলা মম ইয়ম্ ইত্যভিমানেন পালিতা কন্যা পতিগৃহং যাস্যতি ইতি হেতোঃ মম হৃদয়ম্ উৎকণ্ঠয়া দুঃখেন সংস্পৃষ্টম্ সম্যক্ অভিভূতম্। কণ্ঠঃ স্বরঃ স্তম্ভিতা অবরুদ্ধা যা বাষ্পস্য নেত্রজলস্য বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ, তয়া কলুষঃ বিকৃতঃ, দর্শনং তত্তন্দ্রিয়জং জ্ঞানম্ চিন্তয়া শকুন্তলাগমনরূপয়া জড়ং স্বস্ববিষয়গ্রহণে অসমর্থম্। তেন অহং নয়নাভ্যাং দ্রষ্টুং, কর্ণাভ্যাং চ শ্রোতুং ন সমর্থ ইত্যাশয়ঃ। অরণ্যং বনম্ ওকঃ আশ্রয়ঃ যস্য তাদৃশস্য মমত্বাদিরিক্তস্য বনবাসিনঃ মম তাবৎ স্নেহাৎ মমত্ববশাৎ ঈদৃশম্ এবংবিধং গুরুতরং বৈক্লব্যম্ বিচ্ছেদবৈধূর্যং জায়তে, অহো ইতি করুণার্থসূচকম্, গৃহিণঃ কৃতদারপরিগ্রহাঃ সংসারিণঃ নবৈঃ প্রথমোৎপন্নৈঃ তনয়াভিঃ আত্মজাভিঃ যো বিশ্লেষঃ বিচ্ছেদঃ তস্মাৎ যৎ দুঃখং তৈঃ কথং কেন প্রকারেণ, নু ইতি প্রশ্নে, পীড্যন্তে ব্যাকুলীক্রিয়ন্তে। আরণ্যকস্য ব্রহ্মচারিণঃ মম কৃতককন্যকাবিচ্ছেদেন দুঃখমেবং ভবতি চেৎ, তর্হি মন্যে তেষাং গৃহস্থানাম্ আত্মজায়াঃ প্রথমবিশ্লেষক্লেশং ভবতি নুনমেব অতিমাত্রং সুদুঃসহম্ ইতি ভাবঃ। অত্র বৈক্লব্যং প্রতি উৎকণ্ঠাস্পর্শরূপে একস্মিন্ কারণে সত্যপি কণ্ঠকালুষ্যাদিকারণান্তরদ্বয়োপন্যাসাৎ সমুচ্চয়োঽলংকারঃ। শার্দূলবিক্রীড়িতং চ বৃত্তম্।

আলোচনা :

কোন এক প্রাচীন সমীক্ষক বলেছেন, "**কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্। তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কঃ তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্**"। অর্থাৎ মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনার মধ্যে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, এবং এর চতুর্থ অংকে রয়েছে শ্রেষ্ঠ চারটি শ্লোক। উক্ত শ্রেষ্ঠ শ্লোক চতুষ্টয়ের মধ্যে "যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি"—শ্লোকটি অন্যতম। তপোবনবালা শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রা উপলক্ষে আসন্নবিচ্ছেদের কথা চিন্তা করে মহর্ষি কণ্ব বলেন যে, 'আজ শকুন্তলা চলে যাবে'—তাই তাঁর হৃদয় গভীর উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্যে উদ্বেল, রুদ্ধবাষ্পবৃত্তিবশতঃ তাঁর কণ্ঠ স্তব্ধ, শকুন্তলার অনাগত ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় দৃষ্টি তাঁর জড়তাগ্রস্ত। সংসারবিরাগী, বিষয়পরাঙ্মুখ বনবাসী হয়েও পালিতাকন্যার বিচ্ছেদে যদি তাঁর এরূপ চিত্তবৈক্লব্য উপস্থিত হয়, তাহলে গৃহী-পিতা আপন কন্যার প্রথম পতিগৃহ যাত্রাকালে যে কতো তীব্র মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করেন, তা মহর্ষির বোধের অগোচর।

উক্ত শ্লোকে অভিব্যক্ত ভাবাবেগ বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, কঠোর বৈরাগ্য ও কঠিন সংযম মহর্ষি কণ্বের হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে শুষ্ক, নীরস করতে পারেনি। মহর্ষি কণ্ব ঋষি হলেও মানুষ, মহাকবি কালিদাস তাঁকে মানবিক সুখদুঃখ, হর্ষবিষাদ, হাসিকান্না ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি রক্তমাংসে গড়া মানবরূপে অংকন করেছেন। পালকপিতা হয়েও পালিতাকন্যার বিচ্ছেদে যা' অনুভব করেছেন, স্থান-কাল-পাত্র-

নির্বিশেষে সকল গৃহী পিতাই আপন কন্যার প্রথম বিচ্ছেদে অনুরূপ অনুভব করে থাকেন। এই সর্বজনীন করুণ মানবিক আবেদনের জন্য এ শ্লোকটি চতুর্থ অংকের শ্রেষ্ঠ শ্লোক চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতম।

"তিনি বিরাট পুরুষ, তাঁহাতে সদসদ্বিবেচিকা শক্তি, হৃদয় এবং কর্মশক্তি তুল্যরূপে সুপরিণত, এবং সে পরিণতি সুসমঞ্জস, কেহ কাহারও বাধক নয়। কিছু পরে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইতে হইবে বলিয়া তাহাই তাঁহার মনে প্রধান চিন্তা।" "নিজের মধ্যে স্নেহজাত সামান্য বিকলতা লক্ষ্য করিয়াই মানব-প্রীতিবিভোর তপস্বী ঐ অবস্থায় গৃহীগণের মনোকষ্টের বিষয়ে সহানুভূতিপূর্ণ চিন্তা করিলেন। দেখিলাম মানসিকতায় তিনি গৃহীগণের বহু উর্দ্ধে। তাঁহার মনে স্নেহের অনুভূতি আছে, তবে স্নেহবিহ্বলতা নাই।" এ প্রসঙ্গে মহর্ষি কণ্ব সম্পর্কে উক্ত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ॥

(শকুন্তলারহস্য—সত্যকিংকর সাহানা)

সখ্যৌ—হলা সউন্দলে, অবসিদমণ্ডণাসি। পরিধেহি সংপদং খোমজু-অলং। (হলা, শকুন্তলে, অবসিতমণ্ডনাসি। পরিধৎস্ব সাম্প্রতং ক্ষৌমযুগলম্।)

(শকুন্তলা উত্থায় পরিধত্তে)

গৌতমী—জাদে, এসো দে আণন্দপরিবাহিণা চক্খুণা পরিস্সজন্তো বিঅ গুরু উবট্‌ঠিদো। আআরং দাব পড়িবজ্জস্স। (জাতে, এষ তে আনন্দপরিবাহিণা চক্ষুষা পরিষ্বজমান ইব গুরুঃ উপস্থিতঃ। আচারং তাবৎ প্রতিপদ্যস্ব।)

শকুন্তলা—(সব্রীড়ম্) তাদ বন্দামি। (তাত, বন্দে।)

কাশ্যপঃ—বৎসে,

যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্ত্তুর্বহুমতা ভব।
সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি ॥ ৭ ॥

গৌতমী—ভঅবং, বরো ক্খু এসো, ণ আসিসা। (ভগবন্, বরঃ খলু এষঃ, ন আশীঃ)।

কাশ্যপঃ—বৎসে, ইতঃ সদ্যোহুতাগ্নীন্ প্রদক্ষিণীকুরুস্ব।

(সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)।

সন্ধিবিচ্ছেদ—অবসিতমণ্ডনা + অসি, যযাতেঃ + ইব, ত্বম্ + অপি, ভর্ত্তুঃ + বহুমতা, পুরুম্ + অবাপ্নুহি, সা + ইব।

অন্বয়—শর্মিষ্ঠা যযাতেঃ ইব ভর্তুঃ বহুমতা ভব। সা পুরুম্ ইব ত্বম অপি সম্রাজং সুতম্ অবাপ্নুহি।

বাঙলা শব্দার্থ—সখ্যৌ (সখীদ্বয়)—হলা শকুন্তলে অবসিতমণ্ডনাসি (শকুন্তলা, তোমার অলংকার পরিধান সম্পন্ন হয়েছে)। সাম্প্রতং ক্ষৌমযুগলং পরিধৎস্ব (এখন এই ক্ষৌমবসন অর্থাৎ পট্টবস্ত্র দুখানা পরিধান কর।) (শকুন্তলা উত্থায় পরিধত্তে—শকুন্তলা উঠে দাঁড়িয়ে পরলেন)। গৌতমী—জাতে (বৎস) এষ তে গুরুঃ (এই তোমার তাত) আনন্দপরিবাহিণা চক্ষুষা পরিষ্‌জমাণ ইব (আনন্দাশ্রুবিগলিত চক্ষুর দ্বারা তোমাকে যেন আলিঙ্গন করতে করতে) উপস্থিতঃ (এখানে উপস্থিত হয়েছেন)। আচারং তাবৎ প্রতিপদাস্ব (এবার যথাযোগ্য আচার সম্পন্ন কর অর্থাৎ প্রণামাদি জানাও)। শকুন্তলা—(সব্রীড়ম্—লজ্জার সঙ্গে) তাত, বন্দে (পিতা, আপনাকে প্রণাম জানাই)। কাশ্যপঃ—বৎসে (বৎস) শর্মিষ্ঠা যযাতেঃ ইব (যযাতির কাছে শর্মিষ্ঠার মত) ভর্তুঃ বহুমতা ভব (তুমিও পতির অত্যধিক আদরিণী হও)। সা পুরুম্ ইব (শর্মিষ্ঠা যেমন পুরুকে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন), ত্বম্ অপি (তুমিও) সম্রাজং সুতম্ অবাপ্নুহি (সেরূপ এক সম্রাট্ পুত্র লাভ কর)। গৌতমী—ভগবন্, বরঃ খুল এষ, ন আশীঃ (ভগবন্, শকুন্তলার কাছে এ কেবল আশীর্বাদ নয়, এ তো তার কাছে বর)। কাশ্যপঃ—বৎসে (বৎস), ইতঃ (এ দিক থেকে) সদ্যোহুতাগ্নীন্ (সদ্য যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হয়েছে) প্রদক্ষিণীকুরুস্ব (তাকে প্রদক্ষিণ কর)। (সর্বে পরিক্রামন্তি—সকলে পবিক্রমণ করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—সখীদ্বয়—শকুন্তলা, তোমার অলংকার পবিধান সম্পন্ন হয়েছে। এখন এই পট্টবস্ত্র দুখানা পরিধান কর।

(শকুন্তলা উঠে দাঁড়িয়ে তা' পরলেন)

গৌতমী—এই তোমার তাত আনন্দাশ্রুবিগলিত দৃষ্টিতে তোমাকে যেন আলিঙ্গন করতে করতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। এবার প্রণামাদি আচার সম্পন্ন কর।

শকুন্তলা—(লজ্জিত হয়ে) পিতা, আপনাকে প্রণাম জানাই।

কাশ্যপ—বৎস,যযাতির কাছে শর্মিষ্ঠার মত তুমিও পতির অত্যধিক আদরিণী হও। এবং শর্মিষ্ঠা যেমন পুরুকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন,তুমিও সেরূপ সম্রাট্‌পুত্র লাভ কর ॥ ৭ ॥

গৌতমী—ভগবন্,শকুন্তলার কাছে এ কেবল আশীর্বাদ নয়,এতো তার কাছে বর।

কাশ্যপ—বৎস, সদ্য যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হয়েছে, এরূপ এ অগ্নিতে এদিক থেকে প্রদক্ষিণ কর।

(সকলে পরিক্রমণ করলেন)।

মনোরমা—অবসিতমণ্ডনা—অবসিতং মণ্ডনং যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ। অবসিতম্—অব-সো + ক্তঃ কর্মণি। সম্রাজম্—সম্যক্ রাজতে ইতি সম্-রাজ্ + ক্বিপ্, দ্বিতীয়া একবচন। অবাপ্নুহি—অব-আপ্ + লোট্ হি। প্রদক্ষিণীকুরুস্ব—প্রগতঃ দক্ষিণম্ ইতি প্রদক্ষিণঃ, অব্যয়ীভাবঃ, অপ্রদক্ষিণং প্রদক্ষিণং সম্পদ্যমানং কুরুষ্ব ইতি প্রদক্ষিণ + চি + কৃ + লোট্ স্ব।

আশা—যযাতেরিতি। বৎসে শকুন্তলে ত্বং শর্মিষ্ঠা দানবরাজস্য বৃষপর্বণঃ তনয়া, যযাতিঃ নাহুষঃ, তস্য, ইব ভর্তুঃ স্বামিনঃ দুষ্যন্তস্য বহুমতা অতীব আদৃতা ভব। যথা অনেকাসু পত্নীষু বিদ্যমানাসু সতীষু দানবনন্দিনী শর্মিষ্ঠা ভর্তুঃ নৃপতেঃ যযাতেঃ গৌরবভাগিনী মহারাজী-পদং প্রাপ্তবতী, তথা ত্বমপি ভর্তুঃ রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য আদরণীয়া ভব। ত্বমপি সা শর্মিষ্ঠা পূরুং চন্দ্রবংশপ্রদীপং ইব সম্রাজং সার্বভৌমং সুতং তনয়ম্ আপ্নুহি লভস্ব। সাপত্নভ্রাতৃষু বহুষু সৎসু অপি শর্মিষ্ঠাতনযঃ পুরুঃ যথা সাম্রাজ্যং লেভে তথা তব পুত্রোঽপি চক্রবর্তী ভূয়াৎ ॥

আলোচনা :

(ক) চন্দ্রবংশের রাজা যযাতি দৈত্যগুরু শুক্রচার্যের কন্যা দেবযানী এবং দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন।গুণবাহুল্যবশতঃ শর্মিষ্ঠা যযাতির অধিক অনুরাগের পাত্রী ছিলেন। রাজা যযাতির অপর মহিষী দেবযানী পিতৃগৃহে গমন করে সপত্নীবিদ্বেষবশতঃ পিতা শুক্রাচার্যকে সকল বৃত্তান্ত জানান। শুক্রাচার্য রাজা যযাতিকে পক্ষপাতদোষে অপরাধী বিবেচনা করে তাঁকে জরাক্রান্ত হতে অভিশাপ দেন। পরে রাজা যযাতির অনুরোধে প্রসন্ন হয়ে শক্রাচার্য বলেন যে, যদি তাঁর কোন পুত্র নিজের যৌবনের বিনিময়ে পিতার জরা গ্রহণ করে তাহলে তিনি অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবেন। শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু ব্যতীত অপর সকল পুত্র পিতার জরা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানালে যযাতি পুরুর পিতৃভক্তিতে প্রীত হয়ে তাকে রাজ্য দান করেন, এবং শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু যথাসময়ে রাজচক্রবর্তী মর্যাদায় ভূষিত হন।

(খ) **রাজচক্রবর্তী কাকে বলে?** চণ্ডেশ্বর রচিত "রাজনীতিরত্নাকরে" রাজচক্রবর্তীর সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলা হয়েছে,—"রাজা তু ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ সম্রাট্ চ সকরোঽকরঃ। সর্বেভ্যঃ ক্ষিতিপালেভ্যঃ নিত্যং গৃহ্ণাতি বৈ করম্ ॥ স সম্রাডিতি বিজ্ঞেয়শ্চক্রবর্তী স এব হি ॥"

(গ) **"বরঃ খলু এষঃ, ন আশীঃ"**—পতিগৃহ যাত্রাকালে শেষবিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে যযাতির কাছে শর্মিষ্ঠার মত পতির কাছে শকুন্তলাকে প্রিয়পাত্রী

হতে এবং শর্মিষ্ঠা যেমন পুরুকে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন, তেমনি শকুন্তলাকেও পুত্রলাভ করতে বললে, গৌতমী তাঁকে বলেন যে, এইটি আশীর্বাদ নয়, এইটি বর। বর এবং আশীঃ—এ দুটির মধ্যে প্রভেদ হলো যে, আশীঃ হলো শুভেচ্ছার প্রকাশ, পরিণামে তা ফলবান হতে পারে, নাও হতে পারে, কিন্তু বর পরিণামে ফলদান অবশ্যই করবে।— "সন্তুষ্টদেবতাদীনামবশ্যম্ভাবি বচনং বরঃ। আশীস্তু কদাচিৎ ফলবিধারিণী বাক্ ॥"—(টীকাকার চন্দ্রশেখর)

কাশ্যপঃ—(ঋক্‌ছন্দসাশাস্তে)

অমী বেদিং পরিতঃ ক্‌৯প্তধিষ্ণ্যাঃ
সমিদ্বন্তঃ প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ।
অপঘ্নন্তো দূরিতং হব্যগন্ধৈ-
র্বৈতানাস্ত্বাং বহ্নয়ঃ পাবয়ন্তু ॥ ৮ ॥

প্রতিষ্ঠস্বেদানীম্। (সদৃষ্টিক্ষেপম্) ক্ব তে শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ?

(প্রবিশ্য)

শিষ্যঃ—ভগবন্, ইমে স্মঃ।

কাশ্যপঃ—ভগিন্যাস্তে মার্গমাদেশয়।

শার্ঙ্গরবঃ—ইত ইতো ভবতী।

(সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)

কাশ্যপঃ—ভো ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোবনতরবঃ,

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যাঃ ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥ ৯ ॥

(কোকিলরবং সূচয়িত্বা)

অনুমতগমনা শকুন্তলা
তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ।

পরভৃতবিরুতং কলং যথা
প্রতিবচনীকৃতমেভিরীদৃশম্ ॥ ১০ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—ঋক্ছন্দসা + আশাস্তে, ভগিন্যাঃ + তে, মার্গম্ + আদেশয়, প্রতিষ্ঠস্ব + ইদানীম্, হব্যগন্ধৈঃ + বৈতানাঃ + ত্বাম্। সন্নিহিতাঃ + তপোবনতরবঃ, যুষ্মাসু + অপীতেষু, প্রিয়মণ্ডনা + অপি, ভবতি + উৎসবঃ, সর্বৈঃ + অনুজ্ঞায়তাম্, তরুভিঃ + ইয়ম্, সা + ইয়ম্, প্রতিবচনীকৃতম্ + এভিঃ + ঈদৃশম্।

অন্বয়—বেদিং পরিতঃ কৢপ্তধিষ্ণ্যাঃ সমিদ্বন্তঃ প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ হব্যগন্ধৈঃ দুরিতম্ অপঘ্নন্তঃ অমী বৈতানাঃ বহ্নয়ঃ ত্বাং পাবয়ন্তু ॥

যুষ্মাসু অপীতেষু যা প্রথমং জলং পাতুং ন ব্যবসাতি, প্রিয়মণ্ডনা অপি যা স্নেহেন ভবতাং পল্লবং নাদত্তে, আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যাঃ উৎসবঃ ভবতি, সা ইয়ং শকুন্তলা পতিগৃহং যাতি সর্বৈঃ অনুজ্ঞায়তাম্ ॥

বনবাসবন্ধুভিঃ তরুভিঃ ইয়ং শকুন্তলা অনুমতগমনা, যথা এভিঃ ঈদৃশং কলং পরভৃতবিরুতং প্রতিবচনীকৃতম্ ॥

বাঙলা শব্দার্থ—কাশ্যপঃ—[ঋক্ছন্দসা আশাস্তে—বৈদিকছন্দে আশীর্বাদ করলেন] বেদিং পরিতঃ (যজ্ঞবেদির চারদিকে) কৢপ্তধিষ্ণ্যাঃ (যাঁদের স্থান রচনা করা হয়েছে) সমিদ্বন্তঃ (যে হোমাগ্নিতে সমিধ্ প্রদত্ত হয়েছে) প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ (যে অগ্নির প্রান্তভাগে কুশতৃণ বিকীর্ণ রয়েছে) হব্যগন্ধৈঃ দুরিতম্ অপঘ্নন্তঃ (আহুতিরূপে দত্ত ঘৃতাদির গন্ধে যাঁরা পাপ দূর করছেন, অমী বৈতানাঃ বহ্নয়ঃ (এ প্রকার এ যজ্ঞাগ্নি) ত্বাং পাবয়ন্তু (তোমায় পবিত্র করুন)। প্রতিষ্ঠস্ব ইদানীম্ (এবারে অগ্রসর হও)। [সদৃষ্টিক্ষেপম্—দৃষ্টিপাত করে] ক্ব তে শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ (শার্ঙ্গরব প্রভৃতি কোথায়)?

(প্রবিশ্য—প্রবেশ করে)

শিষ্যঃ—ভগবন্ ইমে স্মঃ (ভগবন্ এই যে আমারা)। কাশ্যপঃ—ভগিন্যাস্তে (তোমার ভগিনীকে) মার্গম্ আদেশয় (পথ দেখিয়ে নিয়ে চল)। শার্ঙ্গরবঃ—ইত ইতো ভবতী (এদিকে আসুন)। [সর্বে পরিক্রামন্তি—সকলে অগ্রসর হলেন]

কাশ্যপঃ—ভো ভোঃ সন্নিহিতাঃ তপোবনতরবঃ (হে সন্নিহিত আশ্রম-বৃক্ষরাজী) যুষ্মাসু অপীতেষু (তোমরা জল পান না করলে অর্থাৎ তোমাদের জলসেচন না করে) যা প্রথমং জলং পাতুং ন ব্যবস্যতি (যিনি আগে জল পান করতেন না) ; প্রিয়মণ্ডনা অপি যা (অলংকার প্রিয় হলেও যিনি) স্নেহেন ভবতাং পল্লবং ন আদত্তে (স্নেহবশতঃ তোমাদের পল্লব চয়ন করতেন না) আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে (তোমাদের প্রথম

পুষ্পোদ্গমের কালে) যস্যাঃ উৎসবঃ ভবতি (যাঁর কাছে তা' উৎসব বলে বিবেচিত হত) সা ইয়ং শকুন্তলা (সেই শকুন্তলা) পতিগৃহং যাতি (আজ পতিগৃহে যাচ্ছেন) সর্বৈঃ অনুজ্ঞায়তাম্ (তোমরা সকলে তাঁকে বিদায়ের অনুমতি দাও)।

[কোকিলরবং সূচয়িত্বা—কোকিলের ডাক শোনার অভিনয় করে] বনবাসবন্ধুভিঃ তরুভিঃ (একসঙ্গে বনে বাস করায় যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, এমন বৃক্ষসকল) ইয়ং শকুন্তলা অনুমতগমনা (শকুন্তলাকে বিদায়ের অনুমতি দিয়েছে), যথা এভিঃ (কেননা, এরা) ঈদশং কলং পরভৃতবিরুতম্ (এ প্রকার কোকিলের ডাকের মাধ্যমে) প্রতিবচনীকৃতম্ (যেন প্রত্যুত্তর দিল)।

বঙ্গানুবাদ—কাশ্যপ—(বৈদিক ছন্দে আশীর্বাদ করলেন) যজ্ঞবেদির চারদিকে যাদের স্থান রচনা করা হয়েছে, যে হোমাগ্নিতে সমিধ প্রদত্ত হয়েছে, যে অগ্নির প্রান্তভাগে কুশতৃণ বিকীর্ণ রয়েছে, আহুতিরূপে দত্ত ঘৃতাদির গন্ধে যাঁরা পাপ দূর করছেন, এ প্রকার এ যজ্ঞাগ্নি তোমায় পবিত্র করুন ॥ ৮ ॥ এবার অগ্রসর হও। (দৃষ্টিপাত করে) শার্ঙ্গরব প্রভৃতি কোথায়?

(প্রবেশ করে)

শিষ্য—ভগবান্, এই যে আমরা।

কাশ্যপ—তোমার ভগিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

শার্ঙ্গরব—এদিকে আসুন। (সকলে অগ্রসর হলেন)।

কাশ্যপ—হে সন্নিহিত আশ্রমতরুরাজি! তোমরা জল পান না করলে যিনি আগে জল পান করতেন না, অলংকারপ্রিয় হলেও যিনি স্নেহবশতঃ তোমাদের পল্লব চয়ন করতেন না, তোমাদের প্রথম পুষ্পোদ্গমের কালে যাঁর কাছে তা' উৎসব বলে বিবেচিত হত, সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাচ্ছেন, তোমরা সকলে তাঁকে বিদায়েব অনুমতি দাও ॥ ৯ ॥ (কোকিলেব ডাক শোনার অভিনয় করে)

একসঙ্গে বনে বাস করায় যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, এমন বৃক্ষসকল শকুন্তলাকে বিদায়ের অনুমতি দিয়েছে। কেননা, এরা এ প্রকার কোকিলের ডাকের মাধ্যমে যেন প্রত্যুত্তর দিল।

মনোরমা—বেদিং পরিতঃ—'পরিতঃ' শব্দযোগে 'বেদি' শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি। প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ—প্রান্তেষু সংস্তীর্ণাঃ দর্ভাঃ যেষাং তে, বহুব্রীহিঃ। অপঘ্নন্তঃ—অপ-হন্ + শতৃ প্রথমা বহুবচন। সমিদ্বন্তঃ—সমিধ্ + মতুপ্ বহুবচন। কৢপ্তধিষ্ণ্যাঃ—কৢপ্তানি ধিষ্ণ্যানি যেষাং তে, বহুব্রীহিঃ। ব্যবস্যতি—বি-অব-সো + লট্ তি। যুষ্মাসু অপীতেষু—

ভাবে সপ্তমী, "যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্"—সূত্র অনুসারে। অপীতেষু—পা + ক্তঃ নপুংসকে ভাবে ক্ত, পীতম্, তদ্ অস্য অস্তি ইতি পীতঃ, "অর্শআদিভ্যোঽচ্" ইতি অচ্ প্রত্যয়। ন পীতাঃ অপীতাঃ, নঞ্‌তৎপুরুষঃ, তেষু। আদত্তে—আ-দা + লট্ প্রথমপুরুষ, একবচন। "কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে"—ইতি আত্মনেপদ। প্রিয়মণ্ডনা—প্রিয়ং মণ্ডনং যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ। "বা প্রিয়স্য"—এ সূত্র অনুসারে বিকল্পে মণ্ডনপ্রিয়া। স্নেহেন—হেতৌ তৃতীয়া। অনুমতগমনা—অনুমতং গমনং যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ। বনবাসবন্ধুভিঃ—বনবাসস্য বন্ধবঃ, ষষ্ঠীতৎ, তৈঃ। অনুজ্ঞায়তাম্—অনু-জ্ঞা + লোট্ তাম্। প্রতিবচনীকৃতম্—প্রতিবচন + চ্বি + কৃ + ক্ত কর্মণি।

আশা—অমীতি। বেদিং পরিতঃ সমন্ততঃ সমিদ্বন্তঃ সমিৎসংবর্ধিতাঃ, কৢপ্তানি রচিতানি নিযতং নির্দ্দিষ্টানি ধিষ্ণ্যানি স্থানানি যেষাং তাদৃশাঃ, প্রান্তেষু পার্শ্বচতুষ্টয়েষু সংস্তীর্ণাঃ বিকীর্ণাঃ দর্ভাঃ কুশাঃ যেষাং তাদৃশাঃ, অমী পুরতঃ দৃশ্যমানাঃ বিতানস্য যজ্ঞস্য ইমে ইতি বৈতানাঃ যজ্ঞিযাঃ বহ্নযঃ দক্ষিণাগ্নিপ্রভৃতয়ঃ হব্যগন্ধৈঃ আহুতিবাসৈঃ দূরিতং পাপম্ অপঘ্নন্তঃ দূরীকুর্বন্তঃ ত্বাং পাবয়ন্তু পুনন্তু। শ্লোকেঽস্মিন্ বিশেষণানাং বিশেষ-বিশেযাভিপ্রায়েণ প্রযুক্তত্বাৎ পবিকবালংকারঃ। উপজাতির্নাম বৃত্তম্ ॥

পাতুমিতি। পীতং পানম্ (পা + নপুংসকে ভাবে ক্তঃ) পীতম্ অস্তি ইতি পীতঃ, "অর্শআদিভ্যোঽচ্" ইতি অচ্প্রত্যযঃ, পীতবান্ ইত্যর্থঃ। যুষ্মাসু ন পীতেষু, যুষ্মাকম্ একস্যাপি বৃক্ষস্য মূলেষু জলসেকেষু অকৃতেষু, যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্ ইতি ভাবে সপ্তমী। যা শকুন্তলা প্রথমং জলং পাতুং ন ব্যবস্যতি ন চেষ্টতে, প্রথমং জলপানং ন করোতি ইতি ভাবঃ। মণ্ডনং ভূষণং প্রিয়ং যস্যাঃ সা মণ্ডনপ্রিয়া প্রিয়মণ্ডনা বা, "বা প্রিয়স্য" ইতি প্রিয়শব্দস্য পূর্বনিপাতঃ পক্ষিকঃ। অপি যা যুষ্মাকং পল্লবং নবকিসলয়ং ন আদত্তে ন কর্ণাভরণাদি কর্তুম্ ন গৃহ্নাতি যুষ্মাকং পীড়াসম্ভবাদিতি ভাবঃ। 'আদত্তে' ইত্যত্র অকর্ত্রভিপ্রায়মিতি আত্মনেপদম্। বঃ যুষ্মাকং আদ্যে প্রথমে কুসুমপ্রসূতিসময়ে পুষ্পোদ্গমকালে যস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ উৎসবঃ আনন্দঃ ভবতি, সা ইয়ং যুষ্মাকং স্নেহভাজনং শকুন্তলা পতিগৃহং যাতি, অতঃ সর্বৈঃ আশ্রমদ্রুমৈঃ একত্রীভূয় অনুজ্ঞায়তাং তস্যাঃ গমনম্ অনুমন্যতাম্। অত্র আশ্রমবৃক্ষান্ প্রতি শকুন্তলায়াঃ স্নেহাধিক্যপ্রতিপাদনকার্যে কারণত্রয়োপন্যাসাৎ সমুচ্চয়ালংকারঃ। পুনঃ চতুর্থপাদং প্রতি পাদত্রয়স্য হেতুত্বাৎ কাব্যলিঙ্গং চ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

(ক) **ঋক্‌ছন্দসা আশাস্তে**—এখানে 'ঋক্‌ছন্দসা' বলতে 'বৈদিক ছন্দ' বোঝায়। বৈদিক ত্রিষ্টুপ ছন্দ, যার প্রতি চরণে একাদশ অক্ষর। এ ত্রিষ্টুপের দুই ভেদ বাতোর্মী এবং শালিনীর সংমিশ্রণে (অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় চরণে 'বাতোর্মী' এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ

চরণে 'শালিনী' মিশ্রিত হয়ে) উপজাতি ছন্দ হয়েছে বলে অনেকে এরকম মত প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ উক্ত শ্লোকে লৌকিক বা বৈদিক কোন ছন্দের বিধি ঠিকমত মানা হয়নি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে অনেকেই এই মঞ্চনির্দেশ অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করে, তা বর্জন করেছেন।

(খ) **"বৈতানাঃ বহ্নয়ঃ"**—বলতে তিন প্রকার অগ্নি, যথা (১) গার্হপত্য, যার স্থান যজ্ঞীয় বেদির পশ্চিম প্রান্তভাগের মধ্যখানে, (২) আহবনীয়, যার স্থান পূর্বপ্রান্তের শেষভাগে, এবং (৩) দক্ষিণ, যার স্থান দক্ষিণপশ্চিম কোণে,—কে বোঝায়, অথবা চারপ্রকার বৈদিক অগ্নিকে বোঝায়। এ চারপ্রকার বৈদিক অগ্নি হল—আহবণীয়, মাঞ্জলীয়, গার্হপত্য ও আগ্নীধ্রীয়। এগুলি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের নির্দিষ্ট স্থানে প্রজ্জ্বলিত করা হয়।

(গ) "পাতুং ন ব্যবস্যতি" ইত্যাদি শ্লোকের রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ হল,—

"তোমাদের জল না করি দান, যে আগে জল না করিত পান,
সাধ ছিল যার সাজিতে তবু, স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু,
তোমাদের ফুল ফুটিতে যবে, যেজন মাতিত মহোৎসবে,
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়, তোমরা সকলে দেহ বিদায় ॥ (প্রাচীন সাহিত্য)

(ঘ) মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী বলেছেন মহাকবি কালিদাস মহাকবি ভাসরচিত **"অভিষেকনাটকম্"**—দৃশ্যকাব্যের তৃতীয় অংকের নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটির কাছে ঋণী,—

"যস্যাং ন প্রিয়মণ্ডনাপি মহিষী দেবস্য মন্দোদরী,
স্নেহাৎ লুম্পতি পল্লবান্ ন চ পুনর্বীজন্তি যস্যাং ভযাৎ।
বীজন্তো মলয়ানিলা অপি করৈরস্পৃষ্টবালদ্রুমা,
সেয়ং শক্ররিপোরশোকবনিকা ভগ্নেতি বিজ্ঞাপ্যতাম্ ॥ (৩/১)

(আকাশে)

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভি-
শ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ ॥ ১১ ॥

(সর্বে সবিস্ময়মাকর্ণয়ন্তি)

সন্ধিবিচ্ছেদ—সরোভিঃ + ছায়াদ্রুমৈঃ + নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ। শিবঃ + চ, সবিস্ময়ম্ + আকর্ণয়ন্তি, মৃদুরেণুঃ + অস্যাঃ, শান্তানুকূলপবনঃ + চ।

অন্বয়—অস্যাঃ পন্থাঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিঃ রম্যান্তরঃ, ছায়াদ্রুমৈঃ নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ, কুশেশয়রজোমৃদুরেণুঃ, শান্তানুকূলপবনঃ চ শিবঃ চ ভূয়াৎ।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[আকাশে] অস্যাঃ পন্থাঃ (শকুন্তলার যাত্রাপথ) কমলিনী হরিতৈঃ (পদ্মপাতায় সবুজবর্ণ) সরোভিঃ (সরোবরগুলির দ্বারা) রম্যান্তরঃ (মধ্যে মধ্যে মনোরম হোক), ছায়াদ্রুমৈঃ (ছায়াপ্রধান বৃক্ষসমূহেব দ্বারা) নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ (সূর্যকিরণের তাপ নিয়ন্ত্রিত হোক), কুশেশয়রজোমৃদুরেণুঃ (পথের ধূলি হোক পদ্মের পরাগরেণুব মত পেলব), শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ ভূয়াৎ (পথে পবন হোক্ অনুকূল, আর পথ হোক্ মঙ্গলময়)।

(সর্বে সবিস্ময়ম্ আকর্ণয়ন্তি—বিস্মিত হয়ে সকলে শুনলেন।)

বঙ্গানুবাদ—(আকাশে দৈববাণী)

শকুন্তলার যাত্রাপথ মধ্যে মধ্যে পদ্মপাতায় সবুজবর্ণ সরোবরগুলির দ্বারা মনোরম হোক্, ছায়াপ্রধান বৃক্ষসমূহেব দ্বাবা সূর্যকিরণের তাপ নিয়ন্ত্রিত হোক্, পথের ধূলি হোক্ পদ্মের পরাগরেণুর মত পেলব, পথে পবন হোক্ শান্ত ও অনুকূল, আর পথ হোক্ মঙ্গলময় ৷৷ ১১ ৷৷

(সকলে বিস্মিত হয়ে শুনলেন)।

মনোরমা—রম্যান্তরঃ—বম্যম অন্তরং যস্য সঃ বহুব্রীহিঃ। ছায়াদ্রুমৈঃ—ছায়াপ্রধানঃ দ্রুমঃ—শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপী সমাসঃ। তৈঃ। নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ—অর্কস্য ময়ূখাঃ, ষষ্ঠীতৎ, তেষাং তাপঃ ষষ্ঠীতৎ, নিয়মিতঃ অর্কময়ূখতাপঃ যস্মিন্ সঃ বহুব্রীহিঃ। কুশেশয়রজোমৃদুরেণুঃ—কুশে (জলে) শেতে ইতি কুশেশয়ম্ (কমলম্), তস্য বজঃ, কুশেশয়বজঃ, ষষ্ঠীতৎ, কুশেশয়রজ ইব মৃদুঃ রেণুঃ যস্মিন্, বহুব্রীহিঃ। শান্তানুকূলপবনঃ—শান্তশ্চাসৌ অনুকূলশ্চেতি, কর্মধা, শান্তানুকূলঃ পবনঃ যস্মিন্ সঃ, বহুব্রীহিঃ।

আশা—রম্যান্তরেতি। অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ পন্থাঃ মার্গঃ কমলিন্যাঃ নলিন্যাঃ হরিতৈঃ হরিদ্বর্ণৈঃ শ্যামলৈঃ সবোভিঃ সরোবরৈঃ রম্যং রমণীয়ম্ অন্তরং মধ্যঃ যস্য সঃ এবম্ভূতঃ, ছাযাদ্রুমৈঃ ছায়াপ্রধানাঃ দ্রুমাঃ, তৈঃ, ছায়াবদ্ভিঃ বৃক্ষৈঃ নিয়মিতঃ প্রশমিতঃ অর্কস্য সূর্যস্য ময়ূখঃ কিবণঃ তস্য তাপঃ যস্মিন্ তথাভূতঃ, কুশেশয়ানাং কমলানাং রজাংসি পরাগাঃ ইব মৃদবঃ কোমলাঃ বেণবঃ ধূলয়ঃ যস্মিন্ তাদৃশঃ, শিবশ্চ শুভশ্চ মঙ্গলকরশ্চ ভূয়াৎ স্যাৎ। অত্র শকুন্তলায়াঃ মার্গে শিবত্বসূচকানামনেকবিধকারণানাং

প্রতিপাদনাৎ সমুচ্চয়ঃ। বসন্ততিলকং বৃত্তম্—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

(ক) এ নাটকের তৃতীয় অংক এবং পঞ্চম অংকে যে **"আকাশভাষিত"**-এর উল্লেখ রয়েছে তার থেকে এখানে উল্লিখিত "আকাশে"-র প্রভেদ রয়েছে। "আকাশে"—এই পারিভাষিক শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখনই যখন কোন আলৌকিক দৈববাণী হয়। আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে,—"দূরস্থাভাষণং যৎ স্যাদশরীরনিবেদনম্। পরোক্ষান্তরিতং বাক্যং তৎ আকাশে নিগদ্যতে ॥"

(খ) যাত্রাকালে পশ্চাৎ দিক থেকে পবন প্রবাহিত হয়, তাহলে তাকে শুভসূচক বিবেচনা করা হয়। "শুভগন্ধে চ শব্দে চ সানুকূলে চ মারুতে। প্রস্থিতে সর্বকার্যাণাং সর্বসিদ্ধিঃ ধ্রুবং ভবেৎ ॥" (পালকাপ্য)। তেমনি আবার যাত্রাকালে আকাশবাণী বা দৈববাণী হলে, তাও শুভলক্ষণ বলে গণ্য হয়।—"আকাশবাণী সঙ্গীতা জয়ন্তে ভবিতেতি চ। চকার যাত্রাং ভগবান্ শ্রুত্বা এবংবিধং শুভম্ ॥" (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

(গ) **"রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ"** ইত্যাদি শ্লোকের রবীন্দ্রনাথকৃত পদ্যানুবাদ,—"মাঝে মাঝে পদ্মবনে/পথ তব হোক মনোহর।/ছায়াস্নিগ্ধ তরুবাজি/ঢেকে দিক তীব্র রবিকর।/হোক তব পথধূলি/অতিমৃদু পুষ্পধূলিনিভ।/ হোক বায়ু অনুকূল/শান্তিময় পন্থা হোক শিব।"

গৌতমী—জাদে ণ্ণাদিজণসিণিদ্ধাহিং অণুণ্ণাদগমণাসি তবোবণদেবদাহিং। পণম ভঅবদীণং। (জাতে জ্ঞাতিজনস্নিগ্ধাভিঃ অনুজ্ঞাতগমনাসি তপোবন-দেবতাভিঃ। প্রণম ভগবতীঃ।)

শকুন্তলা—(সপ্রণামং পরিক্রম্য। জনান্তিকম্) হলা পিঅংবদে, ণং অজ্জ-উত্তদংসণুস্সুআএ বি অস্সমপদং পরিচ্চঅন্তীএ দুক্খেণ মে চলণা পুরদো পবট্টন্তি। (হলা প্রিয়ংবদে, ননু আর্যপুত্রদর্শনোৎসুকায়া অপি আশ্রমপদং পরিত্যজন্ত্যা দুঃখেন মে চরণৌ পুরতঃ প্রবর্তেতে।)

প্রিয়ংবদা—ণ কেঅলং তবোবণবিরহকাদরা সহী এব্ব। তুএ উবট্ঠিদবিওঅস্স তবোবণস্স বি দাব সমবত্থা দীসই।

উদ্‌গলিঅদব্‌ভকবলা মিআ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরা।
ওলরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্‌সূ বিঅ লদাও ॥ ১২ ॥

(ন কেবলং তপোবনবিরহকাতরা সখী এব। ত্বয়া উপস্থিতবিয়োগস্য তপোবনস্য অপি তাবৎ সমবস্থা দৃশ্যতে।

উদ্‌গলিতদর্ভকবলা মৃগাঃ পরিত্যক্তনর্তনা ময়ূরাঃ।
অপসৃতপাণ্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রূণীব লতাঃ ॥ ১২ ॥)

সন্ধিবিচ্ছেদ—অনুজ্ঞাতগমনা + অসি, মুঞ্চন্তি + অশ্রূণি + ইব।

অন্বয়—মৃগাঃ উদ্‌গলিতদর্ভকবলাঃ ময়ূরাঃ পরিত্যক্তনর্তনাঃ, লতাঃ অপসৃতপাণ্ডুপত্রাঃ অশ্রূণি মুঞ্চন্তি ইব ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—গৌতমী—জাতে (বৎস), জ্ঞাতিজনস্নিগ্ধাভিঃ তপোবন-দেবতাভিঃ (স্বজনের মত স্নেহপরায়ণ বনদেবতাগণ তোমাকে যাবার অনুমতি দিয়েছেন।) প্রণম ভগবতীঃ (পূজনীয় বনদেবতাদের প্রণাম কর)।

শকুন্তলা—(সপ্রণামং পরিক্রম্য—প্রণামপূর্বক পরিক্রমণ করে) (জনান্তিকে—যাতে মঞ্চে উপস্থিত অন্য কেউ শুনতে না পায় এ ভাবে) হলা প্রিয়ংবদে (সখী প্রিয়ংবদা), ননু আর্যপুত্রদর্শনোৎসুকায়াঃ অপি (আর্যপুত্র দুষ্যন্তকে দেখবার জন্য মন ব্যাকুল হলেও) আশ্রমপদং পরিত্যজ্য (আশ্রম ছেড়ে যেতে) দুঃখেন মে চরণৌ পুরতঃ প্রবর্তেতে (অতি কষ্টে আমার চরণ যুগল অগ্রসর হচ্ছে)।

প্রিয়ংবদা—ন কেবলং তপোবনবিরহকাতরা সখী এব (সখী, কেবল তুমিই যে (আসন্ন) তপোবনবিরহে কাতর হয়েছ তা' নয়) ত্বয়া উপস্থিতবিয়োগস্য (তোমার আগতপ্রায় বিরহে) তপোবনস্য অপি সমবস্থা দৃশ্যতে (তপোবনেরও একই দশা দেখা যাচ্ছে)।

মৃগাঃ উদ্‌গলিতদর্ভকবলাঃ (মৃগগুলির মুখ থেকে তৃণের গ্রাস গলে পড়ছে), ময়ূরাঃ পরিত্যক্তনর্তনাঃ (ময়ূরগুলি আর নাচ্‌ছে না), লতাঃ অপসৃতপাণ্ডুপত্রাঃ (লতাগুলি থেকে খসে পড়ছে জীর্ণপত্র), অশ্রূণি মুঞ্চন্তি ইব (মনে হচ্ছে যেন অশ্রু বিসর্জন করছে।)

বঙ্গানুবাদ—গৌতমী—বৎস, স্বজনের মত স্নেহপরায়ণ বনদেবতাগণ তোমাকে যাবার অনুমতি দিয়েছেন। পূজনীয় বন দেবতাদেব প্রণাম কর।

শকুন্তলা—(প্রণামপূর্বক পরিক্রমণ করে) (জনান্তিকে) সখী প্রিয়ংবদা, আর্যপুত্র

দুষ্যন্তকে দেখবার জন্য মন আমার ব্যাকুল হলেও, আশ্রম ছেড়ে যেতে অতি কষ্টে আমার চরণযুগল অগ্রসর হচ্ছে।

প্রিয়ংবদা—সখী, কেবল তুমিই যে আসন্ন তপোবন বিরহে কাতর হয়েছ তা' নয়, তোমার আগতপ্রায় বিরহেও তপোবনের একই দশা দেখা যাচ্ছে। মৃগের মুখ থেকে তৃণ গলে পড়ছে, ময়ূর নর্তন পরিত্যাগ করেছে, জীর্ণ পত্র বিসর্জনের ছলে যেন লতা অশ্রুমোচন করছে ॥ ১২ ॥

আশা—উদ্‌গলিতেতি। মৃগাঃ—মৃগাশ্চ মৃগাশ্চ ইতি মৃগাঃ হবিণাশ্চ, উদ্‌গলিতাঃ চর্ব্বিতাঃ অপি মুখাদ্ ভ্রষ্টাঃ, দর্ভকবলাঃ কুশগ্রাসাঃ যেষাং তাদৃশাঃ, ময়ূরাঃ ময়ূর্যশ্চ ময়ূরাশ্চ ইতি ময়ূরাঃ, শকুন্তলাগমনদুঃখেন পরিত্যক্তং পরিহৃতং নর্তনং নৃত্যং যৈঃ তাদৃশাঃ তিষ্ঠন্তি ইতি শেষঃ। শকুন্তলা-বিয়োগাৎ-ন কেবলং চেতনাঃ জীবাঃ, অপিতু অচেতনাঃ লতাঃ বিরহবিধুরাঃ অপসৃতানি চ্যুতানি পাণ্ডুনি শুষ্কাণি পত্রাণি যাভ্যঃ তাদৃশ্যঃ সত্যঃ অশ্রূণি বাষ্পাণি মুঞ্চন্তি বিসৃজন্তি ইব,—ইত্যত্র ক্রিয়োৎপ্রেক্ষালংকারঃ। তপোবনস্য বিরহপ্রতিপাদনকার্যং প্রতি কারণত্রয়োপন্যাসাৎ সমুচ্চয়ালংকারঃ, বন্ধুজন-ব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিঃ। আর্যা জাতিঃ ॥

আলোচনা :

অনুরূপ উক্তি মহাকবি কালিদাস বচিত 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের চতুর্দশ সর্গে রয়েছে,—"নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষাঃ দর্ভানু-পাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ। তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবমত্যন্তমাসীৎ রুদিতং বনেঽপি" ॥ ৬৯ ॥ মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর মতে মহাকবি কালিদাস উক্ত শ্লোকে অভিব্যক্ত ভাবের জন্য মহাকবি ভাসের, কাছে ঋণী। কেননা, মহাকবি ভাসরচিত "প্রতিমানাটকম্" দৃশ্যকাব্যের দ্বিতীয় অংকে শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনকালে আযোধ্যার দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,—"নাগেন্দ্রা যবসাভিলাষবিমুখাঃ সাস্রেক্ষণা বাজিনঃ। হ্রেষাশূন্যমুখাঃ সবৃদ্ধবনিতাবালাশ্চ পৌরজনাঃ ॥ ত্যক্তাহারকথাঃ সুদীনবদনাঃ ক্রন্দন্তঃ উচ্চৈর্দশা। বামো যাতি যযা সদাবসহজস্তামেব পশ্যন্ত্যমী।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মহাকবিকালিদাস রচিত শ্লোকটির বাঙ্‌লাপদ্যে অনুবাদ করেছেন তাঁর প্রাচীন সাহিত্যে—

"মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ ময়ূর নাচেনা আর। খসিযা পড়ে পাতা লতিকা হতে, যেন সে আঁখিজলধার ॥"

উক্ত শ্লোকের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত অনুবাদ,—

"তোমার বিবহে সখি যত মৃগকুল

মুখভ্রষ্ট তৃণগ্রাস, বিহ্বল ব্যাকুল।
ময়ূর ছেড়েছে নৃত্য, ঝরে জীর্ণপাতা
অশ্রুপাত করে যেন সব তরুলতা ॥"

শকুন্তলা—(স্মৃত্বা) তাদ, লদাবহিণিঅং বণজ্জোসিণিং দাব আমন্তইস্সং। (তাত, লতাভগিনীং বনজ্যোৎস্নাং তাবৎ আমন্ত্রয়িষ্যে।)

কাশ্যপঃ—অবৈমি তে তস্যাং সোদর্যস্নেহম্। ইয়ং তাবদ্ দক্ষিণেন।

শকুন্তলা—(লতামুপেত্য) বণজ্জোসিণি, চূদসংগতা বি মং পচ্চালিঙ্গ ইতোগদাহিং সাহাবাহাহিং। অজ্জপ্পহুদি দূরপরিবত্তিণী ভবিস্সং। (বনজ্যোৎস্নে, চুতসঙ্গতা অপি মাং প্রত্যালিঙ্গ ইতোগতাভিঃ শাখাবাহাভিঃ। অদ্য প্রভৃতি দূরপরিবর্তিনী তে খলু ভবিষ্যামি।)

কাশ্যপঃ—

সংকল্পিতং প্রথমমেব ময়া তবার্থে
ভর্তারমাত্মসদৃশং সুকৃতৈর্গতা ত্বম্।
চূতেন সংশ্রিতবতী নবমালিকেয়-
মস্যামহং ত্বয়ি চ সম্প্রতি বীতচিন্তঃ ॥ ১৩ ॥

ইতঃ পন্থানং প্রতিপদ্যস্ব।

সন্ধিবিচ্ছেদ—তাবৎ + দক্ষিণেন, লতাম্ + উপেত্য, ভর্তারম্ + আত্মসদৃশম্, নবমালিকা + ইযম্ + অস্যাম্ + অহম্, সুকৃতৈঃ + গতা, প্রথমম্ + এব।

অন্বয়—প্রথমমেব তবার্থে ময়া সংকল্পিতম্ আত্মসদৃশং ভর্তারং ত্বং সুকৃতৈঃ গতা অসি। ইয়ং নবমালিকা দূতেন সংস্রিতবতী, (অতএব সম্প্রতি) অহম্ অস্যাং ত্বয়ি চ বীতচিন্তঃ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—(স্মৃত্বা—স্মরণ করে) তাত (পিতঃ) লতাভগিনীং বনজ্যোৎস্নাং তাবৎ (আমার লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নার কাছ থেকে) আমন্ত্রয়িষ্যে (বিদায় নিযে আসি)। কাশ্যপঃ—অবৈমি (আমি জানি) তে তস্যাং সোদর্যস্নেহম্ (তাব প্রতি তোমার সোদবস্নেহ)। ইযং তাবৎ দক্ষিণেন (এটা ডান দিকে আছে)। শকুন্তলা—(লতাম্

উপেত্য—লতার কাছে গিয়ে) বনজ্যোৎস্নে (বনজ্যোৎস্না), চূতসঙ্গতা অপি (তুমি সহকার বৃক্ষের সঙ্গে মিলিত হলেও) ইতোগতাভিঃ শাখাবাহাভিঃ (এদিকে প্রসারিত শাখাবাহু দিয়ে) মাং প্রত্যালিঙ্গ (আমাকে প্রতি-আলিঙ্গন কর।) অদ্য প্রভৃতি (আজ থেকে) দূরপরিবর্তিনী ভবিষ্যামি (দূরে চলে যাচ্ছি)। কাশ্যপঃ—প্রথমম্ এব তবার্থে ময়া সংকল্পিতম্ (প্রথম থেকেই তোমার জন্য আমি যা' ভেবে রেখেছিলাম) আত্মসদৃশং ভর্তারং (সেই তোমার যোগ্য পতি) ত্বং সুকৃতৈঃ গতা অসি (তুমি পুণ্যফলবশতঃ লাভ করেছ)। ইয়ং নবমালিকা (এই নবমল্লিকা লতা) চূতেন সংশ্রিতবতী (সহকার বৃক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।) সম্প্রতি (এখন) অহং (আমি) অস্যাং ত্বয়ি চ (এর এবং তোমার বিষয়ে) বীতচিন্তঃ (নিশ্চিন্ত হলাম)। ইতঃ পন্থানং প্রতিপদ্যস্ব (পথ এদিকে, এগিয়ে চল)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—(স্মরণ করার অভিনয় করে) পিতা, আমি লতা-ভগিনী বনজ্যোৎস্নার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।

কাশ্যপ—তার প্রতি তোমার সোদর স্নেহ আমি জানি। এইটি ডান দিকে রয়েছে।

শকুন্তলা—(লতার কাছে গিয়ে) বনজ্যোৎস্না, তুমি সহকার বৃক্ষের সঙ্গে মিলিত হলেও এদিকে প্রসারিত বাহু দিয়ে আমাকে প্রতি-আলিঙ্গন কর। আজ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি।

কাশ্যপ—প্রথম থেকেই তোমার জন্য আমি যা ভেবে রেখেছিলাম, সেই তোমার যোগ্য পতি তুমি পুণ্যফলবশতঃ লাভ করেছ। এই নবমল্লিকা লতা সহকাব বৃক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সম্প্রতি আমি এর এবং তোমার বিষয়ে চিন্তামুক্ত হলাম ॥ ১৩ ॥ এদিকে পথ, অগ্রসর হও।

মনোরমা—চূতেন—সহার্থে তৃতীয়া। সংশ্রিতবতী—সম্-শ্রি + ক্ত ভাবে সংশ্রিত, সংশ্রিত + মতুপ্ (মত্বর্থে + ঙীপ্ স্ত্রীলিঙ্গে = সংশ্রিতবতী। বীতচিন্তঃ—বীতা চিন্তা যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। আত্মসদৃশম্ = আত্মনঃ সদৃশম্, ষষ্ঠীতৎ। সোদর্যস্নেহম্—সমানোদরে শয়িতম্ ইতি সমানোদর + য = সোদর্যম্। সামান্যে নপুংসকম্। "বিভাষোদরে" এই সূত্র অনুসারে সমান শব্দের বিকল্পে হয়েছে 'স', এবং "সোদরাৎ যঃ"—এই সূত্র অনুসারে 'য' প্রত্যয়ঃ।

আশা—সংকল্পিতমিতি। ময়া তপোনিধিনা তবার্থে তব কৃতে ত্বৎ প্রয়োজন-নিমিত্তং প্রথমমেব আদাবেব দুষান্তস্য সমাশ্রমাগমনাৎ প্রাগেব সংকল্পিতং মনসা বিভাবিতম্, আত্মনঃ সদৃশম্ অভিজনগুণৈঃ সৌন্দর্যেণ বয়সা চ তুল্যম্ ইত্যর্থঃ। ভর্তারং পতিং ত্বং

সুকৃতৈঃ প্রাক্তনপুণ্যফলৈঃ গতা লব্ধবতী অসি। ইয়ং পুরতঃ স্থিতা নবমল্লিকা বনজ্যোৎস্না চূতেন আত্মযোগ্যেন আম্রেণ সহ সংশ্রিতবতী সঙ্গতবতী, মিলিতা ইতি যাবৎ। অত্র নায়ক-ব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিঃ। উভয়োঃ প্রাকরণিকত্বাৎ তুল্যযোগিতা চ। অতএব সম্প্রতি অধুনা অহম্ অস্যাং নবমল্লিকায়াম্ ত্বয়ি তদ্বিষয়ে চ বীতা বিশেষেণ গতা চিন্তা বরসংগ্রহভাবনা যস্য তাদৃশঃ সংবৃত্তোঽস্মি।

শকুন্তলা—(সখ্যৌ প্রতি) হলা, এসো দুবে ণং বো হত্থে ণিক্‌খেবো। (হলা, এষা দ্বয়োঃ যুবয়োঃ ননু হস্তে নিক্ষেপঃ।)

সখ্যৌ—অঅং জণো কস্স হত্থে সমপ্‌পিদো? (বাষ্পং বিহরতঃ) (অয়ং জনঃ কস্য হস্তে সমর্পিতঃ?)

কাশ্যপঃ—অনসূয়ে, অলং রুদিত্বা। ননু ভবতীভ্যামেব স্থিরীকর্তব্যা শকুন্তলা।

(সর্বে পরিক্রামন্তি)

শকুন্তলা—তাদ, এসা উডজপজ্জন্তচারিণী গব্‌ভমন্থরা মিঅবহু জদা অণঘপ্‌পসবা হোই তদা মে কংপি পিঅণিবেদইওঅং বিসজ্জইস্সহ। (তাত, এষা উটজপর্যন্তচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগবধূঃ যদা অনঘপ্রসবা ভবতি তদা মহ্যং কমপি প্রিয়নিবেদয়িতৃকং বিসর্জয়িষ্যথ।)

কাশ্যপঃ—নেদং বিস্মরিষ্যামঃ।

শকুন্তলা—(গতিভঙ্গং রূপয়িত্বা) কো ণু ক্‌খু এসো ণিবসণে মে সজ্জই? (পরাবর্ততে)। (কো নু খলু এষঃ নিবসনে মে সজ্জতে?)

কাশ্যপঃ—বৎসে,

> যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
> তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
> শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
> সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে ॥ ১৪ ॥

শকুন্তলা—বচ্ছ, কিং সহবাসপরিচ্চাইণিং মং অণুসরসি। অচিরপ্‌প-সূদাএ

জণণীএ বিণা বড্‌ঢিদো এব্ব। দাণিং পি মএ বিরহিদং তুমং তাদো চিন্তইস্সদি। ণিবত্তেহি দাব। (রুদতী প্রস্থিতা)। (বৎসে, কিং সহবাস-পরিত্যাগিনীং মাম্ অনুসরসি। অচিরপ্রসূতয়া জনন্যা বিনা বর্ধিত এব। ইদানীম্ অপি ময়া বিরহিতং ত্বাং তাতঃ চিন্তয়িষ্যতি। নিবর্তস্ব তাবৎ।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—ভবতীভ্যাম্ + এব, কম্ + অপি, ন + ইদম্, সঃ + অয়ম্ মৃগঃ + তে।

অন্বয়—যস্য কুশসূচিবিদ্ধে মুখে ব্রণবিরোপণম্ ইঙ্গুদীনাং তেলং ত্বয়া ন্যষিচ্যত, শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকঃ পুত্রকৃতকঃ সোহয়ং মৃগঃ তে পদবীং ন জহাতি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—(সখ্যৌ প্রতি—দুই সখীকে) হলা (সখী) এষা (এই লতাকে) দ্বয়োঃ যুবয়োঃ ননু (তোমাদের দুজনের হাতে) নিক্ষেপঃ (ন্যাস রেখে গেলাম)। সখ্যৌ—অয়ং জনঃ (আমাকে, এখানে আমাদের দুজনকে) কস্য হস্তে (কার হাতে) সমর্পিতঃ (সমর্পণ করলেন)। (বাষ্পং বিহরতঃ—দুজনেই অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।) কাশ্যপঃ—অনসূয়া, অলং রুদিত্বা (আর রোদন করো না), ননু ভবতীভ্যামেব স্থিরীকর্তব্যা শকুন্তলা (তোমাদেরই ত শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত)।

(সকলে পরিক্রমণ করলেন)

শকুন্তলা—তাত, এষা উটজপর্যন্তচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগবধূঃ (পিতা, এই মৃগবধূটি গর্ভভারে এত অলস হয়েছে যে সে পর্ণকুটীর পর্যন্ত বিচরণ করতে পারে) যদা অনঘপ্রসবা ভবতি (যখন সে নির্বিঘ্নে প্রসব করবে) তদা মহ্যং (তখন আমাকে) কমপি প্রিয়নিবেদয়িতৃকং বিসর্জয়িষ্যথ (এ শুভ বার্তা দেবার জন্য কাউকে প্রেরণ করবেন।) কাশ্যপঃ—নেদং বিস্মরিষ্যামঃ (একথা আমি ভুলব না, অবশ্যই মনে থাকবে।) শকুন্তলা—(গমনে বাধা পাচ্ছেন—এরূপ অভিনয় করে) কো নু খলু এষ নিবসনে মে সজ্জতে (কে আমার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে?) (পরাবর্ততে—ঘুরে দাঁড়ালেন)। কাশ্যপঃ—বৎসে (বৎস), যস্য কুশসূচিবিদ্ধে মুখে (যার মুখ কুশতৃণের আঘাতে বিদ্ধ হলে) ত্বয়া ব্রণবিরোপণং ইঙ্গুদীনাং তৈলং ন্যষিচ্যত (তুমি নিরাময়ের জন্য ক্ষতস্থানে ইঙ্গুদীর তেল লাগিয়ে দিতে), শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকঃ (শ্যামা ধান্যের মুষ্টি দিয়ে তুমি যাকে পরিবর্ধিত করেছিলে), পুত্রকৃতকঃ (তুমি যাকে পুত্রের ন্যায় মনে করতে) সোহয়ং মৃগঃ (সেই মৃগ) তে পদবীং ন জহাতি (তোমার পথ ত্যাগ করছে না।) শকুন্তলা—বৎস (বৎস), সহবাসপরিত্যাগিনীং (আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি) মাং কিম্ অনুসরসি?

(আমাকে কেন অনুসরণ কবছ?) অচিরপ্রসূতয়া (জন্মের পর থেকেই) জনন্যা বিনা (মাকে ছাড়াই) বর্ধিত এব (তুমি বর্ধিত হয়েছ)। ইদানীম্ অপি (এখনও) ময়া বিরহিতং (আমি তোমায় ছেড়ে গেলে) ত্বাং তাতঃ চিন্তয়িষ্যতি (তাত কণ্ব তোমায় দেখবেন)। নিবর্তস্ব তাবৎ (এখন প্রত্যাবর্তন কর)। (রুদতী প্রস্থিতা—রোদন করতে করতে অগ্রসর হতে লাগলেন।)

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—(দুই সখীকে) সখী, এই লতাকে তোমাদের দুজনের হাতে ন্যাস রেখে গেলাম।

সখীদ্বয়—আমাদের দুজনকে কার হাতে সমর্পণ করলে? (দুজনেই অশ্রুমোচন করতে লাগলেন)।

কাশ্যপ—অনসূয়া, আর রোদন করো না। তোমাদেরই ত শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত।

শকুন্তলা—পিতা, এই মৃগবধূটি গর্ভভারে এত অলস হয়েছে যে, সে পর্ণকুটীর পর্যন্ত বিচরণ করতে পারে। যখন সে নির্বিঘ্নে প্রসব করবে, তখন এ শুভবার্তা দেবার জন্য কাউকে আমার কাছে প্রেরণ করবেন।

কাশ্যপ—একথা আমি ভুলবো না, অবশ্যই তা মনে থাকবে।

শকুন্তলা—(গমনে বাধা পাচ্ছেন এরূপ অভিনয় করে) কে আমার বসন ধরে টানে? (ঘুরে দাঁড়ালেন।)

কাশ্যপ—বৎস, যার মুখ কুশতৃণের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলে তুমি নিরাময়ের জন্য ইঙ্গুদীর তেল লাগিয়ে দিতে, শ্যামা ধান্যের মুষ্টি দিয়ে তুমি যাকে পরিবর্ধিত করেছিলে, যাকে তুমি পুত্রের ন্যায় মনে করতে, সেই মৃগ তোমার পথ ত্যাগ করছে না ॥ ১৪ ॥

শকুন্তলা—বৎস, আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আমাকে কেন অনুসরণ করছ? জন্মের পর থেকে মাকে ছাড়াই তুমি বর্ধিত হয়েছ। এখনও আমি তোমায় ছেড়ে গেলে তাত কণ্ব তোমায় দেখবেন। এখন প্রত্যাবর্তন কর।

(রোদন করতে করতে অগ্রসর হতে লাগলেন।)

মনোরমা—অলং রুদিত্বা—এখানে "অলংখল্বোঃ প্রতিষেধয়োঃ প্রাচাং ক্ত্বা"—এই সূত্র অনুসারে 'রুদিত্বা' শব্দে নিষেধার্থক 'অলম্' শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রণবিরোপণম্—ব্রণানাং বিরোপণম্, ষষ্ঠীতৎ, বিরোপণম্—বি-রুহ্ + ণিচ্ +

ল্যুট্ করণে। পক্ষে বিরোহণম্। পুত্রকৃতকঃ—কৃতকঃ পুত্রঃ = পুত্রকৃতকঃ, ময়ূরব্যংস-কাদিসমাসঃ। কুশসূচিবিদ্ধে—কুশস্য সূচিঃ ষষ্ঠীতৎ, তৈঃ বিদ্ধঃ, তৃতীয়াতৎ, তস্মিন্। ন্যষিচ্যত—নি-সিচ্ + লঙ্ প্রথমপুরুষ, একবচন।

আশা—যস্যেতি। যস্য কুশানাং সূচিভিঃ সূচিবৎ তীক্ষ্ণাগ্রভাগৈঃ বিদ্ধে জাতব্রণে মুখে ত্বয়া অত্যন্তদয়ার্দ্রয়া ব্রণানাং ক্ষতানাং বিরোপণং বিশোষকম্ ইঙ্গুদীনাং তাপসতরূণাং তৈলং ন্যষিচ্যত, সোঽয়ং পুরতো দৃশ্যমানঃ শ্যামাকানাং ধান্য-ভেদানাং মুষ্টিভিঃ গ্রাসৈঃ পরিবর্ধিতকঃ অনুকম্পয়া যত্নেন সহ পোষিতঃ। অতএব পুত্রকৃতকঃ কৃত্রিমপুত্রঃ, পুত্রত্বেন অভিমন্যমানঃ ইত্যর্থঃ, মৃগঃ তে তব পদবীং পন্থানং ন জহাতি, স্নেহবশাৎ ত্বদনুযায়ী ভবতি। অত্র পদবীপরিত্যাগা-ভাবং প্রতি পূর্ববাক্যানাং হেতুত্বাৎ হেতুত্বাৎ কাব্যলিঙ্গম্,—

"হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্য-লিঙ্গং নিগদ্যতে"—ইতি লক্ষণাৎ। পালিতস্য মৃগস্য স্বভাববর্ণনাৎ স্বভাবোক্তি-রলংকারঃ। বসন্ততিলকং বৃত্তম্—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি—লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

(ক) রবীন্দ্রনাথ "যস্য ত্বয়া" ইত্যাদি শ্লোকের যে ছন্দোবদ্ধ পদ্যে অনুবাদ করেছেন তা' এখানে উল্লেখের দাবী রাখে।—"ইঙ্গুদীর তৈল দিতে স্নেহ সহকারে। কুশক্ষত হলে মুখ যার ॥ শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে। এই মৃগ পুত্র সে তোমার ॥" (প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ)

(খ) কৌতূহলীপাঠক এ প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত উক্ত শ্লোকের পদ্যানুবাদেরও তুলনামূলক মূল্যায়ন করতে পারেন।—"যাকে তুমি খাওয়ায়েছ ধান্যমুষ্টি নিজ হাতে করি/ সযতনে পালন করেছ বৎসে এত দিন ধরি/ কুশবিদ্ধমুখে যার ইঙ্গুদীর তেল মাখাইয়া/ মৃদুহস্তে অতিকষ্টে ব্রণক্ষত দেহ শুকাইয়া/ পুত্রসম সেই তব সুকুমার হরিণ শাবক/"

কাশ্যপঃ—

উৎপক্ষ্মণোর্নয়নয়োরুপরুদ্ধবৃত্তিং
বাষ্পং কুরু স্থিরতয়া বিহতানুবন্ধম্।
অস্মিন্নলক্ষিতনতোন্নতভূমিভাগে
মার্গে পদানি খলু তে বিষমীভবন্তি ॥ ১৫ ॥

শার্ঙ্গরবঃ—ভগবন্ ওদকান্তং স্নিগ্ধো জনোঽনুগন্তব্য ইতি শ্রূয়তে। তদিদং সরসস্তীরম্। অত্র সংদিশ্য প্রতিগন্তুমর্হসি।

কাশ্যপঃ—তেন হীমাং ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়ামাশ্রয়ামঃ।

(সর্বে পরিক্রম্য স্থিতাঃ)

কাশ্যপঃ—(আত্মগতম্) কিং নু খলু তত্রভবতো দুষ্যন্তস্য যুক্তরূপমস্মাভিঃ সন্দেষ্টব্যম্। (চিন্তয়তি)।

শকুন্তলা—(জনান্তিকম্) হলা, পেক্খ। ণলিণীপত্তন্তরিদং বি সহঅরং অদেক্খন্তী আদুরা চক্কবাঈ আরড়দি। দূক্করং অহং করেমি ত্তি। (হলা, পশ্য। নলিনীপত্রান্তরিতম্ অপি সহচরম্ অপশ্যন্তী আতুরা চক্রবাকী আরটতি। দুষ্করম্ অহং করোমি ইতি।)

অনসূয়া—সহি, মা এবৃং মন্তেহি।

এসা বি পিএণ বিণা গমেই রঅণিং বিসঅদীহঅরং।
গরুঅং পি বিরহদুক্খং আসাবন্ধো সহাবেদি ॥ ১৬ ॥

(সখি, মা এবং মন্ত্রয়।

এষাপি প্রিয়েণ বিনা গময়তি রজনীং বিষাদদীর্ঘতরাম্।
গুর্বপি বিরহদুঃখমাশাবন্ধঃ সাহয়তি ॥ ১৬ ॥)

সন্ধিবিচ্ছেদ—উৎপক্ষ্মণোঃ + নয়নয়োঃ + উপরুদ্ধবৃত্তিম্। জনঃ + অনু-গন্তব্যঃ, সরসঃ + তীরম্, প্রতিগন্তুম্ + অর্হসি, যুক্তরূপম্ + অস্মাভিঃ, এষা + অপি, গুরু + অপি, বিরহদুঃখম্ + আশাবন্ধঃ।

অন্বয়—উৎপক্ষ্মণোঃ নয়নয়োঃ উপরুদ্ধবৃত্তিং বাষ্পং স্থিরতয়া বিহতানুবন্ধং কুরু। অলক্ষিতনতোন্নতভূমিভাগে অস্মিন্ মার্গে তে পদানি বিষমীভবন্তি খলু।

অন্বয়—এষা অপি প্রিয়েণ বিনা বিষাদদীর্ঘতবাং রজনীং গময়তি। আশাবন্ধঃ গুরু। অপি বিরহদুঃখং সাহয়তি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—কাশ্যপঃ—উৎপক্ষ্মণোঃ নয়নয়োঃ (তোমার নেত্রলোমগুলি উপরদিকে উঠে আছে)। উপরুদ্ধবৃত্তিং বাষ্পং (বাষ্প অর্থাৎ অশ্রু এসে তোমার নেত্রযুগলের দৃষ্টিশক্তি লোপ করছে) স্থিরতয়া বিহতানুবন্ধং কুরু (অতএব ধৈর্যসহকারে এ অশ্রুপ্রবাহকে প্রতিরোধ কর)। অলক্ষিতনতোন্নতভূমিভাগে অস্মিন্ মার্গে (এ স্থানটি যে উচুনীচু তা' তুমি লক্ষ্য করতে পারছ না) তে পদানি বিষমীভবন্তি খলু (ফলে তোমার পদক্ষেপ সমভাবে পড়ছে না অর্থাৎ বার বার তোমার পদস্খলন হচ্ছে ॥

শার্ঙ্গরব—ভগবন্, ওদকান্তং (জলাশয় পর্যন্ত) স্নিগ্ধঃ জনঃ (প্রিয়জনেরা), অনুগন্তব্যঃ (অনুগমন করবে) ইতি শ্রূয়তে (এরূপ জনশ্রুতি আছে)। তৎ ইদং সরসঃ তীরম্ (তা' এই যে সরোবরের তীর)। অত্র সন্দিশ্য (এখানেই নির্দেশ দিয়ে) প্রতিগন্তুম্ অর্হসি (আপনি প্রত্যাবর্তন করুন)। কাশ্যপঃ—তেন হি (তাহলে) ইমাং ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়াম্ (এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায়) আশ্রয়ামঃ (আমরা সবাই দাঁড়াই)। [সর্বে পরিক্রম্য স্থিতাঃ—সকলেই পরিক্রমণ করে দাঁড়ালেন] কাশ্যপঃ—(আত্মগতম্—মনে মনে) কিং নু খলু তত্রভবতো দুষ্যন্তস্য যুক্তরূপম্ (সে মহারাজ দুষ্যন্তের যোগ্য কোন্ সন্দেশ) অস্মাভিঃ সন্দেষ্টব্যম্ (আমরা প্রেরণ করব)। (চিন্তয়তি—চিন্তা করতে লাগলেন) শকুন্তলা—(জনান্তিকম্—জনান্তিকে—অর্থাৎ যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায় এমনভাবে অভিনয় করে) হলা, পশ্য (সখী, দেখ) নলিনীপত্রান্তরিতম্ অপি সহচরম্ (সহচর পদ্মপত্রের অন্তরালে গেছে মাত্র) অপশ্যন্তী আতুরা চক্রবাকী আরটতি (তাতেই তাকে দেখতে না পেয়ে চক্রবাকী করুণ আর্তনাদ করছে)। দুষ্করম্ অহং করোমি ইতি (আমি সত্যিই কঠিন কাজ করছি)। অনসূয়া—সখি, মা এবং মন্ত্রয় (সখি এরকম মনে করো না)। এষা অপি (এই চক্রবাকও) প্রিয়েণ বিনা (প্রিয়বিচ্ছেদে) বিষাদদীর্ঘতরাং রজনীং গময়তি (বিষাদের দীর্ঘরাত্রি অতিবাহিত করে)। আশাবন্ধঃ (আশা) গুরু অপি বিরহদুঃখং (বিরহের দুঃখ যতই অধিক হোক না কেন) সাহয়তি (সহ্য করায়)।

বঙ্গানুবাদ—শার্ঙ্গরব—ভগবন্, প্রিয়জনেরা জলাশয় পর্যন্ত অনুগমন করবে, এবকমই জনশ্রুতি। এই তো সম্মুখে সরোবরের তীর। এখানে আমাদের নির্দেশ দিয়ে আপনি প্রত্যাবর্তন করুন।

কাশ্যপ—তাহলে এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় আমরা সকলেই দাঁড়াই।

(সকলেই পরিক্রমণ করে দাঁড়ালেন)

কাশ্যপ—(মনে মনে) সে মহারাজ দুষ্যন্তের যোগ্য কোন্ সন্দেশ পাঠাই? (ভাবতে লাগলেন)।

শকুন্তলা—(জনান্তিকে) সখী, দেখ, সহচর চক্রবাক পদ্মপাতার অন্তরালে পড়ে যাওয়ায়, তাকে দেখতে না পেয়ে চক্রবাকী কাতর হয়ে করুণ আর্তনাদ করছে। আমি সত্যই কঠিন কাজ করছি।

অনসূয়া—সখি, এরকম বলো না। এই চক্রবাকীও প্রিয়বিচ্ছেদে বিষাদের দীর্ঘ রাত্রি যাপন করে। (মিলনের) আশাই গুরুতর বিরহের দুঃখও সহ্য করায় ॥ ১৬

মনোরমা—ওদকান্তম্—উদকস্য অন্তঃ, ষষ্ঠীতৎ, আ উদকান্তাৎ ওদকান্তম্, অব্যয়ীভাবঃ—"আঙ্ মর্যাদাভিবিধ্যোঃ"—এই সূত্র অনুসারে। ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়াম্—ক্ষীরপ্রদঃ বৃক্ষঃ ক্ষীরবৃক্ষঃ, শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ, তস্য ছায়া ষষ্ঠীতৎ, তাম্। যুক্তরূপম্—অতিশয়েন যুক্তম্ ইতি যুক্ত + রূপপ্ (প্রশংসায়)। উপরুদ্ধবৃত্তিম্—উপরুদ্ধা বৃত্তিঃ যেন, বহুব্রীহিঃ, তম্। অলক্ষিতনতোন্নতভূমিভাগে—ন লক্ষিতঃ অলক্ষিতঃ, নঞ্ তৎপুরুষঃ। নতশ্চাসৌ উন্নতশ্চেতি নতোন্নতঃ, কর্মধা, ভূমেঃ ভাগঃ, ষষ্ঠীতৎ, নতোন্নতঃ ভূমি-ভাগঃ, কর্মধা, অলক্ষিতঃ নতোন্নতভূমিভাগঃ যস্মিন্ তস্মিন্ বহুব্রীহিঃ। উৎপক্ষ্মণোঃ—উদ্গতানি পক্ষ্মাণি যয়োঃ, বহুব্রীহিঃ, তয়োঃ। স্থিরতয়া—হেতৌ তৃতীয়া ॥

আশা — উন্নতানি পক্ষ্মাণি নেত্রলোমানি যয়োঃ স্তয়োঃ নয়নয়োঃ বিষয়ে উপরুদ্ধা নিবারিতা বৃত্তিঃ প্রসরো দর্শনশক্তিঃ ইতিভাবঃ, যেন তম্, উপরুদ্ধোৎপক্ষ্মনয়নবৃত্তিমিত্যর্থঃ। বাষ্পং নেত্রাম্বু স্থিরতয়া আত্মনঃ ধৈর্যেন, শিথিলঃ মন্দীভূতঃ অনুবন্ধঃ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তিঃ যস্য তথাবিধং কুরু বিধেহি, অন্যথা অনবরতং অশ্রুপাতেন দৃষ্টিশক্তেরভাবাৎ তব (অন্তসত্ত্বায়াঃ শকুন্তলায়াঃ) অনর্থ সম্ভাবনা স্যাৎ। তথাহি ন লক্ষিতঃ অবলোকিতঃ ক্বচিৎ নতাঃ ক্বচদ্ উন্নতাঃ অতএব অসমতলাভূমিভাগাঃ যস্মিন্ তাদৃশে মার্গে পথি তে পদানি তব চরণানি অবিষমাণি বিষমাণি ভবন্তি ইতি বিষমীভবন্তি উচ্চাবচেষু বন্ধুরপ্রদেশেষু! ইত্যর্থঃ নিপতন্তি ইতি ভাবঃ। অত্র পদার্থবাক্যার্থরূপয়োঃ কাব্যলিঙ্গয়োঃ সংসৃষ্টি। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্।

এষা চক্রবাকী প্রিয়েণ চক্রবাকেন বিনা ক্ষণমপি সম্প্রতি ন স্থাতুং শক্নোতি, সা অপি প্রিয়তমেন চক্রবাকেন বিনা বিষাদেন বিরহক্লেশেন দীর্ঘতরাম্ অধিকেন দীর্ঘত্বেন প্রতীয়মানাং রজনীং রাত্রিং গময়তি অতিবাহযতি। অতএব এষা চক্রবাকবধূরপি অতীব দুষ্করং কর্ম করোতি ইত্যাশয়ঃ। আশা পুনরপি প্রাতঃ ময়া সহ নূনং মিলিতো ভ্যবিষ্যতীতি প্রত্যয়ঃ, স এব বন্ধঃ পতননিবারণমিতি আশাবন্ধঃ, গুরুঅপি দুর্বহমপি

বিরহস্য যৎ দুঃখং তৎ বিরহিভিঃ সাহয়তি সহনযোগ্যং করোতি। অত্র রূপকশ্লেষানুপ্রাণিতোৎপ্রেক্ষা আর্থান্তরন্যাসশ্চ। ইয়ং গাথা।

পুরা কিল পম্পাতীরে সীতাবিরহবিধুরং রামমবলোক্য চক্রাবাকাঃ অসহন্ তদলোক্য রামোহপি "মমেব যুষ্মাকমপি রজন্যাং প্রিয়াবিচ্ছেদো ভবষ্যতি ইতি শশাপ, ইয়মেবাত্র পৌরাণিকী বার্তা অনুসন্ধেয়া।।

কাশ্যপঃ—শাঙ্গরব, ইতি ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য বক্তব্যঃ।

শার্ঙ্গরবঃ—আজ্ঞাপয়তু ভবান্।

কাশ্যপঃ—

অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনানুচ্চৈঃ কুলং চাত্মন-
স্ত্বয্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃত্যং স্নেহপ্রবৃত্তিং চ তাম্।
সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধূবন্ধুভিঃ ॥ ১৭ ॥

শার্ঙ্গরবঃ—গৃহীতঃ সন্দেশঃ।

সন্ধিবিচ্ছেদ—সংযমধনান্ + উচ্চৈঃ, চ + আত্মনঃ + ত্বয়ি + অস্যাঃ, পূর্বকম্ + ইয়ম্, ভাগ্যায়ত্তম্ + অতঃপরম্, কথম্ + অপি + অবান্ধবকৃতাম্।

অন্বয়—সংযমধনান্ অস্মান আত্মনঃ উচ্চৈঃ কুলঞ্চ, ত্বয়ি অস্যাঃ কথমপি অবান্ধবকৃতাং তাং স্নেহপ্রবৃত্তিং চ সাধু বিচিন্ত্য সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকম্ ইয়ং দারেষু ত্বয়া দৃশ্যা। অতঃপরং ভাগ্যায়ত্তং, বধূবন্ধুভিঃ ন খলু তদ্বাচাম্ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—কাশ্যপঃ—শার্ঙ্গরব (শার্ঙ্গরব) শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য (শকুন্তলাকে অগ্রভাগে স্থাপন করে) মদ্বচনাৎ (আমার কথা অনুসারে) ইতি ত্বয়া স রাজা বক্তব্যঃ (সে রাজাকে একথা বলবে)। শার্ঙ্গরবঃ—আজ্ঞাপয়তু ভবান্ (আপনি আদেশ করুন)। **কাশ্যপঃ**—সংযমধনান্ অস্মান্ (সংযমই কেবল আমাদের ধন), আত্মনঃ উচ্চৈঃ কুলঞ্চ (আপনার নিজের উচ্চ বংশ), ত্বয়ি অস্যাঃ কথমপি অবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিম্ চ, (এবং আপনার প্রতি শকুন্তলার বন্ধুদের অগোচরে যে অনুরাগ,) সাধু বিচিন্ত্য (উত্তমরূপে বিবেচনা করে) সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকম্ দারেষু (অন্যান্য মহিষীগণের সঙ্গে সমান

আদরে) ইয়ং ত্বয়া দৃশ্যা (একেও দেখবেন)। অতঃপরং ভাগ্যায়ত্তং (এর চেয়ে অধিক প্রাপ্তি ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল), বধূবন্ধুভিঃ ন খলু তদ্বাচ্যম্ (বধূর আত্মীয়পরিজনদের তা' কখনো বলা উচিত নয়)। শার্ঙ্গরবঃ—গৃহীতঃ সন্দেশঃ (আপনার বার্তা গ্রহণ করলাম)।

বঙ্গানুবাদ—কাশ্যপ—শার্ঙ্গরব, শকুন্তলাকে অগ্রভাগে স্থাপন করে আমার কথা অনুসারে সে রাজাকে একথা বলবে।

শার্ঙ্গরব—আপনি আদেশ করুন।

কাশ্যপ—সংযমই কেবল আমাদের সম্পদ। আপনার নিজের উচ্চবংশ, এবং আপনার প্রতি শকুন্তলার বন্ধুদের অগোচরে যে অনুরাগ তা' উত্তমরূপে বিবেচনা করে, অন্যান্য মহিষীগণের সঙ্গে সমান আদরে একেও দেখবেন। এর চেয়ে অধিক প্রাপ্তি ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। বধূর আত্মীয়স্বজনদের তা' কখনো বলা উচিত নয় ॥ ১৭ ॥

শার্ঙ্গরব—আপনার সন্দেশ গ্রহণ করলাম।

মনোরমা—সংযমধনান্—সংযম এবং ধনং যেষাং, বহুব্রীহিঃ, তান্। বিচিন্ত্য—বি-চিন্ত্ + ল্যপ্। অবান্ধবকৃতাম্—বান্ধবৈঃ কৃতা, তৃতীয়াতৎ, ন বান্ধবকৃতা, নঞ্ তৎপুরুষঃ, তাম্। সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকম্—সামান্যা প্রতিপত্তিঃ, কর্মধা, সা পূর্বা যস্মিন্ কর্মণি, তৎ বহুব্রীহিঃ, স্বার্থে কন্, তম্। ভাগ্যায়ত্তম্ ভাগ্যে আয়ত্তম্, সহসুপা, আয়ত্তম্—আ-যম্ + ক্ত কর্মণি।

আশা—অস্মান্ ইতি। সংযমঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ এব ধনং যেষাং তাদৃশান্ অস্মান্, আত্মনঃ স্বস্য উচ্চৈঃ উন্নতং বিশ্ববিশ্রুতম্ কুলঞ্চ পুরুবংশোৎপত্তিং চ, ত্বয়ি দুষ্যন্তে অস্যাঃ শকুন্তলাযাঃ কথমপি কেনাপি প্রকারেণ অবান্ধবকৃতাং মিত্রাদীনাং প্রয়াসং বিনৈব ঘটিতাং তাং আশ্রমে স্বয়মেবাঽনুভূতপূর্বাং স্নেহপ্রবৃত্তিং প্রেমপ্রবাহং সাধু বিচিন্ত্য মনসা সম্যক্ পর্যালোচ্য ত্বয়া দুষ্যন্তেন ইয়ং শকুন্তলা দারেষু গৃহীতাসু গ্রহীষ্যমাণাসু চ ভার্যাষু মধ্যে সামান্যা সাধারণী তুল্যা ইত্যর্থঃ, যা প্রতিপত্তিঃ গৌরবং সা পূর্বা যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথা স্যাৎ তথা সামান্য-প্রতিপত্তিপূর্বম্, তদেব ইতি সামান্যপতিপত্তিপূর্বকং যাদৃশেন গৌরবেণ অপরা বধূঃ আলোক্যতে তাদৃশেন দৃশ্যা জ্ঞাতব্যা, ন তু কর্তব্যা, অস্মাকং তত্র নিয়োগাসম্ভবাৎ। অতঃ অর্থাৎ সামান্যপ্রতিপত্তেঃ পরম্ অধিকং সৌভাগ্যম্ ভাগ্যস্য আয়ত্তম্ অধীনম্, তৎ খলু নিশ্চিতমেব বধূবন্ধুভিঃ পিত্রাদিভিঃ ন বাচ্যং ন কথনীয়ম্, যতঃ তেন পক্ষপাতিত্বদোষঃ প্রসজ্যেত। অত্র "ময়া এতন্ন বক্তব্য" মিতি বিশেষে প্রস্তুতে যৎ সামান্যবচনং তেনাপ্রস্তুতপ্রশংসা। খলু হেত্বর্থস্তেন কাব্যলিঙ্গমপি। শার্দূলবিক্রীড়িতং চ বৃত্তম্।

আলোচনা :

শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রাকালে মহর্ষি কণ্ব তাঁর শিষ্য শার্ঙ্গরবের মাধ্যমে রাজা দুষ্যন্তের কাছে যে সন্দেশ পাঠিয়েছিলেন তাই "অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য"—ইত্যাদি শ্লোকে বিধৃত রয়েছে। মহর্ষি কর্তৃক প্রেরিত এ সন্দেশের মধ্যে ভীতি ও গৌরববোধ উভয়ই সং মিশ্রিত হয়ে আছে। সংযমই শান্তিপ্রিয় তপস্বিদের একমাত্র সম্পদ,—এ কথার মধ্যে ভীতির ইঙ্গিতং পাওয়া যায়। রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার অলৌকিক রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় গুরুজনদের মতামতের অপেক্ষা না করে শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেছেন। সুতরাং রাজা এখন শকুন্তলাকে তাঁর পরিণীতা পত্নীরূপে গ্রহণ না করলে মহর্ষির সংযমের বাঁধ যাবে ভেঙ্গে এবং রাজা মহর্ষির কোপানলে ভস্মীভূত হবেন। তাছাড়া, রাজা দুষ্যন্ত উচ্চবংশসম্ভূত,—একথার মধ্যে আভিজাত্যাভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। আভিজাত্যে গর্বিত রাজা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করলে তার বংশমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে না।

সংযমপ্রধান ও শান্তিপ্রিয় তপোবনবাসী তপস্বী আমরা, সহানুভূতিপূর্ণ ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিচার বিবেচনা করে আপনার আচরণকে আমরা অনুমোদন করেছি। আশাকরি, আপনিও আমাদের তপস্যা ও প্রভাবের কথা সম্যগ্ বিবেচনা করে শকুন্তলাকে আপনার অপরাপর মহিষীগণের মত সমান সমাদর ও মর্যাদা সহকারে দেখবেন। কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণ করে পিতা বরের কাছে যতটুকু প্রত্যাশা করেন, ঋষি হয়েও কণ্বদেব সাধারণ গৃহী পিতার মত রাজা দুষ্যন্তের কাছে তাই চেয়েছেন। কেননা, তিনি জানেন যে, এর অধিক যা' তা' কখনো বধূর আত্মীয়-পরিজনেরা চাইতে পারেন না, তা' বধূর ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। সার্বজনীন ও শাশ্বত মানবিক আবেদনের জন্য এ শ্লোকটিও কম উপভোগ্য নয়।

কাশ্যপঃ—বৎসে, ত্বমিদানীমনুশাসনীয়াসি। বনৌকসোঽপি সন্তো লৌকিকজ্ঞাঃ বয়ম্।

শার্ঙ্গরবঃ—ন খলু ধীমতাং কশ্চিদবিষয়ো নাম।

কাশ্যপঃ—সা ত্বমিতঃ পতিকুলং প্রাপ্য,—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতিপং গমঃ।

ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥ ১৮ ॥

কথং বা গৌতমী মন্যতে?

সন্ধিবিচ্ছেদ—ত্বম্ + ইদানীম্ + অনুশাসনীয়া + অসি। কশ্চিৎ + অবিষয়ঃ, ভর্তুঃ + বিপ্রকৃতা + অপি। ভাগ্যেষু + অনুৎসেকিনী, যান্তি + এবম্, কুলস্য + আধয়ঃ, বনৌকসঃ + অপি।

অন্বয়—গুরূন্ শুশ্রূষস্ব, সপত্নীজনে প্রিয়সখীবৃত্তিং কুরু, বিপ্রকৃতা অপি রোষণতয়া ভর্তুঃ প্রতীপং মাস্ম গমঃ। পরিজনে ভূয়িষ্ঠং দক্ষিণা ভব, ভাগ্যেষু অনুৎসেকিনী ভব। যুবতয়ঃ এবং গৃহিনীপদং যান্তি, বামাঃ কুলস্য আধয়ঃ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—কাশ্যপঃ—বৎসে (বৎস শকুন্তলা), ইদানীং ত্বম্ অনুশাসনীয়া অসি (এবার তোমাকে কিছু উপদেশ দেব)। বনৌকসঃ অপি সন্তঃ (অরণ্যবাসী হলেও) লৌকিকজ্ঞাঃ বয়ম্ (আমরা লোকাচার সম্পর্কে অভিজ্ঞ)। শার্ঙ্গরবঃ—ধীমতাং (যাঁরা ধীমান অর্থাৎ জ্ঞানবান) ন খলু কশ্চিদ্ অবিষয়ঃ নাম (কিছুই তাঁদের জ্ঞানের অগোচরে থাকে না)। কাশ্যপঃ—সা ত্বম্ ইতঃ পতিকুলং প্রাপ্য (তুমি এখান থেকে পতিগৃহে গিয়ে), গুরূন্ শুশ্রূষস্ব (গুরুজনদের সেবা করবে), সপত্নীজনে প্রিয়সখীবৃত্তিং কুরু (সপত্নীদের সঙ্গে প্রিয়সখী ব্যবহার করবে), বিপ্রকৃতাপি (পতি বিরূপ আচরণ করলেও) রোষণতয়া ভর্তুঃ প্রতীপং মাস্ম গমঃ (ক্রোধবশতঃ পতির বিরুদ্ধাচরণ করবে না), পরিজনে ভূয়িষ্ঠং দক্ষিণা ভব (পরিজনদের প্রতি সর্বদা দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করবে),ভাগ্যেষু অনুৎসেকিনী ভব (ভাগ্যহেতু গর্ববোধ করবে না)। যুবতয়ঃ এবং (এরূপ ব্যবহারের দ্বারাই যুবতীরা) গৃহিণীপদং যান্তি (সত্যিকারের গৃহিণীর মর্যাদা পায়), বামাঃ (যারা এর বিপরীত আচরণ করে) কুলস্য আধয়ঃ (তারা হয় কুলের কলংক। কথং বা গৌতমী মন্যতে (এ ব্যপারে গৌতমীর কি অভিমত?)

বঙ্গানুবাদ—কাশ্যপ—বৎস শকুন্তলা, এখন তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে হয়। অরণ্যবাসী হলেও আমরা লোকাচার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ নই।

শার্ঙ্গরব—যাঁরা ধীমান, কিছুই তাঁদের জ্ঞানের অগোচরে থাকে না।

কাশ্যপ—তুমি এখান থেকে পতিগৃহে গিয়ে, গুরুজনদের সেবা করবে, সপত্নীদের সঙ্গে প্রিয়সখী রান্যায় ব্যবহাব করবে, পতি বিরূপ আচরণ করলেও ক্রোধবশতঃ কখনো তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না, পরিজনদের প্রতি সর্বদা দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করবে, ভাগ্যহেতু

গর্ববোধ করবে না। যুবতীরা এরূপ ব্যবহারের দ্বারাই সত্যিকারের গৃহিণীর মর্যাদা পায়। যারা এর বিপরীত আচরণ করে তারা হয় কুলের কলংক॥ ১৮ ॥ এ ব্যাপারে গৌতমীর কি অভিমত?

মনোরমা—বনৌকসঃ—বনম্ ওকঃ যেষাং তে, বহুব্রীহিঃ। শুশ্রূষস্ব—শ্রু-সন্ + লোট্ স্ব,—"জ্ঞাশ্রুস্মৃদৃশাং সনঃ"—এই সূত্র অনুসারে আত্মনেপদ। সপত্নীজনে সমানঃ পতিঃ যাসাং তাঃ সপত্ন্যঃ, বহুব্রীহিঃ। সপত্নী এব জনঃ কর্মধা। রোষণতয়া—রুষ্ + যুচ্ = রোষণ + তল্ + টাপ্ = রোষণতা—হেতৌ তৃতীয়া। ভূয়িষ্ঠম্—বহু + ইষ্ঠন্। মাস্ম গমঃ—এখানে "স্মোত্তরে লঙ্ চ"—এই সূত্র অনুসারে লুঙ্। গম্ + লুঙ্ মধ্যমপুরুষ একবচন = অগমঃ। "ন মাঙ্‌যোগে"-এ সূত্র অনুসারে এখানে "অড়াগমঃ প্রতিষেধঃ", অর্থাৎ অ-এর লোপ হল। যুবতয়ঃ—যুবন্ + তি = যুবতিঃ—"যূনস্তিঃ" সূত্র অনুসারে। এখানে 'যুবন্' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে যুবতিঃ, কিন্তু যুবতী নয়। প্রতিপম্—প্রতিগতাঃ আপঃ যস্মিন্ তৎ ইতি প্রতি—অপ্ + সমাসান্ত অ,—"ঋক্‌পূরব্‌ধূঃপথামানক্ষে"—এই সূত্র অনুসারে।

আশা—শুশ্রূষস্বেতি। গুরূন্ শ্বশ্রূশ্বশুরপ্রভৃতীন্ পূজনীয়ান্ সর্বান্ শুশ্রূষস্ব সাদরং পরিচর্যাং কুরু। সপত্নী এব জনঃ তস্মিন্ প্রিয়ায়াঃ সখ্যাঃ বৃত্তিং ব্যবহারং কুরু, তাভিঃ সহকলহং মা কার্ষীঃ ইতি ভাবঃ। বিপ্রকৃতা পত্যা অবমানিতা অপি রোষণতয়া ক্রোধবশাৎ ভর্তুঃ স্বামিনঃ প্রতীপং প্রতিকূলং মাস্ম গমঃ মা যাহি। পরিজনে সেবকবর্গে ভূয়িষ্ঠম্ অধিকং যথা স্যাৎ তথা দক্ষিণা দাক্ষিণ্যপ্রবণা ভব। ভাগ্যেষু সমৃদ্ধিষু অনুৎসেকিনী অদৃপ্তাঃ নিরহংকারাঃ ভব। এবম্ অনেন আচরণেন যুবতয়ঃ গৃহিণ্যাঃ গৃহলক্ষ্ম্যাঃ পদং স্থানং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি, বামাঃ যৌবনজনিতগর্বেণ প্রতীপাঃ প্রতিকূলাচারিণ্যঃ কুলস্য বংশস্য আধয়ঃ ক্লেশদায়িন্যঃ পীড়াঃ ভবন্তি। অত্র প্রিয়সখ্যাঃ বৃত্তিং শকুন্তলা কথং করোতু ইত্যসম্বন্ধবদ্ বস্তু প্রিয়সখীবৎ ইত্যুপমায়াং পর্যবসানাৎ নিদর্শনা,—"সম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধোহ সম্ভবন্ বাপি কুত্রচিৎ। যত্র বিম্বানুবিম্বত্বং বোধয়েৎ সা নিদর্শনা" ইতি লক্ষণাৎ। "যুবতয়ঃ " ইতি সামান্যেন শকুন্তলারূপবিশেষস্য সমর্থনাদর্থান্তরন্যাসঃ। বামাসু আধীনামারোপাদ্ রূপকম্। এবং নিদর্শনার্থান্তরন্যাসরূপকাণাং সংসৃষ্টিঃ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্— "সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্" ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

পতিগৃহযাত্রাকালে মহর্ষি কণ্ব তাপোবনবালা শকুন্তলাকে যে সকল মহার্ঘ উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এ শ্লোকের বিষয়বস্তু। দেশ ও কাল নির্বিশেষে সকল কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল এবং মমত্ববোধসম্পন্ন পিতার পক্ষে তাঁদের আপন তনয়ার প্রথম পতিগৃহ যাত্রাকালে এরূপ উপদেশদানই সঙ্গত ও সমীচীন। মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে বলেছিলেন,—

"শুশ্রূষা করিবে সদা নিজ গুরুজনে/সখীসম আচরিবে সপত্নীর সনে/ অপমান অত্যাচার করে যদি পতি/ হবে নাকো প্রতিকূল তবু তাঁর প্রতি/সদয়া হইবে সদা অনুচর পরে/ উন্মত্তা হবে না কভু ধনমদভরে /এইরূপ আচরণ করে যে অঙ্গনা/সেই তো গৃহিনী, অন্যে কুলের যন্ত্রণা/"

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ)

মহর্ষি কণ্ব সংসার জীবনের মহার্ঘ পাথেয়রূপে শকুন্তলাকে তার প্রথম পতিগৃহ যাত্রাকালে যে উপদেশসমূহ দান করেছেন, তাতে তাঁর অসাধারণ দূরদর্শিতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সেবাপরায়ণতা, পতিভক্তি, সপত্নীর প্রতি প্রিয়সখীর ব্যবহার, আত্মীয়পরিজন ও সেবক-সেবিকার প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন, নিরহংকার ইত্যাদি সদ্‌গুণরাজি প্রত্যেক নবপরিণীতা কুলবধূর চরিত্রে সেকালে অভিপ্রেত ছিল। প্রত্যেক বিবাহিতা কন্যার পতিগৃহে গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক পিতারই কাম্য ছিল। তখনকার দিনে সমাজে যেমন বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, পরিবারও ছিল একান্নবর্তী। সে কারণে মহর্ষি কণ্ব শ্বশুরশ্বশ্রূ ও অন্যান্য গুরুজনদের সেবাপরিচর্যা করতে বলেছেন, সপত্নীগণের সঙ্গে প্রিয় বান্ধবীর ন্যায় এবং সেবক-সেবিকাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মহর্ষি আরো বলেছেন যে, কোন কারণে পতি রুষ্ট হলেও কখনো তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা সঙ্গত নয়।

"তপোবনবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর মুখে ঐরূপ সংসার-অভিজ্ঞোচিত উপদেশ মানায় কিনা, তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। কালিদাসেরও সম্ভবতঃ ঐরূপ সন্দেহ হওয়ায় উপদেশদানের পূর্বেই কাশ্যপের মুখে বলিলেন, "বনৌকসোঽপি বয়ং লৌকিকজ্ঞা এব।" তাহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারায় শিষ্যের সমর্থন আসিল, "ন খলু কশ্চিদবিষয়ো নাম ধীমতাম্।" তাহাতেও মনটা সুস্থির না হওয়ায় "গৌতমী বা কিং মন্যতে" বলিয়া গৌতমীর সমর্থন খুঁজিলেন। গৌতমী "ইহাই ত বধূজনকে দিবার ঠিক উপদেশ" বলিয়া সমর্থন জানাইলে তিনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।" (শকুন্তলা-রহস্য)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সে যুগের সামাজিক পরিবেশে মহর্ষি কণ্বকর্তৃক শকুন্তলাকে পতিগৃহ যাত্রাকালে প্রদত্ত উপদেশের শাশ্বত ও সার্বজনীন মূল্য থাকলেও বর্তমান নারীস্বাতন্ত্র্যের যুগে সে মূল্য আর আছে কিনা তা' বিচার্য বিষয়। চতুর্থ অংকের শ্রেষ্ঠ শ্লোকচতুষ্টয়ের মধ্যে এইটিকে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শ্লোক বলে বিবেচনা করা হয় ॥

গৌতমী—এত্তিঅ বহূজণস্স উবদেসো। জাদে, এদং কখু সব্বং ওধারেহি।

(এতাবান্ বধূজনস্য উপদেশঃ। জাতে, এতৎ খলু সর্বম্ অবধারয়।)

কাশ্যপঃ—বৎসে, পরিষ্বজস্ব মাং সখীজনং চ।

শকুন্তলা—তাদ, ইদো এব্ব কিং পিঅংবদামিস্সাও সহীও নিবত্তিস্সন্তি?

(তাত, ইতঃ এব কিং প্রিয়বদানসূয়ে সখ্যং নিবর্তিয্যেতে)

কাশ্যপঃ—বৎসে, ইমে অপি প্রদেয়ে। ন যুক্তমনয়োস্তত্র গন্তুম্। ত্বয়া সহ গৌতমী যাস্যতি।

শকুন্তলা—(পিতারমাশ্লিষ্য) কহং দাণিং তাদস্স অঙ্কাদো পরিব্ভট্টা মলঅতটোম্মূলিআ চন্দণলদা বিঅ দেসন্তরে জীবিঅং ধারইস্সং।

(কথম্ ইদানীং তাতস্য অংকাৎ পরিভ্রষ্টা মলয়তটোন্মূলিতা চন্দনলতা ইব দেশান্তরে জীবিতং ধারয়িষ্যামি।)

কাশ্যপঃ—বৎসে, কিমেবং কাতরাসি।

অভিজনবতো ভর্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে
বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা।
তনয়মচিরাৎ প্রচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং
মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি ॥ ১৯ ॥

(শকুন্তলা পিতুঃ পাদয়োঃ পততি)

যদিচ্ছামি তে তদস্তু।

সন্ধিবিচ্ছেদ—যুক্তম্ + অনয়োঃ + তত্র, পিতরম্ + আশ্লিষ্য, কিম্ + এবম্, কাতরা + অসি, তনয়ম্ + অচিরাৎ, প্রাচী + ইব + অর্কম্, প্রতিক্ষণম্ + আকুলা।

অন্বয়—বৎসে, ত্বম্ অভিজনবতঃ ভর্তুঃ শ্লাঘ্যে গৃহিণীপদে স্থিতা (সতী), তস্য বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈঃ প্রতিক্ষণম্ আকুলা (সতী), অচিরাৎ প্রাচী অর্কম্ ইব পাবনং তনয়ং প্রসূয় চ, মম বিরহজাং শুচং ন গণয়িষ্যসি ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—গৌতমী—এতাবান্ বধূজনস্য উপদেশঃ (নববধূর পক্ষে এ উপদেশই যথেষ্ট)। জাতে (বৎস), এতৎ খলু সর্বম্ অবধারয় (এ সকল কথা উত্তমরূপে মনে রেখ)। কাশ্যপঃ—বৎসে (বৎস) মাং সখীজনং চ পরিষ্বজস্ব (আমাকে এবং তোমার সখীদের আলিঙ্গন কর)। শকুন্তলা—তাত (পিতা) ইতঃ এব কিম্ (এখান থেকেই কি)

প্রিয়ংবদামিশ্রাঃ সখ্যঃ (প্রিয়ংবদা প্রভৃতি সখীরা) নিবর্তিষ্যন্তে (প্রত্যাবর্তন করবে)? কাশ্যপঃ—বৎসে, ইমে অপি প্রদেয়ে (বৎস, এদেরও সম্প্রদান করতে হবে)। অনয়োঃ (এ দুজনের) তত্র গন্তুম্ ন যুক্তম্ (সেখানে যাওয়া সঙ্গত হবে না)। ত্বয়া সহ (তোমার সঙ্গে) গৌতমী যাস্যতি (গৌতমী যাবেন)। শকুন্তলা—[পিতরম্ আশ্লিষ্য—পিতাকে আলিঙ্গন করে] তাতস্য অংকাৎ পরিভ্রষ্টা (পিতার ক্রোড় থেকে বিচ্যুত হয়ে) মলয়তটোন্মূলিতা চন্দনলতা ইব (মলয়পর্বত থেকে পরিভ্রষ্ট চন্দনলতার মত) কথম্ ইদানীং জীবিতং ধারয়িষ্যে (কিভাবে এখন জীবনধারণ করব)? কাশ্যপঃ—বৎসে (বৎস) কিমেবং কাতরাসি (তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন)? বৎসে (বৎস) ত্বম্ অভিজনবতঃ ভর্তুঃ (তুমি অভিজাত পতির) শ্লাঘ্যে গৃহিণীপদে স্থিতা, (গৌরবময় গৃহিনীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে) তস্য বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈঃ (তাঁর ঐশ্বর্যনিবন্ধন গুরুতর ক্রিয়াকর্মে) প্রতিক্ষণম্ আকুলা (প্রতিমুহূর্তে ব্যস্ত থেকে), অচিরাৎ (শীঘ্রই) প্রাচী অর্কম্ ইব (পূর্বদিক যেমন সূর্যকে প্রকাশ করে তেমনি) পাবনং তনয়ং প্রসূয় চ (পবিত্র পুত্র প্রসব করে), তদা (তখন) মম বিরহজাং শুচং (আমরা থেকে বিচ্ছেদ বেদনা) ন গণয়িষ্যসি (তুমি আর গণ্য করবে না)। [শকুন্তলা পিতুঃ পাদয়োঃ পততি—শকুন্তলা পিতার চরণে পতিত হল] কাশ্যপঃ—যদিচ্ছামি তে তদস্তু (যা' ভাবছি, তোমার তাই হোক)।

বঙ্গানুবাদ—গৌতমী—নববধূর পক্ষে এ উপদেশই যথেষ্ট। বৎস, এসকল কথা উত্তমরূপে মনে রেখ।

কাশ্যপ—বৎস, আমাকে এবং তোমার সখীদের আলিঙ্গন কর।

শকুন্তলা—পিতা, এখান থেকেই কি প্রিয়ংবদা প্রভৃতি সখীরা প্রত্যাবর্তন করবে?

কাশ্যপ—বৎস, এদেরও সম্প্রদান করতে হবে। এ দুজনের সেখানে যাওয়া সঙ্গত হবে না। তোমার সঙ্গে যাবেন গৌতমী ।

শকুন্তলা—(পিতাকে আলিঙ্গন করে) পিতার ক্রোড় থেকে বিচ্যুত হয়ে, মলয়পর্বত থেকে পরিভ্রষ্ট চন্দন লতার মত কিভাবে এখন জীবন ধারণ করব?

কাশ্যপ—বৎস, তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন? বৎস, তুমি অভিজাত পতির গৌরবময় গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, তাঁর ঐশ্বর্যনিবন্ধন গুরুতর ক্রিয়াকর্মে প্রতিমুহূর্তে ব্যস্ত থেকে, শীঘ্রই প্রাচী অর্থাৎ পূর্বদিক যেমন সূর্যকে প্রকাশ করে, তেমনি পবিত্র পুত্র প্রসব করে তখন আমার থেকে বিচ্ছেদ বেদনা তুমি আর গণ্য করবে না।[শকুন্তলা পিতার চরণে পতিত হল]

কাশ্যপ—যা ভাবছি তোমার তাই হোক।

মনোরমা—প্রদেয়ে—প্র-দা + যৎ = প্রদেয়, স্ত্রীলিঙ্গে প্রদেয়া, প্রথমার দ্বিবচনে—প্রদেয়ে। অভিজনবতঃ—অভিজন + মতুপ্ (প্রশংসার্থে), অভিজনবৎ ষষ্ঠীর একবচনে অভিজনবতঃ। শ্লাঘ্যে—শ্লাঘ্ + ণ্যৎ = শ্লাঘ্যম্। প্রতিক্ষণম্—ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণম্, অব্যয়ীভাবঃ। প্রসূয়—প্র-সূ + ল্যপ্। বিভবগুরুভিঃ—বিভবেন গুরুঃ, তৃতীয়া তৎ, তৈঃ। গণয়িষ্যসি—গণ্ + লৃট্ মধ্যম পুরুষ, একবচন ॥

আশা—অভিজনেতি। হে বৎসে! হে পুত্রি! অভিজনবতঃ কুলীনস্য ভর্ত্তুঃ স্বামিনঃ রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য শ্লাঘ্যে প্রশংসনীয়ে গৃহিণীপদে গৃহস্বামিনীপদে স্থিতা অধিষ্ঠিতা সতী তস্য ভর্ত্তুঃ দুষ্যন্তস্য বিভবৈঃ সম্পত্তিঃ গুরূণি মহান্তি, তাদৃশৈঃ কৃত্যৈঃ কার্যৈঃ প্রতিক্ষণং সততম্ আকুলা ব্যগ্রা অচিরাৎ শীঘ্রং প্রাচী পূর্বদিক্ পাবনং পবিত্রম্ অর্কং সূর্যম্ ইব যথা প্রসূয় উৎপাদ্য মম অস্মাকং বিরহেন বিয়োগেন জাতাম্ উৎপন্নাং শুচং কষ্টং ত্বং ন গণয়িষ্যসি জ্ঞাস্যসি। নিরন্তরমেব বিবিধেষু বিচিত্রেষু চ গুরুত্বপূর্ণেষু কার্যেযু অভিনিবিষ্ট-মানসত্বাৎ পিতুঃ চিন্তায়াং তব অবসরঃ ন ভবিষ্যতি ইতি ভাবঃ। অত্র "প্রাচীবার্কম্" ইত্যত্র পূর্ণোপমা। চতুর্থপাদং প্রতি পাদত্রয়স্য হেতুত্বাৎ কাব্যলিঙ্গম্,—"হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে"—ইতি লক্ষণাৎ। হরিণীবৃত্তম্—"নসমরসলাগঃ ষড়্বেদৈ র্হয়ৈ র্হরিণী মতা।"

আলোচনা :

(ক) এ শ্লোকে মহর্ষি কণ্বদেব সংসার বিরাগী, আশ্রমবাসী বিষয়বিমুখ তপস্বী হয়েও লোকালয়বাসী গৃহী পিতার মত তনয়াহৃদয়ের যে গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন তা' সত্যি অপূর্ব। মহাকবি কালিদাসের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের অসাধারণ নৈপুণ্য এ শ্লোকে সুচারুরূপে অভিব্যক্ত। নব পরিণীতা প্রত্যেক কন্যাই আজন্ম যে পরিবেশে লালিতপালিত ও বর্ধিত, সে পরিবেশ এবং মাতাপিতা ও আত্মীয়পরিজন থেকে প্রথম বিচ্ছেদজনিত বেদনায় কাতর হয়ে মনে করে যে, পতিগৃহে তার পক্ষে কালযাপন দুঃসাধ্য হবে। শকুন্তলাও অনুরূপ উক্তি করায়, তাত কাশ্যপ শকুন্তলাকে প্রবোধ দিতে বলেন যে, যথাকালে পতিগৃহে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, ঐশ্বর্যনিবন্ধন গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকর্মে সতত ব্যস্ত থেকে এবং পবিত্র সূর্যের মত পুত্রের জন্মদান করে মাতাপিতা থেকে বিচ্ছেদজনিত বেদনা তার মনেও পড়বে না।

এখানে মহর্ষি কণ্ব তনয়া সম্পর্কে যে সত্যটি প্রকাশ করেছেন তা' সর্ব দেশের, সর্ব কালের, সকল নববধূর পক্ষেই প্রযোজ্য এবং সে হিসেবে এর আবেদনও সার্বজনীন ও চিরন্তন। একারণে এ শ্লোকটি শ্রেষ্ঠ শ্লোক চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় শ্লোক।

শকুন্তলা—(সখ্যাবুপেত্য) হলা, দুবে বি মং সমং এব্ব পরিস্সজহ। (হলা, দ্বে অপি মাং সমম্ এব পরিষ্বজেথাম্।)

সখ্যৌ—(তথা কৃত্বা) সহি, জই ণাম সো রাআ পচ্চহিণ্ণাণমন্থরো ভবে তদো সে ইমং অওণামহেঅঅঙ্কিঅং অঙ্গুলীঅঅং দংসেহি। (সখি, যদি নাম স রাজা প্রত্যভিজ্ঞানমন্থরো ভবেৎ ততঃ তস্মৈ ইদম্ আত্মনামধেয়াঙ্কিতম্ অঙ্গুলীয়কং দর্শয়।)

শকুন্তলা—ইমিণা সংদেহেণ বো আকম্পিদম্ হি। (অনেন সন্দেহেন বাম্ আকম্পিতাস্মি।)

সখ্যৌ—মা ভাআহি। সিণেহো পাবসঙ্কী। (মা ভৈষীঃ। অতি স্নেহঃ পাপশঙ্কী।)

শার্ঙ্গরবঃ—যুগান্তরমারূঢ়ঃ সবিতা। ত্বরতামত্রভবতী।

শকুন্তলা—(আশ্রমাভিমুখী স্থিত্বা) তাদ, কদা ণু ভূও তবোবণং পেক্খিস্সং। (তাতঃ কদা নু ভূয়ঃ তপোবনং প্রেক্ষিষ্যে।)

কাশ্যপঃ—শ্রূয়তাম্।

ভূত্বা চিরায় চতুরন্তমহীসপত্নী
দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য।
ভর্ত্রা তদর্পিতকুটুম্বভরেণ সার্ধং
শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্ ॥ ২০ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—সখ্যৌ + উপেত্য, আকম্পিতা + অস্মি, দৌষ্যন্তিম্ + অপ্রতিরথম্, পুনঃ + আশ্রমে + অস্মিন্, ত্বরতাম্ + অত্রভবতী, যুগান্তরম্ + আরূঢ়ঃ ॥

অন্বয়—চিরায় চতুরন্তমহীসপত্নী ভূত্বা, অপ্রতিরথম্ দৌষ্যন্তিম্ তনয়ং নিবেশ্য, তদর্পিতকুটুম্বভরেণ ভর্ত্রা সার্ধং শান্তে অস্মিন্ আশ্রমপদে পুনঃ পদং করিষ্যসি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—[সখ্যৌ উপেত্য—সখীদ্বয়ের কাছে গিয়ে] হলা (সখী)। দ্বে অপি (দুজনেই) মাং সমম্ এব পরিষ্বজেথাম্ (আমাকে একই সঙ্গে আলিঙ্গন কর)। সখ্যৌ (দুই সখী)—[তথা কৃত্বা—সেরূপ করে] সখি (সখি)ঙ্গ যদি নাম স রাজা (যদি সে রাজা) প্রত্যভিজ্ঞানমন্থরো ভবেৎ (তোমাকে চিনতে বিলম্ব করেন) ততঃ (তখন) তস্মৈ ইদম্ আত্মনামধেয়াংকিতম্ অঙ্গুলীয়কং দর্শয় (তাঁকে নিজের নামাংকিত এই অঙ্গুরীয়কটি দেখিও)। শকুন্তলা—অনেন বাং সন্দেহেন (তোমাদের এই আশঙ্কার কথা শুনে) আকম্পিতা অস্মি (আমি ভয়ে কাঁপছি)। সখ্যৌ—মা ভৈষীঃ (ভয় পেয়ো না) স্নেহঃ পাপশঙ্কী (স্নেহ নিয়তই অমঙ্গল আশঙ্কা করে)। শার্ঙ্গরবঃ—যুগান্তরম্ আরূঢ়ঃ সবিতা (বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হয়েছে)। ত্বরতাম্ অত্রভবতী (আপনি একটু তাড়াতাড়ি করুন)। শকুন্তলা—[আশ্রমাভিমুখী ভূত্বা—আশ্রমের দিকে ফিরে] তাত (তাত) কদা নু ভূয়ঃ (কবে আবার) তপোবনং প্রেক্ষিষ্যে (এই তপোবন দেখতে পাবো)। কাশ্যপঃ—শ্রূয়তাম্ (শোন), চিরায় (দীর্ঘকাল) চতুরন্তমহীসপত্নীং ভূত্বা (সসাগরা ধরণীর সপত্নী হয়ে) অপ্রতিরথং দৌষ্যন্তিং তনয়ং নিবেশ্য (অপ্রতিদ্বন্দ্বী দুষ্যন্তপুত্রকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করে) তদর্পিতকুটুম্বভরেণ (তার হস্তে আত্মীয়পরিজনের ভার ন্যস্ত করে) ভর্ত্রা সার্ধং (পতির সঙ্গে) অস্মিন্ শান্তে আশ্রমপদে (এই শান্ত তপোবনে) পুনঃ পদং করিষ্যসি (পুনরায় পদার্পণ করবে)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—(সখীদ্বয়ের কাছে গিয়ে) সখী, দুজনেই আমাকে একই সঙ্গে আলিঙ্গন কর।

সখীদ্বয়—(সেরূপ করে) সখিঙ্গ যদি সে রাজা তোমাকে চিনতে বিলম্ব করেন, তখন তাঁকে নিজের নামাংকিত অঙ্গুরীয়কটি দেখিও।

শকুন্তলা—তোমাদের এই আশঙ্কার কথা শুনে আমি ভয়ে কাঁপছি।

সখীদ্বয়—ভয় পেয়ো না, স্নেহ নিয়তই অমঙ্গল আশঙ্কা করে।

শার্ঙ্গরব—বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হয়েছে। আপনি একটু তাড়াতাড়ি করুন।

শকুন্তলা—(আশ্রমের দিকে ফিরে) তাত, কবে আবার এ তপোবন দেখতে পাবো।

কাশ্যপ—শোন, দীর্ঘকাল সসাগরা ধরণীর সপত্নী হয়ে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী দুষ্যন্ততনয়কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে, তার হস্তে আত্মীয়পরিজনের ভার ন্যস্ত করে, পতির সঙ্গে আবার এই শান্তরসাস্পদ আশ্রমে পদার্পণ করবে ॥ ২০ ॥

মনোরমা—চতুরন্তমহীসপত্নীম্—চত্বারঃ অন্তাঃ যস্যাঃ সা, চতুরন্তা, বহুব্রী, চতুরন্তা মহী, কর্মধা, তস্যাঃ সপত্নী, ষষ্ঠী তৎ, তম্। দৌষ্যন্তিম্—দুষ্যন্তস্য অপত্যং পুমান্ ইতি দুষ্যন্ত + ইঞ্, তম্। ভর্ত্রা—'সার্ধম্' শব্দযোগে তৃতীয়া। নিবেশ্য—নি-বিশ্ + ণিচ্ + ল্যপ্। অপ্রতিরথম্—অবিদ্যমানঃ প্রতিরথঃ যস্য সঃ বহুব্রীহিঃ।

আশা—ভূত্বেতি। চিরায় দীর্ঘকালং ব্যাপ্য চত্বারঃ অন্তাঃ যস্যাঃ সা, চতুরন্তা, তাদৃশী যা মহী বিপুলা পৃথ্বী, তস্যাঃ সপত্নী প্রতি দ্বন্দ্বিনী ভূত্বা, অবিদ্যমানঃ প্রতিরথঃ প্রতি দ্বন্দ্বী যস্য সঃ, এবংবিধং তনয়ং দৌষ্যন্তিম্ দুষ্যন্তস্য অপত্যং নিবেশ্য সিংহাসনে সংস্থাপ্য, তস্মিন্ পুত্রে অর্পিতঃ ন্যস্তঃ কুটুম্বানাং পোষ্যবর্গাণাং ভরঃ ভরণং পালনভারমিত্যর্থঃ, যেন তাদৃশেন ভর্তা পত্যা দুষ্যন্তেন সার্ধং সহ, শান্তে শমরসপ্রধানে অস্মিন্ আশ্রমে পুনঃ পদং স্থিতিং বসতিং বা করিষ্যসি, বার্ধক্যে পুত্রায় রাজ্যং প্রদায়, পুনরাশ্রমে আগত্য বাণপ্রস্থধর্মং গ্রহিষ্যসি ইত্যাশয়ঃ ॥ অস্মিন্ শ্লোকে তস্যাং মহীসপত্নীত্বং, তস্যাং তন্নিবেশনং, তস্মিংশ্চ কুটুম্বভরনিবেশনম্ ইতি মালাদীপকম্। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম ॥ অত্র সপত্নী ইত্যনেন মহ্যামপি পত্নীত্বারোপঃ ব্যজ্যতে ইতি বস্তুনা রূপকালংকারধ্বনিঃ ॥

আলোচনা :

বিদায়ের প্রায় অন্তিম লগ্নে শকুন্তলা তাত কাশ্যপকে জিজ্ঞেস করল—আবার কবে সে তপোবন দেখতে পাবে। উত্তরে মহর্ষি বললেন,—গার্হস্থ্য আশ্রম জীবন সমাপন করে যখন তারা কুলক্রমাগত প্রথা অনুসরণ করে বাণপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করবে তখন পুনরায় তারা এ আশ্রমপদে পদার্পণ করবে। মহর্ষি বললেন শকুন্তলাকে—"সসাগরা ধরণীর সপত্নী থাকিয়া বহুদিন/শত্রুশূন্য পুত্রে করি, রাজসিংহাসনে সমাসীন/রাজ্যভার দিয়া তারে পতিসাথে আনন্দিত মনে/পুনশ্চ আসিবে বৎসে, সুবিজন এই তপোবনে/"

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ)

বিষয়াসক্ত গৃহী সাধারণ পিতা না হয়েও মহর্ষি কণ্ব বিষয়পরাঙ্মুখ সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হয়ে পালিতা কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদ স্মরণ করে মর্মান্তিক শোকে এরূপ অভিভূত হয়েছেন যে, তিনি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিলেও, নিজের কর্তব্য তিনি একেবারেই বিস্মৃত হয়েছেন। তাই শার্ঙ্গরবকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, তিনি যেন তাদের সঙ্গে আর বেশীদূর অগ্রসর না হন। তা' সত্ত্বেও মহর্ষি জলাশয় পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন। এবার গৌতমী তাঁকে বললেন যে, তিনি যেন শকুন্তলাকে শেষ বিদায় জানিয়ে এবার আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। কেননা, গৌতমী আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে পিতা-পুত্রীর মধ্যে এই মর্মন্তুদ করুণ বিদায়দৃশ্য আরো দীর্ঘক্ষণ প্রলম্বিত হতে পারে।

গৌতমী—জাদে, পরিহীঅদি গমণবেলা। ণিবত্তেহি পিদরং। অহবা চিরেণ বি

পুণো পুণো এসা এব্বং মন্তইস্সদি। ণিবত্তদু ভবং। (জাতে, পরিহীয়তে গমনবেলা। নিবর্তয় পিতরম্। অথবা চিরেণ অপি পুনঃ পুনঃ এষা এবং মন্ত্রয়িষ্যতে। নিবর্ততাং ভবান্।)

কাশ্যপঃ—বৎসে, উপরুধ্যতে তপোঽনুষ্ঠানম্।

শকুন্তলা—(ভূয়ঃ পিতরম্ আশ্লিষ্য) তবচ্চরণপীড়িদং তাদসরীরং। তা মা অদিমেত্তং মম কিদে উক্কণ্ঠিদুম্। (তপশ্চরণপীড়িতং তাতশরীরম্, তৎ মা অতিমাত্রং মম কৃতে উৎকণ্ঠিতুম্।)

কাশ্যপঃ—(সনিঃশ্বাসম্)

শমমেষ্যতি মম শোকঃ কথং নু বৎসে ত্বয়া রচিতপূর্বম্।
উটজ দ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ ॥ ২১ ॥

গচ্ছ, শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু।

(নিষ্ক্রান্তা শকুন্তলা সহযায়িনশ্চ)

সন্ধিবিচ্ছেদ—শমম্ + এষ্যতি, শিবাঃ + তে, সহযায়িনঃ + চ।

অন্বয়—ত্বয়া রচিতপূর্বম্ উটজ দ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ মম শোকঃ কথং নু বৎসে শমমেষ্যতি ॥

বাঙলা শব্দার্থ—গৌতমী—জাতে (বৎস পরিহীয়তে গমনবেলা (যাবার সময় অতীত হয়ে যাচ্ছে)। নিবর্তয় পিতরম্ (পিতাকে এবার ফিরে যেতে বল)। অথবা চিরেণ অপি (অথবা যতক্ষণ আপনি থাকবেন ততক্ষণ) এষা পুনঃ পুনঃ এবং মন্ত্রয়িষ্যতে (শকুন্তলা বারংবার এরূপ বলতে থাকবে)। নিবর্ততাং ভবান্ (আপনি বরং ফিরে যান)। কাশ্যপঃ—বৎসেঙ্গ উপরুধ্যতে তপোঽনুষ্ঠানম্ (বৎসঙ্গ আমার তপশ্চর্যায় ব্যাঘাত ঘটছে)। শকুন্তলা—[ভূয়ঃ পিতরম্ আশ্লিষ্য—পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করে] তপশ্চরণপীড়িতং তাতশরীরম্ (তপশ্চর্যায় আপনার শরীর পীড়িত হয়েছে)। তৎ (সুতরাং) মম কৃতে (আমার জন্য) মা অতিমাত্রম্ উৎকণ্ঠিতুম্ (অত্যধিক উৎকণ্ঠিত হবেন না)। কাশ্যপঃ—(সনিঃশ্বাসম্—দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে) ত্বয়া রচিতপূর্বম্ উটজ দ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিম্ (তোমার দ্বারা পূর্বে রচিত, কুটীরের পুরোভাগে নীবার ধান্যের উপহারকে অংকুরিত হতে) বিলোকয়তঃ (দেখে) মম শোকঃ (আমার শোক) বৎসে কথং নু শমমেষ্যতি (বৎস বল, কিভাবে শান্ত হবে?) গচ্ছ (যাও) শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু (তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক্।)

(নিষ্ক্রান্তা শকুন্তলা সহযায়িনশ্চ—শকুন্তলা এবং সহযাত্রীদের প্রস্থান)

বঙ্গানুবাদ—গৌতমী—বৎস, যাবার সময় অতীত হয়ে যাচ্ছে। পিতাকে এবার ফিরে যেতে বল। অথবা যতক্ষণ আপনি থাকবেন, ততক্ষণ শকুন্তলা বারবার এরূপ বলতে থাকবে। আপনি বরং ফিরে যান।

কাশ্যপ—বৎস, আমার তপশ্চর্যার ব্যাঘাত হচ্ছে।

শকুন্তলা—(পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করে) তপশ্চর্যায় আপনার শরীর পীড়িত হয়েছে। সুতরাং আমার জন্য আপনি অত্যধিক উৎকণ্ঠিত হবেন না।

কাশ্যপ—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে) বৎস, কুটীরের পুরোভাগে তোমার দ্বারা পূর্ব্বে রচিত নীবার ধান্যের উপহারকে অংকুরিত হতে দেখে আমি কিভাবে আমার শোককে শান্ত করব? যাও, তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলাকীর্ণ হোক্।

(শকুন্তলা এবং সহযাত্রীদের প্রস্থান)

মনোরমা—বিলোকয়তঃ = বি-লোকি + শতৃ ষষ্ঠী একবচন। উপরুধ্যতে = উপ-রুধ্ + লট্ তে কর্মণি। উটজ দ্বারবিরূঢ়ম্ =উটজস্য দ্বারম্, ষষ্ঠীতৎ, তৎ, উটজ দ্বারে বিরূঢ়ম্—সপ্তমীতৎ। রচিতপূর্বম্ = পূর্বং রচিতম্, সুপ্সুপা, "ভূতপূর্বে চরট্"—সূত্র অনুসারে "রচিত" শব্দের পূর্বনিপাত ॥

আশা—শমমেষ্যতি ইতি। বৎসে। ত্বয়া শকুন্তলয়া পূর্বং পক্ষিপশূনাং ভক্ষণার্থং রচিতম্ ইতি রচিতপূর্বম্, উটজস্য পর্ণশালায়াঃ দ্বারি এব ন তু অন্যত্র, বিরূঢ়ম্ ইদানীম্ অংকুরিতং নীবারস্য ধান্যবিশেষস্য বলিম্ উপহারম্ বিলোকয়তঃ দ্বারিস্থিতত্বাৎ নিয়তমেব পশ্যতঃ মম কাশ্যপস্য বাল্যাৎ আরভ্য ত্বৎকৃতপরিপালনস্য শোকঃ তদ্বিহরনিবন্ধনঃ বিষাদঃ কথং নু মহতা কষ্টেনৈব শমং শান্তিম্ এষ্যতি প্রাপ্স্যতি ইতি ভাবঃ। অত্র নীবারবলিবিলোকনমেব শোকানপগমনং প্রতি হেতুরিতি পদার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গম্। আর্যা জাতিঃ ॥

আলোচনা :

দীর্ঘক্ষণ ধরে করুণরসাপ্লুত মর্মান্তিক বিদায়দৃশ্যের অভিনয় দেখতে দেখতে সহৃদয় সামাজিকবৃন্দ একঘেঁয়েমীর অবসাদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। যে গতি নাটকের প্রাণ, তা' প্রায় স্তব্ধ। এদিকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে, বেলাও ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। এখনই এ দৃশ্যের সমাপ্তিরেখা টান৷ সঙ্গত। কাশ্যপ তাই শকুন্তলাকে বললেন,—বৎসেঙ্গ উপরুধ্যতে মে তপোঽনুষ্ঠানম্। বৎস আমার তপশ্চর্যার ব্যাঘাত হচ্ছে। শকুন্তলা পিতাকে আলিঙ্গন করে বললেন,—"তন্মা অতিমাত্রং মম কৃতে উৎকণ্ঠিতুম্"—আমার

জন্য আপনি অধিক চিন্তা করবেন না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে তখন তাত কাশ্যপ বললেন যে, আশ্রমের সর্বত্রই ছড়ানো রয়েছে শকুন্তলার কতো স্মৃতিচিহ্ন, সেগুলো দেখে দেখে তিনি কীভাবে শোক সংবরণ করবেন? পর্ণকুটীরের অগ্রভাগে পশুপাখীদের ভক্ষণের জন্য শকুন্তলা নীবার ধান্যের যে বলি রচনা করেছেন, সে ধান্য এখন অংকুরিত হয়েছে। শকুন্তলার সে স্মৃতিচিহ্ন দেখতে দেখতে মহর্ষির শকুন্তলা থেকে বিচ্ছেদজনিত শোক কী করে প্রশমিত হবে? শকুন্তলার জন্য মহর্ষি কণ্বের শোকের অভিব্যক্তি এ শ্লোকেই চরম বাণীরূপ লাভ করেছে। মহাকবিরচিত "রঘুবংশম্" মহাকাব্যে প্রথম সর্গে অনুরূপোক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন,—আকীর্ণমৃষীপত্নীনাম্ উটজদ্বাররোধিভিঃ। অপত্যৈরিব নীবারভাগধেয়োচিতৈঃ মৃগৈঃ ॥" (১/৫০)।

সখ্যৌ—(শকুন্তলাং বিলোক্য) হদ্ধী, হদ্ধীঙ্গ অন্তলিহিদা সউন্দলা বণরাঈএ। (হা ধিক্, হা ধিক্। অন্তর্হিতা শকুন্তলা বনরাজ্যা।)

কাশ্যপঃ—(সনিঃশ্বাসম্) অনসূয়ে, গতবতী বাং সহচারিণী। নিগৃহ্য শোকমনুগচ্ছতং মাং প্রস্থিতম্।

উভে—তাদ, সউন্দলাবিরহিদং সুণ্ণং বিঅ তবোবণং কহং পবিসাবো?) (তাত, শকুন্তলাবিরহিতং শূন্যম্ ইব তপোবনং কথং প্রবিশাবঃ?)

কাশ্যপঃ—স্নেহপ্রবৃত্তিরেবংদর্শিনী। (সবিমর্শং পরিক্রম্য) হন্ত ভোঃ, শকুন্তলাং পতিকুলং বিসৃজ্য লব্ধমিদানীং স্বাস্থ্যম্। কুতঃ—

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা ॥ ২২ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

॥ চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—ইব + অন্তরাত্মা, লব্ধম্ + ইদানীম্, তাম্ + অদ্য, মম + অয়ম্, শোকম্ + অনুগচ্ছতম্, স্নেহপ্রবৃত্তিঃ + এবংদর্শিনী।

অন্বয়—কন্যা পরকীয়ঃ অর্থঃ এব। তাম্ অদ্য পরিগ্রহীতুঃ সংপ্রেষ্য মম অয়ম্ অন্তরাত্মা প্রত্যর্পিতন্যাস ইব প্রকামং বিশদঃ জাতঃ ॥ ২২ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—সখ্যৌ (সখীদ্বয়)—[শকুন্তলাং বিলোক্য—শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করে] হা ধিক্, হা ধিক্ (হায় হায়)। অন্তর্হিতা শকুন্তলা বনরাজ্যা (বনের অন্তরালে চলে গেল শকুন্তলা)। কাশ্যপঃ—[সনিঃশ্বাসম্—দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে] অনসূয়ে (অনসূয়া) গতবতী বাং সহধর্মচারিণী (তোমাদের সহচরী চলে গেছে)। নিগৃহ্য শোকম্ (শোক সংবরণ করে) মাং প্রস্থিতম্ অনুগচ্ছতম্ (আমার পশ্চাৎ অনুসরণ কর)। উভে (দুই সখী)—তাত, শকুন্তলা- বিরহিতং (তাত, শকুন্তলাকে ছাড়া) শূন্যম্ ইব তপোবনম্ (এ তপোবন শূন্য মনে হয়)। কথং প্রবিশাবঃ (কি করে আশ্রমে প্রবেশ করব)?

কাশ্যপঃ—স্নেহপ্রবৃত্তিঃ এবংদর্শিনী (স্নেহপ্রবাহবশতঃ এরূপ মনে হচ্ছে)। (সবিমর্শং পরিক্রম্য—চিন্তা করতে করতে অগ্রসর হয়ে), হন্ত ভোঃ (আঃ) শকুন্তলাং পতিগৃহং বিসৃজ্য (শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করে) লব্ধম্ ইদানীং স্বাস্থ্যম্ (আজ আমি স্বস্তি পেলাম)। কুতঃ (কেননা)—কন্যা পরকীয়ঃ অর্থঃ এব (তনয়া প্রকৃতপক্ষে পরের সম্পদ)। তাম্ অদ্য (সে কন্যাকে আজ) পরিগ্রহীতুঃ সংপ্রেষ্য (তার পতির কাছে প্রেরণ করে), মম অয়ম্ অন্তরাত্মা (আমার এই মন) প্রত্যর্পিতন্যাস ইব (গচ্ছিত দ্রব্য মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ করে যে স্বস্তি পাওয়া যায়, তেমনি) প্রকামং বিশদঃ জাতঃ (একেবারে চিন্তারিক্ত হল)।

[নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে—সকলে নিষ্ক্রান্ত হল] [চতুর্থোঽঙ্কঃ—চতুর্থ অংক]।

বঙ্গানুবাদ—সখীদ্বয়—(শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করে) হায়, হায়, বনের অন্তরালে চলে গেল শকুন্তলা।

কাশ্যপ—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে) অনসূয়া, তোমাদের সহচরী চলে গেছে। শোক সংবরণ করে আমাকে অনুসরণ কর।

উভয়ে—তাত, শকুন্তলাকে ছাড়া এ তপোবন শূন্য মনে হয়। কি করে আশ্রমে প্রবেশ করব?

কাশ্যপ—স্নেহপ্রবাহবশতঃ এরূপ মনে হচ্ছে। (চিন্তা করতে করতে অগ্রসর হয়ে) আঃ, শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করে আজ আমি স্বস্তি পেলাম। কেননা,—তনয়া প্রকৃতপক্ষে পরের সম্পদ। আজ সে কন্যাকে তার পতির কাছে প্রেরণ করে, আমার এই মন, গচ্ছিতদ্রব্য মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ করে যে, স্বস্তি পাওয়া যায়, তেমনি একেবারে চিন্তারিক্ত হল ॥ ২২ ॥

(সকলে নিষ্ক্রান্ত হল)
(চতুর্থোঽঙ্কঃ—চতুর্থ অংক)

মনোরমা—পরকীয়ঃ—পরস্য অয়ম্ ইতি পর + ছ। প্রত্যর্পিতন্যাসঃ—প্রত্যর্পিতঃ ন্যাসঃ যেন, বহুব্রীহিঃ, সঃ। ন্যস্যতে ইতি নি-অস্ + ঘঞ্ কর্মণি। এবংদর্শিনী—এবম্-দৃশ্ + ণিচ্ + ণিনি, কর্তরি, স্ত্রীলিঙ্গে। অর্থো হি কন্যা—উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে বচন ও লিঙ্গের বৈষম্য—"উদ্দেশ্যবিধেয়য়োর্নাস্তি বচনলিঙ্গতন্ত্রতা"—এ বিধান অনুসারে সমর্থনযোগ্য।

আশা—অর্থ ইতি ॥ কন্যা তনয়া পরস্য অয়ম্ ইতি পরকীয়ঃ অন্যস্বামিকঃ এব হি ইতি নিশ্চয়ে, অর্থঃ ধনম্ ॥ অতঃ যাবৎ কন্যা পিত্রালয়ে তিষ্ঠতি তাবৎ পিতা তাং কন্যাং ন্যস্তং ধনম্ ইব সযত্নং রক্ষতি। বস্তুতঃ কন্যা জামাতুঃ অর্থ এব, পরিণয়াৎ প্রাগেব পিতৃগৃহে পিতুঃ সকাশং সা ন্যাসরূপেণ তিষ্ঠতি। তাং তাদৃশীং পরধনভূতাং কন্যাং শকুন্তলাম্ অদ্য পরিগ্রহীতুঃ স্বামিনঃ সমীপং সংপ্রেষ্য প্রেরয়িত্বা মম অয়ম্ মহর্ষেঃ কণ্বস্য অন্তরাত্মা প্রত্যর্পিতঃ পুনরর্পিতঃ ন্যাসঃ নিক্ষেপঃ যেন, তাদৃশঃ ইব প্রকামং সাতিশয়ং বিশদঃ বিমলঃ চিন্তা-নির্মুক্তঃ জাতঃ অভবদিত্যর্থঃ। "পূর্বং সামান্যতোঽন্যদীয়ত্বমুক্ত্বা পরিগ্রহীতুস্তামিত্যনেন নিয়তবিষয়ত্বেন পরকীয়ত্বং বদতা অবশ্যপ্রস্থাপনীয়ত্বং ধ্বনিতম্। ইদমেবোৎপ্রেক্ষায়াং ন্যাসেন সহ সাধর্ম্যং জ্ঞেয়ম্। প্রত্যর্পিতো ন্যাসো যেনেদৃশা ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা।" (অর্থদ্যোতনিকা)। ইন্দ্রবজ্রা বৃত্তম্.—"স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ" ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

(ক) তপোবনবালা শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করে আজ তাত কাশ্যপ একদিকে যেমন মর্মান্তিক বেদানায় জর্জরিত, তেমনি অপরদিকে ভারমুক্ত হওয়ায় তাঁর হৃদয়ে গভীর প্রশান্তি ও স্বস্তি বিরাজমান। বস্তুতঃ কন্যা পিতার কাছে গচ্ছিত পরকীয় অর্থস্বরূপ। অপরের ন্যস্তবস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মালিকের হস্তে প্রত্যর্পণ করা না যায়, ততক্ষণ তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সকল প্রকার দুঃখক্লেশ সহ্য করতে হয়। প্রকৃত মালিকের হাতে গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত যেমন ন্যাসরক্ষকের মনে শান্তি বিরাজ করতে পারে না, তেমনি পতির কাছে বিবাহিতা কন্যাকে প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত কন্যার পিতার মনেও কোন স্বস্তি ও শান্তি আসতে পারে না। অবিবাহিতা কন্যাকে নির্বিঘ্নে ও নিরুপদ্রবে লালন-পালন ও রক্ষা করবার গুরুদায়িত্বকে ন্যাস-রক্ষণের গুরুদায়িত্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়। শকুন্তলা আজ পতিগৃহে গমন করেছেন। তাই আজ মহর্ষির অন্তঃকরণ একদিকে যেমন আনন্দে আপ্লুত, তেমনি অন্যদিকে কন্যার

বিয়োগবেদনায় ভারাক্রান্ত। মহর্ষি কণ্বের এ উক্তির মধ্যে শাশ্বত পিতৃহৃদয়ের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। তাত কাশ্যপ বিষয়পরাঙ্মুখ, সংসারবিরাগী, তপস্বী হলেও লোকসমাজ ও লোকচরিত্র সম্পর্কে বিশেষ প্রাজ্ঞ ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চতুর্থ অংকের শ্রেষ্ঠ শ্লোকচতুষ্টয়ের মধ্যে এটিকে চতুর্থ শ্রেষ্ঠ শ্লোকরূপে গণ্য করা হয়। মহাকবি ভাস রচিত "স্বপ্নবাসবদত্তম্" নাটকে অনুরূপ ভাবব্যঞ্জক উক্তি পরিলক্ষিত হয়।— "সুখমর্থো ভবেদ্ দাতুং সুখং প্রাণাঃ সুখং তপঃ। সুখমন্যাদ্ ভবেৎ সর্বং দুঃখং ন্যাসস্য রক্ষণম্ ॥" (১/১০(।

(খ) "কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কঃ যত্র যাতি শকুন্তলা ॥"

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সমীক্ষকদের অনেকেরই অভিমত যে, মহাকবি কালিদাসের রচনা সমগ্রের মধ্যে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকই সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং এ নাটকের চতুর্থ অংক, অর্থাৎ যে অংকে শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রা বর্ণিত হয়েছে, তা শ্রেষ্ঠ। অনেকে বলেন, এ বিচার যুক্তিসহ নয়, অনেকের মতে আবার পঞ্চম অংক শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ সমগ্র নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে অংকগত বিচারের মাধ্যমে কোন এক বিশেষ অংককে সর্বাধিক মর্যাদা দেওয়া উক্ত নাটকের সামগ্রিক উৎকর্ষের প্রতি অবিচারমাত্র। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সপ্ত অংকের নাটকে তার ঈপ্সিত পরিণতি লাভে কোন অংকের ভূমিকা নগণ্য নয়।

তবুও "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের চতুর্থ অংককে যাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করতে চান, তাঁরা মূলতঃ শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার করুণ দৃশ্যের বর্ণনা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় ও অন্তরঙ্গ প্রীতির সম্পর্ক, শকুন্তলার প্রতি মহর্ষি কণ্বের উপদেশ এবং পালিতা কন্যার বিচ্ছেদে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ঋষির শোকগর্ভ হৃদয়ানুভূতি ইত্যাদির উপর তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। মহাকবি মানবজীবনের বিভিন্ন দিক যেরূপ নৈপুণ্যসহকারে তাঁর সুদক্ষ তুলিকার মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন, প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্য, মানবপ্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ যোগও সেরূপভাবেই বর্ণনা করেছেন। এখানে প্রকৃতি যেন তার গাম্ভীর্য ও উদাসীনতার মূক-আচরণ পরিবর্জন করে অনুভূতিশীল মানবের দুঃখবেদনায় তার হাত ধরে চলেছে। মানুষের আকস্মিক বেদনায়, আকস্মিক বিয়োগব্যথায় প্রকৃতির এমন বিহ্বলভাব পৃথিবীর আর কোন কবিই বুঝি, এমন করে চিত্রিত করতে পারেননি। এখানে কবি কালিদাস একান্তভাবে মৌলিক এবং তাঁর চিন্তাধারা বিশেষরূপে নিজস্ব। এ সার্থক অভিনবত্বের জন্য চতুর্থ অংককে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

এখানে আরো একটি বিষয় আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, চতুর্থ

অংকে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে আমরা আমাদের আপন হৃদয়ের যতটুকু সাযুজ্য খুঁজে পাই, অন্য কোন অংকে তা পাই না। অন্য অংকে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে আমাদের পরিচিতি নিতান্তই স্বল্প, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাদৃশ ঘটনা সৃষ্টির অবকাশ অত্যন্ত বিরল বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। অপরদিকে, চতুর্থ অংকে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে আমরা এত সুপরিচিত যে তা' আমাদের ভাবপ্রবণ হৃদয়ের কাছে বিশেষ আবেদনশীল। পিতৃগৃহ ছেড়ে পতিগৃহে যাত্রার সময় করুণ দৃশ্যের আবেদন সর্বকালের, সর্বজনের। পতিগৃহে নববধূর আচরণীয় কর্তব্য সম্পর্কে মহর্ষি যে নির্দেশ দিয়েছেন শকুন্তলাকে, তার মূল্যও চিরন্তন ও শাশ্বত। এসব বিষয় বিবেচনা করেই চতুর্থ অংককে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়।

চতুর্থ অংককে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা হলেও, এই অংকের দুর্বলতাও লক্ষ্য করবার বিষয়। যে 'গতি' নাটকের প্রাণ, তা' এখানে অত্যন্ত মন্থর। এ অংকে যত কাব্য আছে, তত নাটক নেই। নাটকের মধ্যে কাব্যত্ব অধিক হলে তা' আর নাটক থাকে না। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে নাট্যধর্মিতার চেয়ে লিরিকধর্মিতাই অধিক। (এ বিষয়ে ভূমিকায় বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

॥ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ॥

শ্রীমদভিজ্ঞানশকুন্তলায়াঃ বিধুভূষণগোস্বামিকৃতায়াং 'সরলা'টীকায়াম্

॥ চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥

॥ বিষ্কম্ভকঃ ॥

কুসুমস্য অবচয়ম্ উচ্চয়নম্ অভিনয়ন্ত্যৌ সখ্যৌ প্রবিশতঃ অবপূর্বাৎ চিনোতেঃ ভাবে এরজিতি অচ্। ননু "হস্তাদানে চেরস্তেয়ে" ইতি কথং ঘঞ্ ন ভবতি ইতি চেৎ তত্রেদং বক্তব্যং "হস্তাদানে ইত্যনেন প্রত্যাসত্তিরাদেয়স্য লক্ষ্যতে। পুষ্পপ্রচায়ঃ। হস্তাদানে ইতি কিম্ বৃক্ষাগ্রস্থানাং ফলানাং যষ্ট্যা প্রচয়ং করোতি।" ইতি ভট্টোজিদীক্ষিতঃ কাশিকা চ। অত্র কুসুমানাং বৃক্ষশিখরস্থিতত্বাৎ প্রত্যাসত্ত্যভাবাৎ ন ঘঞ্। এতেন অবতরাবচায়শব্দয়োঃ হ্রস্বদীর্ঘব্যত্যাসৌ বালানামিতি বামনোক্তং প্রত্যুক্তম্।

অনসূয়া। বিধিনা বিধানেন, গানং ধর্মঃ যেষাং তে গন্ধর্বাঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু পদমিদং তেষাম্ অয়ম্ ইতি অণ্। নির্বৃত্তং সম্পন্নং কল্যাণং বিবাহমঙ্গলং যস্যাঃ সা। অনুরূপঃ যোগ্যঃ ভর্তা তং গচ্ছতি ইতি গমেঃ ণিনিঃ। নির্বৃতং সুখিতম্ আ!!দিতমিতি যাবৎ।

অনসূয়া। ইষ্টি যজেঃ ক্তিঃ, যাগঃ। অন্তঃপুরস্থিতাভিঃ পত্নীভিঃ সমাগতঃ মিলিতঃ। ইতোগতং তপোবনে বৃত্তং শকুন্তলাসম্বন্ধিনমিত্যর্থঃ।

প্রিয়ংবদা। আকৃতীনাং বিশেষাঃ ইতি আকৃতিবিশেষাঃ বিশিষ্টাঃ আকৃতয়ঃ ইত্যর্থঃ কৃদভিহিতভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে ইতি। গুণস্য শীলস্য বিরোধিনঃ ইতি গুণ-বিরোধিনঃ গুণহীনাঃ দুর্বৃত্তা ইত্যর্থঃ। অনুরূপোক্তিঃ—"যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি", "যদুচ্যতে পার্বতি পাপবৃত্তয়ে ন রূপমিত্যব্যভিচারি তদ্বচঃ ॥" প্রতিপৎস্যতে করিষ্যতি ইত্যর্থঃ।

অনসূয়া। প্রতিপাদনীয়া দেয়া। প্রথমঃ মুখ্যঃ সংকল্পঃ কন্যায়াঃ পিতুঃ ইচ্ছা। দৈবং দিষ্টং ভাগধেয়মিত্যমরঃ। কৃতার্থঃ সফলকামঃ। ন প্রয়াসঃ ইতি অপ্রয়াসঃ তেন আয়াসং বিনৈব।

নেপথ্যে—অয়মহং ভোঃ কোঽত্র বর্ততে অতিথিরহমুপস্থিতঃ ইত্যর্থঃ।

প্রিয়ংবদা। শকুন্তলা পর্ণশালায়াং বর্ততে, সা এব অতিথেঃ সৎকারং বিধাস্যতি। পুনঃ কিন্তু হৃদয়েন অসন্নিহিতা, অনন্যচিত্তা দুষ্মন্তমেব চিন্তয়তি ইত্যর্থঃ।

অনসূয়া। এতাবদ্ভিঃ অবচেতুমিষ্টৈঃ ইত্যর্থঃ পুষ্পৈঃ অলং প্রয়োজনং নাস্তি। যৎ খলু অনিষ্টাদিকম্ অবশ্যম্ভাবি তস্য সূচকমৌন্মনস্যং প্রাগেব কিমপ্যনুভূয়তে অতঃ অনসূয়া উদ্বেলচিত্তা উটজমেব গন্তুমীহতে। (প্রস্থিতে)

নেপথ্যে—আঃ ইতি ক্রোধে অব্যয়ম্ অতিথিং পরিভবতি অবজানাতি যা সা অতিথিপরিভাবিণী তৎ সম্বোধনে, সকর্মকাৎ পরিভবতেঃ কর্তরি ণিনিঃ। নাস্তি অন্যস্মিন্ বিষয়ে মানসং যস্যাঃ তথোক্তা সা অনন্যচিত্তা যং স্মুষ্যন্তং বিচিন্তয়ন্তী ভাবয়ন্তী উপস্থিতং সমাগতং তপঃ এব ধনং যস্য তং তপোধনং তপস্বিনং সৎকারার্হমিতি ভাবঃ মাং ন বেৎসি জানাসি গণয়সি ইতি যাবৎ, ন সৎকরোষি ইত্যর্থঃ স তে ভর্তা বোধিতঃ স্মারিতঃ সন্নপি, প্রমত্তঃ উন্মত্তঃ প্রথমং পূর্বং কৃতাম্ উচ্চারিতাং কথামিব ত্বাং ন স্মরিষ্যতি। উপমালংকারঃ ॥

প্রিয়ংবদা। প্রকৃত্যা স্বভাবেন বক্রঃ কুটিলঃ অনুনয়ং ন গৃহ্নাতি। পুরাণকৃদ্ দুর্বাসামুখেন তচ্চরিত্রং বর্ণয়তি,—"জ্বলজ্জটাকলাপস্য ভ্রূকুটিকুটিলং মুখম্। নিরীক্ষ্য কঃ ত্রিভুবনে মম যো ন গতো ভয়ম্ ॥ নাহং কৃপালুহৃদয়ো ন চ মাং ভজতে ক্ষমা। অক্ষান্তিসারসর্বস্বং দুর্বাসসমবেহি মাম্ ॥ নাহং ক্ষমিষ্যে বহুনা কিমুক্তেন শতক্রতো। বিড়ম্বনামিমাং ভূয়ঃ করোষ্যনুনয়াত্মিকাম্ ॥"

অনুক্রোশঃ দয়া তেন সহ বর্তমানঃ সানুক্রোশঃ সদয়ঃ।

[ততঃ প্রবিশতি আদৌ সুপ্তঃ পশ্চাদুত্থিতঃ পূর্বকালেত্যাদিনা সমাসঃ, শিষ্যঃ অন্তেবাসী, শাস্তেঃ ক্যপ্]

শিষ্যঃ। বেলায়াঃ সময়স্য উপলক্ষণার্থং জ্ঞানার্থং (অর্থেন সহ নিত্যসমাসঃ বিশেষ্যলিঙ্গতা যদ্বা বেলায়াঃ উপলক্ষণমেব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথা তথা ইতি বিগ্রহঃ) কিয়দবশিষ্টং রজন্যাঃ ইতি পরিজ্ঞাতুমিত্যর্থঃ, প্রবাসাৎ সোমতীর্থাদিত্যর্থঃ উপাবৃত্তেন প্রত্যাগতেন কণ্বেন আজ্ঞপ্তোঽস্মি। প্রকাশং কুটীরাৎ বহিরিত্যর্থঃ নির্গতঃ সন্ সময়ং নিরূপয়ামি [পরিক্রম্য অবলোক্য চ] হন্ত ইতি হর্ষে, অব্যয়মিদম্ প্রভাতমিতি নপুংসকে ভাবে ক্তঃ।

একতঃ একস্যাং দিশি পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে ওষধীণাং পতিঃ চন্দ্রঃ অস্তস্য অস্তাচলস্য ইতি লাক্ষণিকঃ অর্থঃ, শিখরং শৃঙ্গম্ অস্তাচলচূড়াং যাতি অবলম্বতে। চন্দ্রোঽস্তময়তে ইতি সরলার্থঃ। একতঃ অপরস্যাং দিশি প্রাচীভাগে পুরঃ অগ্রে সরতি ইতি পুরঃসরঃ সরতেঃ টঃ, অরুণঃ অনূরূঃ পুরঃসরঃ অগ্রগামী যস্য সঃ অরুণপুরঃসরঃ অর্কঃ সূর্যঃ আবিষ্কৃতঃ আবির্ভূতঃ উদিতঃ ইত্যর্থঃ। আবিষ্করোতেঃ কর্তরি ক্তঃ অকর্মকত্বাৎ, অকর্মকত্বঞ্চ,

ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তিবশাদিত্যনুসন্ধেয়ম্। তথাচ—"ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তের্ধাত্বর্থেনোপ-সংগ্রাৎ। প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কর্মণোঽকর্মিকা ক্রিয়া ॥" যদ্বা আবিষ্কৃতঃ আবিষ্কর্তুং প্রকাশয়িতুম্ আত্মানমিতি শেষঃ, আরব্ধঃ, ইতি আবিষ্করোতেঃ—"আদিকর্মণি ক্তঃ কর্তরি চ" ইতি কর্তরি ক্তঃ। এবং তেজসোঃ দ্বয়ম্ ইতি তেজোদ্বয়ম্ তস্য তেজোভূয়সো পদার্থয়োঃ যুগপৎ সমম্ একত্রৈব ব্যসনঞ্চ উদয়শ্চ তাভ্যাং ব্যসনোদয়াভ্যাং তিরোভাবরূপেণ ব্যসনেন আবির্ভাবেণ লোকঃ অন্যাঃ দশাঃ ইতি দশান্তরাণি, ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চেতি নিপাতনাৎ সমাসঃ, বিভিন্নাঃ অবস্থাঃ ইত্যর্থঃ আত্মনঃ দশান্তরেষু অবস্থান্তরেষু—"দশা বর্ত্তাববস্থায়ামিত্যমরঃ" আপতিতেষু সৎসু ইতি শেষঃ নিয়ম্যতে ইব। বিপৎসম্পদ্রূপাঃ অবস্থাভেদাঃ নিত্যং ন তিষ্ঠন্তি ইত্যুপদেশদানেন স্বস্বাবস্থাসু নিয়ন্ত্র্যতে ইব, উৎপ্রেক্ষা-লংকারঃ ॥

শশিনি সমুপোঢ়ে যা নেত্রনির্বাণং বিতরতি সা এব কুমুদিনী শশিনি চন্দ্রে অন্তর্হিতে অস্তমিতে সতি সংস্মরণীয়া স্মরণস্য বিষয়ীভূতা ন তু প্রত্যক্ষা বিলুপ্তা ইতি তাৎপর্যম্, শোভা কান্তিঃ যস্যাঃ সা সংস্মরণীয়শোভা বিচ্ছায়া সতী মে মম দৃষ্টিং নয়নং ন নন্দয়তি ন প্রীণয়তি কুতঃ এতদিতি শঙ্কায়াং হেতুমুৎপ্রেক্ষতে,—অবলেতি। অবলাজনস্য ইষ্টঃ অভিমতঃ বল্লভঃ ইতি যাবৎ তস্য প্রবাসেন বিদেশগমনেন বিরহেণ ইত্যর্থঃ জনিতানি উৎপাদিতানি দুঃখানি নূনং নিশ্চিতমেব অতিমাত্রং সুদুঃসহানি অতিদুঃখেনৈব সোঢ়ুং শক্যানি। দুষ্যন্তবিরহেণ দীনা শকুন্তলা শোচ্যতাং গতা ইতি বস্তুধ্বনিঃ।

অবলাজনস্য ইতি ষষ্ঠী সম্বন্ধে দুঃখানি ইত্যনেন সম্বন্ধঃ। ন খলর্থানামিতি নিষেধাৎ ন কৃদ্‌যোগলক্ষণা কর্তরি ষষ্ঠী। বৃত্তং বসন্ততিলকং তল্লক্ষণম্—জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ। অত্র শ্লোকে কার্যেণ কারণসমর্থনরূপঃ অর্থান্তর-ন্যাসঃ, স চ উৎপ্রেক্ষয়া সংকীর্যাতে।

[পট্যাঃ যবনিকায়াঃ ক্ষেপঃ ইতি পটীক্ষেপঃ, স ন ভবতি ইতি অপটী-ক্ষেপঃ, তেন। পটী ক্ষেপং বিনৈব ইত্যর্থঃ। পটীক্ষেপো ন কর্তব্যঃ আর্তরাজপ্রবেশনে ইত্যুক্তেঃ। অন্যে তু ব্যাচক্ষতে অপট্যাঃ তিবস্করিণ্যাঃ যবনিকায়াঃ ইতি যাবৎ ক্ষেপেণ উত্তোলনেন প্রবিশ্য]

অনসূয়া। বিষয়েভ্যঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যেভ্যঃ বস্তুভ্যঃ পরাঙ্মুখঃ নিবৃত্তঃ তস্য, কামান্ বিহায় অরণ্যে নিবসতঃ অবিজ্ঞাতলোকাচারস্য ইত্যর্থঃ বিদিতমিতি "মতিবুদ্ধি-পূজার্থেভ্যশ্চ" ইতি বর্তমানে ক্তঃ 'ক্তস্য চ বর্তমানে" ইতি 'জনস্য' ইত্যত্র কর্তরি ষষ্ঠী। শকুন্তলাং প্রতি রাজ্ঞঃ ব্যবহারঃ সম্যক্ নেতি অবিদিতলোকরীত্যাপি ময়া জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ।

শিষ্যঃ। হোমস্য প্রাতরনুষ্ঠেয়স্য বেলাং কালং কণ্বায় নিবেদয়ামি। গুরুং জ্ঞাপয়িতুমিতি ক্রিয়ার্থোপপদস্য চেত্যাদিনা চতুর্থী, কথনার্থধাতুযোগে বা।

(নিষ্ক্রান্তঃ)

প্রিয়ংবদা। সুখেন শয়িতং, যদ্বা সুখং সুখকরং শয়িতং (শীধাতোঃ নপুংসকে ভাবে ক্তঃ) ইতি সুখশয়িতং তৎ পৃচ্ছতি যা সা সুখশয়িতপ্রচ্ছিকা (প্রচ্ছ্‌ধাতোঃ ণ্বুল্ বা ণকঃ স্ত্রিয়াং টাপ্) সৌখশায়নিকী। সুখশয়িতপৃচ্ছিকা ইতি পাঠে সুখশয়িতস্য পৃচ্ছা যস্যাঃ সা সুখশয়িতপৃচ্ছিকাঃ, সংজ্ঞায়াং কন্, কাৎ পূর্বস্যে-কারঃ।

প্রিয়ংবদা। লজ্জয়া অবনতং মুখং যস্যাঃ তাং লজ্জাবিনম্রাননাম্ পরিষ্বজ্য আলিঙ্গ্য, স্বনজ্ ধাতোঃ ভৌবাদিকাৎ আত্মনেপদিনঃ ল্যপ্। ধূমেন আকুলিতা কলুষা বিষয়গ্রহণাসমর্থা ইত্যর্থঃ দৃষ্টিঃ নয়নং যস্য তস্য যজমানস্য আহুতিঃ দেবোদ্দেশেন প্রক্ষিপ্তং ঘৃতাদিকং পাবকে বহ্নৌ এব ন তু ভূমৌ পতিতা। অন্তরায়তিমিরে সত্যপি ভাগ্যেনৈব ঈদৃশঃ আত্মানুরূপস্য ভর্তুঃ সমাশ্রয়ঃ। দৃষ্টান্তালংকারঃ। মেধাবিনে অনসূয়কায় শিষ্যায় পরিদত্তা বিদ্যা ইব ন শোককারণমসি।

প্রিয়ংবদা। অগ্নীনাং শরণং গৃহম্ ইতি অগ্নিশরণম্ অগ্ন্যাগারং শরণং গৃহ-বক্ষিত্রোঃ। শরীরং বিনা অশরীরিণ্যা ছন্দোময্যা ছন্দোনিবদ্ধয়া বাণ্যা সূচিতঃ ইতি শেষঃ। প্রিয়ংবদা। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য সংস্কৃতভাষয়া ন তু প্রাকৃতেন) হে ব্রহ্মন্, দুষ্যন্তেন রাজ্ঞা আহিতং নিষিক্তং তেজঃ বীর্যং ভুবঃ পৃথিব্যাঃ ভূতয়ে মঙ্গলায়, ভূতির্ভস্মনি সম্পদি ইত্যমরঃ। দধানাং ধারয়ন্তীং তনয়াং কন্যাং শকুন্তলাম্ অগ্নিঃ গর্ভে যস্যাঃ তাং শমীমিব অবেহি। উপময়া গর্ভস্থশিশোঃ তেজস্বিত্বং ব্যজ্যতে। অলংকারেণ বস্তুধ্বনিঃ। আঙ্‌পূর্বাৎ দধাতেঃ কর্মণি ক্ত ক্লীবে আহিতম্। ভূতয়ে ইতি তাদর্থ্যে চতুর্থী ॥

অনসূয়া। চূতস্য আম্রস্য শাখায়াং বিটপে অবলম্বিতে স্থাপিতে রক্ষিতে নারিকেলস্য সমুদ্গকে সম্পুটকে পাত্রে ইতি যাবৎ, চূতশাখয়া অবলম্বিতে। আম্রশাখাসনাথে নারিকেলসম্পুটকে ইতি কৈশ্চিদ্ ব্যাখ্যাযতে, কালান্তরং ক্ষমতে ইতি কালান্তরক্ষমা, [illegible] অপি বিনাশমনুপেয়ুষী কেশরস্য বকুলস্য মালিকা, বকুলপুষ্পৈঃ গ্রথিতা মালা ময়া এতন্নিমিত্তমেব, প্রস্থানমঙ্গলং সম্পাদযিতু-মেব, ময়া নিক্ষিপ্তা রক্ষিতা, তৎ তাং মালাং হস্তেন ধারয়। অহমপি অস্যৈ, অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ কৃতে মৃগরোচনাং গোরোচনাং, তীর্থস্য পুণ্যক্ষেত্রস্য মৃত্তিকা তাং দূর্বায়াঃ কিসলয়ানি অচিরোদ্গতানি পত্রাণি ইত্যেভিঃ মঙ্গলার্থং সমালম্ভনানি বিলেপনানি বিরচয়ামি। "সমালম্ভনমালেপে তিলকেঽলংকৃতাবপি" ইতি যাদবপ্রকাশঃ।

নেপথ্যে—মিশ্রশব্দো নাটকাদৌ সম্মানার্থং পাত্রাদের্নাম্না সমস্য প্রযুজ্যতে।

প্রিয়ংবদা। (কর্ণে দত্ত্বা) হস্তিনাপুরং গজসাহ্বয়ং দুষ্যন্তপুরং গামিনঃ ইতি দ্বিতীয়া তৎপুরুষঃ। শব্দায়মানে আহ্বয়মানে। শব্দং করোতি ইতি শব্দবৈরকলহেত্যাদিনা কাঙ্, ততঃ শব্দায়নামধাতোঃ কর্মণি শতৃ। আহ্বানার্থকত্বাৎ সকর্মকত্বম্। অত্র কর্মভূতানাম্ ঋষীণাং ধাত্বর্থেনানুপসংগ্রহাৎ ন অকর্মকত্বম্। প্রবিশ্য সমালম্ভনহস্তা সমালম্ভনসহিতঃ হস্তঃ যস্যাঃ সা ইতি বিগ্রহে মধ্যপদলোপিনা বহুব্রীহিণা সিদ্ধম্। যদ্বা গড্বাদেঃ আকৃতিগণত্বান্ সমালম্ভনং হস্তেন যস্যাঃ ইতি বিগ্রহে "গড্বাদেঃ পরা সপ্তমী" ইতি বার্তিকেন সপ্তম্যন্তস্য পরনিপাতঃ।

প্রিয়ংবদা। সূর্যোদয়ে প্রাতরেব শিখয়া সহ মজ্জিতা শিরসোঽপি মজ্জনমনুভাবিতা এষা, প্রতীষ্টঃ গৃহীতঃ নীবারঃ হস্তেন যাভিঃ তাভিঃ আশীর্বাদার্থং হস্তেন গৃহীতধান্যাভিঃ স্বস্তি ইত্যস্য বাচনম্ ইতি স্বস্তিবাচনম্, কর্মারম্ভে বিঘ্নোপশান্তয়ে ব্রাহ্মণ দ্বারা কর্তব্যকর্মণাং শুভতাবাচনম্ তস্মৈ স্থিতাঃ ইতি স্বস্তিবাচনিকাঃ ঠন্প্রত্যয়ঃ স্ত্রিয়াং টাপ্, তাভিঃ তাপসীভিঃ সম্বর্ধ্যমানা।

কেনচিৎ তরুণা বৃক্ষেণ ইন্দুপাণ্ডু ইতি ইন্দুরিব পাণ্ডু 'উপমানানি সামান্যবচনৈঃ' ইতি সমাসঃ। চন্দ্রধবলং মাঙ্গল্যম্, মঙ্গলকর্মণি হিতং, ক্ষুমায়াঃ অতস্যাঃ বিকারঃ ইতি ক্ষৌমম্ অতসীজাতং পট্টদুকূলম্ আবিষ্কৃতং প্রকটিতম্। কস্মাচ্চিৎ তরোঃ ইদং কূলং লব্ধম্। কেনচিৎ তরুণা চরণয়োঃ উপবাগঃ রঞ্জনমিত্যর্থঃ। তত্র সুভগঃসুন্দরঃ যোগ্যঃ ইত্যর্থঃ, লাক্ষারসঃ যাবকরসঃ নিষ্ঠ্যূতঃ উদ্গীর্ণঃ প্রস্রুতঃ ইতি যাবৎ। বাচ্যার্থস্য গুণীভূতত্বাৎ ন গ্রাম্যদোষাপত্তিঃ। যথাহ দণ্ডী—"নিষ্ঠ্যূতোদ্গীর্ণবান্তাদি গৌণবৃত্তিব্যপাশ্রয়ম্। অতিসুন্দর-মন্যত্র গ্রাম্যকক্ষাং বিগাহতে।" ইতি। অন্যেভ্যঃ বৃক্ষেভ্যঃ (অপাদানে পঞ্চমী) আ পর্বভাগেভ্যঃ ইতি আপর্বভাগং (অব্যয়ীভাবঃ) আপর্বভাগম্ উত্থিতানি ইতি আপর্বভাগোত্থি-তানি, "সহসুপা" ইতি সমাসঃ, তৈঃ মণিবন্ধং যাবৎ নির্গতৈঃ তেষাং বৃক্ষাণাং কিসলয়ানাং পল্লবানাম্ উদ্ভেদাঃ উদ্ভিন্নানি কিসলয়ানি ইত্যর্থঃ. (কৃদভিহিতভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে) তেষাং প্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ তুল্যৈঃ আতাম্রত্বাৎ সৌকুমার্যাৎ চ কিসলয়দৃশৈঃ বনদেবতানাং করতলৈঃ কর্তৃভিঃ আভরণানি দত্তানি। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। প্রথমচরণে চতুর্থে চ উপমালংকারঃ।

সখ্যৌ। অনুপভুক্তং ন পরিহিতং ভূষণং যেন সঃ. কতমৎ ভূষণং কতমস্মিন্ অঙ্গে ধ্রিয়তে তন্ন বেদ্মি ইতি তাৎপর্যম্। কিন্তু চিত্রকর্মণঃ আলেখ্যস্য পরিচয়ঃ সংস্তবঃ দর্শনম্ ইত্যর্থঃ তেন, চিত্রে যস্মিন্ অঙ্গে যাদৃশমাভরণং দৃশ্যতে তাদৃক্ তত্রাপি অঙ্গে বিনিযুজ্যতে ইত্যর্থঃ।

কাশ্যপঃ। অদ্য শকুন্তলা যাস্যতি পতিকুলং গমিষ্যতি ইতি হেতোঃ উৎকণ্ঠয়া বৈমনস্যেন দুঃখেন ইতি যাবৎ হৃদয়ং সংস্পৃষ্টম্ ভিন্নম্ অভিভূতমিতি তাৎপর্যম্। শকুন্তলা গমিষ্যতি ইতি চিন্তয়া মে হৃদয়ং ব্যথিতমিত্যর্থঃ। কণ্ঠঃ স্তম্ভিতয়া ণ্যন্তাৎ স্তনভ্ ধাতোঃ কর্মণি ক্তঃ স্ত্রিয়াং স্তম্ভিতা অবরুদ্ধয়া বাষ্পাণাম্ অশ্রূণাং বৃত্ত্যা প্রসরেণ কলুষঃ অবিশদঃ জড়ঃ ইতি যাবৎ, রুদ্ধস্বরঃ ইত্যর্থঃ, নিরুদ্ধ- বাষ্পোদয়সন্নকণ্ঠঃ সঞ্জাতোঽহম্। দর্শনং চিন্তয়া জড়ং বিষয়গ্রহণাপটু। চিন্তাবশাৎ নয়নয়োঃ মান্থর্য্যং সংবৃত্তম্। অহো ইতি আশ্চর্যে অব্যয়ম্। অরণ্যম্ ওকঃ বাসস্থানং যস্য সঃ অরণ্যোকাঃ তস্য (ওকঃ সদ্মনি আশ্রয়ে) অরণ্যোকসঃ বনবাসিনঃ মমত্বাভিমানশূন্যস্য ইত্যর্থঃ, মম স্নেহাৎ শকুন্তলা-বাৎসল্যাৎ বৈক্লব্যং বিয়োগবৈধুর্য্যং যদি ঈদৃশং এবংবিধম্ [illegible] ভবতি, তর্হি ন জানে গৃহিণঃ সংসারিণঃ মমত্বাকৃষ্টচেতনাঃ ইত্যর্থঃ নবৈঃ প্রত্যগ্রৈঃ তনয়ায়াঃ বিশ্লেষেণ দুঃখৈঃ কন্যাবিয়োগদুঃখৈঃ কথং কীদৃক্ পীড্যন্তে। তেষাং বিয়োগব্যথা নিতরাং মর্মস্পৃক্ ইতি ভাবঃ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্ ॥

কাশ্যপঃ। শর্মিষ্ঠা যযাতেঃ চন্দ্রবংশীয়নরপতিভেদস্য নাহুষস্য ইব ত্বং ভর্তুঃ বহুমতা আদৃতা ভব। সা শর্মিষ্ঠা পুরুমিব ত্বমপি সম্রাজং সার্ব্বভৌমং পুত্রম্ আপ্নুহি লভস্ব। যেনেষ্টং রাজসূয়েন মণ্ডলস্যেশ্বরশ্চ যঃ। শাস্তি যশ্চাজ্ঞয়া রাজ্ঞঃ স সম্রাট্ পরি-কীর্তিতঃ। সম্যক্ বাজতে শোভতে ইতি সম্রাট্ সম্পূর্বাৎ রাজতে ক্বিপ্। ভর্তুরিত্যত্র কর্তরি ষষ্ঠী 'ক্তস্য চ বর্তমানে' ইতি।

কাশ্যপঃ। ঋক্‌ছন্দসা আশাস্তে বৈদিকছন্দোগ্রথিতেন বচনেন আশিষং দত্তে। শাসিবযম্ অদাদিগণীয়ঃ আত্মনেপদী প্রায়েণ আঙ্‌পূর্বঃ প্রযুজ্যতে। বেদিঃ পরিষ্কৃতা ভূমিঃ তাং পরিতঃ "অভিতপরিতঃসমযানিকষাহাপ্রতিযোগেঽপি" ইতি দ্বিতীয়া। যজনবেদ্যাঃ সমন্তাৎ ইত্যর্থঃ, কৢপ্তং রচিতং ধিষ্ণ্যং স্থানং যেষাং তে (ধৃষ্‌ধাতোঃ ণ্যপ্রত্যয়েন নিপাতিতং ধিষ্ণ্যমিতি পদম্ (কৢপ্তধিষ্ণ্যাঃ বিরচিতস্থানাঃ সমিধঃ কাষ্ঠানি বিদ্যন্তে যেষাং তথোক্তাঃ প্রান্তেষু সীমাসু সংস্তীর্ণাঃ আকীর্ণাঃ দর্ভাঃ কুশাঃ যেষাং তে প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ, হূয়তে যৎ তৎ হব্যং ঘৃতাদিকং তস্য গন্ধৈঃ দূরিতং পাপং কিল্বিষমিতি যাবৎ অপঘ্নন্তঃ বিদূরয়ন্তঃ গুনানাঃ পবনোদ্ধতৈঃ ধূমৈঃ আহুতিগন্ধিভিঃ ইত্যর্থঃ, অমী বিতানস্য যজ্ঞস্য ক্রতুবিস্তারয়োরস্ত্রীবিতানমিত্যমরঃ ইমে ইতি বৈতানাঃ (বিতানশব্দাদ্ অণ্) যজ্ঞসম্বন্ধিনঃ বহ্নয়ঃ দক্ষিণাগ্নিপ্রভৃতয়ঃ ত্বাং পাবয়ন্তু অপগতকল্মষাং কুর্বন্তু। পুনাতেঃ স্বার্থে ণিচ্ ॥

কাশ্যপঃ। সন্নিহিতাঃ সমীপবর্তিনঃ তপোবনস্য আশ্রমস্য তরবঃ বৃক্ষাঃ সম্বোধনে (বহুবচনম্)।

যুষ্মাসু অপীতেষু অপীতজলেষু, অসিক্তেষু ইত্যর্থঃ যা প্রথমং প্রাগেব জলং পাতুং ন ব্যবস্যতি [illegible], যুষ্মাসু ভ্রাতৃবাৎসল্যাৎ প্রাগ্ যুষ্মান্ জলসেকেন সন্তর্প্য পশ্চাৎ স্বয়ং

জলং পিবতি ইত্যর্থঃ, প্রিয়ং মণ্ডনং যস্যাঃ সা প্রিয়মণ্ডনা, পক্ষে মণ্ডনপ্রিয়া, ভূষণপ্রিয়াপি স্নেহেন হেতুনা ভবৎসু সোদর্যস্নেহবশাৎ ভবতাং পল্লবং কিসলয়ং নাদত্তে ন গৃহ্নাতি, ন ছিনত্তি ইত্যর্থঃ, কর্ণপূরার্থমিতি ভাবঃ, আদৌ ভবে ইতি আদ্যে বঃ যুষ্মাকং কুসুমানাং পুষ্পানাং প্রসূতেঃ উদ্‌গমস্য সময়ে কালে যস্যাঃ উৎসবঃ মহান্ প্রমোদঃ ভবতি, যা নিতরাং মুদিতা ভবতি ইত্যর্থঃ, সেয়ং শকুন্তলা পত্যুঃ স্বামিনঃ গৃহং যাতি, সর্বৈঃ ভবদ্‌ভিঃ অনুজ্ঞায়তাম্ অনুমন্যতাম্।

অপীতেষু ইত্যত্র বিবক্ষয়া অকর্মকত্বাৎ পিবতেঃ কর্তরি ক্তঃ যদ্বা পিবতেঃ নপুংসকে ভাবে ক্তঃ পীতং পানং তৎ এষামস্তি ইতি পীতাঃ "অর্শ আদিভ্যোঽজিতি" অচ্। যদ্বা বিভক্তাঃ ভ্রাতরঃ, ভুক্তাঃ ব্রাহ্মণাঃ, ইতিবৎ উত্তরপদলোপোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ, পীতাঃ পীতজলা ইত্যর্থঃ, যথাহ কৈয়টঃ গম্যমানস্য অপ্রয়োগঃ এব লোপঃ। 'আঙো দোঽনাস্যবিহরণে" ইতি আদত্তে ইত্যত্র আত্মনেপদম্। "বা প্রিয়স্য" ইতি বহুব্রীহৌ প্রিয়মণ্ডনেত্যত্র পাক্ষিকঃ পরনিপাতভাবঃ।

[কোকিলানাং রবং সূচয়িত্বা পরভৃতবিরুতশ্রুতিং নায়য়ন্] বনবাসবন্ধুভিঃ তরুভিঃ ইয়ং শকুন্তলা অনুমতগমনা, যথা এভিঃ ঈদৃশং কলং পরভৃতবিরুতং প্রতি বচনী-কৃতম্।]

আকাশে—অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ পন্থাঃ মার্গঃ কমলিনীভিঃ পদ্মিনীভিঃ হরিতানি পালাশানি তৈঃ তাদৃশৈঃ সরোভিঃ কাসারৈঃ রম্যং মনোরমম্ অন্তরম্ অবকাশঃ মধ্যমিতি যাবৎ যস্য তাদৃশঃ, পথি অন্তরা অন্তরা পদ্মিনীষণ্ডমণ্ডিতানি সরাংসি, ছায়াপ্রধানাঃ দ্রুমাঃ ইতি ছায়াদ্রুমাঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ, তৈঃ নিয়মিতঃ দূরীকৃতঃ প্রশমিতঃ ইতি যাবৎ অর্কস্য সূর্যস্য ময়ূখানাং কিরণানাং তাপঃ উত্তাপঃ যস্মিন্ সঃ তাদৃশঃ, কুশে জলে শেরতে ইতি কুশেশয়ানি পদ্মানি, (অধিকরণে শেতে ইতি অচ্) "শয়বাসবাসিষু অকালাৎ" ইতি সপ্তম্যাঃ অলুক্, তেষাং রজাংসি পরাগাঃ তানি ইব মৃদবঃ কোমলাঃ বেণবঃ পাংশবঃ যত্র সঃ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুঃ, শান্তঃ মৃদুরিতর্থঃ, অনুকূলঃ অনুলোমশ্চ পবনঃ যস্মিন্ সঃ তাদৃশঃ শিবঃ মঙ্গলঃ নির্বাধঃ ইতি যাবৎ ভূয়াৎ আশিষি লিঙ্।

কাশ্যপঃ। প্রথমমেব ত্বদার্থে প্রাগেব তব অর্থে কৃতে ময়া সংকল্পিতং মনসা অভীপ্সিতম্ আত্মনঃ স্বস্যাঃ সদৃশং বয়োরূপপ্রভৃতিভিঃ অনুরূপং ভর্তারং স্বামিনং ত্বং সুকৃতৈঃ পুণ্যফলেন গতা লব্ধবতী অসি। ইয়ং নবমালিকাচূতেন আত্মযোগ্যেন রসালেন সহ সং শ্রিতবতী মিলিতা, সম্প্রতি ইদানীম্ অহম্ অস্যাং নবমালিকায়াং বিষয়ে ত্বয়ি চ বীতা বিগতা চিন্তা যস্য যস্মাৎ বা সঃ বীতচিন্তঃ নিশ্চিন্তঃ জাতঃ। ত্বং নবমালিকা চ মম দ্বে কন্যে, উভয়োরেবানুরূপবোঢৃ- সমাগমেন অহং নিশ্চিন্তঃ সংবৃত্তঃ ॥

কাশ্যপঃ। কুশানাং দর্ভাণাং সূচিভিঃ তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ বিদ্ধে কৃতব্রণে ক্ষতে ইতি যাবৎ যস্য মুখে ব্রণানাং ক্ষতানাং বিরোপণং বিশোষকম্ ইঙ্গুদীনাম্ ইঙ্গুদীফলানাং তৈলং ত্বয়া

ন্যষিচ্যত প্রাদীয়ত (নিপূর্বাৎ সিঞ্চতে কর্মণি লঙ্) শ্যামাকানাং ধান্যবিশেষাণাং মুষ্টিভিঃ গ্রাসৈঃ পরিবর্ধিতকঃ অনুকম্পয়া সযত্নং পোষিতঃ পুত্রকৃতকঃ পুত্রত্বেন পরিগৃহীতঃ সোঽয়ং মৃগঃ তে পদবীং পন্থানং ন জহাতি ত্যজতি। পুত্রস্য কৃতঃ করণং যস্য সঃ পুত্রকৃতকঃ "শেষাদ্ বিভাষা" ইতি সমাসান্তঃ কঃ। যদ্বা পুত্রঃ কৃতঃ ইতি পুত্রকৃতঃ "সহসুপা" ইতি সমাস স্বার্থে অনুকম্পায়াং বা কন্ ॥

কাশ্যপঃ। উদ্‌গতানি পক্ষ্মাণি নেত্রলোমানি যয়োঃ তয়োঃ উৎপক্ষ্মণোঃ নয়নয়োঃ উপরুদ্ধা ব্যাহতা বৃত্তিঃ প্রসরঃ দর্শনশক্তিরিত্যর্থঃ, যেন তং, সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ, উপরুদ্ধাৎ পক্ষ্মনয়নবৃত্তিমিত্যর্থঃ, বাষ্পম্ অশ্রু, স্থিরতয়া আত্মনঃ স্থৈর্যাপাদনেন বিরত অনুবন্ধঃ সাতত্যম্ অজস্রপতনমিত্যর্থঃ, যস্য তং তাদৃশং কুরু। অজস্রবাষ্পসম্পাতেন দৃক্‌শক্তিলোপাৎ মহান্ অনর্থঃ সম্পদ্যতে ইত্যাহ অলক্ষিত ইতি। ন দৃষ্টঃ নত উন্নতশ্চ বন্ধুরঃ ইত্যর্থঃ, ভূমিভাগঃ যস্মিন্ তস্মিন্, অস্মিন্ মার্গে পথি তে পদানি অবিষমাণি বিষমাণি ভবন্তি ইতি বিষমীভবন্তি খলু নিশ্চিতমেব স্খলন্তি ইত্যর্থঃ। পদস্খলনে বৃত্তে অত্যারূঢ়গর্ভভারায়াস্তে সুমহদনিষ্টং সম্পৎস্যতে ইতি ভাবঃ ॥

শকুন্তলা। (জনান্তিকম্) নলিনীপত্রৈঃ অন্তরিতং ছন্নবিগ্রহং সহচরং চক্রবাকম্ অদৃষ্ট্বা বিরহকাতরা চক্রবাকী উচ্চৈঃ ক্রন্দতি, ঈদৃক্ বিবহাসহিষ্ণু অস্যাঃ প্রেম ইতি ভাবঃ। অহং তু এতাবতো দিবসান্ স্বামিনমদৃষ্ট্বা স্থিতবতী এতৎ খলু নারীভিঃ দুষ্করম্। অন্তরং করোতি ইতি অন্তরয়তি। অন্তরশব্দাৎ ণিচ্। ততঃ কর্মণি ক্তঃ। অন্তরম্ অন্তর্ধানমিত্যর্থঃ।

অনসূয়া। সখি মৈবং বাদীঃ। ইয়ং চক্রবাকী অপি প্রিয়সহচরেণ চক্রবাকেন বিযুক্তা সতী বিরহবেদনয়া দীর্ঘযামামিব প্রতীয়মানাং ত্রিযামাং যাপয়তি, যতঃ পুনরপি সমাগমো ভবিষ্যতি ইত্যাশা সুমহতীমপি বিরহবেদনাং সহনযোগ্যাং করোতি। তথাচ মেঘদূতে,—
"আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাম্। সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥" ণ্যন্তাৎ সহেঃ লটিরূপং সাহয়তি। বিষাদেন হেতুনা দীর্ঘতরা ইতি বিষাদদীর্ঘতরা হেতুতৃতীয়য়াপি সমাস ইষ্যতে। বিরহেণ দুঃখমিতি বিরহদুঃখম্। আশা সমাগমশংসা এব বন্ধঃ পতননিবারণম্ ইতি আশাবন্ধঃ ॥

কাশ্যপঃ। মদ্বচনাৎ ইত্যত্র ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী। শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য অগ্রতঃ কৃত্বা সংযমধনান্ অস্মান্, আত্মনঃ উচ্চৈঃ কুলং কথমপি অবান্ধবকৃতাং ত্বয়ি অস্যাঃ তাং স্নেহপ্রবৃত্তিং চ সাধু বিচিন্ত্য ত্বয়া ইয়ং দারেষু সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকং দৃশ্যা, অতঃপরং ভাগ্যায়ত্তং তৎ বধূবন্ধুভিঃ ন বাচ্যং খলু।

সংযম এব ধনং যেষাং তান্ অস্মান্, তপস্বিনঃ অস্মান্ সাধু সম্যক্ বিচিন্ত্য, মদ্দুহিতবি শকুন্তলায়াং প্রতিপত্তিস্তে মদ্‌ভক্ত্যনুরূপা ভবিতুম্ অর্হতি ইত্যর্থঃ আত্মনঃ স্বস্য উচ্চৈঃ উন্নতং কুলং গোত্রঞ্চ বিচিন্ত্য, বিশ্রুতে পুরুবংশে তে জন্ম পত্ন্যাং সম্যক্ প্রতিপত্ত্যা

অকশ্মলস্য তস্য বংশস্য গৌরবমক্ষুণ্ণং কর্তুং সর্বথা ন্যায্যমিত্যাশয়ঃ। কথমপি কেনাপি প্রকারেণ অবান্ধবকৃতাং বান্ধবৈঃ মিত্রাদিভিঃ ন কৃতাং নিসর্গতঃ প্রসূতামিত্যর্থঃ। ত্বয়ি বিষয়ে অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ তাম্ অনুভূতপূর্বাং (প্রক্রান্তপ্রসিদ্ধানুভূতার্থবিষয়স্তচ্ছব্দো যচ্ছব্দোপাদানং নাপেক্ষতে) স্নেহস্য প্রবৃত্তিঃ প্রসরঃ তাং চ বিচিন্ত্য, তাদৃশস্য নৈসর্গিকস্য প্রেম্নঃ কীদৃক্ প্রতিদানমুচিতমিতি ভাবয়িত্বা ইত্যর্থঃ, ত্বয়া ইয়ং শকুন্তলা দারেষু পত্নীষু মধ্যে সামান্যা প্রতিপত্তিঃ গৌরবং সাধারণং পত্নীগৌরবং পূর্বং যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথা তথা দৃশ্যা পরিগণনীয়া। অতঃ অস্মাৎ পরম্ অধিকং সৌভাগ্যং ভাগ্যস্য আয়ত্ত দিষ্টাধীনং তৎ বধ্বাঃ বন্ধুভিঃ পিত্রাদিভিঃ ন বাচ্যং ন প্রকাশ্যং কথনীয়ং খলু।

কাশ্যপঃ। পত্যুঃ কুলম্ ইতি পতিকুলং পতিগৃহম্। "কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয় গণেঽপি চ। ভবনে চ তনৌ ক্লীবম্ ইতি মেদিনী।"

গুরূন্ শ্বশ্রূপ্রভৃতীন্ মাননীয়ান্ জনান্ শুশ্রূষস্ব সেবস্ব। সমানঃ একঃ পতিঃ যস্যাঃ সা সপত্নী সা এব জনঃ সপত্নীজনঃ তস্মিন্ প্রিয়া চাসৌ সখী চেতি প্রিয়সখী তস্যাঃ বৃত্তিঃ ব্যবহারঃ তাং কুরু, সপত্নীভিঃ সহ সৌহার্দ্দেন কালং নয়, কলহং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ, বিপ্রকৃতা কৃ[illegible]বিপ্রিয়া বিমানিতা ইতি যাবৎ, অপি রোষণতয়া কোপনতয়া রোষবশাদিত্যর্থঃ প্রতীপং মাস্ম গমঃ ক্রোধাৎ স্বামিনঃ বিরুদ্ধচারিণী মা ভব। পরিজনে অনুজীবিজনে ভূয়িষ্ঠং দক্ষিণা অভিপ্রায়ানুবর্তিনী অনুকূলেতি যাবৎ ভব, ভাগ্যেষু অভ্যুদয়েষু অনুৎসেকিনী অদৃপ্তা ভব। যুবতয়ঃ এবম্ ইত্থম্ ঈদৃশাচরণেন ইত্যর্থঃ গৃহিণ্যাঃ গৃহলক্ষ্ম্যাঃ পদং স্থানং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি, বামাঃ প্রতীপচারিণ্যঃ কুলস্য স্বামিগৃহস্য আধয়ঃ পীড়াস্বরূপাঃ ব্যাধয়ঃ ইব ক্লেশদায়িন্যঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ।

"জ্ঞাশ্রুস্মৃদৃশাং সনঃ" ইতি সন্নন্তাৎ শৃণোতেঃ আত্মনেপদম্ (শুশ্রূষস্ব)। সমানঃ পতিঃ যাসাং তাঃ সপত্ন্যঃ পতিশব্দাৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্ নুক্ চ নিপাতনাৎ সমানস্য সাদেশঃ নিত্যং সপত্ন্যাদিষু। রুষ্‌ধাতোঃ কর্তরি (অনঃ) ল্যুঃ স্ত্রিয়াং টাপ্ রোষণা তস্যাঃ ভাবঃ ভাবে তল্। প্রতিগতা আপো যস্মাৎ ইতি বিগ্রহে "ঋক্পূরব্ধূঃ- পথামানক্ষে"—ইতি সমাসান্তঃ অঃ। " দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ" ইতি অকারস্থানে ঈৎ। মাস্ম গমঃ, "স্মোত্তরে লঙ্ চ" ইতি চকারাৎ লুঙ্, তেন হি মাস্ম গমঃ, মাস্ম গচ্ছঃ, মাস্ম গচ্ছ ইতি লকারত্রয়ম্। ভাগ্যেষু ইতি ভাবে সপ্তমী। যুবন্‌শব্দস্য স্ত্রিয়াং যুবতী, যুবতিঃ, যূনী ইতি রূপত্রয়ম্ ভবতি। আঙ্‌পূর্বাৎ দধাতেঃ কিঃ আধিঃ, বিধেয়বিশেষণত্বাৎ লিঙ্গস্য স্বাতন্ত্র্যম্ ॥

কাশ্যপঃ। বৎসে কথং বিধুরা ভবসি?

অভিজায়তে অস্মিন্ ইতি অভিজনঃ (ঘঞর্থে কঃ) বংশঃ স প্রশস্তঃ অস্য ইতি অভিজনবান্ (প্রশংসায়াং মতুপ্) তস্য মহাকুলীনস্য ভর্তুঃ স্বামিনঃ শ্লাঘাম্ অর্হতি ইতি 'দণ্ডাদিভ্যো যঃ' তস্মিন্ শ্লাঘ্যে স্পৃহনীয়ে গৃহিণীপদে স্থিতা তস্য বিভবৈঃ সম্পদ্ভিঃ

গুরূণি মহান্তি তৈঃ কৃত্যৈঃ কার্য্যৈঃ প্রতিক্ষণং সততমেব আকুলা আকৃষ্টচিত্তা অচিরাৎ শীঘ্রং প্রাচী পূর্বা দিক্ অর্কং সূর্যম্ ইব পাবনং (ণ্যন্তাৎ পুনাতেঃ কর্তরি ল্যুঃ, অনঃ) পবিত্রং তনয়ং প্রসূয় জনয়িত্বা, তস্মিন্ অপত্যে মমত্বাপহৃতচিত্তা সতী ইত্যর্থঃ, অয়ি বৎসে মম বিরহাৎ জায়তে যা তাম্ বিরহজাং বিয়োগনিমিত্তাং শুচং ব্যথাং (শোচতেঃ ভাবে ক্বিপ্) ন গণয়িষ্যসি, ন মংস্যসে, নানুভবিষ্যসি ইত্যর্থঃ। উক্তেষু ভাবেষু সততমেব চিত্তাভিনিবেশাৎ মচ্চিন্তায়াঃ অবসর এব ন ভবিষ্যতি ইতি ভাবঃ। তৃতীয়ে চরণে উপমালংকারঃ ॥

কাশ্যপঃ। চিরায় বহুকালং ব্যাপ্য চত্বারঃ অর্ণবাঃ অন্তঃ সীমা যস্যাঃ সা চতুরন্তা তাদৃশী মহী তস্যাঃ সপত্নী ভূত্বা, চিরং রাজ্ঞঃ মহিষী ভূত্বা ইত্যর্থঃ, নাস্তি প্রতিরথং প্রতিদ্বন্দ্বী যস্য সঃ অপ্রতিরথঃ জগতি একবীরঃ ইত্যর্থঃ তং দুষ্যন্তস্য অপত্যম্ পুমাংসং দৌষ্যন্তিং (অতঃ ইঞ্) তনয়ং পুত্রং নিবেশ্য রাজ্যে অভিষিচ্য, তস্মিন্ পুত্রে অর্পিতঃ ন্যস্তঃ কুটুম্বানাম্ আত্মীয়ানাং ভরঃ পালনভারঃ যেন তেন ভর্তা পত্যা সার্ধং সহ শান্তে শমরসপ্রধানে অস্মিন্ আশ্রমে পুনরপি পদং স্থানং করিষ্যসি, অত্রৈব আগত্য বাণপ্রস্থধর্মং চরিষ্যসি ইত্যর্থঃ ॥

কাশ্যপঃ। (নিঃশ্বাসং পরিত্যজ্য)। অয়ি বৎসে ত্বয়া পূর্বং রচিতম্ ইতি রচিতপূর্বং ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চেতি নিপাতনাৎ সমাসঃ "চরট্ ভূতপূর্বে" ইতি নির্দ্দেশাৎ পূর্বশব্দস্য পরিনিপাতঃ প্রদত্তমিত্যর্থঃ উটজস্য পর্ণশালায়াঃ দ্বারি দ্বারদেশে বিরূঢং জাতম্ অংকুরিতম্ নীবারস্য তৃণধান্যবিশেষস্য বলিং পূজার্থে উপহারং বিলোকযতঃ পশ্যতঃ প্রসঙ্গক্রমেণ ত্বাং স্মরতশ্চ মে শোকঃ কথং শমং শান্তিম্ এষ্যতি প্রাপ্স্যতি, ন কথমপি মে শোকঃ লয়ং গমিষ্যতি ইত্যর্থঃ।

কাশ্যপঃ। স্নেহস্য প্রবৃত্তিঃ প্রসরঃ এবং পশ্যতি যা সা এবংদর্শিনী স্নিগ্ধজনস্যাভাবে জগৎ শূন্যমিব প্রতীয়তে ইতি স্নেহস্য ধর্মঃ। [বিমর্শেন চিন্তয়া সহ বর্তমানম্ ইতি সবিমর্শং চিন্তামন্থরম্] হন্ত ইতি হর্ষে স্বস্থস্য ভাবঃ স্বাস্থ্যম্ স্বচ্ছন্দতা।

কন্যা ঊঢ়া দুহিতা পরস্য অয়ম্ ইতি পরকীয়ঃ অন্যদীয়ঃ এব বৃদ্ধাৎ ছরতি ছপ্রত্যয়ঃ, কুক্ চ, অর্থঃ, অন্যস্য ন্যস্তং ধনমিব। তাং কন্যাম্ অদ্য পরিগ্রহীতুঃ স্বামিনঃ সকাশমিত্যধ্যাহারেণ ব্যাখ্যেয়ম্, যদ্বা সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া ষষ্ঠী, সংপ্রেষ্য প্রের্য্য মম অয়ম্ অন্তরাত্মা প্রত্যর্পিতঃ প্রতিদত্তঃ ন্যাসঃ নিক্ষেপঃ ন্যস্তং ধনমিত্যর্থঃ যেন স তাদৃশঃ ইব প্রকামম্ অত্যর্থং বিশদঃ নির্মলঃ নিশ্চিন্তঃ জাতঃ। প্রেরণকর্মণঃ অন্তরাত্মনি আরোপাৎ এককর্তৃকত্বনির্বাহঃ।

[নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে]

॥ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ॥

পঞ্চমোঽঙ্কঃ

[ততঃ প্রবিশতি আসনস্থঃ রাজা বিদূষকশ্চ]

বিদূষকঃ—(কর্ণং দত্ত্বা) ভো বঅস্‌স, সংগীতসালন্তরে অবধাণং দেহি। কলবিসুদ্ধাএ গীদীএ সরসংজোও সুণীঅদি। জাণে তত্তহোদী হংসবদিআ বণ্ণপরিঅঅং করেদি ত্তি। (ভো বয়স্য সঙ্গীতশালান্তরে অবধানং দেহি। কলবিশুদ্ধায়াঃ গীতেঃ স্বরসংযোগঃ শ্রুয়তে। জানে তত্রভবতী হংসপদিকা বর্ণপরিচয়ং করোতি ইতি।)

রাজা—তুষ্ণীং ভব। যাবদাকর্ণয়ামি।

(আকাশে গীয়তে)

অহিণবমহুলোলুবো তুমং
তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো
মহুঅর বিম্হরিও সি ণং কহং ॥
(অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং
তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো
মধুকর বিস্মৃতোঽসি এনাং কথম্ ॥)

সন্ধিবিচ্ছেদ—পঞ্চমঃ + অংকঃ, বিদূষকঃ + চ, যাবৎ + আকর্ণয়ামি। লোলুপঃ + ত্বম্, বিস্মৃতঃ + অসি।

অন্বয়—হে মধুকর, অভিনবমধুলোলুপঃ ত্বং চূতমঞ্জরীং তথা পরিচুম্ব্য কমলবসতি-মাত্রনির্বৃতঃ এনাং কথং বিস্মৃতঃ অসি।

বাঙলা শব্দার্থ—[ততঃ—তারপর, আসনস্থঃ—আসনে উপবিষ্ট, রাজা প্রবিশতি—রাজা প্রবেশ করেন, বিদূষকশ্চ—সঙ্গে বিদূষক] বিদূষকঃ—(কর্ণং দত্ত্বা—কর্ণপাত করে) ভো বয়স্য (বন্ধু)ঙ্গ সংগীতশালাভ্যন্তরে অবধানং দেহি (সংগীতশালায় কর্ণপাত

করুন)। কলবিশুদ্ধায়াঃ গীতেঃ (মধুর ও বিশুদ্ধ সংগীতের) স্বরসংযোগঃ শ্রূয়তে (আলাপ শোনা যাচ্ছে)। জানে (মনে হয়), অত্রভবতী হংসপদিকা (রাণী হংসপদিকা) বর্ণপরিচয়ং করোতি ইতি (স্বরলিপির আলাপ করছেন)। রাজা—তূষ্ণীম্ ভব (একটু চুপ কর) যাবদাকর্ণয়ামি—(ভালো করে শুনি)। [আকাশে গীয়তে—নেপথ্যে সংগীত] (হে) মধুকর (হে ভ্রমর) অভিনবমধুলোলুপঃ ত্বম্ (তুমি সর্বদা নতুন মধুর আস্বাদ পেতে চাও), চূতমঞ্জরীং তথা পরিচুম্ব্য (সহকার মঞ্জরীকে চুম্বন করে এসে) কমলবসতিমাত্র-নির্বৃতঃ (পদ্মের কাছে একটু অবস্থান করেই) কথম্ এনাং বিস্মৃতোহসি (কি করে তাকে ভুলে গেলে?)

বঙ্গানুবাদ—(তারপর আসনে উপবিষ্ট রাজা ও বিদূষক প্রবেশ করেন।)

বিদূষক—(কর্ণপাত করে) বয়স্য, সংগীতশালার অভ্যন্তরে কর্ণপাত করুন। মধুর ও বিশুদ্ধ গীতালাপ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বোধহয়, দেবী হংসপদিকা রাগাভ্যাস করছেন।

রাজা—মৌন অবলম্বন কর, শ্রবণ করি। (নেপথ্যে সংগীত)। হে মধুকর, তুমি সর্বদা নতুন মধুর আস্বাদ পেতে চাও। সহকার মঞ্জরীকে সেরূপে চুম্বন করে এসে এখন পদ্মের কাছে একটু অবস্থান করেই, কি করে তাকে ভুলে গেলে?

আশা—অভিনবেতি। হে মধুকরঃ ভ্রমরঃ, অত্র হে মধুরসুরতসুখকরঃ কামুকঃ দুষ্যন্ত ইতি চ ধ্বন্যতে। তথাচোক্তং—"মধুব্রতে মধুকরঃ কামুকে অপি প্রকীর্তিত" ইতি বিশ্বঃ। অভিনবং নূতনমনাস্বাদিতপূর্বং যৎ মধু পুষ্পরসঃ, অনেন শকুন্তলায়াং রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য নূতনপ্রেমরসেঙ্গিতম্। তস্য লোলুপঃ লুব্ধঃ ত্বং চূতস্য আম্রস্য মঞ্জরীং মুকুলম্, অন্যত্র চূতমঞ্জরীবৎ পরমলোভনীয়াং তরুণীম্, অনেন শকুন্তলা চ লক্ষিতা। তথা তাদৃশং সপ্রণয়ং পরিচুম্ব্য কামশাস্ত্রোক্তসর্বস্থানেষু চুম্বনং বিধায় ইত্যর্থঃ, কমলে বসতিঃ বাসঃ এব ইতি বসতিমাত্রং তেন, কেবলম্ অবস্থানেন, নতু রসাস্বাদনেন, নির্বৃতঃ সুখিতঃ সন্ কথম্ এনাং চূতমঞ্জরীং বিস্মৃতঃ অসি? কেবলম্ অর্থশক্ত্যা সামাজিকানাং মনসি হংসপদিকা শকুন্তলা চ উৎক্ষিপ্যাতে। অত্র হংসপদিকায়াঃ গীতেন রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য শকুন্তলাবিস্মরণম্ উল্লিখিতম্।

আলোচনা :

(ক) চতুর্থ অংকে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পরিসমাপ্ত হলে আশ্রমবালা শকুন্তলা তপোবনের মানুষ, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম ত্যাগ করে পতিগৃহের উদ্দেশ্যে হস্তিনাপুরের পথে পা বাড়ালেন। চতুর্থ অংকে আদিতে বিষ্কম্ভকে ঋষি দুর্বাসার অভিশাপবাণী শোনার পর শকুন্তলার জন্য সহৃদয়

সামাজিকদেব মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। দুর্বাসার অভিশাপ আদৌ ফলে কিনা, কিংবা কিরূপেই বা তা' ফলবে এবং কিভাবে তার প্রতীকার সম্ভব,—এ সব জানার জন্য সামাজিকদের ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। এমন সময সংগীতশালা থেকে রাজার কানে ভেসে এল হংস-পদিকার গানের করুণ সুর। গানের অক্ষরার্থ হল—হে মধুকর, তুমি নিত্য নতুন নতুন মধুর আস্বাদ পেতে চাও। তাই সহকাব মঞ্জরীকে আস্বাদ করে এসে এখন কমলে আকৃষ্ট হয়ে সেখানে কেবল অবস্থান করছ, তাকে ভুলে গেছ। এ গীত থেকে সামাজিকদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে রাজা দুষ্যন্ত প্রণয়ে মধুকরবৃত্তি অর্থাৎ তিনি এক রূপবতী রমণীতে তৃপ্ত নন, তাঁব প্রণযে কোন স্থিরতা নেই, চপলপ্রণয়ে তিনি অভ্যস্ত। হংসপদিকার গীতে সহকারমঞ্জরী বলতে একদা রাজার প্রণয়িণী হলেও অধুনা অবহেলিতা, বঞ্চিতা হংসপদিকাকে যেমন বোঝাচ্ছে তেমনি আবার শকুন্তলাকেও বোঝাচ্ছে।

গান শুনে রাজার মনে এক অনির্বচনীয় উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হল, এবং এর যথোচিত ব্যাখ্যা তিনি ইষ্টজনবিরহের মধ্যেই খুঁজতে চেষ্টা করছেন,—"ইষ্টজনবিরহাদৃতে উৎকণ্ঠিতোঽস্মি।" কিন্তু বহুল প্রয়াসেও তিনি কোন ইষ্টজনবিরহের কথা স্মরণ করতে পারছেন না। এতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, কোপনস্বভাব ঋষি দুর্বাসার অমোঘ অভিশাপ রাজার মনে ইতিমধ্যে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সে অভিশাপের অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী প্রভাবহেতু তিনি শকুন্তলাবৃত্তান্ত স্মরণমাত্র করতে অক্ষম। সুতরাং শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের বীজ এ গীতের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সহৃদয় সামাজিকগণও স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারছেন যে, শকুন্তলার ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে। হংসপদিকার এ গীত যে সামাজিকবৃন্দকে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার অবকাশ এনে দিচ্ছে তা' অস্বীকার করা যায় না ॥

রাজা—অহো রাগপরিবাহিণী গীতিঃ।

বিদূষকঃ—কিং দাব গীদীএ অবগও অক্খরত্থো? (কিং তাবৎ গীতেঃ অবগতঃ অক্ষরার্থঃ?)

রাজা—(স্মিতং কৃত্বা) সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ। তদস্যা দেবীবসুমতীমন্তরেণ মহদুপালম্ভনং গতোঽস্মি। সখে মাধব্য, মদ্বচনাদুচ্যতাং হংসপদিকা, নিপুণমুপালব্ধোঽস্মি ইতি।

বিদূষকঃ—জং ভবম্ আণবেদি। (উত্থায়) ভো বঅস্স, গহীদস্স তাএ পরকীএহিং হত্থেহিং সিহণ্ডএ তাডীঅমাণস্স অচ্ছরাএ বীদরাঅস্স বিঅ ণত্থি দাণিং মে মোক্খো। (যদ্ ভবান্ আজ্ঞাপয়তি। ভো বয়স্য, গৃহীতস্য তয়া পরকীয়ৈঃ হস্তৈঃ শিখণ্ডকে তাড্যমানস্য অপ্সরসা বীতরাগস্য ইব নাস্তি ইদানীং মে মোক্ষঃ)।

রাজা—গচ্ছ, নাগরিকবৃত্ত্যা সংজ্ঞাপয়ৈনাম্।

বিদূষকঃ—কা গঈ। (নিষ্ক্রান্তঃ) (কা গতিঃ)।

সন্ধিবিচ্ছেদ—সকৃৎকৃতপ্রণয়ঃ + অয়ম্, দেবীবসুমতীম্ + অন্তরেণ, মহৎ + উপালম্ভনম্, গতঃ + অস্মি, মদ্বচনাৎ + উচ্যতাম্, নিপুণম্ + উপালব্ধঃ + অস্মি, সংজ্ঞাপয় + এনাম্।

বাঙলা শব্দার্থ—রাজা—অহো (আহা) রাগপরিবাহিণী গীতিঃ (অনুরাগ যেন গানটিতে উচ্ছলিত হয়ে পড়ছে)। বিদূষকঃ—গীতেঃ অক্ষরার্থঃ তাবৎ (তা গানের অর্থটি) অবগতং কিম্ (বুঝলেন কি?) রাজা—(স্মিতং কৃত্বা—ঈষৎ হাস্য করে) সকৃৎকৃতপ্রণয়ঃ অয়ং জনঃ (এ হংসপদিকা একবার মাত্র আমার প্রণয়ের স্বাদ পেয়েছে)। তস্যাঃ (তার কাছ থেকে) দেবীবসুমতীম্ অন্তরেণ (দেবীবসুমতীকে উপলক্ষ্য করে) মহৎ উপালম্ভনং গতোঽস্মি (আমি অত্যধিক তিরস্কৃত হয়েছি)। সখে মাধব্য, (বন্ধু মাধব্য), মদ্বচনাৎ উচ্যতাং হংসপদিকা (আমার কথা অনুসারে। হংসপদিকাকে গিয়ে বল), নিপুণম্ উপালব্ধঃ অস্মি (যে তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তাব সঙ্গে আমাকে তিরস্কার করেছ)। বিদূষকঃ—যদ্ ভবান্ আজ্ঞাপয়তি (তা' আপনি যা বলেন)। উত্থায় (উঠে দাঁড়িয়ে) ভো বয়স্য (বন্ধু) অপ্সরসা বীতরাগস্য ইব (কোন বীতরাগ সন্ন্যাসী যদি অপ্সরার হাতে পড়ে তবে তার মোক্ষলাভ যেমন দুর্লভ হয় তেমনি) তয়া পরকীয়ৈঃ হস্তৈঃ গৃহীতস্য (সে হংসপদিকা তার সখীদের দিয়ে আমাকে আবদ্ধ করবে), শিখণ্ডকে তাড্যমানস্য (আমার টিকি ধরে উৎপীড়ন করবে), ইদানীং মে মোক্ষঃ নাস্তি (সত্বর ছাড়া পাব বলে মনে হয় না)। রাজা—গচ্ছ (যাও), নাগরিকবৃত্ত্যা সংজ্ঞাপয় এনাম্ (যাও,

রসিকজনের মত বাকচাতুর্যে এঁকে শান্ত কর)। বিদূষকঃ—কা গতিঃ (আর উপায় কি)। (নিষ্ক্রান্তঃ—নির্গত হলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—আহা, গীতটিতে অনুরাগ যেন উচ্ছলিত হয়ে পড়ছে।

বিদূষক—তা' গীতের অর্থ অনুধাবন করলেন কি?

রাজা—(ঈষৎ হাস্য করে) এ হংসপদিকা একবারমাত্র আমার প্রণয়ের স্বাদ পেয়েছে। দেবী বসুমতীকে উপলক্ষ্য করে তাঁর কাছ থেকে আমি বিশেষ তিরস্কৃত হয়েছি। বয়স্য মাধব্য আমার কথা অনুসারে হংসপদিকাকে গিয়ে বল যে, আমি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে তিরস্কৃত হয়েছি।

বিদূষক—আপনি যেরূপ আদেশ করবেন। (উঠে দাঁড়িয়ে) বন্ধু, কোন বীতরাগ মুমুক্ষু যদি অপ্সরার হাতে পড়ে তবে তার মোক্ষলাভ যেমন দুর্লভ হয়, তেমনি সে হংসপদিকা তাঁর সখীদের দিয়ে আমাকে আবদ্ধ করবে, আমার টিকি আকর্ষণ করে উৎপীড়ণ করবে, সত্বর মুক্তি পাওয়াও সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

রাজা—যাও, রসিকজনের মত বাকচাতুর্যে এঁকে শান্ত কর।

বিদূষক—আর উপায় কি? (নির্গত হলেন)।

আলোচনা :

(ক) **"সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ"**—রাজা দুষ্যন্তের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ হংসপদিকার গীতের মাধ্যমে প্রকটিত হয়েছে। তাঁর স্বভাব মধুকরের ন্যায়, ভ্রমর যেমন পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে মধুসংগ্রহ করে বেড়ায়, রাজা দুষ্যন্তও তেমনি এক পরমাসুন্দরী নারীকে বর্জন করে অপর রূপবতী তরুণীর প্রতি অনুরাগাকৃষ্ট হন। তাঁর প্রণয়ে কোন স্থিরতা নেই। তিনি বিদূষককে বলেছেন, "সকৃৎকৃতঃপ্রণয়োঽয়ং জনঃ"—অর্থাৎ এ ব্যক্তি কেবল একবারই ভালোবাসেন, পরক্ষণেই সে ভালোবাসার পাত্রী রাজান্তঃপুরে অবজ্ঞা ও উপেক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত হন। বসুমতী, হংসপদিকা প্রভৃতি রাজমহিষীর ভাগ্যে তাই ঘটেছে। শকুন্তলার ভাগ্যেও যে তার অন্যথা হবে না—হংসপদিকার গীত তাই নিশ্চিতরূপে সূচনা করছে।

মহাকবি দুর্বাসার অভিশাপের অবতারণা করে তাঁর নায়ক রাজা দুষ্যন্তকে আদর্শনৃপতিরূপে গড়ে তুলতে প্রয়াস পেলেও, বস্তুত রাজা দুষ্যন্ত যে কিছু বেশী ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং প্রণয়ে মধুকরবৃত্তি তা' অস্বীকার করা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে এখানে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। বিশ্বকবি তাঁর প্রাচীন সাহিত্যে "শকুন্তলা" শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন,—"পঞ্চম অংকের প্রারম্ভে রাজার চপলপ্রণয়ের এ পরিচয়

নিরর্থক নহে। ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক।" (প্রাচীনসাহিত্য/৪৬(॥

(খ) পঞ্চম অংক থেকে বিদূষকের অপসারণের মধ্যেও হংসপদিকার গীতের নাটকীয় তাৎপর্য রয়েছে। হংসপদিকাকে নাগরিকবৃত্তিতে শান্ত করবার জন্য রাজা বিদূষককে প্রেরণ করলেন। এমন সময় কণ্বাশ্রম থেকে শকুন্তলাকে সঙ্গে নিয়ে কণ্বশিষ্যদ্বয় ও গৌতমী এসে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলেন। শকুন্তলাকে চিনতে না পেরে রাজা তাঁকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। বিদূষক যদি এ দৃশ্যে উপস্থিত থাকতেন তবে শকুন্তলা বিসর্জন অসম্ভব হত। দ্বিতীয় অংকের শেষে রাজা শকুন্তলা-প্রসঙ্গ বিদূষকের গোচরে এনেও পরে তাঁকে রাজধানীতে প্রেরণ করবার সময় শকুন্তলাবৃত্তান্ত বিদূষকের মন থেকে মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে সমস্ত ব্যাপারটি "**পরিহাসবিজল্পিতম্**" বলে লঘু করে দিয়েছিলেন। তবুও রাজপ্রাসাদে শকুন্তলা-সমাগমে বিদূষক উপস্থিত থাকলে তিনি সমস্ত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করে রাজার স্মৃতির পুনরুদ্রেক করতে চেষ্টা করতেন এবং শকুন্তলা গ্রহণে রাজাকে সম্মত করাতেন। যদি বিদূষক সফল হতেন, তাহলে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের পথে প্রবল প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হত এবং নাটকের ঈপ্সিত পরিণতিতে নিশ্চিতরূপে ব্যাঘাত ঘটত ॥

রাজা—(আত্মগতম্) কিং নু খলু এবং বিধার্থং গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজনবিরহাদৃতেঽপি বল-বদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি। অথবা

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥ ২ ॥

(পর্যাকুলস্তিষ্ঠতি)

সন্ধিবিচ্ছেদ—গীতম্ + আকর্ণ্য, ইষ্টজনবিরহাৎ + ঋতে + অপি, বলবৎ + উৎকণ্ঠিতঃ + অস্মি, মধুরান্ + চ, সুখিতঃ + অপি, তৎ + চেতসা, নূনম্ + অবোধপূর্বম্, পর্যাকুলঃ + তিষ্ঠতি।

অন্বয়—রম্যাণি বীক্ষ্য, মধুরান্ শব্দান্ নিশম্য চ সুখিতোঽপি জন্তুঃ পর্যুৎসুকো ভবতি ইতি যৎ, তৎ নূনং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি চেতসা অবোধপূর্বং স্মরতি ॥ ২ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—(আত্মগতম্—মনে মনে) গীতম্ আকর্ণ্য (গান শোনার পর থেকে) ইষ্টজনবিরহাৎ ঋতে অপি (কোন প্রিয়জনের বিরহ না থাকলেও) কিং নু খলু বলবদ্ উৎকণ্ঠিতঃ অস্মি (কেমন যেন অত্যন্ত উৎকণ্ঠাবোধ করছি)। অথবা-- (অথবা) রম্যাণি বীক্ষ্য (মনোরম কোন দৃশ্য দেখে) মধুরান্ শব্দান্ নিশম্য চ (বা মধুর কোন শব্দ বা গান শুনে), সুখিতোঽপি জন্তুঃ (সুখী জীবও) পর্যুৎসুকো ভবতি ইতি যৎ (যে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হয়) তৎ নূনং (তা' নিশ্চয়ই) ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি (মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে লগ্ন থাকা জন্মান্তরের কোন সৌহার্দ) চেতসা অবোধপূর্বং স্মরতি (সে ব্যক্তি মনের অজ্ঞানে স্মরণ করে বলে হয়ে থাকে)। (পর্যাকুলঃ তিষ্ঠতি—উৎকণ্ঠিত ভাবে অবস্থান করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—(মনে মনে) গীত শ্রবণ করার পর থেকে কোন প্রিয়জনের বিরহ না থাকলেও কেমন যেন অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বোধ করছি। অথবা, মনোরম কোন দৃশ্য দেখে, কিংবা মধুর গীত বা শব্দ শ্রবণ করে সুখী জীবও যে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হয়, তা' নিশ্চয়ই মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে লগ্ন থাকা জন্মান্তরের কোন সৌহার্দ সে ব্যক্তি মনের অজ্ঞানে স্মরণ করে বলে হয়ে থাকে। (উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থান করলেন)।

মনোরমা—ইষ্টজনবিরহাৎ = ইষ্টজনস্য বিরহঃ, ষষ্ঠীতৎ, তস্মাৎ, "ঋতে" যোগে পঞ্চমী। আকর্ণ্য = আ-কর্ণ + ণিচ্ + ল্যপ্। সুখিতঃ---সুখং জাতম্ অস্য ইতি সুখ + ইতচ্, তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। অবোধপূর্বম্ = বোধঃ পূর্বঃ যথা স্যাৎ তথা বোধপূর্বম্, কর্মধা, ন বোধপূর্বম্ অবোধপূর্বম্, নঞ্‌তৎপুরুষঃ। জননান্তর-সৌহৃদানি = অন্যৎ জননং জননান্তরম্, ময়ূরব্যংসকাদিবৎ সমাসঃ। তস্য সৌহৃদম্, ষষ্ঠীতৎ, তানি। সৌহৃদানি—সুষ্ঠু হৃদয়ং যস্য সঃ, সুহৃৎ, বহুব্রীহিঃ। "সুহৃদ্দুর্হৃদৌ মিত্রামিত্রয়োঃ"—সূত্র অনুসারে নিপাত। সুহৃদঃ ভাবঃ ইতি সুহৃৎ + ভাবার্থে অণ্, সৌহৃদম্, তানি।

আশা—রম্যাণি ইতি। রম্যাণি মনোরমাণি নয়নসুভগানি বা বস্তূনি বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা, মধুরান্ শ্রুতিসুখদান্ মনোহরান্ শব্দান্ গীতধ্বনীন্ নিশম্য আকর্ণ্য চ, সুখিতঃ দুঃখ-কারণাভাববান্ জন্তুঃ প্রাণী পর্য্যুৎসুখঃ সোৎকণ্ঠঃ ভবতি, ইতি যৎ তৎ নূনমেব নিশ্চিতমেব ভাবে অন্তর্হৃদয়ে স্থিরাণি দৃঢ়ানি যদ্বা ভাবৈঃ বাসনাভিঃ স্থিরাণি নিশ্চলানি জন্মসহস্রৈরপি দূরীকর্তুমশক্যানি ইতি ভাবঃ, অন্যৎ জননং জন্ম ইতি জননান্তরং জন্মান্তরং তত্র সৌহৃদানি প্রণয়াদীনি চেতসা মনসা অবোধপূর্বং বিষয়বিশেষজ্ঞানাভাবপূর্বং স্মরতি স্মৃতিপথম্ আরোপযতি, সম্যগ্ বোধস্তু ন জায়তে। তথাচোক্তং কবিনা—মনো হি

জন্মান্তরসঙ্গতিজ্ঞম্। অত্র বিশেষে প্রস্তুতে সামান্যোক্তেরপ্রশংসা, বসন্ততিলকং বৃত্তম, তল্লক্ষণং তু "জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি ॥

আলোচনা :

(ক) রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্" ইত্যাদি শ্লোকে মহাকবি কালিদাসের দুটি দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। উক্ত তত্ত্বদুটির একটি হলো **জন্মান্তরবাদ,** এবং **জাতিস্মরত্ব** হল অপরটি। জীবনাবসানে জীবের স্থূল দেহ বিনষ্ট হলেও তার আত্মার বিনাশ হয় না, কেননা আত্মা অজর, অমর, নিত্য, শাশ্বত ও জন্মমৃত্যুহীন। জীবের জীবনাবসানে অবিনশ্বর আত্মা জীর্ণ ও পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহকে আশ্রয় করে, নতুন দেহে আত্মা কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করে। আত্মার দেহ থেকে দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ হিন্দুদর্শনমতে জন্মান্তরবাদ 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' এবং 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ'-এ উপযুক্ত উদাহরণসহ আলোচিত হয়েছে। পূর্বজন্মেব সংস্কাব জীবের আত্মার অস্পষ্টরূপে সংলগ্ন হয়ে বিদ্যমান থাকে, কিংবা ইহজন্মে অনুভূত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সেসঙ্গে সংস্কাররূপে পরজন্মে অনুসৃত হয়। সেজন্য মহাকবি 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যেও বলেছেন,—"ফলানুমেযাঃ প্রাবম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনাঃ ইব।" পেঁয়াজ বা রসুন যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রে এ দুটো গন্ধ এমনভাবে লগ্ন হয়ে থাকে যে, পেঁয়াজ বা রসুন অপসারণ করলেও তাদের গন্ধ তাবপবেও পাত্রে থেকে যায়, ঠিক তেমনি ইহজন্মে কোন সুন্দর দৃশ্য দেখে বা মধুব শব্দ শ্রবণ করে মানুষ পূর্বজন্মে সংস্কাররূপে তার আত্মায় লগ্ন মনোবমদৃশ্য বা শ্রুতি-সুখকর শব্দের অস্পষ্ট অনুভূতি লাভ করে। এরূপ পূর্বজন্মে সংস্কার সাধাবণতঃ সকল মানুষের মধ্যে পরজন্মে সুপ্ত অবস্থায় থাকলেও কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে তা' জাগ্রত অবস্থায় থাকে এবং তাদের বলা হয় জাতিস্মর ॥

(খ) উক্ত দুটি দার্শনিক তত্ত্ব—**জন্মান্তরবাদ** এবং **জাতিস্মরত্ববাদ**-এর কারণে রাজা দুষ্যন্ত সংগীতশালা থেকে হংসপদিকাব গীতধ্বনি শ্রবণ করে মনে কবছেন, "ইষ্টজনবিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি"—অর্থাৎ প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও তিনি সাতিশয় উৎকণ্ঠা বোধ করছেন। কিন্তু রাজার এ ধারণা ভ্রান্ত, কেননা, বস্তুতঃ ইষ্টজন অর্থাৎ শকুন্তলা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হযেছেন, তবে ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর মন মোহাচ্ছন্ন হয়েছে বলেই তিনি তা' চেষ্টা করেও স্পষ্ট স্মরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাজা দুষ্যন্তের ক্ষেত্রে তাঁর একই জীবনে দুটি জীবন দেখতে পাই। দুর্বাসাব অভিশাপ বর্ষিত হ'বার পূর্বপর্যন্ত একটি জন্ম, এবং অভিশাপ বর্ষণের পরবর্তী কাল হ'ল অন্য জন্ম বা জন্মান্তর। সেজন্য হংসপদিকার

গান শ্রবণ করে রাজা পূর্বজন্মের অর্থাৎ অভিশাপ বর্ষণের পূর্ববর্তীকালের শকুন্তলার বিষয় তিনি অবচেতনভাবে জন্মান্তরে অর্থাৎ অভিশাপ বর্ষণের পরবর্তীকালে স্মরণ করছেন। এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শকুন্তলা অনেক উচ্চাশা নিয়ে হস্তিনাপুরের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে ধর্মপত্নীরূপে রাজার অন্তঃপুরে স্থান যাচ্ঞা করলে রাজলক্ষ্মী তাঁর প্রতি কতটুকু সুপ্রসন্না হবেন তা' সামাজিকবর্গের সহজেই অনুমেয় ॥

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী—অহো নু খল্টবীদৃশীমবস্থাং প্রতিপন্নো ঽস্মি।

আচার ইত্যবহিতেন ময়া গৃহীতা
যা বেত্রযষ্টিরবরোধগৃহেষু রাজ্ঞঃ।
কালে গতে বহুতিথে মম সৈব জাতা
প্রস্থানবিক্লবগতেরবলম্বনার্থা ॥ ৩ ॥

ভোঃ, কামং ধর্মকার্যমনতিপাত্যং দেবস্য। তথাপীদানীমেব ধর্মাসনাদুত্থিতায় পুনরুপরোধকারি কণ্বশিষ্যাগমনমস্মৈ নোৎসহে নিবেদয়িতুম্। অথবা অবিশ্রামো ঽয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ। কুতঃ—

ভানুঃ সকৃদ্ যুক্ততুরঙ্গ এব
রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি।
শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ
ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম এষঃ ॥ ৪ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—খলু + ঈদৃশীম্ + অবস্থাম্, প্রতিপন্নঃ + অস্মি, ইতি + অবহিতেন, বেত্রযষ্টিঃ + অবরোধগৃহেষু, ধর্মকার্যম্ + অনতিপাত্যম্, তথাপি + ইদানীম্ + এব, কণ্বশিষ্যাগমনম্ + অস্মৈ, ন + উৎসহে, অবিশ্রামঃ + অয়ম্, সদা + এব + আহিতভূমিভারঃ, ধর্মাসনাৎ + উত্থিতায়, প্রস্থানবিক্লবগতেঃ + অবলম্বনার্থা।

অন্বয়—রাজ্ঞঃ অবরোধগৃহেষু অধিকৃতেন ময়া আচার ইতি যা বেত্রযষ্টিঃ গৃহীতা সা এব বহুতিথে কালে গতে প্রস্থানবিক্লবগতেঃ মম অবলম্বনার্থা জাতা ॥ ৩ ॥

ভানুঃ সকৃদ্যুক্ততরঙ্গ এব, গন্ধবহঃ রাত্রিন্দিবং প্রয়াতি, শেষঃ সদৈব আহিত-ভূমিভারঃ, ষষ্ঠাংশবৃত্তেঃ অপি এষঃ ধর্মঃ ॥ ৪ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী—তারপর কঞ্চুকী প্রবেশ করলেন] কঞ্চুকী—অহো ণু খলু (হায়রে) ঈদৃশীম্ অবস্থাম্ প্রতিপন্নঃ অস্মি (আমার এই দশা উপস্থিত হয়েছে)। অবরোধগৃহেষু অধিকৃতেন ময়া (যখন আমি অন্তঃপুরের রক্ষায় নিযুক্ত হলাম) আচার ইতি যা বেত্রযষ্টিঃ গৃহীতা (তখন আচার রক্ষার নিয়মপালন রূপে যে বেত্রযষ্টি গ্রহণ করেছিলাম) সা এব (সে বেত্রযষ্টিই) বহুতিথে কালে গতে (বহুকাল পরে) প্রস্থানবিক্লবগতেঃ মম (বর্তমানে চলবার সময় আমার পদবিক্ষেপ অস্থির হওয়ায়) অবলম্বনার্থা জাতা (একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে)। ভোঃ কামম্ ধর্মকার্যম্ অনতিপাত্যং দেবস্য (স্বীকার করি যে, রাজা কখনো রাজকার্য উপেক্ষা করবেন না।) তথাপি (তবুও) ইদানীম্ এব (এখনই) ধর্মাসনাৎ উত্থিতায় অস্মৈ (বিচারাসন ছেড়ে উঠেছেন যে রাজা, তাঁকে) পুনঃ উপরোধকারি কণ্বশিষ্যাগমনং (আবার পবিশ্রমের কারণ হবে এমন কণ্বশিষ্যদের আগমনের বার্তা) নোৎসহে নিবেদয়িতুম্ (জানাতে ইচ্ছা করছে না)। অথবা (অথবা) অবিশ্রমোঽয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ (লোক অর্থাৎ প্রজাদের বক্ষণকার্যে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের কার্যে কোন অবসর থাকে না।) কুতঃ (কেননা), ভানুঃ সকৃদ্‌যুক্ততুরঙ্গঃ এব (সূর্য তাঁর রথে একবারমাত্র অশ্ব যোজনা করে অনন্তকাল ধরে চলেছেন), গন্ধবহঃ রাত্রিন্দিবং প্রয়াতি (বায়ু দিবারাত্র প্রবাহিত হয়ে চলেছে), শেষঃ সদৈব আহিতভূমিভারঃ (অনন্তনাগ সর্বদা পৃথিবীর ভার বহন করছেন), ষষ্ঠাংশ বৃত্তেরপি (রাজা, যিনি প্রজাদের কাছ থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের ছ' ভাগের এক ভাগ বার্ষিক কর রূপে গ্রহণ করেন, তাঁরও) এষঃ ধর্মঃ (এই ধর্ম অর্থাৎ সততই প্রজাপালন রাজার ধর্ম)।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর কঞ্চুকী প্রবেশ করলেন) কঞ্চুকী—হায়বে, আমার এদশা উপস্থিত হয়েছে। যখন আমি অন্তঃপুর রক্ষার কার্যে নিযুক্ত হলাম, তখন আচাব রক্ষার নিয়ম পালনরূপে যে বেত্রযষ্টি গ্রহণ করেছিলাম, বহুকাল পরে সে বেত্রযষ্টিই বর্তমানে চলবার সময় আমার পদবিক্ষেপ অস্থির হওয়ায় একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বীকার কবি যে বাজা কখনো রাজকার্য উপেক্ষা করবেন না, তবুও এখনই বিচারাসন ছেড়ে উঠেছেন যিনি তাঁকে পুনরায় পরিশ্রমের কারণ হবে, এমন কণ্বশিষ্যদের আগমনবার্তা নিবেদন করতে ইচ্ছা করছে না। অথবা, প্রজাদের রক্ষণকার্যে নিযুক্ত যাঁরা তাঁদের কোন অবসর থাকে না। কেননা,—সূর্য তাঁর রথে একবার মাত্র অশ্বযোজনা করে অনন্তকাল ধরে চলেছেন, বায়ু দিবারাত্র প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অনন্তনাগ সর্বদা পৃথিবীর ভার বহন করছেন। যিনি প্রজাদের কাছ থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের ছ'ভাগের এক ভাগ বার্ষিক কর রূপে গ্রহণ করেন তাঁর অর্থাৎ রাজারও এই ধর্ম অর্থাৎ সততই প্রজাপালন রাজার ধর্ম।

মনোরমা—অবলম্বনার্থা = অবলম্বনায় ইদম্, "অর্থেন নিত্যসমাসঃ বিশেষ্যলিঙ্গতা চ বক্তব্যা"—এ সূত্র অনুসারে চতুর্থী তৎপুরুষঃ। প্রস্থানবিক্লবগতেঃ = প্রস্থানে বিক্লবা গতিঃ যস্য, বহুব্রীহিঃ, তস্য। অনতিপাত্যম্—অতি-পত্ + ণিচ্ + যৎ কর্মণি, অতিপাত্যম্, ন অতিপাত্যম্, অনতিপাত্যম্, নঞ্তৎপুরুষঃ। রাত্রিন্দিবম্—রাত্রৌ চ দিবা চ, সমাহার-দ্বন্দ্বঃ,—'অচতুরবিচতুর' ইত্যাদিসূত্র অনুসারে নিপাতনে সিদ্ধ। গন্ধবহঃ—বহতি ইতি বহ্ + অচ্ = বহঃ, গন্ধস্য বহঃ, গন্ধবহঃ, ষষ্ঠীতৎ। আহিতভূমিভারঃ—ভূমেঃ ভারঃ, ষষ্ঠীতৎ, ভূমিভারঃ, আহিতঃ ভূমিভারঃ যেন সঃ, বহুব্রীহিঃ। ষষ্ঠাংশবৃত্তেঃ—ষষ্ঠাংশঃ বৃত্তিঃ যস্য, বহুব্রীহিঃ, তস্য ॥

আশা—আচার ইতি ॥ রাজ্ঞঃ অবরোধগৃহেষু অন্তঃপুরেষু অধিকৃতেন কঞ্চুকি-পদে নিযুক্তেন ময়া আচার ইতি কঞ্চুকিভিঃ সদৈব হস্তে বেত্রযষ্টিঃ গ্রহীতব্যা ইতি নিয়মাৎ হেতোঃ যা বেত্রযষ্টিঃ গৃহীতা ধৃতা সা এব বেত্রযষ্টিঃ বহূনাং পূরণে বহুতিথে কালে গতে সতি প্রস্থানে গমনসময়ে বিক্লবা বার্ধক্যাৎ বিকৃতা গতিঃ যস্য তস্য মম অবলম্বনায় আশ্রয়ায় ইয়ম্ ইতি অবলম্বনার্থা অবলম্বনমেব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্যাঃ সা তাদৃশী জাতা। পূর্বং তু শোভার্থং বেত্রযষ্টিঃ গৃহীতা, ইদানীং তু সৈব অবলম্বনার্থা ইতি বিস্ময়ঃ উত্তরার্ধে বার্ধকগমনলক্ষণকার্যস্যারম্ভে বেত্রযষ্টেঃ সহায়তোপাদাৎ সমাহিতম্। "কার্যারম্ভে সহায়াপ্তিঃ " ইতি তল্লক্ষণাৎ। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্, "জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি লক্ষণাৎ ॥

ভানুরিতি ॥ ভানুঃ সূর্যঃ সকৃৎ একবারং যুক্তাঃ তুরঙ্গাঃ, তুরং গচ্ছন্তি ইতি গমেঃ খচ্, অশ্বাঃ যেন যস্য বা তাদৃশঃ এব ভবতি, সর্বদৈব যোজিতাশ্বেন রথেন সঞ্চরতে, ন কদাপি অশ্বান্ বিমোচ্য বিশ্রাম্যতি ইত্যর্থঃ ॥ গন্ধবহঃ বায়ুঃ রাত্রৌ চ দিবা চ ইতি রাত্রিন্দিবম্ অহর্নিশং প্রয়াতি। সদাগতিঃ সদৈব বহতি নাস্য কদাপি বিশ্রমঃ। শেষঃ অনন্তনাগঃ সদা অনিশমেব আহিতঃ আরোপিতঃ ভূমেঃ পৃথিব্যাঃ ভারঃ যস্মিন্ তাদৃশঃ ভবতি ইতি শেষঃ। সততমেব শেষঃ ভূভারং বহতি। ষষ্ঠঃ অংশঃ বৃত্তিঃ বর্তনং যস্য তস্য ষষ্ঠাংশবৃত্তেঃ রাজ্ঞঃ অপি এষ এব ধর্মঃ অবিশ্রান্তমখেদং প্রজাপালনমেব রাজ্ঞঃ ধর্মঃ ॥ একস্য এব ধর্মস্য সর্বত্র পৃথক্নির্দেশাৎ প্রতিবস্তূপমালংকারঃ, সা চ প্রতিবস্তূপমা মালারূপা। দুষ্যন্তে ইতি বিশেষে সামান্যেন নির্দেশাৎ অপ্রস্তুতপ্রশংসা চ। ইন্দ্রবজ্রা চ বৃত্তম্, তল্লক্ষণং তু—"স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ" ইতি ॥

আলোচনা :

(ক) কঞ্চুকঃ চোলকঃ অস্তি অস্য ইতি কঞ্চুক + ইন্ : "অত ইনিঠনৌ"-এ সূত্র অনুসারে 'ইন্'। সম্ভবতঃ ঢিলেঢালা পরিচ্ছদ পরিধানের জন্য এঁকে কঞ্চুকী বলা হত।

তিনি সর্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণ এবং তিনি রাজার অন্তঃপুরের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত হতেন। শব্দকল্পদ্রুমে বলা হয়েছে,—"অন্তঃপুরাধ্যক্ষঃ। স তু বহিঃ সঞ্চরন্তীনাং পুরস্ত্রীণাং প্রেক্ষক-পুরুষান্তরবারণায় রাজ্ঞোস্ত্রাগারে যো বেত্রধরো নিযুক্তঃ"। নাট্যশাস্ত্রে কঞ্চুকী লক্ষণে বলা হয়েছে—"অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধঃ বিপ্রঃ গুণগণান্বিতঃ। সর্বকার্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে ॥ জরাবৈক্লব্য-যুক্তেন বিশেদ্ গাত্রেণ কঞ্চুকী ॥" শব্দকল্পদ্রুমে কঞ্চুকী লক্ষণে যেমন বলা হয়েছে কঞ্চুকী হবেন "বেত্রধর', তেমনি 'বৃদ্ধ' এবং 'জরাবৈক্লব্যযুক্ত'—এদুটি বৈশিষ্ট্যও নাট্যশাস্ত্রের লক্ষণে উল্লিখিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হ'ল,—"অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটকে কঞ্চুকী যখন বলেন—যে বেত্রযষ্টি আমি নিয়ম বা আচার রক্ষার খাতিরে গ্রহণ করেছিলাম, তা' বহুকাল অতীত হওযায় সে বেত্রযষ্টি এখন আমার গমনসময়ে অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নিয়োগকালে কঞ্চুকী 'বৃদ্ধ' ছিলেন না, পরে তিনি বার্ধক্য লাভ করেন। তা'হলে নাট্যশাস্ত্রপ্রদত্ত কঞ্চুকী লক্ষণের সঙ্গে এর অসঙ্গতি থেকে যায়, কেননা, সেখানে 'বৃদ্ধ বিপ্রকেই কঞ্চুকীপদে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। রাঘবভট্ট তাঁর অর্থদ্যোতনিকায় মাতৃগুপ্তপ্রদত্ত যে কঞ্চুকী লক্ষণের উল্লেখ করেছেন তাতে বলা হয়েছে—"যে নিত্যসত্যসম্পন্নাঃ কামদোষবিবর্জিতাঃ। জ্ঞানবিজ্ঞানকুশলাঃ কঞ্চুকীয়াস্তু তে স্মৃতাঃ ॥" লক্ষ্য করা যায় যে, মাতৃগুপ্তের কঞ্চুকীলক্ষণে "বৃদ্ধ" বিশেষণটির উল্লেখ নেই। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথও কঞ্চুকী লক্ষণে "বৃদ্ধ" পদটির উল্লেখ করেননি ॥

(খ) লোকপালনের এবং লোককল্যাণের কার্যে যাঁরা নিযুক্ত তাঁরা কখনো বিশ্রামসুখ লাভ করতে পারেনা,—"অবিশ্রামোঽয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ"। যেমন বিশ্বের সর্বজীবের পালন ও রক্ষণের কার্যে নিযুক্ত তপন, পবন ও অনন্ত নাগের বিরামের কোন অবকাশ নেই, তেমনি প্রজাপালন ও রাজ্যশাসনের কার্যে ব্যাপৃত রাজারও বিশ্রামের কোন সুযোগ নেই। আচার্য কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত বিনয়াধিকারের "রাজপ্রণিধিঃ" শীর্ষক ঊনবিংশ অধ্যায়ে বলেছেন,—"রাজ্ঞো হি ব্রতম্ উত্থানং যজ্ঞঃ কার্যানুশাসনম্। দক্ষিণা বৃত্তিসাম্যং চ দীক্ষিতস্যাভিষেচনম্ ॥ প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম্। নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্ ॥ তস্মান্নিত্যোত্থিতঃ রাজা কুর্যাদর্থানুশাসনম্। অর্থস্য মূলমুত্থানম্ অনর্থস্য বিপর্যযঃ ॥" অর্থাৎ রাজার পক্ষে উত্থান বা উদ্যোগ অর্থাৎ সর্বদা কার্যে ব্যাপৃত থাকা ব্রত বলে গণ্য হয়। কার্য বা ব্যবহারের নির্ণয় রাজার পক্ষে যজ্ঞতুল্য। প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার হিতেই রাজার হিত; যা' রাজার নিজের প্রিয় তা' তাঁর হিত নয়, কিন্তু যা' প্রজার প্রিয়, তাই রাজার হিত। সুতরাং নিত্য উত্থানযুক্ত হয়ে রাজা কার্যের নির্ণয় করবেন, কেননা, রাজকার্যের মূলই হ'ল উত্থান, এবং এর বিপর্যয় অর্থাৎ অনুত্থান অনর্থের মূল ॥

যাবন্নিয়োগমনুতিষ্ঠামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এষ দেবঃ—

প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তন্ত্রয়িত্বা
নিষেবতে শ্রান্তমনা বিবিক্তম্।
যূথানি সঞ্চার্য্য রবিপ্রতপ্তঃ
শীতং দিবা স্থানমিব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥ ৫ ॥

(উপগম্য) জয়তু জয়তু দেবঃ। এতে খলু হিমগিরেরুপত্যকারণ্যবাসিনঃ কাশ্যপসন্দেশমাদায় সস্ত্রীকাস্তপস্বিনঃ সংপ্রাপ্তাঃ। শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণম্।

সন্ধিবিচ্ছেদ—যাবৎ + নিয়োগম্ + অনুতিষ্ঠামি, পরিক্রম্য + অবলোক্য, স্থানম্ + ইব, হিমগিরেঃ + উপত্যকাবাসিনঃ, কাশ্যপসন্দেশম + আদায়, সস্ত্রীকাঃ + তপস্বিনঃ।

অন্বয়—(এষ দেবঃ) স্বা প্রজাঃ ইব প্রজাঃ তন্ত্রয়িত্বা শ্রান্তমনাঃ দ্বিপেন্দ্রঃ দিবা যূথানি সঞ্চার্য্য রবিপ্রতপ্তঃ (সন্) শীতং স্থানম্ ইব বিবিক্তং নিষেবতে ॥ ৫ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—যাবৎ নিয়োগম্ অনুতিষ্ঠামি (যাই আমার কর্তব্য সম্পাদন করি) [পরিক্রম্য অবলোক্য চ—পরিক্রমণ এবং অবলোকন করে] এষ দেবঃ (এই যে মহারাজ) স্বাঃ প্রজা ইব (আপন সন্তানের মত) প্রজাঃ তন্ত্রয়িত্বা (প্রজাসমূহ পালন করে) শ্রান্তমনাঃ (শ্রান্তচিত্তে) দ্বিপেন্দ্রঃ (গজরাজ) দিবা যূথানি সঞ্চার্য্য (দিবাভাগে অন্য হস্তীগুলিকে চরিয়ে) রবিপ্রতপ্তঃ (সূর্যের তাপে দগ্ধ হয়ে) শীতং স্থানমিব (যেমন শীতল জায়গায় বিশ্রাম নেয়, তেমনি) বিবিক্তং নিষেবতে (এ রাজাও নির্জনে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন)। [উপগম্য—নিকটে গমন করে] জয়তু জয়তু দেবঃ (মহারাজের জয় হোক)। এতে খলু হিমগিরেঃ উপত্যকারণ্যবাসিনঃ (হিমালয়ের উপত্যকার অরণ্যে যাঁরা বাস করেন এমন) তপস্বিনঃ (তাপসেরা) সস্ত্রীকাঃ (সঙ্গে স্ত্রীলোক নিয়ে) কাশ্যপসন্দেশমাদায় (কণ্বের বার্তা নিয়ে) সংপ্রাপ্তাঃ (এসেছেন)। শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণম্ (এটা শুনে আপনি যা আদেশ করেন)।

বঙ্গানুবাদ—যাই, আমার কর্তব্য সম্পাদন করি। (পরিক্রমণ এবং আলোকন করে) এই যে মহারাজ, আপন সন্তানের মত প্রজাসমূহ পালন করে শ্রান্তচিত্তে গজরাজ দিবাভাগে অন্য হস্তিসমূহকে চরিয়ে, সূর্যের তাপে দগ্ধ হয়ে, যেমন শীতল জায়গায় বিশ্রাম নেয়, তেমনি এ রাজাও নির্জনে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন।

(নিকটে গমন করে) মহারাজের জয় হোক্। হিমালয়ের উপত্যকাবাসী তাপসেরা সস্ত্রীক কণ্বের বার্তা নিয়ে এসেছেন। তা শুনে আপনি যেরূপ আদেশ করেন।

মনোরমা—প্রজাঃ—প্র-জন্ + ড স্ত্রিয়াং টাপ্, বহুবচন। তন্ত্রয়িত্বা-তন্ত্র্ + ণিচ্ + ক্ত্বাচ্। বিবিক্তম্—বি-বিচ্ + ক্ত। সঞ্চার্য্য = সম্—চর্ + ণিচ্ + ল্যপ্। শ্রান্তমনাঃ = শ্রান্তং মনঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। রবিপ্রতপ্তঃ = রবিণা প্রতপ্তঃ, তৃতীয়াতৎ। দ্বিপেন্দ্রঃ = দ্বিপানাম্ ইন্দ্রঃ, ষষ্ঠীতৎ, দ্বাভ্যাং শুণ্ডমুণ্ডাভ্যাং পিবতি ইতি দ্বিপঃ ॥

আশা—প্রজা ইতি ॥ এষঃ নরপতিঃ দুষ্যন্তঃ প্রজাঃ প্রকৃতিপুঞ্জান্ স্বাঃ আত্মনঃ প্রজাঃ সন্ততীরিব তন্ত্রয়িত্বা পালয়িত্বা শ্রান্তং মনঃ যস্য সঃ শ্রান্তমনাঃ ক্লান্তচেতাঃ সন্ যূথানি হস্তিকুলানি সঞ্চার্য্য ইতস্ততঃ ভ্রময়িত্বা রবিণা লক্ষণয়া আতপেন প্রতপ্তঃ ভৃশং পীড়িতঃ দ্বিপেন্দ্রঃ দ্বাভ্যাং মুখেন নাসিকয়া চ পিবন্তি যে তে দ্বিপাঃ, তেষু ইন্দ্রঃ ইব ইতি দ্বিপেন্দ্রঃ যূথপতিঃ শীতং শীতলং গুহাস্থানমিব গহ্বরপ্রদেশমিব বিবিক্তং বিজনপ্রদেশং নিষেবতে আশ্রয়তি। গজরাজঃ যথা আত্মনঃ সন্তত্যাঃ ইতস্ততঃ ভ্রময়িত্বা আতপেন সন্তপ্তঃ সন্ শীতলং নির্জনং স্থানম্ আশ্রয়তি তথা এষঃ রাজা দুষ্যন্তঃ অপি আত্মনঃ সন্তত্যাঃ ইব প্রজাঃ পালয়িত্বা ক্লান্তমনাঃ বিজনং নিষেবতে ইত্যত্র উপমা নাম অলংকারঃ, ইন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ সঙ্কররূপা উপজাতিঃ ॥

রাজা—(সাদরম্) কিং কাশ্যপসন্দেশহারিণঃ।

কঞ্চুকী—অথ কিম্।

রাজা—তেন হি ম দ্বচনাদ্বিজ্ঞাপ্যতামুপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ—অমূনাশ্রমবাসিনঃ শ্রৌতেন বিধিনা সৎকৃত্য স্বয়মেব প্রবেশয়িতুমর্হসীতি। অহমপ্যত্র তপস্বিদর্শনোচিতে প্রদেশে স্থিতঃ প্রতিপালয়ামি।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)।

রাজা—(উত্থায়) বেত্রবতি, অগ্নিশরণমার্গমাদেশয়।

প্রতিহারী—ইদো ইদো দেবো। (ইতঃ ইতঃ দেবঃ)।

রাজা—(পরিক্রামতি। অধিকারখেদং নিরূপ্য) সর্বঃ প্রার্থিতম্ অর্থমধিগম্য সুখী সম্পদ্যতে জন্তুঃ। রাজ্ঞাং তু চরিতার্থতা দুঃখোত্তরৈব।

ঔৎসুক্যমাত্রমবসায়য়তি প্রতিষ্ঠা
ক্লিশ্নাতি লব্ধপরিপালনবৃত্তিরেব।
নাতি শ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায়
রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্ ॥ ৬ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—মদ্বচনাৎ + বিজ্ঞাপ্যতাম্ + উপাধ্যায়ঃ, অমূন্ + আশ্রম-বাসিনঃ, স্বয়ম্ + এব, প্রবেশয়িতুম্ + অর্হতি + ইতি, অহম্ + অপি + অত্র, যদ্ + আজ্ঞাপয়তি, অগ্নিশরণমার্গম্ + আদেশয়, দুঃখোত্তরা + এব।

অন্বয়—প্রতিষ্ঠা ঔৎসুক্যমাত্রম্ অবসায়য়তি। লব্ধপরিপালনবৃত্তিঃ ক্লিশ্নাতি এব। রাজ্যম্ আতপত্রম্ ইব স্বহস্তধৃতদণ্ডম্ শ্রমাপনয়নায় ন অতি যথা শ্রমায় ॥ ৬ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—[সাদরম্—সাগ্রহে] কিং কাশ্যপসন্দেশহারিণঃ (কিঙ্গ কাশ্যপের বার্তা নিয়ে তাপসেরা এসেছেন)? কঞ্চুকী—অথ কিম্ (আজ্ঞে হ্যাঁ) রাজা—তেন হি মদ্বচনাৎ (তাহলে, আমার কথায়) উপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ বিজ্ঞাপ্যতাম্ (উপাধ্যায় সোমরাতকে বল) অমূন্ আশ্রমবাসিনঃ (এই আশ্রমবাসী তপস্বিদের) শ্রৌতেন বিধিনা সৎকৃত্য (বৈদিকমতে সৎকার করে) স্বয়মেব প্রবেশয়িতুম্ অর্হতি ইতি (নিজেই যেন তাঁদেব সঙ্গে করে নিয়ে আসেন), অহম্ অপি (আমিও) অত্র তপস্বিদর্শনোচিতে প্রদেশে (এখানে তপস্বিদের সঙ্গে দেখা করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে) স্থিতঃ (গিয়ে) প্রতিপালয়ামি (অপেক্ষা করি)। কঞ্চুকী যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ (মহারাজ যা' আদেশ করেন)। (নিষ্ক্রান্তঃ—নির্গত হলেন) রাজা—[উত্থায়—উঠে] বেত্রবতি, অগ্নিশরণমার্গম্ আদেশয় (বেত্রবতী, অগ্নিগৃহের পথ দেখাও)। প্রতিহারী—ইতঃ ইতঃ দেবঃ (মহারাজ এদিকে আসুন, এদিকে আসুন।) রাজা—[পরিক্রামতি—একটু অগ্রসর হলেন, অধিকারখেদং নিরূপ্য—রাজ্যপালন ক্লেশ অভিনয় করে] সর্বঃ জন্তুঃ প্রার্থিতম্ অর্থম্ অধিগম্য (সকলেই অভিলষিত দ্রব্য লাভ করে) সুখী সম্পদ্যতে (সুখী হয়)। রাজ্ঞাং তু (কিন্তু রাজাদের) চরিতার্থতা (অভিলাষসিদ্ধি) দুঃখোত্তরৈব (পরিণামে ক্লেশবাহুল্যের কারণ হয়।) প্রতিষ্ঠা (কোন ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্তি) ঔৎসুক্যমাত্রম্ অবসায়য়তি (কেবলমাত্র উদ্বেগের অবসান ঘটায়), লব্ধপরিপালনবৃত্তিঃ ক্লিশ্নতি এব (কিন্তু লব্ধবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ ক্লেশ দান করে), রাজ্যম্ (রাজ্যও) স্বহস্তধৃতদণ্ডম্ আতপত্রম্ ইব (স্বহস্তধৃতছত্রের মত) শ্রমাপনয়ায় ন অতি (শ্রম ততটা অপনোদন করেনা) যথা শ্রমায় (যতটা শ্রম দেয়)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—(সাগ্রহে) কি? কাশ্যপের বার্তা নিয়ে তপস্বিগণ এসেছেন?

কঞ্চুকী—আজ্ঞে হাঁ।

রাজা—তাহলে আমার কথায় উপাধ্যায় সোমরাতকে বল, এই আশ্রমবাসী তাপসগণকে বৈদিক মতে সৎকার করে, নিজেই যেন তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। আমিও এখানে তপস্বিগণের সঙ্গে দেখা করবার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে অপেক্ষা করি।

কঞ্চুকী—মহারাজ যা' আদেশ করেন। (নির্গত হলেন)

রাজা—(উত্থান করে) বেত্রবতী। আমাকে অগ্নিগৃহের পথ দেখাও।

প্রতিহারী—মহারাজ। এদিকে আসুন, এদিকে আসুন।

রাজা—(একটু অগ্রসর হলেন, রাজ্যপালন ক্লেশ অভিনয় করে) সকলেই অভিলষিত দ্রব্য লাভ করে সুখী হয়। কিন্তু নৃপতিগণের অভিলাষসিদ্ধি পরিণামে ক্লেশবাহুল্যের কারণ হয়। ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তি কেবলমাত্র উদ্বেগের অবসান ঘটায়, কিন্তু লব্ধ বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ ক্লেশ দান করে। স্বহস্তেধৃত ছত্রের মত রাজ্যও ততটা শ্রম অপনোদন করে না, যতটা শ্রম দেয়।

মনোরমা—মদ্বচনাৎ—মম বচনং মদ্বচনম্, ষষ্ঠীতৎ, তস্মাৎ। মদ্বচনম্ অবলম্ব্য ইতি "ল্যব্‌লোপে কর্মণ্যধিকরণে চ"—এ সূত্র অনুসারে কর্মে পঞ্চমী। ঔৎসুক্যমাত্রম্ = উৎসুক্ + ষ্যঞ্ = ঔৎসুক্য, ঔৎসুক্যমেব ইতি ঔৎসুক্যমাত্রম্, নিত্যসমাসঃ ॥ অবসায়যতি = অব্-সো + ণিচ্ + লট্ তি। লব্ধপরিপালনবৃত্তিঃ = পরিপালনস্য বৃত্তিঃ, ষষ্ঠীতৎ, লব্ধস্য পরিপালনবৃত্তিঃ, ষষ্ঠীতৎ। শ্রমায়—তাদর্থ্যে চতুর্থী। স্বহস্তধৃতদণ্ডম্ = স্বহস্তেন ধৃতঃ, তৃতীয়াতৎ, স্বহস্তধৃতঃ দণ্ডঃ যস্য তৎ, বহুব্রীহিঃ। আতপত্রম্ = আতপাৎ ত্রায়তে ইতি আতপ-ত্রৈ + ক ॥

আশা—ঔৎসুক্যমিতি। প্রতিষ্ঠা প্রজাপালনজন্যা খ্যাতিঃ ঔৎসুক্যমাত্রম্ উৎকণ্ঠা-মাত্রং, মম শাসনেন নির্বৃতো লোকো ন বা ইতি উৎকণ্ঠাম্ অবসায়যতি নাশযতি। অথবা রাজ্যে প্রতিষ্ঠা সিংহাসনাধিরোহনম্ ইতি ব্যাখ্যানম্। লব্ধস্য প্রাপ্তস্য অধিগতস্য বা রাজ্যস্য পরিপালনবৃত্তিঃ ক্লিশ্নাতি এব সাতিশয়ং ক্লেশং দদাতি এব। অত্র দৃষ্টান্তমুখেন উক্তম্ অর্থং দ্রঢ়য়তি। অতঃ রাজ্যং স্বেন হস্তেন ধৃতঃ দণ্ডঃ যস্য তৎ স্বহস্তধৃতদণ্ডং স্বকরধৃতম্ আতপত্রং ছত্রমিব যথা শ্রমায় ক্লেশোৎপাদনায় ভবতি, তথা অতিশ্রমস্য অপনয়নায় নাশায় ন ভবতি। ক্লেশোদর্ক এব রাজ্যলাভঃ ইতি ভাবঃ। অত্র উপমা নাম অলংকারঃ। তল্লক্ষণং তু—"সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ" ইতি। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্, "জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি লক্ষণাৎ ॥

আলোচনা :

(ক) **উপাধ্যায়ঃ**—অমরকোষে বলা হয়েছে—**"উপাধ্যায়োঽধ্যাপকঃ"**, অর্থাৎ যেকোন অধ্যাপকই উপাধ্যায়। কিন্তু মনুসংহিতা অনুসারে আচার্য থেকে মর্যাদায় ন্যূন ধর্মগুরু যিনি বৃত্তির জন্য বেদের একাংশ বা বেদাঙ্গ শিক্ষা দিয়ে থাকেন।—"একদেশং তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ। যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থম্ উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥" (২/১৪১)। সহজ ভাবে বলতে গেলে, যিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বেদ বা বেদাঙ্গের অধ্যাপনা করেন তিনিই উপাধ্যায়।

(খ) **প্রতিহারী**—প্রতিহ্রিয়তে প্রতিনিবর্ত্যতে জনঃ অনেন ইতি প্রতীহারঃ, প্রতি-হৃ + ঘঞ্, "উপসর্গস্য ঘঞ্ অমনুষ্যে বহুলম্"-এ সূত্র অনুসারে 'প্রতি' উপসর্গের "ই" রূপান্তরিত হয়েছে 'ঈ' কারে। এরপর প্রতীহার + ঙীষ্ = প্রতীহারী, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ হয়েছে। প্রতিহারীর কর্তব্যসম্পর্কে মাতৃগুপ্তাচার্য বলেছেন,—"সন্ধিবিগ্রহ-সম্বন্ধং নানাকার্যসমুত্থিতম্। নিবেদয়ন্তি যাঃ কার্যং প্রতিহার্যস্তু তাঃ স্মৃতাঃ ॥"

(নেপথ্যে)

বৈতালিকৌ—বিজয়তাং দেবঃ।

প্রথমঃ— স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্ ॥ ৭ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—প্রতিদিনম্ + অথবা, বৃত্তিঃ + এবংবিধা + এব, পাদপঃ + তীব্রম্ + উষ্ণম্।

অন্বয়—স্বসুখনিরভিলাষঃ প্রতিদিনং লোকহেতোঃ খিদ্যসে, অথবা, তে বৃত্তিঃ এবংবিধা এব। পাদপঃ মূর্ধ্না তীব্রম্ উষ্ণম্ অনুভবতি, ছায়য়া সংশ্রিতানাং পরিতাপং শময়তি ॥

বাঙলা শব্দার্থ—[নেপথ্যে—যবনিকার অন্তরালে] বৈতালিকৌ (বৈতালিক দ্বয়)—বিজয়তাং দেবঃ (মহারাজের জয় হোক্)। প্রথমঃ (প্রথম বৈতালিক)—স্বসুখনিরভিলাষঃ (নিজের সুখভোগে বীতস্পৃহ হয়ে) প্রতিদিনম্ (প্রতিদিনই) লোকহেতোঃ (প্রজাদের

জন্য নিজে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করছেন), অথবা তে বৃত্তিঃ এবংবিধা এব (অথবা আপনার কার্যের ধারাই এরূপ)। পাদপঃ (বৃক্ষ) মূর্ধ্না (মস্তকে) তীব্রম্ উষ্ণম্ অনুভবতি (স্বয়ং প্রচণ্ড সূর্যের তাপ সহ্য করে), ছায়য়া সংশ্রিতানাং (ছায়ার দ্বারা আশ্রিতদের) পরিতাপং শময়তি (তাপ-অপনোদন করে থাকে)।

বঙ্গানুবাদ—[যবনিকার অন্তরালে] বৈতালিক দ্বয়—মহারাজের জয় হোক্।

প্রথম বৈতালিক—নিজের সুখভোগে বীতস্পৃহ হয়ে প্রতিদিনই প্রজাদের জন্য নিজে অশেষ ক্লেশস্বীকার করছেন, অথবা আপনার কার্যের ধারাই এরূপ। বৃক্ষ স্বয়ং মস্তকে প্রচণ্ড সূর্যের তাপ সহ্য করে, ছায়ায় আশ্রিতদের তাপ অপনোদন করে থাকে।

মনোরমা—বৈতালিকৌ—বিবিধাঃ তালাঃ বিতালাঃ। বিতালগীতম্ শিল্পম্ অস্য ইতি বিতাল + ঠক্ = বৈতালিকঃ। বিজয়তাম্ = বি-জি + লোট্ তাম্ "বিপরাভ্যাং জেঃ"-সূত্র অনুসারে আত্মনেপদ। লোকহেতোঃ—হেতৌ পঞ্চমী। স্বসুখনিরভিলাষঃ = স্বস্য সুখম্, ষষ্ঠীতৎ, নাস্তি অভিলাষঃ যস্য সঃ নিরভিলাষঃ, নঞ্‌বহুব্রীহিঃ। স্বসুখে নিরভিলাষঃ, সপ্তমীতৎপুরুষঃ। খিদ্যসে = খিদ্ + লট্ মধ্যম পুরুষ, একবচন, (কর্তরি) ॥

আশা—স্বসুখ ইতি ॥ নাস্তি অভিলাষঃ যস্য সঃ নিরভিলাষঃ, স্বস্য সুখে নিরভিলাষঃ ইতি স্বসুখনিরভিলাষঃ স্বসুখানুসন্ধানাৎ বিরতচেষ্টঃ, লোকস্য প্রজানাং হেতোঃ প্রজা-সুখার্থমিত্যর্থঃ প্রতিদিনং প্রত্যহমেব খিদ্যসে ক্লেশমনুভবসি অথবা তে বৃত্তিঃ ব্যাপারঃ এব ঈদৃশী বিধা প্রকারঃ যস্যাঃ সা, পরার্থং ক্লেশানুভবায় এব তব সৃষ্টিঃ। দৃষ্টান্তেন উক্তমর্থং দ্রঢ়য়তি,—পাদপঃ বৃক্ষঃ মূর্ধ্না শিরসা তীব্রম্ অতীবপ্রখরম্ উষ্ণং ঘর্মম্ অনু-ভবতি সহতে, পরং তু ছায়য়া ছায়াদানেন সংশ্রিতানাম্ আশ্রিতানাং বৃক্ষমূলস্থিতানাং পরিতাপম্ উষ্ণনিবন্ধনং ক্লেশং শময়তি অপগময়তি ॥ অত্র ব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিরলংকারঃ। পুনঃ এতেষাং সর্বেষাং প্রতিবিম্বনাৎ দৃষ্টান্তালংকারশ্চ। মালিনী চ বৃত্তম্—" ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ"—ইতি লক্ষণাৎ।

আলোচনা :

(ক) বৈতালিক—বিবিধাঃ তালাঃ বিতালাঃ। বিতালগানং শিল্পম্ অস্য ইতি বিতাল + ঠক্ = বৈতালিকঃ। "ভাবপ্রকাশ" গ্রন্থের দশম অধিকারে বলা হয়েছে—"বৈতালিকাঃ বন্দিনশ্চ নান্দীমঙ্গলপাঠকাঃ। সূতাশ্চ মাগধাশ্চৈব সদস্যাঃ স্যুঃ কদাচন। তত্তৎপ্রহরকযোগ্যৈ রাগৈঃ তৎকালবাচিভিঃ শ্লোকৈঃ। সরভসমেব বিতালং গায়ন্ বৈতালিকো ভবতি ॥" বৈতালিকদের প্রধান প্রধান কাজ হলো নির্দিষ্ট সময় ঘোষণা করা, রাজা এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের বিবিধপ্রকার গীতের মাধ্যমে প্রশংসা করা এবং রাজার শয্যাগ্রহণ ও

শয্যাত্যাগকালে তাঁর গৌরবকীর্তন করা। সংস্কৃত নাটকে সাধারণতঃ বৈতালিকদের যুগ্মরূপেই উপস্থাপনা করা হয়।

(খ) উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ধনঞ্জয় তাঁর "দশরূপক" গ্রন্থে "স্বসুখনিরভিলাষঃ" ইত্যাদি শ্লোকটিকে "নিরভিলাষতা"র দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধার করেছেন ॥

দ্বিতীয়ঃ—

নিয়ময়সি কুমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ
প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়।
অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম
ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাম্ ॥ ৮ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—কুমার্গপ্রস্থিতান্ + আত্তদণ্ডঃ।

অন্বয়—আত্তদণ্ডঃ কুমার্গপ্রস্থিতান্ নিয়ময়সি, বিবাদং প্রশময়সি, রক্ষণায় কল্পসে। প্রজানাম্ অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম, বন্ধুকৃত্যং তু ত্বয়ি পরিসমাপ্তম্ ॥ ৮ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—দ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয় বৈতালিক)—আত্তদণ্ডঃ (আপনি দণ্ড ধারণ করে), কুমার্গপ্রস্থিতান্ নিয়ময়সি (কুপথগামী ব্যক্তিদের সুপথে পরিচালিত করছেন), বিবাদং প্রশময়সি (প্রজাদের বিবাদবিংসবাদের মীমাংসা করেন), রক্ষণায় কল্পসে (প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের কার্যও সম্পাদন করছেন), প্রজানাম্ অতনুষু বিভবেষু (প্রজাদের বিপুল সম্পদের কালে) জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম (অনেক আত্মীয়স্বজন এসে উপস্থিত হয়), বন্ধুকৃত্যং তু ত্বয়ি পরিসমাপ্তম্ (কিন্তু প্রকৃত বন্ধুর কর্তব্য আপনিই কেবল সম্পন্ন করেন।)

বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয় (বৈতালিক)—আপনি দণ্ড ধারণ করে কুপথগামী ব্যক্তিদের সুপথে পরিচালনা করছেন, প্রজাদের বিবাদবিসংবাদের মীমাংসা করছেন, প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ও সম্পাদন করছেন। প্রজাদের বিপুল সম্পদের কালে অনেক আত্মীয়স্বজন এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রকৃত বন্ধুর কর্তব্য আপনিই কেবল সম্পন্ন করেন।

মনোরমা—নিয়ময়সি = নি-যম্ + লট্ মধ্যমপুরুষ, একবচন। আত্তদণ্ডঃ —আত্তঃ দণ্ডঃ যেন সঃ, বহুব্রীহিঃ। আত্ত = আ-দা + ক্ত। প্রশময়সি = প্র-শম্ + ণিচ্ + লট্ মধ্যমপুরুষ, একবচন। রক্ষণায় = "ক্ৢপি সম্পদ্যমানে চ"-সূত্র অনুসারে চতুর্থী।

বন্ধুকৃত্যম্ = বন্ধূনাং কৃত্যম্, ষষ্ঠীতৎ। কুমার্গপ্রস্থিতান্ = কুৎসিতঃ মার্গঃ কর্মধা, তেন প্রস্থিতঃ, তৃতীয়াতৎ, তান্ ॥

আশা—নিয়ময়সি ইতি। আত্তঃ গৃহীতঃ দণ্ডঃ যেন সঃ, প্রজারক্ষণার্থং ধৃতদণ্ডঃ, ত্বং বিরুদ্ধে কুৎসিতে মার্গে প্রস্থিতাঃ তান্ [illegible] উন্মার্গগামিনঃ নিয়ময়সি অসদাচরণাৎ বিরময়সি। বিবাদং দায়াদ্যর্থং কলহং প্রশময়সি সুবিচারেণ নিবারয়সি, রক্ষণায় প্রজারক্ষণার্থং কল্পসে সম্পদ্যসে। প্রজানাম্ অতনুষু বিপুলেষু বিভবেষু সম্পৎসু সৎসু জ্ঞাতয়ঃ বন্ধুজনাঃ সন্তু নাম ইতি সম্ভাবনায়াম্, বন্ধুজনাঃ আত্মীয়াঃ বিপুলানি সম্পৎসুখানি অনুভবন্তু নাম। কিন্তু বন্ধূনাং বিপত্ত্রাণাদিকং ত্বয়ি পরিসমাপ্তম্ পর্যবসিতম্। ত্বমেব প্রজানাং হিতানুষ্ঠানে নিরতোঽসি ইত্যর্থঃ। অত্র নিয়ময়সীত্যাদি-ক্রিয়া-ত্রয়স্য ত্বম্ ইতি এককর্তৃকারকত্বাৎ দীপকা-লংকারঃ। বন্ধুভ্যোঽপি ব্যতিরেককথনাৎ ব্যতিরেকঃ ব্যজ্যতে। মালিনী চ বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

(ক) **"নিয়ময়সি কুমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ"** ইত্যাদি।—বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান এবং বর্ণাশ্রমধর্মের একনিষ্ঠ সেবক মহাকবি কালিদাস এ নাটকের নায়ক পুরুবংশীয় রাজা দুষ্যন্তকে "বর্ণাশ্রমাণাং রক্ষিতা" বর্ণ এবং আশ্রমের রক্ষকরূপে অংকিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। উক্ত শ্লোকেই-এর প্রমাণ রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, আচার্য কৌটিল্য তাঁর "অর্থশাস্ত্র"-এর বিদ্যাসমুদ্দেশ প্রকরণে "ত্রয়ীস্থাপনা" শীর্ষক অধ্যায়ে রাজার কর্তব্যবিষয়ে অনুরূপ উক্তি করেছেন।—"তস্মাৎ স্বধর্মং ভূতানাং রাজা ন ব্যভিচারয়েৎ। স্বধর্মং সংদধানো হি প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥" অর্থাৎ রাজার কর্তব্য হল সকলকে স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হতে না দেওয়া। যে রাজা সকলকে দিয়ে স্বধর্মাচরণ করাতে পারেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হতে পারেন ॥

(খ) প্রজাদের সম্পদকালে অর্থাৎ বিপুল ঐশ্বর্যের কালে জ্ঞাতিগণ এসে ভীড় করে কিন্তু রাজা প্রজাদের সম্পদকালে যেমন তেমনি বিপৎকালেও বন্ধুকৃত্য সমাপন করেন। বন্ধুকৃত্য হল—"উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে। রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥" মহাকবি তাঁর "রঘুবংশম্" প্রথমসর্গেও অনুরূপ উক্তি করেছেন,—"প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাদ্ ভরণাদ্ অপি। স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥" (১/২৪) ॥

রাজা—এতে ক্লান্তমনসঃ পুনর্নবীকৃতাঃ স্মঃ। (পরিক্রামতি)

প্রতিহারী—অহিণবসম্মজ্জণসস্সিরীও সণ্ণিহিদহোমধেনু অগ্গিসর-ণালিন্দো। আরুহদু দেবো। (অভিনবসংমার্জ্জনসশ্রীকঃ সন্নিহিতহোমধেনুঃ অগ্নিশর-ণালিন্দঃ। আরোহতু দেবঃ।)

রাজা—(আরুহ্য পরিজনাংসাবলম্বী তিষ্ঠতি।) বেত্রবতি, কিমুদ্দিশ্য ভগবতা কাশ্যপেন মৎসকাশমৃষয়ঃ প্রেষিতাঃ স্যুঃ।

কিং তাবদ্ ব্রতিনামুপোঢ়তপসাং বিঘ্নৈস্তপো দূষিতং
ধর্মারণ্যচরেষু কেনচিদুত প্রাণিষ্বসচ্চেষ্টিতম্।
আহোস্বিৎ প্রসবো মমাপচরিতৈর্বিষ্টম্ভিতঃ বীরুধা-
মিত্যারূঢ়বহুপ্রতর্কমপরিচ্ছেদাকুলং মে মনঃ ॥ ৯ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—পুনঃ + নবীকৃতাঃ, কিম্ + উদ্দিশ্য, মৎসকাশম্ + ঋষয়ঃ, বিঘ্নৈঃ + তপঃ, প্রাণিষু + অসচ্চেষ্টিতম্, বীরুধাম্ + ইতি + আরূঢ়প্রতর্কম্ + অপরিচ্ছেদাকুলম্, মম + অপ + চরিতৈঃ + বিষ্টম্ভিতঃ।

অন্বয়—কিং তাবৎ ব্রতিনাম্ উপোঢ়তপসাং তপঃ বিঘ্নৈঃ দূষিতম্? উত ধর্মারণ্যচরেষু প্রাণিষু কেনচিৎ অসৎ চেষ্টিতম্? আহোস্বিৎ বীরুধাং প্রসবঃ মম অপচরিতৈঃ বিষ্টম্ভিতঃ? ইতি আরূঢবহুপ্রতর্কং মে মনঃ অপরিচ্ছেদানু-কূলম্ ॥ ৯ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—রাজা—এতে ক্লান্তমনসঃ (আমার অবসন্ন মন) পুনর্নবীকৃতাঃ স্মঃ (যেন আবার উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে উঠল)। [পরিক্রামতি—পরিক্রমণ করলেন)। প্রতিহারী—অভিনবসংমার্জনসশ্রীকঃ (সদ্য প্রক্ষালন করায় মনোরম) সন্নিহিতহোমধেনুঃ (যার নিকটেই রয়েছে হোমধেনু) অগ্নিশরণালিন্দঃ (অগ্নিগৃহের অলিন্দ)। আরোহতু দেবঃ (মহারাজ আরোহণ করুন)। রাজা—[আরুহ্য পরিজনাবলম্বী তিষ্ঠতি—আরোহণ করে পরিজনের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন], বেত্রবতি (বেত্রবতী) কিম্ উদ্দিশ্য (কি কারণে) ভগবতা কাশ্যপেন (মাননীয় মহর্ষি কণ্ব) মৎসকাশম্ (আমার কাছে) ঋষয়ঃ প্রেষিতাঃ স্যুঃ (ঋষিদের পাঠাতে পারেন?) কিং তাবৎ (এটা হতে পারে কি) ব্রতিনাম্ উপোঢতপসাম্ (ব্রতী তপস্বিদের) তপঃ বিঘ্নৈঃ দূষিতম্ (তপস্যায় কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে)? উত (নাকি) ধর্মাচরণেষু প্রাণিষু (তপোবনের জীবজন্তুর প্রতি) কেনচিৎ অসৎ চেষ্টিতম্ (কেউ অসদাচরণ করছে)? আহোস্বিৎ (অথবা) মম অপচরিতৈঃ (আমার কোন অন্যায় আচরণে) বীরুধাং প্রসবঃ বিষ্টম্ভিতঃ (লতাদির ফলপ্রকাশ রুদ্ধ হয়েছে কি?) ইতি আরূঢবহুপ্রতর্কং মে মনঃ (এরূপ নানা চিন্তায় আমার মন) অপরিচ্ছেদাকুলং (আকুল হয়ে উঠেছে।)

বঙ্গানুবাদ—রাজা—আমার অবসন্ন মন যেন আবার উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে উঠল। (পরিক্রমণ করলেন)।

প্রতিহারী—সদ্য প্রক্ষালন করায় মনোরম, যার নিকটেই রয়েছে হোমধেনু এমন অগ্নিগৃহের অলিন্দ, মহারাজ আরোহণ করুন।

রাজা—(আরোহণ করে পরিজনের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন) বেত্রবতিঙ্গ কি কারণে পূজনীয় মহর্ষি কণ্ব আমার কাছে ঋষিদের পাঠাতে পারেন? এমন হতে পারে কি যে ব্রতীতপস্বীদেব তপশ্চর্যায় কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে? নাকি তপোবনের জীবজন্তুর প্রতি কেউ অসদাচরণ করেছে? অথবা আমার কোন অন্যায় আচরণে লতাদির ফলপ্রকাশ রুদ্ধ হয়েছে?—এরূপ নানা চিন্তায় আমার মন আকুল হয়ে উঠেছে।

মনোরমা—উপোঢ়তপসামস্তু—উপোঢ়ং তপঃ যেযাং, বহুব্রীহিঃ, তেযাম্। উপ-বহ্ + ক্ত কর্মণি, উপোঢ়। দূযিতম্—দূষ্ + ণিচ্ + ক্ত। ধর্মারণ্যচরেযু = ধর্মস্য অরণ্যম্, ধর্মারণ্যম্, অশ্বঘাসাদিবৎ তাদর্থ্যে ষষ্ঠীসমাসঃ। তত্র চরন্তি ইত্যর্থে উপপদতৎপুরুষঃ, তেষু। বিষ্টম্ভিতঃ—বি-স্তন্ভ + ণিচ্ + ক্ত কর্মণি। আরূঢবহুপ্রতর্কম্ = আরূঢ়াঃ বহবঃ প্রতর্কাঃ যস্মিন্ তৎ, বহুব্রীহিঃ।

আশা—কিমিতি। কিং তাবদিতি বিতর্কে। উপোঢ়ং ধৃতং তপঃ যৈঃ তেযাম্, উপোঢ়তপসাম্, ব্রতিনাং তাপসানাং তপঃ কিং বিঘ্নৈঃ অন্তরায়ৈঃ রাক্ষসাদিভিঃ দূযিতম্ উপহতম্, অথবা ধর্মস্য অরণ্যম্ ইতি ধর্মারণ্যং তপোবনং, তত্র চরন্তি যে তেষু প্রাণিষু বিষয়ে কেনচিৎ জনেন অসৎ অনার্যং চেষ্টিতম্ আচরিতং কিম্, আহোস্বিৎ উতাহো অথবেতি যাবৎ মম রাজ্ঞঃ দুযান্তস্য অপচরিতৈঃ অসদাচরণৈঃ অর্থাৎ দণ্ডনীয়ে অদণ্ডনম্ অপি চ অদণ্ডনীয়ে দণ্ডনম্ ইত্যেবংবিধৈঃ পাপৈঃ বীরুধাং লতানাং প্রসবঃ পল্লবপুষ্পাদিঃ বিষ্টম্ভিতঃ প্রতিবন্ধং প্রাপিতঃ ইতি অনেন প্রকারেণ বহবঃ প্রতর্কাঃ সংশয়াঃ যস্মিন্ তাদৃশং মে মনঃ অপরিচ্ছেদেন নিশ্চয়াভাবেন আকুলং চঞ্চলং ভবতি ইতি শেষঃ। অত্র পদার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গম্ অলংকারঃ, শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

মহর্ষি কণ্বের তপোবন থেকে শকুন্তলাকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমমাতা গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে মহর্ষি কণ্বের দুইশিষ্য এবং অপর দুয়েকজন ঋষি হস্তিনাপুরের রাজসভায় উপস্থিত হলে, রাজা দুষ্যন্ত এঁদের আগমনের কারণ নির্ণয় করতে না পেরে নানারকম অনুমান করতে গিয়ে বলেন যে, হয়তো বা রাজার পাপহেতু লতাদির পল্লবপুষ্পাদির উৎপত্তিনিরোধ হয়েছে। যথাশাস্ত্র রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন রাজার পরম

ধর্ম। রাজার রাজধর্মপালনে কোন ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটলে প্রজা এবং রাজ্যের ক্ষতি অনিবার্য। যেমন, আদিকবি রচিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বলা হয়েছে যে, নিয়ম লঙ্ঘনজনিত রাজদোষে প্রজাগণ বিপন্ন হয় এবং নৃপতির অসদ্‌বৃত্তি অবলম্বনের ফলে প্রজাদের মধ্যে অকালমৃত্যু দেখা দেয়।—"রাজদোষৈ র্বিপদ্যন্তে প্রজা হ্যবিধিপালিতাঃ। অসদ্‌বৃত্তে হি নৃপতৌ অকালে ম্রিয়তে জনঃ ॥" (৭/৭৩(। রাঘবভট্ট তাঁর "অর্থদ্যোতনিকা" টীকায়-এ শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন,—"রাজ্ঞোপচারাৎ পৃথিবী স্বল্পশস্যা ভবেৎ কিল। অল্পায়ুষঃ প্রজাঃ সর্বাঃ দরিদ্রাঃ ব্যাধিপীড়িতাঃ।" অর্থাৎ রাজা অপরাধ করলে পৃথিবী স্বল্পশস্য দান করে। প্রজাগণ দরিদ্র, অল্পায়ু ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

প্রতিহারী—সুচরিদণন্দিণো ইসীও দেবং সভাজইদুং আঅদেত্তি তক্কেমি। (সুচরিতনন্দিন ঋষয়ো দেবং সভাজয়িতুম্ আগতা ইতি তর্কয়ামি।)

(ততঃ প্রবিশন্তি গৌতমীসহিতাঃ শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য মুনয়ঃ। পুরশ্চৈষাং কঞ্চুকী পুরোহিতশ্চ)

কঞ্চুকী—ইতঃ ইতো ভবন্তঃ।

শার্ঙ্গরবঃ—শার দ্বত,

মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ
ন কশ্চিদ্ বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।
তথাপীদং শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব ॥ ১০ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—পুরঃ + চ + এষাম্, পুরোহিতঃ + চ, নরপতিঃ + অভিন্নস্থিতিঃ + অসৌ, বর্ণানাম্ + অপথম্ + অপকৃষ্টঃ + অপি, তথাপি + ইদম্, গৃহম্ + ইব ॥

অন্বয়—অসৌ মহাভাগঃ নরপতিঃ কামম্ অভিন্নস্থিতিঃ, বর্ণানাম্ অপকৃষ্টঃ অপি কশ্চিৎ অপথং ন ভজতে। তথাপি শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা অহং জনাকীর্ণম্ ইদং হুতবহপরীতং গৃহমিব মন্যে ॥ ১০ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—প্রতিহারী—সুচরিতনন্দিনঃ (ভবতঃ) (আপনার নানা সৎকার্যের কথা শুনে আনন্দিত হয়ে) ঋষয়ঃ (ঋষিরা) দেবং (আপনাকে) সভাজয়িতুং (অভিনন্দন জানাতে) আগতাঃ (এসেছেন), ইতি তর্কয়ামি (আমার এরকম ধারণা)। (ততঃ গৌতমীসহিতাঃ মুনয়ঃ—তারপর গৌতমীকে সঙ্গে নিয়ে ঋষিরা, শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য

প্রবিশন্তি—শকুন্তলাকে সামনে রেখে প্রবেশ করলেন, পুরশ্চৈষাং কঞ্চুকী পুরোহিতশ্চ—এবং তাঁদের আগে কঞ্চুকী এবং পুরোহিত)। কঞ্চুকী—ইত ইতো ভবন্তঃ (আপনারা এদিকে আসুন)। শার্ঙ্গরবঃ—শারদ্বত (শারদ্বত) অসৌ মহাভাগঃ নরপতিঃ (এই মহামান্য নরপতি) কামম্ (স্বীকার করছি যে) অভিন্নস্থিতিঃ (মর্যাদা পথ থেকে বিচলিত হন না), বর্ণানাম্ অপকৃষ্টঃ অপি কশ্চিৎ (নীচবর্ণের কোন লোকও) অপথং ন ভজতে (কুমার্গে গমন করে না), তথাপি (তবুও) শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা (চিরকাল নির্জনে থাকার অভ্যাসের জন্য) ইদং জনাকীর্ণং (স্থানম্) (এই জনাকীর্ণ স্থানকে) হুতবহপরীতম্ গৃহম্ ইব মন্যে (অগ্নিবেষ্টিত গৃহের মত মনে হচ্ছে ॥)

বঙ্গানুবাদ—প্রতিহারী—আপনার নানা সৎকার্যের কথা শুনে আনন্দিত হয়ে ঋষিগণ আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন—এরকম আমি মনে করি। (তারপর গৌতমীকে সঙ্গে নিয়ে, ঋষিগণ শকুন্তলাকে সামনে রেখে প্রবেশ করলেন, এবং তাঁদের আগে কঞ্চুকী ও পুরোহিত।)

কঞ্চুকী—আপনারা এদিকে আসুন।

শার্ঙ্গরব—শারদ্বত, এই মহামান্য নরপতি, মর্যাদাপথ থেকে বিচলিত হন না, তা স্বীকার করি। (প্রজাদের মধ্যে) হীনবর্ণের কোন ব্যক্তিও অসৎপথ অবলম্বন করে না, কিন্তু তথাপি আমার চিত্ত নিরন্তর বিজনপ্রদেশে অভ্যস্ত হওযায এই জনাকীর্ণ রাজভবন আমার কাছে অগ্নিপরিবেষ্টিত গৃহের ন্যায় (উদ্বেগকর) বোধ হচ্ছে।

মনোরমা—অভিন্নস্থিতিঃ—অভিন্না স্থিতিঃ যেন, বহুব্রীহিঃ, সঃ। বর্ণানাম্— নির্ধারণে ষষ্ঠী—"যতশ্চ নির্ধারণম্" সূত্র অনুসারে। অপথম্—ন পন্থাঃ, অপথম্ "পথো বিভাষা" সূত্র অনুসারে পাক্ষিক সমাসান্ত অ। সুতরাং অপন্থাঃ এবং অপথম্—দুটি রূপ পাওয়া যায়, অপথং নপুংসকম্। মনসা—করণে তৃতীয়া। হুতবহপরীতম্—হুতবহেন পরীতম্, তৃতীয়া তৎপুরুষঃ। মহাভাগঃ—মহান্ ভাগঃ যস্য, বহুব্রীহিঃ, সঃ ॥

আশা—মহাভাগ ইতি ॥ অসৌ পুরো দৃশ্যমানঃ, মহান্ ভাগঃ যস্য সঃ তথোক্তঃ অয়ং বিপুলভাগ্যবান্ নরপতিঃ দুষ্যন্তঃ কামং যদ্যপি ন ভিন্না বিপরীতা স্থিতিঃ মর্যাদা যস্য এবম্ভূতঃ মর্যাদাপালকোঽস্তি, বর্ণানাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য-শূদ্রাণাম্ অপকৃষ্টঃ হীনঃ অপি কশ্চিদ্ অস্য পালনগুণেন ন পন্থাঃ ইতি অপথং তদ্ অসৎপথং কুমার্গমিত্যর্থঃ ন ভজতে ন আশ্রয়তি, উন্মার্গগামী ন ভবতি, কা কথা উৎকৃষ্টবর্ণানাম্ ইত্যর্থঃ, অপিকারেণ দ্যোত্যতে। তথাপি সর্বত্রৈব সম্যগ্ব্যবহারদর্শনেন উদ্বেগকারণে অসতি অপি, শশ্বদ্ নিরন্তরং পরিচিতম্ অভ্যস্তং বিবিক্তং জনশূন্যস্থানং যস্য তেন তাদৃশেন মনসা হৃদয়েন *ইদং দৃশ্যমানং জনাকীর্ণং জনৈঃ মানবৈঃ আকীর্ণং পূর্ণং গৃহং* রাজভবনং হুতবহেন বহ্নিনা

পরীতং পরিব্যাপ্তং গৃহমিব মন্যে। অগ্নিনা ভস্মীক্রিয়মাণং গৃহং যথা সোঽদ্বেগপ্রবেশং ভবতি তথা নৃপভবনমিদমিতি উপমালংকারঃ। তল্লক্ষণং তু—"সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ" ইতি। শিখরিণী চ বৃত্তম্. "রসৈঃ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলা গঃ শিখরিণী" ইতি লক্ষণাৎ ॥

শারদ্বতঃ—জানে ভবান্ পুরপ্রবেশাদিত্থংভূতঃ সংবৃত্তঃ। অহমপি—

অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি ॥ ১১ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—পুরপ্রবেশাৎ + ইত্থংভূতঃ, অহম্ + অপি, অভ্যক্তম্ + ইব, শুচিঃ + অশুচিম্ + ইব, বদ্ধম্ + ইব, স্বৈরগতিঃ + জনম্ + ইহ, সুখসঙ্গিনম্ + অবৈমি।

অন্বয়—স্নাতঃ অভ্যক্তমিব শুচিঃ অশুচিমিব. প্রবুদ্ধঃ সুপ্তমিব স্বৈরগতিঃ বদ্ধমিব (অহম্) ইহ সুখসঙ্গিনং জনম্ অবৈমি ॥ ১১ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শারদ্বত—জানে (আমি বুঝতে পারছি) ভবান্ (তুমি) পুরঃ প্রবেশাৎ (নগরে প্রবেশের পর থেকেই) ইত্থম্ভূতঃ সংবৃত্তঃ (এরূপ বোধ করছ)। অহমপি (আমিও) স্নাতঃ অভ্যক্তমিব (স্নাতব্যক্তির তেলমাখা লোক দেখে যে অনুভূতি হয়) শুচিঃ অশুচিমিব (শুচি লোকের অশুচি লোক দেখলে যে অনুভূতি হয়) প্রবুদ্ধঃ সুপ্তমিব (জাগ্রত লোকের নিদ্রিত ব্যক্তিকে দেখলে যে অনুভূতি হয়) স্বৈরগতিঃ বদ্ধমিব (স্বাধীন ব্যক্তির শৃঙ্খলিত লোক দেখলে যে অনুভূতি হয়) ; ইহ সুখসঙ্গিনং জনম্ অবৈমি (এখানকার সুখভোগে আসক্ত লোকদের দেখে আমার সেরকম অনুভূতিই হচ্ছে।)

বঙ্গানুবাদ—শারদ্বত—আমি বুঝতে পারছি, তুমি নগরে প্রবেশের পর থেকেই এরূপ বোধ করছ। স্নাতব্যক্তি তৈলাক্তদেহ ব্যক্তিকে দেখে, শুচিব্যক্তি অশুচিজনকে দেখে, জাগরিত ব্যক্তি নিদ্রিত ব্যক্তিকে দেখে, এবং স্বচ্ছন্দগতি অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে দেখে যেরূপ মনে করে, আমিও এখানকার সংসারসুখাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণকে সেরূপ মনে করছি ॥

মনোরমা—অভ্যক্তম্ = অভি + অঞ্জ্ + ক্ত কর্মণি। স্বৈরগতিঃ = স্বৈরা গতিঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ. সঃ। সুখসঙ্গিনম্—সুখে সঙ্গঃ অস্য অস্তি ইতি সুখসঙ্গ + ইনি, তম্।

আশা—অভ্যক্তমিতি ॥ স্নাতঃ নদ্যাদৌ কৃতাবগাহনঃ জনঃ অভ্যক্তমিব স্নানাৎ প্রাক্ তৈলমর্দনাদিনা মলিনমিব, অনেন সংসারগহনে ভ্রমতো জনস্য মলাসঙ্গঃ ধ্বনিতঃ। শুচিঃ বিহিতকায়মনোবাক্শৌচঃ জনঃ অশুচিমিব অপূতমিব, এতেন সংসারমার্গস্য মোক্ষানুপযোগিত্বং সূচিতম্। প্রবুদ্ধঃ বীতনিদ্রঃ সুপ্তং নিদ্রাণং মায়াচ্ছন্নমিব, অনেন অজ্ঞানাবিদ্ধত্বং ব্যজ্যতে। স্বৈরা ইচ্ছানুরূপা স্বাধীনা গতিঃ গমনং যস্য সঃ স্বচ্ছন্দচারী বদ্ধমিব শৃঙ্খলাদিভিঃ বন্ধনমাপন্নমিব, অনেন প্রযত্নসহস্রানয়নে পরবশংবদত্বং ধ্বন্যতে। অহমপি ইহ রাজপুরে সুখসঙ্গিনং [illegible] জনম্ অবৈমি জানামি। নাহং পুরপ্রবেশাৎ ভবানিব উদ্বিগ্নঃ, কিন্তু অবিদ্যাপথবর্তিনঃ অস্য জননিবহস্য দশামনুচিন্তয়তঃ মে হৃদয়ম্ অনুকম্পাস্পৃষ্টমিতি ভাবঃ। অত্র মালোপমা অলংকারঃ, যদুক্তং মালোপমা যদেকস্য বহূপমানত্বম্। আর্যা জাতিঃ ॥

আলোচনা :

পঞ্চম অংকের "**মহাভাগ কামম্**" ইত্যাদি (১০) শ্লোক এবং "**অভ্যক্তমিব স্নাতঃ**" ইত্যাদি (১১) শ্লোকে কণ্বাশ্রম থেকে আগত শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত, শিষ্য দ্বয় রাজপ্রাসাদের জীবন সম্পর্কে যে মানসিক প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তাতে উভয় শিষ্যের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। কুলপতি কণ্বের আশ্রমের শুচিশুভ্র, শান্তসংযত পরিবেশে একই জীবনধারার অনুবর্তন করলেও মানসিক গঠনের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। জনবহুল, কোলাহলমুখর, রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করেই আজন্ম তপোবনের নির্জন নিভৃত, অনাড়ম্বর, সহজ, সরল পরিবেশের সঙ্গে সুপরিচিত উভয় কণ্বশিষ্যের মনোভাবে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয। শার্ঙ্গরব বলেন—"যেহেতু আজন্ম নির্জন অরণ্যে বাস করি, সেজন্য জনাকীর্ণ এ রাজপ্রাসাদকে আমার অগ্নিপরিবেষ্টিত গৃহের মত মনে হচ্ছে।" আবার, শারদ্বত বললেন—"স্নাতব্যক্তি তৈলাক্ত অস্নাতকে, শুচিব্যক্তি অশুচিব্যক্তিকে, জাগ্রতব্যক্তি সুপ্তব্যক্তিকে এবং মুক্তব্যক্তি বদ্ধজনকে দেখলে যেরকম বোধ কবে, রাজপ্রাসাদের জনজীবন সম্পর্কে আমিও সেরকম বোধ করি।" লক্ষ্য করা যায় যে, শার্ঙ্গরব আশ্রমের বাহ্যপরিবেশের সঙ্গে রাজপুরীর বাহ্য পরিবেশের তুলনামূলক বিচার করে রাজপ্রাসাদের বাহ্যপরিবেশ সম্পর্কে নিতান্তই বিরক্ত। কিন্তু শারদ্বত রাজপ্রাসাদের বিষয়াসক্ত, ভোগসর্বস্ব, মুক্তিবিমুখ জীবনের সঙ্গে আশ্রমের ভোগবিমুখ, মুক্তিলিপ্সু, আসক্তিরিক্ত জীবনের পার্থক্য লক্ষ্যকরে বিশেষ বিচলিত। উভয়শিষ্যের মনোভাব থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিমতা, কুটিলতা এবং আড়ম্বর রাজপ্রাসাদের জনজীবনে প্রতিফলিত। আশ্রম পরিবেশের সঙ্গে নাগরিক পরিবেশের অসামঞ্জস্যে গভীর অস্বস্তি উভয়ের মানসিক প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ পেয়েছে ॥

শকুন্তলা—(নিমিত্তং সূচয়িত্বা) অম্মহে কিং মে বামেদরং নঅণং বিস্ফুরদি? (অহো, কিং মে বামেতরং নয়নং বিস্ফুরতি?)

গৌতমী—জাদে, পড়িহদং অমঙ্গলং। সুহাইং দে ভত্তুকুলদেবদাও বিতরন্দু। (পরিক্রামতি) (জাতে, প্রতিহতম্ অমঙ্গলম্। সুখানি তে ভর্তৃকুলদেবতা বিতরন্তু।)

পুরোহিতঃ—(রাজানং নির্দিশ্য) ভো ভোস্তপস্বিনঃ, অসাবত্রভবান্ বর্ণাশ্রমাণাং রক্ষিতাঃ প্রাগেব মুক্তাসনো বঃ প্রতিপালয়তি। পশ্যতৈনম্।

শার্ঙ্গরবঃ—ভো মহাব্রাহ্মণ, কামমেতদভিনন্দনীয়ং তথাপি বয়মত্র মধ্যস্থাঃ। কুতঃ,—

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈ-
র্নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্ ॥ ১২ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—ভোস্তপস্বিনঃ = ভোঃ + তপস্বিনঃ, অসৌ + অত্রভবান্, প্রাক্ + এব, পশ্যত + এনম্, কামম্ + এতৎ + অভিনন্দনীয়ম্, নম্রাঃ + তরবঃ, বয়ম্ + অত্র, ফলাগমৈঃ + নবাম্বুভিঃ + দূরবিলম্বিনঃ, এব + এষঃ।

অন্বয়—তববঃ ফলাগমৈঃ নম্রাঃ ভবন্তি, ঘনাঃ নবাম্বুভিঃ দূরবিলম্বিনঃ (ভবন্তি), সৎপুরুযাঃ সমৃদ্ধিভিঃ অনুদ্ধতাঃ (ভবন্তি), পরোপকারিণাম্ এষ এব স্বভাবঃ।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—[নিমিত্তং সূচয়িত্বা—দুর্লক্ষণ অভিনয় করে] অহো (হায়) কিং মে বামেতরং নয়নং বিস্ফুরতি (আমার দক্ষিণ নয়ন কম্পিত হচ্ছে কেন?) গৌতমী—জাতে (বৎস) প্রতিহতম্ অমঙ্গলম্ (তোমার অমঙ্গল প্রতিহত হয়েছে।) সুখানি তে ভর্তৃকুলদেবতা বিতরন্তু (তোমার পতির কুলদেবতাগণ তোমাকে সুখ-সম্পদ দান করুন।) পুরোহিতঃ—(রাজানং নির্দিশ্য—রাজাকে দেখিয়ে) ভো ভোস্তপস্বিনঃ (হে তপস্বিগণ শুনুন) অসৌ অত্রভবান্ বর্ণাশ্রমাণাং রক্ষিতা (বর্ণাশ্রমের রক্ষক এই যে আমাদের মাননীয় মহারাজ) প্রাগেব মুক্তাসনঃ (আগে থেকেই আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে) বঃ প্রতিপালয়তি (আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন)। পশ্যত এনম্ (এঁকে দেখুন)। শার্ঙ্গরবঃ—ভো মহাব্রাহ্মণ (ওহে মহাব্রাহ্মণ), কামম্ এতৎ অভিনন্দনীয়ম্ (স্বীকার করি যে, এইটি প্রশংসার যোগ্য), তথাপি (তবুও বলছি) বয়ম্ অত্র মধ্যস্থাঃ (এ বিষয়ে আমরা উদাসীন)। কুতঃ (কেননা) তরবঃ ফলাগমৈঃ নম্রাঃ ভবন্তি (বৃক্ষসমূহ ফলসমাগমে স্বতঃই আনত হয়), ঘনাঃ নবাম্বুভিঃ দূরবিলম্বিনঃ (মেঘমালা নতুন

জলভারে অনেকদূর পর্যন্ত নিম্নগামী হয়), সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ অনুদ্ধতাঃ (প্রকৃত সজ্জনব্যক্তিগণ বিভবাগমে বিনীত থাকেন), পরোপকারিণাম্ (পরোপকারিদের) এষ এব স্বভাবঃ (এটাই স্বভাব)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—[দুর্লক্ষণ অভিনয় করে] হায়ঙ্গ আমার দক্ষিণনয়ন কম্পিত হচ্ছে কেন?

গৌতমী—বৎসঙ্গ তোমার অমঙ্গল প্রতিহত হয়েছে। তোমার পতির কুলদেবতাগণ তোমাকে সুখ সম্পদ দান করুন।

পুরোহিত—(রাজাকে দেখিয়ে) হে তপস্বিগণ শুনুন। বর্ণাশ্রমের রক্ষক এইযে আমাদের মাননীয় মহারাজ আগে থেকেই আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। এঁকে দেখুন।

শার্ঙ্গরব—ওহে মহাব্রাহ্মণ, স্বীকার করি যে, এইটি প্রশংসার যোগ্য। তবুও বলছি, এ বিষয়ে আমরা উদাসীন। কেননা, বৃক্ষসমূহ ফলসমাগমে স্বতঃই আনত হয়। মেঘমালা নতুন জলভারে অনেকদূর পর্যন্ত নিম্নগামী হয়। প্রকৃত সজ্জন ব্যক্তিগণ বিভবাগমে বিনীত থাকেন, পরোপকারিদের এটাই স্বভাব ॥

মনোরমা—বামেতরম্—বামাৎ ইতরম্, পঞ্চমীতৎপুরুষঃ। রক্ষিতা = সাধু রক্ষতি ইতি রক্ষ্ + তৃন্ কর্তরি। ফলাগমৈঃ—ফলানাম্ আগমঃ, ষষ্ঠীতৎ, তৈঃ, হেতৌ তৃতীয়া। দূরবিলম্বিনঃ—দূরং বিলম্বন্তে ইতি দূর-বি + লম্ব্ + ণিনি কর্তরি। পরোপকারিণাম্—পরেষাম্ উপকুর্বন্তি ইতি পর-উপ + কৃ + ণিনি। অনুদ্ধতাঃ—ন উদ্ধতাঃ, নঞ্ তৎপুরুষঃ। উৎ-হন্ + ক্তঃ = উদ্ধতঃ, বহুবচন, উদ্ধতাঃ ॥

আশা—ভবন্তীতি। তরবঃ বৃক্ষাঃ ফলাগমৈঃ ফলোৎপত্তিভিঃ ফলানাম্ উদয়েন বা নম্রাঃ নতাঃ নতু উদ্ধতাঃ ইতি ভাবঃ, ভবন্তি। ঘনাঃ মেঘাঃ বর্ষাসম্ভৃতানি অম্বূনি সলিলানি তৈঃ নবাম্বুভিঃ জলপূর্ণাঃ সন্তঃ দূরং বিলম্বন্তে ইতি দূরবিলম্বিনঃ সুদূরাবনতাঃ ভবন্তি। সৎপুরুষাঃ সাধবঃ সমৃদ্ধিভিঃ ঐশ্বর্যোৎকর্ষৈঃ অনুদ্ধতাঃ অনুৎসিক্তাঃ বিনীতাঃ ভবন্তি। পরোপকারিণাং পরকল্যাণব্রতে নিষ্ঠাবতাং জনানাং স্বভাবঃ প্রকৃতিঃ ঈদৃশী এব ভবতি। অত্র একস্যাপি ধর্মস্য চরণত্রয়ে পৃথক্‌নির্দেশাৎ প্রতিবস্তূপমালংকারঃ। পরোপকারিণাং মহতাং এষ এব স্বভাবঃ অভ্যুদয়ে বিনীতত্বমেব সতাং প্রকৃতিঃ। সামান্যেন বিশেষ-সমর্থনরূপোঽর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ।

আলোচনা :

(ক) **"ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ"** ইত্যাদি শ্লোকটি ভর্তৃহরিরচিত নীতিশতকেও পাওয়া যায়, তবে সেখানে "ফলাগমৈঃ"-পাঠের পরিবর্তে "ফলোদ্‌গমঃ" পাঠ গৃহীত হয়েছে।

রাজপুরোহিত যখন কণ্বাশ্রম থেকে আগত ঋষিদের উদ্দেশ্যে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর দুষ্যন্তের বিনয়াধিক্যের প্রশংসা করে বললেন যে, বর্ণাশ্রমের রক্ষক মাননীয় মহারাজ আগে থেকে আসন ত্যাগ করে আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা করতে দণ্ডায়মান রয়েছেন, তখন কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব বলেন যে, রাজা দুষ্যন্তের এ বিনয় অভিনন্দনযোগ্য হলেও তাঁরা এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে পারেন না। কেননা, তাঁর মতে রাজার প্রতিপালিত রাজপুরোহিত রাজার প্রশংসা করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা এখানে "মধ্যস্থ" অর্থাৎ উদাসীন। শার্ঙ্গরব প্রকৃতি-জগৎ ও মানবজগৎ থেকে একাধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলেন যে, যাঁরা পরোপকারব্রতে দীক্ষিত বিনযই তাঁদের চরিত্রের প্রধান ও প্রথম বৈশিষ্ট্য। পণ্ডিত রমেন্দ্রমোহন বসুর মতে—"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়ম্" ইত্যাদি (২/১০) শ্লোক এবং "ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ" ইত্যাদি (৫/১২) শ্লোক—যথাক্রমে ভর্তৃহরি রচিত 'শৃঙ্গারশতক' ও 'নীতিশতক'-এ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

(খ) শকুন্তলা বললেন,—"কিং মে বামেতরং নয়নং বিস্ফুরতি"—আমার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হচ্ছে। শাস্ত্রমতে নারীদের দক্ষিণ অঙ্গের কম্পন যেমন অশুভসূচক তেমনি পুরুষদের বাম অঙ্গের কম্পনও একই ফলদায়ক। আবার, পুরুষদের দক্ষিণঅঙ্গের স্পন্দন যেমন শুভসূচক, তেমনি নারীদের বামঅঙ্গের স্পন্দনও শুভসূচক। যেমন—"দক্ষিণচক্ষুঃস্পন্দনং বন্ধুদর্শনম্ অর্থলাভঃ বা। বামচক্ষুঃস্পন্দনং বন্ধুবিচ্ছেদঃ ধনহানি র্বা ॥ স্ত্রীণাম্ এতৎ ফলমবিফলং দক্ষিণে বৈপরীতম্ ॥"—(রমেন্দ্রমোহন বসুকর্তৃক উদ্ধৃত।)

প্রতিহারী—দেব, পসণ্ণমুহবণ্ণা দীসন্তি। জানামি বিস্সদ্ধকজ্জা ইসীও। (দেব, প্রসন্নমুখবর্ণা দৃশ্যন্তে। জানামি বিশ্রব্ধকার্যা ঋষয়ঃ।)

রাজা—(শকুন্তলাং দৃষ্ট্বা) অথাত্রভবতী—

কা স্বিদবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্ ॥ ১৩ ॥

প্রতিহারী—দেব, কুতূহলগব্ভোপহিদো ণ মে তক্কো পসরদি। ণং দংসণীআ উণ সে আকিদী লক্খীঅদি। (দেব, কুতূহলগর্ভোপহিতো ন মে তর্কঃ প্রসরতি। ননু দর্শনীয়া পুনঃ অস্যাঃ আকৃতিঃ লক্ষ্যতে।)

রাজা—ভবতু। অবর্ণনীয়ং পরকলত্রম্।

শকুন্তলা—(হস্তমুরসি কৃত্বা, আত্মগতম্) হিঅঅ কিং এব্বং বেবসি। অজ্জউওস্স ভাবং ওহারিঅ ধীরং দাব হোহি। (হৃদয়, কিম্ এবং বেপসে। আর্যপুত্রস্য ভাবম্ অবধার্য ধীরং তাবৎ ভব।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—অথ + অত্রভবতী, স্বিৎ + অবগুণ্ঠনবতী, কিসলয়ম্ + ইব, হস্তম্ + উরসি।

অন্বয়—পাণ্ডুপত্রাণাং মধ্যে কিসলয়মিব তপোধনানাং মধ্যে নাতিপরিস্ফুট-শরীরলাবণ্যা অবগুণ্ঠনবতী ইয়ং কা স্বিৎ ॥ ১৩ ॥

বাঙলা শব্দার্থ—প্রতিহারী—দেব (মহারাজ), প্রসন্নমুখবর্ণা দৃশ্যন্তে (মুনিদের মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার ছাপ দেখা যাচ্ছে)। জানামি (মনে হচ্ছে) বিশ্রব্ধকার্যাঃ ঋষয়ঃ (তাঁরা কোন অনুদ্বেগকর কার্যের জন্য এসেছেন।) রাজা—(শকুন্তলাং দৃষ্ট্বা—শকুন্তলাকে দেখে), অথ অত্রভবতী (এ অবগুণ্ঠনবতী রমণী কে?) পাণ্ডুপত্রাণাং মধ্যে (শীর্ণ পাণ্ডুপত্রের মধ্যে) কিসলয়মিব (কিসলয়ের মত) তপোধনানাং মধ্যে (ঋষিদের মধ্যে) নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা (যার শরীরের লাবণ্য সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয়নি) অবগুণ্ঠনবতী ইয়ং কা স্বিৎ (অবগুণ্ঠনবতী এ নারী কে?) প্রতিহারী—দেব (মহারাজ) কুতূহলগর্ভোপহিতঃ ন মে তর্কঃ প্রসরতি (আমার জানতে অত্যন্ত কৌতূহল হলেও কিছুই নিরূপণ করতে পারছি না) ননু দর্শনীয়া পুনঃ অস্যাঃ আকৃতিঃ লক্ষ্যতে (কিন্তু এর আকৃতি দেখবার মতই বটে।) রাজা—অবর্ণনীয়ং পরকলত্রম্ (পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা অনুচিত।) শকুন্তলা—[হস্তম্ উরসি কৃত্বা—বক্ষে হস্ত রেখে, আত্মগতম্—মনে মনে] হৃদয় (হৃদয়) কিম্ এবং বেপসে (তুমি এভাবে কম্পিত হচ্ছ কেন?) আর্যপুত্রস্য ভাবম্ অবধার্য (আর্যপুত্রের অনুরাগের কথা চিন্তা করে) ধীরং তাবৎ ভব (তুমি স্থির হও।)

বঙ্গানুবাদ—প্রতিহারী—মহারাজ, মুনিদের মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার ছাপ দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তাঁরা কোন অনুদ্বেগকর কার্যের জন্য এসেছেন।

রাজা—(শকুন্তলাকে দেখে) এ অবগুণ্ঠনবতী রমণী কে? শীর্ণপাণ্ডুপত্রের মধ্যে কিসলয়ের মত ঋষিদের মধ্যে অপরিস্ফুটশরীর লাবণ্যা এই অবগুণ্ঠনবতী নারী কে?

প্রতিহারী—মহারাজ, আমার জানতে অত্যন্ত কৌতূহল হলেও কিছুই নিরূপণ করতে পারছি না। কিন্তু এর আকৃতি দেখবার মতোই বটে।

রাজা—পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত অনুচিত।

শকুন্তলা—(বক্ষে হস্ত রেখে) (মনে মনে) হৃদয় কেন এমনভাবে কম্পিত হচ্ছে? আর্যপুত্রের অনুরাগের কথা চিন্তা করে, তুমি স্থির হও।

মনোরমা—কা স্বিৎ—প্রশ্ন/বিতর্কসূচক। নাতিপরিস্ফুটলাবণ্যা—ন অতিপরিস্ফুটম্, নাতিপরিস্ফুটম্, নঞ্তৎপুরুষঃ। শরীরস্য লাবণ্যম্, শরীরলাবণ্যম্, ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসঃ।

আশা—কেতি। পাণ্ডূনি জীর্ণানি পত্রাণি, তেষাং মধ্যে কিসলয়ং নবোদ্‌গতং পল্লবম্ ইব তপোধনানাং তাপসানাং মধ্যে, ন অতিপরিস্ফুটম্ অবগুণ্ঠনেন আচ্ছাদিতত্বাৎ ন সম্যক্ বহিরুদ্ভিন্নং শরীরস্য লাবণ্যং কান্তিঃ যস্যাঃ তথোক্তা অবগুণ্ঠনাবৃতদেহা ইয়ং কা ভবেৎ স্বিদিতি প্রশ্নে অব্যয়ম্, বিতর্কে বা। জীর্ণপত্রেষু নবীনং কিসলয়ং যথা দৃশ্যতে তথা তাপসেষু অপি নবোদ্ভিন্নলাবণ্যা শকুন্তলা শোভতে ইত্যর্থঃ। তত্রোপমা নামালংকারঃ, আর্যা জাতিঃ। তল্লক্ষণং তু,—"যস্যাঃ পাদে প্রথমে দ্বাদশমাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি। অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে চতুর্থকে পঞ্চদশ সার্য্যা ॥"

আলোচনা :

এ শ্লোকে প্রযুক্ত উপমাটি সঙ্গতিপূর্ণ ও যথাযথ হয়েছে কিনা তা' সহৃদয়-পাঠকের বিচার্যবিষয়। কেননা, আমরা জানি যে, শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রাকালে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের বনস্পতিগণ শকুন্তলার পরিধানের জন্য **"ইন্দুপাণ্ডু"** অর্থাৎ চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্র পট্টবস্ত্র দান করেছিল। শকুন্তলা যদি তাই পরিধান করেন, তাহলে কাষায়বস্ত্র পরিহিত ঋষিদের মধ্যবর্তিনী শুভ্রবর্ণের পট্টবসন পরিহিতা শকুন্তলাকে জীর্ণপত্রের মধ্যবর্তী নবকিসলয়ের মত দেখাতে পারেনা। যেহেতু নবকিসলয় কখনো শুভ্রবর্ণের হতে পারেনা, সেকারণে উপমাটির মধ্যে অসঙ্গতি থেকে গেছে বিবেচনা করা অস্বাভাবিক নয় ॥

পুরোহিতঃ—(পুরো গত্বা) এতে বিধিবদর্চিতাস্তপস্বিনঃ। কশ্চিদেষামুপাধ্যায়সন্দেশঃ। তং দেবঃ শ্রোতুমর্হতি।

রাজা— অবহিতোঽস্মি।

ঋষয়ঃ— (হস্তানুদ্যম্য) বিজয়স্ব রাজন্।

রাজা— সর্বানভিবাদয়ে।

ঋষয়ঃ— ইষ্টেন যুজ্যস্ব।

রাজা— অপি নির্বিঘ্নতপসো মুনয়ঃ।

ঋষয়ঃ— কুতো ধর্মক্রিয়াবিঘ্নঃ সতাং রক্ষিতরি ত্বয়ি।
তমস্তপতি ঘর্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

রাজা— অর্থবান্ খলু মে রাজশব্দঃ। অথ ভগবাংল্লোকানুগ্রহায় কুশলী কাশ্যপঃ?

ঋষয়ঃ— স্বাধীনকুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ। স ভবন্তমনাময়প্রশ্নপূর্বকমিদমাহ।

সন্ধিবিচ্ছেদ—বিধিবৎ + অর্চিতাঃ + তপস্বিনঃ, কশ্চিৎ + এষাম্ + উপাধ্যায়সন্দেশঃ, শ্রোতুম্ + অর্হতি, অবহিতঃ + অস্মি, হস্তান্ + উদ্যম্য, সর্বান্ + অভিবাদয়ে। তমঃ + তপতি, কথম্ + আবির্ভবিষ্যতি।

অন্বয়—ত্বয়ি সতাং রক্ষিতরি (সতি) ধর্মক্রিয়াবিঘ্নঃ কুতঃ? ঘর্মাংশৌ তপতি তমঃ কথম্ আবির্ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—পুরোহিতঃ—[পুরো গত্বা—অগ্রে গমন করে] এতে তপস্বিনঃ বিধিবদ্ অর্চিতাঃ (এ তপস্বিদের যথোচিত অভ্যর্থনা করা হয়েছে।) এষাং কশ্চিদ্ উপাধ্যায়সন্দেশঃ (এঁরা এঁদের উপাধ্যায়ের কাছ থেকে একটা বার্তা নিয়ে এসেছেন)। তং দেবঃ শ্রোতুমর্হতি (আপনি সে বার্তা এবার শ্রবণ করুন।) রাজা—অবহিতোঽস্মি (বলুন, শুনছি)। ঋষয়ঃ—[হস্তান্ উদ্যম্য—হস্ত উত্তোলন করে] বিজয়স্ব রাজন্ (মহারাজ, আপনার জয় হোক্)। রাজা—সর্বান্ অভিবাদয়ে (আপনাদের অভিবাদন করছি)। ঋষয়ঃ—ইষ্টেন যুজ্যস্ব (আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।) রাজা—অপি নির্বিঘ্নতপসো মুনয়ঃ (তাপসদের তপস্যা নির্বিঘ্নে চলছে ত?) ঋষয়ঃ—ত্বয়ি সতাং রক্ষিতরি সতি (সজ্জনদের রক্ষাকর্তা আপনি থাকতে), ধর্মক্রিয়াবিঘ্নঃ কুতঃ (যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ধর্মকার্যে ব্যাঘাত হবে কি করে), ঘর্মাংশৌ তপতি (উষ্ণরশ্মি সূর্য আকাশে বিরাজ করলে) তমঃ কথম্ আবির্ভবিষ্যতি (অন্ধকারের আবির্ভাব কি করে সম্ভব)? রাজা—অর্থবান্ খলু মে রাজশব্দঃ (তাহলে আমার 'রাজা' পদবী সার্থক হল।) অথ ভগবান্ কাশ্যপঃ (ভগবান্

কাশ্যপ) লোকানুগ্রহায় কুশলী (জগতের কল্যাণবিধানের জন্য কুশলে আছেন তো?) ঋষয়ঃ (ঋষিগণ)—স্বাধীনকুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ (তপঃসিদ্ধদের কুশল স্বায়ত্ত)। স (তিনি) ভবন্তম্ অনাময়প্রশ্নপূর্বকম্ (আপনার কুশল জিজ্ঞাসার পর) ইদম্ আহ (একথা জানিয়েছেন)।

বঙ্গানুবাদ—পুরোহিত—(অগ্রে গমন করে) এ তপস্বিদের যথোচিত অভ্যর্থনা করা হয়েছে। এঁরা এঁদের উপাধ্যায়ের কাছ থেকে একটি বার্তা নিয়ে এসেছেন। আপনি তা' এবার শ্রবণ করুন।

রাজা—বলুন, শুনছি।

ঋষিগণ—(হস্ত উত্তোলন করে) মহারাজ, আপনার জয় হোক।

রাজা—আপনাদের অভিবাদন করছি।

ঋষিগণ—আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হোক্।

রাজা—তাপসদের তপস্যা নির্বিঘ্নে চল্‌ছে ত?

ঋষিগণ—সজ্জনদের রক্ষাকর্তা আপনি থাকতে যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ধর্মকার্যে ব্যাঘাত হবে কি করে? উষ্ণরশ্মি সূর্য আকাশে বিরাজ করলে অন্ধকারের আবির্ভাব কি করে সম্ভব?

রাজা—তাহলে আমার 'রাজা' পদবী সার্থক হল। ভগবান কাশ্যপ জগতের কল্যাণ বিধানের জন্য কুশলে আছেন ত?

ঋষিগণ—তপঃসিদ্ধদের কুশল স্বায়ত্ত। তিনি আপনার কুশল জিজ্ঞাসার পর একথা জানিয়েছেন।

মনোরমা—ধর্মক্রিয়াবিঘ্নঃ = ধর্মস্য ক্রিয়াঃ, ষষ্ঠীতৎ, ধর্মক্রিয়াঃ তাসু বিঘ্নঃ, সপ্তমীতৎ। ঘর্মাংশৌ = ঘর্মাঃ অংশবঃ যস্য, বহুব্রীহিঃ, তস্মিন্। ত্বয়ি—"যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্"—সূত্র অনুসারে ভাবে সপ্তমী।

আশা—কুত ইতি ॥ ত্বয়ি দুষ্যন্তে সতাং সজ্জনানাং রক্ষিতরি পরিপালকে বিদ্যমানে সতি ধর্মক্রিয়াসু যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানেষু বিঘ্নঃ অন্তরায়ঃ কুতঃ কস্মাৎ সম্ভবতি, ন কুতোঽপি ইত্যাশয়ঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—ঘর্মাঃ উষ্ণাঃ অংসবঃ কিরণাঃ যস্য তস্মিন্ ঘর্মাংসৌ রবৌ তপতি কিরণান্ বিতরতি সতি, তমঃ ধ্বান্তং কথম্ আবির্ভবিষ্যতি। তপনোদয়ে যথা তিমিরং লয়ং প্রাপ্নোতি, তথা—দণ্ডধরে দুষ্যন্তে সাধূনাং ধর্মানুষ্ঠানেভ্যঃ বিঘ্নাঃ অন্তর্হিতাঃ ভবন্তি ইতি দৃষ্টান্তালংকারঃ। অনুরূপোক্তিঃ লভ্যতে রঘুবংশে,—"সূর্যে তপত্যাবরণায় দৃষ্টেঃ কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্রা।" (৫/১৩)।

রাজা—কিম্ আজ্ঞাপয়তি ভবান্?

শার্ঙ্গরবঃ—যন্মিথঃ সময়াদিমাং মদীয়াং দুহিতরং ভবানুপাযংস্ত তন্ময়া প্রীতিমতা যুবয়োরনুজ্ঞাতম্। কুতঃ—

ত্বমর্হতাং প্রাগ্রসরঃ স্মৃতোঽসি নঃ
শকুন্তলা মূর্তিমতী চ সৎক্রিয়া।
সমানয়ংস্তুল্যগুণং বধূবরম্
চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১৫ ॥

তদিদানীমাপন্নসত্ত্বা প্রতিগৃহ্যতাং সহধর্মচরণায়েতি।

গৌতমী—অজ্জ, কিংপি বত্তুকামম্ হি। ন মে বঅনাবসরো অত্থি। কহং ত্তি—

নাবেক্খিও গুরুঅণো ইমাএ ণ তুএ পুচ্ছিদো বন্ধু।
এক্কক্কমেব্বং চরিএ ভণামি কিং এক্কমেক্কস্স ॥ ১৬ ॥

[আর্য, কিমপি বক্তুকামাস্মি। ন মে বচনাবসরঃ অস্তি। কথমিতি—

নাপেক্ষিতো গুরুজনোঽনয়া ন ত্বয়া পৃষ্টো বন্ধু জনঃ।
স্মিন্নেব একৈকমেবং চরিতে ভণামি কিমেকৈকম্ ॥ ১৬ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—কিম্ + আজ্ঞাপয়তি, যৎ + মিথঃ + সময়াৎ + ইমাম্, ভবান্ + উপাযংস্ত, তৎ + ময়া, যুবয়োঃ + অনুজ্ঞাতম্, ত্বম্ + অর্হতাম্, স্মৃতঃ + অসি, সমানয়ন্ + তুল্যগুণম্, তৎ + ইদানীম্ + আপন্নসত্ত্বা, সহধর্মচরণায় + ইতি। বক্তুকামা + অস্মি, একৈকম্ + এবম্, কিম্ + একৈকম্।

অন্বয়—ত্বং নঃ অর্হতাং প্রাগ্রসবঃ স্মৃতোঽসি। শকুন্তলা চ মূর্তিমতী সৎক্রিয়া। প্রজাপতিঃ তুল্যগুণং বধূবরং সমানয়ন্ চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ ॥ ১৫ ॥

অনয়া গুরুজনঃ ন অপেক্ষিতঃ, ত্বয়া ন বন্ধুঃ পৃষ্টঃ। একৈকম্ এবং চরিতে একৈকম্ কিং ভণামি ॥ ১৬ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—রাজা—কিম্ আজ্ঞাপয়তি ভগবান্ (ভগবান্ কাশ্যপ কি আদেশ করেছেন)? শার্ঙ্গরবঃ—যৎ ভবান্ মিথঃ সময়াৎ (পরস্পর শপথ করে আপনি যে) ইমাং মদীয়াং দুহিতরম্ উপাযংস্ত (আমার এ কন্যাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেছেন) তন্ময়া প্রীতিমতা (তা' আমি সানন্দচিত্তে) যুবয়োঃ (আপনাদের সে পরিণয়) অনুজ্ঞাতম্ (অনুমোদন করেছি)। কুতঃ (কেননা), ত্বম্ (তুমি, এখানে আপনি) নঃ (আমাদের) অর্হতাং প্রাগ্রসরঃ স্মৃতঃ অসি (শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণের মধ্যে আপনাকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ

বলে বিবেচনা করি), শকুন্তলা চ মূর্তিমতী সৎক্রিয়া (শকুন্তলাও শরীরধারিণী সৎক্রিয়া)। প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) তুল্যগুণং বধূবরম্ (সমানগুণান্বিত বর ও বধূর) সমানয়ন্ (মিলন সংঘটিত করে) চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ (চিরকালের নিন্দা থেকে মুক্ত থাকলেন)। তৎ (সুতরাং) ইদানীং (এখন) আপন্নসত্ত্বা (সন্তানগর্ভা শকুন্তলাকে) সহধর্মচরণায় (একই সঙ্গে ধর্মাচরণের জন্য) প্রতিগৃহ্যতাম্ ইতি (সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করুন)।

গৌতমী—আর্য (মহারাজ) কিমপি বক্তুকামা অস্মি (আমি কিছু বলতে চাই)। ন মে বচনাবসরঃ অস্তি (অবশ্য এখানে আমার বলার বিশেষ অবকাশ নেই)। কথমিতি (কেন,—এ প্রশ্নের উত্তরে বলি) অনয়া (অর্থাৎ শকুন্তলা) গুরুজনঃ ন অপেক্ষিতঃ (গুরুজনের মতামতের জন্য অপেক্ষা করেনি), ত্বয়া ন বন্ধুঃ পৃষ্টঃ (আর আপনিও আপনার আত্মীয়পরিজনদের মতামত জিজ্ঞাসা করেননি)। একৈকম্ এবং চরিতে (দুজনেই আপনারা স্বেচ্ছায় সব করেছেন), একৈকং কিং ভণামি (সুতরাং এ সম্বন্ধে অপরের কি আর বলবার থাকতে পারে?)

বঙ্গানুবাদ—রাজা—ভগবান্ কাশ্যপ কি আদেশ করেছেন?

শার্ঙ্গরব—পরস্পর শপথ করে আপনি যে আমার এ কন্যাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেছেন, তা' আমি সানন্দচিত্তে আপনাদের সে পরিণয় অনুমোদন করেছি। কেননা, আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণের মধ্যে আপনাকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করি। শকুন্তলাও শরীরধারিণী সৎক্রিয়া। প্রজাপতি ব্রহ্মা সমগুণান্বিত বর ও বধূর মিলন সংঘটিত করে চিরকালের নিন্দা থেকে মুক্ত থাকলেন। সুতরাং এখন সন্তানগর্ভা শকুন্তলাকে একই সঙ্গে ধর্মাচরণের জন্য সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করুন।

গৌতমী—মহারাজঙ্গ আমি কিছু বলতে চাই। অবশ্যি এখানে আমার বলার কোন অবকাশ নেই। কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলি,—এই শকুন্তলা গুরুজনের মতামতের জন্য অপেক্ষা করেনি। আর আপনি ও আপনার আত্মীয়-পরিজনদের মতামত জিজ্ঞাসা করেননি। দুজনেই আপনারা স্বেচ্ছায় সব করেছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে অপরের আর কীই বা বলবার থাকতে পারে?

মনোরমা—উপাযংস্ত = উপ-যম্ + লঙ্ প্রথমপুরুষ একবচন। "উপাদ্ যমঃ স্বকরণে"-এ সূত্র অনুসারে আত্মনেপদ। অর্হতাম্ = অর্হ + শতৃ, তেষাম্ প্রশংসার্থে। "যতশ্চ নির্ধারণম্"-এ সূত্র অনুসারে নির্ধারণে ষষ্ঠী। স্মৃতঃ = স্মৃ + ক্ত কর্তরি। নঃ—"ক্তস্য চ বর্তমানে"-এ সূত্র অনুসারে ষষ্ঠী। মূর্তিমতী = মূর্ত্তি + মতুপ্ + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্। সমানয়ন্ = সম্-আ-নী + শতৃ। তুল্যগুণম্ = তুল্যাঃ গুণাঃ যস্য বহুব্রীহিঃ, তম্। বধূবরম্ = বধূশ্চ বরশ্চ (দ্বন্দ্ব সমাসঃ) তম্। "সর্বো দ্বন্দ্বো বিভাষয়া একবদ্ ভবতি" এ নিয়ম

অনুসারে এখানে সমাহার দ্বন্দ্ব হয়েছে। এখানে বিকল্প হয়ে বধূবরৌ ॥ আপন্নসত্ত্বাম্— আপন্নং সত্ত্বং যস্যাঃ, **বহুব্রীহিঃ**। সহধর্মচরণায় = ধর্মস্য চরণম্ ষষ্ঠীতৎ, সহ ধর্মচরণম্, 'সুপ্‌সুপা', তস্মৈ, তাদর্থ্যে চতুর্থী। বক্তুকামা = বক্তুং কামঃ যস্যাঃ সা বহুব্রীহি, বক্তুকামা। "তুং কামমনসোরপি"-এ সূত্র অনুসারে 'বক্তুম্' শব্দের তুমুন্-এর চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে ॥

আশা—কৃত ইতি। অর্হতাং যোগ্যানাং মধ্যে, "যতশ্চ নির্ধারণম্" ইতি নির্ধারণে ষষ্ঠী, ত্বং প্রাগ্রসরঃ প্রকর্ষেণ অগ্রসরঃ, অগ্রযায়ী শ্রেষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ, নঃ অস্মাকং স্মৃতোঽসি, "মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ" ইতি বর্তমানে ক্তঃ, "ক্তস্য চ বর্তমানে" ইতি কর্তরি ষষ্ঠী। শকুন্তলা চ মূর্তিমতী সাক্ষাৎ শরীরিণী সৎক্রিয়া অর্চনক্রিয়া। অনেন চ অখিলজনপূজ্যত্বম্ অস্যাঃ ধ্বনিতম্। অতএব তুল্যগুণত্বম্। সৎকারার্হস্য সৎকারলাভঃ যুক্ত এব ইতি সরলার্থঃ। প্রজাপতিঃ ব্রহ্মা অযোগ্যানাং মেলনং সম্পাদয়িতা তুল্যগুণং সমানগুণম্ বধূশ্চ বরশ্চ ইতি বধূবরম্, 'সর্বো দ্বন্দ্বো বিভাষয়া একবদ্ ভবতি" ইতি, সমানযন্ বিবাহেন সমানং কুর্বন্ চিরস্য বহুকালাদনন্তরং বাচ্যং নিন্দাং ন গতঃ। বিষমা হি বিধাতুঃ সংঘটনরীতিঃ ইতি লোকবাদাৎ নিষ্কৃতিং গতঃ। জগৎসৃষ্টেঃ প্রারম্ভাৎ ইদং হি একমাত্রম্ উদাহরণং যস্মিন্ প্রজাপতিনা সমগুণসম্পন্নস্য বধূবরস্য সম্মেলনং বিহিতম্ ইতি ভাবঃ ॥

আলোচনা :

এ সংসারে সমগুণান্বিত বর এবং বধূর মধ্যে পরিণয় সংঘটনে ব্যর্থ বলে ভগবান্ প্রজাপতি সম্বন্ধে কুৎসা প্রচলিত ছিল। যে ব্যক্তি সুন্দর, তাঁর পত্নী কুরূপা, আবার, যে স্ত্রী সুন্দরী, তাঁর পতি কুরূপ। যেক্ষেত্রে স্বামীস্ত্রী উভয়ে কুৎসিত সেখানে দরিদ্রতা ॥ সুতরাং প্রজাপতি ব্রহ্মার কার্য বিচিত্র।—"**যঃ সুন্দরস্তদ্‌বনিতা** কুরূপা। যা সুন্দরী সা পতিরূপহীনা ॥ যত্রোভয়ং তত্র দরিদ্রতা চ। বিধের্বিচিত্রাণি বিচেষ্টিতানি ॥" যোগ্য বর ও যোগ্যা বধূর মধ্যে মিলন সংঘটনে অসমর্থ হয়েছিলেন বলে এতদিন পর্যন্ত যে প্রজাপতি নিন্দিত হয়েছিলেন, সমগুণে ভূষিত যোগ্য বর রাজা দুষ্যন্ত এবং যোগ্যা বধূ শকুন্তলাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দীর্ঘকালপরে প্রজাপতি ব্রহ্মা সে কলংক থেকে মুক্ত হলেন,—চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ।" উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহাকবিরচিত "রঘুবংশম্" মহাকাব্যেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে।—"কুলেন কান্ত্যা বয়সা নবেন গুণৈশ্চ তৈস্তৈর্বিনয়প্রধানৈঃ। ত্বমাত্মনস্তুল্যমমুং বৃণীষ্ব রত্নং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন ॥"—(৬/৭৯)। তুল্যগুণ বরবধূ, অজ-ইন্দুমতীর মিলন প্রসঙ্গে উক্ত মন্তব্য ॥

শকুন্তলা—(আত্মগতম্) কিং ণু ক্খু অজ্জ উত্তোভণাদি? (কিং নু খলু আর্যপুত্রঃ ভণতি?)

রাজা—কিমিদমুপন্যস্তম্?

শকুন্তলা—(আত্মগতম্) পাবও ক্খু বঅণো-বণ্ণাসো। (পাবকঃ খলু বচনোপন্যাসঃ।)

শার্ঙ্গরবঃ—কথমিদং নাম? ভবন্ত এব সুতরাং লোকবৃত্তান্তনিষ্ণাতাঃ।

সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং
জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে
প্রিয়াঽপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ ॥ ১৭ ॥

রাজা—কিম্ চাত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্বা?

শকুন্তলা—(সবিষাদম্, আত্মগতম্) হিঅঅ, সংপদং দে আসঙ্কা।

(হৃদয়, সাম্প্রতং তে আশঙ্কা)।

শার্ঙ্গরবঃ—কিং কৃতকার্যদ্বেষো ধর্মং প্রতি বিমুখতা কৃতাবজ্ঞা।

রাজা—কুতোঽয়মসৎকল্পনাপ্রশ্নঃ।

শার্ঙ্গরবঃ—মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েণৈশ্বর্যমত্তেষু ॥ ১৮ ॥

রাজা—বিশেষেণাধিক্ষিপ্তোঽস্মি।

সন্ধিবিচ্ছেদ—কিম্ + ইদম্ + উপন্যস্তম্, কথম্ + ইদম্, সতীম্ + অপি, জনঃ + অন্যথা, পরিণেতুঃ + ইষ্যতে, প্রিয়া + অপ্রিয়া, চ + অত্রভবতী, কুতঃ + অয়ম্ + অসৎকল্পনাপ্রশ্নঃ, মূর্চ্ছন্তি + অমী, প্রায়েণ + ঐশ্বর্যমত্তেষু, বিশেষেণ + অধিক্ষিপ্তঃ + অস্মি ॥

অন্বয়—ভর্তৃমতীং জ্ঞাতিকুলৈকসশ্রয়াং সতীমপি জনঃ অন্যথা বিশঙ্কতে। অতঃ প্রমদা প্রিয়া অপ্রিয়া বা স্ববন্ধুভিঃ পরিণেতুঃ ইষ্যতে ॥ ১৭ ॥

কৃতকার্যদ্বেষঃ কিম্? ধর্মং প্রতি বিমুখতা কিম্? কৃতাবজ্ঞা কিম্? ঐশ্বর্যমত্তেষু প্রায়েণ অমী বিকারাঃ মূর্চ্ছন্তি ॥ ১৮ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—[আত্মগতম্—মনে মনে] কিং নু খলু আর্যপুত্রঃ ভণতি (দেখি, আর্যপুত্র এবার কি বলেন)? রাজা—কিম্ ইদম্ উপন্যস্তম্ (আপনারা

একি বলতে আরম্ভ করেছেন)? শকুন্তলা—[আত্মগতম্—মনে মনে] পাবকঃ খলু বচনোপন্যাসঃ (এঁর বাক্যবিন্যাস যেন জ্বলন্ত অগ্নি)। শার্ঙ্গরব—কথমিদং নাম (এ আপনি কি বলছেন)? ভবন্ত এব (আপনারাই) সুতরাং লোকবৃত্তান্তনিষ্ণাতাঃ (লৌকিক ব্যাপারে অত্যন্ত অভিজ্ঞ বলে আমরা জানি)। ভর্তৃমতীং (পরিনীতা যুবতী স্ত্রী) জ্ঞাতিকুলৈক-সংশ্রয়াং (সর্বদা যদি পিতৃগৃহে অবস্থান করে) সতীমপি (সে রমণী সাধ্বী হলেও) জনঃ (লোকেরা) অন্যথা বিশঙ্কতে (অন্যরকম ভাবে)। অতঃ (তাই) প্রমদা (স্ত্রী) প্রিয়া অপ্রিয়া বা (স্বামীর প্রিয় বা অপ্রিয় যাই হোক না কেন) স্ববন্ধুভিঃ (স্ত্রীর আত্মীয়পরিজন তাকে স্বামীর কাছেই রাখতে চায়) ॥ রাজা—কিং চ অত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্বা (এ নারীকে কি আমি পূর্বে বিবাহ করেছিলাম)? শকুন্তলা—[সবিষাদম্, আত্মগতম্—দুঃখের সঙ্গে, মনে মনে] হৃদয় (হে হৃদয়) সাম্প্রতং তে আশঙ্কা (যা তুমি আশঙ্কা করেছিলে, তাই সত্য হল)। শার্ঙ্গরবঃ—কৃতকার্যদ্বেষঃ কিম্ (কৃতকর্মের প্রতি বিদ্বেষ জন্মেছে কি)? ধর্মং প্রতি বিমুখতা কিম্ (ধর্মের প্রতি কি বিরাগ এসেছে)? কৃতাবজ্ঞা কিম্ (সজ্ঞানে কৃতকর্মকে উপেক্ষা করছেন কি)? রাজা—কুতঃ অসৎকল্পনাপ্রশ্নঃ (এমন উদ্ভট কল্পনার প্রশ্ন আস্‌ছে কোথা থেকে)? শার্ঙ্গরবঃ—ঐশ্বর্যমত্তেষু (ঐশ্বর্যে মত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে) প্রায়েণ (প্রায়ই) অমী বিকারাঃ মূর্চ্ছন্তি (এ রকম বিকারসমূহ বর্ধিত হয়)। রাজা—বিশেষেণ অধিক্ষিপ্তঃ অস্মি (আপনাদের এবংবিধ বাক্যে আমি বিশেষ-ভাবে অপমানিত বোধ করছি।)

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—(মনেমনে) দেখি আর্যপুত্র এখন কি বলেন?

রাজা—আপনারা একি বলতে আরম্ভ করেছেন?

শকুন্তলা—(মনেমনে) এঁর বাক্যবিন্যাস যেন জ্বলন্ত অগ্নি।

শার্ঙ্গরব—এ আপনি কি বলছেন? আপনারাই লৌকিক ব্যাপারে অত্যন্ত অভিজ্ঞ বলে আমরা জানি। পরিণীতা যুবতী স্ত্রী সর্বদা যদি পিতৃগৃহে অবস্থান করে, সে রমণী সাধ্বী হলেও লোকেরা অন্যরকম ভাবে। তাই স্ত্রী স্বামীর প্রিয় বা অপ্রিয় যাই হোক না কেন, স্ত্রীর আত্মীয়পরিজন তাকে স্বামীর কাছেই রাখতে চায়।

রাজা—এ নারীকে কি আমি পূর্বে বিবাহ করেছিলাম?

শকুন্তলা—(দুঃখের সঙ্গে, মনেমনে) হে হৃদয় যা' তুমি আশঙ্কা করেছিলে তাই সত্য হল।

শার্ঙ্গরব—কৃতকর্মের প্রতি বিদ্বেষ জন্মেছে কি? ধর্মের প্রতি কি বিরাগ এসেছে? সজ্ঞানে কৃতকর্মকে উপেক্ষা করছেন কি?

রাজা—এমন উদ্ভট কল্পনার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে?

শার্ঙ্গরব—ঐশ্বর্যে মত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায়ই এরকম বিকারসমূহ বর্ধিত হয়।

রাজা—আপনাদের এবংবিধ বাক্যে আমি বিশেষভাবে অপমানিত বোধ করছি।

মনোরমা—পরিণীতপূর্বা—পূর্বং পরিণীতা, পরিণীতপূর্বা, সহসুপা। "ভূতপূর্বে চরট্" এ সূত্র অনুসারে 'পরিণীতা' শব্দের পূর্বনিপাত। অসৎকল্পনাপ্রশ্নঃ—অসতী কল্পনা, কর্মধা, অসৎকল্পনাবিষয়কঃ প্রশ্নঃ, শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। কৃতাবজ্ঞা—কৃতস্য অবজ্ঞা, ষষ্ঠীতৎ। কৃতকার্যদ্বেষঃ—কৃতকার্যে দ্বেষঃ, সপ্তমীতৎ। দ্বেষঃ—দ্বিষ্ + ঘঞ্।

আশা—সতীমপি ইতি। সতীং সাধ্বীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং পিতৃগৃহৈক-বাসিনীং ভর্তৃমতীং পরিণীতাং তথা চ জীবদ্‌ভর্তৃকাং জনঃ লোকঃ অন্যথা বিপরীতম্ অসতীত্বেন ইতি ভাবঃ, বিশঙ্কতে আশঙ্কাং করোতি। নিয়তমেব পিত্রাদিগৃহে বসন্তীং সতীমপি সাধ্বীমপি প্রমদাং নারীং জনঃ সাধারণো জনঃ অন্যথা ব্যভিচারিণীম্ উৎপ্রেক্ষতে। অন্যথা কথম্ ইয়ম্ পতিসকাশং ন গচ্ছতি ইতি বীভৎসঃ লোকবাদঃ সর্বতঃ প্রসরতি ইতি তাৎপর্যম্। অতঃ এতাদৃশলোক-পরিবাদপরিহারার্থং স্বস্য বন্ধুভিঃ পিত্রাদিভিঃ প্রমদা যুবতিঃ, ন তু বৃদ্ধা ভর্তুঃ প্রিয়া অপ্রিয়া বা পরিণেতুঃ স্বামিনঃ সমীপে স্থিতা ইতি শেষঃ ইষ্যতে বাঞ্ছ্যতে। অত্র শকুন্তলায়াঃ ত্বৎসমীপে স্থিতিযোগ্যতা ইতি বিশেষে প্রস্তুতে যৎ সামান্যবচনং তেনাপ্রস্তুতপ্রশংসা। বংশস্থবিলং বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু—"বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ"॥

আলোচনা :

পতিবত্নী নারী সাধ্বী হলেও যদি নিয়ত বা দীর্ঘকাল যাবৎ পিতৃগৃহে বসবাস করে, তাহলে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সে নারী লোকচক্ষে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন হতো, ব্যভিচারিণী মনে করে লোকে তার চরিত্রে কলংক আরোপ করত। তবে পতিহীনা বিধবা নারী নিযত পিতৃগৃহে বসবাস করলেও লোকাপবাদ তার উপর বর্ষিত হতো না। তাই পদ্মপুরাণে এ বিষয়ে বলা হয়েছে,—**"কন্যা পিতৃগৃহে নৈব সুচিরং বাসমর্হতি। লোকাপবাদঃ সুমহান্ জায়তে পিতৃবেশ্মনি"** ॥ তাই পরিণীতা কন্যা পতির প্রিয় হোক্ বা অপ্রিয় হোক্, নিয়তই পতিগৃহে থাকুক,—এরূপ অভিপ্রায় পোষণ করেন কন্যার পিতামাতা, আত্মীয়পরিজন এবং বন্ধু বান্ধব। লোকবৃত্তনিষ্ণাত রাজা দুষ্যন্তের তা' অবিদিত নয়। সেজন্য আশ্রম থেকে আগত কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব পূর্বপরিণীতা আশ্রমবালা শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের রাজসভায় সিংহাসনোপবিষ্ট রাজার পুরোভাগে স্থাপন করে তাঁকে উক্ত লোকপ্রথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন ॥

গৌতমী—জাদে মুহুত্তঅং মা লজ্জ। অবণইস্সং দাব দে ওউণ্ঠণং। তদো তুমং ভট্টা অহিজাণিস্সদি। (যথোক্তং করোতি)। (জাতে মুহূর্ত্তং মা লজ্জস্ব। অপনেষ্যামি তে অবগুণ্ঠনম্। ততঃ ত্বাং ভর্তা অভিজ্ঞাস্যতি।)

রাজা—(শকুন্তলাং নির্বর্ণ্য, আত্মগতম্)

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্ন বেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্ ॥ ১৯ ॥

(বিচারয়ন্ স্থিতঃ)

প্রতিহারী—অহো ধম্মাবেক্‌খিআ ভট্টিনো। ঈদিসং ণাম সুহোবণদং রূবং দেক্‌খিঅ কো অণ্ণো বিআরেদি। (অহো ধর্মাপেক্ষিতা ভর্তুঃ। ঈদৃশং নাম সুখোপনতং রূপং দৃষ্ট্বা কঃ অন্যঃ বিচারয়তি।)

শার্ঙ্গরবঃ—ভো রাজন্, কিমিতি জোষমাস্যতে?

সন্ধিবিচ্ছেদ—ইদম্ + উপনতম্ + এবম্, রূপম্ + অক্লিষ্টকান্তিঃ, স্যাৎ + ন, কুন্দম্ + অন্তস্তুষারম্, ন + এব, কিম্ + ইতি, জোষম্ + আস্যতে ॥

অন্বয়—অক্লিষ্টকান্তি এবম্ উপনতম্ ইদং রূপং প্রথমপরিগৃহীতং স্যাৎ ন বা ইতি ব্যবস্যন্ অহং ভ্রমরঃ বিভাতে অন্তস্তুষারং কুন্দম্ ইব ন পরিভোক্তুং ন চ হাতুং শক্নোমি খলু।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—গৌতমী—জাতে (বৎস) মুহূর্তং মা লজ্জস্ব (ক্ষণিকের জন্য লজ্জা সংবরণ কর)। অপনেয্যামি তে অবগুণ্ঠনম্ (আমি তোমার অবগুণ্ঠন [ঘোম্‌টা] উন্মোচন করব।) ততঃ ত্বাং ভর্তা অভিজ্ঞাস্যতি (তাহলে তোমার স্বামী তোমাকে চিনতে পারবেন।) [যথোক্তং করোতি—এই বলে তাই করলেন] রাজা—[শকুন্তলাং নির্বর্ণ্য, আত্মগতম্—শকুন্তলাকে ভালো করে দেখে, মনে মনে] অক্লিষ্টকান্তি ইদং রূপং (এমন অম্লান সৌন্দর্য) এবম্ উপনতম্ (এভাবে স্বেচ্ছায় এসে উপস্থিত হয়েছে) প্রথমপরিগৃহীতং স্যাৎ ন বা (কিন্তু পূর্বে এর পাণিগ্রহণ করেছি কিনা) ইতি ব্যবস্যন্ (এ বিচার করতে গিয়ে) অহং ভ্রমরঃ বিভাতে (আমি ভ্রমর যেমন ভোরবেলায়) অন্তস্তুষারং কুন্দম্ ইব (হিমগর্ভ কুন্দফুলেব মধু গ্রহণ করতে পারেনা, আবার পরিত্যাগও করতে পারেনা, তেমনি) ন পরিভোক্তুং (আমিও এই অন্তঃসত্ত্বা মুনিকন্যাকে ভোগ করতে পারছি না) ন

চ হাতুং শক্নোমি খলু (আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারছি না।) (বিচারয়ন্ স্থিতঃ—চিন্তা কবতে লাগলেন।) প্রতিহারী—অহো (আহা) ধর্মাপেক্ষিতা ভর্তুঃ (আমাদের প্রভুর কী ধর্মানুরাগ।) ঈদৃশং নাম সুখোপনতং রূপং দৃষ্ট্বা (অনায়াসে উপস্থিত এমন রূপ দেখে) কঃ অন্য বিচারয়তি (কে আবার ইতস্তত করত।) শার্ঙ্গরবঃ—ভোঃ রাজন্ (মহারাজ) কিমিতি জোষম্ আস্যাতে (আপনি নীরব হয়ে রইলেন কেন?)

বঙ্গানুবাদ—গৌতমী—বৎস, ক্ষণিকের জন্য লজ্জা সংবরণ কর। আমি তোমার অবগুণ্ঠন উন্মোচন কবব। তাহলে পতি তোমাকে চিনতে পারবেন। (এই বলে তাই করেলন)

রাজা—(শকুন্তলাকে ভালো কবে দেখে, মনেমনে) এমন অম্লান সৌন্দর্য এভাবে স্বেচ্ছায় এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এর পাণিগ্রহণ করেছি কিনা—এ বিচার করতে গিয়ে ভ্রমব যেমন ভোরবেলায় হিমগর্ভ কুন্দফুলেব মধু গ্রহণ করতে পাবে না, আবার পরিত্যাগও করতে পাবে না, আমিও এই অন্তঃসত্ত্বা মুনিকন্যাকে ভোগ কবতে পারছিনা। (চিন্তা করতে লাগলেন)

প্রতিহারী—আহা, আমাদের প্রভুর কী ধর্মানুরাগ, অনায়াসে উপস্থিত এমন রূপ দেখে কে আবাব ইতস্ততঃ কবত?

শার্ঙ্গবব—মহারাজ, আপনি নীরব হয়ে থাকলেন কেন?

মনোরমা—অক্লিষ্টকান্তি—ন ক্লিষ্টা অক্লিষ্টা, নঞ্তৎপুরুষঃ। অক্লিষ্টা কান্তিঃ যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ। ব্যবসান্—বি-অব + সো + শতৃ। অন্তস্তুষারম্—অন্তঃ তুষাবো যস্য তৎ, বহুব্রীহিঃ। পবিভোক্তুম্—পরি-ভুজ্ + তুমুন্। উপনতম্ = উপ-নম্ ক্ত। হাতুম্—হা + তুমুন্। মুহূর্তম্—"কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে"—সূত্র অনুসারে অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া। অপনেষ্যামি = অপ-নী + লৃট্ স্যামি ॥

আশা—ইদমিতি। ইদং পুরো দৃশ্যমানম্, উপনতম্ আয়াসং বিনৈব স্বয়ং প্রাপ্তম্, অক্লিষ্টা কান্তি র্যস্য তৎ অক্লিষ্টকান্তি উজ্জ্বলশোভম্ অনির্বচনীয়ং রূপং সৌন্দর্যং প্রথমং পূর্বং পরিগৃহীতং পরিণীতং স্যাৎ ন বা পরিণীতমিতি ব্যবসান্ নিশ্চিন্বন্ বিচাবয়ন্ অহং বিভাতে প্রত্যূষে ভ্রমরঃ ষট্পদঃ অন্তঃ মধ্যে তুষারঃ হিমং যস্য তাদৃশং কুন্দমিব মাধ্যং পুষ্পমিব সপদি তৎক্ষণে খলু ইদানীমেব ন ভোক্তুং শকুন্তলায়াঃ অন্তঃসত্ত্বত্বাৎ, কুন্দস্য অন্তস্তুষাবত্বাৎ, নাপি মোক্তুং ত্যক্তুং শক্নোমি, মম শকুন্তলালাবণ্যাকৃষ্টচিত্তত্বাৎ, ষট্পদস্য চ কুন্দাসবলুব্ধত্বাৎ ইতি হৃদয়ম্। "অত্র বিভাত ইত্যুক্তেস্তদনন্তরং রবিকিবণে হিমে নীতে মকরন্দ-ভোগোঽবশ্যঃ। এবমিহাপি ভিক্ষুসন্দর্শনেন শাপে গতে তৎস্বীকারোঽবশ্যমিতি দ্যোতয়ন্ত্যোপময়া বতেঃ স্থায়িত্বদার্ঢ্যং ধ্বনিতম্"-ইত্যুক্তং রাঘবভট্টপাদৈঃ অর্থদ্যোতনিকায়াম্। অত্র উপমালংকারঃ, মালিনী চ বৃত্তম্, "ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ"—ইতি লক্ষণাৎ ॥

নাপেক্ষিত ইতি। অনয়া শকুন্তলয়া পরিণয়ব্যাপারে গুরুজনঃ কণ্বাদিঃ ন অপেক্ষিতঃ গণিতঃ, কণ্বাদীনাম্ মতমানাদৃত্য স্বয়মেব গান্ধর্ব পরিণয়ঃ স্থিরীকৃত ইত্যর্থঃ। ত্বয়া রাজ্ঞা দুষ্যন্তেনাপি স্বস্য শকুন্তলায়াঃ বা বন্ধুঃ আত্মীয়বর্গঃ ন পৃষ্ঠঃ জিজ্ঞাসিতঃ। একস্য একস্য ইতি একৈকস্য এব চারিতে রহসি ব্যবস্থিতে পরিণয়ে একঃ ইতরঃ মাদৃশোঽন্যজনঃ যুবয়োঃ উভয়োর্মধ্যে একস্মিন্ জনে কিং ভণতু বদতু, অন্যজনস্য কিমপি বক্তুমবসরো নাস্তি ইতি ভাবঃ। অত্র অর্থাপত্তিরলংকারঃ, আর্যা চ জাতিঃ।।

রাজা—ভোস্তপোধনাঃ, চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণমত্রভবত্যাঃ স্মরামি। তৎ কথমিমাম্ অভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাং প্রত্যাত্মানং ক্ষেত্রিণমাশঙ্কমানঃ প্রতিপৎস্যে।

শকুন্তলা—(অপবার্য) অজ্জস্স পরিণএ এব্ব সংদেহো। কুদো দাণিং মে দূরাহিরোহিণী আসা। (আর্যস্য পরিণয়ে এব সন্দেহঃ। কুত ইদানীং মে দূরাধিরোহিণী আশা।)

শার্ঙ্গরবঃ— মা তাবৎ।

কৃতাভিমর্শামনুমন্যমানঃ
সুতাং ত্বয়া নাম মুনির্বিমান্যঃ।
মুষ্টং প্রতিগ্রাহয়িতা স্বমর্থং
পাত্রীকৃতো দস্যুরিবাসি যেন ॥ ২০ ॥

শারদ্বতঃ—শার্ঙ্গরব, বিরম ত্বমিদানীম্। শকুন্তলে বক্তব্যমুক্তমস্মাভিঃ। সোঽয়মত্র-ভবানেবমাহ। দীয়তামস্মৈ প্রত্যয়প্রতিবচনম্।

সন্ধিবিচ্ছেদ—ভোঃ + তপোধনাঃ, চিন্তয়ন্ + অপি, স্বীকরণম্ + অত্র-ভবত্যাঃ, কথম্ + ইমাম্ + অভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাম্, প্রতি + আত্মানম্, ক্ষেত্রিয়ম্ + আশঙ্কমানঃ, কৃতাভিমর্শাম্ + অনুমন্যমানঃ, মুনিঃ + বিমান্যঃ, স্বম্ + অর্থম্, দস্যুঃ + ইব + অসি।

অন্বয়—কৃতাভিমর্শাং সুতাম্ অনুমন্যমানঃ মুনিঃ ত্বয়া বিমান্যঃ নাম, মুষ্টং স্বম্ অর্থং প্রতিগ্রাহয়তা যেন দস্যুরিব (ত্বং) পাত্রীকৃতঃ অসি ॥ ২০ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—রাজা—ভোঃ তপোধনাঃ (ওহে তপস্বিগণ শুনুন) চিন্তয়ন্ অপি (চিন্তা করেও) অত্রভবত্যাঃ স্বীকরণম্ (এঁকে বিবাহ করেছি বলে) ন খলু স্মরামি (স্মরণ

করতে পারছি না)। তৎ (তাহলে) অভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাম্ ইমাং প্রতি (যে নারীর স্পষ্ট গর্ভলক্ষণ রয়েছে তাকে গ্রহণ করলে) আত্মানং ক্ষেত্রিয়ম্ আশঙ্কমানঃ (নিজেকে পরস্ত্রীস্পর্শকারী বলে পরিগণিত হতে হবে—এ আশঙ্কা থাকতে) কথং প্রতিপৎস্যে (কি করে স্ত্রীরূপে স্বীকার করি)? শকুন্তলা—[অপবার্য—জনান্তিকে] আর্যস্য পরিণয়ে এব সন্দেহঃ (আর্যপুত্রের বিবাহেই সন্দেহ)। কুতঃ ইদানীং মে দূরাধিরোহিণী আশা (কোথায় এখন আমার সেই দূরাধিরোহিণী আশা)। শার্ঙ্গরবঃ—মা তাবৎ (নিশ্চয়ই পরস্ত্রীকে আপনি গ্রহণ করবেন না।) কৃতাভিমর্শাং সুতাম্ অনুমন্যমানঃ মুনিঃ (যে ঋষি নিজের কন্যার ধর্ষণ অনুমোদন করেছেন) ত্বয়া বিমান্যঃ (আপনার দ্বারা সে ঋষির অপমানিত হওয়াই উচিত)। মুষ্টং স্বম্ অর্থং (নিজের অপহৃত ধন), প্রতিগ্রাহয়িতা যেন (যিনি প্রত্যর্পণ করেন) দস্যুঃ ইব ত্বং পাত্রীকৃতঃ অসি (দস্যুর মত আচরণকারী আপনাকে আবার তার অধিকারী করেছেন)। শারদ্বতঃ—শার্ঙ্গরব (শার্ঙ্গরব), বিরম ইদানীম্ (এবার তুমি বিরত হও), বক্তব্যম্ উক্তম্ অস্মাভিঃ (আমাদের যা বলার তা বলা হয়েছে)। সঃ অয়ম্ অত্রভবান্ এবম্ আহ (মাননীয় রাজা এরূপ বলছেন)। দীয়তাম্ অস্মৈ প্রত্যয়প্রতিবচনম্ (এবার তুমি বিশ্বাসের যোগ্য উত্তর দাও)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—ওহে তপস্বিগণ শুনুন, চিন্তা করেও এঁকে বিবাহ করেছি বলে স্মরণ করতে পারছি না। তাহলে যে নারীর স্পষ্ট গর্ভলক্ষণ রয়েছে তাকে গ্রহণ করলে নিজেকে পরস্ত্রী স্পর্শকারী বলে পরিগণিত হতে হবে। এ আশঙ্কা থাকতে তাকে কিরূপে স্ত্রীরূপে স্বীকার করি?

শকুন্তলা—(জনান্তিকে) আর্যপুত্রের বিবাহেই সন্দেহ। কোথায় আমার সেই দূরাধিরোহিণী আশা।

শার্ঙ্গরব—নিশ্চয়ই পরস্ত্রীকে আপনি গ্রহণ করবেন না। যে ঋষি নিজের কন্যার ধর্ষণ অনুমোদন করেছেন, আপনার দ্বারা সে ঋষির অপমানিত হওয়াই উচিত। নিজের অপহৃত ধন যিনি প্রত্যর্পণ করেন, দস্যুর মত আচরণকারী আপনাকে আবার তার অধিকারী করেছেন।

শারদ্বত—শার্ঙ্গরব, এবার তুমি বিরত হও, আমাদের যা' বলার তা' বলা হয়েছে। মাননীয় রাজা এরূপ বলছেন। এবার তুমি বিশ্বাসের যোগ্য উত্তর দাও।

মনোরমা—অভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাম্—অভিব্যক্তং সত্ত্বলক্ষণং যস্যাঃ, বহুব্রীহিঃ, তাম্। কৃতাভিমর্শাম্ = অভি-মৃশ্ + ঘঞ্, অভিমর্শঃ (ভাবে), কৃতঃ অভিমর্শঃ যস্যাঃ, বহুব্রীহিঃ, তাম্। অনুমন্যমানঃ—অনু মন্ + শানচ্। বিমান্যঃ = বি-মন্ + ণিচ্ + যৎ কর্মণি। প্রতিগ্রাহয়তা = প্রতি-গ্রহ্ + ণিচ্ + শতৃ তৃতীয়া একবচন। পাত্রীকৃতঃ =

পাত্র + চ্বি + কৃ + ক্তঃ ॥ প্রত্যয়প্রতিবচনম্—প্রত্যয়-জনকং প্রতিবচনম্, মধ্যপদলোপী কর্মধা ॥

আশা—কৃতেতি। কৃতঃ অভিমর্শঃ বলাৎ স্পর্শঃ যস্যাঃ তাদৃশীং সুতাং মহর্ষেঃ কণ্বস্য অনুমতিং বিনা তস্করেণ ইব স্বয়ং পরিগৃহ্য উপভুক্তাং দুহিতরং শকুন্তলাম্ অনুমন্যমানঃ ত্বৎকৃতমস্যাঃ কোপহেতুভূতং গূঢ়োপযমনম্ অনুমোদয়ন্ মহর্ষিঃ কণ্বঃ ত্বয়া রাজ্ঞা দুষ্যন্তেন মা তাবৎ বিমান্যঃ অবমন্তব্যঃ, নাম ইতি ক্রোধে। যেন কৃপালুনা মুনিনা মুষ্টম্ বলাৎ অপহৃতং স্বম্ স্বকীয়ম্ অর্থং ধনং কন্যারূপং প্রতিগ্রাহয়তা তদধীনং কারয়তা সতা দস্যুঃ তস্করঃ ইব ত্বং পাত্রীকৃতোঽসি, শকুন্তলারূপে বস্তুনি ন্যায়ানুগতাধিকারসম্পন্নঃ কৃতঃ ইত্যর্থঃ। যথা কশ্চিৎ স্বামী অপহৃতং দ্রব্যং পুনঃ তস্করায় প্রতিপাদয়ন্ তং তস্য দ্রব্যস্য স্বামিনং সম্পাদয়তি তথা মহর্ষিঃ কণ্বঃ অপি ত্বাং স্বদুহিতুঃ বোঢ়ারং কৃতবান্ ইতি উপমালংকারঃ। উপজাতিঃ চ বৃত্তম্ ॥

শকুন্তলা—(অপবার্য) ইমং অবত্থন্তরং গদে তারিসে অনুরাএ কিং বা সুমরাবিদেন। অত্তা দাণিং মে সোঅণীও ত্তি ববসিদং এদং। (প্রকাশম্) অজ্জউও (ইত্যর্ধোক্তে) সংসইদে দাণিং ণ এসো সমুদাহারো। পোরব, জুত্তং ণাম দে তহ পুরা অস্সমপদে সহাবুত্তাণহিঅঅং ইমং জণং সম-অপুব্বং প্পতারিঅ ঈদিসেহিং অক্খরেহিং পচ্চচক্খিদং। (ইদম্ অবস্থান্তরং গতে তাদৃশে অনুরাগে কিং বা স্মারিতেন। আত্মা ইদানীং মে শোচনীয় ইতি ব্যবসিতম্ এতৎ। আর্যপুত্র, সংশয়িত ইদানীং ন এষঃ সমুদাচারঃ। পৌরব, যুক্তং নাম তে তথা পুরা আশ্রম-পদে স্বভাবোত্তানহৃদয়ম্ ইমং জনং সময়পূর্বং প্রতার্য ঈদৃশৈঃ অক্ষরৈঃ প্রত্যাখ্যাতুম্।)

রাজা—(কর্ণৌ বিধায়) শান্তং পাপম্।

> **ব্যপদেশমাবিলয়িতুং কিমীহসে জনমিমং চ পাতয়িতুম্।**
> **কুলংকষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমম্ভস্তটতরুং চ ॥ ২১ ॥**

সন্ধিবিচ্ছেদ—ইতি + অর্ধোক্তে, ব্যপদেশম্ + আবিলয়িতুম্, কিম্ + ঈহসে, জনম্ + ইমম্, কুলংকষা + ইব, প্রসন্নম্ + অম্ভঃ + তটতরুম্ ॥

অন্বয়—কুলংকষা সিন্ধুঃ প্রসন্নম্ অম্ভঃ তটতরুঞ্চ ইব ত্বং ব্যপদেশম্ আবিলয়িতুম্ ইমং জনং চ পাতয়িতুং কিম্ ঈহসে ॥ ২১ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—[অপবার্য—জনান্তিকে] ইদম্ অবস্থান্তরং গতে তাদৃশে অনুরাগে (সে অনুরাগে যখন এরূপ অবস্থান্তর ঘটেছে) কিং বা স্মারিতেন (তখন স্মরণ করিয়ে দিয়েই বা কি লাভ)? আত্মা ইদানীং মে মোচনীয়ঃ (আমার আত্মাকে কলংক থেকে মুক্ত করতে হবে) ইতি ব্যবসিতমেতৎ (সেজন্য এ উদ্যোগ নিয়েছি)। (প্রকাশম্—প্রকাশ্যে) আর্যপুত্র (আর্যপুত্র) [ইতি অর্ধোক্তে—অর্ধেকটা বলেই] সংশয়িতে ইদানীং (পরিণয়েই যখন সন্দেহ) ন এষ সমুদাচারঃ (তখন এরূপ সম্ভাষণ যোগ্য নয়)। পৌরব (পৌরব) পুরা আশ্রমপদে (ইতিপূর্বে আশ্রমে) স্বভাবোত্তানহৃদয়ম্ ইমং জনং (স্বভাব সরল এ ব্যক্তিকে) সময়পূর্বং তথা প্রতার্য (প্রতিজ্ঞাপূর্বক প্রবঞ্চনা করে) ঈদৃশৈঃ অক্ষরৈঃ প্রত্যাখ্যাতুং (এক্ষণে এরূপ বাক্যে প্রত্যাখ্যান করা) যুক্তং নাম তে (আপনার যোগ্য কাজই বটে)। রাজা—[কর্ণৌ পিধায়—কানে হাত চাপা দিয়ে] শান্তং পাপম্ (পাপ শান্ত হোক্)। কুলংকষা সিন্ধুঃ (তীরভঙ্গকারিণী নদী) প্রসন্নম্ অম্ভঃ ইব (যেমন নির্মল জলকে কলুষিত করে) তটতরুং চ ইব (এবং তটস্থিত তরুকে পাতিত করে) ত্বং (তেমনি তুমিও) ব্যপদেশম্ আবিলয়িতুং (নিজের বংশকে কলংকিত করতে) ইমং জনং চ পাতয়িতুং (এবং এ ব্যক্তিকে পাতিত করতে) কথম্ ঈহসে (কেন চেষ্টা করছ)?

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—[জনান্তিকে] সে অনুরাগে যখন এরূপ অবস্থান্তর ঘটেছে, তখন স্মরণ করিয়ে দিয়েই বা কি লাভ? আমার আত্মাকে কলংক থেকে মুক্ত করতে হবে, সেজন্য এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। (প্রকাশ্যে) আর্যপুত্র, (অর্ধেকটা উচ্চারণ করেই) প্রণয়েই যখন সন্দেহ তখন এরূপ সম্ভাষণ যোগ্য নয়। পৌরব, ইতিপূর্বে আশ্রমে স্বভাবসরল এ ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাপূর্বক প্রবঞ্চনা করে, এক্ষণে এরূপ বাক্যে প্রত্যাখ্যান করা আপনার যোগ্য কাজই বটে। রাজা—(কর্ণ আবৃত করে) পাপ শান্ত হোক্। তীরভঙ্গকারিণী নদী যেমন নির্মল জলকে কলুষিত করে এবং তটস্থিত তরুকে পাতিত করে, তেমনি তুমিও নিজের বংশকে কলংকিত করতে এবং এ ব্যক্তিকে পাতিত করতে কেন চেষ্টা করছ?

মনোরমা—অন্যা অবস্থা ইতি অবস্থান্তরম্ ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চেতি নিপাতনাৎ সমাসঃ। পিধায়—পি-ধা + ল্যপ্, পক্ষে অপিধায়—"বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যো-রুপসর্গয়োঃ"-এ সূত্র অনুসারে 'অ'-লোপ। ব্যপদেশম্—ব্যপদিশ্যতে অনেন ইতি বি-অপ-দিশ্ + ঘঞ্ করণে, তম্। পাতয়িতুম্—পত্ + ণিচ্ + তুমুন্, আবিলয়িতুম্—আবিলং কর্তুম্ ইতি আবিল + ণিচ্ + তুমুন্। কূলংকষা—কূলং কষতি ইতি—কূল-কষ্ + খচ্, "সর্বকূলাভ্রকরীষেষু কষঃ"-এ সূত্র অনুসারে খচ্ প্রত্যয়ঃ, "অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্"-এ সূত্র অনুসারে মুম্-এর আগম ॥

আশা—ব্যপদেশমিতি ৷৷ কূলং কষতি ভিনত্তি যা সা, কূলংকষা, তটসং-ঘর্ষিণী সিন্ধুঃ নদী প্রসন্নং নির্মলম্ ওঘং জলপ্রবাহং যথা কলংকয়িত্বা তটজাতং তরুং তীরবৃক্ষং পাতয়তি, তথা ব্যপদিশ্যাতে খ্যায়তে অনেন ইতি ব্যপদেশঃ তং নির্মলং কূলম্ আবিলয়িতুং পত্যুরনির্ণয়াৎ কলুষীকর্তুম্ ইমং জনং নির্মল-বংশপ্রসূতং সদাচারপূতং রাজানং দুষ্যন্তং চ পাতয়িতুং নিরঘে নিমজ্জয়িতুং চ ত্বং কিং কিমর্থম্ ঈহসে চেষ্টসে? অত্র উপমা নাম অলংকারঃ, আর্যা চ জাতিঃ ৷৷

ভ্রষ্টা নারী প্রায়শঃ নদ্যা সহ উপমীয়তে। তথাচোক্তং গরুড়পুরাণে—

নদ্যশ্চ নার্যশ্চ সম-স্বভাবাঃ স্বতন্ত্রতা বেগবলাধিকত্বাৎ।
তোয়ৈশ্চ দোষৈশ্চ নিপাতয়ন্তি নদ্যো হি কূলানি, কূলানি নার্যঃ ৷৷
নদী পাতযতে কূলং, নারী পাতয়তে কুলম্।
নারীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ স্বচ্ছন্দ-ললিতা গতিঃ ৷৷ (১০৯(

(রমেন্দ্র মোহন বসু কর্তৃক উদ্ধৃত, শকু/৪৮৭ পৃষ্ঠা)

শকুন্তলা—হোদু। জই পরমত্থতো পরপরিগ্গহসঙ্কিণা তুএ এব্বং বত্তুং পউত্তং তা অহিণ্ণাণেন ইমিণা তুহ আসঙ্কং অবণইস্সং। (ভবতু। যদি পরমার্থতঃ পরপরিগ্রহশঙ্কিনা ত্বয়া এবং বক্তুং প্রবৃত্তং তৎ অভিজ্ঞানেন অনেন তব আশঙ্কাম্ অপনেষ্যামি।)

রাজা—উদারঃ কল্পঃ।

শকুন্তলা—(মুদ্রাস্থানং পরামৃশ্য) হদ্ধী হদ্ধী। অঙ্গুলীঅঅসূণ্ণা মে অঙ্গুলী। (সবিষাদং গৌতমীমবেক্ষতে) (হা ধিক্! হা ধিক্ ! অঙ্গুলীয়কশূন্যা মে অঙ্গুলিঃ।)

গৌতমী—নূণং দে সক্কাবদারব্ভন্তরে সচীতিত্থসলিলং বন্দমাণাএ পব্ভট্টং অঙ্গুলীঅঅং। (নূনং তে শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থসলিলং বন্দমানায়াঃ প্রভ্রষ্টম্ অঙ্গুলীয়কম্।)

রাজা—(সস্মিতম্) ইদং তৎ প্রত্যুৎপন্নমতি স্ত্রৈণমিতি যদুচ্যতে।

শকুন্তলা—এত্থ দাব বিহিণা দংসিদং পহুত্তণং। অবরং দে কহিস্সং। (অত্র তাবৎ বিধিনা দর্শিতং প্রভুত্বম্। অপরং তে কথয়িষ্যামি।)

রাজা—শ্রোতব্যমিদানীং সংবৃত্তম্।

শকুন্তলা—ণ এক্কস্সিং দিঅহে ণোমালিআমণ্ডবে ণলিণীপত্তভাঅণগঅং উঅঅং তুহ হত্থে সংনিহিতং আসি। (ননু একস্মিন্ দিবসে নবমালিকামণ্ডপে নলিনী-পত্রভাজনগতম্ উদকং তব হস্তে সন্নিহিতম্ আসীৎ।)

রাজা—শৃণুমস্তাবৎ।

সন্ধিবিচ্ছেদ—গৌতমীম্ + অবেক্ষতে, যৎ + উচ্যতে, শ্রোতব্যম্ + ইদাণীম্, শৃণুমঃ + তাবৎ।

বাঙ্লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—ভবতু (বেশ) যদি পরমার্থতঃ (যদি সত্যই) পরপরিগ্রহশঙ্কিনা ত্বয়া (পরস্ত্রী গ্রহণের আশঙ্কা করে আপনি) এবং বক্তুং প্রবৃত্তং (এরূপ বলছেন) তৎ (তাহলে) অভিজ্ঞানেন (অভিজ্ঞান দেখিয়ে) তব আশঙ্কাম্ অপনেষ্যামি (আপনার আশঙ্কা দূর করছি)। রাজা—উদারঃ কল্পঃ (উত্তম প্রস্তাব)। শকুন্তলা—[মুদ্রাস্থানং পরামৃশ্য—অঙ্গুরীয়ক ধারণ করার স্থান স্পর্শ করে] হা ধিক্ (হায়, হায়) অঙ্গুলীয়কশূন্যা মে অঙ্গুলিঃ (আমার অঙ্গুলি অঙ্গুরীয়কশূন্য)। [সবিষাদং গৌতমীম্ অবেক্ষতে—বিষণ্ণদৃষ্টিতে গৌতমীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন] গৌতমী—নূনং (নিশ্চয়ই) শক্রাবতাবাভ্যন্তরে শচীতীর্থসলিলং বন্দমানায়াঃ (শক্রাবতার নামক স্থানে শচীতীর্থ সরোবরের জলে যখন তুমি অঞ্জলি দিচ্ছিলে সে সময়) প্রভ্রষ্টম্ অঙ্গুরীয়কম্ (অঙ্গুরীযকটি ভ্রষ্ট হয়েছে)। রাজা—[সস্মিতম্—ঈষৎ হাস্যকরে] প্রত্যুৎপন্নমতি স্ত্রৈণম্ (স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি) ইতি যদুচ্যতে (এরকম যে বলা হয়) ইদং তৎ (এটা হল তাই।) শকুন্তলা—অত্র তাবৎ (এবিষয়ে) বিধিনা দর্শিতং প্রভুত্বম্ (দৈবের প্রভুত্বই প্রকাশ পেল), অপরং তে কথয়িষ্যামি (অপর একটি প্রমাণের কথা বল্‌ছি।) রাজা—শ্রোতব্যম্ ইদানীং সংবৃত্তম্ (এবার শোনবার পর্ব এল)। শকুন্তলা—ননু একস্মিন্ দিবসে (তারপর কোন একদিন) নবমালিকামণ্ডপে (নবমল্লিকাকুঞ্জে) নলিনীপত্রভাজনগতং (পদ্মপত্রে নির্মিত পাত্রে) উদকং তব হস্তে সন্নিহিতম্ আসীৎ (জল আপনার হাতেই ছিল।) রাজা—শৃণুমঃ তাবৎ (শুন্‌ছি, বলে যাও)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—বেশ, যদি পরস্ত্রীগ্রহণের আশঙ্কা করে আপনি এরূপ বলছেন, তাহলে অভিজ্ঞান দেখিয়ে আপনার আশঙ্কা দূর করছি।

রাজা—উত্তম প্রস্তাব।

শকুন্তলা—[অঙ্গুরীয়ক ধারণ করার স্থান স্পর্শ করে] হায়, হায়, আমার অঙ্গুলি অঙ্গুরীয়কশূন্য। [বিষণ্ণদৃষ্টিতে গৌতমীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন]

গৌতমী—নিশ্চয়ই, শক্রাবতারনামক স্থানে শচীতীর্থ সরোবরের জলে যখন তুমি অঞ্জলি দিচ্ছিলে, তখনই অঙ্গুরীয়কটি ভ্রষ্ট হয়েছে।

রাজা—[ঈষৎ হাস্য করে] স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি, এরকম যে বলা হয়, এটা হল তাই।

শকুন্তলা—এ বিষয়ে দৈবের প্রভুত্বই প্রকাশ পেল। অপর একটি প্রমাণের কথা বল্‌ছি।

রাজা—এবার শোন্‌বার পর্ব এল।

শকুন্তলা—তারপর কোন একদিন নবমল্লিকা কুঞ্জে পদ্মপত্রে নির্মিত পাত্রে জল আপনার হাতেই ছিল।

রাজা—শুন্‌ছি, বলে যাও।

আলোচনা—লক্ষ্য করবার বিষয় যে, শকুন্তলা রাজার কাছে একটির পর একটি প্রমাণ দিয়ে চলেছেন, কিন্তু তা' সত্ত্বে রাজা শকুন্তলাকে তাঁর পূর্বপরিণীতা পত্নীরূপে একেবারেই চিনতে পারছেন না। কারণ, মহাকবি কালিদাস রাজা দুষ্যন্তকে কেবল যে শাপগ্রস্ত করেছেন তা' নয়, কণ্বাশ্রমে তাঁদের গান্ধর্বপরিণয়ের চাক্ষুষসাক্ষী, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদাকে শকুন্তলার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করেননি। তা'ছাড়া, মহাকবি মহর্ষি কণ্বের তপোবনে যে বেশে ও যে পরিবেশে আশ্রমবালা শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল সে দুটোর পরিবর্তনও রাজার শকুন্তলাকে চিনতে না পারার অপর একটি কারণ। যে "মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী" মৃণালমালিনী তপোবনবালা তাঁহার মনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে সে অকৃত্রিম সৌন্দর্য বসনভূষণে আড়ম্বরে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিয়া তাঁহার সুপ্তস্মৃতিজাগরণের সুদূর সম্ভাবনা পর্যন্ত কালিদাস কৌশলে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। [illegible] রাজার স্মৃতিবিভ্রমের বাহ্য সহায়। [illegible] বেশে [illegible], রাজসমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলে দর্শকের স্বতঃই মনে হইত, রাজা তাঁহার সুপরিচিতাকে অচেনা ভাণ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। (শকুন্তলার [illegible]—দেবেন্দ্রনাথ বসু)

শকুন্তলা—তক্খণং সো মে পুত্তকিদও দীহাপঙ্গো ণাম মিঅপোদও উবঠ্ঠিও। তুএ অঅং দাব পঢ়মং পিঅউ ত্তি অণুঅম্পিণা উবচ্ছন্দিদো উঅএণ। ণ উণ দে অপরিচআদো হত্থব্ভাসং উবগদো। পচ্ছা তস্সিং এব্ব মএ গহিধে সলিলে ণেণ কিদো পণও। তদা তুমং ইত্থং পহসিদো সি। সব্বো সগন্ধেষু বিস্সসিদি। দুবেবি এত্থ আরণ্ণআ ত্তি। (তৎক্ষণে স মে পুত্রকৃতকঃ দীর্ঘাপাঙ্গো নাম মৃগপোতকঃ উপস্থিতঃ। ত্বয়া অয়ং তাবৎ প্রথমং পিবতু ইতি অনুকম্পিনা উপচ্ছন্দিতঃ উদকেন। ন পুনঃ তে অপরিচয়াৎ হস্তাভ্যাসম্ উপগতঃ। পশ্চাৎ তস্মিন্ এব ময়া গৃহীতে সলিলে অনেন কৃতঃ প্রণয়ঃ। তদা ত্বম্ ইত্থং প্রহসিতঃ অসি। সর্বঃ সগন্ধেষু বিশ্বসিতি। দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ ইতি।)

রাজা—এবমাদিভিরাত্মকার্যনির্বর্তিনীনামনৃতময়বাঙ্‌মধুভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ।

গৌতমী—মহাভাঅ, ণ অরুহসি এব্বং মন্তিদুং। তবোবণসংবঠ্ঠিদো অণভিণ্ণো অঅং জণো কইদবস্স। (মহাভাগ, ন অর্হসি এবং মন্ত্রয়িতুম্। তপোবনসংবর্ধিতঃ অনভিজ্ঞঃ অয়ং জনঃ কৈতবস্য।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—এবম্ + আদিভিঃ + আত্মকার্যনির্বর্তিনীনাম্ + অনৃতময়বাঙ্মধুভিঃ + আকৃষ্যন্তে।

বাঙ্লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—তৎক্ষণে (সে সময়ে) স মে পুত্রকৃতকঃ (আমি যাকে পুত্রের মত পালন করেছিলাম সেই) দীর্ঘাপাঙ্গো নাম মৃগপোতকঃ (দীর্ঘাপাঙ্গ নামে এক হরিণশিশু) উপস্থিতঃ (এসে উপস্থিত হল)। অয়ং তাবৎ প্রথমং পিবতু (প্রথমে এই হরিণশিশুই জলপান করুক) ইতি অনুকম্পিনা ত্বয়া (এই বলে দয়াপরবশ হয়ে আপনি) উপচ্ছন্দিতঃ উদকেন (তাকে জল দেখিয়ে প্রলুব্ধ করলেন)। তে অপরিচয়াৎ (আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকায়) হস্তাভ্যাসম্ ন উপগতঃ (আপনার হাতের কাছে গেলনা)। পশ্চাৎ (পরে) তস্মিন্নেব ময়া গৃহীতে সলিলে (সেজলই যখন আমি নিলাম) অনেন কৃতঃ প্রণয়ঃ (তখন সে সাগ্রহে পান করতে এল)। তদা ত্বং (তখন আপনি) ইত্থং (এভাবে) প্রহসিতঃ অসি (আমায় উপহাস করেছিলেন)। সর্ব্বঃ গন্ধেষু বিশ্বসিতি (সকলে আপনজনকে বিশ্বাস করে।) দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ ইতি (তোমরা দুজনেই এখানে অরণ্যবাসী)। রাজা—আত্মকার্যনির্বর্তিনীনাম্ (স্বার্থসাধনে রত রমণীগণের) এবমাদিভিঃ (এরূপ) অনৃতময়বাঙ্‌মধুভিঃ (মিথ্যা মধুর বাক্যে) আকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ

(বিষয়ী ব্যক্তিগণ সহজেই আকৃষ্ট হয়।) গৌতমী—মহাভাগ (মহারাজ) ন অর্হসি এবং মন্ত্রয়িতুম্ (আপনার এরূপ বলা উচিত নয়) তপোবনসংবর্ধিতঃ (তপোবনে লালিত) অয়ং জনঃ (এ কন্যা) অনভিজ্ঞঃ কৈতবস্য (ছলনা কি তা' এ জানেনা)॥

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—সেসময় আমি যাকে পুত্রের মত পালন করেছিলাম, সেই দীর্ঘাপাঙ্গ নামে এক হরিণশিশু এসে উপস্থিত হল। প্রথমেই এ হরিণশিশু জলপান করুক—এই বলে দয়াপরবশ হয়ে আপনি তাকে জল দেখিয়ে প্রলুব্ধ করলেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকায় সে আপনার হাতের কাছে গেল না। পরে সেজল যখন আমি নিলাম, তখন সে সাগ্রহে পান করতে এলো। তখন আপনি আমায় এভাবে উপহাস করছিলেন,—সকলে আপনজনকে বিশ্বাস করে। তোমরা দুজনেই এখানে অরণ্যবাসী।

রাজা—স্বার্থসাধনে রত রমণীগণের এরূপ মিথ্যা মধুর বাক্যে বিষয়ীব্যক্তিগণ সহজেই আকৃষ্ট হয়।

গৌতমী—মহারাজ, আপনার এরূপ বলা উচিত নয়, এ কন্যা তপোবনে লালিত হয়েছে, ছলনা কি সে তা' জানে না।

মনোরমা—পুত্রকৃতকঃ = পুত্রঃ কৃতঃ ইতি পুত্রকৃতঃ, "সহসুপা" ইতি সমাসঃ, তারপর স্বার্থে কন্, পুত্রকৃতকঃ। অপরিচয়াৎ = ন পরিচয়ঃ, নঞ্‌তৎ, অপরিচয়ঃ, তস্মাৎ, হেতৌ পঞ্চমী। আরণ্যকৌ = অরণ্যে নিবসতঃ ইতি আরণ্যকৌ, আরণ্য + বুঞ্, "অরণ্যান্মনুষ্যে ইতি"॥

রাজা—তাপসবৃদ্ধে,

> **স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীষু**
> **সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ।**
> **প্রাগন্তরিক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাত-**
> **মন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ খলু পোষয়ন্তি ॥ ২২ ॥**

শকুন্তলা—(সরোষম্) অণজ্জ, অত্তণো হিঅআণুমাণেণ পেক্‌খসি। কো দাণিং অগ্গো ধম্মকঞ্চুঅপ্পবেসিণো তিণচ্ছণ্ণকূবোবমস্‌স তব অণুকিদিং পড়িবদিস্‌সদি। (অনার্য, আত্মনঃ হৃদয়ানুমানেন প্রেক্ষ্যসে। ক ইদানীম্ অন্যঃ ধর্মকঞ্চুকপ্রবেশিনঃ তৃণচ্ছন্নকূপোপমস্য তবানুকৃতিং প্রতিপৎস্যতে।

সন্ধিবিচ্ছেদ—স্ত্রীণাম্ + অশিক্ষিতপটুত্বম্ + অমানুষীষু, প্রাক্ + অন্তরীক্ষগমনাৎ, স্বম্ + অপত্যজাতম্, অন্যৈঃ + দ্বিজৈঃ।

অন্বয়—অমানুষীষু (অপি) স্ত্রীণাম্ অশিক্ষিতপটুত্বং সংদৃশ্যতে। কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ। পরভৃতাঃ অন্তরিক্ষগমনাৎ প্রাক্ স্বম্ অপত্যজাতম্ অন্যৈঃ দ্বিজৈঃ পোষয়ন্তি খলু ॥ ২২ ॥

বাঙলা শব্দার্থ—রাজা—তাপসবৃদ্ধে (শুনুন বৃদ্ধা তাপসী)। অমানুষীষু অপি (মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও) স্ত্রীণাম্ অশিক্ষিতপটুত্বং (স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক চতুরতা) সংদৃশ্যতে (লক্ষ্য করা যায়)। কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ (যাদের বুদ্ধিবৃত্তি আছে তাদের ত আর কথাই নেই)। পরভৃতাঃ (কোকিলেরা) অন্তরিক্ষগমনাৎ প্রাক্ (আকাশে উড়ে যাবার আগে) স্বম্ অপত্যজাতম্ (নিজেদের শাবকগণকে) অন্যৈঃ দ্বিজৈঃ পোষয়ন্তি খলু (অন্য পাখিদের দিয়ে পালন করিয়ে নেয়)। শকুন্তলা—[সরোষম্—ক্রোধের সঙ্গে] অনার্য (অনার্য) আত্মনঃ হৃদয়ানুমানেন পশ্যসি (আপনি নিজের হৃদয় দিয়ে সকলকে বিচার করছেন)। ক ইদানীম্ অন্যঃ (এমন অন্য আর কে আছে যে) ধর্মকঞ্চুকপ্রবেশিনঃ তৃণাচ্ছন্নকূপোপমস্য তব (ধর্মের কঞ্চুক [খোলস] পরিহিত, তৃণাচ্ছন্ন কূপের মত আপনার) অনুকৃতিং প্রতিপৎস্যতে (অনুকরণ করবে)?

বঙ্গানুবাদ—রাজা—শুনুন বৃদ্ধা তাপসী। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক চতুরতা লক্ষ্য করা যায়। যাদের বুদ্ধিবৃত্তি আছে তাদের ত আর কথাই নেই। কোকিলেরা আকাশে উড়ে যাবার আগে নিজেদের শাবকগণকে অন্য পাখিদের দিয়ে পালন করিয়ে নেয়।

শকুন্তলা—(ক্রোধের সঙ্গে) অনার্য, আপনি নিজের হৃদয় দিয়ে সকলকে বিচার করছেন। এমন অন্য আর কে আছে যে, ধর্মের কঞ্চুক পরিহিত, তৃণাচ্ছন্নকূপের মত আপনার অনুকরণ করবে।

মনোরমা—তাপসবৃদ্ধে—বৃদ্ধা তাপসী = তাপসবৃদ্ধা "কড়ারাঃ কর্মধারয়ে" সূত্র অনুসারে পূর্বপদের পরনিপাত। অশিক্ষিতপটুত্বম্ = অশিক্ষিতং পটুত্বম্, কর্মধারয়ঃ। প্রতিবোধবত্যঃ = প্রতি-বুধ্ + ঘঞ্ = প্রতিবোধঃ। প্রতিবোধ + মতুপ্ + ঙীপ্ = প্রতিবোধবতী, বহুবচনে। অন্তরিক্ষগমনাৎ—'প্রাক্' এই অঞ্চুত্তরপদযোগে পঞ্চমী ॥ অমানুষীষু = মনোঃ অপত্যং জাতিঃ ইতি মনু + অঞ্ স্ত্রীলিঙ্গে মানুষী, "মনোর্জাতাবঞ্"-ইত্যাদি সূত্র অনুসারে যুক্ আগম। ন মানুষী = অমানুষী, তাসু।

আশা—স্ত্রীণাম্ ইতি ॥ অমানুষীষু মানুষীভিন্নাসু তির্যগ্‌যোনিষু স্ত্রীণাং মধ্যে (নির্ধারে ষষ্ঠী) অপি অশিক্ষিতং যৎ পটুত্বম্ তৎ শিক্ষাম্ অন্তরেণ নৈসর্গিকং চাতুর্যং সংদৃশ্যতে সং

লক্ষ্যতে। যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ বিশিষ্টবুদ্ধয়ঃ মানুষ্যঃ তাঃ কিমুতঃ, তাসাং নৈসর্গিকচাতুর্যে সংশয়াবসরো নাস্তি ইতি ভাবঃ। পরভৃতাঃ কোকিলাঃ অন্তরিক্ষগমনাৎ প্রাক্ অন্তঃ স্বর্গপৃথিব্যোঃ মধ্যে ঈক্ষ্যতে যৎ তৎ অন্তরিক্ষম্ আকাশম্ তেন গমনং যস্মাৎ উড্ডয়নাৎ ইত্যর্থঃ প্রাক্ স্বম্ অপত্যজাতং শাবকসমূহং অন্যৈঃ দ্বিজৈঃ পক্ষিভিঃ বায়সৈঃ পোষয়ন্তি পালয়ন্তি। অত্র বিশেষেণ সামান্যসমর্থনরূপোঽর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ। বংশস্থবিলং চ বৃত্তম্, তল্লক্ষণং তু—"বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ" ইতি ॥

আলোচনা :

"স্ত্রীনাম্ অশিক্ষিতপটুত্বম্" ইত্যাদি শ্লোকে রাজা দুষ্যন্ত মনুষ্যেতর প্রাণীর স্ত্রীজাতির মধ্যেও যে প্রলয়ংকর, অশুভ "অশিক্ষিতপটুত্ব" বিদ্যমান—এ মন্তব্য করতে গিয়ে প্রকারান্তরে আশ্রমবালা শকুন্তলার জন্মরহস্যের প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত করেছেন। উক্ত শ্লোকে 'অমানুষী' বলতে একদিকে যেমন মানুষভিন্ন অন্যপ্রাণীর স্ত্রীজনকে বোঝায়, তেমনি অন্যদিকে অমানুষী অর্থাৎ অপ্সরা মেনকাকেও বোঝায় **"অন্যৈঃ দ্বিজৈঃ"** বলতে অন্য পক্ষী অর্থাৎ কাককে যেমন বোঝায়, তেমনি মহর্ষি কণ্বকেও বোঝায়, কেননা 'দ্বিজ' শব্দের অর্থ বিপ্র ও পক্ষী। অপত্য শব্দে একদিকে যেমন শাবককে বোঝায়, তেমনি অন্যদিকে শকুন্তলাকে। **"প্রাগন্তরিক্ষগমনাৎ"**-পদেরও দুটি অর্থ, একটি হলো অন্তরিক্ষ অর্থাৎ আকাশে উড্ডয়নের পূর্বে, এবং অপরটি হলো মহর্ষি মারীচের আশ্রমে গমনের পূর্বে। রাজার উক্তির মধ্যে যে ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো যে, 'পরভৃত' অর্থাৎ স্ত্রীকোকিল যেমন অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে তার শাবককে 'পরভৃৎ' অর্থাৎ কাকের দ্বারা **"প্রাগন্তরিক্ষগমনাৎ"** অর্থাৎ আকাশে উড্ডয়নের পূর্ব পর্যন্ত লালনপালন করিয়ে নেয়, ঠিক তেমনি অমানুষী অপ্সরা মেনকাও তাঁর অপত্য শকুন্তলাকে মহর্ষি মারীচের তপোবনে গমনের পূর্ব পর্যন্ত ঋষি কণ্বের দ্বারা লালন পালন করিয়ে নিয়েছিলেন। এ কুৎসিত অপমানে শকুন্তলা আগ্নেয় গিরির মত ফেটে পড়লেন, এবং বললেন,—"অনার্য, আত্মনঃ হৃদয়ানুমানেন পশ্যসি। কঃ ইদানীম্ অন্যঃ ধর্মকঞ্চুকপ্রবেশিনঃ তৃণাচ্ছন্নকূপোপমস্য তবানুকৃতিং প্রতিপৎস্যতে?" অর্থাৎ 'অনার্য, তুমি তৃণাচ্ছাদিত কূপ, তুমি ধর্মের পরিচ্ছদ পরিহিত ভণ্ড. নিজের মত সকলকে মনে কর'।

রাজা—(আত্মগতম্) সন্দিগ্ধবুদ্ধিং মাং কুর্বন্নকৈতব ইবাস্যাঃ কোপো লক্ষ্যতে। তথা হ্যনয়া—

মষ্যেব বিস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ
বৃত্তং রহঃ প্রণয়মপ্রতিপদ্যমানে।
ভেদাদ্ ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যা
ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য ॥ ২৩ ॥

(প্রকাশম্) ভদ্রে, প্রথিতং দুষ্যন্তস্য চরিতম্। তথাপীদং ন দৃশ্যতে ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—কুর্বন্ + অকৈতবঃ, ইব + অস্যাঃ, প্রণয়ম্ + অপ্রতিপদ্যমানে, হি + অনয়া, ময়ি + এব, শরাসনম্ + ইব + অতিরুষা, তথাপি + ইদম্।

অন্বয়—ময়ি এব বিস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ রহঃ বৃত্তং প্রণয়ম্ অপ্রতিপদ্যমানে অতিরুষা অতিলোহিতাক্ষ্যা অনয়া কুটিলয়োঃ ভ্রুবোঃ ভেদাৎ স্মরস্য শরাসনং ভগ্নম্ ইব ॥ ২৩ ॥

বাঙলা শব্দার্থ—রাজা—[আত্মগতম্—মনে মনে] সন্দিগ্ধবুদ্ধিং মাং কুর্বন্ (আমার বুদ্ধি সন্দেহাপন্ন হওয়ায়) অকৈতব ইব অস্যাঃ কোপঃ লক্ষ্যতে (আমাকে লক্ষ্য করে এর ক্রোধ যেন অকৃত্রিম বলে প্রতীত হচ্ছে।) তথাহি—(কেননা) ময়ি এব বিস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ (যেন আমার সব বিস্মরণ হওয়ায়) রহঃ বৃত্তং প্রণয়ম্ (আমাদের মধ্যে গোপনে যে প্রণয় হয়েছিল) অপ্রতিপদ্যমানে (আমি তা' স্বীকার করছি না বলে) অতিরুষা (অত্যন্ত ক্রোধে) অতিলোহিতাক্ষ্যা অনয়া (আরক্ত লোচনে এ রমণী) কুটিলয়োঃ ভ্রুবোঃ ভেদাৎ (বংকিম ভ্রূযুগলের ভ্রূকুটি করে) স্মরস্য শরাসনং ভগ্নম্ ইব (কামদেবের ধনু যেন ভেঙ্গে ফেলছে)। (প্রকাশম্—প্রকাশ্যে) ভদ্রে (আর্যে), প্রথিতং দুষ্যন্তস্য চরিতম্ (দুষ্যন্তের চরিত্র সর্বজনবিদিত)। তথাপি ইদং ন দৃশ্যতে (আমার এমন বিস্মৃতির কথা কেউ জানে না)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—(মনে মনে) আমার বুদ্ধি সন্দেহাচ্ছন্ন হওয়ায়, আমাকে লক্ষ্য করে এর ক্রোধ যেন অকৃত্রিম বলে মনে হচ্ছে। কেননা, যেন আমার সব বিস্মরণ হওয়ায় আমাদের মধ্যে গোপনে যে প্রণয় হয়েছিল, আমি তা' স্বীকার করছিনা বলে অত্যন্ত ক্রোধে আরক্তিম নয়নে এ রমণী বংকিম ভ্রূযুগলের ভ্রূকুটি করে, কামদেবের ধনু যেন ভঙ্গ করে ফেলছে। (প্রকাশ্যে) আর্যে, দুষ্যন্তের চরিত্র সর্বজনবিদিত। আমার এমন বিস্মৃতির কথা কেউ জানে না।

মনোরমা—সন্দিগ্ধবুদ্ধিম্—সন্দিগ্ধা বুদ্ধিঃ যস্য বহুব্রীহিঃ, তথাবিধম্। বিস্মরণদারুণ-

চিত্তবৃত্তৌ—বিস্মরণেন দারুণা, তৃতীয়াতৎ, বিস্মরণদারুণা, তাদৃশী চিত্তবৃত্তিঃ যস্য, বহুব্রীহিঃ, তস্মিন্। প্রতিপদ্যমানে = প্রতি-পদ্ + শানচ্, তস্মিন্। অতিলোহিতাক্ষ্যা—অতিলোহিতে অক্ষিণী যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ, তয়া।

আশা—ময়ি এব ইতি। ময়ি এব বিস্মরণেন দারুণা নিষ্ঠুরা চিত্তস্য বৃত্তিঃ যস্য তস্মিন্ স্মৃতিভ্রংশাৎ নিষ্করুণে এবং এব রহঃ একান্তে বৃত্তং সম্পন্নং প্রণয়ং প্রেম অপ্রতিপদ্যমানে অস্বীকুর্বাণে সতি অতিলোহিতে অতিরক্তে অক্ষিণী যস্যাঃ তয়া অনয়া শকুন্তলয়া অতিরুষা অতিক্রোধেন হেতুনা কুটিলয়োঃ বক্রয়োঃ ভ্রুবোঃ ভেদাৎ ভঙ্গাৎ স্মরস্য কন্দর্পস্য শরাসনং ধনুঃ ভগ্নমিব—ইত্যুৎপ্রেক্ষা, "ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা"—ইতি লক্ষণাৎ ॥ পুনঃ অত্র উত্তরার্দ্ধং প্রতি পূর্বার্দ্ধস্য হেতুত্বাৎ কাব্যলিঙ্গম্ চ। "হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে" ইতি লক্ষণাৎ। বসন্ততিলকং বৃত্তম্।

আলোচনা :

পূর্বশ্লোকে পরিব্যক্ত, শকুন্তলার জন্মরহস্যের প্রতি রাজার কুৎসিৎ ইঙ্গিতে স্বভাবতঃই, লজ্জাশীলা, স্বল্পবাক্, সরল ও অকপট আশ্রমবালা শকুন্তলা আজ মুখরা। নারীত্বের চূড়ান্ত অপমানে মর্মান্তিক ক্ষোভে ও দুঃখে শকুন্তলার ক্রোধের বাহ্য অভিব্যক্তি ঘটেছে—**"ময্যেব বিস্মরণদারুণ"** ইত্যাদি শ্লোকে ॥ শকুন্তলার এই অকৃত্রিম ক্রোধ রাজা দুষ্যন্তকে একেবারে সংশয়াকুল করে তুলেছে। রাজা বললেন, বিস্মরণহেতু গোপনে সংঘটিত প্রণয় অস্বীকার করায় কুপিতা শকুন্তলার ক্রোধের প্রকাশ একেবারে অকৃত্রিম বলে মনে হচ্ছে ॥ তা' সত্ত্বেও রাজার মনে আদর্শের দ্বন্দ্ব সক্রিয়, সে অন্তর্দ্বন্দ্বে রাজা ক্ষতবিক্ষত। এক অলোকসামান্যা রূপসী এসে স্বেচ্ছায় পত্নীত্ব যাচ্ঞা করছে, দুর্বার তার আকর্ষণ। প্রত্যাখ্যানে 'বিনিপাত' শঙ্কা, গ্রহণে ধর্মভয়। কিন্তু ধর্মভীরু রাজা অটল ॥

শকুন্তলা—সুঠ্ঠু দাব অত্ত সচ্ছন্দচারিণী কিদম্হি। জা অহং ইমস্স পুরুবংসপ্পচ্চএণ মুহ-মহুণো হিঅঅঠ্ঠিঅবিসস্স হত্থব্ভাসং উবগদা। (পটান্তেন মুখমাবৃত্য রোদিতি।) (সুষ্ঠু তাবৎ অত্র স্বচ্ছন্দচারিণী কৃতাস্মি। যা অহম্ অস্য পুরুবংশপ্রত্যয়েন মুখমধোঃ হৃদয়স্থিতবিষস্য হস্তাভ্যাসম্ উপগতা।)

শার্ঙ্গরবঃ—ইত্থমাত্মকৃতং প্রতিহতং চাপলং দহতি।

অতঃ পরীক্ষ্য কর্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ।
অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্ ॥ ২৪ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—মুখম্ + আবৃত্য, কৃতা + অস্মি, অজ্ঞাতহৃদয়েষু + এবম্, ইত্থম্ + আত্মকৃতম্।

অন্বয়—অতঃ রহঃ সঙ্গতং বিশেষাৎ পরীক্ষ্য কর্তব্যম্। অজ্ঞাতহৃদয়েষু সৌহৃদম্ এবং বৈরীভবতি ॥ ২৪ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—সুষ্ঠু তাবৎ (বেশ তাহলে) অত্র স্বচ্ছন্দচারিণী কৃতা অস্মি (এখন আমি স্বেচ্ছাচারিণী বলে প্রতিপন্ন হলাম)। পুরুবংশপ্রত্যয়েন (পুরুবংশে বিশ্বাসহেতু) অস্য মুখমধোঃ হৃদয়স্থিতবিষস্য (মুখে মধু কিন্তু অন্তরে বিষ,-এরূপ আপনার) যা অহং হস্তাভ্যাসম্ উপগতা (হস্তে আত্মসমর্পণ করেছিলাম)। [পটান্তেন মুখম্ আবৃত্য রোদিতি—এই বলে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করে রোদন করতে লাগলেন।] শার্ঙ্গরবঃ—ইত্থম্ (এভাবে) আত্মকৃতং চাপলং (নিজের চপলতা) প্রতিহতং (কোথাও যখন বাধা পায় তখন) দহতি (দগ্ধ করে)। অতঃ (সুতরাং) রহঃ সঙ্গতং (নির্জন সম্মেলন) বিশেষাৎ পরীক্ষ্য কর্তব্যম্ (সবিশেষ পরীক্ষা করেই করা উচিত)। অজ্ঞাতহৃদয়েষু সৌহৃদং (পরস্পরের হৃদয় অজ্ঞাত থাকলে মিত্রতা) এবং বৈরীভবতি (এরূপ শত্রুতাতেই পর্যবসিত হয়) ॥

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—(বেশ তাহলে) এখন আমি স্বেচ্ছাচারিণী বলে প্রতিপন্ন হলাম। পুরুবংশে বিশ্বাসহেতু, মুখে মধু কিন্তু অন্তরে হলাহল, এরূপ আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করেছিলাম। (এই বলে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করে রোদন করতে লাগলেন।)

শার্ঙ্গরব—এভাবে নিজের চপলতা কোথাও যখন বাধা পায় তখন মানুষকে দগ্ধ করে। সুতরাং নিভৃতমিলন বিশেষ পরীক্ষা করেই করা উচিত। পরস্পরের হৃদয় অজ্ঞাত থাকলে মিত্রতা এরূপ শত্রুতাতেই পরিণত হয়।

মনোরমা—পরীক্ষ্য = পরি-ঈক্ষ্ + ল্যপ্। অজ্ঞাতহৃদয়েষু—অজ্ঞাতং হৃদয়ং যেষাং তেষু, বহুব্রীহিঃ। বৈরীভবতি = বৈর + চ্বি + ভূ + লট্ তি। সৌহৃদম্ = সুষ্ঠু হৃদয়ং যস্য সঃ সুহৃদয়ঃ, সুহৃদয়স্য ভাবঃ কর্ম বা ইতি সুহৃদয় + অণ্। "সুহৃদয়-শব্দাৎ অণ্ সৌহৃদম্। হৃচ্ছব্দাদেশত্বাভাবাদ্ ন উভয়পদবৃদ্ধিঃ। ......সুহৃচ্ছব্দাৎ অণ্, সৌহার্দম্।"

আশা—অত ইতি ॥ অতঃ পূর্বোক্তাৎ কারণাৎ চপলতায়াঃ বিপৎপরিণামিত্বাৎ, চাপলস্য দাহকরত্বাৎ ইত্যর্থঃ, রহঃ রহসি নির্জনে বা, যৎ সঙ্গতং বধূবরস্য সম্মেলনং প্রণয়াদিকম্ ইত্যর্থঃ, তৎ বিশেষাৎ বিশেষং প্রযত্নাতিশয়ম্ আশ্রিত্য ইতি ল্যব্‌লোপে কর্মণি পঞ্চমী, পরীক্ষ্য কর্তব্যম্। বিপক্ষে বাধকমাহ—অজ্ঞাতহৃদয়েষু অজ্ঞাতং ব্যবহারাদিনা

অপরিজ্ঞাতং হৃদয়ং যেষাং তেষু জনেষু বিষয়ে সৌহৃদয়ং বন্ধুত্বম্ এবং অনেন প্রকারেণ বৈরীভবতি, অবৈরং বৈরং ভবতি ইতি অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ। প্রণয়োঽপি বিদ্বেষায়েতে ইত্যর্থঃ। অত্র বৈধর্ম্যেণার্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ, বাক্যার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গং চ। শ্লোকো বৃত্তম্। অস্মিন্ চারণকবিনা মুকুন্দদাসেন ভাষায়ামুক্তং যদ্ তত্তু নূনমেব প্রণিধানযোগ্যম্। তথাহি—"সুজন দেখিয়া করিবি পীরিতি/প্রহরী বাখিবি আঁখি/সুজনে সুজনে হইলে পীরিতি থাকিবি পরমসুখে/অরসিকজনে করিলে পীরিতি জনম গোঙাবি দুখে ॥" ইত্যাদি ॥

রাজা—অয়ি ভোঃ, কিমত্রভবতীপ্রত্যয়াদেবাস্মান্ সংযুতদোষাক্ষরৈঃ ক্ষিণুথ?

শার্ঙ্গরবঃ—(সাসূয়ম্) শ্রুতং ভবদ্ভিরধরোত্তরম্?

আ জন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো য

স্তস্যাপ্রমাণং বচনং জনস্য।

পরাতিসন্ধানমধীয়তে যৈ-

র্বিদ্যেতি তে সন্তু কিলাপ্তবাচঃ ॥ ২৫ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—কিম্ + অত্রভবতীপ্রত্যয়াৎ + এব + অস্মান্, ভবদ্ভিঃ + অধরোত্তরম্, শাঠ্যম্ + অশিক্ষিতঃ, যঃ + তস্য + অপ্রমাণম্, যৈঃ + বিদ্যা + ইতি, কিল + আপ্তবাচঃ, পরাতিসন্ধানম্ + অধীয়তে।

অন্বয়—যঃ আজন্মনঃ শাঠ্যম্ অশিক্ষিতঃ তস্য জনস্য বচনম্ অপ্রমাণম্, যৈঃ পরাতিসন্ধানং বিদ্যা ইতি অধীয়তে তে আপ্তবাচঃ সন্তু কিল ॥ ২৫ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—অয়ি ভোঃ (মহোদয়গণ শ্রবণ করুন)। অত্রভবতী-প্রত্যয়াৎ এব (কেবল এ নারীর কথায় বিশ্বাস করে) কিম্ অস্মান্ (কেন আমাকে) সংযুতদোষাক্ষরৈঃ (প্রভূত দুষ্টবাক্যের দ্বারা) ক্ষিণুথ (তিরস্কার করছেন)? শার্ঙ্গরবঃ—[সাসূয়ম্—সকোপে] শ্রুতং ভবদ্ভিঃ অধরোত্তরম্ (আপনারা এরূপ বিপরীত কথা শুনেছেন কি)? যঃ (যে ব্যক্তি) আজন্মনঃ শাঠ্যম্ অশিক্ষিতঃ (জীবনে শঠতা কি জানে না) তস্য জনস্য (সে ব্যক্তির) বচনম্ অপ্রমাণম্ (কথা বিশ্বাসের অযোগ্য), যৈঃ (আবার,

যারা) পরাতিসন্ধানং (লোককে প্রতারণা করা) বিদ্যা ইতি অধীয়তে (বিদ্যাজ্ঞানে শিক্ষা করে) তে আপ্তবাচঃ সন্তু কিল (তারা হল সত্যবাদী)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—মহোদয়গণ শ্রবণ করুন। কেবলমাত্র এ নারীর কথায় বিশ্বাস করে কেন আমাকে প্রভূত দুষ্টবাক্যে তিরস্কার করছেন?

শার্ঙ্গরব—(সকোপে) আপনারা এরূপ বিপরীত কথা শুনেছেন কি? যে ব্যক্তি জীবনে শঠতা কি জানেনা, সে ব্যক্তির কথা বিশ্বাসের অযোগ্য, আর যারা লোককে প্রতারণা করা শাস্ত্রজ্ঞানে অভ্যাস করে, তারা হল সত্যবাদী।

মনোরমা—অধারোত্তরম্—অধরং চ তৎ উত্তরং চ, কর্মধারয়ঃ। আ জন্মনঃ—"পঞ্চম্যাঙপরিভিঃ"-এ সূত্র অনুসারে পঞ্চমী। শাঠ্যম্—শঠ্ + য্যঞ্। "বিদ্যা"—'ইতি' এই নিপাতন শব্দযোগে প্রথমা, "ক্বচিন্নিপাতেনাভিধানম্" এই সূত্র অনুসারে। আপ্তবাচঃ—আপ্তাঃ বাচঃ যেষাং তে, বহুব্রীহিঃ।

আশা—আজন্মন ইতি। যঃ জনঃ শকুন্তলারূপঃ আজন্মনঃ জননাৎ আরভ্য অদ্য যাবৎ, সমাসস্য বিভাষিত্বাৎ ন সমাসঃ, সমাসপক্ষে তু আজন্ম ইত্যেবং স্যাৎ, শাঠ্যং খলতাং পরপ্রবঞ্চনং বা ন শিক্ষিতঃ নোপদিষ্টঃ পরেণ স্বপ্রবৃত্ত্যা বা, বাল্যাদেব আর্জবপ্রধান ইত্যর্থঃ তস্য তাদৃশস্য জনস্য বচনম্ অপ্রমাণম্ অবিশ্বাস্যম্। যৈঃ রাজভিঃ দুষ্যন্তপ্রমুখৈঃ পরেষাং শত্রূণাম্ অতিসন্ধানং প্রবঞ্চনং প্রতারণং বা বিদ্যা ইতি বিদ্যারূপত্বেন বিভাব্য অধীয়তে যত্নেনানুরাগেণ চ অভ্যস্যতে, তে কিল আপ্তাঃ প্রত্যয়িতাঃ বিশ্বস্তাঃ বাচঃ যেষাং তে তথাবিধাঃ সন্তু, অপিতু কুতোঽপি ন ইতি হৃদয়ম্। সোল্লুণ্ঠবচনমিদম্। শকুন্তলাবচনং সত্যং দুষ্যন্তবচনম্ অসত্যমিতি বিশেষে প্রস্তুতে যৎ সামান্যবচনং সা বৈধর্ম্যেণাপ্রস্তুতপ্রশংসা ॥ বৃত্তমুপজাতিঃ ॥

রাজা—ভোঃ সত্যবাদিন্, অভ্যুপগতং তাবদস্মাভিরেবম্। কিং পুনরিমামতিসন্ধায় লভ্যতে?

শার্ঙ্গরবঃ—বিনিপাতঃ।

রাজা—বিনিপাতঃ পৌরবৈঃ প্রার্থ্যতে ইতি ন শ্রদ্ধেয়ম্ এতৎ।

শারদ্বতঃ—সার্ঙ্গরব, কিমুত্তরেণ। অনুষ্ঠিতো গুরোঃ সন্দেশঃ। প্রতিনিবর্তামহে বয়ম্। (রাজানং প্রতি)

তদেষা ভবতঃ কান্তা ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা।
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা সর্বতোমুখী ॥ ২৬ ॥

গৌতমি, গচ্ছাগ্রতঃ।

(প্রস্থিতাঃ)

সন্ধিবিচ্ছেদ—তাবৎ + অস্মাভিঃ + এবম্, পুনঃ + ইমাম্ + অতিসন্ধায়, কিম্ + উত্তরেণ, তৎ + এষা, বা + এনাম্, গচ্ছ + অগ্রতঃ।

অন্বয়—এষা ভবতঃ কান্তা—এনাং ত্যজ বা গৃহাণ বা। দারেষু সর্বতোমুখী প্রভুতা উপপন্না হি ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—ভোঃ সত্যবাদিন্ (ওহে সত্যবাদী), অভ্যুপগতং তাবৎ অস্মাভিঃ এবম্ (আপনি যা' বললেন তা' স্বীকার করে নিচ্ছি)। কিং পুনঃ ইমাম্ অতিসন্ধায় লভ্যতে (কিন্তু একে বঞ্চনা করে আমার কি লাভ)? শার্ঙ্গরবঃ—বিনিপাতঃ (সমূলে ধ্বংস)। রাজা—বিনিপাতঃ পৌরবৈঃ প্রার্থ্যতে ইতি (পুরুবংশীয়েরা সমূলে বিনাশ প্রার্থনা করছে—এ কথা বলা) ন শ্রদ্ধেয়ম্ (যথার্থ নয়)। শারদ্বতঃ—শার্ঙ্গরব, কিম্ উত্তরেণ (শার্ঙ্গরব, আর উত্তরপ্রত্যুত্তরের প্রয়োজন নেই।) অনুষ্ঠিতঃ গুরোঃ সন্দেশঃ (গুরুর আদেশ পালন করেছি)। প্রতিনিবর্তামহে বয়ম্ (আমরা ফিরে যাই)। (রাজানং প্রতি—রাজাকে উদ্দেশ্য করে।) এষা ভবতঃ কান্তা (এ আপনার পত্নী)। এনাং ত্যজ বা গৃহাণ বা (একে আপনি ত্যাগ বা গ্রহণ, যা ইচ্ছা করতে পারেন)। দারেষু সর্বতোমুখী প্রভুতা (পত্নীর উপর পতির সর্ব বিষয়ে স্বাধীনতা) উপপন্না হি (স্বীকৃত আছে।) গৌতমি, গচ্ছ অগ্রতঃ (গৌতমী অগ্রে গমন কর)। [প্রস্থিতাঃ—সকলে প্রস্থান করলেন।]

বঙ্গানুবাদ—রাজা—ওহে সত্যবাদী, আপনি যা' বললেন তা' স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু একে বঞ্চনা করে আমার কি লাভ?

শার্ঙ্গরব,—সমূলে ধ্বংস।

বাজা—পুরুবংশীয়েরা সমূলে বিনাশ প্রার্থনা করছে—একথা বলা যথার্থ নয়।

শারদ্বত—শার্ঙ্গবব, আর উত্তবপ্রত্যুত্তরের প্রয়োজন নেই। গুরুর আদেশ পালন করেছি। আমরা ফিরে যাই। (রাজাকে উদ্দেশ্য করে) এ আপনার পত্নী।' একে আপনি ত্যাগ বা গ্রহণ, যা' ইচ্ছা করতে পারেন। পত্নীর উপর পতির সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা স্বীকৃত আছে। গৌতমী অগ্রে গমন কর। (সকলে প্রস্থান করলেন) ॥

আশা—তদিতি ॥ তদ্ উপসংহারে, এষা পুরোদৃশ্যমানা শকুন্তলা ভবতঃ পত্নী শাস্ত্রানুসারেণ গান্ধর্বেন বিধিনা পরিণীতা যজ্ঞাধিকারিণী স্ত্রী, ন তু কেবলং কান্তা। এনাং যথেচ্ছং ত্যজ গৃহাণ বা, তদ্বিষয়ে অস্মাকং নাস্তি কিমপি বক্তব্যম্। তত্র কারণমাহ,—হি যতঃ উপরস্তু পত্যুঃ দারেষু যথা বিধি পরিণীতায়াং ভার্যায়াং ন তু কান্তায়াং সর্বতোমুখী সর্বপ্রকাবা প্রভুতা ক্ষমতা উপপন্না অর্থাৎ ত্যাগে স্বীকারে তাড়নে বা প্রভুতা ন কুত্রাপি ব্যাহন্যাতে ইতি তাৎপর্যম্ ॥ অত্র সামান্যেন বিশেষসমর্থনরূপঃ অর্থান্তরন্যাসোঽলংকারঃ।

শকুন্তলা—কহং ইমিণা কিদবেণ বিপ্পলদ্ধ ম্হি, তুম্হে বি মং পরিচ্চঅহ? (অনুপ্রতিষ্ঠিতে) (কথম্ অনেন কিতবেন বিপ্রলব্ধা অস্মি। যূয়ম্ অপি মাং পরিত্যজথ?)

গৌতমী—(স্থিত্বা) বচ্ছ, সঙ্গরব অণুগচ্ছদি ইঅং ক্খু ণো করুণপরিদেবিণী সউন্দলা। পচ্চাদেসপরুসে ভত্তুণি কিং বা মে পুত্তিআ করেদু। (বৎস, শার্ঙ্গরব, অনুগচ্ছতি ইয়ং খলু নঃ করুণপরিদেবিনী শকুন্তলা। প্রত্যাদেশপরুষে ভর্তরি কিং বা মে পুত্রিকা করোতু।)

শার্ঙ্গরবঃ—(সরোষং নিবৃত্য) কিং পুরোভাগে, স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসেঙ্গ

(শকুন্তলা ভীতা বেপতে)

শকুন্তলে—

যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা
ত্বমসি কিং পিতুরুৎকুলয়া ত্বয়া।
অথ তু বেৎসি শুচি ব্রতমাত্মনঃ
পতিকুলে তব দাস্যমপি ক্ষমম্ ॥ ২৭ ॥

তিষ্ঠ, সাধয়ামো বয়ম্।

সন্ধিবিচ্ছেদ—স্বাতন্ত্র্যম্ + অবলম্বসে, ক্ষিতিপঃ + তথা, ত্বম্ + অসি, পিতুঃ + উৎকুলয়া, ব্রতম্ + আত্মনঃ, দাস্যম্ + অপি।

অন্বয়—ক্ষিতিপঃ যথা বদতি ত্বং যদি তথা, উৎকুলয়া ত্বয়া পিতুঃ কিম্? অথ আত্মনঃ ব্রতং শুচি বেৎসি, পতিকুলে দাস্যমপি তব ক্ষমম্ ॥ ২৭ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—কথম্ অনেন কিতবেন (এই প্রবঞ্চকের দ্বারা) বিপ্রলব্ধা অস্মি (আমি যে প্রতারিত হলাম)। যূয়মপি (আপনারাও) মাং পরিত্যজথ? (আমাকে পরিত্যাগ করে চললেন?) (এই বলে পশ্চাৎদিকে যেতে লাগলেন)। গৌতমী—[স্থিত্বা—দাঁড়িয়ে] বৎস শার্ঙ্গরব (বৎস শার্ঙ্গরব) ইয়ং খলু শকুন্তলা (এই দেখ, শকুন্তলা) করুণপরিদেবিণী (করুণ বিলাপ করতে করতে) নঃ অনুগচ্ছতি (আমাদের অনুগমন করছে)। প্রত্যাদেশপরুষে ভর্তরি (স্বামী যখন রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন) কিং বা মে পুত্রিকা করোতু (তখন আমার কন্যকা কীই বা করতে পারে)? শার্ঙ্গরবঃ—(সরোষং নিবৃত্য—ক্রোধের সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে] পুরোভাগে, (স্বেচ্ছাচারিণি), কিং স্বাতন্ত্র্যম্ অবলম্বসে (তুমি কি আবার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করছ?)

(শকুন্তলা ভীত হয়ে কাঁপতে লাগলেন)। শকুন্তলে (শোন শকুন্তলা) ক্ষিতিপঃ যথা বদতি (রাজা যা' বলছেন) ত্বং যদি তথা (তুমি যদি তাই হও), উৎকুলয়া ত্বয়া পিতুঃ কিম্ (তবে কুলকলংকিনী কন্যার দ্বারা পিতা (কণ্বের) কি প্রয়োজন সিদ্ধি হবে?) অথ (আর যদি) আত্মনঃ ব্রতং শুচি বেৎসি (তুমি নিজেকে পূতচরিতা মনে কর), পতিকুলে দাস্যম্ অপি ক্ষমম্ (তাহলে, পতিগৃহে থেকে দাস্যবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।) তিষ্ঠ, সাধয়ামঃ বয়ম্ (অতএব তুমি এখানেই থাক, আমরা চললাম।)

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—এ প্রবঞ্চকের দ্বারা আমি প্রতারিত হলাম। আপনারাও আমাকে পরিত্যাগ করে চললেন? (এই বলে পশ্চাতে যেতে লাগলেন)।

গৌতমী—(দাঁড়িয়ে) বৎস শার্ঙ্গরব, এই দেখ শকুন্তলা করুণবিলাপ করতে করতে

আমাদের অনুগমন করছে। পতি যখন রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন, তখন আমার কন্যা কীই বা করতে পারে?

শার্ঙ্গরব—(ক্রোধের সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে) স্বেচ্ছাচারিণী, তুমি কি আবার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করছ? (শকুন্তলা ভীত হয়ে কাঁপতে লাগলেন।) শোন শকুন্তলা, রাজা যা বলছেন, তুমি যদি তাই হও, তবে কুলকলংকিনী কন্যার দ্বারা পিতা কণ্বের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? আর যদি তুমি নিজেকে পূতচরিত্রা মনে কর, তাহলে, পতিগৃহে থেকে দাস্যবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অতএব তুমি এখানেই থাক, আমরা চললাম।

আশা—ক্ষিতিপ ইতি ॥ ক্ষিতিং পৃথ্বীং পাতি রক্ষতি যঃ সঃ ইতি ক্ষিতিপঃ ভূপতিঃ, অত্র রাজা দুষ্যন্তঃ যথা বদতি,—নেয়ং ময়া পরিণীতপূর্বা ইতি যদ্ বদতি, ত্বং যদি তয়া তাদৃশী এব, যদি নৃপবচনং সত্যং, তর্হি উৎকুলয়া কুলাৎ উচ্চলিতা ইতি উৎকুলা, তথা দুশ্চারিণ্যা ত্বয়া পিতুঃ কণ্বস্য কিং, কা ফলসিদ্ধির্ভবেৎ? অথ পক্ষান্তরে ত্বম্ আত্মনঃ ব্রতং পাতিব্রত্যলক্ষণং শুচিশুদ্ধং পবিত্রমিতি যাবৎ বেৎসি জানাসি, তর্হি পতিকুলে পতিগৃহে দাস্যং দাসীকর্ম অপি তব ক্ষমং যোগ্যম্। অত্র রাজপ্রাসাদে পরিচরন্তী তিষ্ঠ ইত্যর্থঃ, উভয়থা অস্মদনুসরণং ন যুক্তমিতি ভাবঃ। অত্র দ্রুতবিলম্বিতং বৃত্তম্, তল্লক্ষণং তু—"দ্রুতবিলম্বিত-মাহ নভৌ ভরৌ।"

রাজা—ভোস্তপস্বিন্, কিম্ অত্রভবতীং বিপ্রলভসে?

কুমুদান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পঙ্কজান্যেব।
বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ ॥ ২৮ ॥

শার্ঙ্গরবঃ—যদা তু পূর্ববৃত্তমন্যসঙ্গাদ্বিস্মৃতো ভবাংস্তদা কথমধর্মভীরুঃ?

রাজা—(পুরোহিতং প্রতি) ভবন্তমেবাত্র গুরুলাঘবং পৃচ্ছামি।

মূঢ়ঃ স্যামহমেষা বা বদেন্মিথ্যেতি সংশয়ে।
দারত্যাগী ভবাম্যাহো পরস্ত্রীস্পর্শপাংসুলঃ ॥ ২৯ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—ভোঃ + তপস্বিন্, কুমুদানি + এব, পঙ্কজানি + এব, পূর্ববৃত্তম্ + অন্যসঙ্গাৎ + বিস্মৃতঃ, ভবান্ + তদা, কথম্ + অধর্ম- ভীরুঃ, ভবন্তম্ + এব + অত্র, স্যাম্ + অহম্ + এষা, বদেৎ + মিথ্যা + ইতি, ভবামি + আহো।

অন্বয়—শশাঙ্কঃ কুমুদানি এব বোধয়তি, সবিতা পঙ্কজানি এব বোধয়তি। বশিনাং বৃত্তিঃ পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ ॥ ২৮ ॥

অহং মূঢ়ঃ স্যাম্ এষা বা মিথ্যা বদেৎ ইতি সংশয়ে দারত্যাগী ভবামি, আহো পরস্ত্রীস্পর্শপাংসুলঃ ॥ ২৯ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—ভোঃ তপস্বিন্ (হে তপস্বী) কিম্ অত্রভবতীং বিপ্রলভসে (কেন এঁকে প্রতারিত করছেন?) শশাঙ্কঃ (চন্দ্র) কুমুদানি এব বোধয়তি (কেবল কুমুদকেই বিকশিত করে), সবিতা (সূর্য) পঙ্কজানি এব বোধয়তি (কেবলমাত্র পদ্মকেই বিকশিত করে)। বশিনাং বৃত্তিঃ (জিতেন্দ্রিয় পুরুষদের চিত্তবৃত্তি) পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী হি (কখনো পরস্ত্রীস্পর্শের কামনায় দূষিত হয়না।)

শার্ঙ্গরবঃ—যদা তু ভবান্ (যখন আপনি) অন্যসঙ্গাৎ (অন্য নারীর সঙ্গে মিলিত হয়ে) পূর্ববৃত্তং বিস্মৃতঃ (পূর্বের বৃত্তান্ত বিস্মৃত হচ্ছেন) তদা কথম্ অধর্মভীরুঃ (তখন অন্য এক অধর্মের ভয় পাচ্ছেন কেন)?

রাজা—[পুরোহিতং প্রতি—পুরোহিতকে উদ্দেশ্য করে] ভবন্তম্ এব অত্র (এ বিষয়ে আপনার কাছেই) গুরুলাঘবং পৃচ্ছামি (এর ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করছি)। অহং মূঢ়ঃ স্যাম্ (আমি কি মোহাচ্ছন্ন হয়ে সব বিস্মৃত হয়েছি), এষা বা মিথ্যা বদেৎ (নাকি এ নারী মিথ্যা বল্‌ছে) ইতি সংশয়ে (এরূপ সন্দেহবিষয়ে) দারত্যাগী ভবামি (স্ত্রীত্যাগজনিত অপরাধে অভিযুক্ত হব), আহো (নাকি) পরস্ত্রীস্পর্শপাংসুলঃ (পরস্ত্রীস্পর্শদোষে পাপী হব)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—হে তপস্বিন্ কেন এঁকে প্রতারণা করছেন? চন্দ্র কেবল কুমুদকেই বিকশিত করে, পদ্মকে বিকশিত করে সূর্য। জিতেন্দ্রিয় পুরুষের চিত্তবৃত্তি কখনো পরস্ত্রীস্পর্শের কামনায় দূষিত হয় না।

শার্ঙ্গরব—যখন আপনি অন্য নারীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্বের বৃত্তান্ত বিস্মৃত হচ্ছেন তখন অন্য এক অধর্মের ভয় পাচ্ছেন কেন?

রাজা—(পুরোহিতকে উদ্দেশ্য করে) এ বিষয়ে আপনার কাছেই এর ভালোমন্দ জিজ্ঞাসা করছি। আমি কি মোহাচ্ছন্ন হয়ে সব বিস্মৃত হয়েছি, নাকি এ নারী মিথ্যা বল্‌ছে,—এরূপ সন্দেহবিষয়ে স্ত্রীত্যাগজনিত অপরাধে অভিযুক্ত হব, নাকি পরস্ত্রীস্পর্শদোষে পাপভাক হব।

মনোরমা—পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্‌মুখী—পরেষাং পরিগ্রহঃ, ষষ্ঠীতৎ, তেষাং সংশ্লেষঃ, ষষ্ঠীতৎ, তত্র পরাঙ্‌মুখী, সপ্তমীতৎ। পরস্ত্রীস্পর্শপাংসুলঃ পরস্য স্ত্রী, ষষ্ঠীতৎ, তস্যাঃ স্পর্শঃ, ষষ্ঠীতৎ, তেন পাংসুলঃ, তৃতীয়াতৎ।

আশা—কুমুদানি ইতি। শশঃ অংকঃ চিহ্নং যস্য স শশাংকঃ মৃগলাঞ্ছলঃ চন্দ্রমা কুমুদানি এব বোধয়তি উন্মীলয়তি, সবিতা সূর্যশ্চ পঙ্কজানি কমলানি এব বোধয়তি বিকাশয়তি। পরং তু শশাংকঃ ন কদাপি পঙ্কজানি বোধয়তি, সূর্যোঽপি কদাপি ন কুমুদানি বিকাশয়তি। অতঃ নায়িকয়া কুমুদিন্যা সহ যথা নায়কস্য চন্দ্রস্য সম্বন্ধোঽস্তি, তথা নায়কেন সূর্যেণ সহ নায়িকায়াঃ পঙ্কজিন্যাঃ অপি গূঢ়ঃ সম্পর্কঃ বিদ্যতে। বশিনাং জি.তন্দ্রিয়ানাং বৃত্তিঃ পরস্য পরিগ্রহঃ পত্নী যস্য তেন বা সংশ্লেষঃ সমাগমঃ তস্মাৎ—তস্মাৎ পবাঙ্‌মুখী বিরতা ভবতি। অনুরূপোক্তিস্তু দৃশ্যতে রঘুবংশে.—"কা ত্বং শুভেঙ্গ কস্য পরিগ্রহঃ বা কিং বা মদভ্যাগমকারণং তে। আচক্ষ্ব মত্বা বশিনাং রঘুণাং মনঃ পরস্ত্রীবিমুখপ্রবৃত্তিঃ ॥ (১৬/৮)। অত্র এব-কার দ্বয়েন কুমুদপঙ্কজানাং বোধনস্য ইতরাপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্‌মুখত্বেন সহ ঐকারূপ্যেণ অবভাসনাৎ প্রতিবস্তূপমালংকারঃ, আর্যা চ জাতিঃ ॥

মূঢ় ইতি ॥ অহং মূঢ়ঃ স্মৃতিভ্রংসবাঙ্গ্যাম্ ভবেয়ম্, ইয়ং শকুন্তলা সত্যং বদতি বিস্মৃতিবশাৎ নাহং তদ্ অবধারয়ামি। অথবা এষা শকুন্তলা মিথ্যা বদেৎ, মাং প্রতারয়িতুম্ অনৃতং বদতি (উভয়ত্র সম্ভাবনায়াং লিঙ্) ইতি সংশয়ে সন্দেহে প্রাপ্তে কিমহম্ অস্যাঃ পরিত্যাগেন দারান্ ত্যজতি যঃ সঃ দারত্যাগী আহো অথবা পরস্ত্রীস্পর্শেন পাংসুলঃ দোষস্পৃষ্টঃ পাতকী ভবামি। অনয়োঃ কতরঃ পক্ষঃ শ্রেয়ান্? সংশয়স্থলে পরস্ত্রীসংস্পর্শাৎ দাবত্যাগী বরং ন বেতি পৃচ্ছামি ইত্যাশয়ঃ ॥

পুরোহিতঃ—(বিচার্য) যদি তাবদেবং ক্রিয়তাম্।

রাজা—অনুশাস্তু মাং ভবান্।

পুরোহিতঃ—অত্রভবতী তাবদাপ্রসবাদস্মদ্গৃহে তিষ্ঠতু। কুত ইদমুচ্যত ইতি চেৎ—ত্বং সাধুভিরাদ্দিষ্টপূর্বঃ প্রথমমেব চক্রবর্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসি ইতি। স চেৎ মুনিদৌহিত্রস্তল্লক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি, অভিনন্দ্য শুদ্ধান্তমেনাং প্রবেশয়িষ্যসি। বিপর্যয়ে তু পিতুরস্যাঃ সমীপনয়নমবস্থিতমেব।

রাজা—যথা গুরুভ্যো রোচতে।

পুরোহিতঃ—বৎসে, অনুগচ্ছ মাম্।

শকুন্তলা—ভঅবদি বসুহে, দেহি মে বিবরং। (রুদতী প্রস্থিতা। নিষ্ক্রান্তা সহ পুরোধসা তপস্বিভিশ্চ।) (ভগবতি বসুধে, দেহি মে বিবরম্।)

(রাজা শাপব্যবহিতস্মৃতিঃ শকুন্তলাগতমেব চিন্তয়তি)

সন্ধিবিচ্ছেদ—তাবৎ + আপ্রসবাৎ + অস্মদ্ গৃহে, ইদম্ + উচ্যতে, সাধুভিঃ + উদ্দিষ্টঃ, প্রথমম্ + এব, শুদ্ধান্তম্ + এনাম্, সমীপনয়নম্ + অবস্থিতম্ + এব।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—পুরোহিতঃ—(বিচার্য—বিচার করে) যদি তাবৎ এবং ক্রিয়তাম্ (যদি এরূপ করা যায়)। রাজা—অনুশাস্তু মাং ভবান্ (আপনি) পুরোহিতঃ—অত্রভবতী (ইনি) আপ্রসবাৎ (সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত) অস্মদ্‌গৃহে তাবৎ তিষ্ঠতু (আমার গৃহেই অবস্থান করুন)। কুত ইদম্ উচ্যতে চেৎ (যদি বলেন,—কেন এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, তবে বলি) ত্বং সাধুভিরুদ্দিষ্টঃ (সাধু বা আপনার সম্বন্ধে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে), প্রথমম্ এব (প্রথমেই) চক্রবর্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসি ইতি (আপনি রাজচক্রবর্তী পুত্রের জন্ম দেবেন)। স চেৎ মুনিদৌহিত্রঃ (যদি মুনি অর্থাৎ মহর্ষি কণ্বের দৌহিত্র) তল্লক্ষণোপপন্নঃ ভবিষ্যতি (সে লক্ষণাক্রান্ত হয়) এনাম্ অভিনন্দ্য (তবে এঁকে সংবর্ধিত করে) শুদ্ধান্তং প্রবেশয়িষ্যসি (অন্তঃপুরে নিয়ে আসবেন)। বিপর্যয়ে তু (যদি অন্যথা হয়) অস্যাঃ পিতুঃ সমীপনয়নম্ (তবে এঁকে পিতার কাছে প্রেরণ করাই স্থির থাকল)। রাজা—যথা গুরুভ্যো রোচতে (গুরুদেবের যা অভিরুচি)। পুরোহিতঃ—বৎসে অনুগচ্ছ মাম্ (বৎস, আমার অনুগমন কর)। শকুন্তলা—ভগবতি বসুধে (ভগবতী বসুধা)। দেহি মে বিবরম্ (তুমি বিদীর্ণ হও, তাতে আমি প্রবেশ করি।) [রুদতী প্রস্থিতা—রোদন করতে করতে যেতে লাগলেন, নিষ্ক্রান্তা সহ পুরোধসা তপস্বিভিশ্চ—পুরোহিত ও তপস্বিদের সঙ্গে প্রস্থান] (রাজা শাপব্যবহিতস্মৃতিঃ শকুন্তলাগতমেব চিন্তয়তি—অভিশাপের পরে রাজার স্মৃতি হয়েছে লুপ্ত, তিনি শকুন্তলার বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।)

বঙ্গানুবাদ—পুরোহিত—(বিচার করে) যদি এরূপ করা যায়।

রাজা—আপনি আমাকে—

পুরোহিত—ইনি সন্তানপ্রসব করা পর্যন্ত আমার গৃহেই অবস্থান করুন। যদি বলেন কেন এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, তবে বলি, সাধুরা আপনার সম্পর্কে এমন ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন যে, প্রথমেই আপনি রাজচক্রবর্তী পুত্রের জন্ম দেবেন। যদি মহর্ষি কণ্বের দৌহিত্র সে লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে এঁকে সংবর্ধিত করে অন্তঃপুরে নিয়ে আসবেন। যদি অন্যথা হয় তাহলে এঁকে পিতার কাছে প্রেরণ করাই স্থির থাকল।

রাজা—গুরুদেবের যা অভিরুচি।

পুরোহিত—বৎস আমার অনুগমন কর।

শকুন্তলা—ভগবতী বসুধা, তুমি বিদীর্ণ হও, তাতে আমি প্রবেশ করি।

(রোদন করতে করতে পুরোহিত ও তপস্বিগণের সঙ্গে প্রস্থান করলেন) (অভিশাপের পরে রাজার স্মৃতি লুপ্ত হয়েছে, তিনি শকুন্তলার বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।)

মনোরমা—আ প্রসবাৎ—"পঞ্চম্যাঙ্‌পরিভিঃ"-সূত্র অনুসারে অপাদানে পঞ্চমী। গুরুভাঃ—"রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ"-এ সূত্র অনুসারে সম্প্রদানে চতুর্থী। শাপব্যবহিতস্মৃতিঃ —শাপেন ব্যবহিতা, তৃতীয়াতৎ, তাদৃশী স্মৃতিঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ।

(নেপথ্যে)

আশ্চর্যম্

রাজা—(আকর্ণ্য) কিং নু খলু স্যাৎ?

(প্রবিশ্য)

পুরোহিতঃ—(সবিস্ময়ম্) দেব, অদ্ভুতং খলু সংবৃত্তম্।

রাজা—কিমিব?

পুরোহিতঃ— দেব, পরাবৃত্তেষু কণ্বশিষ্যেষু
সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা
বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং চ প্রবৃত্তা।

রাজা—কিং চ

পুরোহিতঃ— স্ত্রীসংস্থানং চাপ্সরতীর্থমারা-
দুৎক্ষিপ্যৈনাং জ্যোতিরেকং জগাম ॥ ৩০ ॥

(সর্বে বিস্ময়ং রূপয়ন্তি)

সন্ধিবিচ্ছেদ—কিম্ + ইব, চ + অপ্সরতীর্থম্ + আরাৎ + উৎক্ষিপ্য + এনাম্, জ্যোতিঃ + একাম্।

অন্বয়—সা বালা স্বানি ভাগ্যানি নিন্দন্তী বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং প্রবৃত্তা চ। স্ত্রীসংস্থানম্ একং জ্যোতিঃ আরাৎ এনাম্ উৎক্ষিপ্য অপ্সরতীর্থং জগাম্ ॥ ৩০ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[নেপথ্যে] আশ্চর্যম্ (আশ্চর্য)। রাজা—(আকর্ণ্য—শ্রবণ করে) কিং নু খলু স্যাৎ (কি হ'ল)? (প্রবিশ্য—প্রবেশ কবে) পুরোহিতঃ—[সবিস্ময়ম্—বিস্ময়ের সঙ্গে] দেব, অদ্ভুতং খলু সংবৃত্তম্ (মহারাজ। এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে)। রাজা—কিমিব (কি রকম)? পুরোহিতঃ—দেব (মহারাজ) পবাবৃত্তেষু কণ্বশিয্যেষু (কণ্বশিয্যগণ প্রত্যাবর্তন করলে) সা বালা (সে বালিকা) স্বানি ভাগ্যানি নিন্দন্তী (নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে), বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং প্রবৃত্তা চ (বাহু উত্তোলন করে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করল)। রাজা—কিং চ (তারপর)? পুরোহিতঃ—স্ত্রীসংস্থানম্ একং জ্যোতিঃ (স্ত্রীলোকের আকৃতি বিশিষ্ট এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি) আরাৎ (দূর থেকে) এনাম্ উৎক্ষিপ্য (একে উচ্চে তুলে) অপ্সরস্তীর্থং জগাম (অপ্সরাতীর্থের দিকে চলে গেল)। [সর্বে বিস্ময়ং রূপয়ন্তি—সকলে বিস্মিত হ'বার অভিনয় করলেন।]

বঙ্গানুবাদ—(নেপথ্যে) আশ্চর্য।

রাজা—(শ্রবণ করে) কি হ'ল? (প্রবেশ করে)

পুরোহিত—(বিস্ময়ের সঙ্গে) মহারাজ, এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে।

রাজা—কি রকম?

পুরোহিত—মহারাজ, কণ্বশিয্যগণ প্রত্যাবর্তন করলে, সে বালিকা নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে বাহু উত্তোলন করে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করল।

রাজা—তারপর?

পুরোহিত—স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্ট এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দূর থেকে এঁকে উচ্চে তুলে অপ্সরাতীর্থের দিকে চলে গেল। [সকলে বিস্মিত হ'বার অভিনয় কবলেন।]

মনোরমা—নিন্দন্তী = নিন্দ্ + শতৃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। উৎক্ষিপ্য = উৎ-ক্ষিপ্ + ল্যপ্ আরাৎ = এ অব্যয়টি দূর এবং নিকট-এ দু অর্থে ব্যবহৃত হয়, "আরাদ্‌দূরসমীপয়োঃ"-এ সূত্র অনুসারে। এখানে 'আরাৎ' যোগে 'অপ্সরস্তীর্থম্' শব্দে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়েছে। বাহূৎক্ষেপম্ = বাহু + উৎ + ক্ষিপ্ + ণমুল্ ভাবে। স্ত্রীসংস্থানম্ = স্ত্রিয়াঃ সংস্থানমিব সংস্থানং যস্য, বহুব্রীহিঃ, তৎ ॥

আশা—সা নিন্দন্তী ইতি। সা বালা শকুন্তলা স্বানি স্বকীয়ানি ভাগ্যানি দুরদৃষ্টং নিন্দন্তী অহো বত কীদৃশং পাপম্ আচরিতং পুরা যস্য অয়ং বিপাকঃ ইত্থং বিলপন্তী বাহূ উৎক্ষিপ্য ঊর্দ্ধমঠং চ বিক্ষিপ্য ক্রন্দিতুম্ উচ্চৈরারটিতুং প্রবৃত্তা, স্ত্রিয়াঃ নার্য্যাঃ ইব সংস্থানম্ আকৃতিঃ যস্য তৎ স্ত্রীসংস্থাং লালনাকারং জ্যোতিঃ এনাং শকুন্তলাম্ আরাৎ দূরাৎ উৎক্ষিপ্য উত্তোল্য অপ্সরস্তীর্থে তদাখ্যং জলান্তরবিশেষম্ জগাম, তদভিমুখং প্রায়াৎ। অদ্বয়ম্ অবিলম্ব-দ্যোতনায়। ক্রিয়যোঃ সমুচ্চিতত্বাৎ সমুচ্চয়ালংকারঃ। শালিনী চ বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু—"মাত্তৌ গৌ চেচ্ছালিনী বেদলোকৈঃ" ইতি ॥

আলোচনা :

রাজপুরোহিতের বিবেচনা অনুসারে স্থির হ'ল,—সন্তান প্রসব পর্যন্ত শকুন্তলা রাজপুরোহিতের গৃহে অবস্থান করবেন, এবং সন্তান যদি রাজচক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত হয়, তবে রাজা শকুন্তলাকে তাঁর পূর্বপরিণীতা পত্নীরূপে রাজান্তঃপুরে স্থান দেবেন, অন্যথায় শকুন্তলাকে পুনরায় আশ্রমে প্রেরণ কবা হবে। দুঃখে, ক্ষোভে ও অপমানে ক্রন্দনরতা শকুন্তলা যখন রাজপুরোহিতকে অনুসরণ করতে থাকেন, তখন হঠাৎ অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে এক জ্যোতির্ময়ী নারী মূর্তি পথ থেকে শকুন্তলাকে আকাশপথে অপ্সবাতীর্থের দিকে নিয়ে গেলেন। এই জ্যোতির্ময়ী রমণীমূর্তি হলেন শকুন্তলার জননী অপ্সরা মেনকা। মর্মান্তিক লজ্জা ও অপমানে একেবারে বিপর্যস্তা কন্যার দুঃসহ ও দারুণ মনোবেদনা সহ্য করতে না পেরে জননী মেনকা জ্যোতির্ময়ী নারী মূর্তির রূপ পরিগ্রহ করে শকুন্তলাকে হেমকূট পর্বত শীর্ষে অবস্থিত মহর্ষি মারীচের তপোবনের শান্ত, সংযত, এবং শুচিশুভ্র পরিবেশে নিয়ে গেলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, নাটকের ঈপ্সিত পরিণতি অর্থাৎ দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলন ঘটাবার উদ্দেশ্যে মহাকবি এই নাটকীয় কৌশল অবলম্বন করেছেন। স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মহর্ষি মারীচের তপোবনের প্রবেশপথে পুত্র সর্বদমনের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের পুনর্মিলন সংঘটিত হয়েছে ॥

রাজা—ভগবন্, প্রাগপি সোঽস্মাভিরর্থঃ প্রত্যাদিষ্টঃ এব। কিং বৃথা তর্কেণ অন্বিষ্যতে। বিশ্রাম্যতু ভবান্।

পুরোহিতঃ—(বিলোক্য) বিজয়স্ব। (নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা—বেত্রবতি, পর্যাকুলোঽস্মি। শয়নভূমিমার্গমাদেশয়।

প্রতিহারী—ইদো ইদো দেব। (প্রস্থিতা) (ইতঃ ইতঃ দেবঃ)।

রাজা—

কামং প্রত্যাদিষ্টাং স্মরামি ন পরিগ্রহং মুনেস্তনয়াম্।
বলবত্তু দূয়মানং প্রত্যায়য়তীব মে হৃদয়ম্ ॥ ৩১ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

(পঞ্চমোঽঙ্কঃ)

সন্ধিবিচ্ছেদ—প্রাক্ + অপি, সঃ + অস্মাভিঃ + অর্থঃ, পর্যাকুলঃ + অস্মি, শয়নভূমিমার্গম্ + আদেশয়, মুনেঃ + তনয়াম্, প্রত্যায়য়তি + ইব, পঞ্চমঃ + অংকঃ।

অন্বয়—প্রত্যাদিষ্টাং মুনেঃ তনয়াং পরিগ্রহং ন স্মরামি কামম্, মে হৃদয়ং তু বলবৎ দূয়মাণং প্রত্যায়য়তি।

বাঙলা শব্দার্থ—রাজা—ভগবন্ (ভগবান, গুরুদেব) প্রাক্ অপি (পূর্বেই) সোঽর্থ অস্মাভিঃ প্রত্যাদিষ্ট এব (আমরা সে বিষয় পরিত্যাগ করেছি)। কিং বৃথা (অকারণ কেন) তর্কেণ অন্বিষ্যতে (চিন্তা করছেন)? বিশ্রাম্যতু ভবান্ (আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করুন)। পুরোহিত—[বিলোক্য—তাকিয়ে] বিজয়স্ব (আপনার জয় হোক্)। [নিষ্ক্রান্তঃ—বহির্গত হলেন] রাজা—বেত্রবতি (বেত্রবতী) পর্যাকুলঃ অস্মি (আমি অসুস্থ বোধ করছি) শয়নভূমিমার্গম্ আদেশয় (শয়নগৃহের পথ প্রদর্শন কর)। প্রতিহারী—ইতঃ ইতঃ দেবঃ (মহারাজ, এদিকে এদিকে)। (প্রস্থিতা—যেতে লাগলেন)

রাজা—প্রত্যাদিষ্টাং মুনেঃ তনয়াং (মুনির কন্যাকে পরিত্যাগ করেছি) পরিগ্রহং ন স্মরামি (তার সঙ্গে পরিণয় স্মরণ করতে পারছি না) কামম্ (এইটি সত্য)। মে হৃদয়ং তু (আমার মনে কিন্তু) বলবৎ দূয়মানং (নিদারুণ কষ্ট হচ্ছে) প্রত্যায়য়তি ইব (যেন মন বোঝাতে চাইছে যে সে সত্যই বলেছিল)। [নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে—সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন।]

(পঞ্চমোঽঙ্কঃ—পঞ্চম অংক)

সমাপ্ত

বঙ্গানুবাদ—রাজা—ভগবান্ গুরুদেব, পূর্বেই আমরা সে বিষয় পরিত্যাগ করেছি, কেন অকারণে চিন্তা করছেন? আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

পুরোহিত—(দৃষ্টিপাত করে) আপনার জয় হোক। (বহির্গত হলেন)।

রাজা—বেত্রবতী, আমি অসুস্থ বোধ করছি, শয়নগৃহের পথ দেখাও।

প্রতিহারী—মহারাজ, এদিকে আসুন, এদিকে। (যেতে লাগলেন)

রাজা—মুনির কন্যাকে পরিত্যাগ করেছি। তার সঙ্গে পরিণয় স্মরণ করতে পারছি না,—এইটি সত্য, কিন্তু আমার মনে নিদারুণ কষ্ট হচ্ছে, যেন মন বোঝাতে চাইছে যে, সে সত্যই বলেছিল।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন।)

মনোরমা—বিজয়স্ব = বি-জি + লোট্ মধ্যমপুরুষ একবচন, "বিপরাভ্যাং জেঃ" এ সূত্র অনুসারে আত্মনেপদ। পরিগ্রহম্ = পরি-গ্রহ্ + অচ্ কর্মণি, পরিগ্রহঃ, তম্। প্রত্যায়যতি = প্রতি-ই + ণিচ্ + লট্ তি। মাম্—"গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থ" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে অণিজন্ত-অবস্থায় যা 'কর্তা ছিল ণিজন্ত অবস্থায় তা' কর্ম হয়েছে।

আশা—কামমিতি ॥ প্রত্যাদিষ্টাং প্রত্যাখ্যাতাং নিরাকৃতাং বা মুনেঃ মহর্ষেঃ কণ্বস্য তনযাং কন্যাং পরিগ্রহং পরিণীতপূর্বাং ভার্যাং ন স্মরামি কামম্ অনিচ্ছয়াপি তন্ময়া অনুমন্তব্যম্, অকামানুমতৌ কামম্, কিন্তু হৃদযং পুনঃ বলবৎ অতীব দূযমানং পীড্যমানং সৎ মাম্ প্রত্যায়য়তি ময়া ইয়ং পরিণীতপূর্বা ইতি বিশ্বাসম্ উৎপাদয়তি ইব ইত্যুৎপ্রেক্ষা পীড়ায়াঃ কারণস্য স্মরণস্যাভাবে অপি পীড়েতি বিভাবনালংকারঃ। আর্যা চ জাতিঃ ॥

আলোচনা :

(ক) কোপনস্বভাব ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের প্রতিক্রিয়ায় বা অন্য কোন কারণেই হোক, রাজা দুষ্যন্ত সবকিছু ধীর ও সংযতচিত্তে বিচারবিবেচনা করে শকুন্তলা বিসর্জনে যে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা' নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কর্তব্যে কঠোর, ধর্মপালনে দৃঢ়সংকল্প রাজার এ চরিত্রাঙ্কন এককথায় অনবদ্য। চারদিকে তরঙ্গের অভিঘাত কিন্তু ধর্মভীরু রাজা অটল। ধর্মপত্নী বলে দাবী করছেন এমন এক অপরিচিতা অপূর্বলাবণ্যবতী নারীর কথায় আস্থাস্থাপন করে তাঁকে গ্রহণের মাধ্যমে রাজধর্মপালন করবেন, অথবা পরস্ত্রী জেনেও তাঁকে গ্রহণ করে পাপের ভাগী হবেন। এ নাটকীয় পরিস্থিতির উৎকর্ষ এই যে, দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা উভয়েই নিরপরাধ, অথচ দুর্বার ঘটনাচক্রই এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। একদিকে শকুন্তলা ঘৃণায়, লজ্জায়, লাঞ্ছিত প্রণয়ের

ধিক্কারে, ক্ষোভে, রোষে উন্মাদিনী, আব অন্যদিকে রাজা দুষ্যন্ত ধীর, স্থির, অচঞ্চল ও শান্ত। কিন্তু তাঁর হৃদয়েও যে ভয়ঙ্কব ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তা' তাঁর একটি মাত্র বাক্যের মধ্য দিয়ে আভাসে প্রকাশ পেয়েছে, এবং সে বাক্যটি হলো,—"বেত্রবতি, পর্যাকুলোঽস্মি। শয়নভূমিমার্গমাদেশয়", অর্থাৎ—"বেত্রবতি, আমি বড় ক্লান্ত, শয়নকক্ষের পথ দেখাও ॥"

(খ) বাজা দুষ্যন্তকর্তৃক রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যানের পর কেন মহাকবি কালিদাস লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে জর্জরিতা শকুন্তলাকে মহর্ষি কণ্বের তপোবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাননি তা এ প্রসঙ্গে বিশেষ বিচার্যবিষয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ কবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, শকুন্তলাকে পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে না গিয়ে মহাকবি অসামান্য কবিত্বেব পরিচয় দিয়েছেন। যথাকালে মহর্ষি কণ্বের তপোবন থেকে শকুন্তলার কেবল বাহ্যবিচ্ছেদ ঘটেছিল, কিন্তু হস্তিনাপুরের বাজপ্রাসাদ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল। বিশ্বের সঙ্গে শকুন্তলার সম্বন্ধ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, এমন দুঃখিনীর জন্য মহৎ দুঃখেব উপযোগী বিরলতা আবশ্যক। মহাকবি নীরব থেকে শকুন্তলার চাবদিকেব শূন্যতা ও নীরবতাকে আমাদেব চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত করে দিয়েছেন। শকুন্তলাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে যদি নীরব হয়েও থাকতেন তাহলেও আশ্রম কথা বলত। কিন্তু অপরিচিত মহর্ষি মারীচের তপোবনে সমস্তই আমাদের কাছে স্তব্ধ, নীরব। কেবল বিশ্ববিরহিত শকুন্তলার নিয়মসংযত, ধৈর্যগম্ভীর অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানসচক্ষের সমক্ষে ধ্যানাসনে বিবাজমান। (প্রাচীনসাহিত্য/ পৃষ্ঠা ৪৭/৪৮)

শ্রীমদভিজ্ঞানশকুন্তলায়াঃ বিধুভূষণগোস্বামিকৃতায়াং সরলাটীকায়াম্

॥ পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥

বিদূষকঃ। (কর্ণং দত্ত্বা) ভো বয়স্য সঙ্গীতশালান্তরে অবধানং দেহি। কলবিশুদ্ধায়াঃ গীতেঃ স্বরসংযোগো শ্রূয়তে। জানে তত্রভবতী হংসপদিকা বর্ণপরিচয়ং করোতি ইতি।

সংগীতস্য শালা গৃহং তস্য অন্তরে অভ্যন্তরে অবধানং মনঃসযোগং দেহি। সংগীত-শালামধ্যাৎ উত্তিষ্ঠৎ গীতমাকর্ণয়িতুমবহিতো ভব। কলা মধুরা বিশুদ্ধা নির্দোষা চ তস্যাঃ কলবিশুদ্ধায়াঃ গীতেঃ স্ববসংযোগঃ স্ববসম্বন্ধঃ শ্রূযতে। হংসপদিকা রাজ্ঞঃ পত্ন্যন্তরম্। বর্ণস্য গীতিক্রমস্য ভেদে গীতিক্রমে চিত্রে বর্ণঃ, গীতক্রমে স্তুতৌ ভেদে

বর্ণশব্দঃ প্রযুজ্যতে ইতি হলায়ুধঃ। বর্ণো দ্বিজাদিশুক্লাদি-যশোগুণকথাসু চ। স্তুতৌ না ন স্ত্রিযাং ভেদরূপাক্ষরবিলেপনে ॥ ইতি মেদিনী। পরিচয়ঃ অভ্যাসঃ তং বর্ণপরিচয়ং গানক্রিয়াভ্যাসং করোতি।

রাজা। আকর্ণয়ামি ইতি বর্তমানসীমাপ্যো বর্তমানবদ্বা ইতি ভবিষ্যতি লট্, যদ্বা যাবৎপুরানিপাতয়ো র্লট্। আকাশে ইতি,—

অভিনবমধুলোলুপস্ত্বম্
তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো
মধুকব বিস্মৃতোঽসি এনাং কথম্ ॥

হে মধুকর, হে ভ্রমর, হে কামুক ইতি চ ধ্বন্যতে, মধুব্রতে মধুকরঃ কামুকেঽপি প্রকীর্তিতঃ ইতি বিশ্বঃ, অভিনবং প্রত্যগ্রং যৎ মধু পুষ্পরসঃ অধররসঃ ইতি গূঢ়োঽর্থঃ। তত্র লোলুপঃ লুব্ধঃ ত্বং চূতস্য আমস্য মঞ্জরীং মুকুলং তথা তাদৃশং সপ্রণয়ং পরিচুম্ব্য, কমলে বসতিঃ বাসঃ তয়া এব নতু রসাস্বাদনেন নির্বৃতঃ সুখিতঃ এনাং চূতমঞ্জরীং কথং বিস্মৃতঃ অসি। জ্ঞানার্থস্য গত্যর্থে পর্যবসানাৎ কর্তরি ক্তঃ যদ্বা আদিকর্মণি কর্তরি ক্তঃ গীতেন অনেন রাজ্ঞঃ শকুন্তলাবিস্মরণ-মুল্লিখিতম্। যঙ্লুগন্তাৎ লুভ্ধাতোঃ কর্তরি অচ্ ভস্য পত্বম্। লুব্ধোঽভিলাষুকস্তৃষ্ণকসমৌ লোলুপলোলুভৌ ইত্যমরঃ। কমলবসতি-শব্দাৎ স্বার্থে মাত্রচ্-প্রত্যয়ঃ, নতু ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ সমাসঃ তথাত্বে সমাসান্তরং ন ভবতি ॥

রাজা। অহো ইতি আশ্চর্যে অব্যয়ম্। রাগম্ অনুরাগং পরিবহতি ক্ষরতি স্রবতি ইতি যাবৎ যা সা রাগপরিবাহিণী অনুরাগস্রুৎ গীতিঃ।

বিদূষকঃ। গীতিতাৎপর্যং কিমববুদ্ধং ত্বয়া।

রাজা। (স্মিতং কৃত্বা) অয়ং জনঃ হংসপদিকালক্ষণঃ সকৃৎ একবারং কৃতঃ প্রণয়ঃ যেন সহ যস্মিন্ বা ইতি সকৃৎকৃতপ্রণয়ঃ। দেবীং বসুমতীং মহিষীম্ অন্তরেণ বিনা ক্ষণম্ অপি নান্যত্র তিষ্ঠামি ইতি প্রতিজ্ঞানিমিত্তম্ অস্যাঃ হংসপদিকায়াঃ উপালম্ভনং তিরস্কারং গতোঽস্মি প্রাপ্তোঽস্মি। অতঃ বয়স্য ত্বং হংসপদিকায়াঃ সকাশং গত্বা মম বচনমনুসৃত্য তাং ব্রূহি "যদহং সম্যক্ নির্ভৎসিতোঽস্মি ইতি"। উপালম্ভঃ তিরস্কারঃ উপাঙ্পূর্বাৎ লভে র্ঘঞ্।

বিদূষকঃ। তয়া হংসপদিকয়া পবকীয়ৈঃ সখীসম্বন্ধিভিঃ হস্তৈঃ গৃহীতস্য শিখণ্ডকে শিরসি তাড্যমানস্য আহন্যমানস্য মে ইদানীং বীতরাগস্য বিষয়বাসনা-শূন্যস্য অপ্সরাভিঃ

সুরনারীভিঃ গৃহীতস্য ইব মোক্ষঃ মুক্তিঃ পরিত্রাণমিতি যাবৎ নির্বাণমন্যত্র নাস্তি। মোক্ষশব্দঃ অত্র শ্লিষ্টঃ। শিখণ্ডকে ইতি অবচ্ছেদে সপ্তমী।

রাজা। নাগরিকস্য রসিকজনস্য বৃত্তিঃ আচারঃ তয়া ইতি নাগরিকবৃত্ত্যা। রাজা। (আত্মগতম্) ইষ্টঃ অভিমতঃ দয়িতঃ ইত্যর্থঃ স চাসৌ জনশ্চেতি ইষ্টজনঃ প্রিয়জনঃ, তেন বিরহঃ তস্মাৎ ঋতে বিনা প্রিয়বিরহং বিনাপি দুঃখকারণে অবিদ্যমানেহপি, কিমিতি গীতশ্রবণাৎ অত্যর্থমুন্মনায়মানোহস্মি। অথবা ইতি ঔৎসুক্যস্য হেতুমুপন্যস্যন্নাহ।—

রম্যাণি বীক্ষ্য, মধুরান্ শব্দান্ নিশম্য চ সুখিতোহপি জন্তুঃ পর্য্যুৎসুকীভবতি ইতি যৎ তৎ নূনং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি চেতসা অবোধপূর্বং স্মরতি। রম্যাণি নয়নসুভগানি মনোরমাণি ইতি যাবৎ বস্তূনি বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা মধুবান্ মনোহবান শব্দান্ গীতধ্বনীন্ নিশম্য আকর্ণ্য, চ সুখং জাতম্ অস্য ইতি সুখিতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্. দুঃখকারণাভাববান্ জন্তুঃ প্রাণী অপর্য্যুৎসুকঃ পর্য্যুৎসুকঃ ভবতি ইতি পর্য্যুৎসুকীভবতি পবিদুর্ম্মনায়মানঃ পর্য্যাকুলঃ ইতি যাবৎ ভবতি ইতি যৎ তন্নূনং নিশ্চিতমেব ভাবে অন্তর্হৃদয়ে স্থিরাণি দৃঢ়াণি যদ্বা ভাবৈঃ বাসনাভিঃ স্থিরাণি নিশ্চলানি জন্মসহস্রৈরপি দূরীকর্ত্তুমশক্যানি ইতি ভাবঃ। অন্যৎ জননং জন্ম ইতি জননান্তরং তত্র, সৌহৃদানি প্রণযাদীনি সুহৃদয়শব্দাৎ অণিকৃতে সৌহৃদপদং সিদ্ধম্, হৃদ্ভগমিন্ধন্তে পূর্বপদস্য চ ইতি সূত্রস্য নাত্রাবসর তথাচ বামনঃ "সৌহৃদদৌর্হৃদশব্দাবণি হৃদ্ভাবাৎ" হৃদয়স্য হৃ[illegible] ইতি হৃদ্ভাবঃ। চেতসা মনসা, অবোধপূর্বং বিষয়বিশেষজ্ঞানাভাবপূর্বং স্মরতি। তথা চোক্তং কবিনা মনো হি জন্মান্তরসংঙ্গতিজ্ঞম্। অত্র বিশেষে প্রস্তুতে সামান্যোক্তেবপ্রশংসা। বসন্ততিলকাবৃত্তম্, তল্লক্ষণং—জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ ॥ (এবং চিন্তয়ন্ উৎকণ্ঠমানঃ তিষ্ঠতি।)

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চুকিলক্ষণং যথা,—

"অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধো বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ।
সর্বকার্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে ॥
জরাবৈক্লব্যযুক্তেন বিশেদ্গাত্রেণ কঞ্চুকী।"

কঞ্চুকী বারবাণোহস্ত্রীত্যমরঃ, কঞ্চুকঃ বিদ্যতে যস্য সঃ কঞ্চুকী।

কঞ্চুকী। অহো ইতি আশ্চর্যে অহম্ ঈদৃশীং জরাগ্রস্তাম্ অবস্থাং প্রাপ্তোহস্মি। আচার ইতি।

ময়া অবহিতেন রাজ্ঞঃ অবরোধগৃহেষু আচার ইতি যা বেত্রযষ্টিঃ গৃহীতা, বহুতিথে কালে গতে সা এব প্রস্থানবিক্লবগতেঃ মম অবলম্বনার্থা জাতা। ময়া সাবধানেন নৃপস্য

অন্তঃপুরেষু আচার ইতি সাদৃশেন অন্তঃপুরাধিকৃতেন বেত্রগ্রহণং কর্তব্যমিতি নিয়মাৎ হেতোঃ যা বেত্রযষ্টিঃ গৃহীতা স্বীকৃতা, সা এব বেত্রযষ্টিঃ বহুতিথে বহূনাং পূরণে কালে গতে সতি প্রস্থানে গমনসময়ে। বিক্লবা বার্ধক্যাৎ বিকৃতা বিসংস্থুলেতি যাবৎ গতিঃ যস্য তস্য মম অবলম্বনায় আশ্রয়ায় ইয়ম্ ইতি অবলম্বনার্থা, অর্থেন সহ নিত্যসমাসঃ সর্বলিঙ্গ তা চ যদ্বা অবলম্বনমেব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্যাঃ সা তাদৃশী জাতা।

দেবস্য রাজ্ঞঃ ধর্মকার্যম্ অনতিপাত্যং কামং ময়ৈতদনুমন্তব্যম্। অকামানুমতৌ কামম্। তথাপি অধুনৈব ধর্মস্য আসনং তস্মাৎ ধর্মাধিকরণাৎ আগতস্য রাজ্ঞঃ পুনরপি উপরোধং ক্লেশং করোতি পীড়াং জনয়তি যৎ তৎ কণ্বশিষ্যাণাম্ আগমনং বিজ্ঞাপয়িতুং নোৎসহে ন প্রভবামি। অথবা লোকস্য তন্ত্রং "তন্ত্রং স্বরাষ্ট্রচিন্তায়াম্ আবাপঃ পরচিন্তনে" লোকপালনং তদ্রূপঃ অধিকারঃ কর্তব্যং কর্ম অবিশ্রমঃ নাস্তি বিশ্রমঃ বিরামো যস্মিন্ স তথোক্তঃ। লোকপালনমেব যেষাং কর্ম তে কদাপি বিশ্রামসুখং ন লভতে ইত্যর্থঃ। বিপূর্বাৎ শ্রাম্যতের্ঘঞ্ বিশ্রমঃ "নোদাত্তোপদেশস্য মান্তস্যানাচমেঃ" ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ ॥

এতদেব প্রপঞ্চেনাহ ভানুরিতি। ভানুঃ সকৃদ্যুক্ততুরঙ্গঃ এব, গন্ধবহঃ রাত্রিন্দিবং প্রযাতি, শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ, ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি এষ ধর্মঃ। "ভানবোঽর্কহ-রাংশবঃ", ভানুঃ সূর্যঃ সকৃৎ একবারং যুক্তাঃ তুরঙ্গাঃ তুরং গচ্ছতি ইতি গমেঃ খচ্। ডিদ্বদ্ভাবাৎ টেলোপঃ পক্ষে তুরঙ্গমাঃ যেন যস্য বা তাদৃশঃ এব, নিয়তমেব যোজিতাশ্বেন রথেন ভ্রমতি ইতি অর্থঃ। গন্ধবহঃ বায়ুঃ রাত্রৌ চ দিবা চ ইতি সপ্তম্যর্থে দ্বন্দ্বে অচতুরাদিসূত্রেণ নিপাতিতম্। রাত্রিন্দিবম্ অহর্নিশং প্রযাতি। সদাগতিঃ সদৈব বহতি নাস্য কদাপি বিশ্রমঃ। শেষঃ অনন্তঃ সদা অনিশমেব আহিতঃ আরোপিতঃ ভূমেঃ ভারঃ যস্মিন্ তাদৃশঃ সততমেব ভূভারং বহতি। ষষ্ঠঃ অংশঃ বৃত্তিঃ বর্তনং যস্য তস্য ষষ্ঠাংশবৃত্তেঃ রাজ্ঞঃ অপি এষ এব ধর্মঃ অবিশ্রান্তমখেদং প্রজাপালনমেব রাজ্ঞঃ ধর্মঃ। একস্যৈব ধর্মস্য সর্বত্র পৃথঙ্-নির্দেশাৎ প্রতিবস্তূপমালংকারঃ, সা চ প্রতিবস্তূপমা মালারূপা। দুষ্যন্তে ইতি বিশেষে বক্তব্যে সামান্যেন নির্দেশাৎ অপ্রস্তুতপ্রশংসা চ। ইন্দ্রবজ্রাবৃত্তম্, যদি তৌ জগৌ গ ইতি লক্ষণম্।

এষ নরপতিঃ প্রজাঃ প্রকৃতিপুঞ্জান্ স্বাঃ প্রজাঃ সন্ততীরিব প্রজা স্যাৎ সন্ততৌ জনে ইত্যমরঃ, তন্ত্রযিত্বা পালযিত্বা শ্রান্তং মনঃ যস্য সঃ শ্রান্তমনাঃ খিন্নমানসঃ ক্লান্তঃ ইতি যাবৎ, যূথানি হস্তিদলানি সঞ্চার্য্য ইতস্ততঃ ভ্রময়িত্বা রবিণা লক্ষণয়া আতপেন প্রতপ্তঃ দ্বাভ্যাং মুখেন নাসিকয়া চ পিবন্তি যে তে দ্বিপাঃ, তেষু ইন্দ্রঃ ইব ইতি দ্বিপেন্দ্রঃ যূথপতিঃ দিবা শীতং ছায়ামণ্ডিতত্বাৎ সুখস্পর্শৈঃ স্থানমিব বিবিক্তং বিজনং নিষেবতে। দিবেতি সপ্তম্যর্থে অব্যয়ম্। "পরিনিবিভ্যঃ সেবসিত-সুয়সিবুসুহসুট্স্তুস্বঞ্জাম্' ইতি নিপূর্বস্য সেব্ধাতোঃ ষত্বম্। উপমালংকারঃ। ইন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রয়োঃ সঙ্কররূপা উপজাতিঃ।

রাজা। (অধিকারেণ প্রজাপালনরূপকর্তব্যেন যঃ খেদঃ ক্লেশঃ তং নিরূপ্য, অভিনীয় ইত্যর্থঃ) সর্ব এব শরীরী অভিলষিতং দ্রব্যং লব্ধা মুদিতঃ ভবতি। কিন্তু নৃপাণাম্ অভিলষিতসিদ্ধিঃ দুঃখপ্রধানা এব। রাজ্যস্য রক্ষণক্লেশঃ সদৈব নৃপৈরনু-ভূয়তে ইত্যর্থঃ ॥

ঔৎসুক্যমিতি প্রতিষ্ঠা ঔৎসুক্যমাত্রম্ অবসায়য়তি, লব্ধপরিপালনবৃত্তিঃ ক্লিশ্নাতি এব, রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডম্ আতপত্রম্ ইব যথা শ্রমায় তথা অতিশ্রমাপনয়নায় ন। প্রতিষ্ঠা গৌরবং সুপালনজন্যা খ্যাতিরিত্যর্থঃ ঔৎসুক্যমাত্রম্ উৎকণ্ঠামাত্রম্, মম শাসনেন নির্বৃতো লোকো নবেতি উৎকণ্ঠামেব অবসায়য়তি, নাশয়তি শময়তি ইতি যাবৎ, যদ্বা প্রতিষ্ঠা রাজ্যে প্রতিষ্ঠা সিংহাসনাধিরোহণমিত্যর্থঃ ইতি ব্যাখ্যানম্। লব্ধস্য অধিগতস্য রাজ্যস্য পরিপালনবৃত্তিঃ পরিপালনকর্ম, ক্লিশ্নাতি এব ক্লেশয়তি এব। সাতিশয়াং পীড়াং জনয়তি ইত্যর্থঃ। ঔৎসুক্যবিনোদনরূপাৎ সুখাৎ পালনক্লেশঃ গরীয়ান্ ; অতঃ রাজ্যং স্বেন হস্তেন ধৃতঃ দণ্ডঃ যস্য তৎ স্বহস্তধৃতদণ্ডং স্বকর-ধৃতম্ আতপত্রম্ আতপাৎ ত্রায়তে যৎ তৎ, ছত্রমিব যথা শ্রমায় ক্লেশোৎপাদনায় ভবতি তথা অতিশ্রমস্য অপনয়নায় নাশায় নিরাসায় ইতি যাবৎ ন ভবতি ক্লেশোদর্ক এব রাজ্যলাভ ইতি ভাবঃ। উপমালংকারঃ। বসন্ততিলকাবৃত্তম্ ॥ শ্রমায় ইত্যত্র চতুর্থী তাদর্থ্যে, যদ্বা ভবতেরলমর্থত্বাৎ নমঃ স্বস্তীত্যাদিনা চতুর্থী। 'অপনয়নায়' ইত্যত্র তুমর্থাচ্চ ভাববচনাদিতি চতুর্থী।

প্রথমঃ। স্বসুখনিরভিলাষঃ প্রতিদিনং লোকহেতোঃ খিদ্যসে, অথবা তে বৃত্তিঃ এবং বিধা এব। পাদপঃ মূর্ধ্না তীব্রম্ উষ্ণম্ অনুভবতি ছায়য়া সংশ্রিতানাম্ পরিতাপং শময়তি। নাস্তি অভিলাষঃ যস্য সঃ নিরভিলাষঃ স্বস্য সুখে নিরভিলাষঃ ইতি স্বসুখনিরভিলাষঃ স্বসুখানুসন্ধানাৎ বিরতচেষ্টঃ, লোকস্য প্রজানাং হেতোঃ প্রজাসুখার্থমিত্যর্থঃ, প্রতিদিনম্ প্রত্যহমেব খিদ্যসে ক্লেশমনুভবসি। দৈবাদিকাৎ খিদেঃ কর্তরি লট্। অথবা তে বৃত্তিঃ ব্যাপারঃ এব ঈদৃশী বিধা প্রকারো যস্যাঃ সা, পরার্থং ক্লেশানুভবায় এব তব সৃষ্টিঃ। এতদেব দৃষ্টান্তেন দ্রঢ়য়তি—পাদপো বৃক্ষঃ মূর্ধ্না শিরসা তীব্রম্ অতিপ্রখরম্ উষ্ণং ঘর্মম্ অনুভবতি কিন্তু ছায়য়া ছায়াদানেন সংশ্রিতানাম্ আশ্রিতানাং বৃক্ষমূলস্থিতানাং পরিতাপম্ উষ্ণনিবন্ধনং ক্লেশং শময়তি অপগময়তি। দৃষ্টান্তোঽলংকারঃ দৃষ্টান্তঃ পুনরেতেষাং সর্বেষাং প্রতিবিম্বনাৎ। মালিনীবৃত্তম্। "ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে" ইতি লোকহেতোরিত্যত্র ষষ্ঠী।

দ্বিতীয়ঃ। আত্তদণ্ডঃ বিমার্গপ্রস্থিতান্ নিয়ময়সি, বিবাদং প্রশময়সি, রক্ষণায় কল্পসে। প্রজানাম্ অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম, বন্ধুকৃত্যং তু ত্বয়ি পরিসমাপ্তম্। আত্তঃ গৃহীতঃ (আঙ্পূর্বাৎ দদাতেঃ কর্মণি ক্তঃ) দণ্ডঃ যেন সঃ লোকরক্ষায়ৈ ধৃতদণ্ডঃ ত্বং বিরুদ্ধে কুৎসিতে মার্গে প্রস্থিতাঃ তান্ বিমার্গপ্রস্থিতান্ উন্মার্গগামিনঃ উৎপথপ্রবৃত্তান্ ইতি যাবৎ নিয়ময়সি অসদাচরণাৎ বিরময়সি। বিবাদং দায়াদ্যর্থং কলহং প্রশময়সি সুবিচারেণ

নিবারয়সি, রক্ষণায় লোকরক্ষার্থং কল্পসে, উৎসহসে, য দ্বা রক্ষতি ইতি রক্ষণঃ মন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যুঃ পালকঃ তস্মৈ কল্পসে সম্পদ্যসে, সম্পদ্যমানাৎক্৯প্যাদেঃ ইতি চতুর্থী। প্রজানাম্ অতনুষু বিপুলেষু বিভবেষু সৎসু জ্ঞাতয়ঃ বন্ধুজনাঃ সন্তু নাম ইতি সম্ভাবনায়াম্, বিপুলানি সম্পৎসুখানি অনুভবন্তু নাম বন্ধুজনাঃ। কিন্তু বন্ধূনাং কৃত্যং বিপৎত্রাণাদিকং ত্বয়ি পরিসমাপ্তং পর্য্যবসিতম্। ত্বমেব প্রজানাং হিতানুষ্ঠানে নিরতোঽসি ইত্যর্থঃ। বন্ধুভ্যোঽপি ব্যতিরেককথনাৎ ব্যতিরেকঃ ব্যজ্যতে। বৃত্তং তু পূর্ববৎ।

রাজা। [পরিজনস্য স্কন্ধে হস্তং নিধায়] ঋষীণাম্ আগমনস্য কো নু খলু হেতুর্ভবেৎ। উপোঢ়ং ধৃতং (বহেঃ ক্তঃ) তপো যৈঃ তেষাম্ উপোঢ়তপসাং ব্রতিনাং তাপসানাং তপঃ কিং বিঘ্নৈঃ অন্তরায়ৈঃ রাক্ষসাদিভিঃ দূষিতম্ উপহতম্ অথবা ধর্মস্য অরণ্যম্ ইতি ধর্মারণ্যং তপোবনং তত্র চরন্তি যে তেষু প্রাণিষু বিষয়ে কেনচিৎ জনেন অসৎ অনার্যং চেষ্টিতম্ আচরিতম্। আহোস্বিৎ উতাহো অতবেতি যাবৎ মম অপচরিতৈঃ পাপৈঃ বীরুধাং লতানাং প্রসবঃ পল্লবপুষ্পাদিঃ বিষ্টম্ভিতঃ প্রতিবদ্ধঃ কিং পুষ্পং "ফলং পত্রং চ বৃক্ষাণাং প্রসবং বিদুঃ" ইতি ধরণিঃ। উক্তং চ "রাজ্ঞাঽপচারাৎ পৃথিবী স্বল্পশস্যা ভবেৎ কিল। অল্পায়ুষঃ প্রজাঃসর্বাঃ দরিদ্রা ব্যাধিপীড়িতাঃ" ইতি আরূঢ়াঃ সঞ্জাতাঃ বহবঃ প্রতর্কাঃ সংশয়াঃ যস্মিন্ তৎ আরূঢ়বহুপ্রতর্কৈঃ এবংবিধৈঃ সংশয়ৈঃ পূর্ণং মে মনঃ অপরিচ্ছেদেন নিশ্চয়াভাবেন আকুলং ব্যথিতং বর্ততে। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। লক্ষণমুক্তম্। বিপূর্বাৎ ণ্যন্তাৎ স্তন্ভ্ধাতোঃ কর্মণি ক্তঃ বিষ্টম্ভিতঃ ॥

শার্ঙ্গরবঃ। অহো আশ্চর্যম্, মহান্ ভাগঃ যস্য সঃ তথোক্তঃ, অয়ং নরপতিঃ দুষ্যন্তঃ কামং ন ভিন্না স্থিতি যেন স অভিন্নস্থিতিঃ মর্যাদাপালকঃ, অস্য পালনগুণেন বর্ণানাম্ মধ্যে অপকৃষ্টঃ হীনোঽপি কশ্চিৎ ন পন্থাঃ ইতি অপথং তৎ অসৎপথ-মিত্যর্থঃ ন ভজতে উন্মার্গগামী ন ভবতি। কা কথা উৎকৃষ্টবর্ণা•াম্ ইত্যর্থঃ, অপিকারেণ দ্যোত্যতে। তথাপি সর্বত্রৈব সম্যগ্‌ব্যবহারদর্শনেন উদ্বেগকারণে অসত্যপি শশ্বৎ নিরন্তরং পরিচিতং অভ্যস্তং বিবিক্তং জনশূন্যস্থানং যস্য তেন তাদৃশেন মনসা ("ইত্থম্ভূতলক্ষণে" তৃতীয়া করণে বা) চেতসা অহং জনৈঃ আকীর্ণং পূর্ণং ইদং রাজগৃহং হুতস্য বহঃ ইতি হুতবহঃ বহ্নিঃ তে পরীতং ব্যাপ্তং গৃহমিব, অগ্নিনা ভস্মীক্রিয়মাণং গৃহমিব ইয়ং নৃপভবনং সোদ্বেগপ্রবেশং মন্যে। উপমালংকারঃ। শিখরিণী বৃত্তম্। রসৈঃরুদ্রৈশ্ছিন্নাঃ যমনসভলা গঃ শিখরিণী ॥

বর্ণানাম্ ইতি নির্ধারে ষষ্ঠী। ন পন্থাঃ ইতি বিগ্রহে "পথোবিভাষা" ইতি সূত্রেণ সমাসান্তবিধিঃ পক্ষে আপ্নোতি। তত্র পক্ষে "অপথং নপুংসকমিতি" ক্লীবত্বম্, অন্যত্র অপন্থাঃ ॥

শারদ্বতঃ। স্নাতঃ নদ্যাদৌ কৃতাবগাহনঃ জনঃ অভ্যক্তং তৈলাদিনা স্নানাৎ পূর্বং রক্ষিতশরীরং জনমিব, অনেন সংসারগহনে ভ্রমতো জনস্য মলাসঙ্গঃ ধ্বনিতঃ, শুচিঃ

অশুচিমিব, এতেন সংসারবর্ত্মনঃ মোক্ষানুপযোগিত্বং সূচিতম্, প্রবুদ্ধঃ বীতনিদ্রঃ সুপ্তং নিদ্রাণমিব, অনেন মায়াবিজৃম্ভিতে সংসারে তাত্ত্বিকবুদ্ধিঃ মোহাত্মিকা ইতি দ্যোতিতম্, স্বৈরা স্বচ্ছন্দা গতিঃ যস্য সঃ স্বচ্ছন্দগমনঃ বদ্ধং শৃঙ্খলাদিভিঃ কারায়াং নিরুদ্ধমিব এতেন পারতন্ত্র্যাৎ স্বরাজ্যসিদ্ধে দূরে খলু সংসৃতিক্লেশনাটকবিড়ম্বনা বিধিরিতি খ্যাপিতম্। অহং সখে সঙ্গী তম্ সংসার-সুখাসক্তচেতসং জনম্ অবৈমি মন্যে। নাহং পুরপ্রবেশাৎ ভবানিব উদ্‌বিগ্নঃ, কিন্তু অবিদ্যাপথবর্তিনঃ অস্য জননিবহস্য দশামনুচিন্তয়তঃ মে হৃদয়মনুকম্পা-স্পৃষ্টমিতি ভাবঃ। মালোপমা, যদুক্তং মালোপমা যদেকস্য বহূপমানত্বম্।

শার্ঙ্গরবঃ। মহাব্রাহ্মণঃ ইত্যত্র দ্বিজশব্দেন সহ মহচ্ছব্দস্য প্রয়োগে দুষ্টার্থঃ ন তু দ্বিজপর্যায়পঠিতেন ব্রাহ্মণশব্দেন ইত্যনুসন্ধেয়ম্। অভিনন্দনীয়ং প্রশংসনীয়ম্, তথাপি অত্র বিষয়ে মধ্যস্থাঃ উদাসিনাঃ আচারস্য প্রতিপত্তৌ ন তোষঃ, নাপ্রতিপত্তৌ রোষঃ। যদয়ং নরপতিরেকমনুষ্ঠিতবান্ তত্র ন কিঞ্চিৎ বিস্ময়কারণম্, মহতামিয়মেষ হি প্রবৃত্তিরিতি দর্শয়ন্নাহ—ভবন্তীতি তরবঃ ফলাগমৈঃ নম্রাঃ ভবন্তি, ঘনাঃ নবাম্বুভিঃ দূরবিলম্বিনঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ অনুদ্ধতাঃ, পরোপকারিণাম্ এষ এব স্বভাবঃ। তরবঃ ফলাগমৈঃ ফলানামুদয়েন নম্রাঃ নতাঃ ন তু উদ্ধতাঃ ইতি ভাবঃ ভবন্তি। ঘনাঃ মেঘাঃ নবানি প্রাবৃষি সম্ভৃতানি অম্বূনি সলিলানি তৈঃ নবাম্বুভিঃ জলপূর্ণাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ, (করণে তৃতীয়া) দূরং বহুদূরং ভূসন্নিধিং যাবদিত্যর্থঃ, বিলম্বন্তে ইতি দূরবিলম্বিনঃ সুদূরাবনতাঃ ভবন্তি। (একস্যাপি ধর্মস্য চরণত্রয়ে পৃথঙ্ নির্দেশাৎ প্রতিবস্তূপমালংকারঃ) পরোপকারিণাং মহতাম্ এষ এব স্বভাবঃ অভ্যুদয়ে বিনীতত্বমেব সতাং প্রকৃতিঃ। (সামান্যবিশেষভাবনির্দেশাৎ অর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ) ৷৷

রাজা। পাণ্ডূনি জীর্ণানি পত্রাণি তেষাং মধ্যে কিসলয়ং নবোদ্‌গতং পল্লবমিব তপোধনানাং মধ্যে ন অতিপরিস্ফুটম্ অবগুণ্ঠনেন আচ্ছাদিতত্বাৎ ন সম্যক্ বহিরুদ্‌ভিন্নং শরীরস্য লাবণ্যং কান্তিঃ যস্যাঃ তথোক্তা অবগুণ্ঠনাবৃতশরীরা ইয়ং কা ভবেৎ স্বিদিতি প্রশ্নে অব্যয়ম্। বিতর্কে বা। অত্রোপমালংকারঃ, আর্যা জাতিঃ। তল্লক্ষণং—যস্যাঃ পাদে প্রথমে দ্বাদশ মাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি। অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে চতুর্থকে পঞ্চদশ সার্যা ৷৷

ঋষয়ঃ। ভবতি সাধূনাং পালকে বর্তমানে সতি ধর্মার্থাঃ ক্রিয়াঃ ইজ্যাদয়ঃ তাসাং বিঘ্নঃ অন্তরায়ঃ কুতঃ কস্মাৎ সম্ভবতি, ন কুতোঽপি নিমিত্তাদিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—ঘর্মাঃ উষ্ণাঃ অংশবঃ কিরণাঃ যস্য তস্মিন্ ঘর্মাংশৌ রবৌ তপতি কিরণান্ বিতরতি সতি তমঃ ধ্বান্তং কথং আবির্ভবিষ্যতি সূর্যোদয়ে যথা তিমিরং বিলয়ং যাতি, ভবতি দণ্ডধরে তথা সাধূনাং ধর্মানুষ্ঠানবিঘ্নাঃ অন্তর্হিতাঃ ইতি দৃষ্টান্তালংকারঃ। অনুরূপোক্তিঃ রঘৌ "সূর্যে তপত্যাবরণায় দৃষ্টেঃ কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্রা।"

শার্ঙ্গরবঃ। মিথঃ সময়াৎ অন্যান্যপ্রতিজ্ঞাবশাৎ গান্ধর্বেণ বিধিনা ইত্যর্থঃ। "গান্ধর্বঃ

সময়ান্মিথঃ" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যস্মরণাৎ, যৎ ভবান্ ইমাম্ উপাযংস্ত, উদবোঢ়, পরিণীতবান্ ইতি যাবৎ, তন্ময়ানুমোদিতম্। উপাৎ যমেঃ লুঙ্, "উপাদ্‌যমঃ স্বকরণে" ইতি আত্মনেপদম্। কৃত ইতি। অর্হতাং যোগ্যানাং মধ্যে (নির্ধারে ষষ্ঠী) ত্বং প্রাগ্রসরঃ প্রকর্ষেণ অগ্রসরঃ অগ্রযায়ী শ্রেষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ। নঃ অস্মাকং স্মৃতোঽসি অস্মাভিরিতি মন্যতে ইত্যর্থঃ। প্রাগ্রহরঃ ইতি পাঠে প্রাগ্রহরঃ শ্রেষ্ঠঃ "পরার্দ্ধ্যা-গ্রহরাঃ" ইত্যমরঃ। শকুন্তলা চ মূর্তিমতী সাক্ষাৎ শরীরিণী সৎক্রিয়া অর্চনক্রিয়া, ইতি রূপকম্। তুল্যাঃ গুণাঃ কুলশীলসৌন্দর্যাদয়ঃ যস্য তৎ তুল্যগুণং গুণৈরন্যোন্যানুরূপং বধূঃ নবপরিণীতা স্ত্রী বরঃ বোঢ়া চ তয়োঃ সমাহারঃ ইতি বধূবরম্ তৎ সমানয়ন্ যোজয়ন্ প্রজাপতিঃ বেধাঃ চিরস্য চিরকালেন ইত্যর্থঃ বাচ্যং নিন্দাং ন গতঃ ; বাচ্যং তু কুৎসিতে হীনে বচনার্হে ন পুংসি তু, দূষণে পালনে ইতি শব্দাব্ধিঃ। বিষমা হি বিধাতুঃ সংঘটনরীতিঃ ইতি লোকবাদাৎ নিষ্কৃতিং গতঃ। চিরস্য ইতি বিভক্ত্যন্তপ্রতিরূপকমব্যয়ম্। চিরায় চিররাত্রায় স্যাদ্যাঃ চিরার্থকাঃ ইত্যমরঃ।

শার্ঙ্গরবঃ। ভর্তা স্বামী বিদ্যতে যস্যাঃ তাং ভর্তৃমতীং জীবৎপতিকাং জ্ঞাতীনাং পিত্রাদীনাং কুলং গৃহং জ্ঞাতিঃ সগোত্রে পিতরি, কুলং জনপদে গৃহে, সজাতীয়গণো গোত্রম্ ইতি চ বিশ্বঃ, তদেব একঃ সংশ্রয়ঃ নিবাসঃ যস্যাঃ তাং, নিয়তমেব পিত্রাদিগৃহে বসন্তীং সতীমপি সাধ্বীমপি প্রমদাং নারীং জনঃ সাধারণো জনঃ অন্যথা ব্যভিচারিণীং ইত্যর্থঃ বিশঙ্কতে উৎপ্রেক্ষতে, অন্যথা কথমিয়ং স্বামিসকাশং ন গচ্ছতি ইতি বীভৎসঃ লোকবাদঃ সর্বতঃ প্রসরতি ইতি তাৎপর্যম্। অতঃ অস্মাৎ হেতোঃ অস্য লোকবাদস্য পরিজিহীর্ষয়া, প্রমদা তস্য ভর্তুঃ স্বামিনঃ অপ্রিয়া অপি অনভিমতা সত্যপি পরিণেতুঃ উপযন্তুঃ সমীপে স্থিতা ইতি শেষঃ স্বস্যাঃ বন্ধুভিঃ পিত্রাদিভিঃ ইষ্যতে বাঞ্ছ্যতে। লোকনিন্দায়াঃ স্বামিসন্নিধানে ভর্তুরননুরাগজন্যক্লেশঃ দুহিতুঃ শ্রেয়ান্ মন্যতে। পিত্রাদিভিরিতি ভাবঃ। বিশেষে বক্তব্যে সামান্যবচনম্ অপ্রস্তুতপ্রশংসালংকারঃ ইতি রাঘবভট্টঃ ॥

শার্ঙ্গরবঃ। কৃতঃ অবমর্ষঃ আস্কন্দনং ঘর্ষণমিতি যাবৎ যস্যাঃ তাং কৃতা-বমর্ষাং, মুনেরনুমতিমন্তরেণ এব চৌরেণ ইব স্বয়ং পরিগৃহ্যোপভুক্তাং সুতাং দুহিতরং অনুমন্যমানঃ ত্বৎকৃতমস্যাঃ গূঢ়োপযমনমনুমোদয়ন্ মুনিঃ কণ্বঃ ত্বয়া মা তাবৎ বিমান্যঃ অবমন্তব্যঃ, নামেতি ক্রোধে। শকুন্তলায়াঃ প্রত্যাখ্যানেনাম মাবজানীহি যদ্বা অনুমন্যমানঃ মুনিঃ ত্বয়া বিমান্যোনামঃ যঃ ইত্থং আচরিতবান্ তস্য মুনেঃ দুহিতুঃ প্রত্যাখ্যানেন অবমাননাং করোষি মামেত্যর্থঃ। মাতাবদিতিক্রুদ্ধস্য বাক্যাসমাপ্তিং সূচয়তি। মুষ্টং চোরিতং স্বং স্বকীয়ম্ অর্থং প্রতিগ্রাহয়তা প্রতিপাদয়তা যেন ঋষিণা দস্যুশ্চৌর ইব ত্বম্ অপাত্রং পাত্রকৃতঃ ইতি পাত্রীকৃতঃ শকুন্তলারূপে বস্তুনি ন্যায়ানুগতাধিকারসম্পন্নঃ কৃতঃ। যথা কশ্চিৎ স্বামী অপহৃতং দ্রব্যজাতং দস্যবে প্রতিপাদয়ন্ তং তস্য বস্তুনঃ স্বামিনং সম্পাদয়তি। তদ্বদ্ মুনিরপি ত্বাং স্বদুহিতুঃ বোঢ়ায়ং কৃতবান্ ইতি উপমালংকারঃ ॥ বৃত্তমুপজাতিঃ ॥

শকুন্তলা। অন্য অবস্থা ইতি অবস্থান্তরং ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চে তি নিপাতনাৎ সমাসঃ। স্মারিতেন ইতি গম্যমানসাধনক্রিয়াপেক্ষয়া করণত্বাৎ তৃতীয়া। মোচনীয়ঃ লোকনিন্দায়াঃ রক্ষণীয়ঃ। ব্যবসিতং স্মারণায় আয়ুমুদ্যমঃ কৃতঃ। ব্যবপূর্বাৎ সোধাতোঃ' ভাবে ক্তঃ। সমুদাচারঃ আর্যপুত্রশব্দেন সম্বোধনরূপা রীতিঃ। যুক্তং নাম নামেতি কুৎসনে। স্বভাবোত্তানহৃদয়ং স্বভাবেন প্রকৃত্যা উত্থানং ঋজু হৃদয়ং যস্য তম্ ঈদৃশৈঃ নিষ্ঠুরৈঃ মর্মবিদারকৈঃ। সময়ঃ শপথঃ পূর্বঃ যস্মিন্ তৎ যথা তথা সময়পূর্বকং প্রতিজ্ঞানপূর্বকম্, সময়াঃ শপথাপরকালসিদ্ধান্তসংবিদঃ ইত্যমরঃ। প্রত্যাখ্যাতুম্ অস্বীকর্তুং নিরাকর্তুমিতি যাবৎ শকধৃষেত্যাদিনা যুক্তমিতি অহার্থোপপদে তুমুন্ উৎপূর্বাৎ তনোতেঃ কর্তরি ণঃ উত্থানম্ তথাচ বার্তিকং তনোতেরূপসংখ্যানম্।

রাজা। কূলং কষতি যা সা কূলংকষা কূলমুদ্রজা সিন্ধুঃ নদী (দেশে নদ- বিশেষে অব্দৌ সিন্ধুঃ না সরিতি স্ত্রিয়াম্) প্রসন্নং নির্মলং জলং তটস্য তরুঃ তম্ তটস্থং বৃক্ষং চ ইব, ত্বং (কুলটা ইতি আশয়ঃ) ব্যপদিশ্যাতে খ্যায়তে অনেন ইতি ব্যপদেশঃ, কুলং. আত্মনঃ নির্মলং বংশম্, আবিলয়িতুম্, আবিলং কলুষং কর্তুম্ ইমং তটস্থং নিঃসম্পর্কমিতি ভাবঃ জনং পাতয়িতুং নিরয়ে নিমজ্জয়িতুং চ কিম্ ঈহসে চেষ্টসে। উপমালংকারঃ, আর্যা জাতিঃ ॥

রাজা।—স্ত্রীণাং মধ্যে (নির্দ্ধারে ষষ্ঠী) অমানুষীষুমানুষী ভিন্নাসু তির্যগ্যোনিষু, "বঞ্চকবাগাদিব্যবহাররহিতাসু অপি ইতি ভাবঃ", অশিক্ষিতং যৎ পটুত্বম্ তৎ শিক্ষামন্তরেণ নৈসর্গিকং কৌশলং সন্দৃশ্যতে ; যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ বিশিষ্টবুদ্ধয়ঃ মানুষ্যঃ তাঃ কিমুত, তাসাং নৈসর্গিকচাতুর্যে সংশয়াবসরো নাস্তি ইতি ভাবঃ। পরভৃতাঃ কোকিলাঃ (জাতিত্বস্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যা অগ্রহণাৎ ন ঙীষ্) অন্তঃ স্বর্গপৃথিব্যোঃ মধ্যে ঈক্ষ্যতে যৎ তৎ (ঈক্ষ্ ধাতোঃ কর্মণি ঘঞ্) য দ্বা অন্তঃ ঋক্ষাণি নক্ষত্রাণি যস্য তৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ পক্ষে হ্রস্বঃ ঋকারস্য রিত্বং বা। অন্তরিক্ষং আকাশং তেন গমনং যস্মাৎ উড্ডয়নাৎ ইত্যর্থঃ, প্রাক্ স্বম্ অপত্য-জাতম্ শাবকসমূহম্ অন্যৈঃ দ্বিজৈঃ পক্ষিভিঃ (দন্তবিপ্রাণ্ডজাঃ দ্বিজাঃ ইত্যমরঃ) বায়সৈঃ পোষয়ন্তি পালয়ন্তি। দ্বিজৈরিতি অণিকর্তুঃ কর্মত্বাভাবাৎ তৃতীয়া। বিশেষেণ সামান্যসমর্থন-রূপোঽর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ। বংশস্থবিলং বৃত্তম্।

আত্মনঃ স্বস্য হৃদয়ং তেন অনুমানং সম্ভাবনম্ তেন। যথা স্বহৃদয়ং কৌটিল্যপূর্ণং তথা অপরস্যাপি হৃদয়ং মন্যসে। ধর্মরূপে কঞ্চুকে আবরণে প্রবেশিনঃ সোপধি ধার্মিকত্বং প্রখ্যাপয়তঃ অতএব তৃণেনা চ্ছন্নঃ আবৃতমুখঃ যঃ কূপঃ তেন উপমা-সাদৃশ্যং যস্য তস্য তৃণৈরাচ্ছাদিতত্বাৎ স্থিরভূমিত্বেন পরিজ্ঞায়মানস্য অতএব পাদেন স্পৃষ্টুঃ পতনহেতুভূতস্য কূপস্য ইব ধর্ম্যৈঃ বচনৈঃ আত্মনঃ সত্যসন্ধত্বং প্রকটয়তঃ কিন্তু বচনচাতুর্যেণ বিমুগ্ধস্য

হস্তাভ্যাসং উপগতবতো নাশকারণস্য তে অনুকৃতিং সদৃশাচরণং কঃ কুর্যাৎ ন কোঽপি ইত্যাশয়ঃ ॥

রাজা।—সন্দিগ্ধা সংশয়ম্ আশ্রিতা বুদ্ধিঃ যস্য তং তাদৃশম্, নাস্তি কৈতবং যস্মিন্ সঃ অকৈতবঃ অকৃত্রিমঃ। ময়ি এব বিস্মরণেন দারুণা নিষ্ঠুরা পরুষা চিত্তস্য বৃত্তির্যস্যা তস্মিন্ স্মৃতিভ্রংশাৎ নিষ্করুণে, অতএব রহঃ একান্তে বৃত্তং প্রণয়ম্ অপ্রতিপদ্যমানে অস্বীকুর্বাণে সতি অতিলোহিতে অতিরক্তে অক্ষিণী যস্যাঃ তয়া (বহুব্রীহৌ ষক্) অনয়া শকুন্তলয়া অতিরুষা অতিক্রোধেন হেতুনা কুটিলয়োঃ বক্রয়োঃ ভ্রুবোঃ ভেদাৎ পৃথগ্ ভাবাৎ স্মরস্য কন্দর্পস্য শরাসনং ধনুঃ ভগ্নমিব ইত্যুৎপ্রেক্ষা। ক্রোধাতিশয়াৎ নৃপে অতিগম্ভীরোঽপি অনুরাগঃ অনয়া মুহূর্তম্ উপেক্ষিতঃ ইতি অলংকারেণ বস্তুধ্বনিঃ। যদ্বা ময়ি বিষয়ে অতিরুষা হেতুনা আলোহিতাখ্যা অনয়া শরাসনং ভগ্নমিত্যন্বয়ঃ। বসন্ততিলকং বৃত্তম্।

শার্ঙ্গরবঃ। যঃ পুরুষঃ জন্মনঃ আরভ্য সমাসস্য বিভাষিতত্বাৎ ন সমাসঃ সমাসপক্ষে আজন্ম ইত্যেবং স্যাৎ। শাঠ্যং খলতাং দ্বিজিহ্বত্বমিতি যাবৎ ন শিক্ষিতঃ নোপদিষ্টঃ পরেণ স্বপ্রবৃত্ত্যা বা, বাল্যাদেব আর্জবপ্রধানঃ ইত্যর্থঃ, তস্য তাদৃশস্য জনস্য বচনম্ অপ্রমাণং নাস্তি প্রমাণং নিশ্চয়প্রতীতেঃ হেতুঃ যস্য তৎ তথোক্তম্ অবিশ্বাস্যম্। যৈঃ রাজভিঃ দুষ্যন্তপ্রমুখৈরিতি ভাবঃ, পরেষাং শত্রূণাম্ অন্যেষাম্ ইতি ধ্বনিঃ অতিসন্ধানং প্রবঞ্চনং প্রতাবণমিতি যাবৎ বিদ্যেতি অধীয়তে, যাবতা যত্নেন অনুরাগেণ চ বিদ্যা আরভ্যতে তাবতা অধ্যবসায়েন অধীয়তে পঠ্যতে, অধিগম্যতে ইতি যাবৎ পরপ্রবঞ্চনপরাঃ সর্বথা বিশ্বাসানর্হাঃ, তে আপ্তাঃ প্রত্যয়িতাঃ বিশ্বস্তাঃ বাচঃ যেষাং তে তথাবিধাঃ সন্তু কিল ইতি কাকুঃ সোল্লুণ্ঠবচন-মিদম্। বিশেষে বক্তব্যং সামান্যনির্দেশরূপাপ্রস্তুতপ্রশংসা। বৃত্তমুপজাতিঃ ॥

শার্ঙ্গরবঃ। ক্ষিতিং পাতি রক্ষতি যঃ সঃ ক্ষিতিপঃ আতোঽনুপসর্গে ইতি কঃ। রাজা দুষ্যন্তঃ যথা বদতি, নেয়ং ময়া পরিণীতপূর্বা ইতি যৎ বদতি, ত্বং যদি তথা তাদৃশী এব, যদি নৃপবচনং সত্যং, তর্হি উৎকুলয়া কুলাৎ উচ্চলিতা, নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে পঞ্চম্যা বা সমস্যন্তে ইতি উৎকুলা তয়া দুশ্চারিণ্যা ত্বয়া গম্যমানক্রিয়াপেক্ষয়া করণত্বাৎ তৃতীয়া পিতুঃ কণ্বস্য কিং, কা ফলসিদ্ধি র্ভবেৎ? অথ পক্ষান্তরে ত্বম্ আত্মনঃ ব্রতং পাতিব্রত্যলক্ষণং শুচি শুদ্ধং পবিত্রমিতি যাবৎ বেৎসি জানাসি, তর্হি পতিকুলে পতিগৃহে দাস্যং দাসীকর্ম অপি তব ক্ষমং যোগ্যম্। অত্রৈব পরিচরন্তী তিষ্ঠ ইত্যর্থঃ উভয়থা অস্মদনুসরণং ন যুক্তিমিতি ভাবঃ। দ্রুতবিলম্বিতং বৃত্তম্। দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরৌ ॥

রাজা। বিপ্রলভসে প্রতারয়সি, অতিসন্ধৎসে ইতি যাবৎ। শশাঙ্কঃ কুমুদানি এব

বোধয়তি, সবিতা কমলানি এব বোধয়তি, বশিনাং বৃত্তিঃ পরপরিগ্রহসংশ্লেষ-পরাঙ্‌মুখী। শশঃ অংকঃ চিহ্নং যস্য স শশাঙ্কঃ মৃগলাঞ্ছনঃ চন্দ্রমাকুমুদানি এব বোধয়তি উন্মীলিয়তি। সবিতা সূর্যশ্চ পঙ্কজানি কমলানি এব বোধয়তি বিকাসয়তি। বশিনাং জিতেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিঃ পরস্য স্বেতরস্য পরিগ্রহঃ পত্নী যস্য তেন বা সংশ্লেষঃ সমাগমঃ তস্মাৎ পরাঙ্‌মুখী বিরতা কুমুদাণি এব ইত্যত্র এবকারঃ অন্যযোগরূঢ়সম্বন্ধং বারয়তি, তথাচ "অযোগমন্যযোগং চ অত্যন্তাযোগমেব চ। ব্যবচ্ছিনত্তি ধর্মস্য এবকারস্ত্রিধা মতঃ ॥"

কুমুদানামেব বোধনস্য পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্‌মুখত্বেন সহ ঐকরূপ্যেণাব-ভাসনাৎ অত্র প্রতিবস্তূপমালংকারঃ ন দৃষ্টান্তালংকারঃ। আর্যা জাতিঃ ॥

পুরোহিতঃ। সা বালা শকুন্তলা স্বানি ভাগ্যানি দিষ্টং নিন্দন্তী অহো বৎ কীদৃশং পাপমাচরিতং পুরা যস্যায়ং বিপাকঃ ইত্থং বিলপন্তী বাহূ উৎক্ষিপ্য উর্দ্ধমধঞ্চ বিক্ষিপ্য ক্রন্দিতুম্ উচ্চৈরারটিতুং প্রবৃত্তা, স্ত্রিয়াঃ নার্য্যাঃ ইব সংস্থানম্ আকৃতিঃ যস্য তৎ স্ত্রী-সংস্থানং ললনাকারং জ্যোতিঃ এনাং শকুন্তলাম্ আরাৎ দূরাৎ উৎক্ষিপ্য উত্তোল্য অপ্সরস্তীর্থে তদাখ্যং জলাবতারবিশেষম্ (যত্র সাধুজনস্য অভিষেককালং যাবৎ অপ্সরঃ সান্নিধ্যং ভবতি) জগাম তদভিমুখং প্রায়াৎ। ক্রিয়য়োঃ সমুচ্চিতত্বাৎ সমুচ্চয়ালংকারঃ, শালিনীবৃত্তম্, মাত্তৌ গৌ চেৎ শালিনী বেদলোকৈঃ ॥ বাহূৎক্ষেপং—বাহূ উৎক্ষিপ্য ইতি বাক্যে "পরিক্লিশ্যমানে চ" ইতি ণমুল্ ॥

রাজা। প্রত্যাদিষ্টাং নিরাকৃতাং মুনেঃ কণ্বস্য কন্যাং পরিগ্রহং পত্নীং যদসৌ ময়া পূর্বং পরিণীতা তৎ ন স্মরামি, অকামেনাপি তন্ময়ানুমন্তব্যং সত্যমিত্যর্থঃ, অকামানুমতৌ কামং কিন্তু বলবৎ অত্যর্থং দূয়মানং তপ্যমানং হৃদয়ং মাং প্রত্যায়য়তীব, স্মারয়তি, বোধয়তি ইব ইত্যুৎপ্রেক্ষা ॥

॥ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ॥

॥ ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি নাগরিকঃ শ্যালঃ পশ্চা দ্বদ্ধপুরুষমাদায় রক্ষিণৌ চ)

রক্ষিণৌ—(তাড়য়িত্বা) অলে কুম্ভীলআ, কহেহি কহিং তুএ এশে মণিবন্ধণুক্কিণ্ণণামহেএ লাঅকীএ অঙ্গুলীঅএ শমাশাদিএ? (অরে কুম্ভীরক, কথয় কুত্র ত্বয়া এতৎ মণিবন্ধনোৎকীর্ণনামধেয়ং রাজকীয়ম্ অঙ্গুলীয়কং সমাসাদিতম্?)

পুরুষঃ—(ভীতিনাটিতকেন) পশীদন্তু ভাবমিশ্শে। হগে ণ ঈদিশকম্মকালী। (প্রসীদন্তু ভাবমিশ্রাঃ। অহং ন ঈদৃশকর্মকারী।)

প্রথমঃ—কিং সোহণে বম্হণেত্তি কলিঅ রজ্জা পড়িগ্গহে দিণ্ণে? (কিং শোভনো ব্রাহ্মণ ইতি কলয়িত্বা রাজ্ঞা প্রতিগ্রহো দত্তঃ?)

পুরুষঃ—সুণধ দাণিং। হগে শক্কাবদালব্ভন্তরালবাশী ধীবলে। (শৃণুত ইদানীম্। অহং শক্রাবতারাভ্যন্তরালবাসী ধীবরঃ।)

দ্বিতীয়ঃ—পাডচ্চলা, কিং অম্হেহিং জাদী পুচ্ছিদা? (পাটচ্চর, কিম্ অস্মাভিঃ জাতিঃ পৃষ্টা?)

শ্যালঃ—সূঅঅ, কহেদু শব্বং অণুক্কমেণ। মা ণং অন্তরা পড়িবন্ধহ। (সূচকং কথয়তু সর্বম্ অনুক্রমেণ। মা এনম্ অন্তরা প্রতিবধ্নীম্।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—ষষ্ঠঃ + অংকঃ, পশ্চা দ্বদ্ধপুরুষম্ + আদায়।

বাঙ্লা শব্দার্থ—[ততঃ প্রবিশতি নাগরিকঃ শ্যালঃ—তারপর নগররক্ষার কাজে নিযুক্ত রাজশ্যালকের প্রবেশ। পশ্চা দ্বদ্ধপুরুষমাদায় রক্ষিণৌ চ—পশ্চাতে বদ্ধহস্ত জনৈক পুরুষকে নিয়ে রক্ষি দ্বয় প্রবেশ করল।] রক্ষিণৌ (রক্ষি দ্বয়)—(তাড়য়িত্বা—তাড়ণা করে) অরে কুম্ভীরক (ওরে ব্যাটা চোর) কথয় (বল্) এতৎ মণিবন্ধনোৎকীর্ণনামধেয়ং রাজকীয়ম্ অঙ্গুলীয়কম্ (মণিখচিত এবং রাজার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয়ক) কুত্র ত্বয়া সমাসাদিতম্ (কোথায় তুই পেলি)? পুরুষঃ—(ভীতিনাটিতকেন—যেন ভয় পেয়েছে এরূপ অভিনয় করে) প্রসীদন্তু ভাবমিশ্রাঃ (আপনারা প্রসন্ন হোন্)। অহং ন ঈদৃশকর্মকারী

(আমি এরূপ কাজ অর্থাৎ চুরি করিনি)। প্রথম (প্রথম রক্ষী) কিং শোভনো ব্রাহ্মণ ইতি কলয়িত্বা (তবে কি তোকে সদ্‌ব্রাহ্মণ বিবেচনা করে) রাজ্ঞা প্রতিগ্রহঃ দত্তঃ (রাজা তা' দান করেছেন)? পুরুষঃ—শৃণুত ইদানীম্ (আপনারা এখন শুনুন) অহং শক্রাবতারাভ্যন্তরালবাসী ধীবরঃ (আমি শক্রাবতারবাসী একজন ধীবর)। দ্বিতীয়ঃ—(দ্বিতীয় রক্ষী) পাটচ্চর (আরে বাটপাড়) কিম্ অস্মাভিঃ জাতিঃ পৃষ্টা (আমরা কি তোকে জাতের কথা জিজ্ঞাসা করেছি)? শ্যালঃ—(রাজশ্যালক) সূচক, কথয়তু সর্বম্ অনুক্রমেণ (সূচক, একে পূর্বাপর ক্রম অনুসারে সব বলতে দাও)। মা এনম্ অন্তরা বধ্নীতম্ (কথার মধ্যে একে বাধা দিয়ো না)।

বঙ্গানুবাদ—[তারপর নগররক্ষার কাজে নিযুক্ত রাজশ্যালকেব প্রবেশ। পশ্চাতে বদ্ধহস্ত জনৈক পুরুষকে নিয়ে রক্ষিদ্বয় প্রবেশ করল]

রক্ষিদ্বয়—(তাড়না করে) ওরে ব্যাটা চোর, বল মণিখচিত এবং রাজার নামাংকিত এ অঙ্গুরীয়ক তুই কোথায় পেলি?

পুরুষ—(যেন ভয় পেয়েছে এরূপ অভিনয় করে) আপনারা প্রসন্ন হোন্। আমি এরূপ কাজ অর্থাৎ চুরি করিনি।

প্রথম রক্ষী—তবে কি তোকে সদ্‌ব্রাহ্মণ বিবেচনা করে রাজা তা' দান করেছেন?

পুরুষ—আপনারা এখন শুনুন। আমি শক্রাবতারবাসী একজন ধীবর।

দ্বিতীয় রক্ষী—আরে বাট্‌পাড়, আমরা কি তোকে জাতের কথা জিজ্ঞাসা করেছি?

শ্যাল (রাজশ্যালক)—সূচক, একে পূর্বাপর ক্রম অনুসারে সব বলতে দাও। কথার মধ্যে একে বাধা দিয়ো না।

আলোচনা :

প্রাচীন ভারতের বিশেষতঃ মহাকবি কালিদাসের কালের ভারতবর্ষের বেশ কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মসম্পর্কীয় তথ্য ষষ্ঠ অংকের আদিতে যুক্ত "প্রবেশক"-এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন প্রথমেই সেকালের (ক) আরক্ষ বা পুলিশ প্রশাসন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ তথ্য পাওয়া যায়। সেকালে সাধারণতঃ রাজার শ্যালককেই নাগরিক অর্থাৎ নগরবক্ষার কার্যে নিযুক্ত করা হতো। (নাগরিকঃ নগররক্ষণে নিযুক্তঃ ইতি নগরশব্দাৎ ঠক্, শ্যালঃ রাজ্ঞঃ শ্যালঃ)। রাজার উপপত্নীর অথবা নিম্নশ্রেণীর পত্নীর ভ্রাতা হয় এই শ্যালক। যেমন সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে—"মদমূর্খতাভিমানদুষ্কুলতৈশ্বর্য-সংযুক্তঃ। সোঽয়মনূঢ়া ভ্রাতা রাজ্ঞঃ শ্যালঃ শকারঃ ইত্যুক্তঃ ॥" এদের সাধারণতঃ "শকার" বলা হয়। মহাকবি শূদ্রক রচিত "মৃচ্ছকটিকম্"

প্রকরণে এ শকারের বিশদ ভূমিকা উল্লিখিত হয়েছে। এরা যে প্রাকৃতভাষায় কথা বলে সেভাষাতে 'শ'-কার প্রয়োগের বাহুল্য থাকায় এদের 'শকার' বলা হয়। শকার বা নগরশ্যাল হল উর্দ্ধতন পুলিশ কর্মচারী, আধুনিক যুগের "পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট"-এর অনুরূপ মর্যাদাসম্পন্ন ছিল এ পদটি।

(খ) এযুগে যেমন প্রতি রাজ্যে আরক্ষ-বিভাগ রয়েছে, সেকালেও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং প্রজাদের ধনসম্পত্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য রক্ষিদল নিযুক্ত করা হতো। তারা যে কেবল রাতেই প্রহরা দিত তা' নয়, দিনের বেলায়ও রাজপথ, হাটবাজার ইত্যাদি জনবহুল স্থানে নিজেদের কর্ত্তব্যসম্পাদনে নিযুক্ত থাকত। এরূপ কর্তব্যরত অবস্থায় রক্ষিপুরুষদ্বয় ধীবরহস্তে রাজার নামাংকিত অঙ্গুরীয়ক দেখে তাকে গ্রেপ্তার করে ॥

উভৌ—জং আবুত্তে আণবেদি। কহেহি। (যৎ আবুত্ত আজ্ঞাপয়তি। কথয়।)

পুরুষঃ—অহকে জালুগ্গালাদিহিং মচ্ছবন্ধণোবাএহিং কুডুম্বভলণং কলেমি। (অহং জালোদ্গালাদিভিঃ মৎস্যবন্ধনোপায়ৈঃ কুটুম্বভরণং করোমি।)

শ্যালঃ—(বিহস্য) বিসুদ্ধো দাণিং আজীবো। (বিশুদ্ধ ইদানীম্ আজীবঃ।)

পুরুষঃ—ভট্টা, মা এব্বং ভণ।

শহজে কিল জে বিণিন্দিএ ণ হুদে কম্ম বিবজ্জণীঅএ।
পশুমালণকম্মদালুণে অণুকম্পামিদুএ বি শোত্তিএ ॥ ১ ॥

ভর্ত্তঃ, মা এবং ভণ।

সহজং কিল যৎ বিনিন্দিতং ন খলু তৎকর্ম বিবর্জনীয়ম্।
পশুমারণকর্মদারুণঃ অনুকম্পামৃদুরপি শ্রোত্রিয়ঃ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—অনুকম্পামৃদুঃ + অপি।

অন্বয়—বিনিন্দিতমপি যৎ (কর্ম) সহজং কিল তৎ কর্ম ন খলু বিবর্জনীয়ম্। অনুকম্পামৃদুরপি শ্রোত্রিয়ঃ পশুমারণকর্মদারুণো (ভবতি)।

বাঙ্লা শব্দার্থ—উভৌ (রক্ষিদ্বয়) যৎ আবুত্তঃ আজ্ঞাপয়তি (যা আদেশ করেন)। কথয় (বল্)। পুরুষঃ—অহং (আমি) জলোদ্গালাদিভিঃ মৎস্যবন্ধনো-পায়ৈঃ (জাল,

বড়শি ইত্যাদি উপায়ের দ্বারা মৎস্য শিকার করে) কুটুম্বভরণং করোমি (আত্মীয়পরিজনদের ভরণপোষণ করি)। শ্যালঃ—(রাজশ্যালক)—(বিহস্য—হেসে) বিশুদ্ধ ইদানীম্ আজীবঃ (তা' তোমার জীবিকা অত্যন্ত পবিত্র বলতে হয়।) পুরুষঃ—ভর্তঃ মা এবং ভণ (মশায়, এরূপ বলবেন না।) বিনিন্দিতমপি (নিন্দিত বা ঘৃণিত হলেও) যৎ কর্ম সহজং কিল (যে বৃত্তি নিয়ে মানুষ জন্মেছে) ন খলু তৎ কর্ম বিবর্জনীয়ম্ (সে বৃত্তি কখনো পরিত্যাগ করা উচিত নয়।) অনুকম্পামৃদুরপি (অনুকম্পাপ্রবণ হলেও) শ্রোত্রিয়ঃ (বেদজ্ঞ বিপ্র) পশুমারণকর্মদারুণঃ ভবতি (যজ্ঞীয় পশুবধের কালে নির্দয় হয়ে থাকেন।)

বঙ্গানুবাদ—রক্ষিদ্বয়—তা' আপনি যা আদেশ করেন। বল্ কি বলছিলি।

পুরুষ—জাল, বড়শি ইত্যাদির সাহায্যে মৎস্য শিকার করে আমি আত্মীয়পরিজনের ভরণপোষণ করি।

শ্যালক—(হেসে) তা' তোর জীবিকা বেশ পবিত্র বলতে হয় দেখ্ছি।

পুরুষ—শুনুন মশায়, এরকম বলবেন না। যে বৃত্তির মধ্যে মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছে সে বৃত্তি নিন্দনীয় হলেও কখনো তা' পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা, বেদজ্ঞ বিপ্র স্বভাবে অনুকম্পাপ্রবণ হলেও যজ্ঞীয় পশুবধকালে নির্দয় হয়ে থাকেন ॥

আশা—সহজমিতি ॥ সহজং স্বাভাবিকং বংশপরম্পরাক্রমেণাগতং যৎ কর্ম, তৎ বিনিন্দিতং বিগর্হনীয়মপি ন বিবর্জনীয়ং ন কদাপি পরিত্যাজ্যম্। তত্র দৃষ্টান্তমুদাহরতি,—অনুকম্পয়া মৃদুঃ সরসচিত্তঃ শ্রোত্রিয়ঃ বেদোক্তকর্মনিরত বিপ্রঃ, পশূনাং মারণং যজ্ঞার্থং হননং তদ্রূপেণ কর্মণা দারুণঃ নিষ্ঠুরঃ, দয়াপ্রবণোঽপি জাত্যনুরূপপশুঘাতনক্রৌর্যং ন পরিহরতি। উক্তং চ গীতায়াং—"সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥" (১৮/৪৮(। অত্র অর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ। বিয়োগিনী বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু—"বিষমে মসজা গুরুঃ সমে সমরালোঽথ গুরুর্বিয়োগিণী ॥

আলোচনা :

(ক) সেকালের রক্ষিপুরুষদের আচার-আচরণ বর্তমানকালের আরক্ষবাহিনীর আচার-আচরণের মত আশানুরূপ ছিল না। জনসাধারণের সঙ্গে বিশেষতঃ সন্দেহভাজন অপরাধীদের সঙ্গে তাদের আচরণ ছিল নিষ্ঠুর, নির্মম ও অমানুষিক উৎপীড়ণপূর্ণ। তস্কর সন্দেহে ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে জোরপূর্বক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য তাকে যে কেবল বিচিত্র উপায়ে মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখানো হতো তা' নয়, নানারূপ ব্যঙ্গবিদ্রূপ, লাঞ্ছনা এবং নির্যাতনের ব্যবস্থাও ছিল। বল্‌তে গেলে, এ বিষয়ে আধুনিককালের আরক্ষবাহিনীর মধ্যেও কোন ব্যতিক্রম নেই। সেকালে সন্দেহভাজন অপরাধীকে সাধারণতঃ রাজা বা

বিচাবকেব সম্মুখে উপস্থাপিত কবা হতো না, এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অপবাধীকে কোন সুযোগ দেওয়া হতো না।

(খ) তবে সেকালেব সমগ্র আবক্ষবাহিণীই যে দুর্নীতিগ্রস্ত, অত্যাচাবী ও নিষ্ঠুরচরিত্রেব ছিল তা' বলা যায না। "বক্ষি দ্বযেব নাম জালুক ও সূচক। জালুক নিষ্ঠুব, বদ্ধ ব্যক্তিকে শূলে স্থাপিযা বধ কবিবাব জন্য অতি আগ্রহান্বিত, বধমালা গাঁথিবাব জন্য তাহাব হস্ত শুডশুড কবিতেছে। দেবতাব উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ছাগগুলিকে খড্গ দ্বাবা ছিন্নশিব কবিবাব পূর্বে সেগুলিকে যেরূপ বিল্টবপত্র বা পুষ্পবচিত মালা পবাইযা দেওযা হয, সেকালে বধ্য ব্যক্তিকে শূলে আবোপণেব পূর্বে সেই মালা পবাইযা দেওযা হইত। সূচক আপনাকে খুব বড মনে কবে, বজ্জুবদ্ধ ধৃতব্যক্তিকে কোন কথাই বলিতে দিতেছিল না। শ্যালেব মানসিকতা অপেক্ষাকৃত ভদ্রজনসম্মত। তিনি বলিলেন, "সূচক, উহাকে সব কথা বলিতে দাও, কথাব মধ্যে বাধা দিও না।" (শকুন্তলা-বহস্য/৭৬)।

(গ) মহাকবি [illegible] কালে সকলবৃত্তিব সমুচিত মর্যাদা ছিল। নিজেব বৃত্তি অপবেব বিবেচনায নীচ হলেও মানুষ স্ববৃত্তি পালনেব জন্য অত্যন্ত গর্ববোধ কবত্। শক্রাবতাববাসী বীবব যখন বলল যে, সে জালোদগালাদিব দ্বাবা মৎস্য শিকাব ক'বে পবিবাব পোষণ কবে, তখন শ্যাল তা' শুনে তাকে উপহাস কবে বলল,—"আহা, অতি বিশুদ্ধ জীবিকা"। তা শুনে ধীবব যা বলল তা' যেকোন দেশেব মানুষেব পক্ষে আত্মশ্লাঘাব বিষয। ধীবব বলল,—

> "সহজং কিল যদ্ বিনি৷ন্দতং ন হি তৎ কর্ম বিবর্জনীযম্।
> পশুমাবণকর্মদাকণঃ অনুকম্পামৃদুবপি শ্রোত্রিযঃ ॥"

অর্থাৎ যে বৃত্তি নিযে মানুষ জন্মগ্রহণ কবে, সে বৃত্তি নিন্দনীয হলেও কখনো পবিত্যাজ্য নয। কেননা, বেদজ্ঞ বিপ্র অনুকম্পাপ্রবণ হলেও যজ্ঞে পশুহত্যা থেকে তিনি কখনো নিবৃত্ত থাকেন না। বিশেষ লক্ষ্য কববাব বিষয এই যে, মহাকবি কালিদাসেব কালে সমাজেব অন্ত্যজশ্রেণীব মানুষগণও নিজেদেব সহজবৃত্তি অপবেব কাছে নিন্দনীয হলেও তা' নিযে গর্ববোধ কবত এবং স্বমত প্রকাশে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাযও একাধিক স্থলে অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ কবা হযেছে। যেমন, (১) সহজং কর্ম কৌন্তেয সদোষমপি ন ত্যজেৎ" (১৮/৪৮), অর্থাৎ মানুষেব সহজ বা স্বাভাবিক বৃত্তি দোষযুক্ত হলেও তা কখনো পবিত্যাগ কবা উচিত নয। (২) শ্রেযান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পবধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেযঃ পবধর্মো ভযাবহঃ ॥ (৩/৩৫)। অর্থাৎ স্বধর্ম নির্গুণ

হলেও তা নিজের অনুষ্ঠিত পরধর্মের চেয়েও শ্রেয়ঃ। স্বধর্মে মানুষের মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, কিন্তু পরধর্ম নিতান্তই ভয়াবহ ॥

(ঘ) অনেকে মনে করেন যে, "সহজং কিল বিনিন্দিতম্" ইত্যাদি শ্লোকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরোধ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। অহিংসাই বৌদ্ধদের পরম ধর্ম। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, জীবহত্যা তাঁদের কাছে অত্যন্ত বিগর্হিত কর্ম। আবার, অন্যদিকে ব্রাহ্মণগণ তাঁদের স্বধর্ম অনুসরণ করে স্বভাবে অনুকম্পাপ্রবণ হলেও যজ্ঞাদিতে পশুবধ করে স্বধর্ম পালন করেন। কাজেই এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু আমরা জানি যে মহাকবি ধর্মবিষয়ে ছিলেন নিতান্তই উদার ও সহনশীল, শৈবধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ থাকলেও তিনি মহেশ্বর ব্যতিরেকেও ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মহিমা প্রকাশ করেছেন তাঁর কাব্যে। তবে বিশেষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, সাধারণভাবে তিনি অন্য কোন ধর্মের প্রতি অনাদর ও অনাগ্রহ প্রকাশ না করলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি কিছুটা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন, সেজন্য তাঁর রচনায় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির কোন উল্লেখ নেই ॥

শ্যালঃ—তদো তদো। (ততঃ ততঃ)।

পুরুষঃ—এক্কশ্শিং দিঅশে খণ্ডশো লোহিঅমচ্ছে মএ কপ্পিদে জাব তশ্শ উদলব্ভন্তলে এদং লদনভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং দেখ্খিঅং। পচ্ছা অহকে শে বিক্কআঅ দংশঅন্তে গহিদে ভাবমিশ্শেহিং। মালেহ বা মুঞ্চেহ বা। অঅং শে আঅমবুত্তন্তে। (একস্মিন্ দিবসে খণ্ডশো রোহিতমৎস্যো ময়া কল্পিতো যাবৎ তস্য উদরাভ্যন্তরে প্রেক্ষে তাবৎ ইদং রত্নভাসুরমঙ্গুলীয়কং দৃষ্টম্। পশ্চাৎ অহং অস্য বিক্রয়ায় দর্শয়ন্ গৃহীতো ভাবমিশ্রৈঃ। মারয়ত বা মুঞ্চত বা। অয়মস্য আগমবৃত্তান্তঃ।

শ্যালঃ—জাণুঅ, বিস্সগন্ধী গোহাদী মচ্ছবন্ধো এব্ব নিস্সংসঅং। অঙ্গুলীঅঅদংসণং শে বিমরিসিদব্বং। রাঅউলং এব্ব গচ্ছামো। (জানুক, বিস্রগন্ধী গোধাদী মৎস্যবন্ধ এব নিঃসংশয়ম্। অঙ্গুলীয়কদর্শনম্ অস্য বিমর্শয়িতব্যম্। রাজকুলম্ এব গচ্ছামঃ।)

রক্ষিণৌ—তহ। গচ্ছ অলে গণ্ঠিভেদঅ। (তথা। গচ্ছ অরে গ্রন্থিভেদকঃ।)

(সর্বে পরিক্রামন্তি)

সন্ধিবিচ্ছেদ—রত্নভাসুরম্ + অঙ্গুলীয়কম্, অয়ম্ + অস্য।

বাঙলা শব্দার্থ—শ্যালঃ—ততঃ ততঃ (তারপর, তারপর)। পুরুষঃ—একস্মিন্ দিবসে (একদিন) খণ্ডশো রোহিতমৎস্যো যাবৎ কল্পিতঃ (একটি রোহিতমৎস্য (রুইমাছ) যখন আমি খণ্ড খণ্ড করে কাটলাম) তস্য উদরাভ্যন্তরে (তখন সে রোহিতমৎস্যের উদরের মধ্যে) ইদং রত্নভাসুরম্ অঙ্গুলীয়কম্ দৃষ্টম্ (মণিমুক্তায় উজ্জ্বল এ অঙ্গুরীয়কটি দেখতে পেলাম)। পশ্চাৎ তস্য বিক্রয়ায় দর্শযন্ (পরে অঙ্গুরীয়কটি বিক্রী করবার জন্য যখন দেখাচ্ছিলাম) গৃহীতো ভাবমিশ্রৈঃ (তখন আপনারা আমাকে ধরলেন)। মারয়ত বা মুঞ্চত বা (এখন মারতে হয মারুন, ছেড়ে দিতে হয় তো ছেড়ে দিন)। অয়ম্ অস্য আগমবৃত্তান্তঃ (কিরূপে অঙ্গুরীয়কটি পেলাম,—এ হ'ল সে বৃত্তান্ত)। শ্যালঃ—জানুক, বিস্রগন্ধী (জানুক, এর দেহের কাঁচা মাংসের গন্ধ থেকে মনে হচ্ছে) গোধাদী মৎস্যবন্ধ এব নিঃসংশয়ম্ (এ নিঃসন্দেহে গোধাহারী ধীবরই হবে)। অস্য অঙ্গুরীয়কদর্শনম্ (এর অঙ্গুরীয়কপ্রাপ্তি) বিমর্শয়িতব্যম্ (চিন্তা কবে দেখতে হবে।) রাজকুলম্ এব গচ্ছামঃ (আমি রাজপুরীতে যাচ্ছি।) রক্ষিদ্বয়—তথা (আপনার যেরূপ আদেশ), গচ্ছ অরে গ্রন্থিভেদকঃ (চলরে গাঁটকাটা, চল)।

বঙ্গানুবাদ—শ্যাল—তারপর, তারপর।

পুরুষ—একদিন একটি রোহিতমৎস্য যখন আমি খণ্ড খণ্ড করে কাটলাম, তখন তার উদরের মধ্যে মণিমুক্তায় উজ্জ্বল এ অঙ্গুরীয়কটি দেখতে পেলাম। পবে তা' বিক্রী করবার জন্য যখন দেখাচ্ছিলাম, তখন আপনারা আমাকে ধরলেন। এখন মারতে হয় মারুন, ছেড়ে দিতে হয় তো ছেড়ে দিন। কিরূপে অঙ্গুরীয়কটি পেলাম,—এ হলো সে বৃত্তান্ত।

শ্যাল—জানুক, এর দেহের কাঁচা মাংসের গন্ধ থেকে মনে হচ্ছে এ নিঃসন্দেহে গোধাহারী ধীবরই হবে। এর অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্তি চিন্তা করে দেখতে হবে। আমি রাজপুরীতে যাচ্ছি।

রক্ষিদ্বয়—আপনার যেরূপ আদেশ। চল্ রে গাঁটকাটা চল্।

(সকলের পরিক্রমণ)

শ্যালঃ—সূঅঅ, ইমং গোপুরদুআরে অপ্পমত্তা পড়িবালহজাব ইমং অঙ্গুলীঅঅং জহাগমণং ভট্টিণো ণিবেদিঅ তদো সাসণং পড়িচ্ছিঅ ণিক্কমামি। (সূচক, ইমং গোপুরদ্বারে অপ্রমত্তৌ প্রতিপালয়তং যাবৎ ইদম্ অঙ্গুলীয়কং যথাগমনং ভর্তেঃ নিবেদ্য ততঃ শাসনং প্রতীষ্য নিষ্ক্রমামি।)

উভৌ—পবিসদু আবুত্তে শামিপশাদশ্‌শ। (প্রবিশতু আবুত্তঃ স্বামিপ্রসাদায়)।

(নিষ্ক্রান্তঃ শ্যালঃ)

প্রথমঃ—জাণুঅ, চিলাঅদি ক্‌খু আবুত্তে। (জানুক, চিরায়তে খলু আবুত্তঃ)।

দ্বিতীয়ঃ—ণং অবশলোবশপ্‌পণীআ লাআণো। (ননু অবসরোপসর্পনীয়া রাজানঃ।)

প্রথমঃ—জাণুঅ, ফুল্লন্তি মে হত্থা ইমশ্‌শ বহস্‌স শুমণা পিণদ্ধুং। (পুরুষং নির্দিশতি) (জানুক, স্ফুরতঃ মে হস্তৌ অস্য বধার্থং সুমনসঃ পিনদ্ধুম্।)

পুরুষঃ—ণ অলুহদি ভাবে অকালণমালণং ভাবিদুং। (ন অর্হতি ভাবঃ অকারণমারণোং ভাবয়িতুম্।)

দ্বিতীয়ঃ—(বিলোক্য) এশে অম্হাণং শামী পত্তহত্থে লাঅশাশনং পড়িচ্ছিঅ ইদোমূহে দেখীঅদি। গিদ্ধবলী ভাবশ্‌শসি, শূণো মুহং বা দেক্‌খিশ্‌শশি। (এষ আবয়োঃ স্বামী পত্রহস্তঃ রাজশাসনং প্রতীষ্য ইতোমুখো দৃশ্যতে। গৃধ্রবলিঃ ভবিষ্যসি, শুনো মুখং বা দ্রক্ষ্যসি।)

(প্রবিশ্য)

শ্যালঃ—সূঅঅ, মুঞ্চেদু, এসো জালোঅজীবী। উববণ্ণো ক্‌খু অঙ্গুলী- অঅস্‌স আঅমো। (সূচক, মুচ্যতাম্ এষঃ জালোপজীবী। উপপন্নঃ খলু অস্য অঙ্গুলীয়কস্য আগমঃ।)

সূচকঃ—জহ আবুত্তে ভণাদি। (যথা আবুত্তঃ ভণতি।)

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শ্যালঃ—সূচক (সূচক) ইমং গোপুরদ্বারে (এ সদর দরজায়) অপ্রমত্তৌ প্রতিপাল্যতাম্ (সতর্কতার সঙ্গে একে নিয়ে অপেক্ষা কর), যাবৎ (ইতিমধ্যে) ইদম্ অঙ্গুরীয়কং যথাগমনং ভর্তুঃ নিবেদ্য (এ অঙ্গুরীয়কটি কিরূপে পাওয়া গেছে, সেসব বিষয় মহারাজকে নিবেদন করে) ততঃ শাসনং প্রতীষ্য নিষ্ক্রমামি (তাঁর কাছ

থেকে আদেশ নিয়ে আসি)। উভৌ (বক্ষিদ্বয)—প্রবিশতু আবুত্তঃ স্বামিপ্রসাদায় (আপনি প্রবেশ করুন, মহাবাজ শুনে খুশী হবেন।) [নিষ্ক্রান্তঃ শ্যালঃ—বাজশ্যালক নির্গত হলেন।] প্রথমঃ (প্রথমবক্ষী)—জানুক, চিবাযতে খলু আবুত্তঃ (জানুক, আমাদের কর্তাব অত্যন্ত বিলম্ব হচ্ছে দেখি।) দ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয বক্ষী)—ননু অবসরোপসর্পনীয়া, বাজানঃ (আবে, অবসব বুঝে তবে তো বাজাব কাছে যাওযা যায)। প্রথমঃ—জানুক (জানুক) অস্য বধার্থং সুমনসঃ পিনদ্ধুম্ (একে বধ কবাব পূর্বে যে ফুলেব মালা পবানো হবে তা' গাঁথতে) মে হস্তৌ স্ফুবতঃ (আমাব হাত ব্যস্ত হযে পড়েছে।) [পুরুষং নির্দিশতি—ধীববকে নির্দেশ কবল] পুরুষঃ—ভাবঃ (মশায) অকাবণমারণং ভাবযিতুং ন অর্হতি (অকাবণে একজনেব প্রাণনাশ কবা উচিত নয়।) দ্বিতীয়ঃ—[বিলোক্য—দেখে] এষ আবযোঃ স্বামী (এই যে আমাদেব কর্তাকে), পত্রহস্তঃ বাজশাসনং প্রতীষ্য (মহাবাজেব আদেশনামা নিযে) ইতোমুখে দৃশ্যতে (এদিকে আসতে দেখা যাচ্ছে।) গৃধ্রবলির্ভবিষ্যসি (হয সে গৃধ্রেব ভক্ষ্য হবে) শুনো মুখং বা দ্রক্ষ্যসি (নাহয কুকুবেব মুখ দেখবে অর্থাৎ কুকুবেব খাদ্য হবে।) [প্রবিশ্য—প্রবেশ কবে] শ্যালঃ—সূচক মুচ্যতাম্ এষ জালোপজীবী (সূচক, ধীববকে মুক্ত কবে দাও)। অস্য অঙ্গুবীযকস্য আগমঃ (অঙ্গুবীয়ক প্রাপ্তির বিষয়ে এ যা বলেছে) উপপন্নঃ খলু (তা' সত্যি প্রমাণিত হযেছে)। সূচকঃ—যথা আবুত্তঃ ভণতি (প্রভু যা' বলেন)।

বঙ্গানুবাদ—শ্যাল—সূচক, এ সদব দবজায একে নিযে সতর্কতাব সঙ্গে অপেক্ষা কব ইতিমধ্যে অঙ্গুবীযকটি কিরূপে পাওযা গেছে, সেসব বিষয মহাবাজকে নিবেদন কবে, তাঁব কাছ থেকে আদেশ নিযে আ

বক্ষিদ্বয—আপনি প্রবেশ করুন মহাবাজ শুনে খুশী হবেন।

(বাজশ্যালক নির্গত হলেন)।

প্রথম বক্ষী—জানুক আমাদেব কর্তাব অত্যন্ত বিলম্ব হচ্ছে দেখি।

দ্বিতীয বক্ষী—আবে, অবসব বুঝে তবে তো বাজাব কাছে যাওযা যায।

প্রথম বক্ষী—জানুক, একে বধ কবাব পূর্বে যে ফুলেব মালা পবানো হবে তা গাঁথতে আমাব হাত ব্যস্ত হযে পডেছে। (ধীববকে নির্দেশ কবল)।

পুরুষ (ধীবব)—মশায, অকাবণে একজনেব প্রাণনাশ কবা উচিত নয।

দ্বিতীয বক্ষী—(দেখে) এই যে আমাদ্রেব কর্তাকে মহাবাজেব আদেশনামা নিযে এদিকে আসতে দেখা যাচ্ছে। হয সে গৃধ্রেব ভক্ষ্য হবে, নাহয কুকুবেব খাদ্য হবে।

(প্রবেশ করে)

শ্যাল—সূচক, ধীবরকে মুক্ত করে দাও। অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্তির বিষয়ে এ যা' বলেছে তা' সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

সূচক—প্রভু যা' বলেন ॥

আলোচনা :

সেকালে চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেবার ব্যবস্থা ছিল এবং সে মৃত্যুদণ্ডও নানা বিচিত্র উপায়ে কার্যকর করা হতো। জানুক ও সূচক—এই রক্ষি দ্বয়ের কথোপকথন থেকে তা বোঝা যায়। প্রথম সূচক বলল—"স্ফুরতো মে হস্তৌ অস্য বধ্যস্য সুমনসঃ পিনদ্ধুম্" অর্থাৎ একে বধ্যমাল্য পরাবার জন্য আমার হাত নিসপিস করছে। আবার যখন শ্যাল রাজার কাছ থেকে ফিরে আসছে, তখন জানুক তাঁকে দেখে বল্ছে,—"এষ অস্মাকং স্বামী পত্রহস্তঃ রাজশাসনং প্রতীষ্য ইতোমুখো দৃশ্যতে। গৃধ্রবলির্ভবিষ্যসি, শুনো মুখং বা দ্রক্ষ্যসি"—অর্থাৎ এই আমাদের প্রভু রাজাদেশ নিয়ে পত্রহস্তে এদিকে আসছেন, তুই শকুনের ভোজ্য হবি, কিংবা কুকুরের মুখ দর্শন করবি। এই বিচিত্র উপায়ে প্রাণদণ্ড কার্যকর করার উল্লেখ রয়েছে আচার্য দণ্ডিরচিত "দশকুমারচরিতম্" গদ্যগ্রন্থের অন্তর্গত রাজবাহনচরিতে। আবার, সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিরপরাধ বিবেচিত হলে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হতো, কখনো বা হৃতদ্রব্য পুনর্লাভ হলে তস্কর সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিকে যথোচিত পুরস্কৃতও করা হতো। যেমন—শ্যালের কাছ থেকে সূচক যখন জানতে পারল যে, রাজা ধীবরকে দণ্ড না দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন, তখন সূচক বলল,—"এষ নাম অনুগ্রহঃ যৎ শূলাদবতার্য্য হস্তিস্কন্ধে প্রতিষ্ঠাপিতঃ।" অর্থাৎ এ হলো অনুগ্রহ, শূল থেকে নামিয়ে যেন হাতীর পিঠে চড়ানো।

দ্বিতীয়ঃ—এশে জমশদনং পবিশিঅ পড়িণিবুত্তে। (পুরুষং পরিমুক্ত-বন্ধনং করোতি) (এষ যমসদনং প্রবিশ্য প্রতিনিবৃত্তঃ।)

পুরুষঃ—(শ্যালং প্রণম্য) ভট্টা অহ কীলিশে মে আজীবে? (ভর্তঃ, অথ কীদৃশঃ মে আজীবঃ?)

শ্যালঃ—এসো ভট্টিনা অঙ্গুলীঅঅমুল্লসম্মিদো পসাদো বি দাবিদো। (পুরুষায় স্বং প্রয়চ্ছতি) (এষ ভর্তা অঙ্গুলীয়কমূল্যসম্মিতঃ প্রসাদঃ অপি দাপিতঃ।)

পুরুষঃ—(সপ্রণামং প্রতিগৃহ্য) ভট্টা, অণুগ্গহীদম্হি। (ভর্তঃ, অনুগৃহীতঃ অস্মি।)

সূচকঃ—এশে ণাম অণুগ্গহে জে শূলাদো অবদালিঅ হত্থিক্কন্ধে পড়িট্ঠাবিদে। (এষ নাম অনুগ্রহঃ যৎ শূলাৎ অবতার্য্য হস্তিস্কন্ধে প্রতিষ্ঠাপিতঃ।)

জানুকঃ—আবুত্ত, পালিদোশিএ কহেদি তেণ অঙ্গুলীঅএণ ভট্টিণো শম্মদেণ হোদব্বং। (আবুত্ত, পারিতোষিকঃ কথয়তি তেন অঙ্গুলীয়কেন ভর্তুঃ সম্মতেন ভবিতব্যম্।)

শ্যালঃ—ণ তস্সিং মহারুহং রদণং ভট্টিণো বহুমদং ত্তি তক্কেমি। তস্স দংসণেন ভট্টিণো অভিমদো জণো সুমরাবিদো। মুহুত্তঅং পকিদি-গম্ভীরো বি পজ্জুস্সুঅণঅণো আসী। (ন তস্মিন্ মহার্হং রত্নং ভর্ত্তুঃ বহুমতম্ ইতি তর্কয়ামি। তস্য দর্শনেন ভর্তুঃ অভিমতঃ জনঃ স্মারিতঃ। মুহূর্তং প্রকৃতিগম্ভীর অপি পর্যুৎসুকনয়নঃ আসীৎ।)

বাঙ্লা শব্দার্থ—দ্বিতীয়ঃ—এষ (এ ধীবর) যমসদনং প্রবিশ্য (যমের ভবনে প্রবেশ করে) প্রতিনিবৃত্তঃ (পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেছে)। (পুরুষং পরিমুক্তবন্ধনং করোতি—পুরুষ অর্থাৎ ধীবরকে বন্ধনমুক্ত করল)। পুরুষঃ—(শ্যালং প্রণম্য—রাজশ্যালককে প্রণাম করে) ভর্তঃ (প্রভু) অথ কীদৃশঃ মে আজীবঃ (আজ্ঞ কি করে আমার জীবিকানির্বাহ হবে?) শ্যালঃ—ভর্তা (মহারাজ) অঙ্গুলীয়কমূল্য-সম্মিতঃ (অঙ্গুরীয়কের মূল্যের সমপরিমাণ) এষঃ প্রসাদঃ অপি দাপিতঃ (অর্থ তোমায় খুশী হয়ে দিয়েছেন)। পুরুষঃ—(সপ্রণামং প্রতিগৃহ্য—প্রণামপূর্বক গ্রহণ করে) ভর্ত্তঃ অনুগৃহীতঃ অস্মি (মহারাজ, অনুগৃহীত হলাম)। সূচকঃ—এষ নাম অনুগ্রহঃ (এ এমন অনুগ্রহ) যৎ (যে) শূলাৎ অবতার্য (শূল থেকে নামিয়ে) হস্তিস্কন্ধে প্রতিষ্ঠাপিতঃ (হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করা হল)। জানুকঃ—আবুত্ত (হুজুর) পারিতোষিকঃ কথয়তি (পারিতোষিকই বলে দিচ্ছে যে) তেন অঙ্গুলীয়কেন (সে অঙ্গুরীয়কটি) ভর্তুঃ সম্মতেন ভবিতব্যম্ (প্রভুর বিশেষ প্রিয় ছিল)। শ্যালঃ—মহার্হং রত্নং (মহার্ঘ রত্নখচিত বলেই) ভর্তুঃ বহুমতম্ (প্রভুর কাছে মহার্ঘ মনে হয়েছে) ইতি তস্মিন্ ন তর্কয়ামি (আমার এরূপ মনে হয় না)। তস্য দর্শনেন (সেইটি দেখে) ভর্তুঃ অভিমতঃ জনঃ স্মারিতঃ (মহারাজের কোন প্রিয়জনের কথা মনে পড়ল)। মুহূর্তং (ক্ষণিকের জন্য) প্রকৃতিগম্ভীরঃ অপি (স্বভাবতঃ গম্ভীর হলেও) পর্যুৎসুকনয়নঃ আসীৎ (মহারাজের নয়নযুগল বিহ্বল হল)।

বঙ্গানুবাদ— দ্বিতীয—এ ধীবব যমালযে প্রবেশ কবে পুনবায় প্রত্যাবর্তন কবেছে। (ধীববকে বন্ধনমুক্ত কবল)

পুরুষ—(বাজশ্যালককে প্রণাম কবে) কিরূপে আজ আমার জীবিকানির্বাহ হবে?

শ্যাল—মহারাজ অঙ্গুবীযকেব মূল্যেব সমপরিমাণ অর্থ তোমায খুশী হযে দিয়েছেন।

পুরুষ—(প্রণামপূর্বক গ্রহণ কবে) মহারাজ অনুগৃহীত হলাম।

সূচক—এ এমন অনুগ্রহ যে, শূল থেকে নামিয়ে হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করা হল।

জানুক—হুজুব, পারিতোষিকই বলে দিচ্ছে যে সেই অঙ্গুবীযকটি প্রভুব বিশেষ প্রিয ছিল।

শ্যাল—মহার্ঘ বত্নখচিত বলেই প্রভুব কাছে মহার্ঘ মনে হযেছে আমাব এরূপ মনে হয়না। সেইটি দেখে মহাবাজেব কোন প্রিযজনের কথা মনে পড়ল। ক্ষণিকের জন্য স্বভাবতঃ গম্ভীর হলেও মহাবাজেব নয়নযুগল বিহ্বল হল।

আলোচনা

ষষ্ঠ অংকের আদিতে প্রবেশকে নাট্যকাব কোন্ নাটকীয উদ্দেশ্য সিদ্ধিব জন্য ধীববৃত্তান্তেব অবতাবণা কবেছেন তা' এখানে বিচাব কবা যেতে পাবে। পঞ্চম অংকে শকুন্তলা যখন কণ্বমুনিব আশ্রম থেকে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে এসে বাজসভায প্রকাশ্য দিবালোকে বাজা দুষ্মন্তের ধর্মপত্নীরূপে রাজান্তঃপুবে মর্যাদানুরূপ স্থান যাচ্ঞা কবল, তখন মোহাচ্ছন্ন বাজা শকুন্তলাকে চিনতেই পারলেন না, এবং শকুন্তলাব সাথে তাঁব পবিণয অস্বীকাব ক'বে, শকুন্তলাকে তীব্র ভর্ৎসনা ক'রে অত্যন্ত নির্দয ও রূঢভাবে প্রত্যাখ্যান কবলেন। এ ঘটনায় সুহৃদয সামাজিকদের মনে গভীব উৎকণ্ঠা ও সংশয়েব সৃষ্টি হল। তাঁবা বুঝতে পাবলেন যে এসব ঋষি দুর্বাসাব অভিশাপেব ফল, কিন্তু তাঁবা বুঝতে পাবলেন না যে; দুঃখে, ক্ষোভে ও অপমানে বিপর্যস্তা এবং জননী মেনকাকর্তৃক মহর্ষি মাবীচেব আশ্রমে নীযমানা শকুন্তলাব সঙ্গে কিভাবে রাজাব পুনর্মিলন সম্ভব? কিভাবেই বা বাজাব লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্রেক সম্ভব? ইতিমধ্যে শক্রাবতাববাসী জনৈক ধীববকে বাজশ্যাল এবং বক্ষিপুরুষগণ চুরিব অপবাধে গ্রেপ্তাব কবে। কাবণ উক্ত ধীবব বাজাব নামাংকিত উজ্জ্বল একটি অঙ্গুরীয়ক বিক্রযেব জন্য এলে বক্ষিপুরুষদের হাতে ধবা পড়ে। সে নাকি অঙ্গুবীযকটি চুবি কবেনি, সে তা শচীতীর্থথেকে ধৃত একটি বোহিতমৎস্যেব উদবাভ্যন্তরে পেযেছে। রাজশ্যালক এ অঙ্গুবীযকটি বাজাকে দেখালে বাজা তৎক্ষণাৎ আদ্যন্ত শকুন্তলাবৃত্তান্ত স্মবণ কবতে সমর্থ হন, এবং বিবাহিতা ধর্মপত্নীকে মোহবশে বিসর্জন দিযেছেন বলে অনুতাপ ও অনুশোচনাব অনলে দগ্ধ হতে থাকেন।

এদিকে শকুন্তলা বিসর্জনেব পব অপ্সরা সানুমতীব মুখে বাজার মানসিক প্রতিক্রিয়া জানতে পেবে শকুন্তলাও পুনর্মিলনেব জন্য উদ্গ্রীব হযে ওঠেন। অবশেষে হাত অঙ্গুবীযকটিব পুনঃপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকার মধ্যে পুনর্মিলন সম্ভব হয়। সুতরাং নাটকীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ধীবরবৃত্তান্তটির অবতারণা যে অনিবার্য ছিল, সে বিষযে সন্দেহেব কোন অবকাশ নেই ॥

সূচকঃ—শেবিদং ণাম আবুত্তেন। (সেবিতং নাম আবুত্তেন।)

জানুকঃ—ণং ভণাহি, ইমশ্শ কদে মচ্ছিআভত্তুণো ত্তি। পুরুষম্ অসূয়য়া পশ্যতি।) (ননু ভণ, অস্য কৃতে মাৎস্যিকভর্তুরিতি।)

পুরুষঃ—ভট্টালক, ইদো অদ্ধং তুম্হাণং শুমণোমূল্লং হোদু। (ভট্টারক, ইতঃ অর্ধং যুষ্মাকং সুমনোমূল্যং ভবতু।)

জানুকঃ—এত্তকে জুজ্জই। (এতাবৎ যুজ্যতে)।

শ্যালঃ—ধীবরঃ, মহত্তরো তুমং পিঅবঅস্সও দাণিং মে সংবুত্তো। কাদম্ববীসক্খিঅং অম্হাণং পঢ়মসোহিদং ইচ্ছীআদি। তা সোণ্ডিআপণং এব্ব গচ্ছামো। (ধীবব, মহত্তবঃ ত্বং প্রিয়বয়স্যকঃ ইদানীং মে সংবৃত্তঃ। কাদম্ববীসাক্ষিকম্ অস্মাকং প্রথমশঃ অভিমতম্ ইষ্যতে। তৎ শৌণ্ডিকাপণম্ এব গচ্ছামঃ।)

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

॥ প্রবেশকঃ ॥

বাঙলা শব্দার্থ—সূচকঃ—সেবিতং নাম আবুত্তেন (হুজুর মহারাজেব সেবা কবলেন বলতে হয়)। জানুকঃ—ননু ভণ (তার চেয়ে বল) অস্য কৃতে মাৎস্যিকভর্তুঃ ইতি (এই জেলেটাই মহারাজেব সেবা করলেন।) পুরুষম্ অসূয়য়া পশ্যতি—ধীবরকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখতে থাকলেন। পুরুষঃ—ভট্টারক ইতঃ অর্ধং (মশায়, এব থেকে অর্ধেক) যুষ্মাকং সুমনোমূল্যং ভবতু (আপনাদের ফুলের দাম হিসেবে দিচ্ছি।) জানুকঃ—এতাবৎ যুজ্যতে (তুমি যথার্থই বলেছ)। শ্যালঃ—ধীবর, ইদানীং ত্বং মে (ওহে ধীবব শোন, এখন তুমি আমার) মহত্তবঃ প্রিযবযস্যকঃ সংবৃত্তঃ (বিশিষ্ট প্রিযবন্ধু হলে)। অস্মাকং প্রথমশঃ অভিমতম্ (আমাদেব প্রথম মিত্রতা) কাদম্ববীসাক্ষিকম্

ইষ্যতে (সুরা সাক্ষী রেখেই করতে চাই।) তৎ (সুতরাং) শৌণ্ডিকাপণম্ এব গচ্ছামঃ (শুঁড়িখানার দিকেই যাই)।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে—সকলেই নির্গত হলেন)।

(প্রবেশকঃ—প্রবেশক সমাপ্ত)।

বঙ্গানুবাদ—সূচক—হুজুর মহারাজের সেবা করলেন বলতে হয়।

জানুক—তার চেয়ে বল, প্রভু এ ধীবরের সেবা করলেন। (ধীবরকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখতে থাকলেন)।

পুরুষ—মশায়, এ পারিতোষিকের অর্ধেক আপনাদের ফুলের দাম হিসাবে দিচ্ছি।

জানুক—তুমি যথার্থই বলেছ।

শ্যাল—ধীবর শোন, এখন তুমি আমার বিশিষ্ট বন্ধু হলে। আমাদের প্রথম মিত্রতা সুরা সাক্ষী রেখেই করতে চাই। সুতরাং শুঁড়িখানার দিকেই যাই।

(সকলেই নির্গত হলেন)

(প্রবেশক সমাপ্ত)

আলোচনা :

এ নাটকের পঞ্চম অংকের অন্তিম এবং ষষ্ঠ অংকের আদি—এ উভয়ের মধ্যবর্তী যে **"প্রবেশক"** তা নানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন প্রশ্ন হলো, প্রবেশকের স্বরূপ কি? সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেন,—যা' অংকসমূহে দেখান সম্ভব নয়, অথচ যা বলার আবশ্যকতা আছে, তা' বর্ষব্যাপী বা দুদিনব্যাপী হোক, বা এদের অতিরিক্ত বা বিস্তারিত [illegible] তা' অর্থোপক্ষেপকের মাধ্যমে সূচিত করবেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, নাটকীয় ঘটনার পূর্বাপর যোগসূত্র রক্ষার জন্য যে সকল নীরস বস্তু অংকে [illegible] যোগ্য নয়, অথচ সে সকল বস্তু সহৃদয় সামাজিক জানতে না পারলে নাটকের বিষয়বস্তু অনুধাবনে তাঁদের অসুবিধা হবে, সেবিষয়গুলি অর্থোপক্ষেপকের মাধ্যমে সূচিত করা প্রয়োজন। এই অর্থোপক্ষেপক পাঁচ প্রকার, যথা—বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অংকাবতার ও অংকমুখ। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ প্রবেশকের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন,—**"প্রবেশকোঽনুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্র-প্রয়োজিতঃ। অংকদ্বয়ান্তর্বিজ্ঞেয়ঃ শেষং বিষ্কম্ভকে যথা।"** (ষষ্ঠপরিচ্ছেদ) অর্থাৎ প্রবেশকে কেবল নীচ শ্রেণীর পাত্র অংক গ্রহণ করবে, এইটি দুটি অংকের মধ্যে সন্নিবেশিত হবে, সুতরাং নাটকের প্রারম্ভে প্রবেশক থাকতে পারবে না। এইটিও নাটকের ভূত ও ভবিষ্যৎ

কথাবস্তুর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। এ প্রবেশকে জেলে, পুলিশ ইত্যাদি কেবল নীচ শ্রেণীর পাত্র অংশ গ্রহণ করেছে ॥

বিষ্কম্ভকের সঙ্গে প্রবেশকের পার্থক্য হলো যে, (১) বিষ্কম্ভক অংকের আদিতে সংযোজিত হতে পারে, (২) বিষ্কম্ভকে একজন বা দুজন মধ্যম শ্রেণীর পাত্র অংশ গ্রহণ করলে সে বিষ্কম্ভক হয় শুদ্ধ, কিন্তু একজন নীচ ও একজন মধ্যমশ্রেণীর পাত্র অংশ গ্রহণ করলে তা' হয় "মিশ্র" বিষ্কম্ভক। তবে প্রবেশকের মত বিষ্কম্ভকও নাটকের ভূত ও ভবিষ্যৎ বস্তুর মধ্যে পূর্বাপর যোগসূত্র রচনা করে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ এই প্রবেশকটিকে "প্রবেশক" না বলে অর্থোপক্ষেপকের অপর একটি ভেদ "অংকাবতার" বলেছেন। অংকাবতারের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বিশ্বনাথ বলেন,—

"অঙ্কান্তে সূচিতঃ পাত্রৈস্তদংকস্যাবিভাগতঃ।
যত্রাঙ্কোঽবতরত্যেষোঽঙ্কাবতার ইতি স্মৃতঃ ॥" (৬/৫৮)

অর্থাৎ, সে অংকের সঙ্গে ভেদ না রেখে কোন অংকের শেষে পাত্রগণ কর্তৃক অন্য অংকের সূচনা করা হলে, সেখানে যেহেতু অংকের অবতারণা হচ্ছে, সেহেতু তা' অংকাবতার হয়। এর দৃষ্টান্তরূপে বিশ্বনাথ বলেছেন,—"যথা অভিজ্ঞানে পঞ্চমাংকে পাত্রৈঃ সূচিতঃ ষষ্ঠাংকস্তদঙ্কস্যাঙ্গবিশেষ ইবাবতীর্ণঃ"—অর্থাৎ যেমন, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের পঞ্চমাংকে পাত্রগণ কর্তৃক সূচিত ষষ্ঠাংক পঞ্চঃমাংকের অঙ্গরূপেই যেন অবতীর্ণ হয়েছে ॥

উক্ত "প্রবেশক" থেকে আমরা প্রাচীন ভারতের বিশেষতঃ মহাকবি কালিদাসের কালের পুলিশ প্রশাসন, পুলিশের আচার-আচরণ ও নৈতিক মান, চুরি অপরাধে বিচিত্র প্রাণদণ্ড, মানুষের সহজ বৃত্তির মর্যাদাবোধ, পুলিশের উৎকোচগ্রহণ ও শৌণ্ডিকাপণে মদ্যপান ইত্যাদি অনেক সামাজিক, প্রশাসনিক ও ধর্মসম্পর্কীয় মূল তথ্যের জ্ঞান লাভ করি ॥ এসকল বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

॥ ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেন সানুমতী নামাপ্সরাঃ)

সানুমতী—ণিব্বত্তিদং মএ পজ্জাঅণিব্বত্তণিজ্জং অচ্ছরাতিত্থসণ্ণিজ্ঝং জাব সাহুজণস্স অভিসেঅকালো ত্তি। সংপদং ইমস্স রাএসিণো উদন্তং পচ্চক্খীকরিস্সং। মেণআসংবন্ধেন সরীরভূদা মে সউন্দলা। তাএ অ দুহিদুণিমিত্তং আদিট্ঠপুব্বম্হি। (সমন্তাদবলোক্য) কিং ণু ক্খু উদুচ্ছবে বি নিরুচ্ছবারম্ভং বিঅ রাঅউলং দীসই। অত্থি মে বিহবো পণিধাণেণ সব্বং পরিণ্ণাদুং। কিং দু সহীএ আদরো মএ মাণইদব্বো। হোদু। ইমাণং এব্ব উজ্জাণপালিআণং তিরক্খরিণী-পড়িচ্ছন্না পস্সবত্তিণী ভবিঅ উবলহিস্সং। (নাট্যেন অবতীর্য স্থিতা।) (নিবর্তিতং ময়া পর্যায়নির্বর্তনীয়ম্ অপ্সরস্তীর্থসান্নিধ্যং যাবৎ সাধুজনস্য অভিষেককাল ইতি। সাম্প্রতম্ অস্য রাজর্ষেঃ উদন্তং প্রত্যক্ষীকরিষ্যামি। মেনকাসম্বন্ধেন শরীরভূতা মে শকুন্তলা। তয়া চ দুহিতৃনিমিত্তম্ আদিষ্টপূর্বা অস্মি। কিং নু খলু ঋতূৎসবে অপি নিরুৎসবারম্ভম্ ইব রাজকুলং দৃশ্যতে। অস্তি মে বিভবঃ প্রণিধানেন সর্বং পরিজ্ঞাতুম্। কিং তু সখ্যা আদরো ময়া মানয়িতব্যঃ। ভবতু। অনয়োঃ এব উদ্যানপালিকয়োঃ তিরস্করিণীপ্রতিচ্ছন্না পার্শ্ববর্তিনী ভূত্বা উপলপ্স্যে।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—সমন্তাৎ + অবলোক্য, নাট্যেন + অবতীর্য, প্রবিশতি + আকাশ-যানেন।

বাঙলা শব্দার্থ—[ততঃ সানুমতী নাম অপ্সরাঃ আকাশযানেন প্রবিশতি—তারপর সানুমতী নামে অপ্সরা আকাশপথে প্রবেশ করলেন,] সানুমতী—যাবৎ সাধুজনস্য অভিষেককালঃ (সাধুপুরুষদের স্নানের সময়) পর্যায়নির্বর্তনীয়ম্—অপ্সরাতীর্থসান্নিধ্যং (আমরা যে, পর্যায়ক্রমে অপ্সরাতীর্থে যে অবস্থান করি) নির্বর্তিতং ময়া ইতি (আমি তা পালন করেছি)। সাম্প্রতং (এখন) অস্য রাজর্ষেঃ (এই রাজর্ষির অর্থাৎ দুষ্যন্তের) উদন্তং প্রত্যক্ষীকরিষ্যামি (ব্যাপারটা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করব)। মেনকাসম্বন্ধেন (মেনকার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাতে) মে শরীরভূতা শকুন্তলা (এ শকুন্তলা আমার শরীরস্বরূপা হয়েছে)। তয়া চ (সে মেনকা) দুহিতৃনিমিত্তম্ আদিষ্টপূর্বা অস্মি (আমাকে তাঁর দুহিতার জন্য পূর্বে অনুরোধ করেছিলেন।) [সমন্তাৎ অবলোক্য—চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে] ঋতূৎসবে অপি (এই ঋতু উৎসবের সময়ও) কিং নু খলু নিরুৎসবারম্ভম্

ইব রাজকুলং দৃশ্যতে (রাজপুরীতে উৎসবের কোন সূচনা দেখা যাচ্ছে না কেন)? প্রণিধানেন সর্বং পরিজ্ঞাতুম্ (ধ্যানের সাহায্যে সবকিছু জানবার) বিভবঃ মে অস্তি (ক্ষমতা অবশ্যই আমার আছে)। কিন্তু সখ্যাঃ আদরঃ (কিন্তু সখীর অনুরোধ) ময়া মানয়িতব্যঃ (আমার রাখা উচিত)। ভবতু (যাহোক)। তিরস্করিণীপ্রতিচ্ছন্না (তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে অদৃশ্য থেকে) অনয়োঃ এব উদ্যানপালিকয়োঃ (এ দুই উদ্যানপালিকার) পার্শ্ববর্তিনী ভূত্বা (পাশে থেকে) উপলপ্স্যে (আমি সব জেনে নেব)। [নাট্যেন অবতীর্য স্থিতা—অবতরণের অভিনয় করে দাঁড়ালেন।]

বঙ্গানুবাদ—(তারপর সানুমতী নামে অপ্সরা আকাশপথে প্রবেশ করলেন।)

সানুমতী—সাধুপুরুষদের স্নানের সময় আমরা যে পর্যায়ক্রমে অপ্সরাতীর্থে অবস্থান করি, আমি তা পালন করেছি। এখন এ রাজর্ষি দুষ্যন্তের ব্যাপারটা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করব। মেনকার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাতে এ শকুন্তলা আমার শরীরস্বরূপা হয়েছে। সে মেনকা আমাকে তাঁর দুহিতার জন্য পূর্বে অনুরোধ করেছিলেন। (চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) এ ঋতু-উৎসবের সময়ও রাজপুরীতে উৎসবের কোন সূচনা দেখা যাচ্ছে না কেন? ধ্যানের সাহায্যে সবকিছু জানবার ক্ষমতা অবশ্যই আমার আছে। কিন্তু সখীর অনুরোধ আমার রাখা উচিত। যাহোক্, তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে অদৃশ্য থেকে এ দুই উদ্যানপালিকার পাশে থেকে আমি সব জেনে নেব।

(অবতরণের অভিনয় করে দাঁড়ালেন)।।

আলোচনা ঃ

সানুমতী কে? হস্তিনাপুরের রাজোদ্যানে তিরস্করিণী বিদ্যার সাহায্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে তাঁর অবতরণের তাৎপর্য কি? এর উত্তরে বলা যায় যে, সানুমতী কোন এক অপ্সরা, সম্প্রতি সে অপ্সরাতীর্থে সাধুসন্তদের স্নানাভিষেক ক্রিয়ার উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে তাঁর কর্তব্য সমাপন করেছে। প্রসিদ্ধ টীকাকার রাঘবভট্ট তাঁর "অর্থদ্যোতনিকা"য় বলেছেন, "তত্র গঙ্গায়াম্ অপ্সরস্তীর্থং নাম তীর্থমস্তি। তত্র যাবৎ সজ্জনস্নানকালমেকৈকস্মিন্ দিবস একৈকয়া অপ্সরয়া সন্নিহিতয়া স্থাতব্যমিতি নিয়মঃ। তস্মিন দিনে সানুমত্যা তৎ কার্যম্ কৃতমিত্যর্থঃ।"—অর্থাৎ গঙ্গায় অপ্সরতীর্থ নামে এক তীর্থ আছে, সেখানে সাধুপুরুষগণের স্নানের সময় প্রতিদিন এক এক অপ্সরা পর্যায়ক্রমে উপস্থিত থাকে তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য। সেদিন সানুমতী সেখানে তার কর্তব্য সমাপনের পর তার সখী মেনকাকর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে হস্তিনাপুরের রাজোদ্যানে উপস্থিত হয়েছে—শকুন্তলাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করার পর মোহাচ্ছন্ন রাজা দুষ্যন্তের মানসিক প্রতিক্রিয়া জানবার উদ্দেশ্যে। কেননা, দুর্বাসার অভিশাপ সম্পর্কে রাজা এবং শকুন্তলা উভয়েই অজ্ঞ। স্বেচ্ছায় রাজা শকুন্তলাকে

নির্দয়ভাবে বিসর্জন দিয়েছেন এবং সে প্রত্যাখ্যানের গভীর বেদনা হৃদয়ে বহন করে চলেছেন জননী মেনকার সান্নিধ্যে মহর্ষি মারীচের আশ্রমে। শকুন্তলার মন থেকে রাজার প্রতি এ বিরূপ মনোভাব যতক্ষণ পর্যন্ত অপসারিত না হয়, ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে পুনর্মেলনের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই হস্তিনাপুরের রাজোদ্যানে দুষ্যন্তের নিকটসান্নিধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থেকে তাঁর গতিবিধি, আচারআচরণ এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য জননী মেনকার সানুমতীকে প্রেরণ। কেননা, কোন্ বাৎসল্যময়ী জননী আপন কন্যার এরূপ দুর্দশা দেখে উদাসীন থাকতে পারেন?

(ততঃ প্রবিশতি চূতাঙ্কুরমবলোকয়ন্তী চেটী। অপরা চ পৃষ্ঠতস্তস্যাঃ।)

প্রথমা— আতম্বহরিঅপণ্ডুর জীবিদ সত্তং বসন্তমাসস্স।
দিট্‌ঠো সি চূদকোরঅ উদুমঙ্গল তুমং পসাএমি ॥ ২ ॥
(আতাম্রহরিতপাণ্ডুর জীবিত সত্যং বসন্তমাসস্য।
দৃষ্টোঽসি চূতকোরক ঋতুমঙ্গল ত্বাং প্রসাদয়ামি ॥)

সন্ধিবিচ্ছেদ—চূতাঙ্কুরম্ + অবলোকয়ন্তী, পৃষ্ঠতঃ + তস্যাঃ, দৃষ্টঃ + অসি।

অন্বয়—আতাম্রপাণ্ডুর, বসন্তমাসস্য সত্যং জীবিত, ঋতুমঙ্গল চূতকোরক, (ত্বং ময়া) দৃষ্টোঽসি। (অহং) ত্বাং প্রসাদয়ামি।

বাঙলা শব্দার্থ—[ততঃ চূতাঙ্কুরমবলোকয়ন্তী চেটী প্রবিশতি—তারপর আম্র মুকুল দেখতে দেখতে এক চেটীর প্রবেশ। অপরা চ পৃষ্ঠতঃ তস্যাঃ—তার পশ্চাতে অপর এক চেটীরও প্রবেশ।] প্রথমা—(হে) আতাম্রহরিতপাণ্ডুর (আতাম্র, হরিত ও পাণ্ডুর আম্রমুকুল) বসন্তমাসস্য সত্যং জীবিত (বসন্তঋতুর বা মধুমাসের যথার্থ জীবন), ঋতুমঙ্গল চূতকোরক (ঋতুমংগল আম্রকোরক) ত্বং ময়া দৃষ্টোঽসি—(আমি তোমাকে দেখেছি)। অহং ত্বাং প্রসাদয়ামি (আমি তোমাকে অর্চনা করব)।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর আম্রমুকুল দেখতে দেখতে এক চেটীর প্রবেশ, তার পশ্চাতে অপর এক চেটীরও প্রবেশ)।

প্রথমা চেটী—হে, আতাম্র, হরিত ও পাণ্ডুর আম্রমুকুল, বসন্তঋতুর বা মধুমাসের যথার্থ জীবন, ঋতুমঙ্গল আম্রকোরক আমি তোমাকে দেখেছি। আমি তোমাকে অর্চনা করছি ॥

আশা—আতাম্রেতি। তাম্রঃ লোহিতঃ, হরিতঃ হরিদ্বর্ণঃ, পাণ্ডুরঃ শুক্লপীতকঃ ইতি তাম্রহবিতপাণ্ডুবঃ, বর্ণত্রয়যুতঃ ইত্যর্থঃ। আ ঈষৎ তাম্রহরিতপাণ্ডুরঃ (ইতি সহসুপেতি সমাসঃ) তৎ সম্বুদ্ধৌ, বসন্তমাসস্য প্রথমস্য মধুমাসস্য চৈত্রস্য ইত্যর্থঃ, ন তু ফাল্গুনস্য। জীবস্য প্রাণানাম্ সর্বস্ব সারভূতঙ্গ সৎসু অপি অন্যেষু বিবিধেষু পুষ্পেষু তদঙ্কুরেণ এব ঋতোঃ উচ্ছ্বসিতমেব গম্যতে। ঋতৌ বসন্তস্য 'মঙ্গল'ঙ্গ প্রথমং পরিজৃম্ভমাণত্বাৎ সর্বেষু ঋতুষু বসন্তস্য উৎকৃষ্টত্বং ত্বয়ৈব কৃতম্ ইত্যাশয়ঃ। হে চূতকোরক আম্রকলিকে ময়া ত্বং দৃষ্টোঽসি অস্মাদেব হেতোঃ ত্বাং প্রসাদযামি প্রসন্নং করিষ্যামি, কামদেবায় সমর্প্য ইত্যাশযঃ। আর্যা জাতিঃ ॥

দ্বিতীয়া—পরহুদিএ, কিং এআইণী মন্তেসি? (পরভৃতিকে কিম্ একাকিনী মন্ত্রয়সে?)

প্রথমা—মহুঅরিএ, চূদকলিঅং দেক্খিঅ উম্মত্তিআপরহুদিআ হোদি। (মধুকরিকে, চূতকলিকাং দৃষ্ট্বা উন্মত্তা পরভৃতিকা ভবতি।)

দ্বিতীয়া—(সহর্ষং ত্বরয়োপগম্য) কহং উবঠ্ঠিদো মহুমাসো? (কথম্ উপস্থিতঃ মধুমাসঃ?)

প্রথমা—মহুঅরিএ, তব দাণিং কালো এসো মদবিব্ভমগীদাণং। (মধুকরিকে, তব ইদানীং কাল এষঃ মদবিভ্রমগীতানাম্।)

দ্বিতীয়া—সহি, অবলম্ব মং জাব অগ্গপাদঠ্ঠিআ ভবিঅ চূদকলিঅং গেণ্হিঅ কামদেবচ্চণং করেমি। (সখি, অবলম্বস্ব মাং যাবৎ অগ্রপাদস্থিতা ভূত্বা চূতকলিকাং গৃহীত্বা কামদেবার্চনং করোমি।)

প্রথমা—জই মম বি ক্খু অদ্ধং অচ্চণফলস্স। (যদি মম অপি খলু অর্ধম্ অর্চনফলস্য।)

দ্বিতীয়া—অকহিদে বি এদং সংপজ্জই। ভুদো এক্কং এব্ব ণো জীবিদং দুধা ঠ্ঠিদং সরীরং। (সখীমবলম্ব্য স্থিত্বা চূতাঙ্কুরং গৃহ্ণাতি।) অএ অপ্পডিবুদ্ধো বি চূদপ্পসবো এত্থ বন্ধনভঙ্গসুরভী হোদি। (কপোতহস্তকং কৃত্বা)

তুমং সি ময়া চূদঙ্কুর দিণ্ণো কামস্স গহিদধণুঅস্স।
পহিঅজণজুবইলক্খো পঞ্চাব্ভহিও সরো হোহি ॥ ৩ ॥

(চূতাঙ্কুরং ক্ষিপতি)

(অকথিতে অপি এতৎ সম্পাদ্যতে। যতঃ একম্ এব নৌ জীবিতং দ্বিধা স্থিতং শরীরম্। অয়ে অপ্রতিবুদ্ধঃ অপি চূতপ্রসবঃ অত্র বন্ধনভঙ্গসুরভিঃ ভবতি।)

ত্বমসি ময়া চূতাঙ্কুরঃ দত্তঃ কামায় গৃহীতধনুষে।
পথিকজনযুবতিলক্ষ্যঃ পঞ্চাভ্যধিকঃ শরো ভব ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—ত্বরয়া + উপগম্য, সখীম্ + অবলম্ব্য, ত্বম্ + অসি।

অন্বয়—চূতাঙ্কুর, গৃহীতধনুষে কামায ত্বং ময়া দত্তঃ পথিকজনযুবতিলক্ষ্যঃ পঞ্চাভ্যধিকঃ শরো ভব ॥ ৩ ॥

বাঙলা শব্দার্থ—দ্বিতীয়া—পরভৃতিকে, একাকিনী কিং মন্ত্রয়সে (পরভৃতিকা, একা একা কি বলছিস?) প্রথমা—মধুকরিকে, চূতকলিকাং দৃষ্ট্বা (শোন মধুকরিকা, নতুন আম্রমুকুল দেখে) পরভৃতিকা উন্মত্তা ভবতি (পরভৃতিকা উন্মত্ত হয)। দ্বিতীয়া—[সহর্ষং ত্বরয়া উপগম্য—আনন্দে সত্বর নিকটে এসে] কথম্ উপস্থিতঃ মধুমাসঃ (বসন্তকাল এসে গেল নাকি)? প্রথমা—মধুকরিকে, ইদানীং তব কালঃ এষঃ মদবিভ্রমগীতানাম্ (মধুকরিকা, এবার তোমার মত্ত হয়ে গান করবার সময় এসে গেল)। দ্বিতীয়া—সখি, অবলম্বস্ব মাম্ (সখি, আমায একটু ধর) যাবৎ অগ্রপাদস্থিতা ভূত্বা (আমি অঙ্গুলির উপর ভর দিয়ে) চূতকলিকাং গৃহীত্বা (কিছু আম্রমুকুল চয়ন করে) কামদেবার্চনং করোমি (তা দিয়ে কামদেবের পূজা করি)। প্রথমা—যদি মম অপি খলু অর্ধম্ অর্চনফলস্য (যদি সেই পূজার ফলের অর্ধেক আমিও পাই)। দ্বিতীয়া—অকথিতে অপি এতৎ সম্পাদ্যতে (না বললেও তা হবে)। যতঃ (কেননা) একম্ এব নৌ জীবিতম (আমাদের দুজনের একই প্রাণ) দ্বিধা স্থিতং শরীরং (কেবল শরীরের দিক থেকেই দ্বিধা বিভক্ত)। [সখীম্ অবলম্ব্য স্থিতা—সখীকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে, চূতাংকুরং গৃহ্নাতি—আম্রমুকুল চয়ন করছে] অয়ে, অত্র অপ্রতিবুদ্ধঃ অপি চূতপ্রসবঃ (সখি, এখানে আম্রমুকুল অস্ফুট হলেও) বন্ধনভঙ্গসুরভিঃ ভবতি (বন্ধনভঙ্গ জনিত সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে)। [কপোতহস্তকং কৃত্বা—দুহাত জোড় করে] হে চূতাংকুর (ওগো আম্রমুকুল) গৃহীতধনুষে কামায (গৃহীতধনু কামদেবের উদ্দেশ্যে) ত্বং ময়া দত্তঃ অসি (তোমাকে আমি দান করলাম)। পথিকজনযুবতিলক্ষ্যঃ

(পথিকজনের যুবতিবধূদের তুমি এ বসন্তে লক্ষ্য হও), পঞ্চাভ্যধিকঃ শরো ভব (কামদেবের পঞ্চ বাণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ হও)। [চূতাংকুরং ক্ষিপতি—আম্রমুকুল নিক্ষেপ করলেন]

বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয়া—পরভৃতিকা, একা একা কি বলছিস?

প্রথমা—শোন মধুকরিকা, নতুন আম্রমুকুল দেখে পরভৃতিকা উন্মত্ত হয়।

দ্বিতীয়া—(আনন্দে সত্বর নিকটে এসে) বসন্তকাল এসে গেল নাকি?

প্রথমা—মধুকরিকা, এবার তোমার মত্ত হয়ে গান করবার সময় এসে গেল।

দ্বিতীয়া—সখি, আমায় একটু ধর, আমি অঙ্গুলির উপর ভর দিয়ে কিছু আম্রমুকুল চয়ন করে, তা' দিয়ে কামদেবের পূজা করি।

প্রথমা—যদি সেই পূজার ফলের অর্ধেক আমিও পাই।

দ্বিতীয়া—না বললেও তাই হবে। কেননা, আমাদের দুজনের একই প্রাণ, কেবল শরীরের দিক থেকেই দ্বিধা বিভক্ত। [সখীকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে আম্রমুকুল চয়ন করতে লাগলেন] সখি, এখনো আম্রমুকুল ভালভাবে না বিকশিত হলেও বন্ধনভঙ্গ জনিত সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে। [প্রণামের ভঙ্গিতে হাত জোড় করে] ওগো আম্রমুকুল, গৃহীতধনু কামদেবের উদ্দেশ্যে তোমাকে আমি দান করলাম। পথিকজনের যুবতিবধূদের তুমি এ বসন্তে লক্ষ্য হও। কামদেবের পঞ্চবাণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ হও। [আম্রমুকুল নিক্ষেপ করলেন।]

আশা—ত্বমিতি ॥ গৃহীতং ধনুঃ যেন, তস্মৈ কামায মদনদেবায, সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ "ধনুষশ্চ" ইতি ন অনঙ্, অনেন নিয়তমেব সজ্জত্বং ধ্বনিতম্। পথিকজনানাং প্রোষিতানাং পান্থানাং যা যুবতয়ঃ কান্তাঃ তা এব লক্ষ্যং শরব্যং যস্য তাদৃশঃ সন্, পঞ্চানাম্ অরবিন্দাদীনাং শরাণাম্ অভ্যধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ। অত্র নির্ধারণস্য অপ্রাপ্তত্বাৎ ষষ্ঠীসমাসঃ। পঞ্চাভ্যধিকত্বে শরস্যাসম্বন্ধে সম্বন্ধলক্ষণা অতিশয়োক্তিঃ। আর্যা চ বৃত্তম্। কন্দর্পস্য পঞ্চবাণাঃ—"অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা। নীলোৎপলং চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সাযকাঃ ॥" কিঞ্চ বাণানাং নামান্যপি সন্তি—"সম্মোহনঃ মাদনশ্চ শোষণস্তাপনস্তথা। স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চ বাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥"

আলোচনা :

কিছুদিন পূর্বে নগর-রক্ষক মিত্রাবসু যে দু'জন চেটীকে রাজার কাছে প্রেরণ করেছেন, তারা হল 'পরভৃতিকা' এবং 'মধুকরিকা'। দুজনেই প্রিয়সখী এবং দুজনের উপরই প্রমোদবন রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। যেহেতু তারা একেবারেই নবাগত সেহেতু তারা জানেনা যে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার শোকে বিহ্বল হয়ে রাজপ্রাসাদ এবং রাজ্যের

সর্বত্র বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। লক্ষ্য করা যায় যে, তরলিকা, চতুরিকা, মধুকরিকা, পরভৃতিকা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা ইত্যাদি নাম নির্বাচনে বা নামনির্মাণে মহাকবি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। মহাকবির কাছে নাম কেবল পরিচয়জ্ঞাপক নয়, প্রতিটি নামে বিশেষ তাৎপর্য অন্তর্নিহিত রয়েছে। আবাব, এসকল চরিত্র চিত্রণেও মহাকবি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নির্মিত প্রতিটি চরিত্র কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। যেমন, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা একই সখীশ্রেণীভুক্ত হয়েও উভয়ে তাদের চরিত্রবৈশিষ্ট্যে পৃথক্, তেমনি মধুকরিকা এবং পরভৃতিকা একই উদ্যানপালিকা শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত বলে আপন আপন চরিত্রবৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কম নয় ॥ এ সকল নামের শ্রুতিমাধুর্য্যও বিশেষ প্রশংসনীয় ॥

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ কুপিতঃ।)

কঞ্চুকী—মা তাবৎ। অনাত্মজ্ঞে, দেবেন প্রতিষিদ্ধে বসন্তোৎসবে ত্বমাম্রকলিকা-ভঙ্গং কিমারভসে?

উভে—(ভীতে) পসীদদু, অজ্জো, অগ্‌গহীদত্থাও বঅং। (প্রসীদতু আর্যঃ, অগৃহীতার্থে আবাম্।)

কঞ্চুকী—ন কিল শ্রুতং যুবাভ্যাং যদ্বাসন্তিকৈস্তরুভিরপি দেবস্য শাসনম্ প্রমাণীকৃতম্ তদাশ্রয়িভিঃ পত্রিভিশ্চ। তথাহি—

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ
সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতম্
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্ধকৃষ্টং শরম্ ॥ ৪ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—প্রবিশ্য + অপটীক্ষেপেণ, ত্বম্ + আম্রকলিকাভঙ্গম্, কিম্ + আরভসে, যৎ + বাসন্তিকৈঃ + তরুভিঃ + অপি, গতে + অপি, স্মর + অপি, চিরনির্গতা + অপি, চকিতঃ + তূণার্ধকৃষ্টম্, পত্রিভিঃ + চ, যৎ + অপি।

অন্বয়—চূতানাং কলিকা চিরনির্গতাপি স্বং রজঃ ন বধ্নাতি। কুরবকং যদ্যপি সন্নদ্ধং তৎ কোরকাবস্থয়া স্থিতম্। পুংস্কোকিলানাং রুতং শিশিবে গতে অপি কণ্ঠেষু স্খলিতম্। শঙ্কে স্মরোঽপি চকিতঃ তূণার্ধকৃষ্টং শরং সংহরতি ॥ ৪ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[প্রবিশ্য অপটীক্ষেপেণ কুপিতঃ—যবনিকা উত্তোলন না করেই প্রবেশ করে, ক্রুদ্ধ হয়ে] কঞ্চুকী—মা তাবৎ (এমন করিস্ না)। অনাত্মজ্ঞে (আত্মজ্ঞানহীনে) দেবেন প্রতিষিদ্ধে বসন্তোৎসবে (মহারাজ বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ করে দিলেও) ত্বং (তুই) আম্রকলিকাভঙ্গং কিম্ আরভসে (আম্রমুকুল চয়ন করতে আরম্ভ করেছিস)? উভে—(ভীতে—ভয় পেয়ে) প্রসীদতু আর্যঃ (আপনি প্রসন্ন হোন)। অগৃহীতার্থে আবাম্ (আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানিনা)। কঞ্চুকী—ন কিল শ্রুতং যুবাভ্যাং (তোমরা কি শোননি) যৎ বাসন্তিকৈঃ তরুভিঃ অপি (যে বসন্তের বৃক্ষেরা পর্যন্ত) দেবস্য শাসনং প্রমাণীকৃতং (মহারাজের আদেশ পালন করছে) তদাশ্রয়িভিঃ পত্রিভিশ্চ (বৃক্ষাশ্রিত পক্ষিগণও তা মেনে চলছে)? তথাহি (চেয়ে দেখ), চূতানাং কলিকা (আম্রমুকুল) চিরনির্গতাপি (বহুদিন পূর্বে নির্গত হলেও) স্বং রজো ন বধ্নাতি (আজ অবধি তাতে পরাগরেণু দেখা যাচ্ছে না), কুরবকং যদপি সন্নদ্ধং (কুরবকের মুকুল দেখা গেলেও) তৎ কোরকাবস্থয়া স্থিতম্ (তা' কুঁড়িরূপেই রয়ে গেছে)। পুংস্কোকিলানাং রুতং (পুরুষ কোকিলের কুহুরব) শিশিরে গতে অপি (শীতঋতুর অবসান হলেও) কণ্ঠেষু স্খলিতম্ (তাদেব কণ্ঠেই রুদ্ধ হয়ে আছে)। শঙ্কে (মনে হয়) স্মরোঽপি (কামদেবও) চকিতঃ (ভয় পেয়ে) তূণার্ধকৃষ্টং শরং সংহরতি (তূণ থেকে শর আকর্ষণ করেও পুনরায় তা' সংবরণ করছেন)।

বঙ্গানুবাদ—[যবনিকা উত্তোলন না করেই প্রবেশ করে, ক্রুদ্ধ হয়ে]

কঞ্চুকী—এমন করিস না, আত্মজ্ঞানহীনে, মহারাজ বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ করে দিলেও তুই আম্রমুকুল চয়ন করতে আরম্ভ করেছিস?

উভে—(ভয় পেয়ে) আপনি প্রসন্ন হোন্। আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানিনা।

কঞ্চুকী—তোমরা কি শোননি যে বসন্তের বৃক্ষেরা পর্যন্ত মহারাজের আদেশ পালন করছে। বৃক্ষাশ্রিত পক্ষিগণও তা' মেনে চলছে। চেয়ে দেখ, আম্রমুকুল বহুদিন পূর্বে নির্গত হলেও, আজ অবধি তাতে পরাগরেণু দেখা যাচ্ছে না। কুরবকের মুকুল দেখা গেলেও তা' কুঁড়িরূপেই রয়ে গেছে। পুরুষ কোকিলের কুহুরব শীতঋতুর অবসানেও তাদের কণ্ঠেই রুদ্ধ হয়ে আছে। মনে হয়, কামদেবও ভয় পেয়ে তূণ থেকে শর আকর্ষণ করেও পুনরায় তা' সংবরণ করছেন।

মনোরমা—সংনদ্ধম্ = সম্—নহ্ + ক্ত। পুংস্কোকিলানাম্—পুম্ + কোকিলঃ = পুংস্কোকিলঃ, "পুমঃ খয্যম্পরে" এবং "সপুংস্কানাং সো বক্তব্যঃ"—সূত্র অনুসারে পদটি সিদ্ধ, পক্ষে পুঁস্কোকিলঃ। শেষে ষষ্ঠী।

আশা—চূতানাম্ ইতি। চিরং দীর্ঘকালং নির্গতা শিশিরান্তপ্রোদ্ভিন্না অপি চূতকলিকা স্বং রজঃ পরাগং ন বধ্নাতি ন জনয়তি, ন ধত্তে ইত্যর্থঃ, অপ্রস্ফুটিতাবস্থয়া এব তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ। যৎ কুরবকং পুষ্পং সন্নদ্ধং বৃন্তাৎ বহির্নির্গতং তৎ কোবকস্য কুট্মলস্য অবস্থয়া এব স্থিতম্, ন তু বিকসিতম্ ইতি ভাবঃ। শিশিরে শীতে গতে সতি অপি বসন্তারম্ভে অপি পুংস্কোকিলানাং কোকিলানাং তেষাং রুতং ধ্বনিঃ কণ্ঠেষু স্খলিতং ভগ্নং কোকিলধ্বনিঃ অপি অস্ফুটঃ অস্তি। স্মরঃ কন্দর্পঃ অপি চকিতঃ সন্ত্রস্তঃ সন্ তূণাৎ ইষুধেঃ অর্ধং কৃষ্টং নিষ্কাশিতম্ অর্ধোদ্ধৃতং শরঃ সংহরতি পুনরপি ইষুধৌ নিবেশয়তি ইতি শঙ্কে মন্যে। অত্র প্রথমপাদত্রয়ে বিশেষোক্তিরলংকারঃ, ইতি রাঘবভট্টঃ, তল্লক্ষণং তু—"সতি হেতৌ ফলাভাবে বিশেষোক্তির্নিগদ্যতে" ইতি। তথা চতুর্থে পাদে উৎপ্রেক্ষালংকারঃ,—"ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা" ইতি লক্ষণাৎ। শার্দূলবিক্রীড়িতং চ বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু—"সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্" ইতি।

উভে—ণত্থি সংদেহো। মহাপ্পহাও রাএসী। (নাস্তি সন্দেহঃ। মহাপ্রভাবঃ রাজর্ষিঃ।)

প্রথমা—অজ্জ, কতি দিঅহাইং অম্হাণং মিত্তাবসুণা রট্ঠিএণ ভট্টিণীপাঅমূলং পেসিদাণং। ইত্থং অ ণো পমদবণস্স পালণকম্ম সমপ্পিদং। তা আঅন্তুআদাএ অস্সুদপুব্বো অম্হেহিং এসো বুত্তন্তো। (আর্য, কতি দিবসানি আবয়োঃ মিত্রাবসুনো রাষ্ট্রিয়েণ ভট্টিনীপাদমূলং প্রেষিতয়োঃ। ইত্থং চ নৌ প্রমদবনস্য পালনকর্ম সমর্পিতম্। তৎ আগন্তুকতয়া অশ্রুতপূর্ব আবাভ্যাম্ এষ বৃত্তান্তঃ।)

কঞ্চুকী—ভবতু। ন পুনরেবং প্রবর্তিতব্যম্।

উভে—অজ্জ, কোদূহলং ণো। জই ইমিণা জণেণ সোদব্বং কহেদু অজ্জং কিং ণিমিত্তং ভট্টিণা বসন্তুস্সবো পডিসিদ্ধো। (আর্য, কৌতূহলং নৌ। যদি অনেন জনেন শ্রোতব্যম্ কথয়তু আর্যঃ কিং নিমিত্তং ভর্ত্রা বসন্তোৎসবঃ প্রতিষিদ্ধঃ।)

সানুমতী—উস্সবপ্পিআ কখু মণুস্সা। গুরুণা কারণেন হোদব্বং। (উৎসবপ্রিয়াঃ খলু মনুষ্যাঃ। গুরুণা কারণেন ভবিতব্যম্।)

কঞ্চুকী—বহুলীভূতমেতৎ কিং ন কথ্যতে। কিমত্রভবত্যোঃ কর্ণপথং নায়াতং শকুন্তলাপ্রত্যাদেশকৌলীনম্?

উভে—সুদং রট্‌ঠিঅমুহাদো জাব অঙ্গুলীঅঅদংসং। (শ্রুতং রাষ্ট্রিয়মুখাৎ যাবৎ অঙ্গুলীয়কদর্শনম্।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—পুনঃ + এবম্, কিম্ + অত্রভবত্যোঃ, ন + আয়াতম্, বহুলীভূতম্ + এতৎ।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—উভে—নাস্তি সন্দেহঃ (এতে কোন সন্দেহ নেই)। মহাপ্রভাবঃ রাজর্ষিঃ (রাজর্ষি দুষ্যন্তের অসাধারণ প্রভাব)। প্রথমা—আর্য (মহোদয়) কতি দিবসানি (কয়েকদিনের জন্য) মিত্রাবসুনা রাষ্ট্রিয়েণ (রাজশ্যালক মিত্রাবসু) আবয়োঃ (আমাদের দুজনকে) ভট্টিনীপাদমূলং প্রেষিতয়োঃ (মহারাণীর কাছে প্রেরণ করেছেন)। ইত্থং চ নৌ (এখানে আমাদের উপর) প্রমদবনস্য (প্রমোদবনের) পালনকর্ম সমর্পিতম্ (রক্ষার ভার অর্পিত হয়েছে)। তৎ (এজন্য) আগন্তুকতয়া (নুতন এসেছি বলেই) এষ বৃত্তান্তঃ (এ বৃত্তান্ত) আবাভ্যাম্ অশ্রুতপূর্বঃ (আমরা শুনিনি)। কঞ্চুকী—ভবতু (আচ্ছা)। ন পুনরেবং প্রবর্তিতব্যম্ (এরকম কাজ আর করবে না)। উভে (দুজনে)—আর্য, কৌতূহলং নৌ (মহাশয়, আমাদের জান্‌তে অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে)। যদি অনেন জনেন শ্রোতব্যম্ (যদি আমাদের শোনায় কোন আপত্তি না থাকে) কথয়তু (তবে বলুন) কিং নিমিত্তং (কি কারণে) ভর্ত্রা বসন্তোৎসবঃ প্রতিষিদ্ধঃ (মহারাজ বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ করেছেন)। সানুমতী—উৎসবপ্রিয়াঃ খলু মনুষ্যাঃ (মানুষ উৎসব ভালবাসে)। গুরুণা কারণেন ভবিতব্যম্ (নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ আছে)। কঞ্চুকী—বহুলীভূতম্ এতৎ (একথা সবারই বিদিত), কিং ন কথ্যতে (সুতরাং বলতে আপত্তি কোথায়)? অত্রভবত্যোঃ (তোমাদের) কর্ণপথং (কর্ণে) শকুন্তলাপ্রত্যাদেশকৌলীনং (শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানজনিত লোকনিন্দা) ন আয়াতং কিম্ (পৌঁছেনি কি)? উভে—রাষ্ট্রিয়মুখাৎ (রাজশ্যালকের মুখ থেকে) অঙ্গুলীয়কদর্শনং যাবৎ শ্রুতম্ (অঙ্গুরীয়ক পুনঃ- প্রাপ্তি পর্যন্ত বৃত্তান্ত শুনেছি)।

বঙ্গানুবাদ—উভে (দুজনে) এতে কোন সন্দেহ নেই। রাজর্ষি দুষ্যন্তের অসাধারণ প্রভাব।

প্রথমা—মহোদয়, কয়েকদিনের জন্য রাজশ্যালক মিত্রাবসু আমাদের দুজনকে মহারাণীর কাছে প্রেরণ করেছেন। এখানে আমাদের উপর প্রমোদবনের রক্ষার ভার অর্পিত হয়েছে। এজন্য নতুন এসেছি বলেই এ বৃত্তান্ত আমরা শুনিনি।

কঞ্চুকী—আচ্ছা, এরকম কাজ আর করবে না।

উভে (দুজনে)—মহাশয়, আমাদের জানতে অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে। যদি আমাদের শোনায় কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে বলুন—কি কারণে মহারাজ বসন্তোৎসব বন্ধ করে দিয়েছেন?

সানুমতী—মানুষ উৎসব ভালবাসে। নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণ আছে।

কঞ্চুকী—একথা সবারই বিদিত। সুতরাং বলতে আপত্তি কোথায়? তোমাদের কর্ণে শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যানজনিত লোকনিন্দা পৌঁছেনি কি?

উভে (দুজনেই)—রাজশ্যালকের মুখ থেকে অঙ্গুরীয়ক পুনঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত বৃত্তান্ত শুনেছি ॥

মনোরমা—বহুলীভূতম্ = বহুল + অভূততদ্ভাবে চ্বি + ভূ + ক্ত কর্তরি। শকুন্তলা-প্রত্যাদেশকৌলীনম্ = শকুন্তলায়াঃ প্রত্যাদেশঃ, ষষ্ঠীতৎ, তস্মাৎ কৌলীনম্, পঞ্চমীতৎ। কুলে ভবঃ ইতি কুল + খ = কুলীনঃ, তস্য ভাবঃ ইতি কুলীন + অণ্ = কৌলীনম্, "স্যাৎ কৌলীনং লোকবাদে"—ইত্যমরঃ ॥

আলোচনা :

"ভর্ত্রা বসন্তোৎসবঃ প্রতিষিদ্ধঃ"

রাজা দুষ্যন্ত শক্রাবতারবাসী ধীবরের কাছ থেকে কণ্বাশ্রমে শকুন্তলাকে প্রদত্ত স্বনামাংকিত অঙ্গুরীয়কটি ফিরে পেয়ে আদ্যন্ত শকুন্তলাবৃত্তান্ত স্মরণ করতে সক্ষম হলেন। "যদৈব অঙ্গুলীয়কদর্শনাদ্ অনুস্মৃতং দেবেন সত্যম্ ঊঢ়পূর্বা মে তত্রভবতী রহসি শকুন্তলা, মোহাৎ প্রত্যাদিষ্টা ইতি, তদা প্রভৃতি এব পশ্চাৎতাপম্ উপগতো দেবঃ"—অর্থাৎ যখনই মহারাজ অঙ্গুরীয়ক দর্শন মাত্র স্মরণ করতে পারলেন যে, "সত্যই আমি গোপনে শকুন্তলাকে বিবাহ করেছি এবং ভ্রান্তিবশতঃ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি" তখন থেকেই মহারাজ অনুতাপ ও অনুশোচনায় জর্জরিত হচ্ছেন, এবং শকুন্তলার শোকে বিহ্বল হয়ে তিনি রাজ্যে ও রাজপ্রাসাদে বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ করেছেন। বসন্তঋতুতে অনুষ্ঠিত হয় বলে একে বসন্তোৎসব বলা হয়। প্রাচীনকালে বসন্তঋতুর পুনরাবর্তন এবং প্রেমের দেবতা কামদেবকে কেন্দ্র করে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। বর্তমানে কামদেবের স্থান অধিকার করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীহর্ষরচিত রত্নাবলী নাটিকার প্রথম অংকে এ উৎসবের কৌতুকোদ্দীপক বিবরণ পাওয়া যায়।

যেমন, "পৌরজনেরা কেমন মধুপানে মত্ত হয়ে, কামিনীজনের স্বেচ্ছাকৃত কণ্ঠলগ্ন হয়ে, পিচ্‌কারি দিয়ে পরস্পরের গায়ে জল-প্রহার করছে, আর নৃত্য করতে করতে

চারদিকে ঘোরতর গর্জন করছে। মাদলের উদ্দাম বাদ্যনিনাদে রথ্যামুখ মুখরিত, বিকীর্ণ আবীরচূর্ণে দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন,—এই সমস্ত মিলে মদনোৎসবের কেমন অপূর্ব শোভা হয়েছে।"

"বিকীর্ণ আবীরচূর্ণে আহা যেন অরুণ-উদয়,
কুঙ্কুমের চূর্ণে দেখ পীতবর্ণ চারিদিকময়।
স্বর্ণআভরণ-আভা কিঙ্কিরাত পুষ্প ফুটে কত,
গুচ্ছগুচ্ছ পুষ্পভারে তরুশির কিবা অবনত।"

"বিকীর্ণআবীরজালে চারিদিক ঘন অন্ধকার,
মণিময় ভূষণের মণি হতে রশ্মির বিস্তার।
এই ধারাযন্ত্রগুলি বিস্তারিত ফণার আকৃতি,
পাতালভুজঙ্গলোক মনে করি দেয় যেন স্মৃতি।" ইত্যাদি।

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ)

কেউ কেউ এ উৎসবকে হোলি-উৎসবের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেন, আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এইটি বঙ্গদেশে প্রচলিত "দোলযাত্রা" উৎসবের সঙ্গে তুলনীয়। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এ উৎসব কেবল বসন্তঋতুতে অনুষ্ঠিত হত তা' নয়, আম্রমুকুল, কোকিলের কুহুরব, এবং ভ্রমরের মধুরগুঞ্জন—এ উৎসবের প্রধান উপকরণ।

কঞ্চুকী—(আত্মগতম্) তেন হ্যল্পং কথয়িতব্যম্। (প্রকাশম্) যদৈব খলু স্বাঙ্গুলীয়কদর্শনাদনুস্মৃতং দেবেন সত্যমূঢ়পূর্বা মে তত্রভবতী রহসি শকুন্তলা মোহাৎ প্রত্যাদিষ্টেতি, তদাপ্রভৃত্যেব পশ্চাত্তাপমুপগতঃ দেবঃ। তথাহি—

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভি র্ন প্রত্যহং সেব্যতে
শয্যাপ্রান্তবিবর্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি ব্রীড়াবিলক্ষশ্চিরম্ ॥ ৫ ॥

সানুমতী—পিঅং মে। (প্রিয়ং মে।)

কঞ্চুকী—অস্মাৎ প্রভবতো বৈমনস্যাদুৎসবঃ প্রত্যাখ্যাতঃ।

উভে—জুজ্জই। (যুজ্যতে।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—হি + অল্পম্, যদা + এব, স্বাঙ্গুলীয়কদর্শনাৎ + অনুস্মৃতম্, সত্যম্ + ঊঢ়পূর্বা, প্রত্যাদিষ্ট + ইতি, তদাপ্রভৃতি + এব, পশ্চাত্তাপম্ + উপগতঃ, বিবর্তনৈঃ + গময়তি + উন্নিদ্রঃ, বাচম্ + উচিতম্ + অন্তঃপুরেভ্যঃ, বৈমনস্যাৎ + উৎসবঃ। ব্রীড়া-বিলক্ষঃ + চিরম্, স্খলিতঃ + তদা।

অন্বয়—রম্যং দ্বেষ্টি। যথা পুরা প্রকৃতিভিঃ প্রত্যহং ন সেব্যতে। উন্নিদ্র এব শয্যাপ্রান্ত-বিবর্তনৈঃ ক্ষপা বিগময়তি। যদা দাক্ষিণ্যেন অন্তঃপুরেভ্যঃ উচিতাং বাচং দদাতি, তদা গোত্রেষু স্খলিতঃ (সন্) চিরং ব্রীড়াবিলক্ষঃ ভবতি চ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—কঞ্চুকী—(আত্মগতম্—মনে মনে) তেন হি অল্পং কথয়িতব্যম্ (তাহলে অল্পই বলতে হবে)। (প্রকাশম্—প্রকাশ্যে) স্বাঙ্গুলীয়কদর্শনাৎ (নিজের অঙ্গুরীয়ক দেখে) যদৈব খলু দেবেন অনুস্মৃতম্ (যখনই মহারাজের স্মরণপথে উদিত হল) তত্রভবতী শকুন্তলা (যে সে শকুন্তলাকে) রহসি (গোপনে) মে সত্যম্ ঊঢ়পূর্বা (আমি [দুষ্যন্ত] সত্যই পূর্বে বিবাহ করেছিলাম) মোহাৎ প্রত্যাদিষ্টা ইতি (এবং তাকে মোহবশতঃ প্রত্যাখ্যান করেছি) তদা প্রভৃত্যেব (সেদিন থেকেই) পশ্চাত্তাপম্ উপগতঃ দেবঃ (মহারাজ অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন)। তথাহি—(যেমন) রম্যং দেষ্টি (মনোরম বস্তুর প্রতি তিনি দ্বেষ প্রকাশ করছেন)। যথা পুরা (পূর্বের ন্যায়) প্রকৃতিভিঃ প্রত্যহং ন সেব্যতে (প্রজাদের দ্বারা প্রত্যহ সেবিত হচ্ছেন না), উন্নিদ্র এব (নিদ্রাশূন্য হয়ে) শয্যাপ্রান্তবিবর্তনৈঃ (শয্যায় কেবল পার্শ্বপরিবর্তন করে) ক্ষপা বিগময়তি (রাত অতিবাহিত করেন)। যদা (যখন) দাক্ষিণ্যেন (সৌজন্যবশতঃ) অন্তঃপুরেভ্যঃ উচিতাং বাচং দদাতি (অন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন) তদা (তখন) গোত্রেষু স্খলিতঃ সন্ (কাউকে ভুল নামে ডেকে) চিরং (বহুক্ষণের জন্য) ব্রীড়াবিলক্ষঃ ভবতি চ (লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়েন)। সানুমতী—প্রিয়ং মে (আমার কাছে এইটি অত্যন্ত প্রিয়)। কঞ্চুকী—অস্মাৎ (এই) প্রভবতঃ বৈমনস্যাৎ (প্রবল মানসিক উদ্বেগহেতু তিনি উৎসব নিষিদ্ধ করেছেন।) উভে (দুজনেই)—যুজ্যতে (ঠিকই করেছেন।)

বঙ্গানুবাদ—কঞ্চুকী—(মনে মনে) তাহলে অল্পই বলতে হবে। (প্রকাশ্যে) নিজের অঙ্গুরীয়ক দেখে যখনই মহারাজের স্মরণপথে উদিত হল যে সে শকুন্তলাকে গোপনে

আমি পূর্বে বিবাহ করেছিলাম, এবং তাকে মোহবশতঃ প্রত্যাখ্যান করেছি, সেদিন থেকেই মহারাজ অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন। যেমন, মনোরম বস্তুর প্রতি তিনি দ্বেষ প্রকাশ করছেন, পূর্বের ন্যায় প্রত্যহ প্রজাদের দ্বাবা সেবিত হচ্ছেন না, নিদ্রাশূন্য হয়ে, কেবল শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্তন করে রাত্রিযাপন করছেন, যখন সৌজন্যবশতঃ অন্তঃপুরের নাবীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, তখন কাউকে ভুল নামে ডেকে বহুক্ষণের জন্য লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়েন।

সানুমতী—আমার কাছে এইটি অত্যন্ত প্রিয়।

কঞ্চুকী—এই প্রবল মানসিক উদ্বেগহেতু তিনি উৎসব নিষিদ্ধ কবেছেন।

উভয়চেটী—ঠিকই করেছেন তিনি ॥

মনোরমা—ঊঢ়পূর্বা = পূর্বম্ ঊঢ়া, সহসুপা। প্রত্যহম্ = অহনি অহনি, অব্যয়ীভাবঃ। উন্নিদ্রঃ = উদ্‌গতা নিদ্রা যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। দাক্ষিণ্যেন = দক্ষিণ + ষ্যঞ্ = দাক্ষিণ্যম্ ভাবার্থে। তেন—হেতৌ তৃতীয়া। ব্রীড়াবিলক্ষঃ = বিগতং লক্ষং যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। ব্রীড়য়া বিলক্ষঃ, তৃতীয়া তৎ। বৈমনস্যাৎ = বিক্ষিপ্তং মনঃ যস্য সঃ, বিমনাঃ, বহুব্রীহিঃ, তস্য ভাবঃ ইতি বৈমনস্যম্, তস্মাৎ হেতৌ পঞ্চমী ॥

আশা—রম্যম্ ইতি। রম্যং রমণীয়ং মনোজ্ঞম্ বস্তু দ্বেষ্টি ন অভিনন্দতি, স্রক্‌চন্দনবনিতাদি-বস্তু তস্মৈ ন রোচতে ইত্যর্থঃ, রমণীয়েষু অপি পদার্থেষু অস্য বিরাগঃ সংবৃত্তঃ। পুরা যথা পূর্ববৎ প্রকৃতিভিঃ অমাত্যাদিভিঃ প্রত্যহং ন সেব্যতে, অমাত্যাদিভিঃ সহ মিলিতঃ প্রত্যহং প্রকৃতিকার্যং ন অবলোকয়তি ইত্যর্থঃ। উন্নিদ্রঃ এব নিদ্রারিক্তঃ সন্ এব শয্যায়াং প্রান্তবিবর্তনৈঃ কেবলং পার্শ্বপরিবর্তনেন ক্ষপাঃ রজনীঃ বিগময়তি যাপয়তি। যদা দাক্ষিণ্যেন সৌজন্যবশাৎ অন্তঃপুরেভ্যঃ লক্ষণয়া দেবীভ্যঃ উচিতাং যোগ্যাং বাচং দদাতি, তাভিঃ সহ আলাপং করোতি ইত্যর্থঃ, তদা গোত্রেষু নামসু স্খলিতঃ কৃতান্যনামগ্রহঃ সন্ চিরং দীর্ঘকালং ব্রীড়য়া লজ্জয়া বিলক্ষঃ বিধুরঃ দৈন্যমাপন্নঃ চ ভবতি ॥

আলোচনা :

"গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়াবিলক্ষশ্চিরম্"—অন্তঃপুরের রমণীদের কাউকে ভুল নামে ডেকে রাজা দুষ্যন্ত দীর্ঘক্ষণ লজ্জায় অভিভূত হয়ে থাকেন। মহাকবি কালিদাসরচিত "বিক্রমোর্বশীয়ম্" নামক ত্রোটকেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সেখানে স্বর্গে "লক্ষ্মীস্বয়ম্বর" নাটকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয়কালে উর্বশী "পুরুষোত্তম" উচ্চারণ না করে, তার পরিবর্তে "পুরূরবা" উচ্চারণ করার পরিণামস্বরূপে অভিশপ্তা

হয়েছিলেন। "পুরুষোত্তমেতি ভণিতব্যে পুরূরবা ইতি নির্গতা বাণী।"—(বিক্রমোর্বশীয়ম্/ তৃতীয় অংক) ॥

(নেপথ্যে)

এদু এদু ভবং (এতু এতু ভবান্)

কঞ্চুকী—(কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে, ইত এবাভিবর্ত্ততে দেবঃ। স্বকর্মানুষ্ঠীয়তাম্।

উভে—তহ। (নিষ্ক্রান্তে) (তথা)।

(ততঃ প্রবিশতি পশ্চাত্তাপসদৃশবেষো রাজা বিদূষকঃ প্রতিহারী চ)

কঞ্চুকী—(রাজানমবলোক্য) অহো সর্বাস্ববস্থাসু রমণীয়ত্বমাকৃতি-বিশেষাণাম্। এবমুৎসুকোঽপি প্রিয়দর্শনো দেবঃ। তথাহি,—

প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধির্বামপ্রকোষ্ঠার্পিতং
বিভ্রৎ কাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরক্তাধরঃ।
চিন্তাজাগরণপ্রতাম্রনয়নস্তেজোগুণাদাত্মনঃ
সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোঽপি নালক্ষ্যতে ॥ ৬ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—রাজানম্ + অবলোক্য, সর্বাসু + অবস্থাসু, রমণীয়ত্বম্ + আকৃতি-বিশেষাণাম্, কাঞ্চনম্ + একম্ + ইব, মহামণিঃ + ইব, ক্ষীণঃ + অপি, ন + আলক্ষ্যতে।

অন্বয়—প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধিঃ বামপ্রকোষ্ঠার্পিতম্ একম্ এব কাঞ্চনং বলয়ং বিভ্রৎ শ্বাসোপরক্তাধরঃ চিন্তাজাগরণপ্রতাম্রনয়নঃ, ক্ষীণঃ অপি সংস্কারো-ল্লিখিতঃ মহামণিঃ ইব আত্মনঃ তেজোগুণাৎ ন আলক্ষ্যতে ॥

বাঙলা শব্দার্থ—(নেপথ্যে) এতু এতু ভবান্ (এদিকে আসুন এদিকে)। কঞ্চুকী—(কর্ণং দত্ত্বা—কান পেতে শুনে) অয়ে (শোন) ইতঃ এব অভিবর্ত্ততে দেবঃ (মহারাজ এদিকেই আসছেন)। স্বকর্মানুষ্ঠীয়তাম্ (যার যার কার্য সম্পাদন কর।) উভে (দুজনে)—তথা (আপনি যা বলেন)। (নিষ্ক্রান্তে—উভয়ে নির্গত হলেন)। [ততঃ প্রবিশতি পশ্চাত্তাপসদৃশবেষঃ রাজা বিদূষকঃ প্রতিহারী চ—তারপর অনুতাপে দগ্ধ ব্যক্তির অনুরূপ বেশ ধারণ করে রাজা প্রবেশ করলেন। বিদূষক এবং প্রতিহারীও সে সঙ্গে প্রবেশ করলেন।] কঞ্চুকী—(রাজানম্ অবলোক্য—রাজাকে দেখে) অহো (আহা) সর্বাসু

অবস্থাসু (সকল অবস্থাতেই) রমণীয়ত্বম্ আকৃতিবিশেষাণাম্ (বিশেষ আকৃতির রমনীয়তা অবিকৃত থাকে।) এবম্ উৎসুকোঽপি দেবঃ প্রিয়দর্শনঃ (এরূপ উদ্বিগ্ন হলেও মহারাজকে প্রিয়দর্শন দেখাচ্ছে)। তথাহি (কেননা) প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধিঃ (বিশেষ প্রকার অলংকরণ তিনি পরিত্যাগ করেছেন) বামপ্রকোষ্ঠার্পিতম্ একম্ এব কাঞ্চনং বলয়ং বিভ্রৎ (বামহস্তের মণিবন্ধে তিনি একটি মাত্র স্বর্ণবলয় পরিধান করে আছেন), শ্বাসোপরক্তাধরঃ (অনবরত উষ্ণনিঃশ্বাস ত্যাগ করায় তাঁর অধর রক্তিম) চিন্তাজাগরণ-প্রতান্তনয়নঃ (চিন্তাহেতু অনিদ্রায় তাঁর নয়নযুগল ম্লান ও কালিমায় লিপ্ত) ক্ষীণঃ অপি (কৃশ হলেও) সংস্কারোল্লিখিতঃ মহামণিঃ ইব (শাণযন্ত্রে সংস্কৃত উৎকৃষ্ট মণির মত) আত্মনঃ তেজোগুণাৎ ন আলক্ষ্যতে (নিজের তেজের গুণে তা' লক্ষ্য করা যাচ্ছে না) ॥

বঙ্গানুবাদ—(নেপথ্যে) এদিকে আসুন, এদিকে।

কঞ্চুকী—(কান পেতে শুনে) শোন, মহারাজ এদিকেই আসছেন। যার যার কার্য সম্পাদন কর।

দুজনে—আপনি যা' বলেন। (উভয়ে নির্গত হলেন)।

(তারপর অনুতাপে দগ্ধ ব্যক্তির অনুরূপ বেশ ধারণ করে রাজা প্রবেশ করলেন। বিদূষক এবং প্রতিহারীও সে সঙ্গে প্রবেশ করলেন।)

কঞ্চুকী—(রাজাকে দেখে) আহা। সকল অবস্থাতেই বিশেষ আকৃতির রমণীয়তা অবিকৃত থাকে। এরূপ উদ্বিগ্ন হলেও মহারাজকে প্রিয়দর্শন দেখাচ্ছে। কেননা, বিশেষ প্রকার অলংকরণ তিনি পরিত্যাগ করেছেন, বামহস্তের মণিবন্ধে একটি মাত্র স্বর্ণবলয় পরিধান করে আছেন, অনবরত উষ্ণনিঃশ্বাস ত্যাগ করায় তাঁর অধর রক্তিম, চিন্তাহেতু অনিদ্রায় তাঁর নয়নযুগল ম্লান ও কালিমায় লিপ্ত। কৃশ হলেও শাণযন্ত্রে সংস্কৃত উৎকৃষ্ট মণির মত নিজের তেজের গুণে তা' লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

মনোরমা—প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধিঃ = মণ্ডনস্য বিধিঃ, ষষ্ঠীতৎ, মণ্ডন-বিধিঃ, বিশেষঃ মণ্ডনবিধিঃ, কর্মধা, প্রত্যাদিষ্টঃ বিশেষমণ্ডনবিধিঃ যেন সঃ, বহুব্রীহিঃ। শ্বাসোপরক্তা-ধরঃ = উপরক্তঃ অধরঃ, কর্মধা, শ্বাসেন উপরক্তাধরঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। চিন্তাজাগরণ-প্রতান্তনয়নঃ = চিন্তয়া জাগরণম্, তৃতীয়াতৎ, তেন প্রতান্তম্, তৃতীয়াতৎ, তাদৃশে নয়নে যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। বিভ্রৎ = ভৃ + শতৃ প্রথমার একবচন।

আশা—প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধিরিতি। বিশেষেণ মণ্ডনম্ অলংকরণম্, ইতি বিশেষমণ্ডনম্, তস্য বিধিঃ অনুষ্ঠানম্ ইতি বিশেষমণ্ডনবিধিঃ প্রত্যাদিষ্টঃ প্রত্যাখ্যাতঃ

বিশেষমণ্ডনবিধির্যেন সঃ তথোক্তঃ, বামে প্রকোষ্ঠে মণিবন্ধে অর্পিতম্—ন্যস্তম্ একং কাঞ্চনং হৈমং বলয়ং বিভ্রৎ ধারয়ন্, শ্বাসেন অন্তস্তাপাৎ উষ্ণেন নিঃশ্বাসেন মুখমারুতেন বা উপরক্তঃ ম্লানিমাপাদিতঃ অধরঃ যস্য সঃ, চিন্তয়া শকুন্তলাগতয়া জাগরণং নিদ্রাভাবঃ তেন প্রতান্তে অতিম্লানে নয়নে যস্য সঃ, তথাবিধঃ সন্ আত্মনঃ স্বস্য তেজোগুণাৎ প্রভাবাতিশয়াৎ সংস্কারেণ শাণাদিনা উল্লিখিতঃ তনুকৃতঃ মহামণিঃ ইব, ক্ষীণঃ কৃশঃ অপি ন আলক্ষ্যতে কৃশত্বেন ন পরিজ্ঞায়তে। অত্র উপমা নাম অলংকারঃ, শার্দূলবিক্রীড়িতং চ বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

(ক) রাজাকে লক্ষ্য করে কঞ্চুকী বললেন,—**"সর্বাসু অবস্থাসু রামণীয়ত্বম্ আকৃতি-বিশেষাণাম্"** অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই বিশেষ আকৃতির রমনীয়তা অবিকৃত থাকে। বিশেষ আকৃতির সৌন্দর্য কোন অবস্থাতেই হ্রাস পায় না। এই ভাবটি মহাকবি ভাষান্তরে এ নাটকেরই প্রথম অংকে—"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্" অংশে যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি আবার মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকেও বলেছেন,—"অহোঙ্গ সর্বাসু অবস্থাসু অনবদ্যতা রূপস্য" ইত্যাদি।

(খ) 'মদন' হলেন প্রেমের দেবতা। তিনি কামদেব, অনঙ্গ কন্দর্প, মনসিজ ইত্যাদি নামেও পরিচিত। সেজন্য প্রেমের অবস্থাকে অনঙ্গদশা, মদনাবস্থা, ইত্যাদি শব্দে প্রকাশ করা হয়। কামশাস্ত্রে প্রেমিকের দশ-অবস্থার উল্লেখ করে বলা হয়েছে,—

"দৃঙ্মনঃ-সঙ্গ-সংকল্পাঃ জাগরঃ কৃশতারতিঃ।

হ্রীত্যাগোন্মাদমূর্চ্ছান্তা ইত্যনঙ্গদশা দশ ॥" যেমন দৃক্ অর্থাৎ দর্শনপ্রীতি, তারপর মনঃ বা চিন্তাসঙ্গ, অঙ্গস্পর্শ, সংকল্প, জাগরণ, অঙ্গকৃশতা, অরতি বা বিষয় নিবৃত্তি, হ্রীত্যাগ, উন্মত্ততা ও মূর্চ্ছা—এ দশটি অনঙ্গদশা। শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থেও প্রেমিকের দশ-অবস্থা নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—

"নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিন্তাসঙ্গস্ততোঽথ সংকল্পঃ।

নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ স্যুরিত্যাচক্ষতে ॥"

এ স্মরদশা পূর্বোক্ত উন্মাদো মূর্চ্ছা ইত্যেতা স্মরদশা দশৈব অনঙ্গদশার অনুরূপ। "প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধিঃ" শ্লোকটিতে চিন্তা, জাগরণ, তনুতা ইত্যাদি কয়েকটি ভাব প্রকাশ পেয়েছে ॥

সানুমতী—(রাজানং দৃষ্ট্বা) ঠাণে ক্‌খু পচ্চাদেসবিমাণিদা বি ইমস্‌স কিদে সউন্দলা কিলম্মদি ত্তি। (স্থানে খলু প্রত্যাদেশবিমানিতা অপি অস্য কৃতে শকুন্তলা ক্লাম্যতি ইতি।)

রাজা—(ধ্যানমন্দং পরিক্রম্য)

প্রথমং সারঙ্গাক্ষ্যা প্রিয়য়া প্রতিবোধ্যমানমপি সুপ্তম্।
অনুশয়দুঃখায়েদং হতহৃদয়ং সম্প্রতি বিবুদ্ধম্ ॥ ৭ ॥

সানুমতী—ণং ঈদিসাণি তবস্সিণীএ ভাঅহেআণি। (ননু ঈদৃশানি তপস্বিন্যা ভাগধেয়ানি।)

বিদূষকঃ—(অপবার্য) লঙ্ঘিদো এসো ভূও বি সউন্দলাবাহিণা। ণ আণে কহং চিকিচ্ছিদব্বো ভবিস্‌সদি ত্তি। (লঙ্ঘিত এষঃ ভূয়ঃ অপি শকুন্তলাব্যাধিনা। ন জানে কথং চিকিৎসিতব্যো ভবিষ্যতি ইতি।)

কঞ্চুকী—(উপগম্য) জয়তু জয়তু দেবঃ। মহারাজ, প্রত্যবেক্ষিতাঃ প্রমদবনভূময়ঃ যথাকামমধ্যাস্তাং বিনোদস্থানানি মহারাজঃ।

রাজা—বেত্রবতি, মদ্বচনাদমাত্যমার্যপিশুনং ব্রূহি—চিরপ্রবোধনান্ন সংভাবিতমস্মাভিরদ্য ধর্মাসনমধ্যাসিতুম্। যৎ প্রত্যবেক্ষিতং পৌরকার্যমার্যেণ তৎ পত্রমারোপ্য দীয়তামিতি।

সন্ধিবিচ্ছেদ—প্রতিবোধ্যমানম্ + অপি, অনুশয়দুঃখায় + ইদম্, যথাকামম্ + অধ্যাস্তাম্, মদ্বচনাৎ + অমাত্যম্ + আর্যপিশুনম্, সম্ভাবিতম্ + অস্মাভিঃ + অদ্য।

অন্বয়—সারঙ্গাক্ষ্যা প্রিয়য়া প্রথমং প্রতিবোধ্যমানম্ অপি সুপ্তমিদং হতহৃদয়ম্ অনুশয়-দুঃখায় সম্প্রতি বিবুদ্ধম্ ॥ ৭ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—সানুমতী—(রাজানং দৃষ্ট্বা—রাজাকে দেখে) প্রত্যাদেশবিমানিতা অপি (প্রত্যাখ্যান করে অপমান করলেও) অস্য কৃতে (এর জন্য) শকুন্তলা ক্লাম্যতি (শকুন্তলা যে ব্যথা অনুভব করে) স্থানে খলু (তা' যোগ্যই বটে)। রাজা—[ধ্যানমন্দং পরিক্রম্য—চিন্তামগ্ন অবস্থায় ধীরে ধীরে চলতে চলতে] সারঙ্গাক্ষ্যা প্রিয়য়া (হরিণলোচনা সে প্রিয়া শকুন্তলা) প্রতিবোধ্যমানমপি সুপ্তম্ (আমাকে বারংবার মনে করিয়ে দিতে চাইলেও আমার হৃদয় তখন সুপ্ত ছিল।) ইদং হতহৃদয়ং (সেই দুর্ভাগা হৃদয়) অনুশয়-

দুঃখায় সম্প্রতি বিবুদ্ধম্ (এখন অনুতাপ-জ্বালা সইবার জন্য জেগে উঠেছে)। সানুমতী—ননু ঈদৃশানি তপস্বিন্যা ভাগধেয়ানি (তপস্বিনী বেচারীর ভাগ্যই এইরকম।) বিদূষকঃ—[অপবার্য—যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায় এমন ভাবে] এষঃ (এঁকে) ভূয়ঃ অপি (আবারও) শকুন্তলাব্যাধিনা লঙিঘতঃ (শকুন্তলারোগে পেল)। ন জানে (জানি না) কথং (কিভাবে) চিকিৎসিতব্যঃ ভবিষ্যতি ইতি (এঁর চিকিৎসা হবে।) কঞ্চুকী—[উপগম্য—নিকটে গমন করে] জয়তু জয়তু দেবঃ (মহারাজের জয় হোক, মহারাজের জয় হোক্)। মহারাজ, প্রত্যবেক্ষিতা প্রমদবনভূময়ঃ (মহারাজ প্রমোদবন ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে)। যথাকামং মহারাজঃ (মহারাজ স্বেচ্ছানুসারে) বিনোদস্থানানি অধ্যাস্তাম্ (চিত্তবিনোদনের স্থানসমূহে উপবেশন করুন)। রাজা—বেত্রবতি (শোন বেত্রবতী) মদ্বচনাৎ অমাত্যম্ আর্যপিশুনম্ (আমার কথামত মাননীয় অমাত্য পিশুনকে বল), চিরপ্রবোধনাৎ (নিদ্রা থেকে বিলম্বে জাগ্রত হওয়ায়) অদ্য অস্মাভিঃ (আজ আমি) ধর্মাসনম্ অধ্যাসিতুম্ ন সম্ভাবিতম্ (সিংহাসনে বসে রাজকার্য দেখতে পারিনি)। যৎ পৌরকার্যম্ আর্যেণ প্রত্যবেক্ষিতম্ (পুরবাসীদের যেসব বিষয় আজ তিনি দেখলেন) তৎপত্রম্ আরোপ্য দীয়তাম্ ইতি (সেগুলি যেন পত্রে লিখে আমাকে জানান)।

বঙ্গানুবাদ—সানুমতী—(রাজাকে দেখে) প্রত্যাখ্যান করে অবমাননা করলেও এর জন্য শকুন্তলা যে, ব্যথা অনুভব করে, তা' যোগ্যই বটে।

রাজা—(চিন্তামগ্ন অবস্থায় ধীরে ধীরে চলতে চলতে) হরিণলোচনা সে প্রিয়া শকুন্তলা আমাকে বারংবার মনে করিয়ে দিতে চাইলেও আমার হৃদয় তখন সুপ্ত ছিল। সে দুর্ভাগা হৃদয় এখন অনুতাপ জ্বালা সইবার জন্য জেগে উঠেছে।

সানুমতী—তপস্বিনী বেচারীর ভাগ্যই এরকম।

বিদূষক—(যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায়, এভাবে) এঁকে আবারও শকুন্তলারোগে আক্রমণ করল। জানিনা, কিভাবে এর চিকিৎসা হবে।

কঞ্চুকী—(নিকটে গমন করে) মহারাজের জয় হোক্, মহারাজের জয় হোক্। মহারাজ, প্রমোদবন ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। মহারাজ স্বেচ্ছানুসারে চিত্তবিনোদনের স্থানে উপবেশন করুন।

রাজা—শোন বেত্রবতী, আমার কথামত মাননীয় অমাত্যপিশুনকে বল,—নিদ্রা থেকে বিলম্বে জাগ্রত হওয়ায় আজ আমি সিংহাসনে বসে রাজকার্য দেখতে পারিনি। পুরবাসীদের যেসকল বিষয় আজ তিনি দেখলেন, সেগুলি পত্রে লিখে আমাকে জানান।

মনোরমা—সারঙ্গাক্ষ্যা = সারঙ্গস্য অক্ষিণী ইব অক্ষিণী যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ, তয়া। প্রতিবোধ্যমানম্ = প্রতি-বুধ্ + ণিচ্ + যক্ + শানচ্। অনুশয়দুঃখায় = "তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ"—এ সূত্র অনুসারে কর্মে চতুর্থী। বিনোদস্থানানি = "অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম"—সূত্র অনুসারে অধিকরণে দ্বিতীয়া ॥

আশা — প্রথমং রাজ্ঞা দুষ্যন্তেন প্রত্যাখ্যানাবসরে সারঙ্গস্য মৃগস্য অক্ষিণী সারঙ্গাক্ষিণী ইব অক্ষিণী যস্যাঃ তাদৃশ্যা প্রিয়য়া শকুন্তলয়া প্রতিবোধ্যমানপি স্মর্যমাণসপি সুপ্তং নিদ্রিতম্, অতএব ইদং হৃতহৃদয়ং দুষ্টং হৃদয়ং সম্প্রতি অনুশয়ঃ পশ্চাত্তাপঃ তেন যদ্ দুঃখং তস্মৈ তদনুভবিতুমিত্যর্থঃ, বিবুদ্ধং জাগরিতম্। অত্র পূর্বার্ধে বিশেষোক্তিঃ , উত্তরার্ধে তু বিভাবনা। আর্যা জাতিঃ।

আলোচনা :

"মহারাজ, প্রত্যবেক্ষিতাঃ প্রমদবনভূময়ঃ" ইত্যাদি অর্থাৎ মহারাজ, প্রমোদবন ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। স্বেচ্ছানুসারে মহারাজ চিত্তবিনোদনের স্থানে উপবেশন করুন।—কঞ্চুকীর উক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতে রাজাদের আত্মরক্ষা বিষয়ে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আচার্য কৌটিল্যরচিত অর্থশাস্ত্রের বিনয়াধিকারিকেব অন্তর্গত "আত্মরক্ষিতকম্" প্রকরণে এর বিশদ ও বিস্তৃত বিববণ পাওয়া যায়।

অর্থশাস্ত্রের "আত্মরক্ষিতকম্" অধিকরণে রাজার আত্ম-রক্ষার অন্যান্য বহুবিধ উপায়ের সঙ্গে এও বলা হয়েছে,—"আপ্তপুরুষাধিষ্ঠিতং যানবাহনমারোহেৎ, নাবং চাপ্তনাবিকাধিষ্ঠিতম্, অন্যনৌপ্রতিবদ্ধান্ বাতবেগোপবশাৎ চ নোপেয়াৎ। উদকান্তে সৈন্যম্ আসীৎ। মৎস্যগ্রাহবিশুদ্ধমুদকমবগাহেত। ব্যালগ্রাহবিশুদ্ধম্ উদ্যানং গচ্ছেৎ। লুব্ধকশ্বগণিভিরপাস্তস্তেন ব্যালপরাবাধময়ং চললক্ষ্যপরিচয়ার্থং মৃগারণ্যং গচ্ছেৎ।" অর্থাৎ রাজা বিশ্বস্ত-প্রধানপুরুষ দ্বারা অধিষ্ঠিত শিবিকাশকটাদি যানে ও অশ্বাদিবাহনে আরোহণ করবেন, এবং বিশ্বস্ত নাবিকাধিষ্ঠিত নৌকা ব্যবহার করবেন। অন্য নৌকার সঙ্গে প্রতিবদ্ধ নৌকা ও বায়ুবেগের বশগামিনী নৌকা তিনি ব্যবহার করবেন না। রাজা নৌকায় চলতে থাকলে জলের উভয় পার্শ্বে সৈন্য অধিষ্ঠিত থাকবে। মৎস্য ও কুম্ভীরাদি জলজন্তুবিহীন জলে তিনি অবগাহন স্নান করবেন। উদ্যান সর্পাদি হিংস্রজন্তুগ্রাহীদের নির্ণয় দ্বারা পরিশুদ্ধ বলে জানলে তিনি উদ্যানে যাবেন। যে মৃগবনে ব্যাধ ও চণ্ডালগণ দ্বারা চোর ও হিংস্রজন্তু থেকে আশঙ্কনীয় উপদ্রবের ভয় অপসৃত হয়েছে, চঞ্চল মৃগাদির প্রতি লক্ষ্যের অভ্যাস করার জন্য তিনি সে মৃগবনে যেতে পারেন ॥

প্রতিহারী—জং দেবো আণবেদি। (নিষ্ক্রান্তা) (যদ্ দেব আজ্ঞাপয়তি।)

রাজা—বাতায়ন, ত্বমপি স্বং নিয়োগমশূন্যং কুরু।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)।

বিদূষকঃ—কিদং ভবদা ণিম্মচ্ছিঅং। সংপদং সিসিরাতবচ্ছেঅরমণীএ ইমস্সিং পমদবণুদ্দেসে অত্তাণং রমইস্সসি। (কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্। সাম্প্রতং শিশিরা-তপচ্ছেদরমণীয়ে অস্মিন্ প্রমদবনোদ্দেশে আত্মানং রময়িষ্যসি।)

রাজা—বয়স্য, রন্ধ্রোপনিপাতিনোঽনর্থা ইতি যদুচ্যতে তদব্যভিচারি বচঃ। কুতঃ—

মুনিসুতাপ্রণয়স্মৃতিরোধিনা
মম চ মুক্তমিদং তমসা মনঃ।
মনসিজেন সখে প্রহরিষ্যতা
ধনুষি চূতশরশ্চ নিবেশিতঃ ॥ ৮ ॥

বিদূষকঃ—চিঠ্ঠ দাব। ইমিণা দণ্ডকঠ্ঠেণ কণ্ডপ্পবাণং ণাসইস্সং। (দণ্ডকাষ্ঠ-মুদ্যম্য চূতাঙ্কুরং পাতয়িতুমিচ্ছতি) (তিষ্ঠ তাবৎ। অনেন দণ্ডকাষ্ঠেন কন্দর্পবাণং নাশয়িষ্যামি।)

রাজা—(সস্মিতম্) ভবতু। দৃষ্টং ব্রহ্মবর্চসম্। সখে, কোপাবিষ্টঃ প্রিয়ায়াঃ কিঞ্চিদনুকারিণীষু লতাসু দৃষ্টিং বিনোদয়ামি।

সন্ধিবিচ্ছেদ—ত্বম্ + অপি, নিয়োগম্ + অশূন্যম্, দণ্ডকাষ্ঠম্ + উদ্যম্য, মুক্তম্ + ইদম্।

অন্বয়—সখে, মুনিসুতাপ্রণয়স্মৃতিরোধিনা তমসা মম ইদং মনঃ মুক্তঞ্চ। প্রহরিষ্যতা মনসিজেন ধনুষি চূতশরশ্চ নিবেশিতশ্চ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—প্রতিহারী—যদ্ দেব আজ্ঞাপয়তি (মহারাজ যা আদেশ করেন)। (নিষ্ক্রান্তা—নির্গত হলেন)। রাজা—বাতায়ন, (বাতায়ন) ত্বম্ অপি নিয়োগমশূন্যং কুরু (তুমিও তোমার নিজের কর্তব্য কর)। কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ (প্রভু যা' আদেশ করেন)। (নিষ্ক্রান্তঃ—নির্গত হলেন)। বিদূষকঃ—কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্ (আপনি স্থানটি মক্ষিকাশূন্য করলেন)। সাম্প্রতং (এখন) শিশিরাতপচ্ছেদরমণীয়ে অস্মিন্

(নাতিশীতোষ্ণ এই মনোরম) প্রমদবনোদ্দেশে (প্রমোদবনে) আত্মানং রময়িষ্যসি (স্বয়ং আরাম উপভোগ করুন)। রাজা—বয়স্য (বন্ধু) রন্ধ্রোপনিপাতিনো অনর্থা ইতি যদুচ্যতে (ছিদ্র পেলেই অনর্থ বহুলভাবে আগমন করে—এই যে উক্তি) তদ্ অব্যভিচারি বচঃ (এর ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না)। কুতঃ (কেননা), সখে (দেখ বন্ধু) মুনিসুতাপ্রণয়স্মৃতি-রোধিনা (মুনি কন্যার প্রণয়ের স্মৃতিরোধক) তমসা (মোহ) মম ইদং মনঃ মুক্তং চ (আমার মন থেকে অপসৃত হয়েছে)। প্রহরিষ্যতা মনসিজেন (আমাকে আঘাত করবার জন্যই কামদেব) ধনুষি চূতশরশ্চ নিবেশিতঃ (তাঁর ধনুতে আম্রমুকুলের শর যোজনা করেছেন) ॥ বিদূষকঃ—তিষ্ঠ তাবৎ (অপেক্ষা করুন) অনেন দণ্ডকাষ্ঠেণ কন্দর্পবাণং নাশয়িষ্যামি (এ দণ্ডকাষ্ঠের দ্বারা আমি কামদেবের বাণকে বিনষ্ট করব)। (দণ্ডকাষ্ঠম্ উদ্যম্য চূতাংকুরং পাতয়িতুমিচ্ছতি—দণ্ড উত্তোলন করে আম্রমুকুল ভগ্ন করতে ইচ্ছা করল)। রাজা—(সস্মিতম্—ঈষৎ হাস্য করে) ভবতু দৃষ্টং ব্রহ্মবর্চসম্ (উত্তম, ব্রহ্মতেজ দেখলাম)। সখে (বন্ধু) ক উপবিষ্টঃ (কোথায় বসে) প্রিয়ায়াঃ কিঞ্চিদনুকারিণীষু লতাসু (প্রিয়া শকুন্তলার কিঞ্চিৎ সদৃশী লতায়) দৃষ্টিং বিনোদয়ামি (দৃষ্টি বিনোদন করি)।

বঙ্গানুবাদ—প্রতিহারী—মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন। (নির্গত হলেন)।

রাজা—বাতায়ন, তুমিও তোমার নিজের কর্তব্য কর।

কঞ্চুকী—মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন। (নির্গত হলেন)। বিদূষক—আপনি স্থানটি মক্ষিকাশূন্য করলেন। এখন নাতিশীতোষ্ণ এই মনোরম প্রমোদবনে স্বয়ং আরাম উপভোগ করুন। রাজা—বন্ধু, ছিদ্র পেলেই অনর্থ বহুলভাবে আগমন করে, এই যে উক্তি এর ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কেননা, দেখ বন্ধু, মুনিকন্যার প্রণয়ের স্মৃতিরোধক মোহ আমার মন থেকে অপসৃত হয়েছে। আমাকে আঘাত করবার জন্যই কামদেব তাঁর ধনুতে আম্রমুকুলের শর যোজনা করেছেন।

বিদূষক—অপেক্ষা করুন। এ দণ্ডকাষ্ঠের দ্বারা আমি কামদেবের বাণকে বিনষ্ট করব। (দণ্ড উত্তোলন করে আম্রমুকুল ভগ্ন করতে ইচ্ছা করল।)

রাজা—(ঈষৎ হাস্য করে) উত্তম, ব্রহ্মতেজ দেখলাম। বন্ধু, কোথায় বসে প্রিয়া শকুন্তলার কিঞ্চিৎ সদৃশী লতায় দৃষ্টি বিনোদন করি ॥

মনোরমা—মুনিসুতা প্রণয়স্মৃতিরোধিনা—মুনেঃ সুতা, ষষ্ঠীতৎ, তস্যাং প্রণয়ঃ, সপ্তমীতৎ, তস্য স্মৃতিঃ, ষষ্ঠীতৎ, তাং রুণদ্ধি ইতি ণিনি। মনসিজেন = মনসি জায়তে ইতি মনসি—জন্ + ড, "তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্" সূত্র অনুসারে সপ্তমীবিভক্তির বিকল্পে অলোপ, পক্ষে 'মনোজম্'। প্রহরিষ্যতা = প্র-হৃ + লৃট্ + শতৃ, তৃতীয়া একবচন।

ব্রহ্মবর্চসম্ = ব্রহ্মণঃ বর্চঃ। ষষ্ঠীতৎ, তম্। "ব্রহ্মহস্তিভ্যাং বর্চসঃ" এ সূত্র অনুসারে সমাসান্ত 'অচ্'। বিনোদয়ামি = বি-নুদ্ + ণিচ্ + লট্ উত্তমপুরুষ একবচন।

আশা—মুনীতি। হে সখে বিদূষক, মুনিসুতায়াং শকুন্তলায়াং যঃ প্রণয়ঃ প্রেম তস্য স্মৃতিঃ স্মরণং রুণদ্ধি আবৃণোতি যৎ তাদৃশেন স্মৃতিবিলোপিনা তমসা তমোগুণজনিতমোহেন সম ইদং মনঃ মানসং মুক্তঞ্চ স্মৃত্যা মোহনিরসনেন তস্যাঃ স্মরণম্ অধুনা মে সংবৃত্তম্। কিন্তু যদৈব মোহঃ নির্ভিন্নঃ তদৈব প্রহরিষ্যতা প্রহর্তুকামেন মনসিজেন কামদেবেন ধনুষি চাপে চূতশরঃ নিবেশিতশ্চ মাং প্রতি নিক্ষেপার্থং স্থাপিতশ্চ, কামানলেন দগ্ধমেব বসন্তঃ সমাগতঃ। সবিধেহসমুপস্থিতায়াং প্রিয়ায়াং তৎসম্বন্ধিস্মৃতিলাভঃ অনর্থ এব বিয়োগিনঃ বসন্তঋতুরনল ইব ইত্যনর্থান্তরাবাপ্তিঃ। চ- দ্বয়েন অবিলম্বঃ দ্যোত্যতে। সমুচ্চয়া-লংকারঃ। দ্রুত-বিলম্বিতং বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

রাজা প্রথমে প্রমোদ-উদ্যান থেকে বেত্রবতীকে প্রেরণ করলেন—অমাত্য পিশুনকে একটি জরুরী বার্তা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। তাবপর কঞ্চুকী বাতাযনকে নিজেব কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রেরণ করেন। প্রত্যেককে এভাবে উদ্যান থেকে অপসারণ করতে দেখে বিদূষক তাঁর স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গোক্তি করে বললেন, "কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্"—অর্থাৎ আপনি স্থানটি মক্ষিকাশূন্য করে ফেললেন। রাজা এর উপর মন্তব্য কবে বললেন,—"রন্ধ্রোপনিপাতিনঃ অনর্থা ইতি যদুচ্যতে তদ্ অব্যভিচাবি বচঃ"—অর্থাৎ বন্ধু, ছিদ্র পেলেই অনর্থ বহুলভাবে আগমন করে—এই যে উক্তি, তার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়না। অর্থাৎ মানুষের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে অনর্থগুলি ভীড় করে । অনর্থ কখনো একা আসে না। ঋষি কণ্বের তনয়ার প্রতি প্রণয়ের স্মৃতিরোধক মোহ রাজার চিত্ত থেকে অপসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কন্দর্প ধনুকে চূতশর সংযোজন করেছেন রাজাকে প্রহার করবার উদ্দেশ্যে। সেজন্য বলা হয়েছে মহানাটকে,—

> "একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য।
> তাবদ্ দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে ছিদ্রেষু অনর্থাঃ বহুলীভবন্তি ॥"
>
> (৪/৪৩(

অর্থাৎ—সমুদ্রের তটভূমির মত একটি দুঃখের অন্তে গমন করার পূর্বেই দ্বিতীয়টি এসে উপস্থিত, এজন্য বলা হয়, ছিদ্রপথেই অনর্থ বহুলপরিমাণে জড় হয়। আরো বলা হয়েছে, পঞ্চতন্ত্রে,—

"ক্ষতে প্রহারাঃ নিপতন্ত্যভীক্ষ্ণং ধনক্ষয়ে মূর্চ্ছতি জাঠরাগ্নিঃ।
আপৎসু বৈরাণি সমুদ্ভবন্তি ছিদ্রেষু অনর্থাঃ বহুলীভবন্তি ॥"

'মৃচ্ছকটিকম্' প্রকরণেও অনুরূপোক্তি লক্ষ্য করা যায়,—যেমন,

"যথা পুষ্পস্য প্রথমে বিকাশে সমেত্য পাতুং মধুপাঃ পতন্তি।
তথা মনুষ্যস্য বিপত্তিকালে ছিদ্রেষ্বনর্থাঃ বহুলীভবন্তি ॥"

বিদূষকঃ—ণং আসন্নপরিআরিআ চদুরিআ ভবদা সংদিট্‌ঠা—মাহবীমণ্ডবে ইমং বেলং অদিবাহিস্সং। তহিং মে চিত্তফলঅগদং সহত্থলিহিদং তত্তহোদীএ সউন্দলাএ পডিকিদিং আণেহি ত্তি। (ননু আসন্নপরিচারিকা চতুরিকা ভবতা সন্দিষ্টা মাধবীমণ্ডপে ইমাং বেলাম্ অতিবাহয়িষ্যে। তত্র মে চিত্রফলকগতাং স্বহস্তলিখিতাং তত্রভবত্যাঃ শকুন্তলায়াঃ প্রতিকৃতিম্ আনয় ইতি।)

রাজা—ঈদৃশং হৃদয়বিনোদস্থানম্। তৎ তমেব মার্গমাদেশয়।

বিদূষকঃ—ইদো ইদো ভবং।

(উভৌ পরিক্রামতঃ। সানুমত্যনুগচ্ছতি)

এসো মণিসিলাপট্টঅসণাহো মাহবীমণ্ডবো উবহাররমণিজ্জদাএ নিস্‌সংসঅং সাঅদেণ বিঅ নো পডিচ্ছদি। তা পবিসিঅ নিসীদদু ভবং। (ইতঃ ইতঃ ভবান্। এষ মণিশিলাপট্টকসনাথঃ মাধবীমণ্ডপঃ উপহাররমণীয়তয়া নিঃসংশয়ং স্বাগতেন ইব নৌ প্রতীচ্ছতি। তৎ প্রবিশ্য নিষীদতু ভবান্।)

(উভৌ প্রবেশং কৃত্বোপবিষ্টৌ)।

সানুমতী—লদাসংস্সিদা দেক্‌খিস্সং দাব সহীএ পডিকিদিং। তদো সে ভত্তুণো বহুমুহং অনুরাঅং নিবেদইস্সং। (তথা কৃত্বা স্থিতা) (লতাসংশ্রিতাং দ্রক্ষ্যামি তাবৎ সখ্যাঃ প্রতিকৃতিম্। ততঃ তাস্য ভর্তুঃ বহুমুখম্ অনুরাগং নিবেদয়িষ্যামি।)

রাজা—সখে, সর্বমিদানীং স্মরামি শকুন্তলায়াঃ প্রথমবৃত্তান্তম্। কথিতবানস্মি ভবতে চ। স ভবান্ প্রত্যাদেশবেলায়াং মৎসমীপগতো নাসীৎ। পূর্বমপি ন ত্বয়া কদাচিৎ সংকীর্তিতং তত্রভবত্যা নাম। কুচিদহমিব বিস্মৃতবানসি ত্বম্?

বিদূষকঃ—ন বিসুমরামি। কিংতু সব্বং কহিঅ অবসানে উণ তুএ পরিহাস-বিঅপ্পও এসো ন ভূদত্থো ত্তি আচক্খিদং। মএ বি মিপ্পিণ্ডবুদ্ধিণা তহ এব্ব গহীদং। অহবা ভবিদব্বদা ক্খু বলবদী। (ন বিস্মরামি। কিন্তু সর্ব্বং কথয়িত্বা অবসানে পুনঃ ত্বয়া পরিহাসবিজল্পঃ এষঃ ন ভূতার্থঃ ইতি আখ্যাতম্। ময়া অপি মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিনা তথা এব গৃহীতম্। অথবা ভবিতব্যতা খলু বলবতী।)

সানুমতী—এব্বং ণেদং। (এবম্ এতৎ।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—মার্গম্ + আদেশয়, সানুমতী + অনুগচ্ছতি, কৃত্বা + উপবিষ্টৌ, বিস্মৃতবান্ + অসি, মৎসমীপগতঃ + ন + আসীৎ, ক্বচিৎ + অহম্ + ইব।

বাঙলা শব্দার্থ—বিদূষকঃ—ননু আসন্নপরিচারিকা চতুরিকা (কেন, চতুরিকা নাম্নী যে পরিচারিকা সর্বদা আপনার পাশে থাকে) ভবতা সন্দিষ্টা (তাকে আপনি বলেছেন)—মাধবীমণ্ডপে ইমাং বেলাম্ অতিবাহয়িষ্যে (মাধবী মণ্ডপে এই বেলাটা অতিবাহিত করব)। তত্র (সেখানে) মে (আমার) স্বহস্তলিখিতাং (নিজের হস্তে অংকিত) চিত্রফলকগতাং তত্রভবত্যাঃ শকুন্তলায়াঃ প্রতিকৃতিম্ (শকুন্তলার ছবিখানি) আনয় ইতি (নিয়ে এস)। রাজা—ঈদৃশং হৃদয়বিনোদস্থানম্ (এখন চিত্তবিনোদনের এ বিষয়গুলি নিয়ে থাকতে হবে)। তৎ তমেব মার্গম্ আদেশয় (তাই, সেদিকেব পথ দেখাও)। বিদূষকঃ—ইতঃ ইতঃ ভবান্ (এদিকে আসুন, এদিকে)। [উভৌ পরিক্রামতঃ—দুজনেই পরিক্রমণ করলেন, সানুমত্যনুগচ্ছতি—সানুমতী অনুসরণ করতে লাগলেন)। এষঃ মণিশিলা-পট্টকসনাথঃ মাধবীমণ্ডপঃ (এই যে মাধবীলতার কুঞ্জ, এইতো মণিখচিত প্রস্তরবেদী), উপহাররমণীয়তা নিঃসংশয়ং স্বাগতেনেব নৌ প্রতীচ্ছতি (মনোরম উপহারে সজ্জিত হয়ে এ যেন আপনাকে স্বাগত জানাবার জন্য অপেক্ষা করছে)। তৎ প্রবিশ্য নিষীদতু ভবান্ (সুতরাং ভেতরে প্রবেশ করে উপবেশন করুন)। [উভৌ প্রবেশং কৃত্বা উপবিষ্টৌ—উভয়েই ভেতরে প্রবেশ করে উপবেশন করলেন।] সানুমতী—লতা-সংশ্রিতা তাবৎ সখ্যাঃ প্রতিকৃতিং দ্রক্ষ্যামি (লতার অন্তরালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সখীর প্রতিকৃতি দেখব)। ততঃ অস্যাঃ ভর্তুঃ বহুমুখম্ অনুরাগং নিবেদয়িষ্যামি (তারপর তার প্রতি স্বামীর বহুমুখী অনুরাগের কথা তার কাছে নিবেদন করব)। [তথা কৃত্বা স্থিতা—সেরকম করে থাকলেন] রাজা—সখে (বন্ধু) সর্বম্ ইদানীং শকুন্তলায়াঃ প্রথমবৃত্তান্তম্ (এখন শকুন্তলার সঙ্গে আমার প্রণয়ের সকল বৃত্তান্ত) স্মরামি (মনে পড়ছে)। কথিতবান্ অস্মি ভবতে চ (তোমাকে এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলেছিলাম)। স ভবান্ (তুমি)

প্রত্যাদেশবেলায়াং (শকুন্তলা প্রত্যাখানের সময়), মৎসমীপগতঃ নাসীৎ (আমার কাছে ছিলেনা)। পূর্বমপি (পূর্বেও) ত্বয়া (তুমি) কদাচিৎ তত্রভবত্যাঃ নাম ন ষ সংকীর্তিতম্। (তার নাম পর্যন্ত আমার কাছে উচ্চারণ করনি)। ক্বচিৎ অহম্ ইব (তুমিও কি আমার মত) বিস্মৃতবান্ অসি ত্বম্ (বিস্তৃত হয়েছিলে)? বিদূষকঃ—ন বিস্মরামি (আমি কিছুই বিস্মৃত হইনি)। কিন্তু সর্বং কথয়িত্বা (কিন্তু শকুন্তলা সম্বন্ধে সবকথা বলে) অবসানে (শেষকালে) পুনঃ (আবাব) ত্বয়া (আপনি) পরিহাসবিজল্পঃ এষঃ (শকুন্তলাসম্বন্ধে যা' বললাম তা' সবই পরিহাসচ্ছলে বলামাত্র), ন ভূতার্থঃ (তার মধ্যে কোন সত্যতা নেই) ইতি আখ্যাতম্ (এ কথা বলেছিলেন)। ময়া অপি (আমিও) মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিনা (মুর্খ, জড়বুদ্ধি বলে) তথা এব গৃহীতম্ (তাই বিশ্বাস করেছিলাম)। অথবা ভবিতব্যতা খলু বলবতী (অথবা ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারে না)। সানুমতী—এবম্ এতৎ (তাই ঠিক) ॥

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—কেন, চতুরিকা নাম্নী যে পরিচারিকা সর্বদা আপনার পাশে থাকে, তাকে আপনি বলেছেন,—মাধবীমণ্ডপে এই বেলাটা অতিবাহিত করব। সেখানে আমার নিজেব হস্তে অংকিত শকুন্তলার প্রতিকৃতিখানা নিয়ে এস।

বাজা—এখন চিত্তবিনোদনের এ বিষয়গুলি নিয়েই থাকতে হবে। তাই সেদিকের পথ দেখাও।

আলোচনা :

"ঈদৃশং হৃদয়বিনোদস্থানম্"। শক্রাবতারবাসী ধীবরের কাছ থেকে কণ্বাশ্রমে শকুন্তলাকে প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক পুনরায় লাভ করে মোহমুক্ত রাজা শকুন্তলাপ্রণয়বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক স্মরণ করতে কেবল সমর্থ হলেন না, তিনি যে মোহবশতঃ তাঁর বিবাহিতা ধর্মপত্নীকে নিতান্ত নির্দয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন তা'ও বিশেষভাবে অবগত হলেন। এখন অনুতাপ ও অনুশোচনার অনলে জর্জবিত রাজা শকুন্তলাবিচ্ছেদজনিত শোকে চিত্তবিনোদনের জন্য শকুন্তলার প্রতিকৃতি অংকনে সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

আলংকারিকেরা বলেন যে, প্রিয়জনের বিরহে কাতর প্রণয়ীকে কিংবা ঈপ্সিত প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের জন্য উৎসুক প্রণয়ীকে চারটি উপায়ে চিত্তবিনোদন করতে হয়। এ উপায় চতুষ্টয় হলো—(১) প্রিয়তমার সদৃশ বস্তু অবলোকন করা, (২) প্রিয়তমার প্রতিকৃতি অংকন করা, (৩) স্বপ্নে প্রিয়তমাকে সন্দর্শন করা এবং (৪) প্রিয়তমার দ্বারা স্পৃষ্ট বস্তুসমূহ স্পর্শ করা। যেমন,—"বিয়োগাবস্থাসু প্রিয়জনসদৃক্ষানুভবনং, ততশ্চিত্রং কর্ম, স্বপ্নসময়ে দর্শনমপি। তদঙ্গস্পৃষ্টানাম্ উপগতবতাং স্পর্শনমপি, প্রতীকারঃ কাম-

ব্যথিতমনসাং কোঽপি গদিতঃ ॥"—(রমেন্দ্রমোহন কর্তৃক উদ্ধৃত, ৫৮২ পৃষ্ঠা)। বিরহ-বিধুর নায়ককর্তৃক চিত্তবিনোদনের জন্য প্রিয়তমা নায়িকার প্রতিকৃতি অংকন প্রচেষ্টা অন্যান্য কোন কোন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি বৈষ্ণবপদাবলীতে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে ॥

রাজা—(ধ্যাত্বা) সখে, ত্রায়স্ব মাম্।

বিদূষকঃ—ভো, কিং এদং। অণুববণ্ণং ক্খু ঈদিসং তুই। কদা বি সপ্পুরিসা সোঅবত্তব্বা ণ হোন্তি। ণং পবাদে বি ণিক্কম্পা গিরীও। (ভোঃ কিম্ এতৎ। অনুপপন্নং খলু ঈদৃশং ত্বয়ি। কদাপি সৎপুরুষাঃ শোকবাস্তব্যাঃ ন ভবন্তি। ননু প্রবাতে অপি নিষ্কম্পাঃ গিরয়ঃ।)

রাজা—বয়স্য, নিরাকরণবিক্লবায়াঃ প্রিয়ায়াঃ সমবস্থামনুস্মৃত্য বলবদশ-রণোঽস্মি। সা হি—

ইতঃ প্রত্যাদেশাৎ স্বজনমনুগন্তুং ব্যবসিতা
মুহুস্তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্বদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রসরকলুষামর্পিতবতী
ময়ি ক্রূরে যৎ তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্ ॥ ৯ ॥

সানুমতী—অম্হে, ঈদিসী স্বকজ্জপরদা। ইমস্স সংদাবেণ অহং রমামি। (অহো, ঈদৃশী স্বকার্যপরতা। অস্য সন্তাপেন অহং রমে।)

বিদূষকঃ—ভো, অত্থি মে তক্কো কেণ বি তত্তহোদী আআসচারিণা ণীদে ত্তি। (ভোঃ, অস্তি মে তর্কঃ—কেনাপি তত্রভবতী আকাশচারিণা নীতেতি।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—সমবস্থাম্ + অনুস্মৃত্য, বলবৎ + অশরণঃ + অস্মি, স্বজনম্ + অনুগন্তুম্, মুহুঃ + তিষ্ঠ + ইতি + উচ্চৈঃ + বদতি, পুনঃ + দৃষ্টিম্, সবিষম্ + ইব।

বাঙ্লা শব্দার্থ—রাজা—(ধ্যাত্বা—চিন্তামগ্ন হয়ে) সখে (সখা) ত্রায়স্ব মাম্ (আমাকে রক্ষা কর)। বিদূষকঃ—ভোঃ কিম্ এতৎ (মহারাজ, আপনি একি করছেন)? ত্বয়ি (আপনার পক্ষে) ঈদৃশম্ (এরূপ আচরণ) অনুপপন্নং খলু (শোভা পায় না)। সৎপুরুষাঃ (সজ্জনেরা) কদাপি (কখনো) শোকবাস্তব্যাঃ (শোককাতর) ন ভবন্তি (হন না)। ননু

প্রবাতে অপি (প্রবল ঝঞ্ঝাতেও) নিষ্কম্পাঃ গিরয়ঃ (পর্বতগুলি নিষ্কম্প থাকে)। রাজা—বয়স্য (বন্ধু) নিরাকরণবিক্লবায়াঃ প্রিয়ায়াঃ (প্রত্যাখ্যানের বেদনায় কাতর আমার প্রিয়ার) সমবস্থাম্ (অবস্থা) অনুস্মৃত্য (স্মরণ করে) বলবৎ অশরণঃ অস্মি (আমি অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি)। সা হি (সে শকুন্তলা) ইতঃ প্রত্যাদেশাৎ (এখান থেকে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে) স্বজনম্ অনুগন্তুং ব্যবসিতা (আত্মীয়দের পশ্চাৎ গমন করতে চেষ্টা করলেন)। গুরুসমে গুরুশিষ্যে (গুরুর সদৃশ গুরুশিষ্যগণ) 'তিষ্ঠ' ইতি উচ্চৈঃ বদতি (যখন উচ্চৈঃ স্বরে "দাঁড়াও" বললেন) স্থিতা (তখন শকুন্তলা দাঁড়িয়ে থাকলেন)। পুনঃ (পুনরায়) বাষ্পপ্রসরকলুষাং দৃষ্টিং ক্রূরে ময়ি অর্পিতবতী (সে বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর আমার দিকে একবার দেখল) ইতি যৎ তৎ (এ সবই) সবিষং শল্যমিব (বিষাক্ত শল্যের মত) মাং দহতি (আমাকে এখনও দগ্ধ করছে)। সানুমতী—অহো, ঈদৃশী স্বকার্যপরতা। (হায়রে স্বার্থপরতা)। অস্য সন্তাপেন (এঁর অর্থাৎ রাজার সন্তাপে) অহং রমে (আমার আনন্দ হচ্ছে)। বিদূষকঃ—ভোঃ, অস্তি মে তর্কঃ (বন্ধু আমার মনে হয়) কেনাপি আকাশচারিণী (কোন এক আকাশচারী) তত্রভবতী নীতা ইতি (তাঁকে নিয়ে গেছে)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—(চিন্তামগ্ন হয়ে) সখা আমাকে রক্ষা কর।

বিদূষক—মহারাজ, আপনি একি করছেন? আপনার পক্ষে এরূপ আচরণ শোভা পায় না। সজ্জনেরা কখনো শোককাতর হন না। প্রবল ঝঞ্ঝাতেও পর্বতগুলি নিষ্কম্প থাকে।

রাজা—বন্ধু, প্রত্যাখ্যানের বেদনায় কাতর আমার প্রিয়ার অবস্থা স্মরণ করে আমি অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি। সে শকুন্তলা এখান থেকে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে আত্মীয়দের পশ্চাৎ গমন করতে উদ্যত হলেন। গুরুর সদৃশ গুরুশিষ্যগণ যখন উচ্চৈঃস্বরে "দাঁড়াও" বললেন তখন শকুন্তলা দাঁড়িয়ে থাকলেন। পুনরায় সে বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর আমার দিকে একবার দেখল—এ সবই বিষাক্ত শল্যের মত এখনো আমাকে দগ্ধ করছে।

সানুমতী—হায়রে স্বার্থপরতা। এর অর্থাৎ রাজার সন্তাপে আমার আনন্দ হচ্ছে।

বিদূষক—বন্ধু, আমার মনে হয়, কোন এক আকাশচারী তাঁকে নিয়ে গেছে।

মনোরমা—নিরাকরণবিক্লবায়াঃ—নিরাকরণেন বিক্লবা, তৃতীয়াতৎ, তস্যাঃ। প্রত্যাদেশাৎ = প্রতি আ দিশ + ঘঞ্, প্রত্যাদেশঃ, হেতৌ পঞ্চমী। ব্যবসিতা = বি-অব্-সো + ক্ত কর্তরি স্ত্রীলিঙ্গে। বদতি গুরুশিষ্যে = "যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্"-এ সূত্র অনুসারে ভাবে সপ্তমী। বদতি = বদ্ + শতৃ সপ্তমী, একবচন। বাষ্পপ্রসরকলুষাম্ = বাষ্পাণাং প্রসরঃ, ষষ্ঠীতৎ, তেন কলুষা, তৃতীয়া তৎ, তাম ॥

আশা—ইতঃ প্রত্যাদেশাদিতি ॥ ইতঃ মৎসকাশাৎ প্রত্যাদেশাৎ প্রত্যাখ্যানাৎ হেতোঃ স্বজনং গৌতমীপ্রমুখম্ অনুগন্তুম্ অনুসর্ত্তুং ব্যবসিতা কৃতোদ্যমা সা, গুরুণা পিত্রা সমে তুল্যে ত দ্বৎ মাননীয়ে গুরোঃ পিতুঃ কণ্বস্য শিষ্যে শার্ঙ্গরবে তিষ্ঠ অত্রৈব বস ইতি উচ্চৈঃ তারস্বরেণ মুহুঃ পুনঃ পুনঃ বদতি সতি, বাষ্পাণাম্ অশ্রূণাং প্রসরণে নির্গমেণ কলুষাম্ আবিলাম্, অশ্রুপূর্ণত্বাৎ কাতরাং দৃষ্টিং ক্রূরে নিষ্ঠুরে ময়ি পুনরপি অর্পিতবতী, শরণার্থিনীতি ভাবঃ, ইতি যৎ তৎ অর্পণং সবিষং বিষদিগ্ধং শল্যম্ অস্ত্রমিব মাং দহতি, মম অন্তস্তাপং জনয়তি। অত্র উপমানাম অলংকারঃ, শিখরিণী চ বৃত্তম্। রসৈঃ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলা গঃ শিখরিণী" ইতি লক্ষণাৎ ॥

রাজা—কঃ পতিদেবতামন্যঃ পরামর্ষ্টুমুৎসহেত। মেনকা কিল সখ্যাস্তে জন্মপ্রতিষ্ঠেতি শ্রুতবানস্মি। তৎসহচারিণীভিঃ সখী তে হৃতেতি মে হৃদয়মাশঙ্কতে।

সানুমতী—সংমোহো ক্খু বিম্হঅণিজ্জো ণ পডিবোহো। (সংমোহঃ খলু বিস্ময়নীয়ো ন প্রতিবোধঃ।)

বিদূষকঃ—ণ ক্খু মাদাপিদরা ভত্তুবিওঅদুক্খিঅ দুহিদরং পেক্খিদুং পারেন্তি। (ন খলু মাতাপিতরৌ ভর্তৃবিয়োগদুঃখিতাং দুহিতরং দ্রষ্টুং পারয়তঃ।)

রাজা—বয়স্য,

> স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
> ক্লিষ্টং নু তাবৎফলমেব পুণ্যম্।
> অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে
> মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ ॥ ১০ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—পতিদেবতাম্ + অন্যঃ, সখ্যাঃ + তে, পরামর্ষ্টুম্ + উৎসহেত, শ্রুতবান্ + অস্মি, হৃতা + ইতি, হৃদয়ম্ + আশঙ্কতে, কথম্ + ইব, তৎ + অতীতম্ + এতে, তাবৎফলম্ + এব।

অন্বয়—স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু? অথবা তাবৎফলমেব ক্লিষ্টং পুণ্যং নু? অসন্নিবৃত্ত্যৈ অতীতম্, এতে মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—পতিদেবতাম্ (পতিব্রতা নারীকে) অন্যঃ কঃ (পতিভিন্ন আর কে) পরামর্ষ্টুম্ উৎসহেত (স্পর্শ করতে সাহস পাবে)। মেনকা কিল তে সখ্যাঃ (মেনকা তোমার সখীর) জন্মপ্রতিষ্ঠা (জননী) ইতি শ্রুতবান্ অস্মি (একথা শুনেছি)। তৎসহচারিণীভিঃ (তাঁর সহচরীরা) তে সখী (তোমার সখীকে) হৃতা (নিয়ে গেছে) ইতি মে হৃদয়ম্ আশঙ্কতে (আমার হৃদয় এরকমই আশঙ্কা করছে)। সানুমতী—সংমোহঃ খলু বিস্ময়নীয়ঃ (কিভাবে এ লোকের বিস্মৃতি ঘটল তাই বিস্ময়ের বিষয়), ন প্রতিবোধঃ (পুনর্জাগরণ বিস্ময়ের কিছু নয়)। বিদূষকঃ—যদি এবম্ (যদি তাই হয়) তত্রভবত্যা কালেন অস্তি খলু সমাগমঃ (তবে কোন একসময় তাঁর সঙ্গে তোমার মিলন অবশ্যম্ভাবী)। রাজা—কথম্ ইব (কিরূপে)? বিদূষকঃ—মাতাপিতরৌ (মাতাপিতা) ভর্তৃবিয়োগ-দুঃখিতাং দুহিতরং (পতিবিচ্ছেদে কাতর কন্যাকে) দ্রষ্টুং ন পারয়তঃ (দেখতে পারেন না)। বাজা—বয়স্য (বন্ধু)—(শকুন্তলার সঙ্গে মিলন) স্বপ্নো নু (তা কি স্বপ্ন)? মায়া নু (তা কি মায়া অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকের প্রভাব)? মতিভ্রমো নু (তা' কি আমার মনের ভ্রান্তধারণা)? অথবা (নাকি) তাবৎফলম্ এব ক্লিষ্টং পুণ্যং নু (কোন পুণ্যের ফল যা' পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গেই বিলীন হয়েছে)? তৎ (সে মিলন) অসন্নিবৃত্ত্যে অতীতম্ (অতীতের ঘটনা, আর ফিরে আসবে না)। এতে মনোরথাঃ (একে ফিরে পাবার আশা) তটপ্রপাতাঃ নাম (নদীর ভগ্নতীরের মত অর্থাৎ এ মনোরথ সিদ্ধ হবার নয়।)

বঙ্গানুবাদ—রাজা—পতিব্রতা নারীকে পতিভিন্ন আর কে স্পর্শ করতে সাহস পাবে? মেনকা তোমার সখীর জননী একথা শুনেছি। তাঁর সহচরীগণ তোমার সখীকে নিয়ে গেছে, আমার হৃদয় এরকমই আশঙ্কা করছে।

সানুমতী—কিভাবে এঁর স্মৃতিভ্রংশ ঘটল তা' বিস্ময়ের বিষয়, কিন্তু পুনর্জাগরণ বিস্ময়ের কিছু নয়।

বিদূষক—যদি তাই হয়, তবে কোন একসময় তাঁর সঙ্গে তোমার মিলন অবশ্যম্ভাবী।

রাজা—কিরূপে?

বিদূষক—মাতাপিতা পতিবিচ্ছেদে কাতর কন্যাকে দেখতে পারেন না।

রাজা—বন্ধু, শকুন্তলার সঙ্গে মিলন, তা' কি স্বপ্ন? তা' কি মায়া অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকের প্রভাব? তা' কি আমার মনের, ভ্রান্ত ধারণা? অথবা, নাকি কোন পুণ্যের ফল যা' পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গেই বিলীন হয়েছে? সে মিলন অতীতের ঘটনা, আর ফিরে আসবে না। একে ফিরে পাবার আশা নদীর ভগ্নতীরের মত অর্থাৎ এ মনোরথ সিদ্ধ হবার নয় ॥

মনোরমা—তাবৎফলম্ = তাবৎ ফলং যস্য তৎ, বহুব্রীহিঃ। অসন্নিবৃত্ত্যৈ—সম্-নি + বৃৎ + ক্তিন্ ভাবে = সন্নিবৃত্তিঃ। ন সন্নিবৃত্তিঃ, নঞ্ তৎপুরুষঃ, তস্যৈ। "তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা"—এই বার্তিকসূত্র অনুসারে তাদর্থ্যে চতুর্থী। প্রপতন্তি এভ্যঃ ইতি প্র-পত্ + ঘঞ্ অপাদানে, প্রপাতাঃ। তটস্য প্রপাত ইব প্রপাতঃ যেষাং তাদৃশাঃ, উত্তরপদলোপী বহুব্রীহিঃ ॥

আশা—স্বপ্নো নু ইতি ॥ যোঽয়ং শকুন্তলাপরিণয়রূপঃ প্রত্যয়ঃ অনুভূয়তে স কিং স্বপ্নঃ? স্বপ্নসমাগমস্য স্মৃতৌ দৃঢ়াংকিতত্বাৎ ইদানীমপি অপদার্থভূতঃ সন্নপি সত্য ইব প্রতীয়তে ইতি সংশয়ঃ। স্বপ্নশ্চেৎ জাগ্রদবস্থায়াং নাতিসুস্পষ্টম্ অনুভূয়তে তর্হি কিমিয়ং মায়া? ইন্দ্রজালক্রিয়া মন্ত্রতন্ত্রাভ্যাম্ অসতঃ শকুন্তলারূপস্য বস্তুনঃ প্রকটনম্? তদপি ন সম্ভবতি, ইন্দ্রজালক্রিয়ায়াঃ অল্পক্ষণব্যাপিত্বাৎ, মাসান্ ব্যাপ্য তদভাবদর্শনাচ্চ। তর্হি কিময়ং মে মতিভ্রমঃ বুদ্ধেঃ ভ্রংশাৎ এবম্বিধা প্রতীতিঃ সমুৎপদ্যতে কিমিতি সন্দেহঃ। নাপি তৎপক্ষঃ অবিসংবাদী, পুরোহিতপ্রমুখানাং সর্বেষামেব পৌরাণাং যুগপদেব বুদ্ধিভ্রংশঃ ন সম্ভাব্যতে। শকুন্তলাসমাগমস্য অতাত্ত্বিকত্বসংশয়ে পর্যবসানস্য হেতুঃ বিস্মরণহেত্বপরিজ্ঞানম্। ন খলু শকুন্তলাপাণিগ্রহণং মায়াদের্বিলসিতং নৈতৎ মিথ্যা ইতি বদিতুং শক্যতে, তর্হি তাবদেব কতিপয়দিনানি তপোবনে যঃ সমাগমোঽভূৎ তদ্রূপমেব ফলং যস্য তৎ তাবৎ ফলং পুণ্যং সুকৃতং ক্লিষ্টং ক্ষীণং নু পুরা অত্যল্পমেব সুকৃতম্ আচরিতং ময়া তস্যৈব লঘুপুণ্যস্য পরিণামঃ শকুন্তলয়া ক্ষণিকসমাগমঃ, তৎ পুণ্যং ভোগাৎ ক্ষীণং তৎফলমপি অত্যন্তাদর্শনং গতম্। সর্বত্র 'নু'শব্দ বিতর্কে সন্দেহালংকারঃ। তৎ শকুন্তলারূপং বস্তু অসন্নিবৃত্ত্যৈ অপুনরাবৃত্তয়ে ন সন্নিবর্তিতুমিত্যর্থঃ তুমর্থাচ্চ ভাববচনাদিতি চতুর্থী। অতীতং গতম্ ন পুনঃ শকুন্তলয়া সহ মিলনং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। এতে নাম মনোরথাঃ কালেন সমাগমো ভবিষ্যতীত্যেবংপ্রকারাঃ অভিলাষাঃ, তটস্য কূলস্য ইব প্রপাতঃ যেষাং তে তটপ্রপাতাঃ প্রাবৃষি যথা ওঘেন পীড্যমানাঃ নদ্যাদেঃ তটাঃ পতন্তি, এবং মনোরথা অপি উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে। যথা অতিতুঙ্গাৎ শৈলশৃঙ্গাদধঃ সলিলে পতিতস্য জনস্য ক্বাপি বিপ্রলয়ঃ সম্পদ্যতে, ন পুনরভ্যুত্থানম্, তথা এতেষাং দূরাধিরোহিণাং মনোরথানামপি আত্যন্তিক এব বিলয়ঃ সম্পন্নঃ, ন হতোঽপি তেষাং চরিতার্থতায়াঃ সম্ভবঃ ইত্থমপি ব্যাখ্যায়তে। নামেত্যলীকে তটপ্রপাতৈঃ সহ মনোরথানাং তাদাত্ম্যেনাবভাসনাৎ রূপকালংকারঃ। উপজাতিঃ বৃত্তম্ ॥

বিদূষকঃ—মা এব্বং। ণং অঙ্গুলীঅঅং এব্ব ণিদংসণং অবস্সংভাবী অচিন্তণিজ্জো সমাঅমো হোদি ত্তি। (মা এবম্। ননু অঙ্গুলীয়কম্ এব নিদর্শনম্ অবশ্যম্ভাবী অচিন্তনীয়ঃ সমাগমঃ ভবতি ইতি।)

রাজা—(অঙ্গুলীয়কং বিলোক্য) অয়ে ইদং তাবদসুলভস্থানভ্রংশি শোচনীয়ম্।

তব সুচরিতমঙ্গুলীয় নূনং
প্রতনু মমেব বিভাব্যতে ফলেন।
অরুণনখমনোহরাসু তস্যা-
শ্চ্যুতমসি লব্ধপদং যদঙ্গুলীষু ॥ ১১ ॥

সানুমতী—জই অণ্ণহত্থগদং ভবে সচ্চং এব্ব সোঅণিজ্জং ভবে। (যদি অন্যহস্তগতং ভবেৎ সত্যম্ এব শোচনীয়ং ভবেৎ।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—তাবৎ + অসুলভস্থানভ্রংশি, সুচরিতম্ + অঙ্গুলীয়, মম + ইব, তস্যাঃ + চ্যুতম্ + অসি, যৎ + অঙ্গুলীষু।

অন্বয়—অঙ্গুলীয়ঙ্গ ফলেন বিভাব্যতে, তব সুচরিতং নূনং মম ইব প্রতনু। যৎ অরুণনখমনোহবাসু তস্যাঃ অঙ্গুলীষু লব্ধপদং চ্যুতম্ অসি ॥ ১১ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—বিদূষকঃ—মা এবম্ (এমন কথা বলা যায় না) ননু অঙ্গুলীয়কম্ এব নিদর্শনম্ (আপনার এ অঙ্গুরীয়ক থেকে বুঝতে পারবেন যে) অবশ্যম্ভাবী (যা অবশ্যম্ভাবী) অচিন্তনীয়ঃ সমাগমঃ ইতি (তার আবির্ভাব যে, কিভাবে ঘটবে তা' কেউ বলতে পারে না)। রাজা—(অঙ্গুলীয়কং বিলোক্য—অঙ্গুরীয়কটি দেখে) অয়ে (বন্ধু) ইদং তাবৎ (এ অঙ্গুরীয়ক) অসুলভস্থানভ্রংশি (দুর্লভ স্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে), শোচনীয়ম্ (এর জন্য দুঃখ হয়)। (হে) অঙ্গুলীয় (ওহে অঙ্গুরীয়ক) ফলেন বিভাব্যতে (ফল দেখে বোঝা যাচ্ছে), তব সুচরিতম্ (তোমার পুণ্য) মম ইব প্রতনু (আমার মতই অল্প)। যৎ (কেননা) তস্যাঃ (তার অর্থাৎ শকুন্তলার) অরুণনখমনোহরাসু (রক্তাভ নখে শোভিত সুন্দর আঙ্গুলে) লব্ধপদং (স্থান পেয়েও) চ্যুতম্ অসি (তা' থেকে তুমি বিচ্যুত হয়েছ)। সানুমতী—যদি অন্যহস্তগতং ভবেদিতি (যদি এ অঙ্গুরীয়কটি অন্যলোকের হাতে পড়ত) সত্যম্, এব শোচনীয়ং ভবেৎ (তবে অবশ্যই দুঃখের ব্যাপার হত)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—এমন কথা বলা যায় না। আপনার এ অঙ্গুরীয়ক থেকে বুঝতে পারবেন যে, যা অবশ্যম্ভাবী তার আবির্ভাব যে কিভাবে ঘটবে, তা' কেউ বলতে পারে না।

রাজা—(অঙ্গুরীয়কটি দেখে) বন্ধু, এ অঙ্গুরীয়ক দুর্লভ স্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, এর জন্য দুঃখ হয়। ওহে অঙ্গুরীয়ক, ফল দেখে বোঝা যাচ্ছে তোমার পুণ্য আমার মতই অল্প। কেননা, শকুন্তলার রক্তাভ নখে শোভিত সুন্দর আঙ্গুলে স্থান পেয়েও তা' থেকে তুমি বিচ্যুত হয়েছ।

সানুমতী—যদি এ অঙ্গুরীয়কটি অন্যলোকের হাতে পড়ত, তাহলে অবশ্যই দুঃখের ব্যাপার হত।

আশা—তবেতি ॥ হে অঙ্গুলীয়, তব সুচরিতং পুণ্যং মমেব মম পুণ্যমিব নূনং নিশ্চিতমেব প্রতনু প্রকর্ষেণ তনু অল্পম্। অতীন্দ্রিয়স্য সুচরিতস্য প্রতনুত্বং কথং জ্ঞায়তে, ইত্যত্র আহ—'ফলেন' অত্যল্পফলত্বেন হেতুনা ইত্যর্থঃ, বিভাব্যতে অনুমীযতে। অস্য অল্পপুণ্যত্বে হেতুমাহ, যৎ যস্মাৎ হেতোঃ অরুণৈঃ আলোহিতৈঃ নখৈঃ মনোরমা, তাসু মনোজ্ঞদর্শনাসু তস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ অঙ্গুলীষু লব্ধং প্রাপ্তং পদং স্থানং যেন তাদৃশং, মহতা ভাগ্যেন যথা কথঞ্চিৎ প্রাপ্তস্থিতি অপি সৎ চ্যুতং বিগলিতম্ অসি। অহমপি প্রতনুপুণ্যবলেন তয়া সহ সমাগতোঽভবম্, ক্ষীণে পুণ্যে তয়া বিযুক্তো নিরঘং প্রবিষ্টঃ ইব। অত্র অনুমানালংকারঃ, পুষ্পিতাগ্রা চ বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু—"অযুজিনযুগরেফতো যকারো, যুজি তু নজৌ জরগাশ্চ পুষ্পিতাগ্রা ॥"

বিদূষকঃ—ভো ইঅং ণামমুদ্দা কেণ উগ্‌ঘাদেণ তত্তহোদীএ হত্থাভ্যাশং পাবিদা? (ভোঃ ইয়ং নামমুদ্রা কেন উদ্‌ঘাতেন তত্রভবত্যা হস্তাভ্যাশং প্রাপিতা?)

সানুমতী—মম বি কোদূহলেণ আআরিদো এসো। (মম অপি কৌতূহলেন আকারিত এষঃ।)

রাজা—শ্রূয়তাম্। স্বনগরায় প্রস্থিতং মাং প্রিয়া সবাষ্পমাহ—কিয়চ্চিরেণার্যপুত্রঃ প্রতিপত্তিং দাস্যতীতি।

বিদূষকঃ—তদো তদো (ততঃ ততঃ)।

রাজা—পশ্চাদিমাং মুদ্রাং তদঙ্গুলৌ নিবেশয়তা ময়া প্রত্যভিহিতা।

.একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং
নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্।

তাবৎ প্রিয়ে মদবরোধগৃহপ্রবেশং
নেতা জনস্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি ॥ ১২ ॥

তচ্চ দারুণাত্মনা ময়া মোহান্নানুষ্ঠিতম্।

সন্ধিবিচ্ছেদ—কিয়চ্চিরেণ + আর্যপুত্রঃ, দাস্যতি + ইতি, পশ্চাৎ + ইমাম্, একৈকম্ + অত্র, যাবৎ + অন্তম্, সমীপম্ + উপৈষ্যতি + ইতি, মোহাৎ + ন + অনুষ্ঠিতম্।

অন্বয়—(হে) প্রিয়ে অত্র দিবসে দিবসে একৈকং মদীয়ং নামাক্ষরং গণয়। যাবৎ অন্তং গচ্ছসি তাবৎ মদবরোধগৃহপ্রবেশং নেত জনঃ তব সমীপম্ উপৈষ্যতি ইতি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—বিদূষকঃ—ভোঃ (মহারাজ) ইয়ং নামমুদ্রা (আপনার নাম মুদ্রিত এ অঙ্গুরীয়ক) কেন উদ্‌ঘাতেন (কিভাবে) তত্রভবত্যাঃ (তাঁর অর্থাৎ শকুন্তলার) হস্তাভ্যাশং প্রাপিতা (হস্তে পৌঁছল)? সানুমতী—এষঃ অপি (এ বিদূষকও) মম কৌতূহলেন (আমার কৌতূহলের দ্বারা) আকারিতঃ (প্রেরিত হয়ে এ প্রশ্ন করছে)। রাজা—শ্রূয়তাম্ (শুনুন), স্বনগরায় প্রস্থিতং মাং (নিজের রাজধানীতে প্রস্থানকালে আমাকে) প্রিয়া (শকুন্তলা) সবাষ্পম্ আহ (অশ্রুমোচন করে বলল), কিয়চ্চিরেণ আর্যপুত্রঃ (কতদিন পরে আর্যপুত্র) প্রতিপত্তিং দাস্যতি ইতি (আমাকে সংবাদ দেবেন)? বিদূষকঃ—ততঃ ততঃ (তারপর, তারপর) রাজা—পশ্চাদিমাং মুদ্রাং (তারপর এ অঙ্গুরীয়ক) তদঙ্গুলৌ নিবেশয়তা (তাঁর আঙ্গুলে পরিয়ে দিতে দিতে) ময়া প্রত্যভিহিতা (আমি বললাম),—অত্র (এ অঙ্গুরীয়কে মুদ্রিত আমার নামের) দিবসে দিবসে (প্রতিদিন) একৈকম্ অক্ষরং গণয় (একটি করে অক্ষর গুণবে)। যাবৎ অন্তং গচ্ছসি (যখন অক্ষর গণনা শেষ হবে) তাবৎ (তখন) মদবরোধগৃহপ্রবেশং নেতা জনঃ (আমার অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে কোন লোক) তব সমীপম্ (তোমার কাছে) উপৈষ্যতি ইতি (আসবে)। তচ্চ (তা') দারুণাত্মনা ময়া (নিষ্ঠুর আমি) মোহাৎ ন অনুষ্ঠিতম্ (মোহবশতঃ করিনি)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—মহারাজ, আপনার নাম মুদ্রিত এ অঙ্গুরীয়ক কিভাবে তাঁর (শকুন্তলার) হস্তে পৌঁছল?

সানুমতী—এ বিদূষকও আমার কৌতূহলের দ্বারা প্রেরিত হয়ে এ প্রশ্ন করছে।

রাজা—শুনুন, নিজের রাজধানীতে প্রস্থানকালে আমাকে শকুন্তলা অশ্রুমোচন করে বলল, কত দিন পরে আর্যপুত্র আমাকে সংবাদ দেবেন?

বিদূষক—তারপর, তারপর।

রাজা—তারপর এ অঙ্গুরীয়ক তাঁর আঙ্গুলে পরিয়ে দিতে দিতে আমি বললাম, এ অঙ্গুরীয়কে মুদ্রিত আমার নামের অক্ষর প্রতিদিন একটি করে গুণবে। যখন অক্ষর গণনা শেষ হবে, তখন আমার অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে কোন লোক তোমার কাছে আসবে। নিষ্ঠুর, আমি তা' মোহবশতঃ করিনি।

মনোরমা—চিরেণ = অপবর্গে তৃতীয়া। গচ্ছসি—"যাবৎপুরানিপাতয়ো র্লট্" এই সূত্র অনুসারে লট্। অবরোধগৃহপ্রবেশম্—"ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃণাম্" এ সূত্র অনুসারে এখানে ষষ্ঠী নিষেধ। স্বনগরায় = স্বস্য নগরম্, স্বনগরম্, ষষ্ঠীতৎ, তস্মৈ,—এখানে "গত্যর্থকর্মণি দ্বিতীয়াচতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি"—এ সূত্র অনুসারে পক্ষে চতুর্থী।

আশা—একৈকমিতি। অত্র অঙ্গুলীয়কে দিবসে দিবসে একৈকং নাম্নঃ অক্ষরং গণয়। একস্মিন্ দিনে একম্ অক্ষরং গণয়, ইতি ক্রমেণ যাবদন্তম্ অক্ষরাণাং সমাপ্তিং গমিষ্যসি, "যাবৎ পুরানিপাতয়ো র্লট্" ইতি ভবিষ্যতি লট্, তাবৎ, ত্রিচতুরৈঃ দিনৈঃ ইতি ভাবঃ, হে প্রিয়ে, মম অবরোধগৃহে অন্তঃপুরে প্রবেশঃ তং নেতা প্রাপয়িতা জনঃ তব সমীপম্ উপৈষ্যতি প্রাপ্স্যতি ইতি সা ময়া প্রত্যভিহিতা। ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃণামিতি নিষেধাৎ গৃহপ্রবেশমিত্যত্র ষষ্ঠী নাপ্নোতি। অত্র নামাক্ষরগণনোপদেশভঙ্গ্যা 'অদ্যাবধি তৃতীয়দিবসে" ত্বাং নেতুং মমান্তঃপুরস্থো লোকঃ আগমিষ্যতি ইতি গম্যার্থস্য স্পষ্টসূচনাৎ পর্যায়োক্তমলংকারঃ। তথাচ দর্পণে—"পর্যায়োক্তং যদা ভঙ্গ্যা গম্যমেবাভিধীয়তে" ইতি সিদ্ধান্তবাগীশপাদাঃ। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

শক্রাবতারসবাসী ধীবরের কাছ থেকে অঙ্গুরীযক ফিবে পেযে মোহমুক্ত রাজা দুষ্যন্ত স্মরণ করতে পারলেন যে, শকুন্তলার অঙ্গুলীতে অঙ্গুবীয়কটি পবিয়ে দিয়ে তিনি তাকে আশ্বস্ত করবার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, অঙ্গুরীয়কে মুদ্রিত যতটি নামাক্ষর রয়েছে ততদিন পরে হস্তিনাপুর থেকে রাজপুরুষ এসে তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা এখানে উচ্চারণ করা হয়নি। এখন প্রশ্ন হলো—এখানে 'নামাক্ষব' বলতে যদি 'দুষ্যন্ত' নামের মধ্যে যতগুলি স্বরবর্ণ রয়েছে সেগুলি ধরা হয় তাহলে দিনের সংখ্যা হবে কেবল তিন ("ন ক্ষরতি ন চলতীতি প্রধানত্বাদক্ষরং স্বরমুচ্যতে"—দুর্গাসিংহঃ)। যদি 'অক্ষর' অর্থে স্বর ও ব্যঞ্জন উভয়কে ধরা হয়, তাহলে দিনের সংখ্যা হবে আট। আবার, যদি নামের ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে দিনের সংখ্যা হবে পাঁচ। রাঘবভট্ট তাঁর "অর্থদ্যোতনিকায়" বলেছেন—"ত্রিচতুরদিনৈরিতি ভাবঃ।"

কিন্তু এখানে "চতুর" বলার পেছনে কোন যুক্তি আছে কিনা তা' বিচার্য। কোন কোন সংস্করণে আবার বলা হয়েছে যে, রাজা দুষ্যন্ত স্বয়ং নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন কিনা তা সন্দেহের বিষয় ॥

সানুমতী—রমণীও ক্খু অবহী বিহিণা বিসংবাদিদো। (রমণীয়ঃ খলু অবধিঃ বিধিনা বিসংবাদিতঃ।)

বিদূষকঃ—কহং ধীবলকপ্পিঅস্স লোহিঅমচ্ছস্স উদলব্ভন্তলে আসি? (কথং ধীবরকল্পিতস্য রোহিতমৎস্যস্য উদরাভ্যন্তরে আসীৎ?)

রাজা—শচীতীর্থং বন্দমানায়াঃ সখ্যাস্তে হস্তাদ্ গঙ্গাস্রোতসি পরিভ্রষ্টম্।

বিদূষকঃ—জুজ্জই। (যুজ্যতে)।

সানুমতী—অদো এব্ব তবস্সিণীএ সউন্দলাএ অধম্মভীরুণো ইমস্স রাএসিণো পরিণএ সংদেহো আসি। অহবা ঈদিসো অণুরাও অহিণ্ণাণং অবেক্খদি। কহং বিঅ এদং। (অতএব তপস্বিন্যাঃ শকুন্তলায়াঃ অধর্মভীরোঃ অস্য রাজর্ষেঃ পরিণয়ে সন্দেহঃ আসীৎ। অথবা ঈদৃশঃ অনুরাগঃ অভিজ্ঞানম্ অপেক্ষতে কথমিব এতৎ।)

বাঙ্লা শব্দার্থ—সানুমতী—রমণীয়ঃ খলু অবধিঃ (অত্যন্ত মনোরম সময়সীমাকে) বিধিনা বিসংবাদিতঃ (বিধাতা ব্যর্থ করে দিলেন)। বিদূষকঃ—কথং (কিরূপে) ধীবরকল্পিতস্য রোহিতমৎস্যস্য (ধীবরকর্তিত রোহিত মৎস্যের) উদরাভ্যন্তরে আসীৎ (উদর মধ্যে আসল)? রাজা—শচীতীর্থং বন্দমানয়োঃ (শচীতীর্থে বন্দনা করবার সময়) তে সখ্যাঃ হস্তাৎ (তোমার সখীর হস্ত থেকে) গঙ্গাস্রোতসি পরিভ্রষ্টম্ (গঙ্গার স্রোতে পতিত হয়েছিল)। বিদূষকঃ—যুজ্যতে (হতে পারে)। সানুমতী—অতএব (সে কারণেই) অধর্মভীরোঃ অস্য রাজর্ষেঃ (অধর্মভীরু এ রাজর্ষির) তপস্বিন্যাঃ শকুন্তলায়াঃ (হতভাগিনী শকুন্তলার) পরিণয়ে সন্দেহঃ আসীৎ (সঙ্গে বিবাহে সন্দেহ হয়েছিল)। অথবা (অথবা) ঈদৃশঃ অনুরাগঃ (এরূপ অনুরাগ) অভিজ্ঞানম্ অপেক্ষতে (কোন স্মারকের অপেক্ষা রাখবে) কথম্ ইব এতৎ (এটাই বা কিরকম)?

বঙ্গানুবাদ—সানুমতী—অত্যন্ত মনোরম সময়সীমাকে বিধাতা ব্যর্থ করে দিলেন।

বিদূষক—কিরূপে ধীবরকর্তিত রোহিতমৎস্যের উদরের মধ্যে আসল?

রাজা—শচীতীর্থে বন্দনা কববার সময় তোমার সখীর হস্ত থেকে গঙ্গার স্রোতে পতিত হয়েছিল।

বিদূষক—হতে পারে।

সানুমতী—সেকারণেই অধর্মভীরু এ রাজর্ষির হস্তভাগিনী শকুন্তলার সঙ্গে বিবাহে সন্দেহ হয়েছিল। অথবা, এরূপ অনুবাগ কোন স্মারকের অপেক্ষা রাখবে,—এটাই বা কিরকম?

রাজা—উপালপ্স্যে তাবদিদমঙ্গুলীয়কম্।

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) গহীদো ণেণ পন্থা উম্মত্তআণম্। (গৃহীতঃ অনেন পন্থাঃ উন্মত্তানাম্।)

রাজা—(অঙ্গুলীয়কং বিলোক্য) মুদ্রিকে,

> **কথং নু তং বন্ধুরকোমলাঙ্গুলিং**
> **করং বিহায়াসি নিমগ্নমম্ভসি।**

অথবা—

> **অচেতনং নাম গুণং ন লক্ষয়ে-**
> **ন্ময়ৈব কস্মাদবধীরিতা প্রিয়া ॥ ১৩ ॥**

সন্ধিবিচ্ছেদ—তাবৎ + ইদম্ + অঙ্গুলীযকম্। বিহায় + অসি, নিমগ্নম্ + অম্ভসি, লক্ষয়েৎ + ময়া + এব, কস্মাৎ + অবধীরিতা।

অন্বয়—বন্ধুরকোমলাঙ্গুলিং তং করং বিহায় কথং নু অম্ভসি নিমগ্নম্? অথবা, অচেতনং গুণং নাম ন লক্ষয়েৎ। মযা এব কস্মাৎ প্রিয়া অবধীরিতা?

বাঙ্লা শব্দার্থ—রাজা—ইদম্ অঙ্গুলীযকং তাবৎ (এ অঙ্গুরীয়কটিকেই) উপালপ্স্যে *(তিবস্কার করব)। বিদূষকঃ—[আত্মগতম্—মনে মনে] অনেন (ইনি) উন্মত্তানাং পন্থাঃ* (পাগলের পথ) গৃহীতঃ (গ্রহণ কবেছেন)। রাজা—[অঙ্গুলীয়কং বিলোক্য—

অঙ্গুরীয়কটির দিকে তাকিয়ে] মুদ্রিকে (শোন, অঙ্গুরীয়ক) বন্ধুরকোমলাঙ্গুলিং তং করং বিহায় (সুন্দর ও কোমল আঙ্গুলের সে হাত ছেড়ে) কথং নু অম্ভসি নিমগ্নম্ (কি করে তুমি জলে নিমগ্ন হয়ে থাকলে)? অথবা (অথবা) অচেতনং গুণং নাম ন লক্ষয়েৎ (অচেতন পদার্থ গুণ বিচার করতে পারে না)। ময়া এব (আমিই বা) কস্মাৎ (কি কারণে) প্রিয়া অবধীরিতা (প্রিয়তমাকে প্রত্যাখ্যান করেছি)?

বঙ্গানুবাদ—রাজা—এ অঙ্গুরীয়কটিকেই তিরস্কার করব।

বিদূষক—(মনে মনে) ইনি পাগলের পথ গ্রহণ করেছেন।

রাজা—[অঙ্গুরীয়কটির দিকে তাকিয়ে] শোন, অঙ্গুরীয়ক, সুন্দর ও কোমল আঙ্গুলের সে হাত পরিত্যাগ করে কি করে তুমি জলে নিমগ্ন হয়ে থাকলে? অথবা, অচেতন পদার্থ গুণ বিচার করতে পারে না। আমিই বা কি কারণে প্রত্যাখ্যান করেছি?

আশা—কথামিতি। বন্ধুরাঃ সুবিভক্তপর্বতয়া উন্নতানতাঃ যদ্বা বন্ধুরা রম্যা, অথচ কোমলাঃ। স্পর্শসুভগাঃ অঙ্গুলয়ঃ যত্র, অতএব সর্বথা পরিত্যক্তুম্ অযোগ্যং তং করং বিহায় ত্যক্ত্বা কথং কেন কারণেন অম্ভসি অচেতনে জলে নিতরাং মগ্নম্ অসি। অহো তে মূঢ়তা ইতি ভাবঃ। অথবা, অচেতনং গুণানাং তারতম্যপরিজ্ঞানে মন্থরং জড়ং বস্তু গুণং করস্য সুখস্পর্শাদিকং ন লক্ষয়েৎ ন জানীয়াৎ, অতো যুক্তমস্য জলে পতনম্, কিন্তু ময়া এব চেতনাভিমানবতা কস্মাৎ হেতোঃ প্রিয়া প্রিয়তমা শকুন্তলা অবধীরিতা প্রত্যাখ্যাতা। চেতনোঽপি অহমচেতন ইতি ভাবঃ। অত্র অবধীরণা-কারণাভাবে তদুৎপত্তের্বিভাবনা,—"বিভাবনা বিনা হেতুং কার্যোৎপত্তির্যদুচ্যতে" ইতি লক্ষণাৎ। বংশস্থাবিলং চ বৃত্তম্। "বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ" ইতি তল্লক্ষণম্।

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) কহং বুভুক্খাএ খাদিদব্বো ম্হি? (কথং বুভুক্ষয়া খাদিতব্যঃ অস্মি?)

রাজা—অকারণপরিত্যাগানুশয়তপ্তহৃদয়স্তাবদনুকম্প্যতাময়ং জনঃ পুনর্দর্শনেন।

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ চিত্রফলকহস্তা)

চতুরিকা—ইয়ং চিত্তগদা ভট্টিনী। (চিত্রফলকং দর্শয়তি) (ইয়ং চিত্রগতা ভট্টিনী।)

বিদূষকঃ—সাহু বঅস্স, মহুরাবত্থাণদংসণিজ্জো ভাবানুপ্পবেসো। ক্খলদি বিঅ মে দিঠ্ঠী ণিণ্ণুণ্ণঅপ্পদেসেসু। (সাধু বয়স্য, মধুরাবস্থানদর্শনীয়ঃ ভাবানুপ্রবেশঃ। স্খলতি ইব মে দৃষ্টিঃ নিম্নোন্নতপ্রদেশেষু।)

সানুমতী—অম্ভো এসা রাএসিণো ণিউণদা। জানে সহী অগ্গদো মে বট্টদি ত্তি। (অহো, এষা রাজর্ষেঃ নিপুণতা। জানে সখী অগ্রতঃ মে বর্ততে ইতি।)

রাজা— যদ্‌যদ্ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা।
তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্ ॥ ১৪ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—তপ্তহৃদয়ঃ + তাবৎ + অনুকম্প্যতাম + অযম্। প্রবিশ্য + অপটী ক্ষেপেণ। যৎ + যৎ। তৎ + তৎ + অন্যথা। কিঞ্চিৎ + অন্বিতম ॥

অন্বয়—চিত্রে যদ্ যদ্ সাধু ন স্যাৎ তৎ তৎ অন্যথা ক্রিয়তে। তথাপি রেখযা তস্যাঃ লাবণ্যং কিঞ্চিদ্ অন্বিতম্ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—বিদূষকঃ—[আত্মগতম্—মনে মনে] কথং বুভুক্ষয়া খাদিতব্য অস্মি (ক্ষুধা কি আমায় খেয়ে ফেলবে)? রাজা—অকারণ- পরিত্যাগানুশয়তপ্তহৃদয়ঃ তাবৎ (অকারণে পরিত্যাগ করার অনুতাপে দগ্ধ হৃদয়) অযং জনঃ (এ লোককে) পুনর্দর্শনেন (পুনরায় দেখা দিয়ে) অনুকম্প্যতাম (অনুকম্পা কর)। [প্রবিশ্য অপটীক্ষেপেণ চিত্রফলকহস্তা—যবনিকা উত্তোলন না করেই হাতে চিত্রফলক নিয়ে প্রবেশ করে] চতুরিকা—ইযং চিত্রগতা ভট্টিনী (এই যে চিত্রে অঙ্কিত ভর্ত্রী)। [চিত্রফলকং দর্শযতি—চিত্রফলক দেখালেন]। বিদূষকঃ—সাধু বয়স্য। (বন্ধু, তুমি চমৎকার এঁকেছ)। মধুরাবস্থানদর্শনীযঃ ভাবানুপ্রবেশঃ (অঙ্গবিন্যাস এমন নিখুঁত হয়েছে যে, মনে হচ্ছে যেন হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হচ্ছে)। নিম্নোন্নতপ্রদেশেষু (চিত্রে অঙ্কিত উঁচু ও নীচু স্থানে) স্খলতি ইব মে দৃষ্টিঃ (যেন আমার দৃষ্টি স্থির থাকছে না) সানুমতী—অহো এষা রাজর্ষেঃ নিপুণতা (আহা, রাজর্ষির অংকনে কি দক্ষতা!) জানে (মনে হচ্ছে) সখী (আমার সখী শকুন্তলা) মে অগ্রতঃ (আমার সম্মুখে) বর্ততে ইতি (দাঁড়িয়ে আছে)। রাজা—চিত্রে (ছবিতে) যৎ যৎ সাধু ন স্যাৎ (যা যা একেবারে নিখুঁত হয়নি) তৎ তৎ অন্যথা ক্রিয়তে (সেগুলিকে একটু পরিবর্তন করে দিচ্ছি) তথাপি (তবুও) রেখয়া (রেখার মাধ্যমে) তস্যা লাবণ্যং (তার লাবণ্য) কিঞ্চিৎ অন্বিতম্ (কিছুটা ফুটিয়ে তুলেছি)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—(মনে মনে) ক্ষুধা কি আমায় খেয়ে ফেলবে?

রাজা—অকারণে পরিত্যাগ করার অনুতাপে দগ্ধহৃদয় এ ব্যক্তিকে পুনরায় দর্শন দিয়ে অনুকম্পা কর। [যবনিকা উত্তোলন না করেই, হাতে চিত্রফলক নিয়ে প্রবেশ করে]

চতুরিকা—এই যে চিত্রে অংকিত ভর্ত্রী। [চিত্রফলক দেখালেন]

বিদূষক—বন্ধু, তুমি চমৎকার এঁকেছ, যেন হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হচ্ছে। চিত্রে অংকিত উচ্চ ও নিম্নস্থানে যেন আমার দৃষ্টি স্থিব থাক্‌ছে না।

সানুমতী—আহা, রাজর্ষির অংকনে কি দক্ষতাঙ্গ মনে হচ্ছে, আমাব সখী শকুন্তলা আমার সম্মুখেই দণ্ডায়মান রয়েছে।

রাজা— প্রতিকৃতিতে যা যা একেবাবে নিখুঁত হয়নি সেগুলিকে একটু পরিবর্তন করে দিচ্ছি। তবুও বেখার মাধ্যমে তার লাবণ্য কিছুটা প্রকাশ করতে পেবেছি ।

আশা—যদিতি। চিত্রে ময়া নির্মিতে আলেখ্যে যৎ যৎ অঙ্গাদিকং সাধু অবিকলং বিন্যস্তং ন স্যাৎ [সম্ভাবনায়াং লিঙ্‌] তৎ তৎ সর্বেণ চিত্রকরেণ অন্যথা যথা দর্শনীয়ং স্যাৎ তথা ক্রিয়তে, স্বেচ্ছয়া প্রকারান্তবেণ অঙ্ক্যতে। সর্বেষামেব চিত্রকরাণাম্‌ ইয়মেব রীতিঃ যৎ অংকয়িতব্যস্য যো যোঽংশঃ আলেখ্যে অবিকলং বিন্যস্তং ন শক্যতে সঃ সোঽংশঃ যথাকামং প্রকারান্তরেণ তৈঃ অঙ্ক্যতে। অনেন আলেখ্যস্য অসম্পূর্ণত্বং প্রতিপদ্যতে। তথাপি চিত্রকর্মণঃ অসম্পূর্ণত্বেঽপি তস্যাঃ শকুন্তলাযাঃ লাবণ্যম্‌ অলৌকিকং সৌন্দর্যং বেখয়া চিত্রার্থং তূলিকাবিহিতযা কিঞ্চিৎ স্বল্পং ন তু বাহুল্যেন অন্বিতম্‌ অভি-ব্যঞ্জিতম্‌ ইত্যর্থঃ ॥ অত্র চিত্রে তদলৌকিকলাবণ্যস্য কথঞ্চিৎ উন্মেষঃ সম্পাদিতঃ। লাবণ্যং বেখয়া ইতি বিরোধাভাসঃ ॥

সানুমতী—সরিসং এদং পচ্ছাদ্দাবগুরুণো সিনেহস্স অণবলেবস্স অ। (সদৃশম্‌ এতৎ পশ্চাত্তাপগুরোঃ স্নেহস্য অনবলেপস্য চ।)

বিদূষকঃ—ভো দাণিং তিন্‌হিও তত্তহোদীও দীসন্তি। সব্বাও অ দং-সণীআও। কদমা ইত্থ তত্তহোদী সউন্দলা? (ভোঃ ইদানীং তিস্রঃ তত্রভবত্যঃ দৃশ্যন্তে। সর্বাঃ চ দর্শনীয়াঃ। কতমা অত্রভবতী শকুন্তলা?)

সানুমতী—অণভিণ্ণো ক্‌খু ঈদিসস্স রুবস্স মোহদিট্‌ঠী অঅং জণো। (অনভিজ্ঞঃ খলু ঈদৃশস্য রূপস্য মোহদৃষ্টিঃ অয়ং জনঃ।)

রাজা—ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি?

বিদূষকঃ—তক্কেমি জাএসা সিঢিলকেসবন্ধণুব্বন্তকুসুমেন কেসন্তেন উব্ভিণ্ণস্সেঅবিন্দুনা বঅনেন বিসেসদো ওসরিআহিং বাহাহিং অবসেঅসিণিদ্ধতরুণপল্লবস্স চূঅপাঅবস্স পাসে ইসিপরিস্সন্তা বিঅ আলিহিদা সা সউন্দলা। ইদরাও ইদরাও সহীও ত্তি। (তর্কয়ামি যা এষা শিথিলকেশবন্ধনোদ্বান্তকুসুমেন কেশান্তে নোদ্ভিন্নস্বেদবিন্দুনা বদনেন বিশেষতঃ অপসৃতাভ্যাং বাহুভ্যাম্ অবসেকস্নিগ্ধতরুণপল্লবস্য চূতপাদপস্য পার্শ্বে ঈষৎ পরিশ্রান্তা ইব আলিখিতা সা শকুন্তলা। ইতরে সখ্যৌ ইতি।)

রাজা—নিপুণো ভবান্। অস্ত্যত্র মে ভাবচিহ্নম্।

> **খিন্নাঙ্গুলি-বিনিবেশো রেখাপ্রান্তেষু দৃশ্যতে মলিনঃ।**
> **অশ্রু চ কপোলপতিতং দৃশ্যমিদং বর্তিকোচ্ছ্বাসাৎ ॥ ১৫ ॥**

(চেটীং প্রতি) চতুরিকে, অর্ধলিখিতমেতদ্বিনোদস্থানম্, তদ্ গচ্ছ। বর্তিকাং স্তাবদানয় ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—অস্তি + অত্র। দৃশ্যম্ + ইদম্। অর্ধলিখিতম্ + এতৎ + বিনোদস্থানম্। তাবৎ + আনয়।

অন্বয়—রেখাপ্রান্তেষু মলিনঃ খিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশঃ দৃশ্যতে। ইদং চ কপোলপতিতম্ অশ্রু বর্তিকোচ্ছ্বাসাৎ দৃশ্যম্ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—সানুমতী—এতৎ (এ উক্তি) পশ্চাত্তাপগুরোঃ (গুরুতর অনুতাপের কারণে বর্ধিত) স্নেহস্য (অনুরাগের) অনবলেপস্য চ (এবং নিরহংকার প্রেমের) সদৃশম্ (যোগ্য বটে)। বিদূষকঃ—ভোঃ (আচ্ছা মহারাজ) ইদানীং (এখন এ প্রতিকৃতিতে) তিস্রঃ তত্রভবত্যঃ দৃশ্যন্তে (তিনজন রমণীকে দেখা যাচ্ছে)। সর্বাঃ চ দর্শনীয়াঃ (সকলেই দেখতে সুন্দর)। অত্র (এদের মধ্যে) কতমা তত্রভবতী শকুন্তলা (কোনজন শকুন্তলা)? সানুমতী—অনভিজ্ঞঃ খলু ঈদৃশস্য রূপস্য (এ কখনো এমন রূপ দেখেনি) মোহদৃষ্টিঃ অয়ম্ (তাই এর দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন)। রাজা—ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি (কাকে তোমার শকুন্তলা বলে মনে হয়)? বিদূষকঃ—তর্কয়ামি, (আমি মনে করি) শিথিলকেশবন্ধনোদ্বান্তকুসুমেন কেশান্তেন (যার শিথিল কবরী বন্ধন থেকে কুসুম ঝরে পড়ছে) উদ্ভিন্ন স্বেদবিন্দুনা বদনেন (যার মুখের উপর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম ফুটে উঠেছে) বিশেষতঃ

অপসৃতাভ্যাং বাহুভ্যাং (যার বাহু দুটি বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েছে) অবসেকস্নিগ্ধতরুণপল্লবস্য চূতপাদপস্য (এবং যিনি জলসেচন করায় স্নিগ্ধ ও নব পল্লবে সজ্জিত আম্রবৃক্ষের) পার্শ্বে ঈষৎ পরিশ্রান্তা ইব আলিখিতা (পাশে কিছুটা ক্লান্তের মত অংকিত হয়েছেন) সা শকুন্তলা (তিনিই শকুন্তলা)। ইতরে সখ্যৌ ইতি (অপর দুজন হলেন তাঁর সখী)। রাজা—নিপুণো ভবান্ (তুমি নিপুণ বটে)। অস্তি অত্র মে ভাবচিহ্নম্ (এ ছবিতে আমার মনের আবেগও কতকটা মূর্ত হয়ে উঠেছে।) রেখাপ্রান্তেষু (চিত্রের রেখাপ্রান্ত) মলিনঃ খিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশঃ দৃশ্যতে (আমার ঘর্মাক্ত অঙ্গুলির স্পর্শে মলিন হয়েছে)। ইদং চ কপোলপতিতম্ অশ্রু (আমার অশ্রুবিন্দু ছবিতে অংকিত এর কপোলে পড়েছে), বর্তিকোচ্ছ্বাসাৎ দৃশ্যম্ (বর্ণের উচ্ছ্বাস থেকে তা' সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে)। চতুরিকে (চতুরিকা) এতৎ বিনোদস্থানম্ অর্ধলিখিতম্ (আমার চিত্তবিনোদনের এ আশ্রয় অসম্পূর্ণ রয়েছে)। গচ্ছ (যাও) বর্তিকাং তাবৎ আনয় (তুলি নিয়ে এস) ॥

বঙ্গানুবাদ—সানুমতী—এ উক্তি গুরুতর অনুতাপের কারণে বর্ধিত অনুরাগের এবং নিরহঙ্কার প্রেমের যোগ্য বটে।

বিদূষক—আচ্ছা মহারাজ, এখন এ প্রতিকৃতিতে তিনজন রমণীকে দেখা যাচ্ছে। সকলেই দেখতে সুন্দর। এদের মধ্যে কোনজন শকুন্তলা?

সানুমতী—এ কখনো এমন রূপ দেখেনি, তাই এর দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন।

রাজা—কাকে তোমার শকুন্তলা বলে মনে হয়?

বিদূষক—আমি মনে করি, যার শিথিল কবরীবন্ধন থেকে কুসুম ঝরে পড়ছে, যার মুখের উপর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম ফুটে উঠেছে, যার বাহুদুটি বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েছে, এবং যিনি জলসেচন করায় স্নিগ্ধ ও নবপল্লবে সজ্জিত আম্রবৃক্ষের পাশে কিছুটা ক্লান্তের মত অংকিত হয়েছেন, তিনিই শকুন্তলা। অপর দু'জন হলেন সখী।

রাজা—তুমি নিপুণ বটে। এ ছবিতে আমার মনের আবেগও কতকটা মূর্ত হয়ে উঠেছে। চিত্রের রেখাপ্রান্ত আমার ঘর্মাক্ত অঙ্গুলির স্পর্শে মলিন হয়েছে। আমার অশ্রুবিন্দু চিত্রে অংকিত এর কপোলে পতিত হয়েছে, বর্ণের উচ্ছ্বাস থেকে তা' স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। চতুরিকা, আমার চিত্তবিনোদনের এ আশ্রয় অসম্পূর্ণ রয়েছে। যাও, তুলি নিয়ে এস।

মনোরমা—ভাবচিহ্নম্—ভাবকৃতং চিহ্নং, মধ্যপদলোপী বা উত্তরপদলোপী কর্মধা। খিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশঃ—খিন্নাঃ অঙ্গুলয়ঃ, কর্মধা, তাসাং বিনিবেশঃ, ষষ্ঠীতৎ। বর্তিকোচ্ছ্বাসাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। বর্তিকায়াঃ উচ্ছ্বাসঃ, ষষ্ঠীতৎ, তস্মাৎ।

আশা—খিন্নেতি ॥ রেখায়াঃ চিত্রপটস্য প্রান্তেষু প্রান্তভাগেষু মলিনঃ কৃষ্ণবর্ণঃ খিন্নানাং সাত্ত্বিকভাবাৎ স্বেদাপ্লুতানাম্ অঙ্গুলীনাং বিনিবেশঃ স্থাপনং দৃশ্যতে। চিত্রনির্মাণবেলায়াং সাত্ত্বিকভাবোদয়াৎ অঙ্গুলীনাং ঘর্মাপ্লুতত্বাৎ তাসাং স্পর্শেন চিত্রপটে কৃষ্ণবর্ণচিহ্নং সমুৎপন্নম্। কপোলে প্রতিকৃতেঃ গণ্ডস্থলে পতিতম্ ইদম্ অশ্রু অনুশয়াৎ রুদতঃ মে নয়নাৎ গলিতং জলং বর্তিকায়াঃ লেপবিশেষস্য চিত্রে প্রদত্তস্য উচ্ছ্বাসাৎ স্ফীততয়া উচ্ছূনতয়া ইতি যাবৎ দৃশ্যম্ ইদানীমপি দ্রষ্টুং শক্যম্।

চতুরিকা—অজ্জ মাডব্ব, অবলম্ব চিত্তফলঅং জাব আঅচ্ছেমি। (আর্য, মাধব্য, অবলম্বস্ব চিত্রফলকং যাবৎ আগচ্ছামি।)

রাজা—অহমেবৈতদবলম্বে। (যথোক্তং করোতি।)

(নিষ্ক্রান্তা চেটী)

অহং হি,—

সাক্ষাৎ প্রিয়ামুপগতামপহায় পূর্বং
চিত্রার্পিতাং পুনরিমাং বহুমন্যমানঃ।
স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য
জাতঃ সখে প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥ ১৬ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—অহম + এব + এতৎ + অবলম্বে, প্রিয়াম্ + উপগতাম্ + অপহায, পুনঃ + ইমাম্। নিকামজলাম্ + অতীত্য ॥

অন্বয়—সখে, পূর্বং সাক্ষাৎ উপগতাং প্রিয়াম্ অপহায চিত্রার্পিতাম্ ইমান্ বহুমন্য মানঃ অহং পথি নিকামজলাং স্রোতোবহাম্, অতীত্য মৃগতৃষ্ণিকাযাং প্রণযবান্ জাতঃ ॥ ১৬ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—চতুরিকা—আর্য মাধব্য (আর্য মাধব্য) যাবৎ আগচ্ছামি (আমি যতক্ষণ না আসি) অবলম্বস্ব চিত্রফলকম্ (চিত্রফলকখানা একটু ধর)। রাজা—অহম্ এব (আমিই) এতৎ অবলম্বে (এইটি ধরছি)। [যথোক্তং করোতি—তাই করলেন] (নিষ্ক্রান্তা চেটী—চেটী অর্থাৎ দাসী নিষ্ক্রান্ত হল) অহং হি (আমি)—সখে (বন্ধু) পূর্বং

সাক্ষাৎ উপগতাং প্রিয়াং (পূর্বে যখন স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিল, তখন তাকে) অপহায় (অবজ্ঞা করে) চিত্রার্পিতাম্ ইমাং বহুমন্যমানঃ (এখন চিত্রে অংকিত শকুন্তলাকে কত আদর করছি)। অহং (আমি যেন) পথি (পথিস্থিত) নিকামজলাং স্রোতোবহাম্ অতীত্য (প্রচুর জলপূর্ণ নদীকে পরিত্যাগ করে) মৃগতৃষ্ণিকায়াং প্রণয়বান্ জাতঃ (মরীচিকায় আসক্ত হয়েছি)।

বঙ্গানুবাদ—চতুরিকা—আর্য মাধব্য, আমি যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ চিত্রফলকখানা একটু ধর।

রাজা—আমিই এইটি ধরছি। (যেমন বলা হল তেমনি করলেন)

(চেটী অর্থাৎ দাসী নির্গত হল)

বন্ধু, আমি পূর্বে যখন (শকুন্তলা) স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিল, তখন তাকে অবজ্ঞা করে, এখন চিত্রে অংকিত শকুন্তলাকে সমাদর করছি। আমি যেন পথিস্থিত প্রচুর জলপূর্ণ নদীকে পরিত্যাগ করে, (জলভ্রমে) মরীচিকার প্রতি বিশেষ আসক্ত হয়ে পড়েছি ॥

মনোরমা—উপগতাম্—উপ গম্ + ক্ত স্ত্রিয়াং টাপ। অপহায = অপ-হা + ল্যপ্। স্রোতোবহাম্ = বহতি ইতি বহ্ + অচ কর্তরি, স্ত্রীলিঙ্গে বহা। স্রোতসাং বহা, ষষ্ঠীতৎ, তাম্। প্রণয়বান্ = প্র-নী + অচ্ করণে প্রণয়ঃ। স অস্য অস্তি ইতি প্রণয় + মতুপ্ = প্রণয়বান। নিকামজলাম = নিকামং জলং যস্যাং, বহুব্রীহিঃ, তাম্।

আশা—সাক্ষাদিতি ॥ হে সখে হে মিত্র অহং রাজা দুষ্যন্তঃ পূর্বং পূর্বস্মিন্ কালে সাক্ষাৎ সদেহাম্ স্বয়মেব উপগতাং সমাগতাং প্রিয়াং প্রিয়তমাং শকুন্তলাং অপহায় অবিগণয্য চিত্রে আলেখ্যে অর্পিতাম অংকিতাম্ ইমাং শকুন্তলাং বহুমন্যমানঃ অধিকং সম্মানয়ন পথি মার্গে নিকামম অত্যধিকং জলং যস্যাং সা তাং স্রোতোবহাং নদীম্ অতীত্য অতিক্রম্য মৃগতৃষ্ণিকায়াং মৃগমরীচিকায়াং প্রণয়বান্, প্রীতিযুক্তঃ জাতঃ। যথা কশ্চিদুদনান বিমলাপং সরঃ বিহায় মরৌ মরীচিকামনুসরতি তৃষোপশান্তয়ে, তথা অহমপি স্বয়মুপস্থিতাং প্রিয়াম অবমত্য তৎপ্রতিকৃতিমনঙ্গতাপনিবারণায় ভজামি ইতি বিম্বানুবিম্বভাবোধনাৎ নিদর্শনালংকারঃ। তল্লক্ষণং তু—"সম্ভবন বস্তুসম্বন্ধোঽসম্ভবন্ বাপি কুত্রচিৎ। যত্র বিম্বানুবিম্বত্বং বোধয়েৎ সা নিদর্শনা ॥" বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি লক্ষণাৎ।

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) এসো অত্তভবং ণদিং অদিক্কমিঅ মিঅতিণহিআং সংকন্তো। (প্রকাশম্) ভো অবরং কিং এত্থ লিহিদব্বং? (এষঃ অত্রভবান্ নদীম্ অতিক্রম্য মৃগতৃষ্ণিকাং সংক্রান্তঃ। ভোঃ অপরং কিং অত্র লিখিতব্যম্?)

সানুমতী—জো জো পদেসো সহীএ মে অহিরুবো তং তং আলিহিদুকামো ভবে। (যঃ যঃ প্রদেশঃ সখ্যাঃ মেঽভিরূপঃ তং তং আলিখিতুকামঃ ভবেৎ।)

রাজা—শ্রূয়তাম্,

> কার্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
> পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
> শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
> শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্ ॥ ১৭ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—পাদাঃ + তাম্ + অভিতঃ, তরোঃ + নির্মাতুম্ + ইচ্ছামি + অধঃ।

অন্বয়—সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী কার্যা। তাম্ অভিতঃ নিষণ্ণহরিণাঃ পাবনাঃ গৌরীগুরোঃ পাদাঃ কার্যা। শাখালম্বিতবল্কলস্য তরোঃ অধঃ কৃষ্ণমৃগস্য শৃঙ্গে বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীং চ নির্মাতুম্ ইচ্ছামি ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—বিদূষকঃ—(আত্মগতম্—মনে মনে) এষঃ অত্রভবান্ (ইনি) নদীম্ অতিক্রম্য (নদী অতিক্রম করে) মৃগতৃষ্ণিকাং সংক্রান্তঃ (মরীচিকার আবর্তে পতিত হয়েছেন)। (প্রকাশম্—প্রকাশ্যে) ভোঃ অপরং কিম্ অত্র লিখিতবান্ (বন্ধু, এখানে আর কি কি আঁকতে হবে?) সানুমতী—যঃ যঃ প্রদেশঃ (যে যে স্থান) মে সখ্যাঃ অভিরূপঃ (আমার সখীর প্রিয় ছিল) তং তম্ আলিখিতুকামঃ ভবেৎ (সে সে স্থান আঁকতে ইনি ইচ্ছুক মনে হয়)। রাজা—শ্রূয়তাম্ (বন্ধু শোন)—সৈকতলীনহংসমিথুনা (যার সৈকতে হংসযুগল উপবিষ্ট এমন) স্রোতোবহা মালিনী কার্যা (মালিনী নদী আঁকতে হবে)। তাম্ অভিতঃ নিষণ্ণহরিণাঃ (সে নদীর উভয় তীরে হরিণসমূহ বসে আছে এমন) পাবনাঃ গৌরীগুরোঃ পাদাঃ কার্যাঃ (পবিত্র হিমালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যন্ত পর্বতসমূহ আঁকতে হবে)। শাখালম্বিতবল্কলস্য তরোঃ অধঃ (যে বৃক্ষের শাখায় বল্কলবসন প্রলম্বমান এমন বৃক্ষের নীচে) কৃষ্ণমৃগস্য শৃঙ্গে (কৃষ্ণসার মৃগের শৃঙ্গে) বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীং চ (নিজের বাম চক্ষু কণ্ডূয়নরতা এক হরিণীকেও আমি অংকন করতে চাই)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—(মনে মনে) ইনি নদী অতিক্রম করে মরীচিকার আবর্তে পতিত হয়েছেন। (প্রকাশ্যে) বন্ধু, এখানে আর কি কি আঁকতে হবে?

সানুমতী—যে যে স্থানে আমার সখীর প্রিয় ছিল সে সে স্থান আঁকতে ইনি ইচ্ছুক মনে হয়।

রাজা—বন্ধু শোন। যার সৈকতে হংসযুগল উপবিষ্ট এমন মালিনী নদী আঁকতে হবে। সে নদীর উভয়তীরে হরিণসমূহ বসে আছে এমন পবিত্র হিমালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যন্ত পর্বতসমূহ আঁকতে হবে। যে বৃক্ষের শাখায় বল্কলবসন প্রলম্বমান এমন বৃক্ষের নীচে কৃষ্ণসার মৃগের শৃঙ্গে নিজের বামচক্ষু কণ্ডুয়নরতা এক হরিণীকেও আমি অংকন করতে চাই।

মনোরমা—সৈকতলীনহংসমিথুনা—সিকতাঃ সন্তি অস্মিন্ ইতি সিকতা + অণ্ মত্বর্থে সৈকতম। সৈকতে লীনানি হংসমিথুনানি যত্র সা, বহুব্রীহিঃ। নিষণ্ণহরিণা—নিষণ্ণাঃ হরিণাঃ যেষু তে, বহুব্রীহিঃ। নিষণ্ণ = নি-সদ্ + ক্ত কর্তরি। শাখালম্বিতবল্কলস্য—শাখাসু লম্বিতানি বল্কলানি যস্য, বহুব্রীহিঃ, তস্য। কণ্ডূযমানাম্—কণ্ডূ + যক্ + শানচ, স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্।

আশা—কার্যেতি। সৈকতে সিকতাময়ে পুলিনে লীনং সুখোপবিষ্টং হংসানাং মিথুনং স্ত্রীপুরুষযুগ্মকং যস্যাঃ তাদৃশী মরালযুগলৈঃ পরিশোভিত তটা স্রোতোবহা নদী মালিনী কার্যা, অত্র চিত্রফলকে লিখিতব্যা। তাং মালিনীম অভিতঃ মালিন্যাঃ পার্শ্বে নিষণ্ণাঃ উপবিষ্টাঃ হরিণাঃ যেষু তে নিষণ্ণহরিণাঃ পাবনাঃ পবিত্রাঃ গৌর্য্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ গুরোঃ পিতুঃ হিমালযস্য পাদাঃ প্রত্যন্তপর্বতাঃ কার্যা চিত্রয়িতব্যাঃ। শাখাসু লম্বিতানি বিশেষণার্থং বল্কলানি মুনীনাং পরিধেয়ানি যস্য তস্য তরোঃ বৃক্ষস্য অধঃ তলে কৃষ্ণ-মৃগস্য কৃষ্ণসারস্য মৃগস্য শৃঙ্গে বামং সব্যং নয়নং কণ্ডূযমানাং ঘর্ষন্তীং মৃগীং চ নির্মাতুম [illegible] ইচ্ছামি। অত্র 'কার্যা' ইত্যেকয়া ক্রিয়যা অপ্রস্তুতয়োরেব স্রোতোবহা পাদ-পদার্থয়োঃ কর্মতয়াভিসম্বন্ধাৎ তুল্যযোগিতালংকারঃ। শার্দূলবিক্রীড়িতং চ বৃত্তম্।

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) জহ অহং দেক্‌খামি পূরিদব্বং ণেন চিত্তফলঅং লম্বকুচ্চাণং তাবসাণং কদম্বেহিং। (যথা অহং পশ্যামি পূরিতব্যম্ অনেন চিত্রফলকং লম্বকূর্চানাং তাপসানাং কদম্বৈঃ।)

রাজা—বয়স্য, অন্যচ্চ শকুন্তলায়াঃ প্রসাধনমভিপ্রেতং বিস্মৃতমস্মাভিঃ।

বিদূষকঃ—কিং বিঅ? (কিম্ ইব?)

সানুমতী—বণবাসস্স সোউমারস্স বিণঅস্স অ জং সরিসং ভবিস্সদি। (বনবাসস্য সৌকুমার্যস্য বিনয়স্য চ যৎ সদৃশং ভবিষ্যতি।)

রাজা— কৃতং ন কর্ণাপিতবন্ধনং সখে
শিরীষমাগণ্ডবিলম্বিকেসরম্।
ন বা শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলং
মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে ॥ ১৮ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—অন্যৎ + চ, প্রসাধনম্ + অভিপ্রেতম্, বিস্মৃতম্ + অস্মাভিঃ, শিরীষম্ + আগণ্ডবিলম্বিকেসরম্।

অন্বয়—হে সখে, কর্ণার্পিতবন্ধনম্ আগণ্ডবিলম্বিকেসরং শিরীষং ন কৃতম্। ন বা শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলং মৃণালসূত্রং স্তনান্তরে রচিতম্ ॥ ১৮ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—বিদূষকঃ—[আত্মগতম্—মনে মনে] যথা অহং পশ্যামি (আমি যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে) অনেন (ইনি) লম্বকূর্চানাং তাপসানাং কদম্বৈঃ (লম্বা লম্বা দাড়িওয়ালা তাপসদের দিয়ে) চিত্রফলকং পূরিতব্যম্ (চিত্রফলকটি পূর্ণ করে ফেলবেন)। রাজা—বয়স্য (বন্ধু) শকুন্তলায়াঃ (শকুন্তলার) অন্যচ্চ অভিপ্রেতং প্রসানম্ (অন্য কিছু অত্যন্ত প্রিয় প্রসান) বিস্মৃতম্ অস্মাভিঃ (আমি আঁকতে ভুলে গেছি)। বিদূষকঃ—কিমিব (কিরকম)? সানুমতী—বনবাসস্য (বনবাসের সৌকুমার্যস্য (সুকুমারতার) বিনয়স্য চ (এবং বিনয়ের) যৎ সদৃশং ভবিষ্যতি (উপযুক্ত এমন কিছু হবে মনে করি)। রাজা—হে সখে (বন্ধু) কর্ণার্পিতবন্ধনং (বৃন্তটি কর্ণে সংলগ্ন) আগণ্ডবিলম্বিকেসরং শিরীষং (এবং কেসরগুচ্ছ গণ্ডমূলে দোদুল্যমান এমন একটি শিরীষকুসুম) ন কৃতম্ (আঁকা হয়নি)। শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলং মৃণালসূত্রং (শরৎকালীন চন্দ্রের কৌমুদীর ন্যায় পেলব ও ধবল একটি মৃণালের হার) স্তনান্তরে ন বা রচিতম্ (স্তনদ্বয়ের মধ্যে অংকিত করিনি)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—(মনে মনে) যা দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে যে, ইনি অসংখ্য লম্বা লম্বা দাঁড়িওয়ালা তাপসদের এঁকে চিত্রফলকটি পূর্ণ করে ফেলবেন।

রাজা—বন্ধু, শকুন্তলার অন্য কিছু অত্যন্ত প্রিয় প্রসাধনও আমি অংকন করতে ভুলে গেছি।

বিদূষক—কিরকম?

সানুমতী—বনবাসের সুকুমারতার এবং বিনয়ের উপযুক্ত কিছু হবে মনে করি।

রাজা—বন্ধু, বৃন্তটি কর্ণে লগ্ন এবং কেসরগুচ্ছ গণ্ডমূলে লম্বমান এমন একটি শিরীষকুসুম আঁকা হয়নি। তাছাড়া, শরৎকালীন চন্দ্রের কৌমুদীর ন্যায় পেলব ও ধবল একটি মৃণালের হার স্তনদ্বয়ের মধ্যে অংকিত করিনি।

মনোরমা—কর্ণার্পিতবন্ধনম—কর্ণয়োঃ অর্পিতং বন্ধনং যস্য, বহুব্রীহিঃ, তৎ। আগণ্ডবিলম্বিকেসরম—আ গণ্ডাৎ, আগণ্ডম্, অব্যয়ীভাবঃ, আগণ্ডং সাধু বিলম্বন্তে ইতি আগণ্ড-বি-লম্ব্ + ণিনি কর্তরি সাধুকারিণি, আগণ্ডবিলম্বিনঃ, তাদৃশাঃ কেসরাঃ যস্মিন্ তৎ, বহুব্রীহিঃ। শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলম্—শরদঃ চন্দ্রঃ, ষষ্ঠীতৎ, তস্য মরীচিঃ, ষষ্ঠীতৎ, তদ্বৎ কোমলম্, উপমানকর্মধারয়ঃ।

আশা—কৃতমিতি ॥ কর্ণয়োঃ শ্রবণয়োঃ অর্পিতং ন্যস্তং বন্ধনং বৃন্তং যস্য তৎ, কর্ণার্পিতবন্ধনম, অবতংসার্থং কর্ণয়োরবস্থাপিমিত্যর্থঃ, গণ্ডাভ্যাম আ ইতি আগণ্ডম্ (মর্যাদায়ামব্যয়ীভাবঃ) কপোলপর্যন্তবিলম্বিনঃ ইতি আগণ্ডবিলম্বিনঃ (সহসুপেতি সমাসঃ) ॥ কপোলয়োরপি অলংকর্তার ইতি ভাবঃ। কেসরাঃ কিঞ্জল্কাঃ যস্য তৎ তাদৃশং শিরীষং শিরীষকুসুমং ন কৃতম্ নালিখিতম্ শিরীষপুষ্পেণ অস্যাঃ কর্ণভূষণং ন কৃতমিত্যর্থঃ। ন বা শরচ্চন্দ্রস্য কৌমুদীধবলমিত্যর্থঃ, মৃণালসূত্রং হারঃ ইত্যর্থঃ, স্তনয়োঃ অন্তরে মধ্যে বক্ষসি ন রচিতং ন দত্তম্। বা অত্র সমুচ্চয়ে। অত্র ক্রিয়য়োঃ সমুচ্চিতত্বাৎ সমুচ্চয়ালংকারঃ, লুপ্তোপমা চ। বংশস্থবিলং বৃত্তম্, 'বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ" ইতি লক্ষণাৎ ॥

বিদূষকঃ—ভো, কিং ণু তত্তহোদী রত্তকুবলঅপল্লবসোহিণা অগগহত্থেন মূহং ওবারিঅ চইদচইদা বিঅ ঠিআ। (সাবধানং নিরূপ্য দৃষ্ট্বা) আ, এসো দাসীএ পুত্তো কুসুমরসপাডচ্চরো তত্তহোদীএ বঅণং অহিলঙ্ঘেদি মহূঅরো। (ভোঃ, কিং নু তত্রভবতী রক্তকুবলয়পল্লবশোভিনা অগ্রহস্তেন মুখম্ অপবার্য চকিতচকিতা ইব স্থিতা। আঃ, এষ দাস্যাঃ পুত্রঃ কুসুমরসপাটচ্চর তত্রভবত্যাঃ বদনম্ অভিলঙ্ঘতি মধুকরঃ।)

রাজা—ননু বার্যতাম্ এষঃ ধৃষ্টঃ।

বিদূষকঃ—ভবং এব্ব অবিনীদাণং সাসিদা ইমস্স বাবণে পহবিস্সদি। (ভবান এব অবিনীতানাং শাসিতা অস্য বারণে প্রভবিষ্যতি।)

রাজা—যুজ্যতে। অয়ি ভোঃ কুসুমলতাপ্রিয়াতিথে, কিমত্র পবিপতনখেদমনুভবসি।

এষা কুসুমনিষণ্ণা তৃষিতাপি সতী ভবন্তমনুরক্তা।
প্রতিপালয়তি মধুকরী ন খলু মধু বিনা ত্বয়া পিবতি ॥ ১৯ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—কিম্ + অত্র, পরিপতনখেদম্ + অনুভবসি, তৃষিতা + অপি, ভবন্তম + অনুরক্তা।

অন্বয়—অনুরক্তা এষা মধুকরী তৃষিতা কুসুমে নিষণ্ণা সতী অপি ভবন্তং প্রতিপালয়তি। ত্বয়া বিনা মধু ন খলু পিবতি ॥ ১৯ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—বিদূষকঃ—ভোঃ (বয়স্য) তত্রভবতী (ইনি) রক্তকুবলয় পল্লবশোভিনা অগ্রহস্তেন (রক্তপদ্মের দলের মত সুন্দর আঙ্গুলে) মুখম অপবার্য (মুখ আচ্ছাদন করে) চকিতচকিতা ইব (যেন অত্যন্ত চকিতভাবে) কিং নু স্থিতা (কেন দাঁড়িয়ে আছেন)। [সাবধানং নিরূপ্য দৃষ্ট্বা—সাবধানে লক্ষ্য করে দেখতে পেয়ে] আঃ (আঃ) এষঃ দাস্যাঃ পুত্রঃ কুসুমরসপাটচ্চরঃ (এ যে দেখি দাসীর ব্যাটা, ফুলের মধু চুরি করে ভ্রমণশীল মধুকর) তত্রভবত্যাঃ (তাঁর অর্থাৎ শকুন্তলার) বদনম অভিলঙ্ঘতি (মুখের পানেই ছুটে আসছে)। রাজা—ননু বার্যতাম্ এষঃ ধৃষ্টঃ (এ দুষ্ট ভ্রমরকে বারণ কর)। বিদূষকঃ—অবিনীতানাং শাসিতা (দুর্বিনীতের শাসক) ভবান্ এব (আপনিই কেবল) অস্য বারণে প্রভবিষ্যতি (একে বারণ করতে পারেন)। রাজা—যুজ্যতে (ঠিক

বলেছ।) অয়ি ভোঃ কুসুমলতাপ্রিয়াতিথে (ফুলে ভরা লতার প্রিয় অতিথি) কিম্ অত্র পরিপতনখেদম্ অনুভবসি (এখানে আমার প্রিয়ার দেহে অকারণ বসতে চেষ্টা করছ কেন)? অনুরক্তা এষা মধুকরী (তোমার প্রতি অনুরক্ত এই ভ্রমরী) তৃষিতা (তৃষ্ণার্ত হয়ে) কুসুমে নিষণ্ণা সতী অপি (কুসুমের উপর উপবেশন করেও) ভবন্তং প্রতিপালয়তি (তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে)। ত্বয়া বিনা (তোমাকে ছাড়া) মধু ন খলু পিবতি (এ মধু পান করবেই না।)

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—বন্ধু, ইনি রক্তপদ্মদলের মত সুন্দর আঙ্গুলে মুখ আচ্ছাদন করে, যেন অত্যন্ত চকিত ভাবে কেন দাঁড়িয়ে আছেন? (সাবধানে লক্ষ্য করে দেখতে পেয়ে)—আঃ, এ যে দেখি দাসীর ব্যাটা, ফুলের মধু চুরি করে ভ্রমণশীল মধুকর শকুন্তলার মুখের পানেই দ্রুত ধাবিত হচ্ছে।

রাজা—এ দুষ্ট ভ্রমরকে বারণ কর।

বিদূষক—দুর্বিনীতের শাসক আপনিই কেবল একে বারণ করতে পারেন।

রাজা—যথার্থই বলেছ। পুষ্পে পূর্ণ লতার প্রিয় অতিথি এখানে আমার প্রিয়ার দেহে অকারণ বসতে চেষ্টা করছে কেন? তোমার প্রতি অনুরক্তা এ ভ্রমরী তৃষ্ণার্ত হয়ে কুসুমের উপর উপবেশন করেও তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে। তোমাকে ছাড়া এ মধুপান করবেই না ॥

আশা—এষা ইতি। কুসুমে পুষ্পে নিষণ্ণা উপবিষ্টা পুষ্পরসগ্রহণার্থমিতি ভাবঃ। অনুরক্তা ত্বদাসক্তচিত্তা এষা সতী পতিব্রতা মধুকরী ভ্রমরী তৃষিতা তৃষ্ণাতুরা অপি ভবন্তং ত্বাং প্রতিপালয়তি অপেক্ষতে। ত্বয়া বিনা একাকিনী ইত্যর্থঃ মধু ন পিবতি। ভবতা সহ মধু পাস্যতি ইত্যাশয়া তৃষ্ণাং নিরুদ্ধ্য ভবদাগমনং প্রতীক্ষতে, ন তে যুক্তম্ ঈদৃশীং প্রিয়ামবমত্যান্যত্র পরিপতনমিতি ভাবঃ। ঝটিতি প্রিয়াসকাশং গত্বা পতিব্রতাং তাং পরিতোষয় ইতি সরলার্থঃ। অত্র চিত্রন্যস্তায়াঃ স্বাভাবিকস্য পানাভাবস্য ত্বয়া বিনা ইতি কৃত্রিমস্য বা অভেদাধ্যবসায়াদতিশয়োক্তিঃ, নায়িকা-নায়কব্যবহারাৎ সমাসোক্তিশ্চ। আর্যা চ জাতিঃ ॥

সানুমতী—অজ্জ অভিজাদং ক্খু এসো বারিদো। (অদ্য অভিজাতং খলু এষঃ বারিতঃ।)

বিদূষকঃ—পডিসিদ্ধা বি বামা এসা জাদী। (প্রতিষিদ্ধা অপি বামা এষা জাতিঃ)।

রাজা—এবং ভোঃ, ন মে শাসনে তিষ্ঠসি। শ্রূয়তাং তর্হি সম্প্রতি—

অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং
পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং স্পৃশসি চেদ্ ভ্রমর প্রিয়ায়া-
স্ত্বাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম ॥ ২০ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—সদযম্ + এব, প্রিযাযা + ত্বাম্।

অন্বয়—হে ভ্রমর, অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীযং রতোৎসবেষু মযা সদযমেব পীতং প্রিযাযাঃ বিম্বাধরং চেৎ স্পৃশসি, ত্বা কমলোদরবন্ধনস্থং কারযামি ॥ ২০ ॥

বাঙলা শব্দার্থ—সানুমতী—অদ্য (আজ) অভিজাতং খলু এষ বারিতঃ (মশায একে উপযুক্তরূপে নিবারণ করেছেন)। বিদূষক—এষা জাতিঃ প্রতিষিদ্ধা অপি (এ জীবকে বারণ করলেও) বামা (তা শোনে না)। রাজা—এবং ভোঃ (ওহে ভ্রমর তাই নাকি)ঙ্গ ন মে শাসনে তিষ্ঠসি (তুমি আমার আদেশ মানছো না কেন?) শ্রূযতাং তর্হি সম্প্রতি (তাহলে এবার শোন) হে ভ্রমর (ওহে ভ্রমর) অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীযম (অন্য কারোর স্পর্শে ম্লান হযনি, এমন ছোট চারাগাছের পল্লবের মত লোভনীয) রতোৎসবেষু (মিলনোৎসবেও) সদযমেব পীতং প্রিযাযাঃ বিম্বাধর, (প্রিযার যে রক্তিম অধর আমি সদযভাবে ধীরে ধীরে পান করেছি সেই অধর) চেৎ স্পৃশসি (যদি তুমি স্পর্শ কর) ত্বাং (তবে তোমায) কমলোদরবন্ধনস্থং কারযামি (কমলিনীর অভ্যন্তরে বন্দী করে রাখবো)।

বঙ্গানুবাদ—সানুমতী—আজ মশায একে উপযুক্তরূপে নিবারণ করেছেন।

বিদূষক—এ জীবকে বারণ করলেও তা শোনে না।

রাজা—ওহে ভ্রমর তাই নাকি? তুমি আমার আদেশ মানছো না কেন? তাহলে এবার শোন,—ওহে ভ্রমর অন্য কারুর স্পর্শে ম্লান হযনি এমন ছোট চারাগাছের মত

লোভনীয়, মিলনোৎসবেও প্রিয়ার যে বক্তিম অধর আমি সদয়ভাবে ধীরে ধীরে পান করেছি, সে অধর যদি তুমি স্পর্শ কর, তবে তোমায় কমলিনীর অভ্যন্তরে বন্দী করে রাখব।

মনোরমা—অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ম্—বালঃ তরুঃ ,কর্মধা, অক্লিষ্টঃ বাল-তরুঃ, কর্মধা, তস্য পল্লবঃ, ষষ্ঠীতৎ, তদ্বৎ লোভনীয়ম্, উপমান কর্মধা ॥ বিম্বাধরম্—বিম্বাকারঃ অধরঃ, শাকবার্থিবাদিবৎ সমাসঃ, তম্। কমলোদর-বন্ধনস্থম্—কমলস্য উদরম্, ষষ্ঠীতৎ, তদেব বন্ধনম্, রূপক কর্মধা, তত্র তিষ্ঠতি ইতি।

আশা—অক্লিষ্ট ইতি। শাসনে আদেশে। হে ভ্রমর, অক্লিষ্টঃ অপরিম্লানঃ বালঃ অভিনবঃ যঃ তরুপল্লবঃ যদ্বা বালতরোঃ ক্ষুদ্রবৃক্ষস্য পল্লবঃ প্রবালং, স ইব লোভনীয়ঃ মনোজ্ঞত্বাৎ চিত্তাকর্ষকঃ তং, রতোৎসবেষু সদয়মেব নতু দৃঢ়ম্ অতিকোমলত্বাদিতি ভাবঃ, পীতং ন তু দষ্টম্ প্রিয়ায়াঃ শকুন্তলায়াঃ বিম্বতুল্যঃ অধরঃ ইতি বিম্বাধরঃ (মধ্যপদলোপিসমাসঃ, তথাচ বামনঃ—"বিম্বাধর ইতি বৃত্তৌ মধ্যপদলোপিন্যাম্") তং চেৎ যদি স্পৃশসি দশসি, তর্হি ত্বাং কমলস্য পদ্মস্য উদরম্ অভ্যন্তর এব বন্ধনং বধ্যতে অস্মিন ইতি বন্ধনং কারাগৃহং তত্র তিষ্ঠতি যঃ তং কমলোদরবন্ধনস্থং কারয়ামি। অত্র "প্রতিনায়কব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তি"-রিতি রাঘবভট্টঃ। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্ ॥

বিদূষকঃ—এব্বং তিক্খণদণ্ডস্স কিংণ ভইস্সদি। (প্রহস্য, আত্মগতম্) এসো দাব উম্মত্তো। অহং পি এদস্স সঙ্গেণ ঈদিসবণ্ণো বিঅ সংবুত্তো। (প্রকাশম্) ভো, চিত্তং কখু এদং। (এবং তীক্ষ্ণদণ্ডস্য কিং ন ভেষ্যতি। এষ তাবৎ উন্মত্তঃ। অহম্ অপি এতস্য সঙ্গেন ঈদৃশবর্ণ ইব সংবৃত্তঃ। ভোঃ, চিত্রং খলু এতৎ।)

রাজা—**কথং, চিত্রম্?**

সানুমতী—অহং পি দাণিং অবগদত্থা, কিং উণ জহালিহিদাণুভাবী এসো। (অহম্ অপি ইদানীম্ অবগতার্থা, কিং পুনঃ যথালিখিতানুভাবী এষঃ।)

রাজা—বয়স্য, কিমিদমনুষ্ঠিতং পৌরোভাগ্যম্।

দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা ॥ ২১ ॥

(বাষ্পং বিহরতি।)

সানুমতী—পুব্বাবরবিরোহী অপুব্বো এসো বিরহমগ্‌গো। (পূর্ব্বাপরবিরোধী অপূর্বঃ এষঃ বিরহমার্গঃ।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—কিম্ + ইদম্ + অনুষ্ঠিতম্, দর্শনসুখম্ + অনুভবতঃ, সাক্ষাৎ + ইব, পুনঃ + অপি।

অন্বয়—তন্ময়েন হৃদয়েন সাক্ষাদিব দর্শনসুখম্ অনুভবতঃ মে স্মৃতিকারিণা ত্বয়া কান্তা পুনরপি চিত্রীকৃতা ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—বিদূষকঃ—এবং তীক্ষ্ণদণ্ডস্য (আপনি যদি এরূপ তীক্ষ্ণ দণ্ড দেন) কিং ন ভেষ্যতি (তবে কেন ভয় পাবেনা)। [প্রহস্য, আত্মগতম্—হেসে, মনে মনে] এষঃ তাবৎ উন্মত্তঃ (ইনি পাগল হযে গেছেন)। অহমপি (আমিও) এতস্য সঙ্গেন (এঁর সঙ্গে থেকে) ঈদৃশবর্ণ ইব সংবৃত্তঃ (সেরকমই হয়ে যাচ্ছি)। ভোঃ (বন্ধু) চিত্রং খলু এতৎ (আরে এইটি তো ছবি)। রাজা—কথং চিত্রম্? (কি বল্‌লে, এটা ছবি?) সানুমতী—অহমপি ইদানীম্ অবগতার্থা (আমিও এখন সত্যি জানতে পারলাম যে এইটি ছবি।) কিং পুনঃ যথালিখিতানুভাবী এষঃ। (যিনি আঁকা জিনিসকে নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন, তাঁর এরকম ভ্রম হতেই পারে।) রাজা—বয়স্য (বন্ধু) কিমিদং পৌরোভাগ্যম্ অনুষ্ঠিতম্ (তুমি এমন অন্যায় কাজ করলে কেন?) তন্ময়েন হৃদয়েন (তন্ময় হৃদয়ে) সাক্ষাদিব দর্শনসুখম্ অনুভবতঃ (সাক্ষাৎ প্রিয়ার দর্শনে যে সুখ তাই অনুভব করছিলাম), মে স্মৃতিকারিণা ত্বয়া (কিন্তু আমাকে এটা ছবি—একথা স্মরণ করিযে দিযে তুমি) কান্তা পুনরপি চিত্রীকৃতা (আমার প্রিয়াকে আবার ছবিতে পরিণত করেছ।) [বাষ্পং বিহরতি—অশ্রু বিসর্জন করতে থাকলেন।] সানুমতী—পূর্বাপরবিরোধী (পূর্বাপরবিরুদ্ধ) অপূর্বঃ এষঃ বিরহমার্গঃ (অপূর্ব এই বিরহমার্গ)।

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—আপনি যদি এরূপ তীক্ষ্ণ দণ্ড দেন, তবে কেন ভয় পাবে না। (হেসে, মনে মনে) ইনি পাগল হয়ে গেছেন, আমিও এঁর সঙ্গে থেকে সেরকমই হয়ে যাচ্ছি। বন্ধু, আরে এইটি তো ছবি।

বাজা—কি বললে? এইটি ছবি?

সানুমতী—আমিও এখন সত্যি জানতে পাবলাম যে, এইটি ছবি। যিনি আঁকা জিনিসকে নিজেব হৃদয দিয়ে অনুভব কবছেন, তাঁব এবকম হতেই পাবে।

বাজা—বন্ধু, তুমি এমন অন্যায কাজ কবলে কেন? তন্ময হৃদয়ে সাক্ষাৎ প্রিযাব দর্শনে যে সুখ তাই অনুভব কবছিলাম। কিন্তু আমাকে 'এটা ছবি'—একথা স্মবণ কবিয়ে দিয়ে তুমি আমাব প্রিয়াকে আবাব ছবিতে পবিণত কবেছ। [অশ্রুবিসর্জন কবতে থাকলেন]

সানুমতী—পূর্বাপববিবোধী অপূর্ব এই বিবহমার্গ।

আশা—দর্শনেতি। তন্ময়েন শকুন্তলাময়েন হৃদয়েন সাক্ষাৎ ইব দর্শনসুখং মূর্তিমত্যাঃ প্রিযাযাঃ দর্শনেন যৎ সুখং, সংকল্পাভ্যাসপাটবাৎ চিত্র দর্শনেনাপি তৎ সুখমনুভবতঃ মে স্মৃতিং চিত্রত্বজ্ঞানং কবোতি যস্তেন ত্বযা কান্তা পুনবপি অচিত্রং চিত্রং কৃতা ইতি চিত্রীকৃতা, আলেখ্যরূপেণ পবিণমিতা। অত্র সাম্যবশাৎ চিত্রে বাজ্ঞঃ প্রকৃতশকুন্তলাভ্রমাৎ ভ্রান্তিমান অলংকাবঃ। স্মৃতিকাবিণা চিত্রীকৃতা ইতি শব্দশক্তিমূলো বিবোধাভাসঃ ব্যঙ্গ্যঃ, উৎপ্রেক্ষা চ। আর্যা চ জাতিঃ ॥

আলোচনা :

"পূর্বাপরবিবোধী অপূর্ব এব বিবহমার্গঃ"— পূর্বাপববিবোধী এ বিবহমার্গ অপূর্ব—সানুমতীব মন্তব্য এইটি। 'পূর্ব' বলতে এখানে 'যা' পূর্বে দৃষ্ট হয়েছে তাকে এবং 'পব' বলতে 'যা' পবে দৃষ্ট হয়েছে তাকে বোঝানো হয়েছে। বিবহেব পথে পূর্বসম্পাদিত ক্রিয়া এবং পববর্তীকালে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া—এই দুটিব মধ্যে কোন সঙ্গতি থাকে না বলেই তা অপূর্ব। শকুন্তলা যখন স্বযং বাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে বাজসভায প্রকাশ্য দিবালোকে বাজা দুষ্যন্তের কাছে বিবাহিতা ধর্মপত্নীরূপে অন্তঃপুবে আশ্রয প্রার্থনা কবলেন তখন মোহাচ্ছন্ন বাজা তাকে অত্যন্ত রূঢভাবে প্রত্যাখ্যান কবলেন। কিন্তু শক্রাবতাববাসী ধীববেব কাছ থেকে অঙ্গুবীযক ফিবে পেয়ে যখন তিনি শকুন্তলাবৃত্তান্ত স্মবণ কবতে সমর্থ হলেন, তখন তিনি শোকেব প্রাবল্যে অভিভূত হয়ে পডলেন। বাজাব কার্যে এখানে সামঞ্জস্যেব অভাব লক্ষ্য কবলেন সানুমতী। বাঘবভট্ট তাঁব অর্থদ্যোতনিকায বলেছেন,—"পূর্বং চিত্রস্য চিত্রত্বেন জ্ঞানং, পুনস্তস্যোন্মাদাবস্থাযাং সত্যত্বেন জ্ঞানম্, পুনবপি চিত্রত্বেন জ্ঞানম্ ইতি পূর্বাপববিবোধঃ। উন্মাদাবস্থানন্তবং মূর্চ্ছাদ্যবস্থাযা অভাবাৎ ইতি ভাবঃ। অতএব অপূর্ব আশ্চর্যকাবী ॥" অর্থাৎ বাজা চিত্রকে প্রথমে চিত্র বলেই মনে কবলেন, কিন্তু তাবপব উন্মাদ-অবস্থায তাকে বাস্তব বলে ভ্রম কবা হয, এবং পবিশেষে তাকে

আবাব চিত্ররূপে জ্ঞান কবা হয। সেকাবণে এখানে বাজাব কার্যে অসঙ্গতি লক্ষ্য কবা যায। তাছাডা, বাজাব এই বিবহমার্গ নিতান্তই 'অপূর্ব', কেননা বাজা তাঁব উন্মাদ অবস্থাব অব্যবহিত পবে অষ্টম অবস্থা থেকে অর্থাৎ উন্মাদ অবস্থা থেকে নবম অবস্থা অর্থাৎ মূর্চ্ছা দশায উপনীত হলেন না।

রাজা—বয়স্য, কথমেবমবিশ্রান্তদুঃখমনুভবামি।

প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি ॥ ২২ ॥

সানুমতী—সব্বহা পমজ্জিদং তুএ পচ্চাদেসদুকখং সউন্দলাএ। (সর্বথা প্রমার্জিতঃ ত্বয়া প্রত্যাদেশদুঃখং শকুন্তলায়াঃ।)

(প্রবিশ্য)

চতুরিকা—জেদু জেদু ভট্টা। বট্টিআকরণ্ডঅং গেণহিঅ ইদোমুহঅ পত্থিদ ম্হি। (জয়তু, জয়তু ভর্তা। বর্তিকাকরণ্ডকং গৃহীত্বা ইতোমুখং প্রস্থিতা অস্মি।)

রাজা—কিং চ?

চতুরিকা—সো মে হত্থাদো অন্তরা তরলিআদুদীআএ দেবীএ বসুমদী অহং এব্ব অজ্জউত্তস্স উবণইস্সং ত্তি সবলক্কাবং গহীদো। (সা মে হস্তাৎ অন্তবা তরলিকাদ্বিতীয়য়া দেব্যা বসুমত্যা অহম্ এব আর্যপুত্রস্য উপনেষ্যামি ইতি সবলাৎকারং গৃহীতঃ।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—কথম + এবম, খিলীভূতঃ + তস্যাঃ দদাতি + এনাম, চিত্রগতাম + অপি। অবিশ্রান্তদুঃখম্ + অনুভবামি ॥

অন্বয়—প্রজাগবাৎ তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ খিলীভূতঃ, বাষ্পস্তু এনাং চিত্রগতামপি দ্রষ্টুং ন দদাতি ॥ ২২ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—বাজা—বয়স্য (বন্ধু) কথম এবম অবিশ্রান্তদুঃখম অনুভবামি (এই অবিবাম দুঃখ কিরূপে সহ্য কবি?) প্রজাগবাৎ (বাত্রে নিদ্রালাভ হয না, তাই) তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ (স্বপ্নেও যে তাকে দেখব) খিলীভূতঃ (সে পথও বন্ধ)। বাষ্পস্তু (আবাব

চোখে জল এসে) এনাং চিত্রগতামপি (চিত্রে অংকিত একেও) দ্রষ্টুং ন দদাতি (দেখতে দিচ্ছে না।) সানুমতী—শকুন্তলাযাঃ প্রত্যাদেশ-দুঃখং (শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করে আপনি তাকে যে দুঃখ দিয়েছেন) ত্বয়া সর্বথা প্রমার্জিতম (আপনি সকলপ্রকারেই তা' আজ ধুয়ে মুছে দিলেন।)

[প্রবিশ্য—প্রবেশ করে]

চতুরিকা—জয়তু জয়তু ভর্তা (প্রভুর জয় হোক জয় হোক্)। বর্তিকাকরণ্ডকং গৃহীত্বা (তুলির পাত্র নিয়ে) ইতোমুখং প্রস্থিতা অস্মি (এদিকেই আসছিলাম)। রাজা—কিং চ (তারপর)? চতুরিকা—অন্তরা (পথিমধ্যে) তরলিকাদ্বিতীযযা দেব্যা বসুমত্যা (তরলিকাকে সঙ্গে নিয়ে দেবী বসুমতী উপস্থিত হয়ে) অহম এব আর্যপুত্রস্য উপনেষ্যামি (আমিই আর্যপুত্রের কাছে এগুলো নিয়ে যাচ্ছি) ইতি (এই বলে) সঃ (সে তুলির পাত্র) মে হস্তাৎ (আমার হাত থেকে) সবলাৎকারং গৃহীত (জোরপূর্বক নিয়ে নিলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—বন্ধু এই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কিরূপে সহ্য করি? রাত্রে নিদ্রালাভ হয়না, তাই স্বপ্নেও যে তাকে দেখব, সে পথও বন্ধ। আবার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে এলে চিত্রে অংকিত একেও দেখা সম্ভব হয় না।

সানুমতী—শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করে আপনি তাকে যে দুঃখ দিয়েছেন আপনি সকল প্রকারেই আজ তা একেবারে ধুয়ে মুছে দিলেন।

(প্রবেশ করে)

চতুরিকা—প্রভুর জয় হোক, জয় হোক। তুলির পাত্র নিয়ে এদিকেই আসছিলাম।

রাজা—তারপর?

চতুরিকা—পথিমধ্যে তরলিকাকে সঙ্গে নিয়ে, দেবী বসুমতী উপস্থিত হয়ে, আমিই আর্যপুত্রের কাছে এগুলি নিয়ে যাচ্ছি বলে তুলির পাত্র আমার হাত থেকে জোরপূর্বক নিয়ে নিলেন।

মনোরমা—প্রজাগরাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। দ্রষ্টুম (দৃশ + তুমুন) শব্দে তুমুনের ব্যবহার লক্ষণীয়, কেননা এখানে 'সমানকর্তৃকেষু তুমুন এ সূত্র অনুসারে—'তুমুন্' প্রযোগ বিচার্য। এখানে "বাষ্পঃ এনাং দ্রষ্টুং ন দদাতি'—এ বাক্যে 'দদাতি' ক্রিয়ার কর্তা বাষ্পঃ, এবং 'দ্রষ্টুম' এর কর্তা 'অহম' ঊহ্য। এরূপ ক্ষেত্রে 'তুমুন' প্রযোগকে ব্যাকরণ সম্মত করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, এরূপ স্থলে 'স্থিত', 'ব্যবসিত', ইত্যাদি পদ অধ্যাহার করা হয় ॥

আশা—প্রজাগরাদিতি। প্রজাগরঃ প্রকর্ষেণ জাগরণম নিদ্রাভাবঃ ইত্যর্থঃ। তস্মাদ

হেতোঃ, তস্যাঃ প্রিয়ায়াঃ শকুন্তলায়াঃ স্বপ্নে নিদ্রাবস্থায়াম্ সমাগমঃসম্মেলনং খিলীভূতঃ শূন্যতাং প্রাপ্তঃ ব্যাহত ইত্যর্থঃ। যৎ পুনঃ জাগ্রদবস্থায়াং তচ্চিত্রদর্শনেন ক্লিষ্টাত্মানং বিনোদয়ামি তদপি ন সম্ভবতি ইত্যাহ। তু পুনঃ বাষ্পঃ উপচীযমানঃ অশ্রুপ্রবাহঃ চিত্রগতাম্ আলেখ্যস্থিতাম্ অপি এনাং শকুন্তলাং দ্রষ্টুং ন দদাতি, চিত্রদর্শনকালে নয়নে মে অশ্রুপ্রবাহেণ আকুলিতে অতঃ চিত্রেঽপি তাং দ্রষ্টুম্ অহং ন পারযামি। অনুরূপো ভাবঃ মেঘদূতে লভ্যতে,—

"ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্।
আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্।
অস্রৈস্তাবৎ মুহূরুপচিতৈঃ দৃষ্টিরালুপ্যতে মে।
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥"

আলোচনা :

শকুন্তলা যখন স্বেচ্ছায় হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে এসে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজসভায় দাঁড়িয়ে রাজার কাছে ধর্মপত্নীর মর্যাদার অনুরূপ বাজান্তঃপুরে স্থান প্রার্থনা করল তখন মোহবশে রাজা তাঁকে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান কবেন। কিন্তু কিছুকাল পরে শক্রাবতারবাসী ধীবরের হাতে পূর্বে শকুন্তলাকে প্রদত্ত এবং স্বনামাংকিত অঙ্গুরীয়ক পেয়ে আদ্যন্ত শকুন্তলাবৃত্তান্ত স্মরণ করতে সক্ষম হলেন, এবং মোহাচ্ছন্ন হয়ে বিবাহিতা ধর্মপত্নীকে নির্দয়ভাবে বিসর্জন দিয়ে এখন অনুতাপ ও অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হতে লাগলেন। শোকবিহ্বল মুহূর্তগুলিতে চিত্তবিনোদনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করলেও সার্থকতা লাভে বঞ্চিত হন। যেহেতু শকুন্তলা অনুপস্থিত, সেহেতু জাগ্রত অবস্থায শকুন্তলাদর্শন অসম্ভব। আবার স্বপ্নেও শকুন্তলাব সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটলে রাজা হয়তো কিছুটা শান্তি পেতেন, কিন্তু স্বপ্নদর্শনও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা, তাকে যে শোকের প্রাবল্যে বিনিদ্ররজনী যাপন করতে হয। শকুন্তলাব প্রতিকৃতি আলেখ্যপটে অংকন করে তা দেখে যে চিত্তবিনোদন করবেন তারও উপায় কোথায়? কেননা তখন চোখের জলে রাজার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসে। সুতরাং রাজা দুষ্যন্তের শকুন্তলাবিরহজনিত শোকের অন্ত নেই। মহাকবি কালিদাস তাঁর "**মেঘদূত**" গীতিকাব্যে অনুরূপ ভাব ব্যক্ত করে বলেন,

"ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্" ইত্যাদি। শ্লোকটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ('আশা'—দ্রষ্টব্য)।

বিদূষকঃ—দিট্‌ঠিআ তুমং মুক্কা (দিষ্ট্যা ত্বং মুক্তা)।

চতুরিকা—জাব দেবীএ বিডবলগ্‌গং উত্তরীঅং তরলিআ মোচেদি তাব মএ ণিব্বাহিদো অত্তা। (যাবৎ দেব্যাঃ বিটপলগ্নম্ উত্তরীয়ং তরলিকা মোচয়তি তাবৎ ময়া নির্বাহিতঃ আত্মা।)

রাজা—বয়স্য, উপস্থিতা দেবী বহুমানগর্বিতা চ। ভবানিমাং প্রতিকৃতিং রক্ষতু।

বিদূষকঃ—অত্তাণং ত্তি ভণাহি। (চিত্রফলকমাদায়োত্থায় চ) জই ভবং অন্তে-উরকালকূডাদো মুঞ্চীঅদি তদো মং মেহপ্‌পডিচ্ছন্দে প্‌পাসাদে সন্দাবেহি। (দ্রুতপদং নিষ্ক্রান্তঃ) (আত্মানম্ ইতি ভণ। যদি ভবান্ অন্তঃপুরকালকূটাৎ মোক্ষতে তদা মাং মেঘপ্রতিচ্ছন্দে প্রাসাদে শব্দাপয়।)

সানুমতী—অণ্ণসংকন্তহিঅও বি পঢ়মসংভাবণং অবেক্‌খদি সিঢিলসোহদো দাণিং এসো। (অন্যসংক্রান্তহৃদয়ঃ অপি প্রথমসম্ভাবনাম্ অপেক্ষতে শিথিলসৌহার্দঃ ইদানীম্ এষঃ।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—ভবান্ + ইমাম্, চিত্রফলকম্ + আদায + উত্থায।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—বিদূষকঃ—দিষ্ট্যা ত্বং মুক্তা (সৌভাগ্যবশতঃ তুমি মুক্তি পেয়েছ।) চতুবিকা—দেব্যাঃ বিটপলগ্নম্ উত্তরী ়ং (দেবীব উত্তবীয বৃক্ষশাখায় লগ্ন হলে) যাবৎ তবলিকা মোচযতি (তবলিকা যখন তা মোচন কবতে গেল) তাবৎ (সে অবসরে) ময়া নির্বাহিতঃ আত্মা (আমি পালিযে এলাম)। বাজ'—বয়স্য (বন্ধু) উপস্থিতা দেবী (দেবী এসে পড়েছেন) বহুমানগর্বিতা চ (এবং তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী)। ভবান্ ইমাং প্রতিকৃতিং বক্ষতু (তুমি এ প্রতিকৃতিখানা বক্ষা কব)। বিদূষকঃ—'আত্মানম্' ইতি ভণ (আমাকে বক্ষা কব—এ কথাই বলুন)। [চিত্রফলকম্ আদায উত্থায় চ—চিত্রফলক নিয়ে উঠে দাঁড়িযে] যদি ভবান্ (যদি আপনি, অন্তঃপুবকালকূটাৎ মোক্ষ্যতে (অন্তঃপুরের কালকূট গরল থেকে মুক্তি পান) তদা মাং (তাহলে আমাকে) মেঘপ্রতিচ্ছন্দে প্রাসাদে শব্দাপয ("মেঘপ্রতিচ্ছন্দ"প্রাসাদে গিযে আমাকে আহ্বান কববেন)। [দ্রুতপদং নিষ্ক্রান্তঃ—দ্রুতপদে নির্গত হলেন] সানুমতী—অন্যসংক্রান্তহৃদয়ঃ অপি (অন্যের প্রতি হৃদয় আসক্ত হলেও) প্রথমসম্ভাবনাম্ অপেক্ষতে (ইনি প্রথম প্রণযের গৌরব রক্ষা করে চলেন), শিথিলসৌহার্দঃ ইদানীম্ এষঃ (অবশ্য সৌহার্দ এখন কিছুটা শিথিল)॥

বঙ্গানুবাদ—বিদূষক—সৌভাগ্যবশতঃ তুমি মুক্তি পেযেছ।

চতুরিকা—দেবীর উত্তরীয় বৃক্ষশাখায় লগ্ন হলে, তরলিকা যখন তা মোচন করতে গেল, সে অবসরে আমি পালিয়ে এলাম।

রাজা—বন্ধু, দেবী এসে পড়েছেন, এবং তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী। তুমি এ প্রতিকৃতিখানা রক্ষা কর।

বিদূষক—আমাকে রক্ষা কর—এ কথাই বলুন। [চিত্রফলক নিযে উঠে দাঁড়িযে] যদি আপনি অন্তঃপুরেব কালকূট গরল থেকে মুক্তি পান, তাহলে আমাকে "মেঘপ্রতিচ্ছন্দ" নামক প্রাসাদে গিয়ে আহ্বান করবেন।

[দ্রুতপদে নির্গত হলেন]

সানুমতী—অন্যের প্রতি হৃদয আসক্ত হলেও ইনি প্রথম প্রণযেব গৌবব রক্ষা কবে চলেন, অবশ্য সৌহার্দ তখন কিছুটা শিথিল।

(প্রবিশ্য পত্রহস্তা)

প্রতিহারী—জেদু জেদু দেবো। (জয়তু জয়তু দেবঃ।)

রাজা—বেত্রবতি, ন খন্টবন্তরা দৃষ্টা ত্বয়া দেবী?

প্রতিহারী—অহ ইং। পত্তহত্থং মং দেক্খিঅ পডিণিউত্তা। (অথ কিম্। পত্রহস্তাং মাং প্রেক্ষ্য প্রতিনিবৃত্তা।)

রাজা—কার্যজ্ঞা কার্যোপরোধং মে পরিহরতি।

প্রতিহারী—দেব, অমচ্চো বিণ্ণবেদি-অত্থজাদস্স গণনাবহুলদাএ একং এব্ব পোরকজ্জং অবেক্খিদং। তং দেবো পত্তারূঢ়ং পচ্চক্খীকরেদু ত্তি। (দেব, অমাত্যঃ বিজ্ঞাপয়তি—অর্থজাতস্য গণনাবহুলতয়া একম্ এব পৌরকার্যম্ অবেক্ষিতম্। তং দেবঃ পত্রারূঢ়ং প্রত্যক্ষীকরোতু ইতি।)

রাজা—ইতঃ পত্রং দর্শয়।

(প্রতীহার্যুপনয়তি)

(অনুবাচ্য) কথম্। সমুদ্রব্যবহারী সার্থবাহঃ ধনমিত্রো নাম নৌব্যসনে বিপন্নঃ। অনপত্যশ্চ কিল তপস্বী। রাজগামী তস্যার্থসঞ্চয় ইত্যেতদমাত্যেন লিখিতম্।

কষ্টং খল্বনপত্যতা। বহুধনত্বাদ্বহুপত্নীকেন তত্রভবতা ভবিতব্যম্। বিচার্যতাং যদি কাচিদাপন্নসত্ত্বা তস্য ভার্যাসু স্যাৎ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—খলু + অন্তরা, অনপত্যঃ + চ, তস্য + অর্থসঞ্চয়ঃ, ইতি + এতৎ + অমাত্যেন, খলু + অনপত্যতা, বহুধনত্বাৎ + বহুপত্নীকেন, কাচিৎ + আপন্নসত্ত্বা, প্রতিহারী + উপনয়তি।

বাঙ্লা শব্দার্থ—[প্রবিশ্য পত্রহস্তা—পত্র হাতে নিয়ে প্রবেশ করে] প্রতিহারী—জয়তু জয়তু দেবঃ (মহারাজের জয় হোক, জয় হোক)। রাজা—বেত্রবতি (বেত্রবতী), ন খলু অন্তরা ত্বয়া দৃষ্টা দেবী (তুমি কি পথে মহারানীকে আসতে দেখনি)? প্রতিহারী—অথ কিম্ (হ্যাঁ মহারাজ।) পত্রহস্তাং মাং প্রেক্ষ্য (কিন্তু আমাকে হস্তে পত্র নিয়ে আসতে দেখে) প্রতিনিবৃত্তা (তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন)। রাজা—কার্যজ্ঞা (তিনি কার্যের মূল্য বোঝেন) কার্যোপরোধং মে পরিহরতি (তাই তিনি আমার কার্যের বিঘ্ন পরিহার করলেন।) প্রতিহারী—দেব (মহারাজ), অমাত্যঃ বিজ্ঞাপয়তি (অমাত্য জানাচ্ছেন যে) অর্থজাতস্য গণনাবহুল-তয়া (রাজস্ব গণনার কার্যে অধিক ব্যাপৃত থাকায়) একমেব পৌরকার্যম্ অবেক্ষিতম্ (কেবল একটি পৌরকার্য দেখা সম্ভব হয়েছে, তং দেবো পত্তারূঢং পচ্চক্খীকরেদু ত্তি (তা' পত্রস্থ করে প্রেরণ করা হল, আপনি অবলোকন করুন।) রাজা—ইতঃ পত্রিকাং দর্শয় (পত্রখানা এদিকে দেখাও)। (প্রতিহারী রাজাকে পত্রখানা দিলেন।) (অনুবাচ্য—পত্র পাঠ করে) কথং (সেকি) সমুদ্র ব্যবহারী (সমুদ্রে গমনা গমনকারী) সার্থবাহঃ (বণিক) ধনমিত্রঃ (ধনমিত্র) নাম (নামে) নৌব্যসনে (জাহাজডুবিতে) বিপন্নঃ (প্রাণ হারিয়েছেন)। অনপত্যশ্চ কিল তপস্বী (সে হতভাগ্য আবার নিঃসন্তান)। রাজগামী তস্য অর্থসঞ্চয়ঃ (তাঁর সঞ্চিত অর্থসম্পত্তি রাজারই প্রাপ্য) ইতি এতৎ অমাত্যেন লিখিতম্ (অমাত্য একথা লিখেছেন।) কষ্টং খলু অনপত্যতা (নিঃসন্তান হওয়া যে কী দুঃখের)। বহুধনত্বাৎ (যেহেতু বণিকের ধনবাহুল্য রয়েছে) বহুপত্নীকেন তত্রভবতা ভবিতব্যম্ (সেহেতু তাঁর একাধিক পত্নী থাকাও অসম্ভব নয়।) বিচার্যতাম্ (অনুসন্ধান করে দেখা হোক্) তস্য ভার্যাসু (তাঁর পত্নীদের মধ্যে) যদি কাচিদ্ আপন্নসত্ত্বা ভবেৎ (কেউ গর্ভবতী আছেন কিনা।)

বঙ্গানুবাদ—(পত্র হাতে নিয়ে প্রবেশ করে) প্রতিহারী—মহারাজের জয় হোক।

রাজা—বেত্রবতী, তুমি কি পথে মহারানীকে আসতে দেখনি?

প্রতিহারী—হ্যাঁ মহারাজ, কিন্তু আমাকে হাতে পত্র নিয়ে আসতে দেখে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন।

রাজা—তিনি কার্যের মূল্য বোঝেন, তাই তিনি আমার কার্যের বিঘ্ন পরিহার করলেন।

প্রতিহারী—মহারাজ, অমাত্য জানাচ্ছেন যে, রাজস্ব গণনার কার্যে অধিক ব্যাপৃত থাকায় কেবল একটি পৌরকার্য দেখা সম্ভব হয়েছে। তা' পত্রস্থ করে প্রেরণ করা হল, আপনি অবলোকন করুন।

রাজা—পত্রখানা এদিকে দেখাও। (প্রতিহারী রাজাকে পত্রখানি দিলেন)। (পত্র পাঠ করে) সেকি, সমুদ্রে গমনাগমনকারী বণিক ধনমিত্র জাহাজডুবিতে প্রাণ হারিয়েছেন। সে হতভাগ্য আবার নিঃসন্তান। তাঁর সঞ্চিত অর্থসম্পত্তি বাজারই প্রাপ্য,—অমাত্য একথা লিখে জানিয়েছেন। নিঃসন্তান হওয়া যে কী দুঃখের। যেহেতু বণিকের ধনবাহুল্য রয়েছে, সেহেতু তাঁর একাধিক পত্নী থাকাও অসম্ভব নয়। অনুসন্ধান করে দেখা হোক্—বণিকের পত্নীদের মধ্যে কেউ সন্তানসম্ভবা আছেন কি না ॥

আলোচনা :

(ক) শক্রাবতারবাসী ধীবরের কাছে শকুন্তলাকে প্রদত্ত স্বনামাংকিত অঙ্গুরীয়কটি ফিরে পেয়ে শাপমুক্ত ও উদ্বুদ্ধস্মৃতি রাজা দুষ্যন্ত বিবাহিতা ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে মোহবশে প্রত্যাখ্যান করার জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনার অনলে ক্রমাগত দগ্ধ হচ্ছেন। ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ সম্বন্ধে তিনি তখনো অবহিত নন। মোহাচ্ছন্ন হয়ে দারত্যাগী হয়েছেন ভেবে তিনি শকুন্তলার শোকের প্রাবল্যে একেবারে আকুল। তিনি রাজ্যে চিত্তবিনোদনের সকল অনুষ্ঠান রহিত করেছেন। শকুন্তলার চিন্তায় এবং শকুন্তলার প্রতিকৃতি অংকনের মাধ্যমে তিনি দিন যাপন কচ্ছেন। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন—এ দুটি ব্যাপারে তিনি বিশেষ কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হলেও সকল দিন তা' করতে পারেন না। অমাত্য পিশুনের উপর পৌরকার্য দেখার ভার ন্যস্ত করে, তিনি আদেশ দেন যে, বিচারের সকল বিষয় যেন পত্রে উল্লেখ করে তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়।

(খ) শোকে আকুল রাজা দুষ্যন্তের উদার মন শকুন্তলা-বিচ্ছেদজনিত নিজস্ব বেদনা এবং তাঁর রাজকর্তব্য ও আত্মগত কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য তিনি ভুলে যাননি। রাজকর্তব্য এবং ব্যক্তিগত কর্তব্য—এ উভয় কর্তব্যের মর্যাদা যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে নজর দিতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। বণিক ধনমিত্রের নৌব্যসনের বৃত্তান্তটির অবতারণা করে মহাকবি কালিদাস কৌশলে ন্যায়নিষ্ঠ, হৃদয়বান্ এবং রাজকর্তব্য পালনে

তৎপর রাজা দুষ্যন্তের উজ্জ্বল চরিত্ররূপটি সহৃদয় সামাজিকদের চোখের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

(গ) মহাকবি কালিদাসের কালে প্রচলিত একটি উত্তরাধিকার আইনের সুস্পষ্ট আভাস নৌবণিক ধনমিত্রের কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়। অমাত্য পিশুন রাজাকে জানালেন যে, যেহেতু নৌবণিক ধনমিত্রের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে, সেকারণে তাঁর কোন উত্তরাধিকারী নেই বলে তাঁর সকল সম্পত্তি রাজকোষাগারে বাজেয়াপ্ত হবে। রাজা অমাত্য পিশুনকে পুনরায় নির্দেশ দিলেন যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে যেন উত্তমরূপে অনুসন্ধান করে দেখা হয়,—বণিক ধনমিত্রের কোন পত্নী সন্তানসম্ভবা আছেন কিনা। প্রতিহারী এসে জানাল যে, বণিক ধনমিত্রের এক পত্নী অযোধ্যা নিবাসী এক বণিকের কন্যা এবং তিনি গর্ভবতী আছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন, "ননু গর্ভঃ পিত্র্যং রিক্‌থমর্হতি, গচ্ছ এবম্ অমাত্যং ব্রূহি"—অর্থাৎ "ঐ গর্ভস্থ সন্তান পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, যাও অমাত্যকে এরূপ বল।"

বোঝা গেল যে, অপুত্রকের সম্পত্তি সাধারণতঃ রাজকোষাগারে সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হত। কিন্তু কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে কোন পত্নীর গর্ভে সন্তান থাকলে সে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতো। তা' ছাড়া, রাজা দুষ্যন্ত একটি নতুন উত্তরাধিকার আইনও ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন,—"**কিমনেন সন্ততিরস্তি নাস্তীতি,**

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদ্ ঋতে তাসাং দুষ্যন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্ ॥"

অর্থাৎ সন্তান থাকুক বা না থাকুক, তাতে কি এসে যায়, প্রজাগণের যে যে স্নেহশীল বন্ধুর বা আত্মীয়ের বিয়োগ হবে, সে সে মৃতব্যক্তির স্থলে একমাত্র পাপে লিপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত দুষ্যন্তই সে সে বন্ধুরূপে বর্তমান থাকবে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি জীবিত থাকলে আত্মীয়গণ যেমন তার বিষয় ভোগ করত, এখন তার মৃত্যুতেও তারা দুষ্যন্তের নামে সেরূপ বিষয় ভোগ করতে থাকবে।

প্রতিহারী—দেব, দাণিং এব্ব সাকেদঅস্স সেঠ্ঠিণো দুহিআ নিব্বুত্তপুংসবনা জাআ সে সুনীঅদি। (দেব, ইদানীম্ এব সাকেতকস্য শ্রেষ্ঠিনো দুহিতা নিবৃত্ত-পুংসবনা জায়া অস্য শ্রূয়তে।)

রাজা—ননু গর্ভঃ পিত্র্যং রিক্থমর্হতি। গচ্ছ, এবমমাত্যং ব্রূহি।

প্রতিহারী—জং দেবো আণবেদি। (প্রস্থিতা) (যং দেবঃ আজ্ঞাপয়তি)।

রাজা—এহি তাবৎ।

প্রতিহারী—ইঅম্হি। (ইয়ম্ অস্মি)।

রাজা—কিমনেন সন্ততিরস্তি নাস্তীতি।

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্যন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্ ॥ ২৩ ॥

প্রতিহারী—এব্বং ণাম ঘোসইদব্বং। (নিষ্ক্রম্য, পুনঃ প্রবিশ্য) কালে পবুট্ঠং বিঅ অহিণন্দিদং দেবস্স সাসণম্। (এবং নাম ঘোষয়িতব্যম্। কালে প্রবৃষ্টম্ ইব অভিনন্দিতং দেবস্য শাসনম্।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—এবম্ + অমাত্যম্, কিম্ + অনেন, সন্ততিঃ + অস্তি, ন + অস্তি + ইতি, পাপাৎ + ঋতে, রিক্থম্ + অর্হতি।

অন্বয়—প্রজাঃ যেন যেন স্নিগ্ধেন বন্ধুনা বিযুজ্যন্তে, পাপাৎ ঋতে দুষ্যন্তঃ তাসাং সঃ সঃ ইতি ঘুষ্যতাম্ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—প্রতিহারী—দেব, (মহারাজ) ইদানীম্ এব (সম্প্রতি) অস্য জায়া (এঁর পত্নী) সাকেতকস্য শ্রেষ্ঠিনঃ দুহিতা (অযোধ্যাবাসী বণিকের কন্যার) নির্বৃত্তপুংসবনা (পুংসবন সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে) শ্রূয়তে (একথা আমরা শুনেছি)। রাজা—ননু গর্ভঃ (গর্ভস্থ শিশু) পিত্র্যং রিক্থম্ অর্হতি (পিতার সম্পত্তির অধিকারী)। গচ্ছ (যাও), অমাত্যম্ এবং ব্রূহি (অমাত্যকে এ কথা বল)। প্রতিহারী—মহারাজের যা' আদেশ। (চলে গেল) রাজা—শোন। প্রতিহারী—ইয়ম্ অস্মি (এই যে আমি এসেছি।) রাজা—কিম্ অনেন সন্ততিরস্তি নাস্তি ইতি (সন্তান আছে কি নেই একথার প্রয়োজন কি?) প্রজাঃ যেন যেন স্নিগ্ধেন বন্ধুনা বিযুজ্যন্তে (প্রজাদের মধ্যে যে কেউ তাঁর অন্তরঙ্গ নিকট আত্মীয়কে হারাবে) পাপাৎ ঋতে দুষ্যন্তঃ তাসাং সঃ সঃ ইতি ঘুষ্যতাম্ (দুষ্যন্ত তাঁদের সে

সে বন্ধুব স্থানীয হবেন তবে দুবাচাব বা বিরুদ্ধসম্পর্ক আত্মীয়েব স্থানীয় হবেন না।) প্রতিহাবী—এবং নাম ঘোষযিতব্যম্ (এরূপ ঘোষণা কবব)। (নির্গত হয়ে এবং পুনঃ প্রবেশ কবে) কালে প্রবৃষ্টম ইব (উপযুক্ত সময়ে প্রভূত বর্ষণেব ন্যায) দেবস্য শাসনম্ অভিনন্দিতম (মহাবাজেব আদেশ প্রজাবর্গ অভিনন্দিত কবেছেন।)

বঙ্গানুবাদ—প্রতিহাবী—মহাবাজ, সম্প্রতি এঁব পত্নী, অযোধ্যাবাসী বণিকেব কন্যাব পুংসবনসংস্কাব সম্পন্ন হযেছে—একথা আমবা শুনেছি।

বাজা—গর্ভস্থ শিশু পিতাব সম্পত্তিব অধিকাবী। যাও, অমাত্যকে একথা বল।

প্রতিহাবী—মহাবাজেব যা আদেশ। (চলে গেল)।

বাজা—শোন।

প্রতিহাবী—এই যে আমি এসেছি।

বাজা—সন্তান আছে কি নেই—এ কথাব প্রযোজন কি? প্রজাদেব মধ্যে যে কেউ তাব অন্তবঙ্গ নিকট আত্মীযকে হাবাবে দুষ্যন্ত তাঁদেব সে সে বন্ধুব স্থানীয হবেন, তবে দুবাচাব বা বিবদ্ধ সম্পর্ক আত্মীযেব স্থানীয হবেন না।

প্রতিহাবী—এরূপ ঘোষণা কবব। (নির্গত হযে পুনঃ প্রবেশ কবে) যথাসময়ে প্রভূত বর্ষণেব ন্যায মহাবাজেব আদেশ প্রজাবর্গ অভিনন্দিত কবেছেন।

আশা—যেনেতি। প্রজাঃ জনাঃ মদীযাঃ প্রকৃতযঃ ইত্যর্থঃ, যেন যেন স্নিগ্ধেন স্নেহবতা বন্ধুনা পুত্রাদিনা স্বজনেন, সহার্থে তৃতীযা, যদ্বা অনুক্তে কর্তবি তৃতীযা, বিযুজ্যন্তে বিচ্ছেদ্যন্তে নিযতিবশাৎ বিবহিণো ভবন্তি ইত্যর্থঃ। পাপাদ্ ঋতে পাপিনং বিনা, পাপম্ অস্য অস্তি ইতি পাপ + অচ্—অর্শআদিত্বাৎ মত্বর্থে অচ ॥ যে যে বান্ধবাঃ দুবাচাবাঃ ম্রিযন্তে তান বর্জযিত্বা ইতি ভাবঃ, দুষ্যন্তঃ তাসাং স দ্বন্ধুবিবহিতপ্রজানাম্ স স তত্ত দ্বন্ধুস্থানীযঃ ভবিষ্যতি ইতি পূর্বোক্তং বাক্যং ঘুষ্যতাম উচ্চৈঃ বাজ্যমধ্যে প্রচাযতাম্। পুত্রাদিবান্ধববিযোগাৎ যে যে নিবাশ্রযাঃ ভবন্তি দুষ্যন্তস্তেষাং সর্বেষাং তত্ত দ্বন্ধুস্থানীযঃ ভূত্বা তেযাম্ আশ্রযস্বরূপঃ ভবিষ্যতি, কিন্তু মৃতঃ সঃ বান্ধবঃ যদি দুবাচাবঃ স্যাৎ, দুষ্যন্তঃ তস্য পাপিনঃ স্থানীযঃ ন ভবিষ্যতি ইতি হৃদযম। অত্র ছেক-বৃত্ত্যনুপ্রাসৌ শব্দালংকাবৌ, শ্লোকো বৃত্তম্ ॥

রাজা—(দীর্ঘম্ উষ্ণং চ নিঃশ্বস্য) এবং ভোঃ সন্ততিচ্ছেদনিরবলম্বানাং কুলানাং মূলপুরুষাবসানে সম্পদঃ পরমুপতিষ্ঠন্তে। মমাপ্যন্তে পুরুবংশশ্রিয়ঃ এষ বৃত্তান্তঃ।

প্রতিহারী—পহিহদং অমঙ্গলম্। (প্রতিহতম্ অমঙ্গলম্)।

রাজা—ধিঙ্ মামুপস্থিতশ্রেয়োবমানিনম্।

সানুমতী—অসংসঅং সহিং এব্ব হিঅএ করিঅ ণিন্দিদো ণেণ অপ্‌পা। (অসংশয়ং সখীম্ এব হৃদয়ে কৃত্বা নিন্দিতঃ অনেন আত্মা।)

রাজা— সংরোপিতেপ্যাত্মনি ধর্মপত্নী
ত্যক্তা ময়া নাম কুলপ্রতিষ্ঠা।
কল্পিষ্যমাণা মহতে ফলায়
বসুন্ধরা কাল ইবোপ্তবীজা ॥ ২৪ ॥

সানুমতী—অপরিচ্ছিণ্ণা দাণিং দে সংদদী ভবিস্সদি। (অপরিচ্ছিন্না ইদানীং তে সন্ততিঃ ভবিষ্যতি।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—পরম্ + উপতিষ্ঠন্তি, মম + অপি + অন্তে, মাম্ + উপস্থিতশ্রেয়োবমানিনম্, সংরোপিতে + অপি + আত্মনি, ইব + উপ্তবীজা।

অন্বয়—কালে উপ্তবীজা মহতে ফলায় কল্পিষ্যমাণা বসুন্ধরা ইব কুলপ্রতিষ্ঠা ধর্মপত্নী আত্মনি সংরোপিতে অপি ময়া নাম ত্যক্তা ॥ ২৪ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—[দীর্ঘম্ উষ্ণং চ নিঃশ্বস্য—উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে) এবং ভোঃ (এভাবেই) সন্ততিচ্ছেদনিরবলম্বানাং কুলানাং (সন্তান না থাকায় নিরালম্ব বংশের) মূলপুরুষাবসানে (মূল পুরুষের মৃত্যুর পর) সম্পদঃ (ধনসম্পত্তি) পরম্ উপতিষ্ঠন্তি (পরের হস্তে গমন করে)। মম অপি অন্তে (আমার মৃত্যুর পরও) পুরুবংশশ্রিয়ঃ (পুরুবংশের বৈভবের) এষঃ বৃত্তান্তঃ (এরকমই ঘটবে।) প্রতিহারী—প্রতিহতম্ অমঙ্গলম্ (এ অমঙ্গল দূর হোক্)। রাজা—ধিক্ মাম্ (আমাকে ধিক্)। উপস্থিতশ্রেয়োঽবমানিনং (লক্ষ্মী স্বয়ং উপস্থিত হলেও আমি তাঁকে উপেক্ষা করেছি।) সানুমতী—অসংশয়ম্ (নিশ্চয়ই) সখীম্ এব হৃদয়ে (আমার সখীকে মনে করেই) অনেন আত্মা নিন্দিতঃ (ইনি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন।) রাজা—কালে উপ্তবীজা (যথা

সময়ে বীজ বপন করলে) বসুন্ধরা (পৃথিবী) ইব (যেমন) মহতে ফলায় কল্পিষ্যমাণা (প্রচুর শস্য প্রদান করে, তেমনি) আত্মনি সংরোপিতে অপি (আমার নিজের আত্মাই গর্ভরূপে প্রবিষ্ট হয়ে সন্তানের জন্মদানে বংশকে রক্ষা করতে পারত, কিন্তু কুলপ্রতিষ্ঠা ধর্মপত্নী (আমার বংশের রক্ষাকর্ত্রী ধর্মপত্নীকে) ময়া নাম ত্যক্তা (আমি নিজেই পরিত্যাগ করেছি।) সানুমতী—অপরিচ্ছিন্না ইদানীং তে সন্ততিঃ ভবিষ্যতি (আপনার সন্তানবিচ্ছেদ কখনো ঘটবে না।)

বঙ্গানুবাদ—রাজা—(উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে) এভাবেই সন্তান না থাকায় নিরালম্ব বংশের মূল পুরুষের মৃত্যুব পর ধনসম্পত্তি পরের হস্তে গমন করে। আমার মৃত্যুর পরও পুরুবংশের বৈভবের এরূপ অবস্থা হবে।

প্রতিহারী—এ অমঙ্গল দূর হোক্।

রাজা—আমাকে ধিক্। লক্ষ্মী স্বযং উপস্থিত হলেও আমি তাঁকে উপেক্ষা করেছি।

সানুমতী—নিশ্চযই আমার সখীকে মনে করেই ইনি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন।

বাজা—যথাসময়ে বীজ বপন করলে পৃথিবী যেমন প্রচুর শস্য প্রদান করে, তেমনি আমার নিজেব আত্মাই গর্ভরূপে প্রবিষ্ট হয়ে সন্তানের জন্মদানে বংশকে রক্ষা করতে পারতো, কিন্তু আমার বংশের রক্ষাকর্ত্রী ধর্মপত্নীকে আমি নিজেই পরিত্যাগ করেছি।

সানুমতী—আপনার বিচ্ছেদ কখনো ঘটবে না।

মনোরমা—ধর্মপত্নী—ধর্মস্য পত্নী, অশ্বঘাসাদিবৎ তাদর্থ্যে ষষ্ঠীসমাসঃ। সংরোপিতে—সম্-রুহ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্মণি। মহতে ফলায়—"ক্‌ৢপি সম্পদ্যমানে চ"—সূত্র অনুসারে চতুর্থী। কল্পিষ্যমাণা—ক্‌ৢপ্ + লৃট্ + শানচ্, টাপ্। উপ্তবীজা—উপ্তং বীজং যস্যাং সা, বহুব্রীহিঃ।

আশা—সংরোপিতে ইতি। আত্মনি স্বস্মিন্ সংরোপিতে অপি, গর্ভং সংক্রমিতে অপি, আত্মা বৈ পুত্রনামাসি আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কালে সময়ে উপ্তং বীজং যত্র সা বসুনি ধরতি যা সা, বসুন্ধরা পৃথিবী ইব মহতে ভূরিণে ফলায়, একত্র পুত্ররূপমহোদয়ায়, অন্যত্র শস্যায় কল্পিষ্যমাণা ভবিষ্যন্তী কুলস্য প্রতিষ্ঠা বংশস্য অবিচ্ছেদস্য নিদানং ধর্মস্য পত্নী, অশ্বঘাসাদিবৎ তাদর্থ্যে ষষ্ঠীসমাসঃ। যদ্বা ধর্মার্থা পত্নী ধর্মপত্নী ময়া ত্যক্তা অবধীরিতানামেতি কুৎসনে উপমালংকারঃ, উপজাতি চ বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

"আত্মনি সংরোপিতে ইত্যাদি"—হিন্দু ধর্মমতে পতি স্বয়ং পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে,—"আত্মা প্রবিশ্য জায়ায়াং পুত্ররূপেণ জায়তে।" জায়তে অস্যামিতি জায়া, সেজন্য পত্নীকে জায়া বলা হয়। 'মনুসংহিতা' নামক ধর্মশাস্ত্রের নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে,—"পতির্জায়াং সংপ্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বা ইহ জায়তে। জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ।" (৯/৮) অর্থাৎ পতি ভার্যাতে প্রবিষ্ট হয়ে, তার গর্ভ থেকে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। জায়া থেকে পুনর্জন্ম হয় বলেই জায়ার জায়াত্ব। আবার, মহাভারতের আদিপর্বে, শকুন্তলোপাখ্যানেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। যেমন,—"অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীবঃ শরদঃ শতম ॥"

চতুরিকা—(জনান্তিকম্) অত্র ইমিণা সত্থবাহবুত্তন্তেন দ্বিউণুব্বেও ভট্টা। ণং অস্সাসিদুং মেহপ্পডিচ্ছন্দাদো অজ্জং মাঢব্বং গেণ্হিঅ আঅচ্ছামি। (অয়ে, অনেন সার্থবাহবৃত্তান্তেন দ্বিগুণোদ্বেগঃ ভর্তা। এনম্ আশ্বাসয়িতুং মেঘপ্রতিচ্ছন্দাৎ আর্যং মাঢব্যং গৃহীত্বা আগচ্ছামি ॥)

প্রতিহারী—সুঠ্ঠু ভণাসি। (নিষ্ক্রান্তা) (সুষ্ঠু ভণসি।)

রাজা—অহো, দুষ্যন্তস্য সংশয়মারূঢ়াঃ পিণ্ডভাজঃ। কুতঃ—

অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতি সংভৃতানি
কো নঃ কুলে নিবপনানি নিযচ্ছতীতি।
নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তং
ধৌতাশ্রুশেষমুদকং পিতরঃ পিবন্তি ॥ ২৫ ॥

(মোহমুপগতঃ)

সন্ধিবিচ্ছেদ—সংশয়ম্ + আরূঢাঃ, নিযচ্ছতি + ইতি, ধৌতাশ্রুশেষম্ + উদকম্, মোহম্ + উপগতঃ।

অন্বয়—কুলে নঃ অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতি সংভৃতানি নিবপনানি কঃ নিযচ্ছতি ইতি পিতরঃ নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তম্ উদকং ধৌতাশ্রুশেষং পিবন্তি ॥ ২৫ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—চতুরিকা—(জনান্তিকম্—জনান্তিকে) অয়ে অনেন সার্থবাহবৃত্তান্তেন (এ বণিকের বৃত্তান্ত শোনার পর থেকেই) দ্বিগুণোদ্বেগঃ ভর্তা (প্রভু দ্বিগুণ উদ্বিগ্ন হয়েছেন)। এনম্ আশ্বাসয়িতুং (এঁকে আশ্বস্ত করার জন্য) মেঘপ্রতিচ্ছন্দাৎ ('মেঘপ্রতিচ্ছন্দ' প্রাসাদ থেকে) আর্যং মাধব্যং গৃহীত্বা (আর্য মাধব্যকে ডেকে নিয়ে) আগচ্ছামি (আসি)। প্রতিহারী—সুষ্ঠু ভণসি (যথার্থই বলেছ)। [নিষ্ক্রান্তা—নিষ্ক্রান্ত হলেন] রাজা—অহো (হায়) দুয্যন্তস্য পিণ্ডভাজঃ (দুয্যন্তের পিণ্ডভাগীরা) সংশয়ম্ আরূঢ়াঃ (সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছেন)। কুতঃ (কেননা)—কুলে নঃ (আমাদের কুলে) অস্মাৎ পরং বত (আমার মৃত্যুর পর) যথাশ্রুতি সংভৃতানি নিবপনানি কঃ নিয়চ্ছতি (বৈদিক শাস্ত্রানুসারে কে পিণ্ডাদি দান করবে) ইতি (একথা ভেবে) প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তম্ উদকম্ (পুত্রহীন আমি তর্পণ করে যে জল দিচ্ছি) ধৌতাশ্রুশেষং পিবন্তি (সে জল দিয়ে নিজেদের অশ্রু ধৌত করে অবশিষ্ট অংশ পান করছেন)। মোহম উপগতঃ (মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হলেন)।

বঙ্গানুবাদ—চতুরিকা—(জনান্তিকে) এ বণিকের বৃত্তান্ত শোনার পর থেকেই মহারাজ দ্বিগুণ উদ্বিগ্ন হয়েছেন। এঁকে আশ্বস্ত করার জন্য 'মেঘপ্রতিচ্ছন্দ" প্রাসাদ থেকে আর্য মাধব্যকে ডেকে নিয়ে আসি।

প্রতিহারী—যথার্থই বলেছ। [নিষ্ক্রান্ত হলেন]

রাজা—হায়রে দুয্যন্তের পিণ্ডভাগীরা সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছেন। কেননা, আমাদের কুলে আমার মৃত্যুর পর বৈদিক শাস্ত্রানুসারে কে পিণ্ডাদি দান করবে—একথা ভেবে পুত্রহীন আমি তর্পণ করে যে জল দিচ্ছি সে জল দিয়ে নিজেদের অশ্রু ধৌত করে পূর্বপুরুষগণ অবশিষ্ট অংশ পান করছেন। (মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হলেন)।

মনোরমা—যথাশ্রুতি—শ্রুতিমনতিক্রম্য, অব্যয়ীভাবঃ। নিবপনানি—নি-বপ্ + ল্যুট্ ভাবে, বহুবচনম্। প্রসূতিবিকলেন—প্র-সূ + ক্তিন্—প্রসূতিঃ তযা বিকলঃ, তৃতীয়াতৎ, তেন। ধৌতাশ্রুশেষম—ধৌতানি অশ্রূণি যেন তৎ, বহুব্রীহিঃ, ধৌতাশ্রু চ, তৎ শেষং চ, কর্মধা. তম্। পিণ্ডভাজঃ—পিণ্ডং ভজন্তে যে তে, পিণ্ডভাজঃ, পিণ্ড-ভজ্ কর্তরি ণ্বিঃ "ভজো ণ্বিঃ" সূত্র অনুসারে কর্তরি ণ্বিঃ ৷৷"

আশা—অস্মাদিতি। অস্মাৎ দুয্যন্তাৎ পরম্ অনন্তরং, বত ইতি খেদে, অস্মাকং কুলে কঃ, যথাশ্রুতি শ্রুতিমনতিক্রম্য ইতি যথাশ্রুতি বেদোক্তবিধানানুসারেণ সম্ভৃতানি সংগৃহীতানি নিবপনানি পিণ্ডশ্রাদ্ধতর্পণাদীনি পিতৃদানানি করিষ্যতি বিধাস্যতি, ন কোঽপি

ইত্যাশয়ঃ। ইতি চিন্তয়িত্বা পিতরঃ মদীয়পূর্বপুরুষাঃ প্রসৃত্যা তনয়েন বিকলঃ রহিতঃ, তাদৃশেন অপুত্রকেণ ময়া কর্ত্রা প্রসিক্তম্ অর্পিতম্ উদকম্ তর্পণসলিলং নূনং নিশ্চিত-মেব ধৌতানি ক্ষালিতানি অশ্রূণি যেন করণভূতেণ তৎ ধৌতাশ্রু চ তৎ শেষং চ ধৌতাশ্রুশেষং পিবন্তি। পিণ্ডলোপশঙ্কয়া রুদন্তঃ পিতরঃ ন প্রকামভুজঃ ইতি ভাবঃ। অত্র উৎপ্রেক্ষালংকারঃ, বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

মহাকবি কালিদাস অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে নায়ক রাজা দুষ্যন্তকে তাঁর অপুত্রক অবস্থা জনিত গভীর মনোবেদনা এবং অসহায়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এখানে সমুদ্রবণিক ধনমিত্রের আখ্যানের অবতারণা করেছেন। শক্রাবতারবাসী ধীবরের কাছ থেকে স্বনামাংকিত অঙ্গুরীয়ক ফিরে পেয়ে, মোহমুক্ত রাজা স্মরণ করতে সক্ষম হলেন যে, তিনি মোহাচ্ছন্ন হয়ে তাঁর পরিণীতা ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে নির্মম ও রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অথচ শকুন্তলার গর্ভেই পুত্রসন্তান লাভ করে তিনি পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হতে পারতেন। বিবাহ যে কেবল ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করার উপায় মাত্র নয়, এর যে একটা গভীর ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে তা' তিনি বিশেষভাবে অনুধাবন করলেন। অপুত্রক রাজার পূর্বপুরুষগণ পিণ্ডলাভ থেকে বঞ্চিত হবে এবং তর্পণবারির পরিবর্তে উষ্ণ অশ্রু পান করবেন,—একথা ভেবে পুত্রহীনতার দুশ্চিন্তায় রাজা মূর্চ্ছাগ্রস্ত হলেন। অবশেষে রাজা দুষ্যন্ত বুঝতে পারলেন যে, ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবনে "ধর্মপত্নী"র মাহাত্ম্য অপরিসীম।

চতুরিকা—(সসম্ভ্রমমবলোক্য) সমস্সসদু ভট্টা। (সমাশ্বসিতু ভর্তা)।

সানুমতী—হদ্ধী হদ্ধী। সদি ক্খু দীবে ববধাণদোসেণ এসো অন্ধ- আরদোসম্ অনুহোদি। অহং দাণিং এব্ব নিব্বুদং করেমি। অহবা সুদং মএ সউন্দলং সমস্সস-অন্তীএ মহেন্দ্রজণণীএ মুহাদো জণ্ণভাত্তস্সুআ দেবা এব্ব তহ অনুচিঠ্ঠিস্সন্তি জহ অইরেণ ধম্মপদিণিং ভট্টা অহিণন্দিস্সদি ত্তি। তা ণ জুত্তং কালং পডি-পালিদুং। জাব ইমিণা বুত্তন্তেন পিঅসহিং সমাস্সাসেমি। (উদ্ভ্রান্তকেন নিষ্ক্রান্তা) (হা ধিক্, হা ধিক্। সতি খলু দীপে ব্যবধানদোষেণ এষঃ অন্ধকারদোষম্ অনুভবতি। অহম্ ইদানীম্ এব নির্বৃত্তং করোমি। অথবা শ্রুতং ময়া শকুন্তলাং

সমাশ্বাসয়ন্ত্যাঃ মহেন্দ্রজনন্যাঃ মুখাৎ যজ্ঞভাগোৎসুকাঃ দেবাঃ এব তথা অনুতিষ্ঠাস্যন্তি যথা অচিরেণ ধর্মপত্নীং ভর্তা অভিনন্দিষ্যতি ইতি। তৎ ন যুক্তং কালং প্রতিপালয়িতুম্। যাবৎ অনেন বৃত্তান্তেন প্রিয়সখীং সমাশ্বাসয়ামি।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—সসম্ভ্রমম্ + অবলোক্য।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—চতুরিকা—[সসম্ভ্রমম্ অবলোক্য—উদ্বিগ্নভাবে অবলোকন করে] সমাশ্বসিতু ভর্তা (প্রভু, আশ্বস্ত হন)। সানুমতী—হা ধিক, হা ধিক্ (হায় ধিক্, হায় ধিক্)। সতি খলু দীপে (দীপ থাকলেও) ব্যবধানদোষেণ (দূরত্বের জন্য) এষঃ অন্ধকারদোযম্ অনুভবতি (ইনি অন্ধকারের কুফল ভোগ করছেন)। অহম্ ইদানীম্ এব (আমি এখনই) নির্বৃত্তং করোমি (এঁকে আশ্বস্ত করি।) অথবা (অথবা থাক্) শকুন্তলাং সমাশ্বাসযন্ত্যাঃ (শকুন্তলাকে প্রবোধ দেবার কালে) মহেন্দ্রজনন্যাঃ মুখাৎ (ইন্দ্রের জননীর মুখ থেকে) ময়া শ্রুতং (আমি শুনেছি যে) যজ্ঞভাগোৎসুকাঃ দেবাঃ এব (যজ্ঞের অংশ লাভের জন্য উৎসুক দেবতারাই) থথা অনুতিষ্ঠাস্যন্তি (এরূপ উপায় করবেন) যথা (যাতে) অচিরেণ (সত্বরই) ভর্তা ধর্মপত্নীম্ (স্বামী দুষ্যন্ত ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে) অভিনন্দিয্যতি ইতি (অভিনন্দন জানাবেন)। তৎ (সুতরাং) ন যুক্তং কালং প্রতিপালয়িতুম্ (সময়ের অপচয় উচিত হবেনা)। যাবৎ অনেন বৃত্তান্তেন (এখন এ বৃত্তান্ত জানিয়ে) প্রিয়সখীং সমাশ্বাসয়ামি (প্রিয়সখী শকুন্তলাকে আশ্বস্ত করি)।

(একপ্রকার নৃত্য করতে করতে নিষ্ক্রান্ত হলেন)।

বঙ্গানুবাদ—চতুরিকা—(উদ্বিগ্নভাবে অবলোকন করে) প্রভু আশ্বস্ত হোন্।

সানুমতী—হায় ধিক্, হায় ধিক্। দীপ থাকলেও ব্যবধানের জন্য ইনি অন্ধকারের কুফল ভোগ করছেন। আমি এখনই এঁকে আশ্বস্ত করি। অথবা থাক্, শকুন্তলাকে প্রবোধ দেবার কালে ইন্দ্রের জননীব মুখ থেকে আমি শুনেছি যে, যজ্ঞের অংশলাভের জন্য উৎসুক দেবতারাই এরূপ উপায করবেন, যাতে সত্বরই স্বামী দুষ্যন্ত ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে অভিনন্দন জানাবেন। সুতরাং সময়ের অপচয় উচিত হবে না। এখন এ বৃত্তান্ত জানিয়ে প্রিয়সখী শকুন্তলাকে আশ্বস্ত করি ॥

(একপ্রকার নৃত্য করতে করতে নির্গত হলেন)।

আলোচনা :

সানুমতী নিজেকে অদৃশ্য রেখে রাজপ্রাসাদে এবং রাজোদ্যানে রাজা দুষ্যন্তের কাছাকাছি থেকে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে বিদিত হয়ে শকুন্তলাজননী

মেনকার কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং রাজপ্রাসাদেব সমুদয় বৃত্তান্ত মেনকাও শকুন্তলাকে জ্ঞাপন করতেই শকুন্তলার মন থেকে রাজার প্রতি বিরূপ ধারণা অপসৃত হল এবং শকুন্তলা বুঝতে পারলেন যে রাজা স্বেচ্ছায লোকলজ্জা ও গুরুতর অপবাদের ভয়ে শকুন্তলাকে বিসর্জন দেননি, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার পেছনে যে কারণ রয়েছে তা' এখনও অজ্ঞাত ও রহস্যজনক। শকুন্তলার মন থেকে দুষ্যন্ত সম্বন্ধে এভাবে সকল সন্দেহের নিরসন হওয়ায তিনি মহর্ষি মারীচের তপোবনে 'বিরহব্রত' অনুষ্ঠানেব মধ্য দিয়ে রাজার সঙ্গে পুনর্মেলনের অধীর আগ্রহ নিযে প্রতীক্ষায থাকলেন। সুতবাং রাজাব প্রতি শকুন্তলার অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, এবং ভাবী পুনর্মেলনের ভিত্তি রচনাব উদ্দেশ্যে শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের পর বাজাব মানসিক প্রতিক্রিয়া শকুন্তলার পক্ষে জানা একান্তই অপরিহার্য ছিল। সানুমতী চবিত্রের অবতারণার মাধ্যমেই যে এই নাটকীয প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে তা' বলাই বাহুল্য।

(নেপথ্যে)

অববন্মণ্ণম্ (অব্রহ্মণ্যম্)

রাজা—(প্রত্যাগতচেতনঃ কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে মাধব্যস্যেবার্তস্বরঃ। কঃ কো ত্র ভোঃ।

(প্রবিশ্য)

প্রতিহারী—(সসম্ভ্রমম্) পরিত্তাঅদু দেবো সংসঅগদং বঅস্সম্। (পরিত্রায়তাং দেবঃ সংশয়গতং বয়স্যম্)।

রাজা—কেনাত্তগন্ধো মাণবকঃ।

প্রতিহারী—অদিট্ঠরুবেণ কেণ বি সত্তেণ অদিক্কমিঅ মেহপ্পডিচ্ছন্দস্স প্পাসাদস্স অগ্গভূমিং আরোবিদো। (অদৃষ্টরূপেণ কেন অপি সত্ত্বেন অতিক্রম্য মেঘপ্রতিচ্ছন্দস্য প্রাসাদস্য অগ্রভূমিম্ আরোপিতঃ।)

রাজা—(উত্থায়) মা তাবৎ। মমাপি সত্ত্বৈরভিভূয়ন্তে গৃহাঃ। অথবা,

অহন্যহন্যাত্মনঃ এব তাবজ্
জ্ঞাতুং প্রমাদস্খলিতং ন শক্যম্।

প্রজাসু কঃ কেন প্রথা প্রযাতী-
ত্যশেষতো বেদিতুমস্তি শক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—মাধব্যস্য + ইব + আর্তস্বরঃ, কঃ + অত্র, কেন + আত্তগন্ধঃ, অহনি + অহনি + আত্মনঃ, তাবৎ + জ্ঞাতুম্, প্রযাতি + ইতি + অশেষতঃ, বেদিতুম্ + অস্তি।

অন্বয়—অহনি অহনি আত্মনঃ এব প্রমাদস্খলিতং তাবৎ জ্ঞাতুং ন শক্যম্। প্রজাসু কঃ কেন প্রথা প্রযাতি ইতি অশেষতঃ, বেদিতুং শক্তিঃ অস্তি ॥ ২৬ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—(নেপথ্যে) অব্রহ্মণ্যম্ (ব্রাহ্মণকে বধ করা হচ্ছে, বাঁচাও, বাঁচাও)। রাজা—[প্রত্যাগতচেতনঃ—চৈতন্য লাভ করে, কর্ণং দত্ত্বা—কান পেতে শুনে] অয়ে (আরে) মাধব্যস্য ইব আর্তস্বরঃ (মনে হচ্ছে যেন, বয়স্য মাধব্যের আর্তস্বর)। কঃ কঃ অত্র ভোঃ (কে? কে আছ এখানে?) (প্রবিশ্য— প্রবেশ করে) প্রতিহারী—[সসম্ভ্রমম্—ভয়ের সঙ্গে] পরিত্রায়তাং দেবঃ (মহারাজ, রক্ষা করুন) সংশয়গতং বয়স্যম্ (সংশয়াপন্ন বয়স্য মাধব্যকে)। রাজা—কেন আত্তগন্ধঃ মানবকঃ (কে এই অসহায় ব্যক্তিটিকে পীড়ন করছে)? প্রতিহারী—অদৃষ্টরূপেণ (অদৃশ্য থেকে) কেন অপি সত্ত্বেন (কোন এক জীব) অতিক্রম্য (আপনার বন্ধুকে আক্রমণ করে) মেঘপ্রতিচ্ছন্দস্য প্রাসাদস্য (মেঘপ্রতিচ্ছন্দনামক প্রাসাদের) অগ্রভূমিম্ আরোপিতঃ (শীর্ষদেশে নিয়ে গেছে)। রাজা—(উত্থায়—উঠে দাঁড়িয়ে) মা তাবৎ (তা' হতে পারে না) মমাপি গৃহাঃ সত্ত্বৈঃ অভিভূয়ন্তে (আমার গৃহও ভূত-প্রেতের দ্বাবা আক্রান্ত)? অথবা (অথবা এতে বিস্ময়ের কিছু নেই)। অহনি অহনি (প্রতিদিন) আত্মনঃ এব প্রমাদস্খলিতং (নিজের অজ্ঞানকৃত দোষ) জ্ঞাতুং ন শক্যম্ (জানতে পারছিনা), প্রজাসু (প্রজাদের মধ্যে) কঃ কেন পথা প্রযাতি (কে কোন পথে চলছে) ইতি অশেযতঃ বেদিতুং (এইটি নিঃশেযে বিদিত হওয়া) শক্তিঃ অস্তি (সম্ভব হবে কিরূপে)?

বঙ্গানুবাদ—(নেপথ্যে ব্রাহ্মণকে বধ করা হচ্ছে, বাঁচাও বাঁচাও)

রাজা—[চৈতন্যলাভ করে, কান পেতে শুনে] আরে মনে হচ্ছে যেন, বয়স্য মাধব্যের আর্তস্বর। কে? কে আছ এখানে?

(প্রবেশ করে)

প্রতিহারী—[ভয়ের সঙ্গে] মহারাজ রক্ষা করুন সংশয়াপন্ন বয়স্য মাধব্যকে।

রাজা—কে এই অসহায় ব্যক্তিটিকে পীড়ন করছে?

প্রতিহারী—অদৃশ্য থেকে কোন এক জীব আপনার বন্ধুকে আক্রমণ করে 'মেঘপ্রতিচ্ছন্দ' নামক প্রাসাদের শীর্ষদেশে নিয়ে গেছে।

রাজা—[উঠে দাঁড়িয়ে] তা' হতে পারে না। আমার গৃহও ভূতপ্রেতের দ্বারা আক্রান্ত? অথবা, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রতিদিন নিজের আত্মকৃত দোষ জানতে পারছি না। প্রজাদের মধ্যে কে কোন পথে চলছে তা' নিঃশেষে বিদিত হওয়া সম্ভব হবে কিরূপে?

মনোরমা— আত্তগন্ধঃ—আত্তঃ গন্ধঃ যস্য সঃ বহুব্রীহিঃ, প্রমাদস্খলিতম্—প্রমাদেন স্খলিতম্, তৃতীয়া তৎ।

আশা—অহনি ইতি। অহনি অহনি (নিত্যবীপ্সয়োরিতি দ্বিত্বম্) প্রতিদিনং আত্মনঃ স্বস্য প্রমাদেন অনবধানতয়া স্খলিতং শাস্ত্রবিধেরতিক্রমঃ, তাবৎ সাকল্যেন জ্ঞাতুং ন শক্যম্। প্রজাসু মধ্যে কঃ পুমান্ কেন পথা বর্ত্মনা প্রযাতি, কীদৃগাচবতি ইতি অশেষতঃ সমগ্রং যথা তথা বেদিতুং পরিজ্ঞাতুং শক্তিঃ সামর্থ্যম্ অস্তি, ন কদাপি ইতি ভাবঃ। যদি তাবৎ আত্মনঃ পাপং প্রতিদিনম্ অনুষ্ঠীয়মানং নিরূপয়িতুমশক্যং নিখিলানাং প্রজানাং স্খলিতমবধাবয়িতুং সর্বথৈব অশক্যমিতি কিমু বক্তব্যম্। প্রজানাং পাপেন নৃপস্য প্রত্যবায়ো ভবতি। যথাহ মনুঃ—"সর্বতঃ ধর্মষড়্ভাগঃ রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ। অধর্মাদপি ষড়্ভাগঃ ভবত্যস্য হ্যরক্ষতঃ ॥" তৎপ্রত্যবায়-ফলং সত্ত্বাভিভবঃ ॥

আলোচনা :

একথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যথাশাস্ত্র রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন রাজার পরম ধর্ম। এধর্ম পালনে রাজাকে যথাসাধ্য নিষ্ঠাবান ও তৎপর হতে হবে। রাজার রাজধর্ম পালনে কোন একটি বিচ্যুতি ঘটলে প্রজা এবং রাজ্যের ক্ষতি অনিবার্য। "মনু-সংহিতা" ধর্মশাস্ত্রের অষ্টম অধ্যায়ে বলা হয়েছে,—**"সর্বতো ধর্মষড়্ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ। অধর্মাদপি ষড়্ভাগো ভবত্যস্য হ্যরক্ষতঃ ॥"** (৩০৪(অর্থাৎ যে রাজা প্রজারক্ষা করেন, তিনি প্রজাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্মকর্মের ষষ্ঠাংশভাগী হন, কিন্তু যিনি প্রজারক্ষা করেন না তিনি প্রজাদের পাপের ষষ্ঠাংশভাগী হন ॥ আবার, রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বলা হয়েছে যে, নিয়মভঙ্গজনিত রাজদোষে প্রজাগণ বিপন্ন হয়, এবং নৃপতির অসদ্‌বৃত্তির অবলম্বনের ফলে প্রজাদের মধ্যে অকাল মৃত্যু দেখা দেয়।—"রাজদোষৈ র্বিপদ্যন্তে প্রজা হ্যবিধিপালিতাঃ। আসদ্‌বৃত্তে হি নৃপতৌ অকালে ম্রিয়তে জনঃ ॥" (৭/৭৩(। প্রসিদ্ধ টীকাকার রাঘবভট্ট ও তাঁর "অর্থদ্যোতনিকা"'য় একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন,—

"রাজ্ঞোপচারাৎ পৃথিবী স্বল্পশস্যা ভবেৎ কিল।
অল্পায়ুষঃ প্রজাঃ সর্বাঃ দরিদ্রাঃ ব্যাধিপীড়িতাঃ ॥"

অর্থাৎ রাজা অপরাধ করলে পৃথিবী স্বল্পশস্য দান করে। প্রজাগণ দরিদ্র, অল্পায়ু ও ব্যাধিগ্রস্ত হয় ॥

(নেপথ্যে)

ভো বঅস্স, অবিহা অবিহা। (ভো বয়স্য, অবিহা, অবিহা।)

রাজা—(গতিভেদেন পরিক্রামন্) সখে, ন ভেতব্যম্,

(নেপথ্যে)

(পুনস্তদেব পঠিত্বা) কহং ন ভাইস্সং? এস মং কো বি পচ্চবণদসিরোহরং উচ্ছূং বিঅ তিণ্ণভঙ্গং করেদি। (কথং ন ভেষ্যামি? এষ মাং কঃ অপি প্রত্যবনত-শিরোধরম্ ইক্ষুম্ ইব ত্রিভঙ্গং করোতি।)

রাজা—(সদৃষ্টিক্ষেপম্) ধনুস্তাবৎ।

(প্রবিশ্য শার্ঙ্গহস্তা)

যবনী—ভট্টা, এদং হত্থাবাবসহিদং সরাসণং। (ভর্তঃ, এতৎ হস্তাবাপসহিতং শরাসনম্।)

(রাজা সশরং ধনুরাদত্তে)

(নেপথ্যে)

এষ ত্বামভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী
শার্দূলঃ পশুমিব হন্মি চেষ্টমানম্।
আর্তানাং ভয়মপনেতুমাত্তধন্বা
দুষ্যন্তস্তব শরণং ভবত্বিদানীম্ ॥ ২৭ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—ধনুঃ + তাবৎ, পুনঃ + তৎ + এব, ধনুঃ + আদত্তে, ত্বাম্ + অভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী, পশুম্ + ইব, ভয়ম্ + অপনেতুম্ + আত্তধন্বা, দুষ্যন্তঃ + তব, ভবতু + ইদানীম্।

অন্বয়—অভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী শার্দূলঃ পশুম্ ইব অহং চেষ্টমানং ত্বাম্ এষ হন্মি, আর্তানাং ভয়ম্ অপনেতুম্ আত্তধন্বা দুষ্যন্তঃ ইদানীং তব শরণং ভবতু ॥ ২৭ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—(নেপথ্যে) ভোঃ বয়স্য (ওহে বন্ধু) অবিহা অবিহা (আমাকে মেরে ফেলছে, আমাকে মেরে ফেলছে)। রাজা—[গতিভেদেন পরিক্রামন্—দ্রুতবেগে পরিক্রমণ করে) সখে ন ভেতব্যম্, ন ভেতব্যম্ (বন্ধু, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না)। (নেপথ্যে) [পুনস্তদেব পঠিত্বা—পুনরায় তা' পাঠ করে] কথং ন ভেষ্যামি (কেন ভয় পাবো না)? এষঃ কঃ অপি (এই যে কে একজন) মাং (আমাকে) প্রত্যবনতশিরোধরং (গ্রীবাটি নীচের দিকে বাঁকিয়ে ধরে) ইক্ষুম্ ইব (ইক্ষুদণ্ডের মত) ত্রিভঙ্গং করোতি (ত্রিভঙ্গ করে ফেলছে)। রাজা—[সদৃষ্টিক্ষেপং—দৃষ্টিপাত করে] ধনুস্তাবৎ (আমার ধনু নিয়ে এস)। (প্রবিশ্য শার্ঙ্গহস্তা—ধনু হাতে প্রবেশ করে) যবনী—ভর্তঃ (প্রভু) এতৎ (এই) হস্তাবাপসহিতং শরাসনম্ (আপনার ধনু এবং হস্তাবরণ)। (রাজা সশবং ধনুরাদত্তে—রাজা ধনুর্বাণ গ্রহণ করলেন) (নেপথ্যে) অভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী (অভিনব কণ্ঠরক্ত পিপাসু) শার্দূলঃ পশুম্ ইব (ব্যাঘ্র যেমন পশুকে হত্যা করে) অহং চেষ্টমানং ত্বাং (তেমনি যতই তুমি বাঁচতে চেষ্টা করো না কেন) এষ হন্মি (তোমাকে আমি এখনই মারছি।) আর্তানাং (দুর্গতদের) ভয়ম্ অপনেতুং (ভয় দূর কববাব জন্য) আত্তধন্বা দুষ্যন্তঃ (যে দুষ্যন্ত ধনু ধারণ করেন) ইদানীং তব শরণং ভবতু (এখন তিনি তোমাব শরণ অর্থাৎ রক্ষাকর্তা হোন।)

বঙ্গানুবাদ—(নেপথ্যে) ওহে বন্ধু, আমাকে মেরে ফেল্ছে, আমাকে মেবে ফেল্ছে।

রাজা—(দ্রুতবেগে পরিক্রমণ কবে) বন্ধু, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না।

(নেপথ্যে) (পুনরায় তা' পাঠ করে) কেন ভয় পাবো না? এই যে কে একজন আমাকে গ্রীবাটি নীচের দিকে বাঁকিযে ধবে ইক্ষুদণ্ডের মত ত্রিভঙ্গ কবে ফেল্ছে।

রাজা—(দৃষ্টিপাত করে) আমার ধনু নিয়ে এস।

(ধনুহাতে প্রবেশ করে)

যবনী—প্রভু, এই আপনার ধনু এবং হস্তাবরণ।

(রাজা ধনুর্বাণ গ্রহণ করলেন)।

(নেপথ্যে) অভিনবকণ্ঠরক্তপিপাসু ব্যাঘ্র যেমন পশুকে হত্যা করে তেমনি যতোই তুমি বাঁচতে চেষ্টা করো না কেন, তোমাকে আমি এখনই বধ করছি। দুর্গতদের ভয় দূর করবার জন্য যে দুষ্যন্ত ধনু ধারণ করেন, এখন তিনি তোমার শরণ অর্থাৎ রক্ষাকর্তা হোন্ ॥

আশা—এষ ইতি। অভিনবং সদ্যোনির্গমাৎ প্রত্যগ্রম্ উষ্ণমিত্যর্থঃ, যৎ কণ্ঠশোণিতং গলস্থং রুধিরং তস্য অর্থী যাচকঃ শার্দূলঃ ব্যাঘ্রঃ পশুং হরিণাদিজন্তুম্ ইব এষঃ অহং চেষ্টমানম্ আত্মানং ত্রাতুং হস্তপাদাদিকং বিক্ষিপন্তং ত্বাং হন্মি বিনাশয়ামি। আর্তানাং পীড়িতানাং বিপন্নানাং ভয়ম্ অপনেতুং নিরাকর্তুম্ আত্তং গৃহীতং ধনুঃ যেন স আত্তধন্বা গৃহীতকার্মুকঃ দুষ্যন্তঃ ইদানীং তব শরণং রক্ষিতা ভবতু। রাজানং দুষ্যন্তং কোপয়িতুম্ ইদমুক্তম্। অত্র উপমানাম অলংকারঃ, প্রহর্ষিণী চ বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু—ত্র্যাশাভির্মনজরগা প্রহর্ষিণীয়ম্ ইতি ॥

রাজা—(সরোষম্) কথং মামেবোদ্দিশতি‌ঙ্গ তিষ্ঠ কুণপাশন, ত্বমিদানীং ন ভবিষ্যসি। (শার্ঙ্গমারোপ্য) বেত্রবতি, সোপানমার্গম্ আদেশয়।

প্রতিহারী—ইদো ইদো দেবো। (ইতঃ ইতঃ দেবঃ।)

(সর্বে সত্বরমুপসর্পন্তি।)

রাজা—(সমন্তাদ্বিলোক্য) শূন্যং খল্বিদম্।

(নেপথ্যে)

অবিহা, অবিহা। অহং অত্ত ভবন্তং পেক্খামি। তুম্ং মং ণ পেক্খসি। বিড়ালগ্গহীদো মূসও বিঅ ণিরাসো ম্হি জীবিদে সংবুত্তো। (অবিহা অবিহা। অহম্ অত্রভবন্তং পশ্যামি। ত্বং মাং ন পশ্যসি। বিড়ালগৃহীতঃ মূষিকঃ ইব নিরাশঃ অস্মি জীবিতে সংবৃত্তঃ।)

রাজা—ভোস্তিরস্করিণীগর্বিত, মদীয়ং শস্ত্রং ত্বাং দ্রক্ষ্যতি। এষ তমিষুং সংদধে,

যো হনিষ্যতি বধ্যং ত্বাং রক্ষ্যং রক্ষতি চ দ্বিজম্।
হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জয়ত্যপঃ ॥ ২৮ ॥

(অস্ত্রং সংধত্তে।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—মাম্ + এব + উদ্দিশতি, ত্বম্ + ইদানীম্, শার্ঙ্গম্ + আরোপ্য, সত্বরম্ + উপসর্পন্তি, সমন্তাৎ + বিলোক্য, খলু + ইদম্, ভোঃ + তিরস্করিণীগর্বিতঃ, ক্ষীরম্ + আদত্তে, বর্জয়তি + অপঃ, তৎ + মিশ্রাঃ, তম্ + ইষুম্।

অন্বয়—যঃ বধ্যং ত্বাং হনিষ্যতি, রক্ষ্যং চ দ্বিজং রক্ষতি। হংসঃ ক্ষীরম্ আদত্তে হি, তন্মিশ্রাঃ অপঃ বর্জয়তি ॥ ২৮ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—[সরোষম্—ক্রোধের সঙ্গে] কথং মামেব উদ্দিশতি (এ যে দেখছি আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলছে)। তিষ্ঠ কুণপাশন (দাঁড়া শবভক্ষক পিশাচ), ত্বম্ ইদানীং ন ভবিষ্যসি (এক্ষণি তুমি আর বেঁচে থাকবে না)। (শার্ঙ্গমারোপ্য—ধনুতে শরযোজনা করে) বেত্রবতি, সোপানমার্গমাদেশয় (বেত্রবতী, সোপানের পথ দেখাও)। প্রতিহারী—ইতঃ ইতঃ দেবঃ (মহারাজ, এদিকে, এ দিকে)।

(সর্বে সত্বরম্ উপসর্পন্তি—সকলে শীঘ্র অগ্রসর হলেন)

রাজা—(সমন্তাদ্ বিলোক্য—চারদিকে অবলোকন করে) শূন্যং খল্টিবদম্ (এ স্থান শূন্য)।

(নেপথ্যে)

অবিহা অবিহা (মরে গেলাম, মরে গেলাম) অহম্ অত্রভবন্তং পশ্যামি (আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি) ত্বং মাং ন পশ্যসি (আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না)। বিড়ালগৃহীতঃ মূষিকঃ ইব নিরাশঃ অস্মি জীবিতে সংবৃত্তঃ (বিড়ালধৃত মূষিকের ন্যায় আমি জীবনে নিরাশ হয়েছি)। রাজা—ভোঃ তিরস্করিণীগর্বিতঃ (হে রাক্ষস, তুমি অন্তর্ধানবিদ্যাব প্রভাবে গর্বিত হয়েছ), মদীয়ং শস্ত্রং ত্বাং দ্রক্ষ্যতি (কিন্তু আমার অস্ত্র তোমাকে নিশ্চিত দেখতে পাবে)। এষ তমিষুং সংদধে (আমি সে অস্ত্র সংযোজন করছি।) যঃ (যে বাণ) বধ্যং ত্বাং হনিষ্যতি (বধ্য তোমাকে হত্যা করবে), রক্ষ্যং চ দ্বিজং রক্ষতি (যে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করার তাঁকে রক্ষা করবে)। হংসো হি ক্ষীরম্ আদত্তে (হংস কেবল দুগ্ধই গ্রহণ করে,) তন্মিশ্রা অপঃ বর্জয়তি (কিন্তু দুগ্ধের সঙ্গে মিশ্রিত জল সে বর্জন করে।) [অস্ত্রং সংধত্তে—বাণ যোজনা কবলেন।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—(ক্রোধের সঙ্গে) এ যে দেখছি আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলছে। দাঁড়াও শবভক্ষক পিশাচ, এক্ষুনি তুমি আর জীবিত থাকবে না। (ধনুতে শরযোজনা করে) বেত্রবতী, সোপানের পথ দেখাও।

প্রতিহারী—মহারাজ, এদিকে, এদিকে।

(সকলে শীঘ্র অগ্রসর হলেন)

রাজা—(চারদিকে অবলোকন করে) এ স্থান শূন্য।

(নেপথ্যে)

মরে গেলাম, মরে গেলাম। আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। মার্জারধৃত মূষিকের ন্যায় আমি জীবনে নিরাশ হয়েছি।

রাজা—হে রাক্ষস, তুমি অন্তর্ধান বিদ্যার প্রভাবে গর্বিত হয়েছ, কিন্তু আমার অস্ত্র তোমাকে নিশ্চিত দেখতে পাবে। সে অস্ত্র আমি সংযোজন করছি। সে বাণ বধ্য তোমাকে হত্যা করবে, যে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা য তাঁকে রক্ষা করবে। হংস কেবল দুগ্ধই গ্রহণ করে, কিন্তু দুগ্ধের সঙ্গে মিশ্রিত জল সে বর্জন করে। (বাণযোজনা করলেন)।

আশা—যো হনিষ্যতি ইতি। যঃ বাণঃ বধ্যং বধার্হং বধযোগ্যম্ অকারণং ব্রহ্ম-হত্যাপ্রবৃত্তত্বাৎ বধার্হম্ অপরাধিনং ত্বাং কৌণপাধমং হনিষ্যতি ব্যাপাদয়িষ্যতি, রক্ষ্যং রক্ষণার্হম্ অপরাধাভাবাৎ সর্বথা রক্ষণযোগ্যং দ্বিজং বিপ্রং বিদূষকং রক্ষিষ্যতি ত্বতঃ ত্রাস্যতে। উক্তমর্থং স্পষ্টীকর্তুং দৃষ্টান্তমুখেন আহ—হংসঃ ক্ষীরং দুগ্ধম্ আদত্তে গৃহ্ণাতি, কিন্তু তন্মিশ্রাঃ দুগ্ধেন মিশ্রিতাঃ অপঃ জলানি বর্জয়তি। যথা হংসঃ পেয়ং দুগ্ধং পিবতি, অপেয়ং জলং ত্যজতি, তথা মম (দুষ্যন্তস্য) বাণঃ বধ্যং ত্বাং (মাতলিম্) ব্যাপাদয়িষ্যতি, অবধ্যং দ্বিজং চ ত্যক্ষ্যতি ইতি দৃষ্টান্তালংকারঃ। তল্লক্ষণং তু—"দৃষ্টান্তস্তু স্বধর্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম" ইতি ॥

(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকমুৎসৃজ্য মাতলিঃ)

মাতলিঃ—রাজন্,

কৃতঃ শরব্যং হরিণা তবাসুরাঃ
শরাসনং তেষু বিকৃষ্যতামিদম্।
প্রসাদসৌম্যানি সতাং সুহৃজ্জনে
পতন্তি চক্ষূংষি ন দারুণাঃ শরাঃ ॥ ২৯ ॥

রাজা—(অস্ত্রমুপসংহরন্) অয়ে মাতলিঃ। স্বাগতং মহেন্দ্রসারথেঃ।

(প্রবিশ্য)

বিদূষকঃ—অহং জেণ ইট্ঠিপসুমারং মারিদো সো ইমিণা সাঅদেণ অহিণন্দীঅদি। (অহং যেন ইষ্টিপশুমারং মারিতঃ সঃ অনেন স্বাগতেন অভিনন্দ্যতে।)

মাতলিঃ—(সস্মিতম্) আয়ুষ্মন্, শ্রূয়তাং যদস্মি হরিণা ভবৎসকাশং প্রেষিতঃ।

রাজা—অবহিতোঽস্মি।

সন্ধিবিচ্ছেদ—বিদূষকম্ + উৎসৃজ্য, তব + অসুরাঃ, বিকৃষ্যতাম্ + ইদম্, অস্ত্রম্ + উপসংহরন্, যৎ + অস্মি, অবহিতঃ + অস্মি।

অন্বয়—হরিণা অসুরাঃ তব শরব্যং কৃতাঃ, তেষু ইদং শরাসনং বিকৃষ্যতাম্। সতাং প্রসাদসৌম্যানি চক্ষুংষি সুহৃজ্জনে পতন্তি—দারুণাঃ শরাঃ ন (পতন্তি) ॥ ২৯ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—(ততঃ প্রবিশতি বিদূষকম্ উৎসৃজ্য মাতলিঃ—বিদূষককে ছেড়ে দিয়ে তারপর মাতলি প্রবেশ করলেন।) মাতলিঃ—রাজন্ (মহারাজ) হরিণা (দেবরাজ ইন্দ্র) অসুরাঃ (অসুরগণকে) তব শরব্যং কৃতাঃ (আপনার বাণের লক্ষ্য স্থির করেছেন)। তেষুং ইদং শরাসনং বিকৃষ্যতাম্ (তাদের লক্ষ্য করে আপনি এবার ধনুতে বাণ যোজনা করুন)। সতাং (সজ্জনদের) প্রসাদসৌম্যানি চক্ষুংষি (প্রসন্নমধুর দৃষ্টি) সুহৃজ্জনে পতন্তি (মিত্রগণের উপর পতিত হয়), দারুণাঃ শরাঃ ন (কিন্তু দারুণ বাণ নয়)। রাজা—(অস্ত্রম্ উপসংহরন্—অস্ত্র সংবরণ করে), অয়ে মাতলিঃ (এই যে মাতলি), স্বাগতং মহেন্দ্রসারথেঃ (দেবরাজের সারথির শুভাগমন হোক)। (প্রবিশ্য—প্রবেশ করে) বিদূষকঃ—অহং যেন (যে আমাকে) ইষ্টিপশুমারং মারিতঃ (যজ্ঞের পশুর মত বধ করতে উদ্যত হয়েছিল) সঃ (তাকেই) অনেন (রাজা দুষ্যন্ত) স্বাগতেন অভিনন্দ্যতে (স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছেন)। মাতলিঃ—(সস্মিতম্—ঈষৎ হাস্য সহকারে) আয়ুষ্মন্ (মহারাজ) শ্রূয়তাম্ (শ্রবণ করুন) যদ্ হরিণা (যে কারণে দেবরাজ ইন্দ্র) ভবৎসকাশং প্রেষিতঃ অস্মি (আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করেছেন)। রাজা—অবহিতঃ অস্মি (বলুন, শুনছি)।

বঙ্গানুবাদ—(বিদূষককে ছেড়ে দিয়ে মাতলি প্রবেশ করলেন) মাতলি—মহারাজ, দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণকে আপনার বাণের লক্ষ্য স্থির করেছেন। তাদের লক্ষ্য কবে আপনি এবার ধনুতে বাণ যোজনা করুন। সজ্জনদের প্রসন্নমধুর দৃষ্টি মিত্রগণের উপর পতিত হয়, কিন্তু দারুণ বাণ নয়।

রাজা—(অস্ত্র সংবরণ করে) এই যে মাতলি, দেবরাজের সারথির শুভাগমন হোক্।

(প্রবেশ করে)

বিদূষক—যে আমাকে যজ্ঞের পশুর মত বধ করতে উদ্যত হয়েছিল, তাকেই রাজা দুষ্যন্ত স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছেন।

মাতলি—(ঈষৎ হাস্য সহকারে) মহারাজ, শ্রবণ করুন,—যে কারণে দেবরাজ ইন্দ্র আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করেছেন।

রাজা—বলুন, শুন্‌ছি ॥

মনোরমা—শরব্যম্—শৃণাতি হন্তি ইতি শৃ + উ = শরু। তস্মৈ ইতি শরু + যৎ = শরব্যম্। হরিণা—(ইন্দ্রেণ) অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া। প্রসাদসৌম্যানি = প্রসাদেন সৌম্যম্, তৃতীয়া তৎ, তানি। সোম + ষ্ণ্য = সৌম্য।

আশা—কৃতাঃ ইতি ॥ হরিণা দেবরাজেন ইন্দ্রেণ অসুরাঃ দৈত্যাঃ তব শরব্যং বাণক্ষেত্রলক্ষ্যং কৃতাঃ বিহিতাঃ। তব (দুষ্যন্তস্য) বাণাদেব এতে দৈত্যাঃ বিনাশত্বং লপ্স্যন্তে ইতি ইন্দ্রেণ নির্ধারিতম্। অস্মাদেব হেতোঃ তেষু অসুরেষু ইদং কতধৃতং সজ্যং শবাসনং ধনুঃ বিকৃষ্যতাম্ শরক্ষেপণায় আকৃষ্যতাম্। অসুরা এব তব বধ্যাঃ নাহমিতি ভাবঃ। তথাহি—সতাং সাধুপুরুষাণাং প্রসাদেন অনুগ্রহেণ সৌম্যানি মনোজ্ঞানি নতু রোষবক্তানি চক্ষূংষি লোচনানি এব সুহৃজ্জনে প্রিয়জনে ময়ি (মাতলৌ) পতন্তি, কিন্তু দারুণাঃ মর্মভেদিনঃ শরাঃ বাণাঃ ন পতন্তি। অতএব মাং প্রতি কৃপাদৃষ্টিং পাতয় ইত্যর্থঃ। অত্র উত্তবার্ধেন প্রথমার্ধস্য সমর্থনাদ্ অর্থান্তরন্যাসোঽলংকারঃ। বংশস্থবিলং চ বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু—"বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ" ইতি ॥

মাতলিঃ—অস্তি কালনেমিপ্রসূতির্দুর্জয়ো নাম দানবগণঃ।

রাজা—অস্তি। শ্রুতপূর্বং ময়া নারদাৎ।

মাতলিঃ—

> **সখ্যুস্তে স কিল শতক্রতোরজয্য**
> **স্তস্য ত্বং রণশিরসি স্মৃতো নিহন্তা।**
> **উচ্ছেত্তুং প্রভবতি যন্ন সপ্তরশ্মি**
> **স্তন্নৈশং তিমিরমপাকরোতি চন্দ্রঃ ॥ ৩০ ॥**

স ভবানাত্তশস্ত্র এব ইদানীং তমৈন্দ্ররথমারুহ্য বিজয়ায় প্রতিষ্ঠতাম্।

রাজা—অনুগৃহীতোঽহমনয়া মঘবতঃ সম্ভাবনয়া। অথ মাধব্যং প্রতি ভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্।

সন্ধিবিচ্ছেদ—সখ্যুঃ + তে, শতক্রতোঃ + অজয্যঃ + তস্য, যৎ + ন, তৎ + নৈশম্, তিমিরম্ + অপাকরোতি, ভবান্ + আত্তশস্ত্রঃ, তম্ + ঐন্দ্ররথম্ + আরুহ্য, অনুগৃহীতঃ + অহম্ + অনয়া, কিম্ + এবম্।

অন্বয়—সঃ তে সখ্যুঃ শতক্রতোঃ অজয্যঃ কিল, রণশিরসি ত্বং তস্য নিহন্তা স্মৃতঃ। সপ্তসপ্তিঃ যৎ নৈশং তিমিরম্ উচ্ছেত্তুং ন প্রভবতি তৎ চন্দ্রঃ অপাকরোতি ॥ ৩০ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—মাতলিঃ—কালনেমিপ্রসূতিঃ দুর্জয়ঃ নাম দানবগণঃ অস্তি (কালনেমির বংশধর দুর্জয় নামে কতকগুলি দানব আছে)। রাজা—অস্তি (আছে)। নারদাৎ ময়া শ্রুতপূর্বম (আমি তা' নারদের মুখে পূর্বেই শুনেছি)। মাতলিঃ—সঃ (দুর্জয় নামে সে দানবসঙ্ঘ) তে কিল সখ্যুঃ শতক্রতোঃ অজয্যঃ (আপনার সখা ইন্দ্রের পক্ষে অপরাজেয়)। ত্বং রণশিরসি (আপনি সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে) তস্য নিহন্তা স্মৃতঃ (সে দানবসঙ্ঘকে বধ করবেন, তাই স্থির হয়েছে)। সপ্তরশ্মিঃ (সূর্য) তৎ নৈশং তিমিরং (যে রাতের অন্ধকারকে) উচ্ছেত্তুং ন প্রভবতি (দূর করতে পারেন না) তৎ চন্দ্রঃ অপাকরোতি (চন্দ্র তা দূর করতে সমর্থ হয়)। স ভবান্ আত্তশস্ত্রঃ এব (আপনি শস্ত্র নিয়ে) ইদানীং (এখনই) তম্ ইন্দ্ররথম্ আরুহ্য (ইন্দ্রের রথে আরোহণ করে, বিজয়ায় প্রতিষ্ঠতাম (যুদ্ধ জয়ের জন্য যাত্রা করুন)। রাজা—

বঙ্গানুবাদ—মাতলি—কালনেমির বংশধর 'দুর্জয়' নামে কতকগুলি দানব আছে।

রাজা—আছে। আমি তা' নারদের মুখে পূর্বেই শুনেছি।

মাতলি—'দুর্জয়' নামে সে দানবসংঘ আপনার সখা ইন্দ্রের পক্ষে অপরাজেয়। আপনি সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে সে দানবসংঘকে বধ করবেন, তাই স্থির হয়েছে। সপ্তরশ্মি সূর্য যে রাতের অন্ধকার দূর করতে পারেন না, চন্দ্র তা' অপসারণ করতে সমর্থ হয়। আপনি শস্ত্র নিয়ে এখনই ইন্দ্রের রথে আরোহণ করে যুদ্ধ জয়ের জন্য যাত্রা করুন।

রাজা—ইন্দ্রের এ গৌরবপ্রদর্শনে আমি অনুগৃহীত হয়েছি। মাধব্যের প্রতি এরূপ আচরণের কারণ কি?

মনোরমা—শ্রুতপূর্বম্—পূর্বং শ্রুতম্, সহসুপা। জেতুং শক্যঃ = জয্যঃ "ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে"—এই সূত্র অনুসারে। ন জয্যঃ = অজয্যঃ (নঞ্ তৎ)। উচ্ছেত্তুম = উৎ ছিদ্ + তুমুন্। সপ্তরশ্মিঃ = সপ্ত রশ্ময়ঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। শতক্রতোঃ—"কৃত্যানাং কর্তরি বা"—এই সূত্র অনুসারে ষষ্ঠী।

আশা—সখ্যুস্তে ইতি। স দানবগণঃ দৈত্যসমূহঃ তব (দুষ্যন্তস্য), সখ্যুঃ সুহৃদঃ শতক্রতোঃ ইন্দ্রস্য অজয্যঃ জেতুমশক্যঃ, "ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে" ইতি নিপাতঃ, প্রযত্ন-সহস্রৈরপি জেতুম্ অশক্যঃ ॥ কিল ইতি অবধারণে। রণশিরসি সমরাগ্রভাগে ত্বং তস্য দানবগণস্য নিহন্তা বিনাশয়িতা স্মৃতঃ অসি নির্ধারিতঃ অসি। যঃ খলু দেবরাজস্য ইন্দ্রস্য অজয্যঃ স কথং ময়া (দুষ্যন্তেন) হনিষ্যতে ইতি শঙ্কাম্ উচ্ছেত্তুমাহ সপ্তরশ্মিঃ সূর্যঃ যৎ নিশায়াঃ ইদম ইতি নৈশং রাত্রিকালীনং তিমিরম্ অন্ধকারম্ উচ্ছেত্তুং দূরীকর্তুং ন প্রভবতি, ন সমর্থো ভবতি, তৎ নৈশম্ অন্ধকারঃ সূর্যাপেক্ষয়া ন্যূনতেজাঃ অপি চন্দ্রঃ

অপাকরোতি বিধিনিয়মাৎ ধ্বংসয়তি। হিমতেজসাপি অহিমতেজসঃ অচ্ছেদ্যং নৈশং ধ্বান্তং যথা অপাক্রিয়তে, তথা ভূপালেনাপি দ্যুপালস্য অনভিভবনীয়ঃ শত্রুঃ ব্যাপাদয়িষ্যতে ইতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তনামালংকারঃ। প্রহর্ষিণী চ বৃত্তম্ ॥

মাতলিঃ—তদপি কথ্যতে। কিঞ্চিন্নিমিত্তাদপি মনঃসন্তাপাদায়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবো দৃষ্টঃ। পশ্চাৎ কোপয়িতুমায়ুষ্মন্তং তথা কৃতবানস্মি। কুতঃ—

> **জ্বলতি চলিতেন্ধনো ঽগ্নি র্বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণাং কুরুতে।**
> **প্রায়ঃ স্বং মহিমানং ক্ষোভাৎ প্রতিপদ্যতে হি জনঃ ॥ ৩১ ॥**

রাজা—(জনান্তিকম্) বয়স্য, অনতিক্রমণীয়া দিবস্পতেরাজ্ঞা। তদত্র পরিগতার্থং কৃত্বা মদ্বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি,—

> **ত্বন্মতিঃ কেবলা তাবৎ পরিপালয়তু প্রজাঃ।**
> **অধিজ্যমিদমন্যস্মিন্ কর্মণি ব্যাপৃতং ধনুঃ ॥ ৩২ ॥**

বিদূষকঃ—জং ভবং আণবেদি। (নিষ্ক্রান্তঃ) (যৎ ভবান্ আজ্ঞাপয়তি।)

মাতলিঃ—আয়ুষ্মান্ রথমারোহতু।

(রাজা রথাধিরোহণং নাটয়তি)

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—তৎ + অপি, কিঞ্চিৎ + নিমিত্তাৎ + অপি, মনঃসন্তাপাৎ + আয়ুষ্মান্, কোপয়িতুম্ + আয়ুষ্মন্তম্, কৃতবান্ + অস্মি, চলিতেন্ধনঃ + অগ্নিঃ + বিপ্রকৃতঃ, দিবস্পতেঃ + আজ্ঞা, মদ্বচনাৎ + অমাত্যপিশুনম্, অধিজ্যম্ + ইদম্ + অন্যস্মিন্, রথম্ + আরোহতু, ষষ্ঠঃ + অংকঃ।

অন্বয়—অগ্নিঃ চলিতেন্ধনঃ (সন্) জ্বলতি, পন্নগঃ বিপ্রকৃতঃ (সন্) ফণাং কুরুতে। প্রায়ঃ জনঃ ক্ষোভাৎ স্বং মহিমানং প্রতিপদ্যতে হি ॥ ৩১ ॥

কেবলা ত্বন্মতি তাবৎ প্রজাঃ পরিপালয়তু। অধিজ্যম্ ইদং ধনুঃ অন্যস্মিন্ কর্মণি ব্যাপৃতম্ ॥ ৩২ ॥

বাঙলা শব্দার্থ—মাতলিঃ—তদপি কথ্যতে (তাও বলছি)। কিঞ্চিন্নিমিত্তাৎ অপি (কোন কারণবশতঃ), মনঃসন্তাপাৎ (মনঃকষ্টে) আয়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবঃ দৃষ্টঃ (আপনাকে আমি অত্যন্ত পীড়িত দেখলাম)। পশ্চাৎ (অনন্তর) আয়ুষ্মন্তং কোপয়িতুং (আপনাকে ক্রোধে উদ্দীপিত করবার জন্য) তথা কৃতবান্ অস্মি (আমি ঐরূপ করেছিলাম)। কুতঃ (কারণ), অগ্নিঃ চলিতেন্ধনঃ (ইন্ধন দিলে অগ্নি) জ্বলতি (জ্বলে), পন্নগঃ বিপ্রকৃতঃ (সন্) (সর্পকে আঘাত করলে) ফণাং কুরুতে (সে ফণা তুলে আক্রমণ করে)। প্রায়ঃ জনঃ (সাধারণতঃ মানুষ) ক্ষোভাৎ (ক্ষুব্ধ হলেই) স্বং মহিমানং প্রতিপদ্যতে হি (নিজের তেজঃ প্রকাশ করে থাকে)। রাজা—[জনান্তিকম্—জনান্তিকে] বয়স্য (বন্ধু) অনতিক্রমণীয়া দিবস্পতেঃ আজ্ঞা (স্বর্গের অধিপতির আদেশ অলঙ্ঘনীয়)। তদত্র পরিগতার্থং কৃত্বা (সুতরাং এখানকার সকল বৃত্তান্ত বুঝিয়ে বলে) মদ্বচনাৎ (আমার কথায়) অমাত্যপিশুনং ব্রূহি (অমাত্য পিশুনকে গিয়ে বল)। কেবলা ত্বন্মতিঃ (কেবলমাত্র আপনাব বুদ্ধিই) তাবৎ (আমি প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত) প্রজাঃ প্রতিপালয়তু (প্রজাসাধারণকে প্রতিপালিত করুক)। অধিজ্যম্ ইদং ধনুঃ (আমার জ্যাযুক্ত এই ধনু) অন্যস্মিন্ কর্মণি ব্যাপৃতম্ (এখন অন্য কার্যে ব্যস্ত থাকবে)। বিদূষকঃ—যৎ ভবান্ আজ্ঞাপয়তি (প্রভু যা আদেশ করেন)। (নিষ্ক্রান্ত—বাইরে গমন করলেন) মাতলিঃ—আয়ুষ্মান্ রথমারোহতু (আপনি রথে আরোহণ করুন)। [রাজা রথাধিরোহণং নাটয়তি—রাজা রথে আরোহণের অভিনয় করলেন]

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে—সকলেই নিষ্ক্রান্ত হলেন)

(ষষ্ঠ অংক সমাপ্ত)

বঙ্গানুবাদ—মাতলি—তাও বলছি। কোন কারণবশতঃ মনঃকষ্টে আপনাকে আমি অত্যন্ত পীড়িত দেখলাম। অনন্তর আপনাকে ক্রোধে উদ্দীপ্ত করবার জন্য আমি ঐরূপ করেছিলাম। কারণ, ইন্ধন দিলে অগ্নি জ্বলে, সর্পকে আঘাত করলে সে ফণা তুলে আক্রমণ করে। মানুয সাধারণতঃ ক্ষুব্ধ হলেই নিজেব তেজ প্রকাশ করতে থাকে।

রাজা—(জনান্তিকে) বন্ধু, স্বর্গের অধিপতির আদেশ অলঙ্ঘনীয়। সুতরাং এখানকার সকল বৃত্তান্ত বুঝিয়ে বলে, আমার কথায় অমাত্য পিশুনকে গিয়ে বল।—কেবলমাত্র আপনার বুদ্ধিই আমি প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত প্রজাসাধারণকে প্রতিপালন করুক। জ্যাযুক্ত আমার এ ধনু অন্যকার্যে ব্যাপৃত থাকবে।

বিদূযক—প্রভু যা' আদেশ করেন। (বাইরে গমন করলেন)

মাতলি—আপনি রথে আরোহণ করুন। (রাজা রথে আরোহণের অভিনয় করলেন।]

(সকলেই নিষ্ক্রান্ত হলেন)

(ষষ্ঠ অংক সমাপ্ত)

মনোরমা—চলিতেন্ধনঃ—চলিতানি ইন্ধনানি যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। বিপ্রকৃতঃ = বি-প্র-কৃ + ক্ত কর্মণি। ক্ষোভাৎ—হেতৌ পঞ্চমী। কোপয়িতুম্ = কুপ্ + ণিচ্ + তুমুন্।

আশা—জ্বলতি ইতি। অগ্নিঃ অনলঃ নির্বাণোন্মুখঃ চলিতানি কম্পিতানি ইন্ধনানি কাষ্ঠানি যস্য তথাভূতঃ সন্ জ্বলতি পুনর্দীপ্যতে, স্বদীপ্তিপরিগ্রহং করোতি ইত্যর্থঃ। পন্নগঃ পদ্ভ্যাং ন গচ্ছতি যঃ সঃ, পন্নগঃ "পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ" ইতি প্রভা, সর্পঃ বিপ্রকৃতঃ কেনাপি দণ্ডাদিনা উদ্বেজিতঃ সন্ ফণং ফটাং কুরুতে, স্বপরাক্রমপ্রকাশার্থম্ উত্তোলয়তি ইত্যর্থঃ। হি ইতি অবধারণে, প্রায়ঃ বাহুল্যেন জন্তুঃ প্রাণিমাত্রম্ কোপাৎ উদ্বেজনাৎ স্বং স্বকীয়ং মহিমানম্ আত্মপ্রভাবম্ ইত্যর্থঃ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি আবিষ্করোতি ইত্যাশয়ঃ। অত্র বাক্য দ্বয়ে একধর্মস্য পৃথক্ নিদেশাৎ প্রতিবস্তুপমালংকারঃ। পূর্বোক্তমেব সামান্যবচনেন দ্রঢ়যতি ইতি অর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারশ্চ। আর্যাজাতি ॥

(ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত)

শ্রীমদভিজ্ঞানশকুন্তলায়াঃ বিধুভূষণ-গোস্বামিকৃতায়াং সরলাটীকায়াম্

ষষ্ঠোঽঙ্কঃ

॥ প্রবেশকঃ ॥

[নাগরিকঃ নগররক্ষণে নিযুক্তঃ ইতি নগরশব্দাৎ ঠক্ শ্যালঃ রাজ্ঞঃ শ্যালঃ]

রক্ষিণৌ। (তাডয়িত্বা) কুম্ভিলকঃ চৌরঃ "কুম্ভিলঃ শালমীনে চ চৌরশ্লোকার্থ-চৌরয়োঃ" ইতি মেদিনী। কুম্ভীরক ইতি পাঠে স এব অর্থঃ "কুম্ভীরকঃ গণ্ডপদঃ তস্করশ্চ মলিম্লুচঃ" ইতি নামমালা। "মণেঃ বন্ধনং সুবর্ণে প্রত্যুপ্তীকরণং তত্র উৎকীর্ণং ব্যক্তীকৃতং নামধেয়ং যত্রেতি", রাঘবভট্টঃ।

পুরুষঃ। [ভীতেঃ ভয়স্য নাটিতকং রূপণং তেন সভয়মিত্যর্থঃ] "ভাবেষু বিদ্বৎসু গৌরবিতাঃ, ভাবে বিদ্বানিত্যমরঃ" ইতি ন্যায়পঞ্চাননচরণাঃ।

প্রথমঃ। সোপহাসোক্তিরিয়ম্।

পুরুষঃ। তদাখ্যস্য জনপদস্য অভ্যন্তরে বসতি যঃ সঃ। ধীবরঃ মৎস্যজীবী কৈবর্তঃ কৈবর্তে দাসধীবরৌ ইত্যমরঃ। দধাতি মৎস্যান্ ইতি দধাতে ষ্বরচ্।

দ্বিতীয়ঃ। দস্যুঃ পাটচ্চরঃ স্তেন ইতি হৈমঃ। পটমিব বেষ্টিত ইব চরতি ইতি পটচ্চবঃ চৌরঃ স এব ইতি স্বার্থে অণি পাটচ্চরঃ।

শ্যালঃ। অনুক্রমেণ, যথাক্রমম্, প্রতিবধান প্রতিবন্ধং ব্যাঘাতমিতি যাবৎ জনয়। বধ্নাতেঃ লোটি মধ্যমপুরুষৈকবচনম্। উভৌ। আবুত্তঃ ভগিনীপতিঃ, ভগিনীপতিরাবুত্তঃ ইত্যমরঃ। পুরুষঃ। যৎ কর্ম বিনিন্দিতং বিগর্হনীয়ং সহজং স্বাভাবিকং বংশপরম্পরা-ক্রমেণাগতং তৎ ন বিবর্জনীয়ং ন পরিত্যজাম্। অত্র দৃষ্টান্তমুদাহবতি। অনুকম্পয়া মৃদুঃ সরসচিত্তঃ শ্রোত্রিয়ঃ বেদোক্তকর্মনিরতঃ বিপ্রঃ পশূনাং মারণং যজ্ঞার্থং ঘাতনং তদ্রূপেণ কর্মণা দারুণঃ নিষ্ঠুরঃ দয়াপ্রধানোঽপি জাত্যনুরূপযাগাদ্যঙ্গভূতপশুঘাতন-ক্রৌর্য্যং ন পরিহরতি। উক্তং চ গীতায়াং—"সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥" বিয়োগিনী বৃত্তম্। লক্ষণং বিষমে সসজা গুরুঃ সমে সভরালোঽথ গুরুর্বিয়োগিনী। "শ্রোত্রিয়ংশ্ছন্দোঽধীতে" শ্রোত্রিয-ন্নিতি নিপাত্যতে ছন্দোঽধীতে ইত্যস্মিন্নর্থে। ছন্দসো বা শ্রোত্রভাবস্তদধীতে ইতি ঘশ্চপ্রত্যয়ঃ।

শ্যালঃ। বিস্রস্য আমমাংসস্য গন্ধঃ বিদ্যতে অস্য ইতি বিস্রগন্ধী. গোধাম্ অত্তি ভক্ষয়তি ইতি গোধাদী. মৎস্যান্ বধ্নাতি ইতি মৎস্যবন্ধঃ (কর্মণ্যণ্)। অঙ্গলীয়কদর্শনম্ অঙ্গুলীয়কপ্রাপ্তিবিষয়কঃ যোঽয়ং বৃত্তান্তঃ অনেন কথিতঃ স ইত্যর্থঃ. বিস্রষ্টব্যাম্ বিচারয়িতব্যম্। শ্যালঃ। গ্রন্থিভেদকঃ চৌরঃ। গ্রন্থিং গ্রথনং বস্ত্রাদিনা ধনস্য বন্ধনং ভিনত্তি ছিনত্তি ইতি গ্রন্থিভেদকঃ। ভিদের্ণ্বুল্ ॥

প্রথমঃ। চিবং করোতি ইতি চিরয়তি, বিলম্বতে। দ্বিতীয়ঃ। অবসরে যোগ্যে সময়ে সমাগতে, ন তু স্বেচ্ছয়া সর্বদৈব উপসর্পণীয়াঃ উপগন্তব্যাঃ। প্রথমঃ। স্ফুরতঃ পরিস্পন্দেতে, ব্যগ্রৌ ভবতঃ। সুমনসঃ বধায় যাঃ সুমনসঃ পুষ্পাণি বধ্যস্য কণ্ঠে দীযন্তে তাঃ প্রদাতুম্। রাজ্ঞা প্রাণান্ দণ্ডিতস্য কৃতাপবাধস্য কণ্ঠে রক্তপুষ্পমালা সমর্প্যতে ইতি পুরাতনী রীতিঃ ॥ পুরুষঃ। নাস্তি কারণং যস্য স অকারণঃ অহেতুকঃ, অপরাধং বিনৈব ইত্যর্থঃ মারয়তি যঃ সঃ মারণঃ ণ্যন্তাৎ মৃধাতোঃ কর্তরি ল্যুঃ। দ্বিতীয়ঃ। ইতোমুখে অস্যামেব দিশি আগচ্ছন্ ইত্যর্থঃ গৃধ্রাণাম্ উপহারঃ ভবিষ্যসি জীবন্নেব বদ্ধহস্তপাদঃ গৃধ্রৈঃ খাদ্যতে অপরাদ্ধঃ, অথবা, সারমেয়াঃ অপরাধিনং তদবস্থং সন্দশ্য ভুঞ্জতে ইতি রীতিঃ পুরা প্রবর্তিতা আসীৎ।

শ্যালঃ। জালেন উপজীবতি বৃত্তিং করোতি ইতি জালোপজীবী ধীবরঃ। অঙ্গুলীয়প্রাপ্তিবিষয়কঃ বৃত্তান্তঃ যোঽনেন কথিতঃ ন সোঽসঙ্গতঃ। অস্য ইতি কর্তবি ষষ্ঠী অঙ্গুরীয়কস্য ইতি কর্মণি "ক্বচিৎ উভয়ত্রেতি" কর্তরি কর্মণি চ যুগপদেব ষষ্ঠী। যদ্বা অস্য ইত্যত্র শেষে ষষ্ঠী।

জানুকঃ ৷৷ মৎস্যৈঃ জীবন্তি ইতি মাৎস্যিকাঃ (মৎস্যসব্দাৎ ঠক) তেষাং ভর্তা প্রধানঃ তস্য কৃতে, তস্যৈব উপকৃতয়ে ন তু আত্মনঃ সেবিতং যতঃ পুবস্ক্রিযা অনেন ধীববৈণৈব লব্ধা। [অসূযযা কোপেন]

শ্যালঃ ৷৷ প্রিযবযস্যঃ প্রিযসুহৃৎ। কাদম্ববীসাক্ষিকং কাদম্ববী মদিবা সাক্ষী যস্য তৎ (শেষাদ বিভাষা ইতি কঃ)। কুৎসিতং মলিনং অম্ববং যস্য সঃ কদম্ববঃ বলদেবঃ তস্য প্রিয়া ইতি কাদম্ববী (কদম্বশব্দাৎ অণ স্ত্রিযাং ঙীষ) মদিবা, যদ্বা কাদম্ববশব্দাৎ স্ত্রিযাং ঙীষি কাদম্ববী। [illegible] ভূতা মদিবা, কাদম্ববী, কাদম্ববঞ্চ। মৈত্র্যাদিম্ অগ্নিসাক্ষিকং ক্রিযতে ইতি প্রসিদ্ধিঃ, পানাসক্তানাম [illegible]। শৌণ্ডিকস্য মদিবাজীবস্য আপণং বিত্রযশালাং গচ্ছামঃ শুণ্ডা মদিবা পণ্যমস্য ইতি শৌণ্ডিকঃ শুণ্ডাশব্দাৎ ঠক্। যদ্বা শুণ্ডিকাদাগতঃ ইতি শৌণ্ডিকঃ শুণ্ডিকাদিভ্যঃ অণ্' ইতি অণ। শৌণ্ডিকঃ আপণঃ ইতি শৌণ্ডিকাপণঃ আঙ পূর্বাৎ পণধাতোঃ অধিকবণে ঘঞ আপণঃ।

সানুমতী। পর্যায়েণ ত্রমেণ নির্বর্ত্তনীযং সম্পাদনীযম। অপ্সবস্তীর্থং শক্রাবতাবে জলাবতাববিশেষঃ। তত্র সান্নিধ্যম অবস্থানং যাবৎ সাধূনাম অভিষেকস্য স্নানস্য সমযঃ অতিত্রান্তঃ ন ভবতি। উদন্তঃ বৃত্তান্তঃ। মেনকাযাঃ সম্বন্ধঃ তেন মেনকাদুহিতৃত্বাৎ শবীবেণ তুল্যা ইতি শবীবভূতা নিত্যসমাসঃ অস্বপদবিগ্রহশ্চ, যদ্বা শবীবং ভূতা বৃত্ত্যা সহসুপেতি সমাসঃ। সা শকুন্তলা ইদানীং মে সখী জাতা। ঋতৌ বসন্তে যঃ উৎসবঃ কন্দর্পমুদ্দিশ্য স ঋতূৎসব৹ মদনমহোৎসবঃ। নাস্তি উৎসবস্য আবম্ভঃ উদ্যোগঃ যস্মিন্ তৎ। প্রণিধানেন ধ্যানেন চিত্তৈকাগ্রত্যা ইত্যর্থঃ তিবস্কবিণ্যা বিদয্যা, যৎপ্রভাবেণ অন্যৈবলক্ষিতবপুঃ সর্বং বৃত্তান্ত-মবলোকযিতুং শক্নোতি জনঃ প্রতিচ্ছন্না অলক্ষিতদেহা। উপলপ্স্যে জ্ঞাস্যামি।

প্রথমা। আতাম্রঃ ঈষল্লোহিতঃ হবিতঃ পাণ্ডুবঃ ইতি আতাম্রহবিতপাণ্ডুবঃ বর্ণো বর্ণেনেতি সমাসঃ তৎ সম্বোধনে। জীবসর্বস্বঃ প্রাণভূতঃ ঋতোর্বসন্তস্য মঙ্গলং প্রথমং পবিজৃম্ভমাণত্বাৎ মঙ্গলাচবণমিব স্থিতঃ। প্রসাদযামি সৎকবোমি ভগবতি কামদেবে সমর্পণেন ত্বাং মানযামি ইত্যর্থঃ।

দ্বিতীযা। পবভৃতিকা ইতি চেট্যাঃ নাম কোকিলা চ ইতি শ্লেষঃ। "একাৎ আকিনিচ্ অসহাযে" ইতি আকিনিচ প্রত্যযে স্ত্রিযাং ৰূপম্। মন্ত্রয়সে উচ্চাবযসি বদসি ইত্যর্থঃ। প্রথমা। মধুকবিকা ইতি দ্বিতীযচেট্যাঃ নাম ভ্রমবী চ ইতি শ্লেষঃ। কোকিলা আম্রমঞ্জবীং দৃষ্ট্বা উন্মত্তপ্রাযা ভবতি, উন্মত্তাযাশ্চ স্বযং জল্পনং ন চিত্রম। দ্বিতীযা। [সহর্ষং ত্ববযা শীঘ্রমিতার্থঃ উপগম্য] মধুমাসঃ বসন্ত-সমযঃ। প্রথমা। মদেন মত্ততাবশাৎ যো বিভ্রমঃ চাঞ্চল্যং তেন যানি গীতানি তেষাম। বসন্তে ভ্রমবী উন্মত্তা গুঞ্জতি। দ্বিতীযা। অবলম্বস্ব

ধারয় পতননিবারণার্থমিতি ভাবঃ অগ্রশ্চাসৌ পাদশ্চেতি অগ্রপাদঃ। অবয়বাবয়-বিনোরভেদবিবক্ষয়া অঙ্গুলীষু পাদত্বারোপঃ।

দ্বিতীয়া। সখীত্বেন সমপ্রাণে আবাম্ "অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ। একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ ॥" অপ্রতিবুদ্ধঃ ন সম্যক্ প্রস্ফুটিতঃ। বন্ধনস্য বৃন্তস্য ভঙ্গেন সুরভিঃ সুগন্ধিঃ কপোতহস্তকস্য লক্ষণম্। "কপোতোঽসৌ করৌ যত্র শ্লিষ্টমূলাগ্রপার্শ্বকৌ। প্রণামে গুরুসম্ভাষে।" গৃহীতং ধনুঃ যেন তস্য কামস্য শরঃ তব ইতি অন্বয়ঃ। পথিকঃ প্রোষিতঃ জনঃ তস্য যুবতিঃ লক্ষ্যং শরব্যং যস্য তাদৃশঃ পঞ্চাভ্যধিকঃ পঞ্চসু বাণেষু মধ্যে অভ্যধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি পঞ্চাভ্যধিকঃ। গৃহীতধনুষঃ ইত্যত্র সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন অনঙাদেশঃ।

কন্দর্পস্য পঞ্চবাণাঃ—

"অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ ॥"

বাণানাং নামান্তরাণি সন্তি।—

"সম্মোহনো মাদনশ্চ শোষণস্তাপণস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চ বাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥"

[অপট্যাঃ ক্ষেপেণ উত্তোলনেন, যদ্বা যষ্ঠ্যাঃ ক্ষেপম্ উত্তোলনং বিনৈব "তিরস্করিণী তিরস্কারেণ ইত্যর্থঃ। নাসূচিতস্য পাত্রস্য প্রবেশঃ নির্গমোঽপি চ" ইত্যুক্তেরত্র কঞ্চুকিনঃ সূচনাভাবাৎ অপটীক্ষেপেণ প্রবেশঃ, তত্র কুপিতত্বং হেতুঃ"—রাঘবভট্টঃ]

কঞ্চুকী। অপ্রমাণং প্রমাণং কৃতমিতি প্রমাণীকৃতং পালিতমিত্যর্থঃ। বসন্তে পুষ্পাদিভি রূপশোভিতা ভবন্তি যে তরবঃ তে বাসন্তিকাঃ তৈঃ অচেতনৈরপি পালিতং কা কথা চেতনানামিতি অপি শব্দার্থঃ, তদাশ্রয়িভিঃ তদ্বৃক্ষবাসিভিঃ তেষু আশ্রয়ঃ বিদ্যতে যেষাং তৈঃ ইতি মত্যর্থে ইনিঃ। পত্রিভিঃ পক্ষিভিঃ, তথাহি—ইতি। চিরনির্গতাপি চূতানাং কলিকা স্বং রজং ন বধ্নাতি, যতঃ কুরবকং সন্নদ্ধং তদপি কোরকাবস্থয়া স্থিতম্। শিশিরে গতে অপি পুংস্কোকিলানাং রুতং কণ্ঠেষু স্খলিতম্, স্মরোঽপি চকিতঃ তূণার্ধকৃষ্টং শরং সংহরতি শঙ্কে।

চিরং বহুদিনং নির্গতা শিশিরান্তপ্রোদ্ভিন্নাপি চূতকলিকা স্বং রজং পরাগং ন বধ্নাতি ন জনয়তি ন ধত্তে। অপ্রস্ফুটিতাবস্থয়া এব তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ। যৎ কুরবকং পুষ্পং সন্নদ্ধং বৃন্তাৎ বহির্নির্গতং তৎ কোরকস্য কুড্মলস্য অবস্থয়া এব স্থিতং ন তু বিকসিতমিতি ভাবঃ। শিশিরে শীতে গতে সত্যপি বসন্তারম্ভে অপি পুমাংসঃ কোকিলাঃ তেষাং রুতং ধ্বনিঃ কণ্ঠেষু স্খলিতং ভগ্নং কোকিলধ্বনিরপি অস্ফুটঃ। স্মরঃ কন্দর্পঃ অপি চকিতঃ সন্ত্রস্তঃ সন্ তূণাৎ ইষুধেঃ অর্ধং কৃষ্টং নিষেধার্থম্ অর্ধোদ্ধৃতং শরং সংহরতি পুনরপি

ইষুধৌ নিবেশয়তি ইতি শঙ্কে মন্যে। প্রথমপাদত্রয়ে বিশেষোক্তিরলংকারঃ ইতি রাঘবভট্টঃ। বিশেষোক্তিরখণ্ডেষু কারণেষু ফলাবচঃ। চতুর্থে পাদে উৎপ্রেক্ষা অলংকারঃ।

উভে। যদি বসন্তোৎসবনিষেধরূপঃ বৃত্তান্তঃ মাদৃশহীনজনস্য শ্রবণযোগ্যঃ যদি তত্র ন কাপি বাধা বর্ততে তর্হি কথয়তু। শ্রবণায় অস্মাকম্ অতিমহদৌৎসুক্যং জাতম্। সানুমতী। প্রিয়ঃ উৎসবঃ যেষাং তে ইতি বিগ্রহে "বা প্রিয়স্য" ইতি পরনিপতিঃ।

কঞ্চুকী। রম্যং রমণীয়ং মনোরমমিতি যাবৎ বস্তু দ্বেষ্টি ন অভিনন্দতি রমণীয়েষু অপি পদার্থেষু অস্য বিরাগঃ সংবৃত্তঃ। পুবা যথা পুরেব প্রকৃতিভিরমাত্যাদিভিঃ প্রত্যহং ন সেব্যতে, অমাত্যাদিভিঃ সহ মিলিতঃ প্রত্যহং প্রকৃতিকার্যং নাবেক্ষতে। উন্নিদ্রঃ বিনিদ্রঃ এব শয্যায়াং প্রান্তবিবর্তনৈঃ ক্ষপাঃ বজনীঃ বিগময়তি যাপয়তি। যদা দাক্ষিণ্যেন অত্যন্তানুরোধেন অন্তঃপুরেভ্যঃ লক্ষণযা দেবীভ্যঃ উচিতাং যোগ্যাং বাচং দদাতি তাভিঃ সহ আলাপং করোতি ইত্যর্থঃ, তদা গোত্রেষু নামসু স্খলিতঃ অন্যদীয়নামগ্রহণে কৃতান্যনামগ্রহঃ সন্ চিরং ব্রীড়য়া লজ্জয়া বিলক্ষঃ বিধুরঃ দৈন্যমাপন্নঃ চ ভবতি। অত্র শ্লোকে কাশ্চন স্মরদশাঃ বর্ণিতাঃ।

সানুমতী। প্রিয়ং মে। অস্য সর্বস্য শকুন্তলানুরাগমূলত্বাদিতি ভাবঃ। কঞ্চুকী। প্রভবতি সাতিশয়াং শক্তিং ধত্তে যৎ তৎ প্রভবৎ। অতিসমর্থং তস্মাৎ। বিক্ষিপ্তং মনো যস্য সঃ বিমনা তস্য ভাবঃ বৈমনস্যম্ উদ্বেগঃ, তস্মাৎ। কঞ্চুকী। অভিবর্ততে আগচ্ছতি ॥

কঞ্চুকী। বিশিষ্টানাম্ আকৃতীনাং সর্বেষু এব দশাপরিবর্তনেষু সুখে দুঃখে বা ইত্যর্থঃ, রামনীয়কং মনোহারিত্বং, অবিলুপ্তং তিষ্ঠতি। উৎসুকঃ উৎকণ্ঠিতঃ বিরহ-দুঃখেন তপ্যমানঃ। তথাহি ইতি।

বিশেষণ মণ্ডনম্ অলংকরণম্ ইতি বিশেষমণ্ডনং তস্য বিধিঃ অনুষ্ঠানম্ ইতি বিশেষমণ্ডনবিধিঃ প্রত্যাদিষ্টঃ প্রত্যাখ্যাতঃ বিশেষমণ্ডনবিধিঃ যেন সঃ তথোক্তঃ বামে প্রকোষ্ঠে মণিবন্ধে অর্পিতং ন্যস্তম্ একং কাঞ্চনং হৈমং বলয়ং বিভ্রৎ ধারয়ন্, শ্বাসেন অন্তস্তাপাৎ উষ্ণেন নিঃশ্বাসেন মুখমারুতেন বা উপরক্তঃ ম্লনিমাপাদিতঃ অতিমার্দবাদিতি ভাবঃ, অধরঃ যস্য সঃ, চিন্তয়া শকুন্তলাগতয়া জাগরণং নিদ্রাভাবঃ তেন প্রত্যন্তে অতিম্লানে নয়নে যস্য সঃ তথাবিধঃ সন্ আত্মনঃ স্বস্য তেজোগুণাৎ প্রভাবাতিশয়াৎ সংস্কারেণ শাণাদিনা উল্লিখিতঃ তনূকৃতঃ মহামণিবিব, ক্ষীণঃ কৃশঃ অপি ন আলক্ষ্যতে ক্লেশত্বেন ন পরিজ্ঞায়তে। উপমালংকারঃ। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্।

রাজা ॥ সারঙ্গস্য মৃগস্যেব অক্ষিণী যস্যাঃ তয়া উপমানপূর্বপদো বহুব্রীহিঃ, উত্তরপদলোপশ্চ (বহুব্রীহৌ ষচ্) প্রিযযা প্রতিবোধ্যমানং স্মার্যমাণমপি সুপ্তং নিদ্রিতং

স্মৃতিভ্রংশেন মূঢ়ম্ ইদং হতহৃদয়ং দগ্ধহৃদয়ম্ অনুশয়ঃ পশ্চাত্তাপঃ তেন যৎ দুঃখং তদনুভবিতুং (ক্রিয়ার্থোপপদস্য কর্মণি স্থানিনঃ ইতি চতুর্থী) সম্প্রতি বিবুদ্ধং জাগরিতম্ অপাস্তমোহং জাতম্। সারং শবলম্ অঙ্গং যস্য সঃ সারঙ্গঃ। শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধুঃ ॥

রাজা। মদ্বচনাদিতি ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী। আর্যপিশুনঃ আর্যজনঃ কীদৃশো ভবিতুমর্হতি ইতি যঃ জ্ঞাপয়তি সঃ আর্যাণাং পিশুনঃ ইতি বিগ্রহঃ। উপমানভূতঃ আর্যজনানামিত্যর্থঃ। পিশুনঃ ইতি মন্ত্রিণো নাম ইতি কেচিৎ তত্র পক্ষে আর্যশ্চাসৌ পিশুনশ্চেতি কর্মধারয়ঃ। চিরপ্রবোধাৎ বিলম্বেন জাগরণাৎ পৌরাণাং পুরবাসিনাং কার্যং ব্যবহাররূপং যদবলোকিতং তস্য স্থূলার্থঃ পত্রে লিখিতা প্রেষ্যতাম্। রাজা ॥ বাতায়ন ইতি কঞ্চুকিনঃ নাম। নিয়োগঃ অধিকারঃ। বিদূষকঃ—শিশিরম্ আতপশ্চ তয়োঃ ছেদেন অপগমেন রমণীয়ে নাতিশীতোষ্ণত্বাৎ সুখাবহে। রাজা—রন্ধ্রে সতি উপনিপতন্তি ইতি রন্ধ্রোপনিপাতিনঃ যদ্বা রন্ধ্রেণ একদুঃখসম্পাতরূপেণ উপায়ভূতেন ছিদ্রেণ উপনিপতন্তি সম্ভূয় আগচ্ছন্তি যে তে। অব্যভিচারি, নাস্তি ব্যভিচারঃ উল্লঙ্ঘনং যস্য যৎ। সর্বথৈব সত্যম্। উক্তং চ,—একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য। তাবদ্ দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে ছিদ্রেষু অনর্থাঃ বহুলীভবন্তি ॥ অপি চ, "ক্ষতে প্রহারা নিপতন্ত্যভীক্ষ্ণং ধনক্ষয়ে মূর্চ্ছতি জাঠরাগ্নিঃ। আপৎসু বৈরাণি সমুদ্‌ভবন্তি ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি ॥"

কৃত ইতি হে সখে মুনিসুতাপ্রণয়স্মৃতিরোধিনা তমসা মম ইদং মনঃ মুক্তঞ্চ প্রহরিষ্যতা মনসিজেন। ধনুষি চূতশরঃ নিবেশিতশ্চ ॥

মুনঃ কণ্বস্য সুতায়াং প্রণয়স্য স্মৃতিং রুণদ্ধি আবৃণোতি যৎ তেন স্মৃতি- বিলোপিনা তমসা মোহেন মম ইদং মনঃ মুক্তং ত্যক্তং স্মৃত্যা মোহো নির্ভিন্নঃ যদৈব তদৈব প্রহরিষ্যতা প্রহর্তুমদ্যতেন মনসিজেন কামেন ধনুষি চাপে চূতশরঃ চূতমুকুলরূপঃ বাণঃ নিবেশিতঃ, বসন্তঃ সমুপাগতঃ। সবিধেহসমুপস্থিতায়াং প্রিয়ায়াং তৎসম্বন্ধিস্মৃতিলাভঃ অনর্থ এব বিয়োগিনঃ বসন্তঋতুরনল ইব ইত্যনর্থান্তরাবাপ্তিঃ। চদ্বয়েন অবিলম্বঃ দ্যোত্যতে। সমুচ্চয়ালংকারঃ, দ্রুতবিলম্বিতং বৃত্তম্ ॥

রাজা ॥ নিরাকরণেন বিক্লবা কাতরীভূতা তস্যাঃ সমবস্থাং দীনাং দশাং নাস্তি শরণং রক্ষিতা যস্য তথোক্তঃ। ইতঃ মৎসকাশাৎ প্রত্যাদেশাৎ প্রত্যাখ্যানাৎ হেতোঃ স্বজনং গৌতমীপ্রমুখম্ অনুগন্তুম্ অনুসর্তুং ব্যবসিতা কৃতোদ্যমা (অকর্মকত্বাৎ কর্তরি ক্তঃ) সা, গুরুণা পিত্রা সমে তুল্যে তদ্বৎ মাননীয়ে গুরোঃ পিতুঃ কণ্বস্য শিষ্যে শার্ঙ্গরবে, তিষ্ঠ অত্রৈব বস ইতি উচ্চৈঃ অনীচৈঃ মুহুঃ পুনঃ পুনঃ বদতি সতি, যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণমিতি সপ্তমী, বাষ্পাণাম্ অশ্রূণাং প্রসবেণ নির্গমেণ কলুষাম্ আবিলাম্ অশ্রুপূর্ণত্বাৎ কাতরাং দৃষ্টিং ক্রূরে নিষ্ঠুরে ময়ি পুনরপি অর্পিতবতী, শরণার্থিনীতি ভাবঃ, ইতি যৎ তৎ

অর্পণং সবিষং বিষদিগ্ধং শল্যম্ অস্ত্রবিশেষঃ ইব মাং দহতি মম অন্তস্তাপং জনয়তি। অত্র উপমালংকারঃ, শিখরিণী চ বৃত্তম্ ॥

রাজা। স্বপ্ন ইতি। যোঽয়ং শকুন্তলাপরিণয়রূপঃ প্রত্যয়ঃ অনুভূয়তে সঃ কিং স্বপ্নঃ? স্বপ্নসমাগমস্য স্মৃতৌ দৃঢ়াঙ্কিতত্বাৎ ইদানীমপি অপদার্থভূতঃ সন্নপি সত্য ইব প্রতীয়তে ইতি সংশয়ঃ। স্বপ্নশ্চেৎ জাগ্রদবস্থায়াং নাতিসুস্পষ্টম্ অনুভূয়তে তর্হি কিমিয়ং মায়া, ইন্দ্রজালক্রিয়া মন্ত্রতন্ত্রাভ্যাম্ অসতঃ শকুন্তলারূপস্য বস্তুনঃ প্রকটনম্। তদপি ন সম্ভবতি, ইন্দ্রজালক্রিয়ায়াঃ অল্পক্ষণব্যাপ্তিত্বাৎ, মাসান্ ব্যাপ্য তদভাবদর্শনাচ্চ। তর্হি কিময়ং মে মতিভ্রমঃ বুদ্ধেঃ ভ্রংশাৎ এবম্বিধা প্রতীতিঃ সমুৎপদ্যতে কিমিতি সন্দেহঃ, নাপি তৎপক্ষঃ অবিসংবাদী, পুরোহিতপ্রমুখানাং সর্ব্বেষামেব পৌরাণাং যুগপদেব বুদ্ধিভ্রংশঃ ন সম্ভাব্যতে। শকুন্তলাসমাগমস্য অতাত্ত্বিকত্বসংশয়ে পর্যবসানমস্য হেতুঃ বিস্মরণহেত্বপরিজ্ঞানম্। ন খলু শকুন্তলা-পাণিগ্রহণং মায়াদের্বিলসিতং, নৈতৎ মিথ্যেতি বদিতুং শক্যতে, তর্হি তাবৎ এব কতিপযদিনানি তপোবনে যঃ সমাগমোঽভূৎ তদ্রূপমেব ফলং যস্য তৎ তাবৎফলং পুণ্যং সুকৃতং ক্লিষ্টং ক্ষীণং নু পুরা অত্যল্পমেব সুকৃতম্ আচরিতং ময়া তস্যৈব লঘুপুণ্যস্য পরিণামঃ শকুন্তলয়া ক্ষণিকসমাগমঃ, তৎ পুণ্যং ভোগাৎ ক্ষীণং তৎফলমপি অত্যন্তাদর্শনং গতম্। সর্বত্র নুশব্দঃ বিতর্কে সন্দেহালংকারঃ। তৎ শকুন্তলারূপং বস্তু অসন্নিবৃত্ত্যে অপুনবাবৃত্তয়ে ন সন্নিবর্তিতুমিত্যর্থঃ তুমর্থাচ্চ ভাববচনাদিতি চতুর্থী। অতীতং গতং ন পুনঃ শকুন্তলয়া সহ মিলনং ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ। এতে নাম মনোরথাঃ কালেন সমাগমঃ ভবিষ্যতি ইত্যেবংপ্রকাবাঃ অভিলাষাঃ তটস্য কুলস্য ইব প্রপাতাঃ যেষাং তে তটপ্রপাতাঃ প্রাবৃষি যথা ওঘেন পীড্যমানাঃ নদ্যাদেঃ তটাঃ পতন্তি এবং মনোরথা অপি উত্থায় হৃদি লীযন্তে। মনোবথানাম্ অতটাৎ তুঙ্গশৈ [illegible]দিশৃঙ্গাৎ প্রপাতাঃ পতমিতি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা, যথাতিতুঙ্গাৎ শৈলশৃঙ্গাদধঃ সলিলে প[illegible]তস্য জনস্য ক্বাপি বিপ্রলয়ঃ সম্পদ্যতে; ন পুনরভ্যুত্থানম্, তথৈতেষাং দূরাধিরোহিণাং মনোরথানামপি আত্যন্তিক এব বিলয়ঃ সম্পন্নঃ ন কুতোঽপি তেষাং চরি[illegible]ার্থতাযাঃ সম্ভবঃ ইত্থমপি ব্যাখ্যায[illegible]ে। নামেত্যলীকে তটপ্রপাতৈঃ সহ মনোরথানাং তাদাত্ম্যোনাবভাসনাৎ রূপকালংকারঃ। উপজাতিঃ বৃত্তম্ ॥

রাজা ॥ অসুলভং দুর্লভং স্থানং শকুন্তলাঙ্গুলীরূপং তস্মাৎ ভ্রশ্যতি তৎ অনাপ্তপুণ্যোপচয়ৈর্দুরাপাৎ প্রিয়ায়াঃ অঙ্গুলীপদাৎ প্রভ্রষ্টমিদমঙ্গুলীয়কমনুকম্পার্হম্। তবেতি। মে অঙ্গুলীয়, মম ইব তব সুচরিতং নূনং প্রতনু ফলেন বিভাব্যতে। যৎ অস্যাঃ [illegible]নোরমাসু অঙ্গুলীষু লব্ধপদং চ্যুতমপি। যথা মম তথা তব সুচরিতং পুণ্যং নূনং নিশ্চিতমেব প্রতনুস্বল্পং ফলেন বিভাব্যতে উন্নীয়তে। যৎ যস্মাৎ কারণাৎ অরুণৈঃ লোহিতৈঃ নখৈঃ মনোবমাসু মনোজ্ঞদর্শনাসু তস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ অঙ্গলীষু লব্ধং প্রাপ্তং পদং স্থানং যেন তৎ তথোক্তমপি সৎ চ্যুতং প্রভ্রষ্টমসি। অহমপি প্রতনুপুণ্যবলেন তয়া সহ

সমাগতোঽভবম্। ক্ষীণে পুণ্যে তয়া বিযুক্তঃ নিরয়ং প্রবিষ্টঃ ইব। অনুমানা-লংকারঃ, পুষ্পিতাগ্রা চ বৃত্তম্ ॥

রাজা। একৈকমিতি। অত্র দিবসে দিবসে একৈকং নামাক্ষরং গণয়, যাবদন্তং গচ্ছসি তাবৎ, হে প্রিয়ে, মদবরোধগৃহপ্রবেশং নেতা জনঃ তব সমীপমুপৈষ্যতীতি অভিহিতা। অত্র অঙ্গুলীয়কে দিবসে দিবসে একৈকং নাম্নঃ অক্ষরং গণয়, একস্মিন্ দিনে একম্ অক্ষরং গণয় ইতি ক্রমেণ যাবদন্তম্ অক্ষরাণাং সমাপ্তিং গচ্ছসি গমিষ্যসি, যাবৎপুরানিপাতয়োর্লট্ ইতি ভবিষ্যতি। লট্ তাবৎ, ত্রিচতুরৈর্দিনৈরিতি ভাবঃ। হে প্রিয়েঙ্গ মম অবরোধগৃহে অন্তঃপুরে প্রবেশঃ তং নেতা প্রাপয়িতা জনঃ তব সমীপম্ উপৈষ্যতি প্রাপ্স্যতি ইতি সা ময়া প্রত্যভিহিতাঃ। ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃণামিতি নিষেধাৎ গৃহপ্রবেশমিত্যত্র ষষ্ঠী নাপ্নোতি ॥

রাজা ॥ বন্ধুরাঃ উন্নতানতাঃ, যদ্বা বন্ধুরাঃ রম্যাঃ কোমলাঃ স্পর্শসুভগাঃ অঙ্গুলয়ঃ যস্মিন্ তম্ সর্বথা ত্যক্তুমযোগ্যমিতি ভাবঃ, করং হস্তং বিহায় কথম্ অম্ভসি অতাদৃশস্পর্শে জড়ে জলে নিমগ্নম্ অসি, অহো তে মূঢ়তা ইতি ভাবঃ। অথবা অচেতনং গুণানাং তারতম্যপরিজ্ঞানে মন্থরং জড়ং বস্তু গুণং করস্য সুখস্পর্শাদিকং ন লক্ষয়েৎ ন জানীযাৎ, অতো যুক্তমস্য জলে পতনম্ কিন্তু ময়া এব চেতনাভিমানবতা ইতি ভাবঃ কস্মাৎ হেতোঃ প্রিয়া অবধীরিতা প্রত্যাখ্যাতা। চেতনোঽপি অহমচেতন ইতি ভাবঃ ॥ বংশস্থবিলং বৃত্তম্, "জতৌ তু বংশস্থমুদীরিতং জরৌ" ইতি লক্ষণাৎ।

রাজা ॥ চিত্রে আলেখ্যকর্ম্মণি যৎ যৎ সাধু ন স্যাৎ যৎ যৎ অঙ্গাদিকম্ অবিকলং চিত্রয়িতুং ন শক্যতে তৎ তৎ অন্যথা অন্যরূপং ক্রিয়তে। স্বেচ্ছয়া প্রকারান্তরেণ চিত্র্যতে। তথাপি ইত্থং স্বপ্রতিভয়া অংশবিশেষাণাং প্রকারান্তরেণ ঘটনাৎ প্রতিকৃতেঃ অসম্পূর্ণত্বেঽপি তস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ লাবণ্যং রেখয়া চিত্রার্থং তূলিকাবিহিতয়া লেখয়া কিঞ্চিৎ অন্বিতম্ অনুসৃতম্, অত্র চিত্রে তল্লাবণ্যস্য কথঞ্চিৎ উন্মেষঃ কৃতঃ ইত্যর্থঃ ॥

রাজা ॥ নিপুণঃ অভিজ্ঞঃ অনুমানকুশল ইত্যর্থঃ। ভাবস্য সাত্ত্বিকস্য চিহ্নং লক্ষণং স্বেদাশ্রুপ্রভৃতি। তদেব ভাবচিহ্নং দর্শয়তি,—রেখাপ্রান্তেষু মলিনঃ খিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশঃ দৃশ্যতে, কপোলপতিতম্ ইদম্ অশ্রু চ বর্ত্তিকোচ্ছ্বাসাৎ দৃশ্যম্। রেখায়াঃ প্রান্তেষু চিত্রপটস্য প্রান্তভাগে ইত্যর্থঃ মলিনঃ কৃষ্ণবর্ণঃ খিন্নানাং সাত্ত্বিকভাবাৎ স্বেদাপ্লুতানাম্ অঙ্গুলীনাং বিনিবেশঃ স্থাপনং দৃশ্যতে। চিত্রণ-সময়ে অনুরাগবশাদঙ্গুলীনাং খিন্নত্বাৎ চিত্রপটে তাসাং স্পর্শেন মলিনঃ অঙ্কঃ সমুৎপন্নঃ। কপোলে প্রতিকৃতেঃ গণ্ডস্থলে পতিতম্ ইদম্ অশ্রু অনুশয়াৎ রুদতো মে নয়নাৎ গলিতং জলং বর্তিকায়াঃ লেপবিশেষস্য চিত্রে প্রদত্তস্য উচ্ছ্বাসাৎ স্ফীততয়া উচ্ছূনতয়া ইতি যাবৎ দৃশ্যম্ ইদানীম্ অপি দ্রষ্টুং শক্যম্ "ঋদুপধাদিতি" দৃশেঃ ক্যপ্, আর্যা জাতিঃ।

রাজা ॥ হে বয়স্য পূর্বং সাক্ষাৎ উপগতাং মূর্তিমতীং মম সমীপমুপগতাং প্রিয়াম্ অপহায় অবিগণয্য চিত্রে অর্পিতা ন্যস্তা তাং চিত্রার্পিতাং চিত্রলিখিতাম্ ইমাং প্রিয়ায়াঃ প্রতিকৃতিম্ ইত্যর্থঃ বহুমন্যমানঃ আদ্রিয়মাণঃ অহং পথি নিকামম্ অত্যর্থং জলং যস্যাঃ তাং নিকামজলাং প্রভূতোদকান্ পিপাসাহরণে সমর্থাম্ ইতি ভাবঃ স্রোতসা বহতি যা তাম্ (বহেরচ্) স্রোতোবহাং নদীম্ অতীত্য প্রত্যাখ্যায় গত্বা মৃগতৃষ্ণিকায়াং মরুমরীচিকায়াম্ প্রণয়বান্ সমাসক্তঃ তদনুসরণপরঃ জাতঃ সংবৃত্তঃ। যথা কশ্চিদ্ উদন্বন্ বিমলাপং সরঃ বিহায় মরৌ মরীচিকাম্ অনুসরতি তৃযোপশান্তয়ে, তথা অহমপি স্বয়মুপস্থিতাং প্রিয়াম্ অবমত্য তৎপ্রতিকৃতিম্ অনঙ্গতাপনিবারণায় ভজামি ইতি বিম্বানুবিম্বত্ববোধনাৎ নিদর্শনা অলংকারঃ। বসন্ততিলকাবৃত্তম্। মৃগস্য তৃষ্ণেব (তৃষঃ নঙ্ হেতুত্বাৎ) ইতি মৃগতৃষ্ণা স্বার্থে কন্ কাত্ পূর্বস্যেকাবঃ ॥

রাজা ॥ সৈকতে সিকতাময়ে পুলিনে, সিকতাশর্করাভ্যাঞ্চেত্যণ্প্রত্যয়ঃ, লীনানি উপবিষ্টানি হংসানাং মিথুনানি যুগলানি যস্যাঃ সা সৈকতলীনহংসমিথুনা হংসৈরলংকৃতেত্যা স্রোতোবহা নদী মালিনী কার্যা অত্র চিত্রফলকে লিখিতব্যা, তাং মালিনীম্ অভিতঃ—"অভিতঃ-পরিতঃ-সময়া-নিকষা-হা-প্রতি-যোগেঽপি" ইতি দ্বিতীয়া, মালিন্যাঃ পার্শ্বে নিষণ্ণাঃ উপবিষ্টাঃ হরিণাঃ যেষু তে নিষণ্ণহরিণাঃ পাবনাঃ পবিত্রাঃ গৌর্য্যাঃ পার্বত্যাঃ গুরোঃ পিতুঃ হিমালয়স্য পাদাঃ প্রত্যন্তপর্বতাঃ কার্যাঃ চিত্রয়িতব্যাঃ। শাখাসু লম্বিতানি বিশোষণার্থং বল্কলানি মুনীনাং পরিধেয়ানি যস্য তস্য তরোঃ বৃক্ষস্য অধঃ তলে কৃষ্ণমৃগস্য কৃষ্ণসারস্য মৃগস্য শৃঙ্গে বামং সব্যং নয়নং যদ্বা বামং সুন্দরং নেত্রং কণ্ডূয়মানাং ঘর্ষন্তীং মৃগীং চ নির্মাতুম্ আলিখিতুম্ ইচ্ছামি। স্বভাবোক্তিরলংকারঃ। "কণ্ডুঞ্ গাত্রঘর্ষণে" ইতি ধাতোঃ যক্ ততঃ কর্তরি শানচ্ ॥

রাজা ॥ কর্ণয়োঃ শ্রবণয়োঃ অর্পিতং ন্যস্তং বন্ধনং বৃন্তং যস্য তৎ কর্ণার্পিতবন্ধনম্ অবতংসার্থং কর্ণযোরবস্থাপিতমিত্যর্থঃ, গণ্ডাভ্যাম্ আ ইতি আগণ্ডং (মর্যাদায়ামব্যয়ীভাবঃ) কপোলপর্যন্তং বিলম্বিনঃ ইতি আগণ্ডবিলম্বিনঃ (সহসুপেতি সমাসঃ) কপোলয়োরপি অলংকর্তারঃ ইতি ভাবঃ। কেশরাঃ কিঞ্জল্কাঃ যস্য তৎ তাদৃশং শিরীষং শিরীষপুষ্পং ন কৃতং নালিখিতং শিরীষপুষ্পেণাস্যাঃ কর্ণভূষণং ন কৃতমিত্যর্থঃ। ন বা শরচ্চন্দ্রস্য কৌমুদীধবলমিত্যর্থঃ মৃণালসূত্রং হারঃ ইত্যর্থঃ, স্তনয়োঃ অন্তরে মধ্যে বক্ষসি ন রচিতম্ ন দত্তম্। বাত্র সমুচ্চয়ে। বংশস্থবিলং বৃত্তম্, তল্লক্ষণং জতৌ তু বংশস্থমুদীরিতং জরৌ ॥

রাজা ॥ অক্লিষ্টঃ অপরিম্লানঃ বালঃ অভিনবঃ যঃ তরুপল্লবঃ যদ্বা বালতরোঃ ক্ষুদ্রবৃক্ষস্য পল্লবঃ প্রবালং স ইব লোভনীয়ঃ মনোজ্ঞত্বাৎ চিত্তাকর্ষকঃ তং, রতোৎসবেষু সদয়মেব ন তু দৃঢ়ম্ অতিকোমলত্বাৎ ইতি ভাবঃ, পীতং ন তু দষ্টম্ প্রিয়ায়াঃ বিম্বতুল্যাঃ

অধরঃ ইতি বিম্বাধরঃ, তং চেৎ যদি স্পৃশসি দশসি, তর্হি ত্বাং কমলস্য পদ্মস্য উদরম্ অভ্যন্তরে এব বন্ধনং বধ্যতে অস্মিন্ ইতি বন্ধনং কারাগৃহং তত্র তিষ্ঠতি যঃ তং কমলোদরবন্ধনস্থং কারয়ামি। প্রতিনায়কব্যবহার-সমারোপাৎ সমাসোক্তিরিতি রাঘবভট্টঃ। বসন্ততিলকং বৃত্তম্।

রাজা ॥ প্রজাগরাৎ নিদ্রাভাবাৎ তস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ স্বপ্নে সমাগমঃ মিলনম্ স্বপ্নসমাগমরূপো বিনোদনোপায়ঃ খিলীভূতঃ ব্যাহতঃ, যচ্চ প্রতিকৃতিদর্শনেন দুঃখিতং হৃদয়ং বিনোদয়ামি তদপি ন ঘটতে ইত্যাহ বাষ্পঃ ইতি বাষ্পদর্শনসময়ে মুহুরুপচীয়মানং নয়নজলং চিত্রগতামপি প্রত্যক্ষদর্শনং খলু দুরাপাস্তমিতি অপিকারেণ দ্যোত্যতে, এনাং দ্রষ্টুং ন দদাতি। অনুরূপো ভাবঃ, মেঘদূতে,—

"ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্।
আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্ ॥
অস্রৈস্তাবন্মুহুরপচিতৈ র্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে।
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥"

প্রজাঃ প্রকৃতয়ঃ যেন যেন স্নিগ্ধেন স্নেহপূর্ণেন বন্ধুনা পিত্রাদিনা আত্মীয়েন বিযুজ্যন্তে বিচ্ছিদ্যন্তে। মৃত্যুনা যেন যেন স্বজনেন প্রকৃতীনাং বিয়োগঃ ভবতি ইত্যর্থঃ, দুষ্যন্তঃ পাপাৎ ঋতে পাপাত্মানং দুরাচারমিতি যাবৎ বিনা তাসাং প্রজানাং যঃ সঃ, প্রজানাং তত্তদ্বন্ধুস্থানীয়ঃ দুষ্যন্তঃ ভবিষ্যতি, কিন্তু পাপিনঃ স্থানীয়ো ন ভবিষ্যতি ইতি ঘুষ্যতাম্ সর্বত্র প্রখ্যাপ্যতাম। যদ্বা যে খলু সম্বন্ধাঃ বিপ্রতীপাঃ, অধর্ম্ম্যাশ্চ তানন্তরেণ সর্বমেব সম্বন্ধং প্রজাঃ দুষ্যন্তে আশাসীরন্। বন্ধুনেতি সহার্থে তৃতীয়া। যথা অনুক্তে কর্তরি তৃতীয়া, বিযুজ্যন্তে ইত্যস্য কর্তৃপদম্। রাজা—সন্তাযতে বংশ অনযা ইতি সন্ততিঃ তস্যাঃ ছেদেন লোপেন নাস্তি অবলম্বঃ আধারঃ যেষাং যেষাং কুলানাং বংশানানাং মূলপুরুষস্য ধনস্বামিনঃ অবসানে অন্তে মৃত্যৌ ইত্যর্থঃ সম্পদঃ পরম্ অন্যম্ উপতিষ্ঠন্তি প্রাপ্নুবন্তি। উপপূর্বাৎ তিষ্ঠতেঃ সকর্মকত্বাৎ, দেবপূজাদ্যর্থাভাবাচ্চ আত্মনেপদম্। অনপত্যত্বাৎ যথাস্য ধনমিত্রস্য সম্পন্মামুপতিষ্ঠতি, তথা ময়ি মৃতে মমাপি ধনং কশ্চিদপরং জনমাশ্রয়িষ্যতি, যতোঽহমপুত্রকঃ ॥

রাজা ॥ আত্মনি স্বস্মিন্ সংরোপিতেঽপি, গর্ভং সংক্রমিতেঽপি, আত্মা বৈ পুত্রনামাসি আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইত্যাদি শ্রুতেঃ, কালে সময়ে উপ্তং বীজং যত্র সা বসুনি ধরতি যা সা বসুন্ধরা পৃথিবী ইব মহতে ভূরিণে ফলায় একত্র পুত্ররূপমহোদয়ায়, অন্যত্র শস্যায় কল্পিষ্যমাণা ভবিষ্যন্তী কুলস্য প্রতিষ্ঠা বংশস্য অবিচ্ছেদস্য নিদানং ধর্মস্য পত্নী। অশ্বঘাসাদিবৎ তাদর্থ্যে ষষ্ঠ্যা সমাসঃ। যদ্বা ধর্মার্থা পত্নী ধর্মপত্নী ময়া ত্যক্তা অবধীরিতা নামেতি কুৎসনে উপমালংকারঃ, উপজাতিবৃত্তম্ ॥

রাজা ॥ অহো ইতি খেদে, সংশযম্ আরূঢ়া সন্দিহানাঃ পিণ্ডং ভজন্তে যে তে (ভজো ণ্বিঃ) পিণ্ডভাজঃ পূর্বপুরুষাঃ। অস্মাৎ পরং নঃ কুলে কঃ যথাশ্রুতি সম্ভৃতানি নিবপনানি নিযচ্ছতি ইতি পিতরঃ প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তম্ উদকং ধৌতাশ্রুশেষং পিবন্তি।

তৎ ইতি খেদে অব্যয়ম্। অস্মাৎ দুষ্যন্তাৎ পরং ন অস্মাকং কুলে কঃ শ্রুতিম্ অনতিক্রম্য ইতি যথাশ্রুতি বেদানতিক্রমেণ সম্ভৃতানি যথাশাস্ত্রং সংগৃহীতানি ইত্যর্থঃ। নিবপনানি (পিতৃদানং নিবাপঃ স্যাদিত্যমরঃ) শ্রাদ্ধাদীনি নিযচ্ছতি (দানধাতোঃ লটি রূপম্) দাস্যতি, (বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্বা) ইতি ভবিষ্যতি লট্ ইতি দুঃখেন ইত্যর্থঃ, পিতরঃ পূর্বপুরুষাঃ প্রসূত্যা তনয়েন বিকলঃ হীনঃ তেন প্রসূতিবিকলেন অপুত্রকেণ ময়া প্রসিক্তং দত্তম্ উদকং পয়ঃধৌতং (ধাব মার্জনে ইত্যস্মাৎ ক্তঃ) ক্ষালিতম্ অশ্রু নয়নজলং যেন তৎ ধৌতাশ্রু তচ্চ তৎ শেষং চেতি ধৌতাশ্রুশেষং পিবন্তি নূনম্। পিণ্ডলোপশঙ্কয়া রুদন্তঃ পিতরঃ ন প্রকামভুজঃ ইতি ভাবঃ। উৎপ্রেক্ষালংকারঃ, বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্।

সানুমতী। দীপে সত্যপি ব্যবধানস্য দোষেণ অন্তরায়দোষেণ যথা অন্ধকারম্ অনুভবতি লোকঃ তথা অয়মপি সত্যামপি শকুন্তলায়াং সত্যপি চ পুত্রে বহুভিঃ প্রদেশৈঃ ব্যবহিতত্বাৎ অদর্শননিবন্ধনং মোহম্ অনুভবতি ইতি অপ্রস্তুতপ্রশংসা-লংকারঃ। নির্বতং সখিনং যজ্ঞে যে ভাগাঃ, তেষু উৎসুকাঃ, ইতি যজ্ঞভাগোৎ-সুকাঃ, এতেন পুরুবংশীয়ানাম্ ইষ্টিপরায়ণত্বং গম্যতে। [উদ্‌ভ্রান্তকেন নৃত্যেন,—উদ্‌ভ্রান্তকলক্ষণম্—"পূর্বং দক্ষিণমুখাপ্যাথাত্র কুঞ্চয়েৎ। বামং শীঘ্রং ভ্রমেৎ বামাবর্তমুদ্‌ভ্রান্তকং বিদুঃ ॥"]

রাজা ॥ মা তাবদিতি ক্রোধাৎ বাক্যসমাপ্তিঃ। বিদূষকঃ মা হন্যতাম্ ইতি পর্যবসানম্। মমাপি নিয়মেন প্রজাপালনশীলস্য, ধর্মাদ্যনুষ্ঠানপরস্য ইতি তাৎপর্যম্। গৃহশব্দঃ পুংসি বহুবচনান্তঃ। অথবেতি—অহনি অহণি আত্মনঃ প্রমাদস্খলিতং তাবৎ জ্ঞাতুং ন শক্যম্ ; প্রজাসু কঃ, কেন পথা প্রযাতি ইতি অশেষতঃ বেদিতুং শক্তিঃ অস্তি।

অহনি অহনি (নিত্যবীপ্সয়োরিতি দ্বিত্বম্) প্রতিদিনম আত্মনঃ স্বস্য প্রমাদেন অনবধানতয়া স্খলিতং শাস্ত্রবিধেরতিক্রমঃ তাবৎ সাকল্যেন জ্ঞাতুং ন শক্যম্। প্রজাসু মধ্যে কঃ পুমান্ কেন পথা বর্ত্মনা প্রযাতি কীদৃশমাচরতি ইতি অশেষতঃ সমগ্রং যথা তথা বেদিতুং পরিজ্ঞাতুং শক্তিঃ সামর্থ্যম্ অস্তি। ন কদাপি ইতি ভাবঃ। যদি তাবৎ আত্মনঃ পাপং প্রতিদিনমনুষ্ঠীয়মানং নিরূপয়িতুমশক্যম্ নিখিলানাং প্রজানাং স্খলিতমবধারয়িতুং সর্বথৈব অশক্যমিতি কিমু বক্তব্যম্। প্রজানাং পাপেন নৃপস্য প্রত্যবায়ো ভবতি। যথাহ মনুঃ,—

"সর্বতঃ ধর্মষড়্ভাগঃ রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ।
অধর্মাদপি ষড়্ভাগঃ ভবত্যস্য হ্যরক্ষতঃ ॥"

তৎপ্রত্যবায়ফলং সত্ত্বাভিভবঃ ॥

নেপথ্যে—অভিনবং প্রত্যগ্রং যৎ কণ্ঠশোণিতং তৎ অর্থয়তে ইতি অভিনবকণ্ঠশোণিতার্থী শার্দূলঃ ব্যাঘ্রঃ পশুম্ ইব এষঃ অহং চেষ্টমানং আত্মানং ত্রাতুং হস্তপাদাদিকং বিক্ষিপন্তং ত্বাং হন্মি বিনাশয়ামি। আর্তানাং পীড়িতানাং বিপন্নানাং ভয়ম্ অপনেতুং নিবাকর্তুম্ আত্তং গৃহীতং ধনুঃ যেন স আত্তধন্বা গৃহীতকার্মুকঃ দুষ্যন্তঃ ইদানীং তব শরণং রক্ষিতা ভবতু। রাজানং কোপয়িতুমিদ-মুক্তম্। উপমালংকারঃ। প্রহর্ষিণী বৃত্তম্, তল্লক্ষণং তু ত্র্যাশাভির্মনজরগাঃ প্রহর্ষিণীয়ম্ ॥

রাজা। তিরস্করণ্যা অন্তর্ধানসম্পাদনবিদ্যয়া গর্বিতঃ দৃপ্তঃ। তম্ ইষুং বাণং সন্দধে ধনুষি যোজয়ামি। যঃ বাণঃ বধ্যং বধার্হং "হনো বা যদ্বধশ্চ বক্তব্যঃ" ইতি বার্ত্তিকেন হন্‌ধাতোঃ যৎ-প্রত্যয়েন বধাদেশে বধ্যঃ সিদ্ধঃ, যদ্বা বধমর্হতি ইতি "দণ্ডাদিভ্যঃ যঃ।" কৃতাগমম্ ইত্যর্থঃ। ত্বাং হনিষ্যতি ব্যাপাদয়িষ্যতি রক্ষ্যং রক্ষণার্হং দ্বিজং বিপ্রং বিদূষকং রক্ষিষ্যতি ত্বতঃ ত্রাস্যতে। এতদেব স্পষ্টীকর্তুং দৃষ্টান্তমাহ—হংসঃ ক্ষীরং দুগ্ধম্ আদত্তে কিন্তু তন্মিশ্রাঃ দুগ্ধেন মিশ্রিতাঃ অপঃ জলানি বর্জয়তি হংসঃ পেয়ং দুগ্ধং পিবতি অপেয়ং জলং যথা ত্যজতি তথা মম বাণঃ ত্বাং ব্যাপাদয়িষ্যতি, অবধ্যং বিপ্রং ত্যক্ষ্যতি। দৃষ্টান্তো অলংকারঃ ॥

মাতলিঃ ॥ হরিণা আখণ্ডলেন, অসুরাঃ অস্যন্তি ক্ষিপন্তি ভিদন্তি চ যে তে অসুরাঃ, যদ্বা অসুভিঃ প্রাণৈঃ রমন্তে ইতি, তত্র শরব্যং লক্ষ্যং কৃতাঃ লক্ষং লক্ষ্যং শরব্যঞ্চ ইত্যমরঃ, বিধেয়বিশেষণত্বাৎ নিয়তলিঙ্গত্বাচ্চ, লিঙ্গবচনয়োঃ স্বাতন্ত্র্যম্ তেষু ইদং শরাসনং বিকৃষ্যতাম্—তে এব তব বধ্যাঃ নাহমিতি ভাবঃ। কুত ইদমিত্যত আহ সতাং সাধূনাং প্রসাদেন অনুগ্রহেণ সৌম্যানি সুন্দরাণি প্রসাদামলানি ন তু ক্রোধকষায়িতানি চক্ষূংষি সুহৃজ্জনে বন্ধুজনে পতন্তি দারুণাঃ ভীষণাঃ শরাঃ বাণাঃ ন পতন্তি। সাধবো বন্ধূনঃ স্নিগ্ধং বীক্ষন্তে ন তু বাণৈঃ ভিন্দন্তি। অত্র তৃতীয়ে দ্বিতীয়ে চ চরণে পরিসংখ্যালংকারঃ। দ্বিতীয়ার্ধেন প্রথমার্ধস্য সমর্থনাৎ অর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারশ্চ। বংশস্থবিলং বৃত্তম্। সমস্ত এব অসুরগণ ত্বদেকেষু-নিপাতসাধ্যঃ ইতি দ্যোতয়িতুং শরব্যমিত্যত্র একত্বম্। কৃতাঃ ইত্যস্য অসুরাঃ ইত্যনেন্বয়ঃ—প্রকৃতের্বিকৃতের্বাপি যত্রোক্তত্বং দ্বয়োরপি বাচকঃ প্রকৃতেঃ সংখ্যাং গৃহ্ণাতি বিকৃতের্ন তু ॥" ইতি ন্যায়পঞ্চাননচরণাঃ।

মাতলিঃ। স তে সখ্যুঃ শতক্রতোঃ অজয্যঃ কিল, ত্বং রণশিরসি তস্য নিহন্তা স্মৃতঃ অসি, সপ্তসপ্তিঃ যৎ নৈশং তিমিরম্ উচ্ছেত্তুং ন প্রভবতি চন্দ্রঃ তৎ অপকরোতি। স

দানবগণ৹ তব সখ্যুঃ সুহৃদঃ শতক্রতোঃ ইন্দ্রস্য (কৃত্যানাং কর্তরি বা ইতি ষষ্ঠী) অজয্যঃ জেতুমশক্যঃ (ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে ইতি নিপাতঃ) রণশিরসি রণমূর্দ্ধ্নি ত্বং তস্য নিহন্তা বিনাশয়িতা স্মৃতঃ মতঃ অসি। যঃ খলু ইন্দ্রস্যাপি অজয্যঃ স কথং ময়া ঘানিষ্যতে ইতি শঙ্কাং নিরস্যন্নাহ সপ্ত সপ্তয়ঃ অশ্বাঃ যস্য সঃ সপ্তসপ্তিঃ সূর্যঃ যৎ নিশায়াঃ ইদমিতি নৈশং শার্ব্বরং তিমিরম অন্ধকারম উচ্ছেত্তুং দূরীকর্তুং ন প্রভবতি। শক্নোতি, চন্দ্রঃ তদ অন্ধকারম্ অপাকরোতি নুদতি। হিমতেজসাপি অহিমতেজসোঽচ্ছেদ্যং নৈশং ধ্বান্তম যথাপাক্রিয়তে, ভূপালেনাপি দ্যুপালনস্যানভিভবনীয়ঃ শত্রুঃ তথা ব্যাপাদয়িষ্যতে ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তালংকারঃ, প্রহর্ষিণীবৃত্তম্। লক্ষণমুক্তম।

মাতলিঃ —কিঞ্চিৎ নিমিত্তং কারণং যস্য তস্মাৎ, বিক্লবঃ কাতরঃ। চলিতেন্ধনঃ অগ্নিঃ জ্বলতি বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণং কুরুতে। প্রায়ঃ জনঃ ক্ষোভাৎ স্বং মহিমানং প্রতিপদ্যতে। চলিতানি কম্পিতানি ইন্ধনানি কাষ্ঠাণি যস্য সঃ চলিতেন্ধনঃ বহ্নিঃ জ্বলতি স্বদীপ্তিপরিগ্রহং করোতি বিপ্রকৃতঃ কৃতানিষ্টঃ পন্নগঃ ফণং কুরুতে উত্তোলয়তি দংশনার্থমিতি ভাবঃ। বাক্যদ্বয়ে একধর্মস্য পৃথক্ নির্দেশাৎ প্রতিবস্তূপমালংকারঃ। পূর্বোক্তমেব সামান্যবচনেন দ্রঢয়তি। প্রায়ঃ হি জনঃ ক্ষোভাৎ উত্তেজনাৎ স্বং স্বকীয়ম্ মহিমানং মহত্ত্বং তেজঃ ইত্যর্থঃ প্রতিপদ্যতে প্রতিগৃহ্ণাতি অর্থান্তরন্যাসঃ। আর্যা জাতিঃ। পন্নম্ অধোমুখং যথা তথা গচ্ছতি ইতি পন্নগঃ ॥

রাজা ॥ দিবঃ স্বর্গস্য পতিঃ ইতি দিবস্পতিঃ তস্য দিবস্পতেঃ দিবস্পতিঃ ইত্যত্র ষষ্ঠ্যা অলুক। "ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রপৃষ্ঠপারপদপয়স্পোষেষু" ইতি সূত্রস্য ছন্দোবিষয়ত্বাৎ নাত্রাবসরঃ। অতএব "বিভাষা স্বসৃপত্যোরি"তি সূত্রস্য ঋদন্তভিন্নেঽপি শব্দেঽতিদেশঃ কার্যঃ, অতএব "ক্বচিদন্যত্রাপি" ইতি সূত্রং কুর্ব্বন বাচস্পতিঃ দিবস্পতিঃ বাস্তোস্পতিরিত্যাদি উদাজহার ক্রমদীশ্বরঃ। পদ্মনাভস্তু সংজ্ঞায়াং ষষ্ঠ্যা অলুক্ ইত্যাহ।

ত্বন্মতিরিতি কেবলা ত্বন্মতিঃ প্রজাঃ পরিপালয়তু অধিজ্যম ইদং ধনুঃ অন্যস্মিন্ কর্মণি ব্যাপৃতম। কেবলা অন্যনিরপেক্ষা মৎসাহায্যমন্তরেণ ইত্যর্থঃ, ত্বন্মতিঃ তব মতিঃ বুদ্ধিঃ প্রজাঃ পরিপালয়তু। অধিজ্যম্ আরোপিতগুণম্ ইদং মম ধনুঃ অন্যস্মিন্ কর্মণি অসুরবধরূপে দেবকার্যে ব্যাপৃতং নিরতম্।

॥ ইতি ষষ্ঠঃ অংকঃ সমাপ্তঃ ॥

॥ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ॥

॥ সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেন রথাধিরূঢ়ো রাজা মাতলিশ্চ)

রাজা—মাতলে, অনুষ্ঠিতনিদেশোঽপি মঘবতঃ সৎক্রিয়াবিশেষাদনুপযুক্তমিবাত্মানং সমর্থয়ে।

মাতলিঃ—(সস্মিতম্) আয়ুষ্মন্, উভয়মপ্যপরিতোষং সমর্থয়ে।

প্রথমোপকৃতং মরুত্বতঃ
প্রতিপত্ত্যা লঘু মন্যতে ভবান্।
গণয়ত্যবদানবিস্মিতো
ভবতঃ সোঽপি ন সৎক্রিয়াগুণান্ ॥ ১ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—প্রবিশতি + আকাশযানেন, সৎক্রিয়াবিশেষাৎ + অনুপযুক্তম + ইব + আত্মানম, উভযম্ + অপি + অপবিতোযম।

অন্বয়—ভবান্ মরুত্বতঃ প্রতিপত্ত্যা প্রথমোপকৃতং লঘু মন্যাতে স (ইন্দ্রঃ) অপি ভবতঃ অবদানবিস্মিতঃ সৎক্রিযাগুণান ন গণযতি ॥ ১ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[ততঃ—তাবপব, বথাধিরূঢঃ বাজা মাতলিশ্চ—বথে আবোহণ কবে বাজা ও মাতলি, আকাশযানেন প্রবিশতি—আকাশপথে প্রবেশ কবলেন।]

বাজা—মাতলে (মাতলি) অনুষ্ঠিতনিদেশঃ অপি (আদেশ পালন কবলেও) মঘবতঃ সৎক্রিযাবিশেষাৎ (ইন্দ্রেব সাদব অভ্যর্থনা পেযে) আত্মানম অনুপযুক্তম ইব সমর্থযে (নিজেকে যেন সে সমাদবেব অনুপযুক্ত মনে কবছি।)

মাতলিঃ—[সস্মিতম্—ঈষৎ হাস্য কবে] আযুষ্মন্ উভযমপি (আযুষ্মন—আপনাবা দুজনেই) অপবিতোষম্ সমর্থযে (এ বিষযে অপবিতৃপ্ত মনে হচ্ছে।) ভবান মরুত্বতঃ প্রতিপত্ত্যা (আপনি দেববাজের অভ্যর্থনা দেখে) প্রথমোপকৃতং লঘু মন্যাতে (আপনাব প্রথম-অনুষ্ঠিত-উপকাবকে নগণ্য ভাবছেন)। স অপি (আবাব দেববাজও) ভবতঃ অবদানবিস্মিতঃ (আপনাব অবদানে বিস্মিত হযে) সৎক্রিযাগুণান ন গণযতি (স্বকৃত অভ্যর্থনা অকিঞ্চিৎকব বিবেচনা কবছেন ॥)

বঙ্গানুবাদ—(তাবপব বথে কবে বাজা ও মাতলি আকাশপথে প্রবেশ কবলেন)

রাজা—মাতলি, আদেশ পালন করে, ইন্দ্রের সাদর অভ্যর্থনা পেয়ে নিজেকে যেন সে সমাদরের অনুপযুক্ত মনে করছি।

মাতলি—(ঈষৎ হাস্য করে) আয়ুষ্মন্, আপনারা দুজনেই এ বিষয়ে অতৃপ্ত মনে হচ্ছে। আপনি দেবরাজের অভ্যর্থনা দেখে আপনার প্রথম অনুষ্ঠিত উপকারকে নগণ্য ভাবছেন। আবার দেবরাজও আপনার অবদানে বিস্মিত হয়ে স্বকৃত অভ্যর্থনা অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করছেন।

মনোরমা—অধিরূঢ়ঃ = অধি রুহ্ + ক্তঃ, অনুষ্ঠিতনির্দেশঃ = অনুষ্ঠিতঃ নির্দেশঃ যেন সঃ, বহুব্রীহিঃ। প্রতিপত্ত্যা = প্রতি-পদ্ + ক্তিন্, তৃতীয়া একবচন, হেতৌ তৃতীয়া। অবদানবিস্মিতঃ = অবদানেন বিস্মিতঃ, তৃতীযাতৎ। অবদানম্ = অব্ + দা + ল্যুট্ করণে। সৎক্রিয়াগুণান্ = সৎক্রিয়ায়াঃ গুণাঃ, ষষ্ঠীতৎ, তান্।

আশা—প্রথমেতি। ভবান্ মরুত্বতঃ ইন্দ্রস্য প্রতিপত্ত্যা গৌরবেণ, সম্মাননয়া ইতি যাবৎ, সৎক্রিয়াদর্শনেন ইত্যর্থঃ প্রথমম্ উপকৃতং দানববধরূপং তৎ লঘু মন্যতে। এবং বিধস্য সৎকারস্য অযোগ্যঃ খলু সৎকৃতোঽসুরসংহার ইতি ত্বং মন্যসে। স ইন্দ্রঃ অপি ভবতঃ অবদানেন বীরকর্মণা বিস্মিতঃ বিস্ময়পরবশঃ সন ক্রিয়ায়াঃ স্বকৃতায়াঃ গুণান্ উৎকর্ষান্ বিশেষান্ ইতি যাবৎ ন গণয়তি। বিস্ময়াপ্লুতঃ বিগলিতবেদ্যান্তরঃ আত্মকৃতাং সম্মাননাং যোগ্যাং ন মন্যতে। অতস্তস্যাপি অসন্তোষ ইতি ভাবঃ। অত্র সৎক্রিয়ালক্ষণে কারণে সত্যপি যদ্গণনলক্ষণ-কার্যানুৎপত্তিঃ সা কিং বিশেষোক্তিঃ কিংবা গণনাভাব-লক্ষণকার্যোৎপত্তৌ কারণাভাবাৎ বিভাবনা ইতি বিশেষোক্তি-বিভাবনয়োঃ সন্দেহসংকর ইত্যুভয়োঃ পরস্পরনিরপেক্ষতয়া সংসৃষ্টিঃ। সুন্দরা ইত্যপরনাম বিয়োগিনীবৃত্তম্।

রাজা—মাতলে, মা মৈবম্। স খলু মনোরথানামপ্যভূমির্বিসর্জনাবসর-সৎকারঃ। মম হি দিবৌকসাং সমক্ষমর্ধাসনোপবেশিতস্য—

অন্তর্গতপ্রার্থনমন্তিকস্থং
জয়ন্তমুদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন।
আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা
মন্দারমালা হরিণা পিনদ্ধা ॥ ২ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—মা + এবম্, মনোরথানাম্ + অপি + অভূমিঃ + বিসর্জনাবসব-সৎকারঃ, সমক্ষম্ + অর্ধাসনোপবেশিতস্য, অন্তর্গতপ্রার্থনম্ + অন্তিকস্থম্, জয়ন্তম্ + উদ্বীক্ষ্য।

অন্বয়—অন্তর্গতপ্রার্থনম্ অন্তিকস্থম্ জয়ন্তম্ উদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন হরিণা আমৃষ্ট-বক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা মন্দারমালা মম পিনদ্ধা।

বাঙ্লা শব্দার্থ—রাজা—মাতলে, মা মৈবম্ (মাতলি, তা'নয়, তা নয়)। স খলু বিসর্জনাবসরসৎকারঃ (আমাকে বিদায় দেবার কালে যে সম্মান তিনি দিয়েছেন) মনোরথানাম্ অপি অভূমিঃ (তা' আমার মনোরথেরও অগোচর)। দিবৌকসাং সমক্ষম্ (দেবতার সমক্ষে) অর্ধাসনোপবেশিতস্য (দেবরাজ তাঁর সিংহাসনের একাংশে আমাকে উপবেশন করিয়ে) অন্তর্গতপ্রার্থনম্ জয়ন্তম্ অন্তিকস্থম উদ্বীক্ষ্য (স্বকণ্ঠস্থ মন্দারমালার অভিলাষী পুত্র জয়ন্তকে দেখেও) কৃতস্মিতেন হরিণা (ঈষৎ হাস্য করে দেবরাজ) মম হি (আমার কণ্ঠে) আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা মন্দারমালা পিনদ্ধা (নিজের বক্ষঃস্থলের হরিচন্দনে অনুলিপ্ত মন্দারমালা পরিয়ে দিলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—মাতলি, তা' নয়, তা নয়। আমাকে বিদায় দেবার কালে যে সম্মান তিনি দিয়েছেন, তা' আমার মনোরথেরও অবিষয় (অর্থাৎ আমি তা' কল্পনাও করতে পারিনা)। দেবতাদের সমক্ষে তাঁর সিংহাসনের একাংশে আমাকে উপবেশন করিয়ে, স্বকণ্ঠস্থ মন্দারমালার অভিলাষী পুত্র জয়ন্তকে দেখেও, ঈষৎ হাস্য করে দেবরাজ আমার কণ্ঠে নিজের বক্ষঃস্থলের হরিচন্দনে অনুলিপ্ত মন্দারমালা পরিয়ে দিলেন।

মনোরমা—দিবৌকসাম্—দ্যৌঃ ওকঃ যেষাং, বহুব্রীহিঃ, তেষাম্। অর্ধাসনো-পবেশিতস্য—আসনস্য অর্ধম্ (একদেশীতৎ)। 'অর্ধং নপুংসকম্'-সূত্র অনুসারে সমাংশবাচী অর্ধশব্দের পূর্বনিপাত। অর্ধাসনে উপবেশিতঃ, সপ্তমীতৎ, তস্য। অন্তর্গত-প্রার্থনম্—অন্তর্গতা প্রার্থনা যস্য, বহুব্রীহিঃ, তম্। উদ্বীক্ষ্য—উৎ-বি-ঈক্ষ্ + ল্যপ্। আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা—বক্ষঃস্থিতং হরিচন্দনম্, শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। আমৃষ্টং বক্ষোহরিচন্দনম্, কর্মধা, তদেব অংকং যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ। পিনদ্ধা—অপি-নহ্ + ক্ত কর্মণি টাপ্। "বষ্টি ভাগুরি" ইত্যাদি বচনে 'অ' লোপ ॥

আশা—অন্তরিতি। অন্তঃ হৃদয়ং গতা ইতি অন্তর্গতা হৃদয়স্থিতা ন পুনর্বাচ্যা প্রকটিতা ইতি ভাবঃ। প্রার্থনা মন্দারমালাবিষয়িণী যাচ্ঞা যস্য তাদৃশম্। অন্তিকস্থং সমীপস্থিতং স্বতনয়ং জয়ন্তম্ উদ্বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা বিজ্ঞায় ইত্যর্থঃ. কৃতং স্মিতং যেন তেন কৃতস্মিতেন ন

তে অভিলাষঃ পূর্ণঃ ভবিষ্যতি ইতি জ্ঞাপয়িতুমিব ঈষৎ হসতা হরিণা ইন্দ্রেণ, আমৃষ্টং ঘর্ষণেন বিলুপ্তং যৎ বক্ষসঃ হরিচন্দনং বিলেপনার্থং প্রদত্তং হরিচন্দ-নানুলেপনং তদেব অঙ্কঃ চিহ্নং যস্যাঃ সা আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা মন্দারমালা অর্ধাসনো-পবেশিতস্য মম কণ্ঠে ইতি শেষঃ, পিনদ্ধা স্বয়ং পরিধাপিতা। অহো ময়ি দিবস্পতেরনুগ্রহঃ ইতি ভাবঃ। গৌরবস্যাধিক্যাৎ উদাত্তালংকারঃ। উপজাতিঃ বৃত্তম্ ॥

মাতলিঃ—কিমিব নামায়ুষ্মানমরেশ্বরান্নার্হতি। পশ্য—

> **সুখপরস্য হরেরুভয়ৈঃ কৃতং**
> **ত্রিদিবমুদ্ধৃতদানবকণ্টকম্।**
> **তব শরৈরধুনা নতপর্বভিঃ**
> **পুরুষকেসরিণশ্চ পুরা নখৈঃ ॥ ৩ ॥**

সন্ধিবিচ্ছেদ—কিম + ইব, নাম + আয়ুষ্মান + অমরেশ্বরাৎ + ন + অর্হতি, হরেঃ + উভয়ৈঃ, শরৈঃ + অধুনা, ত্রিদিবম্ + উদ্ধৃতদানবকণ্টকম্, পুরুষকেসরিণঃ + চ।

অন্বয়—অধুনা নতপর্বভিঃ তব শরৈঃ পুরা পুরুষকেসরিণঃ নখৈঃ চ (ইতি) উভয়ৈঃ সুখপরস্য হরেঃ ত্রিদিবম উদ্ধৃতদানবকণ্টকং কৃতম্ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—মাতলিঃ—আয়ুষ্মান্ (আপনি) অমরেশ্বরাৎ (দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে) কিমিব নাম ন অর্হতি (কি না পেতে পারেন)। পশ্য (দেখুন), অধুনা নতপর্বভিঃ তব শরৈঃ (এক্ষণে আপনার সন্নতপর্ব শর) পুরা পুরুষকেসরিণঃ নখৈ° চ (এবং পূর্বে নৃসিংহের নখর) ইতি উভয়ৈঃ সুখপরস্য হরেঃ (এ উভয়ই সুখাসক্ত ইন্দ্রের) ত্রিদিবম্ উদ্ধৃতদানবকণ্টকং কৃতম (স্বর্গ থেকে দানবকণ্টক উন্মূলিত করেছে।)

বঙ্গানুবাদ—মাতলি—আপনি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে কি না পেতে পারেন? দেখুন,—এক্ষণে আপনার সন্নতপর্ব শর, এবং পূর্বে নৃসিংহের নখর—এ উভয়ই সুখাসক্ত ইন্দ্রের স্বর্গ থেকে দানবকণ্টক উন্মূলিত করেছে ॥

মনোরমা—সুখপরস্য—সুখে পরঃ, সপ্তমীতৎ, তস্য। ত্রিদিবম্—ত্রাবয়বং দিবম্ (শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ)। উদ্ধৃতদানবকণ্টকম্ = দানবঃ এব কণ্টকঃ (রূপক কর্মধা),

উদ্ধৃতঃ দানবকণ্টকঃ যস্মাৎ, বহুব্রীহিঃ। নতপর্বভিঃ—নতানি পর্বাণি যেষাং, বহুব্রীহি, তৈঃ। পুরুষকেসরিণঃ—পুরুষাশ্চাসৌ কেসরী চেতি, কর্মধা ॥

আশা—সুখেতি। পুরা কৃতযুগে, পুরুষশ্চাসৌ কেসরী চ ইতি পুরুষকেসরী, তস্য, নৃসিংহরূপিণঃ বিষ্ণোঃ নখৈঃ নখরৈঃ, অধুনা সম্প্রতি আনতানি ঈষৎ কুটিলানি পর্বাণি গ্রন্থয়ঃ যেষাং তাদৃশৈঃ, তব দুষ্যন্তস্য শরৈঃ চ ইতি উভয়ৈঃ, সুখে পরঃ আসক্তঃ, যদ্বা সুখম্ এব পরং প্রধানং যস্য, কেবলং বিষয়সম্ভোগসুখ নিরতস্য, ন তু বিগ্রহাদিগুরুতরে ব্যাপারে প্রবর্ত্তিতুর্মভিলষতঃ হরেঃ ইন্দ্রস্য ত্রিদিবং স্বর্গঃ উদ্ধৃতাঃ উন্মূলিতাঃ দানবরূপাঃ কণ্টকাঃ যস্মাৎ তথাভূতং কৃতম্। অত্র প্রস্তুতাপ্রস্তুতয়োঃ নৃপশর-পুরুষসিংহনখয়োঃ কৃতম্ ইতি একয়া ক্রিয়াভিসম্বন্ধাৎ দীপকাল'কারঃ দ্রুতবিলম্বিতং বৃত্তম ॥

রাজা—অত্র খলু শতক্রতোরেব মহিমা স্তুত্যঃ।

সিধ্যন্তি কর্মসু মহৎস্বপি যন্নিযোজ্যাঃ
সম্ভাবনাগুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্।
কিংবাভবিষ্যদরুণস্তমসাং বিভেত্তা
তং চেৎ সহস্রকিরণঃ ধুরি নাকরিষ্যৎ ॥ ৪ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—শতক্রতোঃ + এব, মহৎসু + অপি, যৎ + নিযোজ্যাঃ, সম্ভাবনাগুণম্ + অবেহি, কিংবা + অভবিষ্যৎ + অরুণঃ + তমসাম্, ন + অকরিষ্যৎ।

অন্বয়—নিযোজ্যাঃ মহৎসু অপি কর্মসু সিধ্যন্তি (ইতি) যৎ তম্ ঈশ্বরাণাং সম্ভাবনাগুণম অবেহি। অরুণঃ তমসাং বিভেত্তা অভবিষ্যৎ কিংবা, সহস্রকিরণঃ চেৎ তং ধুরি ন অকরিষ্যৎ।

বাঙ্লা শব্দার্থ—র'জা— অত্র খলু (এ বিষয়ে) শতক্রতোঃ (ইন্দ্রের) মহিমা এব (মহিমারই) স্তুত্যঃ (প্রশংসা করতে হয়)। নিযোজ্যাঃ (কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ) মহৎসু অপি কর্মসু (মহৎ কার্যেও যে) সিধ্যন্তি (সাফল্য লাভ করে), ইতি যৎ তম্ ঈশ্বরাণাং (তাতে প্রভুদেরই) সম্ভাবনাগুণম্ অবেহি (মাহাত্ম্যগুণ জানবেন)। অরুণঃ (সূর্যের সারথি) তমসাং বিভেত্তা (অন্ধকারনাশক) অভবিষ্যৎ কিংবা (হতে পারতেন কি) সহস্রকিরণঃ

চেৎ (যদি না সহস্রকিরণ সূর্য) তং ধুরি নাকরিষ্যৎ (তাঁকে রথের অগ্রভাগে স্থাপন করতেন)?

বঙ্গানুবাদ—রাজা—এ বিষয়ে ইন্দ্রের মহিমারই প্রশংসা করতে হয়। কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ মহৎকার্যেও যে সাফল্য লাভ করে, তাতে প্রভুদেরই মাহাত্ম্যগুণ জানবেন। সূর্যের সারথি অন্ধকারনাশক হতে পারতেন কি, যদি না সহস্রকিরণ সূর্য তাঁকে রথের অগ্রভাগে স্থাপন করতেন।

মনোরমা—নিযোজ্যাঃ = নিযোক্তুং শক্যাঃ নিযোজ্যাঃ, নি-যুজ্ + ণ্যৎ বহুবচনে নিযোজ্যাঃ, "প্রযোজ্যনিযোজ্যৌ শক্যার্থে"—সূত্র অনুসারে। বিভেত্তা = বি-ভিদ্ + তৃচ্ কর্তরি। সহস্রকিরণঃ = সহস্রং কিরণাঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। অকরিষ্যৎ = কৃ + লৃঙ্, প্রথমপুরুষ, একবচন। "লিঙ্নিমিত্তে লৃঙ্ ক্রিয়াতিপত্তৌ"—এ সূত্র অনুসারে। এখানে ক্রিয়াতিপত্তি অর্থাৎ 'অসমাপ্তি' অর্থে।

আশা—নিযোজ্যাঃ নিযোক্তুং শক্যাঃ, ভৃত্যাঃ, "প্রযোজ্যনিযোজ্যৌ শক্যার্থে", মহৎসু অপি আয়াসসাধ্যেষু অপি কর্মসু কার্যেষু সিধ্যন্তি কৃতার্থাঃ ভবন্তি ইতি যৎ তম্ ঈশ্বরাণাং প্রভূণাং সম্ভাবনায়াঃ গৌরবস্য গুণম্ অবেহি জানীহি। প্রবলশ্চেৎ নরপতিঃ তন্নামমহিম্না এব কার্যসিদ্ধিঃ ভবতি, ন তত্র সেবকানাং কোঽপি গুণঃ। উক্তমর্থং সমর্থয়িতুমাহ—অরুণঃ গরুড়াগ্রজঃ তমসাম্ অন্ধকারাণাং বিভেত্তা নাশকঃ কিং কথম অভবিষ্যৎ চেৎ যদি সহস্রকিরণঃ সূর্যঃ তম্ অরুণং ধুরি স্বস্য রথাগ্রে ন অকরিষ্যৎ। তমোনিরসনে সূর্যস্য অনুভাবস্য এব কর্তৃত্বম্, অরুণঃ তত্র নিমিত্তমাত্রমিত্যর্থঃ। অতঃ অত্র দানবজয়ে ইন্দ্রস্য এব মাহাত্ম্যং প্রশংসনীয়ম্। অত্র সামান্যেন বিশেষসমর্থনরূপঃ অর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ।

মাতলিঃ—সদৃশমেবৈতৎ। (স্তোকমন্তরমতীত্য) আয়ুষ্মন্, ইতঃ পশ্য নাকপৃষ্ঠ-প্রতিষ্ঠিতস্য সৌভাগ্যমাত্মযশসঃ।

> **বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং**
> **বর্ণৈরমী কল্পলতাংশুকেষু।**
> **বিচিন্ত্য গীতক্ষমমর্থজাতং**
> **দিবৌকসস্ত্বচ্চরিতং লিখন্তি ॥ ৫ ॥**

সন্ধিবিচ্ছেদ—সদৃশম্ + এব + এতৎ, স্তোকম্ + অন্তবম + অতীত্য, সৌভাগ্যম্ + আত্মযশসঃ, বর্ণৈঃ + অমী, গীতক্ষমম্ + অক্ষবজাতম্, দিবৌকসঃ + ত্বচ্চবিতম।

অন্বয়—অমী দিবৌকসঃ গীতক্ষমম্ অর্থজাতং বিচিন্ত্য সুবসুন্দবীণাং বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ বর্ণৈঃ কল্পলতাংশুকেষু ত্বচ্চবিতং লিখন্তি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—মাতলিঃ—সদৃশম এব এতৎ (এ আপনাব যোগ্য কথাই বটে)। [স্তোকম্ অন্তবম্ অতীত্য - স্বল্প ব্যবধান অতিক্রম কবে] আয়ুষ্মন্ (আপনি) ইতঃ পশ্য (এদিকে দেখুন) নাকপৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতস্য আত্মযশঃ সৌভাগ্যম (স্বর্গেও আপনাব যশেব মহিমা কিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ কবেছে)। অমী দিবৌকসঃ (ঐ দেবতাবা) গীতক্ষমম্ অর্থজাতম্ বিচিন্ত্য (গান কববাব যোগ্য পদাবলী চিন্তা কবে নিয়ে) সুবসুন্দবীণাং বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ বর্ণৈঃ (সুবকামিনীগণেব অঙ্গবাগেব অবশিষ্ট বর্ণ দ্বাবা) কল্পলতাংশুকেষু (কল্পলতাব বসনে) ত্বচ্চবিতং লিখন্তি (আপনাব চবিত বচনা কবছেন)।

বঙ্গানুবাদ—মাতলি—এ আপনাব যোগ্য কথাই বটে। [স্বল্পব্যবধান অতিক্রম কবে] আপনি এদিকে দৃষ্টিপাত করুন যে স্বর্গেও আপনাব যশেব মহিমা কিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ কবেছে। ঐ দেবতাবা গান কববাব উপযোগী পদাবলী চিন্তা কবে নিয়ে, সুবকামিনীদেব অঙ্গবাগেব অবশিষ্ট বর্ণ দ্বাবা কল্পলতাব বসনে আপনাব চবিত বচনা কবছেন।

মনোরমা—নাকপৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতস্য—অবিদ্যমানম অকং যস্মিন্, নঞ্ তৎপুরুষঃ, নাকম, নাকপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতঃ, ৭মী তৎ, নাকপৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতঃ, তস্য। বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ—বি ছিদ্ + ক্তিন্ ভাবে, বিচ্ছিত্তিঃ, বিচ্ছিত্তেঃ শেষাঃ, সহসুপা, তৈঃ, কবণে তৃতীযা। সুবসুন্দবীণাম্—সুবেষু সুন্দবী, সপ্তমীতৎ, তাসাম, শেষে ষষ্ঠী। গীতক্ষমম্ গীতস্য ক্ষমঃ, ষষ্ঠীতৎ, তম্ ॥

আশা—বিচ্ছিত্তিশেষৈবিতি। দ্যৌঃ ওকো যেষাং তে দিবৌকসঃ, দেবাঃ গীতস্য ক্ষমং যোগ্যম্ অর্থজাতম্ অর্থসমূহং বিচিন্ত্য তব চবিতং গীতনিবদ্ধং কৃত্বা কল্পলতানাম্ অংশকেষু কল্পবল্লীসমুদ্‌ভূতেষু বসনেষু, সুবাণাং দেবানাং সুন্দর্যঃ নার্যঃ, তাসাং বিচ্ছিত্তিঃ অঙ্গবাগঃ তস্যাঃ শেষৈঃ অঙ্গবাগাদবশিষ্টৈঃ বর্ণৈঃ নীলপীতাদিভিঃ বাগৈঃ কবণৈঃ তব চবিতং লিখন্তি। তব যশোগীতিং লিখন্তি ইত্যর্থঃ। অত্র সমৃদ্ধিমদ্বস্তুবর্ণনাৎ উদাত্তালংকাবঃ। বৃত্তম উপজাতিঃ ॥

রাজা—মাতলে, অসুরসংপ্রহারোৎসুকেন পূর্বেদ্যুর্দিবমধিরোহতা ন লক্ষিতঃ স্বর্গমার্গঃ। কতমস্মিন্ মরুতাং পথি বর্তামহে?

মাতলিঃ—

ত্রিস্রোতসং বহতি যো গগনপ্রতিষ্ঠাং
জ্যোতীংষি বর্তয়তি চ প্রবিভক্তরশ্মিঃ।
তস্য ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়োর্
মার্গো দ্বিতীয়হরিবিক্রমপূত এষঃ ॥ ৬ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—পূর্বেদ্যুঃ + দিবম্ + অধিরোহতা, বায়োঃ + ইমম্।

অন্বয়—যঃ গগনপ্রতিষ্ঠাং ত্রিস্রোতসং বহতি, জ্যোতীংষি প্রবিভক্তরশ্মিঃ বর্তয়তি চ, তস্য ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়োঃ এষ দ্বিতীয়হরিবিক্রমপূতঃ মার্গঃ।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—মাতলে (মাতলি) পূর্বেদ্যুঃ (পূর্বের দিন) অসুর-সংপ্রহারোৎসুকেন (অসুরদের সঙ্গে সংগ্রামের কথা ভেবে উৎসুক থাকার জন্য) দিবম্ অধিরোহতা (স্বর্গে আরোহণ করবার কালে) ন লক্ষিতঃ স্বর্গমার্গঃ (স্বর্গের পথ লক্ষ্য করা হয়নি)। মরুতাং কতরস্মিন্ পথি বর্তামহে (এখন আমরা কোন্ বায়ুর পথে চলেছি)? মাতলিঃ—যঃ গগনপ্রতিষ্ঠাং ত্রিস্রোতসং বহতি (যে বায়ু ত্রিপথগা গঙ্গাকে আকাশমার্গে ধারণ করে) জ্যোতীংষি প্রবিভক্তরশ্মিঃ বর্তয়তি চ (নক্ষত্রসমূহের রশ্মি-মণ্ডল ইতস্ততঃ প্রসারিত করে সেগুলিকে নিজের নিজের কক্ষে প্রবর্তিত করে) তস্য ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়োঃ (রজঃসম্পর্কশূন্য "প্রবহ" নামক বায়ুর) দ্বিতীয়-হরিবিক্রমপূতঃ এষ মার্গঃ (এই সে পথ, যা বিষ্ণুর দ্বিতীয়পাদবিক্ষেপের কারণে পবিত্র)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—মাতলি পূর্বের দিন অসুরদের সঙ্গে সংগ্রামের কথা ভেবে উৎসুক থাকায় স্বর্গে আরোহণকালে স্বর্গের পথ লক্ষ্য করা হয়নি। এখন আমরা কোন্ বায়ুর পথে চলেছি?

মাতলি—যে বায়ু ত্রিপথগা গঙ্গাকে আকাশমার্গে ধারণ করে, এবং নক্ষত্র সমূহের রশ্মিমণ্ডল ইতস্ততঃ প্রসারিত করে সেগুলিকে নিজের নিজের কক্ষে প্রবর্তিত করে, রজঃ সম্পর্কশূন্য "প্রবহ" নামক বায়ুর—এই সে পথ যা বিষ্ণুর দ্বিতীয়পাদবিক্ষেপের কারণে পবিত্র।

মনোরমা—ত্রিস্রোতসম্—ত্রীণি স্রোতাংসি যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ, তাম্। গগন-প্রতিষ্ঠাম্—গগনে প্রতিষ্ঠা যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ, তাম্। প্রবিভক্তরশ্মিঃ—প্রবিভক্তাঃ রশ্ময়ঃ যস্মিন্ কর্মণি যথা স্যাৎ তথা, বহুব্রীহিঃ। ব্যপেতরজসঃ—ব্যপেতং রজঃ যস্মাৎ, বহুব্রীহিঃ, তস্য। দ্বিতীয়হরিবিক্রমপূতঃ—হরেঃ বিক্রমঃ, ষষ্ঠীতৎ, দ্বিতীয়ঃ হরিবিক্রমঃ , কর্মধা, তেন পূতঃ, তৃতীয়াতৎ ৷৷

আশা—ত্রিস্রোতসমিতি। যঃ প্রবহাখ্যঃ বায়ুঃ গগনস্য স্বর্গস্য প্রতিষ্ঠাম্ আধারম্, যদ্বা গগনে আকাশে প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ যস্যাঃ তাদৃশী ত্রিস্রোতসম্ গঙ্গাম্ অর্থাৎ মন্দাকিনীম বহতি ধারয়তি। যঃ প্রবহঃ জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণি প্রবিভক্তাঃ যথাযোগ্যং ব্যবস্থাপ্য সমন্তাৎ বিসারিতাঃ রশ্ময়ঃ কিরণাঃ যথা স্যাৎ তথা বর্তয়তি সঞ্চারয়তি চ। তস্য ব্যপেতানি ভূবায়োরুপরিবিস্থিতত্বাৎ দূরীভূতানি রজাংসি ধূলয়ঃ যস্মাৎ। তাদৃশস্য প্রবহস্য প্রবহনামকস্য বায়োঃ এষঃ ইদানীমেব অস্মাভিঃ পরিক্রম্যমাণঃ দ্বিতীয়ঃ হরেঃ বামনরূপিণঃ নারায়ণস্য বিক্রমঃ ক্রান্তিমাত্রং পাদন্যাস ইতি যাবৎ, তেন পূতঃ পবিত্রঃ মার্গঃ পন্থা বিদ্যতে ইতি শেষঃ। অত্র সমৃদ্ধিমদ্বস্তুবর্ণনাৎ উদাত্তালংকারঃ। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম।

আলোচনা :

রাজা ইন্দ্রসারথি মাতলিকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"**কতরস্মিন মরুতাং পথি বর্তামহে?**"—"এখন আমরা বায়ুর কোন পথে বা স্তরে আছি?" 'সিদ্ধান্ত- শিরোমণি' নামক ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাগ্রন্থে বায়ুর সাতটি স্তরের উল্লেখ রয়েছে, এবং সেগুলি হলো—আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, সুবহ, পরিবহ এবং পরাবহ। "ভূবায়ুরাবহ ইহ প্রবহস্তদূর্ধ্বং স্যাৎ উদ্বহস্তদনু সংবহসংজ্ঞকশ্চ। অন্যস্ততোঽপি সুবহঃ পরিপূর্বকোঽস্মাদ্ বাহ্যঃ পরাবহ ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ ৷৷" (সি শিরোমণি)। বলা হয়েছে যে, প্রবহনামক বায়ু জ্যোতিষ্ক সমূহকে নিজ নিজ কক্ষে আবর্তিত করে। 'ত্রিস্রোতাঃ গঙ্গা' বলতে এখানে গঙ্গার তিনটি ধারার কথা বলা হয়েছে, যেমন, স্বর্গে গঙ্গার ধারাকে বলা হয় মন্দাকিনী, মর্ত্যে গঙ্গা, এবং পাতালে ভোগবতী। "প্রধানধারা যা স্বর্গে সা চ মন্দাকিনী স্মৃতা। যোজনাযুতবিস্তীর্ণা প্রস্থেন যোজনা স্মৃতা ৷৷" ইত্যাদি।

রাজা—মাতলে, অতঃ খলু সবাহ্যান্তঃকরণো মমান্তরাত্মা প্রসীদতি। (রথাঙ্গমবলোক্য) মেঘপদবীমবতীর্ণৌ স্বঃ।

মাতলিঃ—কথমবগম্যতে?

রাজা—

অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভি-
র্হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং
পিশুনয়তি রথস্তে শীকরক্লিন্ননেমিঃ ॥ ৭ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—মম + অন্তরাত্মা, রথাঙ্গম্ + অবলোক্য, কথম্ + অবগম্যতে, অয়ম্ + অরবিবরেভ্যঃ + চাতকৈঃ + নিষ্পতদ্ভিঃ + হরিভিঃ + অচিরভাসাম্। গতম্ + উপরি, রথঃ + তে, মেঘপদবীম্ + অবতীর্ণৌ।

অন্বয়—সীকরক্লিন্ননেমিঃ অয়ং তে রথঃ অরবিবরেভ্যঃ নিষ্পতদ্ভিঃ চাতকৈঃ অচিরভাসাং তেজসা অনুলিপ্তৈঃ হরিভিঃ চ বারিগর্ভোদরাণাং ঘনানাম্ উপরি গতং পিশুনয়তি ॥ ৭ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—মাতলে (মাতলি)। অতঃ খলু (এ কারণেই) সবাহ্যান্তঃ করণঃ মম অন্তরাত্মা (আমার বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে আমার অন্তরাত্মা) প্রসীদতি (প্রসন্ন হযে উঠ্‌ছে)। [রথাঙ্গম্ অবলোক্য—রথচক্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে] মেঘপদবীম্ অবতীর্ণৌ স্বঃ (আমরা এখন মেঘের পথে নেমে এসেছি)। মাতলিঃ —কথম্ অবগম্যতে (কিরূপে অবগত হলেন)।? রাজা—সীকরক্লিন্ননেমিঃ অয়ং তে রথঃ (আপনার রথের চক্রপ্রান্তগুলি জলকণায় সিক্ত হয়ে গেছে), অরবিবরেভ্যঃ নিষ্পতদ্ভিঃ চাতকৈঃ (চক্রশলাকাগুলির বিবর দিয়ে চাতকপক্ষী নির্গত হচ্ছে), অচিরভাসাং তেজসা অনুলিপ্তৈঃ হরিভিঃ চ (এবং অশ্বগুলির দেহ্ বিদ্যুৎপ্রভায় রঞ্জিত হচ্ছে) বারিগর্ভোদরাণাং ঘনানাম্ উপরি গতং (এ সকল লক্ষণ জলপূর্ণ মেঘের উপরে আমাদের গতি) পিশুনয়তি (সূচিত করছে) ॥

বঙ্গানুবাদ—রাজা—মাতলি, এ কারণেই আমার বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে আমার অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ছে। [রথচক্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে] আমরা এখন মেঘের পথে নেমে এসেছি।

মাতলি—কিরূপে জানলে?- আপনার রথের চক্রপ্রান্তগুলি জলকণায় সিক্ত হয়ে গেছে, চক্রশলাকাগুলির বিবর দিয়ে চাতকপক্ষী নির্গত হচ্ছে, এবং অশ্বগুলির দেহ বিদ্যুৎপ্রভায় রঞ্জিত হচ্ছে,—এ সকল লক্ষণ জলপূর্ণ মেঘের উপরে আমাদের গতি সূচিত করছে ॥

মনোরমা—সবাহ্যান্তঃকরণঃ—বাহ্যানি চ অন্তশ্চ, দ্বন্দ্বসমাসঃ, বাহ্যান্তঃ। বাহ্যান্তঃ করণানি, কর্মধা, তৈঃ সহ বর্তমানঃ, বহুব্রীহিঃ। অরবিবরেভ্যঃ—অরাণাং বিবরম্, ষষ্ঠীতৎ, তেভ্যঃ। অচিরভাসাম্—ন চিরা, নঞ্ তৎ, অচিরা, তাদৃশী ভাঃ যাসাম্ (বহুব্রীহিঃ) তাসাম্। সীকরক্লিন্ননেমিঃ—সীকরৈঃ ক্লিন্না, তৃতীয়াতৎ তাদৃশী নেমিঃ যস্য তাদৃশঃ, বহুব্রীহিঃ। পিশুনয়তি—পিশুনং করোতি ইতি—পিশুন + ণিচ্ + লট্, প্রথমপুরুষ, একবচন, "তৎকরোতি তদাচষ্টে"-এ সূত্র অনুসারে ॥

আশা—অয়মিতি ॥ সীকরৈঃ জলকণৈঃ ক্লিন্না আর্দ্রীকৃতা নেমিঃ চক্রপ্রান্তভাগঃ যস্য তাদৃশঃ অয়ং তে ত্বয়া পরিচালিতঃ রথঃ অরাণাং চক্রাঙ্গানাম্ বিবরেভ্যঃ মধ্যস্থিতরন্ধ্রেভ্যঃ নিষ্পতদ্ভিঃ বহিরাগচ্ছদ্ভিঃ চাতকৈঃ মেঘজীবনাখ্যপক্ষিবিশেষৈঃ অচিরা ক্ষণস্থায়িনী ভাঃ দীপ্তিঃ যাসাং তাসাং বিদ্যুতামিত্যর্থঃ। তেজসা কান্ত্যা অনুলিপ্তঃ দিগ্ধকলেবরৈঃ হরিভিশ্চ ইন্দ্রাশ্বৈঃ চ, বারিগর্ভাণি সলিলপূর্ণানি উদরাণি অভ্যন্তরাণি যেষাং তথাভূতানাম্ ঘনানাং মেঘানাম্ উপবি ঊর্দ্ধ্বভাগে গতং গমনং পিশুনয়তি সূচয়তি। অন্যথা নেমেঃ ক্লিন্নত্বম্, অশ্বানাং বিদ্যুৎপ্রভাব-রঞ্জিতত্বম্, সলিলপানার্থং চাতকনির্গমনং চ ন স্যাদিত্যাশয়ঃ। অত্র প্রথমার্ধে ঘনানাম্ উপরি গমনসূচনম্ প্রতি হেতুদ্বয়োপন্যাসাৎ সমুচ্চয়ালংকারঃ। বারিগর্ভোদরত্বং প্রতি রথবিশেষণস্য আর্থং হেতুত্বং বোধ্যম্। অনুমানালংকারশ্চ। মালিনীত্যপরনাম মানিনী বৃত্তম্ ॥

মাতলিঃ—ক্ষণাদায়ুষ্মান্ স্বাধিকারভূমৌ বর্তিষ্যতে।

রাজা—(অধোঽবলোক্য) বেগাবতরণাদাশ্চর্যদর্শনঃ সংলক্ষ্যতে মনুষ্য-লোকঃ।

তথাহি—

শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণভ্যান্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।

সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে ॥ ৮ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—ক্ষণাৎ + আয়ুষ্মান্, অধঃ + অবলোক্য, শৈলানাম্ + অবরোহতি + ইব, পর্ণসু + আন্তরলীনতাম্, কেন + অপি + উৎক্ষিপতা + ইব, শিখরাৎ + উন্মজ্জতাম্।

অন্বয়—মেদিনী উন্মজ্জতাং শৈলানাং শিখরাৎ অবরোহতি ইব, পাদপাঃ-স্কন্ধোদয়াৎ পর্ণস্বান্তরলীনতাং বিজহতি, সন্তানৈঃ তনুভাবনষ্টসলিলাঃ আপগাঃ ব্যক্তিং ভজন্তি। পশ্য, উৎক্ষিপতা কেন অপি ভুবনং মৎপার্শ্বম্ [illegible]।

বাঙ্লা শব্দার্থ—মাতলিঃ—আয়ুষ্মান্ (আপনি) ক্ষণাৎ (অল্পক্ষণের মধ্যে) স্বাধিকারভূমৌ (নিজেব অধিকৃত ভূমিতে) বর্তিষ্যতে (উপস্থিত হবেন)। রাজা—[অধঃ অবলোক্য—নিম্নে অবলোকন করে] বেগাবতরণাৎ (বেগে অবতরণ করার জন্য) মনুষ্যালোকঃ (মনুষ্যালোককে) আশ্চর্যদর্শনঃ সংলক্ষ্যতে (দেখতে অত্যন্ত আশ্চর্য লাগছে)। তথাহি (যেমন) মেদিনী (পৃথিবী) উন্মজ্জতাং শৈলানাং শিখরাৎ (ঊর্ধ্বে উত্থিতরূপে প্রতীয়মান পর্বতের শিখর থেকে) অবরোহতি ইব (যেন অবতরণ করছে)। স্কন্ধোদয়াৎ (শাখা, কাণ্ড ইত্যাদি এখন দৃষ্ট হওয়ায়) পাদপাঃ (বৃক্ষসমূহ) পর্ণস্বান্তরলীনতাং বিজহতি (পত্ররাজির মধ্যে বিলীনভাব পরিত্যাগ কবছে)। সন্তানৈঃ (পুনরায় বিস্তীর্ণতা ধারণ করায়) তনুভাবনষ্টসলিলাঃ আপগাঃ (যে নদীগুলি পূর্বে ক্ষীণ ও জলশূন্য মনে হচ্ছিল) ব্যক্তিং ভজন্তি (এখন সেগুলি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হচ্ছে)। পশ্য (দেখ) উৎক্ষিপতা কেন অপি ভুবনং (কেউ যেন পৃথিবীকে ঊর্ধ্বে ক্ষেপণ করে) মৎপার্শ্বম্ আনীয়তে (আমার পার্শ্বে নিয়ে আসছে)।

বঙ্গানুবাদ—মাতলি—আপনি অল্পক্ষণের মধ্যে নিজের অধিকৃত ভূমিতে উপস্থিত হবেন।

রাজা—(নিম্নে অবলোকন করে) বেগে অবতরণ করার জন্য মনুষ্যালোককে দেখতে অত্যন্ত আশ্চর্য লাগছে। পৃথিবী ঊর্ধ্বে উত্থিতরূপে প্রতীয়মান পর্বতের শিখর থেকে যেন অবতরণ করছে। শাখা, কাণ্ড ইত্যাদি এখন দৃষ্ট হওয়ায় বৃক্ষসমূহ পত্ররাজির মধ্যে বিলীনভাব পরিত্যাগ করছে। পুনরায় বিস্তীর্ণতা ধারণ করায় যে নদীগুলি পূর্বে ক্ষীণ ও জলশূন্য মনে হচ্ছিল, এখন সেগুলি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হচ্ছে। দেখ, কেউ যেন পৃথিবীকে ঊর্ধ্বে ক্ষেপণ কবে আমার পার্শ্বে নিয়ে আসছে।

মনোরমা—ক্ষণাৎ—"ল্যব্‌লোপে কর্মণ্যধিকরণে চ"—এ সূত্র অনুসারে এখানে 'ল্যব্‌লোপে কর্মণি পঞ্চমী' বিভক্তি হয়েছে। উন্মজ্জতাম্—উৎ-মসজ্ + শতৃ, ষষ্ঠী, বহুবচন। স্কন্ধোদয়াৎ—হেতৌ পঞ্চমী। তনুভাবনষ্টসলিলা—তনুভাবেন নষ্টানি সলিলানি যাসাং তাঃ, বহুব্রীহিঃ। বিজহতি—বি-হা + লট্ প্রথমপুরুষ, বহুবচন। ব্যক্তিম্—বি-অনজ্ + ক্তিন্ ভাবে।

আশা—শৈলানামিতি। মেদিনী পৃথিবী উন্মজ্জতাম্ উদ্‌গচ্ছতাম্ ক্রমশঃ প্রকটীভবতাং শৈলানাং পর্বতানাং শিখরাৎ অগ্রভাগেভ্যঃ ইত্যর্থঃ, অবরোহতি অধো গচ্ছতি ইব। অতিদরীয়স্ত্বয়া শৈলশিখরাণি ভূতলং চ সমদেশবর্তীনি ইব লক্ষ্যন্তে স্ম, ইদানীং শৈলানাং তুঙ্গত্বং পৃথ্বীতলস্য নিম্নত্বঞ্চ পৃথক্ দৃশ্যতে। পাদপাঃ বৃক্ষাঃ স্কন্ধানাং তরুপ্রকাণ্ডানাং উদয়াৎ প্রাকট্যাৎ পর্ণানাং পত্রাণাম্ অভ্যন্তরে মধ্যে লীনাঃ প্রচ্ছন্নাঃ, তেষাং ভাবং পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি পরিত্যজন্তি। আদৌ অতিদূরত্বাৎ তরুমূলানাম্ অদর্শনাৎ যে তরবঃ পত্ররাশিমাত্রা ইব অজ্ঞায়ন্ত ইদানীং তু ক্রমিকসন্নিহিততয়া তে মূলাদারভ্য সর্বৈরবয়বৈঃ দর্শনীয়তাং গতা ইত্যর্থঃ। তনোর্ভাবঃ ক্ষীণত্বং তেন হেতুনা নষ্টানি অদৃশ্যানি সলিলানি জলানি যাসাং তাদৃশ্যঃ আপগাঃ নদ্যঃ সন্তানাৎ বিস্তারাৎ ব্যক্তিং প্রাকট্যম্ ভজন্তি লভন্তে। প্রাগতিদূরত্বাৎ যাঃ নদ্যঃ সূত্রবৎ সূক্ষ্মত্বাপন্নাঃ সত্যঃ অদৃশ্যাঃ আসন্, অধুনা তু তাঃ সান্নিধ্যেন স্বাভাবিকীং বিস্তৃতিমাপন্নাঃ সুস্পষ্টং প্রতীয়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥ পশ্য ইতি বাক্যার্থস্য কর্মত্বম্। ভুবনং পৃথিবীম্ উৎক্ষিপতা ঊর্ধ্বীকুর্বতা মৎপার্শ্বম্ সন্নিকটম্ আনীয়তে ইব। প্রাগতিদূরত্বাৎ পৃথিবী অচলা ইব অদৃশ্যত, ইদানীং তু মহতা বেগেন অধোঽবতরণাৎ সন্নিহিততয়া পৃথিবী তলমুৎক্ষিপ্তুমিব প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ। অত্র উৎপ্রেক্ষা নাম অলংকারঃ, শার্দূলবিক্রীড়িতং চ বৃত্তম্।

আলোচনা :

কোন দ্রুতগতি যানে আরোহণ করে উপর থেকে পৃথিবীতে অবতরণকালে আরোহীর যে বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়, উক্ত শ্লোকে তার একটি নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে মহাকবি তাঁর অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী বলেন যে, এ শ্লোকের নিপুণ বর্ণনার জন্য মহাকবি কালিদাস মহাকবি ভাসরচিত **"অবিমারক"** দৃশ্যকাব্যের কাছে ঋণী। কেননা, এ দৃশ্যকাব্যের ষষ্ঠঅংক থেকে জানা যায় যে, বিদ্যাধর মেঘনাদ এবং তাঁর প্রিয়তমা সৌদামিনী রথে করে উপর থেকে মলয়পর্বতস্থিত চন্দনবনে অবতরণকালে অনুরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

মাতলিঃ—আয়ুষ্মন্, সাধু দৃষ্টম্ঙ্গ (সবহুমানমবলোক্য) অহো উদার-রমণীয়া পৃথিবী।

রাজা—মাতলে, কতমোঽয়ং পূর্বাপরসমুদ্রাবগাঢ়ঃ কনকরসনিস্যন্দী সান্ধ্য ইব মেঘপরিঘঃ সানুমানালোক্যতে।

মাতলিঃ—আয়ুষ্মন্, এষ খলু হেমকূটো নাম কিংপুরুষপর্বতস্তপঃ-সংসিদ্ধিক্ষেত্রম্। পশ্য,

স্বায়ম্ভুবান্মরীচে র্যঃ প্রবভূব প্রজাপতিঃ।
সুরাসুরগুরুঃ সোঽত্র সপত্নীকস্তপস্যতি ॥ ৯ ॥

রাজা—তেন হ্যনতিক্রমণীয়ানি শ্রেয়াংসি। প্রদক্ষিণীকৃত্য ভগবন্তং গন্তুম্ ইচ্ছামি।

মাতলিঃ—প্রথমঃ কল্পঃ।

(নাট্যেন অবতীর্ণৌ)

সন্ধিবিচ্ছেদ—সবহুমানম্ + অবলোক্য, কতমঃ + অযম্, সানুমান্ + আলোক্যতে। স্বায়ম্ভূবাৎ + মবীচেঃ + যঃ, সপত্নীকঃ + তপস্যতি, হি + অনতিক্রমণীয়ঃ।

অন্বয়—স্বায়ম্ভূবাৎ মবীচেঃ যঃ প্রজাপতিঃ প্রবভূব, সুরাসুরগুরুঃ সঃ সপত্নীকঃ অত্র তপস্যতি ॥ ৯ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—মাতলিঃ—আয়ুষ্মন্, সাধু দৃষ্টম্ (আয়ুষ্মন, অতি নিপুণভাবে অবেক্ষণ করেছেন)। [সবহুমানম্ অবলোক্য—অত্যন্ত আদরের সঙ্গে লক্ষ্য করে] অহো উদাররমণীয়া পৃথিবী (আহা, পৃথিবী কী বিপুল এবং মনোরম)। রাজা—মাতলে (মাতলি) পূর্বাপরসমুদ্রাবগাঢ়ঃ (পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত) কনকরসনিয্যন্দী সান্ধ্য ইব মেঘপরিঘঃ (গলিতসুবর্ণস্রাবী সন্ধ্যাকালীন মেঘমালার ন্যায়) কতমঃ অয়ং সানুমান্ আলোক্যতে (এইটি কোন্ পর্বত দেখা যাচ্ছে)? মাতলিঃ—আয়ুষ্মন্ (আয়ুষ্মান্) এষ খলু হেমকূটঃ নাম (এইটি হচ্ছে হেমকূট নামে) কিম্পুরুষপর্বতঃ (কিন্নরদের পর্বত) তপঃসংসিদ্ধিক্ষেত্রম্ (তপস্যার সিদ্ধিক্ষেত্র)। পশ্য (দেখুন) স্বায়ম্ভুবাৎ মরীচেঃ (স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার তনয় মরীচি থেকে) যঃ প্রজাপতিঃ প্রবভূব (যে প্রজাপতি উৎপন্ন হয়েছেন) সুরাসুরগুরুঃ সঃ (দেব ও দানবের স্রষ্টা সেই কশ্যপ) সপত্নীকঃ অত্র তপস্যতি

(পত্নীর সঙ্গে এখানে তপস্যা করছেন)। রাজা—তেন হি (তাহলে তো) অনতিক্রমণীয়ানি শ্রেয়াংসি (মঙ্গলের অবসর অতিক্রম করা উচিত নয়)। ভগবন্তং (ভগবান্ কশ্যপকে) প্রদক্ষিণীকৃত্য (প্রদক্ষিণ করে) গন্তুম্ ইচ্ছামি (যেতে চাই)। মাতলিঃ—প্রথমঃ কল্পঃ (উত্তম প্রস্তাব)।

(নাট্যেন অবতীর্ণৌ—অবতরণের অভিনয় করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—মাতলি—(অতি নিপুণভাবে অবেক্ষণ করেছেন) [অত্যন্ত আদরের সঙ্গে লক্ষ্য করে] আহাঙ্গ পৃথিবী কী বিশাল ও মনোরম।

রাজা—মাতলি, পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, গলিতসুবর্ণস্রাবী সন্ধ্যাকালীন মেঘমালার ন্যায় এইটি কোন পর্বত দেখা যাচ্ছে।

মাতলি—আয়ুষ্মন্, এইটি হচ্ছে হেমকূট নামে কিন্নরদের পর্বত, তপস্যার সিদ্ধিক্ষেত্র। দেখুন, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাব তনয় মরীচি থেকে যে প্রজাপতি উৎপন্ন হয়েছেন, দেব ও দানবেব স্রষ্টা সেই কশ্যপ পত্নীর সঙ্গে এখানে তপস্যা করছেন।

রাজা—তাহলে তো, মঙ্গলের অবসর অতিক্রম করা উচিত নয়। ভগবান কশ্যপকে প্রদক্ষিণ করে যেতে চাই।

মাতলি—উত্তম প্রস্তাব।

(অবতরণের অভিনয় করলেন)।

মনোরম—উদাররমণীয়া—উদারাশ্চাসৌ রমণীয়া চেতি, কর্মধা। পূর্বাপরসমুদ্রাবগাঢ়ঃ — পূর্বশ্চ অপরশ্চ, পূর্বাপরৌ, দ্বন্দ্বঃ, তৌ চ সমুদ্রৌ চ, কর্মধা, পূর্বাপরসমুদ্রৌ, তৌ অবগাঢ়ঃ, দ্বিতীয়া তৎ। কিম্পুরুষপর্বতঃ—কিঞ্চিৎ কুৎসিতঃ বা পুরুষঃ, কর্মধা,—"কিং ক্ষেপে"-এ সূত্র অনুসারে। সুরাসুরগুরুঃ—সুরাশ্চ অসুরাশ্চ, সুরাসুরাঃ, দ্বন্দ্বঃ, "যেযাং চ বিরোধঃ শাশ্বতিকঃ"-এ সূত্র অনুসারে এখানে সমাহাব দ্বন্দ্ব হবেনা, কেননা, উভয়ের মধ্যে বিরোধ শাশ্বতিক নয়, কাদাচিৎক। সপত্নীকঃ—পত্ন্যা সহ বর্তমানঃ ইতি, বহুব্রীহিঃ, সপত্নীকঃ, সমাসান্তঃ কঃ।

আশা—স্বায়ম্ভুবাদিতি। স্বয়ম্ভূঃ ব্রহ্মা, অস্য অপত্যং পুমান্ ইতি স্বায়ম্ভুবঃ, তস্মাৎ অর্থাৎ ব্রহ্মণঃ মানসপুত্রাৎ মরীচেঃ তদাখ্যমুনেঃ যঃ প্রজাপতিঃ কশ্যপঃ প্রবভূব সংজজ্ঞে, সুরাসুরাণাং দেবদৈত্যাদীনাং গুরুঃ পিতা সঃ কশ্যপঃ পত্ন্যা অদিত্যা সহ সপত্নীকঃ অত্র হেমকূটে তপস্যতি তপঃ আচরতি। অনেন তবাপি অত্র পত্নীযোগঃ ভবিষ্যতি ইতি ধ্বনিতম্।

রাজা—(সবিস্ময়ম্)

উপোঢ়শব্দা ন রথাঙ্গনেময়ঃ
প্রবর্তমানং ন চ দৃশ্যতে রজঃ।
অভূতলস্পর্শতয়াঽনিরুদ্ধত-
স্তবাবতীর্ণোঽপি রথো ন লক্ষ্যতে ॥ ১০ ॥

মাতলিঃ—এতাবানেব শতক্রতোরায়ুষ্মতশ্চ বিশেষঃ।

সন্ধিবিচ্ছেদ—অভূতলস্পর্শতয়া + অনিরুদ্ধতঃ + তব + অবতীর্ণঃ + অপি, এতাবান্ + এব, শতক্রতোঃ + আয়ুষ্মতঃ + চ।

অন্বয়—রঙ্গাঙ্গনেময়ঃ উপোঢ়শব্দাঃ ন প্রবর্তমানং রজঃ চ ন দৃশ্যতে, অনিরুদ্ধতঃ তব রথঃ অভূতলস্পর্শতয়া অবতীর্ণোঽপি ন লক্ষ্যতে ॥ ১০ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—বাজা—[সবিস্ময়ম্—বিস্ময়ের সঙ্গে] রথাঙ্গনেময়ঃ উপোঢ়শব্দাঃ ন (বথচক্রের প্রান্তভাগ থেকে কোন শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে না) প্রবর্তমানং রজঃ চ ন দৃশ্যতে (চলতে থাকলেও ধূলি উত্থিত হতে দেখা যাচ্ছে না) অনিরুদ্ধতঃ তব রথঃ (আপনি রথের রশ্মি টেনে না ধবায়) অভূতলস্পর্শতয়া (যেহেতু তা' ভূতল স্পর্শ করেনি) অবতীর্ণোঽপি ন লক্ষ্যতে (সেহেতু রথ অবতীর্ণ হলেও তা' অবতীর্ণ হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে না)। মাতলিঃ—এতাবান্ এব (এটুকুই) শতক্রতোঃ আয়ুষ্মতোঃ চ (ইন্দ্র এবং আপনাব রথেব মধ্যে) বিশেষঃ (পার্থক্য)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—(বিস্ময়ের সঙ্গে) রথচক্রের প্রান্তভাগ থেকে কোন শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে না, চলতে থাকলেও ধূলি উত্থিত হতে দেখা যাচ্ছে না, আপনি রথের বশ্মি টেনে না ধরায যেহেতু তা ভূতল স্পর্শ করেনি, সেহেতু রথ অবতীর্ণ হলেও তা' অবতীর্ণ হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে না।

মাতলি—এটুকুই দেবরাজ ইন্দ্র ও আপনার রথের মধ্যে পার্থক্য ॥

মনোরমা—উপোঢ়শব্দাঃ = উপোঢ়াঃ শব্দাঃ যৈঃ, বহুব্রীহিঃ, তে। অভূতল স্পর্শতয়া = অবিদ্যমানঃ ভূতলস্পর্শঃ যস্য, বহুব্রীহিঃ, তস্য ভাবঃ ইতি অভূতলস্পর্শতা, তয়া, হেতৌ তৃতীযা। প্রবর্তমানম্ = প্র-বৃৎ + শানচ্, দ্বিতীয়া, একবচন। অবতীর্ণঃ = অব-তৃ + ক্তঃ ॥

আশা—উপোঢ়শব্দা ইতি ॥ রথাঙ্গানাং চক্রাণাং নেময়ঃ প্রান্তভাগাঃ উপোঢ়ঃ ধৃতঃ কৃতঃ ইত্যর্থঃ শব্দঃ ভূমিঘর্ষণজন্যঃ ধ্বনিঃ যাভিঃ তাঃ, উপোঢ়শব্দাঃ ন, প্রবর্তমানং রজঃ ধূলিপটলং চ ন দৃশ্যতে। অতএব নিরুদ্ধতঃ অশ্বান্ সংযচ্ছতঃ তব রথঃ স্যন্দনঃ, নাস্তি ভূতলস্য স্পর্শঃ যস্য সঃ অভূতলস্পর্শঃ তস্য ভাবঃ, অভূতলস্পর্শতা, তয়া পৃথিবীপৃষ্ঠেন সহ সংসর্গাভাবাৎ অবতীর্ণোঽপি, অবরূঢ়ঃ সন্ অপি ন লক্ষ্যতে অবতীর্ণত্বেন ন পরিজ্ঞায়তে। লোকবিলক্ষণঃ তে রথ ইতি ভাবঃ। অত্র বিশেষোক্তিরলংকারঃ, তল্লক্ষণং তু—"বিশেষোক্তিরখণ্ডেষু কারণেষু ফলাবচঃ" ইতি। বংশস্থবিলং চ বৃত্তম্, "বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ" ইতি লক্ষণাৎ ॥

আলোচনা :

"এতাবানেব শতক্রতোরায়ুষ্মতশ্চ বিশেষঃ।"—মর্ত্যের রাজা দুষ্যন্ত এবং স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্রের রথের বৈশিষ্ট্য অতি নিপুণভাবে এ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। মর্ত্যলোকের সাধারণ রথের মতোই রাজা দুষ্যন্তের রথ। এ রথ যখন চলমান থাকে তখন চক্রের প্রান্তভাগের সঙ্গে মর্ত্যমৃত্তিকার ঘর্ষণে ধূলিজাল উত্থিত হয়। যখন থামে তখন সহসা চক্রগতির রোধহেতু শব্দের সৃষ্টি হয়, এবং একটি কম্পনে আরোহী যেন একটু ঊর্ধ্বদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের রথ মর্ত্যে অবতরণ করলেও তার চক্র ভূতল স্পর্শ করেনা, এবং মৃত্তিকার সঙ্গে চক্রপ্রান্তের ঘর্ষণের সুযোগ না থাকায় কোন ধূলিজালের সৃষ্টি হয় না। রথ ভূমিতে অবতরণ করলেও চক্রের সঙ্গে মৃত্তিকার সংঘর্ষ না হওয়ায় আরোহীর ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকেনা, সেজন্য আরোহী বুঝতে পারে না যে রথ ভূমিতে অবতরণ করেছে কি না। উভয় রথের মধ্যে পার্থক্য এখানেই সুস্পষ্ট ॥

রাজা—মাতলে, কতমস্মিন্ প্রদেশে মারীচাশ্রমঃ?

মাতলিঃ—(হস্তেন দর্শয়ন্)

> **বল্মীকার্ধনিমগ্নমূর্তিরুরসা সংদষ্টসর্পত্বচা**
> **কণ্ঠে জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েনাত্যর্থসংপীড়িতঃ।**
> **অংসব্যাপি শকুন্তনীড়নিচিতং বিভ্রজ্জটামণ্ডলং**
> **যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ ॥ ১১ ॥**

রাজা—নমস্তে কষ্টতপসে।

সন্ধিবিচ্ছেদ— ......মূর্তিঃ + উরসা, ...বলয়েন + অত্যর্থসংপীড়িতঃ, বিভ্রৎ + জটামণ্ডলম্, স্থাণুঃ + ইব + অচলঃ, মুনিঃ + অসৌ + অভ্যর্কবিম্বম্, নমঃ + তে ॥

অন্বয়—যত্র অসৌ বল্মীকার্ধনিমগ্নমূর্ত্তিঃ, সংদষ্টসর্পত্বচা, উরসা জীর্ণলতা-প্রতানবলয়েন কণ্ঠে অত্যর্থং সংপীড়িতঃ অংসব্যাপি শকুন্তনীড়নিচিতং জটামণ্ডলং বিভ্রৎ স্থাণুঃ ইব অচলঃ মুনিঃ অভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ ॥ ১১ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—মাতলে (মাতলি) কতমস্মিন্ প্রদেশে মারীচাশ্রমঃ (মারীচের আশ্রম কোন দিকে)? মাতলিঃ—(হস্তেন দর্শয়ন্—হস্তের দ্বারা নির্দেশ করে) বল্মীকার্ধনিমগ্নমূর্তিঃ (যাঁর দেহ বল্মীস্তূপে অধনিমগ্ন) সন্দষ্টসর্পত্বচা উরসা (বক্ষঃস্থল সর্পকঞ্চুক দ্বারা আশ্লিষ্ট), জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েন কণ্ঠে অত্যর্থ-সংপীড়িতঃ (কণ্ঠদেশ জীর্ণলতাসমূহের বেষ্টনে অত্যধিক পীড়িত) অংসব্যাপি শকুন্তনীড়নিচিতং জটামণ্ডলং বিভ্রৎ (স্কন্ধদেশ পর্যন্ত পক্ষিনীড়নির্মিত জটাভার বিলম্বমান), স্থাণুরিব অচলঃ অসৌ মুনিঃ যত্র অভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ (স্থাণুব ন্যায় অচল সে মুনি যে প্রদেশে সূর্যমণ্ডল অভিমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অবস্থান করছেন, সেখানেই মহর্ষি মারীচের আশ্রম।) রাজা—নমস্তে কষ্টতপসে (ক্লেশকর তপস্যায় রত আপনাকে নমস্কার)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—মাতলি, মা[illegible]চেব আশ্রম কোন দিকে?

মাতলি—(হস্তের দ্বারা নির্দেশ করে) যাঁর দেহ বল্মীকস্তূপে অর্ধনিমগ্ন, বক্ষঃস্থল সর্পকঞ্চুক দ্বারা আশ্লিষ্ট, কণ্ঠদেশ জীর্ণলতাসমূহের বেষ্টনে অত্যধিক পীড়িত, স্কন্ধদেশ পর্যন্ত পক্ষিনীড়নির্মিত জটাভার বিলম্বমান, স্থাণুর ন্যায় অচল সে মুনি যে প্রদেশে সূর্যমণ্ডল অভিমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অবস্থান করছেন, সেখানেই মহর্ষি মারীচের আশ্রম।

রাজা—ক্লেশকর তপশ্চর্য্যায় নিরত আপনাকে নমস্কার ॥

মনোরমা—বল্মীকার্ধনিমগ্নমূর্তিঃ = অর্দ্ধং নিমগ্না, সুপ্‌সুপা, অর্দ্ধনিমগ্না, বল্মীকে অর্দ্ধনিমগ্না, সুপ্‌সুপা, বল্মীকার্দ্ধনিমগ্না। বল্মীকার্দ্ধনিমগ্না মূর্তিঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ। উরসা—"ইত্থম্ভূতলক্ষণে"-এ সূত্র অনুসারে উপলক্ষণে তৃতীয়া। সংদষ্টসর্পত্বচা = সংদষ্টা সর্পত্বক্ যত্র তেন, বহুব্রীহিঃ। জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েন = জীর্ণা লতা কর্মধা, তাসাং প্রতানঃ, ষষ্ঠীতৎ, স এব বলয়ঃ, উপমিত কর্মধা, তেন। অভ্যর্কবিম্বম্ = অর্কস্য বিম্বম্, ষষ্ঠীতৎ, অর্কবিম্বম্, অভি অর্কবিম্বম্, অব্যয়ীভাবঃ, অভ্যর্কবিম্বম্ ॥

আশা—বহুকালং ব্যাপ্য তপশ্চরন্নিতি তাৎপর্যম্। সন্দষ্টা সংলগ্না সর্পত্বক্ নির্মোকঃ যস্মিন্ তৎ, তেন সন্দষ্টসর্পত্বচা উরসা বক্ষসা উপলক্ষিতঃ, জীর্ণানাং শুষ্কাণাং লতাপ্রতানানাং

লতাসমূহানাং বলয়েন বেষ্টনেন, কণ্ঠে গলে অত্যর্থং ভৃশং সম্পীড়িতঃ দৃঢ়ং নিবদ্ধঃ, অংসৌ ব্যাপ্নোতি যৎ তৎ অংসব্যাপি স্কন্ধদেশং যাবৎ বিলম্বমানং শকুন্তানাং পক্ষিণাং নীড়ৈঃ কুলায়ৈঃ নিশ্চিতং ব্যাপ্তং জটামণ্ডলং বিভ্রৎ ধাবযন্ স্থাণুঃ ইব অচলঃ স্থিবঃ অসৌ মুনিঃ যত্র প্রদেশে অর্কস্য সূর্যস্য বিম্বং মণ্ডলম্ অভিলক্ষ্যীকৃত ইতি অভ্যর্কবিম্বং সূর্যমণ্ডলম্ অভিলক্ষ্যীকৃতঃ স্থিতঃ তত্র প্রদেশে মাবীচাশ্রমঃ ইতি বাক্যসমাপ্তিঃ। স্থাণুবিবেত্যুপমালংকাবঃ, শার্দূলবিক্রীড়িতং চ বৃত্তম ॥

আলোচনা

বাজসভাব কবি হয়েও কালিদাস তপোবনকে যেরূপ শ্রদ্ধা কবেছেন অন্তব দিয়ে ভালোবেসেছেন, এমনটি আব কোন সংস্কৃত কবি কবেছেন কিনা সন্দেহ। মহাকবিব প্রায় সকল নাটক এবং কাব্যেব পটভূমিই তপোবন। যেমন, 'কুমাবসম্ভব' মহাকাব্যে গৌবীগুরু হিমালযেব তপোবনই ঘটনাস্থল। "মেঘদূত' গীতিকাব্যে প্রিযাগতপ্রাণ যক্ষ নির্বাসিত হলেন অলকাপুবীব এক আশ্রম থেকে বামগিবিব আশ্রমান্তবে। "বিক্রমোর্বশী" নাটকে মহাকবি যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন একটা উপলক্ষে নাযক পুরুববাকে বনে আনতে পেবেছেন ততক্ষণ তাব মনে শান্তি নেই। বঘুবংশ" মহাকাব্যেও বযেছে ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠেব তপোবন বর্ণনা। বিশ্ববিশ্রুত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকেব আবম্ভ কণ্বমুনিব তপোবনেব পটভূমিকায, আব সমাপ্তি মহর্ষি মাবীচেব তপোবনেব শুচিশুভ্র, শান্ত-সংযত পবিবেশে। এ নাটকে তপোবন প্রকৃতি এবং মনুষ্যজীবন এমন ওতপ্রোতভাবে নিবিড ও অন্তবঙ্গ সম্পর্কে সংবদ্ধ যে, বিশ্বকবি অন্যান্য চবিত্রেব মত তপোবন প্রকৃতিকেও এ নাটকে একজন বিশেষ পাত্ররূপে চিহ্নিত কবেছেন ॥ প্রতিটি নাটক এবং প্রতিটি কাব্যে বর্ণিত ঘটনা ও বিষযবস্তুব সঙ্গে সামঞ্জস্য বক্ষা কবে যথোপযুক্ত তপোবন পবিবেশ বচনায মহাকবি কালিদাস অদ্ভুত কৃতিত্বেব পবিচয দিয়েছেন ॥

মাতলিঃ—(সংযতপ্রগহং রথং কৃত্বা) মহারাজ, এতাবদিতি পরিবর্ধিত-মন্দারবৃক্ষং প্রজাপতেরাশ্রমং প্রবিষ্টৌ স্বঃ।

রাজা—স্বর্গাদধিকতরং নির্বৃতিস্থানম্। অমৃতহ্রদমিবাবগাঢ়ো স্মি।

মাতলিঃ—(রথং স্থাপয়িত্বা) অবতরতু আয়ুষ্মান্।

রাজা—(অবতীর্য) মাতলে, ভবান্ কথমিদানীম্।

মাতলিঃ—সংযন্ত্রিতো ময়া রথঃ। বয়মপ্যবতরামঃ। (তথা কৃত্বা) ইত আয়ুষ্মন্। (পরিক্রম্য) দৃশ্যন্তামত্রভবতামৃষীণাং তপোবনভূময়ঃ।

রাজা—ননু বিস্ময়াদবলোকয়ামি।

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে
তোয়ে কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে ধর্মাভিষেকক্রিয়া।
ধ্যানং রত্নশিলাতলেষু বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমো
যৎ কাঙ্ক্ষন্তি তপোভিরন্যমুনয়স্তস্মিংস্তপস্যন্ত্যমী ॥ ১২ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—এতৌ + অদিতিপরিবর্ধিতঃ, স্বর্গাৎ + অধিকতরম্। প্রজাপতেঃ + আশ্রমম্, কথম্ + ইদানীম্, বয়ম্ + অপি + অবতরামঃ। অবতরতু + আয়ুষ্মান্, প্রাণানাম্ + অনিলেন, তপোভিঃ + অন্যমুনয়ঃ + তস্মিন্ + তপস্যন্তি + অমী। অমৃতহ্রদম্ + ইব + অবগাঢ়ঃ + অস্মি। বৃত্তিঃ + উচিতা ॥

অন্বয়—সৎকল্পবৃক্ষে বনে অনিলেন প্রাণানাং বৃত্তিঃ উচিতা। কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে তোয়ে ধর্মাভিষেকক্রিয়া (সম্পাদ্যতে), রত্নশিলা তলেষু ধ্যানং, বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমঃ, অন্যমুনয়ঃ তপোভিঃ যৎ কাঙ্ক্ষন্তি অমী তস্মিন্ তপস্যন্তি ॥ ১২ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—মাতলিঃ—[সংযতপ্রগ্রহং রথং কৃত্বা—রথের রশি সংযত করে] মহারাজ (মহারাজ) এতৌ (এই তো আমরা) অদিতি- পরিবর্ধিতমন্দারবৃক্ষং প্রজাপতেঃ আশ্রমং (অদিতির যত্নে বর্ধিত মন্দারবৃক্ষে শোভিত প্রজাপতি মারীচের আশ্রমে) প্রবিষ্টৌ স্বঃ (প্রবেশ করলাম)। রাজা—স্বর্গাৎ অধিকতরং নির্বৃতিস্থানম্ (এ যেন স্বর্গের চেয়েও অধিক শান্তির স্থান)। অমৃতহ্রদমিব অবগাঢ়ঃ অস্মি (মনে হচ্ছে যেন অমৃতের হ্রদে অবগাহন করে উঠলাম।) মাতলিঃ—[রথং স্থাপয়িত্বা—রথ থামিয়ে] অবতরতু আয়ুষ্মান্ (মহারাজ অবতরণ করুন)। রাজা—[অবতীর্য—অবতরণ করে] মাতলে (মাতলি), ভবান্ কথম্ ইদানীম্ (তুমি এখন কি করবে?) মাতলিঃ—সংযন্ত্রিতো ময়া রথঃ (আমি রথ নিয়ন্ত্রিত করলাম।) বয়মপি অবতরামঃ (আমিও অবতরণ করছি)। [তথা কৃত্বা—তাই করে অর্থাৎ নেমে।] ইত আয়ুষ্মান্ (এ দিকে আসুন) [পরিক্রম্য—পরিক্রমণ করে] দৃশ্যতাম্ (দেখুন) অত্রভবতাম্ ঋষীণাং তপোবনভূময়ঃ (পূজনীয় ঋষিদের এই তপোবন)। রাজা—ননু বিস্ময়াৎ অবলোকয়ামি (বিস্ময়ের সঙ্গে আমি দেখছি)। সৎকল্পবৃক্ষে বনে (কল্পবৃক্ষযুক্ত এ তপোবনে বাস করেও) অনিলেন প্রাণানাং বৃত্তিঃ উচিতা (কেবল বায়ুসেবন করে জীবন ধারণ করছেন), কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে

তোয়ে (স্বর্ণপদ্মের পরাগে পিঙ্গলবর্ণ জলে), ধর্মাভিষেকক্রিয়া সম্পাদ্যতে [তাঁরা (ত্রিসন্ধ্যা) ধর্মস্নান করে থাকেন], রত্নশিলাতলেষু ধ্যানম্ (রত্নশিলায় উপবেশন করে এঁরা ধ্যান করেন), বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমঃ (সুরাঙ্গনাদের সান্নিধ্যে থেকেও এঁরা সংযমী), অন্য- মুনয়ঃ তপোভিঃ যৎ কাঙ্ক্ষন্তি (অন্যান্য মুনিগণ তপস্যা করে যা' লাভ করতে চান) অমী তস্মিন্ তপস্যন্তি (এঁরা তাঁদের প্রতি অনাকৃষ্ট হয়েই তপশ্চর্যা করে থাকেন) ৷৷

বঙ্গানুবাদ—মাতলি—(রথের রশি সংযত করে) মহারাজ, এই তো আমরা অদিতির যত্নে বর্ধিত মন্দারবৃক্ষে শোভিত, প্রজাপতি মারীচের আশ্রমে প্রবেশ করলাম।

রাজা—এ যেন স্বর্গের চেয়েও অধিক শান্তির স্থান। মনে হচ্ছে যেন অমৃতের হ্রদে অবগাহন করে উঠলাম।

মাতলি—(রথ থামিয়ে) মহারাজ, অবতরণ করুন।

রাজা—(অবতরণ করে) মাতলি, তুমি এখন কি করবে?

মাতলি—আমি এখন রথ নিয়ন্ত্রিত করলাম। আমিও অবতরণ করছি। (তাই করে অর্থাৎ অবতরণ করে) এদিকে আসুন, (পরিক্রমণ করে) দেখুন, পূজনীয় ঋষিদের এই তপোভূমি।

রাজা—আমি বিস্ময়ের সঙ্গে তা লক্ষ্য করছি। কল্পবৃক্ষযুক্ত এই তপোবনে বাস করেও কেবল বায়ুসেবন করে জীবনধারণ করছেন, স্বর্ণপদ্মের পরাগে পিঙ্গলবর্ণ জলে তাঁরা (ত্রিসন্ধ্যা) ধর্মস্নান করে থাকেন, রত্নশিলায় উপবেশন করে তাঁরা ধ্যান করেন, সুরাঙ্গনাদের সান্নিধ্যে থেকেও এঁরা সংযমী, অন্যান্য মুনিগণ তপস্যা করে যা' লাভ করতে চান, এঁরা তাদের প্রতি অনাকৃষ্ট হয়েই তপশ্চর্যা করে থাকেন।

মনোরমা—স্বর্গাৎ—"পঞ্চমী বিভক্তে"-সূত্র অনুসারে অপাদানে পঞ্চমী বিস্ময়াৎ—বিস্ময়ম্ আশ্রিত্য ইত্যর্থঃ, ল্যব্‌লোপে কর্মণ্যধিকরণে চ—এই সূত্র অনুসারে কর্মে পঞ্চমী। সৎকল্পবৃক্ষে—সন্তঃ বিদ্যমানাঃ কল্পবৃক্ষাঃ যস্মিন্, বহুব্রীহিঃ, তস্মিন্। কাঞ্চন-পদ্মরেণুকপিশে কাঞ্চনময়ং পদ্মম্, শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ, তেষাং রেণবঃ, ষষ্ঠীতৎ, তৈঃ কপিশম্, তৃতীয়া তৎ, তস্মিন্। তস্মিন্—তম্ অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ, "ষষ্ঠী চানাদরে" সূত্র অনুসারে অনাদরে সপ্তমী ৷৷

আশা—প্রাণানামিতি ৷৷ সন্তঃ বিদ্যমানাঃ কল্পবৃক্ষাঃ সর্বাভিলাষপূরকা দেবপাদপ-বিশেষাঃ যত্র তাদৃশে কল্পতরুপূর্ণে বনে অনিলেন কেবলং বায়ুনা প্রাণানাং বৃত্তিঃ বর্তনং ধারণমিত্যর্থঃ, উচিতা অভ্যস্তা। সতি অপি অভিলাষানুরূপভোগ্যবস্তুপ্রদান-ক্ষমং দেবতরৌ

অমী মুনয়ঃ ভোগবিমুখাঃ। কাঞ্চনপদ্মানাং স্বর্ণকমলানাং রেণুভিঃ পরাগৈঃ কপিশে পিঙ্গলে তোয়ে জলে পুণ্যার্থং ন তু সুন্দরীভিঃ সহ কেলিকরণার্থম্ অভিষেকক্রিয়া নৈমিত্তিকস্নানকর্ম ক্রিয়তে। রত্নমণ্ডিতাঃ যাঃ শিলাঃ তাভিঃ নির্মিতেষু গৃহেষু ভবনেষু ধ্যানং পরমার্থচিন্তনম্, ন পুনঃ বিলাসশয্যাশয়নাদিকম্। বিবুধানাং সুরাণাং স্ত্রিয়ঃ তাসাং দেবভোগ্যানাং সন্নিধৌ সমীপে সংযমঃ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ। এতে স্বর্বেশ্যাসন্নিধৌ অপি জিতেন্দ্রিয়াঃ ইতি অতীব বিস্ময়াবহম্। অতএব অন্যমুনয়ঃ পৃথিবীস্থাঃ সাধারণাঃ তপস্বিনঃ তপোভিঃ যৎ যাদৃশং ভোগোপায়ান্বিতং স্থানং বাঞ্ছন্তি প্রাপ্তুম্ অভিলষন্তি তস্মিন্ তাদৃশে স্থানে অমী দূরে দৃশ্যমানাঃ মুনয়ঃ তপস্যন্তি, তপস্যাং কুর্ব্বন্তি ॥ অত্র কল্পবৃক্ষাদীনাং কারণানাং সদ্ভাবে সতি তৎকার্যাভাবে বক্তব্যে তদ্বিরুদ্ধানিলপ্রাণবৃত্তিত্বাৎ উক্তে উক্তনিমিত্তা মালাবিশেষোক্তিঃ। পাদত্রয়ে প্রতীয়মানপরিসংখ্যালংকারঃ। অত্র স্থিতানাং মুনীনাম্ উৎকর্ষবর্ণণেন অন্যমুনিভ্যঃ ব্যতিরেকশ্চ ব্যজ্যতে। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

এ নাটকে তপোবন দুটি—একটি মহর্ষি কণ্বের, অপরটি ঋষিগুরু মারীচের। নাটকে বর্ণিত ঘটনা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে মহাকবি এ নাটকে দুটি পৃথক্ তপোবন চিত্র অংকন করেছেন। কণ্বের তপোবনের স্থান মর্ত্যে, নাগরিক কোলাহলের সন্নিকটবর্তী, আর মারীচের তপোবন স্বর্গ ও মর্ত্যের অন্তরালে, নাগরিক কোলাহলবর্জিত হেমকূট পর্বতের শিখর দেশে। কণ্বের তপোবনের অধিবাসী ঋষিগণ ঋষি হয়েও মানুষ, কিন্তু মহর্ষি মারীচের তপোবনের ঋষিগণ ঋষি হয়েও দেবতা। কণ্বের তপোবনের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে দেহের আকর্ষণ প্রবল, আর মারীচের তপোবনের প্রশান্ত পরিবেশে হৃদয়ের আকর্ষণই বড়।

মালিনীনদীর তীরে অবস্থিত কণ্বাশ্রমের তপোবন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এত নিবিড় আত্মীয়তা এত প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এখানে আশ্রমবালা শকুন্তলা বৃক্ষলতাকে সোদরস্নেহে প্রতিপালন করেন, তাদের আলবালে জলসেচন না করে নিজে জল পান করেন না। আবার, শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রাকালে আসন্নবিদায় স্মরণ করে, কেবল যে, ঋষি কণ্ব, মাতা গৌতমী, বা অনসূয়া-প্রিয়ংবদা সখীদ্বয় গভীর বেদনা অনুভব করেছেন তা' নয়, তপোবনপ্রকৃতিও সমভাবে করুণ ও মর্মান্তিক বেদনায় কাতর হয়েছে।

কিন্তু মহর্ষি মারীচের আশ্রমে প্রকৃতি জগতের সঙ্গে মানবজগতের এরূপ নিকট আত্মীয়তা ও প্রীতিসম্পর্ক বড় একটা দেখা যায় না। কারণ, এখানকার তপশ্চর্যা বড়

কঠিন, বড় কঠোর। এখানে বৃক্ষকাণ্ডের মত নিশ্চল ঋষি উর্ধ্বমুখে সূর্যবিম্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গভীর ধ্যানমগ্ন। দেহ তাঁর উইয়ের ঢিবিতে আবৃত, বক্ষোদেশ নির্মোকের দ্বারা বিজড়িত স্কন্ধপর্যন্ত লম্বমান জটাজাল পক্ষিগণের নীড়ের দ্বারা আকীর্ণ।

এ তপোবনের ঋষিদের সংযমসাধন আরো আশ্চর্যজনক। এক একজন ঋষি যেন সংযমের প্রতিমূর্তি। মর্ত্যের ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা যা' লাভ করতে ইচ্ছা করেন, এ তপোবনের ঋষিগণ তা' অনায়াসে উপেক্ষা করেন।

"রত্নশিলাপরে বসি নিমগন ধ্যানে,
রূপসী অপ্সরা কত রহে সন্নিধানে।
অন্য তাপসের যাহা তপস্যার ধন,
লভি তা' করেন এঁরা ইন্দ্রিয়সংযম ॥" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) ॥

মাতলিঃ—উৎসর্পিণী খলু মহতাং প্রার্থনা। (পরিক্রম্য আকাশে) অয়ে বৃদ্ধ-শাকল্য কিমনুতিষ্ঠতি ভগবান্ মারীচঃ? কিং ব্রবীষি? দাক্ষায়ণ্যা পতিব্রতা-ধর্ম্মমধিকৃত্য পৃষ্টস্তস্যৈ মহর্ষিপত্নীসহিতায়ৈ কথয়তীতি?

রাজা—(কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে, প্রতিপাল্যাবসরঃ খলু প্রস্তাবঃ।

মাতলিঃ—(রাজানমবলোক্য) অস্মিন্নশোকবৃক্ষমূলে তাবদাস্তামায়ুষ্মান্, যাবত্ত্বামিন্দ্রগুরবে নিবেদয়িতুমন্তরান্বেষী ভবামি।

রাজা—যথা ভবান্ মন্যতে। (ইতি স্থিতঃ)।

মাতলিঃ—আয়ুষ্মান্, সাধয়াম্যহম্। (নিষ্ক্রান্তঃ)।

রাজা—(নিমিত্তং সূচয়িত্বা)

মনোরথায় নাশংসে কিং বাহো স্পন্দসে বৃথা।
পূর্বাবধীরিতং শ্রেয়ো দুঃখং হি পরিবর্ততে ॥ ১৩ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—কিম্ + অনুতিষ্ঠতি। পতিব্রতাধর্ম্মম্ + অধিকৃত্য, পৃষ্টঃ + তস্যৈ। রাজানম্ + অবলোক্য। অস্মিন্ + অশোকবৃক্ষমূলে, তাবৎ + আস্তাম্ + আয়ুষ্মান্। যাবৎ + ত্বাম্ + ইন্দ্রগুরবে, সাধয়ামি + অহম্ ॥ ন + আশংসে।

অন্বয়—মনোরথায় (অহং) ন আশংসে। বাহো কিং বৃথা স্পন্দসে? পূর্বাবধীরিতং শ্রেয়ঃ হি দুঃখং (সৎ) পরিবর্ততে।

বাঙ্লা শব্দার্থ—মাতলিঃ—মহতাং প্রার্থনা (মহজ্জনের আকাঙ্ক্ষা) উৎসর্পিণী খলু (উত্তরোত্তর উন্নতবিষয় আশ্রয় করে ঊর্ধ্বগামী হয়)। [পরিক্রম্য—কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে, আকাশে—শূন্যে লক্ষ্য করে] অয়ে বৃদ্ধশাকল্য (ওহে বৃদ্ধ শাকল্য) কিম্ অনুতিষ্ঠতি ভগবান্ মারীচঃ (ভগবান্ মারীচ কি করছেন?) কিং ব্রবীষি? (কি বললে?) পতিব্রতাধর্মম্ অধিকৃত্য (পতিব্রতার ধর্মসম্পর্কে) দাক্ষায়ণ্যা পৃষ্টঃ (দাক্ষায়ণী অর্থাৎ অদিতি কিছু জানতে চেয়েছেন) তস্যৈ মহর্ষিপত্নীসহিতায়ৈ কথয়তি ইতি? (মহর্ষি পত্নীদের সঙ্গে তাঁকে সে বিষয়ে বলছেন)?

রাজা—(কর্ণং দত্ত্বা—কর্ণপাত করে) অয়ে প্রতিপাল্যাবসরঃ খলু প্রস্তাবঃ (এ প্রসঙ্গ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবসর প্রতীক্ষা করতে হবে।)

মাতলিঃ—(রাজানম্ অবলোক্য—রাজাকে অবলোকন করে) অস্মিন্ অশোকবৃক্ষমূলে (এই অশোকবৃক্ষের মূলে) আয়ুষ্মান্ তাবৎ আস্তাম্ (আপনি কিছুক্ষণ অবস্থান করুন), যাবৎ ত্বাম্ ইন্দ্রগুরবে নিবেদয়িতুম্ (এর মধ্যে আমি আগমন বার্তা মহর্ষি মারীচের নিকট নিবেদন করতে) অন্তরান্বেষী ভবামি (অবসর সন্ধান করি।)

রাজা—যথা ভবান্ মন্যতে (আপনি যা বিবেচনা করেন।)

(ইতি স্থিতঃ—রাজা অপেক্ষা করতে লাগলেন)

মাতলিঃ—আয়ুষ্মন্ (আয়ুষ্মন্) অহং সাধয়ামি (আমি যাচ্ছি)।

(নিষ্ক্রান্তঃ—নির্গত হলেন)।

রাজা—(নিমিত্তং সূচয়িত্বা—দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন সূচনা করে) বাহো (হে বাহু) কিং বৃথা স্পন্দসে? (কেন তুমি বৃথা স্পন্দিত হচ্ছ)? মনোরথায় নাশংসে (অভীষ্টপ্রাপ্তি বিষয়ে আমি কোন আশা পোষণ করি না)। পূর্বাবধীরিতং শ্রেয়ঃ (পূর্বে অবজ্ঞা করে কল্যাণকে উপেক্ষা করলে) দুঃখং হি পরিবর্ততে (তা' পরে দুঃখরূপেই পরিণত হয়ে থাকে)।

বঙ্গানুবাদ—মাতলি—মহজ্জনের আকাঙ্ক্ষা নিশ্চিতরূপে উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বগামী হয়। [কিছুদূর অগ্রসর হয়ে, শূন্যে লক্ষ্য করে] ওহে বৃদ্ধশাকল্য, ভগবান্ মারীচ কি করছেন? কি বল্‌লে? পতিব্রতার ধর্মসম্পর্কে দাক্ষায়ণী অর্থাৎ অদিতি কিছু জানতে চেয়েছেন। মহর্ষি পত্নীদের সঙ্গে তাঁকে সে বিষয়ে বলছেন?

রাজা—(কর্ণপাত করে)—এ প্রসঙ্গ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবসর প্রতীক্ষা করতে হবে।

মাতলি—(রাজাকে অবলোকন করে) এই অশোকবৃক্ষের মূলে আপনি কিছুক্ষণ অবস্থান করুন, এর মধ্যে আমি আপনার আগমন বার্তা মহর্ষি মারীচের কাছে নিবেদন করতে অবসর সন্ধান করি।

রাজা—আপনি যা' বিবেচনা করেন। (এই বলে রাজা অপেক্ষা করতে লাগলেন)।

মাতলি—আয়ুষ্মন্, আমি যাচ্ছি। (নির্গত হলেন)

রাজা—(দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন সূচনা করে) হে বাহু, কেন তুমি বৃথা স্পন্দিত হচ্ছ? অভীষ্টলাভ বিষয়ে আমি কোন আশা পোষণ করিনা। পূর্বে অবজ্ঞা করে কল্যাণকে উপেক্ষা করলে, পরে তা' দুঃখরূপেই পরিণত হয়।

মনোরমা—দাক্ষায়ণ্যা—দক্ষস্য অপত্যং স্ত্রী ইতি দক্ষ + ফিঙ্ ("বা নামধেয়স্য" ইতি বৃদ্ধসংজ্ঞায়াম্ "উদীচাং বৃদ্ধাদগোত্রাৎ" ইতি ফিঙ্) + গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। তস্যৈ—"কর্মণা যমভিপ্রেতি স সম্প্রদানম্" ইতি সম্প্রদানে চতুর্থী। মনোরথায়—মনোরথং লব্ধুম্ ইতি তুমর্থে কর্মে চতুর্থী। পূর্বাবধীরিতম্—পূর্বম্ অবধীরিতম্, সহসুপা, "ভূতপূর্বে চরট্" এই জ্ঞাপকসূত্র অনুসারে পূর্বশব্দের পরনিপাতপ্রাপ্তি থাকলেও "জ্ঞাপকসিদ্ধং ন সর্বত্র"—এই নিয়মে পরনিপাত।

আশা—মনোরথায় ইতি ॥ অহং মনোরথায় অভিলষিতায় শকুন্তলাসমাগমায় শকুন্তলাং প্রাপ্তুমিত্যর্থঃ, ন আশংসে, "আঙ্শসি ইচ্ছায়াম্" ইতি আত্মনেপদম্। শকুন্তলাবিষয়কঃ মনোরথোঽপি কল্পয়িতুং ন শক্যঃ, শকুন্তলাপ্রাপ্তিস্তু দূরাপাস্তা ইতি ভাবঃ। মনোরথায় ইতি "ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানমি"তি চতুর্থী, যদ্বা মনোরথম্ অভীষ্টং বস্তু লব্ধুম্ ইতি "ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ" ইতি চতুর্থী। হে বাহো, কিমর্থং বৃথা স্পন্দসে, মুধা তে স্পন্দনমিত্যর্থঃ। শ্রেয়ঃ শকুন্তলা-রূপং যৎ কল্যাণং ময়া পূর্বমবধীরিতং প্রত্যাখ্যাতং সম্প্রতি তৎ দুঃখং হি কেবলং পরিবর্ততে, দুঃখরূপেণ পরিণতং ভবতি ইত্যর্থঃ। অত্র অর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ। শ্লোকো বৃত্তম্ ॥

(নেপথ্যে)

মা ক্‌খু চাবলং করেহি। কহং গদো জেব অত্তণো পকিদিং? (মা খলু চাপলং কুরু। কথং গতঃ এব আত্মনঃ প্রকৃতিম্?)

রাজা—[কর্ণং দত্ত্বা] অভূমিরিয়মবিনয়স্য। কো নু খল্বেষ নিষিধ্যতে। (শব্দানুসারেণাবলোক্য। সবিস্ময়ম্।) অয়ে কো নু খল্বয়মনুবধ্যমানস্তপস্বিনীভ্যামবালসত্ত্বো বালঃ।

অর্ধপীতস্তনং মাতুরামর্দক্লিষ্টকেসরম্।
প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং বলাৎকারেণ কর্ষতি ॥ ১৪ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—অভূমিঃ + ইয়ম্ + অবিনয়স্য, খলু + এষঃ, শব্দানুসারেণ + অবলোক্য, খলু + অয়ম্ + অনুবধ্যমানঃ + তপস্বিনীভ্যাম্ + অবালসত্ত্বঃ। মাতুঃ + আমর্দক্লিষ্টকেসবম্।

অন্বয়—(অযং বালঃ) মাতুঃ অর্ধপীতস্তনম্ আমর্দক্লিষ্টকেসরম্ সিংহশিশুং প্রক্রীড়িতুং বলাৎকারেণ কর্ষতি ॥ ১৪ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[নেপথ্যে] মা খলু চাপলং কুরু (চপলতা করো না)। কথম্ আত্মনঃ প্রকৃতিং গত এব (সেকি, নিজ স্বভাবের অনুসরণ করলে)? রাজা—[কর্ণং দত্ত্বা—কান পেতে শুনে] অভূমিঃ ইয়ম্ অবিনয়স্য (এ তো অবিনয়ের যোগ্য স্থান নয়)। কো নু খলু এষঃ নিষিধ্যতে (এখানে তবে কাকে নিষেধ করা হচ্ছে)? [শব্দানুসারেণ অবলোক্য—শব্দ অনুসরণ করে দৃষ্টিপাত করে, সবিস্ময়ম্—বিস্ময়ের সঙ্গে] অয়ে (আরে), (কঃ নু খলু তপস্বিনীভিঃ অনুবধ্যমানঃ অয়ম্ অবালসত্ত্বঃ বালঃ (তাপসীদের দ্বারা অনুগম্যমান অবালশক্তিসম্পন্ন এ বালককে)? মাতুঃ অর্ধপীতস্তনম্ (জননীর স্তন অর্ধেক পান করেছে এমন) আমর্দক্লিষ্টকেসরম্ সিংহশিশুম্ (সিংহশিশুকে কেসর ধবে মর্দন করে, ক্রীড়া করবার জন্য) বলাৎকারেণ কর্ষতি (বলপূর্বক আকর্ষণ করছে)।

বঙ্গানুবাদ—(নেপথ্যে) চপলতা করো না। সেকি নিজ স্বভাবের অনুসরণ করলে?
রাজা—(কান পেতে শুনে) এতো অবিনয়ের যোগ্য স্থান নয়। এখানে তবে কাকে নিষেধ করা হচ্ছে? (শব্দ অনুসরণ করে দৃষ্টিপাত করে, বিস্ময়ের সঙ্গে) আরে, তাপসীদের দ্বারা অনুগম্যমান অবালশক্তিসম্পন্ন এ বালক কে? জননীর স্তন অর্ধেক পান করেছে এমন সিংহশিশুকে কেসর ধরে মর্দন কবে ক্রীড়া করবার জন্য বলপূর্বক আকর্ষণ করছে।

মনোরমা—অনুবধ্যমানঃ = অনু—বধ্ + যক্ + শানচ্। অর্ধপীতস্তনম্—অর্ধং পীতঃ, অর্ধপীতঃ, সুপ্‌সুপা, অর্ধপীতঃ স্তনঃ যেন, বহুব্রীহিঃ, তম্। আমর্দক্লিষ্টকেসরম্ = আমর্দেন ক্লিষ্টঃ, তৃতীয়াতৎ, আমর্দক্লিষ্টঃ কেসরঃ যস্য সঃ বহুব্রীহিঃ, তম্। বলাৎকারেণ—করণে তৃতীয়া। অবালসত্ত্বঃ—অবালস্য সত্ত্বম্, ষষ্ঠীতৎ, তদ্বৎ সত্ত্বং যস্য সঃ, উত্তরপদলোপী বহুব্রীহিঃ ॥

আশা—অর্ধপীতস্তনমিতি ॥ মাতুঃ জনন্যাঃ অর্ধং যথা তথা পীতঃ স্তনঃ যেন তম্ অর্ধপীতস্তনম্ অর্ধপীতমাতৃস্তনং সাপেক্ষত্বে অপি গমকত্বাৎ সমাসঃ। আমর্দেন কর্ষণেন ক্লিষ্টাঃ দুঃখিতঃ কেসরাঃ যস্য তম্ ঈদৃশং সিংহশিশুম্ সিংহশাবং প্রক্রীড়িতুম্ ক্রীড়নার্থং বলাৎকারেণ বলেন কর্ষতি, মাতুঃ সকাশাৎ বলপ্রয়োগে ন দূরং নয়তি ইত্যর্থঃ। অত্র স্বভাবোক্তিরলংকারঃ, শ্লোকশ্চ বৃত্তম্ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টকর্মা তপস্বিনীভ্যাং বালঃ)

বালঃ—জিম্ভ সিঙ্ঘ, দন্তাইং দে গণইস্সং। (জৃম্ভস্ব সিংহ, দন্তান্ তে গণয়িষ্যে।)

প্রথমা—অবিণীদ, কিং ণো অপচ্চণিব্বিসেসাণি সত্তাণি বিপ্পঅরেসি। হন্ত, বড্‌ঢই দে সংরম্ভো। ঠাণে ক্খু ইসিজণেণ সব্বদমণো ত্তি কিদণামহেও সি। (অবিনীত, কিং নঃ অপত্যনির্বিশেষাণি সত্ত্বানি বিপ্রকরোষি। হন্ত, বর্ধতে তব সংরম্ভঃ। স্থানে খলু ঋষিজনেন সর্বদমন ইতি কৃতনামধেয়ঃ অসি।)

রাজা—কিং নু খলু বালেঽস্মিন্নৌরস ইব পুত্রে স্নিহ্যতি মে মনঃ। নূনমপত্যতা মাং বৎসলয়তি।

দ্বিতীয়া—এসা ক্খু কেসরিণী তুমং লঙ্ঘেদি জই সে পুত্তঅং ণ মুঞ্চেসি। (এষা খলু কেসরিণী ত্বাং লঙ্ঘয়িষ্যতি যদি তস্যাঃ পুত্রকং ন মুঞ্চসি।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—বালে + অস্মিন্ + ঔরসে + ইব, নূনম্ + অনপত্যতা।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—[ততঃ—তারপর, তপস্বিনীভ্যাম্—দুই তপস্বিনীর সঙ্গে, যথানির্দিষ্টকর্মা বালঃ প্রবিশতি—সিংহশিশুকে উৎপীড়নরত বালকের প্রবেশ] বালঃ—

জৃম্ভস্ব সিংহ, দন্তান্ তে গণয়িষ্যে (ওরে সিংহ, মুখ খোল্, তোর দাঁত গুণব)। প্রথমা— (প্রথম তাপসী) অবিনীত (ওরে অবাধ্য) কিং (কেন অকারণে) নঃ (আমাদের) অপত্যনির্বিশেষাণি সত্ত্বানি (সন্তানতুল্য এ প্রাণীদের) বিপ্রকরোষি (ক্রুদ্ধ করে তুলছ)? হন্ত (একি) বর্ধতে তব সংরম্ভঃ (তোমার ক্রোধ যে বেড়েই চলেছে)। ঋষিজনেন সর্বদমন ইতি কৃতনামধেয়ঃ অসি (ঋষিগণ যে তোমার নাম দিয়েছেন 'সর্বদমন') স্থানে খলু (তা' যুক্তিযুক্তই বটে)। রাজা—বালে অস্মিন্ (এ বালককে দেখে) মে মনঃ (আমার মন) ঔরসে ইব পুত্রে স্নিহ্যতি (ঔরসপুত্রে যেমন স্নেহাকৃষ্ট হয় সেরূপ হচ্ছে), কিং নু খলু (কেন)? নূনং (নিশ্চয়ই) অনপত্যতা মাং বৎসলয়তি (অপুত্রকতা আমাকে এরূপ বৎসল করে তুলছে)। দ্বিতীয়া (দ্বিতীয় তাপসী)—এষা খলু কেসরিণী (এই সিংহী কিন্তু) ত্বাং লঙ্ঘয়িষ্যতি (তোমাকে আক্রমণ করবে) যদি তস্যাঃ পুত্রকং (যদি তার শিশুকে) ন মুঞ্চসি (তুমি ছেড়ে না দাও)।

বঙ্গানুবাদ—(তারপর দুই তপস্বিনীর সঙ্গে সিংহশিশুকে উৎপীড়ন করতে করতে বালকের প্রবেশ)।

বাল—ওরে সিংহ, মুখ খোল্, তোর দাঁত গুণব।

প্রথমা—ওরে অবাধ্য, কেন অকারণে আমাদের সন্তানতুল্য এ প্রাণীদের ক্রুদ্ধ করে তুলছ? একি তোমার ক্রোধ যে বেড়েই চলেছে। ঋষিগণ যে তোমার নাম দিয়েছেন 'সর্বদমন' তা যুক্তিযুক্তই বটে।

রাজা—এ বালককে দেখে আমার মন ঔরসপুত্রে যেমন স্নেহাকৃষ্ট হয়, সেরূপ হচ্ছে। কেন? নিশ্চয়ই অপুত্রকতা আমাকে এরূপ বৎসল করে তুলেছে।

দ্বিতীয়া—এই সিংহ কিন্তু তোমাকে আক্রমণ করবে যদি তার শিশুকে তুমি ছেড়ে না দাও ॥

আলোচনা :

মহাকবি কালিদাস বিশ্বাস করতেন যে, নরনারীর প্রণয় কখনো সার্থক ও কল্যাণমুখী হতে পারে না, যদি তা' বন্ধ্যা হয়, এবং সন্তানরূপ আশীর্বাদে ধন্য না হয়। এ বিষয়ে বিশ্বকবির মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি প্রাচীনসাহিত্যে বলেছেন,—"নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্যা হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে, কল্যাণকে জন্মদান না করে *এবং* সংসারে পুত্রকন্যা অতিথি প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না *যায়।*" তাই আমরা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, মহাকবি তাঁর প্রায় প্রতিটি কাব্যে ও নাটকে নায়ক-নায়িকার প্রণয়কে সন্তানের

জন্মের দ্বারা সার্থক করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর অমর লেখনীপ্রসূত বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিশুচরিত্র হ'ল সর্বদমন, আয়ুস্, রঘু, কুমার ইত্যাদি। প্রতিটি শিশুচরিত্র অংকনে মহাকবি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যেকটি শিশুচরিত্রে অল্প বিস্তর শিশুসুলভ চপলতা, ঔদ্ধত্য, নির্ভয়তা, কৌতূহল, অনুকরণপ্রিয়তা ও তন্ময়তা প্রকাশ পেয়েছে।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের সপ্তম অংকে হেমকূটপর্বত শীর্ষে মহর্ষি মারীচের তপোবনে আমরা দুষ্যন্ত-শকুন্তলার শিশুপুত্র "সর্বদমন"-এর সাক্ষাৎ লাভ করি। দুজন তাপসীর সাথে শিশু সর্বদমন প্রবেশ করছে। নেপথ্যে শোনা যাচ্ছে "মা ক্খু চাবলং করেহি" ইত্যাদি সতর্কবাণী ॥

বালঃ—(সস্মিতম্) অম্মহে, বলিঅং ক্খু ভীদো ম্হি। (ইত্যধরং দর্শয়তি), (অহো বলীয়ঃ খলু ভীতঃ অস্মি)।

রাজা—

মহতস্তেজসো বীজং বালোঽয়ং প্রতিভাতি মে।
স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধাপেক্ষ ইব স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—ইতি + অধরম্, মহতঃ + তেজসঃ, বালঃ + অয়ম্, বহ্নিঃ + এধাপেক্ষঃ।

অন্বয়—এধাপেক্ষঃ স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিঃ ইব স্থিতঃ অয়ং বালঃ মহতঃ তেজসঃ বীজম্ ইব মে প্রতিভাতি।

বাঙ্লা শব্দার্থ—বালঃ (সস্মিতম্—ঈষৎ হাস্য করে)—অহো বলীয়ঃ খলু ভীতঃ অস্মি (ইস্, কি দারুণ ভয় পেয়েছি)। (ইতি অধরং দর্শয়তি—অধর দেখাল অর্থাৎ অবজ্ঞার ভাব দেখাল)। রাজা—এধাপেক্ষঃ (ইন্ধনের অপেক্ষারত) স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া (স্ফুলিঙ্গাবস্থার) বহ্নিঃ ইব (অগ্নির মত) অয়ং বালঃ (এই বালক) মহতঃ তেজসঃ (মহৎ তেজের) বীজম্ ইব (অঙ্কুরের মত) মে প্রতিভাতি (আমার কাছে প্রতিভাত হচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—বাল—(ঈষৎ হাস্য করে) ইস্ কি দারুণ ভয় পেয়েছি। (অধর দেখাল অর্থাৎ অবজ্ঞার ভাব দেখাল)।

রাজা—ইন্ধনের অপেক্ষারত, স্ফুলিঙ্গাবস্থার অগ্নির মত এই বালক মহৎ তেজের অংকুরের মত আমার কাছে প্রতিভাত হচ্ছে।

মনোরমা—ঔরসঃ—উরসঃ বক্ষসঃ নির্মিতঃ ইতি উরস্ + অণ্,—"উরসোঽণ্" এই সূত্র অনুসারে। বৎসলয়তি—বৎসলং করোতি ইতি বৎসল + ণিচ্ + লট্, প্রথমপুরুষ একবচন। এধাপেক্ষঃ—এধাংসি অপেক্ষতে যঃ তথাভূতঃ, কর্মণ্যুপপদে ণ।

আশা—মহত ইতি। অয়ং বালঃ শিশুঃ স্ফুলিঙ্গস্য অগ্নিকণস্য অবস্থা তয়া স্ফুলিঙ্গ রূপেণ বিন্দুরূপেণ ইত্যর্থঃ, স্থিতঃ এধ ইন্ধনং কাষ্ঠম্ ইত্যর্থঃ, অপেক্ষতে ইতি এধাপেক্ষঃ , বহ্নিঃ অনলঃ ইব মহতঃ প্রখরস্য তেজসঃ বীর্যস্য বীজম্ অঙ্গুরঃ মে মম সম্বন্ধে প্রতিভাতি প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ অতিক্ষুদ্রোঽপি অগ্নিকণঃ ইন্ধনযোগেন যথা প্রবলঃ সর্ববস্তুদহনসমর্থঃ। ভবতি, তথা অয়ং কুমারঃ কালেন মহাবলঃ বিশ্ববিজেতা ভবিষ্যতি ইতি তাৎপর্যম্। অত্র উপমানাম অলংকারঃ।

আলোচনা :

এ শিশু যেমন চঞ্চল, তেমনি জেদীও বটে। আশ্রমের পরিবেশে এ শিশুকে নিতান্ত বেমানান বলে মনে হলেও এরূপ আচরণই শিশুর পক্ষে অভিপ্রেত। শিশুর শৈশবের স্বাভাবিক ধর্মকে নষ্ট করে তাকে হঠাৎ ঋষিতুল্য কঠোর ও কঠিন নিয়মানুসারী করে সৃষ্টি করলে শিশুচরিত্রের সৌন্দর্যমাধুর্য্য আর অবশিষ্ট থাকেনা। মহাকবি কালিদাস যা নৈসর্গিক, যা স্বভাবসুন্দর, যা কৃত্রিমতাবর্জিত তাই এখানে রূপায়িত করেছেন। শিশুচরিত্র অংকন করতে গিয়ে কোথাও স্বাভাবিকতাকে বর্জন করেন নি। আশ্রমের শান্তসুন্দর ও শুচিশুভ্র পরিবেশে মানব শিশু সর্বদমনকে জোরপূর্বক সিংহশিশুকে ক্রীড়ার জন্য আকর্ষণ করতে দেখে রাজা বিস্মিত হলেন বটে, কিন্তু শিশুর পক্ষে এরূপ আচরণ মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সিংহ শিশুর দাঁত গুণতে চাওয়া, তার কেসর ধরে যথেচ্ছ আকর্ষণ করা ইত্যাদি অহেতুক, অবিশ্বাস্য কৌতূহল প্রকাশ করা মানব-শিশুর পক্ষে একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। কেননা, তখনও শিশুর মধ্যে যে ভেদবুদ্ধি জন্ম নেয়নি।

প্রথমা—বচ্ছ, এদং বালমিইন্দঅং মুঞ্চ। অবরং দে কীলণঅং দাইস্সং। (বৎস, এনং বালমৃগেন্দ্রং মুঞ্চ। অপবং তে ক্রীডণকং দাস্যামি।)

বালঃ—কহিং? দেহি ণং। (হস্তং প্রসারয়তি) (কুত্র? দেহি তৎ।)

রাজা—(বালস্য হস্তমবলোক্য)—কথং চক্রবর্তিলক্ষণমপ্যনেন ধার্যতে। তথাহ্যস্য—

প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতো
বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্যপত্রান্তবমিদ্ধরাগযা
নবোষসা ভিন্নমিবৈকপঙ্কজম্ ॥ ১৬ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—হস্তম + অবলোক্য, চক্রবর্তিলক্ষণম + অপি + অনেন তথাহি + অস্য, পত্রান্তবম + ইদ্ধবাগযা, ভিন্নম + ইব + একপঙ্কজম ॥

অন্বয়—প্রলোভ্যবস্তুপ্রণযপ্রসাবিতঃ জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ কঃ ইদ্ধবাগযা নবোষসা ভিন্নম অলক্ষ্যপত্রান্তবম্ একপঙ্কজম ইব বিভাতি ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—প্রথমা (প্রথম তাপসী)—বৎস (বৎস) এনং বালমৃগেন্দ্রং (এই সিংহশিশুকে) মুঞ্চ (ছেড়ে দাও)। অপবং ক্রীডণকং তে দাস্যামি (অপব একটি খেলনা তোমায দিব)। বালঃ (বালক)—কুত্র (কোথায)? দেহি তৎ (সেটি দাও)। [হস্তং প্রসাবযতি—হস্ত প্রসাবণ কবল] বাজা—[বালস্য হস্তম অবলোক্য—বালকেব হস্ত অবলোকন কবে] কথং (সেকি) চক্রবর্তিলক্ষণম অপি অনেন ধার্যতে (এ যে চক্রবর্তিলক্ষণও ধাবণ কবে)। তথাহি অস্য (এইতো এব) প্রলোভ্যবস্তুপ্রণযপ্রসাবিতঃ (লোভনীয দ্রব্য লাভেব আশায প্রসাবিত) জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ কবঃ (জালেব ন্যায পবস্পবসংশ্লিষ্ট অঙ্গুলি যুক্ত হস্ত) ইদ্ধবাগযা (বক্তিম আভায) নবোষসা (নবীন ঊষায) ভিন্নম্ (প্রস্ফুটিত) অলক্ষ্যপত্রান্তবম্ একপঙ্কজম্ ইব বিভাতি (অদৃশ্য পত্রান্তব একটি পদ্মেব ন্যায় শোভা পাচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—প্রথমা (প্রথম তাপসী)—বৎস, এই সিংহশিশুকে ছেড়ে দাও, অপব একটি খেলনা তোমায দিব।

বাল (বালক)—কোথায়? সেটি দাও। [হস্ত প্রসারণ করল]

রাজা—[বালকের হস্ত অবলোকন করে] সেকি, এ যে চক্রবর্তিলক্ষণও ধারণ করে। এইতো এর লোভনীয় দ্রব্যলাভের আশায় প্রসারিত, জালের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট অঙ্গুলিযুক্ত হস্ত রক্তিম আভায় নবীন ঊষায় প্রস্ফুটিত অদৃশ্যপত্রান্তর একটি পদ্মের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

মনোরমা—প্রলোভাবস্তুপ্রণয়প্রসারিতঃ = প্রলোভ্যং বস্তু, কর্মধা, তস্মিন্ প্রণয়ঃ, সপ্তমীতৎ, তেন প্রসারিতঃ, তৃতীয়া তৎ। জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ—জালবৎ গ্রথিতাঃ অঙ্গুলয়ঃ যস্মিন্ স তথোক্তঃ, বহুব্রীহিঃ। অলক্ষ্যপত্রান্তরম্ = অলক্ষ্যাণি পত্রান্তরাণি যস্মিন্ তৎ, বহুব্রীহিঃ। নবোষসা = নবা ঊষাঃ, নবোষাঃ, কর্মধা, তয়া ॥

আশা—প্রলোভ্য ইতি। প্রলোভ্যতে অনেন ইতি প্রলোভ্যং, বাহুলকাৎ করণে যৎ, লোভকাবকং যৎ বস্তু ক্রীড়ণকরূপং তত্র যঃ প্রণয়ঃ যাচ্ঞা, তেন প্রসারিতঃ গ্রহণার্থং বিস্তৃতঃ, জালবৎ গ্রথিতাঃ অন্যোন্যং সংশ্লিষ্টাঃ অঙ্গুলয়ঃ যত্র তথোক্তঃ অস্য শিশোঃ করঃ হস্তঃ, ইদ্ধঃ সন্দীপিতঃ রাগঃ পঙ্কজস্য লোহিত্যম্ অরুণিমা, যথা তথাভূতয়া নবয়া অচিরোদ্গতয়া ঊষসা অচিরপ্রবৃত্তেন প্রভাতকালেন ইত্যর্থঃ। ভিন্নং কেবলং ভেদং প্রাপ্তং ন তু সম্যক্ বিকসিতম্, অতএব ন লক্ষ্যাণি দৃশ্যানি পত্রাণাম্ অন্তরাণি পরস্পরাবকাশদেশাঃ বিভাগা ইত্যর্থঃ, যস্মিন্ তথা-ভূতম্ একং দ্বিতীয়রহিতং পঙ্কজং পদ্মমিব বিভাতি শোভতে। অত্র উপমানাম অলংকারঃ, বংশস্থবিলং বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

সর্বদমন ক্রীড়ণকের লোভে হস্তপ্রসারিত করলে রাজা দুষ্যন্ত নিরীক্ষণ করলেন যে, শিশু সর্বদমনের হস্ত রাজচক্রবর্তীর লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত। হস্তরেখাবিদ্‌দের মতে শিশুর হাতের রেখায় পদ্মচক্র ইত্যাদি লক্ষণ হস্তরেখায় বিদ্যমান থাকলে, সে শিশু ভাবীকালে সার্বভৌম নরপতি অর্থাৎ রাজচক্রবর্তী হন। রাজচক্রবর্তী লক্ষণ,—"অতিরক্তঃ করো যস্য গ্রথিতাঙ্গুলিকো মৃদুঃ। চাপাঙ্কুশাঙ্কিতঃ সোঽপি চক্রবর্তী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥" (বিধুভূষণ গোস্বামী ধৃত)। "অংকুশং কুণ্ডলং চক্রং যস্য পাণিতলে ভবেৎ। চক্রবর্তী ভবেন্নিত্যং সমুদ্রকবচো যথা ॥" (অন্যত্র উদ্ধৃত)

দ্বিতীয়া—সুব্বদে, ণ সক্কো এসো বাআমেত্তেণ বিরময়িদুং। গচ্ছ তুমং মমকেরএউডএ মক্কণ্ডেয়অস্স ইসিকুমারঅস্স বণ্ণচিত্তিদো মিত্তিআমোরও চিঠ্‌টদি তং সে উবহর। (সুব্রতে, ন শক্য এব বাচামাত্রেণ বিরময়িতুম্। গচ্ছ ত্বম্। মদীয়ে উটজে মার্কণ্ডেয়স্য ঋষিকুমারস্য বর্ণচিত্রিতঃ মৃত্তিকাময়ূরঃ তিষ্ঠতি, তম্ অস্য উপহর।)

প্রথমা—তহ। (নিষ্ক্রান্তা) (তথা)।

বালঃ—ইমিণা এব্ব দাব কীলিস্সং। (তাপসীং বিলোক্য হসতি)। (অনেন এব তাবৎ ক্রীড়িষ্যামি।)

রাজা—স্পৃহয়ামি খলু দুর্ললিতায়াস্মৈ।

আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈ-
রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্।
অংকাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো
ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি ॥ ১৭ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—দুর্ললিতায় + অস্মৈ, আলক্ষ্যদন্তমুকুলান্ + অনিমিত্তহাসৈঃ + অব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্, অংকাশ্রয়প্রণয়িনঃ + তনয়ান্, ধন্যাঃ + তদঙ্গ-রজসা।

অন্বয়—ধন্যাঃ অনিমিত্তহাসৈঃ আলক্ষ্যদন্তমুকুলান্ অব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্ অংকাশ্রয়প্রণয়িনঃ তনয়ান্ বহন্তঃ তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—দ্বিতীয় (দ্বিতীয় তপস্বিনী)—সুব্রতে (শোন সুব্রতা) বাচামাত্রেণ (কেবল কথায়) এষঃ (এ বালককে) ন শক্যঃ বিরময়িতুম্ (বিরত করা যাবে না)। গচ্ছ ত্বম্ (তুমি যাও)। মদীয়ে উটজে (আমার পর্ণকুটীরে) মার্কণ্ডেয়স্য ঋষিকুমারস্য (ঋষিকুমার মার্কণ্ডেয়ের) বর্ণচিত্রিতঃ (বিবিধরঙের) মৃত্তিকাময়ূরঃ তিষ্ঠতি (একটি মৃন্ময় ময়ুর আছে), তম্ অস্য উপহর (সেটা একে এনে দাও)। প্রথমা (প্রথমা তাপসী)—তথা (তাই করি)। [নিষ্ক্রান্তা—নির্গত হলেন] বালঃ—(বালক) অনেন এব তাবৎ ক্রীড়িষ্যামি (ততক্ষণ এটাকে নিয়ে ক্রীড়া করি)। [তাপসীং বিলোক্য হসতি,—তাপসীর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল] রাজা—দুর্ললিতায় অস্মৈ (এই দুরন্ত বালককে পেতে) স্পৃহয়ামি খলু (আমার খুবই আগ্রহ হচ্ছে)। ধন্যাঃ (যাঁরা পুণ্যবান্ তাঁরা) অনিমিত্তহাসৈঃ (অকারণে হাসায়) আলক্ষ্যদন্তকুলান্ (যে শিশুর ফুলের কুঁড়ির মত দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে), অব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্ (যার অর্ধোচ্চারিত বুলি শুনতে বড় ভালো লাগে)

অংকাশ্রয়প্রণয়িনঃ (ক্রোড়ে আরোহণের জন্য যে সর্বদা উন্মুখ) তনয়ান্ বহন্তঃ (এমন সন্তান কোলে নিয়ে) তদঙ্গরজসা (সে শিশুর দেহের ধূলায়) মলিনীভবন্তি (নিজেরাও ধূসরিত হন।)

বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয় তপস্বিনী—শোন সুব্রতা, কেবল কথায় এ বালককে বিরত করা যাবে না। তুমি যাও, আমার পর্ণকুটিরে ঋষিকুমার মার্কণ্ডেয়ের বিবিধ রঙের একটি মৃত্তিকাময়ূর আছে, সেটা এনে একে দাও।

প্রথমা তপস্বিনী—তাই করি। (নির্গত হলেন)।

বালক—ততক্ষণ এটাকে নিয়ে ক্রীড়া কবি। (তাপসীর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল)

রাজা—এই দুরন্ত বালককে পেতে আমার খুবই আগ্রহ হচ্ছে। যাঁরা পুণ্যবান তাঁরা অকারণে হাসার জন্য যে শিশুর ফুলের কুঁড়িব মত দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে, যার অর্ধোচ্চাবিত কথা শুনতে অত্যন্ত ভালো লাগে, ক্রোড়ে আরোহণের জন্য যে সর্বদা উন্মুখ, এমন সন্তান কোলে নিয়ে, সে শিশুর দেহের ধূলায় নিজেরাও ধূসরিত হন।

মনোরমা—দুর্ললিতায় = দুষ্টং ললিতং যস্য, বহুব্রীহিঃ, তস্মৈ। "স্পৃহে-রীপ্সিতঃ"—সূত্র অনুসারে সম্প্রদানে চতুর্থী। আলক্ষ্যদন্তমুকুলান্—দন্তাঃ মুকুলাঃ ইব উপমিত কর্মধা, আলক্ষ্যাঃ দন্তমুকুলাঃ, কর্মধা, তান্। অনিমিত্তহাসৈঃ-অবিদ্যমানং নিমিত্তং যেষাং তে অনিমিত্তাঃ, বহুব্রীহিঃ, তাদৃশাঃ হাসাঃ কর্মধা, তৈঃ। হেতৌ তৃতীয়া। অব্যক্ত-বর্ণরমণীযবচঃপ্রবৃত্তীন্ = অব্যক্তাঃ বর্ণাঃ, কর্মধা, তৈঃ রমণীয়াঃ, তৃতীয়াতৎ, বচসঃ প্রবৃত্তয়ঃ, যষ্ঠীতৎ। অব্যক্তবর্ণবমণীয়াঃ বচঃপ্রবৃত্তয়ঃ যেষাং, বহুব্রীহিঃ, তান্। মলিনীভবন্তি—মলিন + চ্বি (অভূততদ্‌ভাবে) + ভূ + লট্ প্রথমপুরুষ বহুবচন।

আশা—আলক্ষ্যেতি ॥ ধন্যাঃ পুণ্যবন্তঃ ("ধনগণং লব্ধা" ইতি যৎ), অনিমিত্তা নির্হেতুকাঃ, হাসাঃ তৈঃ হেতুভিঃ আ ঈষৎ লক্ষ্যাঃ দৃশ্যাঃ দন্তাঃ মুকুলাঃ ইব ইতি দন্তমুকুলাঃ, উপমিতসমাসঃ, যেষাং তাদৃশাম্। অব্যক্তবর্ণঃ অস্পষ্টাক্ষরাঃ অতএব রমণীয়াঃ শ্রুতিসুখকরত্বাৎ মনোহরাঃ বচঃপ্রবৃত্তয়ঃ বাগ্‌ব্যাপারাঃ যেষাং তথোক্তান্, ক্রীড়ারোহণোৎসুকান্ তনয়ান্ বহন্ত উৎসঙ্গে ধারযন্তঃ সন্তঃ তেষাং তনয়ানাম্ অঙ্গস্থেন রজসা গাত্রস্থধূলিভিঃ মলিনীভবন্তি কলুষীভবন্তি। পুণ্যকৃতাম্ এব ঈদৃক্তনয়সংস্পর্শসুখমিতি ভাবঃ। অধন্যোঽহমিতি ব্যজ্যতে ॥ অত্র বালকস্য যথাব্যাপারবর্ণনাৎ স্বভাবোক্তির-লংকারঃ, বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্ ॥ "জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ"—ইতি লক্ষণাৎ।

তাপসী—হোদু। ণ মং অঅং গণেদি। (পার্শ্বমবলোকয়তি) কো এত্থ ইসি-কুমারাণং। (রাজানমবলোক্য) ভদ্দমুহ, এহি দাব। মোএহি ইমিণা দুম্মোঅহ-থগ্‌গহেণ ডিম্ভলীলাএ বাহীঅমাণং বালমিইন্দঅং। (ভবতু। ন মাম্ অয়ং গণয়তি। কঃ অত্র ঋষিকুমারাণাম্। ভদ্রমুখ, এহি তাবৎ। মোচয় অনেন দুর্মোকহস্তগ্রহেণ ডিম্ভলীলয়া বাধ্যমানং বালমৃগেন্দ্রম্।)

রাজা—(উপগম্য সস্মিতম্) অয়ি ভো মহর্ষিপুত্র,

এবমাশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা
সংযমঃ কিমিতি জন্মতস্ত্বয়া।
সত্ত্বসংশ্রয়সুখো পি দূষ্যতে
কৃষ্ণসর্পশিশুনেব চন্দনম্ ॥ ১৮ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—পার্শ্বম্ + অবলোকযতি, কিম্ + ইতি, জন্মতঃ + ত্বয়া, কৃষ্ণসর্পশিশুনা + ইব, রাজানম্ + অবলোক্য, সত্ত্বসংশ্রয়সুখঃ + অপি।

অন্বয়—আশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা ত্বয়া সত্ত্বসংশ্রয়সুখঃ অপি সংযমঃ কৃষ্ণসর্পশিশুনা চন্দনম্ ইব কিমিতি জন্মতঃ এবং দূষ্যতে।

বাঙলা শব্দার্থ—তাপসী—ভবতু (আচ্ছা) ন মাম্ অয়ং গণয়তি (এ আমায় গ্রাহ্য করছে না।) [পার্শ্বম্ অবলোকয়তি—পাশে দেখলেন] কঃ অত্র ঋষিকুমারাণাম্ (ঋষিকুমারদের কে এখানে আছে)? [রাজানম্ অবলোক্য—রাজাকে অবলোকন করে] ভদ্রমুখ (মশায়), এহি তাবৎ (একবার এদিকে আসুন ত।) অনেন দুর্মোকহস্ত-গ্রহেণ (এ নাছোড়বান্দার হাত থেকে) ডিম্ভলীলয়া বাধ্যমানং (এর খেলার অত্যাচারে উৎপীড়িত) বালমৃগেন্দ্রং মোচয় (সিংহ-শিশুটিকে মুক্ত করে দিন।) রাজা—(উপগম্য—নিকটে গমন করে, সস্মিতম্—ঈষৎ হাস্য করে) অয়ি ভো মহর্ষিপুত্র (শোন হে মহর্ষির পুত্র), আশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা ত্বয়া (তুমি আশ্রমের বিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা) সত্ত্বসংশ্রয়সুখঃ অপি সংযমঃ (প্রাণিদের সুখদায়ক আশ্রয়স্বরূপ সংযম গুণ) কৃষ্ণসর্পশিশুনা চন্দনম্ ইব (বিষাক্ত কৃষ্ণসর্প যেমন চন্দনবৃক্ষকে দূষিত করে), কিমিতি জন্মতঃ এবং দূষ্যতে (বাল্যকাল থেকেই এভাবে দূষিত করছে কেন?)

বঙ্গানুবাদ—তাপসী—আচ্ছা, এ আমায় গ্রাহ্য করছে না। [পার্শ্বে দেখলেন] ঋষিকুমারদের কে এখানে আছ? [রাজাকে অবলোকন করে] মশায়, একবার এদিকে

আসুন ত, এ নাছোড়বান্দার হাত থেকে এর খেলার অত্যাচারে উৎপীড়িত সিংহশিশুটিকে মুক্ত করে দিন।

রাজা—[নিকটে গমন করে, এবং ঈষৎ হাস্য করে] শোন হে মহর্ষির পুত্র, তুমি আশ্রমের বিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা প্রাণিদের সুখদায়ক আশ্রয়স্বরূপ সংযমগুণ, বিষাক্ত কৃষ্ণসর্প যেমন চন্দনবৃক্ষকে দূষিত করে, বাল্যকাল থেকেই এভাবে দূষিত করছ কেন?

মনোরমা—আশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা—আশ্রমস্য বিরুদ্ধবৃত্তিঃ যস্য, বহুব্রীহিঃ, তেন। সত্ত্ব-সংশ্রয়সুখঃ—সুখয়তি ইতি সুখঃ, সত্ত্বানাং সংশ্রয়ঃ, ষষ্ঠীতৎ, সত্ত্বসংশ্রয়শ্চাসৌ সুখশ্চেতি, কর্মধা। কৃষ্ণসর্পঃ—'কৃষ্ণসর্প'—অবিগ্রহনিত্যসমাসঃ।

আশা—আশ্রমস্য তপোবনস্য বিরুদ্ধা প্রতিকূলা বৃত্তিঃ ব্যবহারঃ যস্য তেন, আশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা ত্বয়া জন্মতঃ জন্মনঃ প্রভৃতি সত্ত্বানাং প্রাণিনাং সংশ্রয়ঃ আশ্রয়ভূতঃ অতএব সুখঃ সুখকরঃ সংযমঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কৃষ্ণসর্পস্য সর্পভেদস্য শিশুনা চন্দনঃ দ্রুমঃ ইব কিমিতি দূষ্যতে মলিনিমানম্ আপাদ্যতে। বিষধরস্য কৃষ্ণসর্পস্য শিশুনা যথা চন্দনবৃক্ষঃ দূষ্যতে তথা সুখকর ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ অপি আশ্রমপ্রতিকূলবৃত্তিনা অনেন বালেন দূষ্যতে ইত্যুপমালংকারঃ, রথোদ্ধতাবৃত্তম্, তল্লক্ষণং তু—"রাৎপরৈর্নরলগৈঃ রথোদ্ধতা" ইতি ॥

আলোচনা :

অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় তাঁর সম্পাদিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর ৬৯২ পৃষ্ঠায় উক্ত শ্লোক সম্পর্কে যে মন্তব্য ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করেছেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধার করা হল,—"Indeed I have grave doubts about the authenticity of the verse. The verse preaches a sermon and to a mere infant. Kalidasa's sense of propriety perhaps would not have allowed the verse here. After having addressed the boy as "মহর্ষিপুত্রক" the comparison with a কৃষ্ণসর্পশিশু heightens the contrast no doubt, but is utterly lost to the child who wants a lion-cub to yawn so that he might count its teeth." কৌতূহলী সহৃদয় পাঠকবর্গের উপর বিচারের ভার ন্যস্ত রইল।

তাপসী—ভদ্দমুহ, ণ ক্খু অঅং ইসিকুমারও। (ভদ্রমুখ, ন খলু অয়ম্ ঋষি-কুমারঃ।)

রাজা—আকারসদৃশং চেষ্টিতম্ এব অস্য কথয়তি। স্থান-প্রত্যয়াৎ তু বয়মেবং তর্কিণঃ। (যথাভ্যর্থিতমনুতিষ্ঠন্ বালস্পর্শমুপলভ্য, আত্মগতম্)—

অনেন কস্যাপি কুলাংকুরেণ
স্পৃষ্টস্য পাত্রেষু সুখং মমৈবম্।
কাং নির্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্যা-
দ্যস্যায়মঙ্কাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢ়ঃ ॥ ১৯ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—চেষ্টিতম্ + এব + অস্য, স্থানপ্রত্যয়াৎ + তু, বয়ম্ + এবং-তর্কিণঃ, বালস্পর্শম্ + উপলভ্য, কস্য + অপি, মম + এবম্, কুর্যাৎ + যস্য + অয়ম্ + অঙ্কাৎ।

অন্বয়—কস্য অপি কুলাংকুরেণ অনেন গাত্রেষু স্পৃষ্টস্য মম এবং সুখং (ভবতি), যস্য কৃতিনঃ অঙ্কাৎ অয়ং প্ররূঢ়ঃ তস্য চেতসি কাং নির্বৃতিং কুর্যাৎ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—তাপসী—ভদ্রমুখ (মশায়), ন খলু অয়ং ঋষিকুমারঃ (এ বালক ঋষিকুমার নয়)। রাজা—অস্য (এর) আকারসদৃশং চেষ্টিতম্ এব (আকারের অনুরূপ দুরন্তপনাই) কথয়তি (তা বলে দিচ্ছে)। স্থানপ্রত্যয়াৎ তু (তথাপি এইটি আশ্রম—এই ভেবে) বয়ম্ (আমি) এবংতর্কিণঃ (এরকম চিন্তা করছিলাম)। [যথাভ্যর্থিতম্ অনুতিষ্ঠন্—অনুরোধ অনুসারে বালকের হাত থেকে সিংহশিশুকে মুক্ত করবার কালে, বালস্পর্শম্ উপলভ্য—বালকের স্পর্শ অনুভব করে, আত্মাগতম্—মনে মনে] কস্য অপি কুলাং কুরেণ অনেন (এ সন্তান কোন্ ব্যক্তির বংশধর—তা আমি জানি না) গাত্রেষু স্পৃষ্টস্য মম (কিন্তু এর গাত্র স্পর্শ করেই আমার), এবং সুখম্ (এমন সুখ হচ্ছে) যস্য কৃতিনঃ (যে ভাগ্যবানের) অঙ্কাৎ (ক্রোড় থেকে) অয়ং প্ররূঢ়ঃ (এ বর্ধিত হয়েছে) তস্য চেতসি (তাঁর মনে) কাং নির্বৃতিং কুর্যাৎ (কি অনির্বচনীয় আনন্দই না হয়ে থাকে।)

বঙ্গানুবাদ—তাপসী—মশায়, এ বালক ঋষিকুমার নয়।

রাজা—এর আকারের অনুরূপ দুরন্তপনাই তা' বলে দিচ্ছে। তথাপি এইটি আশ্রম—এই ভেবে আমি এরকম চিন্তা করছিলাম। [অনুরোধ অনুসারে বালকের হাত থেকে সিংহশিশুকে মুক্ত করবার কালে বালকের স্পর্শ অনুভব করে, (মনে মনে)] এ সন্তান

কোন্ ব্যক্তির বংশধর তা' আমি জানিনা, কিন্তু এর গাত্রস্পর্শ করেই আমার এমন সুখ হচ্ছে। যে ভাগ্যবানের ক্রোড়ে থেকে এ বর্ধিত হয়েছে তাঁর মনে কি অনির্বচনীয় আনন্দই না হয়ে থাকে ॥

মনোরমা—এবংতর্কিণঃ—এবম্-তর্ক + ণিচ্ + ণিনি কর্তরি, প্রথমার বহুবচন ॥ "অস্মদো দ্বয়শ্চ"—সূত্র অনুসারে বহুবচন। স্থানপ্রত্যয়াৎ—হেতৌ পঞ্চমী। উপলভ্য—উপ-লভ্ + ল্যপ্ ॥

আশা—অনেন ইতি। কস্যাপি অবিজ্ঞাতনামাদেঃ মদ্ভিন্নস্য জনস্য কুলাংকুরেণ বংশপ্ররোহেণ তনয়েন ইত্যর্থঃ, অনেন বালকেন গাত্রেষু অঙ্গেষু, অবচ্ছেদে সপ্তমী, স্পৃষ্টস্য মম এবম্ ঈদৃক্ নিরতিশযং সুখম্ সম্পদ্যতে ইতি শেষঃ। যস্য কৃতিনঃ পুণ্যবতঃ অঙ্গাৎ তস্বা অয়ং প্ররূঢ়ঃ সমুৎপন্নঃ যস্যায়ং তনূজঃ ইত্যর্থঃ, তস্য চেতসি অয়ং বালঃ কাং কীদৃশীম্ নির্বৃতিং সুখং কুর্যাৎ জনয়েৎ তন্ন জানে ইতি বাক্যসমাপ্তিঃ। অত্র অর্থাপত্তিরলংকারঃ রূপকং চ। উপজাতিবৃত্তম্ ॥

তাপসী—(উভৌ নির্বর্ণ্য) অচ্ছরিঅং অচ্ছরিঅং। (আশ্চর্যম্ আশ্চর্যম্।)

রাজা—আর্যে, কিমিব।

তাপসী—ইমস্স বালঅস্স দে বি সংবাদিণী আকিদী ত্তি বিম্হাবিদম্হি। অপরিইদস্স বি দে অপ্পডিলোমো সংবুত্তো ত্তি। (অস্য বালস্য তে অপি সংবাদিনী আকৃতিঃ ইতি বিস্মাপিতা অস্মি। অপরিচিতস্য অপি তে অপ্রতিলোমঃ সংবৃত্তঃ ইতি।)

রাজা—(বালকমুপলালয়ন্) ন চেন্মুনিকুমারোঽয়ম্, অথ কোঽস্য ব্যপদেশঃ?

তাপসী—পুরুবংসো (পুরুবংশঃ।)

রাজা—(আত্মগতম্) কথমেকান্বয়ো মম। অতঃ খলু মদনুকারিণ- মেনমত্রভবতী মন্যতে। অস্ত্যেতৎ পৌরবাণামন্ত্যং কুলব্রতম্।

> **ভবনেষু রসাধিকেষু পূর্বং**
> **ক্ষিতিরক্ষার্থমুশন্তি যে নিবাসম্।**

নিয়তৈকযতিব্রতানি পশ্চাৎ
তরুমূলানি গৃহীভবন্তি তেষাম্ ॥ ২০ ॥

(প্রকাশম্) ন পুনরাত্মগত্যা মানুষাণামেষ বিষয়ঃ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—কিম্ + ইব, বালকম্ + উপলালয়ন্, চেৎ + মুনিকুমারঃ + অয়ম্, কঃ + অস্য, মদনুকারিণম্ + এনম্ + অত্রভবতী, পুনঃ + আত্মগত্যা।

অন্বয়—যে (পৌরবাঃ) পূর্বং ক্ষিতিরক্ষার্থং রসাধিকেষু ভবনেষু নিবাসম্ উশন্তি, পশ্চাৎ নিয়তৈকযতিব্রতানি তরুমূলানি তেষাং গৃহীভবন্তি।

বাঙলা শব্দার্থ—তাপসী—[উভৌ নির্বর্ণ্য—দুজনকে দেখে] আশ্চর্যম্, আশ্চর্যম্ (আশ্চর্য, আশ্চর্য)। রাজা—আর্যে কিমিব (আর্যে, কি ব্যাপার)? তাপসী—অস্য বালস্য (এ বালকের) তে অপি (এবং আপনার) সংবাদিনী আকৃতিঃ ইতি (আকৃতির সাদৃশ্য দেখে) বিস্মাপিতা অস্মি (বিস্মিত হয়েছি)। অপরিচিতস্য অপি তে (আপনি অপরিচিত হলেও) অপ্রতিলোমঃ সংবৃত্তঃ ইতি (এ আপনার অনুকূল হল)। রাজা—[বালকম্ উপলালয়ন্—বালককে আদরের সঙ্গে স্পর্শ করে] ন চেৎ মুনিকুমারঃ অয়ম্ (এ যদি ঋষির সন্তান না হয়) অথ (তাহলে) কঃ অস্য ব্যপদেশঃ (এ কোন বংশের সন্তান)? তাপসী—পুরুবংশঃ (পুরুবংশের)। রাজা—[আত্মগতম্—মনে মনে] কথম্ একান্বয়ঃ মম (তাহলে, এ বালক এবং আমার একই বংশ)। অতঃ খলু (এ কারণেই) অত্রভবতী (এ তাপসী) এনম্ (এ বালককে) মদনুকারিণম মন্যতে (আমার মত দেখতে—এ রকম মনে করেছিলেন)। পৌরবাণাম্ অস্তি এতৎ অন্ত্যং কুলব্রতম্ (এইটি পুরুবংশীয়দের অন্তিম বয়সে পালনীয় কুলধর্ম)। যে পূর্বং (যে পুরুবংশীয়েরা পূর্বে অর্থাৎ যৌবনে) ক্ষিতিরক্ষার্থম্ (পৃথিবী রক্ষার জন্য) রসাধিকেষু ভবনেষু (নানারসপূর্ণে গৃহে) নিবাসম্ উশন্তি (বাস কামনা করেন), পশ্চাৎ (পরে অর্থাৎ বার্ধক্যে) নিয়তৈকযতিব্রতানি (তাঁরাই বাণপ্রস্থধর্ম অবলম্বনপূর্বক) তরুমূলানি তেষাং গৃহীভবন্তি (তরুতলকে গৃহরূপে আশ্রয় করেন)। [প্রকাশম্—প্রকাশ্যে] পুনঃ (কিন্তু) আত্মগত্যা (নিজের ইচ্ছায়) মানুষাণাম্ এষ ন বিষয়ঃ (মানুষেরা এস্থানে আসতে পারেন না)।

বঙ্গানুবাদ—তাপসী—(দুজনকে দেখে) আশ্চর্য, আশ্চর্য।

রাজা—আর্যে, কি ব্যাপার?

তাপসী—এ বালকের এবং আপনার আকৃতির সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়েছি। আপনি অপরিচিত হলেও এ আপনার অনুকূল হল।

রাজা—(বালককে আদরের সঙ্গে স্পর্শ করে) এ যদি ঋষির সন্তান না হয়, তাহলে এ কোন বংশের সন্তান?

তাপসী—পুরুবংশের।

রাজা—(মনে মনে) তাহলে এ বালক এবং আমার একই বংশ। একারণেই এ তাপসী এ বালককে আমার মত দেখতে—এরকম মনে করেছিলেন। এইটি পুরু-বংশীয়দের অন্তিম বয়সে পালনীয় কুলধর্ম। যে পুরুবংশীয়েরা পূর্বে অর্থাৎ যৌবনে পৃথিবী রক্ষার জন্য নানারসপূর্ণ গৃহে বাস কামনা করেন, পরে অর্থাৎ বার্ধক্যে তাঁরাই বাণপ্রস্থধর্ম অবলম্বনপূর্বক তরুতলকে গৃহরূপে আশ্রয় করেন। (প্রকাশ্যে) কিন্তু নিজের ইচ্ছায় মানুষেরা এ স্থানে আসতে পারেন না।

মনোরমা—রসাধিকেষু—রসাঃ অধিকাঃ প্রধানাঃ যেষাং, বহুব্রীহিঃ, তেষু। ক্ষিতিরক্ষার্থম্—ক্ষিতেঃ রক্ষা, ষষ্ঠীতৎ, ক্ষিতিরক্ষায়ৈ ইদম, ক্ষিতিরক্ষার্থম্, চতুর্থীতৎ, "অর্থেন নিত্যসমাসঃ বিশেষ্যলিঙ্গতা চেতি বক্তব্যম্"। নিযতৈক-যতিব্রতানি—নিয়তম্ একং যতিব্রতম্ যেষু, বহুব্রীহিঃ, তানি। এ স্থলে কোন কোন সংস্করণে "নিয়তৈকপতিব্রতানি" পাঠান্তর দেখা যায়। তবে বাণপ্রস্থ-আশ্রমে "যতিব্রতানি" পাঠই সঙ্গত ও সমীচীন বলে বিবেচ্য ॥

আশা—ভবনেষু ইতি। যে পৌরবাঃ ক্ষিতেঃ পৃথিব্যাঃ রক্ষার্থং পরিপালনার্থং ন তু ইন্দ্রিয়সুখভোগার্থং পূর্বং যৌবনে বয়সি রসৈঃ মধুরাস্বাদৈঃ শৃঙ্গারাদিভিশ্চ অধিকানি আঢ্যানি তথাবিধেষু ভবনেষু অট্টালিকাসু নিবাসম্ অবস্থানম্ উশন্তি কাময়ন্তে। পশ্চাৎ বার্ধক্যে নিয়তং ব্যবস্থিতম্ একং যতিব্রতং যেষু তানি তরুমূলানি বৃক্ষতলানি তেষাং রাজ্ঞাম্ অগৃহানি-গৃহাণি ভবন্তি ইতি গৃহীভবন্তি। তরুমূলানি তৈরাশ্রীয়ন্তে ইত্যর্থঃ। অত্র পরিণামালংকারঃ। মালভারিণী চ বৃত্তম্। বিষমে সসজা যদা গুরু চেৎ সভরা যেন তু মালভারিণীয়ম্ ইতি লক্ষণাৎ।

তাপসী—জহ ভদ্দমুহো ভণাদি। অচ্ছরাসংবন্ধেণ ইমস্স জননী এত্থ দেবগুরুণো তবোবণে প্পসূদা। (যথা ভদ্রমুখো ভণতি। অপ্সরঃ সংবন্ধেন অস্য জননী অত্র দেবগুরোঃ তপোবনে প্রসূতা।)

রাজা—(অপবার্য) হন্ত, দ্বিতীয়মিদমাশাজননম্। (প্রকাশম্) অথ সা তত্রভবতী কিমাখ্যস্য রাজর্ষেঃ পত্নী।

তাপসী—কো তস্স ধম্মদারপরিচ্চাইণো ণাম সংকীতিদুং চিন্তিস্সদি। (কঃ তস্য ধর্মদারপরিত্যাগিনঃ নাম সংকীর্তয়িতুং চিন্তয়িষ্যতি।)

রাজা—(স্বগতম্) ইয়ং খলু কথা মামেব লক্ষ্যীকরোতি। যদি তাবদস্য শিশো র্মাতরং নামতঃ পৃচ্ছামি। অথবাऽনার্যঃ পরদারব্যবহারঃ।

সন্ধিবিচ্ছেদ—দ্বিতীয়ম্ + ইদম্ + আশাজননম্, কিম্ + আখ্যস্য, মাম্ + এব, শিশোঃ + মাতরম্। অথবা + অনার্যঃ, তাবৎ + অস্য।

বাঙ্লা শব্দার্থ—তাপসী—যথা ভদ্রমুখঃ ভণতি (মশায়, আপনি যথার্থই বলেছেন)। অপ্সরঃ সংবন্ধেন (অপ্সরার সঙ্গে সম্বন্ধবশতঃ) অস্য জননী (এর মাতা) অত্র দেবগুরোঃ তপোবনে (দেবগুরু মারীচের এ আশ্রমে) প্রসূতা (প্রসব করেছিলেন)। রাজা—[অপবার্য—যাতে অন্য কোন চরিত্র শুনতে না পায় - এভাবে] হন্ত (আহা) দ্বিতীয়ম্ ইদম্ আশাজননম্ (আমার আশায় দ্বিতীয় অর্থাৎ আরও একটি আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত পেলাম)। (প্রকাশম্—প্রকাশ্যে) অথ সা তত্রভবতী (আচ্ছা, তবে তিনি) কিম্ আখ্যস্য রাজর্ষেঃ পত্নী (কোন্ রাজর্ষির পত্নী)? তাপসী—তস্য ধর্মদারপরিত্যাগিনঃ নাম (সেই ধর্মপত্নী পরিত্যাগীর নাম) কঃ সংকীর্তয়িতুং চিন্তয়িষ্যতি (কে উচ্চারণ করবে?) রাজা—(স্বগতম্—মনে মনে) ইয়ং কথা মামেব খলু লক্ষ্যীকরোতি (এ সব কথা নিশ্চয় আমাকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে)। যদি তাবৎ (আচ্ছা যদি) অস্য শিশোঃ (এই শিশুর) মাতরং নামতঃ পৃচ্ছামি (জননীর নামটি জানতে চাই)। অথবা অনার্যঃ পরদারব্যবহারঃ (কিন্তু অপরের স্ত্রী সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া অশালীন ব্যাপার।)

বঙ্গানুবাদ—তাপসী—মশায়, আপনি যথার্থই বলেছেন। অপ্সরার সঙ্গে সম্বন্ধবশতঃ এর মাতা দেবগুরু মারীচের আশ্রমে একে প্রসব করেছিলেন।

রাজা—(যাতে মঞ্চে উপস্থিত অন্য কোন চরিত্র শুনতে না পায়—এভাবে) আহা, আমার আশার দ্বিতীয় অর্থাৎ আর একটি আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত পেলাম। (প্রকাশ্যে)—আচ্ছা, তবে তিনি কোন রাজর্ষির পত্নী?

তাপসী—সে ধর্মপত্নীপরিত্যাগীব নাম কে উচ্চারণ করবে?

রাজা—(মনে মনে) এ সব কথা নিশ্চয়ই আমাকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে। আচ্ছা, যদি এ শিশুব মাতার নাম জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু অপরের স্ত্রী সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া নিতান্তই অশালীন ব্যাপার ॥

(প্রবিশ্য মৃন্ময়ময়ূরহস্তা)

তাপসী—সব্বদমণ, সউন্দলাবণ্ণং পেক্‌খ। (সর্বদমন, শকুন্তলাবণ্যং প্রেক্ষস্ব)।

বালঃ—(সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহিং বা মে অজ্জু। (কুত্র বা মম মাতা)।

উভে—ণামসারিস্সেণ বঞ্চিদো মাউবচ্ছলো। (নামসাদৃশ্যেন বঞ্চিতঃ মাতৃবৎসলঃ)।

দ্বিতীয়া—বচ্ছ, ইমস্স মিত্তিআমোরঅস্স রম্মওণং দেক্‌খন্তি ভনিদোসি। (বৎস, অস্য মৃত্তিকাময়ূরস্য রম্যত্বং পশ্য ইতি ভণিতঃ অসি)।

রাজা—(আত্মগতম্) কিংবা শকুন্তলেত্যস্য মাতুরাখ্যা। সন্তি পুনর্নামধেয়-সাদৃশ্যানি। অপি নাম মৃগতৃষ্ণিকেব নামমাত্রপ্রস্তাবো মে বিষাদায় কল্পতে।

সন্ধিবিচ্ছেদ—শকুন্তলা + ইতি + অস্য, মাতুঃ + আখ্যা, পুনঃ + নামধেয়সাদৃশ্যানি, মৃগতৃষ্ণিকা + ইব।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—তাপসী—সর্বদমন (সর্বদমন), শকুন্তলাবণ্যং প্রেক্ষস্ব (শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষিটির সৌন্দর্য দেখ)। বালঃ (বালক)—[সদৃষ্টিক্ষেপম্—দৃষ্টি নিক্ষেপ করে] কুত্র বা মম মাতা (কোথায় আমার মাতা?) উভে—(উভয় তাপসী) নামসাদৃশ্যেন (নামের সাদৃশ্যবশতঃ) মাতৃবৎসলঃ (মাতৃবৎসল বালকটি) বঞ্চিতঃ (বঞ্চিত হয়েছে)। দ্বিতীয়া (দ্বিতীয় তাপসী)—বৎস (বৎস) অস্য মৃত্তিকাময়ূরস্য (এ মাটির ময়ূরের) রম্যত্বং পশ্য (সৌন্দর্য দেখ) ইতি ভণিতঃ অসি (তোমাকে এ কথা বলা হয়েছে)। রাজা—[আত্মগতম্—মনে মনে] কিংবা শকুন্তলা ইতি অস্য মাতুঃ আখ্যা (তবে কি এর মায়ের নাম শকুন্তলা)? সন্তি পুনঃ নামধেয়-সাদৃশ্যানি (কিন্তু নামের সাদৃশ্য তো অনেক দেখা যায়)। অপি নাম (নাকি) নামমাত্রপ্রস্তাবঃ (কেবল এ নামোল্লেখ) মৃগতৃষ্ণিকা ইব (মরীচিকাব মত) মে বিষাদায় কল্পতে (আমাব দুঃখেব কাবণ হবে।)

বঙ্গানুবাদ—(মাটির ময়ূর হাতে নিয়ে প্রবেশ করে)

তাপসী—সর্বদমন, শকুন্তলাবণ্য দেখ।

বালক—(দৃষ্টিপাত করে) কোথায় আমার মা?

তাপসী দ্বয়—নামসাদৃশ্যে এ শিশু বঞ্চিত হয়েছে।

দ্বিতীয় তাপসী—শোন বৎস, মৃত্তিকাময়ূরটি কী মনোরম দেখ—একথা তোমাকে বলা হয়েছে।

রাজা—(মনে মনে) তবে কি এর মায়ের নাম শকুন্তলা? অবশ্য নামসাদৃশ্য অনেক সময় দৃষ্ট হয়। নাকি কেবল এই নামোল্লেখ মরীচিকার মত আমার দুঃখেরই কারণ হবে?

বালঃ—অজ্জুএ, রোঅদি মে এসো ভদ্দমোরও। (ক্রীড়ণকমাদত্তে) (মাতঃ, রোচতে মে এষঃ ভদ্রময়ূরঃ।)

প্রথমা—(বিলোক্য সোদ্বেগম্) অম্হহে রক্খাকরণ্ডঅং সে মণিবন্ধে ন দীসদি। (অহো, রক্ষাকরণ্ডকম্ অস্য মণিবন্ধে ন দৃশ্যতে)।

রাজা—অলমলমাবেগেন। নন্বিদমস্য সিংহশাববিমর্দাৎ পরিভ্রষ্টম্। (আদাতুমিচ্ছতি)।

উভে—মা ক্খু এদং অবলম্বঅ। কহং গহীদং ণেণ। (বিস্ময়াদুরো-নিহিতহস্তে পরস্পরমবলোকয়তঃ) (মা খলু ইদম্ অবলম্ব্য। কথং গৃহীতম অনেন।)

রাজা—কিমর্থং প্রতিষিদ্ধাঃ স্মঃ।

প্রথমা—সুণাদু মহাবাও। এসা অবরাজিদা ণাম ওসহী ইমস্স জাতকম্মসমএ ভঅবদা মারীএণ দিণ্ণা। এদং কিল মাদাপিদরোঅপ্পাণং চ বজ্জিঅ অবরো ভূমিপড়িদং ণ গেণ্হাদি। (শৃণোতু, মহারাজঃ। এষা অপরাজিতা নাম ঔষধিঃ অস্য জাতকর্মসময়ে ভগবতা মারীচেন দত্তা। এতাং কিল মাতাপিতরৌ আত্মানং চ বর্জয়িত্বা অপরঃ ভূমিপতিতাং ন গৃহ্লাতি।)

রাজা—অথ গৃহ্লাতি?

প্রথমা—তদো তং সপ্পো ভবিঅ দংসই। (ততঃ তং সর্পঃ ভূত্বা দশতি)।

রাজা—ভবতীভ্যাং কদাচিদস্যাঃ প্রত্যক্ষীকৃতা বিক্রিয়া?

উভে—অণেঅসো। (অনেকশঃ)।

রাজা—(সহর্ষম্, আত্মগতম্) কথমিব সম্পূর্ণমপি মে মনোরথং নাভিনন্দামি। (বালং পরিষ্বজতে)।

দ্বিতীয়া—সুব্বদে, এহি। ইমং বুত্তন্তং ণিঅমব্বাবুজাএ সউন্দলাএ ণিবেদেম্হ। (সুব্রতে, এহি। ইমংবৃত্তান্তং নিয়মব্যাপৃতায়ৈ শকুন্তলায়ৈ নিবেদয়াবঃ।) (নিষ্ক্রান্তে)।

সন্ধিবিচ্ছেদ—ক্রীড়নকম্ + আদত্তে। অলম্ + অলম্ + আবেগেন। ননু + ইদম্ + অস্য। আদাতুম্ + ইচ্ছতি। বিস্ময়াৎ + উরোনিহিতহস্তে। কদাচিৎ + অস্যাঃ। কথম্ + ইব, সম্পূর্ণম্ + অপি, ন + অভিনন্দামি। পরস্পরম্ + অবলোকয়তঃ।

বাঙলা শব্দার্থ—বালঃ—মাতঃ (মা) এষঃ ভদ্রময়ূরঃ (এ সুন্দর ময়ূরটি) মে রোচতে (আমার খুব পছন্দ)। [ক্রীড়ণকম্ আদত্তে—খেলনাটি গ্রহণ করল]।

প্রথমা (প্রথম তাপসী)—[বিলোক্য, সোদ্বেগম্—দেখে উদ্বেগের সঙ্গে] অহো, (হায়, সর্বনাশ)। রক্ষাকরণ্ডকম্ (রক্ষাকবচটি) অস্য মণিবন্ধে ন দৃশ্যাতে (এর মণিবন্ধে দেখতে পাচ্ছি না তো)।

রাজা—অলম্ অলম্ আবেগেন (উদ্বিগ্ন হবেন না)। সিংহশাববিমর্দাৎ (সিংহের শাবকের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে গিয়ে) অস্য ইদম্ (ওর এই কবচ) পরিভ্রষ্টং ননু (এইতো খসে পড়েছে)। [আদাতুম্ ইচ্ছতি—তুলতে ইচ্ছা করেন]

উভে (দুই তাপসী)—মা খলু ইদম্ অবলম্ব্য (এইটি তুলবেন না)। কথং গৃহীতম্ অনেন (সেকি, ইনি যে তুলে ফেললেন)। [বিস্ময়াৎ—বিস্ময়ে, উরোনিহিতহস্তে পরস্পরম্ অবলোকয়তঃ—বুকে হাত রেখে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।]

রাজা—কিমর্থং প্রতিষিদ্ধাঃ (আমাকে নিষেধ করছিলেন কেন?)

প্রথমা (প্রথম তাপসী)—শৃণোতু মহারাজঃ (মহারাজ শুনুন). এষা অপরাজিতা নাম ওষধিঃ (অপরাজিতা নামে এই ঔষধি) অস্য জাতকর্মসময়ে (এ বালকের জাতকর্মের সময়) ভগবতা মারীচেন দত্তা (ভগবান মারীচ দিয়েছেন)। এতাং কিল ভূমিপতিতাং (এ ওষধি ভূমিতে পড়ে গেলে) মাতাপিতরৌ আত্মানং চ বর্জয়িত্বা (পিতামাতা এবং নিজে ভিন্ন) অপরঃ (অন্য কেউ) ন গৃহ্নাতি (তুলতে পারে না)।

রাজা—অথ গৃহ্নাতি (যদি তোলে)?

প্রথমা—(প্রথম তাপসী) ততঃ (তখন) তং সর্পো ভূত্বা দশতি (এ কবচ সর্প হয়ে তাকে দংশন করে)

রাজা—ভবতীভ্যাং (আপনারা) কদাচিৎ (কখনো) অস্যাঃ বিক্রিয়া প্রত্যক্ষীকৃতা (এর এরূপ প্রতিক্রিয়া দেখেছেন?)

উভে—(দুজনে)—অনেকশঃ (অনেকবার)।

রাজা—[সহর্ষম্ আত্মগতম্—সানন্দে, মনে মনে] সম্পূর্ণম্ অপি মে মনোরথম্ (আমার মনোরথ যখন পূর্ণ হয়েছে তখন) কথমিব ন অভিনন্দামি (এক আদর করব না কেন?) [বালং পরিষ্বজতে—বলককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন]

দ্বিতীয়া (দ্বিতীয় তাপসী)—সুব্রতে, এহি (সুব্রতা চল)। ইমং বৃত্তান্তং (এ ঘটনা) নিয়মব্যাপৃতায়ৈ শকুন্তলায়ৈ (ব্রতাদি নিয়মপালনে রত শকুন্তলাকে) নিবেদয়াবঃ (নিবেদন করি) [নিষ্ক্রান্তে—দুজনেই নিষ্ক্রান্ত হলেন।]

বঙ্গানুবাদ—বালক—এ সুন্দর ময়ূরটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। (খেলনা ময়ূরটা নিল)।

প্রথম তাপসী—(দেখে উদ্বেগের সঙ্গে) হায়, সর্বনাশ। রক্ষাকবচটা এর মণিবন্ধে দেখ্‌ছি না ত?

রাজা—উদ্বিগ্ন হবেন না, সিংহশাবকের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় ওর কবচটি এইতো খসে পড়ে গেছে। (তুলতে ইচ্ছা করলেন)।

তাপসী দ্বয়—এটা তুলবেন না। সেকি! ইনি যে তুলে ফেললেন। (বিস্ময়ে বুকে হাত রেখে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।)

রাজা—আমাকে নিষেধ করছিলেন কেন?

প্রথম তাপসী—মহারাজ শুনুন, ভগবান্ মারীচ অপরাজিতা নামে এই ওষধি বালকের জাতকর্মের সময় একে দিয়েছিলেন। এইটি ভূমিতে পতিত হলে পিতামাতা এবং নিজে ভিন্ন অন্য কেউ তা' তুলতে পারে না।

রাজা—যদি তোলে?

প্রথম তাপসী—তখন এ কবচ সর্প হয়ে তাকে দংশন করে।

রাজা—আপনারা কখনো এর প্রতিক্রিয়া দেখেছেন?

তাপসী দ্বয়—অনেকবার।

রাজা—(সানন্দে, মনে মনে) আমার মনোবাসনা যখন পূর্ণ হয়েছে তখন আর একে আদর না করি কেন? (বালককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন)।

দ্বিতীয় তাপসী—সুব্রতা চল। এ ঘটনা ব্রতাদিনিয়ম পালনে রত শকুন্তলাকে নিবেদন করি। (উভয়ে নির্গত হলেন)।

বালঃ—মুঞ্চ মং। জাব অজ্জুএ সআসং গমিস্সং। (মুঞ্চ মাম্, যাবৎ মাতুঃ সকাশং গমিষ্যামি।)

রাজা—পুত্রক, ময়া সহৈব মাতরমভিনন্দিষ্যসি।

বালঃ—মম ক্খু তাদো দুস্সন্দো। ণ তুমং। (মম খলু তাতঃ দুষ্যন্তঃ। ন ত্বম্।)

রাজা—(সস্মিতম্) এবং বিবাদ এব প্রত্যায়য়তি।

(ততঃ প্রবিশত্যেকবেনীধরা শকুন্তলা)

শকুন্তলা—বিআরকালে বি পকিদিত্থং সর্ব্বদমণস্স ওসহিং সুনিঅ ণ মে আসা আসি অত্তণো ভাঅহেএসু। অহবা, জহ সাণুমদীএ আচক্খিদং তহ সংভাবীঅদি এদং। (বিকারকালে অপি প্রকৃতিস্থাং সর্বদমনস্যৌষধিং শ্রুত্বা ন মে আশা আসীৎ আত্মনঃ ভাগধেয়েষু। অথবা যথা সানুমত্যা আখ্যাতং তথা সম্ভাব্যতে এতৎ।)

রাজা—(শকুন্তলাং বিলোক্য) অয়ে, সেয়মত্রভবতী শকুন্তলা। যৈষা—

বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি ॥ ২১ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—সহ + এব, মাতরম্ + অভিনন্দিষ্যসি, সা + ইয়ম্ + অত্র- ভবতী। যা + এষা।

অন্বয়— পরিধূসবে বসনে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ শুদ্ধশীলা যা এষা অতিনিষ্করুণস্য মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি ॥ ২১ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—বালঃ (বালক)—মুঞ্চ মাম্ (আমাকে ছেড়ে দাও)। যাবৎ মাতুঃ সকাশং গমিয্যামি (আমি ততক্ষণ মায়ের কাছে যাব)।

রাজা—পুত্রক (বৎস) ময়া সহ এব (আমার সঙ্গেই) মাতরম্ অভিনন্দিষ্যসি (তুমি তোমার মায়ের কাছে যাবে)।

বালঃ—মম খলু তাতঃ দুষ্যন্তঃ (আমার পিতা দুষ্যন্ত), ন ত্বম্ (তুমি নও)।

রাজা—(সস্মিতম্—ঈষৎ হাস্য করে) এবং বিবাদ এব প্রত্যায়য়তি (তোমার এ অবিশ্বাস আমার মধ্যে প্রত্যয়ের জন্ম দিচ্ছে।)

(ততঃ প্রবিশতি একবেণীধরা শকুন্তলা—তারপর মাথায় একটি মাত্র বেণী ধারণ করে শকুন্তলা প্রবেশ করলেন)

শকুন্তলা—বিকারকালে (কবচটার যখন বিকার লাভ করার কথা তখন ও) সর্বদমনস্য ওষধিং (সর্বদমনের ওষধি) প্রকৃতিস্থাং শ্রুত্বা অপি (পূর্বের মতই ছিল—তা্ শুনে), ন মে আশা আসীৎ আত্মনঃ ভাগধেয়েষু (আমার নিজের ভাগ্যের সম্বন্ধে কোন আশা পোষণ করিনি) অথবা যথা সানুমত্যা আখ্যাতম্ (অথবা সানুমতী যা বলেছিল) তথা সম্ভাব্যতে এতৎ (তাই হয়তো ঘটতে চলেছে)।

রাজা—[শকুন্তলাং বিলোক্য—শকুন্তলাকে দেখে] অয়ে (আরে) সেয়মত্র-ভবতী শকুন্তলা (এইতো সেই শকুন্তলা)। যা এষা (যে শকুন্তলা) পরিধূসবে বসনে বসানা (দু্খানা মলিনবসন পরিহিতা) নিয়মক্ষামমুখী (নিয়ত ব্রতপালনে বিশুষ্কবদনা) ধৃতৈকবেণিঃ (একটিমাত্র বেণীধারণকারিণী) শুদ্ধশীলা (পূতচরিত্রা) অতিনিষ্করুণস্য মম (অতি নৃশংস আমার জন্য) দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি (দীর্ঘকাল ধরে বিরহব্রত পালন করে চলেছে)।

বঙ্গানুবাদ—বালক—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ততক্ষণ মায়েব কাছে যাব।

রাজা—বৎস, আমার সঙ্গেই তুমি তোমার মায়েব কাছে যাবে।

বালক—আমার পিতা দুষ্যন্ত, তুমি নও।

রাজা—(ঈষৎ হাস্য করে) তোমার এ অবিশ্বাস আমার মধ্যে প্রত্যযেব জন্ম দিচ্ছে।

(তারপর মাথায় একটি মাত্র বেণী ধারণ করে শকুন্তলা প্রবেশ করলেন)

শকুন্তলা—কবচটার যখন বিকার লাভ করার কথা, তখন ও সর্বদমনেব ওষধি পূর্বের মতই ছিল তা' শুনে, আমার ভাগ্যের সম্বন্ধে কোন আশা পোষণ করিনি, অথবা সানুমতী যা বলেছিল তাই হয়তো ঘটতে চলেছে।

রাজা—(শকুন্তলাকে দেখে) আরে, এইতো সে শকুন্তলা। পূতচরিত্রা, নিযমহেতু কৃশাননা, যিনি ধূসরবস্ত্র পরিধান করে, একবেণী ধারণ পূর্বক এই অতি নৃশংসের জন্য দীর্ঘবিরহব্রত ধারণ করছেন।

মনোরমা—বাসনা—বস্ + শানচ্ কর্তরি স্ত্রিয়াম্। নিয়মক্ষামমুখী—নিয়মেন ক্ষামম্, তৃতীয়াতৎ, তাদৃশং মুখং যস্যাঃ, বহুব্রীহিঃ, সা, ক্ষৈ + ক্তঃ = ক্ষামঃ। ধৃতৈকবেণিঃ = একা বেণী, একবেণিঃ, কর্মধা, ধৃতা একবেণিঃ যয়া সা, বহুব্রীহিঃ। শুদ্ধশীলা—শুদ্ধং শীলং যস্যাঃ সা, বহুব্রীহিঃ ॥

আশা—বসনে ইতি। পবিতঃ সর্বতঃ ধূসরে ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণে মলিনে ইতি ভাবঃ, বসনে উত্তরীযম্ অন্তরীয়কম্ ইতি বস্ত্রযুগলম্ বসানা ধারয়ন্তী, নিয়মেন উপবাসাদিব্রতেন ক্ষামং কৃশং মুখং যস্যাঃ তাদৃশী। একা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানদিনকৃতৈকসংস্কারবতী বেণিঃ যথা সা তথা শুদ্ধশীলা পূতস্বভাবা পতিব্রতা ইত্যাশয়ঃ। যা এষা পুরো দৃশ্যমানা শকুন্তলা অতিনিষ্করুণস্য মম মৎসম্বন্ধিং দীর্ঘং বহুকালীনং বিরহোচিতং ব্রতম্ নিয়মং বিভর্তি আচরতি। অত্র কাব্য-লিঙ্গস্বভাবোক্তি। কালভারিণী বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

পঞ্চম অংকে শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্ত কর্তৃক অত্যন্ত রূঢ় এবং নিষ্করুণ ভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেও, জননী অপ্সরা মেনকা কর্তৃক মহর্ষি মারীচের আশ্রমে নীত হয়ে সেখানে ভারতীয় হিন্দু নারীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে, প্রোষিতভর্তৃকার রূপ পরিগ্রহ করে বিরহব্রত পালন করতে থাকেন। এই বিরহব্রত সম্পর্কে সংহিতাপুরাণাদিতে বলা হয়েছে,—"আর্তার্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা-কৃশা। মণ্ডনং বর্জয়েৎ নারী তথা প্রোষিতভর্তৃকা ॥ দেবতারাধনপরা তিষ্ঠেদ্ ভর্তৃহিতে রতা।" "ক্রীড়া শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্। হাস্যং পরগৃহে বাসং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা ॥" অর্থাৎ প্রোষিতভর্তৃকা নারী শরীরসংস্কার, অলংকারপরিধান, সামাজিক উৎসব দর্শন, পরগৃহে বাস, হাস্যক্রীড়া ইত্যাদি সর্বতোভাবে বর্জন করবেন, কিন্তু সদা দেবতার আরাধনায় এবং পতির হিতসাধনে নিরত থাকবেন।

সংস্কৃতসাহিত্য সমীক্ষকদের মতে মহাকবি ভবভূতি তাঁর "উত্তররামচরিতম্" নাটকে

"পরিপাণ্ডুদুর্বলকপোলসুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্তিরিব বা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী ॥"

—এ শ্লোকটি রচনায় মহাকবি কালিদাস রচিত উক্তশ্লোকের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভবভূতির শ্লোকের পদ্যানুবাদ,—

"পাণ্ডুবর্ণ মুখকান্তি বিশীর্ণ কপোল,
মুখটি সুন্দর তবু, কবরী বিলোল,
করুণার মূর্তিখানি শোকম্লান অতি,
সাক্ষাৎ বিরহব্যথা যেন মূর্তিমতী ॥" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) ॥

শকুন্তলা—(পশ্চাত্তাপবিবর্ণং রাজানং দৃষ্ট্বা) ণ ক্খু অজ্জউত্তো বিঅ। তদো কো এসো দাণিং কিদরক্খামঙ্গলং দারঅং মে গত্তসংসগ্গেণ দূসেদি। (ন খলু আর্যপুত্র ইব। ততঃ কঃ এষঃ ইদানীং কৃতরক্ষামঙ্গলং দারকং মে গাত্রসংসর্গেণ দূষয়তি।)

বালঃ—(মাতরম্ উপেত্য) অজ্জুএ, এসো কোবি পুরিসো মং পুত্ত ত্তি আলিঙ্গদি। (মাতঃ, এষ কঃ অপি পুরুষঃ মাং পুত্র ইতি আলিঙ্গতি।)

রাজা—প্রিয়ে, ক্রৌর্যমপি মে ত্বয়ি প্রযুক্তমনুকূলপরিণামং সংবৃত্তম্, যদহমিদানীং ত্বয়া প্রত্যভিজ্ঞাতমাত্মানং পশ্যামি।

শকুন্তলা—(আত্মগতম্) হিঅঅ, অস্সস, অস্সস। পরিচ্চত্তমচ্ছরেণ অণুঅপ্পিঅ ম্হি দেব্বেণ। অজ্জউত্তো ক্খু এসো। (হৃদয়, আশ্বসিহি, আশ্বসিহি। পরিত্যক্তমৎসরেণ অনুকম্পিতা অস্মি দৈবেন। আর্যপুত্রঃ খলু এষঃ।)

রাজা—প্রিয়ে,

> **স্মৃতিভিন্নমোহতমসো দিষ্ট্যা প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি।**
> **উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্ ॥ ২২ ॥**

সন্ধিবিচ্ছেদ—মাতরম্ + উপেত্য, ক্রৌর্যম্ + অপি, যৎ + অহম্ + ইদানীম্, প্রত্যভিজ্ঞাতম্ + আত্মানম্, প্রযুক্তম্ + অনুকূলপরিণামম্, স্থিতা + অসি।

অন্বয়—সুমুখি, দিষ্ট্যা স্মৃতিভিন্নমোহতমসো মে প্রমুখে স্থিতা অসি। উপরাগান্তে রোহিণী শশিনা যোগং সমুপগতা ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—[পশ্চাত্তাপবিবর্ণম্—অনুতাপে মলিন, রাজানম্ বিলোক্য—রাজাকে দেখে] ন খলু আর্যপুত্র ইব (এঁকে তো আর্যপুত্রের মত মনে হচ্ছে না)। ততঃ (তাহলে) কঃ এষ ইদানীং (ইনি কোন্ ব্যক্তি) কৃতরক্ষামঙ্গলং মে দারকং (কবচে সুরক্ষিত আমার পুত্রকে) গাত্রসংসর্গেণ দূষয়তি (নিজের গাত্রস্পর্শে দূষিত করছেন)। বালঃ—[মাতরম্ উপেত্য—মায়ের কাছে গিয়ে] মাতঃ (মা) এষঃ কোঽপি পুরুষঃ (এই দেখ কোন একটা লোক) মাং (আমাকে) পুত্র ইতি আলিঙ্গতি (তার পুত্র বলে আলিঙ্গন করছে)।

রাজা—প্রিয়ে (প্রিয়া) ত্বয়ি প্রযুক্তং মে ক্রৌর্যং অপি (তোমার প্রতি আমি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি তাও) অনুকূলপরিণামং সংবৃত্তম্ (পরিণামে আমার পক্ষে সুখেরই হল),

যৎ অহম্ ইদানীং (কেননা এখন) ত্বয়া প্রত্যভিজ্ঞাতম্ আত্মানং পশ্যামি (তুমি আমায় চিনতে পারলে দেখছি)।

শকুন্তলা—(আত্মগতম্—মনেমনে), হৃদয়, আশ্বসিহি, আশ্বসিহি (হে হৃদয়, তুমি আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও)। পরিত্যক্তমৎসরেণ অনুকম্পিতা অস্মি দৈবেন (অদৃষ্টদেবতা তার নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন)। আর্যপুত্রঃ খলু এষঃ (ইনি আর্যপুত্রই বটে)। রাজা—প্রিয়ে, সুমুখি (শোন, সুমুখী প্রিয়া)। দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যবশতঃ) স্মৃতিভিন্নমোহতমসো (স্মৃতির আবির্ভাবে যখন আমাব মোহ দূর হয়েছে তখনই) মে প্রমুখে স্থিতা অসি (তুমি আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছ)। উপরাগান্তে (গ্রহণের অবসানে) রোহিণী শশিনা যোগং সমুপগতা (রোহিণী আবার চন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হল, এরূপ মনে হচ্ছে)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—(অনুতাপহেতু মলিন রাজাকে অবলোকন করে) ইনি তো আর্যপুত্রের ন্যায় নন। তবে কে এই রক্ষামঙ্গলাদিসহ আমার পুত্রকে নিজগাত্র সংসর্গে দূষিত করছে?

বালক—(জননীর নিকট গমন করে) মা, এ ব্যক্তি আমাকে পুত্র বলে আলিঙ্গন করছে।

রাজা—প্রিয়ে তোমার প্রতি যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছিলাম তার পরিণাম অনুকূল হয়েছে, যেহেতু তুমি আমায় চিনতে পেরেছ দেখ্‌ছি।

শকুন্তলা—(মনে মনে) হৃদয়, আশ্বস্ত হও। রোষ ও মৎসর পরিত্যাগ করে অদৃষ্ট আমার প্রতি অনুকম্পাপ্রবণ হয়েছে। ইনি আর্যপুত্রই ॥

রাজা—প্রিয়ে, স্মৃতির আবির্ভাবে যখন আমার মোহান্ধকার অপসৃত হয়েছে, সে সময়ে সৌভাগ্যক্রমে তুমি আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছ। গ্রহণের অবসানে রোহিণী শশীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ॥

আশা—স্মৃতীতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন স্মৃত্যা পূর্ববৃত্তান্তস্য স্মরণেন ভিন্নং দূরীকৃতং মোহরূপতমঃ অন্ধকারঃ ইতি মোহতমঃ যস্য তস্য মে দুষ্যন্তস্য প্রমুখে পুরতঃ হে সুমুখি, অসি ত্বং স্থিতা। সুমুখস্য এব সম্মুখে স্থাতুং যোগ্যত্বাৎ। উক্তোঽর্থঃ অত্র উদাহরণেন স্পষ্টীক্রিয়তে। উপরাগস্য গ্রহ-সংস্পর্শস্য অন্তে অবসানে রোহিণী দক্ষকন্যা চন্দ্রস্য নক্ষত্ররূপা শ্রেষ্ঠা ভার্যা শশিনঃ চন্দ্রস্য যোগং সম্মেলনং সমুপগতা প্রাপ্তা। অত্র নিদর্শনা-নাম অলংকারঃ ইতি যৎ রাঘবন্যায়পঞ্চাননপাদৈঃ উক্তং তৎ চিন্ত্যম্। যতঃ অত্র বাক্য-দ্বয়স্য ভিন্নত্বং তু সুস্পষ্টমেব। অতএবাত্র দৃষ্টান্তালংকারঃ, ন নিদর্শনম্ ॥ ইয়মার্যা ॥

শকুন্তলা—জেদু, জেদু অজ্জউত্তো (জয়তু জয়ত্বার্যপুত্রঃ)।
(ইত্যর্ধোক্তে বাষ্পকণ্ঠী বিরমতি)।

রাজা—সুন্দরি।

"বাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধেঽপি জয়শব্দে জিতং ময়া।
যত্তে দৃষ্টমসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং মুখম্" ॥ ২৩ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—ইতি + অর্ধোক্তে। প্রতিষিদ্ধে + অপি, যৎ + তে। দৃষ্টম্ + অসংস্কার..... ।

অন্বয়—সুন্দরি, জয়শব্দে বাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধে অপি ময়া জিতম্ (এব)। যৎ অসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং তে মুখং (ময়া) দৃষ্টম্ ॥ ২৩ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—জয়তু জয়তু আর্যপুত্রঃ (আর্যপুত্রের জয় হোক, জয় হোক্)। [ইতি অর্ধোক্তে বাষ্পকণ্ঠী বিরমতি—অর্ধেক উচ্চারণ করতে করতেই কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় নীরব থাকলেন)।

রাজা—সুন্দরি (শোন সুন্দরি)। জয়শব্দে বাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধে অপি (জয়শব্দ বাষ্পকর্তৃক নিরুদ্ধ হলেও) ময়া জিতম্ (আমার জয়)। যৎ (কেননা, অসংস্কার-পাটলোষ্ঠপুটং তে মুখং দৃষ্টম্ (কেননা, আমি সংস্কারাভাবেও পাটল (রক্তিম) ওষ্ঠপুটালংকৃত তোমার মুখদর্শন করেছি)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—আর্যপুত্রের জয় হোক। (অর্ধোচ্চারণ করে বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠে বিরত থাকলেন)।

রাজা—শোন সুন্দরি। জয়শব্দ বাষ্পকর্তৃক নিরুদ্ধ হলেও আমার জয় হয়েছে। কেননা, আমি সংস্কারাভাবেও পটল (রক্তিম) ওষ্ঠপুটালংকৃত তোমার মুখদর্শন করেছি।

আশা—বাষ্পেণেতি। বাষ্পেণ অশ্রুভারেণ জয়শব্দে জয়তু জয়তু ইত্যাদি শব্দে প্রতিষিদ্ধে কণ্ঠে এব বিলীনে সতি, অপি ময়া জিতম্ উৎকর্ষং প্রাপ্তঃ ইত্যর্থঃ। কথং তদাহ—যৎ যস্মাৎ অসংস্কারাৎ নিয়মপূর্বকম্ অলক্তপ্রদানাদিসংস্কারবর্জনেন অপি পাটলং গোলাপাখ্য-পুষ্পবৎ রক্তং, যদ্বা অসংস্কারেণ হেতুনা পাটলম্ শ্বেতরক্তম্ ওষ্ঠপুটং যস্য তাদৃশং তে মুখং দৃষ্টম্। পুনরপি ত্বন্মুখদর্শনাশারিক্তস্য মে যৎ তদ্দর্শনং জাতং, তদেব মে 'জয়' ইত্যবধেয়ম্। অত্র জয়শব্দে প্রতিষিদ্ধেঽপি জিতমিতি বিরোধাভাসঃ। পুনঃ জিতং প্রতি উত্তরবাক্যার্থস্য হেতুত্বেনোপন্যাসাৎ কাব্যলিঙ্গম্। শ্লোকঃ বৃত্তম্ ॥

বালঃ—অজ্জুএ, কো এসো? (মাতঃ, ক এষঃ?)

শকুন্তলা—বচ্ছ, দে ভাঅহে আইং পুচ্ছেহি (ইতি রোদিতি)। (বৎস, তে ভাগধেয়ানি পৃচ্ছ।)

রাজা—

সুতনু, হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে
কিমপি মনসঃ সম্মোহঃ মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু প্রবৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিবস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া ॥ ২৪ ॥

[ইতি পাদয়োঃ পততি]

শকুন্তলা—উট্‌ঠেদু অজ্জউত্তো। ণূণং মে সুঅরিঅপ্‌পড়িবদ্ধঅং পুরাবিদং তেসু দিঅহেসু পরিণামমুহং আসী জেণ সাণুক্কোসো বি অজ্জউত্তো মই বিরসো সংবুত্তো।

(রাজোত্তিষ্ঠতি)

অহ কহং অজ্জউত্তেণ সুমরিদো দুক্‌খভাঈ অঅং জণো? (উত্তিষ্ঠত্বার্য-পুত্রঃ। নূনং মে সুচরিতপ্রতিবন্ধকং পুরাকৃতং তেষু দিবসেষু, পরিণামমুখম্ আসীৎ যেন সানুক্রোশঃ অপি আর্যপুত্রঃ ময়ি বিরসঃ সংবৃত্তঃ। অথ কথম্ আর্যপুত্রেণ স্মৃতো দুঃখভাগী অয়ং জনঃ?)

সন্ধিবিচ্ছেদ—প্রত্যাদেশব্যলীকম্ + অপৈতু, কিম্ + অপি, বলবান্ + অভূৎ, প্রবলতমসাম্ + এবংপ্রায়াঃ, শিরসি + অন্ধঃ, ধুনোতি + অহিশঙ্কয়া, স্রজম্ + অপি, উত্তিষ্ঠতু + আর্যপুত্রঃ।

অন্বয়—সুতনুঙ্গ হৃদয়াৎ তে প্রত্যাদেশব্যলীকম্ অপৈতু। তদা মে মনসঃ সম্মোহঃ কিমপি বলবান্ অভূৎ। শুভেষু প্রবলতমসাং প্রবৃত্তয়ঃ এবংপ্রায়াঃ ভবন্তি। অন্ধঃ শিরসি ক্ষিপ্তাং স্রজমপি অহিশঙ্কয়া ধুনোতি ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—বালঃ—মাতঃ (মা) ক এষঃ (ইনি কে)? শকুন্তলা—বৎস (বৎস) তে ভাগধেয়ানি পৃচ্ছ (তোমার ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর)। [ইতি রোদিতি—এই বলে কাঁদতে লাগলেন] রাজা—সুতনু (হে সুন্দরি) হৃদয়াৎ তে (তোমার হৃদয় থেকে) প্রত্যাদেশব্যলীকম্ (প্রত্যাখ্যানের বেদনা) অপৈতু (অপসারণ কর)। তদা (সে সময়) মে

মনসঃ (আমার মনে) কিমপি বলবান্ সম্মোহঃ অভূৎ (কোন এক প্রবল মোহ উপস্থিত হয়েছিল)। শুভেষু (শুভবিষয়ে) প্রবলতমসাং (মোহাচ্ছন্নব্যক্তিগণের) এবং প্রায়াঃ প্রবৃত্তয়ঃ ভবন্তি (প্রায়ই এরূপ আচরণ হয়ে থাকে)। অন্ধঃ (অন্ধব্যক্তি) শিরসি ক্ষিপ্তাং স্রজমপি (মস্তকে পরিহিত মাল্যকেও) অহিশঙ্কয়া ধুনোতি (সর্প বলে আশঙ্কা করে দূরে নিক্ষেপ করে)। [এই বলে শকুন্তলার চরণে পতিত হলেন]

শকুন্তলা—উত্তিষ্ঠতু আর্যপুত্রঃ (আর্যপুত্র উঠুন)। নূনং মে সুচরিতপ্রতিবন্ধকং পুরাকৃতং (নিশ্চয়ই আমার পূর্বজন্মকৃত কোন শুভফলের বিরোধী কর্ম) তেষু দিবসেষু (সে সময়ে) পরিণামমুখম্ আসীৎ (পরিণতির অপেক্ষায় ছিল), যেন (সেজন্য) সানুক্রোশঃ অপি আর্যপুত্রঃ (আর্যপুত্রঃ অনুকম্পাপ্রবণ হয়েও) ময়ি বিরসঃ সংবৃত্তঃ (আমার প্রতি এমন বিরূপ হয়েছিলেন)। (রাজা উঠলেন)। অথ কথং (কি কারণে) দুঃখভাগী অয়ং জনঃ (এ হতভাগ্য ব্যক্তিকে) আর্যপুত্রেণ স্মৃতঃ (আর্যপুত্র স্মরণ করলেন)?

বঙ্গানুবাদ—বালক—মা, ইনি কে,

শকুন্তলা—বৎস, তোমার ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর। (এই বলে কাঁদতে লাগলেন)।

রাজা— হে সুন্দরিঙ্গ তোমার হৃদয় থেকে প্রত্যাখ্যানের বেদনা অপসারণ কর। সেসময় আমার মনে কোন এক প্রবল মোহ উপস্থিত হয়েছিল। শুভবিষয়ে মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের প্রায়ই এরূপ আচরণ হয়ে থাকে। অন্ধব্যক্তি মস্তকে পরিহিত মাল্যকেও সর্প আশঙ্কা করে দূরে নিক্ষেপ করে। (এই বলে শকুন্তলার চরণে পতিত হলেন)।

শকুন্তলা—আর্যপুত্র, উঠুন। নিশ্চয়ই আমার পূর্বজন্মকৃত কোন শুভ ফলের বিরোধী কর্ম সে সময়ে পরিণতির অপেক্ষায় ছিল। সেজন্য আর্যপুত্র অনুকম্পাপ্রবণ হয়েও আমার প্রতি এমন বিরূপ হয়েছিলেন। (রাজা উঠলেন)। কি কারণে এ হতভাগ্যব্যক্তিকে আর্যপুত্র স্মরণ করলেন ?

মনোরমা—সুতনু—সুষ্ঠু তনূঃ যস্যাঃ সা সুতনুঃ, বহুব্রীহিঃ। "সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ" —অনুসারে এখানে "নদ্যৃতশ্চ" সূত্র অনুসারে সমাসান্ত কপ্ হয়নি। সম্বোধনে হয়েছে— সুতনু ॥ প্রত্যাদেশব্যলীকম্ = প্রত্যাদেশেন ব্যলীকম্, তৃতীয়া তৎ। প্রবলতমসাম্ = প্রবলং তমঃ যেষাং বহুব্রীহিঃ, তেষাম্।

আশা—সুতনু ইতি। শোভনা তনু যস্যাঃ সা, তৎসম্বোধনে সুতনু, হে শকুন্তলে, তব হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকম্ প্রত্যাদেশেন প্রত্যাখ্যানেন যৎ ব্যলীকম্ দুঃখং তৎ অপৈতু দূরে প্রযাতু তদপ্রিয়ং বিস্মর ইত্যর্থঃ। তদা হস্তিনাপুরে ত্বদুপস্থানসময়ে মে মম কিমপি নিরতিশয়ম্ ইত্যর্থঃ, বলবান্ অতিপ্রবলঃ মনসঃ চিত্তস্য সম্মোহঃ অভূৎ, অতএব ত্বং প্রত্যাখ্যাতা অভূঃ। শুভেষু বিষয়ে প্রবলং তমঃ অজ্ঞানং ভ্রমনিবন্ধনং যেষাং তেষাং

প্রবলতমসাং মোহাচ্ছন্নানাং প্রায়েণ এবম্ ইতি এবংপ্রায়াঃ ঈদৃশ্যঃ বৃত্তয়ঃ আচারাঃ ভবন্তি। মূঢ়া হি শুভানি অপি নাদ্রিয়ন্তে। অত্র দৃষ্টান্তম্ উদাহরতি,—অন্ধঃ দৃষ্টিহীনঃ জনঃ শিরসি ক্ষিপ্তাং ন্যস্তাং স্রজং মালামপি অহেঃ সর্পস্য শঙ্কা, তয়া সর্পভ্রমণে ধুনোতি কম্পযতি শিরশ্চালনেন দূরে নিক্ষিপতি ইত্যর্থঃ।

রাজা—উদ্ধৃতবিষাদশল্যঃ কথয়িষ্যামি।

মোহান্ময়া সুতনু পূর্বমুপেক্ষিতস্তে
যো বাষ্পবিন্দুরধরং পরিবাধমানঃ।
তং তাবদাকুটিলপক্ষ্মবিলগ্নমদ্য
বাষ্পং প্রমৃজ্য বিগতানুশয়ো ভবেয়ম্ ॥ ২৫ ॥

(যথোক্তমনুতিষ্ঠতি)

সন্ধিবিচ্ছেদ—মোহাৎ + ময়া, পূর্বম্ + উপেক্ষিতঃ + তে, বাষ্পবিন্দুঃ + অধরম্, তাবৎ + আকুটিলপক্ষ্মবিলগ্নম্ + অদ্য, যথোক্তম্ + অনুতিষ্ঠতি।

অন্বয়—সুতনু, ময়া মোহাৎ অধরং পরিবাধমানঃ তে যঃ বাষ্পবিন্দুঃ পূর্বম্ উপেক্ষিতঃ আকুটিলপক্ষ্মবিলগ্নম্ তং বাষ্পম্ অদ্য প্রমৃজ্য বিগতানুশয়ঃ ভবেয়ম্ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—উদ্ধৃতবিষাদশল্যঃ (বিষাদশল্য উদ্ধার করে) কথয়িষ্যামি (বল্‌ব)। সুতনু (সুন্দরি শোন) ময়া মোহাৎ (আমি মোহবশতঃ) অধরং পরিবাধমানঃ তে যঃ বাষ্পবিন্দুঃ (তোমাব পতিত যে অশ্রুবিন্দু) পূর্বম্ উপেক্ষিতঃ (আগে উপেক্ষা করেছিলাম) আকুটিলপক্ষ্মবিলগ্নং তং বাষ্পং (ঈষৎ কুটিল পক্ষ্মরাজিতে লগ্ন সেই অশ্রুবিন্দু) অদ্য প্রমৃজ্য (আজ মুছে দিয়ে) বিগতানুশয়ঃ ভবেয়ম্ (হৃদয়ের সে পরিতাপ দূর করব)। [যথোক্তমনুতিষ্ঠতি—যা' বলা হ'ল তাই কবলেন]

বঙ্গানুবাদ—রাজা—বিষাদশল্য উদ্ধার কবে বল্‌ব। সুন্দবি, বিন্দু বিন্দু রূপে পতিত তোমার অধরে পীড়াপ্রদ যে বাষ্প আমি পূর্বে মোহবশতঃ উপেক্ষা করেছিলাম, ঈষৎ কুটিল পক্ষ্মরাজিতে বিলগ্ন তোমার সেই বাষ্প অদ্য বিশোধিত করে আমি হৃদয়ের পরিতাপ দূর করব।

(যা' বলা হল তাই করলেন)।

মনোরমা—উদ্ধৃতবিষাদশল্যঃ—বিষাদরূপং শল্যম্, বিষাদশল্যম্, রূপক কর্মধা, উদ্ধৃতং বিষাদশল্যং যেন সঃ, বহুব্রীহিঃ। পবিবাধমানঃ—পবি-বাধ্ + শানচ্, আকুটিলপক্ষ্ম-বিলগ্নম্—ঈষৎ কুটিলম্ আকুটিলম্, প্রাদিতৎ-পুরুষঃ, আকুটিলেষু লক্ষ্মসু বিলগ্নম্, সপ্তমীতৎ। প্রমৃজ্য = প্র-মৃজ্ + ল্যপ্, বিগতানুশযঃ = বিগতঃ অনুশযঃ যস্য, বহুব্রীহিঃ, সঃ ॥

আশা—মোহাদিতি। মযা পূর্বং তদা ইত্যর্থঃ, বাষ্পস্য বিন্দবঃ যেন সঃ বিন্দুক্রমেণ পতন্ ইত্যর্থঃ, অধরং পরিবাধমানঃ উৎপীডযন বিমলে সুকুমারে চ অধরে পতিত্বা উষ্ণত্বাৎ তস্য গ্লানিম্ আপাদযন্ মোহাৎ স্মৃতিভ্রংশাৎ উপেক্ষিতঃ, অগণিতঃ ন প্রমৃষ্ট ইতি যাবৎ, অদ্য বহুদিবসানন্তরম্ আ ঈষৎ কুটিলং বক্রং যৎ পক্ষ্ম নেত্রলোম তেষু বিলগ্নং সংসক্তং তং বিষাদশল্যরূপং বাষ্পবিন্দুং প্রমৃজ্য বিশোধ্য দূরীকৃত্য ইত্যাশযঃ, বিগতঃ দূরীভূতঃ অনুশযঃ পশ্চাত্তাপঃ যস্য সঃ বিগতানুশযঃ উন্মূলিতহৃদযশল্যঃ ইত্যর্থঃ, ভবামি। অত্র কাব্যলিঙ্গমলংকারঃ, বসন্ততিলকং চ বৃত্তম। 'জ্ঞেযং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ"-ইতি লক্ষণাৎ ॥

শকুন্তলা—(নামমুদ্রাং দৃষ্ট্বা) অজ্জউত্ত, এদং তে অঙ্গুলীঅঅং। (আর্যপুত্র, ইদং তে অঙ্গুলীয়কম্)

রাজা—অস্মাদঙ্গুলীয়োপলম্ভাৎ খলু স্মৃতিরুপলব্ধা।

শকুন্তলা—বিসমং কিদং ণেন জং তদা অজ্জউত্তস্স পচ্চঅকালে দুল্লহং আসি। (বিষমং কৃতং অনেন যৎ তদা আর্যপুত্রস্য প্রত্যয়কালে দুর্লভম্ আসীৎ।)

রাজা—তেন হ্যর্তুসমবায়চিহ্নং প্রতিপদ্যতাং লতাকুসুমম।

শকুন্তলা—ণ সে বিস্সসামি। অজ্জউত্তো এব্ব ণং ধারেদু। (ন অস্য বিশ্বসিমি। আর্যপুত্র এব এতৎ ধারয়তু।)

(ততঃ প্রবিশতি মাতলিঃ)

মাতলিঃ—দিষ্ট্যা ধর্মপত্নীসমাগমেন পুত্রমুখদর্শনেন চ আয়ুষ্মান্ বর্ধতে।

রাজা—অভূৎ সম্পাদিতস্বাদুফলো মে মনোরথঃ। মাতলে, ন খলু বিদিতোঽয়মাখণ্ডলেন বৃত্তান্তঃ স্যাৎ।

মাতলিঃ—(সস্মিতম্) কিমীশ্বরাণাং পরোক্ষম্। এত্বায়ুষ্মান্। ভগবান্ মারীচস্তে দর্শনং বিতরতি।

রাজা—শকুন্তলে, অবলম্ব্যতাং পুত্রঃ। ত্বাং পুরস্কৃত্য ভগবন্তং দ্রষ্টুমিচ্ছামি।

শকুন্তলা—হিরিআমি অজ্জউত্তেণ সহ গুরুসমীবং গন্তুং। (জিহ্রেমি আর্যপুত্রেণ সহ গুরুসমীপে গন্তুম্।)

রাজা—অপ্যাচরিতব্যমভ্যুদয়কালেষু। এহ্যেহি।

(সর্বে পরিক্রামন্তি)।

সন্ধিবিচ্ছেদ—স্মৃতিঃ + উপলব্ধা। এতু + আয়ুষ্মান্। দ্রষ্টুম্ + ইচ্ছামি। বিদিতঃ + অয়ম্ + আখণ্ডলেন। কিম্ + ঈশ্বরাণাম্, মারীচঃ + তে। এহি + এহি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—[নামমুদ্রাং দৃষ্ট্বা—অঙ্গুরীয়কে রাজার নাম অংকিত দেখে] আর্যপুত্র, ইদং তে অঙ্গুলীয়কম্ (আর্যপুত্র, এই তো আপনার সেই অঙ্গুরীয়ক।)

রাজা—অস্মাৎ অঙ্গুলীয়োপলম্ভাৎ খলু (এ অঙ্গুরীয়ক পাবার পরই) স্মৃতিঃ উপলব্ধা (আমার স্মৃতি ফিরে এসেছে)।

শকুন্তলা—আর্যপুত্রস্য প্রত্যযকালে (আর্যপুত্রের বিশ্বাস উৎপাদনের সময়) বিষমং কৃতম্ অনেন (এ অঙ্গুরীয়ক্ বিষম অনর্থ ঘটিয়েছিল), যৎ তদা দুর্লভম্ আসীৎ (কেননা, তখন এটিকে আর পাওয়া যায়নি)।

রাজা—তেন হি (তাহলে) ঋতুসমবায়চিহ্নং প্রতিপদ্যতাম্ লতাকুসুমম্ (ঋতুরাজ বসন্তের সঙ্গে মিলনের চিহ্নস্বরূপ এ কুসুম ধারণ কর)।

শকুন্তলা—ন অস্য বিশ্বসিমি (এ অঙ্গুরীয়ককে আমি আর বিশ্বাস করিনা।) আর্যপুত্রঃ এব এতৎ ধারয়তু (আর্যপুত্রই এইটি ধারণ করুন)।

[ততঃ প্রবিশতি মাতলিঃ—তারপর মাতলি প্রবেশ করলেন]

মাতলিঃ—দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যবশতঃ) ধর্মপত্নীসমাগমেন পুত্রমুখদর্শনেন চ (ধর্মপত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়ে, এবং পুত্রমুখদর্শন করে) আয়ুষ্মান্ বর্ধতে (আপনার মঙ্গল হল)।

রাজা—অভূৎ সম্পাদিতস্বাদুফলো মে মনোরথঃ (আমার মনোবাসনার অত্যন্ত মনোরম পরিণতি ঘটল)। মাতলে (মাতলি) অয়ং বৃত্তান্তঃ (এ ঘটনা) আখণ্ডলেন ন খলু বিদিতঃ স্যাৎ (ইন্দ্র বোধহয় জানতে পারেননি)।

মাতলিঃ—[সস্মিতম্—ঈষৎ হাস্য করে] কিম্ ঈশ্বরাণাং পরোক্ষং (ঈশ্বরের কিছুই অবিদিত থাকে না)। এতু আয়ুষ্মান্ (আপনি আসুন)। ভগবান্ মারীচঃ (ভগবান মারীচ) তে দর্শনং বিতরতি (আপনার সঙ্গে দেখা করবেন)।

রাজা—শকুন্তলে অবলম্ব্যতাং পুত্রঃ (শকুন্তলা, তুমি পুত্রকে ক্রোড়ে তোল)। ত্বাং পুরস্কৃত্য (তোমাকে সম্মুখে রেখে) ভগবন্তং দ্রষ্টুমিচ্ছামি (ভগবান্ মারীচের সঙ্গে দেখা করব)।

শকুন্তলা—আর্যপুত্রেণ সহ (আর্যপুত্রের সঙ্গে) গুরুসমীপে গন্তুম্ জিহ্রেমি (গুরুজনের সম্মুখে যেতে লজ্জাবোধ করছি)।

রাজা—অপি আচরিতব্যম্ অভ্যুদয়কালেষু (অভ্যুদয়ের সময় এরকমই আচরণ করতে হয়)। এহি, এহি,—(শীঘ্র চল)।

(সর্বে পরিক্রামন্তি—সকলে পরিক্রমণ করলেন)

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—(অঙ্গুরীয়কে রাজার নাম অংকিত দেখে) আর্যপুত্র, এই তো আপনার সেই অঙ্গুরীয়ক।

রাজা—এ অঙ্গুরীয়ক পাবার পরই আমার স্মৃতি ফিরে এসেছে।

শকুন্তলা—আর্যপুত্রের বিশ্বাস উৎপাদনের সময় এই অঙ্গুরীয়ক বিষম অনর্থ ঘটিয়েছিল, কেননা, তখন এটিকে আর পাওয়া যায়নি।

রাজা—তাহলে ঋতুরাজ বসন্তের সঙ্গে মিলনের চিহ্নস্বরূপ এই কুসুম ধারণ কর।

শকুন্তলা—এ অঙ্গুরীয়ককে আমি আর বিশ্বাস করিনা, আর্যপুত্রই এইটি ধারণ করুন।

(তারপর মাতলি প্রবেশ করলেন)

মাতলি—সৌভাগ্যবশতঃ ধর্মপত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং পুত্রমুখ দর্শন করে আপনার মঙ্গল হল।

রাজা—আমার মনোবাসনার অত্যন্ত মনোরম পরিণতি ঘটল। মাতলি, এ ঘটনা ইন্দ্র বোধহয় জানতে পারেননি।

মাতলি—(ঈষৎ হাস্য করে) ঈশ্বরের কিছুই অবিদিত থাকে না। আপনি আসুন, ভগবান্ মারীচ আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

রাজা—শকুন্তলা, তুমি পুত্রকে ক্রোড়ে তুলে নাও। তোমাকে সম্মুখে রেখে ভগবান মারীচের সঙ্গে দেখা করব।

শকুন্তলা—আর্যপুত্রের সঙ্গে গুরুজনের সম্মুখে যেতে লজ্জাবোধ করছি।

রাজা—অভ্যুদয়ের সময় এরকমই আচরণ করতে হয়। শীঘ্র চল ॥

(সকলে পরিক্রমণ করলেন)।

(ততঃ প্রবিশত্যদিত্যা সার্ধমাসনস্থো মারীচঃ)

মারীচঃ—(রাজানমবলোক্য) দাক্ষায়ণি,

পুত্রস্য তে রণশিরস্যয়মগ্রযায়ী
দুষ্যন্ত ইত্যভিহিতো ভুবনস্য ভর্তা।
চাপেন যস্য বিনিবর্তিতকর্ম জাতং
তৎ কোটিমৎ কুলিশমাভরণং মঘোনঃ ॥ ২৬ ॥

অদিতিঃ—সংভাবণীআণুভাবা সে আকিদী। (সম্ভাবণীয়ানুভাবা অস্য আকৃতিঃ।)

সন্ধিবিচ্ছেদ—প্রবিশতি + অদিত্যা, সার্ধম্ + আসনস্থঃ, রাজানম্ + অবলোক্য, রণশিরসি + অয়ম্ + অগ্রযায়ী, ইতি + অভিহিতঃ, কুলিশম্ + আভরণম্ ।

অন্বয়—অয়ং দুষ্যন্তঃ ইতি অভিহিতঃ ভুবনস্য ভর্তা পুত্রস্য তে রণশিরসি অগ্রযায়ী। যস্য চাপেন বিনিবর্তিতকর্ম (সৎ) তৎ কুলিশং মঘোনঃ আভরণং জাতম্ ॥ ২৬ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—[ততঃ—তারপর, অদিত্যা সার্ধং—অদিতির সঙ্গে, আসনস্থঃ মারীচঃ প্রবিশতি—আসনে উপবিষ্ট মারীচ প্রবেশ করলেন] মারীচঃ—[রাজানম্ অবলোক্য—রাজাকে দেখে] দাক্ষায়ণি (দাক্ষায়ণি, শোন) অয়ং দুষ্যন্তঃ ইতি অভিহিতঃ (ইনি দুষ্যন্ত নামে অভিহিত) ভুবনস্য ভর্তা (পৃথিবীর পালনকর্তা) পুত্রস্য তে রণশিরসি অগ্রযায়ী (তোমার পুত্র ইন্দ্রের সংগ্রামে পুরোভাগে অবস্থান করেন)। যস্য চাপেন (এঁর ধনুকের প্রভাবে) কোটিমৎ তৎ কুলিশং (ইন্দ্রের প্রসিদ্ধ, তীক্ষ্ণাগ্র বজ্র) বিনিবর্তিতকর্ম সৎ (আর কোন কাজ না থাকায়) মঘোনঃ আভরণং জাতম্ (ইন্দ্রের অলংকারস্বরূপ হয়েছে)। অদিতিঃ—সম্ভাবনীয়ানুভাবা অস্য আকৃতিঃ (এঁর আকৃতি দেখেই তেজোবিশেষের অনুমান হয়)।

বঙ্গানুবাদ—[তারপর অদিতির সঙ্গে আসনে উপবিষ্ট মারীচ প্রবেশ করলেন]

মারীচ—(রাজাকে দেখে) দাক্ষায়ণি. শোন। ইনি দুষ্যন্ত নামে অভিহিত, পৃথিবীর পালনকর্তা, তোমার পুত্র ইন্দ্রের সংগ্রামে পুরোভাগে অবস্থান করেন। এঁর ধনুকের প্রভাবে ইন্দ্রের প্রসিদ্ধ তীক্ষ্ণাগ্র বজ্র আর কোন কাজ না থাকায়, ইন্দ্রের অলংকারস্বরূপ হয়েছে।

অদিতি—এঁর আকৃতি দেখেই তেজোবিশেষের অনুমান হয়।

মনোরমা—দাক্ষায়ণি = দক্ষস্য অপত্যং স্ত্রী ইতি ফিঞ্, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্। বিনিবর্তিতকর্ম—বিনিবর্তিতং কর্ম যস্য, বহুব্রীহিঃ, তৎ ॥

আশা—পুত্রস্যেতি। তে তব পুত্রস্য ইন্দ্রস্য রণশিরসি সমবাগ্রভাগে অগ্রযায়ী সর্বেষাং সৈন্যানাম্ অগ্রেগন্তা দুষ্যন্ত ইতি নাম্না অভিহিতঃ লোকৈরাখ্যাতঃ অয়ং জনঃ ভুবনস্য ভূমণ্ডলস্য ভর্তা পালকঃ, যস্য দুষ্যন্তস্য চাপেন ধনুষা বিনিবর্তিতং সমাপিতং কর্ম দেবারিঘাতনরূপং কার্যং যস্য তথোক্তং সৎ কোটিমৎ মঘোনঃ ইন্দ্রস্য তৎ প্রসিদ্ধং কুলিশং বজ্রম্ আভরণং নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ ছত্রচামরাদিবৎ পরিচ্ছদতুল্যং জাতম্ ॥ অত্র বীর্যলক্ষণস্য বস্তুনোঽতিশয়িতত্বেন বর্ণনাৎ উদাত্তালংকারঃ। আভরণমিত্যত্র নিরঙ্গং কেবলরূপকং চ। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্ ॥

মাতলিঃ—আয়ুষ্মন্, এতৌ পুত্রপ্রীতিপিশুনেন চক্ষুষা দিবৌকসাং পিতরাবায়ুষ্মন্তমবলোকয়তঃ। তাবুপসর্প।

রাজা—মাতলে, এতৌ—

প্রাহুর্দ্বাদশধা স্থিতস্য মুনয়ো যত্তেজসঃ কারণং
ভর্তারং ভুবনত্রয়স্য সুষুবে যদ্‌যজ্ঞভাগেশ্বরম্।
যস্মিন্নাত্মভবঃ পরোঽপি পুরুষশ্চক্রে ভবায়াস্পদং
দ্বন্দ্বং দক্ষমরীচিসম্ভবমিদং তৎ স্রষ্টুরেকান্তরম্ ॥ ২৭ ॥

মাতলিঃ—অথ কিম্।

সন্ধিবিচ্ছেদ—পিতরৌ + আয়ুষ্মন্তম্ + অবলোকয়তঃ, তৌ + উপসর্প, প্রাহুঃ + দ্বাদশধা, যৎ + তেজসঃ, যৎ + যজ্ঞভাগেশ্বরম্, যস্মিন্ + আত্মভবঃ, পুরুষঃ + চক্রে, ভবায় + আস্পদম্, স্রষ্টুঃ + একান্তরম্, পরঃ + অপি ॥

অন্বয়—ইদং তৎ দক্ষমরীচিসম্ভবং স্রষ্টুঃ একান্তরং দ্বন্দ্বং যৎ মুনয়ঃ দ্বাদশধা স্থিতস্য তেজসঃ কারণং প্রাহুঃ, যৎ ভুবনত্রয়স্য ভর্তারং যজ্ঞভাগেশ্বরং সুষুবে, যস্মিন্ আত্মভবঃ পরঃ পুরুষঃ অপি ভবায় আস্পদং চক্রে ॥ ২৭ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—মাতলিঃ—আয়ুষ্মান (আয়ুষ্মন্ দেখুন), এতৌ দিবৌকসাং পিতরৌ (স্বর্গবাসী দেবতাদের পিতামাতা) পুত্রপ্রীতিপিশুনেন চক্ষুষা (পুত্রের প্রতি স্নেহবিগলিত দৃষ্টিতে) আয়ুষ্মন্তম্ অবলোকয়তঃ (আপনাকে অবলোকন করছেন)। তৌ উপসর্প (তাঁদের দুজনের সমীপে চলুন)। রাজা—মাতলে (মাতলি), এতৌ (এঁরা হলেন)—ইদং তৎ দক্ষমরীচিসম্ভবং স্রষ্টুঃ একান্তরং দ্বন্দ্বম্ (ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষের কন্যা অদিতি এবং ব্রহ্মার পুত্র মরীচির পুত্র এই কশ্যপ—এঁরা দুজন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে মাত্র একপুরুষ দূরে), যৎ মুনয়ঃ দ্বাদশধা স্থিতস্য তেজসঃ কারণং প্রাহুঃ (মুনিগণ এঁদের দ্বাদশ আদিত্যের কারণ বলে থাকেন), যৎ ভুবনত্রয়স্য ভর্তারং যজ্ঞভাগেশ্বরং সুষুবে (ত্রিভুবনের পালক দেবরাজ ইন্দ্র এঁদের সন্তান), যস্মিন্ আত্মভবঃ পরঃ পুরুষঃ অপি ভবায় আস্পদং চক্রে (স্বয়ম্ভু বিষ্ণুও এঁদের আশ্রয়ে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন)। মাতলিঃ—অথ কিম্ (যথার্থই বটে)।

বঙ্গানুবাদ—মাতলি—আয়ুষ্মান্ দেখুন, স্বর্গবাসী দেবতাদের পিতামাতা পুত্রের প্রতি স্নেহবিগলিত দৃষ্টিতে আপনাকে দেখছেন, তাঁদের সমীপে চলুন ॥

রাজা—মাতলি, এঁরা হলেন,—ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষের কন্যা অদিতি এবং ব্রহ্মার পুত্র মরীচির পুত্র এই কশ্যপ,—ব্রহ্মা থেকে মাত্র একপুরুষ ব্যবধানে এঁরা আছেন। মুনিগণ এঁদের দ্বাদশ আদিত্যের কারণ বলে থাকেন। ত্রিভুবনের পালক দেবরাজ ইন্দ্র এঁদের সন্তান। এবং স্বয়ম্ভু বিষ্ণুও এঁদের আশ্রয়ে থেকেই এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ॥

মাতলি— যথার্থই বটে ॥

মনোরমা—যজ্ঞভাগেশ্বরম্—যজ্ঞস্য ভাগঃ, ষষ্ঠীতৎ, সঃ অস্তি এযাম্ ইতি যজ্ঞভাগ + অচ্ মত্বর্থে, যজ্ঞভাগঃ, তেষাম্ ঈশ্বরঃ ষষ্ঠীতৎ। আত্মভবঃ—আত্মনঃ ভবঃ জন্ম যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ ॥ ভবায় = ভূ + অচ্ কর্তার, তস্মৈ, তাদর্থ্যে চতুর্থী। আস্পদম্—আ-সমন্তাৎ পদ্যতে অস্মিন্ ইতি-আ-পদ্ + ঘ অধিকরণে ॥

আশা—প্রাহুরিতি ॥ মুনয়ঃ মহর্ষয়ঃ ব্যাসাদয়ঃ যৎ দ্বন্দ্বম্ অদিতিকশ্যপরূপম্ মিথুনং দ্বাদশধা স্থিতস্য দ্বাদশাত্মকতয়া স্থিতস্য দ্বাদশমূর্তিধরস্য তেজসঃ সূর্যস্য কারণম্ উৎপত্তিস্থানমাহুঃ বদন্তি। উক্তং চ ভারতে,—"অদিত্যাং দ্বাদশাদিত্যাঃ সম্ভূতা

ভুবনেশ্বরাঃ" যৎ মিথুনং ভুবনানাং স্বর্গাদীনাং লোকানাং ত্রয়স্য ভর্তারং স্বামিনং যজ্ঞস্য যজ্ঞে বা ভাগঃ অংশঃ যেষাং তে যজ্ঞভাগাঃ দেবাঃ তেষাম্ ঈশ্বরঃ তম্ ইন্দ্রং সুষুবে জনয়ামাস। আত্মনা ভবতি ইতি আত্মভবঃ স্বয়ম্ভূঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ বিষ্ণুঃ ভবায় উৎপত্তয়ে বামনরূপমাস্থায় ভবিতুমিত্যর্থঃ যস্মিন্ দ্বন্দ্বে স্ত্রীপুংসযুগলে আস্পদং স্থানং চক্রে, যস্মাৎ মিথুনাৎ বামনরূপেণ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে,—"মন্বন্তরে চ সংপ্রাপ্তে তথা বৈবস্বতে দ্বিজঃ। বামনঃ কশ্যপাৎ বিষ্ণুরদিত্যাং সংবভূব হ।" দক্ষশ্চ মরীচিশ্চ তৌ দক্ষমরীচৌ তাভ্যাং সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ যস্য তৎ দক্ষমরীচিসম্ভবং স্রষ্টুঃ বেধসঃ একম্ অন্তরম্ ব্যবধানং যস্য তৎ একান্তরম্ একেন পুরুষেণ ব্যবহিতং তৎ ইদং দ্বন্দ্বং যুগলম্। অত্র অঙ্গভূতমহাপুরুষ-চরিতবর্ণনম্ উদাত্তমিতি লক্ষণাৎ পাদত্রয়ে মালোদাত্তালংকারঃ। শার্দূলবিক্রীডিতং চ বৃত্তম্।

রাজা—(উপগম্য) উভাভ্যামপি বাসবানুযোজ্যো দুষ্যন্তঃ প্রণমতি।

মারীচঃ—বৎস, চিরং জীব। পৃথিবীং পালয়।

অদিতিঃ—বচ্ছ, অপ্পডিরহো হোহি। (বৎস, অপ্রতিরথঃ ভব।)

শকুন্তলা—দারঅসহিদা বো পাদবন্দণং করেমি। (দারকসহিতা বাং পাদবন্দনং করোমি।)

মারীচঃ—বৎসে,

আখণ্ডলসমো ভর্তা জয়ন্তপ্রতিমঃ সুতঃ।
আশীরন্যা ন তে যোগ্যা পৌলোমীসদৃশী ভব ॥ ২৮ ॥

অদিতিঃ—জাদে ভত্তুণো অবিমদা হোহি। অবস্সং দীহাউ বচ্ছও উহঅকুলনন্দণো হোদু। উববিসহ। (জাতে ভর্তুঃ অভিমতা ভব। অবশ্যং দীর্ঘায়ুঃ বৎস উভয়কুলনন্দনঃ ভবতু। উপবিশত।)

(সর্বে প্রজাপতিমভিত উপবিশন্তি)

সন্ধিবিচ্ছেদ—উভাভ্যাম্ + অপি, আশীঃ + অন্যা, প্রজাপতিম্ + অভিতঃ।

অন্বয়—ভর্তা আখণ্ডলসমঃ সুতঃ জয়ন্তপ্রতিমঃ। অন্যা আশীঃ ন তে যোগ্যা, পৌলোমীসদৃশী ভব ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—রাজা—[উপগম্য—নিকটে গমন করে] উভাভ্যাম্ অপি (আপনাদের দুজনকেই) বাসবানুযোজ্যঃ দুষ্যন্তঃ (বাসবের অর্থাৎ ইন্দ্রের আজ্ঞাবহ দুষ্যন্ত) প্রণমতি (প্রণাম করছে।) মারীচঃ—বৎস চিরং জীব (বৎস দীর্ঘজীবী হও)। পৃথিবীং পালয় (পৃথিবী পালন কর)। অদিতিঃ—বৎস অপ্রতিরথঃ ভব (বৎস অপ্রতি দ্বন্দ্বী হও)। শকুন্তলা—দারকসহিতা বাং পাদবন্দনং করোমি (পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আমি আপনাদের চরণ বন্দনা করছি।) মারীচঃ—বৎসে (বৎসে) ভর্তা আখণ্ডলসমঃ (তোমার পতি ইন্দ্রের মত প্রতাপশালী), সুতঃ জয়ন্তপ্রতিমঃ (পুত্র তোমার জয়ন্তসদৃশ)। অন্যা আশীঃ তে ন যোজ্যা (অন্য কোন আশীর্বাদ তোমার যোগ্য নয়), পৌলোমীসদৃশী ভব (কেবল বলি, ইন্দ্রপত্নী শচীর মত হও।)

অদিতিঃ—জাতে (বৎসে) ভর্তুঃ অভিমতা ভব (পতির মনের মত হও)। অবশ্যং দীর্ঘায়ুঃ বৎসঃ উভয়কুলনন্দনঃ ভবতু (তোমার পুত্র দীর্ঘজীবন লাভ করে তোমাদের উভয়কুলেরই আনন্দবর্ধন করুক)। উপবিশত (তোমরা উপবেশন কর)। (সর্বে প্রজাপতিম্ অভিতঃ উপবিশন্তি—সকলে প্রজাপতি মারীচের চারদিকে উপবেশন করলেন।)

বঙ্গানুবাদ—রাজা (নিকটে গমন করে) আপনাদের দুজনকেই বাসবের অর্থাৎ ইন্দ্রের আজ্ঞাবহ দুষ্যন্ত প্রণাম করছে।

মারীচ—বৎস, দীর্ঘজীবী হও, পৃথিবী পালন কর।

অদিতি—বৎস অপ্রতি দ্বন্দ্বী হও। শকুন্তলা—পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আমি আপনাদের চরণবন্দনা করছি।

মারীচ—বৎসে, তোমার পতি ইন্দ্রের মত প্রতাপশালী, পুত্র তোমার জয়ন্তসদৃশ, অন্য কোন আশীর্বাদ তোমার যোগ্য নয়, কেবল বলি, ইন্দ্রপত্নী শচীর মত হও।

অদিতি—বৎসে, পতির মনের মত হও। তোমার পুত্র দীর্ঘজীবন লাভ করে তোমাদের উভয়কুলেরই আনন্দবর্ধন করুক। তোমরা উপবেশন কর।

(সকলে প্রজাপতি মারীচের চারদিকে উপবেশন করলেন।)

আশা—আখণ্ডলেতি ॥ তব ভর্তা স্বামী দুষ্যন্তঃ আখণ্ডয়তি ভেদয়তি পর্বতান্ ইতি আখণ্ডলঃ, ইন্দ্রঃ, তেন সমঃ তুল্যঃ। সুতঃ সর্বদমনঃ জয়ন্তেন সমঃ ইতি জয়ন্তপ্রতিমঃ। অস্মাদেব কারণাৎ তে তব সম্বন্ধে অন্যা আশীঃ আশীর্বাদঃ ন যোজ্যা অস্মাভিঃ প্রবর্তনীয়া। কেবলং পৌলোম্যাঃ ইন্দ্রপত্ন্যাঃ শচ্যাঃ মঙ্গলমিব মঙ্গলম্ অবৈধব্যম্ ভর্তুর্বহুমতত্বাদিরূপং যস্যাঃ তাদৃশী ভব। অত্র তৃতীয়চরণার্থং প্রতি পূর্বার্ধস্য হেতুত্বেন নিযুক্তত্বাৎ বাক্যার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গম্, শ্লোকো বৃত্তম্।

মারীচঃ—(একৈকং নির্দিশন্)

দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।
শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্ ॥ ২৯ ॥

রাজা—ভগবন্ প্রাগভিপ্রেতসিদ্ধিঃ। পশ্চাদ্দর্শনম্। অতো পূর্বঃ খলু বোঽনুগ্রহঃ। কুতঃ—

উদেতি পূর্বং কুসুমং ততঃ ফলং
ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রম-
স্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ ॥ ৩০ ॥

মাতলিঃ—এবং বিধাতারঃ প্রসীদন্তি।

সন্ধিবিচ্ছেদ—সৎ + অপত্যম্ + ইদম্, বিধিঃ + চ + ইতি, প্রাক্ + অভিপ্রেত-সিদ্ধিঃ, পশ্চাৎ + দর্শনম্, অতঃ + অপূর্বঃ, বঃ + অনুগ্রহঃ, ক্রমঃ + তব।

অন্বয়—দিষ্ট্যা সাধ্বী শকুন্তলা, সৎ অপত্যং ভবান্ ইতি শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চ তৎ ত্রিতযং সমাগতম্ ॥ ২৯ ॥

—পূর্বং কুসুমম্ উদেতি, ততঃ ফলম্, ঘনোদযঃ প্রাক্, পযঃ তদনন্তবম্। অযং নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োঃ ক্রমঃ,—তব তু প্রসাদস্য পুরঃ সম্পদঃ (জায়ন্তে) ॥ ৩০ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—মারীচঃ—[একৈকং নির্দিশন্—এক এক জনকে নির্দেশ কবে] দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যবশতঃ) সাধ্বী শকুন্তলা (সাধ্বী শকুন্তলা), সৎ অপত্যং (পবিত্র সন্তান), ভবান্ (এবং আপনি দুষ্যন্ত)—ইতি (আপনাদের এ তিনজনের মিলনে) শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চ (শ্রদ্ধা, বিত্ত এবং বিধি) তৎ ত্রিতয়ং সমাগতম্ (এ তিনের একসঙ্গে মিলন ঘটেছে।) রাজা—ভগবন, প্রাক্ অভিপ্রেতসিদ্ধিঃ (ভগবন্ আগে আমার অভিলাষ পূর্ণ হল), পশ্চাৎ দর্শনম্ (তারপর দর্শনলাভ হ'ল আপনার)। অতঃ অপূর্বঃ খলু বঃ অনুগ্রহঃ (সুতরাং আপনার অনুগ্রহ অপূর্ব বটে)। কুতঃ (কেননা), পূর্বং কুসুমম্ উদেতি (আগে ফুল ফোটে), ততঃ ফলম্ (তারপর বৃক্ষে ফলের আগমন হয়)। ঘনোদয়ঃ প্রাক্ (পূর্বে মেঘের উদয়), পয়ঃ তদনন্তরম্ (তারপর আসে বৃষ্টি)। অয়ং নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োঃ ক্রমঃ (এইটি কারণ-কার্যের ক্রম)। তবতু (কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে) প্রসাদস্য পুরঃ সম্পদঃ (আপনার অনুগ্রহের পূর্বেই সিদ্ধিলাভ)। মাতলিঃ—এবং বিধাতারঃ প্রসীদন্তি—(বিধাতারা এ ভাবেই প্রসন্ন হন)।

বঙ্গানুবাদ—মারীচ—[এক এক জনকে নির্দেশ করে] সৌভাগ্যবশতঃ সাধ্বী শকুন্তলা, পবিত্র সন্তান, এবং আপনি দুষ্যন্ত—আপনাদের এ তিনজনের মিলনে শ্রদ্ধা, বিত্ত এবং বিধি—এ তিনের একসঙ্গে মিলন ঘটেছে।

রাজা—ভগবন্ আগে আমার অভিলাষ পূর্ণ হল, তারপর দর্শনলাভ হল আপনার। সুতরাং আপনার অনুগ্রহ অপূর্ব বটে। কেননা, আগে ফুল ফোটে, তারপর বৃক্ষে ফলের আগমন হয়। পূর্বে মেঘের উদয়, তারপর আসে বর্ষণ। এইটি কারণ-কার্যের ক্রম। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে আপনার অনুগ্রহের পূর্বেই সিদ্ধিলাভ।

মাতলি—বিধাতারা এ ভাবেই প্রসন্ন হন।

আশা—দিষ্ট্যা ইতি। দিষ্ট্যা সৌভাগ্যক্রমেণ সাধ্বী পতিব্রতা ইয়ং শকুন্তলা, ইদং সৎ উৎকৃষ্টম্ অপত্যং সর্বদমনরূপম্, ভবান্ রাজা দুষ্যন্তঃ। শ্রদ্ধা শাস্ত্রেষু দৃঢ়প্রত্যয়ঃ, বিত্তং যাগাদ্যনুষ্ঠানসাধকং ধনম্, বিধিঃ শাস্ত্রোক্তকর্মানুষ্ঠানম্ চ ইতি সুপ্রসিদ্ধং ত্রিতয়ং সমাগতং সম্মিলিতম্। শ্রদ্ধাপূর্বকঃ শাস্ত্রবিহিতকর্ম-সম্পাদনায় ধনবিসর্গঃ যথা শোভতে, তথা দারকেণ সহ পিত্রোরয়ং যোগঃ অতীব শোভনঃ ইতি ঔপম্যে পরিণামাৎ নিদর্শনালংকারঃ।

—উদেতি ইতি। পূর্বং প্রাগেব কুসুমং পুষ্পম্ উদেতি উৎপদ্যতে, ততঃ কুসুমোৎপত্তেঃ অনন্তরম্ এব ফলং জায়তে, ন তু পুষ্পোদয়াৎ প্রাক্। তথা প্রাক্ পূর্বমেব ঘনানাং মেঘানাম্ উদয়ঃ আবির্ভাবঃ, তদনন্তরম্ এব পয়ঃ জলম্ বর্ষণমিত্যর্থঃ ভবতি। নিমিত্তং কারণম্ নৈমিত্তিকং কার্যম্ তয়োঃ নিমিত্ত-নৈমিত্তিকয়োঃ কার্যকারণয়োঃ অয়মেব ক্রমঃ পৌর্বাপর্যরূপা এষা রীতিঃ, কারণম্ অনু কার্যং সম্পদ্যতে ন ক্বাপি তস্য বিপর্যয়ঃ। কিন্তু তব প্রসাদস্য অনুগ্রহস্য পুরঃ অগ্রে সম্পদঃ তবানুগ্রহরূপাৎ নিমিত্তাৎ প্রাগেব সাপত্যদারসমাগমরূপং কার্যং সমুৎপন্নমিতি প্রসিদ্ধক্রমস্য বিপর্যয়ঃ। অত্র অতিশয়োক্তিঃ অলংকারঃ, তৃতীয়চরণে অর্থান্তরন্যাসশ্চ, বংশস্থবিলং বৃত্তম্ ॥

রাজা—ভগবন্। ইমামাজ্ঞাকরীং বো গান্ধর্বেণ বিবাহবিধিনোপযম্য কস্যচিৎ কালস্য বন্ধুভিরানীতাং স্মৃতিশৈথিল্যাৎ প্রত্যাদিশন্নপরাদ্ধোঽস্মি তত্রভবতো যুষ্মদ্‌গোত্রস্য কণ্বস্য। পশ্চাদঙ্গুলীয়কদর্শনাদূঢ়পূর্বাং তদ্দুহিতরমবগতোঽহম্। তচ্চিত্রমিব মে প্রতিভাতি।

যথা গজো নেতি সমক্ষরূপে
তস্মিন্নপক্রামতি সংশয়ঃ স্যাৎ।
পদানি দৃষ্ট্বা ভবেৎ প্রতীতি-
স্তথাবিধো মে মনসো বিকারঃ ॥ ৩১ ॥

মারীচঃ—বৎস, অলমাত্মাপরাধশঙ্কয়া। সম্মোহোঽপি ত্বয্যনুপপন্নঃ। শ্রূয়তাম্।

রাজা—অবহিতোঽস্মি।

মারীচঃ—যদৈবাপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ প্রত্যক্ষবৈক্লব্যাং শকুন্তলামাদায় মেনকা দাক্ষায়ণীমুপগতা তদৈব ধ্যানাদবগতোঽস্মি দুর্বাসসঃ শাপাদিয়ং তপস্বিনী সহধর্মচারিণী ত্বয়া প্রত্যাদিষ্টা, নান্যথেতি। স চায়মঙ্গুলীয়ক-দর্শনাবসানঃ।

রাজা—(সোচ্ছ্বাসম্) এষ বচনীয়ান্মুক্তোঽস্মি।

সন্ধিবিচ্ছেদ—ইমাম্ + আজ্ঞাকরীম্,.......বিধিনা + উপযম্য, বন্ধুভিঃ + আনীতাম্, প্রত্যাদিশন্ + অপরাদ্ধঃ + অস্মি, অঙ্গুলীযকদর্শনাৎ + ঊঢ়পূর্বাম্, তৎ + দুহিতরম্ + অবগতঃ + অহম্, তৎ + চিত্রম্ + ইব, তস্মিন্ + অপক্রামতি, প্রতীতিঃ + তথাবিধঃ, সম্মোহঃ + অপি, ত্বয়ি + অনুপপন্নঃ, যদা + এব + অপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ, ধ্যানাৎ + অবগতঃ + অস্মি, ন + অন্যথা + ইতি, বচনীয়াৎ + মুক্তঃ + অস্মি, শাপাৎ + ইয়ম্ ॥

অন্বয়—যথা সমক্ষরূপে গজঃ ন ইতি তস্মিন্ অপক্রামতি (সতি) সংশযঃ স্যাৎ, (পশ্চাৎ) তু পদানি দৃষ্ট্বা প্রতীতিঃ ভবেৎ—মনসো মে বিকারঃ তথাবিধঃ জাতঃ ॥

বাঙলা শব্দার্থ—রাজা—ভগবন্ (ভগবান্) বঃ ইমাম্ আজ্ঞাকরীম্ (আপনাদের আদেশপালনকারিণী শকুন্তলাকে) গান্ধর্বেণ বিবাহবিধিনা উপযম্য (গান্ধর্বমতে বিবাহ করেও) কস্যচিৎ কালস্য (কিছুকাল পরে) বন্ধুভিঃ আনীতাং (আত্মীয়েরা যখন নিয়ে এলেন তখন) স্মৃতিশৈথিল্যাৎ (স্মৃতিশৈথিল্যবশতঃ) প্রত্যাদিশন্ (একে প্রত্যাখ্যান করে) তত্রভবতঃ যুষ্মৎ গোত্রস্য কণ্বস্য (আপনার গোত্রের মহর্ষি কণ্বের কাছে) অপরাদ্ধঃ অস্মি (আমি অপরাধী হয়েছি)। পশ্চাৎ অঙ্গুলীযকদর্শনাৎ (পরে অঙ্গুরীয়ক পুনরায় লাভ করে)

ঊঢ়পূর্বাং তদ্দুহিতরম্ অবগতঃ অহম্ (এ কন্যাকে যে পূর্বে বিবাহ করেছিলাম তা' মনে পড়ে)। তৎ চিত্রম্ ইব মে প্রতিভাতি (তা' আমার কাছে বিচিত্র বলে মনে হচ্ছে।) যথা (যেমন নাকি) সমক্ষরূপে গজঃ ন ইতি (একটি হাতী সম্মুখে আসতেই ভাবলাম—এইটি হাতী নয়) তস্মিন্ অপক্রামতি সংশয়ঃ স্যাৎ (সেইটি চলে গেলে সন্দেহ হল—ঐটি হাতী ছিল কি?) পশ্চাত্তু পদানি দৃষ্ট্বা প্রতীতিঃ ভবেৎ (কিন্তু পরে পায়ের ছাপ দেখে নিশ্চিত হলাম যে, ঐটি হাতীই ছিল) মনসো মে বিকারঃ তথাবিধা (আমার মনের বিকারও ঠিক সেরকমই)। মারীচঃ—বৎস, অলম্ আত্মাপরাধশঙ্কয়া (বৎস, এ বিষয়ে তুমি নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করো না)। সংমোহঃ অপি ত্বয়ি অনুপপন্নঃ (এরকম মোহ তোমার অহেতুক হতে পারে না)। শ্রূয়তাম্ (প্রকৃত ঘটনা শ্রবণ কর)। রাজা—অবহিতঃ অস্মি (আমি শ্রবণ করছি)। মারীচঃ—যদৈব অপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ (যখনই অপ্সরতীর্থে অবতরণ করে) প্রত্যক্ষবৈক্লব্যাং শকুন্তলাম্ আদায় (শকুন্তলার শোচনীয় অবস্থা দেখে তাকে নিয়ে) মেনকা দাক্ষায়ণীমুপগতা (মেনকা দাক্ষায়ণীর কাছে এল)। তদৈব ধ্যানাৎ অবগতোঽস্মি (তখনই আমি ধ্যানে জানতে পেলাম) দুর্বাসসঃ শাপাৎ (দুর্বাসার অভিশাপে) ইয়ং তপস্বিনী সহধর্মচারিণী (এই দুর্ভাগিনী সহধর্মিণীকে) ত্বয়া প্রত্যাদিষ্টা (তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ)। নান্যথা ইতি (অন্যাথায় এরকম ঘটত না)। স চ অয়ম্ অঙ্গুলীয়কদর্শনাবসানঃ (এ অঙ্গুরীয়কদর্শন মাত্রই সে অভিশাপ অবসিত হয়েছে।) রাজা—[সোচ্ছ্বাসম্—উচ্ছ্বাসের সঙ্গে] এষ বচনীয়াৎ মুক্তঃ অস্মি (আপনার একথা শুনে আমি লোকাপবাদ থেকে মুক্ত হলাম)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা—ভগবান্, আপনাদের আদেশ পালনকারিণী শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেও, কিছুকাল পরে আত্মীয়েরা যখন নিয়ে এলেন, তখন স্মৃতিশৈথিল্যবশতঃ একে প্রত্যাখ্যান করে আপনার গোত্রের মহর্ষি কণ্বের কাছে আমি অপরাধী হয়েছি। পরে পুনরায় অঙ্গুরীয়ক লাভ করে এ কন্যাকে যে পূর্বে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেছিলাম তা মনে পড়ে। আমার কাছে তা এখন বিচিত্র বলে মনে হচ্ছে। যেমন নাকি, একটি হস্তী সম্মুখে আসতেই ভাবলাম,—এইটি হস্তী নয়, সেটি চলে গেলে সন্দেহ হ'ল, ঐটি হস্তী ছিল কি? কিন্তু পরে পায়ের ছাপ দেখে নিশ্চিন্ত হলাম যে, এইটি হাতীই ছিল। আমার মনের বিকারও ঠিক সেইরকম।

মারীচ—বৎস, এ বিষয়ে তুমি নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করো না। এরকম মোহ তোমার অহেতুক হতে পারে না। প্রকৃত ঘটনা শ্রবণ কর।

রাজা—আমি শ্রবণ করছি।

মারীচ—যখনই অপ্সরাতীর্থে অবতরণ করে শকুন্তলার শোচনীয় অবস্থা দেখে, তাকে নিয়ে মেনকা দাক্ষায়ণীর কাছে এল, তখনই আমি ধ্যানে জানতে পেলাম, দুর্বাসার

অভিশাপে এ দুর্ভাগিনী সহধর্মিণীকে তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ, অন্যথায় এরকম ঘটত না। এ অঙ্গুরীয়কদর্শন মাত্রই সে অভিশাপ অবসিত হয়েছে।

রাজা—(উচ্ছ্বাসের সঙ্গে) আপনার একথা শুনে আমি লোকাপবাদ থেকে মুক্ত হলাম।

আশা—যথেতি। যথা যেন প্রকারেণ সমক্ষং প্রত্যক্ষীভূতং রূপম্ আকৃতিঃ যস্য তাদৃশে কস্মিন্ গজে সতি অপক্রামতি চক্ষুর্বিষয়মতিগচ্ছতি সতি সংশয়ঃ গচ্ছন্ অযং জীবঃ গজ ইবালক্ষ্যতে, কিময়ং গজো ন বা ইতি ইত্যাকারঃ সন্দেহঃ স্যাৎ। পশ্চাৎ পদানি তদপক্রমণেন উদ্ভূতান্ বিচিত্রান্ পাদন্যাসান দৃষ্ট্বা তু ইতঃ গজ এব গত ইতি প্রতীতিঃ নিশ্চযাত্মকং জ্ঞানং ভবেৎ। মে মনসঃ বিকারঃ স্বরূপাঽন্যথাভাবঃ আসীদিতি শেষঃ। সাক্ষাদুপস্থিতাযাং শকুন্তলাযাং নেযং পরিণীতপূর্বা ইতি প্রতীতিঃ। পশ্চাৎ তদুপক্রমণবেলাযাং "বলবত্তু দূযমানং, প্রত্যাযযতীব মে হৃদযম", কিমিযং মযা পরিণীতা ইত্যাকারঃ সন্দেহঃ জাতঃ।

শকুন্তলা—(স্বগতম্) দিট্‌ঠিআ অকারণপচ্চাদেসী ণ অজ্জউত্তো। ণ হু সত্তং অত্তাণং সুমরেমি। অহবা পত্তো মএ সহি সাবো বিরহসুণ্ণহিঅআএ ণ বিদিদো। অদো সহীহিং সংদিট্‌ঠ ম্হি ভত্তুণো অঙ্গুলীঅঅং দংসইদব্বং ত্তি। (দিষ্ট্যা অকারণপ্রত্যাদেশী ন আর্যপুত্রঃ। ন খলু শপ্তম্ আত্মানং স্মরামি। অথবা প্রাপ্তো ময়া সহি শাপো বিরহশূন্যহৃদয়য়া ন বিদিতঃ। অতঃ সখীভ্যাং সংদিষ্টা অস্মি ভর্তুঃ অঙ্গুরীয়কং দর্শয়িতব্যম্ ইতি।)

মারীচঃ—বৎসে, চরিতার্থাসি। সহধর্মচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ কার্যঃ। পশ্য—

শাপাদসি প্রতিহতা স্মৃতিরোধরুক্ষে
ভর্তর্য্যপেততমসি প্রভুতা তবৈব।
ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহতপ্রসাদে
শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভাবকাশা ॥ ৩২ ॥

রাজা—যথাহ ভগবান্।

সন্ধিবিচ্ছেদ—চরিতার্থা + অসি, শাপাৎ + অসি, ভর্তরি + অপেততমসি, তব + এব, যথা + আহ।

অন্বয়—ভর্তরি শাপাৎ স্মৃতিরোধরুক্ষে প্রতিহতা অসি, অপেততমসি (তস্মিন্) তব এব প্রভুতা। মলোপহতপ্রসাদে ছায়া ন মূর্চ্ছতি, শুদ্ধে তু (তস্মিন্) সুলভাবকাশা ভবতি ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—শকুন্তলা—[স্বগতম্—আপন মনে] দিষ্ট্যা (সৌভাগ্য-বশতঃ) অকারণপ্রত্যাদেশী ন আর্যপুত্রঃ (আর্যপুত্র আমাকে অকারণে প্রত্যাখ্যান করেননি)। ন খলু শপ্তম্ আত্মানং স্মরামি (কিন্তু কেউ আমাকে অভিশাপ দিয়েছে এরকম তো মনে পড়ে না)। অথবা প্রাপ্তো ময়া (অথবা অভিশাপ দিলেও) স হি শাপো (সে অভিশাপ) বিরহশূন্যহৃদয়য়া ন বিদিতঃ (বিরহে শূন্যহৃদয় আমি জানতেই পারিনি)। অতঃ (এ কারনেই) সখীভ্যাং সংদিষ্টা অস্মি (সখীরা আমায় বলেছিল) ভর্তুঃ অঙ্গুরীয়কং দর্শয়িতব্যম্ ইতি (স্বামীকে অঙ্গুরীয়কটি দেখিও)। মারীচঃ—বৎসে (বৎস) চরিতার্থা অসি (তোমার কামনা চরিতার্থ হয়েছে)। সহধর্মচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ কার্যঃ (স্বামীর উপর এখন আর ক্রোধ পোষণ করো না)। পশ্য (দেখ), ভর্তরি শাপাৎ স্মৃতিরোধরুক্ষে (অভিশাপে পতির স্মৃতি লোপ পাওয়ায় নির্দয়ভাবে) প্রতিহতা অসি (তুমি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলে)। অপেততমসি তব এব প্রভুতা (সে মোহ অপসৃত হওয়ায় স্বামীর উপর এখন তোমারই কর্তৃত্ব)। মলোপহতপ্রসাদে ছায়া ন মূর্চ্ছতি (মলিনদর্পণে প্রতিবিম্ব পড়েনা)। শুদ্ধে তু সুলভাবকাশা ভবতি (নির্মলদর্পণে কিন্তু সহজেই প্রতিবিম্ব পড়ে)। রাজা—যথাহ ভগবান্ (আপনি যথার্থই বলেছেন)।

বঙ্গানুবাদ—শকুন্তলা—(আপন মনে) সৌভাগ্যবশতঃ আর্যপুত্র অকারণে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেননি, কিন্তু কেউ আমাকে অভিশাপ দিয়েছে—এরকম তো মনে পড়ে না। অথবা অভিশাপ দিলেও সে অভিশাপ বিরহবশতঃ শূন্যহৃদয় আমি জানতেই পারিনি। এ কারণেই সখীরা আমায় বলেছিল—স্বামীকে অঙ্গুরীয়কটি দেখিও।

মারীচ—বৎস, তোমার কামনা চরিতার্থ হয়েছে। সহধর্মচারী পতির উপর এখন আর ক্রোধ পোষণ করোনা। দেখ, অভিশাপে পতির স্মৃতি লোপ পাওয়ায় নির্দয়ভাবে তুমি প্রত্যাখ্যাতা হয়েছিলে। সে মোহ অপসৃত হওয়ায় স্বামীর উপর এখন তোমারই কর্তৃত্ব। কেননা, মলিন দর্পণে কখনো প্রতিবিম্ব পড়ে না, কিন্তু সহজেই প্রতিবিম্ব পড়ে নির্মল দর্পণে।

রাজা—আপনি যথার্থই বলেছেন।

মনোরমা—শাপাৎ—হেতৌ পঞ্চমী, চরিতার্থা—চরিতঃ অর্থঃ যস্যাঃ সা বহুব্রীহিঃ। স্মৃতিরোধরুক্ষে—স্মৃতেঃ রোধঃ, ষষ্ঠীতৎ, তেন রুক্ষঃ, তৃতীয়াতৎ, তস্মিন্। অপেততমসি—অপেতং তমঃ যস্মাৎ সঃ, বহুব্রীহিঃ, তস্মিন্। মলোপহতপ্রসাদে = মলেন

উপহতঃ, তৃতীয়াতৎ, মলোপহতঃ প্রসাদঃ যস্য, বহুব্রীহিঃ, তস্মিন্। সুলভাবকাশাঃ—সুলভঃ অবকাশঃ যয়া সা, বহুব্রীহিঃ, তথোক্তা ॥

আশা—শাপাদিতি। শাপাৎ দুর্বাসসা দত্তাৎ অভিসম্পাতাৎ হেতৌ স্মৃতেঃ স্মরণশক্তেঃ রোধাৎ ব্যাহতত্বাৎ রুক্ষে নির্দয়ে সতি স্মৃতিভ্রংশাৎ ত্বাং পরপবিগ্রহং মত্বা নিঃস্নেহে সতি ত্বং প্রতিহতা নিরাকৃতা অসি। অপেতম্ অপগতং তমঃ স্মৃতিলোপজন্যঃ মোহঃ যস্মাৎ তস্মিন্, অপেততমসি, পুনঃপ্রাপ্তস্মৃতৌ তস্মিন্ ভর্ত্তরিঁ তবৈব ন তু অন্যস্যাঃ প্রভূতা ঈশিত্বম্, আধিপত্যং বা। তথাচ মলেন ধূল্যাদিনা উপহতঃ নাশিতঃ প্রসাদঃ নির্মলতা যস্য তাদৃশে দর্পণতলে দর্পণে মুকুরে ইত্যর্থঃ, ছায়া প্রতিবিম্বং ন মূর্চ্ছতি প্রসবতি। তু কিন্তু সা ছায়া শুদ্ধে নির্মলে দর্পণতলে সুলভঃ সুকবঃ অবকাশঃ বিম্বপাত ইত্যর্থঃ যস্যাঃ সা সুলভাবকাশা। মলিনে মুকুরে প্রতিবিম্বং ন পততি, নির্মলে তু পততি। তদ্বৎ স্মৃতি-ভ্রংশবতি প্রিয়ে তবাধিকাবঃ নাসীৎ. ইদানীং পুনরুপলব্ধস্মৃতৌ তস্মিন্ তবৈব প্রভুত্বম্ ইতি সরলার্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ নাম অলংকাবঃ, "দৃষ্টান্তস্তু স্বধর্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্" ইতি লক্ষণাৎ। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্, "জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি লক্ষণম্।

মারীচঃ—বৎস, কচ্চিদভিনন্দিতস্ত্বয়া বিধিবদস্মাভিরনুষ্ঠিতজাতকর্মা পুত্রঃ এষঃ শাকুন্তলেয়ঃ।

রাজা—ভগবন্, অত্র খলু মে বংশপ্রতিষ্ঠা।

মারীচঃ—তথা ভাবিনমেনং চক্রবর্তিলক্ষণমবগচ্ছতু ভবান্। পশ্য—

> রথেনানুদ্ঘাতস্তিমিতগতিনা তীর্ণজলধিঃ
> পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধামপ্রতিরথঃ।
> ইহায়ং সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্বদমনঃ
> পুনর্যাস্যত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ ॥ ৩৩ ॥

রাজা—ভগবতা কৃতসংস্কারে সর্বমস্মিন্ বয়মাশাস্মহে।

সন্ধিবিচ্ছেদ—কচ্চিৎ + অভিনন্দিতঃ + ত্বযা, বিধিবৎ + অস্মাভিঃ + অনুষ্ঠিতজাতকর্মা, ভাবিনম্ + এনম্, বসুধাম্ + অপ্রতিরথঃ, ইহ + অয়ম্, পুনঃ + যাস্যতি + আখ্যাম্, বযম্ + আশাস্মহে।

অন্বয়—অয়মপ্রতিরথঃ সন্ অনুদ্‌ঘাতস্তিমিতগতিনা রথেন তীর্ণজলধিঃ পুরা সপ্ত দ্বীপাং বসুধাং জয়তি, ইহ সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্বদমনঃ পুনঃ লোকস্য ভরণাৎ ভরত ইতি আখ্যাং যাস্যতি ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—মারীচঃ—বৎস (বৎস) এষঃ শাকুন্তলেয়ঃ পুত্রঃ (শকুন্তলার এই পুত্রের) অস্মাভিঃ বিধিবৎ অনুষ্ঠিতজাতকর্মা (জাতকর্ম ইত্যাদি অনুষ্ঠান যথাবিধি আমরা সম্পন্ন করেছি)। কচ্চিৎ ত্বয়া অভিনন্দিতঃ (তুমি একে অভিনন্দন জানিয়েছ ত?) রাজা—ভগবন্, অত্র খলু মে বংশপ্রতিষ্ঠা (ভগবান্, এই পুত্রই আমার বংশের প্রতিষ্ঠার কারণ)। মারীচঃ—তথা ভাবিনম্ এনম্ (তোমার বংশপ্রতিষ্ঠার কারণ এই পুত্র) চক্রবর্তিলক্ষণম্ অবগচ্ছতু ভবান্ (রাজচক্রবর্তী হবে—তা জেনে রাখ)। পশ্য (দেখ) অয়ম্ অপ্রতিরথঃ সন্ (এ পুত্র (একদিন) প্রতিপক্ষবিহীন হয়ে) অনুদ্‌ঘাতস্তিমিত গতিনা (প্রতিঘাতশূন্য স্থিরগতি রথে) তীর্ণজলধিঃ (সমুদ্র অতিক্রম করে) পুরা সপ্তদ্বীপাং বসুধাং জয়তি (সত্বর সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে জয় করবে)। ইহ (এ আশ্রমে) সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ (বলপূর্বক সকল প্রাণীকে দমন করায় এ শিশু 'সর্বদমন' আখ্যা লাভ করেছে)। পুনঃ লোকস্য ভরণাৎ (ভবিষ্যতে জগতের ভরণপোষণ করে) ভরত ইতি আখ্যাং যাস্যতি (পুনরায় 'ভরত'-এ আখ্যা লাভ করবে)। রাজা—ভগবতা কৃতসংস্কারে (যেহেতু আপনি এর জাতকর্মাদি সম্পন্ন করেছেন) সর্বম্ অস্মিন্ বয়ম্ আশাস্মহে (তাহলে এর সম্বন্ধে আমরা সবই আশা করতে পারি)।

বঙ্গানুবাদ—মারীচ—বৎস, শকুন্তলার এ পুত্রের জাতকর্ম ইত্যাদি অনুষ্ঠান আমরা যথাবিধি সম্পন্ন করেছি। তুমি একে অভিনন্দন জানিয়েছ ত?

রাজা—এ পুত্রই আমার বংশের প্রতিষ্ঠার কারণ।

মারীচ—তোমার বংশপ্রতিষ্ঠার কারণ এই পুত্র রাজচক্রবর্তী হবে—তা' জেনে রাখ। দেখ, এ পুত্র একদিন প্রতিপক্ষবিহীন হয়ে, প্রতিঘাতহীন স্থিরগতি রথে সমুদ্র অতিক্রম করে, সত্বর সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে জয় করবে। এ আশ্রমে বলপূর্বক সকল প্রাণীকে দমন করায় এ শিশু 'সর্বদমন' আখ্যা লাভ করেছে। ভবিষ্যতে জগতের ভরণপোষণ করে পুনরায় 'ভরত'-এ আখ্যা লাভ করবে।

রাজা—যেহেতু আপনি এর জাতকর্মাদি সম্পন্ন করেছেন, তাহলে এর সম্বন্ধে আমরা সবই আশা করতে পারি।

মনোরমা—শাকুন্তলেয়ঃ—শকুন্তলায়াঃ অপত্যং পুমান্ ইতি শকুন্তলা + ঢক্, "স্ত্রীভ্যো ঢক্"-এ সূত্র অনুসারে। অনুদ্‌ঘাতস্তিমিতগতিনা = অনুদ্‌ঘাতেন স্তিমিতা গতিঃ যস্য, বহুব্রীহিঃ, তেন। তীর্ণজলধিঃ = তীর্ণাঃ জলধয়ঃ যেন, বহুব্রীহিঃ, তথাবিধঃ।

অপ্রতিরথঃ = প্রতিগতঃ রথঃ, প্রাদিতৎ, অবিদ্যমানঃ প্রতিরথঃ যস্য, বহুব্রীহিঃ, তাদৃশঃ। ভরত ইতি—"ক্বচিন্নিপাতেনাভিধানম্"—এই সূত্র অনুসারে 'ইতি' এ অব্যয়যোগে উক্ত কর্মে প্রথমা ॥

আশা—রথেন ইতি ॥ অবিদ্যমানঃ প্রতিরথঃ প্রতিদ্বন্দ্বী যস্য তাদৃশঃ, তুল্য-যোদ্ধৃরহিতঃ অয়ং পুরো বর্তমানঃ তে পুত্রঃ, অনুদ্ঘাতেন অরিকৃতপ্রতিবন্ধা-ভাবেন হেতুনা স্তিমিতা নিশ্চলা গতিঃ গমনং যস্য তাদৃশেন রথেন রথাকারেণ ব্যোমযানেন অশ্বচালিতেন সামান্যরথেন সমুদ্রলঙ্ঘনস্য অসম্ভাব্যত্বাৎ। তীর্ণাঃ লঙ্ঘিতাঃ জলধয়ঃ সমুদ্রাঃ যেন তাদৃশঃ। পুরা আগামিনি কালে, সপ্তদ্বীপাং জম্বুপ্লক্ষাদিদ্বীপসপ্তকযুতাং জয়তি নূনং জেষ্যতি। ইহ অত্রাশ্রমসত্ত্বানাং সিংহাদিজন্তূনাং প্রসভং বলাৎকাবেণ দমনাৎ শাসনাৎ অয়ং সর্বদমন ইত্যুচ্যতে ইতি শেষঃ। পুনঃ লোকস্য জনানাং ভুবনস্য বা ভরণাৎ রক্ষণাৎ পোষণাৎ বা ভরত ইতি আখ্যাং নাম যাস্যতি প্রাপ্স্যতি। অত্র পুরা জয়তি ইত্যাদিনা ভাবি-কালংকারঃ—"প্রত্যক্ষা ইব যত্রার্থা ক্রিয়ন্তে ভূতভাবিনঃ তদ্ভাবিম্" ইতি লক্ষণাৎ, কাব্যলিঙ্গং চ। শিখরিণী বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

মহাভারতে সর্বদমনকে যে কারণে "ভবত" বলা হয়েছে, এ নাটকে সে অর্থে তাকে 'ভরত' বলা হয়নি। মহাভারতে বলা হয়েছে,—"শাকুন্তলং মহাত্মানং দৌষ্যন্তিং ভর পৌরব। ভর্তব্যোঽহয়ং ত্বয়া যস্মাদস্মাকং বচনাদপি ॥ তস্মাদ্ ভবতু অয়ং নাম্না ভরতো নাম তে সুতঃ।" (আদিপর্ব) অর্থাৎ এ তোমার দ্বারা ভরণের যোগ্য, একে তোমার ভরণ করা কর্তব্য—এ অর্থ থেকেই এর নাম হয়েছে "ভরত"। আবার, বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে, প্রজাদের ভরণপোষণ করেন বলেই মনুকে 'ভরত' আখ্যা দিয়ে তারই নামানুসাবে "ভারতবর্ষ" নামকরণ করা হয়েছে।—"ভরণাচ্চ প্রজানাং বৈ মনুর্ভরত উচ্যতে। নিরুক্তবচনাচ্চৈব বর্ষং তদ্ভারতং স্মৃতম্ ॥" (বায়ুপুরাণ /৪৫(॥

অদিতিঃ—ভঅবং, ইমাএ দূহিদূমণোরহসংপত্তীএ কণ্ণো বি দাব সূদবিত্থারো করীঅদু। দুহিদুবচ্ছলা মেণআ ইহ এব্ব উপচরন্তী চিট্‌ঠদি। (ভগবন্, অনয়া দুহিতৃমনোরথসম্পত্ত্যা কণ্বঃ অপি তাবৎ শ্রুতবিস্তারঃ ক্রিয়তাম্। দুহিতৃবৎসলা মেনকা ইহ এব উপচরন্তী তিষ্ঠতি।)

শকুন্তলা—(আত্মগতম্) মনোরহো ক্খু মে ভণিদো ভঅবদীএ। (মনোরথঃ খলু মে ভণিতঃ ভগবত্যা।)

মারীচঃ—তপঃপ্রভাবাৎ প্রত্যক্ষং সর্বমেব তত্রভবতঃ।

রাজা—অতঃ খলু মম নাতিক্রুদ্ধো মুনিঃ।

মারীচঃ—তথাপ্যসৌ প্রিয়মস্মাভিঃ শ্রাবয়িতব্যঃ। কঃ কোঽত্র ভোঃ?

(প্রবিশ্য)

শিষ্যঃ—ভগবন্, অয়মস্মি।

মারীচঃ—গালব, ইদানীমেব বিহায়সা গত্বা মম বচনাৎ তত্রভবতে কণ্বায় প্রিয়মাবেদয়, যথা পুত্রবতী শকুন্তলা তচ্ছাপনিবৃত্তৌ স্মৃতিমতা দুষ্যন্তেন প্রতিগৃহীতেতি।

শিষ্যঃ—যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্।

(নিষ্ক্রান্তঃ)

সন্ধিবিচ্ছেদ—সর্বম্ + এব, ন + অতিক্রুদ্ধঃ, তথা + অপি + অসৌ, প্রিয়ম্ + অস্মাভিঃ, প্রিয়ম্ + আবেদয়, তৎ + শাপনিবৃত্তৌ, প্রতিগৃহীতা + ইতি।

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—অদিতিঃ—ভগবন্, অনয়া দুহিতৃসম্পত্ত্যা (ভগবান্ কন্যার অভিলাষ সিদ্ধির এ ঘটনা) কণ্বঃ অপি তাবৎ শ্রুতবিস্তারঃ ক্রিয়তাম্ (কণ্বকেও বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করুন।) দুহিতৃবৎসলা মেনকা (কন্যাবৎসলা মেনকা) ইহ এব উপচরন্তী তিষ্ঠতি (এখানেই আমাদের সেবাপরায়ণ হয়ে আছে।) শকুন্তলা—(আত্মগতম্—মনেমনে) ভগবত্যা মে মনোরথঃ খলু ভণিতঃ (ভগবতী আমার মনের কথাই বলেছেন।) মারীচঃ—তপঃপ্রভাবাৎ তত্রভবতঃ সর্বমেব প্রত্যক্ষম্ (তপস্যার প্রভাবে তাঁর কাছে সমস্তই প্রত্যক্ষ)। রাজা—অতঃ খলু (তাহলে নিশ্চয়ই) মম ন অতিক্রুদ্ধঃ মুনিঃ (ঋষি কণ্ব আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ নন)। মারীচঃ—তথাপি অসৌ (তবুও সে মুনিকে)

অস্মাভিঃ প্রিয়ং শ্রাবয়িতব্যঃ (এ প্রিয় সংবাদ আমাদেব জানানো উচিত।) কঃ কঃ অত্র **ভোঃ** (কে, এখানে কে আছে?) [প্রবিশ্য—প্রবেশ কবে] শিষ্যঃ—ভগবন্, অযম্ অস্মি (ভগবান্, এই আমি উপস্থিত)। মাবীচঃ—গালব, ইদানীমেব (গালব, এখনই) বিহাযসা গত্বা (আকাশপথে গিয়ে) মম বচনাৎ (আমাব বাক্যানুসাবে) তত্রভবতে কণ্বায (মাননীয কণ্বকে) প্রিযম্ আবেদয (এই প্রিয সংবাদ জানাও) যথা পুত্রবতী শকুন্তলা (যে পুত্রবতী শকুন্তলা) তচ্ছাপনিবৃত্তৌ (সেই শাপেব অবসানে) স্মৃতিমতা দুষ্যন্তেন (দুষ্যন্ত তাঁব স্মৃতি পুনর্লাভ কবায) প্রতিগৃহীতা ইতি (আবাব গৃহীত হযেছে)। শিষ্যঃ—যদ্ আজ্ঞাপযতি ভগবান্ (আপনি যা' আদেশ কবেন)। [নিষ্ক্রান্তঃ—নির্গত হলেন]

বঙ্গানুবাদ—অদিতি—ভগবান্, কন্যাব অভিলাষসিদ্ধিব এ ঘটনা কণ্বকেও বিস্তাবিতভাবে বিজ্ঞাপনেব ব্যবস্থা করুন। কন্যাবৎসলা মেনকা এখানেই আমাদেব সেবাপবাযণ হযে আছে।

শকুন্তলা (মনে মনে)—ভগবতী, আমাব মনেব কথাই বলেছেন।

মাবীচ—তপস্যাব প্রভাবে তাঁব কাছে সবই প্রত্যক্ষ।

বাজা—তাহলে নিশ্চযই ঋষি কণ্ব আমাব প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ নন।

মাবীচ—তবুও সে মুনিকে এ প্রিয সংবাদ আমাদেব জানানো উচিত। কে? এখানে কে আছ?

(প্রবেশ কবে)

শিষ্য—ভগবান্, এই আমি উপস্থিত।

মাবীচ—গালব, এখনই আকাশপথে গিযে আমাব বাক্যানুসাবে মাননীয কণ্বকে এই প্রিযবার্তা জানাও যে পুত্রবতী শকুন্তলা সেই শাপেব অবসানে দুষ্যন্ত তাঁব স্মৃতি পুনর্লাভ কবায আবাব গৃহীত হযেছে।

শিষ্য—আপনি যা' আদেশ কবেন। (নির্গত হলেন)।

মারীচঃ—বৎস, ত্বমপি সাপত্যদারঃ সখ্যুরাখণ্ডলস্য রথমারুহ্য-রাজধানীং প্রতিষ্ঠস্ব।

রাজা—যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্।

মারীচঃ—অপিচ,—

তব ভবতু বিড়ৌজাঃ প্রাজ্যবৃষ্টিঃ প্রজাসু
ত্বমপি বিততযজ্ঞ স্বর্গিণঃ প্রীণয়ায়ালম্।
যুগশতপরিবর্তানেবমন্যোন্যকৃত্যৈ-
র্নয়তমুভয়লোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ ॥ ৩৪ ॥

রাজা—ভগবন্, যথাশক্তি শ্রেয়সে যতিষ্যে।

সন্ধিবিচ্ছেদ—ত্বম্ + অপি, সখ্যুঃ + আখণ্ডলস্য, রথম্ + আরুহ্য, যদ্ + আজ্ঞাপয়তি, প্রীণয + অলম্, যুগশতপরিবর্তান্ + এবম্ + অন্যোন্যকৃত্যৈঃ + নয়তম্ + উভয়লোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ।

অন্বয়—বিড়ৌজাঃ তব প্রজাসু প্রাজ্যবৃষ্টিঃ ভবতু, ত্বমপি বিততযজ্ঞঃ স্বর্গিণঃ অলং প্রীণয, এবম্ উভয়লোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ অন্যোন্যকৃত্যৈঃ যুগশতপরিবর্তান্ নয়তম্ ॥

বাঙ্লা শব্দার্থ—মারীচঃ—বৎস ত্বমপি সাপত্যদারঃ (বৎস, তুমিও স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে) সখ্যুবাখণ্ডলস্য বথম্ আরুহ্য (বন্ধু দেবরাজ ইন্দ্রের রথে আরোহণ করে) বাজধানীং প্রতিষ্ঠস্ব (রাজধানীতে যাত্রা কর)। রাজা—যদ্ আজ্ঞাপয়তি ভগবান্ (আপনি যা' আদেশ করেন)। মারীচঃ—অপি চ (তাছাড়া), বিড়ৌজাঃ তব প্রজাসু প্রাজ্যবৃষ্টিঃ ভবতু (ইন্দ্র তোমার প্রজার মঙ্গলের জন্য প্রচুর বর্ষণ করুন), ত্বমপি বিততযজ্ঞঃ (তুমিও নিরন্তর যজ্ঞ করে) স্বর্গিণঃ অলং প্রীণয়ায় (দেবতাদের অত্যন্ত প্রীতি উৎপাদন কব)। এবম্ উভযলোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ অন্যোন্যকৃত্যৈঃ (এভাবে উভয় জগতের পারস্পরিক কল্যাণ বিধান করে) যুগশতপবিবর্তান্ নযতম্ (বহুযুগ রাজ্যশাসন কর)। বাজা—ভগবন্, যথাশক্তি শ্রেয়সে যতিষ্যে (ভগবান্, এ ব্যাপারে আমি যথাশক্তি যত্ন কবব)।

বঙ্গানুবাদ—মারীচ—বৎস, তুমিও স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে বন্ধু দেবরাজ ইন্দ্রের রথে আরোহণ করে বাজধানীতে যাত্রা কর।

রাজা—আপনি যা' আদেশ করেন।

মারীচ—তাছাড়া, ইন্দ্র তোমার প্রজার মঙ্গলের জন্য প্রচুর বর্ষণ করুন, তুমিও নিরন্তর যজ্ঞ করে দেবতাদের অত্যন্ত প্রীতি উৎপাদন কর। এ ভাবে উভয় জগতের পারস্পরিক কল্যাণ বিধান করে বহুযুগ রাজ্য শাসন কর।

রাজা—ভগবান্, এ ব্যাপারে আমি যথাশক্তি যত্ন করব ॥

মনোরমা—বিড়ৌজাঃ—বিড়তি ভিনত্তি রিপূন্ ইতি বিড্ + ক = বিড়ম্, ভেদকম্ ইত্যর্থঃ। বিড়ম্ ওজঃ যস্য, বহুব্রীহিঃ, বিড়ৌজাঃ। বিট্সু প্রজাসু মনুষ্যেষু বা ওজোঽস্য ইতি বিড়ৌজাঃ ইতি কেচিৎ। প্রাজ্যবৃষ্টিঃ—প্রকর্ষেণ অজ্যতে ইতি প্র-অঞ্জ্ + ক্যপ্ = প্রাজ্যা। প্রাজ্যা বৃষ্টিঃ যস্মাৎ, বহুব্রীহিঃ, সঃ। বিততযজ্ঞঃ—বিততাঃ যজ্ঞাঃ যেন সঃ বহুব্রীহিঃ। যুগশতপরিবর্তান্ = শত-সংখ্যকাঃ পরিবর্তা, শাকপার্থিবাদিবৎসমাসঃ, যুগানাং শতপরিবর্তাঃ, ষষ্ঠীতৎ। তান্ ॥

আশা—তবেতি। বিড়ৌজাঃ ইন্দ্রঃ তব প্রজাসু প্রাজ্যা প্রভূতা বৃষ্টিঃ যস্য সঃ প্রাজ্যবৃষ্টিঃ ভবতু। মঘবা শয্যায় ভুবি বৃষ্টিং পাতয়ৎ। ত্বমপি বিততাঃ বিস্তীর্ণাঃ সততমনুষ্ঠিতাঃ ইত্যর্থঃ যজ্ঞাঃ যেন সঃ বিততযজ্ঞঃ স্বর্গিণঃ নাকিনঃ দেবান্ ইতি যাবৎ অলম্ অত্যর্থং প্রীণয়। সততম্ ইজ্যানুষ্ঠানেন দেবানাং প্রীতিং বর্ধয়। এবম্ অনেন প্রকারেণ উভৌ লোকৌ স্বর্গমর্ত্যৌ তয়োঃ অনুগ্রহেণ মঙ্গলসাধনেন শ্লাঘনীয়ৈঃ প্রশংসনীয়ৈঃ অন্যোন্যকৃত্যৈঃ পরস্পরকার্যৈঃ যুগশতানাং পরিবর্তান্ অতিক্রমান্ নয়তং যাপয়তম্। বহুযুগানি ব্যাপ্য ভুবনদ্বয়স্য মঙ্গলং ভবদ্ভ্যাং বিধীয়তাম্। অত্র অন্যোন্যা অলংকারঃ,—"অন্যোন্যমুভয়োরেকক্রিয়ায়াঃ করণং মিথ" ইতি দর্পণলক্ষণাৎ। মালিনী চ বৃত্তম্ ॥

আলোচনা :

"তব ভবতু বিড়ৌজাঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি কয়েকটি সংস্করণে নেই। রাঘবভট্টও এ শ্লোকের টীকা রচনা করেননি। তাহলে কি এ শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে মেনে নিতে হবে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এ শ্লোকে যে ভাব ব্যক্ত হয়েছে, অনুরূপ ভাবের প্রকাশ মহাকবি কালিদাস বিরচিত অন্যান্য দৃশ্যকাব্য এবং শ্রব্যকাব্যে দুর্লভ নয়। যেমন কালিদাস রচিত "বিক্রমোর্বশীয়ম্" দৃশ্যকাব্যের পঞ্চম অংকে রয়েছে—

"ত্বৎকার্যং বাসবঃ কুর্যাৎ ত্বং চ তস্যেষ্টমাচরেঃ।
সূর্যঃ সমেধয়ত্যগ্নিমগ্নিঃ সূর্যং চ তেজসা ॥"

"তব কার্য করিবেন বাসব সাধন,
তুমিও করিবে তাঁর ইষ্ট আচরণ।

বর্ধন করেন সূর্য দেখ হুতাশনে,
অগ্নিও স্বকীয় তেজে বাড়ান তপনে ॥" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

আবার, "রঘুবংশম্" মহাকাব্যের প্রথম সর্গে আছে,—

"দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায়, মঘবা দিবম্।
সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্ ॥" (১/২৬(

অর্থাৎ রাজা দিলীপ যজ্ঞের জন্য দোহন করতেন পৃথিবীকে, আর শস্যের জন্য স্বর্গকে দোহন কবতেন ইন্দ্র। এরূপ সম্পদ্ বিনিময়ে উভয়ে স্বর্গ ও মর্ত্য উভয়ভুবনের পুষ্টি বিধান করতেন। এরূপ ভাবসাদৃশ্য থেকে উক্ত শ্লোকটি মহাকবি কালিদাসের রচিত কিনা বিচার্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, শ্রদ্ধেয় রমেন্দ্রমোহন বসু-কৃত সংস্করণে বলা হয়েছে,—"Its authenticity cannot be doubted."

মারীচঃ—বৎস, কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরোমি?

রাজা—অতঃপরমপি প্রিয়মস্তি? যদিহ ভগবান্ প্রিয়ং কর্তুমিচ্ছতি তর্হীদমস্তু—

(ভরতবাক্যম্)

**প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ ॥ ৩৫ ॥**

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

(সপ্তমোঽঙ্কঃ)

॥ সমাপ্তমিদমভিজ্ঞানশকুন্তলং নাম নাটকম্ ॥

সন্ধিবিচ্ছেদ—প্রিয়ম্ + উপকবোমি, অতঃপরম্ + অপি, তর্হি + ইদম্ + অস্তু, পরিগতশক্তিঃ + আত্মভূঃ, সপ্তমঃ + অঙ্কঃ, সমাপ্তম্ + ইদম্ + অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

অন্বয়—পার্থিবঃ প্রকৃতিহিতায় প্রবর্ততাম্, শ্রুতমহতাং সরস্বতী মহীয়তাম্। পরিগতশক্তিঃ আত্মভূঃ নীললোহিতঃ চ মম অপি পুনর্ভবং ক্ষপয়তু ॥ ৩৫ ॥

বাঙ্‌লা শব্দার্থ—মারীচঃ—বৎস, কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়ম্ উপকরোমি (বৎস, তোমার আর কোন্ প্রিয়কাজ আমি করতে পারি)। রাজা—অতঃপরম্ অপি প্রিযম্ অস্তি (এর পরেও আর কি প্রিয় কাজ থাকতে পারে)? যদিহ্ ভগবান্ প্রিয়ং কর্তুম্ ইচ্ছতি (এর পরও যদি ভগবান কিছু প্রিয় করতে চান) তর্হি ইদম্ অস্তু (তাহলে এই হোক্) [ভরতবাক্যম্—নাটকের অন্তিম মঙ্গল শ্লোক] পার্থিবঃ প্রকৃতিহিতায় প্রবর্ততাম্ (রাজা প্রজাসাধারণের কল্যাণের জন্য প্রবৃত্ত হোন্) শ্রুতমহতাং (শাস্ত্রজ্ঞানগরিষ্ঠ মহজ্জনের) সরস্বতী (বাণী) মহীয়তাম্ (পূজিত হোক্), পরিগতশক্তিঃ আত্মভূঃ নীললোহিতঃ (অনন্তশক্তির আধার স্বয়ম্ভূ নীললোহিত) মম অপি পুনর্ভবং ক্ষপয়তু (আমাব পুনর্জন্ম নিবারণ করুন)।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে—সকলের প্রস্থান)

বঙ্গানুবাদ—মারীচ—বৎস, তোমার আর কোন্ প্রিয়কাজ আমি করতে পারি?

রাজা—এব পরেও আর কি প্রিয় কাজ থাকতে পারে? এব পরও যদি ভগবান কিছু প্রিয়কাজ করতে চান, তাহলে এই হোক্। [ভরতবাক্যম্ অর্থাৎ নাটকের অন্তিম মংগল শ্লোক।]

রাজা প্রজাসাধারণের কল্যাণের জন্য প্রবৃত্ত হোন্। শাস্ত্রজ্ঞানগবিষ্ঠ মহজ্জনেব বাণী পূজিত হোক্। অনন্ত শক্তির আধার স্বয়ম্ভূ নীললোহিত আমাব পুনর্জন্ম নিবারণ করুন।

(সকলের প্রস্থান)

॥ সপ্তম অংক সমাপ্ত ॥

মনোরমা—প্রকৃতিহিতায় "তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্য"—এই বার্তিকসূত্র অনুসারে তাদর্থ্যে চতুর্থী। নীললোহিতঃ—নীলশ্চাসৌ লোহিতশ্চেতি, কর্মধা। পবিগতশক্তিঃ = পবিতঃ গতা, প্রাদিতৎ, পরিগতা শক্তিঃ যস্য সঃ, বহুব্রীহিঃ।

আশা—প্রবর্ততামিতি। পার্থিবঃ পৃথিব্যাঃ ঈশ্বরঃ, প্রকৃতীনাং প্রজানাং হিতায় কল্যাণং বিধাতুমিত্যর্থঃ, প্রবর্ততাং প্রবৃত্তো ভবতু অর্থাৎ প্রজানাং কল্যাণসাধনমেব রাজ্ঞঃ মুখ্যধর্ম অস্তু ইত্যাশয়ঃ। শ্রুতিভিঃ বেদবাক্যার্থপরিজ্ঞানৈঃ যে মহান্তঃ প্রসিদ্ধাঃ তেষাং বেদজ্ঞানসম্পন্নানাং বিপ্রাণাং ন তু বেদদ্বেষিপাখণ্ডানাম্ সরস্বতী বাণী মহীয়তাম্ পূজাং লভতাম্, অর্থাৎ লোকে বেদবিদ্যাযাঃ গৌরবং শাস্ত্রেষু বিশ্বাসশ্চ স্যাদিতি তাৎপর্যম্। "পরিতঃ গতাঃ" ব্যাপ্তাঃ সর্বব্যাপিন্যঃ ইত্যর্থঃ তাদৃশ্যঃ শক্তয়ঃ সামর্থ্যানি অষ্টমূর্তিরূপাণি যস্য তথাভূতঃ। অনেন সকল-ভুবনশাসনানুগ্রহসামর্থ্যং দ্যোত্যতে। আত্মনা স্বয়মেব ভবতি যঃ স আত্মভূঃ, নীলঃ কণ্ঠে লোহিতশ্চ কেশেষু নীললোহিতঃ, যদ্বা বামভাগে নীলঃ, দক্ষিণভাগে লোহিতঃ, অর্থাৎ মহাদেবঃ মমাপি দুষ্যন্তস্য, নাটককর্তুঃ মহাকবেঃ

কালিদাসস্য চ, পুনর্ভবং পুনর্জন্ম ক্ষপয়তু তত্ত্বজ্ঞানজননেন মুক্তিং প্রাপয্য নাশয়তু ইত্যর্থঃ। অত্র ক্রিয়াসমুচ্চয়ালংকারঃ। রুচিরা চ বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু—"জভৌ সজৌ গিতি রুচিরা চতুর্গ্রহৈঃ" ইতি ॥

আলোচনা :

(ক) সংস্কৃত নাটকের অন্তে প্রযুক্ত প্রশস্তিবাচক শ্লোকটিকে বলা হয় ভরতবাক্য। আচার্য ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্রে ভরতবাক্যের উল্লেখ নেই। তবে "নির্বহণ" নামক সন্ধির প্রশস্তি নামক অঙ্গের সঙ্গে ভরতবাক্যের মিল লক্ষ্য করা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, "নৃপদেবপ্রশান্তিশ্চ প্রশস্তিরভিধীয়তে"(২১/১০৫(। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথও আচার্য ভরতের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। এ প্রশস্তিবাক্য নাটকের সমাপ্তিতে যদি নাটকের কোন পাত্র-পাত্রী পাঠ করেন, তখন তাকে বলে প্রশস্তি, কিন্তু সূত্রধার যদি তা' পাঠ করেন, তাহলে তাকে বলা হয় 'ভরতবাক্য'। নাটকে বলা হয় ভরত, তাই ভরত বা নট তা' পাঠ করেন বলেই একে বলা হয় ভরতবাক্য ॥ 'নট' অর্থে ভরতশব্দের প্রয়োগ মহাকবিদের রচনায় দুর্লভ নয়। যেমন মহাকবি ভবভূতি তাঁর রচিত "মালতীমাধবম্" প্রকরণে বলেছেন,—"ভবভূতির্নাম কবিঃ নিসর্গসৌহৃদেন ভরতেষু বর্তমানঃ।" আবার, নাট্যশাস্ত্রে একটি নাটক মঞ্চে উপস্থাপনা করতে যাঁরাই তাতে সক্রিয়ভূমিকা গ্রহণ করেন সাধারণভাবে তাঁদের সকলকেই 'ভরত' বলা হয়েছে ॥

(সপ্তম অংক সমাপ্ত)

॥ অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামে নাটক এখানে শেষ হ'ল ॥

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

শ্রীমদভিজ্ঞানশকুন্তলায়াঃ বিধুভূষণগোস্বামিকৃতায়াং সরলা-টীকায়াম্

॥ সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥

[দানববিজয়াদনন্তরম্ উর্ব্বীং প্রতিযাস্যন্ নরপতিঃ (আকাশযানেন) বিমানেন প্রবিশতি।]

রাজা। অনুষ্ঠিতঃ কৃতঃ প্রতিপালিতঃ নিদেশঃ মঘবতঃ আদেশঃ যেন তথোক্তঃ, সৎক্রিয়া আদরঃ তস্য বিশেষঃ অতিশয়ঃ তস্মাৎ হেতোঃ, অনুপযুক্তম্ অযোগ্যং তাদৃশস্য আদরস্য অনর্হং মন্যে।

মাতলিঃ। উভয়ং ভবন্তং মঘবন্তঞ্চ। ভবান্ মরুত্বতঃ প্রতিপত্ত্যা প্রথমোপকৃতং লঘু মন্যতে, সঃ অপি ভবতঃ অবদানবিস্মিতঃ সৎক্রিয়াগুণান্ ন গণয়তি। ভবান্ মরুতঃ দেবাঃ সন্তি অস্য ইতি মরুত্বান্ তসৌ মত্বর্থে ইতি পদসংজ্ঞায়াঃ অভাবাৎ ন জশ্ত্বম্। ইন্দ্রঃ তস্য মরুত্বতঃ প্রতিপত্ত্যা গৌরবেণ সম্মাননয়া ইতি যাবৎ, সৎক্রিয়াদর্শনেন ইত্যর্থঃ প্রথমম্ উপকৃতং দানববধরূপং তৎ লঘু মন্যতে। এবংবিধস্য সৎকারস্য অযোগ্যঃ খলু সৎকৃতোঽসুরসংহারঃ ইতি ত্বং মন্যসে ॥ সঃ ইন্দ্রঃ অপি ভবতঃ অবদানেন বীবকর্ম্মণা অবদানং খণ্ডনে স্যাদতিবৃত্তে চ কর্মণি ইতি মেদিনী। বিস্মিতঃ বিস্ময়পরবশঃ সন্ ক্রিয়ায়া স্বকৃতায়াঃ গুণান্ উৎকর্ষান্ বিশেষান্ ইতি যাবৎ ন গণয়তি। বিস্ময়াপ্লুতঃ বিগলিতবেদ্যান্তরঃ আত্মকৃতাং সম্মাননাং যোগ্যাং ন মন্যতে। অবপূর্বাৎ দোচ্ছেদনে ইতি ধাতোঃ ল্যুট্ অবদানং দো লট্ দ্যতি, লিট্ দদৌ, লুঙ্ অদাৎ। যদ্বা দাপ ছেদনে ইতি ধাতোঃ ল্যুট্। দা লট্ দাতি, লিট্ দদৌ, লুঙ্ অদাসীৎ। বিয়োগিনী বৃত্তম্ লক্ষণমুক্তম্।

রাজা। মনোরথানাম্ অভিলাষাণাম্ অভূমিঃ অগোচরঃ। মনসাপি ভাবয়িতুং ন শক্যঃ। বিসর্জনস্য আমন্ত্রণস্য অবসরে সময়ে সৎকারঃ দ্যৌঃ ওকঃ যেষাং তে দিবৌকসঃ দেবাঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু পদমিদম্। যদ্বা দিবং স্বর্গঃ ওকঃ যেষাং তে দিবৌকসঃ। অর্ধম্ আসনস্য ইতি অর্ধাসনম্ "অর্ধং নপুংসকম্" ইতি সমাংশবাচিনা নপুংসকেন অর্ধশব্দেন সহ সমাসে পূর্বনিপাতঃ।

অন্তর্গতমিতি। অন্তর্গতপ্রধানম্ অন্তিকস্থং জয়ন্তম্ উদ্বীক্ষ্য কৃতস্মিতেন হরিণা আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা মন্দারমালা (মম) পিনদ্ধা। অন্তঃ হৃদয়ং গতা ইতি অন্তর্গতা হৃদি

স্থিতা প্রার্থনা মালাপ্রাপ্তীচ্ছা যস্য তম্ অন্তর্গতপ্রার্থনম্ অন্তিকস্থং সমীপস্থং স্বতনয়ং জয়ন্তম্ উদ্বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা বিজ্ঞায় ইত্যর্থঃ। কৃতং স্মিতং যেন তেন কৃতস্মিতেন ন তেঽভিলাষঃ পূর্ণো ভবিষ্যতি ইতি জ্ঞাপয়িতুমিব ঈষৎ হসতা হরিণা ইন্দ্রেণ, আমৃষ্টং সংঘর্ষণেন বিলুপ্তং যৎ বক্ষসঃ হরিচন্দনং বিলেপনার্থং প্রদত্তং হরিচন্দনানুলেপনং তদেব অঙ্কঃ চিহ্নং যস্যাঃ সা আমৃষ্টবক্ষোহরিচন্দনাঙ্কা মন্দারমালা মন্দারপুষ্পৈঃ গ্রথিতা স্রক্ অর্ধাসনোপবেশিতস্য মম কণ্ঠে ইতি শেষঃ পিনদ্ধা স্বয়ং পরিধাপিতা, অপিপূর্বাৎ নহ্যতেঃ কর্মণি ক্তঃ, বষ্টিভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োরিতি অকারলোপঃ পাক্ষিকঃ। পুত্রপ্রার্থনাং তিরস্কৃত্য যন্মহ্যম্ অর্ধাসনে উপবিষ্টায় মালাং স্বকণ্ঠাদ্ উন্মুচ্য প্রাদাৎ কিং তৎ মনসাপি চিন্তয়িতুং শক্যতে, অহো ময়ি দিবস্পতেরনুগ্রহঃ ইতি ভাবঃ। বিয়োগিনী বৃত্তম্, লক্ষণমুক্তম্।

মাতলিঃ। পুরা পুরুষকেশরিণঃ নখৈঃ অধুনা আনতপর্বভিঃ তব শরৈশ্চ উভয়ৈঃ. সুখপরস্য হরেঃ ত্রিদিবম্ উদ্ধৃতদানবকণ্টকং কৃতম্। পুরা কৃতযুগে পুরুষশ্চাসৌ কেশরী চেতি পুরুষকেশরী তস্য পুরুষকেশরিণঃ নৃসিংহস্য নখৈঃ নৃসিংহাবতার-ভাজঃ বিষ্ণোঃ হিরণ্যকশিপুঘাতিনঃ নখরৈঃ, অধুনা ইদানীং তব আনতানি ঋজুত্বাৎ সন্নতানি পর্বাণি গ্রন্থয়ঃ যেষাং তৈঃ আনতপর্বভিঃ শরৈঃ বাণৈঃ চ ইতি উভয়ৈঃ সুখপরস্য সুখাসক্তচেতসঃ হরেরিন্দ্রস্য ত্রিদিবং স্বর্গঃ উদ্ধৃতাঃ উন্মূলিতা দানবাঃ এব কণ্টকাঃ যস্মাৎ তৎ তথোক্তং নিষ্প্রত্যূহোপভোগমিত্যর্থঃ কৃতম্। অত্র প্রস্তুতস্য নৃপশরস্য অপ্রস্তুতস্য নৃসিংহনখস্য চ একধর্মান্বিসম্বন্ধত্বাৎ দীপকালংকারঃ। বৃত্তং দ্রুতবিলম্বিতম্।

রাজা। অত্র দানবজয়ে ইন্দ্রস্য এব মাহাত্ম্যং প্রশংসনীয়ম্। নিযোজ্যাঃ মহৎসু অপি কর্মসু সিধ্যন্তি ইতি যৎ তম্ ঈশ্বরাণাং সম্ভাবনাগুণমবেহি। অরুণঃ কিংবা তমসাং বিভেত্তা অভবিষ্যৎ চেৎ সহস্রকিরণঃ তং ধুরি ন অকরিষ্যৎ। নিযোজ্যাঃ ভৃত্যাঃ মহৎসু আয়াসসাধ্যেষু অপি কর্মসু কার্যেষু সিধ্যন্তি, কৃতার্থাঃ ভবন্তি ইতি যৎ তম্ ঈশ্বরাণাং প্রভূণাং সম্ভাবনায়াঃ গৌরবস্য গুণম্ অবেহি জানীহি, প্রবলশ্চেৎ নরপতিঃ তন্নামমহিম্না এব কার্যসিদ্ধি র্ভবতি, ন তত্র সেবকানাং কোঽপি গুণঃ, উক্তং চ "ব্যপদেশেঽপি সিদ্ধিঃ স্যাদতিশক্তে নরাধিপে।" এতদেব সমর্থয়িতুম্ উদাহরতি, কিংবেতি। অরুণঃ গরুড়াগ্রজঃ তমসাম্ অন্ধকারাণাং বিভেত্তা নাশকঃ কিং কথম্ অভবিষ্যৎ চেৎ যদি সহস্রং কিরণাঃ যস্য সঃ সহস্র-কিরণঃ সূর্যঃ তম্ অরুণং ধুরি স্বস্য যানাগ্রে ন অকরিষ্যৎ তমোনিরসনে সূর্যস্য অনুভাবস্য এব কর্তৃত্বম্ অরুণস্তত্র নিমিত্তমাত্রম্ ইত্যর্থঃ। যদ্বা সম্ভাবনায়াঃ অয়মত্র ব্যাপারে যোগ্যঃ ইত্যেবংবিধায়াঃ প্রভুকৃতায়াঃ সম্ভাবনায়াঃ গুণঃ ফলমিত্যর্থঃ যো যত্র কর্মণি প্রভুণা নিযুজ্যতে সোঽস্ব্যয়েনাপি তৎকর্ম সাধয়িতুং চেষ্টতে। তচ্চ চেষ্টিতং প্রভোঃ সম্ভাবনায়াঃ সমুত্থমিতি বা ব্যাখ্যানম্। বিশেষেণ সামান্যসমর্থনমর্থান্তর-ন্যাসঃ, দৃষ্টান্তঃ ইতি রাঘবভট্টঃ। ক্রিয়াতিপত্তৌ লৃঙ্। অত্র নঞ্সহিতায়াঃ ক্রিয়ায়াঃ

অতিপত্তিঃ। ধুরি অকরণস্য অতিপত্তিঃ (অসমাপ্তিঃ), ততো লৃঙ্। নিপূর্বাৎ যুজেঃ ণ্যৎ নিযোজ্যঃ "প্রযোজ্যনিযোজ্যৌ শক্যার্থে ইতি কুত্বাভাবঃ ॥

মাতলিঃ। সুখশীর্ষং জলেষু কম্ ইতি মেদিনী. ন কম্ অকং দুঃখং, নাস্তি অকং দুঃখং যত্র সঃ নাকঃ স্বর্গঃ তস্য পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতম্ ইতি নাকপৃষ্ঠপ্রতিষ্ঠিতম্, স্বর্গতলে সর্বত্র বহুলীভূতম্ ইত্যর্থঃ। অমী দিবৌকসঃ গীতক্ষমম্, অর্থজাতং বিচিন্ত্য কল্পলতাংশুকেষু সুরসুন্দরীণাং বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ বর্ণৈঃ ত্বচ্চরিতং লিখন্তি।

দ্যৌঃ ওকো যেষাং তে দিবৌকসঃ দেবাঃ গীতস্য ক্ষমং যোগ্যং অর্থজাতম্ অর্থসমূহং বিচিন্ত্য তব চরিতং গীতনিবদ্ধং কৃত্বা কল্পলতানাম্ অংশুকেষু কল্পবল্লরীসমুদ্ভূতেষু বসনেষু, সুরাণাং দেবানাং সুন্দর্য্যঃ নার্য্যঃ তাসাং বিচ্ছিত্তিঃ অঙ্গরাগঃ, তস্যাঃ শেষৈঃ অঙ্গরাগাদবশিষ্টৈঃ বর্ণৈঃ নীলপীতাদিভিঃ রাগৈঃ করণৈঃ তব চরিতং লিখন্তি। তব যশোগীতিং লিখন্তি ইত্যর্থঃ। সমৃদ্ধিমদ্বস্তুবর্ণনাদ্ উদাত্তালংকারঃ, বৃত্তমুপজাতিঃ।

মাতলিঃ। যঃ গগনপ্রতিষ্ঠাং ত্রিস্রোতসং বহতি, প্রবিভক্তরশ্মিঃ জ্যোতীংষি বর্তয়তি চ। তস্য পরিবহস্য দ্বিতীয়হরিবিক্রমনিস্তমস্কম্ ইমং মার্গং বদন্তি।

যঃ পরিবহাখ্যঃ বায়ুঃ গগনে ব্যোম্নি প্রতিষ্ঠাং স্থিতাং প্রতিপূর্বাৎ তিষ্ঠতেঃ কর্তবি ক্তঃ, ততঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। যদ্বা গগনে প্রতিষ্ঠা যস্যাঃ তাং ত্রীণি স্রোতাংসি প্রবাহাঃ যস্যাঃ তাং ত্রিস্রোতসং ত্রিপথগাং গঙ্গাং বহতি। প্রবিভক্তাঃ বিভজ্য প্রেরিতাঃ সমন্তাৎ বিসারিতাঃ রশ্ময়ঃ গ্রহনক্ষত্রাদীনাং কিরণাঃ যেন সঃ প্রবিভক্তরশ্মিঃ জ্যোতীংষি গ্রহাদীনি বর্তয়তি ভ্রময়তি, প্রগ্রহেণেবাশ্বানাং রশ্মিপ্রবিভাগেন গ্রহাদীনাং যদৃচ্ছাগমনং যো রুণদ্ধি ইত্যর্থঃ। তস্য পরিবহস্য বায়োঃ, দ্বিতীয়েন হরেঃ বামনাবতারভাজঃ বিষ্ণোঃ বিক্রমেণ পাদন্যাসেন নাস্তি তমঃ অংহঃ যত্র তং দ্বিতীয়হরিবিক্রমনিস্তমস্কং, শেষাদ্ বিভাষা ইতি কঃ। বিষ্ণুপাদস্পর্শেন অপহতপাপ্মান ইমং মার্গং বদন্তি পণ্ডিতাঃ ইতি শেষঃ। পরিবহস্য বর্ত্মনি বর্তামহে ইতি ভাবঃ। সমৃদ্ধিমদ্বস্তুবর্ণনাৎ উদাত্তালংকারঃ। বসন্ততিলকং বৃত্তম্। অত্র বামনপুরাণম্, —

> "ক্রমত্রয়ে তোয়মবেক্ষ্য দত্তং মহাসুরেন্দ্রেণ বিভুর্যশস্বী।
> চক্রে ততো লঙ্ঘয়িতুং ত্রিলোকং ত্রিবিক্রমং রূপমনন্তশক্তিঃ ॥
> কৃত্বানুরূপং দিতিজাংশ্চ হত্বা প্রণম্য চর্বীন্ প্রথমক্রমেণ।
> মহীং মহীধ্রৈঃ সহিতাং মহার্ণবাং জহার রত্নাকরপত্তনৈর্যুতাম্ ॥
> ততঃ সনাকং ত্রিদশাধিবাসং সোমার্কঋক্ষৈরভিনন্দিতং নভঃ।
> দেবো দ্বিতীয়েন জহার বেগাৎ ক্রমেণ দেবপ্রিয়মীশ্বুরীশ্বরঃ ॥

রাজা। আশ্চর্যং দর্শনং যস্য সঃ আশ্চর্যদর্শনঃ। উন্মজ্জতাং শৈলানাং শিখরাৎ মেদিনী অবরোহতি ইব। পাদপাঃ স্কন্দোদয়াৎ পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি। তনুভাবনষ্টসলিলাঃ আপগাঃ ব্যক্তিং ভজন্তি, পশ্য, উৎক্ষিপতা কেন ভুবনং মৎপার্শ্বে আনীয়তে ইব।

উন্মজ্জতাং, দূরত্বাৎ প্রাক্ পয়সি নিমগ্নানাম্ ইব, ইদানীং ক্রমেণ সন্নিহিততয়া দৃষ্টিপথং গচ্ছতাং প্রকটীভবতাম্ ইত্যর্থঃ, শৈলানাং শিখরাৎ শৃঙ্গাৎ মেদিনী পৃথিবী অবরোহতি দূরং গচ্ছতি ইব। অতিদবীয়স্ত্বয়া শৈলশিখরাণি ভূতলঞ্চ সমদেশবর্তীনি ইব দৃশ্যন্তে স্ম। ইদানীং শৈলানাং তুঙ্গত্বং পৃথ্বীতলস্য নিম্নত্বং চ পৃথক্ লক্ষ্যতে। পাদৈঃ মূলসংহতিভিঃ পিবন্তি ইতি পাদপাঃ বৃক্ষাঃ স্কন্ধানাং প্রকাণ্ডানাম্ উদয়াৎ আবির্ভাবাৎ পর্ণানাং পত্রাণাং অভ্যন্তরে লীনাঃ প্রচ্ছন্নাঃ তেষাং ভাবঃ, পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং তাং বিজহতি ত্যজন্তি। বৃক্ষাঃ প্রাক্ পর্ণরাশয়ঃ ইব লক্ষ্যমাণাঃ ইদানীং মূলাদারভ্য। সর্বৈরেবাবয়বৈরসং· কীর্ণমালোকনীয়তাং গতা ইত্যর্থঃ। তনূনাং ভাবঃ ইতি তনুভাবঃ সূক্ষ্মত্বং তেন নষ্টম্ অন্তর্হিতম্ অদর্শনং গতমিত্যর্থঃ, সলিলং যাসাং তাঃ তনুভাবনষ্টসলিলাঃ, দূরত্বাৎ অদৃশ্যমানসলিলাঃ রেখাঃ ইব প্রতীয়মানাঃ আপগাঃ নদ্যঃ সন্তানৈঃ পুনরপি অপাং বিস্তারৈঃ ব্যক্তিং প্রকাশতাং ভজন্তি প্রাপ্নুবন্তি। পুনরপি সজলাঃ দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ। পশ্য উৎক্ষিপতা উৎক্ষিপ্য ঊর্দ্ধমানতয়া কেনাপি জনেন ভুবনং পৃথিবীং মম পার্শ্বে আনীয়তে ইব। অতিবেগেন অধোঽবতরণাৎ পৃথ্বীতলস্য তাবতৈব জবেন বিপ্রতীপগমনং প্রতীয়তে ইতি উৎপ্রেক্ষালংকারঃ, শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্ ॥

রাজা। রথাঙ্গানাং চক্রাণাং নেময়ঃ প্রান্তভাগাঃ উপোঢঃ ধৃতঃ কৃতঃ ইত্যর্থঃ, শব্দঃ ভূমিসংঘর্ষজন্যঃ ধ্বনিঃ যাভিঃ তাঃ, উপোঢ়শব্দাঃ ন,—প্রবর্তমানম্ উক্ষিষ্ঠৎ রজঃ ধূলিপটলং চ ন দৃশ্যতে। অতএব নিরুন্ধতঃ অশ্বান্ সংযচ্ছতঃ তব রথঃ স্যন্দনঃ, নাস্তি ভূতলস্য স্পর্শঃ যস্য সঃ অভূতলস্পর্শঃ তস্য ভাবঃ তত্তা তয়া অভূতলস্পর্শতয়া পৃথিবীপৃষ্ঠেন, সহ সংসর্গাভাবাৎ, অবতীর্ণোঽপি, অবরূঢ়ঃ সন্নপি ন লক্ষ্যতে অবতীর্ণত্বেন ন পরিজ্ঞায়তে। লোকবিলক্ষণস্তে রথ ইতি ভাবঃ। বংশস্থবিলং বৃত্তম্, বিশেষোক্তি অলংকারঃ, লক্ষণং বিশেষোক্তিরখণ্ডেষু কারণেষু ফলাবচঃ ॥

মাতলিঃ। বল্মীকে বামলূরে পিপীলিকাকৃতমৃৎস্তূপে অর্ধং যথা তথা নিয়মা মূর্তিঃ শরীরং যস্য সঃ বল্মীকার্ধনিমগ্নমূর্তিঃ, বহুকালং ব্যাপ্য তপশ্চরন্নিতি তাৎপর্যম্, সন্দষ্টা সংলগ্না সর্পত্বক্ নির্মোকঃ যস্মিন্ তৎ তেন সন্দষ্টসর্পত্বচা উরসা বক্ষসা উপলক্ষিতঃ (ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া), জীর্ণানাং শুষ্কাণাং লতাপ্রতানানাং লতাসমূহানাং লতাসূক্ষ্মতন্তূনাং বা বলয়েন বেষ্টনেন, কণ্ঠে গলে (অবচ্ছেদে সপ্তমী) অত্যর্থং ভৃশং সম্পীড়িতঃ দৃঢ়ং নিবদ্ধঃ, অসৌ ব্যাপ্নোতি যৎ তৎ অংসব্যাপি স্কন্ধদেশং যাবৎ বিলক্ষমানং, শকুন্তানাং পক্ষিণাং নীড়ৈঃ কুলায়ৈঃ নিচিতং ব্যাপ্তম্ আকীর্ণমিতি যাবৎ জটামণ্ডলং বিভ্রৎ ধারয়ন্

স্থাণুঃ কীল ইব অচলঃ স্থিরঃ অসৌ মুনিঃ যত্র প্রদেশে অর্কস্য সূর্যস্য বিম্বং মণ্ডলম্ অভিলক্ষীকৃত্য ইতি অভ্যর্কবিম্বং সূর্যমণ্ডলম্ অভিলক্ষীকৃত্য স্থিতঃ তত্র প্রদেশে মারীচাশ্রমঃ ইতি বাক্যসমাপ্তিঃ। স্থাণুরিবেত্যুপমালংকারঃ, শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্।

অভ্যর্কবিম্বং may be taken either as a compound of the অব্যয়ীভাব kind, or as two words, অভি and অর্কবিম্বম্। In the first case, the rule that অভি and প্রতি are compounded with words signifying direction or mark, when the sense of "direction towards" is implied, is applied. In the second case, অর্কবিম্বম্ has the second case-ending in connection with অভি, which assumes the power of governing an accusative case, except in the sense of a part or proportion.

রাজা। সন্তঃ বিদ্যমানঃ কল্পবৃক্ষাঃ ইচ্ছাপূরকাঃ পাদপাঃ যস্মিন্ তস্মিন্ সৎকল্পবৃক্ষে বনে অনিলেন বায়ুনা ন তু খাদ্যেন প্রাণানাং বৃত্তিঃ বর্তনং ধারণ-মিত্যর্থঃ, উচিতা অভ্যস্তাঃ। সত্যপি অভিলাষানুরূপভোগ্যবস্তুপ্রদানক্ষমং দেবতরৌ অমী মুনয়ঃ ভোগবিমুখাঃ পরজ্যোতিঃসাক্ষাৎকারায় তপশ্চরন্তি। এবমুত্তরত্রাপি বিভাব্যম্। কাঞ্চনপদ্মানাং হেমকমলানাং রেণুভিঃ পরাগৈঃ কপিশে পিঙ্গলবর্ণে সুরভৌ চ ইতি বক্তব্যম্ তোয়ে জলাশয়ে ধর্মার্থম্ অভিষেকক্রিয়া স্নানকার্যং নিবর্ত্যতে ইতি শেষঃ। রত্নময়েষু শিলাতলেষু ধ্যানং পরমার্থচিন্তনং ন তু বিহারাদি। বিবুধানাং দেবানাং স্ত্রিয়ঃ তাসাং বিবুধস্ত্রীণাম্ অপ্সরসাং সন্নিধৌ সংযমঃ। ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ন তু ইন্দ্রিয়সেবা। অন্যে মুনয়ঃ তপোভিঃ তপঃপুণ্যৈঃ ইত্যর্থঃ যৎ যাদৃশং কল্পবৃক্ষাদিভোগসাধনান্বিতং স্থানং কাঙ্ক্ষন্তি অভিলষন্তি, তস্মিন্ স্থানে অমী মুনয়ঃ তপস্যন্তি তপঃ অনুতিষ্ঠন্তি। পাদত্রয়ে প্রতীয়মান-পরিসংখ্যালংকারঃ। অত্র স্থিতানাং মুনীনাম্ উৎকর্ষবর্ণনেন অন্যমুনিভ্যঃ ব্যতিরেকশ্চ ব্যজ্যতে। শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্ ॥

রাজা। [নিমিত্তং দক্ষিণবাহুস্পন্দরূপং শকুনম্] অহং মনোরথায় অভিলষিতায় শকুন্তলাসমাগমায় ন আশংসে, শকুন্তলাবিষয়কঃ মনোরথোঽপি কল্পয়িতুং ন শক্যঃ শকুন্তলাপ্রাপ্তিস্তু দূরাপাস্তা ইতি ভাবঃ। (মনোরথায় ইতি ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানমিতি চতুর্থী, যদ্বা মনোরথম্ অভীষ্টং বস্তু লব্ধুম্ ইতি ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ ইতি চতুর্থী)। (আশংসে ইতি আঙ্পূর্বাৎ শংসতেরিচ্ছায়া-মাত্মনেপদম্) কিং কিমর্থং হে বাহো বৃথা স্পন্দসে মুধা তে স্পন্দনম্ ইত্যর্থঃ। পূর্বম্ অবধীরিতং প্রত্যাখ্যাতং শ্রেয়ঃ মঙ্গলম্ দুঃখং পরিবর্ততে দুঃখরূপেণ পরিণতং ভবতি। অর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ।

রাজা। অয়ং বালঃ শিশুঃ স্ফুলিঙ্গস্য অবস্থা তয়া স্ফুলিঙ্গরূপেণ (প্রকৃত্যাদিভ্যশ্চেতি তৃতীয়া) স্থিতঃ এধং কাষ্ঠম্ অপেক্ষতে ইতি এধাপেক্ষঃ, বহ্নিঃ অনলঃ ইব মহতঃ তেজসঃ বীজম্ অঙ্কুরং মে মম সম্বন্ধে প্রতিভাতি প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ। অণুরপি বহ্নিস্ফুলিঙ্গঃ কাষ্ঠসংযোগেন যথা প্রবলঃ সর্ববস্তুদহনসমর্থঃ স্যাৎ, তথায়ং কুমারঃ কালেন বিশ্ববিজয়ী মহাবলো ভবিতা ইতি তাৎপর্যম্। উপমালংকারঃ ॥

রাজা। চক্রবর্তিনঃ সার্বভৌমস্য লক্ষণং চিহ্নম্ ইতি চক্রবর্তিলক্ষণম্।—

"অতিরিক্তঃ করঃ যস্য গ্রথিতাঙ্গুলিকী মৃদুঃ।
চাপাঙ্কুশাঙ্কিতঃ সোঽপি চক্রবর্তী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥"

প্রলোভ্যতে অনেন ইতি কৃত্যলুটো বহুলমিতি করণে যৎপ্রত্যয়ঃ। প্রলোভ্যং লোভনীয়ং লোভস্য বিষয়ীভূতম্ ইত্যর্থঃ যৎ বস্তু তস্য প্রণয়েন প্রার্থনয়া হেতুনা প্রসারিতঃ গ্রহণার্থং বিস্তাবিতঃ, জালবৎ গ্রথিতা অন্যোন্যসংশ্লিষ্টা অলভ্যাবকাশা ইত্যর্থঃ অঙ্গুলয়ঃ যস্য সঃ জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ তথোক্তঃ করঃ, হস্তঃ, ইদ্ধঃ রাগঃ যস্যাঃ তথা ইদ্ধরাগয়া প্রদীপ্তবর্ণয়া উজ্জ্বলয়া ইত্যর্থঃ নবয়া উষসা প্রভাতেন ভিন্নম্ উন্মীলিতং ন লক্ষ্যং পত্রাণাং দলানাম্ অনন্তরং বিবরং যস্য তৎ একং পঙ্কজং কমলম্ ইবি বিভাতি উপমালংকারঃ, বংশস্থবিলং বৃত্তম্।

রাজা। ধনং লব্ধারঃ ইতি ধনগণং লব্ধা ইতি যৎপ্রত্যয়ঃ, ধন্যাঃ পুণ্যবন্তঃ জনাঃ নাস্তি নিমিত্তং কারণং যেষাং তে অনিমিত্তাঃ তথোক্তাঃ হাসাঃ অনিমিত্তহাসাঃ তৈঃ অকারণহাসৈঃ দন্তাঃ মুকুলাঃ ইব ইতি দন্তমুকুলাঃ আলক্ষ্যাঃ ঈষদ্দৃশ্যাঃ দন্তমুকুলাঃ যেষাং তান্ আলক্ষ্যদন্তমুকুলান্, অব্যক্তৈঃ অবিস্পষ্টমুচ্চারিতৈঃ বর্ণৈঃ অক্ষরৈঃ রমণীয়াঃ শ্রুতিসুভগাঃ বচসঃ বাক্যস্য প্রবৃত্তিঃ প্রসরঃ যেষাং তান্ অব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্, স্খলদসমঞ্জসবাগ্ব্যাপারান্ অঙ্কস্য ক্রোড়স্য আশ্রয়ে আরোহণে প্রণয়িনঃ প্রার্থনারতঃ, উৎসঙ্গারোহণোৎসুকান্ তনয়ান্ পুত্রান্ বহন্তঃ ক্রোড়ে ধারয়ন্ত, তেষাং বালানাম্ অঙ্গ রজসা গাত্রপাংশুনা মলিনীভবন্তি রেণুগুণ্ঠিতত্বাৎ মালিন্যং ভজন্তে। পুত্রকৃতাম্ এব ঈদৃক্তনয়-সংস্পর্শসুখমিতি ভাবঃ। অধন্যোঽহম্ ইতি ব্যজ্যতে। পাদত্রয়ে স্বভাবোক্তিরলংকারঃ। বসন্ততিলকা-বৃত্তম্ ॥

তাপসী। ভদ্রং মুখং যস্য ইতি বিগ্রহে ভদ্রমুখঃ সৌম্যদর্শনঃ, যদ্বা ভদ্রেষু মুখম্ ইব ভদ্রমুখং তৎসম্বোধনে ভদ্রমুখ। দুঃখেন মোক্তুং শক্যঃ ইতি দুর্মোচঃ তাদৃশঃ হস্তগ্রহঃ যস্য তেন দুর্মোচহস্তগ্রহেণ, যস্মিন্ অঙ্গে মৃগশিশুরয়ং অনেন বালকেন করেণ গৃহীতঃ তদঙ্গং ময়া হস্তাৎ মোচয়িতুং ন শক্যতে। ডিম্বলীলা বালক্রীড়া তয়া বাধ্যমানঃ পীড্যমানঃ ক্লিশ্যমানঃ ॥

রাজা। আশ্রমস্য বিরুদ্ধাঃ প্রতিকূলাঃ বৃত্তিঃ ব্যবহারঃ আচারঃ ইতি যাবৎ যস্য তেন আশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা ত্বয়া জন্মতঃ প্রভৃতি বাল্যাদারভ্য ইত্যর্থঃ, সত্ত্বানাং প্রাণিনাং সংশ্রয়ঃ আশ্রমভূতঃ অতএব সুখঃ সুখকরঃ সংযমঃ অন্তঃশত্রূণাং নিগ্রহঃ হিংসোপরমঃ ইত্যর্থঃ, কৃষ্ণসর্পস্য, উগ্র বিষস্য সর্পভেদস্য শিশুনা চন্দনঃ দ্রুমঃ ইব কিমিতি তুষ্যতে মলিনিমানম্ আপাদ্যতে। চন্দনপক্ষে অপি বিশেষণং যোজ্যম্। উপমালংকারঃ, রথোদ্ধতা বৃত্তম্। লক্ষণম্—"রাৎ পরৈর্নরলগৈঃ রথোদ্ধতা।"

রাজা। যে পুরুবংশীয়াঃ নরপতয়ঃ পূর্ব্বং যৌবনে ক্ষিতেঃ পৃথিব্যাঃ রক্ষার্থং পালনায় রসৈঃ রাগাদিভিঃ মধুরাস্বাদৈশ্চ অধিকানি তেষু (রসাঃ অধিকাঃ যেষু তেষু ইতি বিগ্রহঃ, রাঘবভট্টেন কৃতঃ) ভবনেষু নিরাসম্ অবস্থানম্ উশন্তি কাময়ন্তে। পশ্চাৎ বার্ধক্যে নিয়তং ব্যবস্থিতং একং যতিব্রতম্ যেষু তানি তরুমূলানি বৃক্ষতলানি তেষাং রাজ্ঞাং অগৃহাণি গৃহাণি ভবন্তি ইতি গৃহীভবন্তি, তরুমূলানি এব তৈঃ আশ্রিয়ন্তে ইত্যর্থঃ। মালভারিণী বৃত্তম্। বিষমে সসজা যদা গুরু চেদ্‌সভবা যেন তু মালভারিণীয়ম্ ॥

রাজা। পরিধূসরে মলিনে বসনে উত্তরীয়ম্ অন্তরীয়কং চ বসানা আচ্ছাদয়ন্তী পরিদধানা ইতি যাবৎ, নিয়মেন ব্রতনিবন্ধনেন আচারেণ ক্ষামং ক্ষীণং কৃশমিতি যাবৎ মুখং যস্যাঃ সা নিয়মক্ষামমুখী পরিপাণ্ডুদুর্বলকপোলা ইত্যর্থঃ, স্বাঙ্গাচ্চোপসর্জ্জনাদ্ সংযোগোপধাদিতি পাক্ষিকঃ ঙীপ্, ধৃত একা বেণি যয়া সা ধৃতৈকবেণিঃ শুদ্ধং নির্মলং শীলং যস্যাঃ সা শুদ্ধশীলা পূতাচারা যা এষা শকুন্তলা অতিনিষ্করুণস্য অতিনিষ্ঠুরস্য মম দীর্ঘং ব্যাপি বিরহব্রতং বিভর্তি ধারয়তি। বিরহব্রতমিত্যত্র—"আর্তার্থে মুদিতে হৃষ্টা পোষিতে মলিনা কৃশা। মণ্ডনং বর্জয়েৎ নারী তথা প্রোষিতভর্তৃকা ॥ দেবতারাধনপরা তিষ্ঠেদ্ ভর্তৃহিতে রতা ॥" "ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্। হাস্যং পরগৃহে বাসং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা ॥"—ইত্যাদিসংহিতাপুরাণবচনানি দ্রষ্টব্যানি। যথাবদ্বস্তুবর্ণনাৎ স্বভাবোক্তিরলংকারঃ। অনুরূপো ভাবঃ উত্তরচরিতে,—

"পরিপাণ্ডুদুর্বলকপোলসুন্দরম্,
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্তিরিব বা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী ॥"

রাজা। সু শোভনং মুখং যস্যা সা সুমুখী, তৎসম্বোধনে, দিষ্ট্যা ভাগ্যেনৈব ত্বং স্মৃত্যা স্মৃতিশক্তেরাবির্ভাবেণ ভিন্নং নিরস্তং মোহতমঃ যস্য তস্য, স্মৃতিভিন্নমোহ-তমসঃ মোহ-ভ্রংশাদ্ উদ্বুদ্ধস্মরণস্য মে প্রমুখে পুরতঃ স্থিতাসি বর্তসে। এতদেব সোদাহরণং ব্যনক্তি। রোহিণী নক্ষত্রভেদঃ শশিনঃ চন্দ্রস্য উপরাগঃ গ্রহণং, তস্য অন্তে অবসানে যোগং সম্বন্ধম্ উপগতা প্রাপ্তা। গ্রহান্তে রোহিণ্যাঃ ইন্দোরিব মোহান্তে ত্বয়া মে সমাগমঃ সংবৃত্তঃ ইতি

সমুদিতোঽর্থঃ। মোহতমঃ ইত্যত্র মোহঃ তমঃ ইব ইতি উপমিতসমাসঃ, কার্যঃ রূপকসাধকপ্রমাণাভাবাৎ। "অর্থাভ্যাং যজ্জন্ত্যোম একবাক্যত্বাদিতি যৎ রাঘবভট্টেন উক্তং তন্ন বিচারসহম। অত্র বাক্যদ্বয়স্য ভিন্নত্বং স্বত এব অবভাসতে। একবাক্যত্বস্থাপনপ্রয়াসঃ কষ্টকল্পনাসাধ্যঃ এব। অতএব নাত্র নিদর্শনালংকারঃ, কিন্তু দৃষ্টান্তঃ। রোহিতশব্দস্য স্ত্রিয়াং রোহিণী, রোহিতা ইতি পদদ্বয়ং ভবতি।

রাজা। বাষ্পেণ দীর্ঘবিয়োগাদনন্তরং ঝটিতি ঘটনয়া পূর্বনিকারস্মরণেন চ যুগপৎ হর্ষকালুষ্যাদিভাবশবলত্বাৎ মুহুরুপচীয়মানেন অশ্রুসম্ভারেণ জয় ইতি শব্দে প্রতিষিদ্ধে নিবারিতে কণ্ঠে এব বিলীনে সতি ইত্যর্থঃ ময়া জিতম। প্রতিকূলচারিণ্যপি বাষ্পে ময়া জয়ো লব্ধঃ। যৎ যস্মাৎ অসংস্কারেণ সংস্কার-বিরহেণাপি পাটলং স্বভাবতাম্রম ওষ্ঠপুটং যস্মিন তৎ তাদৃশং তে মুখং দৃষ্টম। তব দর্শনেনৈব মে জয়ঃ ইত্যর্থঃ। বাক্যার্থস্য হেতুত্বেনোপন্যাসাৎ কাব্যলিঙ্গম অলংকারঃ ॥

রাজা। শোভনা তনুর্যস্যাঃ সা সুতনুঃ স্ত্রিয়াং মূর্তিস্তনুস্তনূরিত্যমরঃ। তৎ সম্বোধনে হে শকুন্তলে, তব হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশেন প্রত্যাখ্যানেন যৎ ব্যলীকং বিপ্রিয়ং দুঃখম ইত্যর্থঃ, তৎ অপৈতু দূরে প্রযাতু তদপ্রিয়ং বিস্মর ইত্যর্থঃ। তদা হস্তিনাপুরে ত্বদুপস্থাপনসময়ে মে মম কিমপি নিরতিশয়মিত্যর্থঃ বলবান অতি প্রবলঃ মনসঃ চিত্তস্য সম্মোহঃ অভূৎ, অতএব ত্বং প্রত্যাখ্যাতা অভূঃ। শুভেষু বিষয়ে প্রবলং তমঃ অজ্ঞানং ভ্রমনিবন্ধনং যেষাং তেষাং প্রবলতমসাং মোহাচ্ছন্নানাং প্রায়েণ এবম ইতি এবংপ্রায়াঃ (সুপ্‌সুপেতি সমাসঃ) ঈদৃশ্যঃ বৃত্তয়ঃ আচারাঃ ভবন্তি। মূঢা হি শুভানি অপি নাদ্রিয়ন্তে (ইতি সামান্যেন সমর্থনাৎ অর্থান্তর-ন্যাসঃ) তত্র দৃষ্টান্তমুদাহরতি। অন্ধঃ চক্ষুর্ভ্যাং হীনো জনঃ শিরসি ক্ষিপ্তাং ন্যস্তাং স্রজং মালামপি অহেঃ শঙ্কা তয়া সর্পভ্রমেণ ধুনোতি, কম্পয়তি শিরশ্চলনেন দূরে নিক্ষিপতি ইত্যর্থঃ। "নৈসর্গিকীসুরভিণঃ কুসুমস্য সিদ্ধা মূর্ধ্নি স্থিতি র্ন চরণৈরবতাডনানি" ইতি জানন্নপি যদহং ত্বাং নিরাকৃতবান তত্র বলবান মোহ এব হেতুঃ, অতঃ ক্ষন্তব্যঃ সোঽপরাধ ইতি ভাবঃ ॥

রাজা। ময়া পূর্বং তদা ইত্যর্থঃ বদ্ধাঃ বিন্দবঃ যেন সঃ বিন্দুক্রমেণ পতন্ ইত্যর্থঃ, অধরং পরিবাধমানঃ উৎপীডয়ন্ বিমলে সুকুমারে চ অধরে পতিত্বা উষ্ণত্বাৎ তস্য ম্লানিমাপাদয়ন্ যস্তে বাষ্পঃ অশ্রুনিচয়ঃ মোহাৎ স্মৃতিভ্রংশাৎ উপেক্ষিতঃ ন প্রমৃষ্টঃ অদ্য আকুটিলেষু অরালেষু পক্ষ্মসু নেত্রলোমসু বিলগ্নং শষ্পেষু নীহারবিন্দুমিব, পক্ষ্মসু সংলগ্নং তং তজ্জাতীয়ং বাষ্পং প্রমৃজ্য বিশোষ্য বিগতঃ দূরীভূতঃ অনুশয়ঃ পশ্চাত্তাপঃ যস্য সঃ বিগতানুশয়ঃ [illegible] ইত্যর্থঃ ভবানি।

মারীচঃ। হে দক্ষকন্যে অদিতে রণশিরসি রণমূর্ধনি তে তব পুত্রস্য ইন্দ্রস্য অগ্রযায়ী অগ্রেসরঃ দুষ্যন্ত ইতি অভিহিতঃ কথিতঃ দুষ্যন্তাখ্যঃ অয়ং ভুবনস্য পৃথিব্যাঃ ভর্তা পতিঃ যস্য চাপেন ধনুষা বিনিবর্তিতং নির্বিষয়ীকৃতং সমাপিতমিত্যর্থঃ কর্ম দৈত্যবধরূপং কার্যং যস্য তৎ বিনিবর্তিতকর্ম কোটয়ঃ তীক্ষ্ণাগ্রাণি বিদ্যন্তে যস্য তৎ কোটিমৎ মঘোনঃ ইন্দ্রস্য তৎ প্রসিদ্ধং কুলিশং বজ্রম্ আভরণং নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ ছত্রচামরাদিবৎ পরিচ্ছদতুল্যং জাতম্। রূপকালংকারঃ, স চ অতিশয়োক্ত্যুজ্জীবিতঃ। বসন্ততিলকাবৃত্তম্ ॥

রাজা। মুনয়ঃ মহর্ষয়ঃ ব্যাসাদয়ঃ যৎ দ্বন্দ্বম্ অদিতিকশ্যপরূপং মিথুনং দ্বাদশধা স্থিতস্য প্রতিমাসমাদিত্যভেদাৎ দ্বাদশাত্মকতয়া স্থিতস্য দ্বাদশমূর্তিধরস্য তেজসঃ সূর্যস্য কারণম্ উৎপত্তিস্থানমাহুঃ বদন্তি। উক্তং চ ভারতে "অদিত্যাং দ্বাদশাদিত্যাঃ সম্ভূতাঃ ভুবনেশ্বরাঃ", যৎ মিথুনং ভুবনানাং স্বর্গাদীনাং লোকানাং ত্রয়স্য ভর্তারং স্বামিনং যজ্ঞস্য যজ্ঞে বা ভাগঃ অংশঃ যেষাং তে যজ্ঞভাগাঃ দেবাঃ তেষাম্ ঈশ্বরঃ তম্ ইন্দ্রম্ সুষুবে জনয়ামাস। আত্মনা ভবতি ইতি আত্মভবঃ স্বয়ম্ভূঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ বিষ্ণুঃ ভবায় উৎপত্তয়ে বামনরূপমাস্থায ভবিতুমিত্যর্থঃ যস্মিন্ দ্বন্দ্বে স্ত্রীপুংসযুগলে আস্পদং স্থানং চক্রে। যস্মাৎ মিথুনাৎ বামনরূপেণোৎপন্নঃ ইত্যর্থঃ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে—"মন্বন্তরে চ সংপ্রাপ্তে তথা বৈবস্বতে দ্বিজ। বামনঃ কশ্যপাৎ বিষ্ণুবদিত্যাং সংবভূব হ ॥" দক্ষশ্চ মরীচিশ্চ তৌ দক্ষমরীচৌ তাভ্যাং সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ যস্য তৎ দক্ষমরীচিসম্ভবং স্রষ্টুঃ বেধসঃ একম্ অন্তরং ব্যবধানং যস্য তৎ একান্তরং একেন পুরুষেণ ব্যবহিতং তৎ ইদং দ্বন্দ্বং যুগলম্। অত্র বিষ্ণুপুরাণম্—"তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি। আর্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পুষা তথৈব চ ॥ বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ। অংশুর্ভগশ্চাদিতিজ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ শার্দূলবিক্রীড়িতং বৃত্তম্। আস্পদং তু প্রতিষ্ঠায়ামিতি সুডাগমঃ আঙ্পূর্বাৎ পদধাতোঃ যঃ ॥

মারীচঃ। আখণ্ডযতি ভেদয়তি পর্বতান্ ইতি আখণ্ডলঃ (খণ্ডধাতোঃ কলচ্) ইন্দ্রঃ তেন সমঃ তুল্যঃ ভর্তা স্বামী, পতিরিন্দ্রতুল্যপ্রভাবঃ সুতঃ পুত্রঃ জয়ন্তেন পাকশা প্রতিমা সাদৃশ্যং যস্য সঃ জয়ন্তপ্রতিমঃ। অতঃ তে তব সম্বন্ধে অন্যা আশীঃ ন যোগ্যা ত্বং পুলোম্নঃ জাতা ইতি পৌলোমী শচী তযা সদৃশী তুল্যা ভব। আঙ্পূর্বাৎ শাসধাতোঃ ভাবে ক্বিপ্ আসীঃ ইষ্টাভিপ্রাযাবিষ্করণম্। পুলোমা দৈত্যভেদঃ, অপত্যার্থে অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (পুলোমন্ + অণ্ + ঙীষ্) ॥

অদিতিঃ। ভর্তুবিতি ক্তস্য চ বর্তমানে ইতি কর্তরি ষষ্ঠী। উভে কুলে ইতি উভয়কুলে, মাতৃকুলং পিতৃকুলং চ তয়োঃ নন্দনঃ প্রীতিবর্ধনঃ। নন্দযতি ইতি কর্তরি ল্যুপ্রত্যয়েন নন্দনঃ।

মারীচঃ। দিষ্ট্যা সাধ্বী শকুন্তলা, ইদং সৎ অপত্যং ভবান্ চ শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিঃ চ ইতি ত্রিতয়ং সমাগতম্। দিষ্ট্যা সৌভাগ্যেন সাধ্বী পতিব্রতা ইয়ং শকুন্তলা শোভনম্ ইদম্ অপত্যং পুত্রঃ ভবান্ চ শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ শাস্ত্রে বিশ্বাসঃ, বিত্তং ধনম্, বিধিঃ শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানং ইতি ত্রিতয়ং সমাগতম্। শ্রদ্ধাপূর্বকঃ শাস্ত্রোক্তকর্মার্থং ধনবিসর্গঃ যথা শোভতে তথা দারকেণ সহ পিত্রোরয়ং যোগঃ নিতরাং শোভনঃ ইতি ঔপম্যে পরিণামাৎ নিদর্শনা অলংকারঃ।

রাজা। দর্শনমনু ইষ্টসিদ্ধেঃ সম্ভবে সিদ্ধে তদন্যথাভাবাৎ অপূর্বত্বমিতি প্রপঞ্চয়ন্নাহ— উদেতি ইতি। পূর্বং প্রাগেব কুসুমং পুষ্পম্ উদেতি উৎপদ্যতে. ততঃ পুষ্পোৎপত্তেঃ অনন্তরম্ এবং ফলং জায়তে নতু পুষ্পোদয়াৎ প্রাক্। তথা প্রাক্ ঘনানাং মেঘানাম্ উদয়ঃ আবির্ভাবঃ, তদনন্তরং পয়ঃ জলং বর্ষণম্ ইত্যর্থঃ ভবতি। নিমিত্তং কারণং নৈমিত্তিকং কার্যম্ তয়োঃ নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োঃ হেতুহেতুমতোঃ অয়মেব ক্রমঃ পৌর্বাপর্যরূপা এষা রীতিঃ কারণম্ অনু কার্যং সম্পদ্যতে ন ক্বাপি তস্য বিপর্যয়ঃ। কিন্তু তব প্রসাদস্য অনুগ্রহস্য পুরঃ অগ্রে সম্পদঃ তবানুগ্রহরূপাৎ নিমিত্তাৎ প্রাগেব সাপত্যদারসমাগমরূপং কার্যং সমুৎপন্নমিতি প্রসিদ্ধক্রমস্য বিপর্যয়ঃ। অতিশয়োক্তিরলংকারঃ, তৃতীয়চরণে অর্থান্তরন্যাসঃ, বংশস্থবিলং বৃত্তম্ ॥

রাজা। আজ্ঞাং করোতি যা সা আজ্ঞাকারী দাসী। গন্ধর্বাণাম্ অয়ং ইতি গান্ধর্ব্বঃ তেন গান্ধর্বেণ, অন্যোন্যরুচিসম্পন্নেন। কস্যচিৎ কালস্য অনন্তরম্ ইত্যধ্যাহারেণ তদ্‌যোগে ষষ্ঠী। স্মৃতেঃ শৈথিল্যং মান্দ্যং তস্মাৎ স্মৃতিশৈথিল্যাৎ স্মৃতিভ্রংশাৎ প্রত্যাদিশন্, অস্বীকুর্বন্ প্রত্যাচক্ষাণঃ ইতি যাবৎ। সমানং গোত্রং যস্য সঃ সগোত্রঃ একান্বয়ঃ। (বংশস্য আদিপুরুষেণ সহ বংশস্থ সগোত্রত্বাভিধানে ন কশ্চিৎ বিরোধঃ। অতঃ ন্যায়পঞ্চাননচরণৈঃ যুষ্মৎগোত্রস্য ইতি পাঠে যো দোষো দৃষ্টঃ স দোষপদবীং নাবতরতি)। কণ্বস্য ইতি সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া ষষ্ঠী, কণ্বায় ইতি চতুর্থী সাধীয়সী। পূর্বম্ ঊঢ়া ইতি ঊঢ়পূর্বা ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ ইতি সমাসঃ চরট্ ভূতপূর্বে ইতি নির্দেশাৎ পূর্বশব্দস্য পরনিপাতঃ। চিত্রং বিস্ময়করম্। যথা সমক্ষরূপে (গজে) গজঃ ন ইতি (প্রতীতিঃ), তস্মিন্ অতিক্রামতি সংশয়ঃ স্যাৎ। পদানি দৃষ্ট্বা তু প্রতীতিঃ ভবেৎ তথাবিধঃ মে মনসঃ বিকারঃ ॥

সমক্ষম্ অক্ষিসঙ্গতং নয়নবিষয়ঃ ইত্যর্থঃ রূপম্ আকৃতিঃ যস্য তস্মিন্ সমক্ষরূপে গজে সতি অয়ং গজঃ ন ভবতি ইত্যাকারং জ্ঞানং ভবতি, তস্মিন্ গজে অতিক্রামতি চক্ষুর্বিষয়মতীত্য গচ্ছতি সতি সংশয়ঃ সন্দেহঃ স্যাৎ গচ্ছন্ অয়ং জন্তুঃ গজ ইব লক্ষ্যতে কিময়ং গজো বা ইতি সন্দেহঃ ভবেৎ তস্য দূরপ্রয়াতস্য ইতি ভাবঃ পদানি চরণচিহ্নানি দৃষ্ট্বা কিন্তু প্রতীতিঃ গজোঽহয়মিতি নিশ্চয়াত্মকং জ্ঞানং ভবতি যথা, মে মম মনসঃ চিত্তস্য অপি তথাবিধঃ বিকারঃ ভ্রমঃ। শকুন্তলায়াং সমাগতায়াং নেয়মূঢ়পূর্বাম্ ইতি দৃঢ়া

প্রতীতিঃ অভূৎ, অতিযত্যাং তস্যাং "বলবত্তু দূযমানং প্রত্যাযযতীব মাং হৃদযম" ইতি পবিগ্রহত্বানুকূলঃ সন্দেহঃ সমুৎপন্নঃ। স্মবণার্থং প্রদত্তস্য অঙ্গুলীযকস্য দর্শনেন চ সত্যমিযং মে ধর্মদাবাঃ ইতি নিঃসংশযং মানমুদপাদি, তদযং মে কশ্চিৎ চেতসঃ ব্যামোহঃ এব। নিদর্শনা অলংকাবঃ, বৃত্তমুপজাতিঃ।

মাবীচঃ। সম্মোহঃ ভ্রমঃ উপপন্নঃ যুক্তঃ। শাপহেতুকত্বাৎ সম্মোহস্য ন তে কশ্চিৎ অপবাধঃ। অপ্সবসাং সান্নিধ্যাৎ যৎ তীর্থম্ অপ্সবস্তীর্থমিতি বিশ্রুতং তত্র অবতবণং স্বকর্তব্যপালনার্থম্ আকাশাৎ অববোহণং তস্মাৎ অনন্তবম ইত্যর্থঃ মেনকা কাতবীভূতাং স্বকন্যাম আদায ইতি অন্বযঃ। ধ্যানাৎ প্রণিধানাৎ অবগতঃ জ্ঞাতবান। অঙ্গুলীযকস্য দর্শনেন অবসানম অন্তঃ যস্য সঃ অঙ্গুলীযকদর্শনা-বসানঃ।

বাজা। (উচ্ছ্বাসেন দীর্ঘনিঃশ্বাসেন সহ ইতি সোচ্ছ্বাসং হৃদযাৎ গুব ভাবাপগমেন আঃ ইতি উক্তবা দীর্ঘনিঃশ্বাসম সুখেন উৎসৃজ্য) বচনীযাৎ নিন্দাযাঃ অকাবণপবিত্যাগী ধর্মদাবাণাম ইতি কৌলীনাৎ ॥

মাবীচঃ। বিদিতঃ অর্থঃ ভূতার্থঃ যযা সা বিদিতার্থা। সহ ধমং চবতি যঃ সঃ সহধর্মচাবী স্বামী, শাপাৎ দুর্বাসসঃ ক্রোধনিমিত্তাৎ ভতবি স্বামিনি স্মৃতেঃ স্মবণশক্তে বোধাৎ ব্যাহতত্বাৎ রুক্ষে নিদয়ে সতি স্মৃতিভ্রংশাৎ ত্বাং পবপবিগ্রহং মত্বা নিঃস্নেহে সতি ত্বং প্রতিহতা নিবাকৃতা অসি। অপেতম অপগতং তমঃ স্মৃতিলোপজন্যঃ মোহঃ যস্মাৎ তস্মিন্ অপেততমসি পুনঃপ্রাপ্তস্মৃতৌ তস্মিন ভতবি তবৈব ন তু অন্যস্যাঃ প্রভূতা ঈশিত্বম্। মলেন কুতোঽপি নিমিত্তাৎ সমুৎপন্নেন দোষেণ উপহতঃ লুপ্তঃ প্রসাদঃ নৈর্মল্য স্বচ্ছতা ইতি যাবৎ যস্য তস্মিন মলোপহতপ্রসাদে কালুষ্যং ভজমানে দর্পণতলে মুকুরে ছাযা প্রতিবিম্বং ন মূর্চ্ছতি ন প্রতিফলতি। শুদ্ধে দোষাদিশূন্যে বিমলে তু তস্মিন আদর্শে সুলভঃ সুকবঃ অবকাশঃ অবসবঃ বিম্বপাতঃ ইত্যর্থঃ যস্যাঃ সা সুলভাবকাশা। মলিনে মুকুবে প্রতিবিম্বং ন পততি, নির্মলে তু পততি। তদ্বৎ স্মৃতিভ্রংশবতি প্রিয়ে তবাধিকাবঃ নাসীৎ ইদানীং পুনরুপলব্ধস্মৃতৌ তস্মিন্ তবৈব প্রভুত্বম। দৃষ্টান্তা লংকাবঃ, বসন্ততিলকাবৃত্তম

মাবীচঃ। নাস্তি প্রতিবথঃ প্রতিদ্বন্দ্বী যস্য সঃ অপ্রতিবথঃ জগতি একবীবঃ অযং তে পুত্রঃ অনুদ্ধাতা প্রতিবন্ধকবহিতা যদ্বা অনুদ্ধাতেন প্রতিবন্ধাভাবেন স্তিমিতা অচঞ্চল গতিঃ যস্য তেন বথেন তীর্ণাঃ অতিক্রান্তাঃ জলধযঃ সমুদ্রাঃ যেন সঃ তীর্ণজলধি লঙ্ঘিতোদধিঃ পুবা অগ্রে সপ্ত দ্বীপাঃ যস্যাং তাং সপ্তদ্বীপাং বসুধাং পৃথিবী জযতি জেষ্যতি (প্রত্যক্ষা ইব যত্রার্থাঃ ক্রিযন্তে ভূতভাবিনঃ ইতি লক্ষণাৎ অত্র

ভাবিকালংকারঃ) ইহ তপোবনে সত্ত্বানাং জন্তূনাং প্রসভেন বলেন দমনাৎ শাসনাৎ অয়ং সর্বদমনঃ সর্বদমনসংজ্ঞয়া অভিধীয়তে। লোকস্য জগতঃ ভরণাৎ পালনাৎ অয়ং পুনর্ভরত ইতি আখ্যাং নাম যাস্যতি প্রাপ্স্যতি।

মারীচঃ। অপত্যং চ দারাশ্চ তে অপত্যদারাঃ, স্বস্য অপত্যদারাঃ ইতি স্বাপত্য-দারাঃ, তৈঃ সহিতঃ ইতি স্বাপত্যদারসহিতঃ। রাজধানীমিতি উদ্দিশ্যেতিক্রিয়ায়াঃ কর্ম। তদ্বা, "দেশকালভাবাধ্বগন্তব্যাঃ, কর্মসংজ্ঞা হ্যকর্মণাম্" ইতি অকর্মকস্যাপি তিষ্ঠতেঃ কর্মণি দ্বিতীয়া।

অপি চেতি—বিড়ৌজাঃ তব প্রজাসু প্রাজ্যবৃষ্টিঃ ভবতু ত্বমপি বিততযজ্ঞঃ স্বর্গিণঃ অলং প্রীণয়, এবম্ উভয়লোকানুগ্রহশ্লাঘনীয়ৈঃ অন্যোন্যকৃত্যৈঃ যুগশতপরিবর্তান্ নয়তম্। বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি ইতি বিট্ ব্যাপকম্ ওজঃ প্রভাবঃ যস্য সঃ, বিড়ৌজাঃ পৃষোদরদিত্বাৎ সাধুঃ। মঘবা তব প্রজাসু প্রাজ্যা প্রভূতা বৃষ্টিঃ যস্য সঃ প্রাজ্যবৃষ্টিঃ ভবতু। মঘবা শস্যায় ভুবি বৃষ্টিং পাতয়ৎ। ত্বমপি বিততাঃ বিস্তীর্ণাঃ সততমনুষ্ঠিতাঃ ইত্যর্থঃ যজ্ঞাঃ যেন সঃ বিততযজ্ঞঃ স্বর্গিণঃ নাকিনঃ দেবান্ ইতি যাবৎ অলম্ অত্যর্থং প্রীণয়। সততম্ ইজ্যানুষ্ঠানেন দেবানাং প্রীতিং বর্ধয়। এবম অনেন প্রকারেণ উভৌ লোকৌ স্বর্গমর্ত্যৌ তয়োঃ অনুগ্রহেণ মঙ্গলসাধনেন শ্লাঘনীয়ৈঃ প্রশংসনীয়ৈঃ মহনীয়ৈরিতি যাবৎ অন্যোন্যকৃত্যৈঃ পরস্পরকার্যৈঃ যুগশতানাং পরিবর্তান্ অতিক্রমান্ নয়তম্ যাপয়তম। বহুযুগানি ব্যাপ্য ভুবনদ্বয়স্য মঙ্গলং ভবদ্ভ্যাং বিধীয়তাম্। মালিনীবৃত্তম্। আঙ্পূর্বাদঞ্জেঃ ক্যপ্ অনিদিতামিতি ন লোপে আজ্যমিতি রূপসিদ্ধিঃ ॥

রাজা। শক্তিমনতিক্রম্য ইতি যথাশক্তি (অব্যয়ীভাবঃ)। শ্রয়সে, শ্রেয়ো বিধাতু-মিত্যর্থঃ, ক্রিয়ার্থোপপদস্যেত্যাদিনা চতুর্থী

অথ নাট্যাবসত্নে ইব নাট্যসমাপ্তৌ মঙ্গলং বিশ্বজনীনং প্রস্তুবন্ অভিমত-দেবতামভিষ্টৌরেনাপুনর্ভবং যস্য প্রার্থনা—প্রবর্ততামিতি ভরতবাক্যম্ প্রস্তাবনানন্তরং নটবাক্যাভাবাদত্র ভরতবাক্যমিত্যুক্তিঃ। পৃথিব্যাঃ ঈশ্বরঃ ইতি পার্থিবঃ রাজা প্রকৃতীনাং প্রজানাং হিতায় মঙ্গলায় হিতং বিধাতুমিত্যর্থঃ প্রবর্ততাং, লোকাভ্যুদয়সাধনমেব নরপতে মুখ্যো ব্যাপারঃ অস্তু। শ্রুতেন শাস্ত্রজ্ঞানেন মহান্তঃ তেষাং শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্নানাং বিদুষাং নতু ধনিকানামিতি ভাবঃ, সরস্বতী বাণী মহীয্যতাম্। বিদ্যায়াঃ এব গৌরবং সর্বত্র ভবতু ইতি তাৎপর্যম্। পরিগতাঃ শক্তয়ঃ যেন সঃ পরিগতশক্তিঃ অনন্তশক্তীনামাধারঃ, যদ্বা শক্ত্যা প্রকৃত্যা মায়য়া উমাখ্যয়া উপেতঃ আত্মনা ভবতি ইতি আত্মভূঃ কণ্ঠে নীলঃ কেশেষু লোহিতঃ ইতি নীললোহিতঃ শিবঃ মম পুনঃ ভবঃ ইতি পুনর্ভবঃ "সহসুপেতি" সমাসঃ তং পুনর্ভবং পুনরুৎপত্তিং ক্ষপয়তু নাশয়তু মোক্ষং মে বিদধাৎ। রুচিরাবৃত্তম্ তল্লক্ষণম্

জসৌ সজৌ গিতি রুচিরা চতুর্গ্রহৈঃ। শ্রুতমহতাম্ ইত্যত্র বিশেষণেনৈব বিশেষ্যপ্রতিপত্তে র্ন বিশেষ্যোপাদানম্। মহীঙ্ পূজায়াম্ ইত্যস্মাৎ "কণ্ড্বাদিভ্যঃ যক্" ইতি যক্ ততঃ মহীয় ইতি ধাতোঃ কর্মণি লোটি রূপম্।

অত্র নাটকে শৃঙ্গাররসঃ অঙ্গী অন্যে ভয়ানকহাস্যবীবকরুণাদয়ঃ অঙ্গত্বেন উপনিবদ্ধাঃ। তত্র প্রখ্যাতবংশঃ রাজর্ষিঃ দুষ্যন্তঃ নায়কঃ ধীরোদাত্তনায়কলক্ষণ-সম্পত্তিরস্মিন নেতরি স্ফুটা। লক্ষণং যথা,—

"অবিকত্থনঃ ক্ষমাবান্ অতিগম্ভীরঃ মহাসত্ত্বঃ।
স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানঃ ধীরোদাত্তঃ দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ ॥

অবিকত্থনঃ অনাত্মশ্লাঘাকরঃ, মহাসত্ত্ব-হর্ষ-শোকাদ্যনভিভূতস্বভাবঃ, নিগূঢ়মানঃ বিনয়চ্ছন্নগর্বঃ, দৃঢ়ব্রতঃ অঙ্গীকৃতনিধাহকঃ ॥"

নায়িকা মুগ্ধা—

প্রথমাবতীর্ণযৌবনমদনবিকারাঃ রতৌ বামা।
কথিতা মৃদুশ্চ মানে সমধিকলজ্জাবতী মুগ্ধা ॥

নাটকেঽত্র প্রাধান্যেন বৈদর্ভী বীতিববলম্বিতা, তল্লক্ষণং

"মাধুর্যব্যঞ্জকৈঃ বর্নৈঃ বচনা ললিতাত্মিকা।
আবৃত্তিবল্পবৃত্তির্বা বৈদর্ভী বীতিবিষ্যতে ॥"

বৃত্তিঃ সমাসঃ।

ইতি শ্রীমদভিজ্ঞানশকুন্তলব্যাখ্যা সবলাখ্যা সমাপ্তা।

মহাকবেঃ কালিদাসস্য সবসভারতীপবিণামস্য বসরুচিবস্য শাকুন্তলস সংস্করণমিচ্ছতা, মহনীয়কীর্তেরীশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরস্য সংস্করণং, মহোদয়-ভুবনচন্দ্রবসাকেন প্রকাশিতম্ অন্যৎ, তথা মুম্বয্যাং মহামতিনা গোডবোলেন অর্থদ্যোতনিকয়া সহ প্রকাশিতম অপরং, শ্রীমতা পতনক'বেণ চ সানুবাদং প্রকাশিতমন্যৎ ইতি সংস্করণচতুষ্টয়মভিসমীক্ষ যথামতি পাঠনির্ণয়ং কৃতবতা—ন্যায়পঞ্চাননোপাধিকেন প্রতীক্ষ্যেণ শ্রীমৎকৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্যেণ বিরচিতাং টীকা, বিদ্বদ্বরস্য রাঘবভট্টস্য কৃতিমর্থদ্যোতনিকাং চ আলোচ রুচিৎ রুচিৎ তদনুসারেণ অন্তেবাসিনামনুজিঘৃক্ষয়া,—

শুকমুখাদিব ভাগবতং রসং
শ্রুতিপুটেন নিপীয় যদাননাৎ।
নিখিল এষ জনঃ পরিমোহিতী
মুহুরহো গতবান্ পরমাং মুদম্ ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূতাৎ বিপ্রাৎ তস্মাৎ মহাত্মনঃ।
রূপলাল ইতি খ্যাতাৎ শিরোমণ্যুপনামকাৎ ॥
জাতেন মন্দমতিনা বিধুভূষণেন
শাকুন্তলস্য সুখবোধবিধিৎসুনেয়ম্।
টীকা ব্যধায়ি সরলা বিদুষাং প্রমোদং
ধেয়াদসৌ গিরিসুতাগিরিশপ্রসাদাৎ ॥
শশিবাণনবব্রহ্ম .... নৃপবিক্রমাৎ।
টীকেযং নভসঃ শেষে সমাপ্তিপদমাগতা ॥

পাশ্চাত্যেঙ্গরেজীভাষযা অনুবাদনে, "মনিয়া" রাখ্যেন মহোদয়েন কৃতাৎ অনুবাদাৎ শ্রীমৎপতনকরেণ কৃতাঞ্চ সুমহৎ সাহায়কং লব্ধং সর্ব্বানেব তান্ প্রতি কৃতজ্ঞহৃদয়েন যাচ্যতে মযা সুধীবর্গো দোষানিহোপেক্ষিতুমিত্যলং বিস্তরেণ। ওঁ শিবমস্তু ॥

॥ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ॥

পরিশিষ্ট "ক"

(১) রসাস্বাদনের অপরিহার্য উপকরণ
(২) "এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা"
(৩) "নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্"
(৪) নাট্যলক্ষণসমূহের আলোচনা
(৫) সোদাহরণ নাট্যালংকার পরিচয়
(৬) পঞ্চসন্ধির অঙ্গসমূহের বিচার
(৭) নাটকের ভাষা ও ভাষা বিন্যাস
(৮) সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে সম্বোধন রীতি
(৯) নাট্যোক্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
(১০) ছন্দ-জিজ্ঞাসা
(১১) অলংকার পরিচিতি

(১) "রসাস্বাদনের অপরিহার্য উপকরণ"

নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা আচার্য ভরত বলেছেন, বিবিধ ব্যঞ্জন, ওষধি ও দ্রব্যের সংযোগে যেমন লৌকিক রস উৎপন্ন হয়, ঠিক তেমনি নানাভাবের সংযোগে স্থায়িভাব রসে পরিণত হয়। তিনি আরো বলেছেন, যেমন দ্বারা উপস্কৃত অন্নভোজনকারী ব্যক্তি বিবিধ ব্যঞ্জনের রসাস্বাদন করে আনন্দলাভ করেন, তেমনি বিভিন্ন ভাব, এবং আঙ্গিক বাচিক ইত্যাদি অভিনযেব দ্বারা ব্যঞ্জিত রসপদবাচ্য স্থায়িভাবের আস্বাদ গ্রহণ ক'রে সহৃদয় সামাজিক লোকোত্তর আনন্দলাভ করেন। তাই একে নাট্যরস বলা হয়।

আচার্য ভরতের মতে সহৃদয় সামাজিকই রস আস্বাদন করে থাকেন। নাট্যরসের আশ্রয় নাটক, নাট্যকার, পাত্রপাত্রী বা নটনটী নয়। এর আধার—সহৃদয় সামাজিকের মন। পববর্তীকালে বসের আধার সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ভিন্ন ভিন্ন সমীক্ষক কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন ভট্টলোল্লট—রসকে নায়ক-নাযিকানিষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন, শ্রীশংকুক এবং নব্য আলংকারিকগণের মতেও রসের মুখ্য আশ্রয় নায়ক-নায়িকা। কিন্তু ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্তের মতে রসের আশ্রয় কাব্যও নয়, কবিও নয়, এর আশ্রয় সহৃদয় সামাজিকের চিত্তভূমি।

আচার্য ভবত বলেছেন, "**বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ**" অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে স্থায়িভাব রসে পরিণত হয়। 'ভাব' শব্দের ব্যুৎপত্তি হযেছে 'ভূ' ধাতু থেকে। আচার্য ভরত বলেছেন,—যারা কাব্যার্থকে আস্বাদিত করায়, অর্থাৎ যাদের জন্য সহৃদয় সামাজিক কাব্যার্থের আস্বাদ গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হয়, তারাই ভাব। ভাব স্থায়িভাব, ব্যভিচারিভাব ও সাত্ত্বিকভাব ভেদে ত্রিবিধ। আচার্য ভরত বলেছেন, স্থায়িভাব ও সাত্ত্বিকভাবের সংখ্যা আটটি করে এবং ব্যাভিচারিভাব তেত্রিশটি। সবমিলে এ ঊনপঞ্চাশটি ভাবই কাব্যরসের অভিব্যক্তির কারণ। রাজার সঙ্গে বহু অনুচর থাকলেও বাজাই 'নৃপতি' আখ্যা লাভ করেন, কিন্তু অন্য কোন অনুচরের সে আখ্যা লাভে অধিকার থাকে না। ঠিক তেমনি বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা যুক্ত হলেও স্থায়িভাবই "বস" আখ্যা লাভ করে, অন্য কারো সে আখ্যা লাভে অধিকার থাকে না।

প্রসিদ্ধ আলংকারিক পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তাঁর "রসগঙ্গাধর" গ্রন্থে স্থায়িভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন। সেগুলোতে বলা হয়েছে যে, যে সকল হৃদয়ভাব বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তির দ্বারা বিনষ্ট হয় না, যারা বিভাবাদিকে স্বীয় রূপতা প্রাপ্ত করায়, চিরকাল যারা চিত্তে অবস্থান করে ও রসপদবী প্রাপ্ত হয়, তারাই স্থায়িভাব। তাছাড়া, সমগ্র প্রবন্ধব্যাপী এরা স্থির থাকে এবং মুহুর্মুহুঃ অভিব্যক্ত হয় বলেও

এগুলিকে স্থায়িভাব বলা হয়। আলংকারিকদের মতে স্থায়িভাবের সংখ্যা আট, যথা — রতি, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও হাস।

স্থায়িভাবগুলি যেমন মানুষের সহজাত, ব্যভিচারিভাবগুলিও তেমনি সহজাত। এগুলি মানবমনের গভীরতমস্তরে অজ্ঞাতসারেই নিজেদের সত্তা রক্ষা করে চলে। ব্যভিচারিভাবের সংখ্যা তেত্রিশটি, নির্বেদ, গ্লানি, শংকা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস বিতর্ক ইত্যাদি। রসগঙ্গাধরপ্রণেতা জগন্নাথ বলেছেন, স্থায়িভাব চিরকাল চিত্তে অবস্থান করে, কিন্তু ব্যভিচারিভাব স্বল্পকাল স্থায়ী। আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেন, স্থায়িভাবই সঞ্চারিভাবের একমাত্র ভিত্তি, মনের সঙ্গে সঞ্চারিভাবের স্বতন্ত্র সম্বন্ধ নেই, এইটি সম্পূর্ণরূপে স্থায়িভাব-রঞ্জিত। তবে স্থায়িভাব এবং ব্যভচারিভাব—এগুলি পরস্পর পরস্পরের উপকারক।

স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাব রসাস্বাদনের আন্তর উপাদন। এর বাহ্যউপাদান—বিভাব ও অনুভাব। বিভাবকে রসানুভূতির কারণ বলা যায়। বিভাব, কারণ, নিমিত্ত, হেতু— এগুলি পর্যায়শব্দ। এদের দ্বারা বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় জ্ঞাপিত হয়। উল্লেখ করা যায় যে, পৃথিবীতে রতি, শোক প্রভৃতি স্থায়িভাবের যেগুলি কারণ, সেগুলি যখন কাব্যে ও নাট্যে প্রবেশ লাভ করে, তখন 'লৌকিক' কারণ সংজ্ঞা ত্যাগ করে অলৌকিক বিভাব আখ্যা লাভ করে। ব্যবহারিক জগতে আমাদের মনে যে চিত্তবৃত্তি জন্মায়, তা লৌকিক এবং তার কারণও লৌকিক। কিন্তু নাট্যাভিনয় দর্শন বা কাব্যপাঠ করবার সময় সহৃদয় সামাজিকের মনে যে অনুভূতির সঞ্চার হয়, তা অলৌকিক। লৌকিক শোক দুঃখের কারণ কিন্তু কবিপ্রতিভার স্পর্শে সহৃদয়ের মনে যে, অলৌকিক শোক সঞ্চারিত হয়, তা আনন্দের কারণ হয়ে উঠে। এজন্য করুণরসপ্রধান নাটকের অভিনয় দর্শন করে অলৌকিক আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায়।

বিভাব দ্বিবিধ,—আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। কাব্যপাঠ বা নাট্যাভিনয় দর্শনকালে সহৃদয় সামাজিকের মনে যে অলৌকিক চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তার বিষযের নাম আলম্বন বিভাব। নায়ক, নায়িকা, প্রতিনায়ক প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়কে অবলম্বন করে রসাত্মক চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তা আলম্বন বিভাব। রাজা দুষ্যন্তের মনে শকুন্তলা সন্দর্শনে যে রতিভাব জেগে উঠেছিল, তার বিষয় রক্তমাংসের দেহধারিণী শকুন্তলা। দুষ্যন্তের রাতিভাবের লৌকিক কারণ এই শকুন্তলা। কিন্তু সহৃদয় সামাজিকের হৃদয়ে যে অলৌকিক শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব হয়, তার বিষয় রক্তমাংসের দেহধারিণী শকুন্তলা নয়, কিন্তু শকুন্তলার অলৌকিক কাব্যময় রূপ। এইটি আলম্বন বিভাব।

আলম্বন বিভাব যেমন চিত্তবৃত্তির প্রধান কারণ, তেমনি উদ্দীপন বিভাব এর সহকারী কারণ। উদ্দীপন বিভাব আলম্বন বিভাবের দ্বারা অংকুরিত রসের পরিপোষক।

আলম্বন বিভাব না থাকলে চিত্তবৃত্তি আদৌ উৎপন্ন হয় না। শকুন্তলা না থাকলে যেমন দুষ্যন্তের মনে কোন লৌকিক রতিভাব উৎপন্ন হতো না, তেমনি সহৃদয়ের হৃদয়েও অলৌকিক শৃঙ্গার রস আবির্ভূত হত না। তাই শকুন্তলা আলম্বন বিভাব। শকুন্তলার অসামান্য রূপলাবণ্য এবং মালিনী নদীর শান্ত জনহীন তীর—দুষ্যন্তের প্রীতিকে যেমন পরিপুষ্ট করে তোলে, তেমনি সহৃদয়ের রসাস্বাদেরও পরিপোষক হয়। তাই এগুলি উদ্দীপন বিভাব।

'অনুভাব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে পশ্চাৎ (অনু) ভাবিতা (ভাব)। ব্যবহারিক জগতে আমাদের হৃদয়ে যখন কোন ভাব উদ্‌গত হয়, যেমন ক্রোধ, ভয়, শোক প্রভৃতি, তখন সেই ভাববিকৃতির অব্যবহিত পরেই শারীরিক বিকার পরিলক্ষিত হয়। যেমন ক্রুদ্ধব্যক্তির নেত্র আরক্ত হয়ে উঠে, নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়, হস্তের আস্ফালন দৃষ্ট হয়ে থাকে। এ সকল শারীরিক বিকৃতি ক্রোধের অনুভাবরূপে কথিত হয়। তেমনি আবার, মুখবর্ণের পাণ্ডুতা, রোমাঞ্চ, স্বেদস্রুতি, পলায়নপ্রবৃত্তি ইত্যাদি শারীরিক বিকার লৌকিক ভয়াত্মক চিত্তবৃত্তির কার্য। সুতরাং এগুলি লৌকিক ভীতির অনুভাব। আচার্য ভরত বলেছেন, স্থায়িভাবের কার্যের নাম অনুভাব। আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ে যাদের দ্বারা অর্থ অনুমিত হয়, তারাই অনুভাব।

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব যথাক্রমে লৌকিক নিয়মে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের কারণ, কার্য ও সহকারী কারণ হলেও সহৃদয় সামাজিকদের রসোদ্বোধের প্রতি এরা সকলেই কারণ। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের প্রত্যেকটিরই রসোদ্বোধের সঙ্গে কার্যকারণভাব সম্বন্ধ বিদ্যমান। সুতরাং সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে রসোল্লাসের প্রতি বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের জ্ঞান কারণ। স্থায়িভাবের প্রতি বিভাবাদি যথাক্রমে কারণ, কার্য ও সহকারী কারণ, তাই সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন,—

"কারণকার্যসঞ্চারিরূপা অপি হি লোকতঃ।
রসোদ্বোধে বিভাবাদ্যাঃ কারণান্যেব তে মতাঃ ॥"

(সাঃ দঃ ৩/১৪)

(২) "এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।"

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ নাটকের রসপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, শৃঙ্গার এবং বীর—ঐ দুই রসের মধ্যে নাটকে একটি হবে অঙ্গীরস অর্থাৎ মুখ্যরস, তবে অন্যান্য রসগুলি অঙ্গরস অর্থাৎ গৌণরসরূপে নাটকে অভিব্যক্ত হতে পারে। অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে শৃঙ্গাররসই অঙ্গীরস বা মুখ্যরস। বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার, বীর, অদ্ভুত, করুণ, হাস্য, ভয়ানক,

রৌদ্র, বাৎসল্য ইত্যাদি অঙ্গরস বা গৌণরসরূপে চিত্রিত হয়েছে। যেমন, দ্বিতীয় অংকে ঋষিকুমার দ্বয় কর্তৃক দুষ্যন্তের গুণগানে বীররসের অবতারণা হয়েছে, তৃতীয়াংকের শেষে সন্ধ্যাবর্ণনায় ভয়ানকরস, চতুর্থাংকে শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রার দৃশ্যে করুণরস, ষষ্ঠাংকে মাধব্যের প্রতি মাতলির অত্যাচারে বীভৎসরস, এবং তারপর রাজা দুষ্যন্তের উক্তিতে রৌদ্ররস, অবশেষে সপ্তমাংকে দুষ্যন্তের অপরাজিতা বলয় স্পর্শে তাপসী দ্বয়ের উক্তিতে অদ্ভুতরস প্রকটিত হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলেছেন—শৃঙ্গাররস সম্ভোগশৃঙ্গার এবং বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ভেদে দ্বিবিধ। এদের যেকোন একটি নাটকে অঙ্গীরস হতে পারে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে সম্ভোগশৃঙ্গার এবং বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার, উভয়প্রকার শৃঙ্গাররস রয়েছে। তাহলে কোন প্রকার শৃঙ্গাররস অঙ্গীরস বা মুখ্যরস হবে তা কি করে নিরূপণ করা যাবে? নাটকেব অন্তে সহৃদয় সামাজিকের মনে যে রস প্রভাব বিস্তার করে এবং নাটকের অধিকাংশ স্থানে যে রসের প্রাবল্য রয়েছে, সে রসকেই অঙ্গীরস বা মুখ্যরস বিবেচনা করতে হবে। এ নাটকের অন্তে নায়ক দুষান্ত এবং নায়িকা শকুন্তলার মধ্যে পুনর্মেলন সংঘটিত হয়েছে। এবং তৃতীয় ও সপ্তম অংকে সম্ভোগশৃঙ্গারেরই প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। সুতবাং সম্ভোগশৃঙ্গারই 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে অঙ্গীরস বা মুখ্যরস।

সম্ভোগশৃঙ্গার—শ্রবণ, দর্শন, চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি নানাপ্রকার হতে পারে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে মৃগয়াসক্ত নায়ক রাজা দুষ্যন্ত কোন এক মৃগের অনুসরণ করতে করতে কণ্বাশ্রমের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলেন। বৈখানসদের দ্বাবা অনুরুদ্ধ হয়ে বিনীতবেশে আশ্রমে প্রবেশ করে, দক্ষিণের বৃক্ষবাটিকায় বৃক্ষের আলবালে জলসেচনে রত অনসূয়া। প্রিয়ংবদা এবং শকুন্তলার বার্তালাপে সখী দ্বয়ের উদ্দেশ্যে শকুন্তলা যখন বলল,—"ইত ইতঃ প্রিয়সখ্যৌ"—তখন রাজা তা শুনে বিশেষ প্রভাবিত হয়ে বললেন,—"নহি কেবলম্ আকৃতিরের বাগপ্যস্যাঃ মধুরা।" এ বাক্যশ্রবণের পর দুষ্যন্তের মনে দর্শনানুরাগের সৃষ্টি হয়। রাজা শকুন্তলা ইত্যাদি আশ্রমবালাদেব রূপলাবণ্য দেখতে দেখতে বললেন,—"অহো। মধুরম্ আসাং দর্শনম্"।

ক্রমে রাজা শকুন্তলার প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে শকুন্তলাকে তপশ্চর্যার কঠিন কর্মে নিযুক্ত করেছেন বলে মহর্ষি কণ্বকে "অসাধুদর্শী" বলেন। কেননা মহর্ষি যেন অতি পেলব নীলোৎপলদলের প্রান্তভাগ দিয়ে কঠিন শমীশাখা ছেদন করতে চাইছেন। শকুন্তলাকে বল্কল বসন পরিহিতা দেখেও রাজা উল্লাস প্রকাশ করে বলেন, "ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী" অর্থাৎ বল্কল বসনেও তন্বী শকুন্তলাকে অধিকতর রমণীয় দেখায়। শকুন্তলা মহর্ষির সবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা মনে করে রাজা শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর পরিণয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, কিন্তু পরক্ষণেই শকুন্তলা অপ্সরসম্ভবা জেনে আশান্বিত

হযে বলেন —"আশংকসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং বত্নম"। বাজা শকুন্তলাকে পবিণযসূত্রে আবদ্ধ কবতে যেমন উন্মুখ, তেমনি শকুন্তলাও অত্যন্ত প্রেমপীড়িতা।

সখী দ্বযেব পবামর্শে শকুন্তলা প্রণযলিপি প্রেবণ কবে তাব অবস্থাব কথা বাজাকে জানিযে দেন। তৃতীয অংকেই সম্ভোগ শৃঙ্গাবেব চূড়ান্ত নিদর্শন পাওযা যায। এ অংকে বেতসকুঞ্জে বাজা শকুন্তলাব নাবীসুলভ লজ্জা ও গুরুজনদেব অনুমতি ব্যতিবেকে গান্ধর্ববিবাহেব অপবাধবোধ দূব কবেন। বহু বাজর্ষিকন্যাকা গান্ধর্বমতে পবিণীতা হযে পিতামাতা ও গুরুজনদেব দ্বাবা অভিনন্দিত হযেছেন,—এ যুক্তিব অবতাবণা কবে শকুন্তলাকে গান্ধর্ববিধিমতে বাজা পবিণযসূত্রে আবদ্ধ কবেন। যৌবনেব প্রভাবকে শকুন্তলা অস্বীকাব কবতে পাবেনি সত্য, কিন্তু দুষ্যন্তেব কাছে সে বহুবাব সংযমবক্ষাব অনুবোধ কবেছে। শকুন্তলাব অধব সুধাপানে বাজা তৎপব হযে উঠলে সে বাজাকে বাধা দিযে নিবস্ত কবেছে। কযেকদিন আশ্রমে দাম্পত্য জীবন যাপন কবে বাজা হস্তিনাপুবেব উদ্দেশ্যে যাত্রা কবাব অব্যবহিত পূর্বে নিজেব নামাংকিত অঙ্গুবীযক শকুন্তলাব অঙ্গুলিতে পবিযে দিযে বলেন যে, অঙ্গুবীযকে যত অক্ষব মুদ্রিত বযেছে ততদিন পবে বাজধানী থেকে বাজপুরুষ এসে তাকে বাজপ্রসাদে নিযে যাবে।

বাজা আশ্রম ছেড়ে হস্তিনাপুবে প্রস্থান কবলে শকুন্তলা একান্তভাবে বাজাব চিন্তায নিমগ্ন হযে আশ্রমেব কুটিব দ্বাবে যখন অবস্থান কবছিল, তখন কোপনস্বভাব, প্রকৃতিবক্র ঋষি দুর্বাসাব আবির্ভাব। ঋষি তাব আগমনবার্তা ঘোষণা কবা সত্ত্বেও অনন্যচিন্তা শকুন্তলা তা শুনতে পেল না। পূজনীয অতিথিব প্রতি অতিথি সৎকাবে শৈথিল্য প্রদর্শনেব জন্য শকুন্তলাব ওপব কঠিন অভিশাপ বর্ষিত হল। শকুন্তলা স্বযং বাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলেও দুর্বাসাব শাপমুক্তিব শর্ত অনুসাবে বাজাকে 'অভিজ্ঞান আভবণ' প্রদর্শন কবতে অসমর্থ হলে, বাজা শকুন্তলাকে রূঢভাবে প্রত্যাখ্যান কবলেন।

অতঃপব ধীববেব কাছ থেকে নিজেব নামাংকিত অঙ্গুবীযকটি ফিবে পেলে শকুন্তলাবৃত্তান্ত বাজাব স্মবণপথে জাগরুক হয। বাজা পবিণীতা ধর্মপত্নীকে বিসর্জন দিযে শোকে বিহ্বল হযে পড়েন। অবশেষে, দেববাজ ইন্দ্রেব আহ্বানে সাড়া দিযে স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথে হেমকূট পর্বতশীর্ষে ভগবান্ মাবীচেব আশ্রমে শিশু সর্বদমনেব মাধ্যমে বাজা ও শকুন্তলাব মধ্যে পুনর্মিলন সংঘটিত হয। সহৃদয সামাজিকেব হৃদযে সমধিক প্রভাব বিস্তাব এবং ব্যাপকতাব দিক থেকে বিচাব কবে 'সম্ভোগশৃঙ্গাব'কে এ নাটকেব অঙ্গীবস বলা হয।

বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার—এ নাটকেব তৃতীয অংকে বাজা দুষ্যন্ত নিজেব নামাংকিত অঙ্গুবীযক শকুন্তলাব অঙ্গুলিতে পবিযে দিযে যখন বাজধানীতে প্রস্থান কবলেন, তখন থেকেই বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাবেব সূচনা। অনন্তব চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠাংকে এই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গ

াবেই পবিপক্কতা লাভ কবেছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম অংকে দুর্বাসাব শাপবশতঃ শকুন্তলাবিযোগ বাজাব বিদিত ছিল না। পববর্তী সমযে যষ্ঠাংকে শক্রাবতাব বাসী ধীববেব কাছ থেকে স্বনামাংকিত অঙ্গুবীযক পুনর্লাভ কবলে, শকুন্তলাবৃত্তান্ত তাঁব স্মবণপথে উদ্ভাসিত হ'ল এবং তখন থেকেই তাঁব মনে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাবেব উদ্বেগ সৃষ্টি হল।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকেব যষ্ঠ অংকেই বাজা দুষ্যন্তেব মনে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাবেব প্রাবল্য বিশেষভাবে লক্ষ্য কবা যায। শকুন্তলা বিচ্ছেদরূপ অনলে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হযে বাজা বাজ্যেব সর্বত্র বসন্তোৎসবেব অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ কবেছেন। বাজা দুষ্যন্তেব এ শাসন জডপ্রকৃতিও নির্দ্বিধায মেনে চলেছে। যেমন—' চূতানাং চিবনির্গতাপি কলিকা" ইত্যাদি। কুঞ্জভবন গুঞ্জনবিহীন, তরুলতা বসন্তবাস পবেনি, কুসুমকলিকা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে বযেছে, কোকিল স্খলিতকণ্ঠ, বিহঙ্গ স্তব্ধ, অনঙ্গ অর্ধাকৃষ্ট উন্মাদনশব সংহৃত কবেছেন।

বাজাব বিলাসপ্রিযতাও আজ প্রত্যাখ্যাত হযেছে। হৃদযতাপে বাজাব শবীব শুষ্ক, বিনিদ্র বজনী বাজাব চোখেব কোলে আপনাব কালিমা ঢেলে দিযেছে। তিনি বামমণিবন্ধে একটি মাত্র বলয ধাবণ কবে আছেন। পুবস্ত্রীবর্গকে সম্ভাষণ কবতে গিযে একেব নামে অন্যকে ডেকে লজ্জায অভিভূত হযে পডেন। লাঞ্ছনাবেদনাক্লিষ্ট শকুন্তলাব সেই বিদায কটাক্ষ এখনো তাঁকে অস্থিব এবং বিহ্বল কবে বেখেছে। শকুন্তলাও অনুরূপভাবে পতিবিচ্ছেদ জনিত শোকে ভগবান্ মাবীচেব তপোবনে বিবহব্রত পালন কবে চলেছেন। শকুন্তলা আজ ধূসববসনা, কৃচ্ছ্রসাধনে কৃশাননা, একবেণীধারিণী, শুদ্ধাচাবিণী, সুদীর্ঘবিবহব্রত পবাযণা ॥—"**বসনে পবিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ**" ইতি ॥

বীররসঃ—'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকেব দ্বিতীয অংকে, তৃতীযাংকেব শেষে, এবং সপ্তম অংকেব প্রাবম্ভে বীববসেব পবিপাক লক্ষ্য কবা যায। দ্বিতীযাংকে কণ্বশিষ্যেব মুখে বীববসেব নিখুঁত ও উজ্জ্বল বর্ণনা বযেছে। যেমন—"**নৈতচ্চিত্রং যদযমুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রীম্**" ইত্যাদি। নগবেব প্রবেশ দ্বাবেব অর্গলেব মত দীর্ঘ বাহুব দ্বাবা বাজা দুষ্যন্ত একাই যে সমুদ্রেব নীল বেলাভূমি পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীকে পালন কবে থাকেন—এ বিষযে আব বিস্মযেব কীই বা থাকতে পাবে। দৈত্যদেব সঙ্গে চিবকালীন শত্রুতাবশতঃ দেবতাবা তাদেব সঙ্গে যুদ্ধে বাজা দুষ্যন্তেব জ্যাযুক্ত ধনু এবং দেববাজ ইন্দ্রেব বজ্রেব উপব নির্ভব কবে জযেব আশা পোষণ কবে থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কবা যেতে পাবে যে, যথোপযুক্ত বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচাবিভাবেব দ্বাবা অভিব্যঞ্জিত "উৎসাহ" বীববসেব মর্যাদা লাভ কবে।

অদ্ভুতরসঃ—'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকেব সপ্তমাংকেব সূচনায যেখানে আকাশ থেকে ইন্দ্রসাবথি মাতলিব বথাবতবণেব বর্ণনা আছে, সেখানেই অদ্ভুতবসেব নিদর্শন

পাওয়া যায়। যেমন—"**শৈলানাম্ অবরোহতি ইব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী**" ইত্যাদি।

"সহসা পর্বত যেন ঊর্দ্ধে ভাসি উঠে
শৈলচূড়া হতে ধরা যেন রে স্খলিত।
পত্রাচ্ছন্ন তরুদেহে শাখা ওঠে ফুটে,
সূত্রসম নদীগুলি হয় গো বিস্তৃত।
অবশেষে কে যেন রে এই ধরাখানি
উৎক্ষেপি সবলে মম পাশে দেয় আনি।"

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

যখন কবিচিত্তে কোন না কোন ঘটনা বা বস্তু সন্দর্শনে বিপুল বিস্ময় সঞ্চারিত হয়, তখনই হয় অদ্ভুত রসের সৃষ্টি। সহৃদয় সামাজিকও কবিপরিবেশিত রসের আস্বাদ গ্রহণ করে বিস্ময়াকুল হয়ে ওঠেন। বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারিভাবের সাহায্যে পরিপুষ্ট "**বিস্ময়**" অদ্ভুতরসে পরিণতি লাভ করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, উত্তরকালে একজন সাহিত্যমীমাংসক অদ্ভুতরসকে একমাত্র রস বলে চিহ্নিত করেছেন, কেননা তাঁর মতে সকল রসের মধ্যেই অদ্ভুতরসের আস্বাদ মিশ্রিত হয়ে থাকে।

রৌদ্ররসঃ—উক্ত নাটকের চতুর্থ অংকের আদিতে বিষ্কম্ভকে যেখানে কোপনস্বভাব, প্রকৃতিবক্র ঋষি দুর্বাসা পতিগতপ্রাণা অনন্যহৃদয়া শকুন্তলার উপর নিষ্ঠুর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, সেখানেই রৌদ্ররসের সমাবেশ হয়েছে। যেমন,—"**বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্**" ইত্যাদি।

"এমনি অনন্যমনে করিতেছ ধ্যান
কে আইল তপোধন নাহিক সে জ্ঞান?
যার ধ্যানে এইরূপ আছিস মগন,
কিছুতেই তোকে তার হবে না স্মরণ।
মনে করে দিলে তবু পড়িবে না মনে,
ভুলে যথা পূর্বকথা সুরাপায়ী জনে ॥"

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

আলংকারিকদের মতে অতিসম্পন্ন "**ক্রোধ**"ই রৌদ্ররসের মর্যাদা পায়।

ভয়ানকরসঃ—"অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের প্রথম অংকে মৃগয়াসক্ত রাজা দুষ্যন্ত কোন এক মৃগের অনুসরণ করে তার উপর বাণনিক্ষেপ করবার জন্য উদ্যত হলে, প্রাণভয়ে পলায়মান মৃগটির বর্ণনায় 'ভয়ানক'রসের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। বর্ণনায় রয়েছে "**গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ**" ইত্যাদি।

"গ্রীবা অভিবাম বাঁকাইয়া পিছে চলমান বথে দৃষ্টি
দানি, সংকোচি পশ্চাৎকায বাঁচাইতে শববৃষ্টি,
শ্রম-বিবৃত মুখহতেখসা কুশ ছড়াইযা পথে,
ছুটিছে হবিণ আকাশেই শুধু, মাটিতে না কোন মতে ॥'

এখানে বথ আলম্বনবিভাব, তাব পশ্চাদ্‌ধাবন উদ্দীপন বিভাব। ধাবমান বথেব প্রতি মাঝে মাঝে দৃষ্টিনিক্ষেপ শবীবেব পশ্চাদ্দেশেব সংকোচ ও মুখ থেকে অর্ধচর্বিত দর্ভের স্খলন ইত্যাদি অনুভাব, এবং দৈন্য, আবেগ, চাঞ্চল্য ইত্যাদি ব্যভিচাবিভাব। ভযেবই পবিনিষ্ঠিত রূপ ভযানক বস।

হাস্যঃ রসঃ— অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকেব দ্বিতীয অংকে বিদূষক প্রথমে ব জাব সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে আবোহণ কবে মৃগযা কবতে গিযে দিনেব পব দিন ভোজনে, শযনে ও অন্যান্য বিষযে যে সকল অসুবিধাব মুখোমুখি হযেছে তাব যে একটি তালিকা পেশ কবেছে তাতে যথেষ্ট হাসিব উপকবণ বযেছে। তাছাড়া কখনো অঙ্গবৈকল্যেব মাধ্যমে, কখনো বা বিচিত্র বেশভূষা এবং কখনো বা ততোধিক বিচিত্র বাক্‌চাতুর্যেব মাধ্যমে বিদূষক হাস্যবস পবিবেশন কবেছে সহৃদয সামাজিকেব কাছে। এবপবেও বিপদ কাটেনি, **"ততঃ গণ্ডস্যোপবি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ"**—অর্থাৎ এব গোদেব উপব বিষফোড। আশ্রমবালা শকুন্তলাকে দেখা অবধি বাজা আব নগবগমনেব জন্য কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ কবেন না। বিদূষককে দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বনে দণ্ডাযমান দেখে বাজা এব কাবণ জিজ্ঞাসা কবলে বিদূষক বলেন যে নিজেই চোখে আঙ্গুলেব খোঁচা মেবে অশ্রুব কাবণ জিজ্ঞাসা কবছেন? বাজা তা' না বোঝাব ভাণ কবলে বিদূষক তাকে বিশদ কবে বুঝিযে দেন যে, নদীব স্রোতেব বেগে বেতসলতা কুব্জ হয, আব আমাব দুর্দশাব কাবণও আপনি। বাজান্তঃপুবেব সুন্দবী পত্নীদেব উপেক্ষা কবে আশ্রমবালা শকুন্তলাব প্রতি বাজাব আকর্ষণকে বর্ণনা কবে যখন বিদূষক বলেন, **"যথা কস্যাপি পিণ্ডখর্জুরৈরুদ্বেজিতস্য তিন্তিল্যামভিলাষো ভবেদিতি।"** অর্থাৎ অত্যধিক মিষ্ট পিণ্ডখর্জুব খেতে খেতে মানুষ যেমন তেঁতুল খেতে চায, ঠিক তেমনি। বিশ্রামেব পব বাজা যখন একটা কাজে বিদূষকেব সাহায্য চাইলেন, তখন বিদূষক বলেন,—**"কিং মোদকখাদিকাযাম্, তেনহি সুগৃহীতোহযং জনঃ"**—অর্থাৎ মোদকভক্ষণেব কাজে এ ব্যক্তি বিশেষ যোগ্য। এতে কেবল বিদূষকেব ভোজনবিলাসিতাব পবিচয পাওযা যায তা' নয, এ সকল উক্তি যে যথেষ্ট হাস্যবসাত্মক সে বিষযে কোন সন্দেহ নেই।

করুণঃ রসঃ—'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকেব চতুর্থ অংক (যেখানে আশ্রমবালা শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা কবছে) করুণবসাত্মক,—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যদিও করুণবসেব স্থাযিভাব **'শোক'** এবং শোক হ'ল মবণাদিজনিত চিত্তবৃত্তিবিশেষ, তথাপি

এখানে কোন মৃতের বিষয় না থাকলেও শকুন্তলার পতিগৃহগমনকালে আশ্রমের পরিবেশ সম্পূর্ণ গভীর শোকে আচ্ছন্ন ছিল। যেমন, "মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ, ময়ূর নাচে না আর। খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে যেন সে আঁখিজল ধার ॥" ইত্যাদি। পালিতা কন্যা শকুন্তলার আসন্নবিচ্ছেদ স্মরণ করে বনবাসী তপস্বী মহর্ষি কণ্বও শোকে অভিভূত। মহর্ষি বলেন,—"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলা ইতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টম" ইতি ॥

"পতিগৃহে শকুন্তলা যাইবে চলিয়া,
বাষ্পে রুদ্ধ কণ্ঠ মোর উৎকণ্ঠিত হিয়া।
ভাবনায় ক্ষীণদৃষ্টি এ নেত্রযুগল,
আমি বনবাসী যদি এতই বিহ্বল,
না জানি সে গৃহীজন কত কষ্ট পায়,
বিদায় দেয় গো যবে আপন কন্যায়।
(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

শোকের পরিপুষ্ট রূপ করুণরস। বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা প্রধানভাবে অভিব্যঞ্জিত 'শোক' করুণরসের মর্যাদায় ভূষিত হয়।

বাৎসল্যঃ রসঃ— অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে সপ্তমাংকে বাৎসল্যরসের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যখন রাজা দুষ্যন্ত দেবরাজ ইন্দ্রের আহ্বানে স্বর্গে গমন করে কার্যশেষে পুনরায় মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনকালে হেমকূটপর্বত শীর্ষে অবস্থিত ভগবান্ মারীচের আশ্রমে সিংহশিশুর সঙ্গে ক্রীড়ারত মানবশিশু সর্বদমনকে দেখলেন, তখন তিনি তাকে নিজের ক্রোড়ে নিয়ে পরমসুখ অনুভব করে বললেন,—"**অনেন কস্যাপি কুলাংকুরেণ**" ইত্যাদি। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির বংশধর এ সন্তান তা' না জানলেও এর গাত্রস্পর্শে আমার এমন আনন্দ হচ্ছে। তা'হলে যে ভাগ্যবানের ক্রোড়ে এ সন্তান বেড়ে উঠেছে তার মনে কি অনির্বচনীয় আনন্দই না হয়ে থাকে। 'স্নেহ'ই বাৎসল্য রসের স্থায়িভাব। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সাহায্যে পরিপক্কতা লাভ করে 'স্নেহ' স্থায়িভাব বাৎসল্যরস পদবাচ্য হয়। এভাবে শৃঙ্গার অথবা বীর—এ দুটি রস ব্যতিরেকে নাটকে অন্য সকল রস অঙ্গরস বা গৌণরসরূপে অভিব্যক্তি লাভ করতে পারে ॥

(৩) "নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্"

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের মতে নাটকের কাহিনীবৃত্ত হবে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত এবং কাহিনীবৃত্তে পঞ্চসন্ধি অর্থাৎ মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহৃতি—এ পাঁচটি সন্ধি সমন্বিত হবে। সংযোগই সন্ধির সাধারণ অর্থ।

আলংকারিকগণ বলেন,—নাটকীয় কাহিনীব সূত্র যাতে অবিচ্ছিন্ন থাকে এবং নাটকেব লক্ষ্য একমুখী হয়, তার জন্য সন্ধিব প্রযোজন।

এই পঞ্চসন্ধি নাটকীয় রস বা গল্প বিকাশের পাঁচটি স্তব মাত্র। প্রথম স্তরে বীজ বপন ও ঘটনার উৎপত্তি, দ্বিতীয় স্তরে বিষয়ান্তরের সূচনা এবং প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা, তৃতীয় স্তরে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষ, চতুর্থে বিঘ্নসমাগম ও অতিক্রম এবং পঞ্চম স্তবে পবিণাম ফল।

নাটকে নাট্যক্রিযা (Action) এবং নাট্যবৃত্ত (Plot)—এ দুটি নাটকের অপবিহার্য অঙ্গ, এ দুটোর সমবাযে নির্মিত হয নাটক। সাহিত্যদর্পণকাব বিশ্বনাথ বলেন, যে, কাহিনীর পাঁচটি উপাদান,—বীজম্, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী এবং কার্য। এগুলিকে বলা হয "অর্থপ্রকৃতি" অর্থাৎ প্রয়োজন সিদ্ধিব হেতু। আবার, তেমনি নাট্যক্রিযা বা সাধ্যবস্তুবও পাঁচটি অবস্থা, যথা—আরম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিযতাপ্তি ও ফলাগম। এই পঞ্চ অবস্থা ক্রমান্বয়ে পঞ্চসন্ধির আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ কবে।

প্রথমে পাঁচটি অর্থপ্রকৃতিব স্বৰূপ সংক্ষেপে জেনে নেওযা যেতে পাবে।

(১) **বীজ— "অল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যদ্বিসর্পতি।
ফলস্য প্রথমো হেতু র্বীজং তদভিধীয়তে ॥"**

অর্থাৎ সামান্যতঃ সূচনাব দ্বাবা যা বহুল বিস্তাব প্রাপ্ত হয এবং ফলেব প্রথম হেতু স্বৰূপ যা' গণ্য হয়, তাই বীজ। বীজেব এইটি স্বাভাবিক ধর্ম। সহজ কথায বলতে গেলে, যা' থেকে নাটকীয ঘটনাব উদ্ভব, তাই নাটকেব বীজ।

(২) **বিন্দু— "অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্"**—অর্থাৎ অবান্তব বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সূচনাহেতু মূলপ্রসঙ্গ বিচ্ছিন্নপ্রায হলে বিন্দু তাব সূত্রসংযোগ কবে দেয়।

(৩) **পতাকা—"ব্যাপি প্রাসঙ্গিকং বৃত্তং পতাকেত্যভিধীয়তে।"** অর্থাৎ যে চবিত্র নাযকেব আনুষঙ্গিক নাটকেব শেষপর্যন্ত ব্যাপক, অথচ স্বতন্ত্রফলভোগী নয, তাই পতাকা।

(৪) **প্রকরী—"প্রাসঙ্গিকং প্রদেশস্থং চবিতং প্রকরী মতা।"** অর্থাৎ যা প্রাসঙ্গিক বৃত্তেব একদেশে সীমাবদ্ধ তাকে বলে প্রকবী। প্রকবী ও পতাকাব মধ্যে পার্থক্য হলো যে, পতাকা ব্যাপক, কিন্তু প্রকরী কেবল একদেশে সীমিত।

(৫) **কার্য— "অপেক্ষিতং তু যৎসাধ্যমারম্ভো যন্নিবন্ধনঃ।
সমাপনন্তু যৎসিদ্ধে তৎ কার্যমিতি সম্মতম্ ॥"** অর্থাৎ যা [illegible] সাধ্য, যার জন্য উদ্যোগ এবং যাব সিদ্ধিতে সকল বিষযেব সমাপ্তি, তাই কার্য।

নাট্যক্রিয়ার যে পাঁচটি অবস্থা সেগুলি হল—(১) আরম্ভ—"ভবেদারম্ভ ঔৎসুক্যং যন্মুখ্যফলসিদ্ধয়ে' অর্থাৎ মুখ্য ফল সিদ্ধির জন্য যে ঔৎসুক্য তাকেই বলে আরম্ভ। (২) প্রযত্ন—"প্রযত্নস্তু ফলাবাপ্তৌ ব্যাপারোঽতিত্বরান্বিতঃ" অর্থাৎ আশুফলপ্রাপ্তির জন্য যে চেষ্টা তাই প্রযত্ন। (৩) প্রাপ্ত্যাশা—"উপায়াপায়শঙ্কাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তিসম্ভবঃ" অর্থাৎ মূল ফলসাধনের উপায় ও অপায়ের দ্বন্দ্বে সাফল্যের আশা যেখানে সূচিত হয় তাই প্রাপ্ত্যাশা। (৪(নিয়তাপ্তি—"অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তি—র্নিয়তাপ্তিঃ সুনিশ্চিতা," অর্থাৎ অপায়ের অভাবে প্রাপ্তি যেখানে সুনিশ্চিত তাই নিয়তাপ্তি। এবং (৫(ফলাগম—"সাবস্থা ফলযোগঃ স্যাদ্ যঃ সমগ্রফলোদয়ঃ", অর্থাৎ যেখানে সমগ্র ফলের উদয় তাকেই বলে ফলাগম।

দশরূপককার ধনঞ্জয় বলেন,—"অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ পঞ্চাবস্থাসমন্বিতাঃ। যথা-সংখ্যেন জায়ন্তে সুখাদ্যাঃ পঞ্চসন্ধয়ঃ ॥" অর্থাৎ পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি এবং পঞ্চ অবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকে যথাক্রমে পঞ্চসন্ধি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাট্যবৃত্তের সূত্র যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় তার জন্য সন্ধির প্রয়োজন। বস্তুতঃ সন্ধি হল নাটকীয় ঘটনার ক্রমবিকাশের এক একটি স্তর। এই পঞ্চসন্ধি হল—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি।

মুখসন্ধি— "যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।
প্রারম্ভেণ সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্তিতম্ ॥"

অর্থাৎ যে অংশে নাটকের বীজ উপ্ত এবং নাটকীয় রস বা ঘটনা পরম্পরার উৎপত্তি, তাই মুখসন্ধি। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের কার্য বা ফল হল রাজা **দুষ্যন্ত এবং তপোবনবালা শকুন্তলার মধ্যে স্থায়ী দাম্পত্যমিলন। আরম্ভ**—হস্তিনাপুরাধিপতি, মৃগয়াসক্ত দুষ্যন্ত মৃগয়ায় বহির্গত হয়ে কোন এক মৃগের অনুসরণ করতে করতে মহর্ষি কণ্বের তপোবনের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলে, বৈখানসদের অনুরোধে আশ্রমে প্রবেশ করতে পা বাড়াতেই সহসা তাঁর দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হল,—"শান্তমিদমাশ্রমদ্বাবং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য'—অর্থাৎ এই আশ্রম শান্তরসের আকর, অথচ আমাব বাহু স্পন্দিত হল, এখানে এব ফললাভ কি করে সম্ভব? এইটি দিব্যাঙ্গনা লাভের সূচনা। **এখানেই নাটকের বীজ উপ্ত হল ॥**

রাজা দেখলেন, তিন জন অনিন্দ্যসুন্দরী আশ্রমতরুণী বৃক্ষের আলবালে জল সেচনরতা। একটি ভ্রমর সেই জলসেচনে ত্রস্ত হয়ে নবমল্লিকালতা ত্যাগ করে সহসা শকুন্তলার মুখপদ্মের অভিমুখে ধাবিত হল। শকুন্তলা আত্মরক্ষার জন্য সখীদ্বয়ের সাহায্য চাইলে, তারা শকুন্তলাকে তপোবনের রক্ষক দেশের রাজা দুষ্যন্তের সাহায্য প্রার্থনা করতে বলল। যুবতীহৃদয় জয় করবার অপূর্ব সুযোগ বিবেচনা করে নৃপতি অগ্রসর হলেন। এরপর থেকে প্রথমাংকের হস্তিবৃত্তান্তের পূর্ব পর্যন্ত মুখসন্ধি। উল্লেখ করা যেতে

পারে যে, প্রসিদ্ধ টীকাকার রাঘবভট্ট "পুত্রমেবংগুণোপেতং চক্রবর্তিণমাপ্নুহি"—এই পুত্রলাভের আশীর্বাদে এবং "ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলামতিথিসৎকারায় সন্দিশ্য দৈবমস্যাঃ প্রতিকূলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ"—এই অংশে নাটকে বীজ স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে প্রথমাংকের প্রারম্ভ থেকে দ্বিতীয়াংকের "উভৌ পরিক্রম্যোপবিষ্টৌ" পর্যন্ত মুখসন্ধি।

প্রতিমুখসন্ধি—"ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধি নিবেশিনঃ। লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখং চ তৎ ॥" অর্থাৎ ফলের প্রধান উপায় স্বরূপ বীজ যে অংশে ঈষৎ অংকুরিত অথবা বিষয়ান্তর সূচনায় বিনষ্টপ্রায প্রতীয়মান হয়, তাই প্রতিমুখসন্ধি। দ্বিতীয়াংকে বিষয়ান্তরের সূচনা,—যেমন মৃগয়াক্লান্ত মাধব্য দুষ্যন্তের অত্যধিক মৃগয়াসক্তির বিষয় ভাবতে ভাবতে কিরূপে অন্ততঃ একদিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করতে পারেন, তারই জল্পনা করতে লাগলেন। মৃগয়া-বিহার আপাততঃ বন্ধ থাকল। রাজা শকুন্তলাকে লাভ করবার উপায় উদ্ভাবন করতে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা,—কিন্তু রাজার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি হল। মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতিতে রাক্ষসেরা ঋষিদের যজ্ঞানুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। কর্তব্যনিষ্ঠ রাজা দুষ্যন্ত প্রণয়চিন্তা পরিহার করে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হলেন। দুষ্যন্ত বিদূষককে বললেন—"মাধব্য অনবাপ্তচক্ষুঃফলোসি"—এ উক্তির দ্বারা মৃগয়াবৃত্তান্তকে চাপা দিয়ে প্রণয়ের প্রসঙ্গ পুনরবতারণায় "বিন্দু" নামক অর্থপ্রকৃতি এবং নায়িকাকে পাওয়ার প্রচেষ্টায় 'প্রযত্ন' নামক অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। রাঘবভট্টের মতে দ্বিতীয় অংকের "অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি"—এ অংশ থেকে তৃতীয়াংকের শেষ পর্যন্ত প্রতিমুখসন্ধি।

গর্ভসন্ধি—"ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন। গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্ মু ঃ ॥" অর্থাৎ প্রতিমুখসন্ধিতে উদ্ভিন্ন অংকুর বিকাশ প্রাপ্ত হয়েও যেখানে প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা বাধিত ও অলংকৃত হলে পুনঃ পুনঃ অন্বেষণের বিষয় হয়, অর্থাৎ যেখানে তাকে পুনরায় অনুকূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়, তাই গর্ভসন্ধি। অনুকূল অবস্থা, যেমন রাক্ষস-বিঘ্ন নিবারণের পর দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার গান্ধর্বপরিণয় সম্পাদিত হয়ে গেছে। রাজা হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তনের সময় শকুন্তলাকে নিজের নামাংকিত অঙ্গুরীয়ক পরিয়ে দিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে, তাঁর অনুচরগণ এসে শকুন্তলাকে নিয়ে যাবে রাজপ্রাসাদে।

প্রতিকূল অবস্থা যেমন,—রাজাকে বিদায় দিয়ে শকুন্তলা একান্ত অন্যমনস্কা। ইতিমধ্যে কোপনস্বভাব ঋষি দুর্বাসা এসে উপস্থিত। পতিগতচিত্তা অন্যমনস্কা শকুন্তলাকে অতিথিসৎকারে বিমুখ বিবেচনা করে ঋষি দুর্বাসা অভিশাপ দিলেন, যার ভাবনায় শকুন্তলা অন্যমনস্কা, সে তাকে বিস্মৃত হবে।

এবার **অনুকূল ও প্রতিকূল সংঘর্ষ**—অনুসূয়ার কাতর অনুনয়ে ঋষি দুর্বাসা অবশেষে প্রসন্ন হয়ে বললেন,—স্মৃতির উদয় হবে যদি কোন অভিজ্ঞান আভরণ প্রদর্শিত হয়। পরিণয়ের অভিজ্ঞানস্বরূপ অঙ্গুরীয়কের কথা স্মরণ করে সখীদ্বয় আপাততঃ আশ্বস্ত বোধ করল। বারংবার বীজের নষ্টপ্রায় অবস্থা এবং অবশেষে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনাময় প্রত্যাশা-এ সন্ধির অন্তর্গত। তৃতীয়াংকের সুরু থেকে চতুর্থাঙ্কে দুর্বাসার অভিশাপের ঘটনা পর্যন্ত গর্ভসন্ধি।

বিমর্ষসন্ধি—"যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোঽধিকঃ, শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্ষ ইতি স্মৃতঃ ॥" অর্থাৎ শাপাদি অন্তরায়ের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েও অংকুরিত বীজ যে অংশে অধিকতর বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাই বিমর্ষসন্ধি। চতুর্থ অংকে ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের পর থেকে ষষ্ঠাংকের শেষ পর্যন্ত বিমর্ষসন্ধি। এ সন্ধিতে ফলপ্রাপ্তির প্রতি শেষ বাধা অতিক্রম করে ফল লাভ সুনিশ্চিত হয়। **বিঘ্ন সমাগম** যেমন,—শক্রাবতারে শচীতীর্থে অঙ্গুরীয়ক শকুন্তলার অঙ্গুলিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। অভিজ্ঞান-আভরণ প্রদর্শন করতে না পারায় ঋষিশাপের অবসান হল না। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

বিঘ্ন অতিক্রম যেমন,—পরে ধীবর কর্তৃক রোহিত মৎস্যের উদর থেকে অঙ্গুরীয়কটি উদ্ধার হলে তা রাজা দুষ্যন্তের হস্তগত হয়। রাজা পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করে নিরতিশয় বিহ্বল হয়ে পড়লেন। শকুন্তলা পুত্র সহ ভগবান মারীচের আশ্রমে আছেন এবং দেবতারাও দুষ্যন্ত শকুন্তলার পুনর্মিলন ঘটাবার জন্য সচেষ্ট—সানুমতীর মুখ থেকে এসব জানা এবং দুষ্যন্তের স্বর্গগমনের প্রস্তুতির মধ্যে নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলনের ধারণা নিশ্চিত হয়। সুতরাং এ সন্ধিতে "নিয়তাপ্তি" নামক অবস্থা রয়েছে।

নির্বহণসন্ধি উপসংহৃতিসন্ধি—"বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্। একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ।" অর্থাৎ যে অংশে মুখসন্ধি প্রভৃতিতে ক্রমবিকশিত বীজ শাখায় প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে পরিণাম ফল প্রসব করে তাই উপ-সংহৃতি বা নির্বহণসন্ধি। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের সপ্তম অংকে নির্বহণসন্ধি বা উপসংহৃতিসন্ধি রয়েছে। যেমন, পরে অনুকূল দৈবের প্রসন্নতায় ভগবান মারীচের আশ্রমে অপ্রত্যাশিতভাবে রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার মিলন ঘটল।

(৪) "নাট্যলক্ষণসমূহের আলোচনা"

আচার্য ভরতের মতে রসের প্রয়োজন বিচার করে নাটকে ছত্রিশপ্রকার লক্ষণ প্রয়োগ করতে হবে। নাটকের পাত্রপাত্রীদের সংলাপেই এ লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় এবং এগুলির দ্বারা নাটকের শোভা বৃদ্ধি পায়। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথও সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠপরিচ্ছেদে নাট্যলক্ষণের উল্লেখ করেছেন। "ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষণান্যত্র"—এ ছত্রিশটি নাট্য

লক্ষণ হল—ভূষণ, অক্ষরসংঘাত, শোভা, উদাহরণ, হেতু, সংশয়, দৃষ্টান্ত, তুল্যতর্ক, পদোচ্চয়, নিদর্শন, অভিপ্রায়, জ্ঞাপ্তি, বিচার, দিষ্ট, উপদিষ্ট, গুণাতিপাত, গুণাতিশয়, বিশেষণ, নিরুক্তি, সিদ্ধি, ভ্রংশ, বিপর্যয়, দাক্ষিণ্য, অনুনয়, মালা, অর্থাপত্তি, গর্হণ, পৃচ্ছা, প্রসিদ্ধি, সারূপ্য, সংক্ষেপ, গুণকীর্তন, লেশ, মনোরথ, অনুক্তসিদ্ধি ও প্রিয়রচঃ। (৬/১৭১-১৭৪)

উক্ত ছত্রিশটি নাট্যলক্ষণের মধ্যে সবকটি লক্ষণের আলোচনা এখানে সম্ভব না হলেও "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকে প্রয়োগ করা হয়েছে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর হবে না বলে মনে হয়। যেমন (১) "**বর্ণাক্ষর-সংঘাতশ্চিত্রার্থৈরক্ষরৈর্মিতৈঃ।**"—অর্থাৎ বিদগ্ধ ও মনোরম অর্থযুক্ত পরিমিত অক্ষরের দ্বারা বিষয়বর্ণনাকে অক্ষরসংঘাত বলে। যথা—শাকুন্তলে,—রাজা—কচ্চিৎ সখীং বো নাতিবাধতে শরীরসন্তাপঃ? (রাজা—শরীরসন্তাপ তোমার সখীকে কষ্ট দেয় তো?") প্রিয়ংবদা—সাম্প্রতং লব্ধৌষধমুপশমং গমিষ্যতি। (প্রিয়ংবদা—সম্প্রতি ঔষধ পেয়ে উপশম লাভ করবে।)

(২) "**সংচয়োর্থানুরূপো যঃ পদানাং স পদোচ্চয়ঃ।**" অর্থাৎ অর্থানুরূপ পদসমূহের ব্যবহারকে পদোচ্চয় বলে। যথা শাকুন্তলে,—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনম্ অঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥" যেমন শকুন্তলা নাটকে,—

"অধর কিশলয়-রাঙিমা আঁকা,
যুগল বাহু যেন কোমল শাখা,
হৃদয় লোভনীয় কুসুম হেন
তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন।" (রবীন্দ্রনাথ)

(৩) "**অভিপ্রায়স্তু সাদৃশ্যাদভূতার্থস্য কল্পনা**"—অর্থাৎ সাদৃশ্য প্রদর্শনের জন্য অসম্ভব বিষযেব কল্পনা হলে অভিপ্রায় হয়। যথা শাকুন্তলে,

"ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুঃ
তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুম্ ঋষি র্ব্যবস্যতি ॥"

শকুন্তলা নাটকে আছে,—এই নিসর্গসুন্দর শরীরকে যিনি তপশ্চর্যার মত কঠিন কর্মে নিযুক্ত কবেন, তাহলে মনে করতে হবে সে ঋষি নিশ্চয়ই নীলপদ্মদলের প্রান্তভাগ দিয়ে কঠিন শমীশাখা ছেদন করতে তৎপর হয়েছেন।

(৫) "উপদিষ্টং মনোহারি বাক্যং শাস্ত্রানুসারতঃ"—অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারী মনোরম বাক্যকে উপদিষ্ট বলে। যথা শাকুন্তলে,—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥"—যেমন

শকুন্তলায়,—গুরুজনদের শুশ্রূষা করবে, প্রিয়সখী ব্যবহার করবে সপত্নীগণের প্রতি পতি কুপিত হলেও কখনো তাঁর প্রতিকূলাচরণ করবে না, পরিজনবর্গের প্রতি দাক্ষিণ্য-প্রবণ হবে, ভোগে হবে অনাগ্রহী। এভাবে যুবতিগণ গৃহিণীপদ লাভ করে, কিন্তু বিপরীত আচবণ করেন যাঁবা তাঁবা কুলের কলংকস্বরূপ হন।

(৬) "স্যাৎ প্রমাণয়িতুং পূজ্যং প্রিয়োক্তির্হর্ষভাষণম্"—অর্থাৎ পূজ্যব্যক্তিগণকে সম্মান দেখাবাব জন্য যে হর্ষগর্ভ ভাষণ তাকে প্রিয়োক্তি বলে। যথা শাকুন্তলে,—

"উদেতি পূর্বং কুসুমং ততঃ ফলং
ঘনোদযঃ প্রাক্ তদনন্তরং পযঃ।
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং বিধি-
স্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ ॥" অর্থাৎ

শকুন্তলা নাটকে,—প্রথমে দেখা দেয় ফুল, তারপর ফল, আগে উদিত হয় মেঘ, তারপর বৃষ্টি। কার্যকারণের এইটি নিয়ম, কিন্তু এখানে তোমার অনুগ্রহ লাভের পূর্বেই সম্পদ লাভ হয়েছে।

(৫) "সোদাহরণ নাট্যালংকার পরিচয়" ঃ

সাহিত্যদর্পনকার বিশ্বনাথ নাট্যালংকারগুলির উল্লেখ করে বলেন যে, আশীঃ, আক্রন্দ, কপট, ক্ষমা, গর্ব, উদ্যম, আশ্রয়, উৎপ্রাসন স্পৃহা, ক্ষোভ, পশ্চাত্তাপ, উপপত্তি, আশংসা, অধ্যবসায, বিসর্প, উল্লেখ, উত্তেজন, পরিবাদ, নীতি, অর্থ-বিশেষণ, প্রোৎসাহন, সাহায্য, অভিমান, অনুবর্তন, উৎকীর্তন, যাচ্ঞা, পরিহার, নিবেদন, প্রবর্তন, আখ্যান, যুক্তি, প্রহর্ষ ও উপদেশন—এগুলি নাট্যালংকার । "নাট্যালংকৃতয়ো নাট্যভূষণহেতবঃ।"

এবার 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটক থেকে এগুলির কয়েকটি আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন (১) আশীঃ—"আশীরিষ্টজনাশংসা" অর্থাৎ প্রিয়জনের অভীষ্টপ্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ পেলে 'আশীঃ' অলংকার হয়। যথা শাকুন্তলে,—

"যযাতেবিব শর্মিষ্ঠা পত্যুর্বহুমতা ভব।

পুত্রং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি ॥"—যেমন

শকুন্তলানাটকে,—'শর্মিষ্ঠা যেমন যযাতিব নিকট সমাদব লাভ কবেছিল, তুমিও সেরূপ পতিব কাছে সমাদব লাভ কব। শর্মিষ্ঠা যেমন সম্রাট পুরুকে পুত্ররূপে লাভ কবেছিল, তুমিও তেমনি সম্রাটপুত্র লাভ কব।'

(২) **নীতিঃ**—"নীতিঃ শাস্ত্রেণ বর্তনম"—অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিঅনুসাবে কার্য সম্পাদন কবাকে নীতি বলে। যথা শাকুন্তলে,—"দুষ্যন্তঃ—বিনীতবেশপ্রবেশ্যানি তপোবনানি,"—অর্থাৎ শকুন্তলায,—"বিনীতবেশে তপোবনে প্রবেশ কবতে হয"—এইটি নীতি।

(৩) **অর্থবিশেষণ**—"উক্তস্যার্থস্য যত্তস্যাদুৎকীর্তনমনেকধা।

উপালম্ভাবিশেষেণ তৎস্যাদর্থবিশেষণম্ ॥"

অর্থাৎ প্রতিকূল অর্থকে খণ্ডন কববাব জন্য প্রতিপাদিত বিষযকে নানাপ্রকাবে স্পষ্টভাবে বলা হলে 'অর্থবিশেষণ' অলংকাব হয। যথা শাকুন্তলে,—"বাজানং প্রতি শার্ঙ্গববঃ—আঃ কথামিদং কিমুপন্যস্তমিতি? ননু ভবানেব নিতবাং লোকবৃত্তান্তনিষ্ণাতঃ।

"সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রযাং
জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।
অতঃ সমীপে পবিণেতুবিষ্যতে
প্রিযাপ্রিযা/সা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ ॥"

যেমন শকুন্তলা নাটকে—বাজাব প্রতি শার্ঙ্গবব—আঃ এইটি কী। কি বলা হচ্ছে। আপনি তো লোকাচাবে বিশেষজ্ঞ।—'পিতৃগৃহে অবস্থান কবলে সধবা স্ত্রীলোককে সতী হলেও অন্যরূপ মনে কবা হয। সেই কাবণে তাব আত্মীযগণ ইচ্ছা কবেন পতি প্রিয বা অপ্রিয যাই হোক, স্ত্রীলোক যেন পতিব নিকটই অবস্থান কবে।"

(৪) **প্রহর্ষঃ**—'প্রহর্ষঃ প্রমদাধিক্যম ' অর্থাৎ আনন্দেব আধিক্য হলে 'প্রহর্ষ' হয। যথা শাকুন্তলে —' বাজা—তৎকিমিদানীমাত্মানং পূর্ণমনোবথং নাভিনন্দামি ' যেমন—শকুন্তলা নাটকে,—বাজা—আমাব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হযেছে। আমি কি নিজেকে অভিনন্দিত কবব না '

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কবা যেতে পাবে যে, নাট্যালংকাব প্রযোগেব কোন সুনির্দিষ্ট নিযম নেই। নাটকেব প্রযোজনেব উপব নির্ভব কবে এগুলি স্থানে স্থানে সন্নিবেশ কবা হয। বস্তুতঃ নাট্যালংকাব এবং নাট্যলক্ষণ এ উভযেব কোন পার্থক্য নেই। আলংকাবিক বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণেব ষষ্ঠপবিচ্ছেদে বলেছেন,—"এযাঞ্চ লক্ষণনাট্যালংকাবাণাং সামান্যত একরূপত্বেঽপি ভেদেন ব্যবদেশো গড্ডলিকাপ্রবাহেন।'—অর্থাৎ উভযেব একই স্বরূপ

হলেও গড্ডলিকাপ্রবাহ-অনুসারে এদের মধ্যে ভেদ প্রদর্শিত হয়েছে। কেবল তাই নয়— "এষু চ কেষাঞ্চিদ্ গুণালংকারভাবসন্ধ্যঙ্গবিশেষান্তর্ভাবে অপি নাটকে প্রযত্নতঃ কর্তব্যত্বাদ্ বিশেষোক্তিঃ।" অর্থাৎ এগুলির মধ্যে কোন কোনটি গুণ, অলংকার, ভাব ও সন্ধ্যঙ্গ বিশেষের অন্তর্ভুক্ত হলেও নাটকে এগুলিকে যত্নসহকারে প্রয়োগ করা কর্তব্য বলে এখানে বিশেষভাবে বলা হল।

আচার্য ভরতের নিম্নোক্ত বচনানুসারে এগুলি নাটকে অবশ্যই প্রয়োহ করতে হবে। কবি যে নাটক রচনা করবেন তাতে থাকবে পঞ্চসন্ধি, চতুর্বৃত্তি, চতুঃষষ্টি অঙ্গ, ছত্রিশ লক্ষণযুক্ত নাট্যালংকার, মহারস, মহান ভোগ, উদাত্ত রচনা, মহাপুরুষগণের গুণবর্ণনা ও সদাচার নাটকে বর্ণিত হবে, তাছাড়া নাটক হবে জনপ্রিয়, সুসঙ্গত, সন্ধিসংযুক্ত, সুপ্রযুক্ত, সুখজনক ও সহজবোধ্য। "পঞ্চসন্ধি-চতুর্বৃত্তি-চতুঃষষ্ট্যঙ্গসংযুতম্ ....মৃদুশব্দাভিধানং চ কবিঃ কুর্যাৎ তু নাটকম্—"। (সাহিত্যদর্পণ ৬ পরিচ্ছেদ)

(৬) " পঞ্চসন্ধির অঙ্গসমূহের বিচার।"

সংস্কৃত আলংকারিকেবা বলেছেন—"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্" —অর্থাৎ নাটকের বৃত্ত বা কাহিনী হবে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুবাণ কাহিনীর মত প্রসিদ্ধ এবং নাটকে থাকবে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহৃতি—এ পাঁচটি সন্ধি। বস্তুতঃ এই পঞ্চসন্ধি হচ্ছে বস বা গল্প বিকাশের পাঁচটি স্তর মাত্র। প্রথম স্তরে অর্থাৎ মুখসন্ধিতে বীজবপন ও ঘটনার উৎপত্তি, দ্বিতীয়স্তরে অর্থাৎ প্রতিমুখ সন্ধিতে বিষয়ান্তরের সূচনা ও প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা, গর্ভসন্ধি অর্থাৎ তৃতীয়স্তরে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষ, চতুর্থস্তরে বা বিমর্শসন্ধিতে বিঘ্নসমাগম ও অতিক্রম, এবং পঞ্চমস্তরে অর্থাৎ উপসংহৃতি সন্ধিতে পরিণাম ফল।

উক্ত পাঁচটি সন্ধির প্রত্যেকটির আবার বিবিধ অঙ্গ রয়েছে, যেমন—উপক্ষেপ, পরিকব, পরিন্যাস, বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা, উদ্ভেদ, করণ ও ভেদ—এগুলি মুখসন্ধির অঙ্গ। প্রতিমুখসন্ধির অঙ্গসমূহ হল,—বিলাস, পরিসর্প, বিধূত, তাপন, নর্ম, নর্মদ্যুতি, প্রগমন, বিরোধ, পর্যুপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস ও বর্ণ-সংহার। অভূতাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম, সংগ্রহ, অনুমান, প্রার্থনা, ক্ষিপ্তি, ত্রোটক, অধিবল, উদ্বেগ ও বিদ্রব—এগুলি হল গর্ভসন্ধির অঙ্গসমূহ। বিমর্ষসন্ধির অঙ্গসমূহ— অপবাদ, সংকেট, ব্যবসায়, দ্রব, দ্যুতি, শক্তি, প্রসঙ্গ, খেদ, প্রতিষেধ, বিরোধ, প্ররোচনা, অবদান ও ছাদন। এবং সন্ধি, বিবোধ, গ্রথন, নির্ণয়, পরিভাষণ, কৃতি, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, উপগূহন, ভাষণ, পূর্ববাক্য, কাব্যসংহার ও প্রশস্তি,—এগুলি উপসংহৃতি বা নির্বহণ সন্ধির অঙ্গ বলে পরিচিত।

সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠপরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কারো কারো মতে এ অঙ্গগুলির মধ্যে মুখসন্ধিতে উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, যুক্তি, উদ্ভেদ ও সমাধান—এ ছটি অঙ্গের, প্রতিমুখসন্ধিতে—পরিসর্পণ, প্রগমন, বজ্র, উপন্যাস ও পুষ্প, অঙ্গগুলির গর্ভসন্ধিতে—অভূতাহরণ, মার্গ, ত্রোটক, অধিবল ও ক্ষেপ—এ অঙ্গগুলির এবং বিমর্ষসন্ধিতে—অপবাদ, শক্তি, ব্যবসায়, প্ররোচনা ও আদান—এ অঙ্গসমূহের প্রাধান্য এবং অন্য অঙ্গ সমূহের যথাসম্ভব স্থান হয়।

নাট্যবৃত্তের সূত্র যাতে অবিচ্ছিন্ন থাকে, এবং নাটকের লক্ষ্য একমুখী হয়, তার জনাই সন্ধির প্রয়োজন। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ সন্ধ্যাঙ্গসমূহের ফলের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন,—ঈপ্সিত বিষয়ের রচনা, চমৎকারিত্বসৃষ্টি, নাটকীয় বস্তুর বিস্তার, নাট্যবিষয়ে সামাজিকদের অনুরাগ সৃষ্টি, গোপনীয় বিষয়কে গোপন করা এবং প্রকাশ্য বিষয়কে প্রকাশ করা। সাহিত্যদর্পণে আরো বলা হয়েছে যে, যেমন অঙ্গহীন মনুষ্য কোন কর্ম করতে সমর্থ হয় না, ঠিক তেমনি অঙ্গহীন নাটকের প্রয়োগ করা যায় না। নায়ক ও প্রতিনায়ক সন্ধির অঙ্গ সম্পাদন করবেন, তা' না হলে, পতাকাদিতে এবং পতাকার অভাবে অন্যান্য নাট্যলক্ষণাদিতে সন্ধির অঙ্গ সম্পাদন করবে।

পণ্ডিতগণ বলেন,—সন্ধির এই চতুঃষষ্টি অঙ্গরসের আনুকূল্য বিচার অন্য সন্ধিতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে রসেরই প্রাধান্য—"রসানুগুণতাং বীক্ষ্য রসস্যৈব হি মুখ্যতা।" (৬/১১৫)। কেবল শাস্ত্রের নিয়ম পালনের জন্য নয়, রসের অভিব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ সমস্ত সমাবেশ করতে হবে।—

"রসব্যক্তিমপেক্ষ্যৈষামঙ্গানাং সন্নিবেশনম্।
ন তু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া ॥" (৬/১২০)

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পঞ্চসন্ধির অতিরিক্ত একুশটি অন্তরসন্ধির কথাও বলা হয়েছে। যেমন—

"সাম ভেদস্তথা দণ্ডঃ প্রদানং বধ এব চ।
প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং চ গোত্রস্খলিতমেব চ।
সাহসং চ ভয়ং চৈব হ্রীর্মায়া ক্রোধ এব চ॥
ওজঃ সংবরণং ভ্রান্তিস্তথা হেত্ববধারণম্।
দূতো লেখস্তথা স্বপ্নশ্চিত্তং মদ ইতি স্মৃতম্ ॥" (নাট্যশাস্ত্র)

যেমন "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকে ঋষি দুর্বাসার ক্রোধ-উপশমনে প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মহর্ষি কণ্বের তপোবনে ঋষিদের বাক্ষসভীতি, শকুন্তলার লজ্জা, দুর্বাসার কোপ, রাজার ভ্রান্তি, শকুন্তলার লিপিলিখন,—এ কয়টি অঙ্গই প্রধানতঃ পরিস্ফুট হয়েছে।

(৭) নাটকের ভাষা ও ভাষা বিন্যাস ঃ

নাটকে বিভিন্ন শ্রেণী ও বিবিধ পদমর্যাদার পাত্রপাত্রী অংশগ্রহণ করে। তারা সকলেই যদি একই ভাষায় কথা বলে তবে তা নিতান্তই কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক বলে মনে হতে বাধ্য। তাই নাটকে ভাষাবৈচিত্র্য অপরিহার্য। নাটক মূলতঃ বাস্তবজীবনেরই প্রতিচ্ছবি। তাই বাস্তবতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে কুশলী নাট্যকার বিভিন্ন শ্রেণী ও বিবিধ পদমর্যাদার পাত্রপাত্রীদের মুখে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহারের রীতি প্রয়োগ করেন। নাটকে পাত্রপাত্রীদের ভাষা বণ্টণ প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেন,—"পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্"—অর্থাৎ শিক্ষিত, মার্জিতরুচি এবং সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন উত্তম ও মধ্যমশ্রেণীর পাত্রের ভাষা হয় **সংস্কৃত**। "শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাং চ যোষিতাম্"—অর্থাৎ শিক্ষিতা মার্জিতবুদ্ধি এবং সামাজিক মর্যাদার অধিকারিণী উচ্চশ্রেণীর পাত্রীদের ভাষা হয় **শৌরসেনী প্রাকৃত**। এরূপ নারীব গীত বা শ্লোকের ভাষা হয় **মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত**।—"আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ।" রাজার অন্তঃপুরবাসিগণের ভাষা হয় **মাগধী প্রাকৃত**, এবং চেট, রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠিগণের ভাষা হয় **অর্ধমাগধী প্রাকৃত**।—"অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাম্। চেটানাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠীনাং **চার্ধমাগধী** ॥" বিদূষকের ভাষা হয় প্রাচ্য অর্থাৎ গৌড়ীয়, ধূর্তগণের ভাষা হয় **অবন্তিকা**, যোদ্ধা ও নাগরিক প্রভৃতির ভাষা হয় দাক্ষিণাত্য অর্থাৎ বৈদর্ভী ভাষা। ঐশ্বর্যে মত্ত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীর ভাষা হয় **প্রাকৃত**। সন্ন্যাসিনী ও উত্তম স্ত্রীলোকগণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ হয়। আবার, কেউ কেউ বলেন—রাজ্ঞী, মন্ত্রীকন্যা, এবং বেশ্যার ক্ষেত্রেও সংস্কৃত ভাষাব ব্যবহার হবে। নীচ পাত্রগণের ভাষা নিজ নিজ দেশের উপযোগী হবে। তবে প্রয়োজন হলে উত্তমপ্রকৃতির স্ত্রীলোকগণের ভাষার ব্যতিক্রম হতে পারবে। বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য স্ত্রীপাত্রী, সখী, বালক, বেশ্যা ও অপ্সরার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ হবে। "ঐশ্বর্যেণ প্রমত্তস্য.. .... সংস্কৃতং চান্তরান্তরা ॥" (সাঃ দঃ ৬/১৬৬-১৬৯(।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ প্রদত্ত নির্দেশিকা থেকে বোঝা যায় যে, সংস্কৃত নাটকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত—এই দুটি ভাষা ব্যবহৃত হয়। 'প্রাকৃত' শব্দটি প্রকৃতি শব্দ থেকে উৎপন্ন। 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ নিয়ে আবার মতপার্থক্য রয়েছে। সাধারণতঃ 'প্রাকৃত' শব্দটির তাৎপর্য হল প্রকৃতি অর্থাৎ জনগণের সদাব্যবহৃত ভাষা। সুতরাং প্রাকৃত ভাষার অর্থ জনসাধারণের কথ্য ও বোধগম্য ভাষা,—"প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধমিতি প্রাকৃতম্", অথবা "প্রাকৃতজনানাং ভাষাপ্রাকৃতম্"।.এই সাহিত্যিক প্রাকৃত আবার নানা প্রকার ॥ যেমন—

(১) **মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত**—সাহিত্যিক প্রাকৃতের মধ্যে মাহারাষ্ট্রী সর্বোচ্চে। স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জন ধ্বনির ব্যাপক লোপ প্রবণতার ফলে এ ভাষা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। তাই গীতিকবিতায়ও সংস্কৃত নাটকের গীতগুলিতে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত অধিক ব্যবহৃত। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে প্রস্তাবনায় নটীর গীত, তৃতীয় অংকে শকুন্তলার পত্র, চতুর্থ অংকে প্রিয়ংবদার তপোবনের দশা বর্ণনা, পঞ্চম অংকে হংসপদিকার গীত ও গৌতমীর মন্তব্য, এবং ষষ্ঠ অংকে, পরভৃতিকা ও মধুকরিকার বসন্তপূজা উপলক্ষে শ্লোক দ্বয় ইত্যাদিতে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) **শৌরসেনী প্রাকৃত**—শৌরসেনী মুখ্যতঃ গদ্যের ভাষা। কেবলমাত্র সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত নারী, বিদূষক, অশিক্ষিত পুরুষ, শিশু এবং অসুস্থ মানুষেব মুখের ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃত। শৌরসেনী প্রাকৃতের মূল ভিত্তি ছিল শূরসেন অর্থাৎ মথুরা অঞ্চল, ভারতের সংস্কৃতসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। প্রাকৃতভাষা সমূহের মধ্যে শৌরসেনী সর্ববিষয়ে সবচেয়ে অধিক সংস্কৃতানুগ।

(৩) **মাগধী প্রাকৃত**—পূর্বপ্রত্যন্তদেশের প্রাকৃতের নাম মাগধী। বিশিষ্ট ধ্বনিপরিবর্তনে, অনিয়মিত সমীভবনে এবং নানা রূপগত বিষয়েও মাগধীর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্কৃতনাটকে মাগধী অনভিজাত মানুষের ভাষা। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে শক্রাবতারবাসী ধীবর, জানুক ও সূচক নামে রক্ষিপুরুষ দ্বয়ের ভাষা মাগধী, অপর সকলের ভাষা শৌরসেনী।

(৪) **অর্ধমাগধী প্রাকৃত** ব্যবহৃত হয়েছে কেবল জৈনদের রচনাতে। পণ্ডিতপ্রবব য়াকোবি (Jacobi) একে "জৈনপ্রাকৃত" নাম দিয়েছেন। অশ্বঘোষের নাটকে অর্ধমাগধীর কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী কালের সংস্কৃত নাটকে এর প্রয়োগ একেবারে নেই বললেই চলে।

এরপর নাটকে সংস্কৃতভাষা ব্যবহারের প্রসঙ্গ আসে। নাটকে যে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়, তা' বৈদিক সংস্কৃত এবং তৎকাল প্রচলিত বিভিন্ন কথ্য-সংস্কৃত। যদি আমরা কেবল পাণিনি-পতঞ্জলির দ্বারা সংস্কৃত ভাষাকে এখানে সংস্কৃতভাষা বলে গ্রহণ করি তাহলে তা' থেকে সবক্ষেত্রে প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হয়েছে একথা বলা যাবে না। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকে যাঁরা সংস্কৃতভাষায় কথা বলেছেন, তাঁরা হলেন,—নায়ক রাজা দুষ্যন্ত, সূত্রধার, সূত, বৈখানস, সেনাপতি, কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত, ঋষি দুর্বাসা, ঋষি কণ্ব, ভগবান্ মারীচ, নারদ, গৌতম, বৈতালিক দ্বয়, কঞ্চুকী, পুরোহিত, মাতলি প্রভৃতি। অপর সকল পাত্রই প্রাকৃতভাষী

(৮) সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে সম্বোধন রীতি ঃ

সংস্কৃত দৃশাকাব্যে পাত্রপাত্রীগণ কে কাকে কিভাবে সম্বোধন করবে তারও কিছু কিছু নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ রয়েছে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ এ প্রসঙ্গে বলেন যে, অমাত্য প্রভৃতি রাজভৃত্যগণ রাজাকে "স্বামী" বা 'দেব' শব্দে সম্বোধন করবেন। অধমপাত্রগণ রাজাকে 'ভট্ট' শব্দে সম্বোধন করবে। রাজর্ষি অথবা বিদূষক রাজাকে "বয়স্য" বলে সম্বোধন করবেন। ঋষিগণ বাজাকে 'রাজন্' বা অপত্যপ্রত্যয়যুক্ত শব্দে সম্বোধন করবেন। যেমন—দাশরথে, পৌরব, পাণ্ডব ইত্যাদি। রাজা বিদূষককে 'বয়স্য' বলে, বা নিজনামে সম্বোধন করবেন। নটী ও সূত্রধার পরস্পরকে 'আর্য' শব্দে সম্বোধন করবেন। পারিপার্শ্বিক সূত্রধারকে 'ভাব' শব্দে, এবং সূত্রধার পারিপার্শ্বিককে 'মারিষ' শব্দে সম্বোধন করবেন। অধম ব্যক্তিগণ পবস্পরকে আহ্বান করবে 'হণ্ডে' শব্দে, উত্তম ব্যক্তিগণ' পরস্পরকে 'বয়স্য' এবং মধ্যম ব্যক্তিগণ পরস্পরকে "হংহো" এবং কনিষ্ঠগণ অগ্রজকে 'আর্য' শব্দে সম্বোধন করবেন। দেবতা, ঋষি ও দণ্ডকমণ্ডলুধারীকে 'ভগবন্' শব্দে সম্বোধন করতে হবে।

বিদূষক রাজ্ঞী ও চেটীকে 'ভবতি' বলে সম্বোধন করবেন। সত রথীকে বলবেন 'আয়ুষ্মন্', অন্য ব্যক্তিগণ বৃদ্ধকে "তাত" বলে সম্বোধন করবেন। অধমপাত্রগণ অমাত্যকে 'আর্য' বলে, এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁকে 'অমাত্য' বা 'সচিব' শব্দে আহ্বান করবেন। আচার্যকে 'উপাধ্যায়' এবং ভূপতিকে 'মহারাজ' অথবা 'স্বামিন্' শব্দে সম্বোধন করতে হবে। যুবরাজকে 'কুমার', বা 'ভর্তৃদারক' শব্দে সম্বোধন করতে হবে। প্রজাবর্গ কুমারীকে 'ভর্তৃদারিকা' বলবেন। আত্মতুল্য সেবিকাকে 'হলা', পূজনীয়া বৃদ্ধাকে 'অম্ব' বলে সম্বোধন করতে হবে। যার যে কার্য, শিল্প বিদ্যা বা জাতি তাকে তদনুসারে সম্বোধন করতে হবে।

(৯) নাট্যোক্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ

নাট্যোক্তিসমূহকে প্রকারান্তরে দৃশ্যকাব্যের সংলাপও বলা যেতে পারে। নাট্যোক্তি বা সংলাপ প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার, যথা প্রকাশ্য, স্বগত, অপবারিত, জনান্তিক ও আকাশভাষিত। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ 'স্বগত'-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেন,— "অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ স্বগতং মতম্" অর্থাৎ যে সংলাপ অন্যের শ্রাব্য নয়, তাকে বলে স্বগত। অভিনয় কালে পাত্রপাত্রী এমনভাবে নিজে কথা বলে যা মঞ্চে উপস্থিত অন্য চরিত্র শুনতে না পায়। একেই বলে স্বগত। 'প্রকাশ্য' সংলাপের সংজ্ঞা দিয়ে বিশ্বনাথ বলেন,—"সর্বশ্রাব্যং প্রকাশং স্যাৎ", অর্থাৎ যে উক্তি সকলেই শুনতে পাবে তা

হবে প্রকাশ্য উক্তি, সংলাপ স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ্যেই উচ্চারিত হয়। "অপবারিত"-এর সংজ্ঞা দিয়ে সাহিত্যদর্পণকার বলেন,—"তদ্ ভবেদপবারিতং রহস্যং তু যদন্যস্য পরাবৃত্য প্রকাশতে।" অর্থাৎ অন্য পাত্রের কাছে গোপনীয় কোন বস্তু যদি পেছন ফিরে বলা হয়, তবে তাকে বলে অপবারিত। সহজ কথায়, অবাঞ্ছিত জনকে পেছনে রেখে, কেবল বাঞ্ছিত জনের সঙ্গে যেখানে গোপনে আলাপ করা হয়, তাকে অপবারিত বলে'। "জনান্তিক"-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করে বিশ্বনাথ বলেন,—ত্রিপাতককরেণান্যানপবার্যান্তরা কথাম্। অন্যোন্যামন্ত্রণং যৎ স্যাৎ জনান্তে তজ্জনান্তিকম্ ॥" অর্থাৎ হাতের ভঙ্গীকে তিনটি পতাকার মত করে অপরের দিকে পেছনে ফিরে বাঞ্ছিতজনেব সঙ্গে যে গোপন আলাপ করা হয, তাকে 'জনান্তিক' বলে। সকল অঙ্গুলির মধ্যে অনামিকাকে অবনত করে, হস্তকে ত্রিপতাকার মত রূপ দিয়ে অপরের সঙ্গে যে গোপন মন্ত্রণা তাকে বলে জনান্তিক। 'আকাশভাষিত'-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করে সাহিত্যদর্পণকার বলেন,—"কিং ব্রবীষি ইতি যন্নাট্যে বিনা পাত্রং প্রযুজ্যতে। শ্রুত্বেবানুক্তমপ্যর্থং তৎ স্যাদাকাশভাষিতম্ ॥" অর্থাৎ অলক্ষ্য থেকে কোন ব্যক্তির কথা শোনার ভাণ করে, 'কি বল্ছ'—এরূপ কথা বলা হলে তাকে 'আকাশভাষিত' বলে ॥

(১০) "ছন্দ-জিজ্ঞাসা"

চারটি চরণবিশিষ্ট পদ সমুচ্চয়কে সংস্কৃত সাহিত্যে 'পদ্য' বলে। এই পদ্য আবার দু'প্রকার—(ক) বৃত্ত এবং (খ) জাতি। অক্ষর সংখ্যার দ্বারা যে পদ্য নিরূপিত হয় তাকে বলে 'বৃত্ত', এবং যে পদ্য মাত্রা সংখ্যার দ্বারা নিরূপিত হয় তাকে 'জাতি' বলে। প্রথমটিকে অক্ষর ছন্দ এবং দ্বিতীয়টিকে মাত্রা ছন্দও বলা হয়ে থাকে।

"পদ্যং চতুষ্পদী" তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতি র্মাত্রাকৃতা ভবেৎ" ॥ ৪ ॥
(ছন্দোমঞ্জরী)

উক্ত 'বৃত্ত' ছন্দ আবার তিনপ্রকার, যথা—সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত ও বিষমবৃত্ত। যে পদ্যের চারটি চরণই সমলক্ষণাক্রান্ত অর্থাৎ চারটি চরণের প্রত্যেক চরণে সমান সংখ্যক অক্ষর থাকে এবং গণও থাকে অভিন্ন তাকে বলে 'সমবৃত্ত'। আবার, যে পদ্যের প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ সমলক্ষণাক্রান্ত তাকে 'অর্ধসমবৃত্ত' বলে। তাছাড়া, যে পদ্যের চারটি চরণ বা পাদই ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত তার নাম "বিষমবৃত্ত"।

বৃত্তছন্দে রচিত কোন পদ্যের ছন্দ নিরূপণ করতে হলে যে সকল উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যেমন—অক্ষর, লঘু, গুরু, গণ; যতি ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত

আলোচনা কবা যেতে পাবে। প্রথমে অক্ষব' কাকে বলে? এব উত্তবে বলা যায়,—স্বব বা স্ববযুক্তব্যঞ্জন বর্ণকে বলা হয অক্ষব। স্বববিযুক্ত বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনবর্ণ অক্ষব নয, কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণবহিত বিশুদ্ধ স্ববর্ণ অক্ষব হতে পাবে। এক কথায ইংবেজীতে যাকে আমবা সিলেবল (syllable) বলি, সংস্কৃতে তাই অক্ষব।

এই অক্ষব যেমন লঘু হতে পাবে, তেমনি আবাব গুরুও হতে পাবে। স্বভাবতঃই হ্রস্বস্ববযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ হয লঘু এবং দীর্ঘস্ববযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ হয গুরু। তাছাডা, অনুস্বাবযুক্ত বর্ণ ও বিসর্গযুক্ত বর্ণ এবং সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণেব পূর্বেব অক্ষব হয গুরু। চবণান্তে সাধাবণতঃ দ্বিতীয ও চতুর্থ চবণে অবস্থিত লঘুবর্ণ বিকল্পে গুব হযে থাকে এবং গুরুবর্ণও বিকল্পে লঘু হতে পাবে।

সানুস্বাবশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুবর্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূবশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি" বা ॥ ১১ ॥

(ছন্দো মঞ্জবী)

চবণেব পব পব তিনটি অক্ষব নিযে একটি গণ' হয। এই গণেব মধ্যে লঘু ও গুরু উভযপ্রকাব অক্ষব থাকতে পাবে, আবাব কেবল তিনটি লঘু অক্ষব বা তিনটি গুরু অক্ষবও থাকতে পাবে। যাব তিনটি অক্ষবই গুরু তাকে বলে 'ম' গণ, এবং যাব তিনটি অক্ষবই লঘু তাকে ন গণ বলে। ভ গণে প্রথম অক্ষবটি হয গুরু এবং অপব দুটি অক্ষব লঘু। য গণেব আদি অক্ষবটি লঘু এবং পবেব দুটি অক্ষব গুরু। 'জ' গণেব মধ্যেব অক্ষবটি গুরু এবং আদি ও অন্ত অক্ষব হয লঘু। 'ব গণেব মধ্য অক্ষবটি হয লঘু এবং আদি ও শেষ অক্ষব হয গুরু। শেষ অক্ষবটি গুরু এবং অপব দুটি অক্ষব লঘু হলে 'স গণ হয। অন্তিম অক্ষবটি লঘু এবং অপব দুটি অক্ষব গুরু হলে তাকে বলে 'ত' গণ। তাছাডা, একটি মাত্র গুরু অক্ষব হয 'গ' গণ ও একটি মাত্র লঘু অক্ষব হয 'ল' গণ। আমবা গুরু অক্ষবেব জন্য — চিহ্ন এবং লঘু অক্ষবেব জন্য " ◡ " চিহ্ন ব্যবহাব কবব।

মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকাবঃ
ভাদিগুরুঃ পুনবাদিলঘুর্যঃ।
জো গুরুমধ্যগতো বলমধ্যঃ
সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ ॥ ৮ ॥
গুরুবেকো গকাবস্তু লকাবো লঘুবেককঃ।
ক্রমেণ চৈষাং বেখাভিঃ সংস্থানং দর্শ্যতে যথা ॥"

(ছন্দোমঞ্জবী)

যেমন,—

'ম' গণ ঃ — — —
'ন' গণ ঃ ◡ ◡ ◡
'ভ' গণ ঃ — ◡ ◡
'য' গণ ঃ ◡ — —
'জ' গণ ঃ ◡ — ◡
'র' গণ ঃ — ◡ —
'স' গণ ঃ ◡ ◡ —
'ত' গণ ঃ — — ◡
'গ' গণ ঃ —
'ল' গণ ঃ ◡

পদ্যের কোন কোন চরণ পড়তে গেলে জিহ্বা যেখানে স্বেচ্ছায় বিশ্রাম গ্রহণ করতে চায় সে স্থানে 'যতি' পড়ে। সেজন্য বলা হয়েছে,—"যতি র্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে"। সকল ছন্দেই যতি থাকে না, কোন কোন বিশেষ ছন্দে বিশেষ স্থলে যতির অবস্থান নির্দেশিত হয়।

(১(শালিনী ছন্দের লক্ষণ,—"**মাত্তৌ গৌ চেচ্ছালিনী বেদলোকৈঃ**"। শালিনী ছন্দের প্রতিচরণে থাকে ১ অক্ষর এবং ক্রমে ম ত-ত-গ-গ গণ। যতি পড়বে প্রথমে চার অক্ষরের পর এবং পরে সাত অক্ষরের পর। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ছন্দের লক্ষণে সকল তৃতীয়ান্ত পদ থেকে সেগুলির দ্বারা যতির স্থান নিরূপিত হয়। যেমন, শালিনী ছন্দের লক্ষণে রয়েছে—"বেদলোকৈঃ" অর্থাৎ বেদ হল চারটি এবং লোক হল সাতটি। কাজেই প্রথমে চার অক্ষরের পর এবং পরে সাত অক্ষরের পর যতি পড়বে ॥

—১১ অক্ষর।

(২(**বৈশ্বদেবী**—"বাণাশ্বৈশ্ছিন্না বৈশ্বদেবী মমৌ যৌ"—বৈশ্বদেবী ১২ অক্ষরের সমবৃত্ত ছন্দ। এই ছন্দে গণ থাকে ক্রমে ম-ম-য-য। যতি পড়বে প্রথম পাঁচ অক্ষরে এবং পরে সাত অক্ষরে। (পঞ্চবাণ অর্থাৎ বাণ পাঁচটি এবং সপ্তাশ্ব অর্থাৎ অশ্ব সাতটি)।

(৩) **বসন্ততিলকম্**—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ"। অর্থাৎ বসন্ততিলক ১৪ অক্ষরের সমবৃত্ত ছন্দ। এতে গণ থাকে ক্রমে—ত-ভ-জ-জ-গ-গ।

(৪) **শিখরিণী**—"রসৈঃ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলা গঃ শিখরিণী"—শিখরিণী ১৭ অক্ষরের সমবৃত্ত ছন্দ। এতে গণ থাকে ক্রমে—য-ম-ন-স-ভ-ল-গ। এ ছন্দে যতি পড়ে প্রথমে ছ' অক্ষরে এবং পরে এগার অক্ষরে। (রস হল ছ' প্রকার এবং রুদ্র হল একাদশ)।

(৫) **হরিণী**—"নসমরসলা গঃ ষড়্‌বেদৈর্হয়ৈর্হরিণী মতা",—১৭ অক্ষরের সমবৃত্ত ছন্দ হরিণী। এতে গণ থাকে ক্রমে—ন-স-ম-র-স-ল-গ। এ ছন্দে যতি পড়ে প্রথমে ছ' অক্ষর, পরে চার অক্ষর এবং শেষে সাত অক্ষরে। (ষড়্‌ অর্থাৎ ছ, বেদ চার প্রকার এবং হয় অর্থাৎ অশ্ব সাত)।

(৬) **শার্দূলবিক্রীড়িতম্**—"সূর্যাশ্বৈর্মসজস্ততা সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্।" শার্দূলবিক্রীড়িত ১৯ অক্ষবেব সমবৃত্ত ছন্দ। এ ছন্দে ক্রমে—ম-স-জ স ত-ত-গ গণ থাকে, যতি পড়ে প্রথমে বার অক্ষরে এবং পরে সাত অক্ষরে। (সূর্য হল দ্বাদশ এবং অশ্ব হল সাত)।

(৭) **ইন্দ্রবজ্রা**—"স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ"—ইন্দ্রবজ্রা ১১ অক্ষরের সমবৃত্ত ছন্দ। এতে ত-ত-জ-গ-গ গণ থাকে প্রতি চরণে।

(৮) **উপেন্দ্রবজ্রা**—"উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা"—অর্থাৎ ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে বচিত চরণের প্রথম অক্ষরটি লঘু হলে তাকে 'উপেন্দ্রবজ্রা' বলে। এতে প্রতি চরণে ক্রমে—জ-ত-জ-গ-গ গণ থাকে। এইটিও ১১ অক্ষরের সমবৃত্ত ছন্দ।

(৯) **পুষ্পিতাগ্রা**— "অযুজি নযুগরেফতো যকারো
যুজি চ নজৌ জরগাশ্চ পুষ্পিতাগ্রা ॥"

এই একটি অর্ধসমবৃত্ত ছন্দ। এ ছন্দের অযুগ্ম চরণে ক্রমে—ন-ন-র-য গণ এবং যুগ্ম চবণে ক্রমে—ন-জ-জ-ব-গ গণ থাকে।

(১০) **অনুষ্টুপ**—এ ছন্দের প্রতিপাদে আটটি অক্ষব। সমস্তপাদেই পঞ্চম বর্ণ লঘু এবং ষষ্ঠ বর্ণ গুরু। দ্বিতীয় এবং চতুর্থপাদের সপ্তম বর্ণ লঘু। অন্যান্য বর্ণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নেই।

"পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীয়াৎ শেষেষ্বনিয়মো মতঃ ॥"

"শ্রুতবোধ নামক ছন্দোগ্রন্থে এ ছন্দের লক্ষণ প্রদত্ত হয়েছে,—

"শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্বত্র লঘু পঞ্চমম্।
দ্বিচতুঃপাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ ॥"

(১১) **আর্যা**—এইটি মাত্রা দ্বারা নির্ধারিত জাতি ছন্দ। এর লক্ষণ হল,—

"যস্যাঃ প্রথমে পাদে দ্বাদশ মাত্রাস্তথা তৃতীয়েঽপি।
অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে চতুর্থকে পঞ্চদশ সাঽর্যা ॥"

অর্থাৎ প্রথম পাদে ১২ মাত্রা, দ্বিতীয় পাদে ১৮ মাত্রা, তৃতীয় পাদে ১২ মাত্রা এবং চতুর্থ পাদে ১৫ মাত্রা ॥

(১২) **স্রগ্ধরা**—ম্রভ্নৈর্যানাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্তিতেয়ম্। এ ছন্দের প্রতিপাদে ম-র-ভ-ন-য-য-য ক্রমে ২১ অক্ষর। প্রতি সপ্তমে যতি।

(১৩) **রথোদ্ধতা**—"রাৎ পরৈর্নরলগৈ র্রথোদ্ধতা।" এই সমবৃত্ত ছন্দে প্রতিপাদে র-ন-র-ল-গ ক্রমে ১৩ অক্ষর।

(১৪) **রুচিরা**—"জভৌ সজৌ গিতি রুচিরা চতুর্গ্রহৈঃ"। এর প্রতিপাদে জ-ভ-স-জ-গ ক্রমে ১৩ অক্ষর। প্রথমে চতুর্থে এবং পরে নবমে যতি পড়বে। (চতুঃ = ৪, গ্রহ = ৯(।

(১৫) **বংশস্থবিলম্**—"বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ"। এর প্রতিপাদে জ-ত-জ-র ক্রমে ১২ অক্ষর।

(১৬) **সুন্দরী** (অন্যনাম বিয়োগিনী)—এইটি অর্ধসমবৃত্ত। "অযুজোর্যদি সৌ জগৌ, সমে সভরা লগৌ যদি সুন্দরী তদা।" এ ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদে স-স-জ-গ ক্রমে ১০ অক্ষর, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে স-ভ-র-ল-গ ক্রমে ১১ অক্ষর।

(১৭) **অপরবক্ত্র**—এইটিও অর্ধসমবৃত্ত। "অযুজি ননরলা গুরুঃ, সমে তদপররক্ত্রমিদং নজৌ জরৌ।" এ ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদে ন-ন-র-ল-গ ক্রমে ১১ অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে ন-জ-জ-র ক্রমে ১২ অক্ষর।

(১৮) **উদ্‌গাথা**—এইটি 'আর্যা' ছন্দের প্রকার ভেদ। এর অন্য নাম "গীতি"। প্রতি অর্ধে ৩০ মাত্রা, মোট ৬০ মাত্রা। প্রথম অংকের চতুর্থ শ্লোকের প্রথমার্ধে ১ মাত্রা বেশী থাকলেও তা' প্রাকৃতছন্দশাস্ত্রের বিশেষ বিধান অনুসারে সিদ্ধ ॥

(১৯) **দ্রুতবিলম্বিতম্**—"দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরৌ"—প্রতিপাদে ন-ভ-ভ-র ক্রমে ১২টি অক্ষর।

(২০) **মালিনী**—"ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ"—এইটি সমবৃত্ত, এর প্রতিপাদে ন-ন-ম-য-য ক্রমে ১৫টি অক্ষর। এ ছন্দে প্রথমে আটে এবং পরে সাতে যতি পড়বে। (ভোগী (অর্থাৎ সর্প) ৮, লোক = ৭)।

(২১) **মালভারিণী**—এইটি অর্ধসমবৃত্ত। এর অন্য নাম **কালভারিণী**। "বিষমে সসজা যদা গুরু চেৎ সভরা যেন তু মাল (কাল) ভারিণীয়ম্"। এ ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় চরণে স-স-জ-গ-গ ক্রমে ১১ অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে—স-ভ-র-য ক্রমে ১২ অক্ষর।

(২২) **মন্দাক্রান্তা**—"মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মো ভনৌ গৌ যযুগ্মম্"। এইটি সমবৃত্ত ছন্দ। এর প্রতিপাদে ম-ভ-ন-ত-ত-গ-গ ক্রমে ১৭ অক্ষর। এ ছন্দে প্রথমে চতুর্থে, পরে ষষ্ঠে এবং তারপর সপ্তমে যতি পড়বে। (অম্বুধি = ৪, রস = ৬, নগ = ৭)।

(২৩) **প্রহর্ষিণী**—"ত্র্যাশাভির্মনজরগাঃ প্রহর্ষিণীয়ম্"। এইটিও সমবৃত্ত ছন্দ। এর প্রতিপাদে ম-ন-জ-র-গ ক্রমে ১৩ অক্ষর। এ ছন্দে প্রথমে তৃতীয়ে, পরে দশ অক্ষরে যতি পড়বে। (ত্রি = ৩, আশা (দিক্) = ১০)।

(২৪) **উপজাতি**—সাধারণতঃ ইন্দ্রবজ্রা এবং উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের মিশ্রণ। উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের লক্ষণ হল,—"উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা"। প্রতিপাদে জ-ত-জ-গ-গ এই ক্রমে ১১টি অক্ষর। উপজাতির লক্ষণ,—"অনন্তরোদীরিতলক্ষ্মভাজৌ পাদৌ যদীয়াবুপজাতযস্তাঃ। ইত্থং কিলান্যাস্বপি মিশ্রিতাসু বদন্তি জাতিষ্বিদমেব নাম ॥" চারটি পাদের কটি ইন্দ্রবজ্রা, বা কটি উপেন্দ্রবজ্রা তা' নির্দিষ্ট নয়। ক্রমেরও কোন নিয়ম নেই। ইন্দ্রবজ্রা এবং উপেন্দ্রবজ্রা ছাড়া অন্যান্য দুটি ছন্দের মিশ্রণেও উপজাতি হয় ॥

(১১) অলংকার পরিচিতি ঃ

প্রাচীন আলংকারিক দণ্ডী, ভামহ, ইত্যাদির কাব্যলক্ষণ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা কাব্যের ক্ষেত্রে অলংকারকেই অত্যধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। আচার্য ভামহ তাঁর "**কাব্যালংকারঃ**" গ্রন্থে বলেছেন, "**ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বণিতাননম্**" অর্থাৎ বণিতাব মুখমণ্ডল যতই মনোজ্ঞ হোক না কেন, অলংকাববিহীন হলে তা' কখনো শোভা পায়না। পরবর্তী কালে আবার আচার্য বামন তাঁর "**কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ**" গ্রন্থে বলেছেন, "**কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ**"—**অর্থাৎ** অলংকারবশতঃই কাব্য সহৃদয় পাঠকগণেব উপাদেয় হয়ে ওঠে, অলংকারে ভূষিত হলেই কাব্য সহৃদয় গণের আস্বাদনীয় হয়। সাধাবণ লৌকিক বুদ্ধিতে কাব্যের সঙ্গে অলংকারের এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যে, অলংকাররিক্ত শব্দার্থের কাব্যত্বকল্পনা তাদের কাছে একান্তই অসম্ভব।

আচার্যবামন আরো বলেছেন যে, "**সৌন্দর্যমলংকারঃ**", অর্থাৎ সৌন্দর্যই অলংকার। এখানে সৌন্দর্য অর্থে অলংকার শব্দের প্রয়োগ বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। এ

সূত্রেব বৃত্তিতে আচার্য বলেছেন, "**অলংকৃতিবলংকারঃ, করণব্যুৎপত্ত্যা পুনরলং-কারশব্দোহয়ম্ উপমাদিষু বর্ততে।**" তিনি অলংকাব শব্দেব দুবকম ব্যুৎপত্তিব কথা বলেছেন। তাব একটি হ'ল ভাববাচ্য নিষ্পন্ন অলংকাবশব্দ অর্থাৎ অলংকবণমাত্রই অলংকাব। এই সামান্য বা সাধাবণ অর্থে কাব্যেব যে কোন প্রকাব সৌন্দর্যকে বোঝায়। অপরটি হ'ল কবণকাবকের দ্বাবা ব্যুৎপন্ন অলংকাব শব্দ। এই অলংকাব শব্দে বিশেষ অর্থ বোঝাচ্ছে এবং এব মধ্যে উপমা, রূপক, যমক ইত্যাদি পাবিভাষিক অলংকাবসমূহ বিধৃত। মোট কথা, প্রথমটি হল কাব্যেব সাধারণ সৌন্দর্য এবং দ্বিতীযটি হ'ল কাব্যেব বিশেষ সৌন্দর্য।

"**কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ**" এ সূত্রে আচার্য বামন কাব্যেব আত্মভূত সাধাবণ সৌন্দর্যেব উপব বিশেষ গুরুত্ব আবোপ কবেছেন। তিনি আবো বলেন যে, কাব্যেব সৌন্দর্য সম্পাদন কবতে হলে কবিকে দোষসমূহ পবিহাব কবে, গুণ ও অলংকাব গ্রহণ কবতে হবে। তবে এমন মনে কবলে ভুল হবে যে, বামনেব মতে কাব্যে অলংকাব অপবিহার্য। কাবণ, তিনি বলেছেন যে, অলংকাব কাব্যেব অনিত্যধর্ম, নিত্যধর্ম হল গুণ। তাঁব মতে বীতিই কাব্যেব আত্মা (বীতিবাত্মা কাব্যস্য) আব বীতিব আত্মা গুণ। সুতবাং গুণই কাব্যেব শোভা। উপমা, রূপক ইত্যাদি পাবিভাষিক অলংকাব সেই শোভাবই উৎকর্ষ বিধাযক মাত্র। যদিও আচার্য বামন সৌন্দর্যেব স্বরূপ সম্পর্কে কিছুই বলেননি, তথাপি সৌন্দর্যই যে কাব্যেব সাব,-এ সত্য আবিষ্কাবেব কৃতিত্ব তাঁবই। মনে কবা যেতে পাবে এ সৌন্দর্যই পববর্তী কালে ধ্বনি, বস বমণীযতা ইত্যাদি শব্দেব দ্বাবা অভিহিত হযেছে।

অলংকাব যে সৌন্দর্যসাধনেব একটি বিশিষ্ট উপাদান তা' কোন সহৃদযই অস্বীকাব কববেন না দণ্ডী, ভামহ, প্রভৃতি প্রাচীন আলংকাবিকগণ সাহিত্যেব ক্ষেত্রে উপমা প্রভৃতি কাব্যালংকাব সমূহেব একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ কবেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁবা একটি বিষযে ভ্রান্ত ছিলেন। তাঁবা অলংকাবকেই সাহিত্যেব প্রাণস্বরূপ বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁদেব মতে অলংকাবকে বাদ দিযে কবিকমেব অস্তিত্বই থাকতে পাবেনা।

মুক্তাফলেব অন্তর্গত তবল কান্তিব ন্যায লাবণ্যেব যে প্রভা নাবীদেহ থেকে সকল অলংকাব অপসাবণ কবলেও, নাবীদেহ কখনো লাবণ্যবর্জিত হয না। এই লাবণ্যই নাবীদেহেব সৌন্দর্যেব নিদান, তাই সৌন্দর্যেব আত্মা। অনুরূপভাবে কাব্যেব দেহ থেকে সকল অলংকাব অপসাবণ কবলেও কাব্যসৌন্দর্যেব কোন হানি হয না। সকল অলংকাব বিযুক্ত কবে নিলেও ভূষণহীন কাব্যশবীবেব কান্তি নিজেব মহিমায দীপ্তি পেতে থাকে। এইটি কাব্যদেহেব লাবণ্যস্বরূপ, এইটি কাব্যেব আত্মা বলে বিবেচিত হবাব যোগ্য। আচার্য আনন্দবর্ধন প্রমুখ ধ্বনিবাদিগণ কাব্যেব এই লাবণ্যেব সন্ধান পেযেছিলেন, কিন্তু

দণ্ডী, ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আলংকারিকগণের অলংকারের মোহ তাঁদের তত্ত্বদৃষ্টিকে আবৃত করতে পারেনি। এই লাবণ্যকেই বলা হয় ধ্বনি, রস, সৌন্দর্য ইত্যাদি। কাব্যের আত্মা রস, এই রসের উৎকর্ষ সাধন করাই অলংকারের কাজ। সেজন্য সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন,—

"শব্দার্থয়োরস্থিরাঃ যে ধর্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ।
রসাদীনুপকুর্ব্বন্তোহলংকারাস্তেহঙ্গদাদিবৎ ॥"

তাঁর মতে অলংকার অস্থির বা অনিত্য ধর্ম, অঙ্গদাদির মত কেবল কাব্যের শোভাবর্ধক। সুতরাং কাব্যে অলংকার বহিরঙ্গ অনিত্য অস্থির ধর্ম, এবং তা কাব্যে অপরিহার্য নয়। অলংকার ব্যতিরেকেও উত্তম কাব্য হতে পারে, আবার রসের অবর্তমানে কাব্যে অলংকারের বাহুল্য থাকলেও তাকে কাব্য বলা যাবে না। আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন,— শবশরীরে অলংকারের যোজনা করে কিছুমাত্র সৌন্দর্য সাধন করা যায় না, কেননা, সেখানে আত্মার অস্তিত্ব নেই। সুতরাং কাব্যে তার আত্মভূত রস না থাকলে অলংকার প্রয়োগও বৃথা। অলংকার সৌন্দর্যের কারণরূপে বিবেচিত হবে, যদি তা' রসের উৎকর্ষ বিধায়ক হয় ॥

উপমা—সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ উপমা অলংকারের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন,—**"সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ"**—অর্থাৎ দুটি বিজাতীয় বস্তুর তুলনা করে উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য তা' বিশদ করে একই বাক্যে প্রকাশ করা হলে, এবং উভয়ের মধ্যে কোন বিসদৃশ ধর্মের উল্লেখ না থাকলে উপমা অলংকার হয়। আরো বিশদ করে বলতে গেলে, বিজাতীয় দুটি পদার্থের বিসদৃশ কোন ধর্মের উল্লেখ না করে, যদি কেবল কোন বিশেষ গুণে বা অবস্থায়, অথবা ক্রিয়ায় পদার্থ দুটির মধ্যে সাম্য অর্থাৎ সাদৃশ্য একটি বাক্যে দেখানো হয়, তাহলে হয় উপমা অলংকার ॥

রূপক—**"রূপকং রূপিতারোপাদ্ বিষয়ে নিরপহ্নবে"**—অর্থাৎ বিষয়ের অপহ্নব না করে তার উপর বিষয়ীর অভেদ আরোপ করা হলে রূপক অলংকার হয়। আরো বিশদ করে বলতে গেলে, বিষয় অর্থাৎ উপমেয়ের অপহ্নব অর্থাৎ নিষেধ না করে তার উপর বিষয়ীর অর্থাৎ উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক অলংকার হয়। এখানে 'আরোপ' কথাটির অর্থ হল—একটি বস্তুর উপর অন্য একটি বস্তুকে এমনভাবে স্থাপন করা, যাতে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে আপনার রূপে রূপায়িত করে তোলে ॥

অপহ্নুতি—সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন,—**"প্রকৃতং প্রতিষিদ্ধ্যান্যস্থাপনম্ অপহ্নু-তিঃ"**—অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয় অর্থাৎ উপমেয়কে প্রতিষেধ অর্থাৎ নিষেধ করে অন্যস্থাপন

অর্থাৎ উপমানের প্রতিষ্ঠা করা হলে অপহ্নুতি অলংকার হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে, উপমেয়কে অস্বীকার করে তার স্থলে উপমানকে প্রতিষ্ঠা করা হলে অপহ্নুতি অলংকার হয় ৷৷

উৎপ্রেক্ষা—বিশ্বনাথ উৎপ্রেক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, **"ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা"**—অর্থাৎ নিকট সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হলে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। এ উৎপ্রেক্ষা অলংকার দু' প্রকার,—"বাচ্যা প্রতীয়মানা প্রথমং সা দ্বিবিধা মতা", অর্থাৎ বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। সংশয়সূচক 'ইব' শব্দটির প্রয়োগ থাকলে হয় বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, আর যদি তার প্রয়োগ না থাকে তাহলে হয় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

ব্যাজস্তুতিঃ—সাহিত্যদর্পণের দশমপরিচ্ছেদে ব্যাজস্তুতি অলংকারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,—

"উক্তা ব্যাজস্তুতিঃ পুনঃ
নিন্দাস্তুতিভ্যাং বাচ্যাভ্যাং গম্যত্বে স্তুতিনিন্দয়োঃ।"

অর্থাৎ নিন্দা ও স্তুতিযুক্ত বাক্যের দ্বারা যথাক্রমে স্তুতি ও নিন্দার ব্যঞ্জনা হলে ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়। 'ব্যাজ' শব্দের অর্থ হল 'ছলনা', নিন্দার দ্বারা স্তুতির উপলব্ধি হয় বলে, এইটি ছলরূপে স্তুতি হয়। এই উৎপত্তি অনুসারে ব্যাজস্তুতি। আবার, স্তুতির দ্বাবা নিন্দার উপলব্ধি হয় বলে এখানে ব্যাজরূপা স্তুতি। ব্যাজস্তুতি অলংকারে বর্ণনাটি আপাততঃ নিন্দা বা স্তুতি বলে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু অর্থবোধে তা' স্তুতি বা নিন্দায় পর্যবসিত হয় ৷৷

সমাসোক্তি— **"সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ।**
ব্যবহারসমারোপঃ প্রস্তুতেহন্যস্য বস্তুনঃ ৷৷"

অর্থাৎ সমান কার্য, লিঙ্গ বা বিশেষণের দ্বারা যদি কোন বর্ণনীয় পদার্থে অপ্রস্তুত পদার্থের ব্যবহার আরোপ করা হয়, তাহলে সমাসোক্তি অলংকার হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রূপক এবং সমাসোক্তি দুটি অলংকারেই রয়েছে প্রস্তুতের উপর অপ্রস্তুতের আরোপের কথা। তবে পার্থক্য এই যে, (১) রূপকে আরোপিত অপ্রস্তুত স্বয়ং, কিন্তু সমাসোক্তি অলংকারে অপ্রস্তুতের কেবল ব্যবহার আরোপিত হয়। (২) রূপকে অপ্রস্তুত আপন রূপের আরোপে প্রস্তুতের রূপটিকে করে আচ্ছন্ন, কিন্তু সমাসোক্তিতে অপ্রস্তুত আপন রূপটিকে ঢেকে রেখে প্রস্তুতের উপর কেবল নিজের ব্যবহারটুকু আরোপ করে প্রস্তুতকে মধুর বৈশিষ্ট্য দান করে ৷৷

বিভাবনা—সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বিভাবনা অলংকারের সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলেছেন,—"**বিভাবনা বিনা হেতুং কার্যোৎপত্তির্যদুচ্যতে**"—অর্থাৎ কারণ ব্যতীত কার্যের উৎপত্তি হলেই বিভাবনা অলংকার হয় ॥

বিশেষোক্তি—সাহিত্যদর্পণের দশমপরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে,—কারণ বিদ্যমান থাকলেও যদি কার্যের উৎপত্তি না হয়, তাহলে বিশেষোক্তি অলংকার হয়।—"**সতি হেতৌ ফলাভাবে বিশেষোক্তি র্নিগদ্যতে।**"

কার্যকাবণ নীতির উল্লঙ্ঘনহেতু উক্ত উভয় অলংকারের মধ্যে আপাতঃ বিরোধ দৃষ্ট হয়। তাহলে এ দুটি অলংকারকে বিরোধাভাস অলংকার থেকে কিভাবে পৃথক্ করা যাবে? কেননা, বিরোধাভাস অলংকারেও দুটি বস্তুর মধ্যে আপাতঃ বিরোধ বিদ্যমান। বিভাবনা এবং বিশেষোক্তির মধ্যে কি ঘটে তা' বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, বিভাবনা অলংকারে "কারণাভাব" যথার্থ, কারণ এইটি বাস্তব ঘটনা, এবং কার্য কেবল কবিকল্পনায় নির্মিত, ও অবাস্তব। সুতরাং বিভাবনায় কারণাভাব প্রবলতর, এবং কার্য দুর্বলতর। অন্য কথায় বলতে গেলে, বিভাবনায় কারণাভাব হয় বাধক, এবং কার্য হয় বাধ্য। কিন্তু বিশেষোক্তি অলংকারে ঠিক এর বিপরীত। সেখানে কার্য হয় বাধক, এবং কারণ হয় বাধ্য ॥

দীপক—বিশ্বনাথ দীপক অলংকারের সংজ্ঞায় বলেছেন,—"**অপ্রস্তুতপ্রস্তুতয়োর্দীপকং তু নিগদ্যতে। অথ কারণমেকং স্যাদনেকাসু ক্রিয়াসু চেৎ ॥**"—অর্থাৎ প্রস্তুত (অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয় বা প্রকৃ৩) এবং অপ্রস্তুত (অর্থায অপ্রকৃত অর্থাৎ অবর্ণনীয় বিষয়)—এ উভয় প্রকার পদার্থের মদ্যে যদি একটি মাত্র ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, অথবা অনেক ক্রিয়ার সঙ্গে একটি কারকের সম্বন্ধ ঘটে, তাহলে তাকে দীপক অলংকার বলে।

তুল্যযোগিতা— "**পদার্থানাং প্রস্তুতানাম্ অন্যেষাং বা যদা ভবেৎ।**
একধর্মাভিসম্বন্ধঃ স্যাৎ তদা তুল্যযোগিতা ॥"

অর্থাৎ বর্ণনীয় বা বর্ণনীয় নয়—এমন পদার্থসমূহের একটি ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ হলে তুল্যযোগিতা অলংকার হয় ॥

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, দীপক অলংকারে এক অথবা একাধিক প্রস্তুত এবং এক বা একাধিক অপ্রস্তুত একই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু তুল্যযোগিতা অলংকারে সকল প্রস্তুত বা সকল অপ্রস্তুত একই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয় ॥

সন্দেহ—"**সন্দেহঃ প্রকৃতেহন্যস্য সংশয়ঃ প্রতিভোত্থিতঃ**"—অর্থাৎ কবিপ্রতিভাবশতঃ উপমেয়ে (প্রকৃতে) উপমানের (অন্যের) সংশয় উৎপন্ন হলে, সন্দেহ অলংকার হয়।

অর্থাৎ যেখানে উপমেয় (প্রকৃত) এবং উপমান (অপ্রকৃত) দুটিতেই সংশয় থাকে এবং সে সংশয় কবিপ্রতিভা থেকে উত্থিত হওয়ায় চমৎকার হয়, সেখানে হয় 'সন্দেহ' অলংকার।

ভ্রান্তিমান—বিশ্বনাথ 'ভ্রান্তিমান' অলংকারের সংজ্ঞায় বলেছেন,—"**সাম্যাদতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধির্ভ্রান্তিমান্ প্রতিভোত্থিতঃ।**" অর্থাৎ—যে বস্তু যা' নয়, কবিপ্রতিভাবশতঃ ও সাদৃশ্য হেতু যদি সেই বস্তুতে সেরূপ বুদ্ধি জন্মে, তাহলে ভ্রান্তিমান অলংকার হয়। উভয় অলংকারের মধ্যে পার্থক্য হল যে, সন্দেহ অলংকারে সংশয় হয় উভয়ক্ষেত্রে অর্থাৎ উপমেয়ে ও উপমানে। কিন্তু ভ্রান্তিমানে সংশয় হয় কেবল এককোটিক অর্থাৎ সেখানে কেবল উপমানে সংশয় জাগে। বাস্তব ঘটনার বিন্যাসে যেমন সন্দেহ হয় না, তেমনি ভ্রান্তিমানও হয়না। উভয়ই কবি প্রতিভার সৃষ্টি ॥

ব্যতিরেক—সাহিত্যদর্পণকার ব্যতিরেক অলংকারের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন,—"**আধিক্যমুপমেয়স্যোপমানান্নূনতাঽথবা ব্যতিরেকঃ**",—অর্থাৎ উপমানের সঙ্গে তুলনায় উপমেয়ের উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ সূচিত হলে ব্যতিরেক অলংকার হয়।

অপ্রস্তুতপ্রশংসা— "**ক্বচিদ্বিশেষঃ সামান্যাৎ সামান্যং বা বিশেষতঃ,**
কার্যান্নিমিত্তং কার্যং চ হেতোরথ সমাৎ সমম্ ॥
অপ্রস্তুতাৎ প্রস্তুতঞ্চেদ্ গম্যতে পঞ্চধা ততঃ
অপ্রস্তুতপ্রশংসা স্যাৎ ॥"

অর্থাৎ (১) অপ্রস্তুত সামান্য থেকে প্রস্তুত বিশেষ, (২) অপ্রস্তুত বিশেষ থেকে প্রস্তুত সামান্য, (৩) অপ্রস্তুত কার্য থেকে প্রস্তুত কারণ, (৪) অপ্রস্তুত কারণ থেকে প্রস্তুত কার্য, কিংবা (৫) অপ্রস্তুত সমান পদার্থ থেকে প্রস্তুত সমান পদার্থের বিশেষরূপে প্রতিপাদন হলে অপ্রস্তুতপ্রশংসা হয় ॥

নিদর্শনা—সাহিত্যদর্পণকার নিদর্শনা অলংকারের সংজ্ঞায় বলেছেন,—"**সম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধোঽসম্ভবন্ বাপি কুত্রচিৎ। যত্র বিম্বানুবিম্বত্বং বোধয়েৎ সা নিদর্শনা ॥**" অর্থাৎ কোন পদার্থের সম্বন্ধ কোথাও বাধিত, এবং কোথাও অবাধিতভাবে হয়ে বর্ণিত পদার্থ দুটি সাদৃশ্য তাৎপর্যের দ্বারা প্রকাশ করলে নিদর্শনা অলংকার হয় ॥

দৃষ্টান্ত—"**দৃষ্টান্তস্তু সধর্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্**",—অর্থাৎ যেখানে উপমেয় এবং উপমান দুটি পৃথক্ বাক্যে থাকে, তাদের সাধারণ ধর্ম যদি পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত হয়, এবং সেই সাদৃশ্য যদি তাৎপর্যের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তা'হলে তাকে দৃষ্টান্ত অলংকার বলে ॥

প্রতিবস্তূপমা—"**প্রতিবস্তূপমা সা স্যাদ্বাক্যয়োঃ গম্যসাম্যয়োঃ। একোহপি ধর্মঃ সামান্যঃ যত্র নির্দিশ্যতে পৃথক্ ॥**" অর্থাৎ দুটি বাক্যের পরস্পর সাদৃশ্য যদি সাক্ষাৎ প্রতিপাদিত না হয়ে, তাৎপর্যের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, এবং এ প্রকার দু'বাক্যের একই সাধারণ ধর্ম দুটি ভিন্ন শব্দে প্রকাশ করা হয়, তবে তাকে প্রতিবস্তূপমা অলংকার বলে ॥

অর্থান্তরন্যাস— "**সামান্যং বা বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি,**
কার্যং চ কারণেনেদং কার্যেণ বা সমর্থ্যতে।
সাধর্ম্যেণেতরেণার্থান্তরন্যাসোহষ্টধা ততঃ ॥"

অর্থাৎ বিশেষের দ্বারা সামান্য, সামান্যের দ্বারা বিশেষ, কার্যের দ্বারা কারণ, কারণের দ্বারা কার্য সমর্থিত হলে অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়। এ চার ভেদের আবার প্রতিটি সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের ভিত্তিতে দু'রকমের হয়ে থাকে। সুতরাং অর্থান্তরন্যাস আট প্রকার ॥

অনুপ্রাস—"**অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেহপি স্বরস্য যৎ**"—অর্থাৎ স্বরবর্ণের সাদৃশ্য থাক বা না থাক, ব্যঞ্জনবর্ণের সাদৃশ্যের সঙ্গে আবৃত্তিকে অনুপ্রাস বলে। অর্থাৎ কোন একবর্ণ উচ্চারণ করে সেই বর্ণজাতীয় অন্য কোন বর্ণ কিংবা সেই বর্ণের সঙ্গে একই স্থান থেকে উচ্চার্য অন্য বর্ণের উচ্চারণ করা হলে অনুপ্রাস অলংকার হয় ॥

যমক—"**সত্যর্থে পৃথগর্থায়াঃ স্বরব্যঞ্জনসংহতেঃ। ক্রমেণ তেনৈবাবৃত্তির্যমকং বিনিগদ্যতে।**" অর্থাৎ অর্থ থাকলে ভিন্ন অর্থে এবং অর্থ না থাকলে নিরর্থকভাবে স্বর ও ব্যঞ্জনের একবার উচ্চারণের পর **পূর্বক্রমানুসারে** পুনরায় উচ্চারণ করা হলে যমক অলংকার হয় ॥

কাব্যলিঙ্গ—সাহিত্যদর্পণের দশম পরিচ্ছেদে কাব্যলিঙ্গ অলংকারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,—"**হেতোর্বাক্য পদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে,**"—অর্থাৎ কোন বাক্যার্থ কিংবা পদার্থ ব্যঞ্জনাবশতঃ কোন বিষয়ের **হেতুরূপে** প্রতীয়মান হলে, কাব্যলিঙ্গ অলংকার হয় ॥

উদাত্ত—"**লোকাতিশয়সম্পত্তিবর্ণনোদাত্তমুচ্যতে। যদ্বাপি প্রস্তুতস্যাঙ্গং মহতাং চরিতং ভবেৎ**"—অর্থাৎ কোন বর্ণনীয় পদার্থের অলৌকিক সমৃদ্ধি বর্ণনা করা হলে, অথবা কোন মহাত্মার মাহাত্ম্য প্রকাশক **চরিত্রের** বর্ণনা যদি বর্ণনীয় পদার্থের উপকারী হয়, তবে উদাত্ত অলংকার হয় ॥

অতিশয়োক্তিঃ—"**সিদ্ধত্বে ? ধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে।**" অর্থাৎ বিষয়ের অপলাপ করে বিষয়ীর অভেদত্ব আরোপকে বলে অধ্যবসায়। সম্ভাবনাযুক্ত অধ্যবসায় যখন নিশ্চযাত্মক হয়, তখন তাকে অতিশয়োক্তি বলে। ভেদে অভেদ, সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অভেদে ভেদ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধ, এবং কার্যকারণের পৌর্বাপর্যের ব্যতিক্রম,—এ পাঁচভাবে অতিশয়োক্তি অলংকার হয় ॥

"অভিজ্ঞান- শকুন্তলম্"

পরিশিষ্ট "খ"

(১) বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তরসমূহ
(২) শ্লোকের বাঙ্‌লা ব্যাখ্যাসমূহ
(৩) শ্লোকের সংস্কৃত ব্যাখ্যাসমূহ
(৪) বাঙ্‌লায় ভাবসম্প্রসারণ
(৫) সংস্কৃতে ভস্প্রসারণ
(৬) বাঙ্‌লায় প্রশ্নোত্তর সমূহ
(৭) সংস্কৃতে প্রশ্নোত্তর সমূহ
(৮) শ্লোকসূচী
(৯) সুভাষিত চয়নিকা।

(১) বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তরসমূহ ঃ

১। **প্রশ্ন ঃ দুষ্যন্ত যখন তপোবনে প্রবেশ করেন তখন মহর্ষি কণ্ব কোথায় গিয়েছিলেন এবং কেন?**

দুষ্যন্ত যখন কুলপতি কণ্বের আশ্রমে প্রবেশ করেন তখন কুলপতি আশ্রমে ছিলেন না। তিনি তাঁর পালিতা কন্যা শকুন্তলার প্রতিকূল দৈবকে শান্ত করবার জন্য সোমতীর্থে গিয়েছিলেন।

২। **প্রশ্ন ঃ 'অসাধুদর্শী খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ"—এইটি কার মন্তব্য? কাশ্যপ সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করার কারণ কি?**

রাজা দুষ্যন্ত এ মন্তব্য করেছেন। তপোবনে প্রবেশ করতে গিয়ে রাজা দেখতে পেলেন অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ও পেলবাঙ্গী শকুন্তলা দুই প্রিয় সখী অনসূয়া এব প্রিয়ংবদার সঙ্গে বৃক্ষের আলবালে জলসেচনের মত কঠিন কাজে রত। শকুন্তলার মুখে যখন রাজা জানতে পেলেন যে, তাত কণ্ব স্বয়ং তাকে এ কঠিন কাজের গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন, তখন রাজা মহর্ষি সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন। কেননা, শকুন্তলার মত কোমলাঙ্গী লাবণ্যবতীকে আশ্রমের এরূপ শ্রমসাধ্য কর্মে নিযুক্ত করা নীলোৎপলের দলের প্রান্তভাগ দিয়ে শমী বৃক্ষের শাখাছেদন করতে চাওয়ার মতই অবিবেচনাপ্রসূত।

৩। **প্রশ্ন ঃ "শকুন্তলা ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্যা"—কিভাবে রাজা এ সিদ্ধান্তে এলেন?**

কুলপতি কণ্বের তপোবনে প্রবেশ করে রাজা দুষ্যন্ত তপোবনবালা শকুন্তলাকে দেখামাত্রই তার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তারপ্রতি অনুরাগাকৃষ্ট হন। শকুন্তলাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করবার ইচ্ছা জাগে রাজার মনে। কিন্তু শকুন্তলা ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্যা কিনা - এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে না পেরে রাজা ক্ষণিক ইতস্ততঃ করেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই রাজা বলেন যে, "সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণম্ অন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ" অর্থাৎ কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হলে সজ্জনগণ তাঁদের বিবেকের নির্দেশকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রেও যেহেতু তাঁর মত পুরু-বংশপ্রদীপ রাজার মন শকুন্তলার প্রতি আকৃষ্ট, সেজন্য শকুন্তলাও তাঁর মত ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্যা।

৪। **প্রশ্ন ঃ 'আশ্রমমৃগোহয়ং ন হন্তব্যঃ ন হন্তব্যঃ"—এ কথাটি কে কাকে কোন্ প্রসঙ্গে বলেছিলেন?**

কণ্বাশ্রমবাসী বৈখানসের মুখ থেকে রাজা দুষ্যন্ত এ সতর্কবাণীটি পেয়েছিলেন। কোন এক আশ্রমমৃগের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে উদ্যত রাজা দুষ্যন্তকে বৈখানস আশ্রমমৃগের প্রতি হিংসাচরণ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছিলেন।

৫। **প্রশ্ন ঃ "পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি"—**

এ কথা কে কাকে বলেছে? একে নাটকের 'বীজ' বলা যায় কিনা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

মৃগানুসারী রাজা দুষ্যন্তকে আশ্রমের মৃগবধ থেকে নিবৃত্ত হতে বললে, দুষ্যন্ত তৎক্ষণাৎ তা' পালন করলে বৈখানসগণ পরিতুষ্ট হয়ে দুষ্যন্তকে গুণবান রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষণযুক্ত পুত্র লাভের জন্য আশীবাদ করেন। কোন কোন সমীক্ষকের মতে এইটি 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের বীজ। কিন্তু অপর বিশেষজ্ঞেরা তা' স্বীকার করেন না। শকুন্তলার বিখ্যাত টীকাকার রাঘবভট্ট এইটি নাটকের বীজ বললেও, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী অন্য মত পোষণ করেন। তাঁর মতে,—'ছেলে হওয়া নাটকের বীজ নহে, বীজটি খুব লুকানো, সহজে চোখে পড়ে না। সেটি এই। ঋষি সোমতীর্থে গিয়াছেন কেননা শকুন্তলার বিঘ্নি উপশমের জন্য, যাবার সময় শকুন্তলার উপর ভার দিয়া গিয়াছেন আশ্রমের প্রধান ধর্ম অতিথিসৎকারের। রথের ঝনঝনানি, রাজার জাঁক জমক, ঋষিকন্যাদের রূপে ওকথাটায় লোকের বড় একটা নজর পড়ে না। কিন্তু ঐটাই আসল কথা। রাজার বেলা শকুন্তলা খুব চুটিয়ে অতিথিসৎকার করলেন, দুর্বাসার বেলা? নজরেই এল না। এ যে ঘোর অপরাধ। সমাজের নিকট অপরাধ। ইহার মার্জনা নাই। সুতরাং দুরন্ত শাপ। শুদ্ধ দৈবদুর্বিপাক বলিয়া বসিয়া থাকিলে শাপের ব্যাখ্যা হয় না। সমাজ ছাড়ে না। সমাজের মায়া নাই, দয়া নাই। মায়াদয়া করিলে সমাজ চলে না। সুতরাং শকুন্তলাকে অপরাধের উপযুক্ত ফল ভোগ করিতেই হইবে ॥"

৬। **প্রশ্ন ঃ সূত্রধারের মতে নাট্যাভিনয়ের সাফল্যের মাপকাঠি কি?**

সূত্রধারের প্রয়োগনৈপুণ্যের উপর প্রগাঢ় আস্থা রেখে সূত্রধারের পত্নী নটী যখন বলেন যে, নাট্যাভিনয়ে সূত্রধারের সাফল্য সুনিশ্চিত, তখন

সূত্রধাব বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত [illegible] পণ্ডিতবর্গ পবিতৃপ্ত না হন ততক্ষণ নাটকেব অভিনয সার্থক হযেছে বলা যায না। কেননা, যথেষ্ট শিক্ষিতব্যক্তিদেব মনও নিজেব যোগ্যতা সম্বন্ধে সংশযমুক্ত হয না। "আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রযোগবিজ্ঞানম্। বলবদপি শিক্ষিতানাম্ আত্মনি অপ্রত্যযং চেতঃ ॥"

৭। **প্রশ্ন ঃ কোন অজুহাতে বাজা দুষ্যন্ত তাপসকন্যাদেব সামনে উপস্থিত হযেছিলেন?**

আলবালে জলসেচনেব সময জলধাবাব আঘাতে কম্পমান কোন এক নবমালিকা লতা থেকে একটি ভ্রমব উড়ে এসে পদ্মভ্রমে শকুন্তলাব মুখেব দিকে ছুটে আসে। ভ্রমবেব আক্রমণভযে বিহ্বল শুকুন্তলা তাব প্রিযসখী অনসূযা ও প্রিযংবদাকে সাহায্যেব জন্য আহ্বান কবেন। তাব উত্তবে দুই প্রিযসখী শকুন্তলাকে দেশেব বাজা দুষ্যন্তেব সাহায্য চাইতে বললে বাজা দুষ্যন্ত, যিনি এতক্ষণ বৃক্ষেব অন্তবালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন বেখে আশ্রমবালাদেব অলোকসামান্য রূপ নিবীক্ষণ কবছিলেন, তিনি বিপন্না শকুন্তলাকে বক্ষা কববাব ছলে, তাপসকন্যাদেব সামনে আত্মপ্রকাশ কববাব প্রকৃষ্ট সুযোগ পেলেন।

৮। **প্রশ্ন ঃ তাপসবালিকাদেব কাছে বাজা নিজের কী পরিচয দিযেছিলেন?**

শকুন্তলাকে ভ্রমবেব আক্রমণ থেকে বক্ষা কববাব জন্য হঠাৎ তাপসবালাদেব সামনে উপস্থিত ব্যক্তিকে অনসূযা তাঁব পবিচয জিজ্ঞাসা কবলে তিনি বলেন যে, পুরুবংশেব বাজা ধর্মকর্মানুষ্ঠান বক্ষণাবেক্ষণেব কাজে তাঁকে নিযুক্ত কবেছেন। তাই তিনি ঋষিদেব যজ্ঞানুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা দেখবাব জন্য আশ্রমে এসেছেন।

৯। **প্রশ্ন ঃ** গান্ধর্ব বিবাহ কাকে বলে? **অথবা (১৯৯২/১৯৯৩) কোন্ বিবাহবিধানে দুষ্যন্তেব সঙ্গে শকুন্তলাব বিবাহ অনুষ্ঠিত হযেছিল?**

গান্ধর্ববিধিমতে দুষ্যন্তেব সঙ্গে শকুন্তলা পবিণয সূত্রে আবদ্ধ হযেছিল। মনুসংহিতায বলা হযেছে যে হিন্দুব শাস্ত্রসম্মত আট প্রকাব বিবাহেব মধ্যে গান্ধর্ব পবিণযও একপ্রকাব। সুতবাং গান্ধর্ব পবিণয শাস্ত্রানুমোদিত বিবাহ। গুবজনদেব বিনা অনুমতিতে বব এবং কন্যা স্বেচ্ছায পবস্পবকে ভালবেসে কোন এক নিভৃত মনোবম প্রাকৃতিক পবিবেশে কেবল মাল্য বিনিমযেব দ্বাবা পবিণয সূত্রে আবদ্ধ হলে তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে,—

"ইচ্ছয়া অন্যোন্যসংযোগাৎ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ মৈথুন্যকামসম্ভবঃ ॥"

গান্ধর্ব পরিণয় সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার "বীরমিত্রোদয়" টীকায় বলা হয়েছে,— **"ত্বং মে পতিঃ, ত্বং মে ভার্ষা" ইত্যেবং কন্যাবরয়োঃ পরস্পরং নিয়মবন্ধনং পিত্রাদিকর্তৃকদাননিরপেক্ষয়োঃ বিবাহঃ স গান্ধর্বঃ॥"** উল্লেখ করা যেতে পারে যে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই এ বিবাহে অধিকারী,—**"গান্ধর্বঃ রাক্ষসশ্চৈব ধর্মঃ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ।"** —(মনু-সংহিতা)।

১০। **প্রশ্ন ঃ মাতলি কে? দুষ্যন্তের কাছে তিনি কি বার্তা এনেছিলেন?**

স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রের রথের সারথি মাতলি। 'দুর্জয়' নামে কালনেমিব সন্তানেরা স্বর্গে অত্যাচার-নিপীড়ন করছিল। দেবরাজ ইন্দ্র তাদের বধ করবার জন্য হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্তের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মাতলি এ বার্তা নিয়ে দুষ্যন্তের কাছে আসেন।

১১। **প্রশ্ন ঃ কেন মাতলি দুষ্যন্তের বিদূষকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেন?**

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর রথের সারথি মাতলিকে প্রেরণ করেছেন রাজা দুষ্যন্তের কাছে। দেবরাজ অসুর বধ করতে দুষ্যন্তের সাহায্যপ্রার্থী। মাতলি হস্তিনাপুরে এসে দেখেন যে, তিনি কোন কারণে মনের দুঃখে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ ও বিমর্ষ হয়ে আছেন। এমত অবস্থায় ইন্দ্রের আহ্বানে তিনি সাড়া নাও দিতে পারেন। তাই দুষ্যন্তের সুপ্ত পৌরুষকে জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে মাতলি রাজার প্রিয় বয়স্য বিদূষককে অদৃশ্যভাবে থেকে পীড়ন করেছিলেন।

১২। **প্রশ্ন ঃ গ্রীষ্মকালের দিনগুলির বৈশিষ্ট্য কি?**

গ্রীষ্মকালের দিনগুলি পুরুষের কাছে যেমন উপভোগ্য, তেমনি আবার নারীর কাছেও উপভোগ্য। সূত্রধার এবং নটীর গীত থেকেই তা অনুধাবন করা যায়। গ্রীষ্মকালে জলে অবগাহন খুবই আরামপ্রদ, পাটলপুষ্পের সৌরভে এসময় বাতাস ভরপুর থাকে, শীতল ছায়ায় সহজে নিদ্রা আসে, এবং দিনের শেষভাগ খুবই মনোরম বোধ হয়।— এগুলি পুরুষের উপভোগ্য। আবার, বিলাসিনী রমণীরা ভ্রমরকর্তৃক মৃদুমৃদু চুম্বিত, কোমলকেশরাগ্রবিশিষ্ট শিরীষ পুষ্পগুলি তাদের কর্ণভূষণরূপে ব্যবহার করে। এ হলো নারীর উপভোগ্য বিষয়।

১৩। **প্রশ্ন ঃ প্রথমবার কণ্বাশ্রমে প্রবেশের সময় রাজার কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল?**

রাজা দুষ্যন্ত প্রথম যখন মহর্ষি কণ্বের তপোবনে প্রবেশ করতে আশ্রমের পথে পা বাড়ালেন, তখনই তাঁর দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হল। রাজা তা অনুভব করে বিস্মিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন যে, তাঁর দক্ষিণ বাহুকম্পনের ফল লাভ এখানে কি করে সম্ভব? শাস্ত্রবাক্য অনুসারে দক্ষিণবাহু স্পন্দনের ফল হল সুন্দরী স্ত্রী লাভ। কিন্তু ঋষির আশ্রমের শান্ত, সংযত, শুদ্ধ ও পবিত্র পরিবেশে তা কী করে সম্ভব? পরক্ষণেই রাজা আবার ভাবলেন যে, **"ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র"**— অর্থাৎ যা' অবশ্যম্ভাবী তা যেকোন জায়গাতেই ঘটতে পারে।

১৪। **প্রশ্ন ঃ হস্তিনাপুরের পথে কে কে শকুন্তলার সঙ্গী হয়েছিল?**

মহর্ষি কণ্বের আশ্রম থেকে পতিগৃহযাত্রাকালে হস্তিনাপুরের পথে আশ্রমমাতা গৌতমী, এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে কণ্বশিষ্যদ্বয় শকুন্তলার সঙ্গী হয়েছিল।

১৫। **প্রশ্ন ঃ "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটক কোন ঋতুতে প্রথম অভিনীত হয়েছিল?**

"অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার নটীকে বলেছেন— "তদিদমেব তাবদচিরপ্রবৃত্তম্ উপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য গীয়তাম্" অর্থাৎ 'উপভোগের যোগ্য এবং এইমাত্র শুরু হয়েছে যে গ্রীষ্মকাল, তাকে অবলম্বন করে একটা গান করা হোক'—এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকটি প্রথম গ্রীষ্মকালেই অভিনীত হয়েছিল।

১৬। **প্রশ্ন ঃ "ততো গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ"—এটি কার উক্তি? কখন কি প্রসঙ্গে বক্তা এ উক্তি করেন তা লেখ।**

রাজা দুষ্যন্তের বয়স্য মাধব্য এ উক্তি করেন। মৃগয়াসক্ত রাজার সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে বন থেকে বনান্তরে পরিভ্রমণ করতে করতে বিদূষকের দেহের গ্রন্থিগুলি শিথিল হয়ে গেছে [illegible] অখাদ্য ভোজন, গিরিনদীর কটু জল পান, অপর্যাপ্ত নিদ্রা, ইত্যাদি আরো অনেকপ্রকার অসুবিধে ভোগ করতে হচ্ছে বিদূষককে। এদিকে রাজার রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তনের কোন নেই। কেননা, গতকালই রাজা শকুন্তলা নাম্নী এক তাপসকন্যাকে দেখে তার অলোকসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তার প্রতি অনুরাগাকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। তাই, বিদূষকের অভিযোগ "গোদের উপর বিষফোঁড়া

হয়েছে",—ইংরেজীতে যাকে বলে "misery added to misery" একে মৃগযার অবর্ণনীয় ক্লেশ, তদুপরি তা' এখন দীর্ঘতর হবার সম্ভাবনা।

১৭। **প্রশ্ন ঃ কি করে আশ্রমবালিকারা জান্‌তে পেরেছিল যে, অতিথি রাজা দুষ্যন্ত ছাড়া আর কেউ নন?**

প্রথম অংকে দুষ্যন্তের সঙ্গে তপোবনবালাদের যখন নিবিড় অন্তরঙ্গ কথোপকথন চলছে তারই মধ্যে শকুন্তলা সখীদের ও দুষ্যন্তের সঙ্গ ছেড়ে যেতে চাইছে তখন প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে দু'বার বৃক্ষের আলবালে জলসেচন করার জন্য ঋণী রয়েছে এবং এখন সে ঋণ শোধ না করে যেতে পারবে না—একথা বললে, দুষ্যন্ত নিজের অঙ্গুরীয়কটি দিয়ে শকুন্তলাকে মুক্ত করতে চাইলে, দুই সখী তাতে রাজার নামাংকিত দেখে তাঁকে রাজা বলে চিনতে পারে।

১৮। **প্রশ্ন ঃ "ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোহয়মস্মিন"—কে কখন এ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন? এখানে কি অন্য কোন ইঙ্গিত আছে?**

কোন এক মৃগের পশ্চাদনুসরণ করতে করতে মৃগয়াসক্ত রাজা দুষ্যন্ত মহর্ষি কণ্বের তপোবনের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলে, বৈখানসেরা এ নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তপোবনে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ—সেকথা এ বাণীর মাধ্যমে রাজাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বলেছেন যে, এখানে আশ্রম মৃগকে লক্ষ্য করে এ নিষেধবাণী উচ্চারিত হলেও এর ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারী। তপোবনে প্রবেশ করে রাজা আশ্রমের মৃগের মতোই সরলা শকুন্তলার প্রতি প্রণয়বাণ নিক্ষেপ না করেন,—বৈখানসদের নিষেধবাণীর মধ্যে এরূপ একটা ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

১৯। **প্রশ্ন ঃ "অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি"—কার উক্তি? কখন একথা বলা হয়েছিল? এখানে কোন্ ভবিতব্যের কথা বলা হয়েছে?**

কণ্বাশ্রমের তাপসদের আমন্ত্রণে তপোবনে প্রবেশকালে রাজা দুষ্যন্তের দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হয়। তাই রাজার এ মন্তব্য। পুরুষের দক্ষিণবাহু স্পন্দনের ফল হল দিব্যাঙ্গনা লাভ। ভবিষ্যতে দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার মিলন হবে, এমন সম্ভাবনার কথাই এখানে আভাসিত।

২০। **প্রশ্ন ঃ “বযং তত্ত্বান্বেষান্মধুকব হতাস্ত্বং খলু কৃতী”—কে কখন এ আক্ষেপ প্রকাশ কবেছেন? এব মধ্য দিযে বক্তাব চবিত্রেব কি পবিচয় পাও?**

আলবালে জলসিঞ্চনে কম্পিত নবমালিকালতা ত্যাগ কবে একটি ভ্রমব শকুন্তলাব মুখমণ্ডলেব দিকে ধাবিত হলে, শকুন্তলা বাবংবার বাধা দিযেও তাকে নিবৃত্ত কবতে ব্যর্থ হয। ভ্রমবটি শকুন্তলাব কানেব কাছে গুণগুণ কবে কি বলছে, অধবপান লালসায বাববাব মুখেব উপব উড়ে পড়ছে। বাজা ভাবতে লাগলেন— এ মধুকবই যথার্থ কৃতী, আমবা কেবল তত্ত্ব অন্বেষণ কবে বৃথাই জীবনপাত কবলাম। এ আক্ষেপ প্রকাশেব মধ্য দিযে বাজাব সম্ভোগ স্পৃহাব পবিচয পাওযা গেলে' বিবেকহীন হযে তিনি অসংযমকে প্রশ্রয দেননি।

২১। **প্রশ্ন ঃ “যেন ত্বযা দর্শনীযং ন দৃষ্টম”—কে কাকে একথা বলেছেন? তিনি কোন দর্শনীয বস্তু দেখেন নি? তাঁব না দেখা নাটকেব পক্ষে প্রযোজনীয ছিল বলে মনে হয কেন?**

বাজা দুযান্ত বযস্য বিদূষককে একথা বলেছেন। বিদূষক অপূর্ব সুন্দবী শকুন্তলাৰূপ দর্শনীয বস্তু দেখেন নি। বিদূষক যদি শকুন্তলাকে দেখতেন, তাহলে অভিশাপগ্রস্ত বাজা দুষ্যন্তেব পক্ষে তাকে প্রত্যাখ্যান কবাব পথে অনেক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হত। নাটক ও নাট্যকাব প্রত্যাশিত পবিণতিব দিকে অগ্রসব হতে পাবত না। তাই নাটকেব প্রযোজনেই বিদূষকেব শকুন্তলাকে না দেখা অভিপ্রেত ছিল।

২২। **প্রশ্ন ঃ ভবতবাক্য বলতে কি বোঝায? 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকেব ভবতবাক্যটি কি?**

'ভবতবাক্য' হ'ল নাটকেব অন্তিম প্রশস্তিবাক্য বা আশীর্বাদসূচক শ্লোক, যা ভবত অর্থাৎ নট বা সূত্রধাব শ্রেণীব প্রধান নট মঞ্চে প্রবেশ কবে পাঠ কবেন। এ নাটকেব ভবতবাক্য হ'ল,—বাজা প্রজাদেব মঙ্গল করুণ, মনস্বীদেব বাণী সমাদব লাভ করুক্ এবং শক্তিধব স্বযম্ভূ নীললোহিত শঙ্কব আমাব পুনর্জন্ম নিবাবণ করুন।

২৩। **প্রশ্ন ঃ নান্দী কাকে বলে? 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকেব নান্দী কোন শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত?**

“আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা ॥”—অর্থাৎ যেখানে

আশীর্বাদ, দেব, দ্বিজ ও নৃপ প্রভৃতির স্তুতি, রাজার প্রশংসা ইত্যাদি থাকায় সকলে আনন্দ অনুভব করে তাকে নান্দী বলা হয়। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের নান্দীকে 'পত্রাবলী' নান্দী বলা হয়, কেননা এ নান্দীতে নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীর নাম সুকৌশলে সমাবিষ্ট হয়েছে।

২৪। **প্রশ্ন ঃ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের নান্দীতে কার স্তুতি করা হয়েছে? তাঁর আটটি প্রত্যক্ষ তনু কি কি?**

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের নান্দীতে অষ্টমূর্তিধর শিবের স্তুতি করা হয়েছে। মহেশ্বরের আটটি মূর্তি হল,—"জলং বহ্নিস্তথা যষ্টা সূর্যা-চন্দ্রমসস্তথা। আকাশঃ বায়ুরবনী মূর্তয়োঽষ্টৌ পিনাকিনঃ ॥" অর্থাৎ জল, অগ্নি, যজমান, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, বায়ু ও পৃথিবী,—এই আটটি শিবের প্রত্যক্ষ তনু।

২৫। **প্রশ্ন ঃ কালিদাসের যুগে যে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন ছিল, তার প্রমাণ উল্লেখ কর।**

রাজা দুষ্যন্ত বৃক্ষান্তরাল থেকে শকুন্তলাকে দেখে তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন। পরক্ষণেই তাঁর মনে সংশয় হল—এ শকুন্তলা মহর্ষির কোন অসবর্ণ পত্নীর গর্ভে জন্মলাভ করেছে—"**অপি নাম কুলপতেরিয়ম্ অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ**"? তা না হলে পুরুবংশীয় রাজার মন নিষিদ্ধ বস্তুতে আকৃষ্ট হবে কেন? এখানেই কালিদাসের যুগে অসবর্ণবিবাহের নিদর্শন পাওয়া যায়।

২৬। **প্রশ্ন ঃ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটক থেকে প্রমাণ দাও যে সেকালে বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল।**

রাজা দুয্যন্ত যখন বলেন, "**পরিগ্রহবহুত্বে পি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে**", অর্থাৎ আমার অনেক পত্নী থাকলেও আমার কুলের প্রতিষ্ঠা কেবল দুটি সূত্র থেকেই সম্ভব, তার শকুন্তলা এবং অন্যটি তাঁর সাম্রাজ্য। এখানে যেমন বহু বিবাহের উল্লেখ রয়েছে, তেমনি রয়েছে নৌবণিক ধনমিত্রের আখ্যানে। তাছাড়া, "**বহুবল্লভা হি রাজানঃ শ্রূয়ন্তে**"—শকুন্তলা সখী অনসূয়ার এই মন্তব্য থেকেও বহুবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৭। **প্রশ্ন ঃ সেকালে ভারতের সঙ্গে অন্য দেশের সমুদ্রপথে যে বাণিজ্য চলত তার প্রমাণ দাও।**

সেকালে ভাবতেব সঙ্গে অন্যান্য দেশের যেমন নৌবাণিজ্যের প্রচলন ছিল, তেমনি স্থলপথেও আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের প্রথম অংকের অন্তিম শ্লোকে চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যেব নিদর্শন পাওয়া যায়। **"চীনাংশুকমিব কেতোঃ"**— এ অংশে চীনদেশীয় পট্টবস্ত্র যে পতাকায় ব্যবহার করা হত, তার উল্লেখ রয়েছে। সেকালে চীন, শ্যাম, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় চলত।

২৮। **প্রশ্ন ঃ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে 'কুলপতি' কে? কুলপতি কাকে বলে?**

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে মহর্ষি কণ্ব ছিলেন 'কুলপতি'। যিনি দশ সহস্র মুনিকে অন্নবস্ত্র দিয়ে পোষণ করেন এবং বেদবিদ্যা শিক্ষা দেন তাঁকেই কুলপতি বলে।

"মুনীনাং দশসহস্রং যোহন্নদানাদিপোষণাৎ।

অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ ॥"

২৯। **প্রশ্ন ঃ দুষ্যন্ত ইন্দ্রকর্তৃক কিভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন?**

দেবরাজ ইন্দ্র রাজা দুষ্যন্তের উপর অত্যধিক প্রীত হয়ে, তাঁকে নিজের আসনে উপবেশন করিয়ে হরিচন্দন চর্চিত মন্দাবপুষ্পের মাল্যখানি, যার জন্য স্বীয় পুত্র জয়ন্ত অত্যন্ত অভিলাষী ছিল, নিজের কণ্ঠ থেকে খুলে নিয়ে রাজা দুষ্যন্তের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

৩০। **প্রশ্ন ঃ নটী কে? সূত্রধারের মনের উপর তাঁর সংগীতের কিরূপ ফল হয়েছিল?**

নটী সূত্রধারের স্ত্রী। নটীর গীত শুনে সূত্রধার এমন মুগ্ধ হয়েছিল যে, সে পূর্বে যা' বলেছিল তা' একেবাবেই বিস্মৃত হয়েছিল। সূত্রধার নটীর গীত শোনার পূর্বে বলেছিল প্রকরণের অভিনয়ের কথা, কিন্তু গীত শ্রবণেব পরে বলে নাটকেব অভিনয়েব কথা। এইটি নটীর গীতের মধুর প্রভাবে সম্ভব হয়েছে।

৩১। **প্রশ্ন ঃ "কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাদ্ দ্বৈধীভবতি মে মনঃ"—**
বক্তা কে? এখানে কোন্ দুটি 'কৃত্য' নির্দেশিত হচ্ছে?

বাজা দুষ্যন্ত এ উক্তি কবেছেন। কণ্বাশ্রম থেকে আগত ঋষিব অনুবোধে তাঁদেব ধর্মানুষ্ঠানেব নিবাপত্তা বিধানেব উদ্দেশ্যে বাজা আশ্রমে যেতে মনস্থিব কবেছেন। এমন সময হস্তিনাপুব থেকে বাজমাতাব পুত্রপিণ্ডপালনব্রতে উপস্থিত থাকাব জন্য বার্তা নিযে কবভক এসে উপস্থিত বাজাব কাছে। বাজা দুষ্যন্ত এখন উভযসংকটে পডলেন। অবশ্যকবণীয দুটি কাজ এখন তাঁব সামনে উপস্থিত। দুটি কাজেব কোনটিই লঙ্ঘন কবা যাবে না, উভয কাজই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কাজ দুটি যেহেতু দুটি ভিন্ন দেশে কবণীয, সেহেতু একা বাজাব পক্ষে তা যুগপৎ সম্পন্ন কবাও অসম্ভব।

৩২। **প্রশ্ন ঃ রাজার আর মৃগয়ায় আগ্রহ ছিল না কেন?**

বাজা দুষ্যন্তেব সঙ্গে মৃগযায গিযে বাজাব বযস্য বিদূষকেব শবীবেব যে দুববস্থা হযেছে, বিদূষক স্বযং তাব বিববণ দিযে বাজাকে অন্ততঃ একদিনেব জন্য মৃগযা স্থগিত বাখতে অনুবোধ জানালে বাজা তাতে সম্মত হলেন, এবং যা স্বগতোক্তি কবলেন তা' থেকে আমবা জানতে পাবি যে, কাশ্যপেব অর্থাৎ মহর্ষি কণ্বেব তনযাব কথা স্মবণ কবে বাজাব মৃগযায আব আগ্রহ নেই। কেননা, যে হবিণগুলি তাঁব প্রিযা শকুন্তলাব সঙ্গে একত্র বাস কবে তাঁব কাছ থেকে সবল ও মধুব দৃষ্টি শিখে নিযেছে তাদেব প্রতি বাণনিক্ষেপ কবা আব তাঁব পক্ষে সম্ভব নয।

৩৩। **প্রশ্ন ঃ বিদূষকের রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার সময় রাজা তাকে কী বলেছিলেন?**

বিদূষকেব বাজধানীতে ফিবে যাবাব সময বাজা তাব হাত ধবে বলেছিলেন যে, কোথায তাঁবা, আব কোথায বা হবিণশিশুব সঙ্গে বর্ধিতা শকুন্তলা, প্রণযে অনভিজ্ঞা আশ্রমবালা। এ উভযেব মধ্যে ব্যবধান এত অধিক যে, উভযেব মধ্যে প্রণয সংঘটিত হবাব কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই বাজা বিদূষককে শকুন্তলা বিষযে যা' বলেছেন, তা—"**পরিহাসবিজল্পিতম্**" অর্থাৎ তা' পবিহাস ছাডা আব কিছু নয, *তাব উপব যেন কোন গুরুত্ব আবোপ কবা না হয।*—"**সখে! পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ ॥**"

৩৪। **প্রশ্ন ঃ শকুন্তলাকে গান্ধর্ববিধিমতে বিবাহে সম্মত করাতে দুষ্যন্ত কোন যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন?**

রাজা শকুন্তলাকে গান্ধর্ব বিধি মতে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করতে চাইলে, শকুন্তলা মদনপীড়িতা হয়েও নিজের উপর তাঁর কোন প্রভুত্ব নেই বলেই তাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন রাজা শকুন্তলাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গিয়ে বলেন যে, গান্ধর্ববিবাহ কেবল শাস্ত্রসম্মত নয়. এই বিধিমতে বহু রাজর্ষিকন্যা পরিণীতা হয়েছেন, এবং তাঁদের গুরুজনেরা তা' অভিনন্দিতও করেছেন।—

"গান্ধর্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যঃ রাজর্ষিকন্যাকাঃ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাঃ তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ ॥"

৩৫। **প্রশ্ন ঃ "আশংকসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্"—এখানে কাকে স্পর্শক্ষম রত্ন বলা হয়েছে? কেন তাকে 'অগ্নি' বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল?**

উদ্ধৃত অংশে শকুন্তলাকেই স্পর্শক্ষম রত্ন বলা হয়েছে। রাজা দুষ্যন্ত কণ্বাশ্রমে শকুন্তলাকে প্রথম দেখেই তাঁর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন। শকুন্তলাকে তপস্বিকন্যা মনে করে, তাঁর মত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অলভ্যা শকুন্তলাকে তিনি প্রথমে দহনক্ষম অগ্নি বলে আশংকা করেছিলেন। কিন্তু পরে শকুন্তলার সখীদের কাছ থেকে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত, তাত কণ্বের শকুন্তলাকে যোগ্যপাত্রে প্রদানের সংকল্প ইত্যাদি জেনে, সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয়ে মন্তব্য করলেন যে যাকে তিনি অগ্নি বলে আশংকা করেছিলেন, তা হলো বস্তুতঃ স্পর্শযোগ্য রত্ন।

৩৬। **প্রশ্ন ঃ শকুন্তলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর আশ্রমত্যাগ করার সময় দুষ্যন্তের মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়েছিল তার পরিচয় দাও?**

দুষ্যন্তের রথ দেখে ভীত কোন এক বন্যগজ আশ্রমে প্রবেশ করেছে, তাই আশ্রমবাসী ঋষিদের প্রতি তাঁদের নিজ নিজ সত্ত্বরক্ষার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারিত হতেই রাজা শকুন্তলা ও তাঁর প্রিয়সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজা নিজের সেনাদলকে সর্বপ্রকারে আশ্রমপীড়া পরিহার করার জন্য নির্দেশ দিতে যেতে উদ্যত হলেও শকুন্তলার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণবশতঃ রাজা নগরে ফিরে যেতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তাই একটি উপভোগ্যও মনোমন উপমার

মাধ্যমে রাজা মনের অবস্থা ব্যক্ত করে বলেন যে, বাতাসের প্রতিকূলে বহন করে নিয়ে যাওয়া পতাকার দণ্ড যেমন সামনের দিকে চলে তেমনি তাঁর দেহও আগে চল্‌ছে, কিন্তু তাঁর বিহ্বল মন পতাকার চীনদেশীয় চঞ্চল পট্টবস্ত্রের মত পশ্চাতে ছুটে চলেছে ॥

৩৭। **প্রশ্ন ঃ তপোবনবাসী ঋষিগণ রাজাকে কি প্রকারের কর দিয়ে থাকেন?**

রাজ্যের প্রজাসাধারণ রাজাকে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠভাগের এক ভাগ বার্ষিক কররূপে দান করে এবং কররূপে তারা যা দান কবে তা বিনাশশীল, ও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু অরণ্যবাসী ঋষিগণ রাজাকে কররূপে কোন দ্রব্য দিতেন না, তাঁরা দিতেন তপস্যার পুণ্যফলেব ষষ্ঠাংশ, যা অবিনাশী এবং দীর্ঘস্থায়ী। সেজন্য বলা হয়েছে—"**যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যোঃ নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্। তপঃষড়্‌ভাগম্ অক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ ॥**" অনুরূপভাবে মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়েও বলা হয়েছে,—"**সর্বতো ধর্মষড়্‌ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ ॥**"

৩৮। **প্রশ্ন ঃ "কো নাম উষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি"—কে কাকে এ উক্তি করেছে? 'উষ্ণোদক' ও 'নবমালিকা' শব্দদুটির রূপকার্থ নির্ণয় কর।**

শকুন্তলার প্রিয়সখী প্রিয়ংবদা শকুন্তলাব অন্য প্রিযসখী অনসূয়াকে একথা বলে। অনসূযা যখন প্রিয়ংবদাকে বলে যে, শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার অভিশাপ এবং উক্ত শাপপ্রশমনেব উপায যেন তাদেব দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তৃতীয ব্যক্তি এমন কি শকুন্তলাও যাতে জানতে না পারে—সেদিকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। কেননা, পেলবহৃদয়া শকুন্তলা যদি তা' জানতে পাবে তাহলে সে আর প্রাণে বাঁচবে না। তখন তার উত্তরে প্রিয়ংবদা উদ্ধৃত মন্তব্যটি করে। এখানে দুর্বাসার অভিশাপকে বলা হয়েছে 'উষ্ণোদক' এবং নবমালিকা বলা হয়েছে শকুন্তলাকে। উষ্ণোদক সেচনেব ফলে যেমন নবমালিকালতা মরে যায়, তেমনি দুর্বাসার অভিশাপেব কথা শুনে শকুন্তলাও প্রাণ হারাবে।

৩৯। **প্রশ্ন ঃ দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলন সংঘটিত হয়েছে—এ সংবাদ মহর্ষি কণ্বকে জানাবার জন্য কে কাকে পাঠিয়েছিলেন?**

মহর্ষি মারীচের আশ্রমে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুনবায় মিলন সংঘটিত হলে অদিতি ভগবান মারীচকে অনুরোধ করেন—যেন এ ঘটনা মহর্ষি

কণ্বকে জানানো হয়। মহর্ষি কণ্ব তপস্যার প্রভাবে সব জানতে পারবেন জেনেও ভগবান মারীচ গালব নামে তাঁর এক শিষ্যকে আকাশপথে গিয়ে কণ্বকে এ বৃত্তান্ত জানাতে আদেশ দিলেন এবং গালব মারীচের আদেশ পালন করে।

৪০। **প্রশ্ন ঃ "পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে"—এইটি কার উক্তি? প্রসঙ্গের পরিচয় দিয়ে "দ্বে প্রতিষ্ঠে" বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে লেখ।**

নাটকেব নায়ক রাজা দুষ্যন্ত এ উক্তি করেছেন। কণ্বাশ্রমের বেতসকুঞ্জে শকুন্তলার সখীদ্বয় যখন রাজাকে জানায় যে, শকুন্তলা তাঁর প্রতি একান্তই অনুরাগাকৃষ্ট, তখন রাজাও অনুরূপভাবে জানালেন যে, তিনিও তাদেব সখী শকুন্তলাকে পত্নীরূপে লাভ করতে বিশেষ আগ্রহী। বহুপত্নীক রাজা দুষ্যন্তের অন্তঃপুরে শকুন্তলার অমর্যাদা হতে পারে—এরূপ আশঙ্কা করে অনসূযা রাজাকে অনুরোধ করলেন যে, তাঁদের প্রিয়সখী শকুন্তলা ভাবী জীবনে তাব আত্মীয়স্বজনদের চিন্তা ও দুঃখের কারণ যেন না হয়। তারই উত্তরে রাজা জানালেন যে, সমুদ্ররসনা এ ধরণী, এবং তাদেব প্রিযসখী শকুন্তলা,—এ দুটিকেই তিনি তাঁর বংশের মর্যাদার হেতু বলে বিবেচনা করেন।

৪১। **প্রশ্ন ঃ কণ্বাশ্রমের লোকজনের সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী শকুন্তলাকে দেখে দুষ্যন্ত কি মন্তব্য করেছিলেন?**

কণ্বাশ্রমেব লোকজনেব সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী শকুন্তলাকে দেখে রাজা দুষ্যন্ত মন্তব্য করেন যে, পাণ্ডুবর্ণের পত্রের মধ্যে কিসলয়ের মত, ঋষিদেব মধ্যে অবগুণ্ঠনেব অন্তরালে যাব দেহলাবণ্য খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, এমন অবগুণ্ঠনবতী এই রমণী কে?—এরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

৪২। **প্রশ্ন ঃ "অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমালিকাকুসুমম্"—প্রসঙ্গের উল্লেখ করে উক্তিটির তাৎপর্য সংক্ষেপে বিশ্লেষণ কর।**

নাটকের দ্বিতীয় অংকে বিদূষক তপোবনবালা শকুন্তলার ব্যাপারে রাজা দুষ্যন্তকে নিরুৎসাহ করতে চাইলে রাজা বলেন যে, পুরুবংশীয়দের মন বর্জনীয় বিষয়ে কখনো আসক্ত হয় না। শকুন্তলা তপস্বিকন্যা নয়, সে অপ্সরা মেনকার গর্ভজাত তনয়া। জন্মের পর জননী তাকে ত্যাগ

করলে মহর্ষি তাকে অপত্যস্নেহে লালনপালন করেন মাত্র। এ প্রসঙ্গই রাজা উপমা মুখে ব্যক্ত করেছেন। শকুন্তলা যেন আকন্দ ফুলের উপর স্খলিত এক নবমালিকা কুসুম।

৪৩। **প্রশ্ন ঃ কিভাবে রাজা দ্বিতীয়বার আশ্রমে যেতে সুযোগ পেলেন?**

দ্বিতীয় অংকে রাজা যখন বিদূষকের সঙ্গে একান্তে আলোচনায় রত তখন রাজা বিদূষকের কাছে পুনবায় আশ্রমে প্রবেশের উপায় জানতে চাইলে, তখন দৌবারিক এসে বাজাকে জানায যে, কণ্বাশ্রম থেকে দুজন ঋষিকুমার রাজাকে আশ্রম থেকে রাক্ষসবিতাড়নেব উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছে। সুতরাং মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতিতে আশ্রম থেকে রাক্ষস বিতাড়নের জন্য বাজা আশ্রমে গমন কবেন।

৪৪। **প্রশ্ন ঃ "অনবাপ্তচক্ষুঃফলোহসি যেন ত্বয়া দর্শনীয়ং ন দৃষ্টম্"—কাকে একথা বলা হয়েছে? দর্শনীয় বস্তুটি কি? কেন তাকে সেরূপ বলা হয়েছে?**

বাজর্ষি দুষ্যন্ত তাঁর বয়স্য মাধব্যকে একথা বলেছে। দর্শনীয বস্তুটি হল—আশ্রমললামভূতা শকুন্তলা, যিনি অপ্সবার গর্ভজাতা, মাতৃপবিত্যক্তা হলেও মহর্ষি কণ্বের দ্বারা লালিতপালিত হন। তাই সুবলোকেব সৌন্দর্য, লাবণ্য, তপোবনোচিত সারল্য তাঁকে আকর্ষণীয় ও দর্শনীয করে তুলেছে।

৪৫। **প্রশ্ন ঃ "কামী স্বতাং পশ্যতি"—এখানে 'কামী' কে? তিনি নিজের মত করে কি ভেবেছিলেন?**

এখানে 'কামী' বলতে রাজা দুষ্যন্তকেই বোঝানো হয়েছে। তিনি উপলব্ধি কবেছিলেন যে, প্রিযা সুলভা নয়। তিনি তবুও অনুভব কবেছিলেন তাঁর মন শকুন্তলাব ভাব জানার জন্য ব্যাকুল। অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও মাঝে মাঝে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে শকুন্তলা তাঁব দিকে তাকিয়েছেন। যেতে পারবে না বলে তাকে বাধা দিলে সে সখীকে ক্রোধেব সঙ্গে যা' বলেছিল, সে সব কিছুই দুষ্যন্তকে লক্ষ্য কবেই বলা হয়েছিল। এরূপই ছিল রাজার ভাবনা।

৪৬। **প্রশ্ন ঃ "ত্রিশঙ্কুরিব অন্তরালে তিষ্ঠ"--ত্রিশংকু কে? বক্তা কাকে কেন এরকম উপদেশ দিলেন?**

ত্রিশংকু ছিলেন অযোধ্যাব বাজা। তিনি পৃথুব পুত্র এবং হবিশ্চন্দ্রের

পিতা। বিশ্বামিত্র তাঁকে স্বশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে আবার মর্ত্যে নেমে যাবার আদেশ দেন। দুই শক্তির পরস্পর বিরোধী নির্দেশে শেষ পর্যন্ত স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে অবস্থান করতে থাকেন ত্রিশংকু। রাজা দুষ্যন্তকে আশ্রমে যাবার জন্য ঋষিকুমারেরা অনুরোধ করেছেন, অন্যদিকে ব্রতপালনের জন্য রাজমাতা দুষ্যন্তকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করতে আদেশ দিয়েছেন। দুটির কোনটিই উপেক্ষা করা যায় না। এ অবস্থায় কি করণীয়? বিদূষক তাই রাজাকে পরামর্শ দিলেন—ত্রিশংকুর মত অন্তরালে অবস্থান কর।

৪৭। **প্রশ্ন ঃ শকুন্তলা নাটকের কোন্ কোন্ অংকে বিদূষকের ভূমিকা আছে? (১৯৯০)**

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের দ্বিতীয় অংকে প্রথমে বিদূষকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। তাবপর বিদূষককে আমরা দেখতে পাই পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংকে। সুতরাং নাটকের দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংকে বিদূষকের ভূমিকা রয়েছে। তবে এ ভূমিকা সর্বত্র সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৪৮। **প্রশ্ন ঃ "চক্রবাক-বহুএ! আমন্তেহি সহচরং। উবট্ঠিআ রজনী।"— উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত "চক্রবাকবধূকে" কে এবং 'রজনী ই বা কে?**

নায়ক দুষ্যন্ত ও নায়িকা শকুন্তলাকে বেতসকুঞ্জে গোপনমিলনের সুযোগ করে দিয়ে শকুন্তলার দুই প্রিয়সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা প্রহরার কাজে নিযুক্ত রয়েছে যেন গুরুজনদের উপস্থিতিতে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে না হয়। এখন আশ্রমমাতা গৌতমীকে সেদিকে আসতে দেখেই শকুন্তলা ও দুষ্যন্তকে সতর্ক করে দেবার উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত উক্তি করে শকুন্তলার দুই প্রিযসখী। উদ্ধৃত অংশে চক্রবাক শব্দে রাজা দুষ্যন্তকে, 'বধূ' শব্দে শকুন্তলাকে এবং 'রজনী' শব্দে গৌতমীকে বোঝানো হয়েছে।

৪৯। **প্রশ্ন ঃ "সাগরমুজ্ঝিত্বা কুত্র বা মহানদী অবতরতি"—**

কাকে উদ্দেশ্য করে কি প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছিল? এখানে 'সাগর' ও 'মহানদী' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের তৃতীয় অংকে প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করে এ উক্তি করেছে। মহানদী যেমন সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে, তেমনি শকুন্তলাও রাজা দুষ্যন্তকে প্রণয়

নিবেদন কবে ধন্য হয়েছে। এখানে দুষ্যন্তকে সাগবেব সঙ্গে এবং শকুন্তলাকে মহানদীব সঙ্গে তুলনা কবা হয়েছে। তুলনাটি গভীব অর্থবহ ও উপভোগ্য।

৫০। প্রশ্ন ঃ শকুন্তলার লেখা প্রেমপত্র কিভাবে রাজার কাছে পাঠানো হয়েছিল?

শকুন্তলা কর্তৃক দুষ্যন্তেব উদ্দেশ্যে বচিত প্রণযলিপি দেবতাব প্রসাদেব ছলে ফুলেব মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেখে বাজাব হস্তে পৌঁছে দেবাব সিদ্ধান্ত হয়েছিল। প্রিযংবদাই এ উপায আবিষ্কাব কবেছিল।

৫১। প্রশ্ন ঃ কি ভাবে শকুন্তলা প্রণয়পত্র রচনা করেছিলেন? সে প্রেমপত্রে কি কথা লেখা হয়েছিল?

প্রিযংবদাব পবামর্শে এবং অনসূযাব সম্মতিতে শকুন্তলা শুকপক্ষীব উদবেব ন্যায পেলব পদ্মপত্রে নখেব আঁচড কেটে প্রণযপত্র বচনা কবেছিলেন। এই প্রেমপত্রেব বিষয ছিল,—"ওগো নিষ্ঠুব। তোমাব মনেব কথা আমি জানিনা। তোমাব সঙ্গে মিলনেব জন্য উৎসুক আমাব এ দেহকে কামদেব দিবাবাত্র অত্যধিক দগ্ধ কবছে ॥'

৫২। প্রশ্ন ঃ "ভদ্রে, সাধারণোহয়ং প্রণযঃ"—এটি কাব উক্তি। এব প্রসঙ্গ আলোচনা কর।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকেব তৃতীয অংকে বাজা দুষ্যন্ত এ উক্তি কবেছেন। তপোবনেব বেতসকুঞ্জে বাজা অনসূযা এবং প্রিযংবদাব কাছ থেকে জানতে পাবলেন যে, তাঁব প্রতি প্রণযেব প্রবল আকর্ষণবশতঃ শকুন্তলা মদনজ্ববে অত্যধিক পীডিতা হযে পডেছেন । এমতাবস্থায একমাত্র বাজাই তাঁকে বাঁচাতে পাবেন। বাজা শকুন্তলাব সখীদেব বলেছেন যে, তাঁবও সেই একই অবস্থা, কেননা এ প্রণয উভযেব মধ্যে সাধাবণ। কাজেই শকুন্তলাব সখীবাও যেন বাজাকে বাঁচান।

৫৩। প্রশ্ন ঃ হংসপদিকা কে ছিলেন? হংসপদিকার গানের অর্থ কি?

বাজা দুষ্যন্তেব অন্যতমা পত্নী হংসপদিকা। একমাত্র বাজা দুষ্যন্তেব প্রণযেব স্বাদ পেযে গানেব মধ্য দিযে হংসপদিকা সে বঞ্চনাব কথা জানাচ্ছেন। নব নব মধুলোভী ভ্রমবেব মত বাজাব এক নাবীতে তৃপ্তি নেই। সেজন্য একদা হংসপদিকাব প্রতি আসক্ত হযে অধুনা অন্য বমণীতে আকৃষ্টচিত্ত বাজা হংসপদিকাকে বিস্মৃত হযেছেন।

৫৪। **প্রশ্ন ঃ রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সময় শারদ্বতের কি প্রকার অনুভূতি হয়েছিল?**

মহর্ষি কণ্বের আদেশে আশ্রমবালা শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরে পতিগৃহে নিয়ে গেলেন মহর্ষির দুই শিষ্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত এবং আশ্রমমাতা গৌতমী। মুক্তিকামী ঋষিদের আশ্রয়, শান্তসংযত তপোবনের সরল, অনাড়ম্বর পরিবেশ থেকে নিয়ত সুখভোগে অভ্যস্ত গৃহী মানুষে পূর্ণ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে শারদ্বত—স্নাতব্যক্তি তৈলাক্ত ব্যক্তিকে দেখলে, শুচি ব্যক্তি অশুচি লোককে দেখলে, জাগ্রত লোক নিদ্রিত ব্যক্তিকে দেখলে কিংবা স্বাধীন লোক পরাধীন লোককে দেখলে যেমন অনুভব করে, তেমনি অনুভব করেছিল।

৫৫। **প্রশ্ন ঃ "স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতি"—কারা কার সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছে? এর তাৎপর্য কি?**

শকুন্তলার প্রিয়সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা শকুন্তলা সম্বন্ধে এ মন্তব্য করেছে। এখানে স্নিগ্ধজন বলতে শকুন্তলার প্রিয়সখীদ্বয়কে বুঝিয়েছে। অনাথা শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের পিতৃস্নেহ এবং গৌতমীর মাতৃস্নেহ লাভ করে বড় হয়েছে। শকুন্তলার অসুস্থতার কথা কণ্ব বা গৌতমীকে জানানো যাবেনা। তাই এখন কেবল দুইজন স্নিগ্ধজন আছে, অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, যাদের কাছে দুঃখের কথা বলে শকুন্তলা মনের দুঃখভার লঘু করতে পারে।

৫৬। **প্রশ্ন ঃ "লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ম্, শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ"—কার উক্তি? এর তাৎপর্য কি?**

রাজা দুষ্যন্ত এ উক্তি করেছেন। অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে রাজার কাছে প্রেমপত্র পাঠাতে বললে, শকুন্তলা রাজা অবজ্ঞা করেন কি না—এরূপ আশংকা প্রকাশ করেন। রাজা তা' শুনেই বলেন যে, যে লক্ষ্মী পেতে চায় সে লক্ষ্মীকে পেতে পারেন বা নাও পারেন। কিন্তু স্বয়ং লক্ষ্মী যাকে চান, তাঁর কাছে তিনি কখনো দুর্লভ হতে পারেন না। সুতরাং শকুন্তলা বৃথাই রাজার কাছ থেকে অবজ্ঞার ভয় পাচ্ছে।

৫৭। **প্রশ্ন ঃ "গ্লপয়তি যথা শশাংকং ন তথা হি কুমুদ্বতীং দিবসঃ"—এখানে দিবস, শশাংক এবং কুমুদ্বতীর সঙ্গে কার কার তুলনা করা হয়েছে?**

এখানে দিবসের সঙ্গে মদনদেবের, শশাংকের সঙ্গে চন্দ্রের এবং কুমুদ্বতীর সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করা হয়েছে।

৫৮। **প্রশ্ন ঃ "সায়ন্তনে সবণকর্মণি বেদীং হুতাশনবতীম" ইত্যাদি শ্লোকের মাধ্যমে কি বোঝানো হয়েছে?**

এ শ্লোকের মাধ্যমে সন্ধ্যার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে রাক্ষসদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে রাজাকে কর্ত্তব্যসচেতন করা হচ্ছে। বসান্তরের অভিব্যক্তি এবং দর্শকদের ঔৎসুক্যসৃষ্টিতে এ ধরনের পরিকল্পনা অপরিহার্য।

৫৯। **প্রশ্ন ঃ কঞ্চুকী কে? তিনি রাজাকে কি সংবাদ দিয়েছিলেন?**

নাট্যশাস্ত্রে কঞ্চুকীর লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গুণান্বিত, জরাবৈক্লব্যযুক্ত, অন্তঃপুররক্ষার কার্যে পারদর্শী, এবং যিনি খোলসের মত ঢিলেঢালা পোষাক পরিধান করেন, তিনি কঞ্চুকী নামে পরিচিত। বাতায়ন নামে এ কঞ্চুকী রাজা দুষ্যন্তকে যে বার্তা জ্ঞাপন করেন তা'হল যে, কয়েকজন তপস্বী, দু'জন স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে কাশ্যপের কাছ থেকে বার্তা বহন করে এনেছেন।

৬০। **প্রশ্ন ঃ দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার বিবাহের কথা মহর্ষি কণ্ব কিভাবে জানতে পারলেন?**

কণ্বাশ্রমের নির্জন নিভৃত বেতসকুঞ্জে শকুন্তলার সঙ্গে রাজা দুষ্যন্তের যখন গান্ধর্ব মতে পরিণয় সম্পন্ন হয় তখন মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন সোমতীর্থে। সোমতীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তন করে আশ্রমে পৌঁছে তিনি যখন অগ্নিশরণে প্রবেশ করেন তখনই এক অশরীরী ছন্দোময়ী বাণী থেকে তিনি জানতে পারেন যে শকুন্তলা দুষ্যন্তকর্তৃক পরিণীতা এবং শকুন্তলা সন্তানসম্ভবা।

৬১। **প্রশ্ন ঃ "কিমত্র চিত্রং যদি বিশাখে শশাঙ্কালেখামনুবর্ততে"—কে, কেন একথা বলেছেন? কাদের সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে?**

শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের প্রতি তার অনুরাগের কথা প্রিয়সখী অনুসূয়া এবং প্রিয়ংবদার কাছে প্রকাশ করলে, দুই সখী সমর্পন করেছেন। মন্তব্য করে যে, সৌভাগ্যক্রমে যোগ্যপাত্রে শকুন্তলা তার হৃদয় অন্তরাল থেকে রাজা দুষ্যন্ত তাদের কথাবার্তা শুনে উদ্ধৃত মন্তব্যটি করেন। এখানে শকুন্তলাকে "শশাঙ্কলেখা" এবং শকুন্তলার দুই প্রিয়সখীকে বিশাখা নক্ষত্রদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিশাখা নক্ষত্র দুটি এক সঙ্গে

চন্দ্রকে যেমন অনুবর্তন করে, অনুরূপভাবে দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলার অনুগামিনী হয়েছে।

৬২। প্রশ্ন ঃ কে শকুন্তলার বসন ধরে টেনেছিল?

কণ্বের তপোবন ত্যাগ করে পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে এক মৃগশিশু শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে তাঁর আশ্রমত্যাগ রোধ করতে চেয়েছিল। কারণ, জন্মের পরমুহূর্তেই মাতৃহীন এই মৃগশিশুটিকে শকুন্তলা মাতৃস্নেহে লালনপালন করেছে, কুশাঘাতে তার মুখ ক্ষত হলে শকুন্তলা সযত্নে তাতে ইঙ্গুদীর তৈল প্রলেপ দিয়েছে, শ্যামাধান্যের মুষ্টি দিয়ে তাকে বর্ধন করেছে এবং মৃগশিশুটিকে শকুন্তলা পুত্র বলে গ্রহণ করেছে। তাই শকুন্তলার আসন্ন বিচ্ছেদবেদনা সহ্য করতে না পেরে মৃগশিশুটি শকুন্তলার বসন আকর্ষণ করে তাঁর যাত্রাপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাইছে।

৬৩। প্রশ্ন ঃ দুষ্যন্তের কাছে মহর্ষি কণ্বের কি বার্তা ছিল?

শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রাকালে মহর্ষি কণ্ব তাঁর শিষ্য শার্ঙ্গরবের মাধ্যমে রাজা দুষ্যন্তের কাছে বার্তা পাঠাতে গিয়ে বলেন যে, শকুন্তলাকে সামনে রেখে শার্ঙ্গরব যেন রাজা দুষ্যন্তকে তাঁর কথায় বলেন,—

"আমরা ঋষি, সংযমই আমাদের সম্পদ। আপনার নিজের উচ্চবংশ, এবং বন্ধুদের অগোচরে শকুন্তলার প্রতি প্রণয় নিবেদন বিবেচনা করে শকুন্তলা কও অন্যান্য মহিষীদের সমান মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখবেন, এর অধিক তার ভাগ্যের উপর নির্ভর করে এবং সে কথা শকুন্তলার আত্মীয়স্বজন বলতে পারেন না ॥"

৬৪। প্রশ্ন ঃ কণ্বের মতে শকুন্তলা আবার কবে আশ্রমে আসবে?

পতিগৃহযাত্রাকালে শকুন্তলা আশ্রম ছেড়ে হস্তিনাপুরের পথে পা বাড়াবার পূর্বমুহূর্তে তাত কণ্বকে জিজ্ঞাসা করেন যে আবার কখন তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আশ্রমে আসবেন। তার উত্তরে মহর্ষি কণ্ব বলেন যে, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরের পত্নী হয়ে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী দুষ্যন্তের পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করে, আত্মীয়পরিজনের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করে শকুন্তলা পতির সঙ্গে পুনর্বার আশ্রমে আসার অবকাশ পাবে বলে মহর্ষি কণ্ব মনে করেন।

৬৫। **প্রশ্ন ঃ তপোবন থেকে বিদায় নেবার সময় মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে কি কি উপদেশ দিয়েছিলেন?**

শকুন্তলাব পতিগৃহযাত্রাকালে তাত কণ্ব তাঁব পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে উপদেশ দিযে বলেন,—"তুমি এখান থেকে পতিগৃহে গিযে গুরুজনদেব সেবা কববে, সপত্নীদেব প্রতি প্রিযসখীব মত ব্যবহাব কববে, স্বামী রূঢ় ব্যবহাব কবলেও বোষেব বশে স্বামীব বিরুদ্ধাচবণ কববে না, পবিজনদেব প্রতি দাক্ষিণ্যপবাযণ হবে, নিজেব সৌভাগ্যে কখনো গর্বিত বোধ কববে না,—এবকম আচবণ কবেই যুবতীবা প্রকৃত গৃহিণীব মর্যাদা পায, এব বিপবীত আচবণকাবিণীবা কুলেব কলংকেব কাবণ হযে থাকে।"

৬৬। **প্রশ্ন ঃ "অতিস্নেহঃ পাপশঙ্কী"—কে একথা কাকে বলেছিল এবং কেন?**

শকুন্তলাব পতিগৃহযাত্রাব অব্যবহিত পূর্বে শকুন্তলাব দুই প্রিযসখী অনসূযা ও প্রিযংবদা শকুন্তলাকে আলিঙ্গন কবে বলল যে, যদি বাজা কোন কাবণে শকুন্তলাকে চিনতে বিলম্ব কবে তাহলে শকুন্তলা যেন বাজাকে অঙ্গুবীযকটি দেখায। এতে শকুন্তলা আতংক বোধ কবলে দুই প্রিযসখী শকুন্তলাকে আশ্বস্ত কবতে উক্ত মন্তব্য কবে। এব অর্থ হলো—স্নেহেব আতিশয্য থেকে অমঙ্গলচিন্তা মনে স্থান পায।

৬৭। **প্রশ্ন ঃ 'ইমেঅপি প্রদেয়ে"—এখানে 'ইমে' পদেব দ্বারা কাদের বোঝানো হয়েছে? কখন এবং কেন এরকম উক্তি করা হয়েছিল?**

এখানে 'ইমে' পদেব দ্বাবা শকুন্তলাব দুই প্রিযসখী অনসূযা ও প্রিযংবদাকে বোঝানো হযেছে। পতিগৃহযাত্রাকালে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহে আচরণীয কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দানেব পব বললেন,—বৎস! আমাকে এবং তোমাব সখীদেব আলিঙ্গন কব। তখন শকুন্তলা মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা কবলেন,—তাত, এখান থেকেই কি প্রিযংবদা-অনসূয়া ফিবে যাবে? শকুন্তলাব প্রশ্ন শুনেই মহর্ষি এ উক্তি কবেছিলেন। অর্থাৎ এদেব দুজনকেও পতিব হাতে তুলে দিতে হবে।

৬৮। **প্রশ্ন ঃ "ভগবন্ বরঃ খলু এষঃ ন আশীঃ"—এ কথাটি কে বলেছিলেন? কোন বরের উল্লেখ করা হয়েছে এখানে? আশীর্বাদ মাত্র নয় কেন, লেখ।**

গৌতমী এ উক্তি কবেছেন। শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেবণকালে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে আশীর্বাদ কবে বলেন, সে যেন যযাতির কাছে শর্মিষ্ঠা

যেমন প্রিয়পাত্রী ছিলেন, তেমন প্রতিভাজন হয়, এবং শর্মিষ্ঠা যেমন পুরুকে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন, সেও যেন তেমনি এক সম্রাটপুত্রের জননী হয়। সেই বরের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহর্ষি কণ্বের এ আশীর্বাদ আশীর্বাদ মাত্র নয়, এ হলো সাক্ষাৎ বর। কেননা, আশীর্বাদ কখনো ফলপ্রসূ হয়, আবার কখনো বা ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু মহর্ষির মুখনিঃসৃত এ আশীর্বাদ অমোঘ। তাই এইটি বর। যেমন ভবভূতি রচিত উত্তররামচরিতে বলা হয়েছে,—"লৌকিকানাং হি সাধুনামর্থং বাগনুবর্ততে। ঋষীণাং পুরবাদ্যানাং বচমর্থোহনুধাবতি ॥"

৬৯। **প্রশ্ন ঃ "বনবাসী হয়েও মহর্ষি কণ্ব লৌকিকজ্ঞ"—উপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে মহর্ষির লোকজ্ঞানের পরিচয় দাও।**

'বনবাসী হলেও আমবা লোকাচাব সম্পর্কে অজ্ঞ নই'—মহর্ষি কণ্বের এ মন্তব্যের সার্থকতাব পরিচয় পাই আমরা প্রথমে, যখন শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ কবাব পূর্বমুহূর্তে পতিগৃহে শকুন্তলার আচরণীয় কর্তব্য এবং অনাচরণীয় অকর্তব্য সম্বন্ধে কণ্ব শকুন্তলাকে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেন। দ্বিতীয়, শকুন্তলা তার দুই প্রিয়সখী তাব সঙ্গে হস্তিনাপুরে যাবে কিনা জানতে চাইলে মহর্ষি জানান যে, তাদের সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না, কাবণ তাবাও বিবাহযোগ্যা এবং সত্বব তাদেরও যোগ্যপাত্রে স প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, পতিগৃহে গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য, বিশেষভাবে পুত্রলাভের পর, পিতৃগৃহের বিচ্ছেদবেদনাব কথা মনেও থাকে না,—মহর্ষির এ মন্তব্যেও তাঁব লৌকিকজ্ঞানের পরিচয় মেলে।

৭০। **প্রশ্ন ঃ কণ্বশিষ্যদ্বয় শকুন্তলাকে রাজার কাছে রেখে চলে যাবার উদ্যোগ করলে, রাজা তাঁদের কি বলেছিলেন?**

শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের পরিণীতা পত্নী—একথা ভেবে শকুন্তলাকে রাজপ্রাসাদে রেখে চলে যাবার উদ্যোগ করলে, বাজা প্রথমে শকুন্তলাকে বঞ্চনা না করার কথা বলেন। পরে বলেন যে, চন্দ্র যেমন কুমুদকে এবং সূর্য পদ্মকে বিকশিত করে, অন্যকে নয়, ঠিক তেমনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষের কাছে পরস্ত্রী স্পর্শ কোনভাবেই সম্ভব নয়।

৭১। **প্রশ্ন ঃ তপোবন কিভাবে শকুন্তলাকে পতিগৃহে যাবার অনুমতি দিল?**

বনপ্রকৃতির মধ্য থেকে শকুন্তলার অকৃত্রিম স্নেহে আবদ্ধ বনস্পতিদের

কাছে শকুন্তলাব পতিগৃহে যাবাব অনুমতি চাইলে কোকিলেব কুহুববেব দ্বাবাই তা' সূচিত হল।

৭২। **প্রশ্ন ঃ "সুশিষ্যপতিদত্তা ইব বিদ্যা অশোচনীয়াসি সংবৃত্তা"—কে কোন্ প্রসঙ্গে এ উক্তি করেছিলেন?**

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকেব চতুর্থ অংকে প্রিয়ংবদাব মুখে আমবা মহর্ষি কণ্বেব বক্তব্য শ্রবণ কবি। সোমতীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তন কবে আশ্রমেব অগ্নিশালায প্রবেশকালে কোন অশবীবী ছন্দোময়ী বাণীব মাধ্যমে মহর্ষি কণ্ব দুষ্যন্ত-শকুন্তলাব বিবাহ ও শকুন্তলাব অন্তঃসত্ত্বা হওযাব কথা জানতে পাবেন। তাই পবে লজ্জাবনতা শকুন্তলাকে সস্নেহে অভিনন্দন জানিযে শকুন্তলা যোগ্যপাত্রেই প্রণয নিবেদন কবেছে বলে উল্লেখ কবেন। যোগ্যশিষ্যে বিদ্যাদান কবলে তা যেমন বিফলে যায না তেমনি যোগ্যপাত্রে শকুন্তলা আত্মনিবেদন কবায কোনদিন তা অনুশোচনাব কাবণ হবে না।

৭৩। **প্রশ্ন ঃ ভগবান্ মাবীচ এবং অদিতি শকুন্তলাকে কি আশীর্বাদ দিযেছিলেন?**

বাজা দুষ্যন্তেব সঙ্গে পুনবায মিলিত হযে শকুন্তলা পতিপুত্রেব সঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ মাবীচ ও অদিতিকে প্রণাম কবলে, মহর্ষি মাবীচ তাব স্বামী ইন্দ্রেব মত, পুত্র ইন্দ্রপুত্র জযন্তেব মত এবং শকুন্তলাকে ইন্দ্রাণীব মত মঙ্গলবতী হওযাব আশীর্বাদ কবলেন। আব অদিতি তাকে স্বামীব আদবিণী হওযাব এবং তাব পুত্রেব দীর্ঘাযু হযে উভযকুলেব গৌবববৃদ্ধিব আশীর্বাদ কবেছিলেন।

৭৪। **প্রশ্ন ঃ বিবাহিতা কন্যার কোথায় বাস বিধেয?**

কোন বিবাহিতা কন্যাব পক্ষে দীর্ঘদিন পিতৃগৃহে বা ভ্রাতৃগৃহে বাস কবা যেমন একালেও নিন্দনীয, পতিগৃহে বাস কবাই তাব সঙ্গত ধর্ম সেরূপ সেকালেও ছিল। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকেব পঞ্চম অংকে দুষ্যন্তেব প্রতি শার্ঙ্গববেব উক্তি থেকে তা' জানতে পাবা যায। সতী হলেও বিবাহিতা নাবী দীর্ঘকাল জ্ঞাতিকুলেব আশ্রযে থাকলেও লোকে তাঁব চবিত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ কবে। সেজন্য পতিব প্রিয হোক বা অপ্রিয হোক, বিবাহিতা নাবীব সর্বদা পতিব সমীপেই থাকা উচিত।

৭৫। **প্রশ্ন ঃ শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের বিচ্ছেদব্যথা অনুভব করবে না,—একথা কণ্ব যুক্তি দিয়ে কিভাবে বুঝিয়েছিলেন?**

কণ্ব শকুন্তলাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে, অভিজাত স্বামীর গৌরবময় গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, ঐশ্বর্যের বশে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকবে, এবং সত্বব অতি গুণবান্ পুত্রের জন্ম দিয়ে মহর্ষি কণ্ব থেকে বিচ্ছেদজনিত ব্যথা আর অনুভব করবে না।

৭৬। **প্রশ্ন ঃ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-অবলম্বনে সুগৃহিণীর কর্তব্য কি কি তা' উল্লেখ কর।**

শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রাকালে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহে তার আচরণীয় ও অনাচরণীয় কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন, "তুমি পতিগৃহে গিয়ে গুরুজনদেব সেবা কববে, সপত্নীর সঙ্গে প্রিয়সখীর ব্যবহাব করবে, পতি কখনো বিরূপ হলেও ক্রোধবশতঃ তাঁব বিরুদ্ধাচরণ কববে না, পরিজনদের প্রতি সদা দাক্ষিণ্যপ্রবণ হবে, নিজের সৌভাগ্যে কখনো গর্বিত হবে না। এরূপ যারা আচরণ করে তারা সুগৃহিণী মর্যাদায় ভূষিত হয়, এর বিপরীত আচরণকারিণী কুলের কংলক স্বরূপ হয়। এগুলিই সুগৃহিণীর কর্তব্য বলে বিবেচিত।

৭৭। **প্রশ্ন ঃ দুষ্যন্তের রাজসভায় শকুন্তলার সহযাত্রী কারা ছিলেন? অথবা দুষ্যন্তের রাজসভায় কে কে শকুন্তলার সঙ্গী ছিলেন? (১৯৮৯/১৯৯০)**

দুষ্যন্তের রাজসভায় শকুন্তলাব সঙ্গী ছিলেন শার্ঙ্গরব-শারদ্বতপ্রমুখ ঋষিগণ, ও গৌতমী।

৭৮। **প্রশ্ন ঃ "তদেষা ভবতঃ কান্তা ত্যজ বা এনাং গৃহাণ বা"—এখানে 'এষা কান্তা' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? 'ভবতঃ' বলতেই বা কাকে বোঝানো হয়েছে? 'ত্যজ' বা 'গৃহাণ' বলার কারণ কি?**

উদ্ধৃত অংশে 'এষা কান্তা' বলতে 'শকুন্তলা' এবং "ভবতঃ" বলতে রাজা দুষ্যন্তকে নির্দেশ করা হয়েছে। কণ্বশিষ্যদ্বয় রাজাকে তাঁর পরিণীতা পত্নী শকুন্তলাকে গ্রহণ করতে বললে. দুর্বাসাব অভিশাপের ফলে রাজার মন মোহাচ্ছন্ন ছিল বলেই রাজা তাকে বিবাহিতা ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকাব করলেন। শকুন্তলা বাজার বিবাহিতা পত্নী. তাই বাজার কাছেই শকুন্তলার থাকা উচিত। তাই কণ্বশিষ্য শাবদ্বত রাজাকে বলেন

যে, শকুন্তলা তাঁর পত্নী, সুতরাং তাকে গ্রহণ করা বা বর্জন করার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে, আর কারো নয়।

৭৯। **প্রশ্ন ঃ কণ্বশিষ্যেরা শকুন্তলাকে রাজার কাছে রেখে চলে যেতে চাইলে, রাজা তাঁদের কি বলেছিলেন?**

কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত শকুন্তলাকে রাজার বিবাহিতা পত্নী বিবেচনা করে তাঁর কাছে রেখে চলে যেতে উদ্যত হলে, রাজা তাঁদের বলেন যে, কেন তাঁরা শকুন্তলাকে প্রবঞ্চিত করছেন। তিনি আরো স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র যেমন কেবল কুমুদকেই বিকশিত করে, সূর্য যেমন কেবল পদ্মকেই বিকশিত করে, ঠিক তেমনি জিতেন্দ্রিয় রাজা পরস্ত্রীস্পর্শজনিত দোষে নিজেকে দূষিত করতে চান না।

৮০। **প্রশ্ন ঃ কণ্বশিষ্যদের হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে আগমনের কি কারণ রাজা আশঙ্কা করেছিলেন?**

মহর্ষি কণ্ব তাঁর শিষ্যদের রাজার কাছে পাঠিয়েছেন শুনে রাজা দুষ্যন্ত ব্রতচারী তপস্বিদের তপস্যায় বিঘ্নসৃষ্টি, তপোবনের জীবজন্তুব উপর অন্যায় উৎপীড়ন, অথবা তাঁর নিজেরই কোন অপরাধে তপোবনেব লতায় ফুলফল উৎপন্ন না হবার আশঙ্কা করেছিলেন।

৮১। **প্রশ্ন ঃ সানুমতী কে? কেন ও কিভাবে তিনি রাজোদ্যানে প্রবেশ করেছিলেন?**

সানুমতী শকুন্তলার জননী অপ্সরা মেনকার বান্ধবী। মেনকার সঙ্গে সানুমতীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মেনকা তাঁর কন্যা শকুন্তলার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে বিসর্জন দিয়ে কিভাবে কালযাপন করছেন, এবং শকুন্তলা সম্বন্ধে রাজা কি ধাবণা পোষণ করেন—তা' জানতে সানুমতীকে হস্তিনাপুবে রাজপ্রাসাদে প্রেবণ করেছিলেন। অপ্সরাতীর্থে দায়িত্ব সম্পাদনেব পর সানুমতী রাজোদ্যানে প্রবেশ করে তিরস্করিণী বিদ্যার সাহায্যে নিজেকে অদৃশ্য রেখে রাজা, বিদূষক এবং আরো অন্যান্য রাজকর্মচারিগণের মুখ থেকে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

৮২। **প্রশ্ন ঃ নগরে প্রবেশের পর শার্ঙ্গরবের অনুভূতি কেমন হয়েছিল?**

শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রাকালে কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গবব শকুন্তলার একজন সঙ্গী ছিলেন। আশৈশব তপোবনের শান্ত, সংযত ও নির্জন পরিবেশে বাস

করতে অভ্যস্ত শার্ঙ্গরব জনকোলাহলমুখর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে অনুভব করলেন তিনি যেন অগ্নিপরিবেষ্টিত গৃহে প্রবেশ করেছেন। রাজভবনের প্রতিকূল পরিবেশে শার্ঙ্গরব গভীর অস্বস্তি বোধ করলেন।

৮৩। **প্রশ্ন ঃ শকুন্তলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পুরোহিতের প্রস্তাব কী ছিল?**

মোহবশে বাজা দুষ্যন্ত তাঁব পবিণীতা পত্নী আশ্রমবালা শকুন্তলাকে চিনতে পাবলেন না। পবস্ত্রী সন্দেহে তিনি শকুন্তলাকে বর্জন করতে মনঃস্থিব কবলেন। তখন পুবোহিতের কাছে তাঁর কি করণীয় জানতে চাইলে পুরোহিত প্রস্তাব করেন যে, সন্তানপ্রসবকাল পর্যন্ত শকুন্তলা তাঁর গৃহে থাকুক। সাধু পুরুষদেব আশীর্বাদ অনুসারে যদি শকুন্তলা বাজচক্রবর্তীলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করেন, তা' হলে রাজা শকুন্তলাকে তাঁর পবিণীতা পত্নী রূপে গ্রহণ করবেন, এর অনাথা হলে তাকে পিতৃগৃহে প্রেরণ কবা হবে।

৮৪। **প্রশ্ন ঃ "সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ"—কে কখন কার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিলেন?**

পঞ্চম অংকেব আদিতে সংগীতশালা থেকে হংসপদিকাব গানের সুর শুনে বাজা বললেন,—কী আবেগময গীতি। বিদূষক জানতে চাইলেন,—বাজা গানেব অর্থ উপলব্ধি কবতে পারছেন কি? তখনই রাজা জানালেন,—হংসপদিকা মাত্র একবাব তাঁর প্রণযেব স্বাদ পেয়েছেন। সে কারণে বাজ্ঞী বসুমতীকে মত্ত থাকার ইঙ্গিত করে কৌশলে তাঁকে তিরস্কার কবলেন।

৮৫। **প্রশ্ন ঃ মহাকবি কালিদাস কি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন? এ সম্পর্কে তোমার মতামত লেখ।**

হংসপদিকাব গীত শ্রবণ কবে রাজার অবচেতন মন উৎকণ্ঠিত হয়। কোন সুন্দর দৃশ্য দেখে বা কোন মধুর শব্দ শ্রবণ করে অনেক সময় জন্মান্তবেব সংস্কাব অবচেতন মনে ভেসে উৎকণ্ঠার কারণ হয়। জন্মান্তরবাদে পূর্বজন্মের সংস্কার পরজন্মে জাগ্রত হয়। এ ধারণা ভাবতীয আস্তিক দর্শনে উল্লিখিত রয়েছে। মহাকবি কালিদাসও এ মতের সমর্থক।

৮৬। **প্রশ্ন ঃ কি কারণে শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তকে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীযক দেখাতে পারেন নি?**

মহর্ষি কণ্বেব আশ্রম থেকে বাজধানী হস্তিনাপুবেব বাজপ্রাসাদে আগমনেব পথে শকুন্তলা শক্রাবতাব নামক স্থানে শচীতীর্থেব সবোবেবে জলে দেবতাব উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দেবাব সময সেই বাজনামাংকিত অঙ্গুবীযকটি অকস্মাৎ জলে পতিত হয। শকুন্তলা তা জানতেও পাবেনি। ফলে শকুন্তলা যখন পত্নীত্বেব দাবী প্রতিষ্ঠা কবতে উক্ত অঙ্গুবীযকটি বাজাকে প্রদর্শন কবতে চাইলেন, তখনই শকুন্তলা ব্যর্থ হলেন।

৮৭। **প্রশ্ন ঃ মারীচের আশ্রমে শকুন্তলাব পোষাক কিরূপ ছিল?**

বাজা দুষ্যন্তেব কাছে রূঢভাবে প্রত্যাখ্যাতা হযে শকুন্তলা মহর্ষি মাবীচেব তপোবনে দুটি মলিন বসন পবিধান কবেছেন। নিযত ব্রতপালনে মুখমন্ডল তাঁব শীর্ণ, মস্তকে ধাবণ কবেছেন একটি মাত্র বেণী। —এ ভাবে শকুন্তলা মহর্ষি মাবীচেব তপোবনে বিবহিণীব ব্রতপালনে কালযাপন কবছেন।

৮৮। **প্রশ্ন ঃ বাজা বসন্তোৎসব কেন বন্ধ কবেছিলেন? প্রমোদবনে বাজাব নর্মসখা যিনি রাজাকে সান্ত্বনা দিযেছিলেন তিনি কে?**

বাজাব মন মোহাচ্ছন্ন ছিল বলেই তিনি অকাবণ শকুন্তলাকে বিসর্জন দিযেছিলেন। তাই বাজা শকুন্তলাব শোকে বিহ্বল হযে বসন্তোৎসব বন্ধ কবে দিযেছিলেন। এরূপ শোকে প্রমোদবনে বাজাকে সান্ত্বনা দিযেছিলেন তাবই বযস্য বিদূষক, তাঁব নর্মসহচব।

৮৯। **প্রশ্ন ঃ "পাবকঃ খলু বচনোপন্যাসঃ"—এইটি কাব উক্তি, প্রসঙ্গ নির্দেশ কবে তাৎপর্য লেখ।**

পঞ্চম অংকে শাঙ্গবব যখন মহর্ষি কণ্বেব আদেশ দুয্যন্তকে বললেন, তা' শুনে বাজা বিস্ময প্রকাশ কবলে, শকুন্তলা মনে মনে বললেন, এঁব কথা যেন জ্বলন্ত অগ্নি। কাবণ তাঁব কথা বিদ্রোহেব ইন্ধন জোগায়।

৯০। **প্রশ্ন ঃ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকেব পঞ্চমাংকেব শেষে কোন্ অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটেছিল? অথবা কণ্বশিষ্যদ্বয শকুন্তলাকে বাজপ্রাসাদে বেখে প্রত্যাবর্তন কবলে শকুন্তলাব ভাগ্যে কি ঘটেছিল?**

শকুন্তলাকে কণ্বশিষ্যদ্বয় দুষ্যন্তের কাছে রেখে চলে গেলে রাজার সংশয় দূর করতে রাজপুরোহিত তাঁর গৃহে প্রসবকালপর্যন্ত শকুন্তলার থাকার ব্যবস্থা করলে, যখন তাঁকে অনুসরণ করে শকুন্তলা কাঁদতে কাঁদতে দুবাহু তুলে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে চলেছেন, তখন স্ত্রীজনের আকৃতিবিশিষ্ট এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দূর থেকে তাকে উপরে তুলে অপ্সরাতীর্থের দিকে নিয়ে যায়।

৯১। **প্রশ্ন ঃ "অবিশ্রামোঽয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ"—কে কোন্ প্রসঙ্গে এ উক্তি করেছেন? এ বিষয়ে কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে?**

নাটকের পঞ্চম অংকে রাজা দুষ্যন্ত বিচারাসন ত্যাগ করে বিশ্রামের জন্য গেলে, তখনই আশ্রম থেকে কণ্বশিষ্যদের আগমনের বার্তা তাঁকে জানানো সঙ্গত হবে কিনা সংশয় প্রকাশ করে কঞ্চুকী বলেন যে লোকরক্ষাব মহান ব্রতে দীক্ষিত ব্যক্তিদের বিশ্রামলাভের কোন অধিকার নেই। এ বিষয়ে প্রকৃতিজগৎ থেকে তিনি তাঁর উক্তির সমর্থনে একাধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। যেমন, সূর্য তাঁর রথে একবারমাত্র অশ্বযোজনা করেছেন, এবং সে রথ অনন্তকাল ধরে চলেছে, বায়ু দিনরাত বয়ে চলেছে, তার বিবাম বলতে কিছু নেই, অনন্তনাগ প্রতিনিয়ত মস্তকে পৃথিবী ধারণ করে রয়েছেন, তেমনি বাজার রাজকার্যেও কোন বিরাম থাকবে না,—এটাই স্বাভাবিক এবং অভিপ্রেত।

৯২। **প্রশ্ন ঃ "রাজ্যাযং তু চরিতা দুঃখোত্তরৈব",—উক্তিটি কার? এ উক্তির যাথার্থ্য নিরূপণ কর।**

পঞ্চম অংকে রাজা দুষ্যন্ত এ উক্তি করেছেন। বিচারাসন ত্যাগ করে সবেমাত্র রাজা বিশ্রামের জন্য গেছেন, কঞ্চুকী এসে রাজাকে তখনই আশ্রম থেকে ঋষিশিষ্যদের আগমন বার্তা জ্ঞাপন করলেন। এ প্রসঙ্গেই রাজা দুষ্যন্ত বলেন যে, জীবনে প্রতিষ্ঠা কেবল দুঃখেরই কারণ হয়। প্রার্থিতদ্রব্য লাভের পর ঔৎসুক্যের অবসান ঘটে, কিন্তু লব্ধদ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ কষ্টদায়ক হয়। যেমন, হস্তধৃত ছত্র যতনা আরাম দেয়, তার চেয়ে স্বহস্তে বহনের কষ্ট অনেক বেশী।

৯৩। **প্রশ্ন ঃ হংসপদিকার গীতশ্রবণের পর দুষ্যন্তের কি মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?**

হংসপদিকার গীত শ্রবণের পর দুষ্যন্ত কোন প্রিয়জনের সঙ্গে বিরহ না

হলেও এক অজ্ঞাতকারণে উৎকণ্ঠা অনুভব করতে লাগলেন। তিনি মনে করলেন, সুন্দর কোন দৃশ্য দেখে কিংবা মধুর কোন সংগীত শ্রবণ করে সুখী মানুষও অনেক সময় তাঁর মনে সংস্কাররূপে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ জন্মান্তরের কোন সৌহার্দ অবচেতন মনে স্মরণ করে থাকে বলেই তাঁর এরকম বোধ হচ্ছে।

৯৪। **প্রশ্ন ঃ বেত্রবতী কে? পঞ্চম অংকের সূচনায় রাজা তাঁকে কি প্রশ্ন করেছিলেন? তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন?**

বেত্রবতী রাজা দুষ্যন্তের রাজপ্রাসাদের প্রতিহারী। কি কারণে মাননীয় কাশ্যপ তাঁর কাছে ঋষিদের পাঠিয়েছেন, বলে প্রতিহারী অনুমান করেছেন, রাজা তাই জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছিল— কেউ তপস্যার বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে, জীবজন্তুর উপর অত্যাচার করেছে, ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিহারী জানালেন, রাজার সৎ কাজে আনন্দিত ঋষিরা তাঁকে অভিনন্দিত করতে এসেছেন।

৯৫। **প্রশ্ন ঃ "উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা সর্বতোমুখী"—কার প্রতি কার উক্তি? বক্তা এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন?**

রাজা দুষ্যন্তের প্রতি কণ্বশিষ্য শারদ্বতের উক্ত। এর মাধ্যমে শারদ্বত বোঝাতে চেয়েছেন যে, শকুন্তলা তাঁর ধর্মপত্নী, তাঁকে ত্যাগ করা বা গ্রহণ করা তাঁরই ইচ্ছাধীন। কেননা, স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রভুত্ব অপরিসীম।

৯৬। **প্রশ্ন ঃ "দেব অদ্ভুতং খলু সংবৃত্তম"—এখানে কোন অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে?**

মহর্ষি কণ্বের শিষ্যদ্বয় শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত শকুন্তলাকে রেখে প্রত্যাবর্তন করলে, শকুন্তলা নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে দু'হাত তুলে কাঁদতে লাগল। এমন সময় স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্ট এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দূর থেকে শকুন্তলাকে উপরে তুলে অপ্সরাতীর্থের দিকে নিয়ে চলে গেল।

৯৭। **প্রশ্ন ঃ আত্মার অবিনাশিত্ব বা জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটক থেকে কি জানতে পারা যায়?**

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অংকে আত্মার অমরত্ব বা জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। রাজা হংসপদিকার গীত শ্রবণ করলেন

বটে. কিন্তু গীতার্থের ভাষা থেকে তাঁর শকুন্তলার সঙ্গে প্রণয়ের স্মৃতি জাগ্রত হবার যে সম্ভাবনা ছিল, ঋষিশাপে তা' তাঁর মনে জাগল না। অথচ অব্যক্তভাবে কোন এক অনির্দিষ্ট পূর্বপ্রণয়ের ভাব অনুভূত হতে লাগল। রাজা তাকে পূর্বজন্মের কোন প্রণয়ের বিষয় বলে অনুমান করলেন। রাজা বললেন, মনোহর দৃশ্য দেখে বা মধুর শব্দ শ্রবণ করে মানুষ যে সুখী থাকা সত্ত্বেও বিহ্বল হয়ে উঠে, তার কারণ, প্রকৃতপক্ষে জন্মান্তরের অনুভূত, অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ কিন্তু স্পষ্ট বোধগম্য নয়, এরূপ কোন প্রীতিবিশেষের স্মৃতি বোধ হয়, অব্যক্তরূপে জেগে উঠতে চায়। এখানেই আত্মার অমরত্ব বা জন্মান্তরের কথা জানতে পারা যায়।

৯৮। **প্রশ্ন ঃ হংসপদিকা কে? কোন অংকে তাঁর উল্লেখ আছে? অথবা হংসপদিকা কে ছিলেন? শকুন্তলা নাটকের কোন্ পর্বে তাঁর কিরূপ পরিচয় পাই? (১৯৯১/১৯৯৩)**

হংসপদিকা ছিলেন রাজর্ষি দুষ্যন্তের এক মহিষী, রাজা তাঁকে একবারমাত্র ভাল বসেছিলেন—"সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ"। তারপর থেকেই হংসপদিকা রাজন্তঃপুরে অবজ্ঞা ও উপেক্ষার অন্ধকারে কালযাপন করছেন। নাটকের পঞ্চম অংকের সূচনায় হংসপদিকার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।

৯৯। **প্রশ্ন ঃ কঞ্চুকী ষষ্ঠ অংকে চেটীদ্বয়কে তিরস্কার করেছিলেন কেন ? চেটীদ্বয়ের নাম কি ?**

ধীবরের কাছ থেকে নিজের নামাংকিত অঙ্গুরীয়কটি করতলগত হওয়ামাত্রই রাজা দুষ্যন্ত কণ্বের তপোবনে আশ্রমবালা শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর প্রণয়, পরিণয় ইত্যাদি সকল বৃত্তান্ত স্মরণ করতে সক্ষম হলেন। মোহবশে পরিণীতা পত্নী শকুন্তলাকে অকারণে বিসর্জন দিয়েছেন বুঝতে পেরে রাজা অনুতাপের অনলে দগ্ধ হয়ে বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু চেটী তা' না জেনে মদনদেবের অর্চনার জন্য প্রস্তুতি নিতে গেলে কঞ্চুকী রাজাদেশ অমান্য করার জন্য তাদের তিরস্কার করেন। এই চেটীদ্বয়ের না পরভৃতিকা ও মধুকরিকা ।

১০০। **প্রশ্ন ঃ ধনমিত্র কে? তাঁর সম্বন্ধে দুষ্যন্ত কি রায় দিয়েছিলেন?**

ধনমিত্র একজন সমুদ্রব্যবসায়ী, নৌবণিক। নৌব্যসনে ধনমিত্রের জীবনা-বসান হলে, নিঃসন্তান বণিক ধনমিত্রের সকল সম্পত্তি রাজকোষাগারে

বাজেয়াপ্ত হবে—অমাত্য পিশুন একথা রাজাকে জানালেন। রাজা বললেন যে, যেহেতু বণিক ধনমিত্রের প্রচুর সম্পত্তি সেহেতু তাঁর একাধিক পত্নী থাকা অসম্ভব নয়। সেই পত্নীদের মধ্যে যদি কেউ সন্তানসম্ভবা থাকেন. তাহলে গর্ভস্থসন্তান বণিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। অমাত্য অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, সাকেতের অধিবাসী কোন এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা ধনমিত্রের অন্যতমা পত্নী এবং সম্প্রতি তাঁর পুংসবনক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কাজেই দুষ্যন্তের রায় অনুসারে ঐ গর্ভস্থ শিশুই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হবে।

১০১। প্রশ্ন ঃ দুষ্যন্ত কখন বুঝলেন যে, তিনি শাপের প্রভাবে শকুন্তলাকে অকারণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন?

'দুর্জয়' সংজ্ঞক দৈত্যগণকে যুদ্ধে পরাজিত করে স্বর্গ থেকে ফেরার পথে হেমকূটপর্বতশীর্ষে ভগবান্ মারীচের আশ্রমে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে আসেন রাজা দুষ্যন্ত। সেখানেই তিনি আকস্মিকভাবে নিজের পুত্র সর্বদমন ও শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হন। দুষ্যন্ত, পত্নী শকুন্তলা এবং পুত্র সর্বদমনকে নিয়ে ভগবান্ মারীচের সঙ্গে দেখা করে—কেন তাঁর স্মৃতিভ্রংশ ও অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্তির পর স্মৃতি পুনরায় জাগ্রত হয—এর কাবণ জানতে চাইলে ভগবান্ মাবীচ জানান যে. দুর্বাসার অভিশাপই শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যানের কারণ।

১০২। প্রশ্ন ঃ "ননু প্রবাতে নিষ্কম্পাঃ গিরয়ঃ"—বক্তা কে? কখন তিনি একথা বলেছিলেন?

রাজা দুষ্যন্তের বয়স্য বিদূষক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের ষষ্ঠ অংকে এ উক্তি করেছেন। শক্রাবতারবাসী ধীবরের কাছ থেকে রাজা নিজের নামাংকিত অঙ্গুরীয়ক পাওয়ামাত্রই কণ্বাশ্রমে শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর প্রণয়. গান্ধর্ববিধিমতে বিবাহ, রাজপ্রাসাদে অকারণ শকুন্তলাকে তিরস্কার এবং রূঢ় প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি রাজার মনের দর্পণে ভেসে ওঠে। রাজা তখন অনুতাপের অনলে দগ্ধ হতে থাকেন। শকুন্তলার শোকে বিহ্বল রাজার অধীরতা দেখে বিদূষক বলেন যে, সজ্জনেরা কখনো শোকে কাতর হয় না, কারণ, প্রবল ঝঞ্ঝায়ও পর্বত অকম্পিত থাকে।

১০৩। প্রশ্ন ঃ "নাস্তি সন্দেহঃ, মহাপ্রভাবঃ রাজর্ষিঃ"—এইটি কাদের উক্তি ? কোন্ প্রসঙ্গে এ উক্তি ? এর অর্থ কি?

"অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের ষষ্ঠ অংকে চেটীদ্বয় এ উক্তি করেছে। ধীবরের কাছ থেকে নিজের নামাংকিত ভাস্বর অঙ্গুরীয়ক পেয়ে রাজা যখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি অকারণে তাঁর পরিণীতা ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করেছেন, তখন অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হয়ে রাজা শকুন্তলার শোকে রাজ্যে বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ করে দিলে, প্রকৃতিও তা অমান্য করেনি। কঞ্চুকীর কাছে প্রকৃতির এ অবস্থার কথা জেনে চেটীদ্বয় রাজা দুষ্যন্তের অসীম প্রভাবের কথা বলে।

১০৪। **প্রশ্ন ঃ ভগবান্ মারীচ অদিতির কাছে কিবাবে দুষ্যন্তের পরিচয় দিয়েছিলেন?**

ভগবান মারীচের আশ্রমে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলা এবং পুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহর্ষি মারীচের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে, মহর্ষি অদিতির কাছে দুষ্যন্তের পরিচয় দিয়ে বলেন যে, দুষ্যন্ত ইন্দ্রের সকল যুদ্ধবিগ্রহের প্রধান সহায় ও অগ্রগামী, তিনি পৃথিবীর পালনকর্তা, এবং তাঁর ধনুর্বলে ইন্দ্রের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়। এই কারণে দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র তাঁর কাছে অলংকারস্বরূপ হয়েছে।

১০৫। **প্রশ্ন ঃ** কালিদাসের **যুগে আরক্ষ-অধিকার বা রক্ষিবাহিনী (পুলিশবাহিনী) কিরূপ ছিল?**

বর্তমানের মত কালিদাসের কালেও পুলিশ বিভাগ বা আরক্ষ-অধিকার ছিল। রাজশ্যালক হলেন নাগরিক—"নগরে নিযুক্তঃ রক্ষাবিধানার্থমিতি নাগরিকঃ কোষ্ঠপালঃ।" অর্থাৎ নগরপাল যাকে চলিত কথায় "কোটাল" বা আধুনিক কথায় "পুলিশ সুপার" বলা হয়। তাঁরই তত্ত্বাবধানে রক্ষিপুরুষেরা কাজ করে। যেমন জানুক ও সূচক নামে দুই রক্ষিপুরুষ পুলিশ সুপারের নির্দেশে শক্রাবতারবাসী জনৈক রাজার নামাংকিত অঙ্গুরীয়ক চুরি করেছে সন্দেহে বন্দী করে বিচারের জন্য রাজার কাছে নিয়ে চলেছে। তাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য রক্ষিপুরুষেরা তাদের উপর কেবল অত্যাচার করেনি, তাদের বৃত্তি নিয়ে উপহাস করতেও দ্বিধা করেনি। অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনেরও কোন সুযোগ দেওয়া হতো না।

১০৬। **প্রশ্ন ঃ চুরির অপরাদে অপরাধীকে কিরূপ দণ্ড দেওয়া হত? সে দণ্ড কিভাবে কার্যকর করা হত?**

সেকালে চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত এবং সে মৃত্যুদণ্ড

কার্যকর করা হত বিবিধ বিচিত্র উপায়ে। যেমন কখনো অপরাধীকে মাটিতে অর্ধপ্রোথিত করে হিংস্র কুকুর বা শকুন দিয়ে খাওয়ানো হত, কথনো বা শূলে আরোপ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। দণ্ড দেওয়ার অব্যবহিত পূর্বে অপরাধীকে ফুল ও মালা দিয়ো সাজানো হত।

১০৭। **প্রশ্ন ঃ পুলিশ বা রক্ষিপুরুষদের নৈতিক চরিত্র কিরূপ ছিল?**

একালের মত সেকালেও পুলিশের বা রক্ষিপুরুষদের নৈতিক চরিত্রের মান ছিল অত্যন্ত নিম্ন। তারা উৎকোচ গ্রহণে যেমন অভ্যস্ত ছিল, তেমনি পানাসক্তও ছিল। চুরির অপরাধে অভিযুক্ত ধীবরের অপরাধ যখন প্রমাণিত হল না, তখন রাজা তাকে যথেষ্ট অর্থ পুরস্কার দিলেন নিজের নামাংকিত অঙ্গুরীয়কটি ফিরে পাওয়ার জন্য। ধীবরের পুবস্কারের অর্থ থেকে অংশগ্রহণ করতে রক্ষিপুরুষদের কোন সংকোচ হল না। তাছাড়া, শৌণ্ডিকাপণে গিয়ে মদ্যপান করে ধীবরের সঙ্গে বন্ধুত্ব সুত্রে তাবা আবদ্ধ হল।

১০৮। **প্রশ্ন ঃ "কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্"—কে কাকে একথা বলেছিলেন ? যাকে একথা বলা হয়েছিল তিনি কেন স্থান জনশূন্য করেছিলেন ?**

বিদূষক রাজাকে একথা বলেছিলেন। শকুন্তলার বিবহে ব্যাকুল রাজা জানাতে চেয়েছিলেন যে মোহবশতঃ মুনিকন্যা শকুন্তলার প্রতি তাঁর প্রণয়বৃত্তান্তের স্মৃতি লোপ পেয়েছিল। বর্তমানে সেই মোহ থেকে তাঁর মন মুক্ত। কামদেব তাঁকে আঘাত করবার জন্য তাঁর ধনুকে আম্রমুকুলেব শরযোজনা করেছেন। সকলকে এ সব কথা বলা সম্ভব নয় বলেই সে স্থান থেকে সকলকে অপসারণ করে রাজা কেবল বিদূষকের কাছে তাঁর মনের কথা প্রকাশ করেছিলেন ।

১০৯। **প্রশ্ন ঃ "সতি খলু দীপে ব্যবধানদোষেণান্ধকারদোষমনুভবতি"—কোন্ প্রসঙ্গে, কার সম্পর্কে কে এরূপ বলেছিলেন ?**

শকুন্তলার জননী মেনকার প্রিয়সখী সানুমতী এ কথা বলেছেন। মেনকার নির্দেশে সানুমতী রাজার মানসিক অবস্থা জানতে এসে অকারণে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানে বিহ্বল অবস্থায় রাজাকে দেখলেন। এর সঙ্গে নিঃসন্তান ধনমিত্রের বৃত্তান্ত শুনে রাজা নিজের অনপত্যতার কথা ভেবে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে সানুমতী মন্তব্য করেন যে, প্রদীপ দূরে থাকার কারণে রাজা অন্ধকারের ফল ভোগ করছেন ।

১১০। প্রশ্ন ঃ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটক থেকে উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে কি জানা যায় ?

শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠ অংকে বর্ণিত নৌবণিক্ ধনমিত্রের নৌব্যসনে মৃত্যুর উপাখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি যে, নিঃসন্তান অবস্থায় কারো মৃত্যু হলে তাঁর যে কোন গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। তাঁর সম্পত্তি রাজকোষাগারে বাজেয়াপ্ত হবে না। এই ছিল রাজা দুষ্যন্তের নির্দেশ।

১১১। প্রশ্ন ঃ স্বধর্ম অর্থাৎ নিজের বৃত্তি সম্বন্ধে মর্যাদাবোধ প্রকাশ পেয়েছে কার উক্তিতে এবং কোথায় তা' উল্লেখ কর।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের ষষ্ঠ অংকের আদিতে প্রবেশকে রক্ষিপুরুষেরা শক্রাবতারবাসী ধীবরের বৃত্তি নিয়ে উপহাস করলে তারই উত্তরে ধীবর গর্বের সঙ্গে বলে,—"**সহজং কিল যদ্বিনিন্দিতং ন খলু তৎকর্ম বিবর্জনীয়ম্ । পশুমারণকর্মদারুণো ? নুকম্পামৃদু শ্রোত্রিয়ঃ ॥**" অর্থাৎ মানুষের সহজবৃত্তি বা স্বধর্ম যতই ঘৃণিত হোক না কেন, তা' কখনো বর্জন করা উচিত নয়। শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বৈদিকব্রাহ্মণ অনুকম্পা প্রবণ হলেও যজ্ঞে তাঁরা পশুবধ করে থাকেন। এ ধীবরের উক্তির মাধ্যমে কালিদাস বলতে চেয়েছেন যে, মানুষের কোন জীবিকাই হেয় নয়, বরং নিজের বৃত্তি বা পেশা সম্বন্ধে মানুষের যথেষ্ট মর্যাদাবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

১১২। প্রশ্ন ঃ দুষ্যন্তের পুত্রের নাম 'সর্বদমন' কেন রাখা হয়েছিল? পরবর্তী কালে তিনি কি নামে পরিচিত হয়েছিলেন?

ভগবান্ মারীচের আশ্রমেই শকুন্তলার পুত্র সর্বদমনের জন্ম হয়। শিশুকাল থেকেই আশ্রমের সকল প্রাণীকে দমন করায় এ শিশু সকলের কাছে "সর্বদমন্ন" নামে পরিচিত হয়, এবং পরবর্তী কালে সমগ্র জগতের ভরণপোষণ হেতু এই সর্বদমনই 'ভরত' নামে জগতে বিখ্যাত হয়।

১১৩। প্রশ্ন ঃ দুষ্যন্ত কখন এবং কিভাবে শিশু সর্বদমনের হস্তে রাজচক্রবর্তিলক্ষণ দেখতে পান?

হেমকূট পর্বতে মহর্ষি মারীচের আশ্রমে দুরন্ত বালক সর্বদমনের কবল

থেকে সিংহশিশুকে উদ্ধার করতে যখন তাপসী তাকে একটি খেলনার লোভ দেখায়, তখন তা পাবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহে সর্বদমন হাত বাড়ালে পাশে দণ্ডায়মান রাজা সর্বদমনের প্রসারিত হস্তে রাজচক্রবর্তি-লক্ষণ দেখতে পান ।

১১৪। প্রশ্ন ঃ সর্বদমনের রক্ষাকবচের নাম কি? কে তাকে রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন? এর বিশেষত্ব কি?

সর্বদমনের রক্ষাকবচটির নাম ছিল 'অপরাজিতা' । মহর্ষি মারীচের আশ্রমে শকুন্তলা পুত্রসন্তান প্রসব করলে, তার জাতকর্মের সময় মহর্ষি শকুন্তলার পুত্রসন্তানকে এ কবচটি দান করেন। কবচটির বৈশিষ্ট্য হল যে, সর্বদমনের মাতাপিতা ছাড়া আর কেউ তা স্পর্শ করলে, কবচটি তখন সর্পরূপ ধারণ করে তাকে দংশন করবে।

১১৫। প্রশ্ন ঃ "শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্"—কাদের এখানে শ্রদ্ধা, বিত্ত ও বিধির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? কে কখন কাদের উদ্দেশ্যে এ মন্তব্য করেছেন?

উদ্ধৃত অংশে শকুন্তলাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে, সর্বদমনকে বিত্তের সঙ্গে এবং রাজা দুষ্যন্তকে বিধির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । শ্রদ্ধা (ভক্তি) বিত্ত (শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের দ্রব্য) এবং বিধি (অনুষ্ঠান)—এ তিনের একত্রে সমাবেশে যেমন যজ্ঞীয়কার্যের সম্পূর্ণতা তেমনি দুষ্যন্ত, শকুন্তলা এবং সর্বদমনের মিলনে তাঁদের জীবনের পরিপূর্ণতা এল। ভগবান মারীচ রাজা, শকুন্তলা এবং সর্বদমনকে একত্রে পেয়ে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছিলেন।

১১৬। প্রশ্ন ঃ "উৎসর্পিণী খলু মহতাং প্রার্থনা"—এইটি কার উক্তি? কোন্ প্রসঙ্গে এ উক্তি করা হয়েছে ?

এইটি ইন্দ্রসারথি মাতলির উক্তি। স্বর্গ থেকে মর্ত্যে রথারোহণ করে প্রত্যাবর্তনের পথে মারীচের আশ্রমে শ্রদ্ধাস্পদ ঋষিদের অবস্থান রাজা দুষ্যন্ত সবিস্ময়ে দেখতে থাকলে মাতলি বলেন,—"মহদ্ব্যক্তিদের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর উন্নত বিষয় অবলম্বন করে ঊর্ধ্বগামিনী হয়।"

১১৭। প্রশ্ন ঃ "প্রাগভিপ্রেতসিদ্ধিঃ, পশ্চাদ্দর্শনম্"—কে কখন এ উক্তি করেন? উক্তিটির তাৎপর্য কি?

রাজা দুষ্যন্ত এ উক্তি করেন। স্বর্গে দানববিজয়ের পর রাজা মহর্ষি মারীচের আশ্রমে ভগবান মারীচের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই পুত্র ও শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হন, এবং পরে মহর্ষির আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে গেলে রাজা একথা বলেন। আগে মহর্ষির দর্শন ও পরে ফললাভ—এই কার্যকারণসম্বন্ধভাব রাজা দুষ্যন্তের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম-নিদর্শন সৃষ্টি করল। এ এক অত্যদ্ভুত অনুগ্রহের ফল।

১১৮। প্রশ্ন ঃ 'প্রবহ' নামক বায়ুপথের লক্ষণ বর্ণনা কর।

রাজা দুষ্যন্তের প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্রসারথি মাতলি জানালেন যে, 'প্রবহ বায়ু' ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে আকাশপথে ধরে রাখে, এবং নক্ষত্রসমূহের রশ্মিমণ্ডল ইতস্ততঃ প্রসারিত করে সেগুলিকে নিজের নিজের কক্ষে প্রবর্তিত করে। এই "প্রবহ" বায়ু রজঃ অর্থাৎ ধূলিসম্পর্কশূন্য এবং বামনরূপী বিষ্ণুর দ্বিতীয় পদবিক্ষেপের কারণে পবিত্র।

১১৯। প্রশ্ন ঃ 'স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধাপেক্ষ ইব স্থিতঃ'—কার সম্পর্কে এ উক্তি? এর দ্বারা বক্তা কি বোঝাতে চেয়েছেন ?

শিশু সর্বদমন সম্পর্কে রাজার এ উক্তি। শিশু সর্বদমন যেভাবে সিংহ-শিশুর উপর অত্যাচার করছে এবং তাপসীদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বিরত করতে পারছেন না,—এসব দেখেই রাজার এ উক্তি । সর্বদমনের মধ্যে শক্তি আছে। সে শক্তিকে জাগিয়ে দেবার প্রয়াস চাই। ইন্ধন পেলে অগ্নি যেমনভাবে জেগে ওঠে, তেমনি সর্বদমনের মধ্যে শক্তি আছে, কেবল বিকাশের অপেক্ষা ॥

১২০। প্রশ্ন ঃ কি করে রাজা বুঝলেন যে, তাঁরা আশ্রমের সন্নিকটে এসেছেন ?

কণ্বের তপোবনের উপকণ্ঠে পৌঁছে দুষ্যন্তের রথের সারথি রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে যে, শুকপাখী থাকে এমন বৃক্ষকোটর থেকে নীবারধান্য বৃক্ষের তলদেশে ছড়িয়ে রয়েছে, কোন স্থানে ইঙ্গুদী ফল ভাঙ্গার জন্য কিছু প্রস্তরখণ্ড তৈলাক্ত ও মসৃণ হয়ে রয়েছে, মানুষের প্রতি বিশ্বাসবশতঃ হরিণগুলি রথের শব্দ শুনেও ভয়ে পলায়ন করে

না। জলাশযেব পথগুলি সিক্ত বল্কল বসন থেকে নিঃসৃত জলধাবায চিহ্নিত হযেছে। এ সব দেখে বাজা অনুমান কবেন যে তাবা মহর্ষি কণ্বেব তপোবনেব সন্নিকটে পৌঁছে গেছেন।

১২১। **প্রশ্ন ঃ দুষ্যন্তেব আদেশে বসন্তোৎসব বন্ধ কবা হলে প্রকৃতিও তাঁব আদেশ কিভাবে পালন কবেছিল? অথবা "নাস্তি সন্দেহঃ, মহাপ্রভাবঃ বাজর্ষিঃ"—এইটি কাদেব উক্তি? প্রসঙ্গেব পবিচয দিযে তাৎপর্য বিশ্লেষণ কব।**

শকুন্তলাকে অকাবণে প্রত্যাখ্যানেব গভীব শোকে বিহ্বল হযে বাজা বাজ্যে বসন্তোৎসব বন্ধ কবে দিলে প্রকৃতিও তা অমান্য কবেনি। বসন্তে আম্রমুকুল পবাগ জন্মাতে দেযনি, কুববক পুষ্প কুঁড়ি অবস্থা ত্যাগ কবছে না, কোকিল কুহুববে মুখব হচ্ছে না। প্রাকৃতিক এ অবস্থা কঞ্চুকীব কাছে জেনে বাজর্ষি দুষ্যন্তেব অসীম প্রভাবেব কথা দুই চেটী ব্যক্ত কবেছে ৷৷

১২২। **প্রশ্ন ঃ ষষ্ঠ অংকে চেটীদ্বযকে কঞ্চুকী কেন তিবস্কাব কবেছিলেন ? চেটীদ্বযেব নাম কি ?**

বসন্তকাল উপস্থিত হওযায 'পবভৃতিকা' ও 'মধুকবিকা' নামে দুই সখী যখন বাজোদ্যানে আম্রমুকুল চযন কবে কামদেবেব অর্চনাব আযোজন কবছে, তখনই কঞ্চুকী বাজাদেশ লঙ্ঘনেব জন্য তাদেব তিবস্কাব কবেন। কঞ্চুকী তাদেব জানান যে, বাজা অকাবণে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাব শোকে কাতব হযে, সকলপ্রকাব আমোদ-প্রমোদ বর্জ্জন কবে বিবহীব ব্রত পালনে তৎপব হযেছেন। এবং সেই কাবণে বাজ্যে বসন্তোৎসব বন্ধ কবাব নির্দেশ দিযেছেন।

১২৩। **প্রশ্ন ঃ শকুন্তলাব সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেব পব আশ্রম ত্যাগ কবে যাবাব সময বাজাব মানসিক অবস্থা কিরূপ হযেছিল ?**

শকুন্তলাব সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেব পব আশ্রম ত্যাগ কবে যাবাব সময বাজা দুষ্যন্তেব শবীব পুবোভাগে অগ্রসব হচ্ছিল, কিন্তু তাঁব চঞ্চল মন পশ্চাৎদিকে ধাবিত হচ্ছিল। বাতাসেব প্রতিকূলে নীযমান কোন পতাকাব দণ্ড যেমন অগ্রে গমন কবে, এবং পতাকাব চীনদেশীয চঞ্চল পট্টবস্ত্র পশ্চাৎদিকে চলে, ঠিক তেমনি।

১২৪। **প্রশ্ন ঃ শকুন্তলা-উপাখ্যানের মূল উৎস কোন্ গ্রন্থ ? অথবা দুষ্যন্ত-শকুন্তলার আখ্যান কালিদাস কোথা সংগ্রহ করেছেন ? (১৯৯১/১৯৯০)**

যদিও শকুন্তলা-উপাখ্যান শতপথব্রাহ্মণ, বৌদ্ধজাতক, মহাভারত, হরিবংশ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়, তথাপি নাটকে বর্ণিত কাহিনীব সঙ্গে তুলনা করে বলা যায়, এ উপাখ্যান মহাকবি মহাভারতের আদিপর্ব থেকে গ্রহণ করেছেন । যদিও দুর্বাসার অভিশাপ মহাকবির অমর প্রতিভার অনবদ্য সৃষ্টি ॥

১২৫। **প্রশ্ন ঃ কোন্ অজুহাতে রাজা তাপসকন্যার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন ?**

ভ্রমরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শকুন্তলা আত্মরক্ষার জন্য সখীদের সাহায্য চাইলে তারা শকুন্তলাকে দেশের রাজা দুষ্যন্তের শরণাপন্ন হতে বলল। দীর্ঘক্ষণ যাবৎ বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিত রাজা এবাব এইটি তাঁর আত্মপ্রকাশের অপূর্ব সুযোগ বিবেচনা করে শকুন্তলাকে রক্ষার অজুহাতে তাপসকন্যাদেব সামনে সহসা উপস্থিত হলেন।

(২) বাংলাভাষায় ব্যাখ্যা সমূহ ঃ

১। **শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ, কুত ফলমিহাস্য।**
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র ॥ (১/১৫)

মহাকবি কালিদাস বিরচিত বিশ্ববিশ্রুতনাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর প্রথম অংক থেকে শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। বৈখানসদের অনুরোধে রাজা দুষ্যন্ত আতিথ্য গ্রহণের জন্য কণ্বাশ্রমে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে, সহসা তাঁর দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হল। শাস্ত্রমতে পুরুষের দক্ষিণবাহুস্পন্দন সুন্দরী[illegible] সূচনা করে। রাজা অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন, ঋষির আশ্র[illegible] কি করে সম্ভব? আশ্রম সংযমপ্রধান স্থান। শান্ত, সমাহিত এবং শুচি-শুভ্রতার পরিবেশ। এখানে ব্রহ্মচর্যপালন ও শমদমাদির দ্বারা জীবন যাপিত হওয়ায় মদনবিকার বা সুন্দরীস্ত্রীলাভ অসম্ভব। অথচ এ আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর দক্ষিণবাহু কম্পিত হয়ে স্ত্রীলাভ সূচনা করছে। তাই রাজা চিন্তা করে বলেন যে, যা অবশ্যম্ভাবী তা' ঘটবেই। কিভাবে কোথা থেকে অবশ্যম্ভাবী ঘটনার সিদ্ধি হবে, তা' কেউ পূর্ব থেকে বলতে পারে না। সকল প্রকার বাধাবিপত্তি এবং প্রতিবন্ধক অতিক্রম করেও অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ঘটবেই ॥ এখানে হয়েছে অর্থান্তরন্যাস অলংকার। আর্যা ছন্দ।

২। **শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।**
দূরীকৃতাঃ খলু গুণরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥ (১/১৬)

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রথম অংকে রাজা দুষ্যন্ত কণ্বাশ্রমের বৃক্ষলতার আলবালে জলসেচনরতা শকুন্তলা ও তার দুই প্রিয়সখীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে এরূপ মন্তব্য করেছেন। রাজা আশ্রমে প্রবেশ করে দক্ষিণের বৃক্ষবাটিকায় মধুর আলাপধ্বনি শ্রবণ করে সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, এবং উল্লাস প্রকাশ করে বলেন,—"অহোঙ্গ মধুরম্ আসাং দর্শনম্"। আশ্রমবৃক্ষের আলবালে জলসেচনরতা শকুন্তলা এবং তার সখীদ্বয়, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে দেখে রাজা তাদের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ ও বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে উক্ত মন্তব্য করেন। বৃক্ষের অন্তরালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে আশ্রমবালাদের রূপলাবণ্য উপভোগ করতে করতে রাজা দুষ্যন্ত ভাবলেন যে, বিলাস, বেশভূষা শূন্য হয়ে নিতান্ত সাধারণ-ভাবে আশ্রমবালাগণ জীবনযাপন করেন, তথাপি তাঁরা মনোহারিণী মূর্তিতে বিরাজমানা। এমন সুন্দর আকৃতি রাজার অন্তঃপুরচারিণীদের মধ্যেও বোধহয়

সুলভ নয়। সুতরাং রাজা মনে করছেন, সৌন্দর্য, সুগন্ধ ইত্যাদি গুণে অযত্নলালিতা, স্বভাবজাত বনলতা সযত্নলালিতা উদ্যানলতাকেও পরাভূত করে রাজার অভিজ্ঞতাকে ব্যর্থ করে দিল ॥ এখানে হয়েছে নিদর্শনা অলংকার। আর্যাছন্দ।

৩। **মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।**
ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ ॥ (১/২৩)

মহাকবি কালিদাস বিরচিত বিশ্ববিশ্রুত নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর প্রথম অংক থেকে এ শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। তপোবনবালা শকুন্তলা অপ্সরাগর্ভসম্ভূতা জেনে রাজা দুষ্যন্ত এই বিস্ময়কর উক্তি করলেন। মানুষের মধ্যে যে রূপ দেখা যায়, তা' সীমাহীন নয়। কিছু মানুষের মধ্যে রূপের আতিশয্য দেখলেও খুব একটা অসাধারণ মনে হয় না। কিন্তু আশ্রমবালা শকুন্তলার রূপলাবণ্য অত্যন্ত অসাধারণ হওয়ায় সেরূপ বিষয়ে রাজার মনে সংশয় জাগে। তখন রাজা অনসূয়ার কাছে জানতে পারেন যে, শকুন্তলা ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং মেনকা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তা' শুনে রাজা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এইটি নিতান্তই স্বাভাবিক বটে। কারণ মনুষ্যজাতীয় স্ত্রীর মধ্যে এরূপ অলোকসামান্য রূপলাবণ্য লক্ষ্য করা যায় না। তাই রাজা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলেন যে, ক্ষণপ্রভা বিদ্যুৎ কখনো ভূতল থেকে উৎপন্ন হয়না। যে বিদ্যুৎ তার ক্ষণস্থায়ি প্রভায় চতুর্দিক আলোকিত করে, তা' আকাশেই উৎপন্ন হয়, ভূতলে নয়। কারণ যেমন কার্যে পরিণত হয়, তেমনি কারণগুণও কার্যগুণে পরিণত হয়। শকুন্তলার রূপও তাই মনুষ্যসম্ভূত না হয়ে অপ্সরাজাত হওয়ায় তা নয়ননন্দন হয়ে উঠেছে ॥ এখানে প্রতিবস্তূপমা অলংকার। শ্লোক ছন্দ।

৪। **ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুঃ**
তপঃক্ষমং সাধয়িতুং যঃ ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুম্ ঋষির্ব্যবস্যতি ॥ (১/১৭)

মহাকবি কালিদাস কৃত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'' নাটকের প্রথম অংক থেকে উদ্ধৃত এ শ্লোকে রাজর্ষি দুষ্যন্ত কুসুমের ন্যায় পেলব, পরমাসুন্দরী তপোবনবালা শকুন্তলাকে আশ্রমের বৃক্ষলতার আলবালে জলসেচনের মত নিরতিশয় কঠিন কার্যে নিযুক্ত দেখে মহর্ষি কণ্বের উপর দোষারোপ করে বলেন, যে এই

পুরোভাগে দৃশ্যমান নিসর্গসুন্দর বপুকে দিয়ে তপশ্চর্যার যোগ্য কর্ম সম্পাদন করাতে ইচ্ছুক, তাহলে নিশ্চিত বুঝতে হবে যে সে ঋষি নীলোৎপলের কোমল দলের প্রান্তভাগ দিয়ে কঠিন শমীশাখা ছেদন করতে চেষ্টা করছে। কোমল উৎপলদলের প্রান্তভাগ দিয়ে কঠিন শমীশাখা ছেদন যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি তপোবনবালা শকুন্তলার সুকুমার পেলব দেহ দিয়ে তপশ্চর্যার কার্য-সম্পাদনও সম্ভব নয়। এই শ্লোকে নিদর্শনানামক অলংকার প্রয়োগ করা হয়েছে। শ্লোকটি রচিত হয়েছে বংশস্থবিল ছন্দে ॥

৫। **সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম**
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম ॥ (১/১৮)

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের প্রথম অংক থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকে তপোবনবালা শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে রাজর্ষি দুষ্যন্ত পৃথক ভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। এই শ্লোকে রাজা দুষ্যন্ত নিরাভরণা বল্কলপরিহিতা নিসর্গরমণীয়া শকুন্তলাকে দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে স্বভাবসৌন্দর্যের রম্যতা বর্ণনা করে বলেন যে, স্বভাবসুন্দর কমল শৈবালজালের দ্বারা আচ্ছন্ন হলেও মানুষের নয়নরঞ্জন করে থাকে। তেমনি আবার, চন্দ্রের বুকের শশচিহ্ন মলিন হলেও, তা চন্দ্রের শোভার হানি না করে তা' বর্ধন করে। ঠিক তেমনি রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মানা তপোবনবালা শকুন্তলা বল্কলবসনে আবৃতা হলেও, সে নগণ্য বল্কলবসন নিসর্গসুন্দরী শকুন্তলাকে আরো মনোহারিণী, হৃদয়গ্রাহিণী করে তুলেছে। এসকল বিচার করে রাজা দুষ্যন্ত মন্তব্য করেন যে, স্বভাবতই রমণীয় দেহে কীই বা অলংকারের কাজ করেনা? পরন্তু নিতান্ত নগণ্য বস্তু নিসর্গসুন্দর দেহে মহার্ঘ আভরণ বলে বিবেচিত হয়। এই শ্লোকে সামান্যের দ্বারা বিশেষসমর্থনরূপ অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়েছে। শ্লোকটি মালিনী ছন্দে রচিত। মালিনী ছন্দের লক্ষণ হলো, "ননমযযযুতেযং মালিনী ভোগিলোকৈঃ ॥"

৬। **বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ**
কর্ণে দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখীয়ং
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ ॥ (১/৩০)

অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকের প্রথম অংকে রাজা দুষ্যন্ত তাঁর প্রতি শকুন্তলার

অনুবাগ কি প্রকাব তা' বলতে গিয়ে উক্ত শ্লোক উচ্চারণ করেছেন। রাজা নিজের প্রতি শকুন্তলাব ভাব বিচাব কবতে গিয়ে ভাবেন যে, শকুন্তলার প্রতি আমি যেমন অনুরক্ত সেরূপ শকুন্তলাও আমাব প্রতি অনুবক্ত কিনা। রাজা বলেন যে, যদিও সে আমার বাক্যের সঙ্গে নিজের বাক্যের সংমিশ্রণ করে না, অর্থাৎ শকুন্তলা সবাসরি আমাব সঙ্গে বাক্যালাপ না করলেও, আমি যখন বলি তখন সে মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা শোনে। স্বীকার করি যে, সে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমাব দিকে দৃষ্টিপাত না করলেও তার দৃষ্টি অন্য কোন বিষয়ের প্রতিও দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হযনা। এভাবে রাজা তাঁব প্রতি শকুন্তলার অনুরাগোৎপত্তিব বিবিধ কাবণ প্রদর্শন করে শকুন্তলা যে তাঁব প্রতি সমান অনুরাগাকৃষ্ট তা' বোঝাতে চেয়েছেন ॥

৭। **অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্যমভিলাষি মে মনঃ।**
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥ (১/২০)

বাজা দুষ্যন্ত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রথম অংকে এ উক্তি করেছেন। আজন্ম আশ্রমপালিতা শকুন্তলার অনুপম সৌন্দর্য দর্শন করবাব পর থেকেই রাজর্ষি শকুন্তলার প্রতি অনুরাগাকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। প্রথম দর্শনেই এ প্রকার প্রেমানুভূতিকে 'পূর্ববাগ' বলা হযে থাকে। প্রণযচতুব নায়ক রাজা দুষ্যন্ত অসংযমী নন। শকুন্তলা ও তার সখীদ্বয়ের কথোপকথন থেকে তিনি জানতে পাবেন যে, শকুন্তলার যোগ্যবরের সঙ্গে বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজা অনুমান কবেন যে, যদি শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের সমবর্ণের কোন পত্নীর গর্ভজাতা কন্যা না হন, তাহলে তাঁর পক্ষে শকুন্তলাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক নেই। তাছাড়া, রাজা স্বয়ং প্রশস্তকুলজাত মহদন্তঃকরণ ধীরোদাত্ত ক্ষত্রিয়। সুতরাং এমন শুদ্ধচবিত্র সজ্জনের চিত্ত যখন শকুন্তলাব প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তখন নিশ্চযই শকুন্তলা রাজার পরিণযযোগ্যা, কেননা, সন্দিগ্ধ বস্তু থেকে সত্য নির্ণয় করতে হলে সজ্জনগণের মনোগত অভিপ্রায়ও অন্যতম প্রমাণ বলে বিবেচিত হয। শকুন্তলা ব্রাহ্মণতনযা হলে বাজাব মন কখনো তাব প্রতি আকৃষ্ট হতো না। কাবণ, শাস্ত্রবিগর্হিত, প্রতিলোম বিবাহে তাঁর ন্যায় সজ্জনব্যক্তির প্রবৃত্তি হতে পাবে না ॥ সামান্যের দ্বারা বিশেষসমর্থনরূপ অর্থান্তবন্যাস অলংকার। বংশস্থবিল ছন্দ।

৮। **যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাম্**
যদর্দ্ধা বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।

প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো-
র্ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ ॥ (১/৯)

রাজা মৃগের দূরে গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে, সূত উত্তরে জানাল যে, ভূমি বন্ধুর হওয়ায়, রথের গতি হ্রাস করা হলে, সে সুযোগে মৃগটি অনেক দূরে চলে গেছে। পুনরায় রাজা রথবেগ নিরূপণ করে এবং অশ্বের গতির প্রশংসা করে উক্ত শ্লোকের মাধ্যমে বলেন যে, যে বস্তু দর্শনে সূক্ষ্ম ।

৯। **ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোহয়মস্মিন্।**
মৃদুনি মৃগশরীরে তুলরাশাবিবাগ্নিঃ ॥ (১/১০)

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের প্রথম অংক থেকে এ-শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। মৃগয়াসক্ত রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়ায় বহির্গত হয়ে কোন এক মৃগের পশ্চাৎ ধাবন করতে করতে কণ্বাশ্রমের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলে বৈখানসেবা হস্ত উত্তোলন করে রাজাকে নিবৃত্ত করতে উদ্ধৃত শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন।

তুলারাশিতে অগ্নিপ্রদানের মত পুরোভাগে দৃশ্যমান অত্যন্ত পেলব মৃগশরীরে এ তীক্ষ্ণ বাণ নিশ্চিতরূপে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কেননা, কোথায় মৃগের অত্যন্ত চঞ্চল জীবন আর কোথায় বা আপনার অত্যন্ত শাণিত অগ্রভাগযুক্ত বজ্রের মত কঠিন বাণ। উক্ত দুটি বিষয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ বোঝাবার জন্য 'ক্ব' শব্দ দ্বয় প্রয়োগ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। যেমন কোন ব্যক্তি দাহ্য তুলারাশিতে অগ্নিসংযোগ করে না, ঠিক তেমনি আশ্রমমৃগের অত্যন্ত পেলবদেহে রাজা দুষ্যন্তের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপও অত্যন্ত অসমীচীন ও গর্হিত ব্যাপার ॥ এখানে উপমানামক অর্থালংকার হয়েছে। "সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ।"

১০। **গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।**
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥ (১/৩১)

"অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের প্রথম অংকের অন্তিম শ্লোক এইটি। শকুন্তলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আশ্রম ত্যাগ করে যাবার প্রাক্কালে রাজার যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তারই বর্ণনাপ্রসঙ্গে এ শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। রাজাকে কেন্দ্র করে শকুন্তলার চিত্তে পূর্বরাগের উন্মেষ হবার পর রাজাও আর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনে উৎসাহী নন। শকুন্তলার প্রতি তাঁর আকর্ষণ এতই দুর্বার

যে, তাঁর হৃদয় যেন পশ্চাতে আশ্রমবালা শকুন্তলাতেই নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে, অথচ শরীরটি নিয়ে তাঁকে পুরোভাগে অগ্রসর হতে হচ্ছে। মনের এই প্রতিকূল অবস্থাটিকে একটি উপমার মাধ্যমে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। চীনাপট্টবস্ত্রে নির্মিত ধ্বজা অর্থাৎ পতাকাসহ পতাকা দণ্ডটি বাতাসের প্রতিকূলে নীত হলে, কম্পমান চীনাপট্টবস্ত্র যেমন পশ্চাদ্দিকে চলে, কিন্তু পতাকাদণ্ডটি চলে আগে আগে সামনের দিকে, তেমনি আশ্রম ছেড়ে চলে যাবার প্রাক্কালে রাজার চঞ্চল মন পেছনের দিকে এবং তাঁর দেহ আগে আগে বাইরের দিকে চলছে। বাতাসে প্রকম্পমান পট্টবস্ত্র যেমন পশ্চাদ্ দিকে চলতে থাকে, তেমনি রাজর্ষি দুষ্যন্তের বিচলিত চিত্তও পশ্চাদ্দিকে শকুন্তলার দিকে ধাবিত হচ্ছে। নব প্রণয়াসক্ত মনের প্রতিটি সূক্ষ্ম স্পন্দন যেন ঐ প্রতিকূল বাতাসে নীয়মান চীনাংশুকের প্রতিটি কম্পনে আমাদের কাছে ধরা পড়ছে ॥ এখানে হয়েছে উপমা নামক অলংকার। "সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ।" আর্যা ছন্দ।

১১। **শমপ্রধানেষু তপোধনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ।**
স্পর্শানুকূলা ইব সূর্যকান্তাস্তদন্যতেজোঽভিভবাদ্ বমন্তি ॥ (২/৭)

আলোচ্যমান শ্লোকটি মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের দ্বিতীয় অংক থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এ শ্লোকে রাজর্ষি দুষ্যন্ত ঋষিদের তপোবন বিষয়ে সেনাপতিকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন যে, তপোবনবাসী ঋষিদের প্রকৃতি অত্যন্ত শান্ত হলেও তাঁদের অন্তরে দহনক্ষম তেজঃ সুপ্ত থাকে। অপর কর্তৃক অন্যায়ভাবে তাঁদের ধর্মাচরণে কোনপ্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি হলে, এই সুপ্ত তেজঃ উদ্দীপ্ত হয়ে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে, এবং বিঘ্নসৃষ্টিকারীকে কোপানলে ভস্মীভূত করে। ঋষিদের এ স্বরূপকে রাজর্ষি দুষ্যন্ত সূর্যকান্তমণির সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে, সূর্যকান্তমণি অত্যন্ত স্পর্শসুখকর হলেও, অগ্নি অথবা অপর কোন তেজের সংস্পর্শে এলে তা' বিগলিত হয়। ঋষিদের প্রকৃতিও অনুরূপ। ঋষিদের প্রকৃতি সম্পর্কে মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যেও বলেছেন, যে, ঋষিদের প্রকৃতি জলের ন্যায় শীতল। জল স্বভাবতঃ শীতল হলেও অগ্নি এবং সূর্যাতপে উষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ঋষিদের প্রকৃতিও স্বভাবতঃ শান্ত হলেও যথোপযুক্ত অবসরে তাঁদের অন্তরের সুপ্ত ক্রোধবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে অন্যায় আচরণকারীকে দহন করে। তাই মহাকবি বলেন,—
"উষ্ণত্বং অগ্ন্যাতপসংযোগাৎ শৈত্যং যৎ সা প্রকৃতির্জলস্য ॥"
(রঘুবংশে) এখানে হয়েছে উপমালংকার। "সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ।" উপজাতি ছন্দ।

১২। **চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা**
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ ॥ (২/৯)

মহাকবি কালিদাস রচিত বিশ্ববিশ্রুত নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর দ্বিতীয় অংক থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকে রাজর্ষি দুষ্যন্ত তাপসকন্যা শকুন্তলার অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন যে,—চিত্রশিল্পী যেমন নিজের ইচ্ছানুসারে রেখা দ্বারা, বর্ণবৈচিত্র্যের দ্বারা, নিজের মানসসুন্দরীর রূপ দিতে পারেন, বিশ্বশিল্পী বিধাতাও সেরূপ শিল্পীর ন্যায় ধ্যানসমাহিত হয়ে নিজের মানসীসুন্দরীকে রেখার সুক্ষ্মতায়, বর্ণের মাধুর্য্যে রূপ দিয়েছেন — তপোবনবালা শকুন্তলার মাধ্যমে।

মনে হয়, বিধাতা প্রথমে শকুন্তলাকে চিত্রে অংকন করেছেন। যেখানে যে রেখা, যে বর্ণ, যেখানে যে ভঙ্গীর প্রয়োজন, প্রথমে ইচ্ছানুসারে চিত্রে সন্নিবিষ্ট করে, পরে যেন সেই চিত্রেই প্রাণের সংযোগ ঘটিয়েছেন। তাই শকুন্তলা অসামান্য রূপলাবণ্য এবং বিধাতার শিল্পনৈপুণ্য বিচার করে শকুন্তলাকে "অপরাস্ত্রীরত্ন" বলা যায়। "অপরাস্ত্রীরত্ন" বলা হয়েছে এ কারণে যে, প্রথমা স্ত্রীরত্ন হল "তিলোত্তমা।" যাকে নির্মাণ করা হয়েছে পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য তিল তিল করে সংগ্রহ করে ॥ এখানে 'সন্দেহ' অলংকার, বসন্ততিলক ছন্দ।

১৩। **অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ**
অনাবিদ্ধং রত্নং মধুনবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥ (২/১০)

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের দ্বিতীয় অংক থেকে উদ্ধৃত এ শ্লোকে তপোবনবালা শকুন্তলার রূপলাবণ্যের প্রশংসা করে রাজা ভাবছেন যে, কে ঐ অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের উপভোক্তা হবেন। বস্তুতঃ দোষলেশশূন্য শকুন্তলার রূপ সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পের মত, যে পুষ্পের সুরভি এখনো আঘ্রাণ করা হয়নি, কিংবা নখের দ্বারা অচ্ছিন্ন নবকিসলয়ের মত, অথবা বেধরহিত রত্নের মত, বা মধুর ন্যায় যে মধুর এখনো আস্বাদ গ্রহণ করা হয়নি। অথবা পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণের অবিভক্ত ফলের ন্যায়। বিধি অর্থাৎ ব্রহ্মা শকুন্তলার এই অনুপম ও অনবদ্য রূপলাবণ্য কোন্ উপভোক্তাকে ভোগের জন্য উপহার দেবেন তা' জানা যায়নি। শকুন্তলার রূপের ভোক্তা

নিশ্চয়ই কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি হবেন। দৈবক্রমে আমিই যদি সেই উপভোক্তা হই তাহলে আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং সার্থক মনে করব। এ শ্লোকে যেহেতু শকুন্তলার রূপকে অর্থাৎ একটি উপমেয়কে একাধিক উপমানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তাই এখানে হয়েছে মালোপমা অলংকার। শ্লোকটি রচিত হয়েছে শিখরিণী ছন্দে ॥

১৪। **অয়ং স তে তিষ্ঠতি সঙ্গমোৎসুকঃ**
বিশংকসে ভীরু, যতোহবধীরণাম্।
লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ম্
শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ ॥ (৩/১১)

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের তৃতীয় অংক থেকে এ শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। যদি রাজা গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করেন, এ আশঙ্কায় শকুন্তলা অত্যন্ত মদনপীড়িতা হয়েও রাজার কাছে প্রণয়লিপি রচনা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হল। তা' জেনে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থানকারী রাজা শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করে এ উক্তি করলেন।

হে ভীরুঙ্গ হে ভয়শীলেঙ্গ যে দুষ্যন্তের কাছ থেকে তুমি প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা করছ, সে দুষ্যন্ত তোমার সঙ্গে মিলনে উৎসুক হয়ে তোমার সম্মুখেই দণ্ডায়মান রয়েছেন। প্রার্থী অর্থাৎ যাচক প্রার্থনা করলেই যে শ্রীঃ অর্থাৎ লক্ষ্মীকে লাভ করবে তাতে কোন নিশ্চয়তা নেই। সে লক্ষ্মীকে পেতেও পারে, নাও পেতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মী যদি কাউকে '. তে চায়, তাহলে সে তাকে অনায়াসে পেতে পারে। লক্ষ্মীর পক্ষে ঈপ্সিতবস্তু একেবারেই দুর্লভ নয়। সুতরাং, আমার পক্ষে তুমি নিতান্ত দুর্লভ হলেও, তোমার পক্ষে আমি মোটেই দুর্লভ নই,—এইটি রাজার বলার অভিপ্রায় ॥ অর্থান্তরন্যাস অলংকার, বংশস্থবিল ছন্দ।

১৫। **অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব**
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা ॥ (৪/২২)

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অংকের অন্তিম শ্লোক এইটি। মহর্ষি কণ্ব তাঁর পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করে যে বিমল প্রশান্তি ও

অশেষ স্বস্তি অনুভব করেছেন তারই উল্লেখ রয়েছে উদ্ধৃত এ শ্লোকে। শকুন্তলা আজ পতিগৃহে গমন করায় মহর্ষির হৃদয় বিরহবেদনায় জর্জরিত, তথাপি অন্য দিক থেকে বিচার করলে, মনে হবে যে, তাঁর চিত্তে আজ এক অপরূপ প্রশান্তি বিরাজমান। বস্তুতঃ কন্যা পরকীয় ধন, তা' পিতার কাছে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত গচ্ছিত থাকে মাত্র। এ সময় পিতাকে পরের গচ্ছিতধনের মত কন্যাকেও সযত্নে লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, যেন অপরের রক্ষিত ন্যাসের মত কন্যারও কোনপ্রকার হানি না হয়। ন্যস্তধন মালিকের হস্তে যতক্ষণ প্রত্যর্পণ করতে না পারা যায় ততক্ষণ ন্যাসরক্ষকের মনে কোন প্রকার প্রশান্তি আসতে পারে না।

শকুন্তলা পতিগৃহে গমন করেছেন, তাই মহর্ষির অন্তঃকরণ আজ দায়ভার মুক্ত। তিনি যেন যথার্থ মালিকের হস্তেই তার কন্যাকে প্রত্যর্পণ করেছেন। মহর্ষির এই উক্তির মধ্যে শাশ্বত পিতৃহৃদয়ের প্রগাঢ় অনুভূতির কথাই ব্যক্ত হয়েছে। মহর্ষি কণ্ব তপস্বী হয়েও যে সাংসারিক দিক থেকে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন, এ উক্তিটি নিঃসন্দেহে তাই প্রমাণ করে॥ উৎপ্রেক্ষা অলংকার। ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ।

১৬। **"যাতি একতোহস্তশিখরং পতিরোষধীনা-**
মাবিষ্কৃতোহরুণপুরঃসর একতোহর্কঃ।
তেজো দ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যতে ইবাত্মদশান্তরেষু ॥ (৪/২)

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অংকের সূচনায় উদ্ধৃত শ্লোকটি উচ্চারিত হয়েছে। জনৈক কণ্বশিষ্য প্রভাতকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য বর্ণনা করে বলেন যে, ওষধিপতি চন্দ্র পশ্চিম গগনে অস্তগমন করছেন। অরুণকে রথের অগ্রভাগে স্থাপন করে সূর্যদেব পূর্বদিকে আত্মপ্রকাশ করছেন। চন্দ্র ও সূর্য—এ দুই জ্যোতিষ্কের যুগপৎ উত্থান ও পতনের দ্বারা জগতের লোক আপন আপন অবস্থার বিপর্যয় সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে। এই দুই জ্যোতিষ্কের যেমন উদয় এবং অস্ত আছে, তেমনি মানবের জীবনেও আছে উত্থান ও পতন। কোন মানুষই একান্ত সুখ বা একান্ত দুঃখভোগ করেনা। সুখ এবং দুঃখ পর্যায়ক্রমে মানবের জীবনে এসে যে মানুষ একবার সৌভাগ্যের চরম শিখরে আরোহণ করে সে আবার পরক্ষণেই দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়। মহাকবি তাই তাঁর

'মেঘদূত' কাব্যে বলেছেন,—"নীচৈর্গচ্ছতি উপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ", ইত্যাদি।

এই শ্লোকটি পতাকাস্থানেব একটি প্রকৃষ্ট উদাহবণ। এ শ্লোকে নিহিত রযেছে ঋষিতনযা শকুন্তলার ভাগ্যবিপর্যযেব ইঙ্গিত। বাজর্ষি দুষ্যন্তেব সঙ্গে গন্ধর্ববিধিমতে পবিণযসূত্রে আবদ্ধ হযে অশেষ কল্যাণলাভ কবলেও তাব জীবন একান্তভাবে সুখেব নয। কেননা, তাব জীবনেও দুঃখেব ছাযাপাত ঘটেছে ঋষি দুর্বাসাব অভিশাপেব মাধ্যমে ॥ পূর্বার্ধে সমাসোক্তি, এবং উত্তবার্ধে নিদর্শনা অলংকাব। বসন্ততিলক ছন্দ।

১৭। যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমিদং স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনযাবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ ॥ (৪/৬)

তপোবনতরুগণকর্তৃক প্রদত্ত নানা আভরণে সজ্জিতা হয়ে তাপসতনযা শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রাব জন্য প্রস্তুত হযেছেন। সম্প্রতি মহর্ষি কণ্বদেব স্নানাভিষেক সমাপন কবে শকুন্তলাকে যথাবীতি বিদায দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আসন্ন তনযাবিচ্ছেদজনিত গভীব মনোবেদনা প্রকাশ করে মহর্ষি বলেন যে, শকুন্তলা আজ পতিগৃহে চলে যাবে, সেজন্য তাঁর হৃদয় গভীব উৎকণ্ঠা এবং ঔৎসুক্যে ভবে উঠেছে। কণ্ঠ তাঁব নিরুদ্ধপ্রসর—অশ্রুপ্রবাহে বিকৃত হয়েছে। তাঁর দৃষ্টি শকুন্তলাব অনাগত ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতেব চিন্তায় জড়তাপ্রাপ্ত হযেছে। মহর্ষি বলছেন যে, তপোবনবাসী হযে পালিতা কন্যার আসন্নবিরহে যদি এ প্রকাব চিত্তবৈক্লব্য উপস্থিত হয, তাহলে, গৃহীজন আপন কন্যার প্রথম বিচ্ছেদজনিত দুঃখে কতই না মর্মান্তিক মনোবেদনা অনুভব করে।

উক্ত শ্লোকে মহাকবি কালিদাসেব মানবচরিত্রবিশ্লেষণ ক্ষমতাব যে পবিচয় পাই তা' সত্যি অনুপম। মহর্ষি কণ্ব ঋষি হলেও মানুষ, কবি তাঁকে মানবিক সুখদুঃখ, হাসিকান্না, হর্ষবিষাদ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের সমন্বয়ে একটি বক্তমাংসে গড়া মানুষরূপে অংকন করেছেন। মহর্ষি কণ্ব যা অনুভব করেছেন স্থানকালপাত্র নির্বিশেষে সকলপিতৃহৃদযই আপন কন্যাব প্রথম বিচ্ছেদে অনুরূপ অনুভব করেন। এই সর্বজনীন মানবিক আবেদনেব জন্য উক্ত শ্লোকটি চতুর্থ অংকে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ শ্লোক চতুষ্টযেব অন্যতম ॥

১৮। **ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈঃ, নবাম্বুভিঃ দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।**
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্ ॥ (৫/১২)

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অংক থেকে এ শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। রাজা দুষ্যন্ত দর্শনপ্রদানকালের পূর্বেই এসে মুনিশিষ্যগণের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁর এই সৌজন্য ও শিষ্টাচার দর্শনে মুনিশিষ্যগণ অত্যন্ত আপ্যায়িত বোধ করলেন। রাজার এই সাধুব্যবহারের প্রশংসায় শার্ঙ্গরব পঞ্চমুখ। তিনি লৌকিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলেন যে, উন্নতবৃক্ষ ফলভারে নত হয়, নবজলভারে উপরিস্থ মেঘও নীচে নেমে আসে, সজ্জনগণ ঐশ্বর্যমহিমায় গর্বিত না হয়ে বিনীত থাকেন। পরোপকারীর এই স্বভাব যে, তাঁরা নিজে কষ্ট সহ্য করেও অন্যের উপকার করে আনন্দ পান। তাই তাঁদের সহনশীলতা, নম্রতাস্বভাব সকলের অনুকরণীয় ॥ ক্রিয়াদীপক অলংকার, বংশস্থবিল ছন্দ।

১৯। **রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্**
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোহপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥ (৫/২)

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অংকের সূচনায় রাজমহিষী হংসপদিকার গীত শ্রবণ করে রাজর্ষি দুষ্যন্ত উদ্ভ্রান্তচিত্ত হলেন। তিনি মনে করছেন যে, প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও এ গীত শুনে তিনি নিতান্তই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে রাজর্ষি বলেন যে, কোন রমণীয় বস্তু দর্শন করে, বা কোন মধুর শব্দ শ্রবণ করে, নিতান্ত সুখী প্রাণীও যে উদ্‌বিগ্ন হয়, সে প্রকৃতপক্ষে তার অন্তরে স্থায়ীভাবে যে জন্মান্তরীণ সৌহার্দ্য দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে, তাকেই অবচেতনভাবে স্মরণ করে থাকে। রাজার এ উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ তাঁর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

হিন্দুদর্শন মতে জীবের আত্মা অবিনশ্বর। দেহ থেকে দেহান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে তার কেবল সংক্রমণ হয়ে থাকে, এবং পূর্বজন্মের স্মৃতি বাসনার রূপ ধরে জন্মান্তরেও সঞ্চারিত হয়। তাই সেই বাসনার জন্যই দুঃখের কোন আপাতঃ কারণ না থাকলেও মানুষ কোন সুন্দরবস্তু দেখে বা শ্রুতিমধুর শব্দ শ্রবণ করে দুঃখিত হয়ে পড়ে। রাজর্ষি দুষ্যন্তের ক্ষেত্রে তাঁর এই একটি জীবনেই আমরা দুটি জন্ম দেখতে পাই। অভিশাপবর্ষণের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত একজন্ম, এবং

অভিশাপবর্ষণের পরবর্ত্তীকাল হল জন্মান্তর। সেজন্য হংসপদিকার গান শ্রবণে রাজর্ষি পূর্বজন্মের অর্থাৎ অভিশাপবর্ষণের পূর্ববর্তী কালের শকুন্তলার বিষয় তিনি অবচেতন ভাবে জন্মান্তরে অর্থাৎ অভিশাপবর্ষণের পরবর্তী কালে স্মরণ করছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, এ শ্লোকের মাধ্যমে জীবের পুনর্জন্ম বা আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি এবং জন্মান্তরবাদ—এ দুটি ভারতীয় দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় ॥ অপ্রস্তুত প্রশংসা অলংকার, বসন্ততিলক ছন্দ।

২০। **ভানুঃ সকৃদ্‌যুক্ততুরঙ্গ এব**
রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি।
শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ
ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্মঃ এষ ॥ (৫/৪)

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অংক থেকে এ শ্লোকটি উদ্ধৃত হযেছে। যে সকল ব্যক্তি প্রজারক্ষণের কাজে নিযুক্ত তাদের বিশ্রাম নেই, এ বিযযটি কঞ্চুকী এ শ্লোকে দৃষ্টান্তসহ বর্ণনা করেছেন। যাঁরা লোকতন্ত্রাধিকারে ব্যাপৃত অর্থাৎ যাঁরা প্রজাসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের কার্যে ব্যস্ত তাঁদেব কর্মবিরতি অর্থাৎ বিরাম নেই। যেমন, ভানু অর্থাৎ সূর্য একবারমাত্র তাঁব রথে তুরঙ্গসংযোজন করেন, গন্ধবহ অর্থাৎ বায়ু দিনরাত প্রবাহিত হতে থাকে, শেষ অর্থাৎ অনন্তনাগ সর্বদাই পৃথিবীর ভার নিজের মস্তকে বহন করে চলেছেন। এরা কখনো বিশ্রামলাভের সুযোগ পায় না। এ সকল দৃষ্টান্ত বিচার করে কঞ্চুকী মন্তব্য করেন যে, ষষ্ঠাংশবৃত্ত অর্থাৎ যাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে তাদের উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠভাগের একভাগ বার্ষিক কররূপে গ্রহণ করেন, তাঁদের অর্থাৎ রাজাদেরও এই একই ধর্ম, অর্থাৎ তাঁদের কার্যেও কোন বিরাম নেই ॥ প্রতিবস্তূপমা অলংকার। ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ।

২১। **কুমুদান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পঙ্কজান্যেব।**
বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ ॥ (৫/২৮)

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অংক থেকে এ শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। পঞ্চম অংকের রাজাকর্তৃক শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যান দৃশ্যে মহর্ষি কণ্বের শিষ্য দ্বয়, শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত রাজাকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর শকুন্তলাকে রাজপ্রাসাদে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলে, বাজর্ষি দুষ্যন্ত তাঁদের উদ্দেশ্যে এ শ্লোকটি উচ্চারণ করেন। এর অর্থ হল যে, চন্দ্র যেহেতু কুমুদকে

প্রস্ফুটিত করে, সেজন্য চন্দ্রকে বলে কুমুদিনীপতি। সুতরাং চন্দ্রের সঙ্গে কেবল কুমুদিনীর সম্পর্ক, অন্য কারো সঙ্গে নয়। ঠিক তেমনি সূর্য যেহেতু পদ্মকে বিকসিত করে সেজন্য সূর্যের সঙ্গে পদ্মিনীর সম্পর্ক অন্য কারো নয়। বস্তুজগতে মানবসমাজেও স্বস্ত্রীব্যতিরিক্ত অন্যস্ত্রীসংসর্গ পাপের কারণ বলে সংযমী পুরুষেরা পরস্ত্রীসংসর্গ পরিহার করেন। সচ্চরিত্র সংযমী পুরুষদের মনোবৃত্তি পরস্ত্রীপরাঙ্মুখী হয়। সংযমী রাজা দুষ্যন্তের শকুন্তলাসংশ্লেষবিমুখী মনোবৃত্তি এখানে সূচিত হচ্ছে ॥ অপ্রস্তুত প্রশংসা অলংকার। আর্যা ছন্দ।

২২। **"অবিশ্রামোহয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ"**

উদ্ধৃত অংশটি মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের পঞ্চম অংক থেকে গৃহীত হয়েছে। কঞ্চুকী রাজা দুষ্যন্ত সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন যে যাঁরা লোকতন্ত্রাধিকারে নিযুক্ত অর্থাৎ যারা প্রজাসাধারণের পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যাপৃত তাদের বিশ্রাম বা কর্মবিরতি নেই। তাঁদের কাজে বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকলে এ সংসার অচল হয়ে পড়বে। যেমন, বায়ু দিনরাত প্রবাহিত হয় বায়ুর কোন বিরাম নেই। যেমন ভানু অর্থাৎ সূর্য তার রথে একবার মাত্র অশ্বসংযোজন করেছেন, সেই থেকে তার রথ সমানে চলছে। শেষ অর্থাৎ অনন্তনাগ এ পৃথিবীর ভার সদাই নিজ মস্তকে বহন করে চলেছেন। এঁরা কখনো বিশ্রাম লাভের সুযোগ পায় না। উক্ত দৃষ্টান্তসমূহ সম্যগ বিচার করে কঞ্চুকী মন্তব্য করেন যে, ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি এষ ধর্মঃ —অর্থাৎ রাজার ধর্মও এর থেকে ভিন্ন নয়। তাঁরও বিশ্রাম লাভের কোন অবকাশ নেই। কেননা তিনি প্রজাপালনের ন্যায় অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত। যেহেতু রাজা প্রজাদের কাছ থেকে উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠভাগের এক ভাগ বার্ষিক কর রূপে গ্রহণ করেন সেজন্য রাজাকে বলা হয়—**"ষষ্ঠাংশবৃত্তিঃ"** ॥

২৩। **"অতঃ পরীক্ষ্য কর্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ।**
অজ্ঞাত-হৃদয়েষু এবং বৈরীভবতি সৌহৃদম ॥" (৫/২৪)

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অংক থেকে এ শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। মহর্ষি কণ্বের নির্দেশে শার্ঙ্গরব, শারদ্বত এবং গৌতমী শকুন্তলাকে নিয়ে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়েছেন। শকুন্তলাকে সম্মুখে রেখে শার্ঙ্গরব রাজাকে তাঁর পরিণীতা ধর্মপত্নীকে গ্রহণ করতে বললে, রাজা তা' অস্বীকার করেন। শার্ঙ্গরব তখন রাজাকে বলেন যে পূর্বপশ্চাৎ না ভেবে কাজ করা এরূপ মনস্তাপের কারণ হয়। সেজন্য নির্জন সম্মেলন সবিশেষ

পরীক্ষাপূর্বক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, পরস্পরের হৃদয় অজ্ঞাত থাকলে মিত্রতা শত্রুতাতেই পর্যবসিত হয়। সকলপ্রকার চপলতা বর্জন করে অপরের চিত্তপরিচয় সম্যগ্‌রূপে জ্ঞাত হয়ে তাঁর সঙ্গে প্রণয় করা কর্তব্য। গোপন প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ পরিচয়ের জ্ঞান অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য। অন্যথায়, মিলন আপাততঃ মধুর হলেও পরিণামে তা বিষময় ফল প্রসব করতে পারে। রাজা দুষ্যন্তের পরিচয় নিপুণভাবে না জেনে স্বভাবসরলা শকুন্তলা প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে, রাজার দ্বারা প্রতারিত ও প্রত্যাখ্যাতা হল ॥ অপ্রস্তুত প্রশংসা অলংকার। শ্লোক ছন্দ।

২৪। **"কুতো ধর্মক্রিয়াবিঘ্নঃ সতাং রক্ষিতরি ত্বয়ি।**
তপস্তপতি ধর্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি ॥" (৫/১৪)

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অংক থেকে শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। মহর্ষি কণ্বের আশ্রম থেকে আগত ঋষিগণ রাজা দুষ্যন্তের প্রশাসনিক নৈপুণ্যের প্রশংসা করে বলেন যে, গগনে সূর্য উদিত হলে কি করে অন্ধকারের আবির্ভাব সম্ভব? সূর্য তাঁর কিরণজালে সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করে। যখন সূর্যকে দেখা যায় না, তখন কেবল চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এরূপ রাজ্যপালক রাজা ও রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রতিনিয়তই চেষ্টা করে চলেছেন। সুশাসক রাজা দুষ্যন্তও রাজ্যে ধর্মানুষ্ঠানের জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সে ভয়ে রাক্ষসেরাও ধর্মে বিঘ্নসৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না। সজ্জনদের রক্ষক রাজা দুষ্যন্ত রাজ্যশাসন করতে থাকলে ধর্মানুষ্ঠানে বিঘ্নাদির অভাবে যজ্ঞক্রিয়াদি উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হতে থাকে ॥ দৃষ্টান্ত অলংকার। শ্লোক ছন্দ।

২৫। **স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু**
ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে
মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ ॥ (৬/১০)

"অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের পঞ্চম অংক থেকে এ শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। রাজা দুষ্যন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা যে তার মাতা অপ্সরা মেনকা কর্তৃক মহর্ষি মারীচের আশ্রমে নীতা হয়েছেন,—রাজা এরূপ মন্তব্য করলে রাজার বয়স্য বিদূষক বললেন যে, তাহলে রাজা আশ্বস্ত থাকতে পারেন। কারণ, মাতাপিতা দীর্ঘকাল আপন কন্যাকে পতিবিয়োগবিধুরা দেখতে পারেন না। তা' শুনে বিরহাতুর দুষ্যন্তের হৃদয় যেন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। তিনি তাই কাতরোক্তি করলেন যে, শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর যে মিলন হয়েছিল, তা' কি

স্বপ্ন? অথবা মায়া? না মতিভ্রম? অথবা পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য সেইটুকু ফলই প্রদান করেছিল? শকুন্তলা চিরদিনের মতই তাঁর কাছ থেকে অতীত হয়ে গেছে। সে আর কোনদিনই প্রত্যাবর্তন করবে না। অতএব শকুন্তলার সঙ্গে রাজার পুনর্মিলনের আশ্বাস নদীর প্রবল স্রোতের মধ্যে তটভঙ্গের ন্যায়—অনিশ্চিত ব্যাপার। শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার কখনো স্বপ্ন নয়, কারণ, তাহলে জাগ্রত অবস্থায় কখনো তার অনুভূতি সম্ভব হতো না। তবে কি এইটি মায়া বা ইন্দ্রজাল? না, তাও হতে পারে না। কাবণ, ইন্দ্রজাল কখনো দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না। অথবা এইটি কি মতিভ্রম? শুক্তিতে যেমন রজতভ্রম হয়, সেরূপই কি শকুন্তলার সঙ্গে সাক্ষাৎকার? না, তা'ও নয়, কারণ, এ উক্তি করবার সময়েও অর্থাৎ দীর্ঘকাল পরেও রাজার মনে এরূপ ভ্রান্তি কখনো আসতে পারতো না।

অতএব, শকুন্তলার সঙ্গে রাজার পুনর্মিলন দুরাশা মাত্র। মানুষ আশাবাদী সত্য, কিন্তু তার সকল আশাই নদীতটভঙ্গেব মত অনিশ্চিত মাত্র। অতএব, বিদূষকের ভবিষ্যদ্‌বাণী নিরর্থক,—এইটি বলাই রাজাব অভিপ্রায় ॥ 'সন্দেহ' অলংকার, উপজাতি ছন্দ।

২৬। **সখ্যুস্তে স কিল শতক্রতোরজয্যঃ**
তস্য ত্বং রণশিরসি স্মৃতো নিহন্তা।
উচ্ছেত্তুং প্রভবতি যন্ন সপ্তরশ্মিঃ
তন্নৈশং তিমিরম্ অপাকরোতি চন্দ্রঃ ॥ (৬/৩০)

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের ষষ্ঠ অংক থেকে এ শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। এ শ্লোকে ইন্দ্রসাবথি মাতলি রাজর্ষি দুষ্যন্তের অপ্রতিহত প্রভাব যুক্তি সহকারে বর্ণনা করে বলেন যে, আপনার সুহৃদ দেবরাজ ইন্দ্রের শতপ্রচেষ্টায়ও জয় কবতে অসমর্থ এই কালনেমিনামক দৈত্যসঙ্ঘ। সেই কারণে সমরের অগ্রভাগে আপনাকে এই দানবসঙ্ঘের নিহন্তা বলে স্মরণ করা হয়। এখানে কারণ উল্লেখ করে বলা হচ্ছে যে, সপ্তরশ্মি সূর্য যে রাত্রিকালীন অন্ধকার দূর করতে পারেনা, তা' কিন্তু সূর্য অপেক্ষা ন্যূনতেজা চন্দ্র অপসারণ করে বিধিনিয়মানুসারে। শীতাংশু চন্দ্রের দ্বারা তিগ্মাংশু সূর্যেরও অচ্ছেদ্য নৈশ তিমির যেমন অপসারিত হয়, ঠিক তেমনি ভূপালের দ্বারা দ্যুপালেরও অনভিভবনীয় শত্রু ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ বিধি পূর্ব থেকেই যার দ্বারা যার

বিনাশ নির্ধারিত করে রেখেছেন, কেবল তার দ্বারাই তা' সম্পন্ন হবে, অন্য কারো দ্বারা নয়,—এইটি শ্লোকের মর্মার্থ ॥ দৃষ্টান্ত অলংকার, প্রহর্ষিণী ছন্দ।

২৭। **সাক্ষাৎ প্রিয়ামুপগতামপহায় পূর্বং**
চিত্রার্পিতাং পুনরিমাং বহুমন্যমানঃ।
স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য
জাতঃ সখে প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥ (৬/১৬)

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকেব ষষ্ঠ অংক থেকে এ শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। পঞ্চম অংকে শকুন্তলা স্বশরীরে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে বাজর্ষি দুষ্যন্তের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পরিণীতা ধর্মপত্নীর মর্যাদা দাবী করলে, মোহাচ্ছন্ন রাজা তাকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু ষষ্ঠ অংকের সূচনায় শক্রাবতারবাসী ধীবরের কাছে বাজাব নামাংকিত অঙ্গুরীযক দেখে যখন সমস্ত শকুন্তলাবৃত্তান্ত রাজার স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হল, তখন তিনি শকুন্তলাবিরহজনিত শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েন। এ শ্লোকে রাজা দুঃখপ্রকাশ কবে বলেন যে, শকুন্তলা কণ্বশিষ্য দ্বয়ের সঙ্গে উচ্চাশা নিযে রাজ দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাজা কিন্তু তখন তাকে চিনতে না পেরে পরস্ত্রীজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। পরে অঙ্গুরীয়কদর্শনে সমস্ত বৃত্তান্ত স্মবণ করে গভীব অনুতপ্ত হন, এবং চিত্রে শকুন্তলার প্রতিকৃতি অংকন কবে তার প্রতি বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করেন। রাজা দুষ্যন্তের এ অবস্থা তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জলপূর্ণ জলাশয পবিত্যাগ করে জলভ্রমে মরীচিকাব পশ্চাতে ধাবিত হবার ন্যায় করুণ ও হাস্যকর। পথিক যেমন পথিপার্শ্বস্থ জলপূর্ণ নদীকে অনাদর-পূর্বক পরিত্যাগ করে, পরে জলের আশায় মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনি রাজাও প্রিয়তমাকে প্রত্যক্ষভাবে পেয়েও গ্রহণ না করে, চিত্রার্পিত তার প্রতিকৃতির প্রতি সমধিক অনুরাগাকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। ইহাই অত্যন্ত শোচনীয় ॥ নিদর্শনা অলংকার, বসন্ততিলক ছন্দ।

২৮। **দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।**
শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্ ॥ (৭/২৯)

মহাকবি কালিদাস রচিত "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের সপ্তম অংক থেকে উদ্ধৃত এ শ্লোকে—রথারোহণে স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথে হেমকূটপর্বত-শিখরে মহর্ষি মারীচের তপোবন দূর থেকে দেখে রাজর্ষি দুষ্যন্ত ভগবান্ কাশ্যপের দর্শনে পুণ্যলাভের জন্য প্রবেশ করেন। দৈবক্রমে সেখানে পুত্র সর্বদমনের মাধ্যমে শকুন্তলার সঙ্গে রাজার পুনর্মিলন সংঘটিত হয়। অনন্তর মহর্ষি

মারীচের সন্নিকটে পত্নী ও পুত্রের সঙ্গে উপবিষ্ট রাজাকে লক্ষ্য করে মহর্ষি তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে বলেন, রাজা স্বয়ং বিধিতুল্য, শকুন্তলা শ্রদ্ধার ন্যায়, এবং পুত্র সর্বদমন বিত্তসদৃশ। শাস্ত্রে দৃঢ়প্রত্যয়কে বলা হয় শ্রদ্ধা, যজ্ঞাদি সম্পাদনের উপযোগী ধনকে বলা হয় বিত্ত, এবং শাস্ত্রবিহিতকর্মানুষ্ঠান হল বিধি। শ্রদ্ধা, বিত্ত, ও বিধির সমবায়ে যেমন যজ্ঞকর্ম সুসম্পন্ন হয়, ঠিক তেমনি স্ত্রী, পুত্র ও পতির সম্মেলনে গৃহকর্ম নিষ্পন্ন হয় এবং তাতে নিরতিশয় আনন্দলাভ হয়,—এটুকু বলাই ভগবান্ মারীচের অভিপ্রায় ॥ নিদর্শনা অলংকার, শ্লোক ছন্দ।

দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন সংযোজন ঃ–

বাংলাভাষায় ব্যাখ্যা সমূহ

১। **যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়িতদ্ধনম্**
তপঃষড্ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ।। (২/১৩)

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নামক বিশ্ববিশ্রুত নাটকের দ্বিতীয় অংক থেকে উদ্ধৃত শ্লোকটি সংকলিত হয়েছে। রাজা দুষ্যন্ত পুনরায় মুনিবালা শকুন্তলার সঙ্গে কণ্বাশ্রমে মিলিত হবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে বয়স্য মাধব্যকে আশ্রমে প্রবেশের উপায় উদ্ভাবন করতে বললে, বিদূষক তাঁকে আশ্রমবাসিগণের কাছ থেকে বার্ষিক কর আদায়ের ছলে আশ্রমে প্রবেশের পরামর্শ দিলেন। রাজা বিদূষকের অনভিজ্ঞতার উল্লেখ করে বলেন যে, তপোবন বাসী তপস্বিগণ আন্যান্য বর্ণের প্রজাদের মত তাদের উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠভাগের একভাগ অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশ রাজাকে আব্দিক কর রূপে দান করেন। তারা দান করেন তাঁদের তপস্যাফলের এক ষষ্ঠাংশ, তা যে কোন পার্থিব করের চেয়ে সর্বাপেক্ষা মহার্য। কেবল মহামূল্যবান নয, তা পার্থিব করাদির ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়, তা কখনো ক্ষয়হতে পারে না, তা শাস্বতত্ব গুণে, অন্বিত ও চিরঅক্ষয। ভগবান মনু প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারগণ এবং মহামতি কৌটিল্য প্রভৃতি দণ্ডনীতি শাস্ত্রকারগণের মতে তা সমর্থিথ।।

২। **অধ্যাক্রান্তা বসতিরমুনাপ্যাশ্রমে সর্বভোগ্যে,**

রক্ষাযোগাদয়মপি তপঃ প্রত্যহং সঞ্চিনোতি।
অস্যাপি দ্যাং স্পৃশতি বশিনশ্চারণদ্বন্দ্বগীতঃ,
পুনঃ শব্দো মুনিরিতি মুহুঃ কেবলং রাজপূর্বঃ। (২/১৪)

(প্রসঙ্গ পূর্বের মত)

মহর্ষি কণ্বের আশ্রম থেকে আগত প্রথম ঋষি বা রাজা দুষ্যন্তের রাজকীয় আকৃতি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বাজাব সম্পর্কে নিজের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে মন্তব্য কবে যে, বাজা দুষ্যন্ত বিশাল তেজোব্যঞ্জক দেহ ধারণ কবলেও তা বিশ্বাস উৎপাদন কবে। ঋষি বালকেব বিচারে রাজা দুষ্যন্ত এবং ঋষির মধ্যে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নেই। কেননা, মুনিগণ যেমন সকল জীবেব আশ্রয় ও ভোগ্যআশ্রমে বাস করেন, তেমনিএ বাজা দুষ্যন্ত ও তেমনি সকল জীবের ভোগ্য গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন। সেজন্য ভগবানমনু মনু সংহিতায বলেছেন-- "যথা বায়ুং সমাস্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ। তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ"। (৩/৭১) এ প্রসঙ্গে মনুসংহিতায আরো বলা হয়েছে,-- "যথা নদীনদাঃ সর্বে সাগবে যন্তি সংস্থিতিম্। তথৈবা আশ্রমিনঃ সবৈ গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্।।" (৬/৯০) মুনিগণ যেমন প্রত্যহ তপশ্চর্যাব মাধ্যমে পুণ্য অর্জন করেন, রাজা দুষ্যন্তও তেমনি প্রজাপালনরূপ কৃচ্ছ্রকর্মেব দ্বাবা প্রত্যহ পুণ্যসঞ্চয় কবেন। বশী অর্থাৎ সংযমী তাপসের মন্ত্র স্বর্গলোক পর্যন্ত উত্থিত হয়ে তাঁদেব আত্মার মহিমা প্রচার করে, তেমনি এ রাজা দুষ্যন্তের পক্ষে রাজপূর্বক পুণ্য মুনিশব্দটি অর্থাৎ 'রাজর্ষি' শব্দ চারণযুগল কর্তৃক গীত হয়ে নিয়ত স্বর্গ স্পর্শ করছে। অতএব আশ্রমবাসী মুনিগণ 'ঋষি' হলে দুষ্যন্ত রাজর্ষি পদবাচ্য।

৩। **নৈতচ্চিত্রং যদয়ম্ উদধিশ্যাম সীমাং ধরিত্রীম্।**
একঃ কৃৎস্নাং নগরপরিঘপ্রাংশুবাহুর্ভুনক্তি।।
আশংসন্তে সমিতিষু পুরা বদ্ধবৈরাহি দৈত্যৈঃ
অস্যাধিজ্যে ধনুষি বিজয়ং পৌরুহুতে চ বজ্রে।।

(প্রসঙ্গ পূর্বের মত)

মহর্ষি কণ্বের আশ্রম থেকে আগত দ্বিতীয় ঋষি বালক বাজা দুষ্যন্তকে দেখে বিস্ময়াভিভূত হযে তাঁর সম্পর্কে নিজেব ধাবণা ব্যক্ত করতে গিযে মন্তব্য কবে যে, রাজা দুষ্যন্ত 'বল' নামক দৈত্যেব হন্তা দেবরাজ ইন্দ্রের সখা। সুতরাং তাঁব পক্ষে সমুদ্রপবিবেষ্টিত এ বিশাল ভূখণ্ড একা শাসন কবা কোন দুষ্কব কর্ম নয়। তাছাড়া দেবগণের সঙ্গে অসুরগণের সংগ্রামে, দেবগণ ইন্দ্রেব বজ্রকে অনাদবকরে রাজর্ষি দুষ্যন্তেব [illegible] ধনুতে বিজয কামনা করেন। পুনঃ বাজর্ষি দুষ্যন্ত নগরতোরণেব অর্গলেব ন্যায় দীর্ঘ ও বলিষ্ঠবাহু দ্বাবা একাকী সাগবরূপ শ্যামল প্রান্তভাগ। বিশিষ্ট সমগ্র ধরণীকে শাসন ও পালন কবেন অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে।

৪। **কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাৎ দ্বৈধীভবতি মে মনঃ**
পুরঃ প্রতিহতং শৈলে স্রোতঃ স্রোতোবহোয়থা।। (২/১৭)

(প্রসঙ্গ পূর্বের মত)

রাজর্ষি দুষ্যন্ত এ উক্তি করেন। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের দ্বিতীয় অংকের একেবারে অন্তিমলগ্নে। কণ্বাশ্রমে বন্যগজের উপদ্রবকে কেন্দ্রকরে বেতসকুঞ্জে নায়ক-নায়িকার প্রণয়ব্যাপারে হঠাৎ ছেদ পড়লে রাজা দুষ্যন্ত কণ্বাশ্রমের উপকণ্ঠে নিজের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় কি উপায় অবলম্বনে আশ্রমে প্রবেশ করা যেতে পারে এ বিষয়ে বয়স্য মাধব্যের সঙ্গে পরামর্শ করতে থাকলে, অপ্রত্যাশিতভাবে সে সুযোগ এসে যায়। কণ্বাশ্রম থেকে দুজন ঋষি বালক এসে মহর্ষির অনুপস্থিতিতে আশ্রমে রাক্ষসের উপদ্রব নিবারণের জন্য রাজাকে আমন্ত্রণ জানাতেই রাজা আশ্রমবাসী ঋষীদের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবশতঃ তৎক্ষণাৎ আশ্রমে গমন করতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তে রাজধানী থেকে রাজার জন্য রাজমাতাব আদেশ নিয়ে 'করভক' নামক দূত এলে রাজা উভয় সংকটে পডলেন। কেননা, একদিকে রাজমাতার আদেশ, এবং অন্যদিকে ঋষিদের প্রতি কর্তব্য। উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ, কোনটিই অমান্য করা চলে না। তাই রাজা আলোচ্যমান শ্লোকে তাঁর উভয়সংকট জনিত দুরবস্থা উপমা অলঙ্কারের মাধ্যমে বিশদকরে বলেন যে, তিনি বস্তুতঃ অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। দুটি কার্য যুগপৎ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। কার্যদুটির ভিন্নদেশে অবস্থান হেতু তাঁর মন, সুম্মুখস্থিত পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নদীর প্রবাহ যেমন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, ঠিক তেমনি দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে।

এখানে প্রথম কৃত্যটি পরহিতের জন্য এবং আত্মহিতের জন্য দ্বিতীয় কৃত্যটি। রাজর্ষি দুষ্যন্তের সিদ্ধান্তে প্রমাণিত হল যে, তিনি আপন কল্যাণের চেয়ে পরের কল্যান সাধনে অধিকতর সচেতন ও তৎপর। রাজা বিদূষককে তাঁর প্রতিনিধি রূপে রাজধানীতে রাজমাতার ধর্মক্রিয়ানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্য প্রেরণ করে, ঋষিদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবশতঃ (ঋষিগৌরবাৎ) আশ্রমে গমন করলেন। এখানে উপমা অলংকার এবং শ্লোকোবৃত্তম।।

৫। **অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে**
দৃষ্টিং ন নন্দয়তিসংস্মরণীয় শোভা।
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য
দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি।। (৪/৩)

(প্রসঙ্গ পূর্বের মত)

সোমতীর্থ থেকে সম্প্রতি প্রত্যাগত মহর্ষি কণ্বকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে জনৈক শিষ্য কালনিরূপণ করতে গিয়ে যে দুটি শ্লোক উচ্চারণ করল, আলোচ্যমান শ্লোকটি তারমধ্যে একটি। এ শ্লোকের বাচ্যার্থ হল যে, চন্দ্র অস্তগমন করলে সে কুমুদিনী করে সৌন্দর্য স্মৃতির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখন আর তাঁর আনন্দবর্ধন করছে না। অবলা নারীদের পক্ষে প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদজনিত দুঃখ অবশ্যই অত্যধিক দুঃসহ। শিষ্যের মুখে উচ্চারিত শ্লোকদ্বয়ের মাধ্যমে মহাকবি যেন, অত্যন্ত সুকৌশলে সামাজিকদের মনে ভাবী ঘটনা পরম্পরার ছায়াপাতকরে পূর্ব থেকেই পরিণাম ফলের জন্য তাঁদের প্রস্তুত করে রাখলেন। এ নাটকের পরবর্তী বৃত্তাংশ উপভোগ করবার সময় এ উত্থানপতনের কথাই বারংবার তাঁদের মনে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।

৬। **অস্মান্ সাধুবিচিন্ত্য সংযমধনানুচ্চৈঃ কুলং চাত্মন**
স্ত্বয্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিং চ তাম্ ।
সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধুবন্ধুভিঃ ।। (৪/১৭)

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নামক বিশ্ববিশ্রুত নাটকের শ্রেষ্ঠ অংকরূপে বিবেচিত চতুর্থ অংক থেকে আলোচ্যমান শ্লোকটি উদ্বৃত হয়েছে। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা কালে মহর্ষি কণ্ব শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত, তাঁর শিষ্যদ্বয়ের মাধ্যমে রাজর্ষি দুষ্যন্তের কাছে বার্তা প্রেরণ করে বললেন, 'সংযমই কেবল ঋষিদের সম্পদ। আপনার নিজের উচ্চবংশ, এবং আপনার প্রতি শকুন্তলার বন্ধুদের অগোচরে যে অনুরাগ তা উত্তমরূপে বিবেচনা করে, অন্যান্য মহিষীগণের সঙ্গে সমান আদরে একেও দেখবেন। এর চেয়ে অধিক প্রাপ্তি ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। বধূরর আত্মীয়স্বজনদের তা কখনো বলা উচিত নয়।'

উল্লেখকরা যেতে পারে যে, রাজর্ষির কাছে মহর্ষি কর্তৃক প্রেরিত এ সন্দেশের মধ্যে ভীতি ও গৌরববোদ উভয়ই সংমিশ্রিত রয়েছে। রাজা দুষ্যন্ত বনবালা শকুন্তলার অলৌকিক রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় গুরুজনদের মতামতের অপেক্ষা না করে শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেছেন। সুতরাং রাজা এখন শকুন্তলাকে তাঁর বিবাহিতা ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ না করলে মহর্ষির সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যাবে এবং রাজা মহর্ষির কোপানলে ভস্মীভূত হবেন। তাছাড়া, আভিজাত্যে গর্বিত শকুন্তলাকে প্রত্যাখান করলে তাঁর বংশমর্যাদা আর অক্ষুন্ন থাকবে না।

সংযমপ্রধান ও শান্তি প্রিয় তপোবনবাসী তপসী আমরা সহানুভূতিপূর্ণ ও ক্ষমাসুন্দর

দৃষ্টিতে বিচার করে আপনার আচরণ আমরা অনুমোদন করেছি। আশাকরি, আপনিও আমাদের তপস্যা ও প্রভাবের কথা সম্যগ্ বিবেচনা করে শকুন্তলাকে আপনার অন্যান্য মহিষীদের মত সমান সমাদর ও মর্যাদা সহকাবে দেখবেন।

৭। **অভিজনবতো ভর্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে**
বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা।
তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং
মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি ।। (৪/১৯)

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নামক বিশ্ববিশ্রুত নাটকের চতুর্থ অংক থেকে উদ্বৃত হয়েছে। শকুন্তলার পতিগৃহেযাত্রাকালে, শকুন্তলা যখন বলেন যে, পিতার ক্রোড় থেকে বিচ্যুত হযে, মলয় পর্বত থেকে পরিভ্রষ্ট চন্দন লতার মত সে কিভাবে জীবন ধারণ করবে, তারই উত্তবে মহর্ষিকণ্ব আলোচ্যমান শ্লোকে বলেন যে, শকুন্তলা যথাকালে অভিজাত গৌরবময় গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিত হয়ে, ঐশ্বর্যনিবন্ধন গুরুতর ক্রিয়াকর্মে প্রতিক্ষণ ব্যস্ত থেকে সত্বব প্রাচী অর্থাৎ পূর্বদিক যেমন সূর্যকে প্রকাশ করে, তেমনি পবিত্র পুত্র প্রসব করে তখন আব পিতা থেকে বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করবার অবসর ও থাকবে না। বিষয় বিমুখ তপস্বী কণ্ব গৃহী পিতার মত তনয়াহৃদয়ের যে গোপন রহস্য উদঘাটন কবেছেন, তা সত্যি অপূর্ব। মহাকবি কালিদাসের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণেব অসাধারণ নৈপুণ্য এ শ্লোকে সুচারুরূপে অভিব্যক্ত ।

মহর্ষি কণ্ব তনয়া সম্পর্কে যে সত্যটি প্রকাশ করেছেন, তা সর্ব দেশেব সর্বকালের, সকল নববধুর পক্ষে প্রযোজ্য এবং সে হিসেবে এর আবেদন ও সর্বজনীন ও চিরন্তন। সে কারণে এ শ্লোকটি শ্রেষ্ঠ শ্লোক চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত।

৮। **ভূত্বা চিরায় চতুরন্তমহী সপত্নী**
দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য।
ভর্ত্রা তদর্পিতকুটুম্বভরেণ সার্ধং
শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেহস্মিন্ ।। (৪/২০)

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নামক বিশ্ববিশ্রুত নাটকের শ্রেষ্ঠ-অংকরূপে বিবেচিত চতুর্থ অংক থেকে আলোচ্যমান শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। পতিগৃহযাত্রাকালে শকুন্তলা তাত কণ্বকে যখন জিজ্ঞাসা কবলেন যে তিনি পুনরায় কখন আশ্রমে আসবেন, তখন এ প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্যমান শ্লোকে বলেছেন যে, দীর্ঘকাল সসাগবা ধরণীর সপত্নী হয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বী দুষ্যন্ততনয়কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে, তার হস্তে আত্মীয়পরিজনের ভার ন্যস্তকরে, পতির সঙ্গে আবার শকুন্তলা এই শান্তরসাস্পদ

আশ্রমে পদার্পণ কববে। বিষযাসক্ত সাধাবণ গৃহী পিতা না হযেও মহর্ষি কণ্ব সংসাববিবাগী সন্ন্যাসী হযে, পালিতা কন্যাব আসন্ন বিচ্ছেদ স্মবণ কবে যে মর্মান্তিক শ্লোকে অভিভূত হযেছেন তা সত্যি বিস্মযাবহ ও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

৯। **শুশ্রূষস্ব গুরুন্ কুরু প্রিযসখীবৃত্তিং সপত্নীজনে**
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি বোষণতযা মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূযিষ্ঠং ভব দক্ষিণা পবিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেব গৃহিণীপদং যুবতযো বামাঃ কুলস্যাধযঃ।। (৪/১৮

আলোচ্যমান শ্লোকটি মহাকবি কালিদাস বিবচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নামক বিশ্ববিশ্রুত নাটকেব চতুর্থ অংক থেকে সংকলিত হযেছে। পতিগৃহে যাত্রাকালে আশ্রমবালা শকুন্তলাব পালকপিতা কুলপতি কণ্ব শ্বশুবালযে নবপবিণীতা বধূ শকুন্তলাব কবণীয বিষয প্রসঙ্গে উপদেশদানকালে বলেন যে, শকুন্তলা আশ্রম থেকে পতিগৃহে গিযে শ্বশ্রূশ্বশুব ইত্যাদি পূজনীয ব্যক্তিগণেব সাদব পবিচর্যা কববে, সপত্নীগণেব সঙ্গে প্রিযসখী ব্যবহাব কববে, অর্থাৎ তাঁদেব সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হবে না, পতি বিরূপ আচবণ কবলেও কোপবশতঃ কখনো তাব বিরুদ্ধাচাবণ কববে না। সেবকবর্গেব প্রতি যথেষ্ট দাক্ষিণ্যপ্রবণ হবে। সৌভাগ্যহেতু কোন গর্ববোধ কববে না, যুবতীগণ এরূপ ব্যবহাব কবলেই সত্যিকাবেব গৃহিনীব মর্যাদালাভেব অধিকাবিণী হন, এব বিপবীত আচবণ কবলে তাবা কুলেব কলংক বলে বিচেচিত হবে।

দেশ ও কাল নির্বিশেষে সকল কর্তব্য পবাযন, দাযিত্বশীল এবং মমত্ব বোধসম্পন্ন পিতাবপক্ষে তাঁদেব আপন তনযাব প্রথম পতিগৃহে যাত্রাকালে এরূপ উপদেশ দানই সঙ্গত ও সমীচীন বলে বিবেচনা কবা যায়। গৃহীপিতা না হযেও পালকপিতা রূপে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে যেসকল উপদেশ দিযেছিলেন তাতে তাব অসাধাবণ দূবদর্শিতা ও ব্যবহাবিক জ্ঞানেব পবিচয পাওযা যায। সেবাপবাযনতা, পতিভক্তি, সপত্নীব প্রতি প্রিযসখী ব্যবহাব, আত্মীযপবিজন ও সেবক-সেবিকাব প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন এবং নিবহঙ্কাব ইত্যাদি সদগুণবাজি প্রত্যেক নবপবিণীতা কুলবধুব চবিত্রে সেখানে নিযত ও নিযমিত অনুশীলনেব বিষয ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সে যুগেব সামাজিক পবিবেশে মহর্ষি কর্তৃক শকুন্তলাকে প্রদত্ত উপদেশেব শাশ্বত ও সার্বজনীন মূল্য এবং সার্বিক আবেদন থাকলেও, বর্তমান নাবী স্বাতন্ত্র্যেব যুগে সে মূল্য আব আছে কিনা তা বিশেষ বিচার্য। চতুর্থ অংকেব শ্রেষ্ঠ শ্লোকচতুষ্টযেব মধ্যে এ শ্লোকটিকে দ্বিতীয শ্লোকরূপে বিবেচনা কবা হয।

গান্ধর্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যো রাজর্ষিকন্যাকাঃ
শ্রূযন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ।।

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' শীর্ষক বিশ্ববিশ্রুত নাটকের তৃতীয় অংক থেকে এ শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। মহর্ষি কণ্বের তপোবনে বেতসকুঞ্জে হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্ত ও মহর্ষির পালিতা কন্যা শকুন্তলার মধ্যে প্রথম দর্শনেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং উভয়ের চিত্তে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়। ক্রমে পূর্বরাগ প্রণয়ে পরিণত হলে রাজা দুষ্যন্ত গান্ধর্ব বিধিমতে শকুন্তলার কাছে পরিণয়ের প্রস্তাব দিলেন। শকুন্তলা গুরুজনদের ভয়ে তাতে সম্মত না হলে, রাজা শকুন্তলার এ পরিণয়ে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য উক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করেন।

উক্ত শ্লোকে রাজা দুষ্যন্ত বলতে চাইলেন যে, শকুন্তলা নিতান্ত ভীরু এবং শাস্ত্রে সে একেবারেই অনভিজ্ঞ কেননা, ইতঃপূর্বে বহু রাজর্ষিকন্যা গান্ধর্ববিধি মতে বিবাহিতা হয়েছেন এবং তাঁদের সে সকল বিবাহ গুরুজনেরা শাস্ত্র সম্মত বলে অনুমোদন করেছেন। যেমন অগ্নি এবং স্বাহা নীলধ্বজ ও জনা, শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিনীর মধ্যে এ পরিণয় সংঘটিত হয়েছে, এবং এরূপ পরিণয়, তাঁদের গুরুজনেরা সানন্দে অভিনন্দিত করেছেন। গান্ধর্ব বিবাহ যে শাস্ত্র সম্মত সে প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বলা হয়েছে-- "ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রজাপত্যস্তথাসুরঃ। গান্ধর্ব-রাক্ষসৌ বানৌ পৈশাচ শ্চাষ্টমোহধমঃ।।" অনন্তর গান্ধর্ব পরিণয়ের সংজ্ঞা নিরুপন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে--

"ইচ্ছয়াহন্যোসংযোগাৎ কন্যায়াশ্চ বরস্যচ।
স তু গান্ধর্বঃ বিজ্ঞেয়ঃ মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ।। --ইত্যাদি।

প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তন্ত্রয়িত্বা
নিষেবতে শ্রান্তমনা বিবিক্তম্।
যূথানি সঞ্চার্য রবিপ্রতপ্তঃ
শীতং দিবা স্থানমিব দ্বিপেন্দ্রঃ।।

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অংক থেকে আলোচ্যমান শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। হিমালয়ের উপত্যকাবাসী তাপসেরা সস্ত্রীক মহর্ষি কণ্বের বার্তা নিয়ে এসেছেন, তাই রাজা দুষ্যন্তের কাছে নিবেদন করতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত কঞ্চুকী বলেন যে, লোকপালন ও লোককল্যাণের কার্যে নিযুক্ত রাজা তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করে এখনই বিচারাসন ত্যাগ করেছেন, পুনরায় পরিশ্রমের কারণ হবে এমন কণ্বশিষ্যদের আগমনবার্তা নিবেদন করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। তাই আলোচ্যমান শ্লোকে কুঞ্চকী রাজাকে গজরাজের সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে, গজরাজ যেমন দিবাভাগে দলের অন্যহস্তি সমুহকে চারণ পূর্বক, সূর্যের তাপে দগ্ধ হয়ে যেমন শীতল স্থানে বিশ্রাম নেয়, তেমনি রাজা দুষ্যন্তও আপন সন্তানের মত প্রজাসমূহ পালন করে, শ্রান্তচিত্তে নির্জনে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। রাজা দুষ্যন্তকে গজরাজ, রাজ্যের প্রজাগণকে যূথবদ্ধ হস্তিসমূহ এবং রাজার

প্রজাপালন ক্রিয়াকে গজরাজের হস্তিচারণ ক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা বয়েছে, তাই এখানে হয়েছে উপমা অলঙ্কার।

ঔৎসুক্যমাত্রমবসায়যতি প্রতিষ্ঠা
ক্লিশ্নাতি লব্ধপরিপালনবৃত্তিরেব।
নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায়
রাজ্যং স্বহস্তধৃতদন্ডমিবাতপত্রম্।। (৫/৬)

প্রসঙ্গ পূর্বের মত

রাজার রাজ্য শাসন ও প্রজারক্ষণ রূপ রাজকার্য যে কত দুরহ, গুরুত্বপূর্ণ, দায়িত্ববহুল এবং বিশ্রামবর্জিত তাই রাজা দুষ্যন্ত আলোচ্যমান শ্লোকে উপমা অলংকারের মাধ্যমে বিশদ করে বলেন যে, সকলেই তাদের অভিলাষিত দ্রব্য লাভকরে সুখী ও নিরুদ্বিগ্ন হয়, কিন্তু রাজার অভিলাষসিদ্ধি পরিণামে ক্লেশ বাহুল্যের কারণ হয়। কেননা, রাজার ইষ্টসিদ্ধি অর্থাৎ রাজ্যলাভ কেবল উদ্বেগের অবসান ঘটায় বটে, কিন্তু লব্ধবস্তর অর্থাৎ রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ অধিকতর ক্লেশদান করে। স্বহস্তে আতপত্রের দন্ড ধারণ করে পথ চলতে থাকলে সে আতপত্র দন্ডধারককে দন্ডবহনের যত শ্রম দান করে, তত শ্রম অপনোদন করে না। ঠিক রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন রূপ রাজধর্মানুষ্ঠান রাজাকে যত ক্লেশদান করে, তত সুখ ও স্বস্তি দান করে না। এখানে রাজাকে আতপত্রদন্ড-ধারক, রাজ্যকে আতপত্র ও রাজ্যশাসনকে দন্ডবহন ক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করে উপমা অলংকার প্রয়োগ করা হয়েছে। শ্লোকটি বসন্ততিলক ছন্দে রচিত। এর লক্ষণ হল, "জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ।।

স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্।। (৫/৭)

প্রসঙ্গ পূর্বের মত

রাজা যখন হিমালয়ের উপত্যকাস্থিত আশ্রম থেকে আগত সস্ত্রীক তাপসদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তখন দু'জন বৈতালিকের একজন নেপথ্যে রাজার গুণাগান করে আলোচ্যমান শ্লোকে বলেন যে, রাজা দুষ্যন্ত নিয়ত রাজ্যের প্রজাদের সর্ববিধ কল্যাণ-সাধন এবং রক্ষণপালনের কার্যে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন যে, তিনি স্বীয় সুখভোগে বীতস্পৃহ হয়ে প্রতিদিনই প্রজাদের জন্য নিজে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করেছেন। তাঁর কার্যের ধারাই এরূপ। যেমন বৃক্ষ স্বয়ং প্রচন্ড সূর্যের তাপ মস্তকে

সহ্য করে ও নিজের ছায়ায় আশ্রয় দিযে পথিকদের তাপ অপনোদন করে, তেমনি বাজা দুষ্যন্ত ও স্বয়ং নিজেব সুখেব প্রতি উদাসীন থেকে, প্রজাদেব সুখেব জন্য নিযত অশেষ ক্লেশ স্বীকাব কবেছেন। এখানে রাজাকে বৃক্ষেব সঙ্গে, প্রজাগণকে পথিকেদব সঙ্গে এবং বাজাব প্রজাদেব কল্যান সাধন ক্রিয়াকে বৃক্ষেব ছায়াদান ক্রিযাব সঙ্গে তুলনা কবে উপমা অলংকাব প্রযোগ কবা হযেছে। শ্লোকটি বচিত হযেছে মালিনী ছন্দে। তাব লক্ষণ হল-

"ননমযযঘুতেযং মালিনী ভোগিলোকৈঃ।"

নিযময়সি কুমার্গপ্রস্থিতানামাত্তদন্ডঃ
প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে বক্ষণায।
অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতযঃ সন্ত নাম।
ত্বযি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাম।।

প্রসঙ্গ পূর্বেব মত

বাজা যখন হিমালযেব উপত্যকাস্থিত আশ্রম থেকে আগত সস্ত্রীক তাপদেব সঙ্গে সাক্ষাৎকাবেব জন্য প্রস্তুত হযেছেন, তখন দ্বিতীয বৈতালিক নেপথ্যে বাজাব প্রশস্তি করে আলোচ্যমান শ্লোকে বলেন যে, বাজা দুষ্যন্ত ভগবান মনু প্রভৃতি ধমশাস্ত্রকাবগণেব বচন এবং কৌটিল্যাদি দন্ডনীতি শাস্ত্রকাবগনেব নির্দেশেব প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে দন্ডধাবণ পূর্বক কুপথগামী প্রজাদেব সন্মার্গে পবিচালনা কবছেন, প্রজাদেব বিবাদ বিসংবাদেব মীমাংসা করেছেন, এবং প্রজাদেব বক্ষণাবেক্ষণেব কার্য সম্পাদন করেছেন। প্রজাদেব বিপুল সম্পদেব কালে অনেক আত্মীযপবিজন এসে সমবেত হয, কিন্তু প্রকৃত বন্ধুব কর্তব্য আপনিই সম্পন্ন করেছেন। বর্ণাশ্রমধর্মেব প্রতি পবমশ্রদ্ধাবান এবং একনিষ্ঠ সেবক মহাকবি কালিদাস এ নাটকেব নাযক পুববংশীয বাজা দুষ্যন্তকে 'বর্ণাশ্রমানাং বক্ষিতা' বর্ণ ও আশ্রমেব বক্ষক রূপে অংকিত কবতে প্রযাশ পেযেছেন। এ শ্লোকে নিযন্ত্রণকবা, প্রশমনকবা বক্ষণকবা এ তিন ক্রিযাব একই কর্তা হওযায দীপকালংকাব হযেছে। তাছাড়া, আত্মীযপবিজন থেকে রাজাব উৎকর্ষ প্রতিপাদনহেতু হযেছে ব্যতিবেক অলংকাব। শ্লোকটি বচিত হযেছে মালিনী ছন্দে।

১৫। **মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ**
ন কশ্চিদ্ বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।
তথাপীদং শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব।। (৫/১০

(প্রসঙ্গ পূর্বেব মত)

মহর্ষি কণ্বেব আশ্রম থেকে আগত কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গবব অপব কণ্বশিষ্য শাবদ্বতকে

রাজপ্রাসাদের জীবন ও রাজার সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে আলোচ্যমান শ্লোকে বলেন যে, এ মহামান্য নরপতি যে কখনো মর্যাদা থেকে বিচলিত হন না, তা অস্বীকার করা যায় না। প্রজাদের মধ্যে হীনবর্ণের কোন ব্যক্তিও অসন্মার্গ অবলম্বন করে না। কিন্তু তথাপি তাঁর চিত্ত নিরন্তর নিভৃত নির্জন প্রদেশে অভ্যস্ত হওয়ায়,--এ জনাকীর্ণ রাজভবন তাঁর কাছে অগ্নি পরিবেষ্টিত গৃহের ন্যায় উদ্বেগজনক বোধ হচ্ছে। জনবহুল, কোলাহলমুখর, ভোগপরায়ণ রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করেই আজন্ম তপোবনের নির্জন নিভৃত, অনাড়ম্বর, ভোগবিমুখ, সহজ সরল পরিবেশের সঙ্গে সুপরিচিত কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব স্বীয় মনোভাব ব্যাক্ত কবতে গিয়ে আশ্রমের বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে রাজপুরীর বাহ্য পরিবেশের তুলনামূলক বিচার করে রাজপ্রাসাদেব বাহ্যপরিবেশ সম্পর্কে নিতান্তই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। আশ্রম পরিবেশের সঙ্গে নাগরিক পরিবেশের অসামঞ্জস্যে শার্ঙ্গরবের কণ্ঠে গভীর অস্বস্তি ও উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে।

১৬। অভ্যক্তমিবস্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।
বদ্ধামিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি।। (৫/১১

(প্রসঙ্গ পূর্বের মত)

মহর্ষি কণ্বের আশ্রম থেকে আগত কণ্বশিষ্য শারদ্বত অপর কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব কে রাজপ্রাসাদের জীবন ও রাজার সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে আলোচ্যমান শ্লোকে বলেন যে, স্নাতব্যক্তি তৈলাক্তদেহ ব্যাক্তিকে দেখে, শুচিব্যক্ত অশুচিব্যাক্তিকে, দেখে, জাগরিতব্যক্তি নিদ্রিত ব্যাক্তিকে দেখে, এবং স্বচ্ছন্দগতি ব্যক্তি অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে দেখে যেরূপ মনেকরে, তিঁনি ও রাজপ্রাসাদের সংসারসুখাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণকে সেরূপ মনে করেন। তাপসাশ্রমের শুচিশুভ্র, শান্তসংযত নির্জন নিভৃত পরিবেশে আজন্ম লালিতপালিত ও বর্ধিত শারদ্বত রাজপ্রসাদের বিষয়াসক্ত, ভোগসর্বস্ব, মুক্তিবিমুখ জীবনের সঙ্গে তাপসাশ্রমের ভোগবিমুখ, মুক্তিলিপ্সু, আসক্তিরিক্ত জীবনের পার্থক্য লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিচলিত ও উদ্বিগ্ন।

লক্ষ্য করা যায় যে, শারদ্বত এবং শার্ঙ্গরব কুলপতি কণ্বের আশ্রমের একই পরিবেশে একই জীবনধারার অনুবর্তন করলেও মানসিক গঠন এবং মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিক্ থেকে উভয়ে স্বতন্ত্র ও পৃথক।

১৭। ত্বামর্হতাং প্রাগ্রসরঃ স্মৃতোহসি নঃ
শকুন্তলা মূর্তিমতী চ সৎক্রিয়া।
সমানয়ংস্তুল্যগুণং বধূবরম্
চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ, প্রজাপতিঃ।। (৫/১৫

(প্রসঙ্গ পূর্বের মত)

দুষ্যন্ত কর্তৃক মহর্ষি কণ্বের তপোবনে গান্ধর্ববিধিমতে পরিণীতা বনবালা শকুন্তলাকে রাজপ্রসাদে রাজর্ষি দুষ্যন্তের সম্মুখে উপস্থিত করে, শকুন্তলার পালকপিতা মহর্ষি কণ্বের বাক্যে বললেন যে, শকুন্তলা ও রাজা পরস্পর শপথ করে গুরুজনদের অনুমতির অপেক্ষা না করে, শকুন্তলাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেছেন, তা আমি সানন্দচিত্তে অনুমোদন করেছি। কেননা আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণের মধ্যে আমরা আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করি, এবং শকুন্তলাও শরীরধারিণী সৎক্রিয়া। প্রজাপতি ব্রহ্মা সমগুণান্বিত বর ও বধূর মধ্যে মিলন সংঘটিত করে চিরকালের নিন্দা থেকে মুক্তি পেলেন। যোগ্যবর ও যোগ্য বধূর মধ্যে মিলন ঘটাতে অসমর্থ ছিলেন বলে এতদিন পর্যন্ত যে প্রজাপতি ব্রহ্মা নিন্দিত হয়েছিলেন, সমগুণে ভূষিত যোগ্যবর রাজা দুষ্যন্ত এবং যোগ্য বধূ শকুন্তলাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দীর্ঘকাল পরে প্রজাপতি ব্রহ্মা সে কলংক থেকে মুক্ত হলেন।

১৮। **গান্ধর্বেণ বিবাহেন বহ্বেব রাজর্ষিকন্যকাঃ।**

শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ।। (৩/২০

মহাকবি কালিদাস রচিত ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নামক বিশ্রুত নাটকের তৃতীয় অংক থেকে আলোচ্যমান শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। কণ্বশ্রমের বেতসকুঞ্জে নায়ক রাজা দুষ্যন্ত নায়িকা তপোবন বালার অসামান্য রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধচিত্ত রাজা শকুন্তলাকে গান্ধর্ববিবাহ বিধিমতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবার প্রস্তাব দিলে, শকুন্তলা গুরুজনদের মতামত গ্রহণ না করে সে প্রস্তাবে সম্মতি জানতে অস্বীকৃত হয়ে যখন বলল যে, কামপীড়িতা হলেও সে নিজের প্রভুনয়, তারই উত্তরে রাজা শকুন্তলাকে আলোচ্যমান শ্লোকে বললেন যে, গান্ধর্বপরিণয়ে গুরুজনদের মতামত গ্রহণের কোন অপেক্ষা থাকে না। শ্রদ্ধাভাজন কুলপতির তা অজানা নেই, শকুন্তলার বিষয় জেনে তিনি কোন অপরাধ নেবেন না। তাঁর এ উক্তির সমর্থনে তিনি উক্ত শ্লোকে জানান যে, অনেক রাজর্ষিকন্যা যেমন, রুক্মিনী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে, নীলধ্বজের কন্যা স্বাহা অগ্নির সঙ্গে এবং উর্বশী পুরুরবার সঙ্গে গান্ধর্ববিধিমতে পরিণীতা হয়েছেন এবং তাঁদের সে সকল গান্ধর্ব বিবাহ তাঁদের পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন ইত্যাদির দ্বারা অনুমোদিত ও অভিনন্দিত হয়েছিল। গান্ধর্ব পরিণয় সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হয়েছে, —‘ইচ্ছয়া অন্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ। গান্ধর্বঃসে তু বিজ্ঞেয়ঃ মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ।। (মেনু ৩/৩২)।

সংরোপিতেহপ্যাত্মনি ধর্মপত্নী

ত্যক্তা ময়া নাম কুলপ্রতিষ্ঠা।

কল্পিষ্যমাণা মহতে ফলায়
বসুন্ধরা কাল ইবোপ্তবীজা।। (৬/২৪)

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের ষষ্ঠ অংক থেকে আলোচ্যমান শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। কণ্বশ্রম থেকে হস্তিনাপুরে পতিগৃহে এসে মুনিকন্যা শকুন্তলা পরিণীতা ধর্মপত্নীরূপে রাজার অন্তঃপুরে মর্যাদা সহকারে স্থান যাচ্ঞাকরলে, ঋষি দুর্বাশার অভিশাপে মোহাচ্ছান্ন রাজা দুষ্যন্ত তাকে চিনতে না পেরে বিসর্জন দিলেন। পরে শক্রাবতারবাসী ধীরবের কাছ থেকে স্বনামাংকিত অঙ্গুরীয়ক লাভ করে, শকুন্তলা বৃত্তান্ত স্মরণ করতে সক্ষম হলেন তখন তিনি শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান জনিত মর্মান্তিক বেদনায় অভিভূত হয়ে স্বীয় অনপত্যতার বিষয় চিন্তা করে, অলোচ্য শ্লোকে বলেন যে, যথাসময়ে বীজ বপন করলে পৃথিবী যেমন প্রচুর শস্য প্রদান করে, তেমনি তার নিজের আত্মাই গর্ভরূপে প্রবিষ্ট হয়ে শকুন্তলাতে সন্তানের জন্মদান করতে পারত, কিন্তু রাজা তাঁর বংশের রক্ষাকর্ত্রী ধর্মপত্নী সকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করে স্বয়ং সে সম্ভবনাকে বিনষ্ট করেছেন। হিন্দুধর্মমতে পতি স্বয়ং পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে,— 'আত্মা প্রবিশ্য জায়ায়াং পুত্ররূপেণ জায়তে।' জায়তে—অস্যামিতি জায়া, সেজন্য পত্নীকে জায়া বলা হয় মনুসংহিতায়ও বলা হয়েছে, —'পতির্জায়াং সংপ্রবিশ্য গর্ভোভূত্বা ইহা জাযতে। জায়ায়াস্তব্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ'।। (৯/৮

২০। **সিদ্ধান্তি কর্মসু মহৎস্বপি যন্নিযোজ্যাঃ**
সম্ভাবনাগুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্।
কিংবাভবিষ্যদরুণস্তমসাং বধায়
তচ্চেৎ সহস্রকিরণো ধুরি নাকরিষ্যৎ।। (৭/৪

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নামক বিশ্ববিশ্রুত নাটকের সপ্তম অংক থেকে আলোচ্যমান শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। আলোচ্যমান শ্লোকে রাজর্ষি দুষ্যন্ত নিজের অহংকার পরিহার করে দেবরাজ ইন্দ্রের রথের সারথি মাতলিকে বলেন যে, — কর্মে নিযুক্ত অনুজীবিগণ বা সেবকেরা অত্যন্ত মহৎ ও গরুত্বপূর্ণ কার্যে যে সার্থকতা অর্জন করে তা প্রভুদেরই অমোঘ প্রভাব ও প্রতিপত্তির ফলস্বরূপেই জানতে হবে। এখানে সেবক বা অনুজীবিদের কোন দক্ষতা বা কৃতিত্বের কোন প্রশ্ন ওঠে না। প্রকৃতিজগৎ থেকে সংগৃহীত একটি দৃষ্টান্তের সহায়তায় উক্ত ভাবটিকে বিশদ করে প্রকট করা হচ্ছে যে, অরুণ অর্থাৎ সূর্য সারথি যে তমসার বিনাশক হয় অর্থাৎ অন্ধকার দূর করে, তার পশ্চাতে থাকে সূর্যের অমোঘপ্রভাব। প্রভু সূর্য যদি সেবক অরুণ কে তাঁর রথের অগ্রভাগে স্থান না দিতেন তাহলে কি অরুনের পক্ষে অন্ধকার বিনাশ সম্ভব হত? ঠিক তেমনি দেবরাজ ইন্দ্র যদি রাজর্ষি দুষ্যন্তকে সুযোগ না দিতেন তাহলে তাঁর পক্ষে

দানব নাশ সম্ভব হত না। এখানে দৃষ্টান্ত নামক অর্থালংকাব, এবং শ্লোকটি বসন্ততিলক ছন্দে বচিত।

২১। শাপাদসি প্রতিহতা স্মৃতিরোধরুক্ষে
ভর্তর্য্যপেততমসি প্রভূতা-তবৈব।
ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহতপ্রসাদে
শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলব্ধাবকাশা।। (৭/৩২

(প্রসঙ্গ পূর্ব্বে মত)

মহর্ষি মাবীচেব আশ্রমে নাযক বাজা দুষ্যন্তেব সঙ্গে নাযিকা তাপসবালা শকুন্তলাব পুনর্মিলনেব পব পতিগ্রহণেব জন্য পুনবায শকুন্তলাকে উপদেশ দানেব অবসবে আলোচ্যমান শ্লোকে মহর্ষি মাবীচ বললেন যে, শকুন্তলা হস্তিনাপুবেব বাজপ্রসাদে উপস্থিত হযে বাজা দুষ্যন্তেব কাছে পবিণীতা ধর্মপত্নীব অধিকাব দাবী কবলে বাজা দুষ্যন্তেব মন ঋষি দুর্বাসাব অভিশাপে মোহাচ্ছন্ন হওযায তিনি শকুন্তলাকে চিনতে না পেবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান কবলেন। পবে শক্রাবতাববাসী ধীববেব কাছ থেকে স্বনামাংকিত অঙ্গুবীযক পুনবায লাভ কবলে তাতে শকুন্তলাবৃত্তান্ত আদ্যন্ত দুষ্যন্তেব মনে জাগবক হয। বাজা দুষ্যন্ত শাপেব অবসানে মোহমুক্ত হযে শকুন্তলাব প্রতি তাঁব রূঢ ব্যবহাব এবং তাঁকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যানেব জন্য শকুন্তলাব কাছে অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রকাশ করে তাঁকে সাদবে ও সসম্মানে গ্রহণ কবলেন। এখন শকুন্তলা পতিব উপব পূর্ণপ্রভুত্ব বিস্তাব কবতে সক্ষম। বাজর্ষি দুষ্যন্তেব পূর্বাপব অবস্থাকে এখানে একটি মনোজ্ঞ উপমাব মাধ্যমে ব্যক্তকবা হযেছে। মালিন্যমুক্ত স্বচ্ছ দর্পনে সহজেই প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয, কিন্তু মলযুক্ত দর্পণে কখনো প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয না। ঠিক তেমনি, দুবাসাব অভিশাপে আক্রান্ত হওযায দুর্দিনে বাজাব পক্ষে যে সুখোপভোগ সম্ভব হযনি, শাপাবসানেব পব সুদিনে তা যে সম্ভব, সে বিষযে কোন সন্দেহ নেই।

২২। যথা গজো নেতি সমক্ষরূপে
তস্মিন্নপক্রামতি সংশয়ঃস্যাৎ।
পদানি দৃষ্টা ভবেৎ প্রতীতি
স্তথাবিধো মে মনসো বিকারঃ।। (৭/৩১)

মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপেব ফলে রাজাব মন যখন মোহগ্রস্ত ছিল তখন তিনি আপ্রাণ প্রযাস পেযেও তাঁব পবিণীতা পত্নী শকুন্তলাকে চিনতে পাবেননি, ধীববেব কাছ থেকে স্বনামাংকিত অঙ্গুরীয়কটিব পুনঃ প্রাপ্তির পব তা দেখে তাঁব শাপাবসান ঘটলে তিনি

শকুন্তলাকে চিনতে পারেন। রাজা এখন সে বৃত্তান্ত স্মরণ করে বলেন যে, তাঁর কাছে সে বৃত্তান্ত অত্যন্ত বিচিত্র ও রহস্যময় মনে হচ্ছে। তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে রাজা দুষ্যন্ত আলোচ্যমান শ্লোকে বলেন যে, একটি হস্তী সম্মুখে আসতেই তিনি ভাবলেন যে, এইটি হস্তী নয়, সেটি চলে যেতে, তাঁর সন্দেহ হল, এইটি হস্তী ছিল কী? কিন্তু পরে পদচিহ্ন দেখে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, এইটি হস্তীই ছিল। এরূপ ছিল তখন রাজা দুষ্যন্তের মনোবিকার।

২৩। **উদেতি পূর্বং কুসুমং ততঃ ফলং**
ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ংক্রম—
স্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ ।। (৭/৩০)

মহর্ষি মারীচের তপোবনে রাজা, শকুন্তলা ও সর্বদমন, এ তিনজনের একত্রাবস্থান দেখে মহর্ষি মারীচ বললেন,—শ্রদ্ধা, বিত্ত ও বিধি,—ত্রয়েব একত্র মিলন ঘটেছে। রাজা দুষ্যন্ত প্রত্যুত্তরে বলেন যে, আগে তাঁব অভিলাষ পূর্ণহল, তারপর দর্শনলাভ হল মহর্ষি মারীচের। সুতরাং রাজা মনেকরেন মহর্ষি মারীচের অনুগ্রহ অপূর্ব। কেননা আগে পুষ্প বিকসিত হয়, তারপর ফলের আগম হয় বৃক্ষে। পূর্বে মেঘের উদয়, তারপর বর্ষণ। এইটি কারণ কার্য ক্রম। কিন্তু রাজার ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্বন্ধে নীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কেননা, এখানে মহর্ষির কৃপালাভের পূর্বেই রাজার স্ত্রীপুত্র রূপ সম্পৎপ্রাপ্তি ঘটেছে। মহর্ষির অলৌকিক মাহাত্ম্য এখানে প্রকটিত।

২৪। **পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।**
সমুদ্ররসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্।। (৩/১৭)

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নামক বিশ্ববিশ্রুত নাটকের তৃতীয়াংক থেকে আলোচ্যমান শ্লোকটি সংকলিত হয়েছে। শকুন্তলার বিষয়ে অত্যধিক চিন্তিত সখীদ্বয়, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। প্রিয়ংবদা যখন রাজাকে বললেন, যে, তাঁদের প্রিয়সখী শকুন্তলা রাজার বিষয়ে মদন দেবের প্রভাবে শকুন্তলা কামপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে এ দশায় উপনীত হয়েছেন এবং রাজা অনুগ্রহ করে শকুন্তলাকে বাঁচাতে পারেন। অনসূয়া যখন বললেন যে, বহুবল্লভ রাজা একথা শোনায়ায়। সুতরাং আপনি আমাদের বান্ধবী শকুন্তলা যাতে আত্মীয়পরিজনের দুঃখের কারণ না হয় সে, বিষয়ে যেন একটু বিশেষ মনোযোগী হন। তার উত্তরে রাজা অনসূয়াকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, তাঁর অনেক পরিগ্রহ অর্থাৎ পত্নী সকলেও দুটি কেবল তাঁর বংশ গৌরবের হেতু। তার মধ্যে একটি সমুদ্রবসনা বা সমুদ্ররসনা অর্থাৎ সমুদ্রমেখলা পৃথিবী, এবং অপরটি অনসূয়াদের

প্রিয়সখী শকুন্তলা। উল্লেখকরা যেতে পারে যে, মহাকবি কালিদাস রচিত 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের প্রথম সর্গে অনুরূপ উক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন,—'কলত্রবন্তমাত্মানমবরোধে মহত্যপি। তয়া মেনে মনস্বিন্যাঃ লক্ষ্ম্যা চ বসুধাধিপঃ।" (১/৩২) অর্থাৎ অন্তঃপুরের পরিসর বিস্তৃত হলেও অর্থাৎ অন্তপুরে একাধিক পত্নী থাকা সত্বেও রাজা দিলীপ সে মনস্বিনী সুদক্ষিণা এবং রাজলক্ষ্মী এ দুই জনের জন্যই নিজেকে যথার্থ কলত্রবান্ মনে করতেন।।

(৩) সংস্কৃতভাষায় ব্যাখ্যাসমূহ ঃ

১। **আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।**
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥ (১/২)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাম নাটকস্য প্রস্তাবনায়াং লভ্যতে অয়ং শ্লোকঃ। অস্মিন্ শ্লোকে সূত্রধারঃ দৃশ্যকাব্যস্য প্রয়োগসাফল্যস্য রহস্যং প্রকটয়ন্নাহ—আপরিতোষাদিতি।

অভিনয়সাফল্যং পণ্ডিতানাং মতাপেক্ষম্। তে খলু অভিনয়ান্তে শুভাশুভং মতং প্রকাশয়ন্তি। সুষ্ঠুপ্রয়োগস্তু তেষাং সন্তোষায় ভবতি। তদা এব দৃশ্যকাব্যস্য প্রয়োগকৌশলং সফলং ভবতি। নচেৎ নটস্য স্বমতানুসারতঃ মূল্যনিরূপণং ন যুজ্যতে। স্বরুচ্যানুযায়ি কর্ম ন সর্ব্বেষাং প্রশংসাপদবীম্ আরোহতি। কা কথা ইতরজনানাং, সুশিক্ষিতানাং দৃঢ়চিত্তানাং জনানাম্ অপি কার্যনির্ধারণে চিত্তং সংশয়াকুলং ভবতি। অত্র পূর্বার্ধে পর্য্যায়োক্তালংকারঃ। তল্লক্ষণং তু "পর্য্যায়োক্তং যদা ভঙ্গ্যা গম্যমেবাভিধীয়তে", ইতি। উত্তরার্ধে তু—"সামান্যেন বিশেষসমর্থন-রূপোঽর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ। আর্যা ছন্দঃ ॥

২। **ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্।**
মৃদুনি মৃগশরীরে তুলরাশাবিবাগ্নিঃ ॥ (১/১০)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নামনাটকস্য প্রথমে অংকে সমুপলভ্যতে অয়ং শ্লোকঃ। মৃগয়ার্থং বহির্গতঃ রাজা দুষ্যন্তঃ রথেন কঞ্চিদ্ মৃগমনুসরণ যদা কণ্বাশ্রমস্য উপকণ্ঠমাসসাদ, তদা কশ্চিদ্ বৈখানসঃ হস্তমুদ্যম্য রাজানং নিবারয়ন্নাহ অস্মিন্ শ্লোকে,—ন খল্বিতি।

তুলারাশৌ কার্পাসসমূহে অগ্নিঃ ইব অস্মিন্ দৃশ্যমানে মৃদুনি পেলবে মৃগশরীরে অয়ং তীক্ষ্ণঃ বাণঃ ন খলু নিশ্চিতমেব ন সন্নিপাত্যঃ প্রযোক্তব্যঃ।

হরিণকানাং মৃগশিশূনাম্ অতিলোলম্ অতিচঞ্চলং জীবিতং জীবনং ক্ব কুত্র অস্তি। ক্ব কুত্র তব নিশিতনিপাতাঃ তীক্ষ্ণাগ্রভাগাঃ বজ্রসারাঃ বজ্রবৎ কঠিনাঃ দারুণাঃ শরাঃ বাণাঃ সন্তি। অত্র 'বত' শব্দঃ খেদে প্রযুক্তঃ। উভয়োঃ সামঞ্জস্যং নাস্তি। অতএব অত্র মৃগে বাণঃ নৈব প্রযোক্তব্যঃ ইতি। যথা কঃ অপি তুলারাশৌ অগ্নিসংযোগং ন করোতি তথা রাজ্ঞা দুষ্যন্তেন অপি আশ্রমমৃগং প্রতি বাণপ্রয়োগঃ ন কর্তব্যঃ ইতি, অত্রোপমালংকারঃ। মালিনী চ বৃত্তম্ ॥

৩। **শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।**
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র ॥ (১/১৫)

মহাকবিকালিদাসরচিতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য প্রথমে অংকে দৃশ্যতে অয়ং শ্লোকঃ। মৃগয়ার্থং বহির্গতঃ রাজা দুষ্যন্তঃ মৃগমেকমনুসরন্ মহর্ষেঃ কণ্বস্য তপোবনসমীপম্ আগতঃ। তত্র বৈখানসেন প্রার্থিতঃ সন্ বিনীতবেশেন যদা রাজা আশ্রমং প্রবিশতি তদা তস্য দক্ষিণঃ বাহুঃ স্ফুরতি। পুরুষস্য বাহুস্ফুরণস্য স্ত্রীলাভরূপং ফলম্ অত্র কথং লভ্যতে ইতি বিচার্য্য কথয়তি,—অবশ্যমেব ভাবীনাং কার্যাণাং দ্বারাণি সর্বত্র ভবন্তি ইতি।

যদেব বিধিনা অবশ্যম্ভাবিত্বেন নির্দিষ্টং তত্তু সর্বথা সংঘটতে এব। ন তস্য কাপি বাধা ক্বচিদপি দৃশ্যতে। বস্তুতস্তু অস্মাকং ললাটলিখনং ন কেনাপি ব্যাহন্তুং শক্যতে। প্রতিকূলাবস্থায়ামপি অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনা সংঘটতে। সর্বত্র এব তস্যাঃ অবকাশঃ বিদ্যতে। অথ কেনচিৎ কবিনা উক্তং—"লিখিতমিহ ললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ" ইতি ॥ অত্র সামান্যেন বিশেষসমর্থনরূপঃ অর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ ॥

৪। **শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুঃ আশ্রমবাসিনঃ যদি জনস্য।**
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতাঃ বনলতাভিঃ ॥ (১/১৬)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য প্রথমে অংকে উপলভ্যতে অয়ং শ্লোকঃ। কণ্বাশ্রমে অলোকসামান্যাং রূপলাবণ্যবতীং শকুন্তলাং নিরীক্ষ্য বিমুগ্ধচিত্তঃ রাজা দুষ্যন্তঃ সপ্রশংসমাহ—শুদ্ধান্তদুর্লভমিতি ॥

উদ্যানলতা উদ্যানে বর্ধতে, বনে চ উৎপদ্যতে বনলতা। উভয়োর্মধ্যে লক্ষণীয়ঃ প্রভেদঃ অস্তি। উদ্যানলতা খলু যত্নেন পালিতা সতী রূপবর্ণগন্ধৈঃ মনোহারিণী ভবতি। বনলতা তু অযত্নলালিতা অপি নৈসর্গিকসৌন্দর্যসুগন্ধাদিভিঃ জনচিত্তং সন্তোষয়তি। এবং স্বভাবজাতা অযত্নলালিতা বনলতা যদি গুণৈঃ উদ্যানলতাম্ অতিশেতে, তর্হি তৎ সত্যমেব বিস্ময়করং ভবতি। তথা

আশ্রমবালানাম্ অনুপমাং নিসর্গসুষমাং সংবীক্ষ্য রাজর্ষিঃ দুষ্যন্তঃ এবমকথয়ৎ। বনবালানাং চিত্তহারি রূপং প্রেক্ষ্য রাজা এতাদৃশং রূপলাবণ্যং রাজান্তঃপুরেঽপি সুদুর্লভমিতি অমন্যত ॥

৫। **ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুঃ তপঃক্ষমং সাধয়িতুং যঃ ইচ্ছতি।**
ধ্রুবং সঃ নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি ॥ (১/১৭)

শ্লোকোঽয়ং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য প্রথমে অংকে সমুপলভ্যতে। কুসুমপেলবাং শকুন্তলাম্ আশ্রমস্য শ্রমসাধ্যে কর্মণি নিযুক্তাং দৃষ্ট্বা রাজর্ষিঃ দুষ্যন্তঃ তত্রভবন্তং কাশ্যপং দূষয়ন্নাহ—ইদমিতি।

যঃ ঋষিঃ কণ্বঃ অব্যাজম্ আহার্যশোভারহিতং মনোহরং নিসর্গসুন্দরং চ ইদং বপুঃ শরীরং তপসঃ ক্ষমং যোগ্যং সাধয়িতুং কর্তুমিচ্ছতি অভিলষতি, স কণ্বঃ ধ্রুবং নিশ্চিতমেব নীলোৎপলস্য ইন্দীবরস্য যৎ পত্রম্ অতিপেলবং তস্য ধারয়া প্রান্তভাগেন শমীলতাং শম্যাঃ বৃক্ষবিশেষস্য লতাং শাখাং ছেত্তুং ব্যবস্যতি উদ্যচ্ছতে। অতিপেলবস্য পদ্মদলস্য পার্শ্বভাগেন কঠিনশমীশাখাং ছেত্তুং যঃ চেষ্টতে স যথা উপহাস্যতাং যাতি, তথা কুসুমকোমলাং শকুন্তলাং তপোবনস্য কঠিনকর্মসু নিযুজ্য মহর্ষিঃ কণ্বঃ অপি সর্বেষাম্ উপহাসভাজনং ভবতি ইতি নির্গলিতোঽর্থঃ। অত্র নিদর্শনানাম অর্থালংকারঃ ॥

৬। **সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্**
মলিনমপি হিমাংশোঃ লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥ (১/১৮)

অয়ং শ্লোকঃ মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য প্রথমে অংকে লভ্যতে। শ্লোকে অস্মিন্ রাজর্ষিঃ দুষ্যন্তঃ মণ্ডনবিহীনাং বল্কলপরিহিতাং নিসর্গরমনীয়াং শকুন্তলাং সংবীক্ষ্য সবিস্ময়ং স্বভাবসৌন্দর্যস্য রম্যত্বং বর্ণয়ন্নাহ— সরসিজমিতি।

স্বভাবসুন্দরং কমলং শৈবালজালেন আচ্ছন্নমপি জনানাং নেত্ররঞ্জনং করোতি। তথা শশচিহ্নং মলিনমপি তৎ চন্দ্রস্য সুষমাং বর্ধয়তি। তথাচ ইয়ং পুরো দৃশ্যমানা তপোবনবালা শকুন্তলা বল্কলেন সমাবৃতা অপি স্বভাবসৌন্দর্যেণ নিতরাং মনোরমা দৃশ্যতে। এতানি খলু শৈবললক্ষ্মবল্কলানি ন সরোজ-সুধাংশুশকুন্তলানাং নিসর্গসৌন্দর্যং বিঘাতয়ন্তি, পরং তু তেষাং সৌন্দর্যং বর্ধয়ন্তি এব। এতানি সর্বানি সমালোচ্য রাজর্ষিঃ দুষ্যন্তঃ অমন্যত যৎ, মধুরাণাং

নিসর্গমনোজ্ঞানাম আকৃতীনাং দেহানাং কিমিব হি মণ্ডনং ভূষণং ন? অপিতু সর্বমেব ভূষণতাং প্রপদ্যতে। অত্র সামান্যেন বিশেষসমর্থনরূপঃ অর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ, মালিনী চ বৃত্তম্ ॥

৭।
অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥ (১/২০)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাম নাটকস্য প্রথমে অংকে সমুলভ্যতে অযং শ্লোকঃ। মুনিকন্যাযাং সঞ্জাতাভিলাষং রাজর্ষিঃ দুষ্যন্তঃ তস্যাঃ পরিণযার্হত্বম্ উৎপ্রেক্ষমাণঃ নিষ্কলুষাত্মচিত্তবৃত্তিম এব প্রমাণীকুর্বন্নাহ অস্মিন শ্লোকে—অসংশযমিতি ॥

অস্যাং খলু মুনিবালাযাং ক্ষত্রিযস্য মম অভিলাষঃ সঞ্জাতঃ। পরং তু যদি ইযং ব্রাহ্মণকন্যা ভবেৎ, তদা অনযা মে পরিণযং ন সম্ভবতি। এষা মম পরিণয যোগ্যা বা নবা ইতি সন্দেহবিষযীভূতে পদার্থে প্রমাণান্তরাভাবে মম হৃদযবৃত্তিরেব অনুসন্ধেযা। সাধূনাং সন্দিগ্ধে বিষযে বিবেকস্য নির্দেশঃ মাননীযঃ। অতঃ অহং মম চিত্তবৃত্তিম এব প্রমাণীকুর্বন অস্যাং কন্যাযাম অভিলাষং সাধুত্বেন অবধারযামি। নিযতং সা ক্ষত্রিযবালা ইতি মম পরিণযার্হা। তথাচ আহ মনুঃ—

"বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম।
আচারশ্চৈব সাধূনাম আত্মন স্তুষ্টিরেব চ ॥"

অত্র সামান্যেন বিশেষসমর্থনরূপঃ অর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ, বংশস্থবিলং চ বৃত্তম্ ॥

৮।
মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ ॥ (১/২৩)

শ্লোকোঽযং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাম নাটকস্য প্রথমে অংকে দৃশ্যতে। অত্র শকুন্তলা মহর্ষেঃ কণ্বস্য ব্রাহ্মণ্যাম উৎপন্না পুত্রী যদ্ বা অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা ইতি চিন্তাপরাযণঃ রাজা দুষ্যন্তঃ সখীমুখাৎ সুরযুবতিসম্ভবা এষা ইতি অবগম্য হর্ষম্ অনুভবন্ অকথযৎ—মানুষীষু ইতি।

নির্দ্দিষ্টকারণাদেব নির্দ্দিষ্টং কার্যং সম্ভবতি। কার্যকারণযোঃ ব্যতিক্রমঃ ন তু স্বাভাবিকঃ, পরং তু কাদাচিৎকঃ এব। তথাহি, চঞ্চলা বিদ্যুল্লতা সদৈব অন্তরীক্ষে উৎপদ্যতে, ন কদাপি ভূগর্ভে। ভূগর্ভাৎ ক্ষণপ্রভা জাযেত চেৎ, তর্হি নিযমস্য ব্যতিক্রমঃ ভবেৎ। তত্তু কদাপি কুত্রাপি ন দৃশ্যতে। অলোকসামান্যাং রূপবতীং শকুন্তলাং দৃষ্টা রাজর্ষিঃ দুষ্যন্তঃ এবম অমন্যত যৎ, মানুষীষু

ঈদৃশং রূপং ন কথমপি সম্ভবতি। ভূতলাৎ যথা বিদ্যুৎ ন উৎপদ্যতে, তথা মানবীগর্ভাৎ ঈদৃশং রূপং ন সমুদ্ভবতি। অতঃ পরমার্থতঃ এব শকুন্তলা অমানুষীসম্ভবা, সুরাঙ্গনায়াঃ মেনকায়াঃ কন্যা ইত্যর্থঃ। অত্র প্রতিবস্তূপমানাম অলংকারঃ ॥

৯। **যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং**
যদদ্ধা বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়োঃ
ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ ॥ (১/৯)

শ্লোকোঽয়ং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাম নাটকস্য প্রথমে অংকে লভ্যতে। যদা রাজা মৃগস্য দূরগমনে কারণং পৃচ্ছতি, সূতঃ ভূমের্বন্ধুরত্বং রথস্য মন্দীভূতে কারণমিতি প্রতিপাদয়ন্ ভূয়ো রথবেগং নিরূপয়তি তদা রাজা অশ্বানাং গতিং প্রশংসয়ন্ কথযতি,—

যদ্ বস্তু আলোকে দর্শনে সূক্ষ্মং লঘুতরং, সহসা অকস্মাৎ তদ্ বস্তু বিপুলতাং বিশালতাং ব্রজতি প্রাপ্নোতি। যদ্ অদ্ধা বস্তুতঃ বিচ্ছিন্নং বিভক্তম্ তৎ কৃতসন্ধানং সংযুক্তম্ ইব ভবতি। যৎ বস্তু প্রকৃত্যা স্বভাবতঃ বক্রং তির্যগ্‌ভূতং তদপি নয়নয়োঃ নেত্রয়োঃ সমা ঋজুরেখা যস্য তৎ ঋজুকমিতি ভাবঃ। এবঞ্চ রথস্য স্যন্দনস্য জবাৎ বেগাৎ কিঞ্চিদ্ বস্তু মে মম দূরে ন নাস্তি, ন তু ক্ষণমপি কিঞ্চিৎ পার্শ্বে নিকটে এব বর্ততে।

অত্র দ্বিতীয়ে পাদে 'কৃতসন্ধানমিব' ইত্যত্রোৎপ্রেক্ষা। অন্তিমে পাদে ক্ষণমপি কিঞ্চিৎ ন পার্শ্বে ন চ দূরে ইত্যত্র রথজবস্য কারণাৎ পদার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গম্। শিখরিণী চ বৃত্তম্—"রসৈঃ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলা গঃ শিখরিনী" ইতি লক্ষণাৎ।

১০। **বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্‌বচোভিঃ**
কর্ণে দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখীয়ং
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ ॥ (১/৩০)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকস্য প্রথমে অংকে সমুপলভ্যতে অয়ং শ্লোকঃ। অস্মিন্ শ্লোকে রাজা দুষ্যন্ত আত্মানং প্রতি শকুন্তলায়াঃ ভাবং বিচারয়তি যৎ, যথা অস্যামহমনুরক্তোঽস্মি, তথা ইয়ং মাং প্রতি অস্তি বা ন বা ইতি বিচারয়ন্ স জানাতি যৎ, তস্যাঃ মাং প্রতি অনুরাগঃ প্রকটিতঃ এবাস্তি।

যদ্যপি মদ্‌বচোভিঃ মম বচনৈঃ সহ স্বকীয়ং বাচং বাণীম্ ন মিশ্রয়তি সম্মেলয়তি, মদ্‌বচনপ্রসঙ্গে কিমপি ন বক্তি, ময়ি দুষ্যন্তে ভাষমাণে উক্তে অবহিতা সাবধানা সতী কর্ণে শ্রোত্রে দদাতি, শৃণোতি ইতি ভাবঃ। কামং যদ্যপি মম দুষ্যন্তস্য আননস্য মুখস্য সম্মুখী প্রত্যক্ষং ন তিষ্ঠতি, তু তথাপি অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ দৃষ্টিঃ নেত্রং ভূয়িষ্ঠম্ সমধিকম্ অন্যবিষয়া অন্যত্রাসক্তা ন নাস্তি। অত্র অনুরাগোৎপত্তিং প্রতি অনেকবিধকারণানাং প্রতিপাদনাৎ সমুচ্চয়ালংকারঃ। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি ॥

১১। **শমপ্রধানেষু তপোধনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ।**
স্পর্শানুকূলা ইব সূর্যকান্তাস্তদন্যতেজোঽভিভবাদ্ বমন্তি ॥ (২/৭)

শ্লোকোঽয়ং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য দ্বিতীয়ে অংকে সমুপলভ্যতে। বিদূষকস্য প্রার্থনাম্ অঙ্গীকৃত্য রাজা দুষ্যন্তঃ যদা সেনাপতিম্ আহূয় মৃগয়ানিবারণার্থম্ আদিদেশ, তদা প্রসঙ্গক্রমেণ ঋষীণাং প্রকৃতিং সোদাহরণং বর্ণয়ন্নাহ—শমপ্রধানেষু ইতি।

শমপ্রধানেষু শান্তিপরেষু তপোধনেষু তাপসেষু দাহাত্মকং দহনসমর্থং তেজঃ শক্তিঃ অগ্নিরিত্যর্থঃ, গূঢ়ং প্রচ্ছন্নম্ অস্তি। স্পর্শানুকূলাঃ স্পর্শে সতি অপি অদাহকাঃ সূর্যকান্তাঃ মণিভেদাঃ যথা অন্যেষাং সূর্যাদীনাং তেজসঃ অভিভবাৎ ঘর্ষণাৎ গুপ্ততেজঃ বমন্তি, প্রকটয়ন্তি। তাপসানাং প্রকৃতিঃ জলস্য প্রকৃতিরিব শীতলা। জলং যথা অগ্নেঃ আতপস্য বা সংসর্গেণ শীতলত্বং পরিহায় উষ্ণং ভবতি তথা তাপসোঽপি পরৈঃ অভিভূতঃ সন্ মৃদুতাং পরিত্যজ্য প্রকুপিতো ভবতি, চ তদা তস্য সুপ্তঃ ক্রোধবহ্নিঃ বহিঃ প্রকাশতে ইতি সরলার্থঃ। তথা চোক্তং কালিদাসেন রঘুবংশে,—

"উষ্ণত্বম্ অগ্ন্যাতপসংযোগাৎ,
শৈত্যং যৎ সা প্রকৃতি র্জলস্য ॥"

১২। **চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা**
রূপোচ্চয়েন বিধিনা মনসা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ ॥ (২/৯)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য দ্বিতীয়ে অংকে অয়ং শ্লোকঃ লভ্যতে। বিদূষকবচনং সমাদৃত্য একস্য দিবসস্য কৃতে মৃগয়া-নিবারণায়

সেনাপতিমাদিশ্য কার্যান্তরে সাহায্যার্থং বিদূষকায় নিবেদয়ন্ তৎসকাশং তপোবন-বালায়াঃ শকুন্তলায়াঃ অনুপমরূপলাবণ্যাতিশয়ং বর্ণয়ন্নাহ—চিত্রে ইতি।

অলোকসামান্যা খলু রমণী ইয়ং শকুন্তলা। মানুষীষু নহি তস্যাঃ সদৃশী কাচিদ্ বিদ্যতে। অতঃ সর্বশক্তিমান্ নির্মাণনিপুণঃ বিধাতা সর্বজনসাধারণেন নির্মাণোপায়েন তস্যাঃ দেহনির্মাণং ন অকরোৎ। জগদীশ্বরঃ খলু আদৌ মহতা প্রযত্নেন আলেখ্যপটে তস্যাঃ কল্পিতরূপং চিত্রয়িত্বা পশ্চাৎ তত্রৈব প্রাণপ্রতিষ্ঠাম্ অকরোৎ। অথবা মনসা রূপসামগ্রীম্ একীকৃত্য তস্যাঃ দেহং নির্মমে। অন্যথা ঈদৃশরূপলাবণ্যস্য অসম্ভাব্যত্বং স্যাৎ। কিংবা বিধাতা ত্রিলোকসৌন্দর্যানি তিলং তিলং সমুদ্ধৃত্য যথাস্থানং নিবেশ্য চ দ্বিতীয়াং স্ত্রীরত্নমিব তাং নির্মিতবান্, অন্যথা করতুলিকাস্পর্শেন মাধুর্যহানিঃ স্যাৎ। তথাচোক্তং কুমারে,—

সর্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবিশিতেন।
সা নির্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদ্ একস্থসৌন্দর্যদিদৃক্ষয়া এব ॥"

১৩। **নৈতচ্চিত্রং যদয়মুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রীম্**
একঃ কৃৎস্নাং নগরপরিঘপ্রাংশুবাহু র্ভুনক্তি।
আশংসন্তে সমিতিষু সুরাঃ সক্তবৈরাঃ হি দৈত্যৈঃ
অস্যাধিজ্যে ধনুষি বিজয়ং পৌরুহূতে চ বজ্রে ॥ (২/১৫)

মহাকবিকালিদাসকর্তৃকস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্নাটকস্য দ্বিতীয়ে অংকে দৃশ্যতে অযং শ্লোকঃ। অস্মিন্ শ্লোকে রাক্ষসৈঃ বিঘ্নিতানাং স্বকীযানাং যজ্ঞানাং রক্ষণার্থং প্রার্থয়িতুম্ আগতঃ কশ্চিৎ তাপসশিষ্যঃ রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য বিপুলদেহং শৌর্যং চ বর্ণয়ন্নাহ—নৈতদিতি।

রাজা দুষ্যন্তঃ আত্মনঃ ভুজবলেন একাকী এব কৃষ্ণবর্ণসমুদ্রপ্রান্তবিশিষ্টাং কৃৎস্নাং বসুন্ধরাং পালযতি ইত্যত্র নাস্তি বিস্ময়লেশোঽপি। যদা দানবৈঃ সহ দেবানাং সংগ্রামঃ প্রারভ্যতে, তদা অমরাঃ দেবাঃ খলু যথা ইন্দ্রস্য কুলিশে তথা রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য ধনুষি অপি যুগপৎ বিজয়ং কাময়িত্বা তত্রভবতঃ দুষ্যন্তস্য শরণং গচ্ছন্তি। অত্র পর্যায়োক্তঃ অলংকারঃ, দীপকালংকারশ্চ, মন্দাক্রান্তা তু বৃত্তম্ ॥

১৪। **অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলমলূনং কররুহৈঃ**
অনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘম্
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥ (২/১০)

শ্লোকোঽয়ং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্নাটকস্য' দ্বিতীয়ে অংকে লভ্যতে। অস্মিন্ শ্লোকে রাজা দুষ্যন্তঃ তদ্বয়স্যাস্য সকাশং শকুন্তলায়াঃ রূপোৎকর্ষং বর্ণয়ন্নাহ—অনাঘ্রাতমিতি।

অনঘম্ অপাপং দোষলেশশূন্যং, তস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ রূপং সৌন্দর্যম্ অনাঘ্রাতং ন আঘ্রাতম্ অগৃহীতগন্ধং সদ্যঃ প্রস্ফুটিতং পুষ্পমিব। কররুহৈঃ নখৈঃ অলূনম্ অচ্ছিন্নং কিসলয়ং নবপল্লবমিব, অনাবিদ্ধং বেধরহিতং রত্নমিব। ন আস্বাদিতঃ উপভুক্তঃ রসঃ মাধুর্যম্ নবং মধু ইব। পুণ্যানাং পবিত্রচরণানাম্ অখণ্ডম্ অবিভক্তং ফলমিব ফলস্য খণ্ডত্বে তস্য কথঞ্চিদ্ বৈকল্যং স্যাৎ। বিধিঃ ব্রহ্মা ইহ শকুন্তলাসৌন্দর্যবিষয়ে কং জনং ভোক্তারং সম্ভোগকারিণং সমুপস্থাস্যতি উপগমিষ্যতি ইতি ন জানে। শকুন্তলায়াঃ রূপস্য ভোক্তা মহাভাগ্যবান্ ভবিষ্যতি। দৈববশাদ্ অহং চেদ্ ভোক্তা ভবামি, তর্হি কৃতকৃত্যোঽহং ভবিষ্যামি ইতি ভাবঃ। অত্র মালোপমানাম অলংকারঃ, শিখরিণী চ বৃত্তম্ ॥

১৫। **অধ্যাক্রান্তা বসতিরমুনাপ্যাশ্রমে সর্বভোগ্যে**
রক্ষাযোগাদয়মপি তপঃ প্রত্যহং সঞ্চিনোতি।
অস্যাপি দ্যাং স্পৃশতি বশিনশ্চারণদ্বন্দ্বগীতঃ
পুণ্যঃ শব্দো মুনিরিতি মুহুঃ কেবলং রাজপূর্বঃ ॥ (২/২৪)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্নাটকস্য দ্বিতীয়ে অংকে লভ্যতে অয়ং শ্লোকঃ। শ্লোকেঽস্মিন্ কণ্বাশ্রমাদ্ আগতঃ কশ্চিৎ তাপসশিষ্যঃ রাজানং দুষ্যন্তমুদ্দিশ্য সপ্রশংসমাহ—অধ্যাক্রান্তা ইতি ॥

তাপসবদ্ দুষ্যন্তোঽপি চতুর্ণাম্ আশ্রমানাম্ অন্যতমং গার্হস্থ্যাশ্রমম্ অধিতিষ্ঠতি। প্রজাপালনাৎ মুনিরিব রাজপ্রাপ্যং তপঃষড়্ভাগরূপং সুকৃতম্ অসৌ প্রতিদিনম্ অর্জয়তি। তেন তপস্বী খলু অসৌ। মুনিরিব দুষ্যন্তোঽপি পরং সংযমশীলঃ। এভিঃ হেতুভিঃ অসৌ ঋষিভ্যঃ নাতিভিন্নঃ, অপিতু স্তুতিপাঠকানাং স্ত্রীপুরুষযুগলেন গীতঃ দুষ্যন্তস্য রাজর্ষিরিত্যুপাধিঃ প্রতিক্ষণং স্বর্গমধিরোহতি। অতঃ সর্বথা অয়ং রাজা ঋষিকল্পঃ। মুনিস্তু ঋষিরুচ্যতে, অয়ং তু রাজর্ষিরিতি প্রভেদঃ। অত্র তুল্যযোগিতানাম অলংকারঃ, মন্দাক্রান্তা চ বৃত্তম্ ॥

১৬। **অয়ং স তে তিষ্ঠতি সঙ্গমোৎসুকঃ**
বিশঙ্কসে ভীরু যতোঽবধীরণাম্।
লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ম্
শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ ॥ (৩/১২)

শ্লোকোঽয়ং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌নাটকস্য তৃতীয়ে অংকে সমুপলভ্যতে। প্রত্যাখ্যানভয়াৎ শকুন্তলা দুষ্যন্তায় মন্মথলেখং রচয়িতুং মন্দোৎসাহা জাতা। অনন্তরং প্রচ্ছন্নরূপেণ স্থিতস্য রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য শকুন্তলামুদ্দিশ্য উক্তিরিয়ম্।

হে ভীরুঃ! ভয়শীলে! যতো যস্মাৎ দুষ্যন্তাৎ অবধীরণাং ত্বং বিশঙ্কসে সন্দিহ্যসি, স অয়ং দুষ্যন্তঃ সংগমে মিলনে উৎসুকঃ উৎকণ্ঠিতঃ সন্ তিষ্ঠতি অত্র বর্ততে। প্রার্থয়িতা যাচকঃ, শ্রিয়ং লক্ষ্মীং লভেত বা ন বা, কিন্তু শ্রিয়া লক্ষ্ম্যাঃ ঈপ্সিতঃ লব্ধুমভিমতঃ জনঃ দুরাপঃ দুর্লভঃ কথং ভবেৎ, ন কথমপি ইতিভাবঃ। অতো ময়া এব ত্বং দুরাপা, ন তু ত্বয়া অহং দুর্লভ ইতি রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য অভিপ্রায়ঃ। অত্র উত্তরার্ধেন সামান্যেন পূর্বার্ধরূপবিশেষস্য সমর্থনাদ্ অর্থান্তরন্যাসঃ অলংকারঃ, বংশস্থবিলং বৃত্তম্ ॥

১৭। **যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া**
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ ॥ (৪/৬)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য চতুর্থে অংকে লভ্যতে অয়ং শ্লোকঃ। শকুন্তলায়াঃ পতিগৃহযাত্রাকালে মহর্ষিঃ কণ্বঃ তস্য পালিতকন্যায়াঃ শকুন্তলায়াঃ কৃতে স্বশোকং প্রকাশয়ন্নাহ অস্মিন্ শ্লোকে।

অদ্য অস্মিন্ অহনি শকুন্তলা পতিগৃহং যাস্যতি ইতি হেতোঃ মম হৃদয়ম্ উৎকণ্ঠয়া দুঃখেন সংস্পৃষ্টং সম্যগ্ অভিভূতম্। কণ্ঠঃ স্বরঃ স্তম্ভিতঃ অবরুদ্ধা যা বাষ্পস্য নেত্রজলস্য বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ তয়া কলুষঃ বিকৃতঃ স্বরভঙ্গবান্ কণ্ঠ ইত্যর্থঃ। দর্শনং তদ্ভদ্ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানং শকুন্তলায়াঃ গমনরূপচিন্তয়া জড়ং স্বস্ব-বিষয়গ্রহণে অসমর্থম্। তেনাহং নয়নাভ্যাং দ্রষ্টুং কর্ণাভ্যাং শ্রোতুং ন সমর্থঃ ইত্যর্থঃ। অরণ্যৌকসঃ বনবাসিনঃ মম তাবৎ ঈদৃশম্ এবংবিধং গুরুতরং বৈক্লব্যং বিয়োগবৈধুর্য্যং যদি, গৃহিণঃ সংসারিণঃ নরৈঃ প্রথমোৎপন্নৈঃ কন্যাকাবিচ্ছেদ-দুঃখৈঃ কথং নু পীড্যন্তে ব্যাকুলীক্রিয়ন্তে।

অনপত্যস্য আরণ্যকস্য মম কৃতকতনয়া বিশ্লেষেণ এবং দুঃখং যদি, মন্যে তেষাং মমত্ববতাং গৃহস্থানাং স্বাঙ্গভূতানাং কন্যানাং বিয়োগবৈধর্য্যং নিতরাং দুর্বহমিতি সরলার্থঃ ॥

১৮। **অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব**
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।

জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা ॥ (৪/২২)

অয়ং শ্লোকঃ মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য চতুর্থে অংকে সমুপলভ্যতে। শকুন্তলাং পতিগৃহে সংপ্রেষ্য আত্মনঃ অন্তঃকরণস্য প্রসন্নতাং বর্ণয়ন্নাহ মহর্ষিঃ কণ্বঃ অস্মিন্ শ্লোকে।

কন্যা পরস্য অয়ম্ ইতি পরকীয়ঃ অন্যৎস্বামিকঃ এব হি অর্থঃ ধনম্। যাবৎ কন্যা পিত্রালয়ে তিষ্ঠতি তাবৎ তাং ন্যস্তং ধনম্ ইব সযত্নং রক্ষতি পিতা ইতি ভাবঃ। অত্র অত্যন্তাবধারণে এব হি ইতি পদদ্বয়ম্। অতঃ তাং তাদৃশীং পরধনভূতাং কন্যামদ্য পরিগ্রহীতুঃ স্বামিনঃ সমীপম্ ইতি অধ্যাহারঃ, সংপ্রেষ্য প্রেষয়িত্বা স্থিতস্য মম অন্তরাত্মা চিত্তং প্রত্যর্পিতঃ পুনরর্পিতঃ ন্যাসঃ নিক্ষেপঃ ন্যস্তং ধনমিতি ভাবঃ, যেন তাদৃশঃ ইব প্রকামম্ অত্যন্তং বিশদঃ বিমলঃ চিন্তামুক্তঃ ইত্যর্থঃ জাতঃ। পরকীয়স্য ন্যাসস্য প্রত্যর্পণে যথা চিত্তপ্রশান্তিঃ তথা কন্যাযাঃ পতিগৃহপ্রেরণেন পিতুঃ চিত্তপ্রশান্তিঃ ভবতি ইত্যত্র উপমা নাম অলংকারঃ, ইন্দ্রবজ্রা চ বৃত্তম্। অনুরূপোক্তিস্তু লভ্যতে ভাসকৃতে স্বপ্নবাসবদত্তম্-নাটকে—

"সুখমর্থো ভবেদ্ দাতুং সুখং প্রাণাঃ সুখং তপঃ।
সুখমন্যদ্ ভবেৎ সর্বং দুঃখং ন্যাসস্য রক্ষণম্ ॥"

১৯। **যাতি একতোহস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্**
আবিষ্কৃতোহরুণপুরঃসর একতোহর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যাসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যতে ইবৈষ দশান্তরেষু ॥ (৪/২)

শ্লোকোহয়ং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাম নাটকস্য চতুর্থে অংকে সমুপলভ্যতে। অস্মিন্ শ্লোকে কণ্বশিষ্যঃ বেলোপলক্ষণার্থমাদিষ্টঃ সন্ প্রভাতকালং বর্ণয়ন্নাহ—যাতি ইতি।

ওষধীনাং তৃণভেদানাং পতিঃ চন্দ্রঃ একতঃ একস্যাং দিশি পশ্চিমে গগনে অস্তশিখরম্ অস্তাচলস্য শিখরং যাতি আশ্রয়তি। অরুণঃ গরুড়াগ্রজঃ পুরঃ অগ্রে সরতি গচ্ছতি যঃ সঃ পুরঃসরঃ অর্কঃ সূর্যঃ একতঃ একস্যাং দিশি পূর্ব্বস্মিন্ গগনে আবিষ্কৃতঃ আত্মপ্রকাশং কর্তুম্ আরভত, উদয়োন্মুখঃ জাতঃ ইত্যর্থঃ। তেজোদ্বয়স্য চন্দ্রসূর্যয়োঃ যুগপৎ একদা সমকালমেব যৎ ব্যসনং তিরোভাবরূপং চন্দ্রস্য যশ্চ উদয়ঃ সমুন্নতিঃ আবির্ভাবঃ সূর্যস্য। তাভ্যাং হেতুভ্যাম্ এষ লোকঃ

সংসারঃ দশান্তরেষু ভিন্নাসু অবস্থাসু নিয়ম্যতে শিষ্যতে ইব। অর্থাৎ ব্যসনং সম্পৎ চ চক্রবৎ পরিবর্ততে, তেন যুগপদেব কশ্চিদ্ বিপদ্যতে কশ্চিদ্বা সম্পদ্যতে। অতঃ বিপদি ন শোচিতব্যম্, ন বা সম্পদি চ গর্ব্বিতব্যম্ ইত্যুপদেশ ইতি হৃদয়ম্ ॥

২০। **"অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনানুচ্চৈঃ কুলং চাত্মনঃ**
ত্বয্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিং চ তাম্।
সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধূবন্ধুভিঃ ॥" (৪/১৭)

শ্লোকেঽস্মিন্ তত্রভবান্ কাশ্যপঃ শকুন্তলায়াঃ পতিগৃহগমনকালে রাজর্ষিং দুষ্যন্তং প্রতি সন্দেশং প্রেষয়ন্নাহ—

সংযমঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ এব ধনং যেষাং তাদৃশান্ অস্মান্ তপস্বিনঃ সাধু সম্যক্ বিচিন্ত্য মনসা পর্যালোচ্য যতো বয়ং সংযমধনাঃ, অতঃ মোষকায় এব মুষিতং বস্তু প্রতিপদ্যতে ইত্যপি সম্যগ্ বিবেচনীয়ম্। আত্মনঃ স্বস্য উচ্চৈঃ উন্নতং বিশ্ববিশ্রুতং কুলং চ পুরুবংশোৎপত্তিং চ সাধু বিচিন্ত্য, তাদৃশকুলোৎপন্নস্য অলীকপ্রতারণাদিসম্ভাবনা নাস্তি। অতঃ শকুন্তলাং প্রতি যথাযোগ্যং সৎকারম্ অনাচেষ্টিতং চেৎ, তর্হি ত্বদীয়েন আচরণেন অমলবংশে কলংকস্য নবাবতারঃ স্যাৎ ইত্যাশয়ঃ। ত্বয়ি দুষ্যন্তে অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ কথমপি কেনাপি প্রকারেণ অবান্ধবকৃতাং মিত্রাদীনাং প্রযাসং বিনৈব ঘটিতাং স্নেহপ্রবৃত্তিং প্রেমপ্রবাহং সাধু বিচিন্ত্য নৈসর্গিকস্য অর্থাৎ কুমারীহৃদয়ান্তরালাৎ স্বত এব সমুৎসৃতস্য অনুরাগস্য কীদৃশং প্রতিদানং যুক্তমিতি সম্যক্ পর্যালোচ্য, ত্বয়া দুষ্যন্তেন ইয়ং শকুন্তলা দারেষু গৃহীতাসু গ্রহীষ্যমাণাসু চ ভার্যাসু মধ্যে সামান্যা সাধারণী তুল্যা যা প্রতিপত্তিঃ গৌরবং সা পূর্বা যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথা স্যাৎ তথা সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকং যাদৃশেন গৌরবেণ অপরা বধূঃ আলোক্যতে, তাদৃশেন দৃশ্যা জ্ঞাতব্যা। ন তু কর্তব্যা অস্মাকমত্র নিয়োগাসম্ভবাৎ। অতঃ সামান্যপ্রতিপত্তেঃ পরম্ অধিকং সৌভাগ্যং মহিষীত্বাভিষেকাদিকং ভাগ্যস্য আয়ত্তম্ অধীনম্। মহাদেবীপদমস্যাঃ ভবেৎ চেৎ, ভবতু নাম, পরং তৎ খলু নিশ্চিতং বধ্বাঃ বন্ধুভিঃ পিত্রাদিভিঃ মহাকণ্ঠেন ন বাচ্যং ন কথনীয়ম্। যতস্তেন পক্ষপাতিত্বদোষশ্চ প্রসজ্যেত, রাজা দারাণাম্ অপরেষাং স্বজনানাং চ দুঃখং স্যাদিতি ভাবঃ ॥

২১। **"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা**
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।

স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ॥" (৪/১)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাম নাটকস্য চতুর্থে অংকে সমুপলভ্যতে। গান্ধর্বেণ বিবাহবিধিনা শকুন্তলামুদ্বাহ্য স্বনগরং প্রস্থিতে রাজনি দুষ্যন্তে, শকুন্তলায়াং তচ্চিত্তাপরায়ণায়াং কদাচিৎ তত্রাগতো সুলভকোপঃ মহর্ষিঃ দুর্বাসা। দুষ্যন্তগতচিত্তা শকুন্তলা কথমপি তদাগমনং ন জ্ঞাতবতীতি তদাতিথ্যং নৈব চকার। আত্মপরিভবং জ্ঞাত্বা দুর্বাসা তাং শশাপ,—অনন্যমানসা একাগ্রচিত্তেন যং প্রিয়ং বিচিন্তয়ন্তী বিশেষেণ ভাবয়ন্তী সতী তপোনিধিং তপসামাধারভূতং, (অনেন আত্মনোঽতিমহত্ত্বম্ অনাদরে দোষাধিক্যং চ ব্যজ্যতে) মাং দুর্বাসসম্ উপস্থিতং স্বেচ্ছয়া অত্রাশ্রমে আগতমপি ন বেৎসি নানুভবসি ন সৎকরোষি ইতি ভাবঃ, স তব চিন্তাস্পদভূতঃ দুষ্যন্তঃ প্রমত্তঃ প্রকর্ষেণ উন্মত্তঃ প্রথমম্ উন্মাদাবস্থায়াঃ পূর্বে কৃতাম্ উচ্চারিতাং, কথামিব বোধিতোঽপি বচনৈঃ স্মরিতোঽপি সন্ ত্বাং ন স্মরিষ্যতি, পত্নীত্বেন ন জ্ঞাস্যতি ইতি ভাবঃ।

যথা কশ্চিৎ প্রমত্তঃ জনঃ তস্য পূর্বোচ্চারিতং বচনং ন পরক্ষণং স্মরতি তদা দুষ্যন্তোঽপি শকুন্তলাং ন স্মরিষ্যতি ইত্যত্রোপমালংকারঃ। তথা উত্তরার্ধং প্রতি পূর্বার্ধস্য হেতুত্বাৎ কাব্যলিঙ্গম্। "হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে" ইতি লক্ষণাৎ। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্। তল্লক্ষণং তু—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ" ইতি ॥

২২। **ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈঃ**
নবাম্বুভিঃ দূরবিলম্বিনঃ ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্ ॥ (৫/১২)

মহাকবিকালিদাসরচিতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকস্য পঞ্চমাংকাদ্ উদ্ধৃতে অস্মিন্ শ্লোকে কণ্বাশ্রমাদাগতঃ ঋষিশিষ্যঃ শার্ঙ্গরবঃ প্রজানাং হিতসাধনায় সততম্ উদ্যোগিনং নৃপং দুষ্যন্তং বিলোক্য পরোপকারিণাং স্বভাবং সদৃষ্টান্তং বর্ণয়ন্নাহ—ভবন্তীতি।

তরবঃ বৃক্ষাঃ ফলাগমৈঃ প্রসবোদ্গমৈঃ নম্রাঃ আনতাঃ ভবন্তি, যেন পথিকাঃ ফলানি সুখেন গৃহীত্বা তৃপ্তাঃ ভবেয়ুঃ। ঘনাঃ মেঘাঃ নবাম্বুভিঃ প্রথমজলাগমৈঃ দূরবিলম্বিনঃ ভূতলসমীপে লম্বমানাঃ ভবন্তি, যেন বর্ষণাৎ নিদাঘতপ্তাঃ শীতলাঃ ভবেয়ুঃ। সৎপুরুষাঃ সজ্জনাঃ সমৃদ্ধিভিঃ ঐশ্বর্যোৎকর্ষৈঃ

অনুদ্ধতাঃ বিনয়িনঃ ভবন্তি, যেন অর্থিনঃ আগত্য প্রার্থিতম্ অধিগম্য সন্তুষ্টাঃ ভবেয়ুঃ। পরোপকারিণাং পরার্থঘটকানাং স্বভাব এব এষ যৎ, তে সুখেন লভ্যাঃ ভবন্তি ইতি। দুষ্যন্তলক্ষণে বিশেষে প্রস্তুতে অপ্রস্তুতসৎপুরুষবচনাৎ অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলংকারঃ। বংশস্থবিলং চ বৃত্তম্ ॥

২৩। **ভানুঃ সকৃদ্যুক্ততুরঙ্গ এব**
রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রযাতি।
শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ
ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্মঃ এষ ॥ (৫/৪)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য পঞ্চমাংকে লভ্যতে অয়ং শ্লোকঃ। যে এব প্রজাবক্ষণকর্মসু নিযুক্তাঃ তেষাং বিশ্রান্তিঃ নাস্তি ইতি কঞ্চুকী অস্মিন্ শ্লোকে দৃষ্টান্তোপন্যাসেন বর্ণয়ন্নাহ—ভানুবিতি। বিশ্রান্তিরহিতঃ হি লোকতন্ত্রাধিকাবঃ। প্রজানাং বক্ষণে পালনে চ যে ব্যাপৃতাঃ তেষাং কর্মবিবতিঃ নাস্তি। তথাহি, ভানুঃ সূর্যঃ সকৃদেব একবাবমেব তস্য স্যন্দনে তুবঙ্গযোজনমকবোৎ। গন্ধবহঃ পবনঃ অহোরাত্রং প্রবহতি, শেষঃ অনন্তনাগঃ সততমেব পৃথিব্যাঃ ভাবঃ স্বশিরসি বহতি। এতান্ দৃষ্টান্তান্ সম্যগ্ বিচার্য্য কঞ্চুকী অবদৎ— "অবিশ্রামোঽয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ" ইতি ॥

২৪। **রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্**
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥ (৫/২)

শ্লোকোঽয়ং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য পঞ্চমে অংকে লভ্যতে। নেপথ্যে গীতম্ আকর্ণ্য ইষ্টজনবিরহাদৃতে অপি বলবদুৎকণ্ঠিতঃ রাজর্ষিঃ দুষ্যন্তঃ তস্য উৎকণ্ঠায়াঃ কারণং নির্ণয়তি অস্মিন্ শ্লোকে।

রম্যাণি মনোজ্ঞানি পার্থিববস্তূনি বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা, মধুরান্ শ্রুতিসুখদান্ সংগীতালাপাদীন্ নিশম্য চ শ্রুত্বা চ সুখিতোঽপি নিত্যসুখী অপি জন্তুঃ প্রাণিমাত্রং পর্য্যুৎসুকঃ সোৎকণ্ঠঃ ভবতি ইতি যৎ তৎ নূনং নিশ্চিতমেব ভাবৈঃ বাসনারূপৈঃ সংস্কারৈঃ স্থিরাণি নিশ্চলানি জন্মসহস্রৈঃ অপি দূরীকর্তুমশক্যানি অন্যৎ জননং জননান্তরং পূর্বজন্ম ইত্যর্থঃ, তস্য, সুহৃদয়স্য ভাবাঃ সৌহৃদানি প্রণয়াদীনি যস্মিন্ কর্মণি তৎ অবোধপূর্বম্ অজ্ঞানপূর্বং চেতসা মনসা স্মরতি স্মৃতিপথম্ আরোপয়তি, সম্যক্ বোধস্তু ন জায়তে। বিদূষকেন সহ রাজসভায়াং বর্তমানে রাজনি রাজ্ঞঃ

একা পত্নী হংসপদিকা বিয়োগগীতং করোতি, তৎ শ্রাবং শ্রাবং রাজা স্বচেতসা বিচারযতি। অত্র অপ্রস্তুতাৎ জন্তুসামান্যাৎ প্রস্তুতস্য আত্মরূপস্য বিশেষস্য প্রতীতেরপ্রস্তুতপ্রশংসালংকারঃ, বৃত্তং চ বসন্ততিলকম্ ॥

২৫। **স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ**
প্রতিদিনম্ অথবা তে সৃষ্টিরেবংবিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্ ॥ (৫/৭)

শ্লোকঃ অয়ং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য পঞ্চমে অংকে লভ্যতে। অস্মিন্ শ্লোকে কশ্চিদ্ বৈতালিকঃ রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য স্বকর্তব্যপালনং সপ্রশংসং বিচার্য্য আহ—স্বসুখেতি।

স্বস্য নিজস্য সুখে আনন্দানুভবে নিরভিলাষঃ নিরাকাঙ্ক্ষঃ সন্ লোকস্য প্রজায়াঃ হেতোঃ অর্থাৎ সুখসাধনার্থং ন একাহং ন পঞ্চাহং পরং তু প্রতিদিনং নিরন্তরং খিদ্যসে পরিশ্রাম্যসি দুঃখমনুভবসি ইত্যর্থঃ। অথবা তে তব বৃত্তিঃ বর্তনম্ এবংবিধা পরার্থং দৈন্যানুভবায় এব। হি তথাহি পাদপঃ বৃক্ষঃ মূর্ধ্না আত্মনঃ অগ্রভাগেন· তীব্রং দুঃসহম্ উষ্ণং মধ্যাহ্নসম্ভবম্ আতপং অনুভবতি স্বয়ং প্রত্যক্ষীকরোতি, কিন্তু ছায়য়া অনাতপদানেন সংশ্রিতানাম্ অধঃ উপবিষ্টা-নাম্ অথচ আশ্রিতানাং পরিতঃ তাপম্ একত্র ঔষ্ণ্যম্, অন্যত্র খেদং শময়তি নাশয়তি ॥ অত্র কর্তব্যনিষ্ঠস্য রাজ্ঞঃ স্বভাববর্ণনাৎ স্বভাবোক্তিঃ, পাদপে সজ্জন-ব্যবহারসমারোপাৎ সমাসোক্তিঃ অলংকারঃ, মালিনী চ বৃত্তম্ ॥

২৬। **ঔৎসুক্যমাত্রমবসাদয়তি প্রতিষ্ঠা**
ক্লিশ্নাতি লব্ধপরিপালনবৃত্তিরেব।
নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায়
রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্ ॥ (৫/৬)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য পঞ্চমে অংকে সমুপলভ্যতে। শ্লোকেঽস্মিন্ রাজর্ষিঃ দুষ্যন্তঃ রাজ্ঞঃ কর্তব্যম্ অতীবকঠোরং ক্লেশসাধ্যং চ ইতি অলংকারমুখেন বিশদীকরোতি।

প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ রাজ্যপ্রতিষ্ঠা সিংহাসনাধিরোহণম্, য দ্বা প্রজাপালনোৎপন্না খ্যাতিঃ সর্বোৎকৃষ্টং গৌরবম্ ঔৎসুক্যমেব ইতি ঔৎসুক্যমাত্রং কদা রাজা ভবিষ্যামি ইত্যাদিকম্ উৎকণ্ঠা মাত্রম্ অবসাদয়তি নিবর্তয়তি সমাপ্তিং নয়তি ইত্যর্থঃ।

লব্ধস্য প্রাপ্তস্য বস্তুনঃ রাজ্যস্য বা যৎ পরিতঃ পালনং সর্বতোভাবেন রক্ষণং, তত্র যা বৃত্তিঃ ব্যাপারঃ অর্থাৎ সুশৃঙ্খলাস্থাপনায় কদাচিদ্ অহোরাত্রজাগরণং তত্রৈব কদাচিদ্ অচ্ছিন্নধারাবৃষ্ট্যনুভবঃ ইত্যাদিকং ক্লিশ্নাতি এব নূনং সাতিশয়ং পীড়াং জনয়তি। অস্মাদেব হেতোঃ রাজ্যম্ আতপত্রমিব ছত্রমিব স্বেন হস্তেন ধৃতঃ কৃতঃ দণ্ডঃ দুষ্টদমনং যস্মিন্, একত্র স্বয়ং কৃতশাসনম্ ইতি ভাবঃ। অন্যত্র স্বহস্তেন ধৃতঃ রক্ষিতঃ দণ্ডঃ ছত্রস্য লগুড়ঃ যস্য তৎ শ্রমস্য অপনয়নায় নাশায় ন ভবতি যথা শ্রমায় ক্লেশোৎপাদনায় ভবতি ॥ অত্র উপমালংকারঃ রাজ্যস্য আতপত্রেণ সাদৃশ্যবর্ণনাৎ। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্ ॥

২৭। **স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীণাং**
সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ পরিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতম্
অন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি ॥ (৫/২২)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য পঞ্চমাংকাদ্ উদ্ধৃতে শ্লোকে অস্মিন্ মহাকবিঃ কালিদাসঃ দুষ্যন্তমুখেন স্ত্রীচরিত্রং বিনিন্দন্ আহ।

অমানুষীণাং মানুষীভিন্নানাং স্ত্রীণামপি অশিক্ষিতপটুত্বং স্বাভাবিকং চাতুর্যং সন্দৃশ্যতে পরিলক্ষ্যতে, যা নার্য্যঃ প্রতিবোধবত্যঃ বিশিষ্টবুদ্ধয়ঃ মানুষ্যঃ তাসাম্ কিমুত। পরৈঃ কাকৈঃ ভৃতাঃ পালিতাঃ ইতি পরভৃতাঃ কোকিলাঃ স্বং স্বকীয়ম্ অপত্যজাতং শাবকসমূহম্ অন্তরীক্ষগমনাৎ আকাশোড্ডয়নাৎ প্রাগেব অন্যৈঃ দ্বিজৈঃ বায়সাদিভিঃ পক্ষিভিঃ পোষয়ন্তি বর্ধয়ন্তি ইতি। শকুন্তলা তপোবনে বর্ধিতাপি কৈতবেষু অনভিজ্ঞা ন ভবেৎ। অস্মিন্ বিষয়ে স্ত্রীণাম্ অশিক্ষিতপটুত্বং বিদ্যতে। শকুন্তলাপি তথা ভবেৎ। অত্র শকুন্তলালক্ষণে বিশেষে প্রস্তুতে স্ত্রীসামান্যোক্তত্বাৎ অপ্রস্তুতপ্রশংসা অর্থান্তরন্যাসোঽপি, বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্ ॥

২৮। **সখ্যুস্তে স কিল শতক্রতোরজয্যঃ**
তস্য ত্বং রণশিরসি স্মৃতো নিহন্তা।
উচ্ছেত্তুং প্রভবতি যন্ন সপ্তরশ্মিঃ
তন্নৈশং তিমিরমপাকরোতি চন্দ্রঃ ॥ (৬/৩০)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য ষষ্ঠাংকাদ্ উদ্ধৃতে শ্লোকে অস্মিন্ ইন্দ্রসারথিঃ মাতলিঃ রাজর্ষেঃ দুষ্যন্তস্য অপ্রতিহতং প্রভাবং সযুক্তিকং বর্ণয়ন্নাহ।

তব সখ্যুঃ সুহৃদঃ শতক্রতোঃ ইন্দ্রস্য অজয্যঃ প্রযত্নশতৈরপি জেতুমশক্যঃ অয়ং কালনেমিনামদানবসংঘঃ। তস্মাৎ রণশিরসি সমরাগ্রভাগে ত্বং তস্য দানব-সংঘস্য নিহন্তা বিনাশয়িতা স্মৃতোঽসি নির্ধারিতোঽসি। অত্র হেতুরুচ্যতে,— সপ্তরশ্মিঃ সূর্যঃ যমেব নৈশতিমিরং রাত্রিকালীনান্ধকারম্ উচ্ছেত্তুং দূরীকর্তুং ন প্রভবতি ন সমর্থো ভবতি, তমেব নৈশম্ অন্ধকারং সূর্যাপেক্ষয়া ন্যূনতেজাঃ অপি চন্দ্রঃ অপাকরোতি ধ্বংসয়তি বিধিনিয়মাদিতি আশয়ঃ ॥

২৯। **সাক্ষাৎ প্রিয়ামুপগতামপহায় পূর্বং**
চিত্রার্পিতামহমিমাং বহুমন্যমানঃ।
স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য
জাতঃ সখে! প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥ (৬/১৬)

শ্লোকঃ অয়ং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাম নাটকস্য ষষ্ঠে অংকে লভ্যতে। শকুন্তলাবিরহেন বেদনার্তঃ রাজা দুষ্যন্তঃ চিত্তবিনোদনার্থং শকুন্তলায়াঃ প্রতিকৃতিং চিত্রে নিবেশ্য সখেদং বয়স্যং বিদূষকম্ এবম্ আহ।

হে সখে! পূর্বং পুরা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষেণ উপ সমীপে গতাং প্রাপ্তাং প্রিয়াং বল্লভাম্ অপহায় অবজ্ঞায়, পশ্চাৎ আলেখ্যাঙ্কিতাম্ ইমাম্ শকুন্তলাপ্রতিকৃতিম্ আদরাধিক্যেন অবলোকমানঃ অহং নিকামং পর্যাপ্তং জলং যস্যাঃ তাদৃশীং পিপাসানিবারণে সক্ষমাং ভূরিজলাং স্রোতোবহাং নদীম্ পথি মার্গে অতীত্য প্রত্যাখ্যায় অতিক্রম্য মৃগতৃষ্ণিকায়াং প্রণয়বান্ প্রীতিযুক্তঃ জাতঃ সংবৃত্তঃ।

তৃষ্ণার্তঃ কশ্চিদ্ মার্গে প্রচুরজলাং নদীম্ অতিক্রম্য জললাভায় জলভ্রমাত্মকাং মরীচিকাম্ অনুধাবতি চেৎ, তর্হি স যথা অধিকতরং ক্লেশং প্রাপ্নোতি, তথা শরীরেণ উপস্থিতাং শকুন্তলাং প্রত্যাখ্যায় তদনন্তরং চিত্রাংকিতাং তাং প্রতি বহুমন্যমানঃ অহমপি নিতরাং দুঃখম্ অনুভবামি ইতি সরলার্থঃ। অত্র নিদর্শনা নাম অলংকারঃ, বৃত্তং চ বসন্ততিলকম্ ॥

৩০। **সিধ্যন্তি কর্মসু মহৎস্বপি যন্নিযোজ্যাঃ**
সম্ভাবনাগুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্।
কিং বাভবিষ্যদরুণস্তমসাং বধায়
তচ্চেৎ সহস্রকিরণো ধুরি নাকরিষ্যৎ ॥ (৭/৪)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য সপ্তমাংকাদ্ উদ্ধৃতে শ্লোকে অস্মিন্ রাজর্ষিঃ দুষ্যন্তঃ স্বাহংকারং পরিহরন্ ইন্দ্রসারথিং মাতলিম্ এবমাহ।

নিযোজ্যাঃ সেবকাঃ মহৎসু অপি গুরুতরেষু অপি কর্মসু কার্যেষু সিধ্যন্তি কৃতকার্য্যাঃ ভবন্তি ইতি যৎ, তৎ ঈশ্বরাণাম্ অধীশ্বরাণাং স্বামিনাং সম্ভাবনায়াঃ অমোঘপ্রভাবস্য গুণং ফলম্ অবেহি জানীহি। স্বামিনঃ মহত্ত্বেন এব কার্য্যনিষ্পত্তিঃ, অত্র সেবকানাং নাস্তি কিমপি সামর্থ্যমিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তোপন্যাসেন উক্তঃ ভাবঃ বিশদীক্রিয়তে। অরুণঃ গরুড়াগ্রজঃ সূর্যসারথিঃ তমসাম্ অন্ধকারাণাং বিভেত্তা নাশকঃ কিংবা কথং বা অভবিষ্যৎ চেৎ, যদি সহস্রকিরণঃ সূর্যঃ তং ধুরি রথস্য পুরোভাগে নাকরিষ্যৎ ন যোজয়িষ্যৎ। সূর্য্যানুগ্রহেণ যথা অরুণঃ তমো নাশয়তি তথা ইন্দ্রানুগ্রহেণ দুষ্যন্তেন দানবগণঃ নিহতঃ ইতি নির্গলিতোঽর্থঃ ॥ অত্র উত্তরার্ধেন দৃষ্টান্তবাক্যেন পূর্বার্ধস্য বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাৎ দৃষ্টান্তালংকারঃ। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্ ॥

৩১। **দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।**
শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্ ॥

শ্লোকোঽয়ং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য সপ্তমে অংকে সমুপলভ্যতে। রথেন স্বর্গাৎ প্রত্যাবর্তনকালে পথি হেমকূটপর্বতশিখরে মহর্ষেঃ মারীচস্য তপোবনং দূরাদেব দৃষ্ট্বা রাজর্ষিঃ দুষ্যন্তঃ তত্রভবতঃ কাশ্যপস্য পুন্যদর্শনলাভায় তত্র প্রাবিশৎ। দৈবক্রমেণ তত্র সর্বদমনম্ আশ্রিত্য শকুন্তলয়া সহ তস্য পুনর্মেলনম্ অভবৎ। অনন্তরং যদা মারীচম্ অভিতঃ সদারাপত্যঃ দুষ্যন্তঃ উপবিষ্টঃ অভবৎ, তদা একৈকং নির্দিশন্ মহর্ষিঃ এবং প্রস্তৌতি স্ম।

অহো আনন্দকরম্ ইদং যৎ সপরিবারঃ রাজা তপোবনে বিরাজতে। রাজা স্বয়ং বিধিতুল্যঃ, শকুন্তলা শ্রদ্ধোপমা, পুত্রঃ সর্বদমনঃ বিত্তসদৃশঃ। শ্রদ্ধা নাম শাস্ত্রেষু দৃঢ়প্রত্যয়ঃ, বিত্তং যজ্ঞাদিসাধনোপযোগি ধনম্, বিধিঃ শাস্ত্রবিহিতকর্মানুষ্ঠানম্। শ্রদ্ধাবিত্তবিধীনাং সমবায়ে যথা যজ্ঞকর্ম সুসম্পন্নং ভবতি, তথা স্ত্রীপুত্রপতীনাং সম্মেলনাৎ গৃহকার্যং নিষ্পন্নম্ আনন্দকরং চ ভবিষ্যতি ইতি মুনিঃ আশংসতে ॥

৩২। **শাপাদসি প্রতিহতা স্মৃতিরোধরুক্ষে**
ভর্ত্তর্য্যপেততমসি প্রভূতা তবৈব।
ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহতপ্রসাদে
শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভাবকাশা ॥

শ্লোকোঽয়ং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য সপ্তমে

অংকে সমুপলভ্যতে। মহর্ষেঃ মারীচস্য আশ্রমে দুষ্যন্তেন সহ শকুন্তলায়াঃ পুনর্মেলনাৎ পরং পতিগ্রহণায় পুনঃ শকুন্তলাম্ উপদিশন্নাহ তত্রভবান্ কাশ্যপঃ।

দুর্বাসসঃ অভিশাপাৎ চিত্তবিভ্রমাৎ কর্কশে স্বামিনি বিষয়ে ব্যর্থকামা অসি। দুর্বাসসঃ শাপাদেব ভর্তুর্বিকারলাভাৎ তস্মিন্ তব প্রভাবঃ ব্যর্থঃ আসীৎ। অধুনা তমোবিমুক্তে তস্মিন্ অধিকারঃ অব্যর্থঃ এব। প্রতিবিম্বং যস্য উজ্জ্বলতা মলসম্পর্কাৎ বিনষ্টা তস্মিন্ মুকুরপৃষ্ঠে ন বিম্বিতা ভবতি। নির্মলে দর্পণতলে তস্য বিম্বং সুস্পষ্টং প্রতিফলতি ইতি ভাবঃ। মলপূর্ণে দর্পণে যথা প্রতিবিম্বং ন ফলতি বিগতমলে মুকুরে এব তং সুস্পষ্টং দৃশ্যতে। তথা শাপপ্রতিহত-চিত্তে দুষ্যন্তে শকুন্তলায়াঃ প্রতিকৃতিঃ ন হি প্রভাবং প্রকাশয়িতুম্ অশকৎ। যদা তু অসৌ শাপমুক্তিঃ তদা এব তস্মিন্ অস্যাঃ সুলভাবসরঃ ইতি ভাবঃ ॥

৩৩। **উদেতি পূর্বং কুসুমং ততঃ ফলম্**
ঘনোদয়ং প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রম-
স্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ ॥ (৭/৩০)

শ্লোকোঽয়ং মহাকবিকালিদাসবিরচিতস্য "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকস্য সপ্তমে অংকে সমুপলভ্যতে। যদা ভগবান্ মারীচঃ শকুন্তলয়া ভরতেন চ সহিতং রাজানং দুষ্যন্তং দর্শয়ামাস, মারীচো দুষ্যন্তং স্ত্রীপুত্রলাভং চ নির্দিশতি, তদা রাজা পূর্বং লাভঃ পশ্চাৎ ভবতাং দর্শনমিতি কথয়তি। পূর্বং প্রথমং কুসুমং পুষ্পম্ উদেতি বিকসতি ততঃ তদনন্তরং ফলং ভবতি। প্রাক্ পূর্বং ঘনোদয়ং মেঘোৎ-পত্তিঃ, তদনন্তরং তৎপশ্চাদেব পয়ঃ জলবর্ষণম্। নিমিত্তং কারণং নৈমিত্তিকং কার্যং, তয়োঃ কার্যকারণয়োঃ অয়মেব প্রসিদ্ধক্রমোঽস্তি, পরং তু তব ভবতাং প্রসাদস্য কৃপাযাঃ সম্পদঃ, পরঃ পূর্বমেব প্রাপ্তা ইতি।

অত্র কাব্যলিঙ্গাতিশয়োক্ত্যপ্রস্তুতপ্রশংসাদৃষ্টান্তানাম্ অলংকারাণাং সংকরঃ। বংশস্থবিলং বৃত্তম্,—"বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ" ইতি লক্ষণাৎ ॥

দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন সংযোজনঃ

সংস্কৃত ভাষায় রচিত ব্যাখ্যা সমূহ ঃ

১। **অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে**
দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।

ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য
দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি।। (৪/৩)

শ্লোকোঽয়ং মহাকবি কালিদাসকৃতস্য "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাম নাটকস্য চতুর্থে অংকে সমুপলভ্যতে। অস্মিন্ শ্লোকে প্রবাসাৎ প্রতিনিবৃত্তেন মহর্ষিণা কণ্বেন বেলোপলক্ষণার্থমাদিষ্টঃ কণ্বশিষ্যঃ,—"হন্ত, প্রভাতম্"—ইতি জ্ঞাত্বা প্রভাতকালং বর্ণয়ন্নাহ—অন্তর্হিত ইতি।

শশিনি চন্দ্রের অন্তর্হিতে ব্যবহিতে, দেশান্তরং গন্তুমুদ্যতে, সা শোভার্থং প্রসিদ্ধা ইয়ং পুরতো দৃশ্যমানা কুমুদ্বতী কুমুদিনী, স্মর্ত্তুং যোগ্যা সংস্মরণীয়া স্মরণযোগ্যা শোভা সৌন্দর্যং যস্যাঃ সা, এবম্ভূতা সতী দৃষ্টিং নয়নং ন নন্দযতি আহ্লাদয়তি। কিঞ্চ, শশিনি শশীইব প্রশস্তকুলোৎপন্নে রাজনি দুষ্যন্তে অন্তর্হিতে রাজধানীং গতে সা সৌন্দর্যর্থং প্রখ্যাতা এব ইয়ং কৌ পৃথিব্যাং মুদ্‌বতী হর্ষযুক্তা শকুন্তলা বিগতশোভা সতী দৃষ্টিং ন নন্দয়তি আহ্লাদয়তি। ইষ্টস্য প্রিয়স্য প্রবাসঃ বিদেশগমনং তেন জনিতানি উৎপন্নানি দুঃখানি কষ্টানি অবলাজনেন স্ত্রীজনেন নূনং নিশ্চয়মেব অতিমাত্রং সমধিকং যথাস্যাৎ তথা সুদুঃসহানি ভবন্তি। অত্র শশিকুমুদ্বতীভ্যাং দুষ্যন্তশকুন্তলারূপার্থয়োঃ গম্যত্বাৎ সমাসোক্তিরলংকারঃ,—"সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কাব্যলিঙ্গ বিশ্লেষণৈঃ" ইতি লক্ষণাৎ। উত্তরার্ধেন সামান্যেন পূর্বার্ধস্য বিশেষস্য সমর্থনাৎ সামান্যেন বিশেষ সমর্থনরূপোঽর্থান্তবন্যাস ইতি সমাসোক্ত্যর্থান্তরন্যাসয়োঃ সংকরঃ। বসন্ত তিলকং বৃত্তম্,—"জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ " ইতি লক্ষণাৎ

২। **অভিজনবতো ভর্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে**
বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা।
তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং
মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি।। (৪/১৯)

স্লোকোঽয়ং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাম বিশ্বখ্যাতনাটকস্য চতুর্থে অংকে লভ্যতে। পতিগৃহযাত্রাবসরে শকুন্তলা পিতরং কণ্বমাশ্লিষ্য যদা—"কথমিদানীং তাতস্য অংকাৎ পরিভ্রষ্টা দেশান্তরে জীবিতং ধারয়িষ্যামি ইত্যবদৎ, তদা তামাশ্বাসয়ন্ তাতঃ কণ্বঃ আহ্—অভিজনেতি। হে বৎসে, হে পুত্রি! অভিজনবতঃ কুলীনস্য ভর্তুঃ স্বামিনঃ রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য শ্লাঘ্যে প্রশংসনীয়ে গৃহিনীপদে গৃহস্বামিনীপদে স্থিতা অধিষ্ঠিতা সতী তস্য ভর্তুঃ দুষ্যন্তস্য বিভবৈঃ সম্পদ্ভিঃ গুরূণি মহান্তি, তাদৃশৈঃ কৃতৈঃ কার্যৈঃ প্রতিক্ষণং সততম্ আকুলা ব্যগ্রা অচিরাৎ সত্বরমেব প্রাচী পূর্বদিক্ পাবনং পবিত্রম্ অর্কং সূর্যম্ ইব যথা প্রসূয় উৎপাদ্য মম অস্মাকং বিরহেন বিয়োগেন জাতাম্ উৎপন্নাং শুচং

ক্লেশং ত্বং ন গণয়িষ্যসি জ্ঞস্যাস। নিরন্তরমেব বিবিধেষু বিচিত্রেষু চ গুরুত্বপূর্ণেষু কার্যেষু অভিনিবিষ্টমানসত্বাৎ পিতুঃ চিন্তায়াং তব অবসরঃ ন ভবিষ্যতি ইতি ভাবঃ। অত্র 'প্রাচীবার্কম্' ইত্যত্র পূর্ণোপমা, কাব্যলিঙ্গংচ। হরিণী বৃত্তম্, — "নসমরসলাগঃ ষড়্‌বেদৈর্হয়ৈরিণীমতা,"—ইতি লক্ষণাৎ।

৩। **ভূত্বা চিরায় চতুরন্তমহীসপত্নী**
দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য।
ভর্ত্রা তদর্পিতকুটুম্বভরেণ সার্ধং
শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্।। (৪/২০)

শ্লোকোঽয়ং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাম বিশ্বখ্যাতনাটকস্য চতুর্থে অংকে লভ্যতে। শ্লোকেঽস্মিন্ পাতিগৃহং গচ্ছন্তী শকুন্তলা যদা পিতরং কণ্বং "পুনঃ কদা নু তপোবনং প্রেক্ষিষ্যে" ইত্যপৃচ্ছৎ, তদা তাতঃ কণ্বঃ তামাহ, ভূত্বেতি।

চিরায় দীর্ঘকালং ব্যাপ্য চত্বারঃ আন্তাঃ যস্যাঃ সা, চতুরন্তা তাদৃশী যা মহী বিপুলা পৃথ্বী, তস্যাঃ সপত্নী প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভূত্বা, অবিদ্যমানঃ প্রতিরথঃ প্রতিদ্বন্দ্বী যস্য সঃ, এবং বিধং তনয়ং দৌষ্যন্তিং দুষ্যন্তস্য অপত্যং নিবেশ্য সিংহাসনে সংস্থাপ্য, তস্মিন্ পুত্রে অর্পিতঃ ন্যস্তঃ কুটুম্বানাং পোষ্যবর্গাণাং ভরঃ ভরণং পালনভারমিত্যর্থঃ, যেন তাদৃশেন ভর্তা পত্যা দুষ্যন্তেন সার্ধং সহ শান্তে শমরসপ্রধানে অস্মিন্ আশ্রমে পুনঃ পদং স্থিতিং বসতিং বা করিষ্যসি। বার্ধক্যে পুত্রায় রাজ্যং প্রদায় পুনরাশ্রমে আগত্য বাণপ্রস্থধর্মং গ্রহিষ্যসি ইত্যাশয়ঃ। অস্মিন্ শ্লোকে তস্যাং মহীসপত্নীত্বং, তস্যাং তন্নিবেশনং, তস্মিংশ্চ কুটুম্বভরনিবেশনম্ ইতি মালাদীপকম্। বসন্ততিলকং চ বৃত্তম্।

৪। **প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তন্ত্রয়িত্বা**
নিষেবতে শ্রান্তমনা বিবিক্তম্।
যূথানি সঞ্চার্য্য রবিপ্রতপ্তঃ
শীতং দিবা স্থানমিব দ্বিপেন্দ্রঃ।। (৫/৫)

মহাকবি কালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম বিশ্ববিশ্রুত নাটকস্য পঞ্চমে অংকে অয়ং শ্লোকঃ সমুপলভ্যতে। সম্প্রতি ধর্মাসনাদুত্থিতায় রাজেন্দুষ্যন্তায় কণ্বশিষ্যাগমনং নিবেদয়িতুং দ্বিধাগ্রস্তঃ অবি কঞ্চুকী আলোচ্যমানং শ্লোকমুচার্য বদতি যৎ, এষ নরপতিঃ দুষ্যন্তঃ প্রজাঃ প্রকৃতিপুঞ্জান্ স্বাঃ আত্মনঃ প্রজাঃ অপত্যানি ইব তন্ত্রয়িত্বা পালয়িত্বা শ্রান্তং মনঃ যস্য সঃ শ্রান্তমনাঃ ক্লান্তচেতাঃ সন্ যূতানি হস্তিকুলানি সঞ্চার্য্য ইতস্ততঃ ভ্রময়িত্বা রবিণা লক্ষণয়া আতপেন প্রতপ্তঃ ভৃশং পীড়িতঃ দ্বিপেন্দ্রঃ দ্বাভ্যাং মুখেন নাসিকয়া চ পিবন্তি যে তে দ্বিপাঃ, তেষু ইন্দ্রঃ ইব ইতি দ্বিপেন্দ্রঃ যুথপতিঃ শীতং শীতলং

গুহাস্থানমিব গহ্বরপ্রদেশমিব বিবিক্তং বিজনপ্রদেশং নিষেবতে আশ্রয়তি। গজরাজঃ যথা আত্মনঃ সন্তত্যঃ ইতস্ততঃ ভ্রময়িত্বা আতপেন সন্তপ্তঃ সন্ শীলং নির্জনং স্থানম্ আশ্রয়তি, তথা এষঃ রাজা দুষ্যন্তঃ অপি আত্মনঃ সন্তত্যঃ ইব প্রজাঃ পালয়িত্বা ক্লান্তমনাঃ বিজনং নিষেবতে ইত্যত্র উপমা নাম অলংকারঃ ইন্দ্রবজ্রো পেন্দ্রবজ্রয়োঃ সংকররূপী উপজাতিঃ বৃত্তম্।

৫। নিয়ময়সি কুমার্গপ্রস্থিতানাত্তদন্ডঃ
প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়।
অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম
ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাম্।। (৫/৮)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাম বিশ্ববিশ্রুতনাটকস্য পঞ্চমে অংকে সমুপলভ্যতে অয়ং শ্লোকঃ। দ্বিতীয়ঃ বৈতালিকঃ অস্মিন্ শ্লোকে রাজর্ষেঃ দুষ্যন্তস্য নিষ্ঠয়া একাগ্রতয়া চ রাজধর্মপালনং সপ্রশংসং বর্ণয়ন্নাহ— নিযময়সি ইতি।।

আত্তঃ গৃহীতঃ দন্ডঃ যেন সঃ, প্রজারক্ষাণার্থং ধৃতদত্তঃ সন্ কুৎসিতে মার্গে প্রস্থিতাঃ তান্, বিমার্গপ্রস্থিতান্ উন্মার্গগামিনঃ নিয়ময়সি অসদাচরণাৎ বিরময়সি। বিবাদং দায়াদার্থং কলহং প্রশময়সি সুবিচারেণ নিবারয়সি। রক্ষণায় প্রজারক্ষণায় কল্পসে সম্পদ্যসে। প্রজানাম্ অতনুষু বিপুলেষু বিভবেষু সম্পৎসু সৎসু জ্ঞাতয়ঃ বন্ধুজনাঃ সন্তুনাম ইতি সম্ভাবনায়াম্, বন্ধুজনাঃ আত্মীয়াঃ বিপুলানি সম্পৎসুখানি অনুভবন্তু নাম। কিন্তু বন্ধূনাং বিপত্রাণাদিকং ত্বয়ি পরিসমাপ্তং পর্যবসিতম্। ত্বমেব প্রজানাং হিতানুষ্ঠানে নিয়তং নিরতোঽসি ইত্যর্থঃ। অত্র নিয়ময়সি ইত্যাদিক্রিয়াত্রয়স্য ত্বম্ ইতি এককর্তৃ কারকত্বাৎ দীপকালংকারঃ। মালিনী চ বৃত্তম্।

৬। **কৃতাভিমর্শামনুমন্যমানঃ**
সুতাং ত্বয়া নাম মুনির্বিমান্যঃ।
মুষ্টং প্রতিগ্রাহয়িতা স্বমর্থং
পাত্রীকৃতো দস্যুরিবাসি যেন।। (৫/২০)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাম বিশ্ববিশ্রুঃ তস্য নাটকস্য পঞ্চমে অংকে অয়ং শ্লোকঃ লভতে। পিতৃসকাশাৎ হস্তিনাপুরে পতিগৃহমাসাদ্য শকুন্তলা পূর্বপারিণীতাধর্মাপত্নীরূপেণ রাজানং দুষ্যন্তং মর্যাদাপূর্ণং স্থানমযাচত। পরংতু ঋষেঃ দুর্বাসসঃ শাপবশাৎ মোহাচ্ছন্নঃ রাজা আমূলং শকুন্তলা বৃত্তান্তং বিস্মৃত্য তাং গ্রহীতুং নৈচ্ছৎ। তস্মিন্নেব অবসরে কণ্বশিষ্যঃ শার্ঙ্গরব রাজানং ভর্ৎসয়ন্ আহ.—কৃতেতি।

আশ্রমে মহর্ষেঃ কণ্বস্য অনুপস্থিতৌ রাজা দুষ্যন্তঃ আশ্রমং প্রবিশ্য আশ্রমবালাং শকুন্তলাং দৃষ্টা তস্যাঃ রূপমুগ্ধঃ রাজা শকুন্তলাং পরিণীতবান্ অস্মিন্ পরিণয়ে গুরুজনানাং মতোঽপি নাপেক্ষিতঃ। তথাপি উদারচেতাঃ মহর্ষিঃ সর্বং রাজবৃত্তং সানন্দমনুমোদিতবান্। কিঞ্চ মহর্ষিঃ কণ্বঃ রাজ্ঞা গ্রহণায় শকুন্তলাং তৎসকালং প্রেরয়ামাস। যথা দুস্যসকাশে ধনস্বামী চোরিতং ধনং প্রেরয়তি তদ্বৎ মহর্ষিঃ কণ্বঃ অপি ধর্ষিতাং তনয়াং প্রতিগ্রহণায় রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য সকাশে প্রোষিতবান্। শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানেন ঈদৃশস্য উদারচিত্তস্য ক্ষমাবতঃ মহানুভবস্য তাতকণ্বস্য অবমানমা রাজ্ঞা ন কর্তব্যা। পরং তু দুষ্যন্তেন সাদরং ধর্মপত্ন্যাঃ শকুন্তলায়াঃ গ্রহণমেব সমীচীনমিতি সরলার্থঃ। অত্র উপমা নাম অর্থালংকারঃ . উপজাতিশ্চ বৃত্তম্।

৭। স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ক্লিষ্টং নু তাবৎফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে
মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ।। (৬।১০)

অয়ং শ্লোকঃ মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাম বিশ্ববিশ্রুতস্য নাটকস্য ষষ্ঠে অংকে সমুপলভ্যতে। রাজ্ঞা দুষ্যন্তেন শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা সতী জনন্যা মেনকয়া মহর্ষেঃ মারীচস্য আশ্রমংনীতা, ইতি—রাজনি দুষ্যন্তে কথিতে, প্রিয়বয়স্যঃ বিদূষকঃ রাজানম্ এবমাশ্বস্তমকরোৎ যৎ তেন সহ শকুন্তলায়ঃ মিলনম্ অবশ্যম্ভাবি। তদাকর্ণ্য বিবহবিধুরঃ রাজা অস্মিন্ শ্লোকে অবদৎ স্বপ্নোনু ইতি।

অয়ং যঃ শকুন্তলা পরিণয়রূপঃ প্রত্যয়ঃ অনুভূয়তে স কিং স্বপ্নঃ? স্বপ্নশ্চেৎ জাগ্রদবস্থায়াং নাতি সুস্পষ্টম্ অনুভূয়তে। তর্হি কিমিয়ং মায়া? নেয়ং মায়া যতঃ ইন্দ্রজালক্রিয়ায়াঃ অল্পক্ষণব্যাপিত্বাৎ, মাসান্ ব্যাপ্য তদভাবদর্শনাৎ চ। তর্হি কিময়ং মে মতিভ্রমঃ? বুদ্ধিভ্রংশাৎ এবং দ্বিধা প্রতীতিঃ সমুৎপদ্যতে কিমিতে সন্দেহঃ। নায়ং মতিভ্রমঃ, যতঃ পুরোহিত প্রমুখানাং সর্বেষাং পৌরাণাং যুগপদেব অতো ভ্রমরিক্তস্য রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য শকুন্তলা সমাগমঃ সত্যত্বেন প্রতিভাতি। প্রাক্তনপুণ্যফলবলাৎ কণ্বাশ্রমে দুষ্যন্তস্য শকুন্তলামেলনং সংঘটিতম্। তৎপুণ্যং ক্ষীণমেব, যতঃ রাজপ্রসাদগতামপি শকুন্তলা রাজা প্রত্যাখ্যাতবান্। অতঃপরং তস্যাঃ আগমনসম্ভবনা অতীব ক্ষীনৈব। নদীতটপ্রপাতবৎ শকুন্তলাগমনবিষয়িণী আশা লয়ংগতা। যথা অতিতুঙ্গাৎ শৈলশৃঙ্গাৎ অধঃ সলিলে পতিতস্য জনস্য ক্বাপি বিপ্রলয়ঃ সম্পদ্যতে, ন পুনরভ্যুত্থানং তথা এতেষাং দুরধিরোহিণাং মনোরথানাপি আত্যন্তিক এব বিলয়ঃ সম্পন্নঃ, ন কুতোঽপি তেষাং চরিতার্থতায়াঃ সম্ভবঃ

ইতি ব্যাখ্যাযতে। অত্র তটপ্রপাতৈঃ সহ মনোরথানাং তাদাত্ম্যোনাবভাসনাৎ রূপকালংকারঃ। উপজাতিঃ চ বৃত্তম্ ।

৮। মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ

ন কশ্চিদ্ বর্ণনামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।

তথাপীদং শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা

জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব।। (৫।১০)

শ্লোকঃ অযং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাম বিশ্বখ্যাতনটকস্য পঞ্চমে অংকে সমুপলভ্যতে। যদা শকুন্তলামাদায় গৌতমীসহিতৌ কণ্বশিষ্যৌ রাজানং দুষ্যন্তং হস্তিনাপুরম্ গতৌ, তদা রাজানং বাজপ্রাসাদজীবনং চ নিবীক্ষ্য শার্ঙ্গরবঃ তস্য মানসপ্রতিক্রিয়াং তৎসতীর্থস্য, শারদ্বতস্যসকাশং প্রকটয়ন্নাহ,—মহাভাগ ইতি।

অসৌ পুরো দৃশ্যামানঃ মহান্ ভাগঃ যস্য সঃ তর্থেক্তঃ অয়ং বিপুলঃ ভাগ্যবান্ নরপতিঃ দুষ্যন্তঃ কামং যদ্যপি ন ভিন্না বিপরীতা। স্থিতিঃ মর্যাদা যস্য, এবম্ভুবঃ মর্যাদা পালকোঽস্তি, বর্ণানাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাম্ অপকৃষ্ট হীন অপি কশ্চিদস্য পালনগুণেব ন পন্থাঃ ইতি অপথং তদ্ অসৎপথং কুমার্গমিত্যর্থঃ, ন ভজতে, ন আশ্রয়তি, কা কথা উৎকৃষ্টবর্ণানাম্ ইত্যর্থঃ। তথাপি সর্বত্রৈব সম্যগব্যবহারদর্শনেন উদ্বেগকাবণে অসতি অপি, শশ্বৎ নিরন্তরং পরিচিতম্ অভ্যস্তং বিবিক্ত জনশূন্যস্থানং যস্য তেন তাদৃশেন মনসা হৃদয়েন ইদং দৃশ্যমানং জনাকীর্ণং জনৈঃ মানবৈঃ অকীর্ণং পূর্নং গৃহংরাজভবনং হুতাবহেন অগ্নিনা পরীতং পরিব্যাপ্তং গৃহমিব মন্যে। অনলেন ভস্মীক্রিয়মানং গৃহং যথা সোদ্বেগপ্রবেশং ভবতি, তথা নৃপভবনমিদমিতি উপমালংকাবঃ। তল্লক্ষণং তু "সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈকো উপমাদ্বয়োঃ" ইতি শিখারিণীতু বৃত্তম্,—"রসৈঃ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলা গঃ শিখাবিণী" ইতি লক্ষণাৎ।

৯। **অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।**

বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈ মি।। (৫।১১)

শ্লোকঃ অয়ং মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাম বিশ্ববিশ্রুতস্য নাটকস্য পঞ্চমে অংকে সমুপলভ্যতে। যদা শকুন্তলামাদায় গৌতমী সাহিতৌ কণ্বশিষ্যৌ রাজানং দুষ্যন্তং হস্তিনাপুরস্মাগতৌ তদা রাজানং রাজপ্রাসাদজীবনং চ অবলোক্য শারদ্বতঃ তস্য মানসপ্রতিক্রিযাং অপরকণ্বশিষ্যং শার্ঙ্গরবসকাশং প্রকটয়ন্নাহ অভ্যক্তমিতি।।

স্নাতঃ নদ্যাদৌ কৃতাবগাহনঃ জনঃ অভ্যক্তমিব স্নানাৎপ্রাক্ তৈলমর্দনাদিনা মলিনমিব অনেন সংসারগহনে ভ্রমতঃ জনস্য মলাসঙ্গ ধ্বনিতঃ। শুচিঃবিহিতকায়-মনোবাক্শৌচঃ জনঃ অশুচিমিব অপূতমিব এতেন সংসারমার্গস্য মোক্ষানুপযোগিত্বং সূচিতম্। প্রবুদ্ধঃ বীতনিদ্রঃ সুপ্তং নিদ্রামগ্নং মায়াচ্ছন্নমিব, অনেন অজ্ঞানবিদ্ধত্বং ব্যজ্যতে। স্বৈরা ইচ্ছানুরূপা স্বাধীনাগতিঃ গমনং যস্যসঃ স্বচ্ছন্দাচারী বদ্ধমিব শৃঙ্খলাদিভিঃ বন্ধনমাপন্নমিব, অনেন প্রয়ত্নসহস্রানয়নে পরবশংবদত্বং ধ্বন্যতে। অহমপি ইহ রাজপুরে সুখসঙ্গিনং সংসারসুখাসক্তচেতসং জনম্ অবৈমি, জানামি। নাহং পুরপ্রবেশাৎ ভবানিব উদ্বিগ্নঃ, কিন্তু অবিদ্যাপথবর্তিনঃ অস্য জন নিবহস্য দশামনুচিন্তয়তঃ মে হৃদয়ম্ অনুকম্পা স্পৃষ্টামিতি ভাবঃ। অত্র মালোপমালংকারঃ। তল্লক্ষণংতু—"মালোপমা যদেকস্য উপমানং বহু দৃশ্যতে।" আর্যা জাতিঃ।।

১০। **পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।**
সমুদ্ররসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্।। (৩।১৭)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য [illegible] নাটকস্য বিশ্ববিশ্রুতস্য তৃতীয়ে অংকে সমুপলভ্যতে শ্লোকোঽয়ম্। শকুন্তলাসখী প্রিয়ংবদা দুষ্যন্ত কৃতে শকুন্তলায়াঃ দারুণ মদনপীড়িতদশাং দৃষ্টা স্নেহবশাৎ রাজনং শকুন্তলা গ্রহণার্থম্ অনুরুরোধ। "সাধনোঽয়ং প্রণয়ঃ, সর্বথাহনুগৃহীতোঽস্মি" ইত্যুক্তে রাজনি অনসূয়া পুনঃ বহুবল্লভস্য রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য পত্নীভূত্বা যথা শকুন্তলা বন্ধুজনশোচনীয়া ন ভবতি তথা রাজ্ঞা কর্তব্যমিত্যবদৎ. তদা উক্তে শ্লোকে রাজ্ঞা দুষ্যন্তেন কথিতমিদং যৎ, পরিগ্রহাণাং কলত্রাণাম্ বহুত্বে আধিক্যে অপি দ্বে মম কুলস্য বংশস্য প্রতিষ্ঠে স্থিতিহেতূ। কে চ তে দ্বে ইত্যত আহ,—সমুদ্রবসনা সমুদ্রং ব[illegible] পরিধেয়ং যস্যাঃ সা তাদৃশী উর্বা চ পৃথিবী চ যুবযোরনসূয়া প্রিয়ংবদয়োঃইয়ং সখী [illegible]দুহিতা শকুন্তলা।

বহুষু পত্নীষু সৎসু অপি তস্য উদধিশ[illegible]সীমা ধরিত্র, তাপসতনয়া শকুন্তলা চেতি দ্বয়ং তস্য কুলগৌরবহেতুঃ আসীদিতি রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্যাশয়ঃ।। অত্র সমাসোক্তিঃ তুল্যযোগীতা চেতি অলংকারদ্বয়ম্। অনুরূপোক্তিস্তু লক্ষ্যতে রঘুবংশে প্রথমসর্গে,—

> ক[illegible]বন্তম্ আত্মানম্ অবরোধে মহত্যপি।
> তয়া মেনে মনস্বিন্যাঃ লক্ষ্ম্যা চ বসুধাধিপঃ।।" (১।৩২)

১১। **যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তৎ ফলম্**
তপঃ ষড়্ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ।। (২।১৩)

অয়ং শ্লোকঃ মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাম—বিশ্ববিশ্রুতনাটকস্য

দ্বিতীযেঅংকে সমুপলভ্যতে। শকুন্তলযা সহ মিলনার্থ৲ তা৲ প্রতি আসক্তচিত্তেন বাজ্ঞা দুষ্যন্তেন পুনরাশ্রম গমনায উপাযমেকমুদ্ভাবনার্থং বয়স্যঃ মাধব্যঃ পৃষ্টঃ সন্ আব্দিককবগ্রহণচ্ছলেন বাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য আশ্রমপ্রবেশং কবণীযমিত্যবদৎ। তদাকর্ণ্য বাজা বিদূষকং তিবস্কুর্বন্নাহ—যদিতি।

নৃপাণাং মাদৃশাং বাজ্ঞাং বর্ণেভ্যঃ ব্রহ্মাণাদিভ্যঃ যৎ শলং ভাগধেযরূপং বিত্তম্ উত্তিষ্ঠতি, তৎ ক্ষযি নশ্ববম্। প্রকাবসহস্রৈবপি ন স্থাযীতি ব্যজ্যতে। পবং তু আবণ্যকাঃ অবণ্যবাসিনঃ তপস্বিনঃ নঃ অস্মভ্যম অক্ষয্যং ক্ষেতুমশক্যং চৌবাদিনা অনশ্ববং তপসঃ তপশ্চর্যাযা ষট ষষ্ঠভাগঃ তপঃষড্‌ভাগঃ, তং পবোক্ষভাবেন দদতি। ব্রাহ্মণাদিবর্নেভ্যঃ বার্ষিক কবরূপেণ বাজ্ঞা যদ্ গৃহ্যতে। তৎ সর্বথ নশ্ববম্, পবং তু আশ্রমবাসিনঃ তপস্বিনঃ বাজ্ঞে কবরূপেণ তেষাং তপঃষড্‌ভাগং দদতি, তৎকদাপি ন ক্ষেতুংশক্যম্। অত্র তপসঃ প্রাধান্যপ্রতিপাদনাৎ ব্যাতিবেকালংকাবঃ।

১২। **গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।**
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীযমানস্য।। (১।৩১)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নামবিশ্রুতনাটকস্য প্রথমাংকস্য অন্তিমঃ শ্লোকঃ অযম্। কণ্বাশ্রমে সহসা কস্যচিদ্ বন্যগজস্য উপদ্রবে জাতে বেতসকুঞ্জে দুষ্যন্তশকুন্তলযোঃ প্রণযব্যাপাবো বাধাপ্রাপ্তোঽভবৎ। আশ্রমং পবিত্যজ্য স্বশিবিবমুদ্দিশ্য গচ্ছন্ বাজা আত্মনঃ দশাম্ অস্মিন শ্লোকে বর্ণযন্নাহ—গচ্ছতি ইতি

প্রতিবাতং বাতম্ অভিলক্ষীকৃত্য নীযমানস্য ন স্বযং গচ্ছতঃ মন্দৌৎসুক্যবশাদিত্যর্থঃ , কেতোঃ ইব পতাকাযাঃ ইব মম হি শবীবং দেহঃ পুবঃ অগ্রে গচ্ছতি শনৈঃ শনৈঃ ইত্যর্থঃ। চীনাংশুকং চীনদেশজাতং ক্ষৌমবস্ত্রমিব অসংস্থিতং চঞ্চলং মম হি চেতঃ, পশ্চাৎ শকুন্তলাভিমুখং ধাবতি বেগেন গচ্ছতি। পবনস্য প্রতিকূলং নীযমানস্য ধ্বজস্য দণ্ডঃ যথা অগ্রে চলতি পবং তু ধ্বজলগ্নং চঞ্চলং চীনদেশীযপট্টবস্ত্রং পশ্চাদ্ ধাবতি তথা বাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য দেহঃ পুবো গচ্ছতি, কিন্তু তস্য চপলং চিত্তং তাপসতনযাং শকুন্তলাম উদ্দিশ্য কণ্বাশ্রমং প্রতি দ্রুতং ব্রজতি ইত্যত্র উপমা নাম অলংকাব৷—"সাম্য৲ বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈকে উপমাদ্বযোঃ" ইতি লক্ষণাৎ। আর্যা জাতিঃ।

১৩। **গান্ধর্বেণ বিবাহেন বহ্বো রাজর্ষিকন্যকাঃ।**
শ্রূয়ন্তে পবিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ।। (৩।২০)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাম বিশ্ববিশ্রুত নাটকস্য তৃতীয অংকে সমুপলভ্যতে অযং শ্লোকঃ। কণ্বাশ্রমে তপোবন বলাযাঃ শকুন্তলাযাঃ অসামান্য

রূপলাবণ্যদর্শনাৎ বিমুগ্ধচিত্তঃ রাজাদুষ্যন্তঃ গান্ধর্ববিধিনা শকুন্তলায়াঃ পাণিগ্রহণার্থং প্রস্তাবমকরোৎ। পরংতু গুরুজন মতমনাদৃত্য গান্ধর্বপরিণয়প্রস্তাবং গ্রহীতুং ন ঐচ্ছৎ শকুন্তলা। তদা গুজভয়ং নালম্ ইত্যুক্ত্বা রাজা বিদিতধর্মা তত্রভাবান্ কাশ্যপঃ নূনমেব নাত্র দোষং গ্রহিষ্যতি ইতি সমর্থনায় শ্লোকেঽস্মিন্ সযুক্তিকমবদৎ যৎ, গান্ধর্ববিধিমতেন পরিণয়েন ন একা দ্বে বা, পরংতু প্রচুরা রাজর্ষিকন্যাকাঃ কুমার্যঃ, পরিণীতাঃ ঊঢ়াঃ, চ তাঃ রাজর্ষিকন্যাকাঃ বিদিতবৃত্তান্তৈঃ শাস্ত্রনিষ্ণতৈঃ চ গুরুজনৈঃ অভিনন্দিতাঃ, ন চ দূষিতাঃ ইতি পুরাণাদিষু শ্রূয়ন্তে। পুনঃ তাদৃশঃ পরিণয়াঃ অনুমোদিতাঃ অভবন্। পুরা নীলধ্বজ তনয়া স্বাহা অগ্নিনা সহ, রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণেণ সহ, উর্বশ্যা সহ পুরুরবা, চ গান্ধর্বপরিণয়বিধিনা আবদ্ধা অভবন্ ঈদৃশাঃ পরিণয়াঃ শাস্ত্রসম্মতাঃ অভিনন্দিতাঃ অপি আসন্। অতঃ বিদিতধর্মা শাস্ত্রজ্ঞঃ মহর্ষিঃ কণ্বঃ শ্রুতবৃত্তান্তঃ পরিণয়মিমং নূনমেব অনুমংস্যতে ইতি রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্যাশয়ঃ।

গান্ধর্বপরিণয়স্য সংজ্ঞানিরূপণাবসরে ভগবতা মনুনা উক্তং,—

"ইচ্ছায়া অন্যোন্যসংযোগঃ কন্যাযাশ্চ বরস্য চ।

গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ।" ইতি (৩।৩২)

যোগমূর্ত্তিঃ যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি অবদৎ,—"গান্ধর্বঃ সময়ান্মিথঃ।" ইতি।

(৪) বাংলাভাষায় ভাব-সম্প্রসারণ :

১। **"দূরীকৃতাঃ খলু উদ্যানলতাঃ বনলতাভিঃ।" (১/২৬)**

উদ্যানলতা এবং বনলতার মধ্যে যে প্রভেদ রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। উদ্যানলতা উদ্যানেই সযত্নে লালিত পালিত হয়। কিন্তু বনলতা বনেই জন্মে, মানুষের হাতের সযত্ন পরিচর্যা বনলতার ভাগ্যে ঘটেনা। বনলতা প্রকৃতির অকৃত্রিম নৈসর্গিক পরিবেশে বর্ধিত হয়ে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যসুরভির গুণে জনচিত্তকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে, কিন্তু উদ্যানলতা নগরের কৃত্রিম পরিবেশে লালিতপালিত হওয়ায় তার আহার্যশোভা সৌন্দর্যপ্রেমিক মানুষের হৃদয়ে তত আবেদনশীল হয়না। রাজর্ষি দুষ্যন্তের রাজভাণ্ডারে যেমন মহার্ঘরত্নের অভাব নেই, তেমনি তাঁর রাজোদ্যানেও মনোরম লতার অভাব নেই। তবে আজ যেন বনলতা সৌন্দর্যসুরভিতে উদ্যানলতাকেও পরাভূত করেছে। আশ্রমপালিতা মুনিকন্যাগণ আজ যেন তাদের নৈসর্গিক রূপলাবণ্যে রাজার অন্তঃপুরচারিণীদেরও ম্লান এবং নিষ্প্রভ করে দিয়েছে।

২। **"ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র।" (১/১৫)**

বিধি যা অবশ্যম্ভাবী বলে চিহ্নিত করেছেন, তা' যেকোন প্রকারেই সংঘটিত হতে

বাধ্য। তা' ঘটবার পথে কোন প্রকার অন্তরায় থাকতে পারেনা। বস্তুতঃ আমাদের ললাটে দৈব যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা' কেউ ব্যাহত করতে পারেনা। সেজন্যে কবি বলেন, "লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ?" একথা অত্যন্ত সমীচীন, প্রতিকূল যে কোন অবস্থায়ও তা ঘটতে বাধ্য। সেজন্য মহাকবি ভবভূতি বলেন,—"কো নাম পাকাভিমুখস্য জন্তো দ্বারাণি দৈবস্য পিধাতুমিষ্টে?" নাট্যকার শ্রীহর্ষও তাঁর রত্নাবলী নাটিকায় অনুরূপ উক্তি করেছেন,— "দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধেঃ দিশোঽপ্যান্তাদানীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিঃ অভিমতমভিমুখীভূতঃ" ইতি। সেজন্য বলা যায়, মহাকবি কালিদাস যা' বলেছেন,—"ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র"—তা' অত্যন্ত সঙ্গত ও গভীর অর্থবহ। মানুষ কখনো জীবনে ভবিতব্যতাকে অস্বীকার করতে পারে না ॥

৩। **"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ" (১/২৫)**

বিদ্যুৎ কখনো ভূতলে উৎপন্ন হয় না—এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। আকাশের বিস্তৃত পরিসরেই বিদ্যুতের জন্ম। কারণ থেকেই কার্যোৎপত্তি, কারণ ব্যতিরেকে কার্যের উৎপত্তি সম্ভব নয়। পণ্ডিতগণের মতে, কারণের গুণগুলিও কার্যে সংক্রমিত হয়। যেমন মৃত্তিকা থেকে ঘট প্রস্তুত হয়, সুতরাং মৃত্তিকা কারণ এবং ঘট হল কার্য। মৃত্তিকার বিশেষগুণ হল গন্ধ, এখন তাই ঘটেও মৃত্তিকাব গুণের অনুভব সম্ভব। চঞ্চলা বিদ্যুল্লতা আকাশেই জন্ম নেয়, সেজন্য তাব ঔজ্জ্বল্য সীমাহীন ও ক্ষণকাল স্থায়ী। কিন্তু বসুধাতল থেকে জাত কোন পদার্থেব এমন ঔজ্জ্বল্য একান্তই অসম্ভব। তা' কেবল জ্যোতির্ময় গগন প্রদেশেই সম্ভব। শ্রীহর্ষ তাঁর নাগানন্দ নাটকে বলেছেন, "অথবা রত্নাকরাদ্ ঋতে কুতশ্চন্দ্রলেখায়াঃ প্রসূতি'রিতি। অর্থাৎ সমুদ্রব্যতিরেকে চন্দ্রলেখার জন্ম আর কোথায় বা হতে পারে? তাপসকন্যা শকুন্তলার অলোকসামান্য রূপ অবলোকন করে বিস্ময়াবিষ্ট রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্তকে আশ্রয় করে উক্ত প্রকার মন্তব্য করেছেন। কেননা, শকুন্তলার জন্ম সুরাঙ্গনা মেনকার গর্ভে এবং ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের ঔরসে ॥

৪। **"জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরিতং গৃহমিব।" (৫/১০)**

যে মানুষ বিবিক্তে অর্থাৎ নির্জনে নিভৃতে বাস করতে অভ্যস্ত, সে কখনো জনাকীর্ণ প্রদেশে অবস্থান করতে পারে না। নিভৃত জনশূন্য স্থান তার যেমন প্রিয় হয়, জনবহুল কোলাহলমুখর স্থান তার রুচিকর হয়না। অগ্নিপরিবেষ্টিত

গৃহ যেমন প্রাণভয়ে পরিত্যাগ করা হয়, ঠিক তেমনি জনাকীর্ণ স্থানও সে ত্যাজ্য বিবেচনা করে। জনশূন্য বিবিক্ত প্রদেশে বাসহেতু জনসংঘট্ট সর্বথা তার অসহনীয় হয়ে ওঠে। নিভৃতপ্রদেশে বসবাসকারী জনসমূহ কোলাহলমুখর প্রদেশে কখনো কোন প্রকারে অবস্থান করতে সমর্থ হয় না। যেহেতু এরূপ প্রদেশে বাস করতে সে অভ্যস্ত নয়। আশ্রম থেকে আগত কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব চিরকাল শান্ত, নির্জন আশ্রমে থাকার কারণে হস্তিনাপুরের কোলাহলমুখর ও জনাকীর্ণ রাজপ্রাসাদকে অগ্নিবেষ্টিত গৃহের ন্যায় মনে করেছিলেন ৷৷

৫। **"অচেতনং নাম গুণং ন বীক্ষ্যতে।" (৬/১৩)**

অচেতন অর্থাৎ চেতনারহিত বস্তু পদার্থবিশেষের উৎকর্ষতা প্রতিপাদন সৌন্দর্য্যাদি বা প্রেমাদি কখনো লক্ষ্য করতে বা বিচার করতে সক্ষম হয় না। অচেতন অঙ্গুরীয়ক তাই রাজর্ষি দুষ্যন্তের অঙ্গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জলে পতিত হযেছে, কারণ অচেতন অঙ্গুরীয়ক রাজার অঙ্গুলির সুখস্পর্শ ইত্যাদি গুণের বিচার করতে অক্ষম। অথবা অচেতন পদার্থ গুণের তারতম্যজ্ঞানলাভে অত্যন্ত মন্থর বা জড় হয়। সে কারণে অচেতন অঙ্গুরীয়কের জলে পতন অসঙ্গত বা অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু রাজা দুষ্যন্ত মনে করছেন যে, তিনি স্বয়ং চেতনাবান্ হয়ে, অচেতন পদার্থের মত বিনা কারণে পূর্বপরিণীতা পত্নী শকুন্তলাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। শকুন্তলার বিয়োগ-জনিত বিরহানলে দগ্ধ হয়ে রাজা দুষ্যন্ত অঙ্গুরীয়ককে এই বলে তিরস্কার করছেন।

৬। **"অজ্ঞাতহৃদয়েষু এবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্।" (৫/২৫)**

ব্যবহার ইত্যাদির দ্বারা অপরিজ্ঞাতচিত্ত মানুষের সঙ্গে মৈত্রী পরিণামে বিদ্বেষের রূপ গ্রহণ করে। কি মিত্রতাবিষয়ে, কি প্রণয়বিষয়ে চাপল্য সর্বথা পরিহার করা কর্তব্য। সকলপ্রকার চঞ্চলতা বর্জন করে অপরের চিত্তপরিচয় সম্যগ্রূপে জ্ঞাত হয়ে, তার সঙ্গে প্রণয় কর্তব্য। পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়, এবং সেমৈত্রী দীর্ঘস্থায়িণী হয়। অপরের স্বভাবাদি বিদিত হয়ে যে মৈত্রী সম্পাদিত হয়, তা' সত্বর বিনষ্ট হয় না। গোপন প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ পরিচয়ের জ্ঞান অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য। অন্যথা মিলন আপাততঃ মধুর হলেও পরিণামে তা' বিষময় ফল প্রসব করতে পারে। অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির

মনোবৃত্তির জ্ঞান জানা না থাকলে সেখানে প্রণয়ভঙ্গাদির মাধ্যমে অবশ্যই অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। তখন ঐ মৈত্রী শত্রুতায় পরিণত হয়। যেমন রাজা দুষ্যন্তের পরিচয় নিপুণভাবে না জেনে স্বভাবসরলা শকুন্তলা প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে, রাজার দ্বারা প্রতারিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।

৭। **"অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্"। (৫/১২)**

সজ্জনগণ ঐশ্বর্যের উৎকর্ষেও গর্বিত না হয়ে ঔদ্ধত্যরহিত ও বিনম্র হয়ে থাকেন। কিন্তু প্রাকৃতজন ঐশ্বর্যে মত্ত হয়ে অবিনয় আচরণ করে, সাধুব্যক্তিরা কিন্তু সেরূপ নন। ঐশ্বর্য্য কখনো সজ্জনব্যক্তিগণের চিত্তকে বিচলিত করতে সমর্থ হয় না। তাঁরা কি সম্পদে, কি বিপদে, সকল দশাতেই নিয়ত অবিচলিত থাকেন। সকল অবস্থাতেই তাঁদের সমাবস্থা দেখা যায়। চিত্তবিকারের হেতু উপস্থিত থাকলেও যাঁদের চিত্ত কখনো বিকারপ্রাপ্ত হয়না, তাঁরাই সত্যিকারের মহাপুরুষ। সর্বদাই তাঁরা বিনয়ী হন। এ জগতে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বৃক্ষসমূহ ফলভারে আনত হয়, বর্ষাকালে জলগর্ভ মেঘসমূহ ভূতলের সমীপবর্তী হয়। পরিহিতব্রতে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রকৃতি এরূপই বটে। পরহিতব্রতিগণ নিয়ত বিনয় আচরণ করেন, কিন্তু কখনো ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন না।

৮। **'তমস্তপতি ঘর্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি।" (৫/১৪)**

ভগবান সূর্যদেব উদিত হলে কি করে অন্ধকারের আবির্ভাব হবে? সূর্য তাঁর নিজের কিরণজালে সকল জগতকে উদ্ভাসিত করে। যখন সূর্যকে দেখা যায় না তখন কেবল চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এরূপ রাজ্যপালক রাজাও রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রতিনিয়তই চেষ্টা করে চলেছেন। দুর্বলের উপর সবলদের অত্যাচার, নিপীড়ণ রাজা যথাশক্তি নিবারণ করেন। রক্ষাকার্যে কখনো ঔদাসীন্য দেখা দিলে রাজ্যে মাৎস্যন্যায় প্রবর্তিত হয়। সুশাসক রাজা দুষ্যন্ত রাজ্যে ধর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁরা ভয়ে রাক্ষসেরাও ধর্মে বিঘ্নসৃষ্টি করতে সক্ষম হয়না। সজ্জনদের রক্ষক রাজা দুষ্যন্ত রাজ্যশাসন করতে থাকলে, ধর্মানুষ্ঠানে বিঘ্নাদির অভাবে যজ্ঞক্রিয়াদি উত্তমরূপে চলতে থাকে ॥

৯। **"ন কদাপি সৎপুরুষাঃ শোকচিত্তাঃ ভবন্তি।" (৬)**

সজ্জনা সৎপুরুষাঃ অর্থাৎ মহাজনা কখনো শোকে বিহ্বল হন না। শোকে

অধীর হওয়া মহাপুরুষের ধর্ম নয়, দুর্বলতা। বস্তুতঃ প্রকৃতমহাজনাঃ কখনো যেমন হর্ষে উৎফুল্ল হন্ না, ঠিক তেমনি শোকেও বিষণ্ণ হন না। মহাপুরুষেরা সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, হর্ষ-বিষাদ, উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি,—এ সকল বিরুদ্ধভাবের দ্বন্দ্বকে ঔদাসীন্যগর্ভ দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। উক্ত বৈপরীত্য-মূলক দশায় মহাজনেরা সর্বদা সমভাবাপন্ন হয়ে থাকেন। পূর্বে সশরীরে উপস্থিত শকুন্তলাকে মোহাচ্ছন্ন রাজা স্বীকার করেননি, কিন্তু পরে ধীবরের কাছে রাজনামাংকিত অঙ্গুরীয়কটি পেয়ে তাঁর বিয়োগ স্মরণ করতে করতে শোকগ্রস্ত হচ্ছেন, তখন বিদূষক রাজাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে উক্ত মন্তব্য করেন ॥

১০। **"আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্।" (১/৫)**

অগ্নি ও রত্নের মধ্যে যে ভেদ আছে তা' অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। অনলশিখা জ্যোতির্ময়ী, আবার রত্নও জ্যোতির্ময়। অগ্নিশিখায় দাহিকাশক্তি রয়েছে এবং সে কারণে অগ্নিকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্পর্শ করলে অগ্নি তাকে দগ্ধ করবেই। সুতরাং জ্যোতির্ময় অগ্নিশিখার স্পর্শ সুখকর নয়। পক্ষান্তরে রত্ন জ্যোর্তিময় হলেও তার স্পর্শ অত্যন্ত সুখকর হয়। অলোকসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী শকুন্তলাকে পত্নীত্বে বরণ করতে রাজা দুষ্যন্ত সংকল্প করলেন। কিন্তু তাঁর মনে শকুন্তলা ব্রাহ্মণকন্যা কিনা—এ বিষয়ে সন্দেহ হল। অতঃপর প্রিয়ংবদার মুখে সকল শকুন্তলাবৃত্তান্ত শ্রবণ করে রাজা সন্দেহমুক্ত হলেন, এবং নিজের হৃদয়কে সম্বোধন করে আশ্বস্ত করলেন যে, যাকে সে অগ্নি বলে আশংকা করেছে, সে বস্তুত স্পর্শক্ষম রত্ন।

১১। **কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্। (১/২০)**

নিসর্গরমণীয় অর্থাৎ স্বভাবতঃই সুন্দর দেহে কীই বা অলংকারের কাজ করে না? সব কিছু, এমন কি নিতান্ত নগণ্য বস্তুও সহজ মনোরম দেহে অলংকাররূপে শোভা পায়। নিসর্গতঃ যে বস্তু মনোরম, তার সৌন্দর্যবিবর্ধনের নিমিত্ত কোন কৃত্রিম অলংকারের প্রয়োজন হয় না। কেবল মনুষ্য জগতে নয়, প্রকৃতিজগতেও এর অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। যেমন, পদ্মপুষ্প স্বভাবতই রমণীয় বলে, শৈবালের দ্বারা আচ্ছন্ন হলেও তা' অধিকতর মনোরম দেখায়। আবার, চন্দ্রের কলংক মলিন হলেও তা' চন্দ্রের সৌন্দর্য

বর্ধন করে। ঠিক তেমনি নিসর্গরমনীয়া তপোবনবালা শকুন্তলা অতিতুচ্ছ বল্কলবসন দেহে ধারণ করলেও তাতে তাকে আরো রমণীয় দেখায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে. যে শৈবাল, চন্দ্রের কলংক এবং বল্কলবসন—এগুলি যথাক্রমে পদ্ম, চন্দ্র এবং শকুন্তলার স্বাভাবিক সৌন্দর্যহানির কারণ না হয়ে, বরং তাদের শোভা অধিকতর বর্ধন করেছে। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে বল্কল-পরিহিতা অপূর্বসুন্দরী শকুন্তলাকে দেখে বিস্ময়বিমূঢ় রাজার উল্লসিত মন্তব্য এইটি।

১২। **সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।** (১/২০)

কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হলে, সেখানে কি করে সত্য নিরূপণ করা যায়, সে সম্পর্কে মহাকবি বলেন যে. সজ্জন বা সাধুব্যক্তিগণ এরূপ সন্দেহভাজন বিষয়ে নিজেদের অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিকে অর্থাৎ বিবেকের নির্দেশকে প্রমাণ-রূপে স্বীকার করেন। সে সকল ক্ষেত্রে সজ্জনব্যক্তিগণ বিবেকের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য স্থির করেন। আচার্য মনুও এ প্রসঙ্গে বলেছেন,— "**বেদোহখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্। আচারশ্চৈব** সাধূনাম্ **আত্মন-স্তুষ্টিরেব চ ॥**" তপোবনবালা শকুন্তলাকে দেখে রাজা দুষ্যন্ত তার অপূর্ব রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে, তার প্রতি অনুরাগাকৃষ্ট হন, এবং তাকে পত্নীরূপে গ্রহণেরও ইচ্ছা জাগে তাঁর মনে। কিন্তু শকুন্তলা যদি ঋষি কণ্বের "**অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা**" কন্যা হয়, তাহলে কেবল সেক্ষেত্রে শকুন্তলা রাজ দুষ্যন্তের পরিণয়যোগ্যা হতে পারে। তা না হলে রাজার ইচ্ছাপূরণের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই রাজা বলেন যে, তাঁর মত সজ্জনব্যক্তির মন কখনো নিষিদ্ধবস্তুতে আকৃষ্ট হতে পারে না। যেহেতু তাঁর মন শকুন্তলার প্রতি আকৃষ্ট সেহেতু শকুন্তলা রাজার পরিণয়ার্হা।

১৩। **দিষ্ট্যা ধূমোপরুদ্ধদৃষ্টেরপি যজমানস্য পাবকস্যৈব মুখে আহুতি-র্নিপতিতা ॥**

যজ্ঞকারী যজমানের দৃষ্টি যদি যজ্ঞানল থেকে উত্থিত ধূমে আচ্ছন্ন হয়, তাহলে তার প্রদত্ত আহুতি যজ্ঞাগ্নিতে পড়তে পারে আবার নাও পড়তে পারে। এবিষয়ে একটি সংশয় থেকে যায়। কিন্তু যে যজ্ঞকারী যজমানের দৃষ্টি যজ্ঞাগ্নি থেকে উত্থিত ধূমে আচ্ছন্ন হয়নি, তার আহুতি যে যজ্ঞাগ্নিতেই পতিত হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে, কখনো কখনো নিতান্তই সৌভাগ্যবশতঃ. যজ্ঞানলের ধূমে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলেও যজমানের প্রদত্ত আহুতি যজ্ঞাগ্নিতেই পতিত

হয়। গুরুজনদের মতামত ব্যতিরেকে গান্ধর্ববিধিমতে বিবাহে নিজের মতামত রাজা দুষ্যন্তকে দেবে কিনা, এরূপ সংশয়ের আবরণে শকুন্তলার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলেও শকুন্তলা রাজার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। মহর্ষি কণ্ব রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার গান্ধর্ববিবাহের কথা জানতে পেরে উক্ত মন্তব্য করেছিলেন। উদারচেতা, প্রবীণশাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষি কণ্ব রাজার সঙ্গে শকুন্তলার গন্ধর্ববিবাহ সানন্দে অনুমোদন করেছিলেন।

১৪। **গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথাহি কুমুদ্বতীং দিবসঃ। (৩/১৪)**

দিবস শশাংক অর্থাৎ শীতলরশ্মি চন্দ্রকে যত কষ্ট দেয়, কুমুদিনীকে তত পীড়া দেয় না। দিবসের আবির্ভাবে কুমুদিনী রসহীন হয়ে সংকুচিত হয় বটে, কিন্তু তার সত্তার বিনাশ হয়না। অপরপক্ষে দিবসের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গগনে চন্দ্রের শোভা কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। এভাবে মদন অর্থাৎ কামদেব রাজা দুষ্যন্তের হৃদয়ে যে পবিমাণ তাপেব সৃষ্টি করে, সে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করেনা শকুন্তলার হৃদয়ে,—এইটি বাজা দুষ্যন্তের বলবার অভিপ্রায়। রাজা দুষ্যন্তই শকুন্তলার তাপের কারণ তা' জেনে সখীদ্বয় রাজার কাছে প্রণয়লিপি বচনা কবে পাঠাতে পবামর্শ দিলে, শকুন্তলা প্রণয়পত্র রচনা করে যখন সখীদ্বযকে তা' শোনাতে লাগল তখন রাজা তা' শ্রবণ করতে করতে উক্ত মন্তব্য করলেন।

১৫। **কোনামোষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি? (৪/)**

কেই বা উষ্ণজল নবমল্লিকার মত নিতান্ত পেলব লতায় সিঞ্চন করে? অর্থাৎ জগতে এমন কোন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ব্যক্তি নেই, যে নবমল্লিকার মত অত্যন্ত কোমল লতায় উষ্ণবাবি সেচন করবে। যেহেতু, অত্যন্ত কোমল নবমল্লিকালতার পক্ষে উষ্ণতা সহ্য করবার ক্ষমতা নেই, সেজন্য তার উপর উষ্ণবাবি সিঞ্চন সর্বথা বর্জনীয়। উষ্ণজল সেচনের দ্বারা নবমল্লিকালতা কখনো বাঁচতে পারে না, তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ঠিক তেমনি শকুন্তলার উপর বর্ষিত ঋষি দুর্বাসার অভিশাপবৃত্তান্তও নিসর্গপেলব শকুন্তলার কাছে প্রকাশ করা নিতান্তই অনুচিত। কেননা, স্বভাবকোমল শকুন্তলা মর্মান্তিক অভিশাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করে প্রাণধারণে সক্ষম হবেনা। যখন অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে উদ্দেশ্য করে বলল যে,—"দ্বয়োরেব আবয়োর্মুখ এষ বৃত্তান্তস্তিষ্ঠতু। রক্ষণীয়া খলু প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী", ইত্যাদি তখন উত্তরে প্রিয়ংবদা উক্ত মন্তব্য করে।

১৬। **"চক্রবাকবধূ, আমন্ত্রযস্ব সহচবম্, ননু উপস্থিতা বজনী। (৩/)**

চক্রবাক্‌দম্পতিব মধ্যে প্রেমেব স্বরূপ এমন যে, চক্রবাক ও চক্রবাকী সমস্তদিন একসঙ্গে বিচবণ কববে। কিন্তু বাতেব অন্ধকাবে নেমে আসাব সঙ্গে সঙ্গে তাবা পবস্পব বিচ্ছিন্ন হয়ে বাত্রি যাপন কবে। দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা দীর্ঘক্ষণ যাবৎ বেতসকুঞ্জে প্রণয ব্যাপাবে লিপ্ত বযেছে। কুঞ্জেব কাছাকাছি কেউ আসছে কিনা তাব উপব সতর্ক নজব বেখেছে শকুন্তলাব সখীদ্বয-অনসূযা এবং প্রিযংবদা। শকুন্তলাব অসুস্থতাব খবব নিতে গৌতমী কুঞ্জেব দিকে আসতে থাকলে শকুন্তলাব সখীদ্বয এই সতর্কবাণী উচ্চাবণ কবে শকুন্তলাব উদ্দেশ্যে। বজনী অর্থাৎ গৌতমী আসছেন, শকুন্তলা যেন তাব সহচব বাজা দুষ্যন্ত থেকে বিদায নেয। এখানে 'চক্রবাকবধূ' বলতে শকুন্তলাকে, 'সহচব' বলতে নাযক দুষ্যন্ত এবং 'বজনী' বলতে গৌতমীকে বোঝান হযেছে।

১৭। **"অর্থো হি কন্যা পবকীয এব" ॥ (৪/২২)**

কন্যা পবেব অর্থাৎ পতিব সম্পদ। সে বিবাহেব পূর্বপর্যন্ত পিতাব কাছে গচ্ছিত ন্যাসেব মত অবস্থান কবে। যতদিন কন্যা পিতৃগৃহে অবস্থান কবে ততদিন তাকে অত্যন্ত যত্নসহকাবে সকলপ্রকাব বিপদ আপদ থেকে বক্ষা কবে লালনপালন কবতে হয পিতাকে। অপবেব গচ্ছিত ন্যাসকে যেমন অত্যন্ত যত্নসহকাবে বাখে যাতে তা'ব কোন প্রকাব ক্ষতি না হয, ঠিক তেমনি কন্যাব ক্ষেত্রে পিতাকে অনুরূপ সতর্কতা ও যত্নাদি অবলম্বন কবতে হয। গচ্ছিত দ্রব্য যথার্থ অধিকাবীব কাছে প্রত্যর্পণ কবে মানুয যেমন অত্যন্ত প্রশান্তি লাভ কবে, ঠিক তেমনি কন্যাকেও পতিব গৃহে প্রেবণ কবে পিতা অনুরূপ প্রশান্তি লাভ কবেন. এ প্রসঙ্গে মহাকবি ভাসও বলেন, 'দুঃখং ন্যাসস্য বক্ষণম অর্থাৎ অপবেব গচ্ছিতদ্রব্য বক্ষণ অত্যন্ত দুঃখেব কাবণ।

১৮। **"তেজোদ্বযস্য যুগপদ্‌ব্যসনোদযাভ্যাং**
লোকো নিযম্যতে ইবৈষ দশান্তবেষু ॥" (৪/২)

চন্দ্র এবং সূর্য, এই জ্যোতিষ্কদ্বযেব যুগপৎ উদয ও অস্তগমনেব মাধ্যমে পৃথিবীব লোক শিক্ষা লাভ কবে। এই জ্যোতিষ্কদ্বযেব উত্থান ও পতনেব দ্বাবা মানুষ তাদেব ভাগ্যদশা সম্পর্কে অনুমান কবে থাকে। মহাকবি কালিদাস বলেন, "নীচৈর্গচ্ছতি উপবি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ", অর্থাৎ মানুষেব ভাগ্যদশা চক্রেব

নেমির মত একবার উপরে ওঠে, আবার নীচে নামে। মানুষের জীবনে একান্তভাবে সুখ বা একান্তভাবে দুঃখ আসে না। সুখের পর আসে দুঃখ, আবার দুঃখের পর আসে সুখ। ঠিক তেমনি কোন মানুষ চিরকাল সম্পদের মধ্যে জীবন কাটাতে পারে না, কিংবা চিরকাল দুঃখেও জীবনযাপন করেনা। সেজন্য মানুষের এ শিক্ষা লাভ করা উচিত যে, মানুষ সম্পদে ও সুখে যেমন উল্লসিত হবে না, তেমনি বিপদে বা দুঃখে কখনো বিচলিত হবে না।

১৯। **বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ। (৫/২৮)**

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের বৃত্তি সর্বদা পরের ভার্যার সংসর্গবিমুখী হয়। তারা কখনো পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেন না। সংযমী পুরুষগণ কখনো নিজের ভার্যাকে অনাদর ক'রে, উপেক্ষা ক'রে পরের স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হন না। কবিপ্রসিদ্ধি রয়েছে যে, চন্দ্র কুমুদিনীর পতি, এবং পদ্মিনীর পতি হলেন সূর্য। তাই কুমুদিনীর সঙ্গে চন্দ্রের, এবং সূর্যের সঙ্গে পদ্মিনীর সংযোগবশতঃ, চন্দ্র কুমুদকে প্রস্ফুটিত করে, এবং সূর্য প্রস্ফুটিত করে পদ্মকে। কুমুদব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে যেমন চন্দ্রের সম্পর্ক নেই, তেমনি পদ্ম ভিন্ন অন্য কারো সঙ্গে সূর্যেরও সম্পর্ক নেই। পরস্ত্রী সংসর্গ পাপ বলে খ্যাত, সুতরাং সংযমী পুরুষদের মনোবৃত্তি পরস্ত্রী সংসর্গবিমুখী।

২০। **অনুভবতি হি মূর্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণম্।**
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্ ॥ (৫/৭)

বৃক্ষ মহান পরোপকারী, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। কেননা, পরের কল্যাণের জন্য বৃক্ষ নিজেকে নিঃশেষে বিতরণ করে। তীক্ষ্ণ সূর্যাতপ স্বয়ং মস্তকে ধারণ করে পথিককে নিজের ছায়ায় আশ্রয় দেয়। স্বয়ং নিরতিশয় ক্লেশ অনুভব করেও অপরকে সেবা করা বৃক্ষের ধর্ম। নিদাঘক্লিষ্ট মানুষ যদি শৈত্যলাভের জন্য বা শ্রান্তি দূর করবার জন্য তরুতলে আশ্রয় নেয়, তাহলে, তরু স্বয়ং তপ্ত হয়েও শীতলছায়া দান করে তার শ্রান্তি অপনোদন করে। সুতরাং বৃক্ষ নিশ্চিত যে পরম উপকারী তা' অস্বীকার করা যায় না। এরূপ রাজাও আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে সদা প্রজাদের কল্যাণের জন্য সচেষ্ট থাকেন। স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করেও রাজা সাম, দান, ভেদ ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রজাসাধারণের দুঃখ-কষ্ট নিবারণ করেন।

২১। **"সমানয়ংস্তুল্যগুণং বধূবরং চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ ॥" (৫/১৫)**

প্রজাপতি ব্রহ্মা বধূ ও ববেব মধ্যে মিলন সংঘটন কবিযে থাকেন। তবে যোগ্য পাত্রেব সঙ্গে যোগ্যা পাত্রীব তিনি কখনো মিলন ঘটাতে পাবেননি বলে জগতে তাঁব অখ্যাতি প্রচাবিত বযেছে। কিন্তু বাজর্ষি দুষ্যন্ত এবং তপোবনবালা শকুন্তলাব সঙ্গে মিলন ঘটিযে, অর্থাৎ কুল, শীল, সৌন্দর্যাদি গুণে পবস্পব তুল্য বব ও বধূকে এবাব পবিণযসূত্রে আবদ্ধ কবিযে প্রজাপতি ব্রহ্মা চিবকালেব অপবাদ অর্থাৎ "বিধাতাব সংঘটন বীতি বিষম"—"বিষমা হি বিধাতুঃ সংঘটনবীতিঃ" এই লোকাপবাদ থেকে নিষ্কৃতি লাভ কবেছেন। "যোগ্যং যোগ্যেন যোজযেৎ", "বত্নং বত্নেন সমাগচ্ছতু"—ইত্যাদি ববববধূব মিলনেব ক্ষেত্রে নীতি হওযা উচিত।

২২। **মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকাবাঃ প্রায়েণ ঐশ্বর্যমত্তানাম্। (৫/১৮)**

নাটকেব পঞ্চম অংকে আশ্রমবালা শকুন্তলা কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গবব ও শাবদ্বত এবং গৌতমী সমভিব্যাহাবে হস্তিনাপুবেব বাজপ্রাসাদে এসে প্রকাশ্য দিবালোকে বাজা দুষ্যন্তেব কাছে তাঁব পবিণীতা পত্নীরূপে বাজান্তঃপুবে স্থান লাভেব জন্য প্রার্থনা জানালে, বাজা মোহবশে শকুন্তলাকে চিনতে পাবলেন না, এবং শকুন্তলাকে অত্যন্ত রূঢভাবে প্রত্যাখ্যান কবলেন। তখন ঋষিশিষ্য শার্ঙ্গবব বাজাকে তাঁব ধর্মবিমুখতাব কথা স্মবণ কবিযে দিযে বলেন যে,—ঐশ্বর্য্যবাহুল্যে গর্বিত মানুষেব মধ্যে প্রাযই। এইরূপ বিকাব বৃদ্ধিলাভ কবে।

২৩। **অবিশ্রামোহযং লোকতন্ত্রাধিকাবঃ ॥ (৫/৪)**

যাঁবা লোকতন্ত্রাধিকাবে নিযুক্ত অর্থাৎ যাঁবা প্রজাসাধাবণেব বক্ষণাবেক্ষণেব কার্যে ব্যাপৃত, তাদেব কর্মবিবতি অর্থাৎ বিবাম নেই। যেমন, বাযু দিনবাত প্রবাহিত হয। বাযুব কোন বিশ্রাম নেই। বাযু যদি বিশ্রাম গ্রহণ কবে তাহলে জীবজগতেব বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যেমন ভানু অর্থাৎ সূর্য তাঁব বথে একবাব মাত্র তুবঙ্গসংযোজন কবেন। শেষ অর্থাৎ অনন্তনাগ এ পৃথিবীব ভাব সর্বদাই নিজেব মস্তকে বহন কবে চলেছেন। এবা কখনো বিশ্রামলাভেব সুযোগ পায না। এ সকল দৃষ্টান্ত সম্যগ্ বিচাব কবে কঞ্চুকী মন্তব্য কবেন যে, '**ষষ্ঠাংশ-বৃত্তিঃ**' অর্থাৎ বাজাবও এই একই ধর্ম অর্থাৎ বাজাও কখনো বিশ্রাম লাভেব অবকাশ পান না। যেহেতু বাজা প্রজাদেব কাছ থেকে তাদেব উৎপন্ন শস্যেব ষষ্ঠভাগেব একভাগ বার্ষিক কবরূপে গ্রহণ কবেন, সেজন্য বাজাকে '**ষষ্ঠাংশ-বৃত্তিঃ**' বলা হয।

২৪। **হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জয়ত্যপঃ। (৬/২৮)**

এ সংসারে বিশেষ জীবের মধ্যে বিশেষ গুণের সমাবেশ দৃষ্ট হয়, যা' অন্যের মধ্যে দুর্লভ। এই বিশেষ গুণের কারণে তাকে অন্য জীব থেকে সহজে পৃথক করা যায়। যেমন, হংস জলমিশ্রিত দুধ থেকে কেবল দুধটুকু গ্রহণ করে, কিন্তু বর্জন করে জলকে। সুতরাং জলটুকু বর্জন করে কেবল দুগ্ধপান, এইটি হংসের বিশেষ গুণ বলে স্বীকাব করতে হবে। এ সংসারেও দেখা যায় যে, সুদক্ষ পুরুষ পরিহার্য এবং অপরিহার্যের মধ্যে পরিহার্যকে ত্যাগ করে কেবল অপরিহার্যকে রক্ষা করেন। রাজা দুষ্যন্তের বাণও রক্ষারযোগ্য ব্যক্তিকে রক্ষা করে এবং বধযোগ্য ব্যক্তিকে সংহার কবে। প্রচ্ছন্নরূপী ইন্দ্রসারথি মাতলি, বিদূষককে হত্যা করতে উদ্যত হলে, রাজা দুষ্যন্ত তাকে রক্ষা করাব উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষেপ করতে গিয়ে উক্ত মন্তব্য করেন।

২৫। **শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্ ॥ (৭/২৯)**

স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথে হেমকূটপর্বতশিখরে মহর্ষি মারীচের তপোবন দূর থেকে দেখে রাজর্ষি দুষ্যন্ত ভগবান্ কাশ্যপকে দর্শন করে পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন। দৈবক্রমে সেখানে পুত্র সর্বদমনের মাধ্যমে শকুন্তলার সঙ্গে বাজাব পুনর্মেলন সংঘটিত হয। অনন্তব মহর্ষি মারীচের সন্নিকটে পত্নী ও পুত্রেব সঙ্গে উপবিষ্ট বাজাকে লক্ষ্য কবে ভগবান্ মারীচ তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে বলেন,—রাজা স্বযং বিধিতুল্য, শকুন্তলা শ্রদ্ধাব ন্যায় এবং সর্বদমন বিত্তসদৃশ। শাস্ত্রে দৃঢ়প্রত্যযকে বলা হয শ্রদ্ধা, যজ্ঞাদি সম্পাদনের উপযোগী ধনকে বলা হয় বিত্ত, এবং শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠান হল বিধি। শ্রদ্ধা, বিত্ত ও বিধির সমবায়ে যেমন যজ্ঞকর্ম সুসম্পন্ন হয, ঠিক তেমনি স্ত্রী, পুত্র ও পতির সম্মেলনে গৃহকর্ম নিষ্পন্ন হয. এবং তাতে নিরতিশয আনন্দ পাওয়া যায়, এটুকু বলাই ভগবান্ মারীচের অভিপ্রায়।

সংস্কৃতে ভাব-সম্প্রসারণ ঃ

১। **"বলবদপি শিক্ষিতানাম্ আত্মনি অপ্রত্যয়ং চেতঃ।" (১/২)**

বিদুষাং পণ্ডিতানাং বলবদ্ দৃঢ়ং, ইদমুচিতমিদমনুচিতমিতি বিবেকশীলমপি চেতঃ মনঃ আত্মনি স্বস্মিন্ অপ্রত্যয়ং প্রত্যয়হীনং অবিশ্বসনীয়ং ভবতি। মহাকবিরত্র সূত্রধারমুখেন প্রতিপাদয়তি যৎ, অভিনয়সাফল্যং পণ্ডিতানাং মতাপেক্ষম্। পণ্ডিতাঃ খলু অভিনয়ান্তে শুভাশুভং মতং প্রকাশযন্তি। সুপ্রয়োগস্তু তেষাং সন্তোষায়

ভবতি, তদৈব অভিনবকৌশলং সার্থকং ভবতি। নচেৎ নটস্য স্বমতানুসারতঃ মূল্যনির্ধারণং ন যুজ্যতে। স্বরুচ্যনুযায়ি কর্ম ন সর্বেষাং প্রশংসাপদবীমারোহতি। কা কথা ইতরজনানাং সুশিক্ষিতানামপি দৃঢ়চিত্তানাং জনানাং মূল্যনির্ধারণে চিত্তং সংশয়াকুলং ভবতি। বিজ্ঞৈরপি আত্মনি তাবৎ বিশ্বাসো নৈব ক্রিয়তে, যাবৎ বিদুষাং পরিতোষঃ ন স্যাৎ ॥

২। **ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র। (১/১৫)**

জীবানাং ললাটে বিধিনা যদেব লিখিতং, তৎ নূনমেব সংঘটতে এব। ন তস্য কাপি বাধা ক্বচিদপি দৃশ্যতে। বস্তুতঃ অস্মাকং ললাটলিখনং ন কেনাপি ব্যাহন্তুং শক্যতে। অতএব কেনাপি কবিনা যদুক্তং—**লিখিতমিহ ললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ?**—তদপি অতীব সমীচীনং মন্যে। প্রতিকূলায়াম্ অবস্থায়ামপি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা নূনমেব সংঘটতে। সর্বত্র এব দৃশ্যতে তস্যাঃ অবকাশঃ। মহাকবিঃ ভবভূতিরপি আহ,—**কো নাম পাকাভিমুখস্য জন্তো র্দ্বারাণি দৈবস্য পিধাতুমিষ্টে।**" নাট্যকারঃ শ্রীহর্ষঃ অপি তৎকৃতায়াং রত্নাবল্যামাহ— **দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধেঃ দিশোঽপ্যন্তাদানীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিঃ অভিমতমভিমুখীভূত**" ইতি। অতএব সুষ্ঠুক্তং, তত্র ভবতা মহাকবিনা কালিদাসেন,—"**ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি হি সর্বত্র**" ইতি মন্যামহে ॥

৩। **দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈঃ উদ্যানলতাঃ বনলতাভিঃ। (১/২৬)**

উদ্যানলতা উদ্যানে বর্ধতে, পরং তু বনপ্রদেশে বর্ধতে বনলতা। উদ্যানলতা উদ্যানে এব বর্ধতে, পরং তু বনলতা জীবতি বনপ্রদেশে। উদ্যানলতাবনলতয়োর্মধ্যে নূনমেব প্রভেদো বর্ততে। উদ্যানলতা খলু অতীব যত্নেন লালিতা সতী বর্ণগন্ধৈঃ মনোহারিণী ভবতি। পুনঃ বনলতা অযত্নলালিতা অপি সৌন্দর্যসৌগন্ধ্যাদিভিঃ জনচিত্তং সন্তোষয়তি। এবং স্বভাবজাতা অযত্নলালিতা বনলতা যদি গুণৈঃ [illegible], তর্হি তৎ সত্যমেব বিস্ময়প্রদং ভবতি। আশ্রমবালাং দৃষ্ট্বা রাজর্ষি র্দুষ্যন্তঃ এবমবদৎ। বনবালানাং চিত্তহারি রূপং প্রেক্ষ্য রাজা এতাদৃশং রূপলাবণ্যং রাজান্তঃপুরে অপি সুদুর্লভমিতি মন্যতে ॥

৪। **"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডণং নাকৃতীনাম্।" (১/২০)**

মধুরাণাং নিসর্গরমণীয়ানাম্ আকৃতীনাং দেহানাং কিং মণ্ডণম্ অলংকরণং ন ভবতি, অপিতু স্বভাবমনোরমানাং কৃতে সর্বমপি মণ্ডণং জায়তে ইত্যর্থঃ। নিসর্গত এব যদ্বস্তু সুন্দরং তস্য সৌন্দর্যবর্ধনার্থং ন কেনাপি অলংকারেণ প্রয়োজনমস্তি।

কৃত্রিমাভবণং নিসর্গসুন্দরদেহস্য সৌন্দর্যবর্ধনায় ন প্রভবতি। প্রকৃতিজগতি অস্য বহবো দৃষ্টান্তাঃ লক্ষ্যন্তে। তথাহি পদ্মং শৈবলেনাপি আচ্ছন্নমপি অধিকতরং মনোরমং দৃশ্যতে। চন্দ্রস্য লক্ষ্ম মলিনমপি তৎ চন্দ্রস্য সৌন্দর্যবিঘাতকং ন ভবতি। এবং নিসর্গ-সুন্দরী শকুন্তলা বল্কলবসনেন আবৃতা অপি অধিকতরা মনোজ্ঞা লক্ষ্যতে। সর্বাণি খলু এতানি সম্যগ্ বিবিচ্য সুষ্ঠূক্তং মহাকবিনা,—কিমিব হি মধুরাণামিতি। অতীব নগণ্যমপি বস্তু নিসর্গরমণীয়দেহেষু মহার্ঘাভরণস্য ভূমিকাং নয়তি ইতি সরলার্থঃ ॥

৫। **"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।" (১/২৫)**

চঞ্চলপ্রভা বিদ্যুৎ কদাপি ভূতলাদ্ নৈব উৎপদ্যতে ইতি উদ্ধৃতবাক্যাংশস্য সরলার্থঃ। কারণাদেব কার্যোৎপত্তিঃ, কারণমৃতে কার্যোৎপত্তি র্নৈব সম্ভবতি। তথা কাবণগুণাঃ এব কার্যে সংক্রমন্তে ইতি মতবিশেযোঽস্তি পণ্ডিতানাম্। তথাহি মৃন্ময়ঘটস্য মৃত্তিকাজাতত্বাৎ মৃত্তিকায়াঃ বিশেষগুণস্য গন্ধস্য অনুভবঃ মৃত্তিকানির্মিতঘটেঽপি সম্ভবতি। চঞ্চলা চ ক্ষণপ্রভা ন কদাপি ভূগর্ভাদ্ উদেতি। বসুধাভূতস্য পদার্থস্য কস্যচিদ্ এবম্ ঔজ্জ্বল্যাভাবাৎ। সা চ কেবলং জ্যোতির্ময়-গগনদেশাৎ এব ভবিতুমলম্। তথাচ আহ শ্রীহর্ষঃ নাগানন্দে,—"অথবা রত্নাকরাদৃতে কুতঃ চন্দ্রলেখায়াঃ প্রসূতিরিতি।" শকুন্তলায়াঃ অলোকসামান্যং রূপমবলোক্য বিস্ময়াবিষ্টঃ বাজা শকুন্তলায়াঃ জন্মবৃত্তান্তমাশ্রিত্য এবং মন্তব্যমকরোৎ "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকস্য প্রথমে অংকে ॥

৬। **সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ। (১/২০)**

সন্দেহপদেষু সংশয়াস্পদেষু বস্তুষু সজ্জনানাম্ অন্তঃকরণস্য প্রবৃত্তয়ঃ বিবেকস্য নির্দেশঃ প্রমাণম্ নির্ণয়হেতুঃ ভবতি ইতি। সন্দেহবিষয়ীভূতে পদার্থে প্রমাণান্তরা-ভাবে সজ্জনানাং হৃদয়বৃত্তিরেব অনুসন্ধেয়া। সন্দিগ্ধে বিষয়ে সাধূণাম্ অন্তঃ কবণস্য প্রবৃত্তিরেব প্রমাণত্বেন গৃহ্যতে. তথাচ আহ মনুঃ,—"বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম। আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনঃ তুষ্টিরেব চ ॥" মুনিকন্যায়াং সঞ্জাতাভিঃযঃ বাজর্ষিঃ দুষ্যন্তঃ তস্যাঃ পরিণয়ার্হত্বম্ উৎপেক্ষ-মাণঃ নিষ্কলুযাত্মচিত্তবৃত্তিম্ এব প্রমাণীকুর্বন্ আহ,—নিয়তং সা ক্ষত্রিয়বালা ইতি মম পবিণয়ার্হা, যতঃ আর্যস্য মম শকুন্তলাং প্রতি অভিলাষং সাধুত্বেন অবধাবয়ামি ॥

৭। **"বৎসে। দিষ্ট্যা ধূমোপরুদ্ধদৃষ্টেরপি যজমানস্য পাবকস্যৈব মুখে আহুতি র্নিপতিতা।"**

যজ্ঞধূমেন যজমানস্য দৃষ্টিরাচ্ছন্না ভবতি চেৎ, তর্হি তেন প্রদত্তা আহুতিঃ পাবকস্য মুখে কথমপি পততি, ন পততি বা। পরং তু যস্য যজমানস্য দৃষ্টিঃ যজ্ঞধূমেন আকুলিতা ন ভবতি, তৎপ্রদত্তা আহুতিঃ নূনমেব যজ্ঞাগ্নৌ পততি। নাস্তি ইত্যত্র কোঽপি সন্দেহঃ। পরং তু সৌভাগ্যবশাৎ ক্বচিৎ ক্বচিৎ যজ্ঞধূমেন উপরুদ্ধদৃষ্টেঃ যজমানস্য অপি আহুতিঃ পাবকস্য মুখে পততি ॥

৮। **লভেত প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ম্**
শ্রিয়া দুরাপঃ কথম্ ঈপ্সিতো ভবেৎ ॥ (৩/১১)

প্রার্থী শ্রিয়ং প্রার্থয়তে, লক্ষ্মীং প্রাপ্তুং প্রার্থয়িতা সততং যততে। কিন্তু স তাং লভতে বা ন বা। তস্য প্রযাসঃ কদাপি সফলঃ ভবতি, নিষ্ফলঃ বা কদাপি জায়তে। যদি তস্য ভাগ্যং সুপ্রসন্নং ভবতি, তদা নূনমেব তেন লক্ষ্মীঃ লভ্যতে, তস্য ভাগ্যং বিরূপং ভবতি চেৎ, তর্হি স শ্রিয়ং ন প্রাপ্নোতি। পবং তু শ্রীঃ যদি যাচকার্থিনী স্যাৎ, সা লীলযা তং লভতে। লক্ষ্ম্যা ঈপ্সিতজনলাভঃ ন দুর্লভঃ ভবতি ॥

৯। **আশংকসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্। (৩/)**

অনলরত্নযোঃ ভেদঃ অবশ্যমেব স্বীকর্তব্যঃ। অনলশিখা যথা জ্যোতির্ময়ী, তথা রত্নমপি জ্যোতির্ময়ং ভবতি। অগ্নিশিখাযাং দাহিকা শক্তিবস্তি, তস্য স্পর্শেন কশ্চিদপি দগ্ধঃ ভবতি। অতঃ জ্যোতির্মযাগ্নিশিখায়াঃ স্পর্শঃ তু ন সুখকবঃ। প্রত্যুত জ্যোতির্ময়বত্নস্য স্পর্শঃ সুখং নিতবাম্ আবহতি। অতঃ জ্যোতিঃসত্ত্বেঽপি উভয়োঃ অনলবত্নযোঃ প্রভেদঃ দৃশ্যতে। অলোকরূপলাবণ্যবতীং শকুন্তলাং পত্নীত্বেন স্বীকর্তুং রাজর্ষিঃ দুযান্তঃ মনশ্চকার। পবং তু তস্য মনসি শকুন্তলা বিপ্রকন্যা বা ন বা ইতি কশ্চিৎ সন্দেহঃ জাতঃ। প্রিয়ংবদামুখাৎ সর্বমেব শকুন্তলাবৃত্তান্তং শ্রুত্বা বাজর্ষিঃ সন্দেহমুক্তঃ অভবৎ ॥

১০। **চক্রবাকবধূ। আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্। ননু উপস্থিতা রজনী। (৩/)**

চক্রবাকঃ পক্ষিবিশেষঃ, তস্য বধূঃ পত্নী চক্রবাকী ইত্যর্থঃ, তৎসম্বুদ্ধৌ চক্রবাকী। সহ সার্ধং সততং চবতি ইতি সহচবঃ, তম্ আত্মনঃ প্রিয়ম্ আমন্ত্রয়স্ব, অন্যো-দ্যুরাগমনার্থম্ আমন্ত্রণং কুরু। অদ্য চ সহবাসাদি বিরতা ভব, যতো হি ননু নিশ্চয়মেব রজনী রাত্রিঃ উপস্থিতা সমাগতা ইতি। যথা দিবসে চক্রবাকী সহচবেণ চক্রবাকেন সহ বিচবতি বিহরতি, কিন্তু সমাগতায়াং রজন্যাং তদ্‌বিযুক্তা ভবতি, তথৈব স্বপ্রিয়ে সমধিকপ্রেমশালিনী ত্বং প্রিয়েণ মহা

বিহারং কৃত্বা সম্প্রতি তং পরিত্যজ্য তস্মাৎ বিযুক্তা ভব। যতো হি যুবয়োঃ বিয়োগকারিণী গৌতমী সমাগচ্ছতি ইতি। লতাগৃহে একান্তে প্রেমালাপং কুর্বতোঃ শকুন্তলাদুষ্যন্তয়োঃ শকুন্তলায়াঃ অস্বাস্থ্যং শ্রুত্বা তজ্জ্ঞাতার্থং তত্র সমাগচ্ছন্তী গৌতমী সূচযন্ত্যোঃ শকুন্তলাসখ্যোরুক্তিরিয়মস্তি ॥

১১। **কো নামোষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি। (৩/)**

কঃ কো জনঃ তাবদিতি বাক্যপূর্তয়ে উষ্ণোদকেন তপ্তবারিণা নবমালিকাং তদাখ্যাং লতাং সিঞ্চতি সেচনং করোতি, ন কোঽপি ইত্যর্থঃ। যতঃ উষ্ণোদক-সিঞ্চনেন নবমালিকা লতা ন জীবতি, তস্যাঃ পেলবাতিশয্যাৎ, উষ্ণত্বসহনস্য ক্ষমতাভাবাচ্চ। যথা উষ্ণোদকেন নবমালিকায়াঃ সিঞ্চনমনুচিতং তথৈবানেন শাপবৃত্তান্তেন প্রকৃতিকোমলায়াঃ শকুন্তলায়াঃ হৃদয়দূষণমপি নৈব কর্ত্তব্যম্। যদা অনসূয়া "দ্বয়োরেবাবয়োর্হৃদয়ে এষ বৃত্তান্তস্তিষ্ঠতু। রক্ষণীয়া খলু প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী" ইতি প্রিয়ংবদামুদ্দিশ্য অবদৎ, তদা প্রিয়ংবদা এবম-কথযৎ ॥

১২। **গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথাহি কুমুদ্বতীং দিবসঃ। (৩/১৪)**

দিবসঃ যথা যাবন্মাত্রং শশাঙ্কং চন্দ্রমসং গ্লপয়তি পীড়য়তি, ন তথা তাবন্মাত্রং কুমুদ্বতীং কুমুদিনীং ক্লেশয়তি। সমাগতে দিবসে কুমুদিনী সংকোচমাপ্নোতি, মালিন্যতাং চ অধিগচ্ছতি, কিন্তু তস্যাঃ সত্তা তু বিনাশো ন জায়তে, পরং তু শশাংকঃ সর্বথা বিনষ্টো ভবতি। আকাশে কিঞ্চিন্মাত্রমপি তচ্ছোভা ন বিবাজতে। এবং মদনেন যথা দুষ্যন্তস্য মনসি সমধিকঃ তাপঃ উৎপদ্যতে, ন তথা তব শকুন্তলায়াঃ ইতি দুষ্যন্তস্যাভিপ্রায়ঃ। রাজা এব অস্যাঃ শকুন্তলায়াঃ তাপহেতুরিতি জ্ঞাত্বা প্রণয়লিপিলেখনায় সখীভ্যাং পবামৃষ্টা শকুন্তলা যদা পত্রং লিখিত্বা সখ্যৌ শ্রাবয়তি তদা তদ্ শ্রাবং শ্রুত্বা বাজা কথয়তি ॥

১৩। **"অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব।" (৪/২৯)**

কন্যা পবস্য অয়মিতি পবকীয়ঃ অন্যৎস্বামিকঃ এব হি অর্থঃ ধনম্। যাবৎ কন্যা পিত্রালয়ে তিষ্ঠতি তাবৎ তাং ন্যস্তং ধনম্ ইব সযত্নং বক্ষতি পিতা ইতি ভাবঃ। অতঃ তাং তাদৃশীং পবধনভূতাং কন্যামদ্য পবিগ্রহীতুঃ স্বামিনঃ সমীপং সংপ্রেষ্য স্থিতস্য মম মহর্ষেঃ কণ্বস্য অন্তরাত্মা চিত্তং প্রত্যর্পিতঃ পুনরর্পিতঃ ন্যাসঃ নিক্ষেপ-ন্যস্তং ধনমিতি ভাবঃ, যেন তাদৃশঃ ইব প্রকামম্ অত্যন্তং বিশদঃ বিমলঃ চিন্তামুক্তঃ ইত্যর্থঃ জাতঃ।

পরকীয়স্য ন্যাসস্য প্রত্যর্পণে যথা চিত্তপ্রশান্তিঃ, তথা কন্যায়াঃ পতিগৃহপ্রেরণেন পিতুঃ চিত্তপ্রশান্তিঃ জায়তে ইত্যত্র উপমানাম অলংকারঃ। ইন্দ্রবজ্রা চ বৃত্তম্। অনুরূপোক্তিস্তু লভ্যতে ভাসকৃতে স্বপ্নবাসবদত্তমিতি নাটকে.— "দুঃখং ন্যাসস্য রক্ষণম্" ইতি ॥

১৪। **তেজো দ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং**
লোকো নিয়ম্যতে ইবৈষ দশান্তরেষু ॥ (৪/২)

চন্দ্রসূর্যরূপস্য জ্যোতিষ্কদ্বয়স্য যুগপৎ একমেব অস্তগমনোদযাভ্যাং কাচন লোকশিক্ষা ভবতি, মানবানাং ভাগ্যদশা চ অনুমীয়তে। এবম্ উদয়াস্তাভ্যাং লোকেঽস্মিন্ মনুষ্যাণাং দশাপরিবর্তনং দৃশ্যতে। উক্তং চ মহাকবিনা কালিদাসেন "নীচৈর্গচ্ছতি উপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।" বিপৎসম্পদ্ভ্যাং চ লোকযাত্রা প্রচলতি। ন কোঽপি চিরম্ উন্নতঃ, চিরম্ অবনতশ্চ ভবতি। চক্রবৎ পবিবর্ত্তন্তে লোকস্য সুখানি দুঃখানি চ। অতঃ ভাগ্যস্য পরিবর্তনম্ অনিবার্যমিতি সম্যগ্ বিবিচ্য কস্যাপি জনস্য সম্পদি গর্বিতঃ বিপদি চ ম্রিয়মাণঃ ভবিতুং নার্হতি ইতি সরলার্থঃ ॥

১৫। **জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব ॥ (৫/১০)**

বিবিক্তসেবী যো জনঃ সঃ জনাকীর্ণে প্রদেশে ন কদাপি স্থাতুং শক্নোতি। তস্য নিভৃতং স্থানমেব প্রিয়ং ভবতি। কোলাহলমুখরং স্থানং তস্মৈ কদাপি ন রোচতে। অগ্নিপবিবৃতং গৃহং যথা প্রাণভয়াৎ পরিত্যাজ্যং তথৈব জনাকীর্ণং স্থানং তেন নিভৃতবাসিনা ত্যাজ্যমিতি মন্যতে। জনশূন্যপ্রদেশে সংবাসাদ্ জনসংঘট্টঃ তস্য সর্বথা অসহনীয এব স্যাদিতি ভাবঃ। নিভৃতস্থাননিবাসিনঃ জনাঃ জনবহুলে কোলাহলমুখবপ্রদেশে কদাপি ক্ষণমপি স্থাতুং ন শক্নুবন্তি। যতঃ এতাদৃশে প্রদেশে তেষাম্ অবস্থানম্ অভ্যাসবিরুদ্ধম্ ॥

১৬। **অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্। (৫/১২)**

সজ্জনাঃ ঐশ্বর্যোৎকর্ষৈঃ ঔদ্ধত্যরহিতাঃ নম্রাঃ চ ভবন্তি। প্রাকৃতজনাঃ ঐশ্বর্যেণ মত্তাঃ সন্তঃ অবিনয়ম্ আচরন্তি, সাধবঃ তু ন তথা। ঐশ্বর্যং ন কদাপি সজ্জনানাং চিত্তং চালয়িতুং সমর্থং ভবতি। তে সম্পদি বিপদি চ সততম্ অবিচলিতাঃ তিষ্ঠন্তি। সর্বাসু অবস্থাসু তেষাং সমাবস্থা দৃশ্যতে। চিত্তবিকাবস্য হেতৌ উপস্থিতে সতি অপি তেবাং চেতাংসি ন কদাপি বিকারং গচ্ছন্তি। নিয়তং তে বিনযাঃ ভবন্তি। অস্মিন্ জগতি বহবঃ দৃষ্টান্তাঃ দৃশ্যন্তে। তথাহি বৃক্ষাঃ ফলভারেণ আনতাঃ

ভবন্তি। বর্ষাসু জলগর্ভাঃ মেঘাঃ ভূমেঃ সমীপবর্তিনঃ ভবন্তি। পবহিতব্রতীনাং হি ঈদৃশী প্রকৃতিঃ। পবহিতব্রতিনঃ নিযতং বিনযম্ আচবন্তি, ন তে কদাপি ঔদ্ধত্যম্ অবলম্বতে ইতি ভাবঃ ॥

১৭। **অজ্ঞাতহৃদযেষু এবং বৈবীভবতি সৌহৃদম্ ॥ (৫/২৪)**

ব্যবহাবাদিনা অপবিজ্ঞাতচিত্তেষু মৈত্রী বিদ্বেষায কল্পতে। অজ্ঞাতকুলশীলেষু জনেষু প্রণযোঽপি বিদ্বেষাযতে ইত্যর্থঃ। মৈত্রীবিষযে প্রণযবিষযে চ চপলতা সবথা পবিহর্তব্যা। সর্ববিধং চাপল্যং বর্জযিত্বা অপবস্য চিত্তপবিচযং সম্যগ্ বিদিত্বা চ তেন সহ প্রণযঃ কর্তব্যঃ। পবিচিতেন সহ মৈত্রী কার্যা। সা মৈত্রী দীর্ঘস্থাযিনী ভবতি। অপবস্য স্বভাবাদিকং জ্ঞাত্বা এব কৃতা মৈত্রী ন শীঘ্রং নশ্যতি। গোপনপ্রণযস্তু বিশেষতঃ পবিচযম অপেক্ষতে। অন্যথা প্রতিপদং প্রতাবণাসম্ভাবনা দৃশ্যতে। অজ্ঞাতকুলশীলেন সহ মেলনং যদি আপাততঃ মধুবং স্যাৎ, পবিণামে তু তৎ বিষমযং ফলং প্রসূতে। অজ্ঞাতপবিচযস্য জনস্য মনোবৃত্তিজ্ঞানাভাবাৎ তত্র অবশ্যমেব প্রণযভঙ্গাদিনা অশান্তির্জাযতে। তদা হি শত্রুত্বায কল্পতে ঈদৃশী মৈত্রী। যথা বাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য পবিচযং সূক্ষ্মতো ন জ্ঞাত্বা কৃতপ্রণযা স্বভাবসবলা শকুন্তলা তেন প্রতাবিতা প্রত্যাখ্যাতা চেতি ভাবঃ ॥

১৮। **উপপন্না হি দাবেষু প্রভুতা সর্বতোমুখী। (৫/২৬)**

ভর্তা বক্ষতি যৌবনে ইতি স্মৃতিবচনেন স্ত্রিযা অস্বাতন্ত্র্যাৎ লোকে হি ভার্যা ভর্তুবধীনা ভবতি। ভর্তা শাস্ত্রীযবিধিনা তাং স্বীকৃত্য পালযতি। সা পত্নী হি তস্যৈব ধর্মার্থকামাদিচতুর্বর্গসাধনে সহাযিকা ভবতি, এবং মিথঃ সম্পর্কদার্ঢ্যাৎ ভর্তুবধীনে তস্যাঃ অবস্থানাৎ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি। ভর্তা তু তস্যাঃ তাডণে বক্ষণে ত্যাগে বা সর্বত্র স্বামী। যথাবিধি পবিণীতাযাম ভার্যাযাম্ এবং তস্য সবপ্রকাবা ক্ষমতা সমীচীনা দৃশ্যতে। শকুন্তলাপি গান্ধর্ববিধিনা বাজ্ঞা দুষ্যন্তেন পবিণীতা। তস্যাম অস্তি তস্য সর্বতঃ প্রভুত্বম। শকুন্তলাযাঃ ত্যাগে গ্রহণে বা বাজ্ঞঃ ইচ্ছা অত্র কার্যকাবিণী ভবতু ইতি ভাবঃ ॥

১৯। **বশিনাং হি পবপবিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ। (৫/২৮)**

জিতেন্দ্রিযানাং জনানাং বৃত্তিঃ সদৈব পবভার্যাসংসর্গবিমুখী ভবতি। ন তে কদাপি পবস্ত্রীষু আসক্তচিত্তাঃ ভবন্তি। সংযমিনঃ পুরুষাঃ ন কদাপি স্বভার্যাম্ অনাদৃত্য পবস্ত্রীষু অনুবক্তাঃ ভবন্তি। অত্র কবিপ্রসিদ্ধিবস্তি যৎ, চন্দ্রঃ কুমুদিনী-পতিঃ, সূর্যস্তু

পদ্মিনীপতিঃ। অতঃ কুমুদিন্যা সহ চন্দ্রস্য, পদ্মিন্যা সহ সূর্যস্য সংযোগাৎ, চন্দ্রঃ কুমুদং প্রস্ফুটয়তি, সূর্যস্তু পদ্মম্। কুমুদিনীং বিনা চন্দ্রস্য নান্যসংযোগঃ, এবং নান্যসম্পর্কঃ সূর্যস্য পদ্মিনীং বিনা। লোকেঽস্মিন্ স্বস্ত্রিয়াং রতিঃ প্রশংসিতা ন তু পরস্ত্রিয়াম্। পরস্ত্রীসংসর্গঃ পাপকারণম্ ইতি খ্যাতম্। অতঃ বশিনঃ সজ্জনস্য মনোবৃত্তিঃ পরস্ত্রীসংসর্গে বিমুখী ভবতি ॥

২০। **তমস্তপতি ঘর্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি। (৫/১৪)**

সূর্যোদয়ে সতি অন্ধকারাগমো ন কথমপি সম্ভবতি। সূর্যঃ স্বকিরণজালেন সমগ্রং জগৎ উদ্ভাসয়তি। যদা সূর্যো ন দৃশ্যতে তদৈব অন্ধকারঃ নান্যথা। এবং রাজাপি রাজ্যপালকঃ, স খলু রাজ্যশৃঙ্খলারক্ষার্থং প্রজাপালনায় চ নিয়তং যততে। স দুর্বলোপরি প্রবলানাম্ অত্যাচারং নিবারয়তি। রাজকার্যে অস্মিন্ তস্য ঔদাসীন্যাৎ রাজ্যে মাৎস্যন্যায়ঃ প্রবর্ততে। সুশাসকঃ দুষ্যন্তঃ অপি রাজ্যে ধর্মানুষ্ঠানার্থং সর্বাং ব্যবস্থাং গৃহ্ণাতি। তদ্ভয়াৎ দুষ্টাঃ রাক্ষসাঃ অপি ধর্মবিঘ্নসম্পাদনায় ন প্রভবন্তি। সজ্জনরক্ষকে দুষ্যন্তে বিদ্যমানে রাজ্যে ধর্মবিঘ্নাভাবাৎ সুষ্ঠু যজ্ঞকার্যাদিকং প্রচলতি ইতি ভাবার্থঃ ॥

২১। **অনুভবতি হি মূর্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণম্।**
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্ ॥ (৫/৭)

মহান্ পরোপকারী বৃক্ষ ইত্যত্র নাস্তি কোঽপি সংশয়ঃ। পরহিতায় বৃক্ষোঽয়ং নিঃশেষেণ আত্মনঃ সর্বস্বং বিতরতি। তীক্ষ্ণং সূর্যাতপং বৃক্ষঃ স্বয়ং স্বমস্তকেন সহতে, পরং তু স্বয়ং ক্লেশম্ অনুভবন্নপি তদাশ্রিতান্ পথিকান্ নিয়তং সেবতে। নিদাঘক্লিষ্টঃ জনঃ যদি শৈত্যলাভায় শান্তিদূরীকরণায় চ তরুতলম্ আশ্রয়তে তর্হি স্বয়ং তপ্তোঽপি তরুঃ শীতলছায়াদানেন তস্য শান্তিং বিদধাতি। অতঃ বৃক্ষঃ নূনমেব পরমঃ উপকারকঃ, মহান্ পরহিতব্রতী চ। এবং রাজাপি আত্মসুখবিসর্জনেন সদৈব প্রজানাং কল্যাণবিধানার্থং যততে, স্বয়ং দুঃখমঙ্গীকৃত্য অপি রাজা সামদানাদিভিঃ পরখেদং নিবারয়তি ইতি সরলার্থঃ ॥

২২। **নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায়**
রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্ ॥ (৫/৬)

রাজ্যং শ্রমায় এব অস্তি, নতু শ্রমাপনয়নায়। রাজ্যে প্রতিষ্ঠা কেবলম্ অলব্ধ লাভনিমিত্তোৎকণ্ঠাম অবসাদয়তি সমাপয়তি, পরং তু লব্ধস্য বস্তুনঃ পরিপালনং

রক্ষণং চ নিরতিশয়ং ক্লেশকরং ভবতি। আতপাৎ আত্মরক্ষার্থং শ্রমাপনোদনার্থং চ ছত্রং ধারয়তি পথিকঃ। মস্তকোপরি ছত্রধারণেন পথিকস্য রৌদ্রতাপনিবারণ-জনিতং সুখং সম্ভবতি। পরং তু রাজ্ঞা রাজছত্রধারণং ন তথা ভবতি। স্বহস্তেন রাজছত্রধারণং যথা শ্রমায় ভবতি, ন তথা শ্রমাপনোদনায়। রাজছত্রং হস্তেন ধৃত্বা রাজ্যশাসনেন তথা প্রজাপালনেন যাবৎ কষ্টং শ্রমং চ ভবতি, ন তাবৎ সুখং শ্রমাপনোদনং চ ভবতি। রাজ্যশাসনভারঃ যাবৎপরিমাণেন শ্রমং জনয়তি, ন তাবৎপরিমাণেন নাশয়তি শ্রমমিতি সরলার্থঃ ॥

২৩। "মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েণ ঐশ্বর্যমত্তানাম্।" (৫/১৮)

যদা রাজা দুষ্যন্তঃ শকুন্তলাজ্ঞান-মন্থরো জায়তে, আত্মনঃ পত্নীত্বেন তাং ন স্বীকরোতি। অতঃ শার্ঙ্গরবঃ তস্য ধর্মবিমুখতাং প্রতিপাদয়ন্ কথয়তি। ঐশ্বর্যেণ গর্বিতানাং জনানাং প্রায়েণ বাহুল্যেন বা অমী কৃতকার্যদ্বেষাদিরূপাঃ বিকারাঃ স্বভাবপরিবৃত্তয়ঃ মূর্চ্ছন্তি বর্ধন্তে ইতি ভাবঃ। কণ্বাশ্রমস্য নিভৃতপরিবেশে গান্ধর্ববিধিনা পরিণীতাং শকুন্তলাং সম্প্রতি হস্তিনাপুরস্য রাজপ্রাসাদে পত্নীত্বেন স্বীকারমকুর্বন্ রাজা দুষ্যন্তঃ ঐশ্বর্যমত্ততাজনিতং বিকারং গতঃ। অতঃ শার্ঙ্গরবঃ আহ—ভবন্তঃ রাজানঃ সন্তি। ঐশ্বর্য্যমত্তৈরেব ভবদ্ভিরিয়ং ন পরিজ্ঞায়তে ইতি ॥

২৪। সমানয়ংস্তুল্যগুণং বধূবরং চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ ॥ (৫)

প্রজাপতিঃ ব্রহ্মৈব বধূবরং যোজয়তি, বধূবরয়োঃ মধ্যে মেলনং সংঘটয়তি। পরং তু তুল্যাঃ গুণাঃ কুলশীলসৌন্দর্যাদয়ঃ যস্য তৎ তুল্যগুণং গুণৈঃ অন্যোন্যানুরূপং বধূঃ নবপরিণীতা স্ত্রী বরঃ বোঢ়া চ তয়োঃ সমাহারঃ ইতি বধূবরম্ সমানয়ন্ সংযোজয়ন্ প্রজাপতিঃ বেধাঃ চিরস্য চিরকালেন নিন্দাং ন গতঃ। বিষমা হি বিধাতুঃ সংঘটনরীতিঃ ইতি লোকাপবাদাৎ নিষ্কৃতিং গতঃ। ॥

২৫। অচেতনং নাম গুণং ন বীক্ষ্যতে। (৬/১৩)

অচেতনং চেতনারহিতং বস্তু গুণং পদার্থবিশেষস্য উৎকৃষ্টতা প্রতিপাদকং সৌন্দর্যাদিকং প্রেমাদিকং বা ন বীক্ষ্যতে ন পশ্যতীতি। অচেতনেন ত্বয়া তদঙ্গুলি-বিযুক্তা ইতি ন যুক্তং নাম। অথবা অচেতনং গুণানাং তারতম্যপরিজ্ঞানেন মন্থরং জড়ং বস্তু গুণং করস্য সুখস্পর্শাদিকং ন লক্ষয়েৎ ন জানীয়াৎ। অতো যুক্তম্ অস্য জলে পতনম্, কিন্তু ময়া এব চেতনাভিমানবতা ইতি ভাবঃ, কস্মাৎ হেতোঃ প্রিয়া অবধীরতা প্রত্যাখ্যাতা। চেতনোঽপি অহম্ অচেতনঃ ইতি ভাবঃ। শকুন্তলাবিয়োগানলান্দহ্যমানহৃদয়ঃ রাজা অঙ্গুরীয়কম্ তিরস্করোতি ॥

২৬। **ন কদাপি সৎপুরুষাঃ শোকচিত্তা ভবন্তি। (৬/)**

সৎপুরুষাঃ সজ্জনাঃ শ্রেষ্ঠজনাঃ মহাজনা ইত্যর্থঃ কদাপি ন শোকঃ চিত্তে মনসি যেষাং তে শোকবিহ্বলাঃ ভবন্তি। সৎপুরুষাঃ ন কদাপি হর্ষেণ উৎফুল্লাঃ ভবন্তি, নৈব চ শোকে বিষণ্ণাঃ ভবন্তি। সর্বাসু অবস্থাসু সজ্জনাঃ একরূপতা অবলম্বন্তে। সততং তে সুখে দুঃখে চ, শোকে হর্ষে চ সমমনোভাবাপন্নাঃ ভবন্তি। পূর্বম্ উপস্থিতা শকুন্তলা শাপবশাৎ বিস্মৃতা, নৈব স্বীকৃতা ইতি, পশ্চাত্তু প্রাপ্তে অঙ্গরীয়কে শাপে শিথিলে সতি রাজা তদ্‌বিয়োগং স্মারং দুঃখিতো জায়তে, তদা বিদূষকঃ তং সান্ত্বয়ন্ এবমবদৎ ॥

২৭। **"হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জয়ত্যপঃ"। (৬/২৮)**

অস্মিন্নেব সংসারে জীববিশেষস্য বিশেষগুণঃ বিদ্যতে। যেন গুণেন হেতুনা তমেব অপরেভ্যঃ জীবেভ্যঃ পৃথক্‌করণং সম্ভবতি। হংসঃ দুগ্ধং পিবতি, জলং চ বর্জয়তি। হংসায় পানার্থং জলমিশ্রিতং দুগ্ধং দীয়তে চেৎ, তর্হি হংসেন জলং পরিত্যজ্য কেবলং দুগ্ধং পীয়তে। জলদুগ্ধয়োঃ মিশ্রণাৎ জলং বর্জয়িত্বা কেবলং দুগ্ধপানায় হংসস্য নূনমেব বিশেষগুণঃ অস্তি। লোকেঽপি দৃশ্যতে যৎ, সুদক্ষপুরুষঃ পরিহার্যাপরিহার্যয়োঃ মধ্যে পরিহার্যং বর্জয়িত্বা অপরিহার্যং সযত্নং রক্ষতি। অত্রাপি রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য বাণঃ রক্ষার্হস্য রক্ষণার্থং বধার্থস্য বধায় চ প্রযুজ্যতে। ব্রাহ্মণো বিদূষকঃ দুষ্যন্তেন সর্বথা রক্ষণীয় ইতি ভাবঃ ॥

২৮। **শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্। (৭/২৯)**

শ্রদ্ধা নাম শাস্ত্রেষু দৃঢ়প্রত্যয়ঃ। বিত্তং যজ্ঞাদিসাধনোপযোগি ধনম্। বিধিঃ শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠানম্। শ্রদ্ধাবিত্তবিধীনাং সমবায়ে যজ্ঞকর্ম সুসম্পন্নং ভবতি। যজ্ঞকর্মণি ত্রিতয়মিদং নূনমেব অপরিহার্যম্। এবং গৃহকার্যমপি স্ত্রীপুত্রপতীনাং সম্মেলনাদেব নিষ্পন্নম্ আনন্দকরং চ ভবতি। অত্র পতিঃ বিধিতুল্যঃ, পত্নী শ্রদ্ধোপমা, পুত্রশ্চ বিত্তসদৃশঃ। ভগবতঃ মারীচস্যাশ্রমে যদা মারীচমভিতঃ সদারাপত্যঃ রাজা দুষ্যন্তঃ উপবিষ্টঃ অভবৎ, তদা একৈকং নির্দিশন্ ভগবান্ মারীচঃ এবং প্রস্তৌতি স্ম,—"শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্" ইতি ॥

বাংলায় প্রশ্নোত্তর সমূহ ঃ

১। What, according to Kalidasa are the merits of hunting? According to Dharmasastrakars মৃগয়া is a 'ব্যসন'। But in the drama it is said "মিথ্যেব ব্যসনং বদন্তি। মৃগয়ামীদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ?" How would you reconcile? (মহাকবি কালিদাসের মতে মৃগয়ার গুণ কি কি? ধর্মশাস্ত্রকারগণ 'মৃগয়া'কে ব্যসন বলেছেন। নাটকে বলা হয়েছে, তা' মিথ্যা, মৃগয়ার ন্যায় বিনোদন আর নেই। উভয়ের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করবে?)

মহাকবি কালিদাস তাঁর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রথম অংকে প্রসঙ্গক্রমে পর পর দুটি শ্লোকে মৃগয়ার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। "অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্বম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হয়েছে, (১) নিয়ত ধনুকের জ্যা-আকর্ষণের জন্য দেহের পূর্বভাগ কঠিন হয়, (২) দেহ সূর্যকিরণ সহ্য করবার যোগ্যতা লাভ করে, (৩) শ্রমে দেহ অবসন্ন হয় না, (৪) দেহ কৃশ হলেও বিশালতার জন্য তা' লক্ষ্য করা যায় না, এবং (৫) পর্বতবিহারী হস্তীব ন্যায় দেহে প্রভূত বলের সঞ্চার হয়। পুনঃ "মেদশ্ছেদকৃশোদরম্" ইত্যাদি শ্লোকেও বলা হয়েছে, (১) মেদক্ষয়হেতু উদর কৃশ হয়, ফলে দেহ লঘু ও পরিশ্রমযোগ্য হয়, (২) ভয় ও ক্রোধের সময় প্রাণিগণের চিত্তবিকার লক্ষ্য করা যায়, (৩) চঞ্চল লক্ষ্য বিদ্ধ করতে সক্ষম হলেই ধনুর্ধরের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়,—এ সকল গুণের উল্লেখ করে সিদ্ধান্তে মহাকবি মন্তব্য করেন,—**"মিথ্যেব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ ?"**

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারগণ একবাক্যে মৃগয়াকে কামজব্যসন বলে নিন্দা করেছেন। এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও কেবল জীবহিংসার জন্য মৃগয়াকে অন্যতম "কামজব্যসন" বলা হয়। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের মতে তা' যথার্থ নয়। তিনি বলেন যে, মৃগয়ার ন্যায় অবসরবিনোদনের আর প্রকৃষ্ট উপায় নেই। এ বিষয়ে মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লূকভট্ট পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে যে প্রয়াস পেয়েছেন, তা' অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি বলেন,—"ব্যসনেষু অতিপ্রসক্তিরেব দূষ্যতে, ন তু তৎসেবনম্।" অর্থাৎ কুল্লূকভট্টের মতে ব্যসনে অতিপ্রসক্তি অর্থাৎ অত্যধিক আসক্তি দূষণীয় হলেও ব্যসনের সেবনমাত্রই দূষণীয় নয়। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রকারগণের সঙ্গে মহাকবি কালিদাসের এই মতপার্থক্য আপাতঃ দৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হলেও বিশেষদৃষ্টিতে মূলতঃ উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই ॥

২। What was the necessity of introducing a elephant's raid in the 1st Act of the drama "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"? explain the allegory

underlying the episode. ('অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রথম অংকে হস্তীর উপদ্রবের উপাখ্যানের অবতারণার প্রয়োজন কি তা বিশ্লেষণ কর। এ উপাখ্যানের অন্তরালে নিহিত রূপকটি ব্যাখ্যা কর।)

মৃগয়ায় বহির্গত হয়ে হস্তিনাপুরের অধিপতি দুষ্যন্ত মালিনীতীরবর্তী মহর্ষি কণ্বের তপোবনের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে, বৈখানসদের অনুরোধে বিনীতবেশে আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হলে সহসা তাঁর দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হল। বিস্ময়চকিত রাজা ভাবলেন,—একি ঋষির আশ্রমে দিব্যাঙ্গনালাভ। পরক্ষণেই বললেন, "অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র"—অর্থাৎ যা অবশ্যম্ভাবী তা' যেকোন অবস্থায় সর্বত্রই ঘটতে পারে। অপ্রত্যাশিতের জন্য উৎসুক হয়ে পথে অগ্রসর হতে হতে দক্ষিণের বৃক্ষবাটিকা থেকে নারীকণ্ঠের আলাপ শুনে সেদিকে দৃষ্টিপাত করতেই তাঁর চোখের সামনে খুলে গেল স্বপ্নলোকের দ্বার। তিনি তিনজন আশ্রমকন্যাকে বৃক্ষের আলবালে জলসেচন করতে দেখে বলে উঠলেন,—"মধুরম্ আসাং দর্শনম্।" রাজা বৃক্ষের অন্তরালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে আশ্রমবালাদের রূপলাবণ্য এবং মধুর আলাপ নিভৃতে উপভোগ করতে থাকেন।

পারস্পরিক আলাপের অবসরে শকুন্তলা যখন সখীদ্বয়ের উদ্দেশ্যে বলেন,— "ইতঃইতঃ সখ্যৌ", তখন রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পেরে বলেন,—"ইয়ং সা কণ্বদুহিতা।" শকুন্তলাকে দেখে রাজা ভাবলেন, "ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী।" বল্কলবসনেই এঁকে অধিক মনোরম দেখায়। পরক্ষণেই শকুন্তলার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে বলেন, অসাধুদর্শী এই মহর্ষি, কেননা তিনি অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী ও পেলবদেহা শকুন্তলাকে আশ্রমের কঠিনকার্য্যে নিযুক্ত করে অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। যেন তিনি নীলোৎপলের কোমল প্রান্তভাগ দিয়ে কঠিন শমীশাখা ছেদন করতে চাইছেন,— "নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি।"

বিস্মিত বিমুগ্ধ রাজা অলোকসামান্যা তাপসকন্যার প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের পথ খুঁজবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েন। তাঁর মন সহসা বলে উঠল, নিশ্চয়ই এ কন্যা ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্যা, তা' না হলে আমার শুদ্ধচিত্ত এর নিমিত্ত অভিলাষী হবে কেন? তথাপি তত্ত্বানুসন্ধান করতে হবে। ইতিমধ্যে ভ্রমরের আক্রমণে বিপর্যস্তা শকুন্তলা সখীদের সাহায্য চাইলে, তারা বলল, "আমরা রক্ষার কে? তুমি দুষ্যন্তকে স্মরণ কর, রাজাই তপোবনের রক্ষক।" দীর্ঘক্ষণ অন্তরালে থেকে রাজা আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেন। এইটি তাঁর আত্মপ্রকাশের সুবর্ণ সুযোগ বিবেচনা করে তিনি সহসা আশ্রমবালাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

সখীদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, পৌররাজকর্তৃক আমি ধর্মাধিকারে নিযুক্ত। আশ্রমে যজ্ঞক্রিয়াদি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা' জানবার

জন্য তপোবনে এসেছেন। বাজাকে দেখে শকুন্তলা চকিত হযে উঠেছে। চন্দ্রোদযে সাগব যেমন উচ্ছ্বসিত হয তেমনি তাপসীব প্রশান্তচিত্ত আজ তেমনি তবঙ্গিত হযে উঠেছে। একি, অপবিচিত পুরুষকে দেখে মনে আমাব এমন তপোবন বিবোধীভাব উদয হচ্ছে কেন? 'কিং নু খলু প্রেক্ষ্য তপোবনবিবোধিনো বিকাবস্য গমনীযা অস্মি সংবৃত্তা।" শকুন্তলাব এ সলজ্জভাব সখীদ্বযেব কাছে আব গোপন থাকল না। এবপব অনসূযা এবং প্রিযংবদাব সঙ্গে শকুন্তলা সম্পর্কে বাজাব দীর্ঘ আলোচনা চলে। শকুন্তলাব হাবভাব দেখে দুয্যন্ত ভাবলেন,— আমি যেমন এব প্রতি আসক্ত, তিনিও কি আমাব প্রতি সেরূপ আসক্ত।" তখন শকুন্তলাব তপোবন বিবোধীভাব যেন মূর্তিমান্ হযে দেখা দিল।

একটি হস্তী মত্ত হযে মূর্তিমান ধ্বংসেব মত ইতস্ততঃ ধাবিত হযে সর্বত্র ত্রাসেব সঞ্চাব কবছিল। হস্তীটিকে তপস্যাব মূর্তিমান বিঘ্নরূপে বর্ণনা কবে তাপসগণ তপস্বীদেব সতর্ক কবে দিচ্ছিলেন যেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ আশ্রিত ও পালিতগণেব প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেন — ভোঃ ভোঃ তপস্বিনঃ সন্নিহিততপোবনসত্ত্ববক্ষাযৈ ভবত, প্রত্যাসন্নঃ কিল মৃগযাবিহাবী পার্থিবো দুষ্যন্তঃ।" শান্তবস প্রধান ধর্মাবণ্যে মত্ত গজ নয, দুষ্যন্তই "মূর্তো বিঘ্নস্তপসঃ" অর্থাৎ তপস্যাব মূর্তিমান বিঘ্ন মৃগযাবিহাবী দুষ্যন্তই সবলপ্রাণ তপোবনবাসিনীদেব স্বচ্ছজীবনে নাগবিক প্রেমেব কলুষতা এনেছেন। শুচি শান্ত স্নিগ্ধ আশ্রমকে কামানলেব ধূমে আচ্ছন্ন কবেছেন তিনি। প্রেমক্ষুধায কাতব নিজেব সংযমেব বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন কবে তিনি ছুটে চলেছেন দুর্বাব গতিতে। তাই তাপসদেব তপোবনে পালিত নিবীহ প্রাণিসমূহেব বক্ষাব সতর্কবাণীতেও শকুন্তলাকে বক্ষা কবাব ধ্বনিই যেন আমাদেব মর্মে প্রবেশ কবে। এইটি সমস্ত তপোবনভূমিব ক্রন্দন এবং সেই তপোবন প্রাণীদেব মধ্যে শকুন্তলাও একটি, কিন্তু তাকে বক্ষা কবা গেল না।

যখন দেখতে দেখতে দুষ্যন্ত-শকুন্তলাব মধ্যে প্রণয প্রগাঢ় হযে উঠছে, তখনই নেপথ্যে আর্তবব উঠল যে, মৃগযাবিহাবী বাজা দুষ্যন্ত প্রত্যাসন্ন হযেছেন। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলাব মধ্যে প্রণযেব বীজ অংকুবিত হযেছে। নাটকীয বস্তুবিন্যাসেব প্রাথমিক পর্ব পবিসমাপ্ত হযেছে। এখন প্রযোজন উভযপক্ষকে বিচ্ছিন্ন কবে স্বতন্ত্রভাবে পবস্পবেব চিন্তায আত্মনিযোগ কবানো যাতে প্রণয আবো গাঢ় হয, উভযেব মধ্যে আকাঙ্ক্ষাব গভীবতা এবং অনুবাগেব তীব্রতা বৃদ্ধিব জন্য ও সামযিক বিচ্ছেদেব প্রযোজন। তাই প্রণযীযুগলকে পবস্পব থেকে বিচ্ছিন্ন কববাব উদ্দেশ্যে তাদেব স্বচ্ছন্দ সুখবিলাসেব ভেতব ভীতিপ্রদ মত্ত গজেব আক্রমণেব অবতাবণা করা হল। তাবা মিলনেব সুখকুঞ্জ থেকে সন্ত্রস্ত হযে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলেব উদ্দেশ্যে প্রস্থান কবতে বাধ্য হল।

মহাকবি দীর্ঘক্ষণ ধরে বয়ে চলা শৃঙ্গাররস প্রবাহের একঘেঁয়েমি দূর করে নাটকীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে হস্তি-উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন। রাজা ইতিমধ্যেই শকুন্তলা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি অনসূয়া প্রিয়ংবদার কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন এবং স্বয়ং শকুন্তলাও মুখে কিছু না বললেও হাবেভাবে রাজার প্রতি তার অনুরাগের ইঙ্গিত দিয়েছেন। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার সখী দ্বয়ের মধ্যে কথোপকথন এখন অকারণ মনে হতে পারে সহৃদয় সামাজিকদের কাছে। এই ভেবে সুদক্ষ নাট্যকার এখানে রসবৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য মত্তগজের উপাখ্যানের অবতারণা করে নাটকের কাহিনীবৃত্তকে গতিশীল করে রেখেছেন ৷৷

৩। Describe in short the Bee-episode in the drama (নাটকের ভ্রমর কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।) What is the dramatic purpose of the introduction of this episode? (এ বৃত্তান্ত অবতারণার নাটকীয় প্রয়োজন বিশ্লেষণ কর।)

হস্তিনাপুরাধিপতি পুরুবংশপ্রদীপ রাজা দুষ্যন্ত নাট্যশাস্ত্রোক্ত সকল ধীরোদাত্ত-নায়কগুণে বিভূষিত। তিনি বীর, ধীর, ধর্মানুরক্ত, কুশলী প্রশাসক, দোষ কেবল একটি, "তিনি অতিমাত্রায় ব্যসনাসক্ত, সংহারযোগ্যপশু এবং সম্ভোগযোগ্যা নারী, উভয়ের প্রতি তাঁর চিত্ত সমাকৃষ্ট। নৃপতির হাতেও যেমন সাংঘাতিক বাণ, কটাক্ষেও তেমনি অব্যর্থ সন্ধান।" রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়ায় বহির্গত হয়ে কোন মৃগের পশ্চাদ্ ধাবন করতে করতে একেবারে মালিনীনদীর তীরে অবস্থিত মহর্ষি কণ্বের তপোবনের উপকণ্ঠে এসে পড়লেন। এমন সময় সশিষ্য বৈখানস রাজাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন মহারাজ, এ আশ্রমের মৃগ, একে হত্যা করবেন না হত্যা করবেন না। তুলারাশিতে অগ্নিপ্রদানের ন্যায় পেলব মৃগদেহে বাণানিক্ষেপ নিতান্তই অনুচিত। রাজা তৎক্ষণাৎ সে কার্য থেকে বিরত হলেন। রাজার আচরণে অত্যন্ত প্রীত হয়ে বৈখানস বললেন যে, এ কার্য পুরুবংশোদ্ভব রাজার উপযুক্তই বটে, আপনি বহুগুণে ভূষিত চক্রবর্তী পুত্র লাভ করুন। বৈখানস আরো বললেন, যদি আপনার অন্য কোন কাজ ব্যাহত না হয়, তাহলে আপনি কুলপতির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করে আশ্রম দর্শন করুন।

আশ্রম দ্বারে উপস্থিত হতেই রাজার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হল। বিস্ময়চকিত রাজা ভাবলেন, একিঙ্গ ঋষির আশ্রমে দিব্যাঙ্গনালাভ। মহাকবি কালিদাস সুকৌশলে তাঁর নায়ককে পশুমৃগয়া থেকে নারীমৃগয়ায় চালিত করেছেন। রাজা অপ্রত্যাশিতের জন্য উৎসুক হয়ে অগ্রসর হতেই সহসা তাঁর সন্ধানীদৃষ্টির সম্মুখে এক কল্পলোকের দ্বার উন্মুক্ত হল। দক্ষিণের বৃক্ষবাটিকার দিকে দৃষ্টিপাত করে রাজা দেখলেন,—বল্কলের

অপ্রচুর আচ্ছাদনে আবৃতদেহা সহচরীযুগলসহ বৃক্ষেব আলবালে জলসেচনরতা, স্বচ্ছন্দবিহারিণী শকুন্তলাকে। রাজা বৃক্ষান্তরাল থেকে নির্বাক হয়ে দেখতে লাগলেন। বহুবল্লভ রাজার রাজভাণ্ডারে যেমন মহার্ঘ রত্নের অভাব নেই, তেমনি তাঁর রাজোদ্যানে আকর্ষণীয় ফুলও অপ্রতুল নয়। কিন্তু বনলতা আজ উদ্যানলতাকে পরাস্ত করে তাঁর সকল অভিজ্ঞতাকে ব্যর্থ করে দিল।

রাজা যাঁকে ভক্তিজ্ঞাপন করতে এসেছিলেন, মনে মনে তাঁকে শত শত ধিক্কাব দিয়ে ভাবতে লাগলেন, কুলপতি কণ্বের নিশ্চয়ই বিবেচনাবোধ নেই, তা নাহলে এই মনোহরবপুকে তিনি আশ্রমের কঠিন শ্রমসাধ্য কার্যে নিযুক্ত কবতেন না। কিন্তু মহর্ষির এ কিরূপ ব্যবস্থা? রাজা অন্তঃপুরবাসিনী সুসজ্জিতা সুন্দরীদেব কথা ভাবলেন, কিন্তু "ইয়মধিক- মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী" শকুন্তলা বনলতার ন্যায় স্বচ্ছন্দ ও স্বেচ্ছাবিহারিণী। তাপসতাপসীগণের সহবাসে থেকেও সে স্বভাবেব আবেগ ও ভাবপ্রবণতা সংযমের বাঁধ দিয়ে রোধ করতে শেখেনি। ধীরে ধীরে যেমন কুসুমের অন্তঃসৌন্দর্য বিকশিত হয়, অসামান্য কলাকৌশলে অপ্রেমিক নায়কের সম্মুখে মহাকবি তেমনিভাবে নায়িকার প্রেমপ্রবণ হৃদয়েব সুকুমার মাধুর্য বিকাশ করেছেন।

একদিকে সহকারবৃক্ষের স্বয়ংববধূ যেমন উপভোগে সমর্থ, তেমনি অন্যদিকে উদ্ভিন্নযৌবনা তাপসকন্যার হৃদয়ও পূর্বরাগমঞ্জরিত। বৃক্ষান্তরালে অবস্থিত রাজার মন সহসা বলে উঠল,—"নিশ্চয়ই এ কন্যা ক্ষত্রিয়ের গ্রহণীয়া, তা' নাহলে শুদ্ধশীলচিত্ত এর নিমিত্ত অভিলাষী হবে কেন?" তবুও তাঁর দ্বিধাগ্রস্তচিত্ত বলল,—"এর তত্ত্বানুসন্ধান করতে হবে।" ইতিমধ্যে ফুলের মধুপানরত একটি ভ্রমর সলিলসম্পাতে কম্পমান নবমল্লিকালতা থেকে উত্থিত হয়ে সহসা যেন সজীবকুসুম শকুন্তলার মুখমণ্ডলের প্রতি ধাবিত হল। প্রলুব্ধ ভ্রমবের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে সন্ত্রস্তা শকুন্তলা ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করছে, কিন্তু দুরন্ত ভৃঙ্গ কিছুতেই নিবৃত্ত হচ্ছে না। কানের কাছে গুণগুণ করে কি যেন বলছে, অধবপানলালসায় বারংবার মুখের উপর উড়ে পডছে। রাজা সস্পৃহনেত্রে অবলোকন করতে করতে ভাবতে লাগলেন,—এই মধুকব যথার্থ কৃতী, আমরা কেবল তত্ত্বান্বেষণ করে বৃথাই জীবনপাত করলাম।

এ সময় শকুন্তলা ভ্রমরপীড়ণে বিপৎস্তা হয়ে "রক্ষা কর রক্ষা কর" বলে অনসূয়া আর প্রিয়ংবদাকে অনুনয় করতে লাগল। স্মিতহাস্যে সখীদ্বয় বলে উঠল,—"আমরা রক্ষা করবাব কে? তুমি দুষ্যন্তকে স্মরণ কর। রাজাই তো তপোবনের রক্ষক।" স্মিতহাসিনী অসংবদ্ধভাষিণী সখী দ্বয়ের নিরর্থক পরিহাস নায়ক দুষ্যন্তকে প্রথম দুষ্যন্তের আত্মপ্রকাশের অবকাশ অনায়াসে সৃষ্টি করেছিল। আপনাকে প্রকাশ করবার এই উপযুক্ত অবসব বিবেচনা করে রাজা সহসা তাপসবালাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাদের ভয় ও

বিহ্বলতা দূব কবতে আশ্বস্ত কববাব উদ্দেশ্যে বললেন — দুর্বিনীতেব শাসক পৌবব বাজ বাজ্যশাসন কবতে থাকলে, কে মুগ্ধা তপস্বিকন্যাদেব প্রতি অবিনয আচবণ কবছে?" এইত আত্মপ্রকাশেব সুবর্ণ সুযোগ। নৈলে মুহূর্তেব সুযোগ মুহূর্তেই চলে যায। যে অপূর্ব কলাকৌশলে মহাকবি কালিদাস নাটকেব নাযক-নাযিকাব প্রথম সম্মিলন ঘটিযে নাটকেব বীজ বপন কবলেন, সেরূপ বমণীয অবস্থা ও ঘটনাব সৃষ্টি নাট্যসাহিত্যে শুধু বিবল নয, দুর্লভও বটে ॥

৪। Give the salient features in the character of Vidusaka in a Sanskrit Drama What part does Vidusaka play in the development of the plot of the 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম"? (সংস্কৃতনাটকে "বিদূষক" চবিত্রেব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি দাও। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকে বিদূষক নাট্যবৃত্তেব পবিবর্ধনে কতটুকু অংশগ্রহণ কবেছে তাব বিবরণ দাও।)

গুরুগম্ভীব বিষযে অভিনয দেখতে দেখতে সহৃদয সামাজিকগণেব চিত্ত নীবস একঘেঁযেমিতে যখন অবসাদগ্রস্ত হয, তখন 'বিদূষক' চবিত্রেব মাধ্যমে নির্মল হাস্যবস পবিবেশন কবে তাঁদেব উল্লসিত কবে তোলবাব জন্য এ চবিত্রটিব অবতাবণা কবা হয। আলংকাবিকেবা বিদূষকেব যে সংজ্ঞা দিযেছেন তা' বিশ্লেষণ কবলেই বিদূষক চবিত্রে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলিব পবিচয পাওযা যায। সাহিত্যদর্পণকাব বিশ্বনাথ বিদূষকেব সংজ্ঞা নিরূপণ কবে বলেছেন —

> "কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।
> হাস্যকবঃ কলহরতিঃ বিদূষকঃ স্যাৎ সকর্মজ্ঞঃ ॥"

উক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ কবে জানা যায যে, (ক) কোন ফুল, ঋতু প্রভৃতিব নামে বিদূষকেব নাম হবে। যেমন 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে বিদূষকেব নাম 'মাধব্য মধুমাস অর্থাৎ বসন্তঋতুব নামানুসাবে এব নাম হযেছে। (খ) বিদূষক সংস্কৃত নাটকে নাযকসখা, বযসেব দিক থেকে উভযেব মধ্যে সমতা বযেছে বলে তাঁকে নাযকেব বযস্যও বলা হয। (গ) অদ্ভুতকার্য, বিচিত্র সাজ-সজ্জা, অঙ্গ বৈকল্য এবং আশ্চযজনক বাগবৈদগ্ধ্য ইত্যাদিব সাহায্যে হাস্যবস সৃষ্টি কবাই মুখ্যতঃ তাঁব কাজ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকে বিদূষকচবিত্র অংকনে মহাকবি কালিদাসেব প্রতিভা সার্থক পবিণতি লাভ কবেছে। হাস্যবস পবিবেশন এবং নাটকীয প্রযোজন-এ উভযেব মধ্যে এ নাটকে উল্লেখযোগ্য সমন্বয ও সামঞ্জস্য বক্ষিত হযেছে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকেব দ্বিতীয অংকেব সূচনাতেই বিদূষকেব সঙ্গে আমাদেব প্রথম পবিচয হয। মৃগযাসক্ত বাজা দুষ্যন্তেব সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে বন থেকে বনান্তবে পবিভ্রমণ কবতে কবতে যে

সকল বিপদের সম্মুখীন হয়ে বিদূষক চরম দুরবস্থায় পড়েছেন তার এক হাস্যোদ্দীপক তালিকা সহৃদয় সামাজিকদের কাছে পেশ করেন। যেমন, মৃগয়া করতে করতে নিয়মিত আহার জোটে না, প্রখর রৌদ্রে ছোটাছুটিতে দেহের সন্ধিগুলি শিথিল হয়ে গেছে, পাতাপচাগিরিনদীজল পান, শূলে পোড়ানো মাংসভক্ষণ, পাখী শিকারীদের চিৎকার কোলাহলে অতিভোরে নিদ্রাভঙ্গ,—এগুলি বিদূষকের অন্তহীন অভিযোগ। তার উপর এসে পড়েছে আর একটি নতুন বিপদ। মহর্ষি কণ্বের তপোবনে শকুন্তলাকে দেখার পর রাজা আর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের উল্লেখও করেন না। রাজাকে মৃগয়া থেকে নিবৃত্ত করতে বিদূষকে অঙ্গবিকৃত করে দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বনে দণ্ডায়মান দেখে রাজা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে বিদূষক বললেন,—"নিজেই চোখে আঙ্গুলের খোঁচা মেরে অশ্রুর কারণ জিজ্ঞাসা করছেন?" রাজা তা' না বোঝার ভাণ করলে বিদূষক তাঁকে আরো বিশদ করে বুঝিয়ে দিলেন,—"নদীর স্রোতের বেগে বেতসলতা কুব্জ হয়, আর আমার দুর্দশার কারণ আপনি।" বিশ্রামের পর রাজা যখন তার একটা কাজে বিদূষকের সাহায্য চাইলেন, তখন বিদূষক বলেন,—"কিং মোদকখাদিকায়াম, তেন হি সুগৃহীতঃ অয়ং জনঃ।" অর্থাৎ মোদকভক্ষণের কাজে এ ব্যক্তি বিশেষ যোগ্য। এ উত্তরের মাধ্যমে বিদূষকের ভোজনবিলাসিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মহর্ষি কণ্বের তপোবন থেকে আগত ঋষিকুমারকর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে রাজা যখন তপোবনে গমন করতে উদ্যত, ঠিক সে মুহূর্তে রাজধানী থেকে 'করভক' এসে রাজাকে রাজধানীতে ফিরে যেতে রাজমাতার আদেশ জানাল। রাজা তখন উভয়সংকটে পড়লেন একদিকে ঋষিদের প্রতি কর্তব্য, অন্যদিক গুরুজনের আদেশ, এর কোনটিই লঙ্ঘন করা চলে না। নিরুপায় হয়ে রাজা পরামর্শ চাইলেন বিদূষকের কাছে। উত্তরে বিদূষক বললেন,—"ত্রিশঙ্কুরিব অন্তরালে তিষ্ঠ।"

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ অংকে বিদূষক প্রধানভাবে উপস্থিত, পঞ্চম অংকের সূচনায়ও মঞ্চে তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বাকসর্বস্ব, দুষ্যন্তসহচর মাধব্যকে দ্বিতীয় অংকের অন্তিমলগ্ন থেকে অপসারণ করাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। তাই মহাকবি কৌশলে বিদূষককে রাজার প্রতিনিধি করে রাজমাতার পুত্রপিণ্ডপালনব্রতে উপস্থিত হবার জন্য রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করেছেন। অন্যথায় বিদূষকের উপস্থিতিতে দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রণয়ের পরবর্তী ঘটনাগুলি সাবলীলগতিতে ঘটতে পারত না। রাজধানীতে যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে রাজা বিদূষকের হাত ধরে বললেন,—"ক বয়ং, ক পরোক্ষমন্মথঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ কোথায় আমরা, আর কোথায় বা মৃগের সঙ্গে পরিবর্ধিতা, প্রণয়ে অনভিজ্ঞা, তপোবনবালা শকুন্তলা। তোমাকে যা' বলেছি বন্ধু, তা' সবই পরিহাসমাত্র, এর উপর তুমি কোন গুরুত্ব আরোপ করো না। দুষ্যন্তের এ উক্তির নাটকীয়

প্রযোজন অনুধাবন যোগ্য। শকুন্তলাব সঙ্গে বাজাব প্রণয পবিহাসমাত্র না বললে, বিদূষক বাজাব অন্তঃপুবচাবিণীদেব কাছে কথাপ্রসঙ্গে বাজাব প্রণয ব্যাপাব প্রকাশ কবে দিতেন এবং তাঁবা যদি বিষযটি জানতে পাবতেন তা'হলে দুষ্যন্তকর্তৃক পঞ্চম অংকে শকুন্তলা বিসর্জনে অন্তবায সৃষ্টি হতো এবং তাতে নাটকেব ঈপ্সিত পবিণতি যে ব্যাহত হত, তা' নিঃসন্দেহে বলা যায।

তাছাডা' ষষ্ঠ অংকে আমবা বিদূষককে অন্য ভূমিকায দেখে অত্যন্ত বিস্মিত বোধ কবি। এ অংকে বিদূষক বাজা দুষ্যন্তেব পবম স্নেহপবাযণ বন্ধু, মর্মবেদনা ও আন্তবিক ব্যথা প্রকাশে অকৃপণ। এখানে বিদূষক জীবনদর্শনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিব মত বাজাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে প্রযাস পেযেছেন। যেমন,—"ভবিতব্যকে কেউ খণ্ডাতে পাবেনা," "সুপুরুষ কখনো শোকে অভিভূত হয না", "প্রবল ঝঞ্ঝাতেও পর্বত কম্পিত হয না",— ইত্যাদি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গভীব জ্ঞানগর্ভ উক্তি বিদূষকেবই মুখ থেকে উচ্চাবিত হযেছে—এ কথা চিন্তা কবতেও আমাদেব অবাক লাগে। সুতবাং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকে বিদূষক যে কেবল হাস্যবস পবিবেশন কবেছেন, তা' নয নাট্যবৃত্তেব অগ্রগতি ও পবিবর্ধনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ কবেছেন। সমালোচকেব ভাষায বলতে গেলে,— "The Vidusaka in the Abhijnanasakuntalam is more than a veritable jester"

৯। explain clearly the significence of the introduction of the song of হংসপদিকা in the beginning of Vth Act of অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। (পঞ্চম অংকেব প্রাবম্ভে হংসপদিকাব গীতেব অবতাবণাব নাটকীয তাৎপর্য বিশ্লেষণ কব।)

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে পঞ্চম অংকেব যবনিকা উত্তোলনেব পব নেপথ্যে এক সুমধুব সংগীতেব সুব শোনা যায। বাজাবই একদা প্রিযপাত্র হংসপদিকা গাইছে—

' অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং তথা পবিচুম্ব্য চূতমঞ্জবীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো মধুকব বিস্মৃতোঽসি এনাং কথম ॥"

অর্থাৎ হে মধুকব, তুমি নিযতই নতুন নতুন মধুব আস্বাদ পেতে চাও। তাই সহকাবমঞ্জবীকে সেভাবে আস্বাদ কবে এসেও এখন পদ্মেব মধুতে আকৃষ্ট হযে তাকে ভুলে গেছ। সংগীতেব অক্ষবার্থ এবকম হলেও বাজাব "সকৃৎকৃতপ্রণযোঽযং জনঃ"—অর্থাৎ এই হংসপদিকা একবাবই মাত্র তাঁব প্রণযেব আস্বাদ পেযেছে। একথা থেকে আমাদেব বুঝতে অসুবিধে হয না যে, এখানে "সহকাবমঞ্জবী" বলতে একদা বাজাব প্রণযাস্পদ হলেও এখন সে অবহেলিতা, বঞ্চিতা, হংসপদিকাকে বোঝাচ্ছে। হংসপদিকাব উক্ত

গীতেব মাধ্যমে বাজা দুষ্যন্তেব প্রকৃতচবিত্র উদঘাটন এবং একাধিক নাটকীয ব্যঞ্জনা লক্ষ্য কবা যায।

বাজা দুষ্যন্ত মধুকববৃত্ত। অর্থাৎ তাঁব স্বভাব ভ্রমবেব মত। ভ্রমব যেমন ফুলে ফুলে মধুপান কবে, এক ফুলে তাব তৃপ্তি নেই, তেমনি বাজা দুষ্যন্তও এক নাবীতে তৃপ্ত নন। নিত্য নতুন বমণীসান্নিধ্যই তাঁব কাম্য। কেবল তাই নয, ভ্রমবেব মতোই 'পুবাতনপ্রেম' তিনি অনাযাসে উপেক্ষা কবেন। হংসপদিকাব গীতেব তাৎপর্য ব্যাখ্যা কবতে গিযে ববীন্দ্রনাথ বলেন,—' কবি নিপুণ কৌশলে জানাইযাছেন দুর্বাসাব শাপে যাহা ঘটাইযাছে স্বভাবেব মধ্যে তাহাব বীজ ছিল। কাব্যেব খাতিবে যাহাকে আকস্মিক কবিযা দেখানো হইযাছে তাহা প্রাকৃতিক।"

দুর্বাসাব অভিশাপেব অভিনব বৃত্তান্ত সংযোজন কবে কালিদাস তাঁব নাটকে নাযক দুষ্যন্তকে "বাজাব মত বাজা, কবে তুললেও তিনি যে প্রকৃতপক্ষে কিছু বেশী বিপুপববশ, বিপুব শাসনে স্খলিতপদ তা অস্বীকাব কবা যায না। তাব প্রেম কামেবই নামান্তব এইটি আত্মেন্দ্রিযপ্রীতি ইচ্ছা । যতদিন তা কৃষ্ণেন্দ্রিয প্রীতি ইচ্ছায" পবিণতি লাভ না কবেছে, ততদিন তাঁকে অনুতাপেব অনলে দগ্ধ হতে হযেছে। বাজা দুষ্যন্তেব স্বভাবনিহিত এই বিপুপববশতাব ব্যঞ্জনা না থাকলে কেবলমাত্র শকুন্তলাব অপবাধেই দুষ্যন্তেব মর্মান্তিক যাতনাভোগ বর্ণনা অকাবণ হযে পড়ে।

উক্ত গীত শোনবাব পব হংসপদিকাকে শান্ত কবতে বাজা তাব বিদূষককে প্রেবণ কববাব পব বাজাব মনে এক অনিবচনীয উৎকণ্ঠাব সৃষ্টি হলো, এবং এব যথোচিত ব্যাখ্যা তিনি ইষ্টজনবিবহেব মধ্যেই খুঁজতে চেষ্টা কবেছেন। কিন্তু চেষ্টা কবেও তিনি কোন ইষ্টজনবিবহেব কথা স্মবণ কবতে পাবছেন না। এতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ঋষি দুবাসাব অভিশাপ বাজাব মনে গভীবভাব প্রতিক্রিযাব সৃষ্টি কবেছে, এবং অভিশাপেব অনিবায ও অবশ্যম্ভাবী প্রভাবহেতু তিনি শকুন্তলাব বিষয স্মবণমাত্র কবতে অক্ষম। সুতবাং শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যানেব বীজ এ গীতেব মধ্যেই নিহিত বযেছে। এতে পাঠক ও সামাজিকবৃন্দ স্পষ্টই অনুধাবন কবতে পাবেন যে,—শকুন্তলাব ভাগ্যে কি ঘটবে।

তাছাড়া বিদূষকেব অপসাবণেব মধ্যেও হংসপদিকাব গীতেব নাটকীয তাৎপর্য বযেছে। হংসপদিকাকে শান্ত কববাব জন্য বাজা বিদূষককে প্রেবণ কবলেন। এ সমযে শকুন্তলাকে নিযে মুনিশিষ্যেবা বাজা দুষ্যন্তেব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব কবলেন, এবং শকুন্তলাকে চিনতে না পেবে বাজা তাকে রূঢভাবে প্রত্যাখ্যান কবলেন। বিদূষক যদি এ দৃশ্যে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান অসম্ভব হতো। দ্বিতীযাংকেব শেষে বাজা শকুন্তলাপ্রসঙ্গ বিদূষকেব গোচবে এলেও, পবে তাঁকে বাজধানীতে প্রেবণ কববাব

সময় শকুন্তলা বিষয়টি তাঁর মন থেকে একেবারে মুছে ফেলবার উদ্দেশে। "পরিহাসবিজল্পিতম্" বলে লঘু করে দিয়েছিলেন। তথাপি রাজপ্রাসাদে শকুন্তলা সমাগমে বিদূষক উপস্থিত থাকলে তিনি সমস্ত ব্যাপার অনুধাবন করে রাজার স্মৃতির উদ্রেক করতেন এবং রাজাকে শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যানে বাধা দিতেন। ফলে নাটকের ঈপ্সিত পরিসমাপ্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি হত।

এ প্রসঙ্গে আরো মনে রাখতে হবে যে, সহৃদয় সামাজিকদের উৎসুক্য থাকে দুর্বাসার অভিশাপ আদৌ ফলে কি না, এবং ফললে কিভাবেই বা তার প্রতীকার সম্ভব তা জানবার জন্য। ঠিক এই মুহূর্তে হংসপদিকার গীত শ্রবণ করে রাজার "ইষ্টজন বিরহাদৃতেঽপি" অর্থাৎ প্রিয়জনের বিরহ ব্যতিরেকেই, অকারণ উৎকণ্ঠার কথা শুনে সকলেই বুঝতে পারেন যে, ঋষি দুর্বাসার অভিশাপ ফলপ্রসূ হতে চলেছে। সুতরাং দুষ্যন্তকর্তৃক শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যান সহজভাবে গ্রহণ করবার জন্য হংসপদিকার এ গীত সহৃদয় সামাজিকগণকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার সুযোগ করে দিয়েছে।

শকুন্তলাপ্রত্যাখানের সময় বিদূষককে রাজার কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে। হংসপদিকার অভিমান শান্ত করতে বিদূষককে রাজা রাজ অন্তঃপুরে প্রেরণ করেন। বিদূষকের এই অনুপস্থিতি নাটকের কাহিনীবৃত্তে একান্ত অপেক্ষিত ছিল। কেবল তাই নয়, মহর্ষি কণ্বের শিষ্যদ্বয়ের নিবেদন, শকুন্তলার রাজার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা ইত্যাদির জন্য যে অবসরের প্রয়োজন 'বিদূষক অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে তার নিস্তার নেই সহজে"—এই কথায় নাট্যকার তারও ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং নাটকীয় বিষয় বিন্যাসে হংসপদিকার সঙ্গীতের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না ॥

৫। Delineate the character of Kanva as revealed in the story of the "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"? ('অভিজ্ঞানশকুন্তলম'-এর কাহিনী অবলম্বনে মহর্ষি কণ্বের চরিত্র অংকন কর।)

মহাকবি কালিদাসের চরিত্রাংকন প্রতিভা অসাধারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অংকিত অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের প্রতিটি চরিত্র এক একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হয়েও আপন আপন বৈশিষ্ট্যে একক ও অদ্বিতীয়। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকে ঋষি চরিত্র তিনটি, কোপন স্বভাব ঋষি দুর্বাসা, মহর্ষি কুলপতি কণ্ব, এবং ভগবান মারীচ এঁদের প্রত্যেকেই একই ঋষিশ্রেণীভুক্ত হলেও স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে এঁরা স্বতন্ত্র এবং ভাস্বর।

মহর্ষি কণ্ব কুলপতি, তিনি সহস্র শিষ্যকে অন্নবস্ত্র দিয়ে লালনপালন করে। তাদের বেদবিদ্যা শিক্ষা দেন। তিনি ঋষি হয়েও গৃহী মানবোচিত চারিত্রিক সকল সরলতা

দুর্বলতা নিয়ে এ চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত ও বাস্তবরূপে চিত্রিত হয়েছে। দয়া, অনুকম্পা, স্নেহমমতা তাঁর চরিত্রের প্রধান প্রধান গুণ। সংসার বিরাগী ঋষি হয়েও তিনি সাতিশয় অনুকম্পাভরে এবং অশেষ কারুণ্যবশতঃ মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত শিশু শকুন্তলাকে অসীম যত্নসহকারে অপত্যনির্বিশেষে লালন পালন ও সংবর্ধন করেছিলেন।

পালিতা কন্যা হলেও শকুন্তলার ভাবী বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্নহৃদয় মহর্ষি তার প্রতিকূল দৈবকে শান্ত করবার জন্য সোমতীর্থে গিয়েছিলেন। অতিথিসৎকার ছিল তাঁর তপোবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর অনুপস্থিতিতে তপোবনে আগত অতিথির যথোচিত অভ্যর্থনার বার ন্যস্ত করেছিলেন তিনি তাঁর এই পালিতা কন্যা শকুন্তলার উপর। লোকালয়ের কোলাহল থেকে মুক্ত বহুদূরে নির্জন নিভৃত তপোবনে জীবনযাপন করেও মহর্ষি কণ্ব মানব সমাজ ও লোকচরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন।

ক্রান্তদর্শী ঋষি দৈববলে তাঁর কন্যা শকুন্তলার সঙ্গে হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্তের গন্ধর্বপরিণয় জানতে পেরে তিনি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেই শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। কারণ, মহর্ষি জানতেন যে, বিবাহিতা কন্যা দীর্ঘদিন পিতৃগৃহে অবস্থান করলে লোকসমাজে তাঁর কলংক রটতে পাবে। সংস্কারমুক্ত, উদারহৃদয় এবং শাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষি শকুন্তলার সঙ্গে রাজা দুষ্যন্তের গান্ধর্বপরিণয়কে সানন্দে অভিনন্দিত করে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যে মহর্ষি কণ্বচরিত্রের যে পরিচয় আমরা পাই, তা' থেকে আমরা মহর্ষিকে আমাদের সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত একজন অপরিসীম স্নেহপ্রবণ, কর্তব্যপরায়ণ, শুভার্থী পিতা ভিন্ন আব কিছুই মনে করতে পারিনা। পালিতা কন্যা শকুন্তলার বিদায়ের প্রাক্কালে মহর্ষি সাধারণ পিতৃসুলভ দ্বন্দ্বপ্রবৃত্তির প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। তিনি . কণ্ঠে স্বীকাব করেছেন, যে শকুন্তলার আসন্ন বিচ্ছেদ স্মরণ করে তাঁর নয়নযুগল অশ্রু .র্ণ হয়ে আসছে, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসছে, এবং তিনি জডতায় নিতান্ত অভিভূত হচ্ছেন। তিনি বুঝতে পারছেন না যে, তাঁর মত সংযমী পুরুষের পালিতা কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদজনিত শোক যদি এতই প্রবল হয়, তাহলে, গৃহী পিতা আপনার তনয়ার বিচ্ছেদে কিপ্রকার বিহ্বল ও শোকার্ত হয়ে পড়েন' তা অকল্পনীয়।

বিদায়ের অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে তিনি শকুন্তলাকে যে সকল উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলি প্রতিযুগেব, প্রতিকালের এবং প্রতিটি নবপরিণীতা তনয়ার ক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্য ও সমীচীন। শকুন্তলাকে উপদেশ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, পতিগৃহে গিয়ে তুমি গুরুজনবর্গের সেবা করবে, সপত্নীদের সঙ্গে প্রিয়সখীর ব্যবহার করবে, পতিকর্তৃক তিরস্কৃত হলেও কখনো তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না, দাসদাসী ও পবিজনদেব প্রতি অত্যন্ত উদারপ্রকৃতি

হবে, এবং কখনো ভোগৈশ্বর্যে গর্ববোধ করবে না। নব পরিণীতা বধূরা যদি পতিগৃহে এরূপ আচরণ করেন, তাহলে, ক্রমে তাঁবা গৃহিণীর পদে প্রতিষ্ঠিতা হন, আর এর বিপরীত আচরণ করেন, তাঁরা কুলের কলংকরূপে গণ্য হয়ে থাকেন। উক্ত উপদেশ বাণীর সর্বজনীনত্ব ও চিরন্তনত্বের গৌরবচ্ছটায় মহর্ষি কণ্বদেবের চরিত্র অত্যন্ত ভাস্বর ও মহনীয় হয়ে উঠেছে। পরিশেষে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে তাঁর চিত্ত অনাবিল আনন্দে পরিপ্লুত হয়েছে, এবং কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহী পিতার মত তিনি পরম স্বস্তি ও শান্তি লাভ করে বলেছেন,—"অর্থোহি কন্যা পবকীয় এব",—অর্থাৎ "কন্যা সত্যি পরেব সম্পদ।" ইত্যাদি।

মহর্ষি কণ্বদেব বুঝেছেন যে, কন্যা সত্যি অপরের গচ্ছিত সম্পদের ন্যায়। গচ্ছিত সম্পদ অর্থাৎ ন্যাস মালিকের হাতে প্রত্যর্পণ করে লোকে যেমন পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, পুরোপুরি নিশ্চিন্ত বোধ করে, ঠিক তেমনি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করে মহর্ষি কণ্বও গৃহীপিতার মত অনুরূপ প্রশান্তি অনুভব করেছিলেন। মহাকবি কালিদাস রচিত "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের এই চরিত্রটি মানবতাবর্জিত হয়ে চিত্রিত হয়নি বলেই আবেদনশীল হৃদয়কে অত্যধিক আকর্ষণ করে। এককথায় বলতে গেলে, ঋষি দুর্বাসার মধ্যে যেমন ব্রহ্মচর্য আশ্রম, ভগবান্ মারীচের মধ্যে যেমন 'বাণপ্রস্থ আশ্রম', ঠিক তেমনি মহর্ষি কণ্বদেবের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে 'গৃহস্থাশ্রম'। মহর্ষি কণ্বদেব গৃহস্থ আশ্রমেরই মূর্ত প্রতীক ॥

৬। Trace the development of love between Dusyanta and Sakuntala as found in the first Act of the "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"। (প্রথম তিন অংকে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রেমের উন্মেষ, অগ্রগতি ও পরিণতি সম্পর্কে স্তরে স্তরে বিবরণ দাও।)

(১) হস্তিনাপুরাধিপতি রাজর্ষি দুষ্যন্ত একদা মৃগয়া বিহারে এসে কোন এক মৃগশিশুর পশ্চাদ্ ধাবন করতে করতে মালিনীনদীর তীরে অবস্থিত মহর্ষি কণ্বের তপোবনের উপকণ্ঠে এসে পড়লে, বৈখানসেরা আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যঃ ন হন্তব্যঃ" বলে তাঁকে সতর্ক করেছিলেন। রাজা মৃগহননকার্য থেকে বিরত হয়ে তাপসদের অনুরোধে আশ্রমে প্রবেশ করতে গিয়ে আশ্রমের দ্বারে পদার্পণ কবতেই তাঁর দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হল। বিস্ময় চকিত রাজা ভাবলেন,—এ ও কি সম্ভব? ঋষির আশ্রমে দিব্যাঙ্গ না লাভ? রাজা অতঃপর ভাবলেন, "অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র"—অর্থাৎ যা অবশ্যম্ভাবী তা' সর্বত্রই ঘটতে পারে।

(২) অপ্রত্যাশিতের জন্য উৎসুক হয়ে অগ্রসর হতেই সহসা তাঁর চোখের সামনে এক কল্পলোকের দ্বার খুলে গেল। দক্ষিণের বৃক্ষবাটিকার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়বিমূঢ় রাজা বলে উঠলেন,—"অহো, মধুরম্ আসাং দর্শনম্।"—বল্কলের অপ্রচুর আবরণে আচ্ছাদিতা সহচরীযুগলসহ বৃক্ষের আলবালে জলসেচনরতা তাপসকন্যা শকুন্তলাকে রাজা বৃক্ষান্তরাল থেকে নির্বাক হয়ে দেখতে লাগলেন। অনসূয়া শকুন্তলাকে নাম ধরে ডাকতেই শকুন্তলা যখন উত্তর দিল, তখন রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পেরে বললেন,—"কথম্ ইয়ং কণ্বদুহিতা?"

(৩) রমণীরত্ন চিনতে রাজার সমকক্ষ কেউ নেই। বহুবল্লভ রাজার রাজভাণ্ডারে রত্নের অভাব নেই। তাঁর রাজোদ্যানে ফুলও সুপ্রতুল। কিন্তু বনলতা আজ উদ্যানলতাকে পরাজিত করে রাজার সকল অভিজ্ঞতাকে ব্যর্থ করে দিল। "একি শরীরের রূপ, না রূপের শরীর?" রাজা ভাবলেন,—"ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী।" ক্রমেই রাজা শকুন্তলার প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়লেন। রাজা যাঁকে ভক্তিজ্ঞাপন করতে এসেছিলেন, মনে মনে তাঁকে শত ধিক্কার দিয়ে ভাবতে লাগলেন, কুলপতি কণ্বের নিশ্চয়ই কোন বিবেচনাবোধ নেই, তা না হলে এই মনোহর পেলব বপুকে তনি আশ্রমের কঠিন কাজে নিযুক্ত করেন। মুনির এ কি রকম ব্যবস্থা। তিনি যেন নীলোৎপলদলের প্রান্তভাগ দিয়ে কঠিন শমীশাখা ছেদন করতে চাইছেন,—"নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি।"

(৪) রাজা তাঁর অন্তঃপুরবাসিণী সুসজ্জিতা সুন্দরীদের কথা ভাবলেন, এবং বললেন, এই বল্কলবসন পরিহিতা আশ্রমবালা অধিকতর মনোজ্ঞা—"ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী।" শকুন্তলা বনলতার ন্যায় স্বচ্ছন্দ ও স্বেচ্ছাবিহারিণী। তাপসতাপসীগণের সহবাসে থেকেও সে স্বভাবের আবেগ ও ভাবপ্রবণতা সংযমের বাঁধ দিয়ে রোধ করতে শেখেনি। ধীরে ধীরে যেমন ফুলের অন্তঃসৌন্দর্য বিকশিত হয়, অসামান্য কলাকৌশলে অপ্রেমিক নায়কের সম্মুখে নাট্যকার তেমনিভাবে নায়িকার প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের সুকুমার-মাধুর্য বিকশিত করেছেন।

(৫) বিস্মিত বিমূঢ় রাজা দুষ্যন্ত এই অলোকসামান্যা তাপসকন্যার প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের পথ খোঁজবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। ঋষির আশ্রমেও বসন্তের সমাগম হয়, তাপসকন্যার হৃদয়েও পূর্বরাগের বন্যা বয়। একদিকে সহকারবৃক্ষের স্বয়ংবরবধূ বন জ্যোৎসা যেমন উপভোগে সমর্থ, রসাল লালসায় পুষ্পিত, অন্যদিকে উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তাপসকন্যার হৃদয়ও তেমনি পূর্বরাগরঞ্জিত। বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিত রাজার মন সহসা বলে উঠল,—নিশ্চয়ই এ কন্যা ক্ষত্রিয়ের গ্রহণীয়া, তা' না হলে শুদ্ধশীলচিত্ত এর

জন্য অভিলাষী হবে কেন? তবুও বাজাব দ্বিধাগ্রস্তচিত্ত বলল,—এব তত্ত্বানুসন্ধান কবতে হবে।

(৬) ইতিমধ্যে ফুলেব মধুপানে বত একটি ভ্রমব সলিলসম্পাতে প্রকম্পিত নবমালিকালতা ত্যাগ কবে সহসা সজীবকুসুম শকুন্তলাব প্রতি ধাবিত হল। প্রলুব্ধ মধুপের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ত্রস্তা শকুন্তলা বাবংবাব তাকে বাধা দিতে থাকলেও সে কিছুতেই নিবৃত্ত হচ্ছে না। তাব কানেব কাছে গুণগুণ কবে কি যেন বলছে, অধবপান লালসায বাববাব মুখেব উপব উড়ে পড়ছে। বাজা তা' দেখে ভাবতে লাগলেন,— এই মধুকব যথার্থ কৃতী, আমবা কেবল তত্ত্বান্বেষণ কবে বৃথাই জীবনযাপন কবলাম।

(৭) এমন সময শকুন্তলা ভ্রমবপীড়ণে বিপর্যস্তা হযে আত্মবক্ষাব জন্য সখীদেব সাহায্য চাইলে, তাবা বলল, তুমি দুষ্যন্তকে স্মবণ কব, তিনি দেশেব বাজা, এবং বাজাই তপোবনেব বক্ষক। বাজা দীর্ঘক্ষণ যাবৎ নিজেকে বৃক্ষেব অন্তবালে প্রচ্ছন্ন বেখে আশ্রমবালাদেব রূপলাবণ্য এবং বাক্যালাপ উপভোগ কবছিলেন, কিন্তু আত্মপ্রকাশেব সুযোগ পাচ্ছিলেন না। এবাব আপনাকে প্রকাশ কববাব এই সুবর্ণসুযোগ বিবেচনা কবে সহসা আশ্রমবালাদেব সম্মুখে উপস্থিত হতেই তাবা প্রথমে একটু হতচকিত হল বটে, কিন্তু পবক্ষণেই অতিথিকে বেতসকুঞ্জে নিযে গিযে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন কবলে বাজা আত্মপবিচয দিতে গিযে বললেন— পৌববাজকর্তৃক তিনি ধর্মাধিকাবে নিযুক্ত, তপোবনে যজ্ঞাদি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা জানতে তপোবনে এসেছেন।

(৮) শকুন্তলা তখন চকিত হযে উঠেছেন, আপনাকে আপনি বুঝতে পাবছেননা। শকুন্তলাব স্বগতোক্তি,—' কিং ন খলু ইমং প্রেক্ষ্য তপোবনবিরোধিনো বিকাবস্য গমনীযা অস্মি সংবৃত্তা ',—অর্থাৎ একি। এঁকে দেখে এমন আশ্রম বিবোধী বিকাবেব দ্বাবা প্রভাবিত হলাম কেন? চন্দ্রোদযে সাগব যেমন উচ্ছ্বসিত হয তাপসীব প্রশান্তচিত্তও তেমনি তবঙ্গিত হযে উঠেছে। শকুন্তলাব এই সলজ্জভাব সখীদ্বযেব কাছে আব গোপন থাকল না। বাজাব সঙ্গে শকুন্তলাব পবিচয, পবিণয ইত্যাদি দিযে কথাবার্তা চলতে থাকলে শকুন্তলা সে স্থান ত্যাগ কবে চলে যেতে উদ্যত হলে, প্রিযংবদা তাকে ধবে বাখবাব উদ্দেশ্যে বলে, তুমি আমাব কাছে দুটি গাছে জল দেওযা ধাব। তা' আগে পবিশোধ কব।

(৯) তখন দুষ্যন্ত বললেন ইনি পবিশ্রান্ত, আমি এঁব ঋণ পবিশোধ কবে দিচ্ছি বলে নিজেব অঙ্গুলি থেকে স্বনামাংকিত অঙ্গুবীযকটি খুলে দিলেন। অনসূযা এবং

প্রিয়ংবদা অঙ্গুরীয়কে মুদ্রিত নাম পড়ে বুঝতে পারল যে, ইনিই রাজা দুষ্যন্ত। যে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক শকুন্তলার ভাগ্যবিধাতা, কুশলী নাট্যকার অত্যন্ত সুকৌশলে প্রথম অংকেই তার প্রতি সহৃদয় সামাজিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মধ্যে প্রণয়ের বীজ অংকুরিত হয়েছে। পূর্বরাগের পর্ব সমাপ্ত। এখন নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি আশঙ্কার গভীরতা সম্পাদনের জন্য সাময়িক বিচ্ছেদের প্রয়োজন।

(১০) এমন সময় রাজা দুষ্যন্তের এক উন্মত্ত হস্তী তপোবনে প্রবেশ করে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে, এ ঘোষণার মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটল। শকুন্তলা ও সখীদ্বয় আশ্রমের কুটিরের দিকে প্রস্থান করল। রাজা কিন্তু রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন না, তিনি তাঁর শিবিরের দিকে চললেন। তাঁর শরীর আগে আগে চলল বটে, কিন্তু তাঁর মন চলেছে পশ্চাৎ দিকে,—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"

৭। **"ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথঃ মৃগশাবৈঃ সমমেধিতঃ জনঃ।
পরিহাসবিজল্পিতং সখে, পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ ॥"**

By whom and in what context is the sloka uttered? What is its far-reaching effect? (কে কখন কোন প্রসঙ্গে এ উক্তি করেছেন, এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিশ্লেষণ কর।)

রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে রাজা দুষ্যন্ত তাঁর বয়স্য মাধব্যের কাছে উক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করেছেন। রাজা মনে আশঙ্কা পোষণ করছিলেন যে, চঞ্চলস্বভাব, মুখর, বিদূষক রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করে আশ্রমবালা শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর নতুন প্রণয়বৃত্তান্ত কথাচ্ছলে রাজমহিষীদের কাছে প্রকাশ করে দিতে পারেন। তাই রাজা বয়স্য বিদূষকের হাত ধরে বললেন যে, ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ রাক্ষসনিধনকল্পে তিনি তপোবনে যাচ্ছেন। তবে আশ্রমকন্যার প্রতি তাঁর কোন অভিলাষ নেই। কারণ,— ' কোথায় আমরা, আর কোথায় বা প্রণয়ে অনভিজ্ঞা, মৃগের সঙ্গে সংবর্ধিতা তাপসকন্যা। সুতরাং বন্ধু, তোমাকে শকুন্তলাসম্বন্ধে যা' বলেছি তা' কেবল পরিহাসচ্ছলে বলা হয়েছে, এর উপর গুরুত্ব আরোপ করবার কোন হেতু নেই। সরলমনা বিদূষক রাজার এ উক্তিতে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

রাজার এরূপ উক্তি করার পশ্চাতে যে কারণ নিহিত ছিল, তা বিচার করলে এইটি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, রাজা ছিলেন "দক্ষিণ" নায়ক, বহুবল্লভ হলেও তিনি তাঁর

পূর্বপত্নীদেব প্রতি সমভাবে প্রণযাবৃষ্ট। একজনেব প্রতি পক্ষপাতদৃষ্ট হয়ে অন্যদের মনে দুঃখ দিতে তিনি নাবাজ। তাঁদেব অজ্ঞাতে বাজা তপোবনবালা শকুন্তলার সঙ্গে প্রণযে ব্যাপৃত—এ বিষযটি কোনপ্রকাবে তাঁদেব গোচবে আসলে, মানিনী মহিষীগণ স্বতঃই বোষপববশা হবেন। তাই তিনি শকুন্তলাবৃত্তান্ত গোপন বাখতে চেযেছিলেন।

দ্বিতীযতঃ—তিনি মিথ্যাব আশ্রয নিযে এমনভাবে বিদূষককে বুঝিযেছেন যে তা' সহজেই তাব বিশ্বাসযোগ্য হযে উঠেছে। তিনি যদি এ মিথ্যাব আশ্রয না নিতেন, তবে শকুন্তলা বৃত্তান্ত বিদূষকেব জাগরুক থাকত এবং বিদূষক অন্তঃপুবে এ বৃত্তান্ত প্রকাশ কবলে, পঞ্চম অংকে বাজাকর্তৃক শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান সম্ভব হতো না। দুবাসাব অভিশাপও কার্যকব হতে পাবত না। তাছাড়া, বিদূষক এইটি বাজাকে স্মবণ কবিযে দিতে পাবতেন। তাই ষষ্ঠ অংকে ব্যথাহত বাজা যখন বলেন যে, শকুন্তলাব বিষয দুষ্যন্তকে বিদূষক কেন একবাবও স্মবণ কবিযে দেযনি। তাব উত্তবে বিদূষক বলেছেন— "ন বিস্মবামি, কিন্তু সর্বং কথযিত্বা অবসানে পুনস্ত্বযা পবিহাসবিজল্প এব ন ভূতার্থ ইত্যাখ্যাতম্। মযাপি মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিনা তথৈব গৃহীতম অথবা ভবিতব্যতা খলু বলবতী' ॥

৮। Give the substance of Kanva's message to Dusvanta and Sakuntala at the time of departure from the hermitage of Kanva (মহর্ষি কণ্বেব আশ্রম থেকে বিদাযেব প্রাক্কালে মহর্ষি রাজা দুষ্যন্ত ও শকুন্তলাকে যে বাণী দিযেছিলেন তাব সাবমর্ম লিখ।)

আশ্রমবালা শকুন্তলা তাব আবাল্য পবিচিত ও পবম বমণীয তপোবনেব পবিবেশ ত্যাগ কবে পতিগৃহেব উদ্দেশ্যে যাত্রা কবছেন। মহর্ষি কণ্ব প্রথমেই শার্ঙ্গববকে ডেকে বললেন,—বৎস শার্ঙ্গবব, তুমি শকুন্তলাকে বাজাব সম্মুখে উপস্থাপিত কবে আমাব বাক্য অনুসাবে তুমি বাজর্ষিকে বলবে,—'সংযমই আমাদেব সম্পদ এবং তুমি উচ্চকুলসম্ভূত। তোমাব প্রতি শকুন্তলাব যে স্নেহপ্রবৃত্তি তা' শকুন্তলাব কোন আত্মীয পবিজন বা বন্ধুব দ্বাবা সংঘটিত হযনি। এ সকল বিষয বিশেষভাবে বিবেচনা কবে তুমি শকুন্তলাকে তোমাব অপবাপব পত্নীদেব ন্যায সমান সমাদবেব সঙ্গে গ্রহণ কববে। এব চেযে অধিক সমাদবলাভ ভাগ্যেব অধীন, কিন্তু নববধূব আত্মীয পবিজনেব সেকথা বলা উচিত নয।'

অতঃপব মহর্ষি শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য কবে বলেন —' এখান থেকে পতিগৃহে গিযে তুমি গুরুজনদেব সেবা কববে, সপত্নীগণেব সঙ্গে প্রিযসখীব ব্যবহাব কববে, পতিকর্তৃক

তিবস্কৃত হলেও কখনো ক্রোধবশতঃ তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না, পরিজনবর্গের প্রতি উদারমনোভাবাপন্ন হবে কখনো ভোগে গর্বিত হবে না যুবতিগণ এরূপ ব্যবহারের দ্বারাই ক্রমে সুগৃহিণীর পদে প্রতিষ্ঠিতা হয়ে থাকেন, এর বিপরীত আচরণকারিণী কুলের কলঙ্ক বলে বিবেচিত হয়।

রাজা দুষ্যন্তের প্রতি মহর্ষি কণ্বদেবের এই সন্দেশের মধ্যে ভীতি ও গৌরববোধ উভয়ই সংমিশ্রিত রয়েছে। সংযমই ঋষিদের একমাত্র সম্পদ,—একথার মধ্যে ভীতিপ্রদর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দুষ্যন্ত স্বেচ্ছায় শকুন্তলার গুরুজনদের বিনা অনুমতিতে শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেছেন। এখন কোন কারণে পরিণীতা ধর্মপত্নীকে মর্যাদার সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত না করলে, মহর্ষির সংযমের বাঁধ যাবে ভেঙ্গে এবং এরই ফলে মহর্ষির রোষাগ্নিতে দুষ্যন্তকে ভস্মীভূত হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ রাজর্ষি দুষ্যন্ত উচ্চকুলসম্ভূত —এ কথার দ্বারা মহর্ষি দুষ্যন্তকে তাঁর আভিজাত্যাভিমানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পরিণীতা পত্নীকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না করে তার প্রতি অন্যথা আচরণ করলে রাজর্ষির বংশমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। তৃতীয়তঃ কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণ করে পিতা বরের নিকট যতটুকু কামনা করেন মহাপ্রভাবশালী মহর্ষিও সাধারণ গৃহী পিতার মত কেবল সেই ন্যূনতম অধিকারই কন্যার জন্য প্রার্থনা করেছেন। এ সকল দিক থেকে বিচার করলে সহৃদয় সামাজিক ও পাঠকহৃদয়ে এর আবেদন অনস্বীকার্য।

আবার, শকুন্তলার প্রতি মহর্ষি কণ্বের উপদেশসমূহের মধ্যে আমরা সেকালের সর্বদেশের সর্বকালের সকল পিতৃহৃদয়ের পরিচয় পাই। উল্লিখিত উপদেশসমূহ সকলদেশের নবপরিণীতা কন্যার প্রতি প্রথম পতিগৃহ যাত্রাকালে সমভাবেই প্রযোজ্য। এ উপদেশাবলীর মধ্যে যে সর্বজনীন মানবিক আবেদন প্রকাশ পেয়েছে, তজ্জন্য তা' আমাদের ভাবপ্রবণহৃদয়ে চিরকালের জন্য অনপনেয় রেখাপাত করে। প্রসঙ্গত বলা যায়, বর্তমান নারী স্বাতন্ত্র্যের যুগে এসকল উপদেশের গুরুত্ব যে অনেক হ্রাস পেয়েছে তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই।

মহর্ষি কণ্বের মত অরণ্যবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর মুখে এরূপ সংসার-অভিজ্ঞোচিত উপদেশ মানায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। মহাকবিও সম্ভবতঃ এরূপ সন্দেহ . হওয়ায় উপদেশদানের পূর্বেই কাশ্যপের মুখে বললেন, "বনৌকসোঽপি বয়ং লৌকিকজ্ঞা এব।' কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হতে না পারায় শিষ্যের সমর্থন এল,—"ন খলু কশ্চিদবিষয়ো নাম ধীমতাম্।" তাতেও মনটা সুস্থির না হওয়ায় "গৌতমী বা কিং মন্যতে" বলে তার সমর্থন চাইলেন। ইহাই তো বধূজনকে দেবার যথার্থ উপদেশ"—গৌতমী একথা বললে মহর্ষি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ॥

৯। Descibe the scene of depaiture of Sakuntala from the heimitage of sage Kanva What pait did he play in this sence? (মহর্ষি কণ্বেব আশ্রম থেকে শকুন্তলাব পতিগৃহে যাত্রাব বর্ণনা কব। এ দৃশ্যে মহর্ষি কণ্বেব ভূমিকা কিরূপ ছিল?)

পালিতা কন্যা শকুন্তলাব প্রতিকূল দৈবকে শান্ত কবে মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ থেকে আশ্রমে ফিবে এলেন নিশা ও ঊষাব সন্ধিক্ষণে। আশ্রমেব অগ্নিশবণে প্রবেশ কবতে গিযে মহর্ষি দৈববাণীব মাধ্যমে জানতে পাবেন যে, তাঁব কন্যা বাজা দুষ্যন্তেব সঙ্গে গন্ধর্ববিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হযেছে, এবং সে বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা। তিনি শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাবাব জন্য তৎপব হযে ওঠেন। শকুন্তলাব আশ্রম থেকে বিদাযেব প্রস্তুতি সুরু হলো। প্রথমে তিনজন তপস্বিনী শকুন্তলাকে আশীর্বাদ কবতে এলেন।

তাঁদেব মধ্যে প্রথমা বললেন,—"স্বামীব বহুমানসূচক মহাদেবী ' আখ্যা লাভ কব। দ্বিতীযা বললেন,—"বাছা, বীবপ্রসবিণী হও। তৃতীযা বললেন,—' স্বামীব বহুমতা হও' । এমন সময গৌতম প্রভৃতি ঋষিকুমাবেবা শকুন্তলাব জন্য বনদেবতাপ্রদত্ত বসনভূষণ নিযে এল। কোন তরু চন্দ্রকিবণেব ন্যায শুভ্র মাঙ্গল্য ক্ষৌমবসন দান কবল। কোন তরু শকুন্তলাব চবণ বঞ্জনেব জন্য লাক্ষাবস দান কবল, এবং অন্যান্য তরুগণ নানারূপ আভবণ দান কবল।

শকুন্তলাকে সাজাতে সাজাতে অনসূযা এবং প্রিযংবদা বলল — 'আমবা বনবাসিনী তপস্বিনী, আমবা অলংকাবেব ব্যবহাব জানিনা, তবে চিত্রকর্মে যেমন দেখেছি তেমনি কবে তোমাকে সাজাই।" প্রসাধন সমাপ্ত হলে মহর্ষি কণ্ব এসে বললেন,—শকুন্তলা আজ পতিগৃহে চলে যাচ্ছে, সেজন্য আমাব হৃদয উৎকণ্ঠায আকুল, চোখেব জল বোধ কবতে গিযে বাবংবাব কণ্ঠবোধ হচ্ছে, সকল ইন্দ্রিযেব জডতা দেখা দিচ্ছে। বনবাসী আমাব যদি পালিতা কন্যাব জন্য এরূপ কাতবতা আসে, তাহলে না জানি, গৃহীপিতা তাঁব আপন কন্যাব প্রথম পতিগৃহ যাত্রাকালে বিচ্ছেদবেদনায কতই না কষ্ট অনুভব কবে।

অতঃপব শকুন্তলা পিতাব চবণবন্দনা কবলে, মহর্ষি পুরুবংশেব প্রতিষ্ঠাত্রী শর্মিষ্ঠাব নাম কবে আশীর্বাদ কবলেন, শর্মিষ্ঠাব মত স্বামীব আদবিণী হতে, এবং পুরুব ন্যায বাজচক্রবর্তী পুত্র লাভ কবতে বললেন। তাবপব শকুন্তলাকে বহ্নিবেদী প্রদক্ষিণ কবিযে, মহর্ষি কণ্ব তপোবনেব তরুগণকে উচ্চকণ্ঠে বললেন,—"ভোঃ ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোবন তববঃ, পাতুং ন ব্যবস্যতি জলম্" ইত্যাদি। অর্থাৎ ওহে সন্নিহিত তপোবনতরুগণ,—

"তোমাদেব জল না কবি দান, যে আগে জল না কবিত পান,
সাধ ছিল যাব সাজিতে তবু, স্নেহে পাতাটি না ছিঁডিত কভু,

তোমাদের ফুল ফুটিত যবে, যেজন মাতিত মহোৎসবে,
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়, তোমরা সকলে দেহ বিদায়।"

(প্রাচীন সাহিত্য /রবীন্দ্রনাথ)

সঙ্গে সঙ্গে বনপ্রকৃতি কোকিলের কণ্ঠস্বরে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা অনুমোদন করল। চেতন-অচেতন সকলের সঙ্গে শকুন্তলার এমনি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, এমনি প্রীতি ও কল্যাণেব বন্ধন। শকুন্তলা বলল,—'প্রিয়ংবদে আর্যপুত্রকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ আকুল, তবু আশ্রম ছেড়ে যেতে আমার পা যেন চলছে না।' প্রিয়ংবদা বলল,—'তুমিই যে কেবল তপোবনের বিরহে কাতর, তা' নয়, তোমাব আসন্ন বিয়োগে তপোবনেরও সেই একই দশা ॥' দেখ,—

"মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ, ময়ূর নাচেনা আর,
খসিযা পড়ে পাতা লতিকা হতে যেন সে আঁখিজলধার ॥"

(প্রাচীন সাহিত্য /রবীন্দ্রনাথ)

বিদাযেব প্রাক্কালে অশ্রুসিক্তদৃষ্টিতে চারদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে শকুন্তলাব চোখে পড়ল দূরে গর্ভমন্থরা এক মৃগবধূ কাতব নয়নে তার দিকে চেয়ে আছে. শকুন্তলা তাত কণ্বকে বলল,—'এ মৃগী যখন নির্বিঘ্নে প্রসব করবে, আমাকে সে প্রিয়সংবাদ দিতে ভুলো না।' আবো কিছুদূর অগ্রসব হতেই হঠাৎ শকুন্তলা পশ্চাৎ থেকে বাধা পেযে বলল,—"আরে, আমাব বসন ধরে কে আকর্ষণ করে?" তাত কণ্ব বল্‌লেন,—

"ইঙ্গুদির তৈল দিতে স্নেহ সহকাবে,
কুশক্ষত হলে মুখ যার,
শ্যামাধান্য মুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে,
এই মৃগ পুত্র সে তোমার।"

(প্রাচীন সাহিত্য /রবীন্দ্রনাথ)

শকুন্তলা বলল,—'ওবে বাছা, সহবাসপরিত্যাগিনী আমাকে আব কেন অনুসরণ করিস। প্রসব করে তোর জননী মারা গেলে তখন থেকেই আমি তোকে বড়ো করে তুলেছি। এখন আমি চললাম, তাত তোকে দেখবেন।' এরূপে সমুদয় তরুলতা, পশুপক্ষীর কাছ থেকে বিদায় নিতে নিতে শকুন্তলা ক্রমে আশ্রম ছেড়ে চলল। অতঃপর জলাশয়ের নিকটবর্তী ক্ষীরবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে মহর্ষি সুগৃহিণীর আচরণীয় কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বললেন—'তুমি পতিগৃহে গিয়ে গুরুজনদের সেবা করবে, সপত্নীগণের সঙ্গে প্রিয়সখী ব্যবহার করবে, পতি কর্কশ ব্যবহার করলেও কখনো কোপবশতঃ পতির বিরুদ্ধাচবণ করবে না, পরিজনদের প্রতি সতত দাক্ষিণ্যপ্রবণ হবে, সৌভাগ্যে কখনো

গর্বিত হবে না। নবপরিণীতা তরুণীরা একপ ব্যবহারের দ্বারাই ক্রমে গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর যারা এর বিপরীত আচরণ করে তারা কুলের কলংক বলে বিবেচিত হয়।

শকুন্তলা যখন আশ্রমের অভিমুখে দাঁড়িয়ে কাতরভাবে জানতে চাইল—"তাত, আবার কবে তপোবন দেখব?" তখন মহর্ষি ধীরগম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—"বাছা, সসাগরা ধরিত্রীর একমাত্র সপত্নী হয়ে এবং অপ্রতিহত প্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সংস্থাপিত করে, তার হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দিয়ে, পতির সঙ্গে পুনরায় শান্তরসাস্পদ আশ্রমে পদার্পণ করবে।"

শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেলে, মহর্ষি কণ্ব বললেন, "অনসূয়ে, তোমাদের সহধর্মচারিণী শকুন্তলা চলে গেছে, এখন শোক ত্যাগ করে আমার সঙ্গে আগমন কর।" অনসূয়া প্রিয়ংবদা বলল,—"পিতঃ, শকুন্তলা বিরহিত শূন্য তপোবনে কিরূপে প্রবেশ করবো।" মহর্ষি বললেন,—স্নেহের মোহে একপই মনে হয়। তিনি আরো বলেন,—শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করে আমি আজ পরম শান্তি লাভ করলাম। অপরের অর্থ এবং বিবাহিতা কন্যা—দুইই ন্যস্ত সম্পত্তি। ন্যাসপ্রত্যর্পণে মন যেরূপ উদ্বেগশূন্য হয়, শকুন্তলাকে তার পতির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আমিও আজ সেরূপ নিরুদ্বেগ হলাম।

শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রার দৃশ্যে মহর্ষি কণ্ব এবং তপোবন প্রকৃতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার বনবাসী পালক পিতারূপে এ করুণ ও মর্মস্পর্শী বিদায় দৃশ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এ দৃশ্যের কারুণ্যকে আরো তীব্র ও হৃদয়বিদারক করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন,—"শকুন্তলা যখন তপোবন ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাইতেছে, তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পদে তাহার বেদনা। বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক সকরুণ হতে পারে তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল "অভিজ্ঞানশকুন্তলম এর চতুর্থ অংকে দেখা যায়।" রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন,—"এই মূক প্রকৃতিকে কোন নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে তাহা বোধকরি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই ॥"
(প্রাচীনসাহিত্য / রবীন্দ্রনাথ)

১০। explain the dramatic significance of the introduction of the curse of Durvasa in the IV Act of the 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। ('অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের চতুর্থ অংকে দুর্বাসার অভিশাপের অবতারণার নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।)

মহর্ষি ব্যাসদেবরচিত মহাভারত অথবা পদ্মপুরাণের দুষ্যন্ত-শকুন্তলার উপাখ্যানে কোপনস্বভাব, প্রবৃত্তিবক্র, ঋষি দুর্বাসার অভিশাপের উল্লেখ নেই। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে এর অবতারণা মহাকবি কালিদাসের অমর প্রতিভার অনবদ্য সৃষ্টি। এই অভিনব সংযোজনের পশ্চাতে একাধিক তাৎপর্য রয়েছে।

প্রথম—মহাভারতকার ব্যাসদেব মহাভারতে রাজর্ষি দুষ্যন্তের চরিত্র মসিলিপ্ত করে অংকন করেছেন, তা' মহাকবি কালিদাসের রুচিসম্মত ছিল না। মহাকবি তাঁর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর নায়ক রাজর্ষি দুষ্যন্তের চরিত্রকে সবপ্রকার ত্রুটিমুক্ত আদর্শরাজ চরিত্র রূপে অংকন করবার মহৎ উদ্দেশ্যে দুর্বাসার অভিশাপের অবতারণা করেছেন। মহাভারতে আছে,—হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়াপ্রসঙ্গে মহর্ষি কণ্বদেবের তপোবনে প্রবেশ করে আশ্রমবালা শকুন্তলার অলৌকিক রূপলাবণ্যে ক্ষুব্ধ হয়ে তার প্রতি আসক্তচিত্ত হন এবং গান্ধর্বমতে তিনি তাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। তপোবন ত্যাগ করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনকালে রাজা শকুন্তলাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠাবেন বলে শকুন্তলাকে আশ্বাস দেন, কিন্তু লোকাপবাদের ভয়ে তিনি আর শকুন্তলাকে নিয়ে যাবার জন্য লোক না পাঠিয়ে তাকে প্রতারণা করেন। শকুন্তলা স্বয়ং রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে পত্নীত্বের দাবীতে রাজার অন্তঃপুরে আশ্রয় চাইলে রাজা তার পূর্ব পরিণয় অস্বীকার করেন এবং পরিণামে শকুন্তলা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বিসর্জিত হয়। মহর্ষি ব্যাসদেবরচিত মহাভারতে দুষ্যন্তের যে স্বরূপ প্রকটিত হয়েছে এতে তাঁকে একজন নগণ্য কামাচারী লম্পট ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না। মহাকবি কালিদাস এ চরিত্রের সকল কলংক মোচন করে তাঁকে নায়কোচিত মহৎ ও উন্নত করে সৃজন করবার উদ্দেশে দুর্বাসার অভিশাপের অবতারণা করেছেন। দুর্বাসার অভিশাপের ফলে রাজা দুষ্যন্তের চিত্ত হয়েছে মোহাচ্ছন্ন, তাই শকুন্তলা সশরীরে রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে পত্নীত্বের দাবী জানালে, রাজা বহু আয়াসেও শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর পূর্বপরিণয় স্মরণে ব্যর্থ হলেন। এতে রাজা দুষ্যন্তের প্রতি সহৃদয় পাঠক ও সামাজিকের চিত্ত সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠে, কিন্তু রাজার চরিত্রে প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত দোষের নিমিত্ত কলংক-আরোপ থেকে বিরত থাকে।

দ্বিতীয়—মহর্ষি কণ্বের তপোবনে শকুন্তলার প্রতি নায়ক দুষ্যন্তের যে অনুরাগ সৃষ্টি

হযেছে, তা' একান্তই নশ্বব দেহজ ৰূপলাবণ্যেব উপব নির্ভবশীল। এব কোন স্থাযী মূল্য নেই। এইটি প্রকৃতপক্ষে আত্মেন্দ্রিয-প্রীতি ইচ্ছা কামেবই নামান্তব। মহাকবি তথাকথিত প্রণয স্বীকাব কবেন না। এবং এৰূপ প্রণযকে তিনি যথোচিত মর্যাদা দিতেও কুণ্ঠিত। এৰূপ প্রণযে ছিল দেহেব ভাগ অধিক, হৃদযেব ভাগ স্বল্প। সুতবাং ক্ষণিকেব এই দেহজ মোহকে বিবহেব অনলে পবিশুদ্ধ কবে স্বর্গীয নিষ্কলুষ প্রণয়ে উন্নীত কববাব উদ্দেশ্যে মহাকবি দুর্বাসাব অভিশাপেব অবতাবণা কবেছেন। এই অভিশাপেব ফলে উভযেব মধ্যে এসেছে সামযিক বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদেব অনলে নাযক-নাযিকাব চিত্ত পবিশুদ্ধ হবাব পব মহাকবি উভযেব মধ্যে পুনর্মিলন সংঘটন কবালেন মহর্ষি মাবীচেব তপোবনেব শান্তসুন্দব, শুচিশুভ্র পবিবেশে।

তৃতীয়—যে প্রণয প্রণযী বা প্রণযিণীকে আপন-আপন কর্তব্যসম্পর্কে বিস্মৃত কবে তোলে, যে প্রণয কেবল পবস্পব পবস্পবকে কেন্দ্র কবে আবর্তিত হয, যা' কখনো আত্মীযপবিজন, বন্ধুবান্ধব বা অপবাপব ব্যক্তিগণেব মধ্যে মঙ্গল মাধুর্য বিকীর্ণ কবে না, তা' একান্তই স্বার্থপব, আত্মকেন্দ্রিক এবং সংকীর্ণ প্রণয। অল্প সমযেব মধ্যে এৰূপ প্রণয দুর্বহ হ'যে ওঠে, এৰূপ প্রণয দেববোষে ভস্মীভূত হয অভিশপ্ত হয ঋষিশাপে, এবং গুরুজন ভর্ৎসনায খণ্ডিত হয। শকুন্তলাব চিত্তে যখন কেবল বাজর্ষি দুষ্যন্ত ছাড়া আব কোন চিন্তাই স্থান পেল না, তখনই আশ্রমে ঋষি দুর্বাসাব আবির্ভাব। শ্রদ্ধাভাজন অতিথিব প্রতি অভ্যর্থনাব গুরুদাযিত্ব বিস্মৃত হবাব ফলেই শকুন্তলাব উপব বর্ষিত হল দুর্বাসাব অমোঘ অভিশাপ। কর্মে শৈথিল্যেব জন্য শকুন্তলাব দণ্ডপ্রাপ্তি। এ অভিশাপ আকস্মিক নয, এইটি ঘটনাব স্বাভাবিক পবিণতিব ফল।

চতুর্থ—প্রাচীন সাহিত্যে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, হাত বাড়ালেই যে পাওযা তা' সত্যিকাবেব পাওযা নয। লাভ কববাব প্রকৃষ্ট প্রণালী সাধনা, তপস্যা। বহু আযাস ও ক্লেশ স্বীকাব কবে যা' পাওযা যায, তাব মূল্য সর্বাধিক এবং তাই সত্যিকাবেব পাওযা। যা' সহজে লাভ কবা যায, তা' সহজেই হাবিযে যায। এৰূপ লাভে যেমন কোন গৌববেবোধ নেই, তাব হাবানোতেও কোন গ্লানি বা অনুশোচনাও নেই। বাজা দুষ্যন্ত যেভাবে শকুন্তলাকে লাভ কবেছিলেন তাকে সত্যিকাবেব পাওযা বলা চলে না। তিনি বহুবল্লভ নৃপতি, একবাব মাত্র ভালোবেসে থাকেন, তাবপব তাঁব ভালোবাসাব পাত্রী বাজান্তঃপুবে উপেক্ষা, ঘৃণা ও অবজ্ঞাব চিবঅন্ধকাবে কালযাপন কবে। হংসপদিকা, বসুমতী ইত্যাদি মহিষীগণেব ভাগ্যে এদশাই ঘটেছিল। বাজধানীতে উপস্থিত হওযামাত্রই যদি বাজা শকুন্তলাকে গ্রহণ কবতেন, তাহলে শকুন্তলাব ভাগ্যেও এ দশা ঘটত, এবং নিঃসংশযে সেও বসুমতী হংসপদিকাদেব দলবৃদ্ধি কবত মাত্র।

পঞ্চম—যৌবনের চাঞ্চল্যের প্রভাবে নরনারীর আকর্ষণজনিত যে মিলন, দেহজরূপলাবণ্যের মোহে যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, তা' কখনো ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ নয়। ক্ষণিকের মোহে যা' সহজেই পাওয়া যায়, তা' কখনো খাঁটি ও চিরস্থায়ী হয় না, তা কখনো কল্যাণকরও হয়না। শকুন্তলার দেহগত রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে দুষ্যন্ত তাকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ধর্মপত্নী কি, তার দায়িত্ব বা মূল্য কতদূর—এ সকল তিনি কিছুই তখন বোঝেন নি। শকুন্তলাও নিজ জীবনে প্রথম পুরুষের আবির্ভাবে অভিভূত হয়েছিল, কিন্তু দায়িত্বশীলা গৃহিণীর গুরুত্ব কতটুকু তা' অনুভব করবার ক্ষমতা তার তখনো অর্জিত হয়নি। এজন্য ঋষিশাপের মধ্য দিয়ে বিরহ ও বিরহাবকাশে রাজাও যেমন ধর্মপত্নী ও বংশধর পুত্রের প্রয়োজনীয়তা যথার্থভাবে অনুভব করলেন, শকুন্তলাও তেমনি প্রোষিতভর্তৃকা হয়ে জীবন যাপন করে বুঝতে পারলেন যে, নারীজীবনে পতির মূল্য কি। তারপর তাঁরা উভয়ে ভারতের আদর্শ অনুযায়ী গার্হস্থ্যজীবন যাপনের অনুমোদন লাভ করলেন।

ষষ্ঠ—পঞ্চম অংকে যেখানে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, আধুনিক নাট্যরীতি অনুসারে সেখানেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু মহাকবি এরূপ পরিণতি স্বীকার করেন না। প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুযায়ী মহাকবি জীবনকে সমগ্রতার দৃষ্টিতে দেখেছেন। কোথাও তিনি জীবনের খণ্ডাংশ পরিবেশন করেননি। জীবন কল্পনার সমগ্রতার দাবীতেই এ নাটকে অবশিষ্ট অংশ এসে পড়েছে। দুর্বাসার অভিশাপ ঘটনার স্বাভাবিক গতি বিপর্যস্ত করে দিল, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানে নাটকের নায়ক-নায়িকার মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হল। নতুন নতুন ঘটনার সমাবেশে এ নাটকে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অংক সন্নিবেশিত হবার অবকাশ পেল। সহৃদয় সামাজিকগণও উক্ত তিন অংকে বর্ণিত অনবদ্য কাহিনীর রসাস্বাদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন না। জীবনের পরিণামে দুঃখ, গ্লানি ও অগৌরবকে ভারতবাসী কখনো চরম বলে মানেন নি। তাঁরা জীবনের শেষে খুঁজেছেন পরম প্রশান্তিকে। তাই মহাকবি কালিদাস নাটকীয় বিধানকে উপেক্ষা করে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মধ্যে পুনর্মেলন ঘটিয়েছেন।

১১। Why is the IV Act of the "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" regarded as the best act in the drama? Give reasons for your answer ('অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অংককে সর্বোত্তম অংক বলা হয় কেন, যুক্তি সহ আলোচনা কর।)

অধিকাংশ সমীক্ষকেব মতে "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকেব চতুর্থ অংক যে অংকে শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা কবেছে, তাকে নাটকেব মধ্যে সর্বোত্তম অংক বলা হয়েছে,—

"কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রাপিচ চতুর্থোঽঙ্কঃ যত্র যাতি শকুন্তলা ॥"

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' মহাকবি কালিদাসেব যে শ্রেষ্ঠ বচনা—এ বিষযে কোন দ্বিমত নেই, তবে নাটকেব কোন অংক সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিষযে বিস্তব মত পার্থক্য বযেছে। কোন কোন নাট্য সমালোচকেব মতে চতুর্থ অংক শ্রেষ্ঠ, আবাব কাবো কাবো মতে নাটকেব পঞ্চম অংকই শ্রেষ্ঠ। বস্তুত এরূপ বিচাবধাবা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা, সপ্ত অংকেব নাটকেব মধ্যে কোন একটি অংককে বেছে নিযে তাব অঙ্গগত বিচাব বিশ্লেষণ অযৌক্তিক। কাবণ, নাটকেব সাতটি অংকেব মধ্যে প্রতিটি অংকেব নাটকেব সার্থক পবিণতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বযেছে। তাই কোন অংকেবই গুরুত্ব লাঘব কবা চলে না। নাটকেব একটি অংককে বিশেষ প্রাধান্য দেওযা নাটকেব সামগ্রিক উৎকর্ষেব প্রতি অবিচাবমাত্র।

তথাপি 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকেব চতুর্থ অংককে যাঁবা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা কবেন, তাঁবা মূলতঃ তপোবনবালা শকুন্তলাব পতিগৃহ যাত্রাব করুণ দৃশ্যেব বর্ণনা, বনপ্রকৃতিব সঙ্গে মানুষেব একাত্মতা, শকুন্তলাব প্রতি মহর্ষি কণ্বেব উপদেশ, এবং পালিতা কন্যাব বিবহে মহর্ষি কণ্বেব প্রগাঢ় অনুভূতি ইত্যাদিব উপব তাঁদেব দৃষ্টি নিবদ্ধ বেখেছেন। বিবাহিতা কন্যাব প্রথম পতিগৃহযাত্রাব দৃশ্যটি ভাবতবর্ষেব কোন সম্প্রদাযেব মানুষেবই অপবিচিত নয, এবং এই বিদায দৃশ্যে বিবাহিতা কন্যাব মাতাপিতা, আত্মীযস্বজন, বন্ধুবান্ধব এমনকি প্রতিবেশীগণ অশ্রুভাবাক্রান্ত নযনে কন্যাকে বিদায দিতে গিযে যে করুণবসেব অজস্র প্রবাহ বইযে দেন তাব আবেদন আমাদেব ভাবপ্রবণ হৃদযে সমধিক। তাই চতুর্থ অংকেব শ্রেষ্ঠত্বেব দাবীব পক্ষে এইটি একটি প্রবল যুক্তি।

আশ্রমবালা শকুন্তলাব সঙ্গে তপোবন প্রকৃতিব এমন নিবিড় ও অন্তবঙ্গ প্রীতিব সম্পর্ক যে, শকুন্তলা আশ্রমেব তরুলতাব মূলে আগে জলসেচন না কবে নিজে কখনো জলপান কবত না, ভূষণপ্রিযা হযেও শকুন্তলা স্নেহবশতঃ কখনো নবকিসলয ছেদন কবত না, বৃক্ষলতাব প্রথম পুষ্পোদ্‌গমে শকুন্তলা এত আনন্দিত হত যে, সে তাকে উৎসব বলে মনে কবত। তাই পতিগৃহে যাত্রাকালে তপোবনেব তরুলতা সাজবাব জন্য শকুন্তলাকে বসন ও আভবণ দান কবে। মহর্ষি তপোবন তরুব কাছে শকুন্তলাব পতিযাত্রাব অনুমতি প্রার্থনা কবলে কোকিলেব কণ্ঠস্ববেব মাধ্যমে তিনি তা'

লাভ করেন

বনবাসী ঋষি কণ্বেরও কি শোচনীয় অবস্থা। সংসারবিমুখ, গৃহত্যাগী সংযমী পুরুষ হলেও সাধারণ গৃহী পিতার মত পালিতা কন্যার প্রথম বিদায়কে কেন্দ্র করে তিনি আজ একান্তই বিহ্বল। কণ্ঠ তার বদ্ধ দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন। দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদারও সেই অবস্থা। পিতৃগৃহ ছেড়ে পতিগৃহে যাত্রাকালে এই করুণ দৃশ্যের আবেদন সর্বকালের, সর্বজনের পতিগৃহে নববধূর আচরণীয় কর্তব্য সম্পর্কে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন বর্তমান নারী স্বাতন্ত্র্যের যুগে তার কোন কোনটির মূল্য হ্রাস পেলেও, সেগুলির সামগ্রিক মূল্য ও গুরুত্ব কম নয়।

বনের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ যে এত মর্মস্পর্শী করুণ হতে পারে তা' জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের চতুর্থ অংকে দেখা যায়। চেতন অচেতন সকলের সঙ্গেই শকুন্তলার এমনি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা এমনি প্রীতি ও কল্যাণের বন্ধন। কেবল শকুন্তলা যে তপোবনের বিরহে কাতর তা' নয়, তার আসন্ন বিয়োগে তপোবনেরও সে একই দশা। যেমন—"মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ, ময়ূর নাচে না আর। খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে যেন সে আঁখিজলধার।" আজন্ম শকুন্তলার স্নেহলালিত মাতৃহীন মৃগশাবক তার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে তার গতিরোধের ব্যর্থ প্রয়াস পায়। এভাবে সমুদয় তরুলতা, পশুপক্ষীর কাছে বিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শকুন্তলা তপোবন ত্যাগ করে।—এ সব বিবেচনা করেই অনেকে চতুর্থ অংককে শ্রেষ্ঠ বলেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চতুর্থ অংকে করুণ বিদায় দৃশ্যে যতটা কাব্য আছে, ততটা নাটক নেই। কাব্যগুণের দিক থেকে বিচার করে চতুর্থ অংককে শ্রেষ্ঠ অংক বলা যেতে পারে, কিন্তু নাটকের মধ্যে কাব্যত্ব বেশী প্রকট হলে তা' আর নাটক থাকে না। গতিই নাটকের প্রাণ, কাব্যবাহুল্যে এ গতি মন্থর হয়ে পড়ে, তাতে নাটকের মূল্য হ্রাস পায়। চতুর্থ অংকে লিরিকধর্মিতা যত বেশী, নাট্যধর্মিতা তত নেই বললেই চলে। সুতরাং সপ্ত অংকের নাটক থেকে কেবল চতুর্থ অংককে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পৃথক্‌ভাবে বিচার করলে চতুর্থ অংককে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে, কিন্তু নাটকের মধ্যে নাটকের অঙ্গ রূপে বিচার করলে চতুর্থ অংককে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়া যায় কিনা তা' বিশেষ বিচার্য।

১২। Some critics regard the V act of the 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' as the masterpiece of Kalidasa Do you agree with them? Give reasons for your answer (কোন কোন সমীক্ষকের মতে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অংকই শ্রেষ্ঠ। তুমি কি তাঁদের সঙ্গে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।)

প্রথমেই উল্লেখ কবা প্রযোজন যে, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকটি সপ্ত অংকে সমাপ্ত। এই সপ্তঅংকবিশিষ্ট নাটক থেকে কোন একটি অংককে বেছে নিযে তাব মূল্যায়ন করা সমীচীন ও সঙ্গত নয। কেননা, তাতে নাট্যকাবেব প্রতি অবিচাব কবা হয। সাত অংকেব নাটকে কোন অংকেবই গুরুত্ব কম নয, নাটকেব ঈপ্সিত পবিণতিতে প্রত্যেক অংকেবই বিশেষ ভূমিকা বযেছে।

মহাকবি কালিদাস বচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকটি কেবল যে মহাকবিবচিত শ্রেষ্ঠ নাটক তা' নয, এইটি নিঃসন্দেহে সমগ্র সংস্কৃত নাটকেব মধ্যেই শ্রেষ্ঠ, এ বিষযে কোন দ্বিমত নেই। তবে এ নাটকেব কোন অংক শ্রেষ্ঠ, চতুর্থ না পঞ্চম, এ বিষযে সমীক্ষকদেব মধ্যে মতভেদ বযেছে। কেউ কেউ মনে কবেন চতুর্থ অংকই শ্রেষ্ঠত্বেব দাবী বাখে, আবাব কেউ কেউ বিবেচনা কবেন পঞ্চম অংকই শ্রেষ্ঠত্বেব মর্যাদা পাওযাব যোগ্য।

"শাকুন্তলশ্চতুর্থোঽঙ্কঃ সর্বোৎকৃষ্ঠ ইতি প্রথা।
ন সর্বসম্মতা যস্মাৎ পঞ্চমোঽস্তি ততোঽধিকঃ ॥"

পঞ্চম অংককে যাঁবা শ্রেষ্ঠ বলেন, তাঁদেব মতে ঘটনাব সন্নিবেশ, আদর্শ দ্বন্দ্বেব বর্ণনা নৈপুণ্য এবং চবিত্রাংকনেব বিশেষ দক্ষতা ইত্যাদি যথাযথ বিচাব কবে পঞ্চম অংককেই শ্রেষ্ঠ বলতে হয। পঞ্চমাংকে ঘটনা সন্নিবেশ সত্যি প্রশংসাব যোগ্য। এ অংকেব সূচনাতেই হংসপদিকাব গীত শকুন্তলা বিসর্জনেব ভূমিকা অত্যন্ত নিপুণভাবে প্রস্তুত কবে দিযেছে। গান্ধর্ববিধিমতে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা পবিণযসূত্রে আবদ্ধ হবাব পব উচ্চাশায উদ্দীপ্তা শকুন্তলা পতিগৃহে স্থান পাবে কিনা তা' জানতে সহৃদয সামাজিক বৃন্দেব চিত্ত ব্যাকুল। এ সংগীত সংশযাকুলচিত্তে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তাব কবে। এব মধ্য দিযে যুগপৎ বাজাব প্রতি তীব্রভর্ৎসনা এবং আশ্রমবালা শকুন্তলাব দুর্ভাগোব সূচনা হয।

হস্তিনাপুবেব বাজপ্রাসাদেব বাজা দুষ্যন্তেব সমক্ষে গৌতমী এবং কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গবব ও শাব দ্বতেব সঙ্গে শকুন্তলা সমাগমে, শার্ঙ্গবব ও শাব দ্বতেব উক্তি থেকে শান্ত সংযত আশ্রমজীবন এবং কোলাহলমুখব নাগবিক জীবনেব প্রতিচ্ছবিব সুস্পষ্ট আভাষ পাওযা যায। আশ্রমজীবনেব শান্ত পবিবেশে বর্ধিত, সহজসাবল্যেব আধাব, শকুন্তলা মূর্তিমতী সৎক্রিযা। আব নাগবিক সভ্যতাব কুটিলতা, কৃত্রিমতাব আডম্বব, প্রতাবণাব ছাযা এখানে বাজ্যে ও বাজচবিত্রে প্রতিফলিত। আশ্রমপবিবেশেব সঙ্গে নাগবিক পবিবেশেব অসামঞ্জস্য এখানে শকুন্তলা বিসর্জনে প্রকট হযে উঠেছে। অবগুণ্ঠনমুক্ত শকুন্তলাকে দেখেও বাজা চিনতে পাবলেন না। বাজাব মধ্যে আদর্শেব দ্বন্দ্ব প্রবল হযে উঠছে। ধর্মপত্নী বলে দাবী কবছেন,—এমন একজন পবমাসুন্দবী নাবীব কথায বিশ্বাস কবে, তাঁকে গ্রহণ কবে বাজা ধর্মপালন কববেন অথবা পবস্ত্রী জেনেও তাঁকে গ্রহণ কবে পাপভাগী হবেন। দুর্বাসাব

অভিশাপের প্রভাবেই হোক, বা অন্য কোন কারণেই হোক, রাজা ধীরচিত্তে বিচার বিবেচনার দ্বারা মানসিক চাঞ্চল্য সংযত করে শকুন্তলা বিসর্জনে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মপালনে দৃঢ়সংকল্প ও কর্তব্যে কঠোর রাজার চরিত্রচিত্রণ এখানে সত্যি অনবদ্য।

শকুন্তলার চরিত্র সৃষ্টিও অনুরূপ প্রশংসনীয়। পূর্ব অংকের বিনয়নম্র, কুসুমপেলবা শকুন্তলা এখানে প্রত্যাখ্যানের রূঢ় আঘাতে আহত হয়ে কঠোর প্রতিবাদপরায়ণা। তিনি মিথ্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনি তুলে রাজাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন। তাতেও রাজার মনে বিশ্বাস উৎপাদনে ব্যর্থ হয়ে, পিত্রালয়ের পথ রুদ্ধ দেখে এবং পুরোহিতের গৃহে সাময়িক অবস্থানকে অমর্যাদাকর ভেবে আত্মত্যাগে প্রস্তুত হয়েছেন। সেদৃশ্য বড়ই করুণ, বড়ই মর্মস্পর্শী। কারুণ্য যেন পঞ্চমাঙ্কে গাঢ়পুষ্টিলাভ করেছে এবং তা সামাজিকগণের পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

এ দৃশ্যের নাটকীয় অবস্থার অধিকতর চমৎকারিত্ব এই যে, দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা উভয়েই নিরপরাধ। কেবল দুর্বার ঘটনাচক্রে এই বিষ উঠেছে। একদিকে শকুন্তলা ঘৃণায়, লজ্জায়, লাঞ্ছিত প্রণয়ের ধিক্কারে, ক্ষোভে, রোষে, উন্মাদিনী। আর অন্যদিকে রাজা ধীর, স্থির, অচঞ্চল ও শান্ত। কিন্তু তাঁর হৃদয়েও যে কী ঝড় বয়ে চলেছে তা' অনুমান সাপেক্ষ। মহাকবি অপূর্ব কৌশলে এ নিষ্ঠুর দৃশ্যের অবসানে কেবল একটি মাত্র বাক্যে তার ইঙ্গিত করেছেন,—"প্রতিহারী, আমি বড় ক্লান্ত, শয়নগৃহের পথ দেখাও।"

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, যেহেতু চতুর্থ অংকের করুণ বিদায়দৃশ্যটি গীতিকাব্যের সুরে বাঁধা, সেজন্য সমগ্র নাটকের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা না করে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে চতুর্থ অংককে কবিত্বের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলতে হয়, কিন্তু সমগ্র নাটকের অঙ্গ হিসেবে বিচার করলে পঞ্চম অংকই যে শ্রেষ্ঠ—এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। কারণ, নাটকের যে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—(১(নাটকের গতি ও (২(চবিত্রের অন্ত র্দ্বন্দ্ব, তা' কেবল পঞ্চম অংকেই রয়েছে, চতুর্থ অংকে নেই। সুতরাং এ দুটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পঞ্চম অংককে শ্রেষ্ঠ অংকের মর্যাদায় ভূষিত করা যায় ॥

১৩। Describe the scene of repudiation of Sakuntala by King Dusyanta in the V Act of the "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্", and delineate the character of the King in brief as revealed in this scene.) (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের পঞ্চম অংকে বর্ণিত দুষ্যন্তকর্তৃক শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যান দৃশ্যের বিবরণ দাও, এবং এ দৃশ্যে রাজার চরিত্র যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা সংক্ষেপে লিখ।)

চতুর্থ অংকের করুণকোমল বিদায়দৃশ্যের পর পঞ্চম অংকের এই নিরতিশয় নিষ্ঠুর বেদনাদায়ক প্রত্যাখ্যানদৃশ্যের অবতারণা করে মহাকবি কালিদাস তাঁর প্রকৃতনাট্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বলতে হয়। পঞ্চম অংকের সূচনাতেই বিরহের গীত, অন্তঃপুরের সংগীতশালায় রাণী হংসপদিকা গাইলেন,—

"নবমধুলোভী ওগো মধুকর চূতমঞ্জরী চুমি।
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ কেমনে ভুলিলে তুমি ॥"

এ গীত শুনে রাজা ভাবলেন,—হংসপদিকার এ তিরস্কার দেবী বসুমতীর প্রতি ঈর্ষ্যায়, কিন্তু তিনি নবপরিণীতা শকুন্তলার কথা স্মরণ করতে পারলেন না। শকুন্তলাকে যে তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন—এ উক্তি তারই ইঙ্গিত। হংসপদিকার গীত শুনে রাজার মন গভীর উদ্বেগে আকুল হয়ে উঠল। কি যেন তিনি হারিয়েছেন, যেন কোন জন্মান্তরের প্রিয়বারতা তাঁকে ব্যথিত করে তুলছে। নদী তরঙ্গের তলে তলে অন্তঃস্রোত যেমন নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহিত হয়, শকুন্তলার স্মৃতিও রাজার অন্তরের অন্তঃস্থলে তেমনি অন্তঃশীল হয়ে বয়ে চলেছে। রাজা আজ বড় ক্লান্ত, রাজ্যভার তাঁর দুর্বহ বোধ হচ্ছে।

এমন সময় সংবাদ এল,—মহর্ষি কণ্বের তপোবন থেকে ঋষিরা এসেছেন, সঙ্গে দুজন নারী, তাঁরা রাজার সাথে দেখা করতে চান। অগ্নিগৃহে যথোচিত সৎকারের পর রাজা তাঁদের আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। দুই কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের মধ্যে শার্ঙ্গরব রাজাকে জানালেন,—"তাঁর এবং শকুন্তলার গান্ধর্বপরিণয় মহর্ষি সানন্দে অনুমোদন করেছেন এবং অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলাকে গ্রহণ করবার জন্য তাঁর কাছে প্রেরণ করেছেন। রাজা ভাবলেন, এ আবার কি? পরে প্রশ্ন করলেন,—"আমি কি এঁকে পূর্বে বিবাহ করেছি?"

এ কথা শুনে শঙ্কায় শকুন্তলার হৃদয় কাঁপতে লাগল। গৌতমী বললেন,—'মা, এক মুহূর্তের জন্য লজ্জা ত্যাগ কর। তোমার অবগুণ্ঠন মোচন করে দিই, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার স্বামী তোমায় চিনতে পারবেন।" কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। রাজার হৃদয় তখন দারুণ দ্বন্দ্বে উদ্বেল। একদিকে শকুন্তলার অম্লান মুখকান্তি তাঁকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে, অন্যদিকে তাঁর প্রচণ্ড ধর্মভয়।

শার্ঙ্গরব জিজ্ঞাসা করলেন,—"রাজন্, নীরব কেন?" রাজা বললেন,—"ঋষিগণ, অনেক চিন্তা করেও পরিণয়ের কথা স্মরণ করতে পারলাম না। এ নারী গর্ভবতী। কিরূপে গ্রহণ করি? রাজাকে সতর্ক করে দিয়ে শার্ঙ্গরব পুনরায় বললেন,—"মহারাজ, তপোবনে আপনি দস্যুবৃত্তি করে যা অপহরণ করেছেন, মহর্ষি সাদরে সে সামগ্রী আপনাকে দান করেছেন। তাঁর অবমাননা করবেন না।" কিন্তু এতেও কোন ফল হল না।

শকুন্তলা পুনবায বাজাকে বলল,—"পৌবব। যে সবলস্বভাবা তাকে প্রবঞ্চনা কবে প্রত্যাখ্যান কবা কি উচিত?" শকুন্তলাব তখন অঙ্গুবীযকেব কথা স্মবণ হল এবং বাজাকে বলল,—"সত্যি যদি পবস্ত্রীশঙ্কায আপনাব এরূপ আচবণ, তাহলে আপনাকে আপনাব প্রদত্ত অঙ্গুবীযক দেখিযে আপনাকে নিশ্চিন্ত কবি।" বাজা বললেন,—"উত্তম প্রস্তাব।" কিন্তু শকুন্তলা দেখল তাব অঙ্গুলী অঙ্গুবীযকশূন্য। গৌতমী বললেন,—"নিশ্চযই শচীতীর্থে সূর্যবন্দনাব সময অঙ্গুবীযক গঙ্গাজলে পতিত হযেছে।" বাজা ঈষৎ হেসে বললেন,—"এজন্যই বলে নাবী প্রত্যুৎপন্নমতি।"

অপমানেব বেদনায, প্রত্যাখ্যানেব লাঞ্ছনায, কলংকেব আশঙ্কায স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা শকুন্তলা আজ মুখবা। বাজা শকুন্তলাব প্রতি শ্লেষগর্ভবাক্যে বললেন,—"কোকিলেবাও নিজেদেব শাবক অন্য পাখীব দ্বাবা পালন কবিযে নেয।" এ কুৎসিত অপমানে শকুন্তলা ক্রন্দন কবতে কবতে বাজপুবোহিতেব অনুগমন কবলেন। এমন সময জ্যোতির্ময়ী এক বমণীমূর্তি পথ থেকে শকুন্তলাকে আকাশপথে অপ্সবাতীর্থেব দিকে নিযে গেলেন

এ প্রত্যাখ্যানদৃশ্যেব সবচেযে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নাযক বাজা দুষ্যন্তেব চবিত্রেব অন্তর্দ্বন্দ্ব। এ অংকেব প্রথমে বাজাব চপল প্রণযেব যে পবিচয হংসপদিকাব গীতেব মধ্য দিযে প্রকাশ পেযেছে বাজাব স্বভাবেব মধ্যেই তাব বীজ নিহিত ছিল। আমবা দেখলাম এখানে হৃদয বড কঠিন, প্রণয বড কুটিল এবং মিলনেব পথ সহজ নয। এখানে নাগবিক সভ্যতাব কুটিলতা কৃত্রিমতাব আডম্বব। প্রতাবণাব ছাযা এখানে বাজ্যে ও বাজ চবিত্রে প্রতিফলিত। শকুন্তলাব অবগুণ্ঠন উন্মোচন কবা হলেও বাজা তাকে চিনতে পাবলেন না। বাজাব মনেব মধ্যে আদর্শেব দ্বন্দ্ব চলতে লাগল। একদিকে অলোকসামান্য রূপসী স্বেচ্ছায এসে স্বামিত্ব ভিক্ষা কবছে, তাব দুর্বাব আকর্ষণ, প্রত্যাখ্যানে বিনিপাতশঙ্কা, অন্যদিকে তাকে গ্রহণে ধর্মভয। চাবদিকে তবঙ্গেব অভিঘাত, কিন্তু ধর্মভীরু বাজা অটল। ধর্মপত্নী বলে দাবী কবছেন এমন এক অপবিচিতা পবমাসুন্দবী বমণীব কথায বিশ্বাস কবে, তাকে গ্রহণ কবে বাজধর্মপালন কববেন, অথবা পবস্ত্রী জেনেও তাকে গ্রহণ কবে পাপভাগী হবেন।

বাজা ধীবচিত্তে বিচাব বিবেচনাব দ্বাবা মানসিক চাঞ্চল্য সংযত কবে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানে চাবিত্রিক দৃঢতাব পবিচয দিযেছেন। ধর্মপালনে দৃঢসংকল্প, কর্তব্যে কঠোব বাজাব এই চবিত্রচিত্রণ সত্যই অনবদ্য। এ নাটকীয অবস্থাব অধিকতব চমৎকাবিত্ব এই যে, শকুন্তলা এবং দুষ্যন্ত উভযেই নিবপবাধ। কেবল দুর্বাব ঘটনাচক্রে এই বিষ উঠছে। একদিকে শকুন্তলা ঘৃণায, লজ্জায লাঞ্ছিত প্রণযেব ধিক্কাবে, ক্ষোভে, বোষে, উন্মাদিনী, আব অন্যদিকে বাজা ধীব, স্থিব, অচঞ্চল ও শান্ত। কিন্তু তাঁব হৃদযেও যে কী ঝড বযে

চলেছে তা' অনুমান-সাপেক্ষ। কালিদাস অপূর্ব কৌশলে এ নিষ্ঠুরদৃশ্যের অবসানে কেবল একটি মাত্র কথায় তার ঈঙ্গিত দিয়েছেন,—"প্রতিহারী, আমি বড় ক্লান্ত, শয়নগৃহের পথ দেখাও ॥"

১৪। explain the significance of the title 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" of Kalidasa. (মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।)

সংস্কৃত নাট্যকারগণ সাধারণতঃ মুখ্য বা কেন্দ্রীয়চরিত্র বা কোন বিশেষ অর্থবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বা উভয়ের সমন্বয়ে নাটকের নামকরণ করে থাকেন। এ বিষয়ে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেন,—"নাম কার্যং নাটকস্য গর্ভিতার্থপ্রকাশকম্"। অর্থাৎ যাতে নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ পায়, বা নাটকীয় আখ্যানের মূল বক্তব্য প্রকাশিত হয়, এরূপ কোন ঘটনার উপর নির্ভর করে নাটকের নামকরণ করা হয়, এবং প্রকরণ ইত্যাদি দৃশ্যকাব্যের নামকরণ করা হয় নায়ক বা নায়িকার নাম অনুসারে। যেমন মহাকবি কালিদাস রচিত "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের নামকরণ করা হয়েছে উক্ত নাটকের নায়িকা এবং নাটকের বস্তুতে মুখ্যস্থান অধিকারী ঘটনার বিজ্ঞাপক শব্দের সাহায্যে।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ নামকরণটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে,—অভিজ্ঞায়তে অনেন ইতি অভিজ্ঞানম্ = অভি - জ্ঞা + ল্যুট্ করণে অভিজ্ঞানম্। অভিজ্ঞানেন স্মৃতা অভিজ্ঞানস্মৃতা, তৃতীয়া তৎ, অভিজ্ঞানস্মৃতা শকুন্তলা-শাকপার্থিবাদিবৎ উত্তরপদলোপী কর্মধা, অতঃপর 'নাটকম্'-এর সঙ্গে অভেদোপচারবশতঃ পদটি হবে ক্লীবলিঙ্গ, এবং "হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য" সূত্র অনুসারে অন্ত্যস্বরের হ্রস্বত্বে "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" হবে। এইটি প্রচলিত ব্যাখ্যা। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিতের মতে সমীচীন নয়, কেননা এতে নাটকের গর্ভিতার্থ প্রকাশ পায় না।

চতুর্থ অংকের বিষ্কম্ভকে শকুন্তলাসখী প্রিয়ংবদার মুখে আমরা জানতে পেলাম যে, রাজা দুষ্যন্তকে শকুন্তলা "অভিজ্ঞানাভরণ" প্রদর্শন করতে পারলেই দুর্বাসার শাপের অবসান ঘটবে, এবং রাজা শকুন্তলাকে তাঁর পরিণীতা পত্নীরূপে চিনতে পারবেন, "অভিজ্ঞানাভরণেন শাপো নিবর্তিষ্যতে ইতি।" এর অর্থ হল যে কোন অভিজ্ঞানে বা স্মারকে শাপ মোচন হবে না, কেবল স্মারক অলংকার দেখালেই তা' সম্ভব হবে। শকুন্তলা স্বয়ং রাজার কাছে অভিজ্ঞান, কিন্তু তাকে দেখেও শাপের অবসান ঘটেনি। শকুন্তলা রাজাকে তাদের পূর্বপরিণয় স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আশ্রমে সংঘটিত আরো দুয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছে, কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। যেমন লতাকুঞ্জে দীর্ঘাপাঙ্গ মৃগশিশুর জলপানের কাহিনীটি রাজার কাছে স্মারকরূপে উল্লেখ করা হলেও

রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পারলেন না। এর কারণ, এ গুলি স্মারক হলেও, এ গুলির কোনটিই **স্মারক-অলংকার** বা **অভিজ্ঞানাভরণ** নয়।

এখানে স্মারক অলংকার বলতে—দুষ্যন্ত প্রদত্ত শকুন্তলার অঙ্গুলিতে পরিহিত রাজার নামাংকিত অঙ্গুরীয়কটি। কিন্তু হায়, চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে শকুন্তলা তা' রাজাকে দেখাতে অসমর্থ হওয়ায়, রাজা শকুন্তলাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। নায়ক-নায়িকার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল। আবার শক্রাবতারবাসী ধীবরের হাতে রাজা নিজের নামাংকিত অঙ্গুরীয়ক দেখেই যখন মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে তাপসবালা শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর পূর্বপ্রণয় ও গান্ধর্বপরিণয় স্মরণ করতে সক্ষম হলেন, তখন দীর্ঘকাল বিরহানলে দগ্ধ হয়ে পরিশুদ্ধচিত্ত রাজা শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন, অতঃপর ভগবান্ মারীচের আশ্রমের শান্তসুন্দর, শুচিশুভ্র পরিবেশে শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের পুনর্মিলন ঘটল।

এ নাটকের 'অভিজ্ঞান-আভরণ' বৃত্তান্তটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এইটি নাটকের প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং কিছুটা সপ্তম অংকেও কেবল ঘটনার উপর প্রভাব বিস্তার করেনি, উক্ত অংকসমূহের ঘটনাকেও বহুলপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে 'অভিজ্ঞানাভরণ' অর্থাৎ রাজাকর্তৃক শকুন্তলাকে প্রদত্ত নিজের নামাংকিত অঙ্গুরীয়কটির মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার মধ্যে মিলন সংঘটিত হয়েছে, দৈবক্রমে অঙ্গুরীয়কটি হারিয়ে গেলে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার ভাগ্যে বিচ্ছেদের অভিশাপ নেমে এসেছে, আবার, অঙ্গুরীয়কটির পুনঃ প্রাপ্তিতে উভয়ের মধ্যে মিলন সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এ নাটকে 'অভিজ্ঞানাভরণ' যে নাটকের গর্ভিতার্থব্যঞ্জক হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' শীর্ষনাম এ নাটকের পক্ষে নিশ্চিতরূপে,শোভন ও গভীর অর্থবহ হয়েছে বলা যায়।

উপরি উক্ত যুক্তি অনুসারে "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" শীর্ষনামের ব্যাখ্যা নিম্নপ্রকার হতে পারে।

অভিজ্ঞানং চেদম্ আভরণং চেতি = অভিজ্ঞানাভবণম্, কর্মধা। অভিজ্ঞানাভরণমেব স্মৃতং (স্মরণম্) অভিজ্ঞানস্মৃতম্। উত্তরপদলোপী কর্মধারয় সমাস। অভিজ্ঞানস্মৃতম্ অস্য অস্তি ইতি অভিজ্ঞানস্মৃতা (অর্শআদিভ্যোঽচ্, স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্)। অভিজ্ঞানস্মৃতা শকুন্তলা = অভিজ্ঞানশকুন্তলা, উত্তরপদলোপী কর্মধা। অতঃপর 'নাটকম্'-এর সঙ্গে অভেদোপচারবশতঃ পদটি হবে ক্লীবলিঙ্গ, এবং 'হ্রস্বো নপুংসকং প্রাতিপদিকস্য' সূত্র অনুসারে অন্ত্যস্বরের হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি হওয়ায়—'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' পদটি সিদ্ধ হয়েছে ॥

১৫। State the incident of fisherman with an outline of Indian Society which deals with royal property, Capital punishment and behaviour of Police constables and the Police-Super (রাজকীয় সম্পত্তি, চরম শাস্তি, ও রক্ষিপুরুষদের এবং নগরপুলিশ পরিদর্শকের আচরণ সম্বলিত ভারতীয় সমাজের একটি চিত্র সহ ধীবরের ঘটনাটি বিবৃত কর।) 1997

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, ষষ্ঠ অংকের গোড়ায় প্রবেশকে ধীবরের বৃত্তান্তটি অবতারণার পশ্চাতে গভীর নাটকীয় তাৎপর্য রয়েছে। মহাকবি অত্যন্ত নিপুণ কৌশলে ধীবরের বৃত্তান্তটি অবতারণা করে সহৃদয় সামাজিকদের হৃদয়ে স্বস্তি ও নিরুদ্বেগের ভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। পঞ্চম অংকে প্রত্যাখ্যানদৃশ্যে শকুন্তলাকে নির্মম ভাবে বিসর্জন দিয়ে রাজা নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। রাজা বললেন,— **"মুনির কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছি, কারণ তাকে বিবাহ করেছি বলে মনে করতে পারছি না,— কিন্তু আমার মনে যে বেদনা হচ্ছে তা' যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে ও যা' বলেছে তা' সবই সত্য।"** রাজা মর্মান্তিক বেদনায় অধীর হয়ে কাল যাপন করছেন।

পঞ্চম অংকে বর্ণিত শকুন্তলার করুণ অবস্থায় সামাজিককুল যখন ভবিষ্যতে রাজার সঙ্গে শকুন্তলার মিলনের উপায় সম্বন্ধে জানতে নিতান্ত আগ্রহী ও উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন, তখনই তাঁরা জানলেন যে শক্রাবতারবাসী ধীবর রাজার নামাংকিত একটি অঙ্গুরীযক পেয়েছে, সহৃদয় সামাজিকদের বুঝতে অসুবিধে হল না যে, এটি কোন অঙ্গুরীযক। দর্শকেরা যেন একটু আশ্বস্ত হলেন, তারপরেই যখন রাজা অঙ্গুরীযকটি পেয়ে **"পর্য্যুৎসুকনয়নঃ"** হয়েছেন, জানা গেল তখন সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন সম্পর্কে তাঁরা যেন অনেকটা সুনিশ্চিত।

উক্ত দৃশ্যে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের যে তথ্যসমূহ প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে তখনকার প্রশাসন ও বিচারবিষয়ক কিছু কিছু সুস্পষ্ট ধারণা আমরা পাই যেমন বর্তমানের মত তখনও আরক্ষ অধিকার বা পুলিশবিভাগ ছিল। রাজশ্যালক হলেন নাগরিক "নগরে নিযুক্তঃ রক্ষাবিধানার্থমিতি নাগরিকঃ কোষ্ঠপালঃ" (ইতি রাঘবভট্টঃ) অর্থাৎ নগরপাল যাকে চলিত কথায় "কোটাল" বা আধুনিক কথায় "পুলিশ সুপার" বলা হয়। তাঁরই তত্ত্বাবধানে জানুক ও সূচক নামে দুই রক্ষিপুরুষ শক্রাবতারবাসী এক ধীবরকে রাজার নামাংকিত অঙ্গুরীযক চুরি করেছে—এ সন্দেহে বন্দী করে বিচারের জন্য রাজার কাছে নিয়ে চলেছে। রাজশ্যালক জানুক ও সূচক-রক্ষিদ্বয়ের কাছে ধীবরকে রেখে অঙ্গুরীযকটি নিয়ে গিয়ে রাজার কাছ থেকে সরাসরি একটি মৌখিক দণ্ডাদেশ আনতে গেলেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, সেকালে

অপরাধীকে বাইরে রেখে তার বিচার ও দণ্ডাদেশ দানের ব্যবস্থা ছিল। অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনেব কোন সুযোগই দেওয়া হতো না। কেবল তাই নয় অপরাধের দণ্ডও ছিল অত্যন্ত গুরুতর। চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেবার ব্যবস্থা ছিল। এবং সে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিচিত্র উপায়ও ছিল।

রাজশ্যালক যখন রাজার কাছ থেকে বিচারফল নিয়ে ফিরছিল, তখন জানুক এই বলে ধীবরকে শাসাচ্ছিল,—"গৃধ্রবলির্ভবিষ্যসি," "শুনো মুখং বা দ্রক্ষ্যসি"—'তোকে শকুন দিয়ে খাওয়ানো হবে', অথবা 'তোকে কুকুরের মুখে দেওয়া হবে।' এর থেকে বোঝা যায় যে, সেকালে চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত, এবং সে মৃত্যুদণ্ড নানা বিচিত্র উপায়ে কার্যকর করা হতো। চুরির অপরাধে কখনো কখনো শূলে আরোপ করেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। রাজশ্যালকের মুখে যখন সূচক জানল যে, ধীবরের অঙ্গুরীয়কপ্রাপ্তির বৃত্তান্তটি সত্য, এবং রাজা তাকে মুক্তি দিয়েছেন, তখন সে ধীবরকে বলল, "যাঃ, যমের বাড়ী থেকে ফিরে আসলি।" ধীবর শ্যালককে বলল,— "তাহলে, আমার আজকের জীবিকার কী উপায় হবে?"—তার উত্তরে শ্যালক বলল,— "প্রভু, তোমাকে অঙ্গুরীয়কের মূল্য অনুযায়ী অর্থ পুরস্কার দিয়েছেন।" ধীবর এতে বিগলিত হয়ে রাজশ্যালককে প্রাপ্ত অর্থের অর্ধেক উপহার রূপে দিতে চাইলে ,—রাজশ্যালক তা' আনন্দে গ্রহণ করলেন, এবং অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ধীবর ও রক্ষিদ্বয়কে নিয়ে মদ্যপানের মাধ্যমে মৈত্রী সুদৃঢ় করতে শৌণ্ডিকালয়ে গমন করল। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় সেকালে পুলিশের নৈতিক চরিত্রের মান ছিল সর্বনিম্নে। উৎকোচগ্রহণ ও মদ্যপান তাদের বৃত্তির অঙ্গরূপে পরিণত হয়েছিল। সন্দেহ-ভাজন অপরাধীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা যথেচ্ছ অত্যাচার নির্যাতন করত।

উক্ত ধীবরবৃত্ত থেকে আমরা আরো দুয়েকটি মূল্যবান সামাজিক তথ্য লাভ করি। যেমন, ধীবরের কাছ থেকে তার স্বধর্ম অর্থাৎ জাল ও বড়শি দিয়ে মৎস্যশিকার করে জীবিকা সংস্থানের কথা জানতে পেরে রক্ষিদ্বয় যখন তার পেশা বা বৃত্তি সম্পর্কে উপহাস করল, তখন ধীবর বলে যে, মানুষ যে বৃত্তি নিয়ে জন্মেছে, সে বৃত্তি নিন্দনীয় হলেও তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। সে যুক্তি দিয়ে বলে যে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বভাবে দয়াপরায়ণ হলেও যজ্ঞীয় পশুবধের সময় নির্দয় হয়ে থাকেন। ধীবরের এ উক্তির মধ্যদিয়ে শ্রমের প্রতি এবং স্ববৃত্তির প্রতি মর্যাদাবোধ প্রকাশ পেয়েছে। এর থেকে আরো জানা যায় যে, মহাকবি কালিদাস কখনো যাগযজ্ঞ ও পশুবধবিরোধী বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন না, তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের একনিষ্ঠ সেবক, ধারক ও বাহক।

১৬। What is the dramatic significance of the introduction of the episode of Dhanamitra in the 6th Act of the "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"? (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকেব ষষ্ঠ অংকে ধনমিত্রের কাহিনীব অবতাবণাব নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।)

ধীবরের কাছ থেকে নিজের নামাংকিত অঙ্গুবীয়ক ফিরে পেয়ে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার সঙ্গে তাঁব প্রণয ও পবিণযবৃত্তান্ত স্মরণ কবতে সক্ষম হয়ে, বিবাহিতা ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে মোহবশে ত্যাগ করার জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছেন। শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার অভিশাপেব কথা তাঁর অজ্ঞাত। নিজেব স্মৃতিবিভ্রমবশতঃ তিনি দাবত্যাগী হযেছেন ভেবে শকুন্তলার শোকে তিনি বিহ্বল। কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হলেও বাজসভায অধিষ্ঠিত হযে সমস্তদিন বাজকার্যপবিচালনায তিনি অক্ষম। তাই অমাত্য পিশুনেব উপব বাজকার্যের ভবাব ন্যস্ত করে, বিচাবেব বিষযগুলি তাঁকে লিখে জানাবাব জন্য আদেশ দিলেন। মনেব এরূপ অবস্থাযও দুষ্যন্তেব উদাব মন শকুন্তলাবিযোগজনিত তাঁব নিজেব শোক ও তাঁব বাজকর্তব্য এবং আত্মগত কর্তব্যেব মধ্যে পার্থক্য বিস্মৃত হননি।

এখানেই মহাকবি সুকৌশলে ধনমিত্র নামক জনৈক নৌব্যবসাযীব কাহিনীব অবতাবণা কবে বাজা দুষ্যন্তেব চরিত্রমাহাত্ম্য উজ্জ্বলতব কবে তুললেন। দুষ্যন্ত যে ন্যায়নিষ্ঠ ও হৃদযবান্ এবং বাজকার্যপালনে অনলস সে তথ্যটি মহাকবি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে সহৃদয় সামাজিকেব মানসনযনে ফুটিযে তুলেছিলেন। সমুদ্রপথে নৌব্যবসাযী ধনমিত্র নামক নিঃসন্তান বণিকেব নৌব্যসনে মৃত্যু হওযায অমাত্যেব বিচাবে বণিকত্যক্ত বহুকোটি বত্নের অধিকাবী বাজা স্বযং। একথা তিনি লিখে পাঠালেন বাজাব কাছে। বাজা বহুকোটি বত্নের জন্য জনকল্যাণ বুদ্ধি ত্যাগ কবলেন না। তিনি তাঁর ন্যায, ধর্ম ও বিবেকের তুলাদণ্ডে পবিমাপ কবে কর্তব্য স্থিব কবলেন। যেহেতু মৃত ধনমিত্র অত্যন্ত বিত্তশালী, সেহেতু তাঁর একাধিক পত্নী থাকা অসম্ভব নয়, এবং তাঁব পত্নীদেব মধ্যে যদি কেউ অন্তঃসত্ত্বা থাকেন, তাহলে ঐ গর্ভস্থ সন্তানই মৃতবণিকেব সকল ধনেব উত্তরাধিকাবী হবে। কাজেই অমাত্য যেন তা' অনুসন্ধান কবেন এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ কবেন। অমাত্যের কাছ থেকে বাজা যখন জানতে পেলেন যে, সাকেতবাসী কোন এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা, মৃত ধনমিত্রের পত্নীর সম্প্রতি "পুংসবন" সংস্কাব সম্পন্ন হয়েছে, তখন রাজা ঘোষণা করলেন যে,—সন্তান থাক বা না থাক, প্রজাদের মধ্যে যে কেউ আত্মীয়হাবা হবেন, সংস্রবশূন্য হয়ে দুষ্যন্ত সেই আত্মীয়ের অভাব পূরণ কববেন।

বণিক ধনমিত্রের অনপত্যতার কথা শুনেই দুষ্যন্ত বলে উঠলেন, "কষ্টং খলু অনপত্যতা।" সন্তানহীনতা কী কষ্টের বিষয়। বণিকেব অনপত্যতার কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর নিজের অনপত্যতার কথা, আপন্নসত্ত্বা ধর্মপত্নী শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের কথা,

ইত্যাদি শতশত ক্লেশদায়ক কথা রাজার মন অধিকার করে সেখানে মর্মান্তিক শোকের সৃষ্টি করল। রাজা আত্মধিক্কারে, অনুতাপে, শোকে ও নিরাশায় অধীর হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন,—"হায়, দুষ্যন্তের পিণ্ডভাজন পিতৃপুরুষগণ আজ নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয়াকুল হয়েছেন।" অপুত্রক আমার মৃত্যুর পরে কেউ আর তাঁদেব পিণ্ডোদক অর্পণ করবে না,—এ ভাবনায় তাঁরা আমার প্রদত্ত তর্পণোদকের দ্বারা অশ্রু ধৌত করার পবে, সামান্য যা' অবশিষ্ট তাকে, তাই পান করেন।" পিতৃপুরুষগণের দুরবস্থার কথা চিন্তা করতে করতে তাঁর প্রাণে এরূপ আঘাত লাগল যে, তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন ॥

১৭। Who is Matali? Why did he misbehave with বিদূষক? explain the reasons. (মাতলি কে? কেন সে বিদূষকেব সঙ্গে রূঢ় ব্যবহাব করেছিল? এর কারণ বিশ্লেষণ কর।)

মাতলি দেবরাজ ইন্দ্রের রথের সারথি। দেবরাজ ইন্দ্র হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্তকে স্বর্গে আমন্ত্রণ করবার জন্য মাতলিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু নৌবণিক্ ধনমিত্রের অপুত্রক অবস্থায় নৌব্যসনে মৃত্যুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করে রাজা দুষ্যন্ত ধনমিত্রের অপুত্রক অবস্থার সঙ্গে নিজের অনপত্যতার কথা তুলনা করে, পিতৃপুরুষগণের দুরবস্থার কথা চিন্তা করতে কবতে প্রাণে কঠিন আঘাত পেয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। এমন সময় এমন ঘটনা ঘটল যাতে দুষ্যন্তের সকল আত্মগত চিন্তা, গ্লানি, অবসাদ ও বৈকল্য অপসৃত হয়ে বাজার হৃদযে বীরদর্পে জে.গে উঠল উৎসাহ, উদ্দীপনা, ক্ষত্রিয়ত্ব বা নিপীড়িত দুর্বলদের রক্ষণ প্রবৃত্তি।

রাজা শকুন্তলার চিত্রফলকখানা বিদূষকের হস্তে দিয়ে তাঁকে "মেঘপ্রতিচ্ছন্দ" নামক প্রাসাদে পাঠিয়েছিলেন। হঠাৎ সেখান থেকে মাধব্যের অব্রহ্মণ্যম্, অব্রহ্মণ্যম্ আর্তনাদ শোনা গেল। প্রতিহারী ইত্যাদির অনুমানে স্থিব হলো যে, কোন রাক্ষস বা পিশাচ মাধব্যকে "মেঘপ্রতিচ্ছন্দ" প্রাসাদের উপর নিয়ে, তার উপর নির্যাতন করছে। জাগ্রত ক্ষাত্রশক্তি দুষ্যন্ত "আমার গৃহেও ভূতের উপদ্রব?"—এই বলে ধনুর্বাণহস্তে আর্তত্রাণের জন্য যখন ধনুকে শর সংযোজন করলেন, তখন ইন্দ্রসারথি মাতলি মাধব্যকে ছেড়ে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বললেন,—"দুর্জয় বংশধরগণ স্বর্গে উৎপাত আরম্ভ করেছে, তারা ইন্দ্রের বধ্য নয়, আপনাকেই তাদের সংহার করতে হবে। আপনি সশস্ত্র হয়ে আমার সঙ্গে ইন্দ্ররথে স্বর্গে আগমন করুন।"

মাধব্যের উপর নির্যাতনের কারণ কি?—রাজার এ প্রশ্নের উত্তরে মাতলি

বলেলন,—'ইন্ধন চালিত হলেই অগ্নি প্রজ্বলিত হয, বিপ্রকৃত পন্নগই ফণা তুলে দাঁডায, তেজস্বীকে ক্ষুব্ধ কবলেই তাঁব তেজঃ জাগবিত হয।" শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানজনিত পবিতাপ, বিযোগবিধুবতা, শকুন্তলাব চিত্রফলক, সব পডে থাকল। স্বর্গে উপদ্রবকাবী কালনেমিব বংশধবগণেব বধেব উদ্দেশ্যে দুষ্যন্ত সশস্ত্র ক্ষত্রিযবাজরূপে ইন্দ্রবথে আবোহণ কবে স্বর্গে গমন কবলেন, তখনও বাজা তাঁব কর্তব্যবিস্মৃত হলেন না। মাধব্যেব মাধ্যমে অমাত্যকে কিছুদিনেব জন্য বাজকার্যসমূহ পবিচালনা কববাব আদেশ দিলেন,—"বর্তমানেব অবস্থা ও ঘটনাবলী অমাত্য পিশুনকে সম্যগরূপে বুঝিযে বলবে কিছুদিনেব জন্য তিনি যেন সুবিবেচনা সহকাবে প্রজাপালনে বত থাকুন, কেননা আমাব অধিজ্যকার্মুক এখন অন্যকার্যে ব্যাপৃত থাকবে।'

এখানেও দেখা যাচ্ছে, মর্যাদাভিজ্ঞ বাজা দুষ্যন্তেব দ্বাবা তাঁব একান্ত নিজস্ব দুষ্যন্তেব এবং সামাজিক দুষ্যন্তেব অন্তবর্তী সীমাবেখাটি বিস্ময়জনকভাবে বক্ষিত হযেছে ॥

১৮। Bring out clearly the dramatic significance of the introduction of Sanumati in the 6th Act of the "অভিজ্ঞানশকুন্তলম"। (শকুন্তলা নাটকেব ষষ্ঠ অংকে সানুমতী চবিত্রেব অবতাবণাব নাটকীয তাৎপর্য বিশ্লেষণ কব)।

বিশেষ এক নাটকীয উদ্দেশ্যসিদ্ধিব প্রযোজনে মহাকবি কালিদাস এ নাটকেব ষষ্ঠ অংকে সানুমতী চবিত্রেব অবতাবণা কবেছেন। সানুমতী জনৈকা অপ্সবা, অপ্সবাতীর্থে সাধুসন্ন্যাসীবা যতক্ষণ স্নানাভিষেকক্রিযা সম্পাদন কববেন, ততক্ষণ সেখানে পর্যাযক্রমে বিশেষ নজব বাখাব যে দাযিত্ব তাব উপব ন্যস্ত ছিল তা' সানুমতী যথাযথা পালন কবেছেন। এখন তাকে বাজা দুষ্যন্তেব ব্যাপাবটা বিশেষভাবে লক্ষ্য কবতে হবে। শকুন্তলাজননী মেনকাব সঙ্গে সানুমতীব যে সম্পর্ক তাতে শকুন্তলাকে সানুমতীব শবীবেব একটা অংশ বলা চলে। মেনকা সানুমতীকে তাঁব কন্যাব ব্যাপাবে একটু অনুসন্ধান কবে দেখতে বলেছেন।

বাজা দুষ্যন্তকর্তৃক শকুন্তলা বিসর্জনেব পব শকুন্তলাজননী মেনকা কন্যাব প্রত্যাখ্যানজনিত মর্মান্তিক বেদনা সহ্য কবতে না পেবে উভযেব মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাবাব জন্য তৎপব হযে ওঠেন। কেননা কোন জননীই আপন কন্যাব একপ দুর্দশা দেখে

কখনো উদাসীন থাকতে পাবেন না। অথচ দুষ্যন্ত শকুন্তলাব মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাতে হলে শকুন্তলা বিসর্জনেব পব বাজা দুষ্যন্তেব মানসিক প্রতিক্রিয়া কিরূপ তা' বিশেষ কবে জানা প্রযোজন। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধিব জন্য কুশলী নাট্যকাব সানুমতীচবিত্রেব অবতাবণা কবেছেন।

পঞ্চমাংকে শকুন্তলা বাজা দুষ্যন্তকৃতক নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হলে দুর্বাসাব অভিশাপেব অনিবার্য পবিণতিতেই এই দুর্দৈব তা' শকুন্তলা বা দুষ্যন্ত,—কাবো বিদিত ছিল না। সুতবাং শকুন্তলা ভাবলেন, লোকনিন্দাব ভযে বাজা তাব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কবলেন, এবং ধর্মপত্নী জেনেও লোকাপবাদেব জন্য তাকে প্রত্যাখ্যান কবলেন। ক্ষোভে, দুঃখে ও অপমানে ম্রিযমাণা শকুন্তলা দিব্যালোকেব উদ্দেশ্যে প্রস্থান কবলেন। কোন এক অশবীবিণী জ্যোতির্ময়ীমূর্তি তাকে মহর্ষি মাবীচেব তপোবনে নিযে গেল। বাজা দুষ্যন্ত সম্পর্কে যে হীনমনোভাব শকুন্তলা হৃদযে পোষণ করেছেন তা একেবাবে তাঁব হৃদয থেকে নির্মূল কবতে না পাবলে উভযেব মধ্যে পুনর্মিলন সম্ভব হবে না। কাজেই শকুন্তলা বিসর্জনেব পব বাজাব মনেব প্রতিক্রিযা শকুন্তলাব জানা একান্তই প্রযোজন। কেননা এব উপব ভিত্তি কবেই উভযেব মধ্যে পুনর্মিলনেব সেতু বচিত হবে। তাই শকুন্তলাজননী মেনকা তাব বান্ধবী সানুমতীকে প্রেবণ কবলেন হস্তিনাপুবেব বাজপ্রাসাদে, শকুন্তলাবিচ্ছেদকাতব বাজাব মনেব প্রতিক্রিযা জানবাব উদ্দেশ্যে।

সানুমতী নিজেকে প্রচ্ছন্ন বেখে বাজাব সন্নিধান থেকে তাব মানসিক প্রতিক্রিযা অবগত হন। সানুমতী দেখলেন দুষ্যন্তেব হৃদযে আজ অপবাধেব গুরুভাব, নৈবাশ্যেব ঘোব অন্ধকাব। ধীববেব কাছ থেকে অভিজ্ঞান অঙ্গুবীযকটি পাওযা মাত্রই তা' দেখে বাজা পূর্বস্মৃতি ফিবে পান, এবং বুঝতে পাবেন যে, তিনি তাঁব বিবাহিতা ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে বিনা দোষে প্রত্যাখ্যান কবে গুরুতব অপবাধ কবেছেন, এ অপবাধেব কোন মার্জনা নেই। অনুতাপ ও অনুশোচনাব অনলে দগ্ধ বাজা বাজ্যে ও বাজপ্রাসাদে সমস্ত উৎসব নিষিদ্ধ কবে দিযেছেন। বাজপুবী আজ গভীব শোকে মগ্ন চিবপ্রচলিত বসন্তোৎসবও স্থগিত বাখা হযেছে। বাজাব সকল বিলাসপ্রিযতাও শকুন্তলাব মত প্রত্যাখ্যাত হযেছে।

অনুতাপে বাজাব শবীব জীর্ণ, বিনিদ্রবজনী যাপনেব চিহ্ন তাঁব দুচোখে প্রকট, এখন তাঁব অনুক্ষণ চিন্তা শকুন্তলা আব তাব লাঞ্ছনা-বেদনাক্লিষ্ট সে বিদাযকটাক্ষ। পুনঃ পুনঃ চিন্তা কবেও বাজা তাঁব বিস্মযকব বিস্মৃতিব কোন কাবণ খুঁজে পাচ্ছেন না। যাকে জন্মেব মত হাবিযেছেন, বাইবেব জগতে তাব কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখবাব জন্য রাজাব হৃদয় আজ ব্যাকুল। বাজপ্রাসাদ থেকে শকুন্তলাব প্রতিকৃতি আনা হল, কিন্তু তা' দেখতে গিযে বাজাব দুচক্ষু শকুন্তলাব বিবহবেদনায এমন অশ্রুভাবাক্রান্ত হযে উঠল যে, তিনি আব দেখবাব সুযোগ পেলেন না। এমন সময ‘ধনমিত্র’ নামক এক ব্যবসাযীর নৌব্যসনে

মৃত্যুর সংবাদ এল রাজার কাছে। ধনমিত্র অপুত্রক ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা না থাকায় অমাত্য আদেশ দিলেন যে, ধনমিত্রের সকল সম্পত্তি রাজকোষাগারে বাজেয়াপ্ত হবে। ধনমিত্রের এই অনপত্যতাজনিত দুর্দশার কথা স্মরণ করে রাজা স্বহস্তে যে আশালতা নির্মূল করেছেন, তার জন্য তিনি অত্যধিক বিষাদগ্রস্ত হয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

সানুমতী রাজার মানসিক প্রতিক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে শকুন্তলাজননি মেনকার কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং রাজপ্রাসাদের সমুদয় বৃত্তান্ত মেনকা এবং শকুন্তলাকে জ্ঞাপন করতেই শকুন্তলার মন থেকে রাজার প্রতি বিরূপ ধারণা অপসৃত হল, এবং শকুন্তলা বুঝতে পারলেন যে, রাজা স্বেচ্ছায় লোকলজ্জা ও অপবাদের ভয়ে শকুন্তলাকে বিসর্জন দেন নি। তাঁকে বিসর্জন দেবাব পশ্চাতে যে কারণ রয়েছে তা' এখনও অজ্ঞাত এবং রহস্যজনক। শকুন্তলার মন থেকে এভাবে সকল সন্দেহ দূরীভূত হওয়ায় তিনি মহর্ষি মারীচেব তপোবনে বিরহব্রত-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজাব সঙ্গে পুন-র্মিলনের প্রতীক্ষায় থাকলেন। সুতরাং রাজার প্রতি শকুন্তলার অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং ভাবীপুনর্মিলনের ভিত্তিরচনার উদ্দেশ্যে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের পর রাজার মানসিক প্রতিক্রিয়া শকুন্তলার পক্ষে জানা একান্ত অপরিহার্য ছিল। সানুমতীচরিত্র অবতারণার মাধ্যমেই এই নাটকীয় প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে।

১৯। Narrate stage by stage how Dusyanta recognised সর্বদমন as his own son. Or Narrate stage by stage how Dusyanta united with Sakuntala through সর্বদমন। (কি করে দুষ্যন্ত সর্বদমনকে নিজের পুত্র বলে চিনতে পারল তা' স্তরে স্তরে বর্ণনা কর। অথবা, কি করে সর্বদমনের মাধ্যমে দুষ্যন্ত শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হলেন তা' স্তরে স্তরে বর্ণনা কর।)

দেবরাজ ইন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথে হেমকূটপর্বতশীর্ষে মহর্ষি কশ্যপের তপোবন দেখে রাজা দুষ্যন্ত ঋষিদম্পতিকে শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। আশ্রমের পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই রাজা দেখতে পেলেন এক আশ্চর্য পরম সুন্দর মানব শিশু ক্রীড়া করবার জন্য এক স্তন্যপানরত সিংহশিশুকে সবলে আকর্ষণ করছে।

দু'জন তাপসী চেষ্টা করেও তাকে নিবৃত্ত করতে পারছে না । বালকটিকে দেখে রাজা দুষ্যন্তেব হৃদয়ে সহসা বাৎসল্যভাব জেগে উঠল। তিনি এর কারণ খুঁজে পেলেন না। ভাবলেন, অনপত্য বলেই হয়তো রাজার অতৃপ্ত হৃদয়ে মধুর অপত্যস্নেহের উদয় হয়েছে। তাপসীদ্বয় ব্যর্থ হয়ে যখন মানবশিশুটিকে বলল,—"তুমি সিংহশিশুটিকে ছেড়ে দাও, তোমাকে একটি সুন্দর খেলনা দেব," তখন বালক খেলনার জন্য হস্তপ্রসারণ

করলে রাজা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে, বালকের কমলকোরক সদৃশ করে রাজচক্রবর্তিলক্ষণ রয়েছে।

খেলনা আনবার জন্য একজন তাপসী আশ্রমের পর্ণকুটিরে চলে গেলে অন্য তাপসী বালকটিকে 'ঋষিকুমার' সম্বোধন করলেন। তখন তাপসী বলল যে, এ বালক ঋষিকুমার নয়। রাজার অন্তরে এখানেই প্রথম সন্দেহের বীজ উপ্ত হলো। বালকের হাত থেকে সিংহশিশুটিকে মুক্ত করতে গিয়ে বালকের স্পর্শে রাজার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ইত্যবসরে তাপসী রাজা ও সর্বদমনের মধ্যে আকৃতির সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হল এবং বলল, যে এ বালক পুরুবংশীয়, এর মাতা অপ্সরাদুহিতা এবং মহর্ষি কশ্যপের তপোবনে একে প্রসব করেছেন। এখানে রাজার মনে আশার বীজ অংকুরিত হল।

রাজা জানতে চাইলেন, তিনি কোন্ রাজর্ষির পত্নী। ঘৃণা ভরে তাপসী উত্তর দিলেন যে, তারা ধর্মপত্নীত্যাগী সে নরাধমের নাম মুখে উচ্চারণ করে না। তখন দুষ্যন্ত বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে লক্ষ্য করেই তাপসীর এ রূঢ় তিরস্কার। এমন সময় অপর তাপসী আশ্রমের পর্ণকুটির থেকে একটি মৃন্ময় ময়ূর নিয়ে এসে সর্বদমনকে বলল,— বৎস, শকুন্তলাবণ্য দেখ, অর্থাৎ পাখীটির সৌন্দর্য্য লক্ষ্য কর, বালক তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল,—"আমার মা কোথায়?" তা শুনে রাজা ভাবতে লাগলেন, বালকের মায়ের নাম তা' হলে শকুন্তলা?

এদিকে সিংহশিশুর সঙ্গে সংমর্দনহেতু সর্বদমনের প্রকোষ্ঠ থেকে "রক্ষাবন্ধন" স্খলিত হয়েছে। ঋষিপ্রদত্ত এই "রক্ষাবন্ধন" অলৌকিক গুণসম্পন্ন। কেননা, জাতকের মাতাপিতা ভিন্ন অন্য কেউ স্পর্শ করলে তা' সর্প হয়ে দংশন করে। তাপসীদ্বয় রাজাকে নিষেধ করবার আগেই তিনি তা' তুলে নিলেন, কিন্তু তাপসী বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, রাজার কোনপ্রকার বিপদ ঘটলো না। তখন তাদের আর বুঝতে বাকী থাকলো না যে, তিনিই সর্বদমনের পিতা, তারা ত্বরিতপদে শকুন্তলাকে সংবাদ দিতে গেলে রাজা বালককে বুকে তুলে নিলেন।

এরপর শকুন্তলা এলে তাঁকে দেখে রাজার নয়নযুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠল। শকুন্তলা আজ ধূসববসনা, কৃচ্ছ্রসাধনে কৃশাননা, একবেণীধারিণী, শুদ্ধাচারিণী, রাজার দীর্ঘবিরহে তিনি কঠিন ব্রতপরায়ণা। দুষ্যন্তও আর সে দুষ্যন্ত নেই। শকুন্তলা মনে মনে বুঝলেন প্রতিকূল দৈব এতদিনে প্রসন্ন হয়েছেন। আর্যপুত্র তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। শকুন্তলা একটি কথাও উচ্চারণ করল না, কেবল দুচোখে তাঁর অজস্র অশ্রু প্রবাহ বইতে থাকল। জননীকে অত্যন্ত কাতরা দেখে সর্বদমন প্রশ্ন করল,—"মা

ইনি কে?" কাঁদতে কাঁদতে শকুন্তলা বললেন,—"বৎস, তোমাব ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কব ॥"

২০। Why was King Dusyanta invited to heaven? What experience did he gather there? Describe the journey of King Dusyanta from heaven upto the hermitage of the Sage Maricha

(দুষ্যন্ত কেন স্বর্গে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন? সেখানকাব অভিজ্ঞতা তাঁব কেমন হয়েছিল? স্বর্গ থেকে মাবীচেব আশ্রম পর্যন্ত দুষ্যন্তেব যাত্রাপথেব বর্ণনা দাও।)

মহাকবি কালিদাস বচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকেব সপ্তম অংকেব ঘটনা থেকে আমবা জানতে পাবি যে, কালনেমিব বংশধব, দুর্ধর্ষ দানবকুলেব অত্যাচাব ওনিপীডন থেকে স্বর্গবাজ্যকে মুক্ত কববাব উদ্দেশ্যে দেববাজ ইন্দ্র তাঁব বথেব সাবথি মাতলিকে হস্তিনাপুবে প্রেবণ কবলেন বাজা দুষ্যন্তকে আমন্ত্রণ জানাবাব উদ্দেশ্যে। মাতলি বলেন যে, বাজাব সখা দেববাজ ইন্দ্র দানবকুলকে জয় কবতে অসমর্থ হয়ে, তাদেব বধ কববাব জন্য দুষ্যন্তেব সাহায্য প্রার্থনা কবলেন। কাবণ, বাতেব যে অন্ধকাব সহস্রকিবণ সূর্য দূব কবতে পাবেনা, চন্দ্র সে অন্ধকাব অনাযাসেই দূব কবে থাকেন। বিধাতা যাব জন্য যে কাজ নির্দিষ্ট কবে দিয়েছেন, সে কাজ কেবল তাব দ্বাবা সম্পন্ন হতে পাবে, অন্যেব দ্বাবা নয়।

দেববাজ ইন্দ্রেব অনুবোধ বাজা দুষ্যন্ত যথাযথ বক্ষা কবলেন বটে, কিন্তু বাজা মনে কবছেন যে দেববাজ তাঁব প্রতি যেরূপ আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ কবেছেন, তিনি নিতান্তই তাব অযোগ্য। বাজা বলেন যে দেববাজ বিদাযকালে তাব প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন কবেছেন, তিনি তা কখনো কল্পনাও কবতে পাবেননি। দেববাজ স্বযং দেবতাদেব সমক্ষে তাঁকে অর্ধাসনে উপবেশন কবিয়ে সমীপস্থ স্বীযপুত্র জযন্ত দেববাজেব কণ্ঠস্থ মন্দাবমালাব অভিলাষী জেনেও ঈষৎ হাস্যসহকাবে নিজেব বক্ষঃস্থলে প্রদত্ত হবিচন্দনচর্চিত মন্দাব কুসুমেব মালাটিকে নিজেব কণ্ঠ থেকে উন্মোচন কবে বাজাব কণ্ঠে পবিয়ে দিলেন।

মাতলি একথা শুনে বলেন যে, দেববাজেব এমন কোন বস্তু নেই যা বাজা দুষ্যন্তকে অদেয়। পূর্বে নবসিংহরূপী নাবাযণেব নখাবলি এবং বর্তমানে বাজা দুষ্যন্তেব আনতপর্ব শবাবলি—এ দুটোই ভোগবিলাসাসক্ত ইন্দ্রেব স্বর্গবাজ্য থেকে দানবকণ্টক উন্মূলিত কবেছে। উত্তবে বাজা দুষ্যন্তও বলেন যে, সে বিষযেও শতক্রতুব মহিমাবই প্রশংসা কবতে হবে। এতে তাঁব নিজেব কোন কৃতিত্ব নেই। কাবণ, অধীনস্থ ভৃত্যবর্গ যে গুরুতব কার্যে সাফল্য লাভ কবে তা' কেবল প্রভুদেব মহিমাগুণেই সম্ভব হয়। কাবণ সহস্রকিবণ সূর্য যদি অরুণকে তাঁব বথেব পুবোভাগে স্থাপন না কবতেন, তাহলে অরুণ কি অন্ধকাব নাশ কবতে সমর্থ হত?

অতঃপর রাজাও মাতলিকে বলেন যে, অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধের উৎকণ্ঠাবশতঃ আমি স্বর্গারোহণের সময় বিচিত্র স্বর্গপথ উত্তমরূপে লক্ষ্য করিনি। রাজা তাই জানতে চাইলেন, তাঁরা কোন বায়ুর মার্গে অবস্থান করছেন। উত্তরে মাতলি জানালেন যে, যে বায়ুমার্গ আকাশগঙ্গাকে ধারণ করেছে, এবং যে বায়ু জ্যোতিষ্কমণ্ডলের রশ্মি বিভাগপূর্বক ইতস্ততঃ বিসর্পিত করিয়ে তাদের স্ব স্ব চক্রে আবর্তিত করেছে, পার্থিব ধূলিশূন্য সেই 'প্রবহ' নামক বায়ুর পথ এইটি। রাজা বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের রথ মেঘের পথে অবতরণ করছে। কেননা, রথের চক্রপ্রান্তগুলি মেঘনিঃসৃত জলকণায় সিক্ত হয়েছে। চক্রশলাকাগুলির বিবর দিয়ে চাতকপক্ষী নির্গত হচ্ছে, এবং বিদ্যুৎপ্রভায় রঞ্জিত হচ্ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রথ মনুষ্যলোকে পৌঁছে গেল। সবেগে মনুষ্যলোকে অবতরণহেতু পর্বতগুলি যেন ক্রমশঃ মস্তক উত্তোলন করে ঊর্দ্ধে উত্থিত হচ্ছে। তাদের শৃঙ্গ থেকে পৃথিবী যেন ক্রমশঃ অধঃপতিত হচ্ছে। বৃক্ষসমূহের মূল ও কাণ্ডগুলি ক্রমশঃ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে আর দূরত্বের জন্য যে নদীগুলিকে ক্ষীণকায় দেখাতো এবং দৃষ্টিগোচর হতো না, সেগুলি নিকটস্থ হওয়ায় পুনরায় বিস্তৃতি প্রাপ্ত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন, কেউ পৃথিবীটিকে টেনে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করে রাজার পার্শ্বে নিয়ে আসছে।

২১। Compare the characters of অনসূয়া and প্রিয়ংবদা. (অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার চরিত্র তুলনা কর।)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাচীনসাহিত্যে 'কাব্যে উপেক্ষিতা' শীর্ষক গভীর মননশীল নিবন্ধে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের শকুন্তলার দুই প্রিয়সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা' বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,—"কাব্যসংসারে এমন দুই একটি রমণী আছে, যাহারা কবিকর্তৃক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াও অমরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। পক্ষপাতকৃপণকাব্য তাহাদের জন্য স্থান সংকোচ করিয়াছে বলিয়াই পাঠকের হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আসন দান করে ॥"

আশ্রমবালা শকুন্তলার সুখসৌন্দর্য গৌরবগরিমা বৃদ্ধি করবার জন্যই এ দুটি লাবণ্য প্রতিমা তাদের নিজেদের সমস্তকিছু দিয়ে শকুন্তলাকে বেষ্টন করেছিল। এক কথায় বলতে গেলে শকুন্তলার চরিত্রকে পূর্ণরূপে বিকশিত হবার সুযোগ করে দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করে তুলেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন,—'একা শকুন্তলা শকুন্তলার এক তৃতীয়াংশ, তার অধিকাংশই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প।"

নাটকের প্রায় সূচনা থেকে পতি গৃহেযাত্রা অবধি প্রায় সর্বক্ষণই তারা শকুন্তলাকে প্রীতিস্নিগ্ধ সান্নিধ্যে ভরিয়ে তুলেছে। যে কোন কাজে, আশ্রমের তরুমূলে জলসেচনই

হোক, অথবা শকুন্তলা মদনানলে জর্জরিত হলে রাজার সঙ্গে গোপনে বেতসকুঞ্জে মিলনের ব্যাপারেই হোক, তারাই একমাত্র শকুন্তলার সহচরী। তারাই অতিথি দুষ্যন্তের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছে, শকুন্তলা সম্বন্ধে রাজার জ্ঞাতব্য সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। দুর্বাসার অভিশাপ থেকে শকুন্তলাকে রক্ষা করবার প্রয়াসে তারা ঋষির পায়ে ধরে প্রতিকারের উপায় জেনে নিয়েছে। শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রা কালে উভয় সখীরই সমান বিহ্বল ও শোচনীয় অবস্থা। দুই সখীরই সমান রূপ, সমান বয়স। শকুন্তলার কল্যাণকামনায় উভয় সখীরই সমান আগ্রহ, সমান তৎপরতা। কিন্তু তা' সত্ত্বেও উভয়ের চরিত্রবৈশিষ্ট্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাদের পারস্পরিক উক্তিপ্রত্যুক্তির ভেতর দিয়ে পরস্পরের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের পার্থক্য প্রকটিত হয়েছে। অনসূয়া গম্ভীর, শান্ত ও দূরদর্শিনী, কিন্তু প্রিয়ংবদা চঞ্চলা, আনন্দোচ্ছলা ও পরিহাসপ্রিয়া। অনসূয়া "Serious" প্রিয়ংবদা "Superficial" অনসূয়া জীবনের গুরুগম্ভীর সমস্যাগুলির যথোচিত সমাধান করতে সচেষ্ট, কিন্তু প্রিয়ংবদা জীবনের হাস্যপরিহাসচপল নিতান্ত লঘুদিকটাকেই প্রধান মূলধন বলে মেনে নেয়। অনসূয়া যা' বুদ্ধি দিয়ে, বিচার করে গ্রহণ করে, প্রিয়ংবদা তা' সরলবিশ্বাসে অনুমোদন করে। শকুন্তলা রাজর্ষি দুষ্যন্তকে গান্ধর্ববিধিমতে বিবাহ করে কল্যাণলাভ করলে, অনসূয়া তাতে সুখী হল বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না। বহুবল্লভ রাজর্ষি অন্তঃপুরচারিণী অপরাপর মহিষীবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে শকুন্তলাকে স্মরণ করবেন কিনা তা' নিয়ে অনসূয়ার চিন্তার অবধি নেই, কিন্তু প্রিয়ংবদা রাজা দুষ্যন্তের দৈহিক নিতান্তবাহ্য সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করে, মনোরম আকৃতির মধ্যে বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ অসম্ভব বলেই বিশ্বাস করে। "ন তাদৃশা আকৃতিবিশেষা গুণবিরোধিনঃ ভবন্তি।"

অনসূয়া তপোবনবাসিনী হয়েও জনপদবাসী মানব চরিত্রবিশ্লেষণে যে অন্তর্দৃষ্টির অধিকারিণী, প্রিয়ংবদা তা' থেকে বঞ্চিত। বাস্তবজীবন সম্পর্কে অনসূয়ার যে জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, প্রিয়ংবদার চরিত্রে তার একান্তই অভাব লক্ষিত হয়। প্রিয়ংবদার নামেই প্রকাশ যে, সে মধুরভাষিণী। অনসূয়া বিপদেও হতবুদ্ধি হয় না, কিন্তু প্রিয়ংবদা বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে পড়ে। অনসূয়া ধৈর্যধারণপূর্বক কর্তব্য নির্ধারণে ক্ষমতা হারায় না। শকুন্তলাব প্রতি বর্ষিত ঋষি দুর্বাসার অভিশাপবাণী শ্রবণ করে প্রিযংবদা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও, অনুসূয়া ঋষিকে অনুনয়বিনয়ে তুষ্ট করে আশ্রমে পুনরায় ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রিয়ংবদাকে পরামর্শ দিল। শকুন্তলার প্রতি বর্ষিত অভিশাপ এবং শাপমুক্তিব উপায় অপর কারো কাছে প্রকাশ না করবার পরামর্শ অনসূয়াই প্রিয়ংবদাকে দিয়েছিল। "কেননা, কোন্ নিষ্ঠুর ব্যক্তি নবমল্লিকার মত অত্যন্ত

পেলবলতার উপর উষ্ণজল সিঞ্চন করে?"—"কো নাম উষ্ণোদকেন নবমল্লিকাং সিঞ্চতি?"

এদুটি চরিত্র সৃষ্টির পেছনে একাধিক তাৎপর্য রয়েছে। একদিকে তপোবনপ্রকৃতি, অপরদিকে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলা-চরিত্রগঠণে নিগূঢ়ভাবে সাহায্য করেছে। তপোবনপ্রকৃতিকে বাদ দিলে যেমন শকুন্তলাচরিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যেত, ঠিক তেমনি অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে বাদ দিলে শকুন্তলাচরিত্রঃ পূর্ণাবয়ব লাভ করতে পারত না। যে অঙ্গুরীয়কটি রাজা দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার উপর যে শকুন্তলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তা' কেবল তারাই জানত, এবং সেজন্য পতিগৃহযাত্রাকালে তারা এ বিষয়ে শকুন্তলাকে বিশেষ সর্তক করে দিয়েছিল পরোক্ষে। সুতরাং নাটকের গতি, ক্রিয়া এবং পরিণতির দিক থেকে বিচাব করলে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এ দুটি চরিত্র সৃষ্টির পশ্চাতে যথেষ্ট নাটকীয় প্রয়োজন ছিল ॥

২২। In the drama of Kalidasa the habits and attitude of a child are peculiar and most charming,-ascertain the relevancy of this statement by following the 7th Act of Sakuntalam. (কালিদাসের নাটকে শিশুর প্রবৃত্তিভাবসমূহের দিকগুলি বিচিত্র ও অতিমনোহর,—'শকুন্তলম্' নাটকের সপ্তমঅংক অনুসরণে এ বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন কর।)

যদিও মহাকবি কালিদাসের ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস রহস্যাবৃত তথাপি তাঁর রচনা পাঠ করে মনে হয়, শিশুচরি[illegible] রূপায়ণে তিনি নিজের আন্তরিক অপত্যস্নেহে অভিষিক্ত করে তাদের চিত্রিত করেছেন, এবং স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়ের মত কবির হৃদয়ও শিশুর গাত্রস্পর্শে অশেষ আনন্দ অনুভব করে[illegible]। মহাকবি বিশ্বাস করতেন যে, দাম্পত্যপ্রণয় কখনো সার্থক ও সুন্দর হতে পারে না, যদি তা সন্তানরূপ আশীর্বাদ লাভে ধন্য না হয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবির মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,—"নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্যা হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে, কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা অতিথি প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।"

উক্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই মহাকবি কালিদাস তাঁর নাটক ও কাব্যের নায়ক-নায়িকার প্রণয়কে সন্তানেব জন্মের দ্বারা সার্থক করে তুলেছেন। তাই আমরাও পেয়েছি মহাকবির অমর লেখনীপ্রসূত সর্বদমন, আয়ুস্, রঘু ও কুমার প্রভৃতি শিশুচরিত্র। প্রতিটি শিশুচরিত্র অংকনে মহাকবি অসাধারণ নৈপুণ্যেব পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি শিশুচরিত্রে অল্পবিস্তর শিশুসুলভ চাপল্য, নির্ভয়তা, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, অনুকরণপ্রিয়তা ও তন্ময়তা প্রকাশিত হয়েছে।

মহাকবির বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার সপ্তম অংকে মহর্ষি মারীচেব আশ্রমে আমরা দুষ্যন্ত-শকুন্তলার শিশুপুত্র সর্বদমনের সাক্ষাৎ লাভ করি। ঋষিব আশ্রমেব প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত হয়েও সর্বদমন শিশুসুলভ চপলতার পরিচয় দিচ্ছে। নেপথ্যে শোনা যাচ্ছে শিশু সর্বদমনের প্রতি তাপসীদের সতর্কবাণী—"এষা খলু কেসরিণী ত্বাং লঙঘয়িষ্যতি যদি তস্যাঃ পুত্রকং ন মুঞ্চসি?" তখন সে স্মিতহাসি হেসে উপেক্ষাভরে বলল,—"অম্মহ্ বলিঅং ক্খু ভীদো মহি"—"অহো, বলীয়ঃ খলু ভীতঃ অস্মি।"—ইস্ কি দারুণ ভয় পেয়েছি আমি।

এ শিশু যেমন চঞ্চল, তেমনি জেদীও বটে। মহর্ষির আশ্রমের পরিবেশে একেবারে বেমানান। কিন্তু শিশুর পক্ষে এরূপ আচরন মোটেই অপ্রত্যাশিত বা অসম্ভব নয়। এইটি শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম। সৌন্দর্যের পূজারী মহাকবি কালিদাসের পক্ষে শিশুর শৈশবের ধর্মকে উপেক্ষা করে তাকে হঠাৎ ঋষিতুল্য কঠোবনিয়মানুসারী সংযমী পুরুষরূপে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যা সুন্দর, যা' স্বাভাবিক, যা' মনোহাবী তাকেই রূপায়িত করলেন মহাকবি। পরিবেশ অনুকূল হোক্ আর প্রতিকূল হোক্, শিশু শিশুই। মহাকবি স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করে এখানে কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি।

রাজা বিস্মিত হয়েছিলেন চপল, জেদী, নির্ভীক সর্বদমনকে দেখে। মানবশিশু সিংহশিশুর কেশর ধরে টানছে, তার দাঁত গুণতে চাইছে,—এমন আচরণ, এমন ভঙ্গী, এমন হাবভাব, নিশ্চয়ই অপরিচিত মানুষকে অবাক করে, কিন্তু শিশুর পক্ষে এমন আপাত অবিশ্বাস্য কার্যে অগ্রসর হওয়া মোটেই আশ্চর্যের নয়। কেননা, তখনও তার মধ্যে ভেদবুদ্ধির উদয় হয়নি, রীতিনীতি সে তখনো বুঝতে শেখেনি, ভয়হীনতাই তখন তার প্রকৃতি। জীবন-মরণ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি সম্পর্কে যখন বোধ জন্মে, তখনই মানুষ ভয় করতে শেখে। শিশুর মধ্যে তার একান্তই অভাব। সেজন্য সে দুর্দান্ত, বেপরোয়া, এবং অতিমাত্রায় নির্ভীক।

যখন তাপসী সর্বদমনকে বলল,—"এষা খলু কেসরিণী ত্বাং লঙঘয়িষ্যতি যদি তস্যাঃ পুত্রকং ন মুঞ্চসি।"—যদি তুমি সিংহশিশুকে ছেড়ে না দাও, তাহলে সিংহী তোমাকে আক্রমণ কববে,"—তখন সে স্মিতহাস্য কবে নিতান্ত উপেক্ষাভরে বলল,—"অহো বলীয়ঃ খলু ভীতঃ অস্মি"—অর্থাৎ ইস, কি দারুণ ভয় পেয়েছি আমি।" অশান্ত শিশুর চাঞ্চল্য দর্শনে, শিশুমুখে নিঃসৃত প্রবীণসুলভ বাক্যশ্রবণে রাজা আনন্দিত হন, সহৃদয় পাঠকও অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি লাভ করে। মানবশিশুর এ হেন আচরণ দেখতে দেখতে রাজা ভাবলেন,—ভয়লেশহীন শিশুর মধ্যে রয়েছে মায়েব জন্য অসীম আকুলতা, এবং এ আকুলতাই চিনিয়ে দেয়, চিরদিনের চেনাজানা শিশুদের থেকে সে মোটেই পৃথক নয়। "বৎস, পশ্য, শকুন্তলাবণ্যম্"—এ অংশে মায়ের নামের আভাসমাত্র

পেয়েই শিশু সর্বদমনের প্রশ্ন—"কহিং বা মে"—শিশুর সবকিছুই তার মাকে ঘিরে। "মায়েব হাসি থেকে হাসি, বাণী থেকে বাণী, প্রাণ থেকে প্রাণ নিয়েই শিশুর ভুবনপথে যাত্রা সুরু, আনন্দযজ্ঞের আমন্ত্রণে অংশগ্রহণ।" সর্বদমনও এর ব্যতিক্রম নয়। শিশুর কৌতূহলও অশেষ, অচেনা মানুষকে সে চিনে নিতে চায়, বুঝে নিতে চায়, কেন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ এমন আপন হয়ে ওঠে, তাই বিস্ময়ভরা তার জিজ্ঞাসা,—"মাতঃ, এষ কঃ অপি পুরুষঃ মাং পুত্র ইতি আলিঙ্গতি।"

শিশু সর্বদমনের উপস্থিতি নাটকের অপ্রত্যাশিত পরিসমাপ্তির প্রয়োজনেই।

সর্বদমনের মধুর ভাবভঙ্গী রাজাকে আকৃষ্ট করেছে, সঞ্চার করেছে রাজার অন্তরে স্নেহবস। যদিও তিনি নিজের বাহুকে সম্বোধন করে বলেছেন,—"মনোরথায় নাশংসে বাহো স্পন্দসে বৃথা", তবু শিশু সর্বদমনকে দেখে রাজার মনে আশা জাগছে না, এমন নয়। শিশু সর্বদমনেব অঙ্গস্পর্শের জন্য তাঁর হৃদয ব্যাকুল। ক্রীড়নকের জন্য সর্বদমনের তীব্র ইচ্ছার প্রকাশ, "শকুন্তলাবণ্য" শুনেই মা শকুন্তলার কথা স্মরণে আনা, শিশুসুলভ প্রশ্নে মায়ের কাছে দুষ্যন্তের পরিচয় জানতে চাওয়া,—এ সবই কি কেবল মন ভরানোর প্রয়াস? না, নাটকের প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার একান্ত অবশ্যক শিশু সর্বদমনের কাজ। এ সকল কেবল নয়নলোভন মনোহরণ চিত্র সৃষ্টির জন্য নয়, নাটকের সার্থক পরিণতিব জন্যও অপরিহার্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ॥

সংস্কৃতে প্রশ্নোত্তরসমূহ ঃ

১। What is the dramatic significance of the introduction of "Bee-episode" in the Ist Act of the "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"? ('অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রথম অংকে ভ্রমরবৃত্তান্তের অবতারণার নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।)

হস্তিনাপুরাধিপতিঃ দুষ্যন্তঃ একদা মৃগয়ার্থং বহির্গতবান্। কঞ্চিদ্ মৃগমনুসরন্ মৃগয়াসক্তঃ রাজা মহর্ষেঃ কণ্বস্য আশ্রমস্য উপকণ্ঠম্ আসসাদ। তত্র ত্রয়ো বৈখানসাঃ সহসা আগত্য "ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্" ইত্যাদিরূপেণ রাজানং বারয়তি। বিরতে রাজনি বৈখানসাঃ আশীর্বচসা তং স্বানুরূপপুত্রপ্রাপ্তয়ে অভিনন্দয়ন্তি। তে পুনঃ রাজানম্ আমন্ত্রয়ন্তি আশ্রমমাগত্য অতিথিসৎকারলাভায়। যাবদ্ রাজা আশ্রম-মার্গং প্রবিশতি তাবৎ তস্য দক্ষিণবাহুস্পন্দনং ভবতি। বিস্ময়চকিতঃ রাজা চিন্তয়তি, কথমত্রাশ্রমে দিব্যাঙ্গনালাভঃ? "অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র।"

অনন্তরম্ অপ্রত্যাশিতলাভায় উৎকণ্ঠিতো ভূত্বা রাজা অগ্রেসরতি চেৎ, সহসা তস্য দর্শনমার্গে কল্পলোকস্য দ্বারম্ উন্মুক্তমভবৎ। দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকায়াং দৃষ্টিং নিক্ষিপ্য রাজা বিস্ময়বিমূঢ়ঃ সন্ অবদৎ,—"অহো মধুরম্ আসাং দর্শনম্।" তত্র স্বপ্রমাণানুরূপং সেচনঘটমাদায় বৃক্ষসেচনং কুর্বত্যঃ মুনিকন্যকাঃ দর্শং দর্শং রাজা কিমপি চমৎকৃতো জায়তে। তাসাং রূপমাধুর্যং বাক্যমাধুর্যাদিকং চ নিভৃতমুপভোক্তুং রাজা আত্মানং বৃক্ষস্য অন্তরালে প্রচ্ছন্নং কৃত্বা অতিষ্ঠৎ। আশ্রমকন্যকাত্রয়েষু শকুন্তলাং নূনমেব পরিজ্ঞায় রাজা অবদৎ,—"কথমিয়ং কণ্বদুহিতা" ইতি।

বহুবল্লভস্য রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য রাজভাণ্ডারে মহার্ঘরত্নানাম্ অভাবো নাস্তি, তস্য রাজোদ্যানেঽপি পুষ্পাণামপি প্রাচুর্যমস্তি, "অপি তু দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতাঃ বনলতাভিঃ",—এবং চিন্তয়তি রাজা আশ্রমকন্যকানাম্ অনুপমং রূপলাবণ্যমবলোক্য। কথমিদং শরীরস্য রূপম্, রূপস্য শরীরং বা? পুনরপি রাজা অচিন্তয়ৎ,—ইয়ং তন্বী শকুন্তলা বল্কলেনাপি অধিকমনোজ্ঞা লক্ষ্যতে। "কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্"— ইতি তেন সিদ্ধান্তিতম্ অতঃপরম্।

ক্রমেণ রাজা শকুন্তলাং প্রতি সহানুভূতিপ্রবণোঽভবৎ। আশ্রমস্য কঠিনকর্মসু কুসুমপেলবাং শকুন্তলাং নিযুক্তাং দৃষ্ট্বা রাজা অচিন্তয়ৎ যৎ, অসাধুদর্শী অয়ং কুলপতিঃ কণ্বঃ, যেন শকুন্তলা তপশ্চর্যায়াঃ কঠিনকর্মসু নিযুক্তা। ধ্রুবং স ঋষিঃ নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুং ব্যবস্যতি। শকুন্তলায়াঃ রূপসম্পত্তিবিমোহিতঃ রাজা ন কেবলং শকুন্তলাং প্রতি প্রণয়াকৃষ্টো ভবতি, পরং তু তয়া সহ স্বপরিণয়যোগ্যত্বাদিকমপি বিচারয়তি। এবং দূরাদেব কেবলং নায়কেন নায়িকায়াঃ রূপদর্শনেন, তস্যাঃ বচনশ্রবণেন নাট্যবৃত্তস্য অগ্রগতির্নৈব সম্ভবতি। অতোঽত্র নায়কনায়িকয়োর্মেলনম্ অপরিহার্যমেব নাটকীয়-প্রয়োজনম্। মহাকবিনা কালিদাসেন তস্য নাট্যপ্রতিভাবলেন উক্তপ্রয়োজনসিদ্ধয়ে অত্র ভ্রমরবৃত্তান্তমবতারয়তি।

আশ্রমতরুলতানাম্ আলবালে সলিলসেকোদ্ভ্রান্তঃ কশ্চিদ্ মধুকরঃ নবমালিকা-মুজ্ঝিত্বা শকুন্তলামুখমণ্ডলমনুধাবতি। শকুন্তলয়া নিবারিতোঽপি নৈব স বিরমতি। রাজা শকুন্তলায়াঃ অধরপানার্থং, কর্ণে মন্ত্রণার্থং, কপোলাদিস্পর্শার্থং চ মধুকরং প্রশংসতি, নিন্দতি চ আত্মানম্। শকুন্তলা ভ্রমরাদ্ রক্ষার্থং সখ্যৌ আক্রন্দতি,—"হলা পরিত্রায়েথাং মাম্ অনেন দুর্বিনীতেন মধুকরেণ অভিভূয়মানাম্।" সখ্যৌ চ সপরিহাসম্,—"কে আবাং পরিত্রাতুম্, দুষ্যন্তম্ আক্রন্দ, রাজরক্ষিতব্যানি তপোবনানি নাম।"—ইদমাকর্ণ্য রাজা চিন্তয়তি যৎ,—"অবসরোঽয়মাত্মানং প্রকাশয়িতুম্"। রাজা সত্বরমুপসৃত্য,—

"কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্বিনীতানাম্।
অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যকাসু ॥"

ইতি কথয়ন্ তাসাং সমক্ষম্ আয়াতি, তথা ধর্মাধিকারিত্বেন চাত্মানং তাসাং সমক্ষমুপস্থাপয়তি। অতিথিসৎকারাদনন্তরং তত্রৈব শিলাতলে উপবিষ্টস্য রাজ্ঞঃ শকুন্তলায়াঃ সখিভ্যাং সহ বহুধা পরিচয়বিষয়কো বাক্যালাপো জায়তে।

রাজা দুষ্যন্তঃ বৃক্ষান্তরালে দীর্ঘক্ষণং তাপসবালানাং সৌন্দর্যলাবণ্যাদিকং পশ্যন্ তথা মধুরং তাসাং বাক্যালাপং চ আকর্ণয়ন্ স্থিতঃ। আত্মপ্রকাশায় উন্মুখোঽপি স কথমপি অবকাশং নালভত। ভ্রমরস্য আক্রমণাৎ আত্মরক্ষার্থং তপোবনবালায়াঃ শকুন্তলায়াঃ করুণং রোদনম্ আকর্ণ্য অয়মেব প্রকৃষ্টোঽবসরঃ আত্মপ্রকাশায় ইতি বিচিন্ত্য সহসা স তাপসবালানাং সমক্ষম্ উপনীতোঽভবৎ। অনেন নায়ক-নায়িকয়োঃ দুষ্যন্ত-শকুন্তলয়োঃ প্রথমং মিলনম্ অতীব স্বাভাবিকরূপেণ সংঘটিতমভবৎ। প্রতিভাধরেণ কুশলীনাট্যকারেণ কালিদাসেন অত্র অভিনবমধুকরবৃত্তান্তমুদ্ভাব্য মঞ্চে নায়কপ্রবেশঃ সুকৌশলং সাধিতঃ. নাট্যবস্তুসংঘটনায়াং মহাকবিনাত্র যন্নৈপুণ্যং প্রদর্শিতং তদনাত্র একান্তমেব দুর্লভম্ ॥

২। Trace the development of love between Dusyanta and Sakuntala stage by stage as found in the first Act of the 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। ('অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রথম অংকে বর্ণিত দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রণয়-বৃত্তান্ত স্তরে স্তরে বর্ণনা কর।)

হস্তিনাপুরাধিপতিঃ দুষ্যন্তঃ একদা মৃগয়ার্থং বহির্গতঃ কঞ্চিদ্ মৃগমনুসরন্ মহর্ষেঃ কণ্বস্য আশ্রমস্য উপকণ্ঠমাজগাম। তত্র ত্রয়ো বৈখানসাঃ সহসা আগত্য "ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্" ইত্যাদিরূপেণ রাজানং বারয়তি। বিরতে চ রাজনি বৈখানসাঃ আশীর্বচসা তং স্বানুরূপপুত্রপ্রাপ্তয়ে অভিনন্দয়ন্তি। তথা রাজানম্ আমন্ত্রয়ন্তি কণ্বাশ্রমমাগত্য অতিথিসৎকারলাভায়। যাবদ্ রাজা আশ্রমমার্গং প্রবিশতি, তাবৎ তস্য দক্ষিণবাহুস্পন্দনং ভবতি। বিস্ময়চকিতঃ রাজা চিন্তয়তি, কথমত্রাশ্রমে দিব্যাঙ্গনালাভঃ? অথবা "ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র।"

অপ্রত্যাশিতলাভায় উৎকণ্ঠিতো ভূত্বা অগ্রেসরতি চেৎ, সহসা রাজ্ঞঃ দর্শনমার্গে কল্পলোকস্য দ্বারম্ উন্মুক্তমভবৎ। দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকাং দৃষ্টিং নিক্ষিপ্য রাজা বিস্ময়বিমূঢ়ঃ সন্ অবদৎ—"অহো মধুরম্ আসাং দর্শনম্।" তত্র স্বপ্রমাণানুরূপং সেচনঘটমাদায় বৃক্ষসেচনং কুর্বত্যঃ মুনিকন্যকাঃ দর্শং দর্শং রাজা কিমপি চমৎকৃতো জায়তে। তাসাং রূপমাধুর্যং বাক্যমাধুর্যাদিকং চ নিভৃতমুপভোক্তুং রাজা আত্মানং বৃক্ষস্য অন্তরালে প্রচ্ছন্নং কৃত্বা অতিষ্ঠৎ। আশ্রমকন্যকাত্রয়েষু শকুন্তলাং নূনমেব পরিজ্ঞায় রাজা অবদৎ,—"কথম্ ইয়ং কণ্বদুহিতা?"

বহুবল্লভস্য রাজ্ঞঃ রাজভাণ্ডারে রত্নানাম্ অভাবো নাস্তি, তস্য রাজোদ্যানেঽপি

পুষ্পানামপি প্রাচুর্যমস্তি, অপি তু "দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈঃ উদ্যানলতা বনলতাভিঃ",— এবং বনলতা উদ্যানলতাং পরাজিত্য রাজ্ঞঃ অভিজ্ঞতানিচয়ং ব্যর্থমকরোৎ। কথমিদং শরীরস্য রূপম্, রূপস্য শরীরং বা? রাজা অচিন্তয়ৎ,—ইয়ং তন্বী শকুন্তলা বল্কলেনাপি অধিকমনোজ্ঞাং লক্ষ্যতে। নিসর্গসুন্দরীণাং কিমপি মণ্ডনং ন ভবতি? অপি তু সর্বমেব। এবং ক্রমেণ রাজা শকুন্তলাং প্রতি সহানুভূতিপ্রবণোঽভবৎ। আশ্রমস্য কঠিন কর্মসু শকুন্তলাং নিযুক্তাং দৃষ্ট্বা রাজা অচিন্তয়ৎ যৎ,—অসাধুদর্শী অয়ং কুলপতিঃ কণ্বঃ। "ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুম্ ঋষির্ব্যবস্যতি ॥"

রাজা তদ্রূপসম্পত্তিবিমোহিতঃ তস্যাঃ স্বপরিণয়যোগ্যত্বাদিকং বিচারয়তি। তদৈব সহসা একা ঘটনা জাতা। সলিলসেকোদ্ভ্রান্তঃ কশ্চিদ্ মধুকরঃ নবমল্লিকালতাং পরিত্যজ্য শকুন্তলামুখমণ্ডলমনুসরতি। শকুন্তলয়া নিবারিতোঽপি নৈব স বিরমতি। রাজা শকুন্তলায়াঃ অধরপানার্থং কর্ণে মন্ত্রণার্থং কপোলাদিস্পর্শার্থং চ ভ্রমরং প্রশংসতি, আত্মানং নিন্দিতি চ।

শকুন্তলা ভ্রমরাদ্ আত্মরক্ষার্থং সখ্যৌ আক্রন্দতি—"হলা পরিত্রায়েথাং পরিত্রায়েথাং অনেন দুষ্টমধুকরেণ অভিভূয়মানাম্" ইতি। সখ্যৌ চ সপরিহাসং,—"দুষ্যন্তং তাবদ্ আক্রন্দস্ব, যতো হি রাজরক্ষিতানি তপোবনানি" ইতি। রাজা সহসা তত্র উপসৃত্য, "আঃ—

> কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্বিনীতানাম্।
> অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যকাসু ॥"

ইতি কথয়ন্ তাসাং সমক্ষমায়াতি। ধর্মাধিকারিত্বেন চ আত্মানং তাসাং সমক্ষমুপস্থাপয়তি। তত্র আতিথ্যগ্রহণাদনন্তরং বেতসকুঞ্জে শিলাপট্টকে উপবিষ্টস্য রাজ্ঞঃ সখীভিঃ সহ নানাপ্রকারেণ পরিচয়বিষয়কো বার্তালাপো জায়তে। রাজা নৈষ্ঠিকস্য ব্রহ্মচারিণঃ কণ্বস্য পুত্রী শকুন্তলা ইতি সঙ্গতিং পৃচ্ছতি। অনসূয়া সর্বমনবদ্যং যথা স্যাৎ তথা কথয়তি। তৎকথনাদেব জ্ঞায়তে যৎ, বিশ্বামিত্রনিয়মবিঘ্নকারিণ্যাং মেনকায়াম্ অপ্সরসি বিশ্বামিত্রেণ সমুৎপাদিতা পরিত্যক্তা চ শকুন্তৈঃ লালিতা মহর্ষিণা কণ্বেন অধিগতা পালিতা চেতি সা কন্যকা। অতএব কণ্বপুত্রী ইতি।

সর্বমিদং ধ্যায়ং ধ্যায়ং শকুন্তলা মৎপরিণয়যোগ্যা অস্তি ইতি মনসি নিধায় রাজা তাং প্রতি অনুরক্তো জাতঃ। শকুন্তলাপি রাজানং প্রতি অনুরাগাকৃষ্টা জাতা ॥

৩। What was the necessity of introducing a elephant's raid in the Ist Act of the drama "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"? explain the allegory

underlying it (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রথম অংকে হস্তী-আক্রমণ উপ্যাখ্যানেব অবতারণার প্রয়োজন কি? এব মধ্যে যে রূপকার্থ নিহিত আছে তা বিশ্লেষণ কর।)

হস্তিনাপুরাধিপতিঃ দুষ্যন্তঃ একদা মৃগয়ার্থং বহির্গতঃ মৃগমেকমনুসরন্ মহর্ষিকণ্বস্য আশ্রমোপকণ্ঠমাসসাদ। তত্র বৈখানসৈঃ আমন্ত্রিতঃ সন্ রাজা বিনীতবেশেন যাবদাশ্রমদ্বারং প্রবিশতি তাবৎ তস্য দক্ষিণ বাহুঃ স্পন্দিতঃ ভবতি। বিস্ময়চকিতঃ রাজা চিন্তয়তি, কথমত্রাশ্রমেঽপি দিব্যাঙ্গনালাভঃ? "অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র" ইতি।

অনন্তরম্ অপ্রত্যাশিলাভায় উৎকণ্ঠিতো রাজা অগ্রে সরতি চেৎ, সহসা তস্য দর্শনমার্গে স্বপ্নলোকস্য দ্বারমুন্মুক্তং ভবতি। দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকায়াং দৃষ্টিং নিক্ষিপ্য বিস্ময়বিমূঢ়ঃ সন রাজা বদতি,—"অহো। মধুরম্ আসাং দর্শনম্।" তত্র বৃক্ষমূলেষু জলসেচনং কুর্বত্যঃ মুনিকন্যকাঃ দৃষ্ট্বা রাজা চমৎকৃতো জায়তে। তাসাং রূপমাধুর্যং বাক্যমাধুর্যাদিকং চ নিভৃতমুপভোক্তুং বাজা আত্মানং বৃক্ষস্য অন্তবালে প্রচ্ছন্নং কৃত্বা অতিষ্ঠৎ। আশ্রমকন্যকাত্রয়েষু শকুন্তলাং পরিজ্ঞায় রাজা অবদৎ—"কথমিয়ং কণ্বদুহিতা" ইতি।

ক্রমেণ রাজা শকুন্তলাং প্রতি সহানুভূতিপ্রবণোঽভবৎ। আশ্রমস্য কঠিনকর্মসু কুসুমপেলবাং শকুন্তলাং নিযুক্তাং দৃষ্ট্বা রাজা অচিন্তযং যৎ,—অসাধুদর্শী অয়ং কুলপতিঃ কণ্বঃ, যেন শকুন্তলা তপশ্চর্যায়াঃ কঠিন কর্মসু নিযুক্তা। ধ্রুবং স ঋষিঃ নীলোৎপলপত্রধারয়া [illegible] ছেত্তুং ব্যবস্যতি। শকুন্তলায়াঃ রূপলাবণ্যবিমোহিতঃ রাজা ন কেবলং শকুন্তলাং প্রতি প্রণয়াকৃষ্টা ভবতি, পরংতু তয়া সহ স্বপরিণয়যোগ্যত্বাদিকমপি বিচারয়তি।

অস্মিন্নবসরে সলিলসেকোদ্‌ভ্রান্তঃ কশ্চিদ্ মধুকরঃ নবমালিকাম্ পরিত্যজ্য শকুন্তলামুখমণ্ডলমনুধাবতি। শকুন্তলয়া পুনঃ পুনঃ নিবারিতোঽপি নৈব স বিরমতি। অনন্তরং সখীদ্বয়স্য পরামর্শক্রমেণ শকুন্তলা রাজ্ঞঃ শরণং গচ্ছতি, যতঃ রাজরক্ষিতব্যানি তপোবনানি নাম। অবসরোঽয়মাত্মানং প্রকাশয়িতুম্ ইতি মন্যমানো রাজা সত্বরং আশ্রমকন্যকানাং সমক্ষম্ আয়াতি। অতিথিসৎকারাদনন্তরং তত্রৈব শিলাতলে উপবিষ্টস্য রাজ্ঞঃ শকুন্তলায়াঃ সখিভ্যাং সহ বহু বাক্যালাপো জায়তে।

দুষ্যন্তং দৃষ্ট্বা শকুন্তলা চকিতা ভবতি। চন্দ্রোদয়েন সমুদ্রঃ যথা উচ্ছ্বসিতঃ ভবতি, তথা শকুন্তলায়াঃ প্রশান্তচিত্তমপি সহসা তরঙ্গিতং ভবতি। সা চিন্তয়তি, কিং নু খলু অপরিচিতং পুরুষং দৃষ্ট্বা তপোবনবিরোধিনো বিকারস্য গমনীয়া অস্মি সংবৃত্তা। দুষ্যন্তং প্রতি তস্যাঃ অনুরাগম ইদানীং প্রকটিতমস্তি। শকুন্তলাং বিলোক্য রাজাপি আত্মগতং বদতি,—"কিং ন খলু যথা বয়ম্ অস্যাম্, এবম্ ইয়মপি অস্মান্ প্রতি স্যাৎ।" তদা শকুন্তলাযাঃ তপোবনবিরোধী ভাবমূর্তিং পরিগৃহ্য আবির্ভবতীব।

অত্রান্তরে কশ্চিদ্ মত্তঃ গজঃ মূর্তিমান্ ধ্বংস ইব আশ্রমং প্রবিশ্য ইতস্ততঃ ধাবিতঃ সন্ সর্বত্র ত্রাসসঞ্চারং করোতি। গজোঽয়ং তপশ্চর্যায়াঃ মূর্তিমান্ বিঘ্ন ইব ইতি বর্ণয়ন্ তাপসাঃ আশ্রমবাসিনামুদ্দিশ্য সতর্কবার্তাং কথয়ন্তি,—"ভো ভোস্তপস্বিনঃ, সন্নিহিতা-স্তপোবনসত্ত্বরক্ষায়ৈ ভবত প্রত্যাসন্নঃ কিল মৃগয়াবিহারী পার্থিবঃ দুষ্যন্তঃ।"—শান্তরস-প্রধানে ধর্মারণ্যে ন হি মত্তগজঃ, পরং তু দুষ্যন্তোঽয়ং "মূর্তো বিঘ্নস্তপসঃ।" সরলপ্রাণানাং তপোবনবাসিনীনাং স্বচ্ছজীবনে দুষ্যন্ত এব নাগরিকপ্রণয়স্য কলুষতামানয়তি। শুচিস্নিগ্ধতপোবনং কামানলস্য ধূমেন সমাচ্ছন্নং চ করোতি। তাপসানাং তপোবনসত্ত্বরক্ষায়াঃ সতর্কবার্তায়াং শকুন্তলারক্ষণায় ধ্বনিঃ অস্মাকং হৃদয়ে প্রবিশতি ইব। সমগ্রতপোবনভূমেঃ ক্রন্দনমিদম্, তপোবনপ্রাণিষু শকুন্তলাপি অন্তর্ভবতি। কিন্তু শকুন্তলা অরক্ষিতা সতী দুষ্যন্তস্য প্রণয়শরেণ দৃঢ়ং বিদ্ধা ভবতি।

যদা দুষ্যন্ত-শকুন্তলয়োর্মধ্যে প্রণয়ঃ প্রগাঢ়তাং গচ্ছতি, তদৈব মৃগয়াবিহারী দুষ্যন্তঃ প্রত্যাসন্ন ইতি নেপথ্যবার্তা ঘোষিতা অস্তি। দুষ্যন্ত-শকুন্তলয়োঃ প্রণয়বীজম্ অংকুরিতং ভবতি, তথা নাটকীয়বস্তুবিন্যাসস্য পর্বোঽপি সমাপ্তিং গচ্ছতি। সম্প্রতি নায়ক-নায়িকয়ো-রনুরাগস্য তীব্রতাসম্পাদনায়, তথা তয়োঃ উৎকণ্ঠাবিবর্ধনায় চ সাময়িকবিচ্ছেদস্য প্রয়োজনমনস্বীকার্যম্। বিনা বিপ্রলম্ভং সম্ভোগঃ ন কদাপি পুষ্টিমশ্নুতে। অকস্মাদ্দর্শনোপ-জাতস্য অনুরাগস্য যথা সম্যক্ পুষ্টির্ভবেৎ তথা অত্র গজপ্রবেশ-জনিতাশ্রমপীড়াং পরিকল্প্য নাট্যকারেণ নায়কনায়িকয়োর্বিচ্ছেদঃ সাধিতঃ। পুনঃ বেতসকুঞ্জেঽ স্নিন্দীর্ঘ-ক্ষণং প্রবহন্তং শৃঙ্গাররসপ্রবাহং ছিন্নং কৃত্বা তত্র রসবৈচিত্র্য-সম্পাদনার্থং, নাটকীয়তা সৃজনায় চ মত্তগজোপাখ্যানস্য সংযোজনমপরিহার্য্যম্ অস্তি।—

৪। Do you mean that Dusyanta's love courtship was a sham affair uttered out of jest—"পরিহাসবিজল্পিতম্"? Is Dusyanta a liar? If so? How would you absolve him of the trait of blot of his character? (তুমি কি মনে কর যে দুষ্যন্তের প্রণয় একেবারে কৃত্রিম ব্যাপার, এবং তা পরিহাসচ্ছলে বলা হয়েছে? তবে কি দুষ্যন্ত মিথ্যাবাদী? যদি তাই হয়, তাহলে কিভাবে তুমি চরিত্র কলংকমুক্ত করবে?)

প্রশ্নপত্রে উদ্ধৃতাংশোঽয়ং মহাকবিকালিদাসবিরচিতস্য বিশ্ববিশ্রুতনাটকস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলস্য দ্বিতীয়াংকস্য অন্তিমে-লগ্নে সমুপলভ্যতে। বয়স্যং মাধব্যং প্রতি রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য উক্তিরিয়ম্। প্রথমাংকস্য অন্তিমশ্লোকস্য

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"

পাঠাৎ নিপুণমবগম্যতে যৎ, রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য চিত্তং তপোবনবালায়াঃ শকুন্তলায়াঃ কৃতে নিতরাং চঞ্চলং বিহ্বলং চ জাতম্।

কিঞ্চ, দ্বিতীয়াংকে রাজা দুষ্যন্তঃ নিভৃতে শিলাতলমুপবিশ্য বয়স্যমাধব্যস্য পুরতঃ শকুন্তলাবিষয়িনীং কথামুপস্থাপয়ন্ বিবিধরূপেণ শকুন্তলায়াঃ অলোকসামান্যং সৌন্দর্য-বর্ণনমকরোৎ। তথাহি শকুন্তলায়াঃ রূপম্ অনাঘ্রাতং পুষ্পমিব, কররুহৈরলুনং কিসলয়মিব, অনাবিদ্ধং রত্নমিব, অনাস্বাদিতং রসং মধু ইব, কিং বহুনা! পুণ্যানাম্ অখণ্ডং ফলমিবাস্তি। এবং বস্তুতঃ সা রূপলাবণ্যবতী অস্তি যাং রাজাপি এবং বর্ণয়তি ইতি মত্বা বিদূষকেণ পৃষ্টঃ রাজা আত্মানং প্রতি তস্যাঃ অনুরাগং প্রতিপাদয়ন্নাহ—সা গচ্ছন্তী সতী কতিচিদেব. পদানি গত্বা দর্ভাংকুরেণ চরণঃ ক্ষতঃ ইতি সব্যাজং স্থিতা। শাখাসু অলগ্নমপি বল্কলং মোচয়ন্তী সা সব্যাজং বদনং বিবৃত্য বহুশঃ মাং দৃষ্টবতী। যদ্যপি শকুন্তলা মম বাক্যৈঃ সহ তস্যা বাচং ন মিশ্রয়তি, পরং তু ময়ি ভাষমাণে সা সাবধান সতী কর্ণে দদাতি। কামম্ ইয়ং শকুন্তলা মদাননমুখী ন তিষ্ঠতি, তথাপি তস্যাঃ দৃষ্টিঃ ভূয়িষ্ঠং ন অন্যবিষয়া ভবতি,—ইত্যাদিশ্রবণাদনন্তরং কোঽপি সংশয়ো নাস্তি যৎ, দুষ্যন্তঃ শকুন্তলায়াঃ কৃতে অতীব ব্যাকুলোঽভবৎ। "ন খলু সত্যমেব তাপসকন্যকায়াং মমাভিলাষঃ"—ইতি দুষ্যন্তস্য উক্তিরিয়ং নূনমেব মিথ্যা। দ্বিতীয়াংকস্য অন্তিমলগ্নে রাজা শকুন্তলাং প্রতি তস্য যামেব প্রণয়াসক্তিং বিদূষকমবদৎ, সা সৰ্ব্বৈব সত্যগর্ভা।

অস্মাভিরত্র স্বীকর্তব্যং যৎ রাজা বিদূষকমুদ্দিশ্য যদ্ অবদৎ তৎ সর্বমেব অনৃতভাষণম্। শাস্ত্রেষু মিথ্যাভাষণং পাপম্ অধর্মম্ অন্যায়ং চ কথ্যতে। তথাপি এবমপি কথ্যতে যৎ, "মা ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্"। সত্যম্ অপ্রিয়ং ভবতি চেৎ, তর্হি ন কদাপি তদ্বক্তব্যম্। শাস্ত্রেষু ইদমপি উক্তং যৎ, কস্মিন্ কস্মিন্নপি ক্ষেত্রে মিথ্যাকথনং ন দূষনীয়ম্। অতঃ কোঽপি জনঃ যদি প্রয়োজনবশাৎ মিথ্যা বদতি, তর্হি তস্য চরিত্রং কলংকলিপ্তং ন ভবতি ইতি পণ্ডিতানাং মতম্। পুরুবংশপ্রদীপঃ রাজা দুষ্যন্তঃ "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকস্য প্রখ্যাতঃ ধীরোদাত্তঃ নায়কঃ। কমপি কলংকিতচরিত্রম্ নাট্যশাস্ত্রস্য মতানুসারতঃ নাটকস্য নায়কঃ ভবিতুং নার্হতি।

রাজা দুষ্যন্তঃ কথং মৃষাভাষণম্ আশ্রিয়তে স্ম ইত্যস্মাভিঃ বিচার্যবিষয়ঃ। রাজ্ঞঃ ন কেবলং প্রজানুরঞ্জনং কর্তব্যম্, পরং তু তেন আত্মীয়পরিজনানাং তথা অন্তঃপুরচারিণীনামপি মনস্তুষ্টিসাধনম্ অপরিহার্যম্। যদি মুখরস্য মাধব্যস্য মুখাৎ শকুন্তলাবৃত্তান্তং রাজান্তঃপুরে কথমপি জ্ঞাতং ভবেৎ, তর্হি তদাকর্ণ্য অপরমহিষীবৃন্দঃ স্বভাবতঃ ন কেবলং ক্ষুব্ধ ভবতি,

পরং তু রাজানং সন্দিগ্ধদৃষ্ট্যা দ্রক্ষ্যতি। কিঞ্চ, রাজা দুষ্যন্তঃ দক্ষিণনায়কস্য মর্যাদায়াঃ ভ্রষ্টে ভবিষ্যতি।

পুনঃ রাজমাতুরাদেশমনাদৃত্য রাজা আশ্রমবাসিনঃ ঋষীন্ প্রতি কর্ত্তব্যসম্পাদনার্থং তপোবনমগচ্ছৎ। রাজমাতা যদি ইদানীং বিদূষকস্য সকাশাৎ আশ্রমকন্যকয়া শকুন্তলয়া সহ রাজ্ঞঃ প্রণয়ব্যাপারং জ্ঞাতুং শক্নোতি, তর্হি তদ্ব্যাপারঃ রাজ্ঞঃ লজ্জায়াঃ, দুঃখস্য অপমানস্য চ বিষয়ঃ ভবিষ্যতি। রাজমাতাপি মর্মান্তিকং মনঃকষ্টম্ অনুভবিষ্যতি। অতঃ অন্তঃপুরচারিণীমহিষীবৃন্দং প্রতি প্রণয়ঃ, তথা মাতরং প্রতি ভক্তিঃ-রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য মিথ্যাভাষণং প্রতি কারণম। যদি রাজা "পরিহাসবিজল্পিতম্' ইত্যাদিকং বিদূষকং নাবদৎ, তর্হি পঞ্চমাঙ্কে শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যানং ন সহজং ভবেৎ। অতঃ মহাকবিনা কালিদাসেন উক্তিরিযং সুকৌশলেন ব্যবহৃতম্। নাটকস্য ঈপ্সিতপরিণতিলাভায় অত্র মিথ্যাভাষণস্য বিশেষপ্রয়োজনমাসীৎ—নাস্তি তত্র কোঽপি সন্দেহঃ। প্রয়োজনবশাৎ মিথ্যাভাষণং ন সর্বত্র দূষণীয়ম্। তথাচ আহ মহাভারতে,—"ন নর্মযুক্তং বচনম হিনস্তি ন স্ত্রীষু, রাজন ন বিবাহকালে। প্রাণত্যাগে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥' (আদিপর্ব)। অতঃ রাজা দুষ্যন্তঃ নাসীৎ মিথ্যাবাদী ॥

৫। Write a short essay on Kalidasa's attitude towards nature in the light of the play, "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ("অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' অবলম্বনে প্রকৃতির প্রতি মহাকবি কালিদাসের মনোভাব সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা কর)।

মহাকবেঃ কালিদাসস্য প্রকৃতিচিত্রস্য পর্যালোচনেন ইদং স্পষ্টং ভবতি যৎ, জগতি যৎ সৌন্দর্যং বহিঃপ্রকৃত্যাং রমতে, অভ্যন্তরিকায়ামপি প্রকৃত্যাং তদেব বিলসতি। ইত্থং সৌন্দর্যদৃষ্ট্যা কালিদাসস্য কবিত্বে প্রকৃতৌ মানবে চ কোঽপি ভেদো নাসীৎ। অপি তু তত্রাসীৎ পূর্ণমদ্বৈতম। মহাকবিনা দ্বয়মেব সমপক্ষপাতয়া ভক্ত্যা অসেবত। মহাকবেঃ প্রকৃতিপ্রণয়ঃ ঋতুসংহারস্য সামান্যপরিচয়াৎ ক্রমেণ উত্তরোত্তরং বিকসিতঃ সন্ "অভিজ্ঞানশকুন্তলম" নাটকে পরাং প্রৌঢিমবাপ।

অস্য ঋতুসংহারে প্রকৃতির্ন কেবলমুদ্দীপনরূপে চিত্রিতা অভবৎ, পরং তু সা তত্রালম্বনরূপেঽপি বর্ণিতা আসীৎ। মালবিকাগ্নিমিত্রে মহাকবিনা কমনীয়কলেবরা মালবিকা প্রকৃতিদেব্যাঃ প্রতিমূর্ত্তিত্বেন কল্পয়িত্বা সন্নিবেশিতা। কুমারসম্ভবে মহাকবিঃ প্রকৃতিপুত্র্যাঃ জন্মস্থলীভূতস্য হিমালয়স্য হৃদ্যং বর্ণনং কৃত্বা স্বকবিতায়াঃ অনঘং মানদণ্ডং বিদ্বন্নিবহানাং পুরতঃ সমুপস্থাপিতবান্। বিক্রমোর্বশ্যাং প্রকৃতিঃ হেমকূটরাজোদ্যানাদিষু অঙ্গরসাং

রূপেষু চ আত্মানং পরিণময়ন্তী বীক্ষতে। রঘুবংশেঽপি প্রকৃতিঃ ক্বচিৎ সমুদ্ররূপং পরিগৃহ্য ক্বচিৎ তপোবনস্য রূপং পরিধায় ক্বচিচ্চ ত্রিবেণীভূতা সমুপস্থিতা। তস্য মেঘদূতাখ্যং বিশ্রুতং খণ্ডকাব্যং বস্তুতঃ প্রকৃতেরেব কাব্যমাসীৎ। যস্মিন্ কাব্যে ধূমজ্যোতিসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ মেঘঃ এব বিরহিণো যক্ষস্য সহৃদয়-সখা ইব সন্দেশহরঃ।

কাব্যমিদং প্রকৃতেরনুপমা রঙ্গশালা ইব ভাতি। যথা প্রেক্ষাগৃহে উপবিষ্টঃ সহৃদয়ঃ প্রেক্ষকঃ যথা রঙ্গমধ্যে বিবিধানি বিচিত্রাণি দৃশ্যানি পশ্যতি, তথা অত্রোঽপি সহৃদয়ঃ পাঠকঃ স্বসমক্ষে চিত্তাকর্ষকাণি প্রকৃতেঃ বহূনি রূপাণি নবনবানি প্রেক্ষতে, যানি কবেঃ প্রকৃতিং প্রতি নিগূঢম্ আকর্ষণং তচ্চিত্রণকৌশলং চ প্রকটয়ন্তি। যদ্যপি প্রকৃতিবর্ণনা মহাকবেঃ সর্বাসু রচনাসু ন্যূনাধিকং সংলক্ষ্যতে, তথাপি তদ্বর্ণনায়াং মহাকবেঃ ইতরকবিবিলক্ষণা যা প্রতিভা সা তু তস্য "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকে বাহুল্যেন লভ্যতে।

অস্মিন্ নাটকে প্রকৃতিঃ যাদৃশীং প্রধানতাং গমিতাসীৎ ন তাদৃশীং কস্মিংশ্চিদন্যস্মিন্ কাব্যে নীতা পরিলক্ষ্যন্তে। চেতনাচেতনাদীনি প্রকৃত্যঙ্গভূতানি সর্বাণি অত্র মহাকবেঃ লেখনীস্পর্শেন ন কেবলং মানবপ্রকৃত্যা তাদাত্ম্যং লভতে, পরং তু পশুপক্ষিবৃক্ষলতাদিকম্ আত্মভাবৎ রক্ষিত্বাপি মানবৈঃ সহ আত্মীয়তাং ভজতে, মানববৎ আচরতি চ। অত্র জড়প্রকৃতিরপি ঈদৃশী সংবেদনশীলা প্রদর্শিতাস্তি যৎ সা তেষাং সম্পত্তৌ হর্ষোৎফুল্লা, বিপত্তৌ চ তেষাং বিম`` ভবন্তি। নাটকেঽস্মিন্ বস্তুতঃ অন্যপাত্রাণামিব প্রকৃতেরপি প্রমুখা ভূমিকাস্তি যা কথমপি ন উপেক্ষণীয়া।

অস্য রূপকস্য আখ্যানং স্বয়মেব প্রকৃতেরুৎসঙ্গে বিকসিতম্ অভবৎ। অস্য নায়িকা শকুন্তলা প্রকৃতেঃ পুত্রী ইব সস্নেহং লালিতা রক্ষিতা চ আসীৎ। তস্যাঃ হৃদয়লতিকা চেতনাচেতনানি সর্বাণি স্নেহস্য ললিতবেষ্টনেন মনোহরম্ আবদ্ধানি অকরোৎ। নিয়তম্ আলবালে জলসিঞ্চনেন সহ সা তপোবনস্য বৃক্ষলতাদিকং সোদরস্নেহেন অভিষিক্ত-মকরোৎ। তপোবনস্য চেতনাচে`নপদার্থান্ প্রতি তস্যাঃ ঈদৃশং প্রীতিবন্ধনমাসীৎ যৎ বৃক্ষেষু জলমপীতেষু সা কদাপি জলং নাপিবৎ, প্রিয়মণ্ডণাপি সা স্নেহবশাৎ কথমপি বৃক্ষেভ্যঃ কিসলয়ানি নাদত্তে। তথাচোক্তং—"পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি.......উৎসবঃ" ইতি।

তপোবনস্য সর্বৈঃ চেতনাচেতনপদার্থৈঃ সহ শকুন্তলায়াঃ ঈদৃশম্ অন্তরঙ্গম আত্মীয়ত্বং, ঈদৃশং চ কল্যাণবন্ধনম্ আসীৎ যৎ, তস্যাঃ পতিগৃহযাত্রাকালে বনদেবত পিতৃকুটুম্বিন ইব তস্যৈ মণ্ডনার্থং বসনাভরণানি উপঢৌকন্তে স্ম। কাশ্যপঃ তস্যাঃ

তপোবনত্যাগে স্বজনান্ ইব তপোবনপ্রকৃতিভূতান্ বৃক্ষলতাদীন্ অনুজ্ঞাং যাচতে। কোকিলাঃ মধুররুতেন অনুজ্ঞাং জ্ঞাপয়ন্তি স্ম। আসন্নবিয়োগং বিচিন্ত্য ন কেবলং তপোবনবিরহকাতরা শকুন্তলা, পরং তয়া উপস্থিতবিয়োগস্য তপোবনস্যাপি সমদশা অজায়ত। তথাচোক্তং—"উদ্গলিতদর্ভকবলাঃ মৃগাঃ পরিত্যক্তনর্তনাঃ ময়ূরাঃ। অপসৃতপাণ্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রূণি ইব লতা ॥" ইতি।

মৃগশিশুরাসন্নমাতৃবিয়োগভিয়া শকুন্তলায়াঃ বস্ত্রাঞ্চলমাকৃষ্য গমনান্নিবারয়তি। সর্ব্বে এব বিয়োগকাতরাঃ স্বজনা ইব আচরন্তি। কবিবর্ণিতং সর্বং কারুণ্যং সাক্ষাদিবানুভবন্তঃ সহৃদয়সামাজিকাঃ স্বসত্তাং বিস্মৃতাঃ তপোবনসত্ত্বৈঃ সহ তাদাত্ম্যং ভজন্তে।

অস্মিন্ নাটকে বর্ণিতা প্রকৃতিঃ ন কদাপি বহিরতিষ্ঠৎ, পরং তু শকুন্তলাচরিত্রে এব তস্যাঃ উন্মেষঃ সাফল্যেন কৃতঃ। অতঃ তপোবনপরিবেষ্টনাৎ তস্যাঃ বহিরানয়নম্ অসম্ভবম্। তপোবনং পরিত্যজ্য গন্তুমুদ্যতায়াঃ তস্যাঃ আকর্ষণং প্রতিপদং, বেদনা চ পদে পদে। প্রকৃতেঃ মানবস্য চ বিচ্ছেদঃ এতাদৃশঃ মর্মন্তুদঃ সকরুণশ্চ ভবিতুমর্হতি চেৎ, তর্হি জগতি সাহিত্যেষু সর্বেষু অভিজ্ঞানশকুন্তলে এব কেবলং লভ্যতে। অস্মিন্ কাব্যে যথা ধর্মনিয়মেন সহ স্বভাবস্য সমন্বয়ো দৃশ্যতে, তথা প্রকৃত্যা সহ মানবস্য পরস্পরসাহচর্যমপি। লতায়াঃ পুষ্পেণ সহ যঃ সম্বন্ধঃ, তথা অত্রাপি তপোবনপরিবেশেন সহ শকুন্তলায়াঃ স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধঃ। অস্মিন্ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথস্য মন্তব্যমুদ্ধৃত্য উপসংহারঃ ক্রিয়তে—

"অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকে অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোন নাটকের ভিতর এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধকরি, সংস্কৃতসাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া, এতো অন্যত্র দেখি নাই ॥" (প্রাচীনসাহিত্য / রবীন্দ্রনাথ) ॥

৬। Describe the scene of departure of Sakuntala from the hermitage of sage Kanva to her husband's place হস্তিনাপুর। (মহর্ষি কণ্বের আশ্রম থেকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্য বর্ণনা কর।)

প্রবাসাৎ প্রতিনিবৃত্তঃ, অগ্নিশরণং প্রবিষ্টঃ মহর্ষিঃ কণ্বঃ দৈববাণ্যা জ্ঞাপিতঃ যৎ, তত্র ভবতঃ কন্যকা শকুন্তলা ভুবঃ ভূতয়ে দুষ্যন্তেন গন্ধর্ববিধিনা পরিণীতা সতী তদাহিতং তেজঃ ধারয়তি ইতি। এবং জ্ঞাতশকুন্তলাবৃত্তান্তঃ মহর্ষিঃ,—"অদ্যৈব ত্বামৃষিরক্ষিতাং

ভর্তুঃসকাশং প্রেষয়ামি" ইত্যাহ। সর্বমিদং প্রিয়ংবদামুখাদাকর্ণ্য অনসূয়া প্রসন্না জায়তে। উভে শকুন্তলাসকাশং গত্বা মঙ্গলসমালম্ভনাদিকং সম্পাদয়তঃ। ক্বচিচ্চ তাপস্যঃ নানাপ্রকারেণ আশীর্বচোভিস্তামভিনন্দয়ন্তি।

কশ্চিৎ কণ্বশিষ্যঃ বনস্পতিভ্যঃ প্রদত্তমাভরণাদিকমানীয় তৎসর্বং সখ্যোঃ হস্তয়োঃ সমর্পয়তি। চিত্রকর্মপরিচয়েন শকুন্তলা সখীভ্যাং প্রসাধিতা। তদনন্তরং স্নানোত্তীর্ণঃ মহর্ষিঃ কণ্বঃ তত্রাগত্য "যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতা ভব। সুতং ত্বমপি সাম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি।" ইত্যাশীর্বচসা তামভিনন্দয়তি। ততঃ মহর্ষিণা কণ্বেন পতিগৃহগমনায় শকুন্তলায়াঃ কৃতে অনুমতিলাভার্থং সর্বে বনস্পতয়ঃ প্রার্থিতাঃ,—ভো ভো সন্নিহিতাস্তপোবনতরবঃ,—

"পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা,
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যাঃ ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥"

বনস্পতিভিশ্চ কোকিলরবং সূচয়িত্বা অনুমতিঃ প্রদত্তা।

অনন্তরং শকুন্তলা পতিগৃহং গচ্ছতি। নিখিলমেবাশ্রমপদং শোকাকুলমস্তি। আশ্রমাদ্ বিয়োগমাসন্নং মত্বা ন কেবলং শকুন্তলা বিষণ্ণা জাতা, পরং তু জীবকুলমপি নিতরাং শোকার্তং জায়তে। তথাহি—

"উদ্‌গলিতদর্ভকবলা মৃগাঃ, পরিত্যক্তনর্তনা ময়ূরাঃ।
অপসৃতপাণ্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রূণি ইব লতাঃ ॥"

সর্বত্র শোকস্য ছায়া বিরাজমানা অস্তি। পথি গচ্ছন্তী শকুন্তলা গতিভঙ্গং রূপয়িত্বা পৃচ্ছতি,—"কো নু খলু এষঃ নিবসনে মে সজ্জতে?" কাশ্যপঃ আহ,—বৎসে, জনন্যাঃ জীবনাবসানাৎ প্রভৃতি যঃ মৃগপোতকঃ ত্বয়া কৃতকপুত্ররূপেণ শ্যামাধান্যমুষ্টিপ্রদানেন পরিবর্ধিতোঽস্তি স এব তব বস্ত্রাঞ্চলমাকৃষ্য গমনে বিঘ্নমুৎপাদয়িতুং যততে। মদ্বিরহিতং ত্বাং তাতঃ কাশ্যপঃ চিন্তয়িষ্যতি ইত্যুক্ত্বা শকুন্তলা গচ্ছতি।

শকুন্তলায়াঃ পতিগৃহযাত্রাদৃশ্যে তাতকাশ্যপস্য অতীবগুরুত্বপূর্ণভূমিকা অস্তি ইত্যত্র কোঽপি সংশয়ো নাস্তি। গৃহী পিতা তস্য তনয়ায়াঃ পতিগৃহযাত্রাকালে যদ্‌যদাচরতি, মহর্ষিণা কণ্বেনাপি কৃতককন্যকায়াঃ শকুন্তলায়াঃ কৃতে তৎ সর্বং বিলক্ষণং ক্রিয়তে। বীতস্পৃহস্তাপসঃ কাশ্যপঃ শকুন্তলায়াঃ আসন্নবিয়োগং স্মৃত্বা যদা "যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া, কণ্ঠঃস্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্" ইত্যাদিকং করুণং বিলপন্ বিহ্বলোঽস্তি তদা সহৃদয়সামাজিকানাং চিত্তং করুণরসেনাপ্লুতং ভবতি।

যথা গৃহী পিতা পতিগৃহযাত্রাকালে কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ে স্বতনযামুপদিশতি, তথা তাতঃ কণ্বঃ অপি পালিতাকন্যাং শকুন্তলামুপদিশন বদতি,—"শুশ্রূষস্ব গুরূন, কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে, ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ। ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী, যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥" ইতি। "তাত, পুনঃ কদা তপোবনং প্রেক্ষিষ্যে?" ইতি শকুন্তলয়া পৃষ্টো মহর্ষিঃ কণ্বঃ "ভূত্বা চিরায় চতুরন্তমহীসপত্নী দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য।" ইত্যাদিকং বদতি।

পিতরমাশ্লিষ্য "তপশ্চরণপীড়িতং তাতশরীরম, তন্নাতিমাত্রং মম কৃতে উৎকণ্ঠস্ব "ইতি শকুন্তলাবচনম্, অথবা "শমমেষ্যতি শোকঃ কথং নু বৎসে ত্বয়া রচিতপূর্বম। উটজদ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ' ইতি মহর্ষেঃ কণ্বস্য উক্তিম আকর্ণ্য কোঽপি নিষ্ঠুরো জনঃ কারুণ্যবাহুল্যাদ অশ্রূণি ন মোচয়তি? গচ্ছিতং ধনং ন্যাসং যথা অধিকারিণম অবিকৃতমেব পুন হস্তান্তরং কৃত্বা ন্যাসরক্ষকঃ প্রকামং লভতে শান্তিম, তথা গতায়াং শকুন্তলায়াং ব্যপগতভারো জায়তে মহর্ষিঃ কণ্বং। নিরুদ্বেগঃ, চিন্তামুক্তশ্চ সন সহর্ষং বদতি,

"অর্থোহি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা ॥' ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥

৭। Bring out the dramatic significance of the introduction of the song of হংসপদিকা in the beginning of the V Act of the 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'। (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের পঞ্চম অংকের সূচনায় যে হংসপদিকার গীতের অবতারণা করা হয়েছে, তার নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।)

মহাকবি কালিদাসবিরচিতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাম নাটকস্য পঞ্চমাংকস্যাদৌ রাজা দুষ্যন্তঃ বিদূষকেণ সহোপবিষ্টোঽস্তি। নেপথ্যাতো বীণাধ্বনিঃ শ্রূয়তে। সঙ্গীত[illegible] রাজমহিষী হংসপদিকাবর্ণপরিচয়ং করোতি। আকাশে গীয়তে—

"অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং
তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো
মধুকর বিস্মৃতোঽসি এনাং কথম ॥'

গীতমিদমাকর্ণ্য রাজর্ষিণা দুষ্যন্তেন নিপুণম্ অবগম্যতে যৎ, হংসপদিকা চাতুর্যেণ তিরস্করোতি। বিদূষকঃ রাজানং পৃচ্ছতি—কিং তাবৎ গীতেঃ অবগতঃ অক্ষরার্থঃ? স্মিতং কৃত্বা রাজা বদতি—"সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ।" বহুবল্লভস্য রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য চরিত্রে একো মহান্ দোষোঽস্তি। স খলু মধুকরবৃত্তিঃ, স ভ্রমরবৎ আচরণশীলঃ। মধুকরো যথা নবমধুপানার্থং পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং নিয়তমুপগচ্ছতি, তথা রাজা দুষ্যন্তোঽপি কাঞ্চিৎ প্রণয়িণীং পরিত্যজ্য অপরাং প্রতি ধাবতি। অনেন ইদমত্র সূচ্যতে যৎ, পূর্বপ্রণয়িণীং হংসপদিকাং প্রতি রাজ্ঞা দুষ্যন্তেন যথা আচরিতং তপোবনবালাং শকুন্তলাঃ প্রতি অপি তস্য তাদৃশমাচরণং ভবিষ্যতি। অতো হংসপদিকা ইব শকুন্তলা অপি রাজ্ঞা অনাদৃতা, বিস্মৃতা চ ভবেদিতি হংসপদিকায়া গীতেন অনেন ধ্বন্যতে।

হংসপদিকায়াঃ গীতমাকর্ণ্য রাজা দুষ্যন্তঃ উদ্‌ভ্রান্তস্তিষ্ঠতি। তস্য মনসি কাপি অনির্বচনীয়া উৎকণ্ঠা জাতা। ইষ্টজনবিরহাদৃতে স কথমীদৃশং বিহ্বলো জাতঃ ইতি চিন্তয়িতুং সঃ অসমর্থঃ। ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি এব অস্য মূলমিতি মন্যতে। সম্ভবতো দুর্বাসাশাপবশাৎ বিস্মৃতায়ামপি শকুন্তলায়াম্ অব্যক্তরূপেণ তামেবোদ্দিশ্যোৎ-কণ্ঠাং জায়তে কিন্তু ন তথা জানাতি রাজা। অনেন গীতেন শকুন্তলায়া এব ভাবি অমংগলং সূচ্যতে। অতঃ শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যানস্য মূলে অস্য গীতস্য উপযোগিত্বমস্তি ইতি বুধ্যতে।

কিঞ্চ, হংসপদিকায়াঃ গীতশ্রবণাদনন্তরং রাজর্ষিণা দুষ্যন্তেন নাগরিকবৃত্ত্যা হংসপদিকায়াঃ সান্ত্বনার্থং বিদূষকঃ প্রেষিতঃ। যতঃ নাটকস্য ঈপ্সিতপরিণতিলাভায় দৃশ্যাদস্মাদ্ বিদূষকস্য অপসারণমপরিহার্যম্। পূর্বমেব শকুন্তলাবৃত্তান্ত সর্বং বিদূষকসকাশ-মুক্ত্বা দ্বিতীয়াংকস্য অন্তে বিদূষকস্য রাজধানীগমনকালে শকুন্তলাবৃত্তান্তং যৎ তেন উক্তং তৎ সর্বং পরিহাসবিজল্পিতমিত্যুক্ত্বা বিদূষকস্য মনসঃ শকুন্তলাবৃত্তান্তম্ অপসারয়িতুম্ অচেষ্টত।

তথাপি শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যানদৃশ্যে বিদূষক উপস্থিতো ভবতি চেৎ, তর্হি শকুন্তলা-বিসর্জনে স নূনমেব প্রতিবন্ধকোঽভবিষ্যতি। অতো নাট্যক্রিয়ায়াঃ গতিবৃদ্ধয়ে, নাটকস্য ঈপ্সিতপরিণতিলাভায়, কাব্যমাধুর্যসৃষ্টয়ে চ বিদূষকস্য অস্মাদ্ দৃশ্যাদপসারণমপরিহার্য্যম্ ভবতি। অতো হংসপদিকায়াঃ গীতস্যাবতারণেন সর্বং নিপুণং সম্পাদিতম্ ॥

৮। explain briefly the significance of the introduction of the episode of Dhanamitra in the VI Act of the "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"।
(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের ষষ্ঠ অংকে ধনমিত্রের বৃত্তান্তের অবতারণার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।)

মহাকবিকালিদাসবিরচিতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য ষষ্ঠাংকস্য কাহিনীবৃত্তং প্রধানতঃ প্রায়শ্চিত্তাত্মকমস্তি। অস্মিন্নেবাংকে শকুন্তলাবিসর্জনরূপাধমক্রিয়াজনিতস্য পাপস্য প্রায়শ্চিত্তমাচরতি। যদা এব অঙ্গুরীয়কদর্শনাদনুস্মৃতং দেবেন সত্যমূঢ়পূর্বা রহসি ময়া তত্রভবতী শকুন্তলা মোহাৎ প্রত্যাদিষ্টা ইতি তদা প্রভৃত্যেব পশ্চাত্তাপমুপগতো দেবঃ। অতএব বৈমনস্যাৎ রাজ্যে সর্ববিধঃ উৎসবঃ প্রত্যাখ্যাতঃ।

রাজা অমাত্যপিশুনস্যোপরি রাজকার্য্যং নিধায় অনুদিনং শকুন্তলাশোকেন পরিতপ্যমানোঽস্তি। অস্মিন্নেবান্তরে অমাত্যঃ পিশুনঃ পৌরকার্যং পত্রে আরোপ্য রাজ্ঞঃ সকাশং প্রেষয়তি। তত্র একঃ গুরুত্বপূর্ণঃ বিচার্যবিষয়ঃ অস্তি। ধনমিত্রনাম কশ্চিদ্ নৌব্যবসায়ী অনপত্য এব নৌব্যসনে বিপন্নঃ। তস্য প্রভূতং ধনমিদানীং রাজস্বতামাপদ্যতে, তদ্বিষয়ে কিং করণীয়ম্? রাজা বহুপত্নীকস্য তস্য বণিজঃ কস্যামপি পত্ন্যাং কশ্চিৎ পুত্রঃ স্যাৎ, কাচিদ্বা গর্ভস্থমপি শিশুং ধারয়তি বা ন বা ইতি তত্ত্বতঃ জ্ঞাতুমিচ্ছতি। তস্য কাচিৎ পত্নী সদ্য এব নির্বৃত্তপুংসবনা বর্ততে ইতি প্রতিহারিণা জ্ঞাত্বা তদনুকূলমাচরিতুম্ অমাত্যং সন্দিশতি, তথা স্বয়মোবেদ্‌ঘোষয়তি,—

"যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
তস্য তস্য কৃতে রাজা দুষ্যন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্ ।।"

অস্য বণিজঃ মর্মন্তুদং বৃত্তান্তমাকর্ণ্য রাজা।

রাজা চিন্তয়তি অনপত্যস্য মমাপি জীবনাবসানে ইয়মেবাবস্থা স্যাদিতি। পুনশ্চ গর্ভবতীং ধর্মপত্নীং শকুন্তলাং স্মারং স্মারং কষ্টবাহুল্যমনুভবতি। মম কুলে কশ্চিদ্ নিবপনকর্মকর্তা নাস্তি। ময়ি মৃতে কঃ খলু পিতৃণাং জলদানাদিকং সম্পাদয়িষ্যতি ইতি ধ্যায়ং ধ্যায়ং শোকসাগরে নিমগ্নঃ সন্ মূর্চ্ছিতো জায়তে ॥

৯। What dramatic purpose is served by the "প্রবেশক" in the beginning of the VI Act of the 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'? What light does it throw on the social life of ancient India? ('অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের ষষ্ঠ অংকের আদিতে 'প্রবেশক'-এর নাটকীয় তাৎপর্য কি? প্রাচীন ভারতের সমাজ-জীবন সম্পর্কে কি তথ্য এ প্রবেশকের মাধ্যমে লাভ করতে পার?)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য বিশ্ববিশ্রুতনাটকস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলস্য ষষ্ঠাংকস্যাদৌ প্রবেশকো বিদ্যতে। অস্য প্রবেশকস্য নাটকীযতাৎপর্যম্ অস্তি বা নবেতি অস্মাভিরত্র বিচার্যতে। পঞ্চমাংকে রাজ্ঞা দুষ্যন্তেন নির্দয়ম্ অপমানিতা, অনন্তরং প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা নিতরাং মনোব্যথামনুভবন্তী অন্তর্ধানং গতা। পরং তু নায়িকানায়কয়োঃ পুনর্মেলনায়, নাটকস্য ঈপ্সিতপরিণতিলাভায়, কুত্রাপি শকুন্তলায়াঃ উপস্থিতির্নূনমেব অপেক্ষতে। কোপনস্বভাবস্য

ঋষেঃ শাপাবসানমৃতে দুষ্যন্তশকুন্তলয়োঃ পুনর্মেলনসম্ভাবনা ন বিদ্যতে। পুনর্দুষ্যন্তস্য নামাংকিতমঙ্গুরীয়কং বিনা ন বা বিদ্যতে কোঽপি উপায়ঃ শাপাবসানস্য।

প্রবেশকেঽস্মিন্ বর্ণিতবৃত্তান্তনিচয়াৎ অস্মাভি র্জ্ঞায়তে যৎ, শক্রাবতারবাসিনা কেনচিদ্ ধীবরেণ ধৃতস্য অনন্তরং বিক্রয়ার্থং খণ্ডিতস্য রোহিতমৎস্যস্য উদরাভ্যন্তরে রাজ-নামাংকিতমঙ্গুরীয়কং প্রাপ্তম্। তদনন্তরং রাজশ্যালকস্য নগরপালস্য হস্তেন রাজসকাশমানীতে অঙ্গুরীয়কে রাজ্ঞাপি শকুন্তলায়ৈ উপহৃতং তদিদিতি চিন্তিতম্। অতএব অঙ্গুরীয়কদর্শনাৎ শাপাবসানাৎ রাজ্ঞঃ স্মৃতিমার্গে শকুন্তলাবিষয়কং সর্বং বৃত্তান্তং জাগ্রতমভবৎ। রাজা দুষ্যন্তঃ পূর্বপরিণীতায়াঃ শকুন্তলায়াঃ প্রত্যাখ্যানহেতোঃ নিতরাং শোকবিহ্বলোঽভবৎ, করুণং বিললাপ চ চিরম্।

এবং বিরহানলেন পরিশুদ্ধচিত্তঃ দুষ্যন্তঃ তদৈব মারীচাশ্রমস্য শুচিশুভ্রে শান্তসমাহিতে চ পরিবেশে শকুন্তলয়া সহ পুনর্মেলনায় সাগ্রহং প্রতীক্ষমাণোঽভবৎ। শকুন্তলয়া সহ দুষ্যন্তস্য পুনর্মেলনে রাজনামাংকিতমঙ্গুরীয়কপ্রদর্শনম পরিহার্যমাসীৎ। মহাকবিনা কালিদাসেন তদেব সম্পাদিতম্ অতীব স্বাভাবিকনৈপুণ্যেন অস্মিন্ প্রবেশকে ইত্যস্মাভি র্মন্যতে।

প্রবেশকেঽস্মিন্ বর্ণিতবৃত্তান্তনিচয়াৎ কতিপয়ানি তৎকালীন সামাজিক তথ্যানি লভ্যন্তে। অস্মাভির্জ্ঞায়তে যৎ, তৎকালেঽপি রক্ষিপুরুষাঃ প্রায়েণ গর্হিতচরিত্রাঃ ভবন্তি, তে সুরাপানায় উৎকোচগ্রহণায় চ অভ্যস্তা আসন্। অর্থলোভাদেব তে অপরাধিভিঃ সহ মিত্রতাং কুর্বন্তি। চৌর্যাপরাধেন সন্দেহভাজনাৎ পুরুষাৎ রাজশ্যালকনির্দেশাৎ স্বীকৃতিলাভায় নির্যাতনাদিকং যথেচ্ছম্ অনুষ্ঠিতং ভবতি। আত্মপক্ষসমর্থনার্থং কোঽপি অবকাশো ন দীয়তে অপরাধিনে। সন্দেহভাজনমপি অপরাধিনং সদা মৃত্যুদণ্ডেণ ভায়য়ন্তি রক্ষিপুরুষাঃ। তেষাং নৈতিকচরিত্রমতীব নিন্দনীয়ম্ আসীৎ।

চৌর্যাপরাধেন অভিযুক্তস্য পুরুষস্য মৃত্যুদণ্ডঃ ভবতি। সোঽপি প্রাণদণ্ডঃ বিচিত্রোপায়ৈরেব কার্যকরঃ ক্রিয়তে। ক্বচিৎ অপরাধিপুরুষং শূলারোপণং ক্রিয়তে, ক্বচিৎ তেষাং মৃত্তিকায়াম্ অর্ধপ্রোথিতাঃ দেহাঃ ভক্ষণার্থং গৃধ্রসারমেয়াভিঃ উপহারী।

কিঞ্চ ততো জ্ঞায়তে যদ্ রাজ্যে বর্ণাশ্রমধর্মঃ প্রবলঃ আসীৎ। সহজং যৎ কর্ম তৎ নাসীৎ অবজ্ঞাযোগ্যম্। শ্রমসাধ্যমপি কর্ম মর্যাদাভূষিতম্ আসীৎ। যজ্ঞক্রিয়ায়াং পশুহননং ভবতি। তথাপি বিপ্রাণাং বৃত্তং সম্মানার্হং ভবতি। মৎস্যব্যবসায়েন জীবনধারণং ধীবরাণাং মর্যাদাকরমিতি শক্রাবতারবাসী ধীবরঃ নিঃসংকোচং ঘোষয়তি।

১০। Discuss the dramatic significance of the introduction of the character "Sanumati" as an invisible form in the VI Act of the

"অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"। ('অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের ষষ্ঠ অংকে অদৃশ্যরূপে সানুমতী চরিত্রের অবতারণার নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য বিশ্ববিশ্রুতনাটকস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলস্য ষষ্ঠাংকস্যাদৌ সানুমতীনাম্নী কাচিদ্ প্রচ্ছন্নরূপ সুরাঙ্গনা মহাকবিনা কালিদাসেন অবতারিতা। তস্যাঃ অবতারণে কমপি নাটকীয়তাৎপর্যম্ অস্তি বা নবেতি অস্মাভিরত্র সংক্ষেপেণ বিচার্যতে। অস্মিন্নেব অংকে রাজা দুষ্যন্তঃ নিরন্তরম্ অশ্রুমোচনং কুর্ব্বন্ মোহবশাৎ শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানরূপদুষ্কৃতস্য প্রায়শ্চিত্তমাচরতি। যদৈরাঙ্গুরীয়কদর্শনাদনুস্মৃতং দেবেন সত্যমূঢ়পূর্বা রহসি ময়া তত্রভবতী শকুন্তলা মোহাৎ প্রত্যাদিষ্টা ইতি, তদা প্রভৃত্যেব পশ্চাত্তাপমুপগতো দেবঃ। অতএব বৈমনস্যাৎ প্রত্যাখ্যাতঃ উৎসবঃ।

পত্যা আত্মনঃ তনয়াং বিসর্জিতাং দৃষ্ট্বা ন কাপি জননী চিরম্ উদাসীনা তিষ্ঠতি। সা কথমপি পতিপত্ন্যোর্মধ্যে পুনর্মেলনং ঘটয়িতুং যথাশক্তি চেষ্টতে। সানুমতী কাচিৎ সুরাঙ্গনা, সা অপ্সরাতীর্থে মুনীনাম্ অভিষেককালে স্বকর্তব্যং সমাপ্য সম্প্রতি মেনকায়াঃ অনুরোধেন হস্তিনাপুরস্য রাজপ্রাসাদমাগতা। রাজ্ঞা দুষ্যন্তেন শকুন্তলাবিসর্জনাৎ পরং দুষ্যন্তস্য মনসঃ প্রতিক্রিয়াং জ্ঞাতার্থং মেনকয়া সা তত্র প্রেষিতা।

দুষ্যন্তেন অনাদৃতা প্রত্যাখ্যাতা চ শকুন্তলা দুর্বাসসঃ শাপবিষয়ে অজ্ঞা সতী দুষ্যন্তং প্রতি বিরূপং মনোভাবং পোষযতি। লোকাপবাদভয়াৎ রাজা পরিণীতাং ধর্মপত্নীং পরিত্যজ্য নির্দোষো জাত ইতি ক্ষোভাৎ সা রাজপ্রাসাদং পরিত্যজতি। যাবৎ দুষ্যন্তং প্রতি শকুন্তলায়াঃ মনসি হীনভাবো বিদ্যতে, তাবৎ সা রাজ্ঞি দুষ্যন্তে অনুরক্তা ন ভবতি, ন বা সা বিরহব্রতমনুতিষ্ঠতি। অতঃ দুষ্যন্তং প্রতি শকুন্তলায়াঃ মনসঃ সন্দেহনিরাকরণার্থং সানুমতী নাট্যকারেণ অবতারিতা।

সা খলু তিরস্করিণ্যা বিদ্যয়া অদৃশ্যা সতী শকুন্তলায়াঃ কৃতে অনুতাপদগ্ধস্য রাজ্ঞঃ করুণং বিলাপং চেষ্টিতং চ সর্বমবগম্য তস্যৈ ন্যবেদয়ৎ,—রাজা শকুন্তলাবিরহশোকেন বিহ্বলঃ সন্ রমনীয়ং বস্তু নাভিনন্দতি, পুরা যথা প্রকৃতিভিঃ প্রত্যহং ন সেব্যতে, শয্যাযাং কেবলং পার্শ্বপরিবর্তনৈঃ বিনিদ্রং রজনীঃ যাপয়তি, যদা দাক্ষিণ্যবশাৎ অন্তঃপুরেভ্যঃ যোগ্যং বাচং দদাতি, তদা গোত্রেষু স্খলিতঃ রাজা লজ্জয়া অধোবদনস্তিষ্ঠতি, ইতি।

পুনরপি সানুমতীমুখাৎ শকুন্তলয়া বিদিতং যৎ, ধনমিত্রাখ্যস্য অনপত্যস্য নৌবণিজঃ ঘটনাশ্রবণানন্তরং রাজ্ঞঃ কষ্টং কিমপি অন্যদেব জায়তে। স চিন্তয়তি অনপত্যস্য মমাপ্যন্তে ইয়মেব দশা স্যাদিতি। মম কুলে কশ্চিদ্ নিবপনকর্মকর্ত্তা নাস্তি। ময়ি গতে কঃ খলু পিতৃণাং জলদানাদিকং সম্পাদয়িষ্যতীতি ধ্যায়ং ধ্যায়ং রাজা শোকাভিভূতঃ সন্ মূর্চ্ছিতো জায়তে। সর্বমিদমাকর্ণ্য সা ভর্তরি দৃঢ়ম্ অনুরক্তা জাতা।

শকুন্তলায়াঃ মনোবৃত্তিরপি পত্যুরনুকূলা সংবৃত্তা। ভাবীমেলনাকাঙ্ক্ষয়া সা ভগবতঃ মারীচস্য আশ্রমে বিরহব্রতমনুতিষ্ঠন্তী উন্মুখা অভবৎ। যদি সা ইতঃ প্রাক্ অবিজ্ঞাতা অভবিষ্যৎ তর্হি পুনর্মেলনাবসরে তস্যাঃ গাঢ়প্রীতি র্ন অভবিষ্যৎ। অতঃপরং ভগবতঃ মারীচস্য আশ্রমে তযোর্মেলনং জগতঃ কল্যাণায় শাশ্বতং দিব্যং চ অভবৎ। এবং নাটকীয়প্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থং নাটকস্য ষষ্ঠাংকে সানুমত্যাঃ অবতারণম্ আসীদিত্যলমতি-বিস্তরেণ ॥

১১। Narrate stage by stage how could King Dusyanta recognise "Sarvadamana" as his own son in the VII Act of the "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্"। ('অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের সপ্তম অংকে রাজা দুষ্যন্ত কিভাবে সর্বদমনকে তাঁর পুত্ররূপে চিনতে পারলেন তা' স্তরে স্তরে দৃষ্টান্তসহ বর্ণনা কর।)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ইতি বিশ্ববিশ্রুতনাটকস্য সপ্তমাংকে-বর্ণিতকাহিনীবৃত্তাদ্ অস্মাভির্জ্ঞায়তে যৎ, স্বর্গরাজ্যে দানববধাদনন্তরং রাজা দুষ্যন্তঃ ইন্দ্রসারথিনা মাতলিনা সহ ইন্দ্ররথমারুহ্য মর্ত্যে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তনাবসরে পথি হেমকূটপর্বতস্য শীর্ষদেশে মহর্ষেঃ মারীচস্য পুণ্যাশ্রমং দিদৃক্ষয়া তথা ভগবন্তং মারীচং প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনায় চ রাজা রথাদবতীর্য্য মাতলিনা সহ আশ্রমমার্গেণ চলিতঃ অভবৎ।

অত্রাবসরে রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য বাহুস্ফুরণং জায়তে। সহসা নেপথ্যে,—"মা খলু চপলতাং কুরু" ইত্যাকর্ণ্য রাজা কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তো জায়তে। শব্দানুসরন্ রাজা দৃষ্টিপাতং কৃত্বা পশ্যতি,—"কশ্চিদ্ বালকঃ তাপসীভ্যাম্ অবরুধ্যমানোঽপি মাতুরর্ধপীতস্তনম্, আমর্দক্লিষ্টকেসরং সিংহশিশুমেকং ক্রীড়িতুং বলাদ্ আকর্ষতি ইতি। স সিংহশিশোঃ দন্তান্ গণয়িতুমিচ্ছতি। শিশোঃ ঈদৃশং চাপল্যং ভয়বিবিক্তমাচরণং চ দৃষ্ট্বা রাজা বিস্ময়-চকিতোঽ-ভবৎ। বালকস্য নাম 'সর্বদমন' ইত্যপি রাজা তাপসীমুখাৎ জানাতি। অপুত্রকস্য রাজ্ঞঃ হৃদয়ং সহসা অপত্যস্নেহেন আপ্লুতমভবৎ।

যদা কাচিৎ তাপসী বালকং ভায়য়তি কেসরিণীভয়েন তদাপি স ভীতো ন জায়তে। যদা অপরা তাপসী বালকায় অপরং ক্রীড়ণকং দাতুমিচ্ছতি তদা তস্য প্রসার্যমাণে হস্তে রাজচক্রবর্তিচিহ্নম্ অবলোক্য রাজা পুনরপি চকিতোঽভবৎ। ক্রীড়ণকমানেতুং যদা কাচিৎ তাপসী আশ্রমস্য পর্ণকুটিরম্ অগচ্ছৎ, তদা মানবশিশুং শময়িতুমসমর্থা অপরা তাপসী রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য সাহায্যং প্রার্থয়ামাস। তদনুরোধেন রাজা বালকমুপগম্য যদা অবদৎ, "অয়ি ভো মহর্ষিপুত্র" ইতি তদা তাপসী অবদৎ, —"ভদ্রমুখ, ন খলু অয়ং ঋষিকুমারঃ।" ইত্যাকর্ণ্য রাজ্ঞঃ চিত্তভূমৌ প্রথমমেব সন্দেহস্য বীজঃ উপ্তোঽভবৎ। যথাভ্যর্থিতমনুতিষ্ঠন্ বালস্পর্শমুপলভ্য রাজ্ঞঃ সর্বদেহঃ রোমাঞ্চকণ্টকিতো-ঽভবৎ।

ইত্যবকাশে তাপসী রাজ্ঞঃ শিশোশ্চ নিবিড়ম্ আকৃতিসাদৃশ্যং পশ্য অতীব বিস্মিতা সতী অবদৎ,—বালোঽয়ং পুরুবংশজঃ, মহর্ষেঃ মারীচস্য আশ্রমে অস্য জন্ম এতচ্ছ্রুত্বা রাজা মনসি অবদৎ, "কথমেকান্বয়ো মম। অস্ত্যেতৎ কুলব্রতং যৎ পৌরবাঃ বার্ধক্যে বাণপ্রস্থমবলম্ব্য আশ্রমস্য তরুমূলানি আশ্রিত্য কালং নয়ন্তি" ইতি। অত্র রাজ্ঞঃ চিত্তভূমৌ আশালতায়াঃ বীজমংকুরিতমভবৎ। অনন্তরং রাজা জ্ঞাতুমৈচ্ছৎ, সা কস্য রাজর্ষেঃ পত্নী? তাপসী প্রত্যবদৎ, "কঃ তস্য ধর্মদারপরিত্যাগিনঃ নাম সংকীর্তয়িতুং চিন্তয়িষ্যতি"? অনেন রাজ্ঞা নিপুণং বিদিতং যৎ, ইয়ং খলু কথা মামেব লক্ষীকরোতি ইতি।

অস্মিন্নেবকালে অপরা তাপসী আশ্রমস্য পর্ণকুটিরাৎ মৃন্ময়ময়ূরমানীয় সর্বদমনমুদ্দিশ্য যদা অবদৎ,—"সর্বদমন, শকুন্তলাবণ্যং প্রেক্ষস্ব" ইতি তদা শকুন্তলাশব্দং শ্রুত্বা বালকঃ, সম্ভ্রান্তোঽভবৎ, অবদৎ চ, "কুত্র বা মম মাতা?" তদা জ্ঞাতবালকমাতৃনামধেয়ঃ দুষ্যন্তঃ, কিং শকুন্তলেত্যস্য মাতুরাখ্যা" ইতি মনসি অচিন্তয়ৎ। বস্তুতঃ নামসাদৃশ্যেন বঞ্চিতঃ অয়ং মাতৃবৎসলঃ।

সিংহশাবকেন সহ সংমর্দনেন বালকস্য প্রকোষ্ঠাৎ রক্ষাকরণ্ডকং পরিভ্রষ্টমভবৎ। এষা অপরাজিতা নাম ঔষধিঃ অস্য জাতকর্মসময়ে ভগবতা মারীচেন দত্তা। এতাং কিল মাতাপিতরৌ আত্মানং চ বর্জয়িত্বা অপরঃ ভূমিপতিতাং ন গৃহ্লাতি। গৃহ্লাতি চেৎ, ততঃ তং সর্পঃ ভূত্বা দশতি। পরং তু রাজনি ভূমিপতিতং রক্ষাকরণ্ডকং গৃহীতেঽপি, রাজ্ঞঃ কাপি হানিঃ ন স্যাদিতি আশ্চর্যান্বিকাং ঘটনাং শকুন্তলাং শ্রাবয়িতুং তাপসীদ্বয়মগচ্ছৎ।

তদৈব তত্র সমাগচ্ছতি ধৃতৈকবেণী শকুন্তলা। শকুন্তলাদুষ্যন্তয়োঃ অন্যোন্যং সাক্ষাৎকারঃ জাতঃ। ইয়ং শকুন্তলৈব ইতি দুষ্যন্তস্তথা আর্যপুত্রঃ এবায়মিতি শকুন্তলা চিন্তয়তি। রাজা শকুন্তলায়াঃ পাদয়োঃ পততি, শকুন্তলা তমুত্থাপ্য আশ্বাসয়তি, তথা চায়ং তব পিতা ইতি সর্বদমনং প্রতিপাদয়তি। গতে চ কালে স এব পুত্রো "ভরত" ইতি নাম্না প্রসিদ্ধঃ জাতঃ ॥

১২। "In the "Sakuntalam" the charming attitudes of a child occupy a unique place"—Support your answer with apt illustrations from the VII Act of the "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"। ('অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে শিশুর মনোরম হাবভাব এক বিশেষ স্থান দখল করেছে,—উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ তা' আলোচনা কর।)

সর্বে শিশবঃ একস্মিন্ এক বর্গে অন্তর্ভবন্তি। শিশূনাং ভুবনং নূনমেব পৃথক্। শিশূনাম্ আবেদনং সর্বেষু ভুবনজনেষু চিরন্তনং শাশ্বতং চ। শিশবঃ কবিমনসঃ পুরতঃ বিশালং রমনীয়ং তথা বিস্ময়স্য ভাণ্ডারমেকম্ উন্মুক্তং কুর্বন্তি। বিশ্বকবিনা উক্তং যৎ,

নারীপুরুষযোঃ প্রণয়ঃ কদাপি ন রমণীয়ঃ, নাপি চ স্থায়ী ভবতি যদি স প্রণয়ঃ পুত্রস্য জন্মনা সার্থকো ন স্যাৎ। বিশ্বাসমিমম্ আশ্রিত্য মহাকবিঃ কালিদাসঃ তস্য কাব্যানাং নাটকানাং চ নায়ক-নায়িকয়োঃ প্রণয়ং সন্তানস্য জন্মনা সার্থকমকরোৎ। তস্মাদ্ অস্মাভি র্লভ্যন্তে মহাকবেঃ লেখনীপ্রসূতঃ সর্বদমনঃ, রঘুঃ, কুমারশ্চেতি শিশুচরিত্রাণি। মহাকবিনা কালিদাসেন চিত্রিতং প্রতিশিশুচরিত্রম্ চপলতা-নির্ভয়তা-জিজ্ঞাসা-অনুকরণপ্রিয়তা-তন্ময়তাদিগুণৈঃ বিশেষেণ মণ্ডিতমাসীৎ।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-নাটকে সপ্তমে অংকে শিশুঃ সর্বদমনঃ প্রবিশতি তাপসীভ্যাং সহ। নেপথ্যে মানবশিশুং প্রতি "মা খলু চাপলং কুরু, কথং গত এব আত্মনঃ প্রকৃতিম্"—ইতি সতর্কবাণীমাকর্ণ্য কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তো জায়তে রাজা। শব্দানুসারেণ দৃষ্টিপাতং কৃত্বা রাজা অপশ্যৎ,—কশ্চিদ্ বালকঃ তাপসীভ্যামবরুধ্যমাণোঽপি মাতুবর্ধপীতস্তনম্ আমর্দক্লিষ্টকেসরং, সিংহশিশুং প্রক্রীড়িতুং বলাদাকর্ষতি ইতি। স সিংহশিশোঃ দন্তান্ গণয়িতুমিচ্ছতি। অস্য বালকস্য নাম "সর্বদমন" ইত্যপি রাজা তাপসীমুখাৎ জানাতি, অপুত্রকস্য রাজ্ঞঃ হৃদয়ম্ অপত্যস্নেহেন আপ্লুতমভবৎ।

শিশুরয়ং ন কেবলম্ অতীব চঞ্চলঃ, পরংতু উদ্ধতস্বভাবোঽপি। নির্ভীকতা সামান্যরূপেণ সর্বেষু শিশুষু বিদ্যতে, পরংতু অস্মিন্ শিশৌ ভয়হীনতা হি প্রধানো ধর্মঃ। [illegible] হিংসাবিবিক্তে প্রশান্তে চ পরিবেশে শিশোরীদৃশাচরণমসঙ্গতম্ অসমীচীনং চ প্রতীযতে, পরং তু শিশুভিরীদৃশমাচরণং সর্বথা স্বাভাবিকং সাবলীলং চ। শৈশবস্য ধর্মম্ অনাদৃত্য মানবশিশুং কঠোরনিযমানুগতং কৃত্বা সৃজনমেকান্তমসম্ভবম্ ইত্যত্র নাস্তি কোঽপি সংশয়ঃ।

সৌন্দর্যস্য পূজারী মহাকবিঃ কালিদাসঃ যদেব সুন্দরং, যদেব স্বাভাবিকং, যদেব চিত্তহারি তৎ সর্বং অংকিতবান্। পরিবেশঃ অনুকূলঃ ভবেৎ প্রতিকূলোঽপি ভবেদ্বা, শিশুঃ নূনমেব শিশুঃ। মহাকবিরত্র স্বাভাবিকত্বং ন পরিত্যক্তবান্। শিশুং সর্বদমন-মালোক্য রাজা প্রথমং তাবদ্ বিস্মিতোঽভবৎ, পরং তু শিশুরয়ং রাজ্ঞঃ চিত্তং বাহুল্যেন আচকর্ষ। মানবশিশুঃ সিংহশিশুং বলাদাকর্ষতি, তস্য দন্তান্ গণয়িতুম্ ইচ্ছতি,—ঈদৃশমাচরণম্, ঈদৃশী চ ভঙ্গী ইত্যাদিকং নিতরাম্ আশ্চর্যমিব প্রতিভাতি, পরং তু শিশুভিরেবম্ অবিশ্বাস্য-কার্যেষু অগ্রসরণং ন তু অস্বাভাবিকং নাপি চ বিস্ময়-জনকম্। যতঃ তদাপি।

যদা কাচিৎ তাপসী তমবদৎ,—"এষা খলু কেসরিণী ত্বাং লঙ্ঘয়িষ্যতি, যদি তস্যাঃ পুত্রকং ন মুঞ্চসি", তদা শিশুরয়ং তাপসীবাক্যমনাদৃত্য স্মিতহাস্যং কৃত্বা অবদৎ,—"অম্মহ বলিঅং ক্খু ভীদো মহি"—'অহো, বলীয়ঃ খলু ভীতঃ অস্মি)। শিশোরনেন ব্যক্যেন তাপসী বাহুল্যেন উপহাস্যতাং গতা।

অশান্তশিশোঃ চাপল্যদর্শনেন, শিশুমুখাৎ নিঃসৃতেন প্রবীণসুলভবাক্যশ্রবণেন চ রাজা নিরতিশয়মানন্দিতোঽভবৎ, সহৃদয়সামাজিকা অপি অত্র অনাস্বাদিতপূর্বামনুভূতিং লেভিরে। রাজা এবমচিন্তয়ৎ যৎ, ভীতিলেশবিবিক্তে শিশৌ জনন্যাঃ কৃতে নিরতিশয়-মাকুলতা বিদ্যতে, ইয়মেব আকুলতা নূনমেব নির্দিশতি যৎ, চিরং পরিচিতেভ্যঃ শিশুভ্যঃ ন স ভিন্নঃ। জনন্যাঃ নামসাদৃশ্যমাকর্ণ্য শিশুঃ সর্বদমনঃ সন্ত্রান্তঃ সন্ অপৃচ্ছৎ,—"কুত্র মে মাতা" ইতি। বস্তুতঃ শিশোঃ সর্বং মাতৃকেন্দ্রিকং ভবতি, মাতরমাশ্রিত্য এব তস্য সর্ববিধঃ কৌতুহলো লক্ষ্যতে। তস্য কৌতুহলোঽপি সীমাহীনঃ. অপরিচিতং পুরুষং স পরিজ্ঞাতু-মিচ্ছতি। অতঃ বিস্ময়গর্ভঃ তস্য প্রশ্নঃ,—"মাতঃ, এষ কঃ অপি পুরুষঃ মাং পুত্র ইতি আলিঙ্গতি।"

শিশোঃ সর্বদমনস্য উপস্থিতিঃ নাটকস্য ঈপ্সিতপরিণতিলাভায় অপরিহার্য্যা আসীৎ। শিশুসর্বদমনস্য মধুরম্ আচরণাদিকং রাজানম্ আকর্ষতি, চ রাজ্ঞঃ চিত্তভূমিং স্নেহরসপ্রবাহেন আপ্লুতমভবৎ। যদ্যপি রাজা তস্য বাহুমুদ্দিশ্য অবদৎ,—"মনোরথায় নাশংসে বাহো স্পন্দসে বৃথা", তথাপি শিশুং সর্বদমনমালোক্য তস্য হৃদয়ে আশা ন জাগর্তি ইতি ন। শিশোঃ সর্বদমনস্য অঙ্গস্পর্শার্থং তস্য হৃদয়ং ব্যাকুলং জাতম্। ক্রীড়ণকার্থং সর্বদমনস্য ইচ্ছাপ্রকাশঃ, 'শকুন্তলাবণ্যম্' আকর্ণ্য জনন্যাঃ শকুন্তলায়াঃ স্মরণম্, শকুন্তলাসকাশাৎ দুষ্যন্তস্য পরিচয়জিজ্ঞাসা,—ইত্যাদিকং সর্বং ন কেবলং মনোহরচিত্রাঙ্কনার্থং, পরংতু নাটকস্য সার্থকপরিণতিসম্পাদনায় অপরিহার্যমাসীৎ ॥

১৩। Critically examine : "উপমা কালিদাসস্য"।

উপমাপ্রয়োগে মহাকবিকালিদাসস্য যাদৃশং নৈপুণ্যাতিশয্যং লক্ষ্যতে ন তথা অন্যেষাং কবীনাং কৃতিষু দৃশ্যতে। যদ্যপি মহাকবিনা উৎপ্রেক্ষারূপকসমাসোক্তি-বিভাবনাবিশেষোক্তিকাব্যলিঙ্গাতিশয়োক্তিরপ্রস্তুতপ্রশংসার্থান্তরন্যাসাদ্যলংকারাণাং প্রয়োগঃ প্রশস্তরূপেণ কৃতোঽস্তি, তথাপি অস্যোপমায়াং যথা বৈলক্ষণ্যং সূক্ষ্মতত্ত্বসন্নিবেশশ্চ লভ্যতে ন তথা অন্যেষু অলংকারেষু ইতি প্রাচীনসমীক্ষকৈঃ কালিদাসস্য উপমৈব প্রশংসিতা অস্তি,—"উপমা কালিদাসস্যেতি।"

যথা কটককুণ্ডলাদ্যলংকারাঃ রমণীদেহস্য আহার্যশোভামাত্রবিধায়কাঃ তথা উপমারূপকসমাসোক্তিব্যাজস্তুতিরিত্যাদ্যলংকারাঃ কাব্যস্যাপি বাহ্যসৌন্দর্য্যসম্পাদকা ইত্যালংকারিকাণাং মতম্। তথাপি কাব্যবধূর্বিধবেব ন কদাপি সৌভাগ্যমাবহতি ইতি প্রাচীনালংকারিকেন আচার্যভামহেন তৎকৃতৌ 'কাব্যালংকারঃ' গ্রন্থে উক্তং—"ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম্' ইতি। উত্তরকালে আচার্য বামনোঽপি ভামহবচনস্য প্রতিধ্বনিমকরোৎ তস্য "কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি" গ্রন্থে,—"কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাদিতি"।

সৎসু অপি বিবিধালংকারেষু উপমৈব তেষাম্ অঙ্গীভূতা। "উপমৈকা শৈলূষী সংপ্রাপ্তা চিত্রভূমিকাভেদান। রঞ্জয়তি কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্বিদাং চেতঃ 'ইতি অপয্যদীক্ষিতেন" চিত্রমীমাংসায়ামুক্তম্ ॥

উপমায়াঃ চত্বারঃ পাদা ভবন্তি.—উপমেয়ম্, উপমানম্,সাধারণধর্মঃ, সাদৃশ্যবাচকঃ শব্দশ্চেতি। উপমেয়ং প্রকৃতং বর্ণনীয়ং ভবতি, উপমানম্ অপ্রকৃতম্ অবর্ণনীয়ং চ ভবতি। প্রকৃতস্য বর্ণনীয়স্য সুস্পষ্টতাং প্রতিপাদয়িতুমেব অপ্রকৃতমবর্ণনীয়মুপমান-মুপস্থাপয়তি কবিঃ। উপমানং সর্বথা প্রসিদ্ধং সর্বজনসংবেদ্যং চ ভবতি,—ইতি তৎসাহায্যেন অপ্রসিদ্ধ-স্যোপমেয়স্য প্রতিপাদনং করোতি। কবিরিতি কাব্যে উপমায়াঃ মহন্মহত্ত্বমস্তি। অতএবোপমা সাদৃশ্যমূলকানাং সর্বেষামপ্যলংকারাণাং জীবাতুভূতেতি মন্যতে। কঠিনস্য সূক্ষ্মতবস্যাপি তত্ত্বস্য প্রতিপাদনে উপমা কবেঃ পরমং সাহায্যং সম্পাদয়তি।

যদ্যপ্যুপমায়াঃ প্রয়োগো নহি কেবলং কালিদাসেনৈব কৃতোঽস্তি, অপিতু সর্বৈরেব কবিভিঃ, তথাপি কালিদাসীয়োপমায়াং যথা বৈলক্ষণ্যমস্তি ন তথান্যেষাং কবীনাম্। সর্বথা দোষান্ বর্জয়িত্বা যথোচিতানি উপমানানি সংগৃহ্য তেষাং সহজং সুনিপুণং যথাযথং চ প্রয়োগো নৈসর্গিকীং প্রতিভাম্ অপেক্ষতে। তাদৃশী প্রতিভা মহাকবিকালিদাসে এব লক্ষ্যতে, অতস্তদর্থম্ উচ্যতে "উপমা কালিদাসস্যেতি" ॥ কালিদাসস্য উপমায়াঃ বৈশিষ্ট্যমস্তি. যথা (১) সজীবস্য সজীবেনোপমা, (২) সজীবস্য নির্জীবেনোপমা, (৩) নির্জীবস্য সজীবেনোপমা, (৪) নির্জীবস্য নির্জীবেনোপমা, (৫) অমূর্তস্য মূর্তেনোপমা, (৬) মূর্তস্য অমূর্তেনোপমা, (৭) অমূর্তস্য অমূর্তেনোপমা, (৮) মূর্তস্য মূর্তেনোপমা চেতি।

প্রসঙ্গতঃ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকাৎ কতিপয়ানি উদাহরণানি অত্র দীয়ন্তে।

সজীবস্য সজীবেনোপমা যথা,—

'কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি অধিজ্যকার্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্ ॥"

মৃগানুসারিণঃ রাজ্ঞঃ মৃগানুসারিণা পিনাকিনা উপমা অতীব সুস্পষ্টা।

সজীবস্য নির্জীবেনোপমা যথা,—

"অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণী বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥"

অত্র নির্জীবেন বিটপাদিনা শকুন্তলাশরীরস্য উপমা।

নির্জীবস্য সজীবেনোপমা যথা,—

"তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা ॥"

অত্র সূত্রধারমুখেন নির্জীবস্য গীতস্য সজীবেন মৃগেন উপমা।

কিঞ্চ, মহাকবিকালিদাসস্য প্রতিভাস্পর্শেন অপ্রসিদ্ধৈরপি উপমানবস্তুভিঃ উপমেয়া রম্যত্বাধিক্যং লভতে। যথা "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকস্য প্রথমাংকস্য অন্তিমঃ শ্লোকেঽত্র নিদর্শনম্। নাটকস্য নায়ক-নায়িকয়োঃ, দুষ্যন্তশকুন্তলয়োর্মধ্যে অনুরাগ-বীজস্য অংকুরোদ্গমঃ জাতঃ। অস্মিন্নবসরে মত্তগজপ্রবেশবিষয়কং তাপসানাং সতর্কবচনমাকর্ণ্য ত্রস্তাঃ আশ্রমকন্যকাঃ রাজ্ঞঃ স্বীকৃতিমাদায় আশ্রমং গতাঃ। রাজাপি শকুন্তলায়াঃ বিচ্ছিন্নঃ সন্ গন্তুমচেষ্টত। তথাহি,—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"

যথা ধ্বজদণ্ডমাদায় কশ্চিজ্জনঃ পবনস্য প্রতিকূলং গচ্ছতি চেৎ, তর্হি তস্য ধ্বজ-দণ্ডঃ অগ্রং সরতি, পরংতু ধ্বজদণ্ডসংলগ্নং কম্পিতং চীনাপট্টবস্ত্রং পশ্চাদ্ ধাবতি, তথা রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য শরীরম্ অপি পুরোভাগে গচ্ছতি পুরংতু তস্য চঞ্চলং মনঃ (শকুন্তলামুদ্দিশ্য) পশ্চাদেব ব্রজতি। অত্র ধ্বজদণ্ডঃ (কেতুঃ) চীনাংশুকমিতি উপমানদ্বয়ম্। অপ্রসিদ্ধৈরুপ মানৈঃ নির্মিতাপি উপমা অত্র উপাদেয়া, চিত্তাকর্ষকা চ ॥

১৪। Give an account of social conditions as you have found in the অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। ('অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' পাঠে তুমি যে সামাজিক অবস্থার পরিচয় পেয়েছ তার বিবরণ দাও।)

অভিজ্ঞানশকুন্তলস্যাধ্যয়নেন তাৎকালিকং সমাজবিধানম্ অধোবর্ণিতরূপেণ দৃশ্যতে। তাৎকালিকসমাজবিধানে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা যথাশাস্ত্রং প্রবর্তিতা আসীৎ। সমগ্রসমাজঃ ব্রাহ্মণাদিবর্ণচতুষ্টয়ে, ব্রহ্মচর্যাদ্যাশ্রমচতুষ্টয়ে চ বিভক্তঃ আসীৎ। তাৎকালিকশাসন- ব্যবস্থায়াং ন কশ্চিদ্ অপকৃষ্টোঽপি অপথমাশ্রয়তি স্ম।

অস্মিন্নেব নাটকে রাজতন্ত্রস্য সংকেতো দৃশ্যতে। রাজ্ঞঃ মন্ত্রিপরিষদ্ আসীৎ। মন্ত্রিষু বিভাগানাং বিতরণমাসীৎ। স্বস্ববিভাগস্য পালনং তেষাং কর্তব্যমাসীৎ। রাজ্ঞঃ আদেশ এব অন্তিম আসীৎ। রাজা স্বয়মেব দণ্ডাধিকারী আসীৎ। যদা শক্রাবতারবাসী ধীবরো রাজপুরুষৈঃ গৃহীতস্তদা স দণ্ডার্থং রাজশ্যালকেন রাজ্ঞঃ সমক্ষমেব উপস্থাপিতঃ। দণ্ডবিধানম্ অতীব কঠিনমাসীৎ।

কন্যাভাবে কন্যকাঃ পিতৃগৃহে নিবসন্তি স্ম। কিন্তু বিবাহাদনন্তরং তাসাং পতিগৃহ-

[illegible], পতিগৃহযাত্রাকালে পিতা পতিগৃহে আচরণীয়কর্তব্যবিষয়ে কন্যকায়ৈ উপদেশং দদাতি স্ম। কন্যাধনং পরকীয়মস্তি ইতি সামান্যেন সর্বেষাং মনসি আসীৎ। পরিণীতা কন্যা দীর্ঘকালং পিতৃগৃহে নিবসতি চেৎ, তর্হি তস্যাঃ চরিত্রবিষয়ে জনাঃ অন্যথা আশঙ্কন্তে।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে বিবাহসংস্কারবিষয়ে বিবিধাঃ সংকেতাঃ দৃশ্যন্তে। তস্মিন্ সময়ে সমাজে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিতাসীদিতি জ্ঞায়তে। রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য অনেকাঃ পত্ন্যঃ আসন্। যথা রাজা স্বয়মেব কথয়তি,—"পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে। সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥" সর্বত্র রাজ্ঞঃ পত্নীষু বহুবচনস্যৈব প্রয়োগোঽস্তি। যথা অনসূয়া বদতি—"বহুবল্লভাঃ খলু রাজানঃ শ্রূয়ন্তে।"

অষ্টবিধপরিণয়েষু গান্ধর্বপরিণয়োঽপি অন্তর্ভবতি। তাৎকালিকসমাজে গান্ধর্ববিবাহ-প্রথা প্রচলিতা আসীৎ।

"ইচ্ছয়া অন্যোন্যসংযোগাৎ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥"

গুরুজনানাম্ অনুমতিং বিনা বধূবরং পরস্পরেচ্ছয়া রহসি কস্মিন্নপি মনোরমে প্রাকৃতিকপরিবেশে কেবলং মাল্যবিনিময়েন পরিণয়সূত্রেণ আবদ্ধং ভবতি চেৎ, তর্হি সঃ গান্ধর্বপরিণয়ঃ কথ্যতে ॥ " 'ত্বং মে পতিঃ', 'ত্বং মে ভার্যা'-ইত্যেবং কন্যাবরয়োঃ পরস্পরং নিয়মবন্ধনং পিত্রাদিকর্তৃকদাননিরপেক্ষয়োঃ বিবাহঃ স গান্ধর্বঃ"—ইতি বীরমিত্রোদয়টীকায়ামুক্তম। অয়মেব গান্ধর্বপরিণয়ঃ পিত্রাদিগুরুজনৈরপি অনুমোদিতঃ অভবৎ। তথাচ আহ,—"গান্ধর্বেন বিবাহেন বহ্ব্যো রাজর্ষিকন্যকাঃ। শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ ॥" ইতি।

সমানবর্ণস্য বরস্য সমানবর্ণয়া কন্যয়া সহ বিবাহঃ সবর্ণবিবাহ ইত্যুচ্যতে। তাৎকালিকে সমাজে সবর্ণবিবাহস্য প্রথা প্রচলিতা আসীৎ। ব্রাহ্মণস্য কন্যয়া সহ ক্ষত্রিয়স্য বিবাহো ন জায়তে স্ম। যথা শকুন্তলাপ্রেমপাশবদ্ধোঽপি দুষ্যন্তঃ সর্বথা বিচারয়তি যদিয়মস্মাকং পরিণয়যোগ্যা বা ন বেতি। কদাচিৎ রাজা দুষ্যন্তঃ—"অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ" ইতি বিচারয়তি তথা "কদাচিদিয়ং কুলপতেঃ সবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ" ইতি বিচার্য নিরাশো ভবতি, কিন্তু অপ্সরঃসম্ভবা এষা ইতি জ্ঞাত্বা তু পুনঃ বিবাহে নিশ্চয়ো জায়তে ॥

তাৎকালিকসমাজে বিবাহিতা নারীণাম্ অবগুণ্ঠনপরিধান অপরিহার্যমাসীৎ। তপোবনবালা শকুন্তলা অবগুণ্ঠনং পরিধায় রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য সমক্ষমায়াতি। তত্র রাজ্ঞঃ পরিজ্ঞানার্থং গৌতমীনির্দেশাৎ তস্যাঃ অবগুণ্ঠনস্য উন্মোচনং তয়া কৃতম্। "অবর্ণনীয়ং

পরকলত্রম্” ইত্যনেন জ্ঞায়তে যৎ, পরিণীতাং নারীং প্রতি পুরুষস্য দৃষ্টিনিক্ষেপং দোষাবহমাসীৎ। পরং তু অবিবাহিতা কন্যকা নিঃসংকোচং পুরুষেণ দ্রষ্টব্যা আসীৎ।

তাৎকালিকসমাজে নারীণাং স্বাতন্ত্র্য নাসীদিতি সত্যং, পরং তু নারী তদা শিক্ষায়াঃ বঞ্চিতা নাসীৎ। ন কেবলং পঠনে পরং তু লিখনেঽপি নারী পারদর্শিনী আসীৎ। শকুন্তলা দুষ্যন্তমুদ্দিশ্য প্রণয়লিপি-লিখনে সুদক্ষা আসীৎ। কালিদাসস্য কালে স্ত্রীশিক্ষা নূনমেব প্রচলিতা আসীৎ। অনসূয়া প্রিয়ংবদামবদৎ, “হলা শকুন্তলে! অনভ্যন্তরাঃ খলু বয়ং মদন-গতস্য বৃত্তান্তস্য। কিন্তু যাদৃশী ইতিহাসনিবন্ধেষু কাময়মানানামবস্থা শ্রূয়তে তাদৃশীং তে প্রেক্ষে”,—ইত্যস্মাৎ জ্ঞায়তে যৎ, অনসূয়াপ্রমুখানাং নারীণাং ইতিহাসপুরাণলোকগাথা-নিবন্ধাদিষু জ্ঞানমাসীৎ। মারীচাশ্রমে মুনীপত্ন্যঃ ভগবতঃ মারীচস্য সকাশাৎ পাতিব্রত্য-ধর্মবিষয়ে শিক্ষাং লভন্তে স্ম। নারীণামপি চিত্রবিদ্যা অধিগতা আসীৎ। “চিত্রকর্মপরিচয়েন অঙ্গেষু তে আভরণ বিনিয়োগং কুর্বঃ”—ইত্যাদিনা জ্ঞায়তে যৎ শকুন্তলায়াঃ সখীদ্বয়স্য চিত্রবিদ্যায়াম্ অভ্যাস আসীদিতি ॥

১৫। explain the dramatic significance of the introduction of the curse of Durvasa in the IV Act of the “অভিজ্ঞানশকুন্তলম্”। (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকের চতুর্থ অংকে যে দুর্বাসার অভিশাপের অবতারণা করা হয়েছে তার নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।)

যদ্যপি দুষ্যন্ত-শকুন্তলয়োঃ প্রণয়োপাখ্যানং বিবিধেষু গ্রন্থেষু লভ্যতে, তথাপি শকুন্তলাং প্রতি দুর্বাসসঃ শাপবর্ষণং কুত্রাপি ন দৃশ্যতে। মহাকবিকালিদাসকৃতস্য ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাম নাটকস্য কাহিনীবৃত্তং সম্যগ্ বিচার্য্য অস্মাভির্জ্ঞায়তে যৎ, মহাকবিনা কালিদাসেন ব্যাসদেবকৃতস্য মহাভারতস্য আদিপর্বস্য উপাখ্যানমবলম্ব্য ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকস্য কাহিনীবৃত্তং নির্মিতম্, পরং তু ‘দুর্বাসসঃ শাপঃ’ মহাকবেঃ কালিদাসস্য অভিনবসংযোজনং চতুর্থাংকস্য বিষ্কম্ভকে। ইদমেব সংযোজনং প্রধানং গুরুত্বপূর্ণং নাটকীয়তাৎপর্যবহং চ।

মহাভারতস্য উপাখ্যানে অস্তি যৎ, একদা রাজা দুষ্যন্তঃ মৃগয়ার্থং বহির্গত্বা মৃগমেকমনুসরন্ মহর্ষেঃ কণ্বস্য আশ্রমোপকণ্ঠম্ আসসাদ। আশ্রমং প্রবিশ্য রাজা কণ্বমাহূয়ৎ, কিন্তু তদা মহর্ষিঃ আশ্রমে নাসীৎ। তস্য ধর্মপুত্রী শকুন্তলা দুষ্যন্তস্য স্বাগতং ব্যাজহার। রাজ্ঞা পৃষ্টা সতী সা বিশ্বামিত্রাৎ স্বোৎপত্তিকথানকম্ অখিলং তং শ্রাবয়ামাস। ইয়ং ক্ষত্রিয়কন্যকা ইতি জ্ঞাত্বা তাং প্রতি স্বকীয়মনুরাগং প্রকটয়ামাস। মদীয়ঃ পুত্রঃ এব রাজা ভবিষ্যতি ইতি পণেন শকুন্তলা রাজ্ঞা সহ স্বকীয়ং গান্ধর্ববিবাহং স্বীচকার। অনন্তরং

স্বনগরগমনকালে রাজা শকুন্তলাং সমাশ্বাসিতবান্ যৎ, কতিপয়ৈরেব দিবসৈঃ সসৈন্যমহং ত্বামিতো নেষ্যামি।

গতে রাজনি বনাৎ প্রতিনিবৃত্তঃ জাতঃ মহর্ষিঃ কণ্বঃ। তপোবলেন জ্ঞাত্বা স শকুন্তলাপরিণয়ম্ অঙ্গীকৃতবান্। শকুন্তলায়াঃ পতিগৃহে অবস্থানং মহর্ষিণে ন রোচতে স্ম। অতঃ তপস্বিভিঃ সহ শকুন্তলা মহর্ষিণা রাজ্ঞঃ সকাশং প্রেষিতা। রাজা স্মরন্নপি তাং তিরস্করোতি স্ম। "নাহং ত্বাং জানামি, নায়ং মম পুত্রঃ, যত্র ত্বং বাঞ্ছসি তত্র যাহি"—ইত্যুক্ত্বা রাজ্ঞা সা পরিত্যক্তা জাতা। অতঃ রাজা ধর্মপত্নীত্যাগরূপপাপেন লিপ্তোঽভবৎ। কথম্ এবং কলংকিতচরিত্রঃ রাজা নাটকস্য নায়কো ভবিতুমর্হতি?

তস্মাৎ মহাকবিনা কালিদাসেন দুর্বাসসোঽভিশাপবৃত্তান্তমুদ্ভাব্য মহাভারতীয়-দুষ্যন্তস্য কলংকিতং চরিত্রং সর্বথা নিষ্কলংকং কৃত্বা ধীরোদাত্তনায়কোচিতৈঃ গুণৈঃ সমালংকৃতম্।

গান্ধর্ববিধিনা দুষ্যন্ত-শকুন্তলয়োর্মেলনে জাতে রাজা ভার্যায়ৈ অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয়কং প্রদায় তস্যাঃ হস্তিনাপুরে নয়নায় লোকপ্রেষণপ্রতিশ্রুতিং দত্ত্বা রাজধানীং প্রস্থিতঃ। অতঃ শকুন্তলা ভর্তৃচিন্তয়া শূন্যহৃদয়া আশ্রমমাগতং সুলভকোপং দুর্বাসসং সৎকর্তুমসমর্থা। পরিণামে সা এবমভিশপ্তা,—"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা" ইতি। যঃ অন্ধপ্রেমসম্ভোগঃ অস্মান্ স্বাধিকারপ্রমত্তান্ করোতি, স এব ভর্তৃশাপাৎ খণ্ডিতা ভবতি, ঋষিশাপেন প্রতিহতঃ ভবতি, তথা দেবরোষেণ ভস্মসাৎ ভবতি। যঃ এব আত্মাসংবৃত্তঃ প্রণয়ঃ নিখিলস্য সংসারস্য অনুকূলঃ, য এব প্রিয়জনং কেন্দ্রস্থলং সংস্থাপ্য সমগ্রবিশ্বে আত্মনঃ মঙ্গলমাধুর্যং বিকীর্ণং করোতি, স এব প্রণয়ঃ ন কদাপি বিনাশং গচ্ছতি। আত্মকেন্দ্রিকঃ স্বার্থপরঃ প্রণয়ঃ, এষ এব অস্মাকং স্বধর্মানুষ্ঠানে বিঘ্নমুৎপাদয়তি, স এব ক্ষণকালেন দুর্বহঃ ভবতি।

দুর্বাসসঃ শাপস্য সংযোজনকারণং যদি বিচার্যতে, তর্হি দুষ্যন্ত-শকুন্তলয়োরুভয়োরেব গর্হিতাচরণস্য দণ্ডোঽয়ং শাপ ইতি প্রতীয়তে। মহর্ষেঃ কণ্বস্য আশ্রমে অনুপস্থিতৌ অতিথিসৎকারস্য গুরুভারঃ শকুন্তলায়াং ন্যস্তোঽভবৎ। সা তু রাজ্ঞ দুষ্যন্তস্য অতিথি-সংস্কারং যথাযথমকরোৎ, পরং তু ঋষেঃ দুর্বাসসঃ উপস্থিতিমপি অনাদৃত্য তস্য অতিথি-সংস্কারং নাকরোৎ। কিঞ্চ, মহর্ষেরনুমতিমনপেক্ষ্য, তথা গৌতমীমপি কিমপি অবিজ্ঞায় দুষ্যন্তস্য আগ্রহাতিশয্যাৎ তেন সহ শকুন্তলা গান্ধর্ববিধিনা পরিণীতা সতী পাপেন লিপ্তাঽভবৎ। অস্য পাপস্য প্রায়শ্চিত্তরূপেণাত্র দুর্বাসসঃ শাপাবতারঃ। মহান্ সংযমপ্রধানশ্চ রাজা শকুন্তলাদর্শনাদনন্তরং কামবশাৎ সঙ্গমসুখায় উৎসুকঃ সন্, শকুন্তলাং পরাধীনাং

জানন্নপি শকুন্তলায়াঃ গুরুজনানাম্ অনুজ্ঞামনপেক্ষ্য, কেবলং শকুন্তলাং সারভূতাং মন্যমানঃ স রাজা পরিণামে শাপগ্রস্তোঽভবৎ।

শকুন্তলায়াঃ জনকঃ ঋষির্বিশ্বামিত্রঃ, মাতা সুরসুন্দরী মেনকা। ব্রতভঙ্গে শকুন্তলায়াঃ জন্ম। তস্মাদেব আজন্মতপোবনবর্ধিতা সত্যপি শকুন্তলা দুষ্যন্তং পশ্য,—"কিং নু খলু ইমং প্রেক্ষ্য তপোবনবিরোধিনো বিকারস্য গমনীযাস্মি সংবৃত্তা," ইতি বিচিন্ত্য দুষ্যন্তসমীপমাত্মসমর্পণমকরোৎ। যৌবনস্য চাঞ্চল্যপ্রধানঃ দেহসর্বস্বঃ প্রণযোঽযং ন তু আদর্শঃ প্রণযঃ ইতি শকুন্তলা অভিশাপবশাৎ বিরহানলেন দগ্ধাংসতী তদ্ হৃদযঙ্গমমকোরৎ। অতঃ প্রথমাংকস্য উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলা সপ্তমাংকে শুদ্ধশীলাতপঃকৃশা বিরহব্রতধারিণী শকুন্তলা দেবীরূপেণ সহৃদয়সামাজিকানাং চিত্তেষু প্রতিষ্ঠিতা অভবৎ। প্রসঙ্গতঃ মহামহোপাধ্যাযঃ হরপ্রসাদশাস্ত্রীমহোদয়স্য সুচিন্তিতঃ মন্তব্যঃ অত্র প্রণিধানযোগ্যঃ,— "কালিদাস দুর্বাসার শাপ আনিয়া এই মহাপুরুষকে রাজার মত রাজা এমনকি, দেবতা করিয়া তুলিযাছেন।" "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটক দুর্বাসার শাপেই উজ্জ্বল।"

(দুর্বাসার শাপ)

কিঞ্চ, নাট্যপ্রয়োজনার্থং দুর্বাসসঃ শাপস্য প্রভূতং গুরুত্বং বিদ্যতে। দুষ্যন্তশকুন্তলযোঃ পরিণয়ে শকুন্তলায়াঃ পতিগৃহপ্রেষণেন এব নাটকস্য পরিসমাপ্তিঃ স্বাভাবিকী আসীৎ। যতঃ নাটকস্য চতুর্থাংকাৎ পরং অংকত্রয়ে নাটকীয়সৌন্দর্যম্ বাহুল্যেন প্রকটিতম্, অতো নাটকস্য গতিবিস্তৃতয়ে শাপবৃত্তান্তেন প্রয়োজনমস্তি। শাপপ্রভাবাদেব দুষ্যন্তচরিত্রমপি ধর্মপত্নীপরিত্যাগেণ অপি ন দোষমাবহতি। সপ্তমাংকে দুষ্যন্তশকুন্তলযোঃ পুনর্মেলনাবসরে ভগবতঃ মারীচস্য মুখাৎ শাপবৃত্তান্তং শ্রুত্বা দ্বাবেব আত্মনঃ দুরদৃষ্টমিতি অমন্যতাম্। অতঃ সর্বত্র শাপপ্রভাব এব কার্যকরঃ ইত্যত্র নাস্তি কোঽপি সংশযঃ ॥

১৬। Give an account of the merits of hunting. According to the ancient Dharmasastrakaras hunting is one of the বাসনs, but to our poet it is a 'বিনোদঃ' How would you reconcile? (মৃগয়ার গুণ বর্ণনা কর। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারগণের মতে মৃগয়া একটি 'ব্যসন', কিন্তু মহাকবি কালিদাস বলেন মৃগয়া একটি 'বিনোদ'। উভয়ের মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য বিধান করবে?)

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম নাটকস্য দ্বিতীয়ে অংকে মৃগয়াপবাদিনং মাধব্যম্ অনাদৃত্য পুরতো রাজানং দুষ্যন্তমবলোক্য মৃগয়াং প্রশংসয়ন্ তদ্গুণান্ বর্ণযন্নাহ,— নিরন্তরং ধনুর্জ্যাকর্ষণেন দেহস্য পূর্বভাগঃ অতীব কঠিনো ভবতি, দেহঃ সূর্যাতাপং সোঢুং সমর্থো ভবতি, তথা দেহঃ স্বেদজলকণৈরপি ব্যাকুলতাং নানুভবতি। ক্ষীণমপি গাত্রং

বিশালত্বাৎ অপ্রতীয়মানং ভবতি। দেহঃ পর্বতবিহারী বন্যগজ ইব প্রভূতং বলং ধারয়তি ইতি।

কিঞ্চ, মেদচ্ছেদেন শরীরং ক্ষীণোদরং, ভারহীনম্ উৎসাহানুকূলং চ ভবতি। ভয়ে ক্রোধে চ জন্তূনা বিকারজনিতং চিত্তচাপল্যমনায়াসেন জ্ঞায়তে। যৎ চঞ্চলে লক্ষ্যে বাণাঃ সিদ্ধন্তি, স চ ধানুষ্কানাং সফলতায়াঃ চরমসীমেতি মৃগয়াং ধর্মশাস্ত্রকারাঃ মৃষা এব ব্যসনং প্রতিপাদয়ন্তি, পরং তু এবংবিধঃ বিনোদঃ অবকাশযাপনোপায়ঃ মৃগয়াদন্যত্র নাস্তি ইতি তাৎপর্যম্।

অস্মাভি র্জ্ঞায়তে যৎ, অকারণং প্রাণিহত্যাজনিতং পাপম্ তথা নিরর্থকং হিংসা-চরণমুদ্দিশ্য আচার্যমনুপ্রমুখাঃ ধর্মশাস্ত্রকারাঃ মৃগয়াং কামজব্যসনেষু পরিগণয়ন্তি। পরং তু মহাকবিকালিদাসেন ধর্মশাস্ত্রকারাণাং সিদ্ধান্তমনাদৃত্য মৃগয়াম্ অবসরবিনোদনস্য শ্রেষ্ঠোপায়ঃ বিবিচ্যতে।

ধর্মশাস্ত্রকারাণাং মহাকবিকালিদাসস্য চ মতয়োঃ অসামঞ্জস্যং দূরীকরণায় মনু-সংহিতাধর্মশাস্ত্রস্য প্রখ্যাতঃ টীকাকারঃ কুল্লূকভট্টস্তৎকৃতটীকায়ামবদৎ" এতেনোতিপ্রসক্তি-র্ব্যসনেষু নিষিদ্ধতে, ন তু তৎসেবনমপি।" ইতি ॥ সামান্যরূপেণ ব্যসনস্য সেবনং ন দোষাবহম্। পরং তু ব্যসনং প্রতি অত্যাসক্তিঃ নিরতিশয়ং দূষণীয়ম্, সর্বমত্যন্তং গর্হিতমিতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ ॥

১৭। "ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ।

পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ ॥"

By whom and in what context is the sloka uttered? What its far reaching effect ?

রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য প্রতিনিধিঃ সন্ রাজমাতুরাদেশং পালনায় হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তনস্য প্রাগেব রাজা দুষ্যন্তঃ বিদূষকমুদ্দিশ্য শ্লোকমিমমুচ্চারিতবান্। নিরতিশয়ং চপলো মুখরশ্চ অয়ং বিদূষকঃ রাজান্তঃপুরম্ আসাদ্য তত্র শকুন্তলাবৃত্তান্তং কথয়িষ্যতি ইত্যাশঙ্ক্য রাজা অবদৎ,— বয়স্য, ঋষিগৌরবাদ্ আশ্রমং গচ্ছামি, ন খলু সত্যমেব তাপসকন্যকায়াং মমাভিলাষঃ। যতঃ,

"ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ।

পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ ॥"

সরলচিত্তঃ বিদূষকঃ রাজ্ঞঃ বচনেঽস্মিন্ দৃঢ়ং প্রত্যয়মকরোৎ।

দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন সংযোজনঃ

সংস্কৃতে রচিত কয়েকটি প্রশ্নোত্তরঃ

Q. Give the salient features in the character of Vidusaka in a Sanaskrit drama, What part did he play in the development of the plot of the **'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'? (সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি? 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের কাহিনীর উন্নয়নে বিদূষক কি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন?)**

সাহিত্যদর্পণকারঃ বিশ্বনাথ বিদূষকস্য লক্ষণং নিরূপয়ন্নাহ,

"কুসুমবসন্তাদ্যভিদঃ কর্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।

হাস্যকরঃ কলহরতিঃ বিদূষকঃ স্যাৎ সকর্মজ্ঞঃ।।"—তথাচ

আহ সুধাকরে,—"বিকৃতাঙ্গবচোবেশৈঃ হাস্যকারী বিদূষকঃ।" সাগরেঽপি

তল্লক্ষণমেবমাহ,—"বয়স্যকশ্চাটুবটুঃ স এব চ বিদূষকঃ। "অন্তঃপুরচারী রাজ্ঞাং নর্মোঽমাত্যঃ প্রকীর্তিতঃ।"

উদ্ধৃতানি লক্ষণানি সম্যগ্ বিচার্য্য ইদমবগম্যতে যৎ, বিকলাঙ্গৈঃ হাস্যগর্ভবচনৈঃ, বিচিত্রবেশৈ শ্চ হাস্যকরঃ, কলহপ্রবণঃ, অন্তঃপুরচারী, রাজ্ঞঃ নর্মসহচরঃ বয়স্যকঃ বিদূষকঃ ভবতি। ন কেবলং স যথোক্তপ্রকারৈঃ রাজ্ঞঃ মনোরঞ্জনং করোতি, পরংতু দুর্দিনে রাজ্ঞঃ পার্শ্বে স্থানমাশ্রিত্য জ্ঞানগর্ভবচনৈঃ তম্ উদ্দীপয়তি সান্ত্বয়তি চ। সংস্কৃতদৃশ্যকাব্যেষু স যথা রাজ্ঞপ্রণয়ব্যাপারে সহায়কো ভবতি, তথা রূপকাণাং নাটকীয়গতিসঞ্চারে ঈপ্সিতপরিণতি সম্পাদনে চ বিদূষকস্য ভূমিকা ন নগণ্যা ভবতি।

মহাকবিকালিদাসকৃতস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাম বিশ্রুতস্য নাটকস্য দ্বিতীয়াংকে প্রথমমেব মাধব্যেন নাম্না বিদূষকেন সামাজিকানাং পরিচয়ঃ ভবতি। অত্র বিদূষকচরিত্রাংকনে মহাকবে নাট্যপ্রতিভা সার্থকপরিণতিং গতা ইতি লক্ষ্যতে। অস্মিন্ নাটকে হাস্যরসপরিবেশনং নাটকীয় প্রয়োজন সাধনং চ,—এতদুভয়োঃ সামঞ্জস্যসমন্বয়াদিকং সুরক্ষিতমস্তি।

দ্বিতীয়াংকস্য আদৌ বিদূষকেন মৃগয়াসক্তস্য রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য বয়স্যভাবেন অশ্বারোহণেন তেন সহ প্রচণ্ডনিদাঘে বনাৎ বনান্তরং পরিভ্রমতা পানাহারনিদ্রাবিষয়কানি ক্লেশানি সর্বাণি বর্ণিতানি। পুনঃ কণ্বাশ্রমে তাপসকন্যাকা শকুন্তাং দৃষ্টা তদ্রূপমুগ্ধঃ রাজা সম্প্রতি নাগরগমনায় কথমপি মনঃ ন করোতি। অতঃ শকুন্তলাগতচিত্তং রাজানং মৃগয়ায়াঃ নিবারণায় দন্তকাষ্ঠমবলম্ব্য বিকলাঙ্গঃ ভূত্বা যদা রাজ্ঞঃ পুরতস্তিষ্ঠতি, তদা তৎকারণাবগমার্থং পৃষ্টো

বিদূষক যৎ বদতি—"কুতঃ কিল স্বয়মক্ষি আকুলীকৃত্য অশ্রুকারণং পৃচ্ছসি।" নখলু তাবদবগচ্ছামি।" ইত্যুক্তে রাজনি, বিদূষকঃ পুনরাহ—"ভো বয়স্য। যৎ বেতসঃ কুব্জলীলাং বিড়ম্বয়তি তৎ কিমাত্মনঃ প্রভাবেন. ননু নদীবেগস্য।"—এবত্যাদিষু বনেষু হাস্যরসঃ নিহিতোঽস্তি ইত্যুপভোগ্যতে সর্বৈঃ সহৃদয় সামাজিকৈঃ।

অনন্তরং কণ্বাশ্রমাগতৈঃ মুনিবালকৈঃ রাক্ষসোপদ্রবনিরসনার্থং আশ্রমগমনায় অনুরুদ্ধঃ রাজা তত্রগমনার্যমুদ্যতো ভবতি চেৎ, তর্হি পুত্রপিণ্ডপালনব্রতে অংশগ্রহণার্থং রাজমাত্রা আহূতে রাজনি, বিদূষকঃ রাজানুবোধেন [illegible]পণ রাজধানীগমনং স্বীকৃত্য দোলায়মানচিত্ত রাজানমুভয়সঙ্গটাদুদ্ধৃত্য তস্য পরমসহায়কো ভবতি। "ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথঃ—মৃগশাবৈঃ সমেধিতো জনঃ। পরিহাস বিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ" ইতিরাজবচনং নির্দ্ধিধয়া গৃহীত্বা হস্তিনাপুরং গত্বা চ কণ্বাশ্রমে শকুন্তলয়া সহ রাজ্ঞ প্রণয়ব্যাপাতে সক্রিয়ঃ সহাযকো ভবতি।

অথ অস্য নাটকস্য পঞ্চমাংকস্য সূচনাযাং দুষ্যন্তপ্রণয়িন্যাঃ শকুন্তলায়াঃ গীতমাকর্ণ তস্য মর্মার্থবগম্য তস্যাঃ প্রবোধনার্থং রাজ্ঞা বিদূষকঃ প্রোষিতঃ। অত্র সরলবুদ্ধেঃ অমিতবাচঃ বিদূষকস্য অনুপস্থিতিঃ নাটকীয়প্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থম্ অপরিহার্যমস্তি। বিদূষকস্য উপ[illegible] শকুন্তলা বিসর্জনে প্রতিবন্ধক মৃৎপাদাযিষ্যতি ইতি বিচিন্ত্য মহাকবিনা কালিদাসেন নাট্যনৈপুণ্যমাশ্রিত্য বিদূষকঃ অপসাবিতঃ।

নাটকস্য ষষ্ঠাংশে বয়স্য বিদূষকঃ রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য যথার্থ বন্ধুকৃত্যং সম্পাদয়তি। ইন্দ্রসারথিঃ মাতলিং ইন্দ্রাদেশং দুষ্যন্তায় নিবেদয়িতুং রাজপ্রাসাদমাসাদ্য দুষ্যন্তম্ অতীববিষাদখিন্নম্ উৎসাহরিক্তৎ চ বীক্ষ্য রাজ্ঞঃ কোপোদ্দীপনার্থং রাজমিত্রস্য বিদূষকস্যোপারি মাতলিনা উপদ্রবঃ কৃতঃ, তস্য আর্তনাদশ্রবনেন রাজা ধনুর্বাণম্ আদায় ক্রোধোদ্দীপ্তঃ সন্ বিদূষকস্য রক্ষণার্থং গতঃ। মাতলিসকাশাৎ ইন্দ্রাদেশং সংগৃহ্য স্বর্গং গত্বা, ক্রিয়াসমাপনাৎ পরং প্রত্যাবর্তনকালে রাজনি গতে মারীচাশ্রমে, তত্র তৎপুত্রেণ সর্বদমনেন তথা শকুন্তলয়াচ সহ দুষ্যন্তস্য মিলনং জাতম্। অতোঽস্মাভি র্বক্তুং শক্যাতে যৎ, না কেবলং হাস্যরসপরিবেশার্থং পরং তু নাটকীয়গতিসঞ্চারে তথা ঈপ্সিত-পরিণতৌ বিদূষকচরিত্রং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে অপরিহায্যমেব।

অস্মিন্ নাটকস্য ষষ্ঠে অঙ্কে রাজ্ঞঃ বয়স্য বিদূষকঃ ভূমিকান্তরমাশ্রিত্য অবতীর্ন ইত্যাস্মাভির্দশ্যতে। অত্র শকুন্তলা বিয়োগকাতরং রাজানং সান্ত্বয়িতুং বিদূষকেণ। "অথবা ভবিতব্যতা খলু বলবতী," 'কদাপি সৎপুরুষাঃ শোকবাস্তব্যাঃ নঃ ভবন্তি। ননু প্রবাতেঽপি নিষ্কম্পাঃ গিরয়ঃ," —ইত্যাদীনি যানি উক্তানি, তৈবের প্রকটীভূয়তে যৎ, নাসীৎ বিদূষকঃ সুদিনে কেবলঃ রাজ্ঞঃ নর্মসচিবঃ, প্রণয়সহায়কো বা, পরং তুআসীৎ

দুর্দিনেঽপি তস্য স্নেহপরায়ণঃ সুহৃৎ, সমদুঃখদীণঃ সখা, তথা জীবনদর্শনে অভিজ্ঞঃ পরমাত্মীয়ঃ জনশ্চেতি। তেনেক্তিং কেনাচিৎ বিদগ্ধ সমীক্ষকেন,—"The Vidusaa in the Abhijnanasakuntalam is more than a veritable juster."

2. Q. Some crities regard the v act of the **'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'**as the masterpice of kalidasa. Do you agree with them? Give reasons for your answer. **(কোন কোন সমীক্ষকের মতে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অংকই শ্রেষ্ঠ। তুমি কি তাঁদের সঙ্গে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।)**

প্রথমং উল্লেখঃ ক্রিয়াতে যৎ মহাকবিকালিদাসকৃতেষু রূপকেষু মহাভারতীয়ং দুষ্যন্তশকুন্তলা প্রণয়োপাখ্যম্ অধিকৃত্য প্রণীতমভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাম সপ্তাঙ্কং নাটকরত্নং ন কেবলং ভারতীয় সাহিত্যেষু বিশ্বসাহিত্যেষু অপি গৌবরোজ্জ্বলং স্থানং লভ্যতে। পাশ্চাত্য মনীষিণঃ গ্যেটেমহোদয়স্যাপি প্রশংসাধন্যমিদং রসোত্তীর্ণং নাটকং সর্বেভ্যঃ সং স্কৃতানুরাগিভ্যঃ পাঠকেভ্যঃ সাতিশয়ং রোচতে। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকস্য গুণবিচারে রসগ্রাহি-সমীক্ষকেষু ন কোঽপি মতভেদো দৃশ্যতে। পরংতু অস্য নাটকস্য অহং কানামুৎকর্ষবিচারে মতৈকাস্যাভাবঃ পবিলক্ষ্যতে। কেচন পণ্ডিতাঃ চতুর্থাঙ্কং শ্রেষ্ঠং মন্যন্তে, পঙ্কমাংকস্য শ্রেষ্ঠত্বং তু কৈরপি সুধীভিঃ স্বীক্রিযতে। তথাচোক্তিং,—

"শকুন্তলচতুর্থোঽঙ্কঃ সর্বোৎকৃষ্ট ইতি প্রথা।
ন সর্বসম্মতা যস্মাৎ পঞ্চমোঽস্তি ততোঽধিকঃ।।"

যেষাং মতে পঞ্চমাংকঃ শ্রেষ্ঠঃ, তে নূনমেব পঞ্চমাংকস্য ঘটনাবিন্যাসঃ আদর্শদ্বঙ্গ বর্ণনম্, চরিত্রচিত্রণ নৈপুণ্যম্—ইত্যাদিকং সম্যগ্ বিচার্য্য এবং মণ্ডব্যং কুর্বন্তি। যথা হংসপদিকায়াঃ সংগীতং শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানস্য ভিত্তিভূমিং রচয়তি। গান্ধর্বপরিণয়বিধিনা বিবাহিতা শকুন্তলা পতিগৃহযাত্রাবসরে মনসি উচ্চাভিলাষং পোষয়ন্ প্রস্থিতা। কিং সা পত্যা দুষ্যন্তেন সাদরং গৃহীতা, অদাক্ষিণ্যেন নিষ্ঠুরং প্রত্যাখ্যাতা বা ইত্যবলোকনার্থং সামাজিকাঃ সাগ্রহং তিষ্ঠন্তি। অবস্থায়ামীদৃশ্যাং সংশয়াক্রান্তমেব সামাজিকচিত্তং সবিশোযং প্রভাবান্বিতমস্তি। হংসপদিকায়াঃ সংগীতমিদং নিঃসংশয়ং রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য র্ভৎসনং, তথা তাপসকন্যাকায়াঃ শকুন্তলায়া ভাগ্য বিপর্যয়ং সূচয়তি।।

হস্তিনাপুরস্য রাজপ্রাসাদে রাজ্ঞ দুষ্যন্তস্য সমীপং গৌতম্যা কণ্বশিষ্যদ্বয়েন চ সহ শকুন্তলাসমাগমে শার্ঙ্গরবশারদ্বতয়োঃ উক্তিভ্যঃ শান্তসংযতাশ্রমজীবনস্য কোলাহলমুখরনগর-জীবনস্য চ প্রতিচ্ছবীনাং সুস্পষ্টমাভাসং সমুপলভ্যতে। আশ্রমস্য শান্তসুন্দরপরিবেশ আজন্মবর্ধিতা, সরজারল্যস্য আধারভূতা তাপসকন্যকা শকুন্তলা মূর্তিমতী সৎক্রিয়া। সাপি নগরসভ্যতাগর্বিতেন রাজ্ঞা দুষ্যন্তেন অবমানিতা বিসর্জিতা চ।

অত্র রাজনি দুষ্যন্তে আদর্শস্য দ্বন্দ্বঃ প্রবলতরঃ ইতি বিশেষেণ লক্ষ্যতে। ধর্মপত্নীরূপণে রাজ্ঞঃ সমীপং সমুপস্থিতায়াঃ কস্যাশ্চিৎ পরমা সুন্দর্য্যাঃ নার্য্যাঃ বচনেষু প্রত্যয়ং সংস্থাপ্য রাজা ধর্মং পালয়িষ্যতি, অথবা পরস্ত্রীং জ্ঞাত্বাপি শকুন্তলাং গৃহীত্বা রাজা পাপভাগ্ ভবিষ্যতি ইতি দ্বন্দ্বেন কিং কর্তব্যবিমূঢ়োঽপি রাজা সর্বমিদং ধীরচিত্তেন বিচার্য্যা শকুন্তলা বিসর্জনে দৃঢ়তায়াঃ পরিচয়ং যচ্ছতি।

অস্মিন্ অংশে শকুন্তলা চরিত্র নির্মানমপি অতীব প্রশংসাযোগ্যম্। বিনয়নম্রা কুসুমপোলবা, তাপসকন্যা শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানাবসরে প্রতিবাদপরায়ণা। রাজ্ঞঃ বিশ্বাসোৎপাদনায় অশক্তা, রাজ্ঞা প্রত্যাখ্যাতা সা পিতৃগৃহগমনমার্গমবরুদ্ধমিতি বিবিচ্য, তথা রাজপুরোহিতস্য গৃহে বাসোঽপি অমর্যাদাকর ইতি মন্যমানা শকুন্তলা জীবনবিসর্জনায় কৃতসংকল্পা অস্তি, তদা স্বমাত্রা মেনকয়া সা মারীচাশ্রমে নীতা ইতি দৃশ্যমিদমতীব মর্মান্তিকং শোকাবহংচ।

উপসংহারেঽস্য বক্তুমুচিতং যৎ, কবিত্বস্য উৎকর্ষবিচারেণ যদ্যপি চতুর্থোঽঙ্কঃ শ্রেষ্ঠঃ বিবেচিতঃ, তথাপি নাটকীয়গতিঃ, চরিত্রাণমন্তর্দ্বন্দ্বঃ, ইত্যাদিকং নাট্যগুণং বিচার্য্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকস্য পঞ্চমোঽঙ্কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি বহুণামপি সমীক্ষকাণাং মতম্।

3. Q. Give the substance of Kanva's message to king Dushyanta and Sakuntala at the lime of their departire from the hermitage of Kanva. (মহর্ষি কণ্বের আশ্রম থেকে পতিগৃহযাত্রাকালে মহর্ষি রাজা দুষ্যন্ত ও শকুন্তলাকে যে বাণী দিয়েছিলেন তার সারমর্ম লিখ।)

আশ্রমবালায়াঃ তাপসকন্যকায়াঃ শকুন্তলায়াঃ পতিগৃহযাত্রাবসরে তাতঃ কণ্বঃ শার্ঙ্গরব মুখেন রাজানং দুষ্যন্তং প্রতি সন্দেশোঽয়ং প্রেষয়ন্নাহ,—সংযমধনান্ অস্মান্, আত্মনঃ বিশ্ববিশ্রুতং, পুরুবংশজন্ম, চ ত্বয়ি শকুন্তলায়াঃ কথমপি কেনাপি প্রকারেণ মিত্রাদীনাং প্রয়াসং বির্নৈব স্বয়মেবানুভূতপূর্বং প্রেমপ্রবাহং সম্যগ্ মনসা পর্যালোচ্য ত্বয়া ইয়ং শকুন্তলা গ্রহীষ্যমাণাসু ভার্যাসু যাদৃশেন গৌরবেণ অপরা বধূঃ আলোক্যতে তাদৃশেন জ্ঞাতব্যা, ন তু কর্তব্যা, অস্মাকং তত্র নিয়োগাসম্ভবাৎ। অতঃ পরম্ অধিকং সৌভাগ্যং ভাগ্যস্য অধীনম্, তৎ নূনমেব ভার্যায়াঃ পিত্রাদিভিঃ স্বজনৈঃ কদাপি ন বাচ্যম্, যতঃ তেন পক্ষপাতিত্বদোষঃ প্রসজ্যেত ইতি।

রাজানং দুষ্যন্তং প্রতি মহর্ষিণা কণ্বেন প্রেষিতে সন্দেশে ভীতির্গৌরববোধশ্চেতি স্বয়ং সংমিশ্রিতং লক্ষ্যতে। 'অস্মান্ সংযমধনান্ বিচিন্ত্য' ইতি মহার্ষিবচনে ভীতেরাভাসঃ বিদ্যতে। কণ্বস্যাশ্রমে শকুন্তলায়াঃ রূপ-মুগ্ধঃ রাজা স্বেচ্ছায়া গুরুজনাদীনাং মতমনাদৃত্য এব গান্ধর্ব বিধিনা শকুন্তলামুপযেমে। অত ইদানীং রাজ্ঞা শকুন্তলা ধর্মপত্নীরূপেণ স্বীকৃত্য

ন ভবতি চেৎ, তর্হি সংযমভ্রংশাৎ মহর্ষেঃ কণ্বস্য কোপানলেন রাজা [illegible] দগ্ধো ভবিষ্যতি। "উচ্চৈঃ কুলং চাত্মনঃ" —ইতি বচনে রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য আভিজাত্যাভিমানাং প্রতি ইঙ্গিতমস্তি। আভিজাত্যগর্বিতো রাজা যদি পরিণীতাং ধর্মপত্নীং শকুন্তলাং তজতি, ততঃ রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য বংশমর্যাদাহানির্ভবিষ্যতি ইতি শ্লোকস্য অস্য অন্তর্নিহিতো ভাবঃ।।

কণ্বশ্রমাৎ পতিগৃহযাত্রাবসরে মহর্ষিঃ কণ্বঃ তস্য পালিতাকন্যাং শকুন্তলামুপদিশন্নাহ, শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে" ইতি।। বৎসে! ত্বম্ আশ্রমাৎ পতিকুলমাসাদ্য শ্বশ্রূশ্বশুরাদীন্ পূজনীয়ান্ সর্বান্ সাদরং পরিচর্যাং কুরু। সপত্ন্যাদিষু কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিম্, তাভিঃ সহ মা কলহং কার্ষীরিতি ভাবঃ। কদাপি পত্যা অবমানিতা অপি ক্রোধবক্ষাৎ স্বামিনঃ প্রতিকূলং মা যাহি। সেবক বর্গে সাতিশয়ং দাক্ষিণ্যপ্রবণা ভব। সমৃদ্ধিষু অদৃপ্তা নিরহংকারা ভব। এবমাচরণেন যুবতয়ঃ গৃহলক্ষ্মীপদং প্রাপ্নুবন্তি, পবংতু যৌবনজনিতগর্বেণ প্রতিকূলাচারিণ্যঃ নার্যঃ বংশস্য ক্লেশদাযিন্যঃ ভবন্তি।

মহর্ষিণা কণ্বেন পতিগ্রহযাত্রাকালে শকুন্তলায়ৈ য এব উপদেশগ্রামঃ দত্ত, তেন তত্রভবতঃ কাশ্যপস্য অসাধারণদূরদর্শিতায়াঃ ব্যবহাবিকজ্ঞানস্য চ পবিচয বিশেষো লভ্যতে। সেবাপরায়ণতা, পতিভক্তিঃ, সপত্নীং প্রতি প্রিয়সখীবৃত্তিঃ, আত্মীযপবিজনেষু সেবক সেবিকাদিষু চ দাক্ষিণ্যপ্রদর্শনং,নিরহংকারত্বমিত্যাদযঃ গুণাঃ পুরা ভারতীয়নব-পবিনীতাকুলবধূষু বাহুল্যেন অভিপ্রেতাঃ আসন্। কেনাপি কারণেন পতিঃ পত্নীং প্রতি রোষপরায়ণো ভবতি চেৎ, তর্হি ন কদাপি পত্ন্যা পত্যুঃ প্রতিকূলাচরণং কর্তব্যম্। প্রসঙ্গ ক্রমেণাত্র উল্লেখঃ ক্রিযতে যৎ, পুরা প্রাচীন সামাজিক পরিবেশে নবপরিণীতায়ৈ শকুন্তলায়ৈ প্রথমং প্রতিগৃহযাত্রাবসরে প্রদত্তানামুপদেশানাম্ উপযোগিত্বং তথা তেষাং শাশ্বত মূল্যাবোধং স্বীকুবন্নপি বক্তুমিদং শক্যতে যৎ, সম্প্রতি নারীস্বতন্ত্রতা-প্রাধানে যুগে উক্তগুণানাম্ অনুশীলনস্য প্রয়োজনমস্তি বা নবেতি বিচারং দৃঢ়মপেক্ষতে।

4. Q. "ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমেধিতোঃ জনঃ।

পরিহাস বিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ।।"

By whom and in What context is the sloke uttered, what its far-reaching effect? (কোন প্রসঙ্গে কে কাকে এ উক্তি করেছিলেন? কি এর সুদূর প্রসারী প্রভাব?)

রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য প্রতিনিধিঃ সন্ হস্তিনাপুরস্য রাজপ্রসাদে রাজমাতুরাদেশং পালনায় তত্র গমনাৎ প্রাগেব রাজা দুষ্যন্তঃ বিদূষকমুদ্দিশ্য শ্লোকমিমমুচ্চারিতবান্। নিরতিশয়ং চপলোঽয়ং মুখরশ্চ বিদূষকঃ রাজান্তঃপুরম্ আসাদ্য তত্র শকুন্তলা বৃত্তান্তং কথয়িষ্যতি ইত্যাশঙ্ক্য রাজা অবদৎ, যৎ বয়স্য, ঋষিগৌরবাৎ আশ্রমং গচ্ছামি, নখুল সত্যমেব তাপস

কন্যাকায়াং মমাভিলাষঃ। যতঃ— "ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈ" রিতি। সরলচিত্তঃ বিদূষকঃ রাজ্ঞঃ বচনেঽস্মিন্ দৃঢ়ং প্রত্যয়মকরোৎ, রাজধানীং চ গতবান্। বয়স্য মাধব্যস্য রাজধানী প্রস্থানেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ঃ রাজা করভকপ্রদত্তস্য রাজমাতুরাদেশস্য পালনং তথা রাক্ষসোপদ্রবং নিবারয়িতুম্ আশ্রম গমনমিত্যুভয়সংকটযো মধ্যাদুদ্ধারসুপলভ্য পুনরাশ্রমং প্রবিশ্য তাপসকন্যকায়ঃ শকুন্তলয়া সহ প্রণয়ব্যাপারে গাঢ়ং নিবিষ্টোঽভবৎ।

অতঃ রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য বচনং দ্বিধারিক্তমনসা স্বীকৃত্য বিদূষকঃ শকুন্তলা প্রণয়ে রাজ্ঞঃ সক্রিয়ঃ সহায়কোঽভবৎ। শকুন্তলয়া সহ দুষ্যন্তস্য প্রণয় বৃত্তান্তং সরলবুদ্ধেঃ বিদূষকস্য মনসঃ অপসারণং নাটকীয়গতি-সিদ্ধ্যর্থমপরিহার্যমাসীদিতি বিচার্য্য কুশলী নাট্যকাবেণ নৈপুণ্যেন তদত্র কৃতম্। নাটকস্য অস্য পঞ্চমাংকে রাজ্ঞা শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান দৃশ্যে, বিদূষকে উপস্থিতে শকুন্তলা বিসর্জনব্যাপারে নূনমেব প্রতিবন্ধকোঽভবিষ্যৎ। যদি তস্য মনসঃ "পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ" ইত্যাদাভিনবোপায়েন শকুন্তলাপ্রণযবৃত্তান্তমপসৃতং নভবিষ্যৎ। অতঃ শকুন্তলাবিসর্জনাৎ অনন্তরং রাজ্ঞা পৃষ্টঃ বিদূষকঃ অবদৎ,—"ন বিস্মরামি। কিন্তু সর্বং কথয়িত্বা অবসানে পুনস্ত্বয়া পরিহাস বিজল্প এব নভূতার্থ-ইত্যাখ্যাতম্। ময়াপি মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিনা তথৈব গীতম্। অথবা, ভবিতব্যতা খলু বলবতী।"

5. Q. Why is the IV Act of the 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' of Kalidsa, cousidered as the best act in the drama? Give reasons for your answer. (কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অংককে কেন শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা হয়, তা যুক্তি সহ আলোচনা কর।)

or (অথবা)

Critically examine with illestration the following:

"কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কঃ যত্র যাতি শকুন্তলা।।"

যদ্যপি মহাকবিনা কালিদাসেন মালবিকাগ্নিমিত্রম্, বিক্রমোর্বশীয়ম্, অভিজ্ঞান-শকুন্তলমিতি রূপকত্রয়ং বিরচিতং, তথাপি, এতেষু ত্রিষু রূপকেষু দুষ্যন্তশকুন্তলা প্রণয়মূলকং মহাভারতীয় মুপাখ্যানমধিকৃত্য প্রণীতং রসোত্তীর্নং নাটকমভিজ্ঞানশকুন্তলং প্রাচ্যপাশ্চাত্যসমীক্ষকৈ মহাকবেঃ কালিদাসস্য সর্বস্বমিতি মন্যতে।

"বাসন্তং মুকুলং ফলং চ যুগপদ্ গ্রীষ্মস্য সর্বং চ তৎ
যৎকঞ্চিন্মনসো রসায়ণমথো সন্তর্পণং মোহনং।

একীভূতমভূতপূর্বমথবা স্বর্লোকভূলোকয়োঃ
ঐশ্বর্যং যদি কোঽপি কাঙক্ষতি তদা শাকুন্তলং সেবতাম্"।।

ইতি জার্মান মনীষী গ্যেটে মহোদয়স্য নিতরাং প্রশংসাধন্যমভিজ্ঞানশাকুন্তলসাশ্রিতা বিশ্বকবিনা রবীন্দ্রনাথেন তস্য প্রাচীনসাহিত্যে নিবন্ধদ্বয়ে যা রসগ্রাহিনী ব্যাখ্যা কৃতা অস্মাভিঃ সা অতুলনীয়া মন্যতে। মহাকবিকালিদাসস্য প্রণয়াদর্শঃ, ঈপ্সিতলাভোপায়ঃ প্রকৃতিপ্রতিঃ, দুর্বাসসঃ শাপসংযোগঃ,তেন পুরুবংশোৎপন্নস্য রাজ্ঞঃ দুষ্যন্তস্য চরিত্রোন্নয়নং নবনবচরিত্র নির্মাণমিত্যাদিকং তত্র বিশ্বকবিনা সুনিপুণং বিশ্লেষিতবিষয়াদিকং সম্যগ্ বিবিচ্য এব চতুর্থাঙ্কস্য শ্রেষ্ঠত্বং স্বীক্রিয়তে রসগ্রাহিপাঠকৈ স্তথা সহৃদয়ৈঃ সমীক্ষকৈঃ।

পনুশ্চ অস্য নাটকস্য চতুর্থোঽঙ্কঃ, যত্র শকুন্তলায়াঃ লতিগৃহগমনং সুনিপুণশিল্পী-সুলভগুনৈরঙ্কিতমাস্তি, স এব সপ্তাংকেষু শ্রেষ্ঠোঽঙ্কঃ পরিগণ্যতে। চতুর্থাঙ্কস্য করুণরসসিক্তং পতিগৃহযাত্রাবর্ণনং, মানবৈঃ সহ বনপ্রকৃতেরেকত্মতা, শকুন্তলামুদ্দিশ্য মহর্ষেঃ কণ্বস্য উপ দেশাঃ, পালিতা কন্যায়াঃ বিরহেণ মহর্ষেঃ কণ্বস্য প্রগাঢ়শোকানুভূতি-রিত্যাদিকং সর্বং সম্যগ্ বিচার্য এব তৈঃ চতুর্থাংকস্য শ্রেষ্ঠত্বং স্বীকৃতম্।

শকুন্তলায়াঃ পতিগৃহগমনদৃশ্যস্য কারুণ্যাতিশয্যং কেভ্যঃ সহৃদয়সামাজিকেভ্যঃ ন রোচতে। আপিতু দৃশ্যমিদং সর্বেষু সামাজিকেষু নিতারামাবেদনশীলং ভবত্যেব। ইদং দৃশাং বিষয়বিরক্তানাং তর্পোবনবাসিনামাপি শোকপ্রকর্ষাৎ অশ্রুবর্ষণকারণং ভবতি, কা কথা বিষয়াসক্তানাং গৃহিজনকানাম্। শকুন্তলায়াঃ আবাল্যসমেকত্রাবস্থিতম্ অনসূয়া প্রিয়ং বদেতি সখীদ্বয়ং শকুন্তলাবিরহমাসন্নং বিচিন্ত্য অতীব শ্লোকবিহ্বলমভবৎ। আজন্মনৈষ্ঠিকঃ ব্রহ্মচারী সংসারবিরাগী কুলপতিঃকণ্বঃ পালিতাকন্যায়াঃ বিরহজং শোকমাসন্নং মত্বা উদ্বেলচিত্তঃ সন্—"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্ঠমুৎকণ্ঠয়া" ইত্যনেন শ্লোকেন তস্য অতিমাত্রং সুদুঃসহং বিচ্ছেদবৈধুর্যং প্রকাশয়ামাস।

ন কেবলম্ আশ্রমবাসিনঃ মানবাঃ, পরং তু তপোবনপ্রকৃতিরপি নিতরাং শোকাভিভূতা অভবৎ। শকুন্তলয়া সহ তপোবনপ্রকৃতে রেবমন্তরঙ্গপ্রীতেঃ গাঢ়সম্বন্ধঃ আসীৎ, যৎ, তৃষ্ণার্তাপি শকুন্তলা, তপোবনবৃক্ষেষু অপীতেষু, কদাপি জলং ন পিবতি, সা স্বয়ং ভূষণপ্রিয়াপি স্নেহবশাৎ বৃক্ষাণাং পল্লবং নাদত্তে, আশ্রমলতানাং প্রথমপুষ্পোদগমে তস্যাঃ উৎসবো ভবতি। বিনিময়েন আশ্রম বনস্পতয়ঃ পতিগৃহযাত্রাবসরে শকুন্তলায়াঃ অঙ্গ সজ্জার্থ ক্ষৌমবস্ত্রং কিসলয়ম্, অলক্তকম্ ইত্যুপকরণানি দদাতিস্ম। তাতঃ কণ্বঃ শকুন্তলাপ্রস্থানার্থাং বনস্পতিনামনুমোদনমপি অযাচত।

শকুন্তলায়াঃ আসন্নবিচ্ছেদজনিতেন শোকেন তপোবনপ্রকৃতিরেবং বিষাদং গতা যৎ, তদুক্তমস্মিন্ শ্লোকে,—

"উদ্‌গলিতদর্ভকবলা মৃগাঃ পরিত্যক্তনর্তনা ময়ূরাঃ।
অপসৃতপাণ্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রূণীব লতাঃ।।"

পালকপিতা মহর্ষিঃ কণ্বঃ পতিগৃহযাত্রাকালে—"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে" ইত্যনেন শ্লোকেন পতিগৃহে শকুন্তলয়া অবশ্যমেব কর্তব্যানি যানি উপদিদেশ, অদ্যাপি তেষামুপদেশানামংশতঃ এব উপযোগিত্বমুপাদেযত্বাৎ বিবিচ্যতে।

"অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকস্য কারুণ্যাতিশয্য মণ্ডিতে চতুর্থে অংকে যাদৃশং কাব্যত্বমস্তি, নাস্তি তাদৃশং নাট্যত্বম্। কাব্যগুণ মানদণ্ডেণ বিচার্য কাব্যরস পিপাসু সমীক্ষকৈঃ চতুর্থাঙ্কস্য শ্রেষ্ঠত্বং স্বীক্রিয়াতে, পবং তু নাট্যগুণসমৃদ্ধস্য পঞ্চমাংকস্য উপাদেয়ত্বং নূনমেব রোচতে নাট্যরসিকেভ্যঃ সমীক্ষকেভ্যঃ। অতঃ চতুর্থাংকস্য গীতিধর্মিতা যদ্যপি চতুর্থাংকস্য শ্রেষ্ঠতায়াঃ কারণম্, তথা পঞ্চমাংকস্য শ্রেষ্ঠতাযাঃ কারণম্ অস্য নাট্য ধর্মিতা ইত্যলম্ অতিবিস্তবেণ।

---

(১২) শ্লোক-সূচী ঃ

(১৩) সুভাষিত চয়নিকা ঃ

সুভাষিত	অংক/শ্লোক সংখ্যা
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি	১/১৫
অকৃতার্থে মনসিজে	২/১
অচেতনং নাম গুণম	৬/১৩
অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং	৫/২৪
অত্যুন্নু বিভবেষু জ্ঞাতযঃ	৫/৮
অতঃ সমীপে পবিণেতুঃ	৫/১৭
অতিস্নেহ পাপশঙ্কী	৪/গদ্যাংশ
অথবা অবিশ্রমোহযং	৫/গদ্যাংশ
অনির্বর্ণনীয়ং পবকলত্রম	৫/গদ্যাংশ
অনুদ্ধতাঃ সৎপুকষাঃ	৫/১২
অবণ্যে ময়া কদিতম	২/গদ্যাংশ
অর্থো হি কন্যা পবকীয	৪/২২
অহো কামী স্বতাং পশ্যতি	২/২
অহো চেষ্টাপ্রতিকপিকা কামিজন	১/গদ্যাংশ
আশংকসে যদগ্নিম্	১/২৫
উৎসপিণী খলু মহতাং প্রার্থনা	৭/গদ্যাংশ
উৎসবপ্রিযাঃ খলু মনুষ্যাঃ	৬/গদ্যাংশ
উপযন্তুর্হি দাবেষু প্রভুতা	৫/২৬
কদাপি সৎপুকষাঃ শোকবাস্তব্যা ন	৬/গদ্যাংশ
কষ্টং খলু অনপত্যতা	৬/গদ্যাংশ
কিমিব হি মধুবাণাং মণ্ডণং	১/১৮
কিমত্র চিত্রং যদি বিশাখে	৩/গদ্যাংশ
কো নামোষ্ণোদকেন	৪/গদ্যাংশ
কোহন্যো হুতবহাৎ প্রভবতি দগ্ধুম	৪/গদ্যাংশ
গণ্ডস্যোপবি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ	২/গদ্যাংশ
গ্লপয়তি যথা শশাংকম্ ন	৩/১৫
চক্রবাকবধূকে আমন্ত্রয়স্ব	৩/গদ্যাংশ
ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহত	৭/৩২
তমস্তপতি ঘর্মাংশৌ কথম্	৫/১৪
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ ব্যসনোদযাভ্যাং	৪/১
ত্রিশংকুবিবান্তবা তিষ্ট	২/গদ্যাংশ
দূবীকৃতাঃ খলু গুণৈঃ উদ্যানলতাঃ	১/১৬
ন জানে ভোক্তাবং কমিহ	২/১০
ন তাদৃশাঃ আকৃতিবিশেষাঃ	৪/গদ্যাংশ
ননু প্রবাতেহপি নিষ্কম্পা এব	৬/গদ্যাংশ
ন প্রভাতবলং জ্যোতিঃ	১/২৩
নাতিশ্রমাপনায় যথা শ্রমায	৫/৬
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োঃ	৭/৩০
ন খলু মাতাপিতরৌ	৬/গদ্যাংশ
পরাতিসন্ধানমধীয়তে যৈঃ	৫/২৩
পূর্বাবধীবিতং শ্রেয়ঃ দুঃখং হি	৭/১৩
প্রবলতমসামেবংপ্রাযা হি	৭/২৪
প্রসাদসৌম্যানি সতাং সুহৃজ্জনে	৬/২৯
প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ	৫/২২
প্রাযঃ স্বমহিমানং কোপাৎ	৬/৩১
প্রিযমপি তথ্যমাহ শকুন্তলা	১/গদ্যাংশ
বলবদপি শিক্ষিতানাম	১/২
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি বোষণতয়া	৪/১৮
ভাগ্যাযতমতঃপবং ন খলু তদ	৪/১৭
ভাবস্থিবাণি জননান্তবসৌহৃদানি	৫/২
মনোবথা নাম তটপ্রপাতাঃ	৬/১০
মলিনমপি হিমাংশোঃ লক্ষ্ম	১/১৮
মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকবাঃ	৫/১৮
যথা কস্যাপি পিণ্ডখর্জুবৈঃ	২/গদ্যাংশ
যদবেতসঃ কুব্জলীলাং বিডম্বয়তি	২/গদ্যাংশ
বাক্ষবক্ষিতব্যানি তপোবনানি নাম	১/গদ্যাংশ
বাজ্ঞাং তু চবিতার্থতা দুঃখোত্তবা	৫/গদ্যাংশ
লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ম্	৩/১২
বযং তত্ত্বান্বেষাৎ মধুকব হতা	১/২১
বশিনাং হি পবপবিগ্রহ	৫/২৮
বিকাবং খলু পবমার্থতঃ	৩/গদ্যাংশ
বিডালগৃহীতঃ মূষিক ইব	৬/গদ্যাংশ
বিনীতবেশেন প্রচেষ্টব্যানি তপোবনানি	১/গদ্যাংশ
বিবক্ষিতং হি অনুক্তমনুতাপং জনয়তি	৩/গদ্যাংশ
শেষঃ সদৈবাহিতঃ ভূমিভারঃ	৫/৫
শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতযং	৭/২৯
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু	১/২০
সমানযংস্তুল্যগুণং বধূবরম্	৫/১৫
সবঃ কান্তম্ আত্মীযং পশ্যতি	২/গদ্যাংশ
সর্বঃ প্রার্থিতমধিগম্য সুখী সম্পদ্যতে	৫/গদ্যাংশ
সর্বঃ সগন্ধেষু বিশ্বসিতি	৫/গদ্যাংশ
সম্ভাবনাগুণমবেহি তমীশ্ববাণাং	৬/৪
সাগবং বর্জয়িত্বা কুত্র বা মহানদী	৩/গদ্যাংশ
স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং দুঃখং	৩/গদ্যাংশ
স্পর্শানুকূলা ইব সূর্যকান্তাঃ	২/৭
স্রজমপি শিবসি আন্ধঃ ক্ষিপ্তাং	৭/২৯
স্রোতোবহাং পথি নিকামজলাম্	৬/১৬
স্বাধীনকুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ	৫/গদ্যাংশ
হংসো হি ক্ষীবমাদত্তে	৭/২৮